بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) এর
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম সংস্করণ ঃ
জেলকদ্‌ - ১৪০৯
জ্যৈষ্ঠ - ১৩৯৬
জুন - ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
মহররম, ১৪৩১
পৌষ, ১৪১৬
ডিসেম্বর, ২০০৯

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট্‌স
ঢাকা, বাংলাদেশ

THE HOLY QURAN

Bangla Translation with short Commentary

AHMADIYYA MUSLIM KHELAFAT CENTENARY PUBLICATION
Published by :
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮৯ সালের জুন মাসে সর্বপ্রথম সাধু ভাষায় ব্যাখ্যাসহ কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মাওলানা মালিক গোলাম ফরীদ সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অনুসরণে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) প্রণীত তফসীরে সগীরের আলোকে বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের এ প্রথম অনুবাদটি প্রস্তুত করা হয়। এ অনুবাদের ও মুদ্রণের কাজে যাঁরা যেভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের নাম ও পরিচয় 'প্রথম সংস্করণের' 'মুখবন্ধের' 'থ' থেকে 'দ' পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুবাদটি প্রথমে ৩০০০ কপি মুদ্রণ ও পরে আরো ৩০০০ কপি পুণর্মুদ্রণ করা হয়। এরপর কীভাবে কুরআন মজীদের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলো এবং কারা এতে দায়িত্ব পালন করেছেন এর সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

- একদিকে ষ্টক ফুরিয়ে যাবার পর পাঠক সমাজে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক অনুদিত কুরআন মজীদের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। অন্যদিকে চলিত ভাষায় কুরআন মজীদ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) চলিত ভাষায় কুরআন মজীদ অনুবাদ করার নির্দেশ প্রদান করেন। আহমদীয়া মসুলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মজলিসে আমেলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব কুরআন মজীদের অনুবাদ চলিত ভাষায় রূপদান করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এ কাজ ২৭.০৬.২০০০ তারিখে শেষ করেন। কিন্তু মজলিসে আমেলার ১৭.০৮.২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সাবেক ন্যাশনাল আমীর আল্হাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব এডিশনাল উকিলুত্ তসনীফের বরাত দিয়ে বলেন, মাওলানা শের আলী সাহেবকৃত কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) যে সব আয়াতের অনুবাদ যেভাবে সংশোধন করে দিয়েছেন সেভাবে কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ সংশোধন করতে হবে। মুরুব্বী সিলসিলা মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের নেতৃত্বে আল্হাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব ও জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেবকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ তিন সদস্যবিশিষ্ট কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি তাদের উপর অর্পিত এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন।
- ৩১.০৩.২০০১ তারিখে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সাথে আমাদের বাংলা অনুবাদ সবটা মিলিয়ে দেখতে হবে। এ পর্যায়ে মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা আল্হাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেবকেও কুরআন মজীদের

অনুবাদের কাজে সম্পৃক্ত করা হয় এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবকে রিভিশন কমিটির নেতৃত্ব দেয়া হয়। এই পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটির সদস্যগণ হলেন:

১।	ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২।	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলা	সদস্য
৩।	মাওলানা আল্হাজ্জ সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা	সদস্য
৪।	মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ	সদস্য
৫।	অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী	সদস্য
৬।	জনাব নাজির আহ্মেদ ভূঁইয়া	সদস্য
৭।	আল্হাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	সদস্য-সচিব

পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ সাহেবকে কো-অপ্ট করে কুরআন অনুবাদ রিভিশনের কাজে নিযুক্ত করা হয়।

- মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি নূতন উদ্যমে নূতন করে সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সূরা ফাতেহা থেকে পুনরায় অনুবাদের কাজ শুরু করে। ৯.০৭.২০০২ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক ন্যাশনাল আমীর আল্হাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, কুরআন অনুবাদ রিভিশনের ভিত্তি হবে মাওলানা মালিক গোলাম ফরীদ সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, তবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)কৃত উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা থেকেও সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আমাদের লন্ডনস্থ কেন্দ্রে লেখা হলে এবং পরবর্তীতে ২০০৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধির সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এডিশনাল উকিলুত তাস্নীফের কাছ থেকে ২৬.০৮.২০০৩ তারিখে হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) এর চূড়ান্ত দিক্নির্দেশনামূলক একটি চিঠি আসে (Ref: AVT-3203)। চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল। এ চিঠির বঙ্গানুবাদ 'ঞ' পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখা যেতে পারে। উপরোক্ত চিঠিতে প্রদত্ত দিক্নির্দেশনার আলোকে কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি নূতন আঙ্গিকে কাজ শুরু করে এবং নিম্নোক্তভাবে অনুবাদের কাজ সম্পাদন করে।

১. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত কুরআন মজীদে Appendix (সংযুক্তি) আকারে যেসব আয়াত সংশোধন করেছেন এবং নূতন তথ্য ও তত্ত্বসহ যে সব টীকা দিয়েছেন সেসব আয়াত ও টীকা বাংলা অনুবাদে গ্রহণ করা হয়। পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে চলিত ভাষায় অনূদিত কুরআন করীমে এসব আয়াতের বাম পাশে* চিহ্ন দেয়া হয় এবং টীকাগুলোর বাংলা অনুবাদেও* চিহ্ন দেয়া হয়।

২. প্রায় সব ক্ষেত্রেই (Appendix এর সংশোধিত ইংরেজীতে অনূদিত আয়াতগুলো ছাড়া) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:)কৃত কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদের আলোকে কুরআনের বাংলা অনুবাদ করা হয়।

৩. কুরআন মজীদের পূর্ববর্তী অনুবাদে প্রকাশিত ৮টি সূরার ভূমিকা বাদ দিয়ে এই সংস্করণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীম থেকে এই ৮টি সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কৃত কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদে

আরো ১৯টি সূরার ভূমিকায় নূতন তথ্য ও তত্ত্ব থাকায় কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি কর্তৃক এই ১৯টি সূরার ভূমিকার অংশবিশেষও * (তারকা) চিহ্ন এবং [ ] (থার্ড ব্র্যাকেট) দিয়ে মাওলানা মালিক গোলাম ফরীদ সাহেব কৃত ভূমিকার সাথে সংযোজন করা হয়েছে। যে ৮টি সূরার ভূমিকার সম্পূর্ণটা এবং যে ১৯টি সূরার ভূমিকার অংশবিশেষ নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ মোট ২৭টি সূরার তালিকা ট পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই ২৭টি সূরার ভূমিকা/ভূমিকার অংশগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব নাজির আহ্‌মেদ ভূঁইয়া সাহেব এবং কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি অনুবাদের প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছে।

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) এর উপরোক্ত দিকনির্দেশনার অনুসরণ করা ছাড়াও কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি
  1. কোন কোন ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) এর তফসীরে সগীরের অনুবাদ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে।
  2. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদে নূতন তথ্য ও তত্ত্বসহ যে সব টীকা দিয়েছেন সেগুলোও মাওলানা মালিক গোলাম ফরীদ সাহেবের টীকার অনুবাদের সাথে * (তারকা) চিহ্ন দিয়ে সংযোজন করেছে।
  3. ভাষার সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়াও কুরআন মজীদের মূলপাঠ (Text) ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাংলা বাগ্‌ধারার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।
  4. কুরআন মজীদের মূলপাঠে আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কারো জন্য 'তিনি', 'তাঁর', 'তাঁকে' ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেনি। অতএব পাঠকগণ কুরআন মজীদের মূলপাঠে যেখানেই এই সম্মানসূচক শব্দসমূহ দেখতে পাবেন সেখানেই এগুলো আল্লাহ্ তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিবেন।
  5. যে সব আয়াতের বাংলা অনুবাদে দাড়ি, সেমিকোলন বা কমা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি সেসব আয়াতে দাড়ি, কমা ইত্যাদি দেয়নি। এ ক্ষেত্রে মাওলানা শের আলী সাহেব কৃত কুরআন মজীদের ইংরেজী অনুবাদের অনুসরণ করেছে।
  6. আয়াত ও টীকার মাঝে সূরা নম্বর ও আয়াত উদ্ধৃত করে অনুরূপ সমার্থক আয়াতগুলোর দিক নির্দেশনা দিয়েছে।
- উল্লেখ করা যেতে পারে, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটি আমপারাসহ কুরআন মজীদের মোট সাড়ে পনর পারা অনুবাদ করার পর হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) তাঁকে নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নূতন দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁর পক্ষে অনুবাদ রিভিশন কমিটিতে আগের মত সময় দেয়া সম্ভব হবে না বিধায় অনুবাদ রিভিশন কমিটির প্রস্তাব মোতাবেক বর্তমান ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশেরউর রহমান সাহেব ২৪.১১.২০০৫ তারিখে জারীকৃত এক চিঠিতে তাঁর স্থলে মুরব্বী সিলসিলা আল্‌হাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেবকে কুরআন অনুবাদ রিভিশন কমিটির দায়িত্ব দেন। এ চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, জনাব নাজির আহ্‌মেদ ভূঁইয়া সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীম থেকে প্রতিদিন বাংলা অনুবাদ তৈরী করে নিয়ে আসবেন এবং কমিটির সদস্যগণ তা আলাপ আলোচনা করে চূড়ান্ত করবেন। এভাবেই কুরআনের অবশিষ্ট সাড়ে চৌদ্দ পারা অনুবাদ করা হয়। তবে অনুবাদে সঙ্গতি রক্ষার্থে ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পূর্বের অনূদিত সাড়ে পনের পারাও যথারীতি রিভিউ করা হয়।

- প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আল্‌হাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং বর্তমান ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশেরউর রহমান সাহেব কুরআন মজীদের অনুবাদের কাজে নানাভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দান করেছেন।
- আমাদের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল সাহেব কুরআন মজীদের সম্পূর্ণ সংশোধিত অনুবাদ ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে ও ইংরেজীতে অনূদিত কুরআনের টীকার অনুবাদও কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিয়েছেন।
- পুনর্লিখন, সংশোধন, প্রুফ রীডিং প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন আল্‌হাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, আল্‌হাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব ও জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব।
- কুরআন মজীদের মূল পাঠের অনুবাদের সাথে আরবী মিলিয়ে দেখেছেন আল্‌হাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব এবং মোয়াল্লেম জনাব হাফিজ আবুল খায়ের সাহেব।
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে প্রণীত কুরআনে প্রদত্ত বিষয়সূচীর বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।
- সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ আরবীর সাথে মিলিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব।
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের যে নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি কুরআন মজীদ প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন সেই একই মহৎপ্রাণ ব্যক্তি এই দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যয়ভারও বহন করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা এ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে ও তাঁর পরিবারকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাঁর বংশধরকে আহমদীয়াত ও ইসলামের সেবায় ধারাবাহিকভাবে কুরবাণী করার তৌফিক দান করুন। এটাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।
- এ ছাড়া যারা যেভাবেই কুরআন মজীদের এই দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সবার খেদমত আল্লাহ্ তাআলা যেন কবুল করেন, তাঁর দরবারে এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত কিছু ভুল থেকেই গেছে। সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত।
- অনেক নুতন তথ্য ও তত্ত্বসহ প্রাঞ্জল ও চলিত ভাষায় অনূদিত কুরআন মজীদের এই নুতন সংস্করণ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে গৃহীত হলে এবং এটি বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হেদায়াতের কারণ হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ করুন যেন এমনটিই হয়। আমীন।

বিনয়াবনত
প্রকাশক

পরিশিষ্ট 'ক'

Ref: AVT-3203

তারিখঃ ২৬/০৮/২০০৩

জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকসীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
বাংলাদেশ

বিষয় ঃ পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) এর নির্দেশনা

প্রিয় আমীর সাহেব,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার পর আমি আমার লন্ডন অফিসে আপনার জামাতের দু'জন প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। বর্তমানে এর Revision (পরিমার্জন) এর কাজ বাংলাদেশে চলছে।

আপনার প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) এর নির্দেশনার জন্য দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেছিলাম। তিনি নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করেনঃ-

১. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) মাওলানা শের আলী কৃত অনুবাদে সংযুক্তি (Appendix) আকারে কুরআনী আয়াতের যেসব ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা দিয়েছেন সেগুলো গ্রহণ করতে হবে। এসব আয়াতের ক্ষেত্রে মাওলানা মালিক গোলাম ফরীদ সাহেবের বা অন্য কারো অনুবাদ গ্রহণ করা যাবে না।
২. হুযূর (আই:) আরো নির্দেশ প্রদান করেন, যে সকল আয়াতের অনুবাদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) এর অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে এর রেফারেন্স ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা শুরুতে উল্লেখ করতে হবে।
৩. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদে প্রদত্ত সূরাসমূহের ভূমিকা ও মাওলানা গোলাম ফরিদ সাহেব প্রদত্ত ইংরেজী ভূমিকার মাঝে পার্থক্য বা বিরোধ পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে হুযূরের দিক্‌নির্দেশনার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখতে হবে।

জাযাকুমুল্লাহ্
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষরিত
(এডি: ওয়াকিলুত্ তাস্‌নীফ)

পরিশিষ্ট 'খ'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীম থেকে যে ২৭টি সূরার পূর্ণ ও আংশিক ভূমিকা নেয়া হয়েছে তার তালিকাঃ-

যে সব সূরার ভূমিকা পুরোটাই নেয়া হয়েছে	যে সব সূরার ভূমিকার অংশবিশেষ নেয়া হয়েছে
১। আর্ রা'দ	১। আল্ আন্'আম
২। আস্ সাফ্ফাত	২। ইউনুস
৩। আয্ যারিয়াত	৩। ইব্রাহীম
৪। আত্ তালাক	৪। নাহ্ল
৫। মা'আরেজ	৫। আম্বিয়া
৬। আল্ মুরসালাত	৬। লুকমান
৭। আন্ নাযে'আত	৭। ফাতের
৮। আল্ হোমাযা	৮। ইয়াসীন
	৯। যুমার
	১০। মু'মীন
	১১। হা মীম্ আস্ সাজদা
	১২। আশ্ শূরা
	১৩। আদ্ দুখান
	১৪। আহ্কাফ
	১৫। আর্ রাহ্মান
	১৬। আল্ ওয়াকে'আ
	১৭। আল্ হাদীদ
	১৮। আল্ ফালাক
	১৯। আন্ নাস

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

'কুরআন মজীদ' মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন আল্লাহ্তাআলা তাঁহার বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে। কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, তখন রসূলে পাক (সাঃ) এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর এবং ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল অন্যূন ২৩ বৎসর কাল ধরিয়া। যদিও আরব দেশে লেখাপড়ার চর্চা খুব একটা ছিল না, তথাপি কুরআন শরীফ লিখিয়া রাখিবার কাজ প্রাথমিক কাল হইতেই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এই কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেনঃ

> হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আলী, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাযি আল্লাহ্ তাআলা আনহুম)।

ইহা ছাড়া, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর সাহাবীগণের অনেকেই কুরআন শরীফ যেভাবে নাযেল হইত ঠিক সেইভাবেই মুখস্ত করিয়া রাখিতেন। সাহিত্যকর্মের বড় বড় গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া রাখা আরবদের কাছে কোন নতুন ব্যাপার ছিল না। বরং তাহারা তাহাদের অসাধারণ স্মারণশক্তির জন্য গর্ববোধ করিত এবং ইহাতে তাহাদের সমকক্ষ কেহই ছিল না। বস্তুত তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিভিন্ন আরব কবির রচিত লক্ষাধিক শ্লোক মুখস্থ ছিল বলিয়া জানা যায়। কাজেই, কুরআন করীম সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে দুই প্রকারের ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। ফলে, পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার বিপক্ষে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত। কিন্তু পরিণামে তাহারা সকলেই ব্যর্থকাম হইয়াছেন। সমালোচনার সমস্ত শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করার পরেও তাহাদিগকে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআনকে আজ আমরা যেরূপে পাই, ইহা ঠিক সেইরূপেই রসূলে পাক (সাঃ) এর সাহাবীগণ তাঁহার নিকট হইতে আল্লাহর বাণীরূপে পাইয়াছিলেন।

স্যার উইলিয়াম মুইর তাহার রচিত 'লাইফ অফ্ মাহামেট' পুস্তকের (লন্ডন, ১৯১২) ১ম খণ্ডে, ২২-২৩ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন ঃ

> Contending and embittered factions, taking their rise in the murder of Othman himself within a quarter of a century of the death of Mahomet, have ever since rent the Mahometan world. Yet, but one coran has been current amongst them and the consentaneous use by them all in every age up to the present day of the same scripture, is an irrefragable proof that we now have before us the very text prepared by command of the unfortunate calpih, There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries in so pure a text. (Life of Mahomet).
>
> অর্থ ঃ এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইতে না হইতেই উসমানের হত্যাকাণ্ড হইতে উদ্ভুত পরস্পরবিরোধী ও বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল 'মুহামেডান' জগত। কিন্তু তথাপি, একই কুরআন প্রকাশিত ছিল তাহাদের সকলের মধ্যে। তাহাদের সকলের দ্বারা সকর যুগে অদ্যাবধি একই ধর্মগ্রন্থ ব্যবহৃত হইয়া আসাটাই একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ যে, আজ আমাদের সম্মুখে কুরআনের সেই একই পাঠ (টেক্সট) বিরাজমান রহিয়াছে যাহা বিন্যস্ত করা হইয়াছিল সেই হতভাগ্য

খলীফার হুকুমে। সম্ভবত পৃথিবীর বুকে এরূপ আর একটিও রচনা নাই যাহার টেক্সট বিগত বার শতাব্দী কাল ধরিয়া এইরূপ অকৃত্রিম রহিয়াছে।

ই. এম, হুয়েরী তাহার 'এ কম্প্রিহেনসিভ কমেন্টারী অব দি কুরআন' (লণ্ডন, ১৮৯৬) গ্রন্থের, ১ম খণ্ডের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

> The text of the Qur'an is the purest of all works of a like antiquity. (A Comprehensive Commentary of the Qur'an)
>
> অর্থ ঃ কুরআনের টেক্সট অপরাপর প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিদ্যমান আছে।

লেনপুল তাহার 'সিলেকশানস ফ্রম দি কুরআন' (টার্ণবার, লণ্ডন, ১৮৭৯, ভূমিকা, পৃঃ সি) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

> It is an immense merit in the kuran that there is no doubt as to its genuineness... That very word we can now read with full confidence that it has remained unchanged through nearly thirteen hundred years. (Selections from the kuran)
>
> অর্থ ঃ কুরআনের একটি অপরিসীম ঔৎকর্ষ হইতেছে যে, ইহার সঠিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমরা সেই একই শব্দ এখনও পূর্ণ আস্থা লইয়া পাঠ করিতে পারি যে, ইহা বিগত প্রায় তের শতাব্দীকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

বসওয়ার্থ স্মিথ তাহার 'মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মাদানিজম' গ্রন্থের (লণ্ডন, ১৯৭৪) ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

> In the kuran we have beyond all reasonable doubt the exact words of Mohammad, without substraction and without addition. (Mohammad and Mohammedanism)
>
> অর্থঃ কুরআনে, সম্ভাব্য সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধে, কোন সংযোজন অথবা বিয়োজন ছাড়াই, মুহাম্মদের সেই হুবহু শব্দসমূহই বিধৃত রহিয়াছে।

পরিশেষে, আমরা প্রফেসর টি ডব্লিউ. আরনল্ডের একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি তাহার 'ইসলামিত ফেইথ' (লন্ডন) পুস্তকে (পৃঃ ৯) লিখিয়াছেন ঃ

> The text of this recension substantially corresponds to the actual utterances of Muhammad himself. (Islamic Faith).
>
> অর্থ ঃ এই সতর্ক গ্রন্থিত 'টেক্সট' হুবহু ঠিক তাহাই যাহা মুহাম্মদেরই মুল উচ্চারণ।

যদিও এই অলৌলিক গ্রন্থের প্রধান প্রধান সকল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবু যে সব পাঠকের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান খুব সামান্য তাহাদের জন্য কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা, বোধ করি, অসমীচীন হইবে না। এই বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

পবিত্র কুরআন শুধু আরবদেরকেই সম্বোধন করে না, বরং সমগ্র মানব জাতিকেই সম্বোধন করে এবং ঘোষণা করে যে, হযরত মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ (সাঃ) সারা জগতের জন্যই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, এবং সেই সঙ্গে এই দাবিও করে যে, ইহাই ঐশী বিধানের সর্বশেষ বাণী এবং মানব জাতির হেদায়াতের বা সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনই একমাত্র ঐশী-গ্রন্থ, যাহা নবুওয়াতের বিষয়টিকে একটি সার্বজনীন বিষয়রূপে স্বীকৃতি দান করিয়াছে এবং বার বার ঘোষণা করিয়াছে যে, এই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা মানবেতিহাসের কোন না কোন সময়ে ঐশী-বাণী লাভ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে কুরআন মজীদের ঘোষণা হইতেছে ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থ ঃ "এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।" (৩৫ঃ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ ঃ "এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পূণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল।" (১৬ঃ৩৭)

অতএব, পবিত্র কুরআন এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে যে, নবীর আগমন শুধু 'পুরাতন নিয়মে' (তওরাতে) ও 'নতুন নিয়মে' (ইন্জীলে) যে সকল নবীর কথা বলা আছে মাত্র তাহাদের ধারাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। এবং ইহার মাধ্যমে কুরআন মজীদএমন মহামহিমান্বিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর ধারণা তুলিয়া ধরিয়াছে–যিনি ন্যায়বিচারক, পরম দয়াময় ও অতীব দানশীল এবং তাঁহার সকল সৃষ্টি–তাহারা যে কোন গোত্র বা গোষ্ঠী বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন–তাহাদের সকলের প্রতি ব্যবহারে তিনি সমান ও অভিন্ন।

এই পবিত্র গ্রন্থে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে বিষযটির উপরে উহা হইতেছে–আল্লাহ্ তাআলার একত্ব বা তওহীদ–যাহাকে না করা যায় ভাগ, না করা যায় গুণ। আল্লাহ্ তাআলা এবং অন্যান্য যাবতীয় অস্তিত্বের মধ্যে পবিত্র কুরআন মাত্র একটি সম্পর্কই স্বীকার করে এবং ইহা হইল–স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। অন্য কেহ কোনওভাবেই আল্লাহর মর্যাদার অংশীদার নয়; কেহই তাঁহার চিরন্তনত্বের অংশীদার নয়। ত্রিত্ববাদের এবং পুত্রত্বের ধারণাকে কুরআন করীম সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহর না আছে কোন স্ত্রী, না কোন সন্তান।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

অর্থ ঃ "তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্ব নির্ভরস্থল। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।" (১১২ঃ২-৫)।

পবিত্র কুরআন ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে ঃ

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

(২) ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

(৩) ঐশী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

(৪) নবী-রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

(৫) পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং

(৬) আল্লাহর ভাল-মন্দ সমন্ধে নিয়ম-বিধান–যাহা সকল কিছুকেই বেস্টন করিয়া আছে তৎপ্রতি বিশ্বাস।

পবিত্র কুরআন 'ঔরস-সূত্রে প্রাপ্ত পাপ'-এর মতবাদ 'doctrine of inherited sin'–প্রত্যাখ্যান করে এবং দাবি করে যে, প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে নিষ্পাপ ও পবিত্ররূপে–কোনরূপ আধ্যাত্মিক দূষণীয়তা ছাড়াই। আল্লাহ্ তাআলা শুধু ন্যায় বিচারকই নহেন, তিনি পরম দয়াময়, দাতা ও ক্ষমাশীল। তিনি সব কিছুরই মালিক। তিনি যদি চাহেন এবং যখন চাহেন পাপ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। পাপী তাহার পাপসমূহ যদি অনুতাপের অশ্রু দিয়া ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে আল্লাহ তাহার সেই অনুতাপ বা তওবা কবুল করেন।

কুরআন করীম যীশু-খ্রিষ্টের তথা হযরত ঈসা (আঃ) এর যে মর্যাদা দান করিয়াছে উহা হইল–এক অতি সম্মানিত নবীর মর্যাদা। পবিত্র কুরআন এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যে, যীশু-খ্রিষ্ট খোদার পুত্র ছিলেন এবং তিনি মানব জাতির পরিত্রাণের জন্যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কুরআন মজীদ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের এই দাবীও সরাসরি নাকচ করে যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কুরআন শরীফের মতে হযরত ঈসা (আঃ) এর শত্রুরা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। যখন তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামানো হইয়াছিল তখন তিনি মৃতবৎ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং ক্রুশের উপরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ার স্বপক্ষে যে সব ধারণা ও সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল উহা সবই বাতিল প্রমাণিত করিয়াছে কুরআন করীম। এই ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল, ক্রুশের ঘটনার পর পরই গভর্নর পন্টিয়াস পীলাতের নিকট ইহুদীরা এই আবেদন জানাইয়াছিল যে, যীশুর দেহ যেন তাহাদেরই হস্তে সমর্পণ করা হয়। তাহারা পীলাতের নিকট এই আশঙ্কা অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিল যে, যীশু তাহার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর বাঁচিয়া যাইতে পারে এবং ঘোষণা করিতে পারে যে, সে মৃত অবস্থা হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

কুরআন মজীদ ঈসা (আঃ) এর কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার বিষয়টিকে সত্য সাব্যস্ত করে এবং মরিয়মের পবিত্রতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে।

সকল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআন অন্য আর সব ধর্মের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইহা কেবল বাইবেলে বর্ণিত নবীগণেরই স্বীকৃতি দান করে না বরং মুসলমানদিগকে এই আদেশ দান করে যে, প্রত্যেক নবী–তিনি দেশ কাল ভেদে যেখানেই আবির্ভূত হইয়া থাকুন না কেন–তাহার উপরে বিশ্বাস আনা ঈমানের একটি মৌলিক শর্ত।

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

অর্থ ঃ "যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে" (৯৮ঃ৪)।

কুরআন মজীদের মতে সকল ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মূলত একই ছিল, অর্থাৎ এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা, পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার ইবাদত করা এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎপথে জীবন অতিবাহিত করা।

তবে, এই সব মূলনীতি প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ভিন্নতর হইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, পবিত্র কুরআন যদিও তাওরাত ও ইনজীল এবং অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থকে আল্লাহ্ তাআলার বাণী বলিয়াই স্বীকৃতি দান করিয়াছে, তবু এই কথা জোর দিয়া বলিয়াছে যে, ঐগুলি সম্পূর্ণ অকৃত্রিম অবস্থায় এখন বিদ্যমান নাই। কালের ব্যবধানে, খুব দুর্ভাগ্যজনক হইলেও, ঐসব গ্রন্থ, যাহা আদিতে ঐশী গ্রন্থই ছির, উহা মানুষের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিকৃত হইয়াছে। বহু গরমিল ও পরস্পর বিরোধিতা, যাহা আমরা আজ ঐসব ঐশী গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশগুলিতে দেখিতে পাই এবং যাহা আজও পর্যন্ত প্রকাশিত আছে, উহাকে প্রক্ষেপ ও বিকৃতি বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে কুরআন করীম এবং সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যাও দিয়াছে।

মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে–আল্লাহর ইবাদত করা। ইহার অর্থ– কুরআনের শিক্ষানুসারে, শুধু আল্লাহ্‌র নিকটে মাথা নত করা বা সেজদা করাই নয়, বরং সেই সঙ্গে আল্লাহর গুণাবলীও অর্জন করা, যাহাতে মানুষ দুনিয়ার বুকে তাঁহার প্রকৃত প্রতিনিধি বা খলীফা হইতে পারে এবং তাঁহার আলো ও তাঁহার মঙ্গলময়তা প্রকাশিত করিতে পারে।

মানুষ বিশ্বজগতের মাঝে আল্লাহ্ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সে সকল সৃষ্টির উপরে সম্মান ও মর্যাদার এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। যদিও মানুষ বাদ বাকি সৃষ্টির তুলনায় একটি উন্নততর মর্যাদার অধিকারী, তবু মানুষে মানুষে পার্থক্যের যে ধারণা, শ্রেণী বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিনের যে ধারণা, উহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কুরআন করীম। মানুষ তাহার পদে ও মর্যাদায় তাহার স্রষ্টার দৃষ্টিতে তখনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন সে তাহার সদ্গুণে ও সৎকর্মে অন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

কুরআন মজীদের শিক্ষার মধ্যে মানব জীবনের সকল প্রকারের স্বার্থ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সার্বজনীনভাবে অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব। কুরআন দাবি করে যে, কোন ব্যবস্থাই, ইহা যত উন্নতই হোক না কেন, নৈতিক মূল্যবোধের যথার্থ অনুসরণ ব্যতীত রীতি মত কার্যকরী হইতে পারে না।

পবিত্র কুরআন সামজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছে যাহাতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মূল করিয়া সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ সমন্বয় সাধন ও সম্প্রীতি স্থাপন করা যায়। সুতরাং ইহা শ্রেণী সংগ্রামের এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের কোনরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা উদ্ভবের অবকাশ রাখে না।

সকল ঐশী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন মজীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এই পবিত্র কিতাব নারী জাতিকে তাহাদের অধিকারসমূহ দান করিয়াছে এবং তাহাদেরকে মানব সমাজে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া কুরআনই হইতেছে একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যাহা নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করিয়াছে এবং নারীর সেই উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে যথোচিত উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করিয়াছে।

কুরআনী শিক্ষার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে-বিবেকের স্বাধীনতা দান। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বিশ্বাস করার বা না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করার কোন প্রকার অনুমতি দেয় না আল্ কুরআন। কর্মের ব্যাপারে মানুষ সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার নিকটে দায়ী। মানুষের উপরে না কোন মতাদর্শ জোর-পূর্বক চাপানো যাইবে, না তাহার ধর্ম-বিশ্বাস জোরপূর্বক পরিত্যাগ করানো যাইবে। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে মতাদর্শের প্রচার-প্রবর্তনাই হইতেছে একমাত্র উপায় যাহার দ্বারা মানুষের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন সাধনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কুরআন করীমে ঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থ ঃ "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।" (২ঃ২৫৭)

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

অর্থ ঃ "যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলীল প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলীল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে।" (৮ঃ৪৩)

পবিত্র কুরআন এই শিক্ষা দান করে যে, মানবাত্মা মৃত্যুর পরে এক নব অস্তিত্ব লাভ করে। প্রতিটি মানুষের আত্মার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয় তাহার নিজস্ব কর্ম ও স্বভাবের দ্বারা। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল কিংবা মন্দ কর্মসমূহ তাহার মৃত্যু-পরবর্তী সম্ভাবনাময় ভাবী জীবনের ফলাফল নির্ধারিত করে।

কুরআন মজীদ দাবি করে যে, ইসলাম হইতেছে আলোর বাণী যাহা সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরে অন্ধকারকে চূড়ান্তরূপে পরাভূত করিবে। (পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, শেষ যামানায় ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে জয়যুক্ত হইবে এবং ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানব জাতির জন্য যাবতীয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের পরিবর্তে একটি মাত্র সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হইবে)। ইসলামের এই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হইবে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহারই এক গোলামের দ্বারা যাঁহাকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ রূপে। আহ্মদী মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, বিগত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে) হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণসিমূহের পূর্ণতায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)কে ভারতের কাদিয়ান নামক স্থানে আবির্ভূত করিয়াছেন সংস্কারকরূপে, মসীহ্ ও মাহ্দীরূপে। তিনি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন উহারই নাম ইসলামে আহ্মদীয়া আন্দোলন। এই আধ্যাত্মিক আন্দোলন ইহার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে–যুক্তি, প্রজ্ঞা, তবলীগ ও মানবতার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে। অদ্যাবধি, এই আন্দোলন আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহে পৃথিবীতে শতাধিক দেশে অসংখ্য মানব সন্তানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই আন্দোলনের পরিধি দিনে দিনে প্রসারিত হইতেছে। ইসলাম বিস্তারের এই মহান লক্ষ্যেই বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর) প্রকাশও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আল্লাহ পাক এই প্রচেষ্টাকে আশীষমণ্ডিত করুন।

কুরআন মজীদের 'মূল পাঠ' (টেক্সট) এর এবং সেই সঙ্গে ইহার ব্যাখ্যার এই বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ) এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত (মালিক গোলাম ফরীদ কর্তৃক সম্পাদিত) ইংরেজি তরজমা ও তফসীরের অনুসরণে। এবং ইহাতে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে।

❑ মূল পাঠের (টেক্সট-এর) বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এবং মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক (শাহেদ, ডবল অনার্স ইন অ্যারাবিক,পাঞ্জাব ও পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি), সদর মুরব্বী। জনাব মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরীও (প্রাক্তন সম্পাদক, দি রিভিউ অব রিলিজিয়নস) সাহায্য করিয়াছেন।

❑ হযরত মির্যা নাসের আহ্মদ, খরীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) এর তত্ত্বাবধানে কৃত উল্লেখিত ইংরেজি তফসীর এর ভাষ্য টীকাসমুহের অনুবাদ করিয়াছেন জনাব মকবুল আহমদ খান, সদস্য মজলিসে আমেলা, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ও ভুতপূর্ব আমীর, ঢাকা এবং জনাব এ. টি, এম. হক সদস্য, মজলিসে আমেলা, আহ্মদীয়া মুসলিম, জামা'ত, বাংলাদেশ।

❑ সূরাসমূহের ইংরেজি ভূমিকাগুলোর তরজমা করিয়াছেন অধ্যাপক আমীর হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জনাব মকবুল আহমদ খান। জনাব খান বিষয় নির্দেশিকা, শব্দ নির্ঘণ্ট ইত্যাদিরও অনুবাদ করিয়াছেন।

❑ মূল পাঠের (টেক্সট-এর) অনুবাদ আরবীর সহিত পুনরায় মিলাইয়া দেখিয়াছেন মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, (সাহেদ, অনার্স ইন অ্যারাবিক, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি), সদর মুরব্বী এবং মাওলানা সৈয়দ এজায আহ্মদ (অনার্স ইন অ্যারাবিক, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি), অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরব্বী, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

❑ অনুবাদের কাজে নানাভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দান করিয়াছেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর, আল্হাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌদুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর (১ম), অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর

রহমান, সেক্রেটারী প্রণয়ন ও প্রকাশনা এবং আল্‌হাজ্জ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী, সেক্রেটারী দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

❑ সম্পূর্ণ তরজমা ও তফ্‌সীরের বঙ্গানুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর (২য়) এবং আমীর, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা।

❑ পুনর্লিখন, সংশোধন, প্রুফ রিডিং প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করিয়াছেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক এবং মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। আরও অনেক সুধী ব্যক্তি বিভিন্নভাবে মূল্যবান পরামর্শ দিয়া এই মহৎ কার্যকে সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

❑ কুরআন মজীদের এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর এক নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ পরিবার। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তাআলা যেন এই পরিবারকে পর্যাপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং বংশানুক্রমে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের পথে কুরবানী করার তৌফিক দান করেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাঁহাদের খেদমতসমূহ কবুল করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

মুদ্রণ জনিত কিছু বিচ্যুতি থাকিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

পরম পবিত্র এই মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এই আকুল প্রার্থনা করিতেছি যে, মহান আল্লাহ্‌র এই কালামে পাক–এই পবিত্র বাণী, যাহা তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন সৈয়দেনা ও মাওলানা হযরত 'খাতামান্নাবীয়ীন' মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সমগ্র মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, তাহার বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের জন্য সৎপথ প্রদর্শনের, হেদায়াত লাভের এবং আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য প্রাপ্তির উপায় হোক, অবলম্বন হোক। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

প্রকাশক

পুস্তক-নির্ঘণ্ট

কুরআনের তফসীরকারকগণের মধ্যে কেহ কেহ যে সব উচ্চমানের পুস্তক কিংবা পুস্তক প্রণেতাগণের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারা একটি অক্ষর দ্বারা কিংবা কয়েকটি অক্ষর দ্বারা তাহাদের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পাঠকগণের জন্য খুব সুবিধাজনক হয় নাই, কেননা এই সব পুস্তক বা প্রণেতাগণের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা দেখিতে হয়। কিন্তু তাহাদের পূর্ণ নাম, পরিচয় ইত্যাদি উল্লেখ্য করাও বেশ অসুবিধাজনক। সুতরাং আমরা একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতঃ সংশ্লিষ্ট নামকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করিয়াছি যাহা তাহাদের পূর্ণ নামের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ। উদাহরণ স্বরূপ, 'আল্ বাহ্‌রুল 'মুহীত', প্রণেতা-আবু হাইয়্যান -এই সম্পূর্ণ নামটি লেখার পরিবর্তে কেবলমাত্র 'মুহীত' নামটি উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সীরাতুন্নবী', প্রণেতা-ইবনে হিশামকে শুধু 'হিশাম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত নামগুলো দ্বারা পাঠকগণের কাছে পুস্তক ও পুস্তক-প্রণেতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যে সব লেখকের নাম সচারাচর ব্যবহৃত হয় না তাহাদের নামের জন্য কোন সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। বাইবেলের পুস্তকসমূহের ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় সাহিত্যাদিতে যে সকল সংশ্লিষ্ট নাম ব্যবহৃত হইয়াছে আমরাও তাহাই ব্যবহার করিয়াছি। তথ্য ও সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ নাম ও প্রণেতাগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

হাদীসের গ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত নাম		পূর্ণ নাম ও প্রণেতার নাম
বুখারী	ঃ	সহীহ্ বুখারী, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাঈল বুখারী
মুসলিম	ঃ	সহীহ্ মুসলিম, হাফিয আবুল হুসেইন মুসলিম ইব্‌নে হাজ্জাজ আল্ কাশীরী
তিরমিযী	ঃ	জামে তিরমিযী; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা তিরমিযী
দাউদ বা আবু দাউদ	ঃ	সুনান আবু দাউদ, হাফিয সুলায়মান ইব্‌নে আশ'আস আবু দাউদ
মাজাহ্	ঃ	সুনান ইব্‌নে মাজাহ, মুহাম্মদ ইব্‌নে ইয়াযীদ আবু আব্দুল্লা ইব্‌নে মাজাহ কাযভিনী
নাসাঈ	ঃ	সুনান নাসাঈ, হাফিয আবু আব্দুর রহমান আহ্‌মদ ইব্‌নে শোআয়ব
মুস্‌নদ	ঃ	মুস্‌নদ আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল, ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ ইব্‌নে হাম্বল
মুআত্তা	ঃ	মুআত্তা, ইমাম মালিক
বায়হাকী	ঃ	সুনান বায়হাকী, আবু বকর আহ্‌মদ ইব্‌নে হুসেইন আল্ বায়হাকী
উম্মাল	ঃ	কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্‌ওয়াল ওয়াল আফ্'আল, শেখ আলাউদ্দীন আলী আল্ মুত্তাকী
কুৎনী	ঃ	সুনান দারকুৎনী, হাফিয আলী ইবনে উমর আদ দারকুৎনী
কাস্তালানী	ঃ	ইরশাদুস সারী, আহ্‌মদ মুহাম্মদ আল্ খতীব কাস্তালানী
বারী	ঃ	ফাৎহুল বারী, আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহ্‌মদ ইব্‌নে আলী আস্‌কালানী
সগীর	ঃ	আল্ জ্যামেউস সগীর ফী আহাদিসুল বশীরুন নযীর
'আসাকির	ঃ	ইব্‌নে 'আসাকির, আবুল কাসেম আলী ইবনুল হাসান ইবনুল 'আসাকির
মারদাওয়াই	ঃ	মারদাওয়াই, আবু বকর আহ্‌মদ ইব্‌নে মুসা ইব্‌নে দারদাওয়াই
তাহাভী	ঃ	শরহ মা'আনী আল্ আসর, আবু জাফর আত্ তাহাভী
মা'নাভী	ঃ	আত্ তফসীর আল্ জামীউস সগীরের ব্যাখ্যা, ইমাম আব্দুর রউফ আল্ মা'নাভী

কুরআনের তফসীরের গ্রন্থাদি

জরীর	ঃ	কুরআনের তফসীর, প্রণেতা-ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌নে জরীর তাবারী
কাসীর	ঃ	তফসীর, প্রণেতা-আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনুল কাসীর
কাশ্‌শাফ	ঃ	আল্ কাশ্‌শাফ আন গাওয়ামিযুত তানযীল, প্রণেতা ইমাম মাহমুদ ইব্‌নে উমর যমখ্‌শরী
মুহীত	ঃ	আল বাহরুল মুহীত, প্রণেতা আসীরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ (গ্রানাডা, স্পেন) ওরফে আবু হাইয়ান
মনসুর	ঃ	দুর্‌রে মন্‌সুর, প্রণেতা হাফেয জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সায়ুতী
মা'আনী	ঃ	রূহুল মা'আনী, প্রণেতা আবুল ফয্‌ল শিহাবুদ্দীন মাহ্‌মুদ আল্ বাগদাদী
বায়যাভী	ঃ	আনওয়ারুত তানযীল, প্রণেতা-কাজী নাসীরুদ্দীন আবু সায়ীদ বায়যাভী
কাদীর	ঃ	ফাত্‌হুল কাদীর, প্রনেতা-মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী আশ্ শাওকানী
ফাতহ্	ঃ	ফাত্‌হুল বয়ান, প্রণেতা-আবুত্ তৈয়্যব সিদ্দীক ইব্‌নে হাসান
রাযী	ঃ	তফসীর কবীর, প্রণেতা-ইমাম মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন রাযী
বয়ান	ঃ	রূহুল বয়ান, প্রণেতা-শেখ ইস্‌মাঈল হাক্কী
তফসীর	ঃ	তফসীর কবীর, প্রণেতা-মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ
সা'লাবী	ঃ	আল্ জাওয়াহীরুল হিসান ফী তফসীরুল কুরআন, প্রণেতা-শেখ আব্দুর রহমান সা'লাবী
কুরতুবী	ঃ	কুরুবী, প্রণেতা-আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ আল্ কুরতুবী
হুয়েরী	ঃ	কুরআনের তফসীর, প্রণেতা রেভারেণ্ড ই, এম, হুয়েরী, এম, এ

অভিধান, বিশ্বকোষ ও সাময়িকী

বেহার	ঃ	মাজমা' বেহারুল আনওয়ার, প্রণেতা-শেখ মুহাম্মদ তাহের গুজরাটী
কুল্লিইয়াত বা বাকা	ঃ	আল্ কুল্লিইয়াত, প্রণেতা-আবুল বাকা আল্ হুসায়নী
মুফরাদাত	ঃ	আল্ মুফরাদাত ফী গারায়িবুল কুরআন, প্রণেতা-শেখ আবুল কাসেম হুসেইন ইব্‌নে মুহাম্মদ আর রাগীব
লীসান	ঃ	লীসানুল আরব, প্রণেতা-ইমাম আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নে মুকার্‌রম
তাজ	ঃ	তাজুল 'উরূস, প্রণেতা-আবুল ফয়েয সৈযদ মুহাম্মদ মুর্তাযা আল্ হুসায়নী
লেইন	ঃ	এরাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা-ই ডাব্লিউ লেইন
মুনজেদ	ঃ	আল্ মুনজেদ, প্রণেতা আল্ আব্ লুওয়েস মা'লুফুর ইয়াস'ঈ
কামুস	ঃ	কামুস, প্রণেতা-শেখ নস্‌র আবুল ওয়াফা
সিহাহ্	ঃ	সিহাহ্, প্রণেতা-আবুল নস্‌র ইসমাইল জওহারী
আকরাব	ঃ	আকরাবুল মাওয়ারিদ, প্রণেতা-সৈয়দ আল্ খাউরী আশ্ শরতুতি
মিসবাহ্	ঃ	আল্ মিসবাহুল মুনীর, প্রণেতা আহ্‌মদ ইব্‌নে মুহাম্মদ আল্ ফায়ুমী
জেসেনিয়াস	ঃ	দি হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা-জেসেনিয়াস
এনসাই ব্রিটা	ঃ	এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা ১৪শ সংস্করণ
এনসাই রিল এথ	ঃ	এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজওনস এন্ড এথিক্স
জিউ এনসাই	ঃ	জিউইশ এনসাইক্লোপিডিয়া
এনসাই বিব্	ঃ	এনসাইক্লোপিডিয়া বিব্‌লিকা
ইনসাই ইসলাম	ঃ	এনসাইক্লাপিডিয়া অব ইসলাম
রিভ' রিল	ঃ	দি রিভিউ অব রিলিজিওন্স
ক্রুডেন	ঃ	ক্রুডেন্স কমপ্লিট কনকরডেন্স টু দি ওল্ড এন্ড দি নিউ টেস্টামেন্টস্ এন্ড এপোক্রাইফা

ইতিহাস ও ভূগোল

তাবারী ঃ তারীখুর্ রুসুল ওয়াল্‌মুলুক, প্রণেতা-আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌নে জরীর তাবারী
ইসহাক ঃ ইব্‌নে ইসহাক
সীরাত ঃ সীরাত খাতামুন্ নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহ্‌মদ, এম.এ. রাবওয়া
মূইর ঃ লাইফ অব মোহাম্মদ, প্রণেতা-স্যার উইলিয়াম মূইর, কে. সি. এস. আই (১৯২৩)
দি কালিফেট ঃ দি কালিফেট, ইট্‌স্ রাইজ, ডিক্লাইন এন্ড ফল, প্রণেতা-স্যার উইলিয়াম মূইর, কে. সি. এস. আই
হিশাম ঃ সীরাতুন্নাবী, প্রণেতা-শেখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইব্‌নে হিশাম
ফুতূহ ঃ ফুতূহুল বুলদান, প্রণেতা-বালাযারী
তাবাকাত ঃ তাবাকাতুল কবীর, প্রণেতা-মুহাম্মদ ইব্‌নে সা'দ
খামীস ঃ তারীখুল খামীস, প্রণেতা-শেখ হুসেইন ইব্‌নে মুহাম্মদ অদ্‌দিয়ারুর বক্‌রী
যুরকানী ঃ শর্‌হ যুরকানী, প্রণেতা-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল বাকী আয্‌যুরকানী
গাব্বাহ্ ঃ ইসুদুল গাব্বাহ্ ফী মারিফাতিস সিহাবাহ্, প্রণেতা-হাফেয আবুল হাসান আলী ইব্‌নে মুহাম্মদ
মা'আদ ঃ যাদুল মা'আদ ফী হাদী খায়রুল ইবাদ, প্রণেতা-মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর ইব্‌নে আইউব আদ্ দিমাশকী
বুল্‌দান ঃ মু'জামুল বুলদান, প্রণেতা-আবু আব্দুল্লাহ্ ইয়াকুত ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ আল্ বাগদাদী
যাহাব ঃ মুরূজুয্ যাহাব ওয়াল মা'আদিনুল জওহর, প্রণেতা-আল্লামা আবুল হাসান আলী ইব্‌নে হুসেইন আল্ মাস্‌উদী
আসীর ঃ কামিল ইব্‌নে আসীর, প্রণেতা-আবুল হাসান আলী ইব্‌নে আবুল করম ওরফে ইবনুল আসীর
মাওয়াহিব ঃ মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিইয়া, প্রণেতা-শিহাবুদ্দীন আহ্‌মদ কাস্তালানী
খালদুন ঃ তারীখুল উমাম, প্রণেতা-আব্দুর রহমান ইব্‌নে খালদুল আল্ মাগ্‌রিবী
হাল্‌বিইয়া ঃ সীরাতুল হাল্‌বিইয়া, প্রণেতা-আলী ইব্‌নে বুরহানুদ্দীন আল্ হাল্‌বী

তাসাওফ (সুফী-বাদ) ও আকায়েদ (বিশ্বাস সম্বলিত)-এর পুস্তকাদি

ফুতুহাত ঃ আল্ ফুতুহাতুল মাক্কিয়াতু, প্রণেতা-মুহিউদ্দীন ইব্‌নুল আরাবী
আওয়ারিফ ঃ আওয়ারিফ আল্ মা'আরিফ, প্রণেতা-আবু হাফস উমর ইব্‌নে মুহাম্মদ
যাহিরী ঃ দাউদ যাহিরী
মালায়েকা ঃ মালায়েকাতুল্লাহ, প্রণেতা-মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

ভাষা-বিজ্ঞান ও মার্জিত সাহিত্য

মুবার্‌রাদ ঃ কিতাবুল কামিল, প্রণেতা-আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌নে ইয়াযীদ আল্ মুবার্‌রাদ
মু'আল্লাকাত ঃ সাবা মু'আল্লাকাত, প্রাক-ইসলামী যুগের সাত জন বিখ্যাত কবির সাতটি প্রসিদ্ধ কবিতা

ব্যাকরণ

সীবাভী ঃ সিবাভী, প্রণেতা-আবুল বশর আমর সিবাভী
রাইট ঃ এ গ্রামার অব্ দি এরাবিক লেঙ্গুয়েজ, প্রণেতা-ডব্লিউ রাইট (Wright) এল. এল. ডি. ডি

বিচার-বিজ্ঞান

মুহাল্লা ঃ আল মুহাল্লা, প্রণেতা-ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী ইব্‌নে আহ্‌মদ ইব্‌নে সাইদ ইব্‌নে হাযম
মারদাওয়াই ঃ ইব্‌নে মারদাওয়াই

মা'আনী

মুখ্‌তাসর ঃ মুখ্‌তাসারুল মা'আনী, প্রণেতা-মাসউদ ইব্‌নে উমর ওরফে সা'দ তাফতাযানী
মুতাউওয়াল ঃ আল মুতাউওয়াল, প্রণেতা-মাসউদ ইবনে উমর ওরফে সা'দ তাফ্‌তাযানী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী

তাওযিহ্ ঃ তাওযিহুল-মারাম
আয়নাহ্ ঃ আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম
হকীকাত ঃ হকীকাতুল ওহী
ইযালাহ ঃ ইযালা আওহাম
টীচিংস ঃ দি টীচিংস্ অব্ ইসলাম
বারাহীন ঃ বারাহীনে আহ্‌মদীয়া

বিবিধ গ্রন্থাবলী

এই তফসীর লেখার সময় যে সব পুস্তাকাদির যৎ সামান্য সাহায্যও নেওয়া হইয়াছে অথচ উপরোক্ত তালিকায় নামোল্লেখ করা হয় নাই উহাদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল (এই তালিকাটি কোনক্রমেই পরিপূর্ণ নহে)।

আসাস ঃ হাকীকাতুল আসাস
মাওয়াদী ঃ আল্ মাওয়াদী
ইযালাতুল খিফা আন্ খিলাফাতিল খুলাফা, প্রণেতা-শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্‌লভী
আল্ হাকাম
আল ফয্‌ল
দি টোম্ব অব জিসাস, প্রণেতা-ডাঃ এম. এম সাদেক, রাবওয়াহ
দি ওল্ড এন্ড দি নিউ টেস্টামেন্টস্
দি যেন্দ আবেস্তা
দি দাসাতীর
দি জামাস্‌পী, প্রণেতা-জামাস্‌প, যরোয়েস্টারের প্রথম প্রতিনিধি
ডিকশনারী এন্ড গ্লোসারী অব দি কুরআন, প্রণেতা-যোহন পেন্‌রাইস
হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড
হিস্ট্রি অব দি আরব্‌স, প্রণেতা পি. কে. হিট্রি
এব্বট্‌স লাইফ অব নেপোলিয়ন
রেনান্‌স হিস্ট্রি অব দি পিউপ্‌ল অব ইস্রায়েল
জেসেফাক ঃ হিস্ট্রি অব দি জিওইশ ন্যাশন
হাচিনসনস হিস্ট্রি অব দি ন্যাশন্‌স
দি এপোক্রাইফা
দি ডন অব কনশাইন্‌স প্রণেতা-জেইম্‌স হেনরী ব্রেস্টেড

মোসেস এন্ড মনোথেইজম, প্রণেতা-সিগমান্ড ফ্রয়েড
ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, প্রণেতা-এডওয়ার্ড গীবন
বিব্লিলে সাইক্লোপিডিয়া, প্রণেতা-জে ঈডী
ডিওডরাস সিকিউলাস (ইংরেজিতে অনুবাদক-সি. এম, ওল্ডফাদার, লন্ডন, ১৯৩৫)
দি পিলগ্রিমেজ, প্রণেতা-লেফটেনান্ট বার্টন
দি জিইউশ ফাউন্ডেশন অব ইসলাম
স্কফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল
সাইক্লোপিডিয়া অব বিব্লিকেল লিটারেচার (নিউ ইয়র্ক-১৮৭৭)
লীভস ফ্রম থ্রি কুরআনস; সম্পাদক-রেভাঃ এ মিঙ্গানা ডি.ডি
ট্রান্সলেশন অব দি তারগুম, প্রণেতা জে'ডাব্লিউ ইথারিজ
কেপিটেল পানিশমেন্ট ইন দি টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী, প্রণেতা-ই'রয় কেলভার্ট
ললিতা ভিস্তারা (সংস্কৃত)
বুদ্ধ-চরিত (সংস্কৃত)
দি মেইকিং অব হিউম্যানিটি, প্রণেতা-রবার্ট্ ব্রীফল্ট
অন হিরোজ এন্ড হিরো ওয়ার্শিপ, প্রণেতা-থমাস কারলাইল
হিস্ট্রি অব প্যালেস্টাইন এন্ড দি জুয, প্রণেতা-জন কিট্রো (লন্ডন-১৮৪৪)
আমেরিকান মেডিক্যাল জার্নাল
ইন্ডো এরিয়ানস, প্রণেতা আর মিত্র, এল, এল, ডি, সি, আই, ই
দি তাল্‌মুদ (এইচ পোলানো কর্তৃক নির্বাচিতাংশ)
কমেন্টারী অব দি বাইবেল, প্রণেতা-সি, জে, এলিকট, গ্লোসেস্টারের লড় বিশপ
কমেন্টারীজ অব দি ওল্ড এন্ড দি নিউ টেস্টামেন্টস্, প্রকাশক-সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ, লন্ডন
শরাহ আল সুন্নাহ, প্রণেতা-আবু মুহাম্মদ আল্ হোসাইন ইব্‌নে মাস্‌উদ আল বাগতী,
ফসলুল খিতাব, প্রণেতা-আলহাজ্জ মৌলবী নুরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল
খুতুবাতে আহমদীয়া, প্রণেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কে. সি. এস. আই
এভরী ম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া
স্টোরী অব রোম, প্রণেতা-নরউড ইয়ং
ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট, প্রণেতা -স্পেংলার
এ স্টাডি অব্ হিস্ট্রি, প্রণেতা-টয়েনবী
দি ইউনিভার্স সারভেইড, প্রণেতা-হেরল্ড রীচাডস
দি নেচার অব দি ইউনিভার্স, প্রণেতা-ফ্রেড হয়েলি
কমেনটারী অব দি বাইবেল, প্রণেতা-ডঃ পীক
রাইজ অব ক্রিশ্চিয়ানীটী, প্রণেতা-বিশপ বার্ণস
সারভেল্‌স্ এন্ড মিষ্ট্রীজ অব সাইন্স, প্রনেতা- এলিসন হোকস
ওয়াস্ন টু সিনাই, প্রণেতা-এইচ এফ প্রেসকট
ইমোশন এজ্ বেসিস অব সিভিলাইজেশন

رُمُوزِ اَوْقَافِ قُرْاٰنِ مَجِيْد

বিরতির চিহ্নসমূহ

প্রত্যেক ভাষাভাষী যখন কথা বলে তখন কোথাও থামে, কোথাও থামে না; কোথায়ও কম থামে এবং কোথাও বেশী থামে। এই থামা ও না থামা এবং কম থামা ও বেশী থামার মধ্যে অনেক তাৎপর্য নিহিত থাকে। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে অর্থ বিকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হয়; যেমনঃ 'স্কুলে যাইও, না গেলে বিপদ আছে; এ স্থলে 'যাইও' এর পরে কমা বা স্বল্প বিরতি চিহ্ন দিয়া একটু থামিতে হয়, না থামিলে অর্থ বিপরীত হইয়া যায়। কুরআন মজীদ অত্যাধিক সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থবহ ঐশী কালাম; ইহার মধ্যেও উক্ত নিয়মানুযায়ী শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জন্য নিয়ম পালনার্থে কুরআনে বর্ণিত রুমুযে আওকাফ তথা বিরতির চিহ্নসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

O	ইহা কোন বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর আয়াতের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়; ইহাকে 'ওয়াকফে তাম'-'পূর্ণ বিরতি' বলা হয়। এইরূপ স্থানে থামিতে হইবে; তবে ইহার উপরে যদি নিম্নে উল্লিখিত অক্ষর বা চিহ্নসমূহ হইতে কোন অক্ষর বা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে উহার অবস্থা অনুযায়ী তেলাওয়াত করিতে হইবে। ব্যাখ্যাধীন চিহ্নটি আসলে 'اٰيَةٌ' শব্দের শেষ অক্ষর 'ةٌ' ছিল, যাহা কালক্রমে 'o' চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে।
م	ইহা 'ওয়াকফে লাযেম'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে অবশ্যই থামিতে হইবে; না থামিলে অর্থ বিকৃত বা বিপরীত হইয়া যাইতে পারে।
ط	ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুতলাক-এর সাধারণ বিরতির সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে থামিলেই ভাল; না থামিলে দোষ নাই।
ج	ইহা 'ওয়াক্‌ফে জায়েয'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে থামিলে ভাল; না থামিলেও আপত্তি নাই।
ز	ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুজাওয়ায'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে না থামিলেই ভাল।
ص	ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুরাখখাস'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে মিরাইয়া পড়া উচিত; তবে নিঃশ্বাসে না কুলাইলে থামায় দোষ নাই,
قف	ইহা 'কিফ্‌'-এর সংক্ষেপ, যাহার অর্থ 'থামো'। ইহা সেই স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে না থামার আশংকা থাকে।
صلے	ইহা 'আল্‌ ওয়াস্‌লো আওলা'-এর সংক্ষেপ, যাহা মিলাইয়া পড়া ভাল।
صل	ইহা 'কাদ য়ুসালো'-এর সংক্ষেপ; অর্থ, মিলানো হইয়াছে; এইরূপ স্থানে থামা ও না থামা উভয়ই চলে; তবে থামিলে ভাল।

ق	ইহা 'কীলা আলায়হেল ওয়াক্‌ফে এর সংক্ষেপ অর্থ, কাহারও কাহারও মতে এই রূপ স্থানে থামা উচিত, কিন্তু এই মতের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, তাই না থামাই ভাল।
ك	ইহা 'কাযালিক'-এর সংক্ষেপ; ইহা দ্বারা পূর্বে যে চিহ্ন রহিয়াছে উহাই এইস্থলে আছে বলিয়া বুঝায়।
سكتة—	এইরূপ সীন বা সাকতাহ্ চিহ্নিত স্থানে ক্ষণিক বিরতি হইতে পারে, কিন্তু নিঃশ্বাস যেন না ভাঙ্গে।
وقفه-	ইহা সাকতাহ্-এর ন্যায় এক প্রকার বিরতির চিহ্ন। তবে এইরূপ স্থানে সাকতাহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বিরতি হইবে।
لا	ইহা লাওয়াক্‌ফা আলায়হে-এর সংক্ষেপ; ইহা আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হইলে আদৌ থামা উচিত নহে। আয়াতের চিহ্নের উপরে থাকিলে, না থামাই ভাল, থামিলেও দোষ নাই।
∴	এই তিন বিন্দু বা مع বাক্যের বা শব্দের ডানে এবং বামে দুই পার্শ্বে আসে। ইহাকে মু'আনেকা বলা হয়। এইরূপ অবস্থায় থামিতে হইবে, প্রথম স্থানে থামিলে দ্বিতীয় স্থানে মিলাইয়া পড়িতে হইবে এবং প্রথম স্থানে মিলাইয়া পড়িলে দ্বিতীয় স্থানে থামিতে হইবে।
وقف النبى_	রেওয়ায়াত আসিয়াছে যে, এইরূপ স্থানে নবী করীম (সাঃ) থামিয়াছিলেন, অতএব এইরূপ স্থানে থামা উচিত।
وقف جبرائيل-	এইরূপ স্থানে থামা বরকতময়।
وقف غفران-	এইরূপ স্থানে থামিলে পাপ ক্ষমা হয়।

সূরা আল্ ফাতেহা-১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে এ সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কায় অবতীর্ণ হয় আর প্রথম থেকেই এটা নামাযের অংশ ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজ্‌রের আয়াত 'এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার আবৃত্ত আয়াত ও মহান কুরআন দান করেছি' (১৫ঃ৮৮) সূরা আল্ ফাতেহার প্রতিই ইঙ্গিত করে। সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ঐক্যমত সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি এটা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এটা ঠিক, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত পাওয়ার গোড়ার দিকেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

সূরাটির বিভিন্ন নাম এবং সেসব নামের তাৎপর্য

'ফাতেহাতুল কিতাব' বা '(ঐশী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা' এ শিরোনামেই এটা সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং এ নামকরণের ভিত্তি বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদদের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান (তিরমিযী এবং মুসলিম)। শিরোনামটি পরে 'সূরা ফাতেহা' বা শুধু 'ফাতেহা' হিসেবে সংক্ষিপ্তরূপ লাভ করেছে। এ সূরার আরো অনেক নাম আছে। তার মধ্যে ১০টি অধিক প্রমাণসিদ্ধ-যেমন, আল্ ফাতেহা, আস্ সালাত, আল্ হাম্‌দ, উম্মুল্ কুরআন, আল্ কুরআনুল আযীম, আস্ সাব্‌উল মাসানী, উম্মুল কিতাব, আশ্ শিফা, আর্ রুক্‌ইয়া এবং আল্ কান্‌য। এ সব প্রতিটি নাম সূরার অন্তর্নিহিত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করে।

'ফাতেহাতুল কিতাব' এ অর্থ প্রকাশ করে, পবিত্র কুরআনের শুরুতেই এর অবস্থান হওয়ায় সূরাটি সমগ্র কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর একটি চাবিস্বরূপ। 'আস্ সালাত' (নামায) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সূরাটি এক সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা এবং এটা ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল্ হাম্‌দ' (প্রশংসা) দ্বারা মানব সৃষ্টির মহোত্তম উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক মূলত আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহেরই যে একটি দিক্ এতে এ শিক্ষাও রয়েছে। 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, এটা সমগ্র কুরআন শরীফের সার-সংক্ষেপ, যাতে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষা বিদ্যমান। 'আল্ কুরআনুল আযীম' (মহান কুরআন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদিও এটা 'উম্মুল কিতাব' ও 'উম্মুল কুরআন' তবুও এ সূরা পবিত্র কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে কুরআন থেকে আলাদা মনে করা ভুল। 'আস্ সাব্‌উল মাসানী' (সাতটি বার বার আবৃত্ত আয়াত) দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, এ সূরার সাতটি ছোট আয়াত প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। এ সূরা এ দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই এ সূরা পড়তে হয়। 'উম্মুল কিতাব' (কিতাব-জননী) নামে এদিকে আলোকপাত করা হয়েছে, এ সূরার অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ফল হিসেবেই কুরআনী শরীয়ত বা বিধান-গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। 'আশ্ শিফা' (আরোগ্য) দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এর মধ্যে মানুষের সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। 'আর্ রুক্‌ইয়া' (রক্ষাকবচ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, শুধুমাত্র এটা রোগমুক্ত করার সূরাই নয়, বরং এটা শয়তান ও তার অনুসারীদের আক্রমণ থেকেও মানুষকে রক্ষা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করে। 'আল্ কান্‌য' (ভান্ডার) দ্বারা বলা হয়েছে, এ সূরা হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক ফুরন্ত ভান্ডার।

বাইবেলের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে ফাতেহার উল্লেখ

'সূরা ফাতেহা' নামেই এ সূরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাইবেলের নূতন নিয়মের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এ 'ফাতেহা' নামের উল্লেখ আছে-"আমি এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে একখানা ক্ষুদ্র উন্মুক্ত পুস্তিকা (ফতুহা) ছিল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ১-২)। এ বাক্যে 'উন্মুক্ত' বুঝাতে হিব্রু শব্দ 'ফতুহা' ব্যবহৃত হয়েছে যা আরবী শব্দ 'ফাতেহা'র অনুরূপ। 'আর তিনি (শক্তিমান দূত) চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত করিল' (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৩-৪)। এই 'সপ্ত বজ্রধ্বনিই' হচ্ছে সাত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতেহা। খৃষ্টান পন্ডিতগণ বলেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্পর্কিত এবং এর সত্যতা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ), যাঁর মাধ্যমে যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, তিনি এ সূরার বিস্তারিত গভীর ব্যাখ্যা লিখে গেছেন এর আলোকে তাঁর দাবীর সত্যতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একে সর্বদা এক আদর্শ দোয়া হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি এ সূরার সাতটি ছোট আয়াত থেকে ঐশী শিক্ষার এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন যা পূর্বে বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিল। বলা যায়, এ সূরাটির ব্যাখ্যা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক যথার্থ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে যেন এর ভান্ডার রুদ্ধ ছিল। এভাবে নূতন নিয়মের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীও (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৪) পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন, 'আর সপ্ত মেঘধ্বনি হইলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম এবং (তখন) স্বর্গ হইতে এ বাণী শুনিলাম, আমাকে বলা হইল ঃ ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখ এবং লিখিও না ....'। এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, 'ফতুহা' বা সূরা 'ফাতেহার' নিগূঢ় তত্ত্বাবলী কিছুকালের জন্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকবে, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভান্ডার উদ্‌ঘাটিত

হবে। বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক এ মহান কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

কুরআনের পরবর্তী অংশের সাথে সম্পর্ক

সূরা ফাতেহা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ। এ যেন এক ক্ষুদ্রাকৃতি কুরআন। তাই শুরুতেই এর মাধ্যমে পাঠক মোটামুটিভাবে সমগ্র কুরআনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর একটি পরিচিতি বা ধারণা লাভ করতে পারেন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতেহা কুরআন শরীফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (বুখারী)।

বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার নির্যাস 'সূরা ফাতেহা'। তাই বিশদভাবে সমগ্র কুরআনে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার সূরা ফাতেহায় সন্নিবেশিত হয়েছে। শুরুতেই এ সূরায় আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণাবলীর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলী আবর্তিত হচ্ছে এবং এগুলোর ওপরই বিশ্বজগতের পরিচালনার ভিত্তি এবং স্রষ্টা ও বান্দার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তাআলার চারটি মৌলিক গুণ যেমন, রব্ব, (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ক্রমবিকাশদাতা এবং পূর্ণতাদাতা), 'রহমান' (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী), 'রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এবং 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) দিয়ে বুঝানো হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির পর তার প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তাআলা শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ নিহিত রেখেছেন এবং মানুষের শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ড যাতে শুভ ফলদায়ক হয় তিনি তারও ব্যবস্থা করেছেন। এ সূরাতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার 'ইবাদত' অর্থাৎ তাঁর উপাসনার জন্যই মানুষের সৃষ্টি এবং এজন্য সব সময় তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত, আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন করতে হবে এবং এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় আল্লাহ্‌রই সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার উক্ত মৌলিক গুণাবলী বর্ণনার পর সূরাটিতে পূর্ণ আত্মবিলীনতাসহ বান্দা কর্তৃক এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রার্থনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রার্থনা বা ইবাদতের আসল শিক্ষা হলো, মানুষ যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে যার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য জরুরী উপকরণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু অতীতের উৎকৃষ্ট নমুনা ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, বিশেষত তাঁদের, যাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছিলেন, সেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়াও চাইতে শিখানো হয়েছে যেন তাঁদের অনুরূপ তাকেও অসীম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সফলতার পথে পরিচালিত করা হয়। পরিশেষে সূরাটিতে এক ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণীসহ বলা হয়েছে, মানুষ সৎপথ পাওয়ার পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় এবং তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা হতে দূরে সরে না যায়। বরং সে যেন অবিরাম আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে সম্ভাব্য যে কোন পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করে। এটাই সূরা ফাতেহার সার সংক্ষেপ এবং এ বিষয়বস্তুকেই বিশদভাবে পাঠকদের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা দিয়ে কুরআনের অন্যান্য সূরা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মু'মিনদের আদেশ দেয়া হয়েছে, পবিত্র কুরআন পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে তারা যেন শয়তানের কবল থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে। যেমন, 'যখন তুমি কুরআন পড় তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর' (১৬ঃ৯৯)। আশ্রয় প্রার্থনা কয়েকটি কারণে হতে পারেঃ (১) এজন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা যেতে পারে যাতে কোন অমঙ্গল স্পর্শ না করে, (২) এ লক্ষ্যে আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে যাতে কোন মঙ্গল আমাদের হস্তচ্যুত না হয় এবং (৩) আশ্রয় চাওয়ার উদ্দেশ্য এও হতে পারে, একবার কল্যাণ লাভের পর আমরা যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই। এজন্য নির্ধারিত দোয়া হলো,"আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম" 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি' এবং এ দোয়া কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

এ সূরা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায় এবং সমস্ত কুরআনে এমন ১১৪টি অধ্যায় আছে, যার প্রত্যেকটিকে এক একটি সূরা বলা হয়। 'সূরা' কথাটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন (১) উচ্চপদ ও মর্যাদা, (২) একটি চিহ্ন বা নিদর্শন, (৩) একটি সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদ এবং (৪) এমন কিছু যা সর্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ (আকরাব এবং কুরতুবী)। কুরআন করীমের অধ্যায়গুলোকে এ জন্যেও সূরা বলা হয়, (ক) তা পাঠের মাধ্যমে পাঠক মর্যাদার ভূষণে ভূষিত হয় এবং এর ফলে সে খ্যাতি লাভ করে, (খ) এগুলো পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে শুরু ও শেষ চিহ্ন বা নিদর্শন হিসেবে কাজ করে, (গ) এদের প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক থেকে এক একটি সুউচ্চ প্রাসাদ বিশেষ এবং (ঘ) মূলভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানেও এ ধরনের অধ্যায়কে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে (২ঃ২৪, এবং ২৪ঃ২)। হাদীসেও এটি ব্যবহার হয়েছে যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, এখনই আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে (মুসলিম)। এ সমস্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্ট, কুরআনের এক একটি বিভাগ হিসেবে 'সূরা' শব্দের ব্যবহার ইসলামের আদি থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এটা পরবর্তীকালের কোন নূতন সংযোজন নয়।
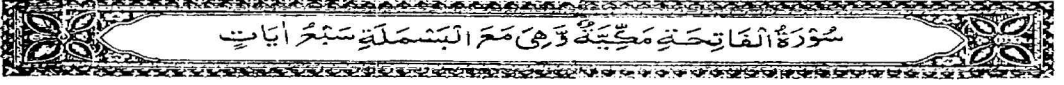
সূরা আল্ ফাতেহা -১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত ও ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র[১] [২]নামে[৩], যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[৪]।

দেখুন ঃ ক. প্রতিটি সূরার শুরুতে কেবল ৯ নং সূরা ছাড়া; এবং ২৭ঃ৩১; ৯৬ঃ২ দ্রষ্টব্য।

১। 'আল্লাহ্' সেই পরম অস্তিত্বের বা সত্তার নাম, যিনি পূর্ণতম গুণাবলীর একমাত্র অধিকারী এবং ধারণাতীতভাবে ক্রটিমুক্ত। আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দটি অন্য কোন সত্তা বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়না। অন্য কোন ভাষাতেই সেই উচ্চতম সত্তার এরূপ স্বতন্ত্র নামবাচক কোন বিশেষ্য পদ নেই। অন্যান্য ভাষায় যে নামগুলো আছে সেগুলোর সবই গুণবাচক। সেগুলো বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'আল্লাহ্' শব্দটি কখনো বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। 'আল্লাহ্' একটি মৌলিক বিশেষ্য। এটা অন্য কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়নি এবং কোন গুণ-প্রকাশক বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয় না। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ পন্ডিতেরা এ অভিমতকে সমর্থন করেন। সর্বাপেক্ষা নির্ভুল অভিমত হলো, 'আল্লাহ্' নামবাচক বিশেষ্য। একমাত্র সে সত্তারই নাম যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্ববান, স্বনির্ভর, সর্বগুণাধার। 'আল্লাহ্' শব্দের 'আল্' অবিভাজ্য। এটি 'আল্লাহ্' শব্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ (মুফরাদাত, আকরাব ও লেইন)।
২। 'ইস্ম' অর্থ নাম বা গুণ (আক্রাব)। এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং সৃষ্টিকর্তার মূল নাম 'আল্লাহ্' এর সঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র গুণ 'আর্ রহমান' (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী) ও 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এর সাথেও ব্যবহৃত হয়েছে।
৩। আরবী ভাষায় 'বা' অব্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এখানে 'সাথে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বা'+'ইস্ম' মিলে গঠিত যুগ্ম শব্দ 'বিস্মি', যার অর্থ 'নামের সাথে'। আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'বিস্মিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে কিছু কথা উহ্য রয়েছে-যেমন 'ইক্রা' (পড়), 'আকরাউ' (আমি পড়ি), 'নাকরাউ' (আমরা পড়ি) কিংবা 'ইশরা' (শুরু কর), 'আশরাউ' (আমি শুরু করি), 'নাশরাউ' (আমরা শুরু করি)। অতএব উহ্য শব্দগুলোকে নিয়ে 'বিস্মিল্লাহ্'র অর্থ 'আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি বা পাঠ করছি', যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী এবং পুনঃ পুনঃ দয়া প্রদার্শনকারী, বার বার রহমকারী, বার বার কৃপাকারী' (বাহ্‌রে মুহীত, ফাত্‌হুল বায়ান)।
৪। 'আর্ রহমান (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী) এবং 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এ উভয় শব্দ একই 'রহ্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রাহেমা' অর্থ সে দয়া প্রদর্শন করলো, সে ক্ষমা করলো। 'রহমত' শব্দের মধ্যে দুটি ভাব আছে ঃ একটি 'রিক্কাত' দয়ার্দ্রতা ও কোমলতার ভাব, অপরটি 'ইহ্‌সান' বা পরোপকারের ভাব (মুফ্‌রাদাত)। 'আর্ রহমান' শব্দটি আরবী 'ফা'লান' ওজনে গঠিত এবং 'আর্ রহীম' শব্দটি 'ফায়িল' ওজনে। আরবী ভাষার নিয়ম হলো, মূল শব্দের সাথে যতবেশি অক্ষর যুক্ত হবে, ততই এর অর্থের ব্যাপকতা বা গভীরতা বৃদ্ধি পাবে (কাশ্‌শাফ)। 'ফা'লান' ওজনের শব্দে পূর্ণতা ও ব্যাপকতা থাকে এবং 'ফায়িল' ওজনের শব্দে ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও বদান্যতা প্রকাশ পায় (মুহীত)। অতএব এ হিসেবে 'আর্ রহমান' দিয়ে সারাবিশ্ব পরিবেষ্টনকারী দয়া বুঝায় এবং 'আর রহীম' দিয়ে সেই দয়াকে বুঝায় যা সীমিত হলেও বার বার প্রদর্শিত হয়। উপরোক্ত অর্থের আলোকে 'আর্ রহমান' এমন সত্তাকে বুঝায় যিনি অযাচিতভাবে ও ব্যাপকভাবে কারো সাধনা বা কর্মের সাথে সম্পর্কশূন্যরূপে সকল সৃষ্টির প্রতিই সমভাবে কৃপা বর্ষণ করে থাকেন এবং 'আর রহীম' দিয়ে ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি মানুষের কাজের বিনিময়ে সৎকাজের পুরস্কারস্বরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে থাকেন এবং বদান্যতার সাথে বার বার দেখিয়ে থাকেন। 'আর রহমান' শব্দটি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু 'রহীম' শব্দটি দয়ালু মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। 'আর রহমান' শব্দটি অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী নির্বিশেষে সব মানবকেই শুধু নয়, বরং সারা বিশ্বের সব সৃষ্টিকেই স্বীয় আওতাভুক্ত করে। কিন্তু 'রহীম' শব্দটি প্রধানত বিশ্বাসীগণকে আওতাভুক্ত করে। মহানবী (সাঃ) এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার 'আর্ রহমান' গুণটির প্রকাশ সাধারণভাবে ইহকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পৃক্ত এবং 'আর রহীম' গুণটির প্রকাশ পরকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পৃক্ত (মুহিত)। এ দিয়ে বুঝা যায়, যেহেতু এ বিশ্ব (অর্থাৎ ইহকাল) মানুষের জন্য এক বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল তার কর্মের ফল বিশেষভাবে পাওয়ার জায়গা, সেহেতু 'আর্ রহমান'রূপে আল্লাহ্ মানুষের কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী সব বস্তু

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২। সব [৫] প্রশংসা[৫-ক] আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বজগতের[৬] প্রভু-প্রতিপালক,[৬ক]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۟

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২,৪৬; ১০ঃ১১; ১৮ঃ২; ২৯ঃ৬৪; ৩০ঃ১৯; ৩১ঃ২৬; ৩৪ঃ২; ৩৫ঃ২, ৩৭ঃ১৮৩; ৩৯ঃ৭৬; ৪৫ঃ৩৭।

ইহজগতে সরবরাহ করেন এবং 'আর্ রহীম' রূপে পরকালে ফল পাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। যা কিছু আমাদের প্রয়োজন এবং যা কিছু আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক তার সবই বিনা পরিশ্রমে, বিনা যোগ্যতায় ও বিনা চাওয়ায় আমাদের জন্মের পূর্ব থেকেই ঐশী অনুগ্রহরূপে আমাদের জন্য মজুদ থাকে। তবে পরকালে যেসব ঐশী আশীর্বাদ মজুদ রয়েছে তা ইহকালীন কাজের পুরস্কাররূপে আমাদেরকে যার যার যোগ্যতানুসারে দেয়া হবে।

এ দিয়ে বুঝা যায়, 'আর্ রহমান' হলেন সেই মহান দাতা যিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্য সবই দিয়ে রেখেছেন, 'আর্ রহীম' হলেন সেই কল্যাণবর্ষণকারী যিনি কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দান করেন।

'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' সূরা তওবা বা বারাআত ছাড়া কুরআনের প্রতিটি সূরার (অধ্যায়ের) প্রথম আয়াত। তবে সূরা 'বারাআত' সূরা 'আনফালের'-ই বর্ধিত অংশবিশেষ, স্বাধীন ও পৃথক সূরা নয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখনই কোন নূতন সূরা অবতীর্ণ হতো তখনই 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতটি প্রথমে অবতীর্ণ হতো। বিস্‌মিল্লাহ্ না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতে পারতেন না নূতন সূরা আরম্ভ হয়েছে (দাউদ)। এথেকে বুঝা যায় (১) 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াতটি কুরআনেরই অংশ, অতিরিক্ত কিছু নয়, (২) সূরা 'বারাআত' স্বাধীন সূরা নয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সেইসব লোকের ধারণাকে খন্ডন করে যারা বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কেবল সূরা ফাতিহার অংশ। অন্যান্য সূরার শুরুতেও 'বিস্‌মিল্লাহ্' ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে ঃ কুরআন ঐশী জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সেই জ্ঞানের ধারে কাছে পৌঁছানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 'পবিত্রকৃত ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না' (৫৬ঃ৮০)। সেই কারণেই প্রতিটি সূরার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সংযুক্ত করে মুসলমানদের স্মরণ করানো হয়েছে, কুরআনের ঐশী জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করতে হলে এবং এথেকে প্রকৃত উপকার পেতে হলে তাদেরকে কেবল পবিত্র হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হলেই চলবে না, বরং পদে পদে অতিশয় মিনতির সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য চাইতে হবে। 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতটি আরো একটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে । এর মধ্যে প্রত্যেক সূরার অর্থের ও তাৎপর্যের চাবিকাঠি রয়েছে। কেননা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি কোন না কোনভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণ 'রহমানিয়ত' (পরম করুণা, অযাচিত-অসীম দান) বা 'রহীমিয়ত' (বার বার কৃপা করা) এর সাথে সম্পর্কিত। এরূপে প্রত্যেক সূরাই বস্তুত 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার মূল-গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ মাত্র। অনেকে বিতর্ক সৃষ্টির জন্য বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কথাটি সূত্র হিসেবে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে। সেল বলেন, এটা 'যেন্দাবেস্তা' হতে অনুকরণ করা হয়েছে। আর প্রাচ্যবিদ রড্‌ওয়েল বলেন, ইসলাম-পূর্ব আরবরা এটা ইহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল এবং পরে তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দুটি অভিমতই স্পষ্টত ভুল। প্রথম কথা হলো, মুসলমানেরা কখনো দাবী করেন না যে যেহেতু এ সূত্রটি কোন না কোন আকারে ইসলাম-পূর্ব আরবেরা কুরআন অবতরণের আগেই কিছুদিন ব্যবহার করেছে, সেহেতু তা ঐশীবাণী হতে পারে না। বস্তুত কুরআনেই উল্লেখ আছে, সুলায়মান (আঃ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তা এ 'বিস্‌মিল্লাহ্' দিয়েই আরম্ভ করেছিলেন (২৭ঃ৩১)। মুসলমানেরা যে দাবী করে সে দাবীকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তা হচ্ছে কুরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূত্রটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করেছে। পূর্ববর্তী কোনও ধর্মগ্রন্থ এরূপ যথোপযুক্তভাবে এর ব্যবহার করেনি। এ কথা বলাও মারাত্মক ভুল, ইসলাম-পূর্ব আরবরা এ সূত্রটির ব্যবহার সব সময় করতো। কেননা এতো সকলেরই জানা কথা, তারা আল্লাহকে 'আর্ রহমান' নামে আখ্যায়িত করাকে ঘৃণার কাজ মনে করতো। যা হোক, যদি এরূপ সূত্র পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয় তাতে কুরআনেরই সত্যতা সাব্যস্ত হয়। কারণ কুরআনই বলে, এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে ঐশী-শিক্ষাদাতা পাঠানো হয়নি (৩৫ঃ২৫)। কুরআন আরো বলে, পূর্বেকার অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর সকল চিরস্থায়ী সত্য ও স্থায়ী শিক্ষামালা কুরাানে একত্র করা হয়েছে (৯৮ঃ৪)। অবশ্য কুরআনে আরো উন্নত শিক্ষা রয়েছে। তবে যা-ই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে পাওয়া গেছে কুরআন সেগুলোকে উন্নতরূপ দিয়েছে এবং অধিক উন্নত পর্যায়ে অভিষিক্ত করে উন্নতভাবে ব্যবহারোপযোগী করেছে।

৫। কোন কিছুকে 'নির্দিষ্ট' করতে আরবীতে 'আল্' ব্যবহৃত হয়, যেরূপ ইংরেজীতে 'দি' বা বাংলাতে 'টি, টা, খানি, খানা' ইত্যাদি শব্দের পূর্বে বা পরে যোগ করে বিষয় বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। 'আল্' দিয়ে বিষয় বা বস্তুর এক ধরনের সবদিকই নির্দেশ করে অথবা এর ব্যাপকতা ও পূর্ণতাকে জ্ঞাপন করে, এর সকল স্তর ও পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে বস্তুর কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে তার পুনরুল্লেখের ক্ষেত্রেও 'আল্' ব্যবহৃত হয়, কিংবা মনে এর ধারণা উপস্থিত থাকলেও 'আল্' দিয়ে শব্দটিকে বিশেষিত করা হয়েছে।

৫-ক। আরবীতে দুটি শব্দ 'মাদ্‌হ' ও 'হাম্‌দ', প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে 'মাদ্‌হ' শব্দটি মিথ্যা প্রশংসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু 'হাম্‌দ' শব্দটি একমাত্র সত্য প্রশংসার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া 'মাদ্‌হ' এমন

৫-ক টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৬ ও ৬-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। ক. পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩), খ. বারবার কৃপাকারী[৭], — ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٢

৪। গ. বিচার[৮] দিবসের[৯] ঘ.মালিক।[১০] — مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٣

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ৬১; ২৬ঃ৬; ৪১ঃ৩; ৫৫ঃ২; ৫৯ঃ২৩; খ. ৩৩ঃ৪৪; ৩৬ঃ৫৯; গ. ৪৮ঃ১৫; ঘ. ৫১ঃ১৩; ৭৪ঃ৪৭; ৮২ঃ১৮; ১৯; ৮৩ঃ৭।

উপকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে কর্তার কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নেই। কিন্তু 'হাম্‌দ' শুধু সেসব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সৎকাজ বা উপকার করা হয় (মুফ্‌রাদাত)। 'হাম্‌দ' শব্দে একদিকে প্রশংসিতের গুণগান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নত মহিমা প্রকাশ পায়, আর অন্যদিকে প্রশংসাকারীর বিনয়, নম্রতা ও অধীনতার মনোভাব নিহিত থাকে। অতএব 'হাম্‌দ' শব্দই এস্থলে সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দ, যেখানে আল্লাহ্‌ তাআলার সত্যিকার গুণাবলী, সত্যিকার মহিমা-কীর্তন, যথোচিত প্রশংসা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ পরিভাষায় 'হাম্‌দ' শব্দটি এখন শুধু আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পরিভাষাগতভাবে 'হাম্‌দ' মানেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

৬। 'আল্‌ আলামীন', 'আলাম' শব্দের বহুবচন। 'আলাম' শব্দ 'ইল্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন, আর 'ইল্‌ম' অর্থ 'জানা'। 'আলাম' শব্দটা এমন জীবজন্তু, গাছপালা ও বস্তুনিচয়কে বুঝায়, যাদের সাহায্যে কেউ সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে (আকরাব)। এটা কেবল সৃষ্ট জীবজন্তু বা সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে বুঝায় না, বরং তাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাসকেও বুঝাতে পারে। যেমন 'আলামুল্‌ ইন্‌স্‌' বলতে বুঝায় মানবজগত, 'আলামুল হায়ওয়ান' বলতে বুঝায় পশুজগত ইত্যাদি। 'আল আমীন' বলতে বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ও ফিরিশ্‌তাকেই কেবল বুঝায় না, বরং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই বুঝায় (২৬ঃ২৪-২৯ ও ৪১ঃ১০)। কোন কোন সময় এটা সীমিত অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ১২৩)। এ স্থলে এটা সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই বুঝিয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিসহ বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী ও জড় পদার্থ 'আলামীন' এর অন্তর্ভুক্ত।

'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র' বাক্যটি, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি' বাক্য থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। কারণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র' এতে মানুষের জ্ঞাত প্রশংসা তো থাকেই, তার অজ্ঞাত-অজানা প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান বা চেতনায় তা বুঝা যাক বা না যাক, মানুষের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। সর্বোপরি ব্যাকরণগতভাবে 'আল্‌ হাম্‌দ' শব্দটি অসমাপিকা ক্রিয়াভাবও প্রকাশ করে। অতএব 'আল্লাহ্‌' সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম উভয়ই হতে পারেন। 'কর্তা' হলে অর্থ হবে আল্লাহ্‌ই সত্যিকার প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। আর কর্মকারক হলে অর্থ দাঁড়াবে, সব রকমের সত্য ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই প্রাপ্য। 'আল্‌' এর অর্থ ৫ নং টীকায় দেখুন।

এ আয়াতে বিশ্বের ক্রমোন্নয়ন বা বিবর্তন ধারার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ক্রমোন্নয়নের ধারায় পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করে। 'রাব্ব' হলেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করেন। এতে এ কথাও বুঝা যায়, বিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এখানে যে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণভাবে প্রচলিত 'বিবর্তনবাদ' (থিওরী অব ইভোলিউশন) নয়। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, সীমাহীন উন্নতির জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ 'রাব্বুল আলামীন' শব্দগুলোতে এ কথা নিহিত রয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর এরূপ করা তখনই সম্ভব যখন এক উন্নত স্তরের পরে আরো উন্নত স্তর থাকে এবং এভাবে অন্তহীন স্তর থাকে।

৬-ক। 'রাব্বা' অর্থ সে কর্মসম্পাদন করলো, সে বিষয়টি বা বস্তুটিকে বৃদ্ধি করলো, এর উন্নতি সাধন করে উচ্চ পর্যায়ে পৌছালো ও পূর্ণ করলো, সে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলো। এভাবে 'রাব্ব্‌' অর্থা দাঁড়ায়ঃ (ক) প্রভু, মনিব, সৃষ্টিকর্তা, (খ) যে প্রতিপালন করে ও বৃদ্ধি সাধন করে, (গ) যে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দান করে (মুফরাদাত ও লেইন)। রাব্ব্‌ শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ্‌ ছাড়াও মানুষ কিংবা অন্য কিছুর জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে।

৭। 'আর্‌ রহমান' ও 'আর্‌ রহীম' গুণ দুটি সূরা 'ফাতেহা'র অর্থ বুঝতে চাবিকাঠির কাজ করে। এখানে গুণদ্বয়ের পুনরুল্লেখের একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে এগুলো 'রাব্বুল আলামীন' ও 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' গুণদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে।

৮। 'দীন' মানে প্রতিদান, শাস্তি বা পুরস্কার, বিচার বা হিসাবনিকাশ, রাজত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব, অনুবর্তিতা, ধর্ম ইত্যাদি (আকরাব, লেইন)। আল্লাহ্‌ তাআলার চারটি গুণ, যথা 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক', 'পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী', 'বার বার কৃপাকারী' এবং 'বিচার দিবসের মালিক'–এ চারটিই হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার মূল বা আদি গুণ। আল্লাহ্‌ তাআলার অন্যান্য গুণাবলী এ চারটি মূল গুণের ব্যাখ্যা বা শাখাপ্রশাখা মাত্র। অন্য গুণগুলো এ চারটি গুণের বিশ্লেষণকারী। এ চারটি মৌলিক গুণ চারটি

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৯ ও ১০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। [ক]আমরা তোমারই ইবাদত[১১] করি এবং [খ]তোমারই সাহায্য[১২] চাই। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

৬। তুমি আমাদেরকে [গ]সরল সুদৃঢ় পথে[১৩] পরিচালিত কর, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৩; ১২ঃ৪১; ১৬ঃ৩৭; ১৭ঃ২৪; ৪১ঃ৩৮; খ.২ঃ৪৬; ১৫৪, ২১ঃ১৩; গ.১৯ঃ৩৭; ৩৬ঃ৬২; ৪২ঃ৫৩; ৫৪।

স্তম্ভস্বরূপ, যার উপর আল্লাহ্র 'আর্শ' বা সর্বময় ক্ষমতার আসন স্থাপিত। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের কাছে যে ক্রমধারায় নিজ গুণাবলী প্রকাশ করে থাকেন এ সূরাতে সেই ক্রমধারায় এ চারটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক) গুণের তাৎপর্য হলো, মানব সৃষ্টির সাথে সাথে তিনি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাও সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে পারে। এর পরপরই 'আর্ রহমান' গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে প্রকৃত পথে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও উপকরণসমূহ দান করেন। আর যখন মানুষ সেই উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে তখন 'আর রহীম' গুণটি কার্যকরী হয় এবং তাকে কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) নামক গুণটি মানুষের পরিশ্রমের শেষ ও সার্বিক ফলাফল প্রকাশিত করে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদিও চূড়ান্ত ও পূর্ণ হিসাবনিকাশ পরকালের বিচারের দিনেই সম্পন্ন হবে, তথাপি ইহকালেও প্রতিদান ও প্রতিফল পাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে তফাৎ হলো, ইহকালে মানুষের কাজকর্মের বিচার-পুরস্কার বা শাস্তিদান অন্য মানুষের মাধ্যমে, রাজা-বাদশাহ্ কর্তৃক অথবা শাসকদের দ্বারাও সম্পন্ন হয় এবং সেজন্য তাতে ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাআলার একক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাবে এবং প্রতিফল ও পুরস্কার প্রদান একমাত্র তাঁরই হাতে ন্যস্ত থাকবে। কাজেই সেখানে ভুলভ্রান্তি থাকবে না, অযথা শাস্তি বা অযথা পুরস্কারও থাকবে না। 'মালিক' শব্দটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, তিনি সাধারণ বিচারকের মত নন যিনি সংশ্লিষ্ট আইনের গন্ডীর ভিতরে থেকে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আইনকানুন মোতাবেক বিচার করেন এবং এরূপ করতে তিনি বাধ্য। মালিকের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা যে কোনভাবে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময় ক্ষমা করতে পারেন, দয়া দেখাতে পারেন। এখানে 'দীন' শব্দটির অর্থ যদি 'ধর্ম' হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, 'ধর্ম-যুগের প্রভু' যার তাৎপর্য হচ্ছে, যখন ধর্ম অবতীর্ণ হবার সময় আসে তখন মানুষ ঐশী শক্তি ও ঐশী সিদ্ধান্তসমূহের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পায় এবং ঐশী নিদর্শনসমূহ চতুর্দিকে প্রকাশিত হয়। আবার ধর্মের স্রোতে যখন ভাটা পড়ে তখন মনে হয় এ বিশ্ব লাগামহীন এবং কর্তৃত্বহীন অবস্থায় আপনা-আপনি যন্ত্রের মত চলছে, সৃষ্টিকর্তা বা মালিকের ভূমিকা তখন ততটা চোখে পড়ে না।

৯। 'ইয়াওম' অর্থ অখন্ড-অসীম সময়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বর্তমান সময় (আকরাব)।

১০। 'মালিক' অর্থ সর্বময় কর্তা, যার কোন কিছুর উপর স্বত্বাধিকার রয়েছে এবং তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন (আকরাব)।

১১। 'ইবাদাহ্' অর্থ চূড়ান্ত বিনয়, পুরোপুরি বশ্যতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও সেবা। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস ও তা প্রকাশ করাও 'ইবাদাহ্' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ শব্দটির অন্য একটি তাৎপর্য হলো, কোনবস্তুর 'মোহর' বা ছাপ গ্রহণ করা। এ তাৎপর্য মূলে 'ইবাদাহ্'র অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর ছাপ নিজের মাঝে গ্রহণ করে তা ধারণ ও বর্দ্ধন করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা।

১২। 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' কথাটি, 'তোমারই সাহায্য চাই' বাক্যটির পূর্বে স্থান পেয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার মহান গুণাবলী অবগত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মাঝে প্রথম যে আবেগটি জেগে ওঠে তা হলো উপাসনার আবেগ। এই প্রথম এ আবেগের পরে পরেই সাহায্য প্রার্থনার আবেগ জাগে। মানুষ আল্লাহ্র উপাসনা করতে চায়, কিন্তু তা করতে গেলে নানাভাবে আল্লাহ্রই সাহায্যের প্রয়োজন। এ আয়াতে 'আমরা' (বহুবচন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেঃ (ক) মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করে না বরং সে সমাজের অংশ হিসেবেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে মিলে মিশে বাস করে। অতএব তার একা একা আল্লাহ্র পথে চললেই হবে না, বরং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, (খ) যে পর্যন্ত মানুষের পারিপার্শ্বিকতা শুধরানো না হয় সে পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে না। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ঃ প্রথম চারটি আয়াতে 'আল্লাহ্কে' প্রথম পুরুষ (ব্যাকরণগতভাবে) দেখানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম আয়াতে এসে হঠাৎ তাঁকে মধ্যম পুরুষে ডাকা হয়েছে। এর কারণ হলো, প্রথম চারটি আয়াতে যে চারটি মহান ঐশী গুণের উল্লেখ হয়েছে সেগুলোর ধ্যান-ধারণা ও প্রভাব মনে প্রবেশ করা মাত্র মানুষের হৃদয় সেই মহামহিম স্রষ্টার দর্শন লাভের জন্য এত তীব্রভাবে ব্যাকুল ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর

১২ নং টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৩ নং টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১ [৭]

৭। ক.তাদের পথে, যাদের তুমি পুরস্কার[১৪] দিয়েছ, খ.যারা (তোমার) ক্রোধভাজন হয়নি এবং গ.যারা পথভ্রষ্ট[১৫] হয়নি।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ ع

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭০; ৫ঃ২১; ১৯ঃ৫৯; খ. ২ঃ৬২, ৯১; ৩ঃ১১৩; ৫ঃ৬১, ৭৯; গ. ৩ঃ৯১; ৫ঃ৭৮; ১৮ঃ১০৫।

উপাসনার বাসনা এতই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে তার হৃদয়ের সেই আকুতিকে চরিতার্থ করার উচ্ছ্বাসে ও ব্যগ্রতায় এখানে পঞ্চম আয়াতে এসে তার অগোচরেই প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৩। এ আয়াতের প্রার্থনাটি অপূর্ব! এ প্রার্থনাটি এত পূর্ণ ও সার্বিক যে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রার্থনাটি শিখানো হয়েছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-প্রাপ্তির চির আকুতিকে এ প্রার্থনাটির প্রতিটি শব্দেই রূপায়িত করা হয়েছে। এর চাইতে পূর্ণতর, উচ্চতর ও গভীরতর প্রার্থনা কল্পনাও করা যায় না। মু'মিনের মন আকুতি জানায় সরল-সুদৃঢ় পথ পাওয়ার জন্য, যে পথ সবচেয়ে কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। কখনো কখনো এমন হয় যে মানুষকে সোজা সঠিক পথটি দূর থেকে দেখিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাকে এগিয়ে নিয়ে সে পথে পরিচালিত করা হয় না। আর যদি পরিচালিত করাও হয় তাহলেও সে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না, বরং অন্য পথ ধরে ফেলে। তাই মু'মিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং আমাকে সে পথে নিয়ে গিয়ে সে পথেই চালাতে থাক, যে পর্যন্ত আমি সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে না যাই। 'হেদায়াত' শব্দেই রয়েছে এ তাৎপর্য। 'হেদায়াত' শব্দের অর্থ সঠিক সোজা রাস্তা দেখানো (৯০ঃ১১), সেই রাস্তায় পৌঁছানো (২৯ঃ৭০) এবং শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তায় চালিয়ে নেয়া (৭ঃ৪৪, মুফ্‌রাদাত এবং বাকা)। মানুষ প্রতি পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই এ প্রার্থনাটি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত নিবেদন করা তার জন্য একান্ত জরুরী। যে পর্যন্ত আমাদের অভাব থাকবে, প্রয়োজন ও চাহিদা অপূর্ণ থাকবে এবং যে পর্যন্ত আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে না পারি, সে পর্যন্ত প্রার্থনায় রত থাকা কর্তব্য।

১৪। একজন সত্যিকারের মু'মিন বা বিশ্বাসী সত্য সোজা পথ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, কিংবা ধর্মপরায়ণতার কিছু কিছু কাজকর্ম করেই ক্ষান্ত হতে পারে না। বহু উচ্চস্তরে সে তার গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং এমন উর্ধ্বস্তরে গিয়ে পৌঁছতে চায় যেখানে পৌঁছলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপরে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তাআলার মনোনীতগণের উপর বর্ষিত ঐশী অনুগ্রহসমূহের দৃষ্টান্ত তার চোখে ভাসতে থাকে এবং তাকে প্রেরণা যোগায়। এতেও সে পরিতৃপ্ত হয় না। সে অবিরাম চেষ্টা করে এবং প্রার্থনাও করতে থাকে যাতে সে নিজেও পুরস্কারপ্রাপ্ত ও মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁদেরই একজন বলে গণ্য হতে পারে। এ পুরস্কারপ্রাপ্তগণ হলেন, ১. নবী, ২. সিদ্দীক, ৩. শহীদ, ৪. সালেহ্। যাঁদের উল্লেখ সূরা আন্ নিসার ৭০ আয়াতে রয়েছে। তবে প্রার্থনাকারী আল্লাহ্ তাআলাকে যখন সকাতরে ডাকে তখন তাঁর কাছে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় প্রাণভরা মিনতি ও প্রার্থনা জানায়। তিনি প্রার্থানাকারীকে কী ধরনের অনুগ্রহ দিয়ে ভূষিত ও পুরস্কৃত করবেন এবং কে কোন্ ধরনের পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উপরই নির্ভর করে।

১৫। সূরা ফাতেহার মাঝে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের এক অনন্য সৌন্দর্য ও অনুপম সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্ধ আল্লাহ্ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ার্ধ মানুষ সম্পর্কিত। প্রথমার্ধের অংশগুলো দ্বিতীয়ার্ধের অংশগুলোর সাথে এক চমৎকার, নিগূঢ় যোগসূত্রে বাঁধা। প্রথমার্ধে সর্বগুণাধার 'আল্লাহ্' নামটির সাথে দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' বাক্যটির অপূর্ব সম্পর্ক রয়েছে। যখনই এক বিশ্বাসী ভক্ত ভাবে, কত মহামহিম, কত পূত-পবিত্র, ত্রুটিবিচ্যুতিমুক্ত, সর্বগুণের পরিপূর্ণ আধার সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তখনই তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনা-আপনি এ মিনতি ধ্বনিত হয়, 'প্রভু! আমরা তোমারই ইবাদত করি।' প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র গুণ 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক' এর সঙ্গে সম্পর্ক দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা তোমারই সাহায্য চাই' বাক্যটির। যখন মানুষ বুঝতে পারে, আল্লাহ্ তাআলাই তার ও বিশ্বজগতের পালনকর্তা, বর্দ্ধনকর্তা ও উন্নতিদাতা তখন সে কালবিলম্ব না করে তাঁর সাহায্যের আশ্রয় চায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, 'আমরা তোমারই সাহায্য চাই'। আল্লাহ্‌র 'আর রহমান' গুণের সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয় অর্ধে এ প্রার্থানার-'তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর'। 'আর রহমান' এর সংক্ষিপ্ত অর্থ, 'অসীম অনুগ্রহ বর্ষণকারী, যিনি অযাচিতভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটান। আল্লাহ্‌র এ গুণ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মানব মনে স্বাভাবিকভাবেই সাধ জাগে, সে যেন অনিশ্চিত ও অন্ধকারময় জীবন পাড়ি দেয়ার জন্য সঠিক ও আলোক-দীপ্ত পথ পায়, যা একমাত্র 'আর রহমান'ই নবী পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে 'ওহী' দ্বারা তাকে দিয়ে থাকেন। প্রথমার্ধের 'আর্ রহীম' গুণের সাথে দ্বিতীয়ার্ধের 'তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কার দিয়েছ' বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা 'আর্ রহীম'ই তাঁর যোগ্য ও উপযুক্ত বান্দাগণের ওপর পুরস্কার ও অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। একইভাবে আমরা প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র আরেকটি গুণ জানতে পারি, তিনি 'বিচার দিবসের মালিক'। আর দ্বিতীয়ার্ধে পাই এ 'বিচার দিবসের মালিকে'র প্রতি তাঁর মানব-বান্দার মিনতিঃ "যারা 'তোমার'

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ক্রোধভাজন হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি (আমাদেরকে তাদের পথে নিও)।" মালিকের কাছে বান্দাকে কাজের হিসাব দিতে হবে, এ কথা ভাবলেই বান্দার মনে স্বভাবত ভয়ের উদ্রেক হয়, কোথায় কী ভুল ধরা পড়ে! তাই সে মালিকের কাছে প্রথম থেকেই প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তাকে ভ্রান্তির পথ থেকে এবং ক্রোধে নিপতিত হওয়ার পথ থেকে তিনি রক্ষা করেন।

এ প্রার্থনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটা অতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। মানুষের প্রকৃতিতে আনুগত্য স্বীকারের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য দু'টি মৌলিক চালিকাশক্তি নিহিত আছে। এর একটি হলো ভালবাসা এবং অপরটি ভয়। কেউ ভালবাসায় অভিভূত হয় আর কেউবা ভয় ও ভীতির মাধ্যমে বশ মানে। ভালবাসা নিশ্চয় মহত্তর গুণ। কিন্তু এমন লোকও থাকতে পারে এবং নিশ্চয় আছে যারা ভালবাসা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাদেরকে বশে আনার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ভয়। সূরা ফাতেহাতে মানব-প্রকৃতির এ উভয় চালিকাশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রথমে আল্লাহ্ তাআলার ঐ গুণবাচক নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে যা ভালবাসাকে জাগিয়ে তোলে, যেমন 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী এবং বার বার কৃপাকারী।' অতঃপর ভালবাসা উদ্দীপক গুণাবলীর এ প্রান্তে গিয়ে 'বিচার দিবসের মালিক' নামটি উচ্চারিত হয়েছে। এ গুণ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সে যদি ভালবাসা দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আত্মশুদ্ধির পথে না চলে তাহলে তাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে 'ভয়'কেও ভালবাসার পাশাপাশি একটি চালিকাশক্তিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার 'রহমত ও দয়ার গুণ' তাঁর অন্যান্য সব গুণের উর্ধ্বে এবং অন্যান্য সব গুণকে বেষ্টন করে আছে, তাই তাঁর এ ভীতি উৎপাদক মৌলিক গুণটিও তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের রঙে রঙীণ। বস্তুত আল্লাহ্র করুণারাশি তাঁর ক্রোধকে ডিঙ্গিয়ে যায়। 'মালিক' শব্দটির মধ্যে এর আভাস পাওয়া যায় এবং আমরা স্বস্তি বোধ করি যে আমরা আইনকানুনের অন্ধ অনুসারী একজন বিচারকের সম্মুখে হাজির হচ্ছি না, বরং সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এক মালিকের সম্মুখে হাজির হচ্ছি যাঁর ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেখানে শাস্তি দেয়া একেবারেই অপরিহার্য কেবল সেখানেই তিনি শাস্তি দিবেন।

মোট কথা, সূরা ফাতেহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরএক অফুরন্ত ভান্ডার। মাত্র সাতটি আয়াতের একটি সূরা, অথচ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি বিস্ময়কর খনি। এটা 'উম্মুল কিতাব বা গ্রন্থজননী' বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জননী যেমন আপন গর্ভে সন্তানকে তার চেহারাসহ ধারণ করেন, তেমনি সূরা ফাতেহায় গোটা কুরআনের সারাংশ বর্ণিত রয়েছে। সর্ব প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস আল্লাহ্র নাম নিয়ে আরম্ভ করে এ সূরাটি প্রথমেই আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছে, যথাঃ (১) তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, (২) তিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী যিনি মানুষের জন্মের পুর্বেই মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই তার জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপায়-উপাকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন, (৩) তিনি বার বার কৃপাকারী, যিনি মানুষের শ্রমের উৎকৃষ্টতম ফল দেন এবং তার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ পুরস্কার ও বার বার প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং (৪) তিনি বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও অধিপতি, যাঁর কাছে প্রত্যেক মানুষকেই ইহকালীন কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে, তিনি দুষ্কর্মকারীকে শাস্তি দিবেন বটে, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে নয় বরং মহান মালিকের উচ্চাসনে বসে। মালিকের শাস্তির মাঝে বান্দার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক করুণা থাকে তাও একত্র হয়ে যায়। ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধন ও সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকলে মালিক বান্দাকে হয়তো ক্ষমাই করবেন। ইসলাম ধর্মমতে এটাই আল্লাহ্র পরিচিতি যা কুরআনর শুরুতেই পেশ করা হয়েছে। সেই আল্লাহ্ তাআলার মহিমা, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের যেমন কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি তাঁর করুণা, দয়াদাক্ষিণ্য ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই মানুষের হৃদয় স্বাভাবিকভাবে এ ঘোষণা দেয়, 'আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যেহেতু উচ্চ মৌলিক গুণের একক অধিকারী, সেহেতু আমি একমাত্র তাঁরই উপাসনায় নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, কেবল প্রস্তুতই নই বরং তাঁর উপাসনার জন্য অধীরভাবে আগ্রহী।' কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা জানেন, মানুষ দুর্বল। সে ভুল করতে পারে। তাই তিনি নিজেই দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন, সে যেন তার অগ্রযাত্রার পথে সব উপায়-উপকরণ লাভের জন্য এবং সব বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য পদে পদে অবিরাম আল্লাহ্র সাহায্য চায়। সূরাটির দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের সুদূরপ্রসারী ও সর্বকল্যাণকর পূর্ণতম প্রার্থনাটি রয়েছে, যে প্রার্থনাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সার্বিক মঙ্গল প্রাপ্তির সরল-সুদৃঢ় পথটিতে পরিচালিত হতে চায়। সে আল্লাহ্র কাছে কাতর স্বরে মিনতি করে, সে যেন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেই ক্লান্ত হয়ে না পড়ে বরং কৃতিত্বের সাথে আরো অগ্রসর হয়ে তাঁর মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁদের মতই অশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহে ভূষিত হয়। সে আরো অনুনয় করে, সে যেন সরল-সুদৃঢ় এ পথটিতে অবিচলভাবে চলতেই থাকে যাতে সে প্রভু-প্রতিপালক ও মালিকের নিকট থেকে নিকটতর হতে পারে। যেভাবে পূর্ববর্তীগণের অনেকেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করেছেন সেভাবে সেও যেন নৈকট্য লাভ করতে পারে। এটাই কুরআনের উদ্বোধনী সূরার বিষয়বস্তু। এটাই নানাভাবে ও নানা আকারে গ্রন্থের সর্বত্র বার বার বলা হয়েছে।

✶ [৭ নম্বর আয়াতে বন্ধনীর মাঝে 'তোমার' শব্দটির দরুন পাঠক যেন বিভ্রান্ত না হন। কারণ 'মাগযূব' অর্থাৎ 'ক্রোধভাজন' শব্দটি দিয়ে ইহুদীরাই যে আল্লাহ্র ক্রোধভাজন হয়েছে কেবল তা বুঝায় না। এ অভিব্যক্তিটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। এটি দিয়ে কেবল আল্লাহ্র ক্রোধকেই বুঝানো হয়নি বরং মানুষ কর্তৃক তাদের ক্রোধভাজন হওয়াকেও বুঝিয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ বাকারা-২
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

শিরোনাম, অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এ সূরা যা 'আল্ বাকারা' নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, কুরআন শরীফের সর্ববৃহৎ সূরা। হিজরতের প্রথম চার বছরের মধ্যেই এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এ সূরার নামকরণ করেন। এ সূরার নামকরণে খুব সম্ভব এর ৬৮ থেকে ৭২ আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেখানে ইহুদীদের জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ইহুদীরা মিশরে ফেরাউনদের ভূমিদাস ও ক্রীতদাস হিসেবে অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থায় দিন যাপন করেছিল। ফেরাউনরা ছিল গাভীর পুজারী। সাধারণত অধীনস্থ প্রজাদের মধ্যে প্রভু শ্রেণীর আচার-আচরণ অনুকরণের অন্ধ মোহ কাজ করে। এরই বশবর্তী হয়ে মিশরীয়দের গাভী পূজার অভ্যাসটি ইহুদীদের মাঝেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়। কালক্রমে ইহুদীরাও গাভীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে এবং পূজণীয় দেবতা হিসেবে গণ্য করে। হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে তাদের উপাস্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত একটি বিশেষ গাভী জবাই করতে বলেন তখন তারা অযথা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। সূরাটির উক্ত আয়াতসমূহে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। সূরা বাকারা ছাড়াও এ সূরার আরেকটি নাম হলো 'আয্ যাহ্‌রা' এবং একে ও সূরা আলে ইমরানকে সম্মিলিতভাবে 'আয্ যাহ্‌রাওয়ান' বা দু'টি উজ্জ্বল আলো বলা হয় (মুসলিম)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিষেরই একটি চূড়া বা শীর্ষ থাকে। আল্ কুরআনের চূড়া হলো আল্ বাকারা' (তিরমিযী)। সূরা ফাতেহার পর পরই এ সূরাকে সন্নিবেশিত করার কারণ হলো, পাঠক সূরা ফাতেহা পাঠ করে যে সব প্রশ্নের মুখোমুখী হয় এর সঠিক উত্তর এতে নিহিত আছে। যদিও সার্বিকভাবে সূরা ফাতেহার সাথে কুরআনের অন্যান্য সব সূরার সম্পর্ক রয়েছে তথাপি সূরা বাকারার সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক হলো, সূরা ফাতেহায় বর্ণিত প্রার্থনা 'আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও........' এর কবুল হওয়ার উত্তম পন্থা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা আয়াত বর্ণনা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা ও পবিত্রকরণের উপায়সমুহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (২ঃ১৩০) এবং এতে সঠিক ও বিশদভাবে সূরা ফাতেহার উক্ত মহান প্রার্থনার জবাব দেয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

অনেক সময় বলা হয়, এ সূরাটি দিয়েই কুরআন মজীদ শুরু হয়েছে। কেননা এ সূরার শুরুতে, 'এ সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে এর পূর্ববর্তী সূরা ফাতেহা সার্বিক বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত কুরআন এবং কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। অতএব শিক্ষার পথনির্দেশিকা হিসেবে উভয় সূরাতেই যে সন্দেহাতীত জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে, এ বিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য সূরা ফাতেহার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছে (১৫ঃ৮৮)। এ বৃহৎ সূরাটির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে এর ১৩০নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীত প্রার্থনা জানান, যিনি আবির্ভূত হয়ে তাদের মাঝে (১) আল্লাহ্‌র নিদর্শন বর্ণনা করবেন, (২) পরিপূর্ণ শরীয়তের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চিরন্তন হেদায়াত দেবেন, (৩) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখাবেন এবং (৪) জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এমন একটি সুষ্ঠু নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন যা তাদের জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনবে এবং যার ফলে তারা এক মহৎ ও শক্তিধর জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) এর এ মহান প্রার্থনা যে চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অবর্তিত, সেই চারটি বিষয়ই ধারাবাহিকভাবে এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ১৬৮টি আয়াতে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বর্ণনা, ১৬৯ থেকে ২৪৩ আয়াত পর্যন্ত ধর্মপুস্তক ও প্রজ্ঞা শিক্ষার প্রসঙ্গ এবং পরিশেষে ২৪৪ থেকে ২৮৭ আয়াত পর্যন্ত জাতীয় জীবনে সফলতার উপকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিদর্শন সংক্রান্ত আয়াতসমূহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর সত্যতার যুক্তিও বহন করে।

এ সূরাতে বর্ণিত শরীয়তের বিধান ও এর ব্যাখ্যা এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও দর্শন, সর্বোপরি ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ায় বর্ণিত আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কথা – এ সবই জাতীয় জাগরণের প্রতি দিক্ নির্দেশ করে।

এ সূরাতে ৪০টি রুকূ ও ২৮৭টি আয়াত আছে। আল্লাহ্, ওহী ও পরকাল এ তিনটি মৌলিক বিষয়ে ঈমান রাখা এবং নামায ও যাকাত এ দুটি ব্যবহারিক বিধির বর্ণনার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। বাদবাকী মূলত এ নীতিমালা ও বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। হেদায়াত সংক্রান্ত প্রার্থনার জবাবে পবিত্র কুরআনের দাবী হচ্ছে, এ গ্রন্থ মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছিল তা আরো সুস্পষ্ট ও অকৃত্রিমভাবে এতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এর সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে মানুষ আধ্যাত্মিক স্তরের উচ্চতম শৃঙ্গে উন্নীত হতে পারে। দ্বিতীয় রুকূতে সে ধরনের মৌখিক বিশ্বাস যা হৃদয়ের

গভীরে প্রোথিত নয় তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণীয় বলে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের মান ও নীতি-নির্ধারণী বক্তব্য রাখা হয়েছে তৃতীয় রুকূতে। এ লক্ষ্যে বস্তু-জগতে ক্রিয়াশীল বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সমভাবে দেখা যায়। অতঃপর আধ্যাত্মিক ধারার প্রথম সংযোগ স্থাপনকারী মানব হযরত আদম (আঃ) এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রকাশ করেছেন। চতুর্থ রুকূতে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরোধিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যেভাবে হযরত আদম (আঃ) এর বিরোধিতা তাঁর সত্যতা বা মূল্যকে খাটো করতে পারেনি, তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আরোপিত অপবাদও তাঁর সত্যতায় কোন কলঙ্ক লেপন করতে পারবে না। ৫ রুকূ থেকে ১৬ রুকূ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ১২ রুকূতে নূতন ওহী অবতরণের যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও বিশেষ করে নূতন ওহী-ইল্হামের কী প্রয়োজন তা বর্ণনা করে এ সংক্রান্ত আপত্তির খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ ও বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ্ তাআলা প্রতি যুগেই তাঁর বাণী প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেক বাণী এর পূর্ববর্তী বাণী থেকে উন্নততর হয়ে থাকে। ঐশীবাণীর এ ধারায় একটি নূতন বিধান দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে প্রেরণ করেন। হযরত মূসা (আঃ) এর পরে বনী ইসরাঈলের জন্য বহু নবী প্রেরিত হন এবং বনী ইস্রাঈল তাঁদের অনেককেই অস্বীকার ও উৎপীড়ন করে। ঐশী আদেশ-নির্দেশের ক্রমাগত অস্বীকৃতি, পাপ ও অবিচারের ফলে ইসরাঈল জাতি ঐশী অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পরিণামে নবুওয়তের ধারা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বনী ইস্রাঈল থেকে বনী ইসমাঈলের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ও নির্ভুল শরীয়তসহ মক্কার অনুর্বর মরু প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। এতে বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়, যদিও নবুওয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাদের নিজেদের অপকর্মই দায়ী ছিল এবং তাই অন্যের প্রতি তাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সর্বাত্মক বিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। যেহেতু ঐশী পরিকল্পনার বিরোধিতা কোন যুগেই সফল হয়নি তাই পরিণামে তারা ব্যর্থ হয়।

পরবর্তী দু রুকূতে পূর্ববর্তী নবীগণের কিব্লা পরিবর্তন করে কেন তা কা'বায় স্থির করা হলো সে সম্পর্কে ইসরাঈলীদের বিভিন্ন আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রথমত প্রার্থনার সময় কোন বিশেষ দিকে মুখ করে দাঁড়ানো বা কোন স্থানকে কিব্লা হিসেবে ঠিক করায় কোন পুণ্য নেই। কিব্লা সাধারণত একটি সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে সকাতর প্রার্থনা করেছিলেন তাতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, মক্কা একদিন তাদের জন্য একটি তীর্থস্থান ও কা'বা কিব্লা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯ রুকূতে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সত্য প্রচারে মুশরিকদের পক্ষ থেকে ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন এবং মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ বিরোধিতা চলতে থাকবে। ২০ রুকূতে এ অমোঘ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে পূর্বে বর্ণিত বিষয়াবলী নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন বিলাস নয়, বরং এটা চিরন্তন সত্য । আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, পালাক্রমে দিবা রাত্রির আগমন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীও আধ্যাত্মিক আইন-কানুনের মতই পরিচালিত হয় এবং এতে ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। একদিকে এ যেমন সত্য, ঠিক একইভাবে এটাও সত্য যে সমস্ত বিশ্বজগৎ সন্দেহাতীতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। ২১ রুকূর মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধানের বর্ণনা ও সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রথমেই বৈধ ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত আদেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মানুষের বাহ্যিক কাজ-কর্ম তার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তার দরুন তার মানসিক অবস্থা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ২২ রুকূতে ইসলামী শিক্ষার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আল্লাহ, পরকাল, ঐশী কিতাবসমূহ ও নবী-রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যের মঙ্গল সাধন করা, সালাত (নামায) কায়েম করা ও যাকাত দেয়া ইত্যাদিকেও সৎকর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দুঃখে-দারিদ্রে ও বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করার বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজনকে বৈধ সাহায্য প্রদান এবং সামাজিক আইন-কানুন মেনে চলার প্রসঙ্গ এবং বিশেষ করে উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি বন্টন বা ওসীয়্যত করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূতে ধর্ম সম্বন্ধীয় সাধনা বা আল্লাহ্ প্রেমের অনুশীলন হিসেবে রোযার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ২৪ ও ২৫ রুকূতে হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের বিষয় আলোচিত হয়েছে যা মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৬ রুকূতে রয়েছে শরীয়তের কিছু বিধি-বিধানের দার্শনিক আলোচনা। আল্লাহ্র আদেশে যে কল্যাণ নিহিত থাকে এর প্রতি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের আনুগত্যের প্রয়োজন। কেননা বাহ্যিক আচরণ অন্তরের পবিত্রতাকে প্রভাবিত করে। অতঃপর বলা হয়েছে, মানুষ সাধারণত এ কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে থাকে যে তারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সময় ও সম্পদকে ব্যয় করতে অনিচ্ছুক এবং এ ব্যাপারে অনর্থক ওজর-আপত্তি পেশ করাতে তারা অধিক আগ্রহী। বস্তুত কুরবানী ছাড়া কোন সফলতা অর্জনই সম্ভব নয় এবং বিশ্বাসীরা তাদের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করে যাতে পূর্ণ

ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭ রুকূতে বলা হয়েছে, যখন ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রতিহত করা হয় তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় প্রাণ ও ধন-সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজন হয়। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, অযথা সময় কাটানো বা মানসিক আরামের আশায় লোকে মদ পান করে এবং যুদ্ধের খরচ বহনার্থে টাকা সংগ্রহের জন্য তারা জুয়া খেলে। কিন্তু ইসলাম এ উভয় বিষয়কেই ঘৃণ্য ও অপকারী বলে বর্জন করেছে। পুনরায় বলা হয়েছে, যুদ্ধের ফলে যারা পিতৃহীন হয়ে পড়ে তাদের সুষ্ঠু ভরণ-পোষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানরা যেন অংশীবাদী (মুশরিক) নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। কেননা এতে তাদের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ রুকূতে বলা হয়েছে, আমরা যেন ঋতুস্রাব কালে স্ত্রী-গমন না করি। এ নির্দেশের পরে তালাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর স্তন্যপান কাল ও বিধবাদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত উপবিধি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ৩২ ও ৩৩ রুকূতে জাতীয় অগ্রগতির নীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে যার ভিত্তিতে একটি জাতি সত্যিকারভাবে সফল জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, যদি কোন জাতি পৃথিবীতে শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে চায় তাহলে তাদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। ৩৪ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল নিতান্তই সাময়িক এবং এ সময়ে তাকে স্রষ্টার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার ঐশী-সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি গভীর ধ্যান ও অনুশীলন ছাড়া এ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। অতঃপর 'আয়াতুল কুর্সী' নামক অতুলনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যাকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এ অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী মহান আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কারো প্রতি জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর ৩৫ রুকূতে বলা হয়েছে, যদিও ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক গুণাবলী আল্লাহ্ তাআলার সরাসরি অনুগ্রহে অর্জিত হয়, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নৈতিকতা রূপলাভ আল্লাহ্ তাআলার নবী-রসূলগণের অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে এবং এ উভয় প্রকার পরিবর্তন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরদের মাঝে ৪ বার সংঘটিত হবে বলে নির্ধারিত রয়েছে। পুনরায় বলা হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে নৈতিক পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা একান্তই অপরিহার্য এবং এ দিক থেকে মু'মিনদের সম্মিলিত ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের ব্যক্তিগত কুরবানী থেকে বেশি হতে হবে। অতঃপর সুদের উপর ভিত্তি করে সকল প্রকার লেন-দেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সুদ দেয়া বা নেয়া উভয়কেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমার্থক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সুদের লেন-দেন পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা এবং অপর ভাইয়ের মঙ্গল সাধন করার মনোভাবের একান্ত পরিপন্থী। মুসলমানদেরকে আরো বলা হয়েছে, তারা যেন এরূপ মনে না করে যে সুদের কারবার ছাড়া কোন প্রকার বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্র বিধান হলো সুদের লেন-দেনকারী জাতিসমূহ পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পরবর্তীতে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে ধার-কর্জ দেয়ার মাধ্যমেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু এ ধরনের সমস্ত লেন-দেন যথাযথভাবে লিখিত হওয়া উচিত। পরিশেষে এ সূরা এ মর্মে বক্তব্য রেখেছে, যদিও কোন জাতিতে নৈতিক অবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের জন্য উল্লিখিত নির্দেশাবলী মেনে চলা অপরিহার্য ও সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিত উপায়, যার ফলে সত্যিকারভাবে তাদের মধ্যে নৈতিক উন্নতি, পুণ্যবোধ ও সচ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটবে, তথাপি আল্লাহ্র বাণীর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ্র গুণাবলী সর্বদা স্মরণ করে নিজেদের জীবনে সেগুলো অনুশীলনের প্রচেষ্টা জারী রাখা এবং ঐকান্তিক প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য ও কৃপা ভিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

এটাই সংক্ষেপে সূরা বাকারার বিষয়বস্তুর সারমর্ম। এতে সাধারণভাবে অবিশ্বাসী এবং বিশেষভাবে আহ্‌লে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখন যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে অস্বীকার করা হয় তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে সমস্ত মূসায়ী শরীয়ত ও খৃষ্টান ধর্মমত মিথ্যা ও বাতিলযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে। পরোক্ষভাবে এ সূরার মাধ্যমে ইসলামের বাণীর সত্যতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে এটা গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বস্তুত মানুষ সৃষ্টির পেছনে যে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা কেবলমাত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত মহান শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। কেননা জগতে কুরআন শরীফই একমাত্র সঠিক শরীয়ত গ্রন্থ যাতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিধি-বিধানের স্বরূপ ও তাৎপর্য যথার্থ প্রজ্ঞা ও হিকমতসহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আমল দিয়েই হৃদয়ের পবিত্রতা ও ঐশী উপলব্ধি অর্জন সম্ভব।
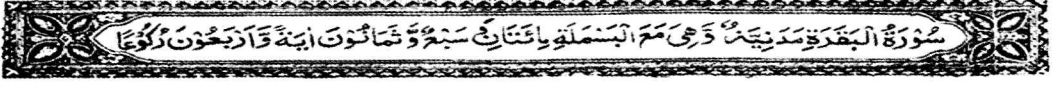
সূরা আল্ বাকারা-২

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আনাল্লাহু আ'লামু[১৬], অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি।

الٓمّٓ ②

৩। এ [১৭]সেই পূর্ণাঙ্গ[১৭-ক] কিতাব যাতে কোন [ক]সন্দেহ[১৮] নেই। [খ](এ হলো) মুত্তাকীদের[১৯] জন্য হেদায়াত (অর্থাৎ পথ-নির্দেশ),

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ③

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪, ১০ঃ৩৮; ৩২ঃ৩, ৪১ঃ৪৩ ; খ. ২ঃ১৮৬, ৩ঃ১৩৯, ৩১ঃ৪

১৬। 'আলিফ লাম মীম্'– প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি শব্দকে বুঝায়। এগুলোকে শব্দ-সংক্ষেপণ বলা যেতে পারে। আরবীতে এরূপ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত অক্ষর-সমষ্টিকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বলা হয়। কুরআনের ২৮টি সূরার শুরুতে এ 'মুকাত্তায়াত' এর ব্যবহার এসেছে। একত্রে সন্নিবিষ্ট অক্ষরের সর্বোচ্চ সংখ্যা পাঁচ। মোট চৌদ্দটি 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' ব্যবহৃত হয়েছে ঃ আলিফ, লাম, মীম্, সোয়াদ, রা, কাফ, হা, ইয়া আইন, সোয়াদ, তা, সিন, হা, কাফ এবং নূন। কাফ ও নূন একা একা যথাক্রমে সূরা কাফ ও সূরা কলমের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই বা ততোধিক অক্ষর একত্রে অন্য কতগুলো সূরার শুরুতে 'মুকাত্তায়াত' রূপে স্থান পেয়েছে। আরবদের মধ্যে এ মুকাত্তায়াতের ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। তারা তাদের কবিতায় ও কথা-বার্তায় মুকাত্তায়াত ব্যবহার করতো। একজন আরব কবি বলেন, 'কুল্‌না ক্বিফী লানা, ফাকালাত্ কাফ্' অর্থাৎ 'স্ত্রীলোকটিকে বল্‌লাম, 'একটু থামুন'। তিনি বল্‌লেন, 'আমি থাম্‌ছি'। এখানে 'কাফ্' অক্ষরটি 'ওয়াকাফ্‌তু' (থাম্‌ছি) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিককালের পশ্চিমা দেশগুলোতে এবং তাদের অনুকরণে প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এ শব্দ-সংক্ষেপণ রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। সকল অভিধানেই এর একটি তালিকা ইদানীং সংযোজিত থাকে। মুকাত্তায়াত আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক শব্দসমূহের সংকেতস্বরূপ অক্ষর। যে সূরার পূর্বে এ অক্ষর-সংকেত ব্যবহৃত হয়, এর বিষয়বস্তুর সাথে আল্লাহ্‌'তাআলার কোন না কোন গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। মুকাত্তায়াতের অক্ষরে ঐ গুণটিই নিহিত থাকে। বিভিন্ন সূরার শুরুতে সাংকেতিকভাবে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো যেন-তেন বা অগোছালোভাবে স্থাপন করা হয়নি। যেখানে একত্রে একাধিক অক্ষরের সমাবেশ আছে সেখানেও সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান, আগের অক্ষর পরে কিংবা পরের অক্ষর আগে রাখা হয়নি। বিভিন্ন সমষ্টি বা সেটের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে এবং যে যে অক্ষর দ্বারা একটি সমষ্টি বা সেট গঠিত হয়েছে সেগুলোও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করছে। যেসব সূরা মুকাত্তায়াত দিয়ে আরম্ভ হয়নি, সেগুলো পূর্ববর্তী মুকাত্তায়াত সম্বলিত আয়াতের আওতাধীন এবং একই বিষয়বস্তু, বাগ্‌ধারা ও ভাবধারা অনুসরণ করে। মুকাত্তায়াতের তাৎপর্যসমূহের মধ্যে দুটি অধিক নির্ভরযোগ্যঃ (১) প্রত্যেক অক্ষরের একটি নির্দিষ্ট 'গাণিতিক' মান আছে (জরীর)। আলিফ লাম মীম্ মিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১ (আলিফ-১, লাম-৩০ এবং মীম্-৪০)। এমতাবস্থায় সূরার শুরুতে আলিফ লাম মীম্ ব্যবহারের তাৎপর্য এ হতে পারে, এ সূরাতে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে (ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক স্থিতিশীলতা) তা প্রকাশিত হতে ৭১ বৎসর সময় লাগবে, (২) আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট গুণাবলী-জ্ঞাপক শব্দ-সংক্ষেপ (যাতে একটি অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ নির্দেশ করে) যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, মুকাত্তায়াতযুক্ত সূরার বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তাআলার ঐ গুণাবলীর সাথে সম্বন্ধ রাখে, যে গুণগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার মুকাত্তায়াতে নিহিত আছে। এখানে মুকাত্তায়াত হিসেবে 'আলিফ লাম মীম্' ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'আমি আল্লাহ্ সব চেয়ে বেশী জানি'। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) এ অর্থ করেছেন, এখানে 'আলিফ' মানে 'আনা', 'লাম' মানে 'আল্লাহ্', 'মীম্' মানে 'আ'লামু', একত্রে 'আনাল্লাহু আ'লামু' (আমি আল্লাহ্ সব চেয়ে বেশী জানি)। কারও কারও মতে 'আলিফ' মানে আল্লাহ্, 'লাম' মানে জিব্‌রাঈল, আর 'মীম' মানে মুহাম্মদ (সাঃ), যার তাৎপর্য হলো–এ সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ঐশী জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ)কে দেয়া হয়েছে। এ শব্দ-সংক্ষেপণ বা মুকাত্তায়াত কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ওহীর মাধ্যমে এসেছে (বুখারী)।

১৭। 'যালিকা' মানে 'উহা বা সেটা'। সময় সময় 'এটা' বা 'এ' অর্থেও ব্যবহৃত হয় (আকরাব)। এ শব্দ যে বস্তু বা বিষয়ের পূর্বে ব্যবহৃত হয় সে বস্তু বা বিষয়ের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ পায়। শব্দটি শ্রদ্ধা ও সম্মান নির্দেশক। শব্দটি দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে কিতাবখানা গুণ, জ্ঞান ও সম্মানের দিক দিয়ে এতই উচ্চ পর্যায়ের যে পাঠকের পক্ষে তা অনুধাবন করা কঠিন (ফাতহ্)।

১৭-ক, ১৮ ও ১৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। যারা [ক]গায়েবের[২০] (অর্থাৎ অদৃশ্যের) প্রতি ঈমান আনে, নামায[২১] [খ]কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা[২২] দিয়েছি তা থেকে খরচ [গ]করে

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৯৫, ৬ঃ১০৪, ২১ঃ৫০, ৩৫ঃ১৯, ৩৬ঃ১২, ৫০ঃ৩৪, ৫৭ঃ২৬, ৬৭ঃ১৩; খ. ২ঃ৪৪, ৮৪, ২ঃ১১১, ২ঃ২৭৮, ৫ঃ৫৬, ৮ঃ৪, ৯ঃ৭১, ২০ঃ১৫, ২৭ঃ৪, ৩০ঃ৩২, ৩১ঃ৫, ৭৩ঃ২১; গ. ২ঃ১৯৬, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৮, ৩ঃ৯৩, ৮ঃ৪, ৯ঃ৩৪, ১৩ঃ২৩, ১৪ঃ৩২, ২২ঃ৩৬, ২৮ঃ৫৫, ৩২ঃ১৭, ৪২ঃ৩৯।

১৭-ক। 'আল্' ইংরেজী 'দি' শব্দটির মতই পাঠকের জানা বস্তুকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে 'যালিকাল কিতাব' মানে 'এ সেই কিতাব'–প্রতিশ্রুত কিতাব। একটি বস্তু বা ব্যক্তির মাঝে যতগুলো ভাল গুণ থাকতে পারে, এর সমষ্টিকে বুঝাতেও এ 'আল্' ব্যবহৃত হয়। এ দিক থেকে 'যালিকাল কিতাব' এর অর্থ দাঁড়ায় এটা এমনই একখানা পুস্তক, যাতে পুস্তকের সকল গুণই বিদ্যমান। অন্য কথায় এর অর্থ, এটাই একমাত্র কামিল বা পূর্ণাঙ্গ কিতাব।

১৮। 'রায়ব' অর্থ মনের অস্বস্তি, সন্দেহ, যন্ত্রণা, বিপদ ও কুধারণা, মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম (আকরাব)। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে কেউ কোনদিন কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবে না। বরং এ আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্ত মনে পড়লে এর মাঝে সন্দেহাতীতভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিত পথের সন্ধান পাবে।

১৯। 'মুত্তাকী' শব্দটি 'ওয়াকা' থেকে নির্গত যার অর্থ 'ক্ষতিকর বস্তু থেকে বেঁচে থাকা'। 'বিকায়া' অর্থ 'বর্ম', 'ইত্তাকা বিহি'–(মুত্তাকী ইত্তাকার কর্তা)–অর্থ, সে একে বা তাকে বর্মরূপে গ্রহণ করলো (লেইন)। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাই-বিন-কাব 'তাক্ওয়া' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন, 'মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কাঁটা ভরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এরূপ সাবধানে চলে যাতে তার কাপড়-চোপড় কাঁটায় আটকে না যায় বা এদের শাখা-প্রশাখায় লেগে না ছিঁড়ে, (কাসীর)। অতএব মুত্তাকী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌কে ঢাল, বর্ম বা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানে সর্বদা পাপকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করেন এবং নিজের কর্তব্য সযত্নে পালন করে থাকেন। 'মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত' (পথ-নির্দেশ) শব্দগুলো দিয়ে এটাই বুঝায় যে কুরআনে যে পথ দেখানো হয়েছে তা অনন্ত-অসীম (সর্বব্যাপক)। এটা মানুষকে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্ তাআলার ক্রমবর্ধমান অনুগ্রহ লাভের জন্য মানুষকে ক্রমাগতভাবে যোগ্য হতে যোগ্যতর করে তোলে।

২০। 'আল্ গায়েব' অর্থ অদৃশ্য বা গোপন বস্তু, অনুপস্থিত, অদেখা, বহুদূরের বস্তু (আকরাব)। ফিরিশ্‌তা, কেয়ামতের দিন ইত্যাদি আল্ গায়েব। কুরআনে এ শব্দটি অবাস্তব বা কল্পিত কোন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অদৃশ্য অথচ নিশ্চিত ও সত্য বস্তুর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে (৩২ঃ৭, ৪৯ঃ১৯)। অতএব পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত সমালোচকদের মত অন্য কারো এরূপ ধারণা করা অন্যায় যে ইসলাম এর অনুসারীদের উপর রহস্যময় বিশ্বাস চাপিয়ে দেয় এবং এতে আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানায়। 'গায়েব' শব্দটির তাৎপর্য এতটুকুই যে মানবের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সকল বস্তুকে জানা যায় না। তথাপি যুক্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সব বস্তুর অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার বাইরে থাকলেই বস্তুটিকে অযৌক্তিক মনে করা ভুল। যেসব 'অদেখা' জিনিষে বিশ্বাস আনার জন্য ইসলাম আহ্বান জানায় এদের কোনটিই যুক্তির বাইরে নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক অদৃশ্য বস্তু আছে, যা দেখা যায় না বটে, কিন্তু অকাট্য যুক্তি দ্বারা এদের অস্তিত্বের প্রমাণ সন্দেহাতীতভাবে লাভ করা যায়।

২১। 'যারা নামায কায়েম করে' অর্থাৎ যারা নামাযের বিধিবদ্ধ সকল শর্ত পূর্ণভাবে পালন করেই নামায আদায় করে। 'আকামা' শব্দের অর্থ সে বিষয়টাকে বা বস্তুটাকে সঠিকভাবে সঠিক স্থানে রাখলো (লেইন)। আল্লাহ্ তাআলার সাথে মানুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশের নাম ইবাদত। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মানুষের দেহ-মন ও আত্মাকে ঘিরে রেখেছে। অতএব পরিপূর্ণ ইবাদত তা-ই যার মাঝে দেহ ও আত্মা সমভাবে অংশগ্রহণ করে। উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া ইবাদতের চেতনা ও সারবস্তু সুরক্ষিত থাকতে পারে না। কেননা যদিও হৃদয়ের নিবেদনই মূল বিষয় এবং শারীরিক ইবাদত বা উপাসনা খোলস মাত্র, তথাপি খোলস বা আবরণ ছাড়া সার-বস্তু সংরক্ষিত হতে পারে না। খোলস নষ্ট হয়ে গেলে সারবস্তুও নষ্ট হয়ে যায়।

২২। 'রিয্ক'– আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন বা দান করেন, তা বস্তুই হোক বা অন্য কিছুই হোক, তা সবই 'রিয্ক' (মুফরাদাত)। মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের তিনটি দিক-নির্দেশনা ও তিনটি অবস্থা এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। যথাঃ (১) তাকে ঐ সকল সত্য তত্ত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যা সে চোখে দেখতে পায় না এবং তার ইন্দ্রিয়সমূহেও ধরা পড়ে না। কারণ এরূপ বিশ্বাস প্রমাণ করে, তার মধ্যে 'তাক্ওয়া' বা ধর্মপরায়ণতা রয়েছে, (২) যখন সে এ মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে এবং দেখতে পায়, এতে এক আশ্চর্যজনক সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলা বিরাজমান তখন সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, একজন স্রষ্টা আছেন এবং সেই স্রষ্টার সাথে সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য বাসনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ বাসনাই তাকে ইবাদতে বা উপাসনায় প্রণত করে দেয়, (৩) অবশেষে যখন বিশ্বাসী ব্যক্তি তার সৃষ্টি-কর্তার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনে কৃতকার্য হয় তখন সে নিজের মধ্যে মানব-সেবার এক বিশেষ অনুপ্রেরণা অনুভব করে।

৫। এবং যারা তোমার[২৩] প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে ঈমান আনে এবং যা তোমার[২৪] পূর্বে[ক] অবতীর্ণ করা হয়েছিল (তাতেও ঈমান আনে) আর [খ]আখিরাতে[২৫] যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٥

৬। এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [গ](আগত) পথনির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই [ঘ]সফল (হবে)।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٦

★ ৭। যারা অস্বীকার করেছে, তুমি তাদের সতর্ক কর বা সতর্ক না কর তা তাদের জন্য [ঙ]সমান। তারা ঈমান[২৬] আনবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

৮। আল্লাহ্ [চ]তাদের হৃদয়ে ও তাদের কানে মোহর[২৭] মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্য রয়েছে এক মহা আযাব (অর্থাৎ শাস্তি)।

১ [৮] ১

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٨ ع

৯। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে, [ছ]'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখি, অথচ তারা আদৌ মু'মিন[২৮] (অর্থাৎ বিশ্বাসী) নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٩

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৩৭,১৮৬, ৩ঃ২০০; ৪ঃ৬১, ১৩৭, ১৬৩; ৫ঃ৬০; খ. ৬ঃ৯৩; ২৭ঃ৪; ৩১ঃ৫; গ. ২ঃ১৫৮; ৩১ঃ৬; ঘ. ২৩ঃ২; ২৮ঃ৬৮; ৩১ঃ৬; ৮৭ঃ১৫; ৯১ঃ১০ ঙ. ২৬ঃ১৩৭, ৩৬ঃ১১; চ. ৪ঃ১৫৬, ৬ঃ২৬, ৪৭; ৭ঃ১০২, ১৮০; ১০ঃ৭৫; ১৬ঃ১০৯; ৪৫ঃ২৪; ৮৩ঃ১৫; ছ. ২ঃ১৭৮; ৩ঃ১১৫; ৪ঃ৪০,৬০, ৬ঃ৯৩; ৫৮ঃ২৩।

২৩। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কেন্দ্র-বিন্দু রূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন প্রয়োজন (২ঃ২৮৬, ৪ঃ৬৬, ৪ঃ১৩৭)।

২৪। ইসলাম এর অনুসারীদের জন্য এ বিশ্বাসও অপরিহার্য করেছে যে পূর্বেও আল্লাহ্‌র নবীগণ ঐশী শিক্ষা এনেছিলেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা সকল জাতিতেই তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন (১৩ঃ৮, ৩৫ঃ২৫)।

২৫। 'আল্ আখিরাত' অর্থ ঃ (ক) শেষ আবাস অর্থাৎ পরকাল, (খ) রসূলে পাক (সাঃ)এর পরবর্তী সময়ে শরীয়ত-সম্বলিত নয় এমন যে সব ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণী অবতীর্ণ হবে সেগুলো। এ দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের ৬২ঃ৩,৪ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে কুরআন রসূলে পাক (সাঃ) এর দু'টি আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছে। তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন তাঁর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের কথা ছিল আখেরী যমানাতে (শেষ যুগে) তাঁর একজন পূর্ণ অনুসারীর সত্তার মাধ্যমে (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর দ্রষ্টব্য)। এ দ্বিতীয় আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ্-মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে।

২৬। এ আয়াতে ঐসব অবিশ্বাসীদের কথা বলা হয়েছে, যারা সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এমনকি এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ বেপরওয়া। তাদেরকে সাবধান করা আর না করা সমান। তাদের সম্বন্ধে এটাই বলা হয়েছে, যতদিন তারা এ অবস্থায় থাকবে তারা বিশ্বাস আনবে না।

২৭। যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে সেগুলো শুকিয়ে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য হয়ে যায়। এখানে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদের অবস্থা এমনই যে তারা সত্যকে উপলব্ধির জন্য তাদের হৃদয় কিংবা কানকে ব্যবহার করে না। কাজেই তারা তাদের বুঝবার ও শুনবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। 'আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন', বাক্যটি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়েছে যারা ইচ্ছা করেই উদাসীনতা দেখাতে তৎপর। তাদের উদাসীনতার ফলে তাদের ইন্দ্রিয়সমূহে বৈকল্য ঘটেছে ও শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এ বৈকল্য ও শিথিলতা ঘটাবার কার্যটি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌কে 'কর্তৃকারকে' দেখানো হয়েছে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আগত এবং তাঁরই ইচ্ছায় প্রতিটি কার্যকারণ প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রিয়াশীল হয়।

২৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০। এরা আল্লাহ্‌কে ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে [ক]ধোঁকা[২৯] দিতে চেষ্টা করে। অথচ এরা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। তবে এরা (তা) বুঝে না।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١١﴾

★ ১১। এদের [খ]হৃদয়ে এক ব্যাধি[৩০] রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ এদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিলেন। আর এরা মিথ্যা বলতো বলে এদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। আর এদের যখন বলা হয়, 'তোমরা পৃথিবীতে [গ]বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না', এরা বলে, 'আমরা যে কেবল সংশোধনকারী।'

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। সাবধান! নিশ্চয় এরাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু এরা (তা) বুঝে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। আর এদের যখন বলা হয়, 'তোমরা সেভাবে ঈমান আন যেভাবে (অন্য) লোকেরা ঈমান এনেছে', এরা বলে, 'আমরা কি নির্বোধদের ঈমান আনার ন্যায় ঈমান আনবো?' সাবধান! নিশ্চয় এরাই নির্বোধ।[৩১] কিন্তু এরা (তা) জানে না।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। আর এরা যখন মু'মিনদের সাথে [ঘ]মিলিত হয় এরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। কিন্তু এরা যখন নিজেদের দলনেতাদের[৩২] সাথে একান্তে মিলিত হয় এরা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে আছি। আমরা যে শুধু [ঙ]উপহাস করছি।'

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৪৩ ;খ. ৫ঃ৫৩; ৯ঃ১২৫; ৭৪ঃ৩২; গ. ২ঃ২৮, ২২১; ঘ. ২ঃ৭৭; ৩ঃ১২০; ৫ঃ৬২; ঙ. ৯ঃ৬৪, ৬৫।

২৮। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিশ্বাসগুলোর উল্লেখ করা হয়নি। কারণ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস যথাক্রমে ইসলামী বিশ্বাসের প্রথম ও শেষ ধাপ এবং এ দুটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বিশ্বাসগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা কুরআনেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাঝেই পরোক্ষভাবে ফিরিশ্‌তার প্রতি ও ঐশী পুস্তকাদির প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায় (৬ঃ৯৩)।

২৯। 'খা-দায়াহু' মানে সে তাকে ধোঁকা দিতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। ('খাদায়াহু' খা দাল আইন) মানে সে চেষ্টা দ্বারা তাকে ঠকিয়ে দিল, সে তাকে পরিত্যাগ করলো (বাকা)। প্রথম শব্দটি ধোঁকাবাজের অকৃতকার্যতা এবং দ্বিতীয় শব্দটি তার কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৩০। আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের পক্ষে বহু নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং ইসলাম ক্রমাগতভাবে এত শক্তি সঞ্চয় করেছে যে মুনাফিকরা ক্রমাগত মুসলমানদের দ্বারা সর্বাধিক ভীত হয়েছে। সে কারণেই তাদের মুনাফিকীর মাত্রাও বেড়েছে।

৩১। মুনাফিকরা মনে করেছিল মুসলমানরা কত বোকা, তারা অনর্থক এত দুঃখ-কষ্ট বরণ করছে, জীবন বিসর্জন দিচ্ছে, সহায়-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে। মুনাফিকরা ভেবেছিল মুসলমানদের এ আত্ম-ত্যাগ সবই বিফলে যাবে। কিন্তু এ আয়াত বলছে, আসলে তো বোকা ঐ মুনাফিকরাই। কেননা ইসলাম উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকবে। এর গতিরোধ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

---

৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬। [ক]আল্লাহ্ (অবশ্যই) এদেরকে উপহাসের শাস্তি[৩৩] দিবেন এবং এদেরকে এদের ঔদ্ধত্যে দিশেহারা[৩৩-ক] অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর[৩৪] জন্য [খ]ছেড়ে দিবেন।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এরাই হেদায়াতের [গ]বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা[৩৫] কিনে নিয়েছে। কিন্তু এদের (এ) ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর এরা হেদায়াতপ্রাপ্তও হয়নি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। এদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন[৩৬] জ্বালালো এবং এ (আগুন) যখন তার চারদিক আলোকিত করলো তখন আল্লাহ্ তাদের (অর্থাৎ আগুন প্রজ্জ্বলনকারীদের) আলো কেড়ে নিলেন এবং (এমন) ঘোর অন্ধকারে[৩৭] তাদের [ঘ]ছেড়ে দিলেন যে তারা (কিছুই) দেখতে পায় না।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এরা [ঙ]বধির, বোবা (ও) অন্ধ। সুতরাং এরা (হেদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না[৩৮]।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭৯; ১১ঃ৯, ২১ঃ৪২ খ. ৬ঃ১১, ৭ঃ১৮৭; ১০ঃ১২;গ. ২ঃ৮৭, ১৭৬; ৩ঃ১৭৮; ১৪ঃ৪; ১৬ঃ১০৮;ঘ. ৬ঃ৪০; ১২৩; ২৪ঃ৪১ ঙ. ২ঃ১৭২ ৬ঃ৪০; ৭ঃ১৮০; ৮ঃ২৩; ১০ঃ৪৩; ১১ঃ২৫; ১৭ঃ৯৮; ২১ঃ৪৬; ২৭ঃ৮১; ৩০ঃ৫৩, ৫৪; ৪৩ঃ৪১।

৩২। 'শায়াতীন' অর্থ দুষ্কৃতকারীদের নেতৃবৃন্দ (ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, কাতাদাহ ও মুজাহিদ)। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, একজন অশ্বারোহী একাকী অবস্থায় শয়তান, দুজন অশ্বাহ্রোহী একজোড়া শয়তান, তবে তিনজন অশ্বারোহী নিশ্চয় আরোহী দল (দাউদ)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, 'শয়তান' বলতে যে সেই অশুভ শক্তি বা সেই শয়তানকেই বুঝায় এমনটি নয়।

৩৩। 'ইয়াস্তাহ্যিয়ু বি-হিম' মানে তিনি এদেরকে উপহাসের শাস্তি দিবেন। কেননা যে শব্দ দ্বারা দুষ্কর্ম প্রকাশ পায়, আরবীতে অনেক সময় ঐ শব্দটি দিয়েই প্রতিক্রিয়ারূপে দুষ্কর্মের শাস্তিও প্রকাশ করা হয়। 'দুষ্কর্মের শাস্তি ঐ দুষ্কর্মেরই অনুরূপ' (৪২ঃ৪১)। প্রসিদ্ধ আরব কবি আমর-বিন-কুলসুম লিখেছেনঃ 'আলা লা ইয়াজ্হালান আহাদুন আলায়না, ফানাজ্হাল ফাউকা জাহ্লিল জাহেলীনা, অর্থাৎ সাবধান! কেউ যেন আমাদের বিরুদ্ধে অজ্ঞতাকে ব্যবহার না করে। কেননা সেক্ষেত্রে আমরা চরম অজ্ঞতা দেখিয়ে ছাড়বো'। এখানে 'আমরা চরম অজ্ঞতা দেখিয়ে ছাড়বো' অর্থ আমরা অজ্ঞতার যথোচিত শাস্তি দিব (সারআ মুয়াল্লাকাহ্)।

৩৩-ক। 'ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফি তুগ্ইয়ানিহিম' এর অর্থ আল্লাহ্ মুনাফিকদের আরো সীমাতিক্রমের জন্য অবকাশ দিয়েছেন এমন নয়। এ অর্থ ৩৫ঃ৩৮ আয়াতের বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে, তাদেরকে সময় দেয়া হয়েছে যাতে তারা আত্ম-সংশোধনের সুযোগ পায়।

৩৪। 'উম্ইয়ুন' শব্দটি 'আ'মা' এর বহুবচন, যা আল্ আমা থেকে উৎপন্ন। 'আল্ আ'মাহ্' অর্থ মানসিক অন্ধত্ব এবং 'আল্ আ'মা' অর্থ মানসিক ও চর্ম চক্ষুর অন্ধত্ব (আকরাব)।

৩৫। (১) তারা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে, (২) তাদেরকে সত্য পথ ও ভ্রান্ত পথ উভয়টি দেখানো হলো। কিন্তু তারা সত্য পথ গ্রহণ না করে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করলো।

৩৬। 'আগুন' শব্দটি অনেক সময় 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'আগুন জ্বালালো' শব্দগুলো দিয়ে ঐ সব মুনাফিকদের কর্মকেও বুঝাতে পারে যারা অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্ররোচনা ও ইন্ধন যোগাতো। অথবা এ শব্দগুলো দিয়ে রসূলে পাক (সাঃ)কেও বুঝাতে পারে, যিনি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশক্রমে ঐশী আলো জ্বেলেছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ 'আমার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মত যে আলো জ্বালায়' (বুখারী)।

৩৭। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো ঃ মুনাফিকরা নিজেদের হারানো প্রভাব ফিরে পাওয়ার জন্য যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত ফলাফল এই দাঁড়ালো, তাদের ভণ্ডামী প্রকাশ্যে ধরা পড়লো এবং তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতভম্ব হয়ে গেল। 'যুলুমাত' শব্দটি কুরআনে সব স্থানেই বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার ও অধঃপতনকে বুঝিয়েছে। পাপ ও কুকর্ম কখনো পৃথক থাকে না।

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৩৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২০। অথবা (এদের দৃষ্টান্ত) মেঘ[৩৯] থেকে মুষলধারে বর্ষণরত সেই বৃষ্টির ন্যায় [ক]যার মাঝে [খ]রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি এবং বিদ্যুৎচমক। এরা বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুভয়ে[৪০] নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখে। আর আল্লাহ্ কাফিরদের (অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের) ঘিরে রেখেছেন।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾

২১। বিদ্যুৎচমক এদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে। তা যখনই এদের ওপর আলো ছড়ায় এরা এ (আলোতে) হাঁটতে থাকে। আর অন্ধকার যখন এদের ওপর ছেয়ে যায় এরা থমকে দাঁড়ায়। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই এদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি[৪১] কেড়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ (যা চান এরূপ) প্রত্যেক বিষয়ে[৪১-ক] সর্বশক্তিমান।

২
[১৩]
২

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

২২। হে মানবজাতি[৪২]! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের [গ]ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়-ভক্তি-ভালবাসা) অবলম্বন করতে পার।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক.৬ঃ৪০, ১২৩; ২৪ঃ৪১; খ. ১৩ঃ১৩, ২৪ঃ৪৪; ৩০ঃ২৫; গ. ৪ঃ২,৩৭; ৫ঃ৭৩, ১১৮; ১৬ঃ৩৭; ২২ঃ৭৮; ৫১ঃ৫৭।

একটি পাপ অপর একটি পাপকে, একটি দুষ্কর্ম আরেকটি দুষ্কর্মের জন্ম দেয়। অতএব এর সার্বিক অর্থ দাঁড়ায়, মুনাফিকরা বিপদের পর বিপদ ও ধ্বংসের পর ধ্বংসের সম্মুখীন হতে থাকবে।

৩৮। ☆[এ আয়াতটি সেই শ্রেণীর মুনাফিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদেরকে সত্য না শুনার, সত্য না বলার এবং সত্যকে না দেখার জন্য যথাক্রমে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌প্রদত্ত স্বভাবজ ক্ষমতাগুলোকে জেনেশুনে অগ্রাহ্য করেছে এবং (পূর্ব. ধ্যানধারণায়) নিজেদের বন্দী করে রেখেছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুন মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৯। 'সামা' অর্থ যে বস্তু মাথার উপরে ঝুলে থেকে ছায়া দান করে, আকাশ, আকাশসমূহ, মেঘ বা মেঘমালা (লেইন)।

৪০। এ আয়াতে ও পূর্ববর্তী আয়াতে দু' ধরনের মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে ঃ (১) অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা সুবিধামত নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত, (২) সেই সব বিশ্বাসী মুসলমান যারা দুর্বল ভঙ্গুর ঈমান রাখতো, সকল কার্যক্ষেত্রে তারা ছিল অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীদের সাথে দহরম মহরমকারী। আয়াতটির মর্মকথা হলো, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকরা তাদের মতই ভীরু প্রকৃতির যারা সামান্য ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের ঝলকানিতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টি হতে কোন উপকার লাভ করতে পারে না।

৪১। দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মুনাফিকরা তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে, তবে এখনো সম্পূর্ণ দৃষ্টি-শক্তি হারায় নি। যদি তারা বার বার এমন অবস্থায় পড়ে, যেখানে সাহস ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন, যেমন বিজলী ও বজ্রপাতের সময়ে বাইরে যেতে হলে সাহস ও ত্যাগের মনোভাব থাকা দরকার, সেরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা নিজেদের দেখার শক্তি অর্থাৎ ঈমানকে হয়তো হারিয়েই ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে, সকল বিজলী-চমকানির সাথেই বজ্রপাত হয়না। প্রায় সময়েই দেখা যায়, বিজলীর আলোর চমক অন্ধকারের পর্দা অপসারণ করে পথিককে পথ চলতে সাহায্য করে। যখন ইসলাম বিজয় ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তখন এ মুনাফিকরা মুসলমানদের দলে ভিড়ে। কিন্তু যখন বিজলীর আলোর সাথে বজ্রপাতও হয় অর্থাৎ যখন ধন, প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার সময় উপস্থিত হয় তখন তারা চোখে অন্ধকার দেখে, তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বাসীদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানায়।

৪১-ক। 'শাঈ' অর্থ ঈপ্সিত বস্তু বা বিষয়।

৪২। এ আয়াতে কুরআনের প্রথম আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এ অনুশাসন কেবল আরবদের জন্য নয় বরং সারা মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। কেননা এখানে 'ইয়া আয়্যুহান্নাসু' বলে বিশ্বমানবের প্রতি এ নির্দেশ পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৩। [ক]তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও [খ]আকাশকে ছাদরূপে[৪৩] বানিয়েছেন এবং মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য রিয্‌করূপে নানা প্রকারের ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৪। আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা সে বিষয়ে কোন সন্দেহে থাকলে এর মত একটি সূরা [গ](বানিয়ে) আন এবং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (এ কাজের জন্য) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের (অন্য সব বানানো) সাহায্যকারীদেরকে ডাক[৪৪]।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৪; ২৭ঃ৬২; ৪৩ঃ১১; ৫১ঃ৪৯; ৭১ঃ২০; ৭৮ঃ৭; খ. ৫১ঃ৪৮; ৭৮ঃ১৩; ৭৯ঃ২৮,২৯ গ. ১০ঃ৩৯; ১১ঃ১৪; ১৭ঃ৮৯; ৫২ঃ৩৫।

দিয়ে বুঝা যায় ইসলাম প্রথম থেকেই বিশ্বধর্ম হওয়ার দাবী করেছে। গোত্রীয় বা ভৌগলিকভাবে ধর্মের আদেশের অবসান ঘটিয়ে ইসলাম প্রথম থেকেই বিশ্বমানবতার একত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে সমুন্নত করার ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

৪৩। এ বক্তব্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, একটি ছাদ বা দালান যেমন তার নীচে বসবাসকারীর নিরাপত্তা বিধান করে, তেমনি নিখিল বিশ্বের বিভিন্ন দূরবর্তী অংশগুলোও আমাদের পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। যারা জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন তারা জানেন, পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড় বস্তু পৃথিবীর সবদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে ভাসমান আর এরা পৃথিবীর স্থিতি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করছে। এখানে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এ বস্তুজগতের পূর্ণতা ও সার্থকতা পার্থিব ও স্বর্গীয় উভয় ধরনের শক্তির সমন্বয় সাধনের উপর নির্ভর করে।

৪৪। কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে, যথাঃ ২ঃ ২৪; ১০ঃ ৩৯; ১১ঃ ১৪; ১৭ঃ ৮৯; ৫২ঃ ৩৪-৩৫। এ পাঁচটির মধ্যে দু'টি স্থানে (২ঃ ২৪; এবং ১০ঃ ৩৯) একই ধরনের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। অন্য তিনটি স্থানে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ দিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে মোকাবেলার আহ্বান জানানো হয়েছে। চ্যালেঞ্জের ধরনের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা তা আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। প্রকৃতপক্ষে চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলোতে এমন কতগুলো দাবী আছে, যেগুলো চিরস্থায়ী। তাই হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর সময়ে যেমন বিভিন্ন আকারে এ চ্যালেঞ্জগুলো বলবৎ ছিল, তেমনি আজও সেগুলো সমভাবেই বলবৎ আছে।

চ্যালেঞ্জগুলোর বিভিন্ন ধরনকে ব্যাখ্যা করার পূর্বে জানা প্রয়োজন, কুরআনের যেসব স্থলে এ মোকাবেলার আহ্বান (চ্যালেঞ্জ) জানানো হয়েছে সেসব স্থলে ধন-দৌলত ও শক্তিমত্তারও উল্লেখ রয়েছে। তবে এ আয়াতটিতে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কেননা এ আয়াতটি ১০ঃ ৩৯ আয়াতের পুনরুল্লেখ মাত্র। এথেকে এ সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হওয়া যায়, ধন-দৌলত ও ক্ষমতার সাথে কুরআনের অনুরূপ কিংবা এর অংশ বিশেষের অনুরূপ আয়াতাদি রচনার চ্যালেঞ্জের মধ্যে কোন না কোনভাবে একটা যোগসূত্র রয়েছে। যোগসূত্রটি এ কথার মাঝে রয়েছে যে কুরআনকে অমুসলমানদের কাছে এক অমূল্য ধনরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ) এর কাছে ধন-দৌলত ও অর্থ সম্পদ দাবী করতো (১১ঃ১৩)। এর উত্তরে বলা হয়েছে, তিনি (সাঃ) কুরআন আকারে যে মহাসম্পদ লাভ করেছেন তা অতুলনীয়। তারা রসূলে পাক (সাঃ) এর কাছে এ প্রশ্নও তুলতো কোন ফিরিশ্‌তা আসেনা কেন (১১ঃ১৩)? উত্তরে বলা হয়েছে, ফিরিশ্‌তা নিশ্চয় রসূলে পাক (সাঃ) এর কাছে আসেন এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যস্বরূপ তাঁর (সাঃ) কাছে আল্লাহ্‌র বাণীও পৌঁছে দিচ্ছেন। এভাবে অবিশ্বাসীদের দাবী 'ধন-সম্পদ আন ও ফিরিশ্‌তা দেখাও' – এ দু'টি দাবীরই উত্তর কুরআনে একসাথে এ বলে দেয়া হয়েছে যে কুরআনই ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আনীত অতুলনীয় ধন, যার অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবেলা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এখন চ্যালেঞ্জ সম্বলিত বিভিন্ন আয়াতগুলো পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা যাক।

সবচেয়ে বড় দাবী করা হয়েছে ১৭ ঃ ৮৯ আয়াতে, যেখানে অবিশ্বাসীদেরকে সারা কুরআনের মত সকল গুণসম্পন্ন এক কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জে তাদের কিতাবকে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে উপস্থাপন করতে তাদের বলা হয় নি। বরং তাদের নিজেদের লিখিত কিতাব হিসেবে তা উপস্থাপন করে ঘোষণা করতে হবে যে এটি কুরআনের সমকক্ষ বা কুরআনের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যেহেতু সম্পূর্ণ কুরআন তখনও অবতীর্ণ হয়নি, সেহেতু সমস্ত কুরআনের মোকাবিলা করার প্রশ্ন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৫। কিন্তু তোমরা যদি (তা) করতে না পার এবং তোমরা কখনই (তা) করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, *যার জ্বালানী[৪৫] হলো মানুষ[৪৬] ও পাথর। অস্বীকারকারীদের জন্য এ (আগুন) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَۃُ ۚۖ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۲۵﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১; ৬৬ঃ৭।

তখন ছিল না, বরং এ চ্যালেঞ্জে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে যে অবিশ্বাসীরা কখনো কুরআনের সমকক্ষ কোন কিতাব রচনা করতে পারবে না। অসম্পূর্ণ অবস্থায় কুরআন উক্ত চ্যালেঞ্জের সময় যতটুকু ছিল ততটুকুরও না এবং সম্পূর্ণ হবার পর যতটুকু হলো ততটুকুরও না। এ চ্যালেঞ্জ শুধু রসূলে পাক (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যেসব অবিশ্বাসী ছিল তাদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনাগত ভবিষ্যতের সব সংশয়বাদী ও সমালোচকদের সকলের জন্যই তা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে উন্মুক্ত।

১১ঃ১৪ আয়াতে দশটি সূরার সমকক্ষতা করার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এর কারণ হলো অবিশ্বাসীরা তখন সমস্ত কুরআনের ওপর আপত্তি উত্থাপন না করে কয়েকটি অংশ বিশেষের সমালোচনা করে আপত্তি জানিয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে তাদেরকে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলার আহ্বান না জানিয়ে দশটি সূরা রচনা করবার আহ্বান করা হয়েছে, যা তাদের ধারণামতে দোষ-যুক্ত বিধায় তারা এ অংশগুলোর সমকক্ষতায় টিকতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য, ১৭ঃ ৮৯ আয়াতে সমস্ত কুরআনকে একটি পরিপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন কিতাব বলে দাবী করা হয়েছে। অতএব সেখানে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলায় এরই মত সর্বাংশে সমকক্ষ কিতাব আনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ১১ঃ ১৪ আয়াতে যে চ্যালেঞ্জ আছে, এর মূল কারণ ছিল অবিশ্বাসীদের এ দাবী যে কুরআনের স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান, সমস্ত কুরআনেই দোষ-ত্রুটি রয়েছে বলে তারা এক্ষেত্রে দাবী করেনি। অতএব তাদের চ্যালেঞ্জ দেয়া হলো, তারা যে কোন দশটি সূরা যা ত্রুটিপূর্ণ বলে তারা মনে করে, এরই সমকক্ষ যেন এনে দেখায়। দশম সূরার ৩৯ আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে কুরআনের যে কোন একটি মাত্র সূরার মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে। এর কারণ, ওপরে উল্লেখিত সূরার দুই আয়াতের মত এখানে অবিশ্বাসীদের অনুযোগের প্রেক্ষিত অনুপস্থিত। এখানে কুরআন নিজের পরিপূর্ণতার দাবী নিজের তরফ থেকেই উত্থাপন করছে, অবিশ্বাসীদের অনুযোগ বা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। ১০ ঃ ৩৮ আয়াতে কুরআন দাবী করেছে যে কুরআনের পাঁচটি অতি উচ্চ স্তরের গুণ রয়েছে। এ দাবীর সমর্থনে পরবর্তী আয়াতে অস্বীকারকারী ও সংশয়বাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তারা যেন ঐ পাঁচটি গুণ-সম্বলিত (দশম সূরার মত) একটি সূরাই রচনা করে জনগণের সামনে হাজির করে। আলোচ্য আয়াতে (২ ঃ ২৪) পঞ্চম বারের মত চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এখানেও দশম সূরার ৩৯ তম আয়াতের মতই অবিশ্বাসীদেরকে কোন কুরআনী সূরার মত একটি সূরা তৈরী করে আনতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জের পূর্বের আয়াতে এ দাবী করা হয়েছে যে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে কুরআন পথ দেখায় ও সঠিক পথে পরিচালিত করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে পৌঁছিয়ে দেয়। অবিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যদি কুরআনকে ঐশী-বাণী বলে বিশ্বাস না করে তাহলে যে কোন একটি সূরার সমকক্ষ সূরা তারা রচনা করে দেখিয়ে দিক যা পাঠক বা অনুসারীর মনকে সমভাবে আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়, এ চ্যালেঞ্জগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং একটি অপরটির বিরোধী নয়। প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ নিজ জায়গায় বলবৎ রয়েছে এবং চিরকালের জন্যই বলবৎ থাকবে। যেহেতু কুরআন পবিত্রতম ও উচ্চাঙ্গীন ভাবধারার বাহক, সেই কারণে এর রচনাশৈলী ও সাহিত্যিক গুণাবলী সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া অপরিহার্য ছিল, যাতে বিষয় বস্তু ও ভাবধারার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা কোন দিক দিয়ে ম্লান না হয় এবং কুরআনের বিমল ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন না হয়। তাই অবিশ্বাসীদেরকে কুরআনের মত বা সমকক্ষ কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ যে আকারেই দেয়া হোক না কেন, এর বিষয়বস্তু, আদর্শ, ভাবধারা এবং রচনা-শৈলী ও প্রকাশ-ভঙ্গি ইত্যাদি সব কিছুই সে চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

৪৫। 'জ্বালানী' শব্দটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পৌত্তলিকতাকে এখানে দোযখের শাস্তির মূল কারণ বলা হয়েছে। মূর্তিকে ও মূর্তিপূজারীকে দোযখের আগুনের জ্বালানী বলা হয়েছে। পাথরের যে মূর্তিগুলোকে পৌত্তলিকরা উপাস্যরূপে পূজা করে সেগুলোও দোযখের জ্বালানী। এদের উপাসকরা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার আগুনে পুড়বে যখন তারা দেখবে তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোও দোযখের জ্বালানীরূপে জ্বলছে।

৪৬। 'আন্নাসু' (মানুষ) ও 'আল্ হিজারাতু' (পাথর) বলতে দুই ধরনের দোযখবাসীকে বুঝানো হতে পারে। 'আন্নাসু' বলতে সেই সকল অবিশ্বাসীকে বুঝাতে পারে যাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি কিছু ভালবাসা আছে এবং 'আল্ হিজারাতু' বলতে সেই সকল অবিশ্বাসীকে বুঝাতে পারে, যাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি মোটেই ভালবাসা নেই। তারা কোন দিক দিয়ে পাথরের চেয়ে কম নয়। শব্দটি 'হাজর' এর বহুবচন যার অর্থ পাথর, পাথরের টিলা, সোনা, বড়লোক ও নেতা (লেইন)।

★ ২৬। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তুমি [ক]তাদের এমনসব বাগানের সুসংবাদ দাও যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। এ থেকে রিয্‌করূপে যখনই তাদের কিছু ফলফলাদি দেয়া হবে তারা বলবে, 'এতো এর পূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিল', অথচ তাদের কেবল এর অনুরূপ দেয়া হবে। আর তাদের জন্য সেখানে [খ]পবিত্রকৃত সঙ্গীরা[৪৬-ক] রয়েছে এবং সেখানে তারা চিরকাল[৪৭] থাকবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬, ১৩৪, ১৯৬, ১৯৯; ৪ঃ১৪, ৫৮, ১২৩; ৫ঃ১৩, ৮৬; ৭ঃ৪৪; ৯ঃ৭২, ৮৯, ১০০; ১০ঃ১০; ১৩ঃ৩৬; ২২ঃ১৫, ২৪; ২৫ঃ১১; ৩২ঃ১৮; ৪৭ঃ১৬; ৫৮ঃ২৩; ৬১ঃ১৩; ৬৪ঃ১০ ; খ. ৩ঃ১৬; ৪ঃ৫৮।

৪৬-ক। কুরআন শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের পক্ষে নিজ পূর্ণতা ও উন্নতির জন্য জীবন-সঙ্গী বা জোড়া-সাথীর প্রয়োজন। বেহেশ্‌তে ধর্মপরায়ণ পুরুষ ও নারী আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও সুখানুভূতির পূর্ণতার জন্য পবিত্র সঙ্গী লাভ করবে। এ সঙ্গী বা সঙ্গিণী কি ধরনের হবে তা কেবলমাত্র পরলোকেই জানা বা বুঝা সম্ভব।

৪৭। এ আয়াতে বিশ্বাসীদের পারলৌকিক পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইসলামের সমালোচকেরা এ বিবরণের প্রতি আপত্তির ঝড় তুলেছেন। বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা ও শিক্ষা কী তা না জানা ও সঠিকভাবে না বুঝার কারণেই এসব অসমীচীন সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে। কুরআন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছে পরকালের নেয়ামত সমূহের স্বরূপ ও তত্ত্ব অনুধাবন করা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধির অতীত (৩২:১৮)। নবীকরীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, কোনও চোখ এগুলোকে (বেহেশ্‌তী পুরস্কারসমূহকে) দেখেনি, কোন কান এদের সঠিক বর্ণনা শুনেনি, কোন মনও এদের ধারণা করতে পারেনি (বুখারী)'। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে ইহজগতের বস্তুর নামে বেহেশ্‌তের আশিসসমূহকে অভিহিত করার সার্থকতা কী? এর জবাব হচ্ছে, কুরআন কেবলমাত্র বিদগ্ধ পন্ডিতদের জন্যই নয় বরং সর্বসাধারণের জন্যও। তাই এমন সরল-সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা সকলেই বুঝে। বেহেশ্‌তের আশিসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন সেই সকল পার্থিব জিনিষগুলোরই নাম ব্যবহার করছে যেগুলোকে মানুষ সাধারণত ভাল বলে জানে ও পছন্দ করে এবং বিশ্বাসীগণকে বলা হয়েছে, এ সব ভাল জিনিষ তারা আরো উৎকৃষ্টতর আকারে বেহেশ্‌তে পাবে। এ আবশ্যকীয় তুলনামূলক চিত্র দিবার জন্যই ভাল-ভাল জানা জিনিষের নাম ও সুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নতুবা ইহজগতের সুখ ও আনন্দ এবং পরজগতের আশিসসমূহের মধ্যে কোন মিল নেই। এদের উভয়ে মোটেই একজাতীয় বা এক ধরনের নয়। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পরকাল কেবলমাত্র একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম নয়। পরকালেও মানবাত্মা এক প্রকারের দেহ পাবে, তবে তা রক্ত মাংসের হবে না। স্বপ্নে দেখা দৃশ্যাবলীর উদাহরণ হতে বিষয়টি কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। স্বপ্নে মানুষ যা দেখে তা যে কেবলমাত্র মানসিক বা আধ্যাত্মিক, এ কথা বলা যায় না। কেননা স্বপ্নাবস্থায়ও তার দেহ থাকে। সে নিজেকে নদ-নদী বিধৌত মনোরম বাগানে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে এবং সেখানে ফলমূল ও দুগ্ধ পান করতে দেখে। স্বপ্নের বিষয়-বস্তু শুধু মানসিক অবস্থা বিশেষ একথা বলা কঠিন। স্বপ্নে দুগ্ধ পানের তৃপ্তি নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা। তা সত্ত্বেও কেউই বলবে না, এটা এই জগতে প্রাপ্ত দুধ, যা সে পান করেছে। আল্লাহ্ তাআলার যে সকল দান আমরা ইহকালে উপভোগ করে থাকি পরকালের আশীর্বাদসমূহকে সেগুলোরই মনস্তাত্বিক রূপায়ণ বলা ঠিক হবে না। বরং এ জগতে যা আমরা পাই তা আল্লাহ্ তাআলার সত্যিকার, খাঁটি দান ও আশীর্বাদসমূহের নমুনাস্বরূপ। প্রকৃত ঐশী দানসমূহের প্রাপ্তিস্থান হলো পরকাল। অধিকন্তু 'বাগানসমূহ' বলতে বুঝায় বিশ্বাস এবং 'নদ-নদী' বলতে বুঝায় কর্মসমূহ। বাগান টিকতে পারে না এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হতে পারে না যদি সেখানে নদ-নদী তথা পানির ব্যবস্থা না থাকে। তেমনি বিশ্বাস ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি সৎকর্মের দ্বারা তা সুদৃঢ় করা না হয়। অতএব বিশ্বাস ও সৎকর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিত্রাণের জন্য উভয়ের একত্রে সমাবেশ অত্যাবশ্যক।

পরকালে বাগানগুলো বিশ্বাসীদেরকে তাদের ইহলৌকিক বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং নদ-নদী তাদের ইহকালীন সৎকর্মসমূহকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তারা তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে তাদের বিশ্বাস ও সৎকর্ম বৃথা যায়নি। 'আমাদেরকে এর পূর্বেও দেয়া হয়েছিল'-মু'মিনের এ উক্তি থেকে বেহেশ্‌তে তাদেরকে এসব ফলই দেয়া হবে, যা তারা ইহকালে উপভোগ করেছিল, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। কেননা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এ দুই জগৎ এক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের ফল হবে তাদের ইহকালীন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। যখন তারা সেগুলো খাবে তখন তারা সাথে সাথেই উপলব্ধি করবে এগুলো তাদের ইহকালীন জীবনের বিশ্বাসের ফল মাত্র। তাই তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠবে, 'যা আমাদেরকে এর পূর্বেও দেয়া হয়েছিল।' সেখানে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ বলতে বুঝাচ্ছে, ইহকালে অনুসৃত নীতি ও ধর্ম-কর্ম এবং পরকালে প্রাপ্ত এর প্রতিফল ও প্রতিদান, এ দু'য়ের মাঝে যথেষ্ট মিল থাকবে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ কখনো [ক]মশা[৪৮] অথবা এর চেয়েও ক্ষুদ্র[৪৮-ক] কোন [খ]দৃষ্টান্ত[৪৮-খ] দিতে লজ্জাবোধ করেন না।* অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিশ্চয় এ হলো তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ধ্রুব-সত্য। কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ্ কী বুঝাতে চান?' এর মাধ্যমে তিনি [গ]অনেককে পথভ্রষ্ট[৪৯] সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে পথ নির্দেশ দেন। আর তিনি এর মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন না,

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করার পরও তা [ঘ]ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ককে অটুট রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ৫৪; খ. ১৪ঃ২৫; ১৬ঃ৭৬, ১১৩; ৪৭ঃ৪; ৬৬ঃ১২; গ. ৬ঃ১১৮; ৭ঃ১৮৭; ১৩ঃ২৮; ১৬ঃ৯৪; ৪০ঃ৩৫; ঘ. ২ঃ১০১; ৪ঃ১৫৬; ৫ঃ১৪; ১৩ঃ২৬।

ইহকালের ইবাদত বা আরাধনা-উপাসনা পরকালে মু'মিনদের কাছে ফলরূপে উপস্থিত হবে। একজন লোকের ইবাদতে যত বেশি সরলতা ও যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্য থাকবে সেই অনুপাতে বেহেশ্‌তে তার ফলভোগের আনন্দও তত বেশি হবে। এমনকি ফলের গুণাগুণে ও আনুপাতিক হারে তারতম্য হবে। তাই পরলোকে বেশি বেশি ভালকাজের ফল প্রাপ্তির জন্য ইহলোকে বেশি বেশি ধর্ম-কর্ম করতে হবে। এটা করা মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। এ আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য হলো, বেহেশ্‌তে যে আধ্যাত্মিক খাদ্য মানুষকে দেয়া হবে তা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী, তার আত্মিক স্তর ও অবস্থানুযায়ী হবে, যাতে তার আত্মা উন্নতির এক স্তর হতে অন্য স্তরে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে পারে। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, বেহেশ্‌তে প্রবেশকারীরা ক্ষয়প্রাপ্ত বা লয়প্রাপ্ত হবে না। মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ বা খাদ্য হজম করতে পারে না, কিংবা যখন কেউ তাকে হত্যা করে তখনই সে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু বেহেশতী ব্যক্তি যেহেতু নিজের জন্য সঠিক ও উপযোগী খাদ্য লাভ করবে এবং যেহেতু পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় বহু সঙ্গী সাথী লাভ করবে, সেজন্য ক্ষয় বা বিনাশ তার নাগাল পাবে না।

মু'মিনগণ বেহেশ্‌তে নিজ নিজ সঙ্গীরূপে স্ত্রী বা স্বামী লাভ করবেন। একজন ভাল জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিণী কতই শান্তি ও আনন্দের হয়ে থাকে! বিশ্বাসীরা ইহকালেও ভাল স্বামী বা স্ত্রী পাওয়ার চেষ্টা করে। তারা পরলোকে তা পাবেই। তথাপি এ কথা না বলে উপায় নেই, এ আশীর্বাদসমূহ শারীরিক ও বস্তুগত নয়। বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য সূরা তূর, সূরা রহমান ও সূরা ওয়াকি'আ দেখুন।

৪৮। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বেহেশ্‌ত ও দোযখের রূপক ও আলঙ্কারিক দৃষ্টান্তসূচক বর্ণনা দিয়েছেন। রূপক বর্ণনা ও আলঙ্কারিক দৃষ্টান্ত গভীর অর্থ-বোধক হয়ে থাকে। বিশেষত আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতে শাব্দিক ও আক্ষরিকভাবে যে সব গভীর তত্ত্ব প্রকাশে সীমাবদ্ধতা থাকে, সে সব ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের জন্য রূপক দৃষ্টান্ত ও আলঙ্কারিক ভাষা-ব্যবহারই মনে হয় একমাত্র পন্থা। নিছক ভাষায় বেহেশ্‌তের বর্ণনা দেয়া সিন্ধুকে বিন্দুতে আবদ্ধ করার নামান্তর। তবুও তুচ্ছ প্রাণীটির তুলনা দ্বারা আমরা মনে একটি চিত্র লাভ করে থাকি। মু'মিনগণ ভালভাবেই জানেন, এ সব কথা আলঙ্কারিক ও রূপক এবং এদের মাধ্যমে তারা অর্থের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এর মাঝে কেবল দোষ-ত্রুটির সন্ধান করে। আর এই ছিদ্রান্বেষণের নেশায় তারা হেদায়াত পাওয়া থেকে দূরে সরে যায়।

৪৮-ক। 'ফাউক' অর্থ 'উপরে'। 'বড়' এর সাথে ব্যবহারে অধিকতর বড় এবং 'ছোট' এর সাথে ব্যবহারে অধিকতর ছোট বুঝায়। অর্থটি প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে (মুফ্‌রাদাত)।

*\ *[ফামা ফাওকাহা - এর একটি অনুবাদ হলো মশা যা বহন করে। এ আয়াতে মশার মত এক ক্ষুদ্র পতঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির মাঝে ম্যালেরিয়ারূপে প্রলয়ংকরী যে ধ্বংস এনে থাকেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]*

৪৮-খ। 'যারাবাল মাসালা' অর্থ সে একটি উদাহরণ দিল, সে একটি বক্তব্য পেশ করলো, সে এক উপদেশপূর্ণ রূপক গল্প বললো (লেইন; তাজ; এবং ১৪ঃ৪৬)।

৪৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৯। তোমরা কিভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা (যখন) প্রাণহীন[৫০] ছিলে তিনি তোমাদের [ক]জীবন[৫১] দান করলেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত[৫২] করবেন। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে[৫৩] নেয়া হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। [খ]তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে সবকিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরপর [গ]তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ[৫৪] করলেন এবং একে সাত[৫৫] আকাশে সুবিন্যস্ত[৫৬] করলেন। আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে[৫৬-ক] সর্বজ্ঞ।

৩ [৯] ৩

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٠﴾

ع ٣ ٣

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৩৪; ২২ঃ৬৭; ৩০ঃ৪১; ৪০ঃ১২; ৪৫ঃ২৭; খ. ২২ঃ৬৬; ৩১ঃ২১; ৪৫ঃ১৪; গ. ৭ঃ৫৫; ১০ঃ৪; ৪১ঃ১০-১৩;

৪৯। 'আযাল্লাহুল্লাহ্' অর্থ ঃ (১) আল্লাহ্ তাকে নিজ বিচারে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, (২) আল্লাহ্ তাকে পরিত্যাগ করেন, যার ফলে সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় (কাশ্শাফ), (৩) আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত পেলেন, পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিলেন, ভ্রান্ত পথে যেতে দিলেন (লেইন)।

৫০। 'আমওয়াত' শব্দটি 'মাইয়েত' শব্দের বহুবচন। অর্থ, মৃত বা জীবনহীন। সে হিসেবে যে বস্তুর এখনো জীবনের স্ফূরণ ঘটেনি এবং যে বস্তুর জীবন ছিল তবে এখন নেই, এ উভয় প্রকারের বস্তুকে মৃত বা প্রাণহীন বলা হয়। মৃত নয় অথচ মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছানোকেও 'মাইয়েত' বলা হয় (লেইন)।

৫১। 'হায়াত' অর্থ ঃ (১) বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বা বর্ধন লাভের গুণ, (২) স্পর্শানুভূতি শক্তি, (৩) বোধ ও জ্ঞান শক্তি, (৪) দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি, (৫) পরকালের অনন্ত জীবন, (৬) সুযোগ পাওয়া অথবা লাভবান হওয়া অথবা এর উপায়, (৭) কর্ম সম্পাদন বা শক্তি প্রকাশের সামর্থ্য।

৫২। এ আয়াতটি মানবজীবনের এক পরম সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হলো, মানব জীবন এত সম্ভাবনাময় ও এত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন যে তার দেহের ধ্বংস ও বিনাশের সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায় না। যদি জীবনের মহান এক উদ্দেশ্য না-ই থাকতো আল্লাহ্ তা সৃষ্টি করতেন না। আর মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন যদি না-ই থাকতো তাহলে মানুষ মৃত্যুর অধীন হতো না। যদি মৃত্যুতেই জীবন শেষ হয়ে যেত তাহলে মানব সৃষ্টিই একটি প্রহসনে পরিণত হতো আর তা আল্লাহর প্রজ্ঞার প্রতি আপত্তি ও কটাক্ষের সুযোগ বয়ে আনতো। সকল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উৎস মহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মাত্র ষাট সত্তর বছর পরেই দৈহিক মৃত্যুর সাথে সাথে সে ধূলোয় মিশে যাবে– এ কথা ভাবাই যায় না। বরং তিনি মানুষকে উন্নত, পূর্ণতম ও চিরস্থায়ী জীবন দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ তার ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক জীবনের খোলস ছেড়ে এক অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা আরম্ভ করবে।

৫৩। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের আত্মা বেহেশত বা দোযখে চলে যায় না। মধ্যবর্তী পর্যায়ে তার আত্মা 'বরযখ' নামক একটি অবস্থায় থাকে। এখানেও আত্মা এর ভাল-মন্দ কর্মের শুভাশুভ ফল অল্প কিছুটা ভোগ করে থাকে। তারপর পুনরুত্থান দিবস আসার পর পরই চুল-চেরা বিচারের মাধ্যমে পূর্ণতম পুরস্কার ও শাস্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে (৪০:৪৬-৪৭)।

৫৪। 'ইস্তাওয়া' অর্থ সে দৃঢ় হলো বা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলো। 'ইসতাওয়া ইলাশ্ শাইয়ে' অর্থ 'সে একটি বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিল অথবা বস্তুটির দিকে ফিরলো' (লেইন)।

৫৫। আরবীতে 'সাত' সংখ্যাটি ত্রুটিহীনতা ও পরিপূর্ণতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ 'সাত' সংখ্যাটি, 'সত্তর' ও 'সাতশত' সংখ্যাগুলোরই মত বহুসংখ্যক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ তিনটি শব্দই (সাত, সত্তর, সাতশ) কুরআনে 'বহুসংখ্যক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৯ঃ৮০, ১৫ঃ৪৫)। অন্যস্থানে 'সাত আকাশ' এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাত পর্যায়'। ১৯৮৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। 'সাউওয়াহু' অর্থ সে একে মসৃণ ও সুসমঞ্জস করলো, সকল অংশের সংযোজনকে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলালো যে, তা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত হয়ে গেল। সে দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্তভাবে একে গড়লো। সে একে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযোগ্য করে নিল। সে একে পূর্ণতা দান করলো। সে একে ভাল ও সঠিক অবস্থায় স্থাপন করলো (লেইন)।

৫৬-ক। সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি মানুষের জন্য পরম উপকারী। আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে বহু কিছু আবিষ্কার করেছে এবং করতে থাকবে, যা দিয়ে কুরআনের 'সর্বময় জ্ঞানের' সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। এ জগতের বস্তু নিচয়ের বহু গুণাগুণ যা পূর্বে অজানা ছিল তা দিন দিন বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পারছি। যে সকল বস্তুকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতাম আজ তা মানুষের জন্য অতি কল্যাণকর বলে সাব্যস্ত হচ্ছে।

★ ৩১। আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্তাদের[৫৭] বললেন[৫৭-ক], 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক [ক]খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' তারা বললো, 'তুমি কি এতে এমন কাউকে নিযুক্ত করবে, যে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত[৫৮] ঘটাবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ মহিমা[৫৯] কীর্তন করি এবং তোমার পবিত্রতা[৬০] ঘোষণা করি।' তিনি বললেন,'নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জান না[৬১]।'

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩০; ১০ঃ১৫; ১৫ঃ২৯; ২৪ঃ৫৬; ৩৮ঃ২৭।

৫৭। 'মালায়েকাহ্' শব্দটি 'মালাক' শব্দের বহুবচন। 'মালাক' হতে 'মালাকা' উৎপন্ন যার অর্থ সে নিয়ন্ত্রণ করেছিল অথবা 'আলাকা' হতে উৎপন্ন যার অর্থ, সে পাঠিয়েছিল। ফিরিশ্তাগণকে 'মালায়েকাহ্' বলা হয়, কারণ তাঁরা প্রকৃতির শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ খাটান এবং তাঁরা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণের ও ঐশী সংস্কারকগণের কাছে আল্লাহ্র বাণীসহ প্রেরিত হন।

৫৭-ক। 'ক্বালা' শব্দটি আরবী ভাষায় একটি নিত্যব্যবহার্য সাধারণ শব্দ, যার অর্থ 'সে বললো'। তবে সময় সময় শব্দটি রূপকভাবেও ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত কথোপকথনের বদলে একটি অবস্থা বা ঘটনা বিশেষকে বুঝাবার জন্য রূপক কথোপকথনের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন এই বাক্যটি-'ইম্তালায়াল হাউযু ওয়া কালা ক্বাৎনী' (হাউজটি পূর্ণ হয়ে বললো, 'বাস্ এটাই যথেষ্ট')। এখানে হাউজটি (চৌবাচ্চা) কথা বলেনি, তবে হাউজটা পানিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, এ অবস্থাটাকে বুঝিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার সাথে ফিরিশ্তাদের কথোপকথনকে শাব্দিক কথোপকথন মনে করার প্রয়োজন নেই। পূর্বের উদাহরণটিতে যেরূপ দেখানো হয়েছে যে অবস্থা বিশেষকে বুঝবার জন্য কথোপকথন না হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টির উপর কথোপকথনের কল্পিত রূপ বর্তানো হয়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হতে পারে। আয়াতটি আসলে ফিরিশ্তাগণের অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে মাত্র। তাদের অবস্থাটিকে শাব্দিক জবাবের রূপ দেয়া হয়েছে।

৫৮। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করেছেন, বিরূপ মনোভাব দেখাবার জন্য নয়। তাঁরা এ কথাও ভাবেননি, বা দাবী করেননি যে তাঁরা আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ কর্তৃক পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা পেশ করা হলে ফিরিশ্তাগণের মনে এ কথার উদয় হলো, প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজন তো তখনই হয় যখন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অতএব পৃথিবীতে বুঝি এমন মানুষও হবে যারা নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে রক্তপাত ঘটাবে। মানুষের ভাল করার ও মন্দ করার উভয় শক্তিই রয়েছে। মানব-শক্তিতে মন্দ করার যে দিকটা আছে, ফিরিশ্তাগণের মনে সেই অন্ধকার দিকটাই প্রকট হয়ে উঠলো। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, মানুষ তার মন্দ করবার শক্তিকে দমন করে নৈতিকতার চূড়ান্ত স্তরে উঠবে এবং ঐশী-গুণাবলীর আয়নায় পরিণত হবে। মানুষের এ উজ্জ্বল দিকটাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এ বাক্যে তুলে ধরেছেন- 'আমি তা জানি যা তোমরা জান না'।

৫৯। 'নুসাব্বিহু' এর অর্থ ও তাৎপর্যের জন্য ২৯৮১ নং টীকা দেখুন।

৬০। 'তসবীহ্' (গুণ কীর্তন) শব্দটি আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর 'তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা করা) শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৬১। হযরত আদম (আঃ), যিনি প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন, সাধারণভাবে তাকেই আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রথম মানব বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু কুরআন এ মতবাদ সমর্থন করে না। এ বিশ্ব সৃষ্টি ও সভ্যতা বিভিন্ন চক্র বা বলয় অতিক্রম করেছে। বর্তমান মানবজাতির পূর্বপুরুষ আদম চল্তি বলয়ের প্রথম সংযোগ-কড়া। তিনি আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে একেবারে প্রথম-মানব নন এবং তিনি বর্তমান বলয়ের প্রথম সভ্য মানব, যাঁর মাধ্যমে মানব-চক্রের গোড়াপত্তন করা হয়েছে। তাঁর আগেও বহু জাতির উত্থান-পতন হয়েছে। অনেক সভ্যতার আগমন-নির্গমন ঘটেছে। আমাদের পিতৃপুরুষ আদমের পূর্বে সভ্যতার পত্তনকারী হয়ত অন্যান্য আদমও এসেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সুফীকুল শিরোমণি হযরত মুহীউদ্দিন ইব্নে আরাবী (রহ:) বলেন, তিনি একবার স্বপ্ন দেখলেন, তিনি কা'বা শরীফের তাওয়াফ করছেন। স্বপ্নেই একজন লোক তাঁর সম্মুখে এসে দেখা দিলেন এবং নিজেকে তাঁর পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দিলেন। ইব্নে আরাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মৃত্যু কবে হয়েছিল'? লোকটি উত্তরে বললেন, 'চল্লিশ হাজার বৎসরেরও বেশি হবে, আমার মৃত্যু হয়েছে।' ইব্নে আরাবী বললেন, 'আদম (আঃ) হতে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, এ দীর্ঘ সময়তো তার চেয়েও অনেক বেশি।' তিনি বললেন, 'তুমি কোন্ আদমের কথা বল্ছ? তোমাদের সর্বনিকটবর্তী আদমের কথা, না অন্য কোন আদমের কথা?' ইব্নে আরাবী বল্ছেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর একটি হাদীস তাঁর মনে পড়লো যার মর্ম হলো, 'আল্লাহ্ এক লাখেরও বেশি আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।' তখন ইব্নে আরাবী নিজে নিজে বল্লেন, 'এ ব্যক্তি যিনি আমার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٢

৩২। আর তিনি আদমকে যাবতীয়[৬২] [ক]নাম[৬২ক] শিখালেন। এর পর তিনি এদেরকে[৬২খ] ফিরিশ্‌তাদের সামনে রাখলেন এবং বললেন, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাকে এদের নাম বল।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৮১; ১৭ঃ১১১; ২০ঃ৯; ৫৯ঃ২৪,২৫।

পূর্বপুরুষ হওয়ার দাবী করছেন তিনি নিশ্চয় পূর্ববর্তী আদমগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন' (ফুতূহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড)। আদম (আঃ) এর পূর্বে যে মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীতে বসবাস করছিল তারা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এ দাবী করা হচ্ছে না। সম্ভবত তাদের কিছু লোক অতি হীন অবস্থায় টিকে ছিল যাদের মধ্যে আদমও একজন ছিলেন। সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাকে একটি নূতন মানব-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ ও একটি নূতন সভ্যতার পত্তনকারী নবীরূপে মনোনয়ন করলেন। এ হিসেবেই তিনি এ নব-জীবনের সূচনাকারীরূপে পরিগণিত হলেন। যেহেতু 'খলীফা' শব্দের অর্থ স্থলাভিষিক্ত সেহেতু এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল এবং তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এ আদমের বংশধর, না কি পূর্ববর্তী কোন আদমের বংশধর তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন।

আদম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কোথায় তাকে সংস্কারকরূপে মনোনীত করা হয়েছিল, এসব বিষয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, তাঁকে বেহেশ্‌তে রাখা হয়েছিল এবং পরে তাঁকে সেখান থেকে বের করে পৃথিবীতে কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু 'পৃথিবীতে এক খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' শব্দগুলো এ অভিমতকে সরাসরি খণ্ডন করে এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়, আদম পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন এবং পৃথিবীতেই সংস্কার কাজে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। খুব সম্ভব প্রথমে তাঁর বসবাস ছিল ইরাকে, পরে প্রতিবেশী কোন অঞ্চলে যাওয়ার জন্য তিনি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পেয়েছিলেন। এ আয়াতের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য উর্দু বা ইংরেজী অনূদিত 'তফ্‌সীরে কবীর' দেখুন।

৬২। 'কুল্লাহা'- 'যাবতীয়' শব্দটি এখানে একেবারে সর্বসাকল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং যা-কিছু প্রয়োজনীয় সেগুলোকেই বুঝিয়েছে। কুরআনে এ শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৬ঃ৪৫, ২৭ঃ১৭, ২৪; ২৮ঃ৫৮)।

৬২-ক। 'আসমা' শব্দটি 'ইসম্' এর বহুবচন, যার অর্থ নাম বা গুণ, একটি বস্তুর চিহ্ন বা দাগ (লেইন, মুফ্‌রাদাত)। 'আসমা' শব্দটি এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ে কুরআনের তফ্‌সীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন আল্লাহ্ আদমকে বিভিন্ন বস্তু ও জিনিসের নাম শিখিয়েছিলেন অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব শিখিয়েছিলেন। সভ্যতা অর্জন করতে হলে যে ভাষার প্রয়োজন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ নিশ্চয় আদমকে ভাষার রীতি-নীতি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু নৈতিক গুণাবলী লাভের জন্য আরো কিছু 'আসমা' অর্থাৎ নাম ও গুণ মানুষের শেখা দরকার। সেই সব 'আসমার' কথা কুরআনে (৭ঃ১৮১) আছে । আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা এবং জ্ঞান না থাকলে মানুষ ঐশী আলোকে আলোকিত হতে পারে না। কাজেই প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমেই আপন গুণাবলীর সঙ্গে আদমকে পরিচয় করিয়ে দেন, যাতে তাঁর (আঃ) পক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তা বুঝতে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে অসুবিধা না হয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত হয়ে তাঁর (আঃ) দূরে সরে পড়ার আশঙ্কা ছিল। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে মানুষ ও ফিরিশ্‌তার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর (আস্‌মাউল হুস্‌নার) প্রতিচ্ছবি হতে পারে। কিন্তু ফিরিশ্‌তাগণের মাঝে আল্লাহ্‌র অল্প কয়েকটি গুণ মাত্র প্রতিফলিত হয়। ফিরিশ্‌তাগণের নিজস্ব ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই। তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্তব্যগুলো যান্ত্রিকভাবে সম্পাদন করে থাকেন (৬৬ঃ৭)। অন্যদিকে মানুষকে নিজ ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে, যার কারণে সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সদিচ্ছা অনুসারে আপন কর্ম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলীর প্রকাশস্থল হতে পারে।

সংক্ষেপে এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রথমে আদমের মধ্যে আল্লাহ্ ইচ্ছার স্বাধীনতা দিলেন, তাঁকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বুঝবার ও জানবার প্রয়োজনীয় শক্তি দিলেন এবং এরপর সেসব গুণের জ্ঞান দান করলেন। 'আসমা' বলতে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যেসব অন্তর্নিহিত গুণাবলী রয়েছে তা-ও বুঝায়। যেহেতু মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ব্যবহার দ্বারা বাঁচতে ও উন্নতি করতে হবে, সেহেতু আল্লাহ্ মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তু নিচয়ের অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক গুণাবলীর জ্ঞান লাভের ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

৬২-খ। 'হুম' (এদের বা এদেরকে) সর্বনামটির ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায়, এখানে কোন প্রাণহীন জড় বস্তুর কথা বলা হয়নি। কেননা আরবী ভাষায় এ ধরনের সর্বনাম কেবলমাত্র 'যুল উকূল' বা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণীর জন্যই ব্যবহার করা হয়। অতএব এ অভিব্যক্তিটির অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশ্‌তাগণকে দিব্য-দৃষ্টি দান করে তাদেরকে আদমের বংশে ভবিষ্যতে আগমনকারী আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক, ধার্মিক ও অসামান্য মহাপুরুষগণকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরাও কি এমনিভাবে তাদের মত আমার গুণাবলী প্রকাশে সক্ষম হবে ? উত্তরে ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের অসামর্থ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তাই 'আমাকে এদের নাম বল' বাক্যটিতে উপরোক্ত অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে।

৩৩। তারা বললো, 'তুমি পবিত্র। তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ এর বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় তুমিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়[৬৩]।'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۳﴾

৩৪। তিনি বললেন, 'হে আদম! (ফিরিশ্‌তাদেরকে) এদের নাম বলে দাও'। এরপর সে যখন তাদেরকে এদের নাম বলে দিল তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়াদি জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন[৬৪] কর তা-ও আমি জানি?'

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫। আর (স্মরণ কর) [ক]আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'আদমের আনুগত্য[৬৫] কর' তখন ইবলীস[৬৬] ছাড়া [৬৭]তারা সবাই আনুগত্য করলো।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১২,১৩;১৫ঃ২৯,৩১; ১৭ঃ৬২;১৮ঃ৫১; ২০ঃ১১৭;৩৮ঃ৭২-৭৭,

৬৩। ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত থাকায় স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন, মানুষ যেভাবে ও যে পরিমাণে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম তারা সে পরিমাণে সক্ষম নন। আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ফিরিশ্‌তাদেরকে যে সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশের যে শক্তি দিয়েছে এর বেশি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ফিরিশ্‌তাগণ তা অকপটে স্বীকার করলেন।

৬৪। যখন ফিরিশ্‌তারগণ স্বীকার করলেন তারা সকল ঐশী-গুণের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম নন এবং এও স্বীকার করলেন আদম সে ক্ষমতা রাখেন তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী আদম তার মাঝে সুপ্ত বিভিন্নমুখী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ প্রকাশ করে সেগুলোর ব্যাপকতা ফিরিশ্‌তাগণকে দেখালেন। এরূপে আদম প্রমাণ করলেন, এমন ধরনের সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ইচ্ছা-শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে সৎপথ অবলম্বন করে (এবং অসৎ পথ বর্জন করে) এবং আল্লাহ্ তাআলার মহিমা ও মাহাত্ম্যের প্রকাশক হয়।

৬৫। আদম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ও নবী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাগণকে তাঁকে সেবা-সাহায্য এবং মান্য করার আদেশ দিলেন। আরবী 'উসজুদূ' অর্থ 'আদমকে সিজ্‌দা কর' নয়। কেননা কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে (বা অন্য কোনও কিছুকে) সিজ্‌দা করা নিষেধ করে (৪১ঃ৩৮)। অতএব ফিরিশ্‌তাগণকে এরূপ আদেশ নিশ্চয় দেয়ার কথা নয়। আদেশটির অর্থ, "তোমরা আমাকে সিজ্‌দা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম।" এস্থলে 'লাম' তা'লিলীয়্যা (কারণ বুঝাবার জন্য) হবে।

৬৬। 'ইব্‌লীস্' শব্দটি 'আবলাসা' থেকে উৎপন্ন, যার ধাতুগত অর্থ ঃ (১) তার গুণ কমলো, (২) সে নিরাশ হলো বা আল্লাহ্‌র দয়ার আশা ছেড়ে দিল, (৩) সে তার আশা-পূরণে বাধা-প্রাপ্ত হলো, (৪) সে হতোদ্যম হলো, (৫) সে হতভম্ব হয়ে রাস্তা দেখতে পেল না। এ সব ধাতুগত অর্থ থেকে বুঝা যায়, ইব্‌লীস এমন এক সত্তা যার মধ্যে 'ভালোর' মাত্রা অতি অল্প এবং 'মন্দের' মাত্রা অনেক বেশি। নিজের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্‌র করুণার আশা হতে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছে এবং হতভম্ব ও দিশেহারা অবস্থায় পথ পাচ্ছে না। ইব্‌লীসকে শয়তান মনে করা হলেও এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যও বিদ্যমান। এ কথা স্পষ্ট বুঝা দরকার, ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাগণের অন্তর্গত নয়। কেননা ইবলীস্‌কে বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহীরূপে। অপর পক্ষে ফিরিশ্‌তাগণকে বর্ণনা করা হয়েছে চির অবনত, বিনীত ও আজ্ঞাবহরূপে (৬৬ঃ৭)। ইবলীসের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হলেন। কেননা ফিরিশ্‌তাগণের মত তাকেও আদেশ করা হয়েছিল আদমকে মান্য ও সাহায্য করতে, কিন্তু সে তা অমান্য করলো (৭ঃ১৩)। অধিকন্তু যদি ইবলীস্‌কে পৃথকভাবে কোন আদেশ নাও দেয়া হয়ে থাকে, তথাপি ফিরিশ্‌তাগণকে আদেশ দানের কারণে তা ইবলীসসহ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে যায়। কেননা বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়ার কারণে ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অন্যান্য সকল বস্তু ও জীবের জন্যও সমভাবে বর্তায়। 'ইব্‌লীস' একটি গুণবাচক নাম। শব্দটির ধাতুগত অর্থেই ফিরিশ্‌তাগণের প্রতিপক্ষ ও বিরোধিতাকারী অশুভ চক্রকে ইবলীস নাম দেয়া হয়েছে। কুরআনে ২ঃ৩৭ আয়াতে যে শয়তানের কথা বলা হয়েছে, সে যে ইব্‌লীস নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি কুরআনে যেখানেই আদমের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে সেখানেই ইবলীস ও শয়তানের দুটি

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৬৭ টীকা পরবর্তী দ্রষ্টব্য

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾

সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো। আর সে ছিল অবিশ্বাসীদের একজন।

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۠ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। আর আমরা বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী এ বাগানে[৬৮] [*ক]বসবাস কর। আর এতে তোমরা যেখান থেকে চাও[৬৮ক] তৃপ্তির সাথে খাও। তবে তোমরা এ গাছটির[৬৯] ধারে কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা উভয়ে সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য হবে।

দেখুন ঃ ক.৭ঃ২০,২৩; ২০ঃ১১৭,১১৮।

নাম পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই আমরা এ দুয়ের মাঝে একটা সতর্ক পার্থক্য লক্ষ্য করি। যেখানেই আমরা ফিরিশ্‌তার বিপরীতে আদমের আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী সত্তার উল্লেখ পাই সেখানেই তাকে ইব্‌লীস নামে আখ্যায়িত হতে দেখি। আর যেখানেই আমরা আদমের বিরুদ্ধে প্রতারণাকারী ও তাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চক্রান্তকারী সত্তার উল্লেখ দেখি সেখানেই তাকে শয়তান নামে অভিহিত দেখতে পাই। এ পার্থক্য কুরআনের কমপক্ষে দশটি স্থানে বিদ্যমান (২ঃ৩৫-৩৭, ৭ঃ১২-২১, ১৫ঃ৩২, ১৭ঃ৬২, ১৮ঃ৫১, ২০ঃ১১৭-১২১, ৩৮ঃ৭৫)। এটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। এথেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ইব্‌লীস ও শয়তান এক নয়।

শয়তান আদমের প্রতারণাকারী। ইব্‌লিস আদমের জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, 'ইবলীস আল্লাহ্‌র গুপ্ত সৃষ্টি (অর্থাৎ জিনের) অন্তর্ভুক্ত এবং ফিরিশ্‌তাগণের বিপরীতে আল্লাহ্‌র বাধ্যতা বা অবাধ্যতা করার ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা (১৭ঃ১২-১৩, ১৮ঃ৫১)।

৬৭। 'ইল্লা' শব্দটি দ্বারা 'ব্যতিক্রম' বুঝায়। আরবীতে ইস্‌তিস্‌না বা ব্যতিক্রম দু প্রকার ঃ (১) 'ইসতিস্‌নায়ে মুত্তাসিল' দ্বারা একই জাতীয় জিনিষের মধ্যে ব্যতিক্রম নির্দেশ করে, (২) 'ইস্‌তিস্‌নায়ে মুন্‌কাতা' দ্বারা ব্যতিক্রমধর্মী বস্তুটি ভিন্ন জাতীয় বলে নির্দেশ করে। আলোচ্য আয়াতে 'ইল্লা' শব্দটি ইস্‌তিস্‌নায়ে মুন্‌কাতা। তাই ইবলীস ফিরিশ্‌তা জাতীয় নয়, ভিন্ন জাতীয়।

৬৮। 'জান্নাত' শব্দটি এ স্থলে বেহেশ্‌তকে বুঝায় না, বরং এর শাব্দিক অর্থ বাগানকে বুঝায়। বেহেশ্‌ততুল্য যে বাগান আদম (আঃ) কে প্রথম বসবাস করার জন্য দেয়া হয়েছিল সেই বাগানের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ হতে পারে না। এর প্রথম কারণ, আদমকে পৃথিবীতেই থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল (২ঃ৩৭)। দ্বিতীয় কারণ, বেহেশ্‌ত এমনই এক স্থান যাতে প্রবেশকারী কখনো বিতাড়িত হয় না (১৫ঃ৪৯)। অথচ পরবর্তী আয়াতেই আদমকে এ জান্নাত ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, যে জান্নাতে (বাগানে) আদমকে প্রথমে থাকতে দেয়া হয়েছিল তা এ পৃথিবীতেই ছিল। স্থানটি ফলে ফুলে সুশোভিত, সবুজ বনানীর ছায়ামন্ডিত হওয়ায় একে 'জান্নাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক গবেষণা মূলে জানা গেছে, সেই স্থানটি ইরাক বা আসিরিয়ার ব্যাবিলনের 'ইডেন গার্ডেন' বা স্বর্গোদ্যান (এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার, 'উর' অধ্যায় দেখুন)।

৬৮-ক। 'এতে তোমরা যেখান থেকে চাও তৃপ্তির সাথে খাও' বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, আদম প্রথমে যে স্থানটিতে ছিলেন সে স্থানটি কারো মালিকানাধীন ছিল না। আল্লাহ্ সে স্থানটি তাঁকে দান করে কার্যত তাঁকে সেখানকার অধিপতি করেছিলেন।

৬৯। 'শাজারাহ্' মানে গাছ। বাইবেলের মতে এ গাছটি ছিল জ্ঞান-বৃক্ষ যার ফল খেলে ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ ঘটে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আদম ও হাওয়া উলঙ্গ হয়ে গেলেন। অতএব বৃক্ষটি জ্ঞান-বৃক্ষ ছিল না, বরং কুফল সৃষ্টিকারী কোন বৃক্ষ ছিল, যার কারণে আদমের মধ্যে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটলো। কুরআনের অভিমতই সত্য। কেননা মানবকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করে দেয়। একটি বিষয়ে অবশ্য কুরআন ও বাইবেল মতৈক্য পোষণ করে, গাছটি সত্যিই আক্ষরিক অর্থে গাছ ছিল না, বরং একটি প্রতীক ছিল মাত্র। কারণ পৃথিবীর বুকে এমন কোন গাছ ছিল বা আছে বলে জানা নেই, যার ফল খেয়ে মানুষ ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ করে অথবা নগ্ন হয়ে যায়। অতএব এ গাছটি প্রতীক বৈ অন্য কিছু নয়। 'শাজারাহ্' অর্থ 'ঝগড়া-বিবাদ'ও হয়। কুরআনের অন্য জায়গায় দুপ্রকারের 'শাজারার' উল্লেখ আছে ঃ (১) শাজারাহ্ তৈয়্যেবাহ্ (ভাল গাছ) এবং (২) শাজারাহ্ খবিসাহ্ (মন্দ গাছ) (১৪ঃ২৫, ২৭)। পবিত্র বস্তু, পবিত্র শিক্ষা ও পবিত্র কর্মকে ভাল গাছের সাথে এবং মন্দ বস্তু, মন্দ চিন্তা ও মন্দকর্মকে মন্দ গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে: (১) আদমকে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, (২) বিবিধ প্রকার অনিষ্টকারী বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য তাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল।

৩৭। কিন্তু এ (গাছের) মাধ্যমে শয়তান[৭০] তাদের উভয়ের [ক]পদস্খলন ঘটালো এবং তারা পূর্বে যেখানে ছিল সেখানে থেকে বের করে দিল। আর আমরা বললাম, 'তোমরা (সবাই এখান থেকে) চলে যাও। [খ]তোমাদের একাংশ অপরাংশের শত্রু এবং [গ]তোমাদের জন্য (এ) পৃথিবীতে[৭১] এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত থাকার ও জীবিকার উপকরণ রয়েছে'।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এরপর আদম তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু (দোয়া সম্বলিত) [ঘ]বাণী শিখলো (এবং তদনুযায়ী দোয়া করলো)। এর ফলে [ঙ]তিনি (অনুগ্রহ করে) তার তওবা গ্রহণ করলেন। নিশ্চয় তিনিই পুন: পুন: তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٨﴾

৩৯। আমরা বললাম, 'তোমরা সবাই একসাথে এখান থেকে চলে যাও। এরপর যখনই তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে [চ]হেদায়াত আসবে তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয়[৭২] নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও[৭৩] হবে না।'

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪ [১০] ৪

৪০। কিন্তু [ছ]যারা অস্বীকার করবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখান করবে তারাই হবে আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে[৭৪]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٠﴾

দেখুন ঃ ক.৭ঃ২১,২৮; ২০ঃ১২১ ; খ.২০ঃ১২৪; গ. ৭ঃ২৫,২৬; ২০ঃ৫৬; ৭৭ঃ২৬,২৭; ঘ. ৭ঃ২৪; ঙ. ২০ঃ১২৩; চ.৭ঃ৩৬; ২০ঃ১২৪; ছ.৭ঃ৩৭।

৭০। এ আয়াতের প্রথম বাক্যাংশ দুটি দ্বারা বুঝা যায়, শয়তান জাতীয় কোন সত্তা আদম ও তাঁর সঙ্গিণীকে প্রতারণাপূর্বক তাদের নির্ধারিত স্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল। ২ঃ৩৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখানো হয়েছে, যে সত্তা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আদমকে কষ্টে ফেলেছিল সে শয়তান, ইব্লীস নয়। পক্ষান্তরে ইব্লীস সেই বিদ্রোহী সত্তা, যে আদমের আনুগত্য করতে বা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল। কাজেই এখানে শয়তান বলতে ইব্লীসকে বুঝায়নি, আদমের সময়ের অন্য কাউকে বুঝিয়েছে, যে আদমের শত্রু ছিল। এ কথার আরো সমর্থন ১৭ঃ৬৬-তে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, ইব্লীস আদমের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। অথচ শয়তান ক্ষতি সাধন করেছে। 'শয়তান' শব্দটি 'ইব্লীস' শব্দের চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। আদমের আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী জিনের অন্তর্ভুক্ত দুরাচারীকে বলা হয়েছে ইব্লীস্, যে অশুভ শক্তির প্রতিনিধিত্বকারীদের নেতা। অন্যদিকে যে কোন মন্দ বস্তু বা জীব-জন্তু, মানব বা মানবাত্মা, রোগ-শোক বা অন্য ক্ষতিকর সব কিছুকেই 'শয়তান' বলা যায়। অতএব ইবলীস ও ইবলীসের সঙ্গী-সাথীরাও শয়তান, সত্যের শত্রুরাও শয়তান, দুষ্ট ও দুষ্কর্মকারী মানুষেরাও শয়তান, ক্ষতিকর জন্তুও শয়তান, মারাত্মক ব্যাধিসমূহও শয়তান। কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্য এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, যেখানে 'শয়তান' শব্দটি ঢালাওভাবে এ সব বস্তুর যে কোন একটি বা সব ক'টির জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

৭১। কুরআন কোন ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় আকাশে যাওয়া ও সেখানে থাকার কথা মোটেই সমর্থন করে না। এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীই মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত থাকবার একমাত্র নির্দিষ্ট স্থান। অতএব ঈসা (আঃ) অথবা অন্য কারো আকাশে যাওয়া ও সেখানে জীবিত থাকার ধারণাকে এ আয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

৭২। 'খাউফ' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় নির্দেশক।

৭৩। 'হুযন' সাধারণত বিগত বিষয়ের সম্বন্ধে দুঃখ-বেদনা নির্দেশক।

৭৪। ইসলাম দোযখের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে না, বরং এটাকে শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করার স্থান মনে করে, যেখানে পাপীরা পাপের পরিমাণ ও গভীরতা অনুযায়ী এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা চিকিৎসার অধীনে পাপ-মুক্ত হয়। দেখুন ১৩৫১ নং টীকা।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٤١

৪১। হে বনী ইসরাঈল[৭৫]! তোমরা আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যে [ক]অনুগ্রহে আমি তোমাদের ভূষিত করেছিলাম এবং তোমরা আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের (সাথে কৃত) অঙ্গীকার[৭৬] পূর্ণ করবো। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۝٤٢

৪২। আর তোমাদের কাছে যা রয়েছে [খ]এরই পূর্ণতাদানকারীরূপে[৭৭] আমি যা অবতীর্ণ করেছি এর প্রতি তোমরা ঈমান আন। আর তোমরা এর [গ]সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে [ঘ]তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৪৮,১২৩; ৫ঃ২১; ১৪ঃ৭ খ. ২ঃ৯০,৯৮,১০২; ৩ঃ৪,৮২; ৪ঃ৪৮; ৫ঃ৪৯ গ. ৭ঃ১০২; ১০ঃ৭৫; ঘ. ২ঃ৮০,১৭৫; ৩ঃ২০০; ৫ঃ৪৫;৯ঃ৯; ১৬ঃ৯৬।

৭৫। হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুবের অপর নাম ইসরাঈল। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইয়াকুবকে জীবনের শেষার্ধে ইসরাঈল নামে অভিহিত করেছিলেন (আদিপুস্তক-৩২ঃ২৮)। মূল হিব্রুতে এটি একটি যুগ্ম শব্দ, 'ইয়াসারা' ও 'অ্যাঈল' এ দু শব্দের মিলনে গঠিত। অর্থ আল্লাহ্র যুবরাজ, যোদ্ধা বা সৈনিক (কনকরডেন্স, লেখক ঃ ক্রুডেন; হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন, লেখক ঃ ডব্লিউ জেসেনিয়াস)। 'ইসরাঈল' শব্দটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ (১) ব্যক্তি ইয়াকুব (আদি পুস্তক-৩২ঃ২৮), (২) হযরত ইয়াকুবের বংশধর (দ্বিতীয় বিবরণ-৬ঃ৩,৪), (৩) যে কোন ধার্মিক ও খোদা-ভীরু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী (হিব্রু লেক্সিকন)।

৭৬। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পরে বনী ইসরাঈলের সাথে আল্লাহ্ তাআলার 'অঙ্গীকার' নবায়িত হয়। বাইবেলের অনেক জায়গায় এ দ্বিতীয় চুক্তির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (যাত্রাপুস্তক, অধ্যায় ২০; দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ৫,১৮,২৬)। যখন এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছিল এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য সিনাই পর্বতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন সাথে সাথে মেঘ-গর্জন, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানি, শিঙ্গা ধ্বনি ও পার্বত্য ধূম্রজাল দেখে (যাত্রাপুস্তক-২০:৮) ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আঃ)কে বললো, হে মূসা! তুমিই আল্লাহ্র সাথে কথা বল, আমরা শুনবো। কিন্তু আল্লাহ্ যেন আমাদের সাথে কথা না বলেন, কেননা তা হলে আমরা মরেই যাব (যাত্রাপুস্তক ২ঃ১৯)। এ বেয়াদবীপূর্ণ কথা ইসরাঈল জাতির সৌভাগ্যের অবসান ঘটালো। মূসা (আঃ) কে আল্লাহ্ বললেন, তোমার জাতি এতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে যে ভবিষ্যতে তাদের মাঝে আর কোন শরীয়তধারী নবীর আগমন হবেনা। তবে ভবিষ্যতে তাদের ভ্রাতৃকূলে অর্থাৎ ইস্মাঈলের বংশে শরীয়তবাহী নবীর আগমন হবে। এরূপে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে ইসরাঈল জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তিনি ইসহাক ও তাঁর বংশের সঙ্গে যে 'অঙ্গীকার' করেছিলেন তারা তা পূর্ণ করলে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চললে তিনিও তাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে থাকবেন। কিন্তু তারা যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করে তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহসমূহ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন। অতএব ইসরাঈল জাতি যেহেতু সেই অঙ্গীকার পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হলো সেহেতু আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসমাঈলের বংশে সেই প্রতিশ্রুত নবীকে প্রেরণ করলেন এবং সেই থেকে 'অঙ্গীকার'টি নতুন নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর অনুসারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত করলেন।

৭৭। 'মুসাদ্দিক্'– 'সাদ্দাকা' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, সে একে বা তাকে সত্য বলে মানলো (মুফ্রাদাত, লেইন)। যখন শব্দটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর পরে কোন অব্যয় ব্যবহৃত হয় না, অথবা 'বা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এ শব্দটি (মুসাদ্দিক্) 'পূর্ণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেরূপ এস্থলে হয়েছে, তখন এর পরে 'লাম' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় (২ঃ৯২; ৩৫ঃ৩২)। কাজেই এখানেও শব্দটি 'পূর্ণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 'সত্যায়ন করা' বা 'সত্য বলে ঘোষণা করা' অর্থে নয়। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিশ্বজনীন গ্রন্থ সহকারে একজন শরীয়ত-দাতা নবীর আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কুরআন সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছে। যেখানেই কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের 'মুসাদ্দিক' বলে নিজেকে বর্ণনা করেছে সেখানেই এ অর্থেই বর্ণনা করেছে যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শিক্ষামালাকে সত্যায়ন ও প্রতিষ্ঠিত করা অর্থে নয়। তবে কুরআন এ কথা স্বীকার করে, পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবসমূহও ঐশী ছিল বটে, কিন্তু মানুষের স্মৃতিবিভ্রম ও হস্তক্ষেপের কারণে এগুলোর পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই এ কিতাবগুলোর শিক্ষাসমূহকে সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। তা ছাড়া এ কিতাবগুলোর অধিকাংশ শিক্ষাই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৩। আর তোমরা জেনেশুনে[৭৮] সত্য ও মিথ্যার মাঝে [ক]তালগোল পাকিও না এবং সত্যকে [খ]গোপন করো না।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর তোমরা [গ]নামায কায়েম কর, [ঘ]যাকাত দাও এবং খাঁটি উপাসকদের[৭৯] অন্তর্ভুক্ত হয়ে খাঁটি উপাসনা কর।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। [ঙ]তোমরা কি লোকদের সৎকাজের[৮০] নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব[৮১] পাঠ করে থাক, তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। তোমরা ধৈর্য[৮২] ও নামাযের[৮৩] মাধ্যমে [চ]সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় [ছ]বিনয় অবলম্বনকারীদের ছাড়া (অন্যদের জন্য) এটা বড়ই কঠিন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ [৭] ৫

৪৭। (অর্থাৎ) যারা বিশ্বাস করে [জ]তারা নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿٤٧﴾ ع

৪৮। হে বনী ইসরাঈল! যে অনুগ্রহে আমি তোমাদের ভূষিত করেছিলাম তোমরা আমার সেই [ঝ]অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং আমি (তৎকালীন)[ঞ] বিশ্ববাসীর[৮৪] ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম (তাও স্মরণ কর)।

يٰبَنِي إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৭২ ; খ. ২ঃ১৪৭,১৬০; ৬ঃ৯২ ; গ. ২ঃ৪; ঘ. ২ঃ৮৪, ১১১,১৭৮; ৪ঃ১৬৩; ৯ঃ১১; ২১ঃ৭৪; ২৩ঃ৫ ; ঙ. ২৬ঃ২২৭; ৬১ঃ৩-৪; চ. ২ঃ১৫৪; ৭ঃ১২৯; ছ. ৪ঃ১৪৩; ৯ঃ৫৪; জ. ২ঃ২২৪,২৫০; ১১ঃ৩০; ১৮ঃ১১১; ২৯ঃ৬; ৮৪ঃ৭; ঝ. ২ঃ৪১; ঞ. ২ঃ১২৩; ৩ঃ৩৪; ৫ঃ২৯ ৬ঃ৮৭; ৭ঃ১৪১; ৪৫ঃ১৭ ।

ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এগুলো অচল হয়ে পড়েছে।

৭৮। এখানে ইহুদীদেরকে দুটি অপকর্ম থেকে বারণ করা হয়েছে ঃ (১) ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহের ভুল ব্যাখ্যাসহ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো এবং (২) সত্যকে চাপা দেয়া বা গোপন রাখা অর্থাৎ তাদের ধর্মগ্রন্থে আঁ হযরত (সাঃ) এর আগমনের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলোকে প্রকাশ না করা, তাঁর (সাঃ) আগমনের চিহ্নাবলীকে জন-সমক্ষ হতে গোপন রাখা।

৭৯। 'রাকেউন' মানে, 'আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নতকারী' (লিসান)। আরবরা এ শব্দটি সেই একেশ্বরবাদী উপাসকদের জন্য ব্যবহার করতো, যারা পুতুল পূজা করতো না (আসাস)।

৮০। 'বির্‌রুন' (সৎ, ভাল, মঙ্গল) অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের সাথে মঙ্গলজনক ও সদয় ব্যবহার, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য (আকরাব)। শব্দটি দ্বারা বহুবিধ মঙ্গল ও পরোপকার করা বুঝায়।

৮১। এখানে 'কিতাব' বলতে তওরাত বুঝাচ্ছে। তবে "অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক" বলা দিয়ে এ কথা বুঝায় না যে প্রচলিত বাইবেলের সব কথা সত্য বলে মনে করা হয়েছে।

৮২। 'সব্‌রুন' অর্থ বিধিবদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত কোন বিষয়ে দৃঢ়ভাবে, অধ্যবসায়ের সাথে লেগে থাকা এবং এর বিপরীত ব্যাপার থেকে একইভাবে বিরত থাকা, তদুপরি সর্বাবস্থায় শোক-দুঃখ, অধৈর্য ও উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন না করা (মুফ্‌রাদাত)।

৮৩। এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে মুসলমান ও ইহুদী উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। ইহুদীদের প্রতি এ সম্বোধন আরোপ করা হলে এর অর্থ দাঁড়াবে, মহানবী (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে তারা যেন ব্যস্ততা না দেখায়, বরং ধৈর্য ধারণপূর্বক প্রার্থনার সাহায্যে সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করে। মুসলমানদের প্রতি আরোপিত অবস্থায় এর মর্ম হবে, তারা যদি ধৈর্য ও প্রার্থনার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করে তাহলে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তাদের সকল বিপদাপদ কেটে যাবে। এটা মুসলমানদের জন্যও উদ্দীপনা ও আশার বাণী বহন করে।

৮৪। এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, ইস্‌রাঈল জাতি কেবলমাত্র সমসাময়িক জাতিগুলো থেকে উত্তম ছিল। যখন কুরআন কারো

৮৪ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৯। আর সেই দিনকে ভয় কর, [ক]যে (দিন) একজন অন্যজনের কোন কাজে আসবে না। আর তার কাছ থেকে কোন শাফায়াত[৮৫] (অর্থাৎ সুপারিশ) গ্রহণ করা হবে না এবং তার কাছ থেকে কোন [খ]মুক্তিপণও[৮৬] গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ফেরাউনের[৮৭] জাতির[৮৮] কবল থেকে তোমাদের[গ]উদ্ধার করেছিলাম, যারা নির্মমভাবে তোমাদের উৎপীড়ন[৮৮ক] করছিল। তারা তোমাদের [ঘ]পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো । আর এতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٥٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১২৪; ৩১ঃ৩৪; ৮২ঃ২০; খ. ২ঃ১২৪,২৫৬; ১৯ঃ৮৮; ২০ঃ১১০; ২১ঃ২৯; ৩৪ঃ২৪; ৩৯ঃ৪৫; ৪৩ঃ৮৭; ৫৩ঃ২৭; ৭৪ঃ৪৯; গ. ১৪ঃ৭ ২০ঃ৮১; ৪৪ঃ৩১,৩২; ঘ. ৭ঃ১২৮, ১৪২; ২৮ঃ৫।

চিরস্থায়ী উৎকর্ষ সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে বক্তব্য রাখতে চায় তখন ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করে, যেমন করা হয়েছে ৩ঃ১১১তে। সেখানে মুসলমানদের বলা হয়েছে, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে'।

৮৫। **'শাফাআত'** শব্দটি 'শাফাআ' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, একক একটি বস্তুর সাথে সমজাতীয় আরেকটি বস্তুর সংযোগ সাধন করা, একটি জিনিসের সঙ্গে সমজাতীয় জিনিস সংযুক্ত করা (মুফ্রাদাত)। শব্দটি সাদৃশ্যের ও সমমনা হওয়ারও তাৎপর্য রাখে। মধ্যস্থতা করা বা অন্যের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা ও সুপারিশ করাকেও শাফাআত বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারী ব্যক্তি ক্ষমাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি থেকে বহু উচ্চ মর্যাদার হয়ে থাকেন এবং ক্ষমাকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকেন (মুফ্রাদাত, লিসান)। 'শাফাআত' (মধ্যস্থতা বা সুপারিশ) ব্যবস্থা কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে ঃ (১) যিনি সুপারিশ করেন, সুপারিশ গ্রহণকারীর সঙ্গে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন কেননা। সম্পর্ক গভীর না হলে কিংবা নৈকট্যের বৈশিষ্ট্য না থাকলে সুপারিশ করা যায় না এবং সুপারিশে কোন ফল হয় না, (২) যার জন্য সুপারিশ করা হয়, সুপারিশকারীর সাথে তার সত্যিকার ভালবাসা ও ভক্তির সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। কেননা পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকলে কে কার জন্য সুপারিশ করে? (৩) যার জন্য সুপারিশ করা হয়, তাকে নিশ্চয় একজন ভাল মানুষ হতে হবে (২১ঃ২৯), যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে চেষ্টারত থাকা সত্ত্বেও সাময়িক দুর্বলতার কারণে পাপে পতিত হয়েছে, (৪) আল্লাহ্র প্রকাশ্য অনুমতি পাওয়ার পরেই কেবল সুপারিশ করা যেতে পারে, নতুবা নয় (২ঃ২৫৬; ১০ঃ৪)। ইসলামে 'শাফাআতের' যে ধারণা তা 'তওবা' (অর্থাৎ অনুতাপ) এর অন্য নাম। তওবার তাৎপর্য হলো ছিন্ন-সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন কিংবা শিথিল ও ঢিলা সম্পর্কের দৃঢ়করণ। তাই যখন মৃত্যুর সাথে সাথে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখনো শাফাআতের দরজা খোলা থাকে। তদুপরি 'শাফাআত' দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার 'রহমতের' প্রকাশ ঘটে। যেহেতু আল্লাহ্ কেবলমাত্র বিচারকই নন, বরং মালিকও বটে, সেহেতু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবার পূর্ণ কর্তৃত্বও তিনি রাখেন।

৮৬। 'আদলুন' অর্থ সুবিচার, ন্যায়-বিচার, সমানুপাতিক ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য মুক্তি-পণ (আকরাব)।

৮৭। 'ফেরাউন' কোন নির্দিষ্ট বাদশার নাম নয়। নীল নদ উপত্যকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকগণকে ফেরাউন বলা হতো। সম্ভবত দ্বিতীয় রামেসিস নামক ফেরাউনের রাজত্বকালে হযরত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র দ্বিতীয় মেরেনেপ্তার রাজত্বকালে মূসা বনী ইস্রাঈলসহ মিশর ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় রামেসিসকে বলা হয় অত্যাচারী ফেরাউন এবং তার পুত্র মেরেনেপ্তা হলো বনী ইস্রাঈলের মিশর ত্যাগকালীন ফেরাউন (এন্সাইক্লো-বিব্লিকা এবং পিকের বাইবেল ব্যাখ্যা)।

৮৮। 'আ-ল' (জাতি), 'আ-লা' ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন, যা প্রত্যাবর্তন করা, শাসন করা বা অধিকার খাটানো অর্থে ব্যবহৃত হয়। এভাবে এর অর্থ হয়, ব্যক্তি বিশেষের পরিবার বা লোকজন, একজন নেতার অনুসারীরা, এমন শাসকের প্রজাবৃন্দ যার কাছে তারা সব সময় আসে এবং যাদের উপর তিনি কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব করেন (মুফ্রাদাত, লেইন)।

৮৮-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫১। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন তোমাদের জন্য সাগরকে[৮৯] বিভক্ত করেছিলাম। এরপর আমরা তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম এবং [ক]ফেরাউনের অনুসারীদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আর তোমরা (তা) চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَ اَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩৭; ৮ঃ৫৫; ২০ঃ৭৮,৮১; ২৬ঃ৬৪-৬৭; ২৮ঃ৪১; ৪৪ঃ২৫।

৮৮-ক। ফেরাউন বনী ইসরাঈলের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো, তাদেরকে ঘৃণ্য ও দুঃসাধ্য শ্রমের কাজে নিয়োজিত করতো, তাদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার করতো, কারণে-অকারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিত, এমন কি তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার ও নারীদেরকে জীবিত রাখবার হুকুম জারি করেছিল। এভাবে ফেরাউন বনী ইসরাঈলের সাহসিকতা ও অন্যান্য পুরুষ-সুলভ গুণাবলীকে বিলোপ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, যাতে তারা কোনদিন মাথা তুলতে না পারে এবং নিজেদের জাতি-সত্তাকে ভুলে যায়।

৮৯। উল্লেখিত প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সেই সময়ে ঘটেছিল যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য তার জাতির সবাইকে নিয়ে কেনান দেশের উদ্দেশ্যে রাতের বেলায় মিশর ত্যাগ করেছিলেন। বনী ইসরাঈল গোপনে রাতে মিশর থেকে পলায়ন করেছে জানতে পেরে ফেরাউন নিজের লোকজন ও সেনাবাহিনীসহ তাদের পিছু ধাওয়া করলো এবং দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবে গেল। এ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃতি ও তাৎপর্য ভালভাবে বুঝতে হলে এবং এ যে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের এক বিরাট ও স্থায়ী নিদর্শন তা ভালরূপে বুঝতে হলে এ আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত যথা ২০ঃ৭৮; ২৬ঃ৬২-৬৪; ৪৪ঃ২৫ মিলিয়ে পড়া দরকার। এ আয়াতগুলো পাঠে নিম্নলিখিত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় ঃ (ক) যখন মূসা (আঃ) হাতের লাঠি দিয়ে সাগরজলে আঘাত করলেন, যেরূপে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অথবা যখন মূসা (আঃ) সাগরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যেরূপে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, তখন সাগরে ভাটার সময় ছিল, পানি দ্রুত কমছিল এবং পারাপারের স্থানটি প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, (খ) আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ) কে তাড়াতাড়ি শুকনো সাগর পাড়ি দেবার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নিজে আগে আগে চলতে লাগলেন। সকল বিষয় আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে ঘটিয়েছিলেন যে মূসা (আঃ) যখন সাগর তীরে পৌঁছলেন তখন ভাটার সময় ছিল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তিনি সাগরজলে লাঠির আঘাত করেন এবং পানিও তখন কমতে শুরু করলো এবং ওপারে যাবার পথ সুগম হয়ে গেল। ঐ লাঠির আঘাত ও পানি কমতে শুরু করা একই সময়ে একসাথে ঘটলো। এটা এ কারণেই মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা যে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানতেন সাগরে কখন ভাটার সময় হবে এবং সে সময় আসা মাত্র মূসা (আঃ) কে তা জানিয়ে দিলেন, 'পানিতে লাঠি দিয়ে আঘাত কর।'

মূসা (আঃ) মিশর থেকে কেনান গমনকালে লোহিত সাগরের ঠিক কোন্ স্থানটি দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। অনেকের মতে 'ওয়াদি এ তামসিলাত' বা তামসিলাত উপত্যকার গোশেন অঞ্চলে যেখানে ফেরাউনের রাজধানী ছিল (এনসাইক্লো-বিব্লিকা, ভলিউম ৪, কলাম ১৪, রামসিস দেখুন), সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মূসা (আঃ) তাম্‌সা উপসাগর অতিক্রম করেছিলেন (এনসাই-বিব, কলাম ১৪৩৮-৩৯)। অন্যেরা মনে করেন, তিনি আরো অনেক দূরে উত্তর দিকে যোয়ানা নামক স্থান অতিক্রম করে কেনানের নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের কাছে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন (এনসাইক্লো-বিব্লিকা, কলাম, ১৪৩৮)। কিন্তু খুব সম্ভব মূসা (আঃ)এর সময়ে ফেরাউনের রাজধানী ছিল তাল-আবি সোলায়মান এবং সেখান থেকে বনী ইস্‌রাঈল প্রথমে উত্তর পূর্ব দিকে তিম্‌সা উপসাগরের তীরে পৌঁছে। কিন্তু সেখানে দ্বীপ ও উপসাগরের বেড়াজাল ডিঙ্গানো সম্ভব নয় দেখে তারা দক্ষিণে চলে আসে এবং সুয়েজ খালের নিকটবর্তী কোন স্থানে লোহিত সাগরকে মাত্র ২/৩ মাইল প্রশস্ত পেয়ে সে স্থান দিয়ে অপর পারে 'কাদাসের' দিকে রওয়ানা হয়ে যায় (এনসাইক্লো-বিব, কলাম ১৪৩৭)।

ইস্‌রাঈলীরা তাঁর (মূসার) সঙ্গে গোশেন জলাভূমি অতিক্রম করে সিনাই উপদ্বীপে এল। লোহিত সাগর (ইয়াস্ সূফ সাগর বা খাগড়ার সরোবর) অতিক্রম বলতে বর্তমান লোহিত সাগরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি হ্রদের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করাকে বুঝাতে পারে। সৈকতের বহুদূর বিস্তৃত এলাকা প্রবল বাতাসের কারণে পানিশূন্য অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় ফেরাউন বাহিনী পলাতকদের পিছু ধাওয়া করলে তাদের রথের চাকা ইত্যাদি ভিজা মাটির মধ্যে দেবে যায়। ইতোমধ্যে বাতাসের তীব্রতা কমে গেলে পানি প্রবল বেগে ফিরে এসে ঐ বাহিনীর উপর আছড়ে পড়ে। ইস্‌রাঈলীরা কোন্ রাস্তা অবলম্বন করেছিল সেটা নিয়েও লেখকদের মাঝে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তারা দক্ষিণে বর্তমান সিনাই পর্বত-মালায় পৌঁছে লোহিত সাগরের পূর্বতীর ধরে আকাবা উপসাগরের উত্তরে ইযিয়ন-জেবারে পৌঁছায়। অন্যেরা মনে করেন, মক্কা যাত্রী হাজীগণ ইযিয়ন-জেবারের পূর্বদিকে যে পথে এখনো গমন করে থাকেন সে পথ ধরে ইযিয়ন জেবারের কাছে পৌঁছায়। তারা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কাদেশ (বার্নিয়া) অঞ্চলে সিনাই পাহাড়ে আসে। অথবা আকাবা উপসাগরের পূর্ব দিক ধরে দক্ষিণ দিকে হরের টিলায় পৌঁছায়। বংশানুক্রমে এ বিষয়ে মত পার্থক্য এত বেশি যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব(পীকের ভাষ্যঃ বাইবেল)।

৫২। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন মূসার[৯০] সাথে চল্লিশ রাতের[৯১] [ক]অঙ্গীকার করেছিলাম। এরপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে (উপাস্যরূপে)একটি [খ]বাছুর[৯২] গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এরপরও আমরা তোমাদের [গ]মার্জনা করেছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর (স্মরণ কর) [ঘ]আমরা যখন মূসাকে কিতাব[৯৩] ও [ঙ]ফুরকান[৯৪] দিয়েছিলাম যেন তোমরা হেদায়াত পাও।

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে নিশ্চয় নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করেছ। অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর এবং তোমরা নিজেদের (কুপ্রবৃত্তিকে)[৯৫] হত্যা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।' (যখন তোমরা এমনটি করলে) তখন তিনি (অনুগ্রহভরে) তোমাদের তওবা গ্রহণ করলেন। নিশ্চয় তিনি পুন: পুন: তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৪৩ ;খ. ২ঃ৫৫,৯৩; ৪ঃ১৫৪; ৭ঃ১৪৯,১৫৩; ২০ঃ৮৯; গ. ৪ঃ১৫৪; ঘ. ২ঃ৮৮; ২৩ঃ৫০; ৩২ঃ২৪; ৩৭ঃ১১৮; ৪০ঃ৫৪; ঙ. ২১ঃ৪৯।

৯০। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মূসা (আঃ), যিনি ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন, তিনিই এ জাতির নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ। বাইবেলের সূত্র অনুসারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পাঁচশ' বছর পর এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) শরীয়তবাহী নবী ছিলেন। তাঁর পরে ঐ জাতির মধ্যে যত নবী এসেছিলেন তাঁরা সকলেই সেই শরীয়তেরই অনুসারী ছিলেন।

৯১। ৭ঃ১৪৩ দেখুন।

৯২। মানুষ সাধারণত পারিপার্শ্বিকতার দাস হয়ে থাকে। পরাধীন জাতির জন্য একথা অধিক সত্য। কারণ তারা শাসকদের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি অনুকরণ করে থাকে। বনী ইসরাঈল দীর্ঘকাল ব্যাপী ফেরাউনের শাসনাধীনে দাসত্বের জীবন যাপন করায় স্বাভাবিকভাবেই তারা মিশরীয়দের পৌত্তলিক বিশ্বাস ও আচার আচরণকে প্রায় আত্মস্থ করে নিয়েছিল। মূসা (আঃ) এর সাথে মিশর ছেড়ে এসে তারা যখন পথে এক মূর্তিপূজারী গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ লাভ করলো তখন তারা মূসা (আঃ) কে অনুরোধ করলো, তিনিও যেন তাদের জন্য এ ধরনের পূজা-পার্বণ প্রবর্তন করেন (৭ঃ১৩৯)। বাছুর প্রীতির ঘটনাটিও সেই একই পৌত্তলিকতার প্রকাশ।

৯৩। সে 'ফলকগুলো' যার উপরে মূসা (আঃ)কে প্রদত্ত 'দশটি নির্দেশ' লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো কিতাবের অন্তর্ভুক্ত (দেখুন ৭ঃ১৪৬, ১৫১, ১৫৫)।

৯৪। 'ফুরকান' অর্থ যুক্তি, উষা বা সকাল, সহায়ক (মুফরাদাত, লেইন)। আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)কে কেবল কিতাব বা দশ নির্দেশ সম্বলিত ফলকগুলো দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এর সঙ্গে তাঁকে অলৌকিক নিদর্শনাবলীসহ যুক্তিও শিখিয়েছিলেন এবং এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়েছিল কোন্টা সত্য ও কোন্টা মিথ্যা।

৯৫। 'আনফুসাকুম' (তোমাদের কু-প্রবৃত্তি) অর্থ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের খারাপ কামনা-বাসনা। 'নফ্স' আন্ফুসের এক বচন। এর অর্থ কামনা-বাসনা, কু-প্রবত্তি। বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন অনুতাপ-অনুশোচনার মাধ্যমে নিজেদের কু-প্রবৃত্তিকে মন থেকে দূর করে দেয়। বাইবেলের বক্তব্য হলো, তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাইকে হত্যা করবে, প্রত্যেক মিত্র তার সাথীকে মেরে ফেলবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে মেরে ফেলবে' (যাত্রা পুস্তক- ৩২ঃ২৭)। কুরআন এই বক্তব্য মোটেই সমর্থন করে না। কুরআনে দেখা যায়, তাদের মাফ করে দেয়া হয়েছিল (৪ঃ১৫৪)। এমন কি তাদের নেতা সামিরীকে পর্যন্ত হত্যা করা হয়নি (২০ঃ৯৮)।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। আর (স্মরণ কর) তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে[ক] না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কোনভাবেই বিশ্বাস করবো না। তখন বজ্র তোমাদের আঘাত হানলো। আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এরপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর (মত [৯৬] অবস্থার) পর তোমাদের [খ] উত্থান ঘটালাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর আমরা তোমাদের ওপর মেঘের[৯৭] ছায়া দিলাম। আর [গ] আমরা তোমাদের জন্য 'মান্না'[৯৮] ও 'সাল্ওয়া'[৯৯] অবতীর্ণ করলাম (এবং বল্লাম), ' আমরা যেসব পবিত্র[ঘ] রিয্ক তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও।' আর তারা আমাদের ওপর যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের ওপরই যুলুম করেছিল।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ

৫৯। আর (স্মরণ কর) [ঙ] আমরা যখন বলেছিলাম, 'এ শহরে[১০০] প্রবেশ কর এবং এ (শহরে) যেখান থেকে চাও

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২৫৪; খ. ২ঃ২৬০; ৬ঃ১২৩; গ. ৭ঃ১৬১; ঘ. ৭ঃ১৬১; ঙ. ৭ঃ১৬২।

৯৬। এ আয়াত সম্ভবত এটা বুঝাচ্ছে, বনী ইসরাঈল অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ ভাষায় উদ্ধত ও যুক্তিহীন দাবী উত্থাপন করার কারণে তাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, তাদের শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি। এ অর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহর এ কথা দ্বারাও সাব্যস্ত হয়, যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'এরপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর (মত অবস্থার) পর তোমাদের উত্থান ঘটালাম' অর্থাৎ তোমরা হারানো ঈমান ও মর্যাদা ফিরে পেলে। 'মাওত' শব্দের অর্থ বর্ধনশীলতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া (৫৭ঃ১৮), অনুভূতি শক্তির লোপ (১৯ঃ২৪). যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিলুপ্তি (৬ঃ১২৩), এমন তীব্র শোক যা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে (১৪ঃ১৮), শারীরিক মৃত্যু (লেইন)।

৯৭। যাত্রাপুস্তক ৪০ঃ৩৪-৩৮ দেখুন।

৯৮। 'মান্নু' অর্থ অনুগ্রহ বা দান, বিনা শ্রমে যা পাওয়া যায়, মধু বা শিশির (আকরাব)। মহানবী (সাঃ) এর একটি হাদীসেও 'মান্নার' উল্লেখ আছে। মাটির নীচে জন্মায় এরূপ ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদও মান্নার অন্তর্গত (বুখারী)। লেইনের অভিধানে 'তুরাঞ্জাবীন্' শব্দটির অর্থ দেখুন।

৯৯। 'সাল্ওয়া' ঃ (১) তিতিরের মত সাদা ধরনের পাখী, যা আরব দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি দেশগুলোতেও দেখা যায়, (২) এমন যে কোন বস্তু যা মানুষের মনকে প্রশান্তি ও সন্তোষে ভরে দেয়, (৩) মধু (আকরাব)। মান্না ও সাল্ওয়া পাঠাবার কথা কুরআনে তিনটি স্থানে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে, ৭ঃ১৬১ এবং ২০ঃ৮১ আয়াতে। এ তিন স্থানেই মান্না-সাল্ওয়া অবতরণের উল্লেখের পরে পরেই বলা হয়েছে, আমরা যে সব ভাল জিনিস তোমাদের রিয্করূপে দিয়েছি তা খাও-এর দ্বারা বুঝা যায়, সিনাই উপত্যকায় ইস্রাঈলীদেরকে যে খাদ্য খেতে দেয়া হয়েছিল তা স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু ও রুচিসম্মত ছিল। সেই খাদ্যে বিভিন্ন বস্তু ছিল, যার মধ্যে মান্না ও সালওয়া ছিল প্রধান (যাত্রাপুস্তক ১৬ঃ১৩-১৫ দেখুন)।

১০০। এখানে 'কারিয়াতা' বলতে নির্দিষ্ট কোন শহরকে বুঝায়নি, বরং সিনাই থেকে কেনান যাত্রা পথে নিকটবর্তী কোন জনপদকে বুঝিয়েছে। যেহেতু বনী ইসরাঈল বহুদিন শহরে বসবাসের অভ্যাসবশত শহুরে জীবনের প্রত্যাশায় ছিল এবং তাদের ক্রয়-ক্ষমতা ছিল, সেহেতু তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন পাশের গ্রামে গিয়ে সামাজিক জীবনের সাথে মরু-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে এবং স্বাধীনভাবে মুক্ত মনে যেখানে ইচ্ছা খাওয়া-দাওয়া করতে শিখে। মরু-জীবনে যেখানে ব্যক্তি মালিকানা নেই, সেখানে জীবন-পদ্ধতি এ ধরনেরই। কিন্তু এ পরিবর্তন যেহেতু তাদেরকে ভিন্ন জাতীয় লোকের সংস্পর্শে নিয়ে আসবে এবং তাদের নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সেহেতু তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল তারা যেন আল্লাহ্‌র অনুগত থাকে।

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٩﴾

তৃপ্তির সাথে খাও। আর এর (সদর) দুয়ারে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে প্রবেশ কর এবং বল, (হে আল্লাহ্!) 'আমাদের পাপের বোঝা হালকা কর', (তাহলে) আমরা তোমাদের পাপ তোমাদের ক্ষমা করে দিব। আর আমরা সৎকর্মপরায়ণদের অবশ্যই আরো বেশি দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

৬০। কিন্তু যালেমদের যে কথা বলা হয়েছিল তারা তা অন্য কথায় [ক]বদলে দিল। অতএব যারা যুলুম করেছিল আমরা তাদের ওপর তাদের অবাধ্যতার দরুন আকাশ থেকে আযাব অবতীর্ণ করলাম।

৬ [১৩] ৬

وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আর (স্মরণ কর) [খ]মূসা যখন তার জাতির জন্য পানি চাইলো তখন আমরা বল্লাম, 'তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত কর।' তখন এ থেকে বারটি[১০১] ঝরণা উৎসারিত হলো (আর) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল। (তাদের বলা হলো) 'তোমরা আল্লাহ্‌র (দেয়া) রিয্ক থেকে খাও এবং পান কর এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হয়ে দেশে অশান্তি ছড়িও না।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৬৩ খ. ৭ঃ১৬১।

১০১। যদিও এখন ঝরণাগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই কিন্তু তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কেননা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি কোন্ স্থানটি দিয়ে মূসা (আঃ) এ যাত্রা করেছিলেন। তাছাড়া সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায়, ধীরে ধীরে ঝরণা ধারার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বর্ণিত ঘটনা হাজার হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল। এও জানা কথা, সময় সময় ঝরণা হঠাৎ করে প্রবাহিত হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি শুকিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে শুকিয়ে ঝরণার চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে থাকে না। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বারটি ঝরণা এখানে প্রবাহিত ছিল। 'পাহাড়টি আরব দেশের সীমানাতেই অবস্থিত এবং তাঁর (মুহাম্মদ-সাঃ) দেশবাসীরা তা দেখেছেন যদিও তিনি স্বয়ং হয়তো দেখেনি। তবে তাঁর দেখার সম্ভাবনাই বেশি। মোট কথা বাস্তবে তাঁর কথা সঠিক বলেই মনে হয়। কেননা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এক ব্যক্তি ঐ অঞ্চল ভ্রমণ করে বলেছিলেন। তিনি স্বয়ং একটি বিরাট পাথর থেকে ১২টি স্রোতধারা নির্গত হতে দেখেছিলেন। ইস্‌রাঈলের ১২টি গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে এ সংখ্যার মিল আছে' (আল্ কোরান, সেইল অনূদিত, পৃষ্ঠা-৮)। হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা বারটি ঝরণাও প্রবাহিত করেছিলেন। কারণ একটি ঝরণা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারতো না। কেননা তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। বাইবেলের মতে তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ (গণনা পুস্তক- ১ঃ১৪৬)।

সেই সময়ে প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটানোর মাধ্যমে মূসার মু'জিযাটা প্রকাশিত হয়নি। বরং তাঁর মু'জিযা বা অলৌকিকতা এ কথার মাঝেই নিহিত, আল্লাহ্ তাআলা সেই নির্দিষ্ট স্থানটি তাঁর কাছে প্রকাশ করে লাঠি দ্বারা আঘাত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যেখানে পানি প্রবাহিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভূ-তাত্ত্বিকদের কাছে একথা সুবিদিত যে সময় সময় পাহাড়ের বা পাথরের সামান্য নিচেই পানির ঝরণা প্রবাহিত থাকে এবং ভারি বস্তু বা চোখা বস্তু দিয়ে আঘাত করা মাত্র পানি সজোরে নির্গত হতে থাকে।

'ইয্‌রিব বি আসাকাল হাজার' বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে 'তাড়াতাড়ি তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে পাথরটার নিকট যাও'। 'আসা' রূপক অর্থে সম্প্রদায়কে বুঝায়, 'ইয্‌রিব' রূপকভাবে 'তাড়াতাড়ি যাও' বুঝায়। আরবীতে বলা হয়, 'যারাবাল আরযা' অথবা 'যারাবা ফিল আরযে' যার অর্থ সে তাড়াতাড়ি দেশে দৌড়ালো (লেইন)।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ
وَٰحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنۢبِتُ الْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَ
فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ
وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ
الْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ
وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ
بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ ع

৬২। আর (স্মরণ কর) তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাবারে আদৌ ধৈর্য ধরতে পারবো না। তাই তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর, যেন জমি যেসব (ফসল) উৎপন্ন করে তা থেকে তিনি আমাদের জন্য এর কিছু শাক্-সব্জী, শশা, গম, ডাল এবং পিঁয়াজ উৎপন্ন করেন।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি উত্তম বস্তুকে তুচ্ছ বস্তুর সাথে বদলাতে চাও? তোমরা যে কোন শহরে চলে যাও। তোমরা যা চেয়েছ[১০২] তা সেখানে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে।' আর তাদের জন্য [ক]লাঞ্ছনা ও দারিদ্র অবধারিত করে দেয়া হলো। আর তারা আল্লাহ্‌র [খ]ক্রোধের শিকার হলো। কেননা তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করতো এবং অন্যায়ভাবে [গ]নবীদের হত্যা[১০৩] করতে চাইতো। (তাদের) এ (পরিণতি) তাদের অবাধ্যতা ও ক্রমাগত সীমালংঘন করার কারণে হয়েছিল।

৭ [২] ৭

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ
النَّصَٰرَىٰ وَالصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ

৬৩। [ঘ] যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবীদের[১০৪] (মাঝে) [ঙ]যারাই আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে ও

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১৩; খ. ২ঃ৯১; ৩ঃ১১৩; ৫ঃ৬১; গ. ২ঃ৮৮; ৩ঃ২২,১১৩,১৮৪; ৫ঃ৭১; ঘ. ৫ঃ৭০; ২২ঃ১৮; ঙ. ৪ঃ১৩৭; ৬ঃ৯৩।

১০২। দীর্ঘকাল যাবৎ পর-নির্ভর ও দাসত্বের জীবন-যাপন করার ফলে ইসরাঈল জাতি ভীতু ও অলস হয়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছিলেন তারা কিছুদিন মরুভূমিতে থেকে, শিকার করে ও শাক-সব্জী খেয়ে জীবন-ধারণ করুক, যাতে তাদের ভয় ও আলস্য কেটে যায় এবং তারা স্বাধীনভাবে শ্রমসাধ্য জীবন যাপনের উপযুক্ত হয়ে উঠে। এভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলে তাদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ফিলিস্তীনের শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল আল্লাহ্‌র এ ইচ্ছা বুঝতে পারল না অথবা বুঝেও মর্যাদা দিল না। তারা শহরে বসবাসের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশের শাসন ও কর্তৃত্বের যোগ্য করে তুলতে আর হতভাগ্য জাতি চাচ্ছিল গৃহকর্তা হতে। তাই তাদের বলা হলো, 'তোমরা যে কোন শহরে চলে যাও। তোমরা যা চেয়েছ তা সেখানে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে।'

১০৩। 'কতল' শব্দটির প্রাথমিক অর্থ মেরে ফেলা। এ ছাড়াও এর অর্থ মেরে ফেলার চেষ্টা বা ইচ্ছা করা, মারধর করা, অভিশাপ দেয়া, পূর্ণভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করা, কোন জিনিসের মন্দ প্রভাবকে নির্মূল করা ইত্যাদি। এখানে তারা সত্যি সত্যি নবীগণকে মেরে ফেলেছিল, 'ইয়াক্তুলুনান্নাবীঈনা' দ্বারা এ কথা বুঝায় না। কেননা মূসা (আঃ) পর্যন্ত তারা কোন নবীর জীবন নাশ করেছিল বলে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)ই ছিলেন তাদের মাঝে আগত প্রথম জাতীয় পর্যায়ের নবী। মূসা ও হারূন (আঃ) এর ক্ষেত্রেই এ বাক্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু তারা এ দুই নবীকে হত্যা করেনি। তবে হ্যাঁ, তারা তাদেরকে সময়ে সময়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল (যাত্রাপুস্তক-১৭ঃ৪)। অতএব এ আয়াতের 'কতল' শব্দটি সত্যি সত্যই হত্যা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা নবীগণের তীব্র ও প্রাণঘাতি বিরোধিতা করেছিল এবং পারলে হত্যা করে ফেলতো (৩ঃ২২ এবং ৪০ঃ২৯ দেখুন)।

১০৪। 'সাবী' তাকে বলা হয়, যে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নূতন ধর্ম অবলম্বন করে। আরব দেশের ও পাশের দেশগুলোর কোন কোন অংশে এমন কয়েকটি ধর্মীয় গোত্র বসবাস করতো, যাদেরকে 'সাবিয়ূন' বলা হতো। তারা ছিল: (১) মেসোপটেমিয়াতে বসবাসকারী তারকা-পূজারী গোষ্ঠী (গিবনের 'রোমান ইম্পায়ার' 'মুরূজুদ্ দাহাব' এবং এনসাইক্লো রিল-এথিক্স ৮ম এর ম্যান্ডিয়ান্স), (২) ইরাক ভূখণ্ডের মসূলে বসবাসকারী এক জাতি, যারা এক খোদায় বিশ্বাসী ছিল, নবীগণকেও মানতো। কিন্তু তাদের কোন ধর্মপুস্তক ছিল না। তারা দাবী করতো, তারা হযরত নূহ (আঃ)এর ধর্মাবলম্বী (জরীর ও কাসীর)। তবে উপরোক্ত লোকদের সাথে বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীদের মতানুযায়ী 'ইয়ামেনবাসী সাবীদের' কোন সম্পর্ক নেই।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۳﴾

সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার (নির্ধারিত)রয়েছে। [ক]আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন [খ]তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং [গ]তূর পর্বতকে[১০৫] তোমাদের ওপর উঁচু করেছিলাম (আর বলেছিলাম),'আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ রাখ যেন তোমরা (ধ্বংস হওয়া থেকে) রক্ষা পেতে পার।'

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫। এরপরও তোমরা (হেদায়াত থেকে) ফিরে গেলে। অতএব তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা[১০৬] না হতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত বলে গণ্য হতে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৩,২৭৮; ৬ঃ৪৯; ১০ঃ৬৩ ;খ. ২ঃ৮৪,৯৪; ৪ঃ১৫৫; গ. ৭ঃ১৭২।

আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই যে পরিত্রাণের জন্য তা যথেষ্ট হবে এ আয়াতের তাৎপর্য তা নয়। ভুলবশত কিছু লোক এরূপ মনে করে থাকেন। কুরআন অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করে, রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বাস আনা একান্ত অপরিহার্য (৪ঃ১৫১-১৫২; ৬ঃ৯৩)। মহানবীর (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বাস আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক বিশ্বাসের একটি অঙ্গ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে ওহী-ইলহামে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত (৪ঃ১৫১, ১৫২; ৬ঃ৯৩)। অন্য জায়গায় দেখা যায় কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য (৩ঃ২০, ৮৬)। এ আয়াত আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসের মধ্যেই রসূলে পাক (সাঃ)এর প্রতি বিশ্বাস ও ওহী-ইলহামের প্রতি বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। কাজেই শেষোক্ত বিশ্বাস দু'টি পরিহারযোগ্য নয়। মোট কথা চারটি ব্যাপারেই অবিভাজ্য বিশ্বাস রাখা পুরোমাত্রায় প্রয়োজন। আসল কথা ইহুদীরা দাবী করে তারাই আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত জাতি এবং কেবল মাত্র তারাই আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণযোগ্য, অন্যেরা পরিত্রাণযোগ্য নয়। তাদের এ ভুল বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য হলো, বাহ্যিকভাবে ইহুদী, খৃষ্টান, সাবী, এমনকি মুসলমানই হোক না কেন যদি বিশ্বাসটা কেবল ব্যক্তির মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা কোন কাজে আসেনা। বিশ্বাসে যদি কোন চালিকা-শক্তি ও কর্মপ্রেরণা না থাকে তাহলে তা জীবন্ত নয় বরং মৃত। এ আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং ইসলামের সত্যতা যাচাই করার মাপকাঠি রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো ইসলাম নিশ্চয়ই বিজয়ী ও প্রবল হবে। কেননা এটা সত্য ধর্ম। মাপকাঠি হলো, ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়েছিল এমনি এক সময়ে যখন ইসলাম প্রবল বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় আপন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এ আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য এ হতে পারে, যারা নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবী করে তারা ইহুদী, খৃষ্টান, সাবী বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন যদি আল্লাহ্ ও আখেরাতে তাদের অটল ও অকপট বিশ্বাস থাকে এবং সত্য ধর্মের সার-বস্তু সৎকর্মশীলতাকে জীবনে অবলম্বন করে তাহলে পরিণামে তাদের কোনও ভয়ের কারণ নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

[এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে:) বলেন, মানুষ যে ধর্মেরই হোক," যদি তারা নবাগত ধর্মের আলো চিনতে সাত্যি সত্যিই অপারগ হয় এবং সততার সাথে ও সঠিকভাবে তাদের পূব- পুরুষদের ধর্মের মূল্যবোধকে পালন করে তাহলে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় নেই আর তারা নাযাত (অর্থাৎ মুক্তি) পাওয়া থেকেও বঞ্চিত থাকবে না" (Islam's response to Contemporary Issus, Page 25)]

১০৫। ইস্‌রাঈলীদের মাথার উপরে সিনাই পর্বতকে উঠিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছিল 'ওয়া রাফা'না ফাওকাকুমুত্তূরা' বাক্য দ্বারা এটা বুঝায় না। এর অর্থ হলো যখন ইসরাঈলীদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হচ্ছিল তখন তারা সিনাই পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাক্যটি এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে যে ইস্‌রাঈল জাতি যখন সিনাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করছিল তখন ভূমিকম্প পাহাড়টিকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করেছিল (যাত্রাপুস্তক-১৯ঃ২)। এরূপ ক্ষেত্রে মনে হয় পর্বত চূড়া যেন নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মাথার উপর ঝুলছে।

১০৬। 'রহমত' (দয়া, কৃপা), ফযল (অনুগ্রহ) প্রায় সমার্থক শব্দ। তবে তুলনামূলক পার্থক্য এতটুকু যে 'রহমত' আল্লাহ্ তাআলার সে সব কাজের সাথে সাধারণত সম্পর্কিত যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িত।

৬৬। আর তোমাদের মাঝে যারা 'সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করেছিল নিশ্চয় তাদের তোমরা জান। অতএব আমরা তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত [ক]বানর[১০৭] হয়ে যাও।'

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব আমরা (সাবাতের অসম্মান করার) এ (ঘটনাকে) সমসাময়িক লোকদের এবং এ (ঘটনা) পরবর্তীকালের লোকদের জন্য এক শিক্ষনীয় [খ]দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ (সাব্যস্ত) করেছিলাম।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের এক (বিশেষ ধরনের) গাভী জবাই করার আদেশ দিচ্ছেন। তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছ?' সে বললো, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।'

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তারা বল্লো, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর, সেটি কেমন তা যেন তিনি সুস্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেন। সে বললো, "তিনি বলেছেন, 'এ এমন এক গাভী, যা বৃদ্ধাও নয় এবং অল্প-বয়স্কাও নয় (বরং) এর মাঝামাঝি পূর্ণযৌবনা।' অতএব তোমাদের যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তা পালন কর।"

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। তারা বল্লো, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর যেন তিনি আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এর রং কী।' সে বল্লো, 'তিনি বলছেন, নিশ্চয় এ একটি হলুদ রঙের গাভী, যার রং উজ্জ্বল গাঢ় (এবং) যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। তারা বল্লো, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর যেন তিনি আমাদের (আরো) সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এটি কী ধরনের (গাভী)। আমাদের কাছেতো সব গাভী একই রকম মনে হয়। আর আল্লাহ্ চাইলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৬১; ৭ঃ১৬৭ ; খ. ৫ঃ৩৯।

১০৭। 'বানর' শব্দটি এখানে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মর্ম হলো ইসরাঈলীরা স্বভাব-চরিত্রে বানরের মত ঘৃণ্য ও নীচ হয়ে পড়েছিল। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে তারা বানর হয়ে যায়নি বা তারা সত্যি সত্যি বানরে পরিণত হয়ে যায় নি, কেবল তাদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল (মুজাহিদ)। 'আল্লাহ্ এখানে আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করেছেন' (কাসীর)। কুরআনে যদি আক্ষরিক অর্থেই 'বানর' শব্দ ব্যবহৃত হতো তাহলে এর সাথে 'খাসিয়াহ্' বিশেষণ বসতো। কেননা 'খাসিয়ীন' শব্দটি কেবল যুল-উকূল অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বিচারক্ষম প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে এ শব্দটি ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, বানর যেমন ঘৃণ্য ও অবহেলিত প্রাণী, তেমনি ইহুদীরা চিরকাল অবজ্ঞা ও ঘৃণিত অবস্থায় পৃথিবীতে বসবাস করবে। শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ সম্পদে তারা যতই ধনী হোক না কেন, তারা পৃথিবীতে কোন স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান লাভ করতে পারবে না। 'খাসিয়ীন' শব্দটির ধাতুগত অর্থ লাঞ্ছিত, অপমানিত হওয়া।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوۡلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوۡلٌ تُثِيۡرُ الۡاَرۡضَ وَلَا تَسۡقِى الۡحَرۡثَ‌ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيۡهَا‌ ؕ قَالُوا الۡـٴٰـنَ جِئۡتَ بِالۡحَـقِّ‌ ؕ فَذَبَحُوۡهَا وَمَا كَادُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ‎﴿۷۲﴾‏

৭২। সে বললো, নিশ্চয় তিনি বলছেন, 'অবশ্যই এ এমন এক গাভী যা [ক]জমি চাষ করতে হালে জোতা হয়নি এবং ক্ষেতে পানি সেচের কাজও করে না। এটি (হবে) সুস্থ-নিখুঁত যাতে কোন দাগ নেই।' তারা বল্লো, 'এতক্ষণে তুমি প্রকৃত বিষয় তুলে ধরেছ।' তখন তারা একে জবাই করলো যদিও তারা এরূপ[১০৮] করতে প্রস্তুত ছিল না।

৮ [১০] ৮

وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا ‌ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ‌ ‌ۚ‏ ﴿۷۳﴾‏

৭৩। আর (স্মরণ কর সেই সময়কে) তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে[১০৯] হত্যা[১০৯ক] (করার দাবী) করেছিলে। এরপর তোমরা সে সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করেছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন[১০৯খ] করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করেই ছাড়ছেন।

فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا ‌ؕ

৭৪। অতএব আমরা বল্লাম,'এ ঘটনাকে এর অনুরূপ অপরাপর (ঘটনার সাথে) মিলিয়ে[১১০] দেখ।'

দেখুন ঃ ক. ৬৭ঃ১৬ ।

১০৮। ইসরাঈলীরা মিশরবাসীদের সাথে সুদীর্ঘকাল বসবাস করেছিল। মিশরীয়রা গাভীকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। তাই ইসরাঈলীদের মনেও গাভীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মেছিল। তাই তারা যখন উপাসনার জন্য আরাধ্য-দেবতা বানালো তখন তারা সেটিকে বাছুরের রূপ দান করলো (কুরআন-২ঃ৫২, যাত্রাপুস্তক-৩২ঃ৪)। গাভীর প্রতি তাদের ভক্তি-ভালবাসা থেকে তাদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বার বার আদেশ দেয়া হলো তারা যেন গাভী কুরবানী করে (গণনা পুস্তক-১৯ঃ১-৯; লেবীয় পুস্তক-৪ঃ১-২১; ১৬ঃ৩-১১)। মনে হয় তাদের একটি নির্দিষ্ট গাভী ছিল, যা তাদের পোষা ও প্রিয় ছিল। তাদের মনে আশঙ্কা ছিল, ঐ গাভীটিকেই হয়ত উৎসর্গ করার আদেশ দেয়া হচ্ছে। তাই বারবার গাভীর বর্ণনা দেয়ার পর তারা হযরত মূসা (আঃ)কে আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়ার অনুরোধ করেছিল। তাদের প্রশ্নাবলীর ফলে কতগুলো নূতন বর্ণনা সংযোজিত হয় এবং গাভীটি চিহ্নিত হয়ে যায়।

১০৯। 'নাফসান' অনির্দিষ্ট আকারে 'নাকিরা' হিসাবে ব্যবহৃত হলে আরবী ভাষা অনুযায়ী অতি উচ্চস্তরের ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে (মুতাওওয়াল)। পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের কয়েকটি কুকর্ম ও অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে তাদের হীনতম অপরাধের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারা ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল এবং এভাবে বাইবেলের নিয়মানুসারে তাঁকে মিথ্যা নবী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ঃ২৩)। এ হীনতম প্রচেষ্টায় তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঈসা (আঃ)কে জীবিত অবস্থায় ক্রুশ হতে নামানো হয়। কিন্তু তিনি বেহুশ হয়ে মৃতবৎ হয়ে গিয়েছিলেন। ঈসা (আঃ) যে ক্রুশে মরেন নি এবং তাঁকে যে মৃতবৎ জীবিতাবস্থাতেই ক্রুশ হতে নামানো হয়েছিল এর ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ২০০০ নং টীকায় দেখুন।

১০৯-ক। 'কাতালতুম' মানে, তোমরা মারতে চেয়েছিলে বা মারতে চেষ্টা করেছিলে বা মনস্থির করেছিলে, মেরেছ বলে দাবী করেছিলে (৪০ঃ২৯) অথবা তোমরা তাকে মৃতবৎ করেছিলে বা প্রায় মেরে ফেলেছিলে। 'কাতালাহু' বলতে এও বুঝায়, সে তাকে শারীরিকভাবে বা নৈতিকভাবে মৃতবৎ করেছিল (লেইন)। হযরত উমরের (রাঃ) প্রসিদ্ধ বাক্য 'উক্তুলু সা'দান' এর অর্থ ধরা হয়েছে 'সাদ'কে মৃতের মত করে দাও'।

১০৯-খ। এ বাক্যাংশটির তাৎপর্য হলো, এক সময় আসবে যখন ঈসা (আঃ)এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার রহস্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত হবে এবং এ ঘটনার ওপর থেকে দীর্ঘদিনের আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাবে।

১১০। 'যার্ব' অর্থ এক বস্তুর মাধ্যমে অনুরূপ বস্তুর দৃষ্টান্ত দেয়া (লেইন)। 'যারাবা' ক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কাল (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ) রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যথা ১৩ঃ১৮, ১৬ঃ৭৫ এবং ৪৩ঃ৫৮ তে। প্রত্যেকটি স্থানে এর অর্থ করা হয়েছে 'তুলনা'। অতএব 'ইয্‌রিবূহু বিবা'যিহা'র অর্থ এরূপও হতে পারে, ঈসা (আঃ)কে ক্রুশ হতে যেরূপ মৃতবৎ অবস্থায় নামানো হয়েছিল, সেই অবস্থাকে ঐসব লোকের অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখ, যারা মৃত না হওয়া সত্ত্বেও যাদেরকে মৃত মনে করা হয়ে থাকে। তাহলেই তোমরা ঈসা (আঃ) এর কল্পিত মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যে উপনীত হতে পারবে।

[ক]এভাবেই আল্লাহ মৃতকে[১১০ক] জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখান যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٤

৭৫। এরপর [খ]তোমাদের হৃদয় কঠিন[১১১] হয়ে গেল, যেন তা পাথরের মত কিংবা এর চেয়েও কঠিন (হয়ে গেল)। অথচ (পাথরের মাঝে) নিশ্চয় এমন ধরনের (পাথরও) আছে যা ফেটে গিয়ে তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে। আর এদের মাঝে নিশ্চয় কিছু এমন (হৃদয়ও) আছে যা আল্লাহর ভয়ে নত হয়ে পড়ে। আর তোমরা যা-ই কর[১১২] আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٥

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৮০ ; খ. ৫ঃ১৪; ৬ঃ৪৪; ৫৭ঃ১৭।

১১০-ক। বাক্যাংশটির অর্থ এ হতে পারে, এরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আঃ)কে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে নবজীবন দান করলেন। 'মাওতা' শব্দ 'মাইয়েৎ' এর বহুবচন। মাইয়েৎ অর্থ মৃতপ্রায়, মৃতের মত, মৃতবৎ (লেইন)। এখানে 'মাওতা' শব্দটিকে এ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। **কেননা কুরআনের বর্ণনানুসারে সত্যিকার মৃতরা পৃথিবীতে পুনর্জ্জীবিত হয় না (২১ঃ৯৬, ২৩ঃ১০১)**। আয়াতটির অনুবাদ এভাবেও করা যেতে পারে– 'তখন আমরা বল্লাম, তাকে (হত্যাকারীকে) তার অপরাধের অংশ বিশেষের জন্য আঘাত কর। 'এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখান যেন তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাও'। এ অনুবাদের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী আয়াতসহ বিষয়টি এরূপ দাঁড়াবেঃ মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে ইহুদীদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করে পারস্পরিক সৎ প্রতিবেশী-সুলভ পরিবেশে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ইসলামের ক্রমোন্নতি ও কৃতকার্যতা ধীরে ধীরে ইহুদীদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠলো। তাদের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে ইহুদী নেতা কাব-বিন-আশ্রাফ অগ্রবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ক্ষেপিয়ে তুললো। বদরের যুদ্ধের অল্পদিন পরেই একজন মুসলমান মহিলা এক ইহুদীর দোকানে কিছু কেনা-কাটার জন্য গেলে দোকানদার তার সঙ্গে অপমানসূচক ব্যবহার করে। নিরীহ ভদ্র মহিলা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকলে নিকটবর্তী স্থান থেকে একজন মুসলমান তার সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসে। ধ্বস্তা-ধ্বস্তির মাঝে দোকানদারের মৃত্যু হলে ইহুদীরা সদলবলে ছুটে এসে ঐ মুসলমানকেও মেরে ফেলে। ঘটনার তদন্ত শুরু হলে দুষ্কৃতকারীদের কেউই দোষ স্বীকার করলোনা, একে-অন্যের দোষ ঢেকে রাখলো। কেউ কেউ অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টাও চালালো। এ হত্যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও তেমন কিছু হতো না। কিন্তু ইহুদীদের দুষ্কর্ম ও দুর্ব্যবহার দিন দিন বাড়তে লাগলো। মুসলমানদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার এবং উস্কানীমূলক আচরণ ইহুদীদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হলো। তারা সর্বদাই গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টায় রত থাকতো (হিশাম)। এসব ষড়যন্ত্র ও গণ্ডগোল পাকাবার মূল হোতা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রধান শত্রু কাব্-বিন-আশ্রাফ। সে মক্কাতে গিয়ে আপন বাগ্মিতা দ্বারা মক্কার নেতৃবৃন্দকেও এত উত্তেজিত করলো যার কারণে বদর-যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরায়শরা কা'বা গৃহের আবরণ বা গিলাফ ধরে প্রতিজ্ঞা করলো, ইসলাম ধর্ম ও এর প্রবর্তককে ধ্বংস না করে তারা শান্তিতে ঘুমাবে না। কাব্ মহানবীর (সাঃ) পরিবারের মহিলাগণের নামে দুর্নাম রটনা করে ঘৃণ্য পন্থায় বহু কবিতা প্রচারের ব্যবস্থা করলো। তাই বার বার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কৃতির জন্য এবং সর্বোপরি একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার শাস্তি-হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। এ শাস্তি হলো আংশিক শাস্তি, অবশিষ্ট শাস্তি পরকালের জন্য রইলোই। 'কাতালতুম' ক্রিয়া পদটি বহুবচনে ব্যবহার করে কুরআন মদীনার সকল ইহুদী গোষ্ঠীকেই সেই হত্যার জন্য দায়ী করেছে। তবে মৃত্যুদণ্ড দিবার সময় কেবল মাত্র দুষ্ট দলপতিকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এখানে 'ইয্‌রিবূহু'র 'হু' সর্বনামটি কাব্‌কে নির্দেশ করেছে। আয়াতটির অর্থ উপরোক্তভাবে ধরা হলে, 'এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন' বাক্যের তাৎপর্য দাঁড়ায়, প্রতিশোধ গ্রহণ হচ্ছে মৃতকে জীবন দানের কার্যকরী ব্যবস্থা। কারণ এরই মাধ্যমে সম্ভাব্য হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ড হতে প্রতিরোধ ও বিরত করা যেতে পারে। প্রতিশোধ গ্রহণ মৃতকে জীবন-দানের কার্যকরী পন্থা, এ কথা কুরআনে ২ঃ১৮০ আয়াতেও বলা হয়েছে। জাহেলিয়তের যুগে আরবেরা, যে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি তাকেই নিহত বা মৃত মনে করতো এবং যে নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ পুরোপুরিভাবে নেয়া হয়েছে তাকে জীবিত জ্ঞান করতো। হারিস-বিন হিজ্‌লা নামক প্রসিদ্ধ কবি বলেন, 'ইন নাবাশ্‌তুম মা বায়না মাল্‌হাতা ওয়াল্ সাকীব, ফিহাল আম্‌ওমাতু ওয়াস্ আহ্‌ইয়ায়ূ" অর্থাৎ তোমরা যদি মাল্‌হা ও সাকীবের মধ্যবর্তী স্থানের কবরগুলো খুঁড়ে বের কর তাহলে সেখানে তোমরা মৃতকেও দেখতে পাবে, জীবিতকেও দেখতে পাবে। এখানে জীবিত বলতে সেইসব নিহত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে যাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১১ ও ১১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৭৬। অতএব তোমরা কি (এ) আশা পোষণ কর, তারা তোমাদের (কথা) বিশ্বাস করবে, অথচ তাদের মাঝে একদল এমনও আছে, যারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনার এবং তা ভালভাবে বুঝবার পরও একে জেনেশুনে [ক]বিকৃত করে দেয়?

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। আর [খ]তারা যখন মু'মিনদের সাথে দেখা করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর তারা যখন পরস্পর একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তোমরা কি তা তাদের বলে দাও যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়'? তোমরা কি তবে বিবেকবুদ্ধি[১১৩] খাটাবে না?'

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তারা কি জানে না, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে নিশ্চয় [গ]আল্লাহ্ তা জানেন?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর তাদের মাঝে এমন অজ্ঞও[১১৩ক] আছে যারা মিথ্যা কল্পকাহিনী ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা কেবল অনুমান করে থাকে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৭৯; ৪ঃ৪৭; ৫ঃ১৪, ৪২, খ. ২ঃ১৫; ৩ঃ১২৫; ৫ঃ৬২, গ. ১১ঃ৬; ৩৫ঃ৩৯।

১১১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করার পরে মদীনার ইহুদীদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলো। তাদের হৃদয় দিন দিন পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে উঠলো। এ আয়াত এতদূর পর্যন্ত বলছে, প্রাণহীন পাথরও কিছু না কিছু উপকারে আসে। কিন্তু ইহুদীরা এতই দুরাচারী হয়ে উঠলো যে স্বেচ্ছায় কোনও সৎকর্ম করাতো দূরের কথা, ভুলেও তারা কখনো কোন ভাল কাজ করতো না। তারা পাথরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে গেল, কেননা পাথরের নিচ থেকেও পানি বের হয় যা মানুষের কাজে লাগে।

১১২। 'যেন পাথরের মত কিংবা এর চেয়েও কঠিন হয়ে গেল' -এ মন্তব্য সমগ্র ইহুদী জাতির উপরে বর্তায় না। কেননা তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে। তাদের সম্বন্ধে কুরআন বলে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে মাথা নত করে। কুরআনে 'ইন্তেশারুয্ যামায়ের' এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ একই আয়াতে একই ধরনের সর্বনাম ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্যের জন্যেও এসেছে।

১১৩। ইহুদীদের মধ্যে একটি শ্রেণী এমনও ছিল যারা সর্বদাই কপট আচরণ করতো। যখন তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হতো তখন পার্থিব স্বার্থে তারা মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলতো, তাদের ধর্মগ্রন্থেও মহানবী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কিন্তু যখন তারা নিজেদের জাতির সঙ্গে মিলিত হতো তখন জাতির অন্যান্যরা তাদেরকে দোষারোপ করে বলতো, আমাদের জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়সমূহ তোমরা কেন মুসলমানদেরকে জানাতে গেছ? অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে তাদের ধর্মগ্রন্থে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়াতে তাদের অন্যায় হয়েছে।

১১৩-ক। 'উম্মিইউন' তাদেরকে বলা হয় যারা কোন ঐশী-গ্রন্থ অনুসরণ করে না। শব্দটি 'উম্মি' শব্দের বহুবচন। 'উম্মি' মানে যে লেখাপড়া জানে না।

৮০। অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে। এরপর এর বিনিময়ে [ক]তুচ্ছমূল্য পাওয়ার জন্য তারা বলে, 'এ (কিতাবও) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে'। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে এর দরুন তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন[১১৪] করে এর দরুনও তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। আর তারা বলে, 'মাত্র কয়েক দিন[১১৫] ছাড়া [খ]আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না।' তুমি বল, '[গ]তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (এমন) কোন অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছ? (এমনটি) হলে আল্লাহ্ কখনো তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না, অথবা তোমরা কি আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করছ যা তোমরা জান না?'

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

৮২। আসলে যে-ই পাপ করে এবং তার দোষত্রুটি তাকে ঘিরে ফেলে তারাই হলো আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৯ [১১] ৯

৮৩। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে এরাই হলো জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে এ মর্মে) দৃঢ় [ঘ]অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, আত্মীয়স্বজন ও এতীম এবং গরীবদের সাথেও (সদয় ব্যবহার করবে), লোকদের সাথে সুন্দর ও উত্তম কথা বলবে এবং [ঙ]নামায কায়েম করবে ও যাকাত[১১৬] দিবে।'

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৭৫; ৩ঃ২০০; খ. ৩ঃ২৫; গ. ৪ঃ১৫৫; ৫ঃ১৩; ঘ. ২ঃ৪৪, ১১১; ৪ঃ৭৮; ঙ. ৬ঃ৭৩, ২২ঃ৭৯; ২৪ঃ৫৭; ৩০ঃ৩২।

১১৪। ইহুদীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা পুস্তক বা পুস্তিকা রচনা করে নিজেদের কথাগুলোকে আল্লাহ্‌র কথা বলে চালিয়ে দিত। এ ধৃষ্টতাপূর্ণ কু-অভ্যাস ইহুদীদের মাঝে বেশ প্রচলিত ছিল। ফলশ্রুতিতে বাইবেলের বিধান-পুস্তকগুলোর পাশাপাশি অনেক পুস্তক যুক্ত হয়ে যায়, যেগুলোকে ইহুদীরা ঐশী পুস্তক মনে করে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে কোন্‌টি আসল অবতীর্ণ গ্রন্থ আর কোন্‌টি নয়, তা নির্ণয় করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১১৫। ইহুদীদের দুষ্কর্মের কিছু বিবরণ দেয়ার পরে কুরআন তাদের ঔদ্ধত্য ও পাষণ্ডতার মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছে। কুরআন বলছে, ইহুদীদের এ গর্হিত কাজের জন্য তাদের এ ভুল ধারণাই দায়ী যে তারা শাস্তি থেকে মুক্ত (জিউস্, এন সাইক্লোপেডিয়াতে 'গেহেন্না' দেখুন), অথবা তাদেরকে অগত্যা যদি শাস্তি দেয়াই হয় তাহলেও সেই শাস্তি হবে খুব লঘু এবং স্বল্প স্থায়ী। মহানবী (সাঃ) এর সময়ে ইহুদীদের একাংশ মনে করতো তাদের শাস্তি কখনো চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত হবে না। অন্যেরা বলতো, তাদেরকে সাত দিনের বেশি সময় শাস্তি দেয়া হবে না (জরীর, ২ঃ৮১ এর ব্যাখ্যা)। 'বর্তমান ইহুদীদের প্রচলিত বিশ্বাস হলো, (তাদের) কোনও ব্যক্তি এগারো মাসের বা সর্বাধিক এক বৎসরের বেশি দোযখে থাকবে না, তারা যতই দুষ্ট প্রকৃতির হোক না কেন। তবে দাছান, এবিরাম এবং নাস্তিকেরা (ইহুদীদের মধ্য থেকে হওয়া সত্ত্বেও) চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে' (সেল)।

১১৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٤﴾

এ সত্ত্বেও তোমাদেরা অল্প সংখ্যক ছাড়া অন্য সবাই এ (অঙ্গীকার থেকে) অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন তোমাদের (কাছ থেকে এ মর্মে) দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের লোকদেরকে তাদের ঘরবাড়ী[১১৭] থেকে বের করে দিবে না,' তখন তোমরা (এ অঙ্গীকার) মেনে নিয়েছিলে এবং তোমরাই এর সাক্ষী ছিলে।

ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَّأْتُوْكُمْ أُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰٓى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এরপরও তোমরাই নিজেদের লোকদের হত্যা করে থাক এবং তোমাদের একদলকে তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দিয়ে থাক। তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছ। পক্ষান্তরে তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে তখন তোমরা তাদের মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করে থাক। অথচ তাদের বের করে দেয়াই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশে বিশ্বাস কর এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ কাজ করে তাদের জন্য ইহজীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী প্রতিফল হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে এর চেয়েও কঠোর শাস্তির দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে অনবহিত নন।[১১৮]

১১৬। এ আয়াতে কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট স্বর্গীয় চুক্তির উল্লেখ নেই। এখানে সাধারণ অঙ্গীকারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী যেন তাদের মধ্যে প্রচলিত পাপাচারগুলো পরিত্যাগ করে এবং সৎ ও পুণ্যময় জীবন অবলম্বন করে (যাত্রাপুস্তক-২০ঃ৩-৬,১২ লেবীয় পুস্তক-১৯ঃ১৭-১৮; হিতোপদেশ-৩ঃ২৭, ২৮,৩০; দ্বিতীয় বিবরণ-৬ঃ১৩; ১৪ঃ২৯)। কুরআনের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও স্বাভাবিক গুরুত্ব ও বিন্যাস অনুযায়ী শব্দগুলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

১১৭। এ আয়াতে যে চুক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা রসূলে আকরম (সাঃ) ও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই মনে হয়। এ চুক্তি দ্বারা উভয়পক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল, তারা সাধারণ শত্রুর (বহিঃশত্রুর) ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং মদীনার সর্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য সেগুলো আঁ হযরত (সাঃ) এর কাছে পেশ করবে (মূইর কর্তৃক রচিত 'মোহাম্মদের জীবনী,' মির্যা বশীর আহমদ এম, এ কর্তৃক রচিত 'সীরাত' দ্রষ্টব্য)।

১১৮। মহানবী (সাঃ) এর সময়ে মদীনাতে তিনটি ইহুদী গোত্র বসবাস করতোঃ বনু কাইনুকা, বনু নাযীর এবং বনু কুরাইযা। দু'টি পৌত্তলিক গোত্রও মদীনাতে ছিলঃ 'আউস' ও 'খাযরাজ'। ইহুদীদের দুটি গোত্র বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা আউসের পক্ষে ছিল, আর বনু নাযীর ছিল খায্রাজের পক্ষে। অতএব যখনই দুটি পৌত্তলিক গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাধতো তখন ইহুদীরাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো। এসব যুদ্ধে যদি ইহুদী বন্দী হতো তাহলে সব ইহুদী মিলে চাঁদা তুলে মুক্তি-পণ দিত। তারা অ-ইহুদীদের হাতে ইহুদী বন্দী থাকাকে অত্যন্ত গর্হিত বিষয় বলে মনে করতো। কুরআন তাদের এরূপ সামঞ্জস্যহীন আচরণের বিরোধিতা করে বলছে, তাদের ধর্ম কেবল ইহুদীকে বন্দী করার বা বন্দী হওয়ার বিষয়ই নিষেধ করে না, বরং পরস্পর যুদ্ধ ও হতাহত করাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ ইহুদীরা এ সব নিষিদ্ধ কাজগুলোতে খোলাখুলিভাবে লিপ্ত আছে। কুরআন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০ [৪] ১০

৮৭। এরাই পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবন ক্রয় করেছে। সুতরাং এদের ওপর থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং এদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর নিশ্চয় আমরা [ক]মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে [খ]রসূল পাঠিয়েছি। আর ঈসা ইবনে মরিয়মকেও আমরা [গ]সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং [ঘ]রূহুল কুদুস[১১৯] দিয়ে তাকে সাহায্য করেছি। তবে কি তোমাদের কাছে যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে আসবে যা তোমাদের মনঃপুত না হলে তোমরা অহংকার করবে এবং তোমরা তাদের একাংশকে প্রত্যাখ্যান করবে ও একাংশকে হত্যা করবে?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। আর তারা বল্লো, [ঙ]'আমাদের হৃদয় পর্দায় আবৃত।' প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের কাছে যখন এমন এক কিতাব এল যা সেই (কিতাবের বাণীর) [চ]সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে, তাছাড়া এ (কিতাবের আগমনের) পূর্বে তারা (আল্লাহ্র কাছে) বিজয়[১২০] প্রার্থনা করতো, কিন্তু (আজ) তা যখন তাদের কাছে এসে গেল তখন তারা একে (সত্য বলে) [ছ]শনাক্ত করেও তা অস্বীকার করে বসলো। সুতরাং অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত!

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫৪; খ. ৫ঃ৪৭; ৫৭ঃ২৮; গ. ২ঃ২৫৪; ৩ঃ১৮৫; ৫ঃ১১১; ৪৩ঃ৬৪; ঘ. ১৬ঃ১০৩; ;ঙ. ৪ঃ১৫৬; ৪১ঃ৬; চ. ২ঃ৪২,৯২,৯৮,১০২; ৩ঃ৮২; ৪ঃ৪৮; ৩৫ঃ৩২; ৪৬ঃ১৩; ছ. ২ঃ১৪৭।

বলে, ধর্মগ্রন্থের একাংশ পালন করা এবং অন্য অংশ বর্জন করার চেয়ে জঘন্য আর কী হতে পারে? কেননা ধর্মগ্রন্থের একাংশ পালন করার মাধ্যমে পালনকারীর পক্ষ থেকে সমগ্র ধর্মগ্রন্থকেই স্বীকৃতি প্রদান করা সাব্যস্ত করে থাকে। অতএব ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাদের গ্রন্থের অপর অংশকে প্রত্যাখ্যান করা তাদের বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক। 'ইহুদী দাস বানানো নিষিদ্ধ' এই বিধানের জন্য লেবীয় পুস্তক-২৫ঃ৩৯-৪৩, ৪৭-৪৯, ৫৪-৫৫; নহিমিয় ৫ঃ৮ দেখুন।

১১৯। 'রূহুল কুদুস' বলতে সাধারণত জিব্রাঈল ফিরিশ্তারই অন্য নাম বলে বিশ্বাস করা হয় (জরীর, কাসীর)। রূহুল কুদুস এর অপর অর্থ হলো আল্লাহ্র পবিত্র বা আশিসমন্ডিত বাণী।

১২০। এ আয়াত বলছে, ইহুদীরা পৌত্তলিক আরবদের কাছে বলে বেড়াতো, তাদের গ্রন্থগুলোতে এমন একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যিনি সারা বিশ্বের জন্য সত্য প্রচার করবেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮; ২৮ঃ১-২)। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন সেই নবী আগমন করলেন তখন যারা ঐ নবীর মধ্যে আল্লাহ্র পূর্ব-প্রদত্ত চিহ্নাবলীর প্রকাশ দেখতে পেল তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না, বরং মুখ ফিরিয়ে রাখলো। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে, আঁ হযরত (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা আল্লাহ্র কাছে সকাতরে প্রার্থনা করতো যাতে তাদের মধ্যে এমন একজন নবীর আগমন হয়, যিনি সত্য ধর্মকে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯১। তারা নিজেদেরকে যার বিনিময়ে বিক্রি করেছে তা কত মন্দ! আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা কেবল বিদ্রোহ করে এজন্য অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ্ (কেন) তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং [ক]তারা (আল্লাহ্‌র) উপর্যুপরি ক্রোধের লক্ষস্থলে পরিণত হলো। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাজনক আযাব।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩١﴾

৯২। আর [খ]তাদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা এতে ঈমান আন' তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমরা তাতেই ঈমান আনি।' আর এ ছাড়া যা (অবতীর্ণ হয়েছে) তারা তা অস্বীকার করে। অথচ এ হলো সেই সত্য, যা তাদের কাছে রয়েছে (তা) এর সত্যায়ন করছে। তুমি বল, 'তোমরা যদি মু'মিনই হতে তাহলে তোমরা এর পূর্বে আল্লাহ্‌র নবীদের [গ]কেন হত্যা করতে (চেষ্টারত) থাকতে?'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۚ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর নিশ্চয় মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। এরপরও তার অনুপস্থিতিতে তোমরা [ঘ]বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। আর (স্মরণ কর) [ঙ]আমরা যখন তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে[১২১] তোমাদের ওপর উঁচু করেছিলাম (আর বলেছিলাম),'আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা আঁকড়ে ধর এবং শুন।' তারা বল্লো,[১২১ক] 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।' আর তাদের অস্বীকারের কারণে তাদের অন্তরকে বাছুরপ্রেমে[১২২] বিভোর করে দেয়া হয়েছিল। তুমি বল, (তোমাদের দাবী অনুযায়ী) তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে (জেনে নাও) তোমাদের ঈমান যে বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেয় তা কত মন্দ!'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১৩; ৫ঃ৬১; খ. ২ঃ১৭১; গ. ৩ঃ১১৩,১৮২; ঘ. ২ঃ৫২; ৪ঃ১৫৪; ৭ঃ১৪৯,১৫৩; ২০ঃ৯৮; ঙ. ২ঃ৬৪; ৪ঃ১৫৫; ৭ঃ১৭২।

সকল মিথ্যা ধর্মের উপর বিজয় দান করবেন (হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৫০পৃঃ)। কিন্তু তাদের প্রার্থিত সেই নবী যখন সত্য সত্যই শুভাগমন করলেন এবং মিথ্যার উপরে সত্যের প্রকাশ্য বিজয় যখন আসন্ন দেখা গেল তখন তারা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। এভাবে তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ডেকে আনলো।

১২১। টীকা ১০৫ দেখুন।

১২১-ক। কথাটির অর্থ তারা কার্যত মানতে অস্বীকার করলো। 'ক্বালা' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ৫৭ টীকা দেখুন।

১২২। 'উশ্‌রিবা ফী কাল্‌বিহী হুব্বু ফুলানিন' আরবী এ বাক্যটির অর্থ 'অমুক ব্যক্তির ভালবাসায় তার অন্তর পরিপূর্ণ ও আপ্লুত', (আকরাব)। শব্দটির এরূপ ব্যবহারের কারণ ভালবাসা এমন এক নেশার বস্তু, এতে যে বিভোর হয় সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর তাৎপর্য এটাই, বাছুরের ভালবাসা তাদের হৃদয়ের এত গভীরে গেঁথে গিয়েছিল, তারা যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

৯৫। তুমি বল, 'সব মানুষকে বাদ দিয়ে [ক]আল্লাহ্র কাছে পরকালের আবাস কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয়ে থাকলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক' [১২২ক]।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের দরুন তারা কখনো এ (মৃত্যু) [খ]কামনা করবে না । আর অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি জ্ঞাত।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। আর তুমি তাদেরকে এবং মুশরিকদের[১২২খ] কিছু সংখ্যককে অবশ্যই সব মানুষের চেয়ে দীর্ঘায়ুর জন্য সবচেয়ে বেশি লালায়িত দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে, হায় যদি তাকে হাজার বছরের আয়ু দান করা হতো! কিন্তু তাকে দীর্ঘায়ু দান করা হলেও তা [গ]তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা কিছু করছে আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।

১১
[১০]
১১

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ ع

৯৮। তুমি বল, 'যে-ই জিবরাঈলের[১২৩] শত্রু (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় [ঘ]সে-ই আল্লাহ্র আদেশে এ (কিতাব) তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছে। এ (কিতাব) সেই (বাণীর) [ঙ]সত্যায়নকারী যা এর সামনে রয়েছে এবং যা মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১২; ৬২ঃ৭; খ. ৬২ঃ৮; গ. ৬২ঃ৯; ঘ. ২৬ঃ১৯৪,১৯৫; ঙ. ২ঃ৯০।

১২২-ক। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো ইহুদীরা যদি এতই নিশ্চিত হয়ে থাকে যে আল্লাহ্ একমাত্র তাদেরকেই অনুগ্রহ করবেন এবং তাদের এ দাবী পূর্ণ মাত্রায় সত্য, আর আঁ হযরত (সাঃ) এর দাবী মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ্) তাহলে তারা মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত কামনা করে প্রার্থনা করুক এবং ফলাফল দেখে নিক।

১২২-খ। যদিও পৌত্তলিকরা পরকালে ও পরকালের শাস্তিতে বিশ্বাসী নয় তথাপি তারা ইহুদীদের তুলনায় ইহলৌকিক জীবনের প্রতি কম আকৃষ্ট।

১২৩। 'জিব্রাঈল' একটি মিশ্র শব্দ, 'জবর' ও 'ঈল' এ দুই শব্দ দ্বারা গঠিত। অর্থ, আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্র সাহসী লোক (হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা উইলিয়াম জোসনিয়াস; বুখারী, তফসীর অধ্যায়; আক্রাব)। ইবনে আব্বাসের মতে জিব্রাঈলের অপর নাম আব্দুল্লাহ্ (জরীর)। জিব্রাঈল ফিরিশ্তাদের সর্দার (মনসূর)। তিনিই কুরআনের বাণী-বাহক (বৃহত্তর ইংরেজী তফসীর দেখুন)। কুরআনের তফ্সীরকারদের মতে জিব্রাঈল, রূহুল কুদুস ও রূহুল আমীন সমার্থক। বাইবেলের মতানুযায়ীও জিব্রাঈলের কাজ আল্লাহ্র বাণী আল্লাহ্র মনোনীত বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়া (দানিয়েল-৮ঃ১৬; ৯ঃ২১; লুক-১ঃ১৯)। এ আয়াতে দেখা যায়, জিব্রাঈলের এ একই কর্তব্য কুরআনও স্বীকার করে। কিন্তু ইহুদীদের পরবর্তীকালীন কোন কোন লেখায় জিব্রাঈলকে অগ্নি ও বজ্রের ফিরিশ্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে (এনসাইক্লো বিব্-গেব্রিল)। রসূলে করীম (সাঃ) এর সময়ে ইহুদীরা জিব্রাঈলকে তাদের শত্রু মনে করতো এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদাপদ ও দুঃখ-যন্ত্রণার ফিরিশ্তা বলে মনে করতো (জরীর, মুসনাদ)।

৯৯। [ক]যে-ই আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের, তাঁর রসূলদের এবং জিব্‌রাঈলের ও মীকাঈলের[১২৪] শত্রু, সেক্ষেত্রে (সে আরো জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ (এরূপ) অস্বীকারকারীদের শত্রু' [১২৫]।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। আর নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং দুষ্কর্মপরায়ণরা ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। তারা [খ]যখনই কোন অঙ্গীকার করবে তাদের একদল কি তখনই তা আগ্রাহ্য করবে? বরং তাদের অধিকাংশ ঈমানই রাখে না।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। আর তাদের কাছে যা রয়েছে এর [গ]সত্যায়নকারীরূপে যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন রসূল এসেছে তখন যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল (অবজ্ঞাভরে) আল্লাহ্‌র কিতাবকে এভাবে [ঘ]পিছনে ছুঁড়ে ফেললো যেন তারা (তা) জানেই না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। আর সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে[১২৬] বিদ্রোহীরা যে (পথ) অবলম্বন করেছিল তারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) সে (পথেরই) অনুসরণ[১২৭] করেছে। সুলায়মান তো অস্বীকার করেনি, বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করেছিল। তারা লোকদের প্রতারণামূলক বিষয় শিখাতো[১২৮]। আর (এ ইহুদীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী) সেই (পথেরও অনুসরণ করছে) যা বেবিলনে হারূত ও মারূত[১২৯] দু'জন ফিরিশ্‌তার[১৩০] প্রতি অবতীর্ণ করা

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا

দেখুন ঃ ক. ৫৮ঃ৬ খ. ৩ঃ১৮৮; গ. ২ঃ৯০; ঘ. ৩ঃ১৮৮।

১২৪। মীকাঈল প্রধান ফিরিশ্‌তাগণের একজন। এ শব্দটি দুটি শব্দের মিলনে গঠিত। 'মিক'+'ঈল'-এর অর্থ আল্লাহ্‌র মত কে আছে?' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মত কেউই নেই (জিউস এনসাইক্লো ও বুখারী)। ইহুদীদের কাছে মীকাঈলই সবচেয়ে প্রিয় ফিরিশ্‌তা (জিউস্ এন্‌সাইক্লো)। তাদের মতে মীকাঈল শান্তি-সমৃদ্ধি, বৃষ্টি, শাক-শব্‌জীর ফিরিশ্‌তা (কাসীর)। তার কাজ-কর্ম বিশ্ব প্রতিপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১২৫। ফিরিশ্‌তারা আধ্যাত্মিক শিকলের গুরুত্বপূর্ণ কড়া। যে একটি কড়া ভেঙ্গে ফেলে কিংবা শিকলের একটি কড়ার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে সে সমস্ত আধ্যাত্মিক শিকল তথা সমস্ত আধ্যাত্মিক বিন্যাস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সকল অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং নিজেকে সীমালংঘনকারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির যোগ্য করে তোলে।

১২৬। 'আলা' এখানে 'ফি'র অর্থ প্রকাশ করে যথা, 'মাঝে' 'বিরুদ্ধে' 'কালীন' (মুগ্‌নী)। এ অব্যয়টি কুরআনে 'তদনুসারে' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে (২ঃ১১৩)। অন্যান্য অর্থে যেমন, 'ফি' অর্থে (২৮ঃ১৬), 'মিন' অর্থে (৮৩ঃ৩)। 'তালা আলায়হে' অর্থ 'সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বললো, (তাজ, মুহীত রাসী)।

১২৭। 'তালাওতুহু' অর্থ 'আমি তাকে অনুসরণ করেছিলাম' (লেইন)।

১২৮। 'সিহ্‌র' মানে ছলচাতুরী, কৌশল, দুষ্কর্ম, সম্মোহন, মিথ্যাকে সত্যের আকৃতিতে দেখানো, যে ঘটনার কারণ লুকানো থাকে এবং যা প্রকৃত স্বরূপ হতে ভিন্নতর দেখা যায় (লেইন)। অতএব প্রত্যেক মিথ্যা, ঠগ্‌বাজি ও চালাকি-চাতুর্যকেই 'সিহ্‌র' বলা হয়।

---

১২৯ ও ১৩০ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

হয়েছিল। অথচ তারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিখাতো না যতক্ষণ তারা (এ কথা) না বলতো, 'আমরা তো শুধু (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এক পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব তুমি অস্বীকার করো না।' তদনুযায়ী লোকেরা তাদের উভয়ের কাছ থেকে এমন কিছু শিখতো যার মাধ্যমে তারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। আর আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তারা তা দিয়ে কারো ক্ষতি সাধন করতো না। (পক্ষান্তরে) এরা (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করছে যা এদের ক্ষতি সাধন করে এবং এদের কোন কাজে[১৩০ক] আসে না। আর নিশ্চয় তারা জেনে গেছে, কেউ এ (পন্থা) অবলম্বন করলে পরকালে তার কিছুই পাওনা থাকবে না। হায়, তারা যদি জানতো যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করছে তা অবশ্যই অতি জঘন্য!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٤﴾ ع ١٢

১২ [৭] ১২ ১০৪। আর [ক]তারা যদি ঈমান আনতো এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (এর) প্রতিদান অবশ্যই অতি উত্তম হতো। হায়, তারা যদি জানতো!

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৮০; ৫ঃ৬৬,৬৭।

১২৯। হারূত ও মারূত দু'টি নামই গুণবাচক। প্রথম শব্দটি 'হারাতা' ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ সে ছিঁড়ে ফেল্‌লো। 'মারূত' শব্দটি 'মারাতা' হতে উৎপন্ন যার অর্থ সে ভেঙ্গে ফেললো। অতএব শব্দ দু'টির অর্থ, যে ছিঁড়ে ফেলে ও যে ভেঙ্গে ফেলে। নামগুলোর তাৎপর্য হলো, দুজনের আবির্ভাবে ইস্‌রাঈল জাতির শত্রুদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও ভেঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। এ পবিত্র লোকগণ (১৩০তম টীকা দ্রষ্টব্য) নব দীক্ষিতদেরকে দীক্ষাদানের সময় বল্‌তেন, তারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক ধরনের পরীক্ষারূপে এসেছে, যাতে মানুষ সৎ ও অসৎ এর এবং ভাল ও মন্দের পার্থক্য শিখতে পারে। সেই সমাজের সদস্য পদ কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর সময়েও ইহুদীরা ঐ একই ধরনের হীন কলাকৌশল ও দুষ্কর্মে রত ছিল, যেরূপে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর রাজত্বকালে তাদের পিতৃপুরুষরা অবলম্বন করেছিল এ আয়াত এও বলে দিচ্ছে, তখনকার দুষ্কৃতকারীরা ঐ সব বিদ্রোহী লোক ছিল যারা সুলায়মান (আঃ) কে ভণ্ড ও অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়েছিল। তাই এ আয়াত সুলায়মান (আঃ)কে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করছে এবং আরো ব্যক্ত করছে, দুষ্কৃতকারীরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের জন্য এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করতো যা সাধারণ লোকের কাছে এক অর্থ বহন করতো এবং তাদের নিজেদের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করতো। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের আসল মতলব গোপন রাখতো। সুলায়মান (আঃ) এর বিরুদ্ধে পাকানো গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতি এ আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলছে, তারা তাঁর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং এর মাধ্যমে এও ইঙ্গিত করা হচ্ছে, মদীনার ইহুদীরা এখন সে একই ধরনের হীন পন্থায় মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু তারা কখনো তাদের এ জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারবে না।

১৩০। 'দুজন ফিরিশ্‌তা' বলতে এখানে 'দুজন পবিত্র মানুষ' বুঝিয়েছে (১২ঃ৩২)। কেননা এ দুজন ফিরিশ্‌তা মানুষকে কিছু শিখিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তাগণ সাধারণ মানুষের মাঝে বাস করেন না এবং মানুষের সাথে অবাধ মেলামেশাও করেন না (১৭ঃ৯৫; ২১ঃ৮)।

১৩০-ক। যখন ইহুদীরা দেখতে পেল ইসলাম অব্যাহত গতিতে বিস্তার লাভ করছে এবং আরবদের বিরোধিতা কমে আসছে আর মনে হচ্ছিল ইসলামকে প্রতিরোধ করার শক্তি আরব দেশে অবশিষ্ট নেই তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশকে ক্ষেপাতে লাগলো। এ ইহুদীরা খৃষ্টান শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে পারস্য সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল এবং নিজেদের ধর্ম কেন্দ্রকে জুডা থেকে বেবিলনীয়াতে স্থানান্তরিত করেছিল (হাচিন্‌সনের হিষ্ট্রী অব নেশন্‌স, পৃঃ ৫৫০)। ক্রমে ক্রমে তারা পারস্যের রাজদরবারে প্রভাবশালী হয়ে উঠে এবং এ সুযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করলো। যখন ইরানের সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর কাছে রসূলে করীম (সাঃ) এর পক্ষ থেকে প্রেরিত ইস্‌লাম গ্রহণের আহ্‌বান-পত্র পৌঁছল তখন ইহুদীরা তাকে এতই উত্তেজিত করে তুললো যে খসরু ইয়েমেনের গভর্ণর বাজানকে হুকুম দিল

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০৫। হে যারা ঈমান এনেছ! 'তোমরা (নবীকে) 'রা-য়েনা'[১৩১] [ক]বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো এবং (তার কথা) মনোযোগ দিয়ে শোন। আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। আহলে কিতাবের ও মুশরিকদের মাঝ থেকে যারা অস্বীকার করেছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হোক তারা (তা) চায় না। অথচ আল্লাহ্ [খ]যাকে চান নিজ কৃপার জন্য (তাকে) বেছে নেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٠٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৪৭; খ. ৩ঃ৭৫।

সে যেন রসূলে করীম (সাঃ)কে গ্রেফতার করে শিকল-বাঁধা অবস্থায় পারস্যের রাজ দরবারে পাঠিয়ে দেয়। এ আয়াতটিতে মহানবী (সাঃ) এর সময়কার ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা সুলায়মান (আঃ) এর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে গোপন দল গঠন করে চিহ্নাবলীর ব্যবহার শিখিয়েছিল (১-রাজাবলী-১১ঃ২৯-৩২; ১-রাজাবলী-১১ঃ১৪,২৩,২৬; ২-বংশাবলী-১০ঃ২-৪)। দ্বিতীয় বারের মত তারা অনুরূপ গোপন সংস্থা গঠন করেছিল রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের সময়ে, যখন ইহুদীরা ব্যবিলনে বন্দী অবস্থায় ছিল।

যে দুজন পবিত্র পুরুষের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তাঁদের একজন হলেন হগয় ভাববাদী এবং অপরজন ইদ্দোর পুত্র যাকারিয়া (ইস্রা ৫ঃ১)। এ পবিত্র দু'জন তাঁদের সমাজে কেবল পুরুষদেরকে গ্রহণ করতেন এবং নব-দীক্ষিতদের বলে দিতেন, তারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক ধরনের পরীক্ষারূপে এসেছেন এবং আরো বুঝিয়ে দিতেন, ইসরাঈলীরা তাদের কথায় যেন অবিশ্বাস না করে। যখন মিডিয়া-পারস্যের বাদশাহ্ সাইরাস ক্ষমতায় এলেন তখন ইসরাঈলীরা তাঁর সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। ফলে সাইরাসের ব্যবিলন বিজয় সহজ ও ত্বরান্বিত হলো। এ সাহায্যের জন্য সাইরাস ইসরাঈলীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরার অনুমতি দিলেন এবং সুলায়মানের ধর্মশালা পুনঃ নির্মাণেও তাদেরকে সাহায্য করলেন (হিষ্টোরিয়ানস্‌স হিষ্ট্রী অব দি ওয়ার্ল্ড, ২য়, ১২৬)। এ আয়াত ইঙ্গিত করছে, ইহুদীদের পূর্বেকার দুটি প্রচেষ্টার ফল দু রকম হয়েছিল। প্রথমবার সুলায়মান (আঃ) এর বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল তাতে তারা নিজেদের সম্মান-প্রতিপত্তি তো হারালই, তাছাড়া ব্যবিলনে নির্বাসিত হলো। দ্বিতীয়বার তারা দুজন পবিত্র লোকের সাহায্যে একই ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে কৃতকার্য হলো। ইস্‌রাঈলীদের এ তৃতীয়বারের ষড়যন্ত্র যা তারা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে করছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে [যেমন সুলায়মান (আঃ)-এর সময় হয়েছিল, কিংবা সাফল্যমণ্ডিত হবে, যেমন ব্যবিলনে হয়েছিল], সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে কুরআন বলছে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা এমন শিক্ষা লাভ করছে যা তাদের ক্ষতি সাধন করে আর তাদের কোন উপকার করে না। অর্থাৎ হুযূর (সাঃ)এর বিরুদ্ধে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হবে।

১৩১। 'রা-য়েনা' শব্দটি 'মুফাআলা' বাব থেকে নির্গত। এতে দু পক্ষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের অর্থ বিদ্যমান এবং উভয় পক্ষই সমমর্যাদায় অবস্থিত। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে, 'আমাদেরকে মর্যাদা দাও যাতে আমরাও তোমাকে মর্যাদা দিতে পারি।' আর যদি মনে করা হয়, শব্দটি 'রা-ইন' ধাতু থেকে উৎপন্ন (উচ্চারণে সামান্য ভিন্নতা আছে), তাহলে অর্থ হবে, 'হে বোকা' বা 'হে অহঙ্কারী ব্যক্তি'। যেহেতু এরূপ দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দের ব্যবহারের মাঝে রসূলে পাক (সাঃ) এর প্রতি অবমাননা প্রকাশের এবং ভুল বুঝার অবকাশ রয়েছে, সেজন্যই আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে এরূপ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে সম্মানসূচক দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন, যেমন 'উনযুরনা' যার অর্থ 'আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিন।' বাইরের জাতির সাথে আরবীয় ইহুদীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ করে কুরআন এ আয়াতের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছে, রসূলে করীম (সাঃ)কে ছোট ও খাটো করার কী অপচেষ্টাই না ইহুদীরা করছে! এমনকি মুসলমানদের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ ও ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি করতেও তারা তৎপরতা চালাচ্ছে। এখানে একটি মামুলি উদাহরণকে (দ্ব্যর্থবোধক শব্দে সৃষ্ট ভুল-ভ্রান্তি) এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে, মানুষের ভাবাবেগ এতই শক্তিশালী যে সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারও অনেক সময় মহাবিপদ ডেকে আনে এবং কর্তৃপক্ষের সম্মানসহ সমাজের শৃংখলাবোধকে নষ্ট করে।

১০৭। আমরা [ক]যে আয়াতই[১৩১-ক] রহিত[১৩২] করি অথবা ভুলিয়ে দেই আমরা তা থেকে উত্তম অথবা এর অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি। তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান? ★

مَا نَنۡسَخۡ مِنۡ اٰيَةٍ اَوۡ نُنۡسِهَا نَاۡتِ بِخَيۡرٍ مِّنۡهَاۤ اَوۡ مِثۡلِهَا ؕ اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۱۰۷﴾

১০৮। তুমি কি জান না, আকাশসমূহের ও পৃথিবীর [খ]আধিপত্য নিশ্চয় একমাত্র আল্লাহ্রই? আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿۱۰۸﴾

১০৯। [গ]তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেভাবেই প্রশ্ন[১৩৩] করতে চাও যেভাবে এর পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে-ই বিশ্বাসের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করে, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ থেকে সরে গেছে।

اَمۡ تُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَسۡـَٔلُوۡا رَسُوۡلَـكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوۡسٰى مِنۡ قَبۡلُ ؕ وَمَنۡ يَّتَبَدَّلِ الۡكُفۡرَ بِالۡاِيۡمَانِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيۡلِ ﴿۱۰۹﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১০২; খ. ৩ঃ১৯০; ৫ঃ৪১; ৭ঃ১৫৯; ৯ঃ১১৬; ৪৩ঃ৮৬; ৫৭ঃ৬ ;গ. ৪ঃ১৫৪।

১৩১-ক। 'আয়াত' অর্থ বাণী, নিদর্শন, হুকুম, কুরআনের আয়াত (লেইন)।

১৩২। **নাসেখ মনসুখ ঃ** ভুলবশত এ আয়াত থেকে এরূপ ধারণার উদ্ভব হয়েছে, কুরআনের কিছু আয়াত বাতিল ও রহিত। এ সিদ্ধান্ত মারাত্মক ভুল। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'আয়াত' শব্দটি যে কুরআনী আয়াতকে বুঝিয়েছে এমন ইঙ্গিতও নেই। পূর্বাপর বাক্যগুলো পড়লে দেখা যায়, এখানে পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইহুদীদের উল্লেখ রয়েছে এবং নূতনভাবে অবতীর্ণ আল্লাহ্র বাণীর প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাতিলকৃত আয়াত বলতে পূর্ববর্তী কিতাবের আয়াত বুঝাচ্ছে। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে দু রকমের আদেশ-নিষেধ পাওয়া যায়ঃ (১) এমন সব নির্দেশ, যা সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে এবং নূতন বিশ্বজনীন নির্দেশাবলীর অবতরণের ফলে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, এগুলো অবশ্যই বাতিল যোগ্য, (২) সেইসব আদেশ, যেগুলোতে চিরসত্য বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ও নবায়ন প্রয়োজন যাতে মানুষ সে হারানো সত্যকে ফিরে পায়। অতএব প্রয়োজন ছিল, পূর্ববর্তী কিতাবের কিছু অংশ বাতিল হয়ে যেন নূতন কিছু সময়োপযোগী শিক্ষা সেই স্থান লাভ করে এবং ভুলে যাওয়া চিরসত্যগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা তা-ই করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী কিতাবের কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয় বিধায় বাতিল করে সে স্থলে নূতন ও উন্নতমানের বাণী পাঠিয়েছেন এবং সে সাথে বাতিলকৃত অংশগুলোকে নূতন বাণী দিয়ে পরিবর্তন করেছেন। এটাই এ আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য। কুরআন শরীফ পূর্ববর্তী বিধানসমূহ থেকে কেবল যে উন্নত পর্যায়ের তা-ই নয়, বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য এর কার্যকারিতা বিদ্যমান। অপূর্ণ ও অপরিপক্ক সাময়িক শিক্ষা, যা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা বিশ্বজনীন সর্বকালোপযোগী শিক্ষার কাছে হার মানবে, সেটাই স্বাভাবিক। এ আয়াতে 'নানসাখ' (আমরা বাতিল করি) শব্দটির সরাসরি সম্পর্ক 'বি-খাইরিন' (আরো উত্তম একটি) শব্দের সাথে এবং 'নুনসিহা' (আমরা ভুলিয়ে দেই) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'বি-মিসলিহা' (এর অনুরূপ) শব্দটির সাথে। অতএব অর্থ দাঁড়ায়– যখন আল্লাহ্ কোন কিছু বাতিল করেন তখন সে স্থলে তা থেকে উত্তম কিছু প্রবর্তন করেন। আর যখন তিনি কিছু ভুলিয়ে দেন তখন তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করেন বা তার অনুরূপ কিছু প্রবর্তন করেন। ইহুদী আলেমরা স্বীকার করেন, সম্রাট নবুখদনিৎসর যখন ইসরাঈলীদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন সমস্ত তওরাত গ্রন্থই হারিয়ে গিয়েছিল (এনসা বিব্)।

☆[এ আয়াত প্রসঙ্গেও সাধারণভাবে সেইসব তফসীরকারক ভুল করে থাকেন যারা এ আয়াতের এই অনুবাদ করে থাকেন- আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তা 'মনসুখ' ও (অর্থাৎ রহিত) হতে পারে এবং আমরা এ থেকে উত্তম আয়াত নিয়ে আসতে পারি। এ অনুবাদ করার ফলে 'নাসেখ মনসুখের' দীর্ঘ বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। তফসীরকারকগণ প্রায় ৫শ' আয়াতকে মনসুখ নির্ধারণ করেছেন, যদিও কুরআন করীমের একটি অক্ষরের অংশও মনসুখ নয়। হযরত মসীহে মাওউদ (আ:) এর পূর্বে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলভী (রহ:) এর সময় পর্যন্ত ৫টি বাদে নাসেখ মনসুখ সম্পর্কিত সব আয়াতের নিষ্পত্তি হয়েছিল। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) এর জ্ঞানের কল্যাণে এ ৫টি আয়াতেরও নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কুরআন করীমের একটি অক্ষরের অংশও মনসুখ নয়, এটাই আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস। এখানে 'আয়াত' বলতে পূর্ববর্তী শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে। যখনই তা মনসুখ হয়েছে অথবা তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে তখন সে রকমই বা তা থেকে উত্তম (আয়াত) অবতীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩। এ আয়াত ইহুদীদের আরেকটি অপকৌশলের কথা উল্লেখ করছে, যে অপকৌশলটি মহানবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য তারা ব্যবহার করতো। তারা নবী করীম (সাঃ) কে আজে-বাজে ও অদ্ভুত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করতো যেগুলির সাথে ধর্ম বিষয়ের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তারা এ সব অনর্থক প্রশ্নাবলী এ অসৎ উদ্দেশ্যে করতো যাতে মুসলমানরাও একই ধারায় অর্থহীন প্রশ্ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে উত্থাপন করতে প্ররোচিত হয় এবং এভাবে ধর্মের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ব্যাহত হয় আর সাথে সাথে যাতে সত্য সম্বন্ধে তাদের মনেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

১১০। আহলে কিতাবের মাঝে অনেকের কাছে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের অন্তরে বিদ্বেষের দরুন তারা চায়, তোমাদের [ক]ঈমান আনার পর তারা যদি তোমাদের পুনরায় কাফিররূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো! তাই (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তোমরা (তাদের) [খ]মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১১। আর তোমরা [গ]নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর নিজেদের কল্যাণার্থে তোমরা [ঘ]যে ভাল কাজই ভবিষ্যতের জন্য করবে এর (প্রতিদান) তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয় আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١١﴾

১১২। আর তারা বলে, [ঙ]'ইহুদী এবং খৃষ্টান[১৩৪] ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ তাদের অলীক বাসনা মাত্র। তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আস।'

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٢﴾

★ ১১৩। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণরূপে [চ]আত্মসমর্পণ[১৩৫] করে তার জন্য তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তার প্রতিদান। আর [ছ]তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। আর [জ]ইহুদীরা বলে, 'খৃষ্টানরা কোন (সত্যের) ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' আর খৃষ্টানরা বলে, 'ইহুদীরা কোন[১৩৬] (সত্যের) ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' অথচ তারা

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১০১, ৪:৯০; খ. ৫ঃ১৪; গ. ২ঃ৪.; ঘ. ৭৩ঃ২১; ঙ. ২ঃ৯৫; ৬২ঃ৭; চ. ৪ঃ১২৬ ছঃ৬৩; জ. ৫ঃ৬৯; ঝ. ৫ঃ৬৯।

১৩৪। ইহুদী ও খৃষ্টানরা উভয়ে এ ভ্রান্ত মোহে আচ্ছন্ন, একমাত্র ইহুদী বা একমাত্র খৃষ্টান ছাড়া আর কেউ মুক্তি পাবে না।

১৩৫। 'ওয়াজহুন' অর্থ মুখমণ্ডল, বস্তুটি স্বয়ং, উদ্দেশ্য এমন কাজ যাতে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, ঈপ্সিত পথ, অনুগ্রহ ইত্যাদি (আকরাব)। এ আয়াতটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার তিনটি স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যথা 'ফানা' (আত্ম-বিলীন অবস্থা), 'বাকা' (পুনরুজ্জীবন), 'লেকা' (আল্লাহ্‌র সাথে মিলন)। 'আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ' দ্বারা বুঝায় যে আমাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য, দেহ-মন এবং আমাদের যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে একমাত্র তাঁরই সেবায় (উদ্দেশ্যে) ন্যস্ত করা। এ অবস্থার নাম 'ফানা' বা মৃত্যু, যা একজন সত্যিকার মুসলমান বরণ করে নেয়। 'যে সদাচারী হয়ে' বাক্যাংশটি 'বাকা' বা পুনরুজ্জীবনের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। কেননা যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিজেকে বিলীন করে দেয় এবং তার পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা সব লোপ পায় এবং এক প্রকার মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে এক নব-জীবন দান করা হয় যাকে 'বাকা' নামে অভিহিত করা হয়। তখন সে আল্লাহ্‌র জন্যই বাঁচে এবং মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে। আয়াতের শেষ শব্দগুলো তৃতীয় ও উচ্চতম অবস্থা 'লেকা' বুঝাচ্ছে, যেখানে সে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। এ শেষ অবস্থার অপর নাম 'নফস্-এ-মুত্মায়িন্নাহ্' (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা–৮৯ঃ২৮)।

১৩৬। 'শায়' অর্থ বস্তু, যা কিছু ভাল, ঈপ্সিত বস্তু (লেইন)। সত্যের অপলাপ ও সত্যের বিরোধিতার মত ধিকৃত ও ঘৃণিত ব্যাপার ইসলামের দৃষ্টিতে আর কিছু নেই। তাই ইসলাম শিক্ষা দেয়, সকল ধর্মের মাঝেই কিছু কিছু সত্য রয়েছে। একটি ধর্মকে 'সত্যধর্ম'

১৩৬ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(একই) কিতাব পড়ে। তেমনিভাবে যারা কোন জ্ঞান রাখে না তারাও এদের অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে আসছে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের মাঝে সে বিষয়ে মীমাংসা করবেন।

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৫। আর যে আল্লাহ্‌র [ক]মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং এগুলো ধ্বংস[১৩৭] করতে চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে ? (অথচ) কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়েই এ (মসজিদে) প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সমীচীন ছিল। তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে এক মহা আযাব।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۭ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

১১৬। আর [খ]পূর্ব ও পশ্চিম[১৩৮] আল্লাহ্‌রই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র বিকাশ দেখতে পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৭। আর তারা বলে, [গ]'আল্লাহ্ এক পুত্র[১৩৯] গ্রহণ করেছেন'। তিনি (এ থেকে) পবিত্র। বরং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই। [ঘ]সব তাঁরই অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১৭, ১৮; ২২ঃ২৬; ৭২ঃ১৯,২০; খ. ২ঃ১৪৩; ২৬ঃ২৯; ৫৫ঃ১৮; গ. ৪ঃ১৭২; ৬ঃ১০১-২; ১০ঃ৬৯; ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ১৯ঃ৩৬,৮৯,৯০; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ৮২ ;ঘ. ৩০ঃ২৭.

এ জন্য বলা হয় না যে সত্যের উপর এর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, বরং এ জন্য বলা হয়, যা কিছু এতে আছে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্ব প্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ইসলাম নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত ও পূর্ণতম ধর্ম বলে দাবী করে, এটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তাই বলে অন্য ধর্মগুলোর সত্য এবং সদগুণাবলীকে অকপটে স্বীকার করতেও ইসলাম দ্বিধা বোধ করে না।

১৩৭। এ আয়াত সেইসব লোকের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করছে, যারা ধর্মীয় মত পার্থক্যকে চরমে নিয়ে যায়, এমনকি অন্যের উপাসনালয়কে অসম্মান করতেও দ্বিধাবোধ করে না, মানুষকে তাদের পবিত্র উপাসনালয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বাধা দেয়। এরূপ হিংসাত্মক কার্য-কলাপকে এ আয়াতে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতা অবলম্বনের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। কুরআন সকল মানবেরই আপন আপন উপসনালয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার পূর্ণ ও অবাধ অধিকার স্বীকার করে। মন্দির বলুন আর মস্‌জিদ বলুন, এগুলো আল্লাহ্‌র উপাসনার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। যে ব্যক্তি এগুলোতে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে বাধা দেয় সে এগুলোকে ধ্বংস ও অনাবাদ করতে চায়।

১৩৮। এ আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তাহলো ইসলাম প্রথমে প্রাচ্যে এবং শেষ যমানায় পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করবে।

১৩৯। 'আল্লাহ্‌র পুত্র' কথাগুলো ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে রূপক ও আলঙ্কারিকভাবে 'আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা' বা 'আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা আরম্ভ হয়ে যায় (লুক-২০ঃ৩৬; মথি-৫-৩৬; মথি-৫ঃ৯, ৪৫, ৪৮; দ্বিতীয় বিবরণ-১৪ঃ১; যাত্রাপুস্তক-৪ঃ২২, গালাতিয়-৩ঃ২৬ ইত্যাদি)। আল্লাহ্‌র যদি পুত্র থাকে তাহলে তাকে যৌন প্রবৃত্তির অধীন হতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তার স্ত্রী থাকাও প্রয়োজন। ফলে তিনি এক-অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য থাকতে পারেন না। কেননা পুত্রতো পিতার দেহের অংশ বিশেষ। এছাড়া তিনি মৃত্যুর ঊর্ধ্বেও থাকতে পারেন না। কেননা জন্মদান প্রক্রিয়া যা পুত্র গ্রহণ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপিত হয়ে যায় তা একমাত্র মরণশীলদের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলাম এরূপ ধারণাকে খন্ডন করে। কারণ ইসলামের আল্লাহ্ পরম পবিত্র ও সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে।

১১৮। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী-সৃষ্টির সূচনাকারী[১৪০]। আর তিনি যখন ক. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি সে সম্পর্কে শুধু খ. বলেন, 'হও' এবং তা হয়েই যায়।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۸﴾

১১৯। আর যারা কোন জ্ঞান রাখে না তারা বলে, গ. 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কেন কথা বলে না, অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন[১৪১] কেন আসে না?' এমনিভাবে এদের পূর্ববর্তীরাও এদের মতই কথা বলতো। এদের সবার মনমানসিকতা একই রকম হয়ে গেছে। নিশ্চয় আমরা দৃঢ়বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۹﴾

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ ঘ. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আর তুমি দোযখবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۲۰﴾

১২১। আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত।' তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে এরপরও তুমি ঙ. যদি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার কোন অভিভাবক এবং কোন সাহায্যকারীও হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۱﴾

১২২। আমরা চ. যাদেরকে এ কিতাব দান করেছি তারা যথাযথভাবে তা অনুসরণ[১৪২] করে। এরাই প্রকৃতপক্ষে এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা একে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৪ [৯] ১৪

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১০২; খ. ৩ঃ৪৮; ৬ঃ৭৪; ১৬ঃ৪১; ৩৬ঃ৮৩; ৪০ঃ৬৯; গ. ৬ঃ৩৮; ২০ঃ১৩৫; ২১ঃ৬; ৪৩ঃ৫৪; ঘ. ৫ঃ২০; ৬ঃ৪৯; ১৭ঃ১০৬; ৩৩ঃ৪৬; ঙ. ২ঃ১৪৬; ১৩ঃ৩৮; চ. ৩:১১৪।

১৪০। আল্লাহ্ই প্রথম সৃষ্টিকারী। এ গুণটি ঈসা বা যীশুর ঈশ্বরত্বকে নস্যাৎ করে দেয়, তেমনি হিন্দুদের 'পদার্থ ও আত্মা আদি ও অবিনশ্বর' হওয়ার ধারণাকেও নাকচ করে দেয়। (১) 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী-সৃষ্টির সূচনাকারী' কথাটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, পুত্রের তথা অন্যের সাহায্য তাঁর জন্য নিষ্প্রয়োজন, (২) বিশ্ব-জগতের সূচনাকারী তিনিই অর্থাৎ তিনি অনস্তিত্ব হতেই সব কিছু অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁর জন্য কোন নমুনা বা কোন উপাদানের প্রয়োজন হয়নি, (৩) তিনি সর্বশক্তিমান অর্থাৎ তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর হুকুমে উপযুক্ত আকারে তা অস্তিত্বে এসে যায় এবং বাস্তবতা লাভ করে। আল্লাহ্ যখন কোন কিছু করতে বা ঘটাতে ইচ্ছা করেন তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলেন-এ কথার অর্থ সর্ব ক্ষেত্রে এটা নয়। আসলে এর অর্থ হলো, তিনি কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনতে ইচ্ছা করলে সে ইচ্ছাকে ব্যর্থ করার শক্তি কারো নেই তা হবেই, ঘটবেই।

১৪১। লক্ষ্যণীয় যে যখনই অবিশ্বাসীরা নিদর্শন চায় বলে কুরআন উল্লেখ করেছে, সেক্ষেত্রে চিহ্ন বা নিদর্শন বলতে তাদের নিজেদের মনগড়া বা মনমত নিদর্শন কিংবা শাস্তিসম্বলিত নিদর্শন বুঝিয়েছে (২১ঃ৬ ৬ঃ৩৮; ১৩ঃ২৮; ২০ঃ১৩৪-১৩৫; ২১ঃ৬, ২৯ঃ৫১)।

১৪২। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটি মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হয়েছে, ইহুদী বা খৃষ্টানদের প্রতি নয়। কেননা কুরআনের সত্যিকার অনুসারীরা মুসলমানই। ইহুদী বা খৃষ্টানরাতো কুরআনের অনুসারী হওয়া দূরে থাক, তারা একে জাল ও মিথ্যা কিতাব বলে প্রত্যাখ্যান করে (কাতাদা)। 'ইয়াত্লূনা' এর এ অর্থ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আতা এবং ইকরিমা কর্তৃক সমর্থিত।

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! [ক]তোমরা আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা দিয়ে আমি তোমাদের ভূষিত করেছিলাম। আর নিশ্চয় আমি (তৎকালীন) বিশ্বজগতের ওপর তোমাদের [খ]শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। আর সেই দিনকে ভয় কর যখন [গ]কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, তার কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, [ঘ]কোন সুপারিশ তার কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীমকে যখন তার প্রভু-প্রতিপালক কয়েকটি আদেশবাণী[১৪২-ক] দিয়ে পরীক্ষা[১৪২-খ] করেছিলেন এবং সে তা সবই পূর্ণরূপে (পালন) করেছিল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য [ঙ]ইমাম[১৪৩] নিযুক্ত করবো।' সে বললো, 'আমার বংশধর থেকেও (ইমাম বানিও)'। তিনি বললেন, 'সীমালংঘনকারীদের ক্ষেত্রে আমার অঙ্গীকার প্রযোজ্য হবে না।'☆

وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন এ (কা'বা) গৃহকে মানবজাতির জন্য বারবার একত্র হওয়ার[১৪৪] এবং শান্তির[১৪৫] জায়গা করেছিলাম (আর বলেছিলাম), 'তোমরা নামাযের ক্ষেত্রে ইব্রাহীমের [চ]মাকামের (অর্থাৎ উচ্চমার্গের) কিছুটা হলেও অবলম্বন কর। আর আমরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে (এ মর্মে) তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা উভয়ে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূকারী (ও) সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো'।

وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٦﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৪১; খ.২:৪৮ ২ঃ৪৯ ;গ. ২ঃ১৩১; ১৬ঃ১২১; ১২২; ৬০ঃ৫; ঘ. ২:৪৯ ;ঙ ৩ঃ৯৮; চ. ২২ঃ২৭।

১৪২-ক। 'কালেমাত্' শব্দটি 'কালেমা' শব্দের বহুবচন। কালেমা শব্দের অর্থ একটি আদেশ (মুফ্রাদাত)।
১৪২-খ। 'ইবতিলা' এর মাঝে দু'টি অর্থ নিহিত আছে ঃ (১) একটি বস্তুর অবস্থা জানা এবং তার মধ্যে যা অজানা তা জানা, (২) বস্তুটির বা বিষয়টির ভাল বা মন্দ কী তা প্রকাশ করে দেয়া (লেইন)।
১৪৩। 'ইমাম' অর্থ যাকে অনুসরণ করা হয়, তা মানুষই হোক বা পুস্তকই হোক (মুফ্রাদাত)। ☆ [এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর সেই সময়কার পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে যখন তিনি নবী মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি যখন এ পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হলেন তখন তাঁকে বলা হলো, তোমাকে বহু মানুষের ইমাম বানানো হবে। শিয়া সম্প্রদায় এ থেকে একটি ত্রুটিপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে থাকে, ইমামতের মর্যাদা নবুওয়তের মর্যাদা থেকে উঁচু। কেননা এক নবীকে বলা হচ্ছে, তোমাকে আমরা ইমাম বানাবো। এ (বক্তব্য) কেবল এক প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য যাতে করে শিয়া ইমামদের মর্যাদা উঁচু করে দেখানো যায়। আসল কথা হলো, নিছক ইমামত নবুওয়তের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না। বরং যে ইমামত নবুওয়তের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে তা-ই উচ্চতর হয়ে থাকে। এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ:)কে 'মানুষের ইমাম' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে বুঝানো হচ্ছে, এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের জন্য তাঁকে (আ:) দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হবে।' (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]
১৪৪। 'মাসাবাহ্' এমন স্থানকে বুঝায়, যেখানে যাওয়া পুরস্কারযোগ্য পুণ্যের কাজ, মানুষের সমাগমস্থল (মুফ্রাদাত)।
কিছু কিছু হাদীস অনুযায়ী কা'বা গৃহ প্রথমে আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কুরআনেও এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় (৩ঃ৯৭)। এটা আদমের বংশধরদের জন্য কিছু কাল পর্যন্ত উপাসনা-কেন্দ্র হিসেবে গণ্য ছিল। সময়ের ব্যবধানে তারা নানাভাবে, নানাদিকে, নানা কারণে পৃথক হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন উপাসনালয় বানিয়ে নেয়। ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা গৃহের পুনর্নির্মাণ করলেন এবং তা তাঁর পুত্র ইসমাঈল ও তাঁর বংশের উপাসনাকেন্দ্র হয়ে থাকলো। কিন্তু বহুদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর এ পবিত্র গৃহ ক্রমে ক্রমে মূর্তিপূজার আখ্ড়াতে পরিণত হয়ে গেল। মূর্তির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর সময়ে

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৪৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২৭। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম যখন বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ (স্থানকে) এক ক·নিরাপদ (ও শান্তিদায়ক) শহর করো এবং এর বাসিন্দাদের মাঝে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখবে তাদের বিভিন্ন ফলফলাদি দান করো।' তিনি বললেন, 'আর যে অস্বীকার করবে তাকেও আমি সাময়িক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিব। এরপর আমি তাকে আগুনের আযাবের দিকে যেতে বাধ্য করবো। আর (তা) হবে কত মন্দ ঠাঁই!'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۷﴾

১২৮। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল[১৪৬] (এবং তারা দোয়া করছিল), 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) খ·গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৯৮; ১৪ঃ৩৬; ২৭ঃ৯২; ২৮ঃ৫৮;খ. ১৪ঃ৪১।

তিনশ ষাটটিতে পৌঁছেছিল, যেন বছরের প্রতিটি দিনের জন্য এক একটি মূর্তির পূজা হতে পারে। যা হোক রসূলে করীম (সাঃ) এর বিশ্বনবীরূপে আগমনের পরে আবার একে বিশ্বের সকল জাতির উপাসনালয়ে পরিণত করা হলো। আদম (আঃ) এর পরে যারা পৃথক হয়ে পড়েছিল তাদেরকে একই পৈতৃক কেন্দ্রের দিকে পুনঃ আকর্ষণ করার মাধ্যমে মানবতার এক বিরাট ও মহান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গঠনের জন্যই বিশ্বনবী (সাঃ)কে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪৫। কাবা এবং এরই বদৌলতে মক্কা, এ দু'টি স্থানকে অর্থাৎ সারা মক্কা শহরটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কত বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, কত বড় বড় শহর-বন্দর-জনপদ ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু মক্কার শান্তি কখনো তেমন ব্যাহত হয়নি। অন্যান্য ধর্মের ধর্মকেন্দ্রগুলো এরূপ শান্তি ও নিরাপত্তার দাবী কখনো করেনি এবং কার্যত এরূপ শান্তি-নিরাপত্তা কখনো ভোগ করেনি। অথচ মক্কা আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত শান্তি-নিরাপত্তাতেই কাল কাটিয়েছে। বিদেশী কোন বিজয়ী এ শহরে ঢুকেনি। এটা সেইসব লোকের হাতেই রয়েছে যারা শ্রদ্ধার সাথে একে ভালবেসেছে।

১৪৬। ইব্রাহীম (আঃ) কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, পুনর্নির্মাতা ছিলেন। এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অনেকে মনে করেন ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা গৃহের নির্মাতা। অন্যেরা মনে করেন আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কুরআন (৩ঃ৯৭) এবং সহীহ্ হাদীস এ অভিমতই ব্যক্ত করে, ইব্রাহীম (আঃ) এ স্থানে গৃহ উঠাবার পূর্বেও এখানে গৃহের আকারে একটি কাঠামো মজুদ ছিল এবং গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় কেবল চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। 'আল্ কাওয়াইদ' শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় গৃহের ভিত্তি সেখানে পূর্ব থেকেই ছিল, যাকে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) উঁচু করে গৃহের আকারে উঠালেন। তদুপরি ইব্রাহীম (আঃ) যখন শিশু ইসমাঈল ও তাঁর মাতাকে মক্কায় ছেড়ে বিদায় হচ্ছিলেন তখন তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অকৃষিযোগ্য উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে গেলাম'(১৪ঃ৩৮)। তাই বুঝা যায়, পবিত্র গৃহটি ঐ সময়ে সেখানে কোন না কোন অবস্থায় ছিল, যা কিছুদিন পরে ইব্রাহীম (আঃ) সংস্কার করেছিলেন। হাদীস এ কথা সমর্থন করে (বুখারী)। ঐতিহাসিক দলিলপত্রও এ অভিমতই প্রকাশ করে, কা'বা অতি প্রাচীন কালের গৃহ। স্বনামধন্য ঐতিহাসিকগণ, যাঁদের মাঝে ইসলামের বৈরীরাও রয়েছে তারা বলেছেন, কা'বা অতি পুরাতন স্থান, যাকে স্মরণাতীত কাল থেকে পবিত্র মনে করা হয়। 'ডায়োডোরাস সিকুলাস, সিসিলি' (খৃঃপূঃ ৬০) হেজায অঞ্চলের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, স্থানটি এর অধিবাসীদের কাছে পবিত্র ও সম্মানিত। তিনি আরো বলেন, সেখানে শক্ত পাথরের তৈরী একটি বেদী আছে, যা অতি প্রাচীন কালের। সেখানে চতুর্দিকের লোক এসে সমবেত হয়ে থাকে (সঃ এম. ওল্ডফাদার, লণ্ডন, কর্তৃক অনূদিত, ১৯৩৫, বুক অধ্যায়, ৪২ খণ্ড, ২য় পৃঃ ২১১-২১৩)। এ কথাগুলো মক্কার কা'বা গৃহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা আরবদেশের এমন দ্বিতীয় একটি স্থানও নেই যা সারা আরববাসীর সার্বজনীন তীর্থস্থান ছিল এবং সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধার ও আকর্ষণের মিলন-কেন্দ্র ছিল। লোক-কাহিনীও সাব্যস্ত করে, কা'বা স্মরণাতীত কাল থেকে সারা আরবের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে (ইংরেজী তফসীরের বৃহদাকার সংস্করণ দেখুন- পৃঃ ১৮০-১৮২)।

১২৯। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (আমাদের এও নিবেদন) তুমি আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মাঝেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী একটি উম্মত (সৃষ্টি করো)। আর তুমি আমাদের ইবাদত ও কুরবানীর নিয়মপদ্ধতি আমাদের দেখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা গ্রহণ করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয় তুমিই পুন: পুন: তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী'।

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

১৩০। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (আমাদের এও নিবেদন) তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল [ক] আবির্ভূত করো, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখাবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়[১৪৭]।

১৫ [৮] ১৫

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۳۰﴾

ع ۱۵ ۸ ۱۵

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৫২; ৩ঃ১৬৫; ৬২ঃ৩।

১৪৭। এ আয়াতটি সমস্ত সূরার সারাংশ। এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে এ দীর্ঘ সূরাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে নিদর্শনাবলী, এরপর শরীয়ত, এরপর শরীয়তের তাৎপর্য, এরপর জাতীয় উন্নতির পন্থাসমূহ বর্ণিত হয়েছে (সূরার ভূমিকা দেখুন)।

এখানে লক্ষ্যণীয়, কুরআনে ইব্রাহীম (আঃ) এর দুটি প্রার্থনার উল্লেখ আছে। একটি ইসহাকের বংশধরদের জন্য এবং অপরটি ইসমাঈলের বংশধরদের জন্য। প্রথম প্রার্থনাটি বর্ণিত হয়েছে ২ঃ১২৫ আয়াতে এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাটি বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। ইস্হাকের বংশধরদের জন্য প্রার্থনাকালে তিনি ঐ বংশে ইমাম বা সংস্কারক পাঠাবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাজ-কর্ম বা মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায়, ইসরাঈলীদের মধ্যে সাধারণভাবে ধর্ম-সংস্কারকগণ আগমন করবেন। কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বংশধরগণের মাঝে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে এক মহানবী প্রেরণের জন্য। ইব্রাহীমি বংশের দুটি শাখার ব্যবধান এ পার্থক্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১২৫-১৩০ আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) এর দুটি পৃথক প্রার্থনার উল্লেখ করে সূরাটি এ ইঙ্গিত করে, ইব্রাহীম (আঃ) কেবল ইস্হাকের বংশধরদের উন্নতির জন্যই প্রার্থনা করেননি, বরং তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈলের বংশের উন্নতির জন্যেও দোয়া করেছিলেন। ইস্হাকের বংশধরেরা তাদের অসৎ কর্মের পরিণতিতে নবুয়ত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। অতএব এ আয়াতে প্রার্থিত ও প্রতিশ্রুত নবীর উত্থান ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশের অপর শাখা ইসমাঈলের বংশধর হওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। এ প্রতিশ্রুত নবী যে ইস্মাঈলী হবেন, এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কুরআন অতি যুক্তিযুক্তভাবে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কাবাগৃহ নির্মাণ ও ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধরের উন্নতির জন্য প্রার্থনা, এ দুটি বিষয় সাথে সাথেই উল্লেখ করেছে। এ স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খৃষ্টান সমালোচক দুটি আপত্তি তোলে ঃ (১) ইসমাঈল সম্বন্ধে এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীমকে দিয়েছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ নেই, (২) আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও ইসলামের নবী যে ইসমাঈলের বংশধর এর কোন প্রমাণ নেই।

প্রথম আপত্তির উত্তর হচ্ছে, ইসমাঈল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রতিশ্রুতি বাইবেলে লিপিবদ্ধ না থাকলেও তাতে এ কথা নিশ্চয় বুঝায় না যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী মোটেই করা হয়নি। তাছাড়া যদি বাইবেলের সাক্ষ্য দ্বারা ইস্হাক ও তাঁর বংশধর সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি সত্য বলে স্বীকৃতি পায় তাহলে কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা ইসমাঈল ও তাঁর বংশধর সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি সত্য বলে স্বীকৃতি পাবে না কেন? প্রকৃত বিষয় হলো, বাইবেলে সুনিশ্চিতভাবে ইসমাঈল ও তাঁর বংশের উন্নতির কথা ঠিক সেভাবে বলা হয়েছে যেভাবে ইস্হাক ও তাঁর বংশের উন্নতির কথা বলা হয়েছে (আদি পুস্তক- ১৬ঃ১০-১২;১৭:৬-১০;১৭ঃ১৮-২০)। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইস্মাঈল সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এবং ইস্হাক সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, উভয় প্রতিশ্রুতিই মূলত একই ধরনের, পার্থক্য নগণ্য। উভয়েই আল্লাহ্র আশীর্বাদপুষ্ট হবেন, উভয়ে সফল হবেন, উভয়েরই বংশবৃদ্ধি বিরাটাকারে হবে, উভয়েই বিরাট জাতিতে পরিণত হবেন এবং উভয়ের বংশধরের মধ্যে রাজত্ব ও রাজ্য লাভ ঘটবে। সুতরাং উভয় ভ্রাতা সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মাঝে যেহেতু মৌলিক কোন পার্থক্য নেই সেহেতু ইস্হাকের বংশ যেসব পুরস্কারে ভূষিত হবে ইসমাঈলের বংশও সেসব পুরস্কার লাভ করবে, এটা স্বীকার করতেই হবে। আর এ সত্য খ্যাতনামা জ্ঞানী খৃষ্টানগণও স্বীকার করেছেন (দি স্কফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল, পৃঃ ২৫)।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩১। আর যে নিজের সর্বনাশ[১৪৮] করেছে সে ছাড়া আর কে [ক]ইব্‌রাহীমের ধর্ম থেকে মুখ ফিরাবে? আর নিশ্চয় আমরা [খ]তাকে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমকে) ইহজগতে মনোনীত করেছিলাম এবং পরজগতেও সে অবশ্যই পুণ্যবানদের একজন হবে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩২। (আর স্মরণ কর) তার প্রভু-প্রতিপালক যখন তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বললো, [গ]'আমি তো বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আছি।'

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩৩। আর এ বিষয়ে ইব্‌রাহীম ও ইয়াকূব নিজ পুত্রদের (এ মর্মে) তাগিদপূর্ণ উপদেশ দান করলো, 'হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা কখনই আত্মসমর্পণকারী[১৪৯] না হয়ে মরো না।'

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ؕ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৯৬; ৪ঃ১২৬; ৬ঃ১৬২.; খ. ২ঃ১২৫; ৩ঃ৩৪; ১৬ঃ১২১, ১২২; গ. ৪ঃ১২৬

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে ইসমাঈলের বংশধর, এ কথার প্রমাণ নেই। এ আপত্তিও অবান্তর। কারণ (১) যে কুরায়্শ বংশে রসূলে করীম (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা পুরাকাল থেকে ইসমাঈলের বংশধর বলে দাবী করে আসছিল এবং সমগ্র আরবের লোক তা স্বীকার করতো। (২) কুরায়্শ অথবা অন্যান্য গোত্র, যারা নিজেদেরকে ইসমাঈলের বংশধর বলে দাবী করতো, তাদের এ দাবী মিথ্যা হয়ে থাকলে যারা সত্যিকার ইসমাঈলী বংশের ছিল তারা নিশ্চয় আপত্তি জানাতো। কিন্তু এ বিষয়ে কোন আপত্তি ও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। (৩) আদি পুস্তকের ১৭ঃ২০ শ্লোকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি ইসমাঈলকে বহু আশীর্বাদ করবেন, তার বংশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবেন, তাকে বিরাট জাতিতে পরিণত করবেন এবং বারজন রাজার পিতা বানাবেন। আরবের লোকেরাই যদি তাঁর বংশধর না হয়ে থাকে তাহলে ঐ প্রতিশ্রুত জাতি কোথায়? আরবের ইসমাঈলী গোত্রগুলোই এ ক্ষেত্রে একমাত্র দাবীদার, (৪) আদিপুস্তকের ২১ঃ৮-১৪ শ্লোকের বর্ণনা মতে সারার সন্তুষ্টির জন্য হাগারকে অর্থাৎ হাজেরাকে বাড়ী ছাড়তে হয়েছিল। তাঁকে যদি হেজাযে নিয়ে যাওয়া না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর বংশধরেরা কোথায়, আর তাঁর নির্বাসনস্থলই বা কোথায়? (৫) আরবের ভূগোলবিদরা সকলেই একমত, হেজাযের পাহাড়গুলোই ফারান নামে অভিহিত হতো (মু'জামুল বুলদান), (৬) বাইবেলের মতে, ইসমাঈলের বংশধরেরা 'হাবিলা থেকে শূর পর্যন্ত' এলাকায় বসবাস করতো (আদিপুস্তক- ২৫ঃ১৮)। 'হাবিলা থেকে শূর পর্যন্ত' শব্দগুলো দ্বারা আরবদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বুঝায় (বিব, সাইক, প্রণেতা জে, ঈভি, লণ্ডন, ১৮৩২)। (৭) বাইবেল ইসমাঈলকে 'উয়াইল্ড ম্যান' বলেছে (আদিপুস্তক- ১৬ঃ১২)। এখানে 'উয়াইল্ড ম্যান' শব্দটির অর্থ 'গৃহবাসী বা গৃহাবদ্ধ' নয় এমন মানুষ। 'আ'রাবী' শব্দটি অর্থাৎ মরুবাসী বেদুঈন প্রায় একই অর্থ বহন করে। (৮) হাগার বা হাজেরার সাথে আরব দেশের সম্পর্ক আছে বলে সেন্ট পলও স্বীকার করেছেন (গালাতীয়- ৪ঃ২৫)। (৯) কেদর ইসমাঈলের পুত্রদের একজন এবং এটা স্বীকার করা হয়ে থাকে, তার বংশধরেরা আরবদেশের দক্ষিণাংশে বসবাস করতো (বিব, সাইক, লণ্ডন, ১৮৬২)। (১০) প্রফেসর সি. সি. টরী বলেন, 'আরবেরা হিব্রু ঐতিহ্য ও কাহিনী অনুযায়ী ইসমাঈল বংশীয়। .... ঐ বারজন রাজা (আদিপুস্তক- ১৭ঃ২০) যাদের নাম পরে আদিপুস্তক-২৫ঃ১৩ তে উল্লেখিত হয়েছে, আরবের গোত্র বা জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কেদর, দুমা (দুমাতুল জান্দাল) এবং তেইমা সুপ্রসিদ্ধ।' আরব দেশের লোকেরা এক মহান জাতি (জিউইশ ফাউণ্ডেশন অব ইসলাম, পৃঃ ৮৩)। 'শারীরিক গঠন, ভাষা, স্থানীয় কৃষ্টি-কাহিনী ও বাইবেলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আরবরা প্রধানত সত্তাগতভাবে ইসমাঈলী"(সাইক্লোপিডিয়া অব বিব্লিকেল লিটারেচার, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ৬৮৫) এবং (১১)। বিদ্বেষবশত হলেও বড় বড় খৃষ্টান ধর্মযাজকরাও আরবদেরকে হাজেরার বংশধর বলে স্বীকার করেছেন। 'আমরা যেন সর্বদাই হাগারের বা হাজেরার পুত্রগণের অন্যায় মনোবৃত্তিকে দোষারোপ করি, বিশেষ করে কুরায়্শদেরকে, কেননা তারা পশুর মত' (লীভ্স্ ফ্রম থ্রি এনসিয়েন্ট কুরান্স, সম্পাদক রেভারেণ্ড মিন্গানা ডি. ডি. ইন্ট্রো ১৩শ)।

১৪৮। 'সাফিহা' 'সাফাহা' এবং সাফুহা' ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 'সাফিহা নাফ্সাহু' এর একটি অর্থ হচ্ছে, 'সে তার আত্মার সর্বনাশ করেছে'।

১৪৯। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে কেউ জ্ঞাত নয়। অতএব মানুষের কর্তব্য সে যেন প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩৪। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল (এবং) সে তার পুত্রদের জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার উপাসনা করবে'? তারা বলেছিল, 'আমরা উপাসনা করবো তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ[১৫০] ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের, যিনি এক-অদ্বিতীয় উপাস্য। আর আমরা[১৫১] তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকবো।'

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَآئِكَ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এ হলো [ক]সেই উম্মত, যারা গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। আর তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। আর তারা বলে, [খ]'তোমরা ইহুদী বা খৃষ্টান হও। তাহলে তোমরা হেদায়াত পাবে।' তুমি বল, '(না) বরং তোমরা (আল্লাহ্‌র প্রতি) সদা [গ]বিনত[১৫২] ইব্‌রাহীমের ধর্মেরই অনুসরণ কর। আর সে আদৌ মুশরিক ছিল না।'

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। তোমরা বল, 'আমরা [ঘ]ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং (তার) বংশধরদের[১৫৩] প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسٰى وَ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৪২.; খ. ২ঃ১১২; গ. ৩ঃ৬৮; ৬ঃ৮০; ১৬ঃ১২৪; ২২ঃ৩২; ঘ. ৩ঃ৮৫;

কাটায়। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে সত্যিকার বিশ্বাসীর উচিত সে যেন সব সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট ও আত্মসমর্পিত অবস্থায় থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, যাতে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাকে সেরূপ আত্মসমর্পিত অবস্থায়ই মৃত্যু দেন।

১৫০। ইসমাঈল ছিলেন ইয়াকূবের চাচা। তবু ইয়াকূবের সন্তানগণ এখানে ইসমাঈলকেও তাদের 'পিতৃপুরুষদের' অন্তর্ভুক্ত করেছে। এতে বুঝা যায় আরবী 'আব্' শব্দটি কখনো কখনো 'চাচা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইয়াকূবের পুত্রগণ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ইস্‌মাঈলকে অত্যধিক সম্মান করতো।

১৫১। 'আমাদের পিতার যখন দেহ ত্যাগ করিবার সময় হইল তখন তিনি তাঁহার বারোজন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমাদের পিতা ইস্‌রাঈলের কথা শোন (আদিপুস্তক- ৪৯ঃ২)। সেই পবিত্র, এক ও অদ্বিতীয়, পরম পুরুষ সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে?' তাহারা বলিল, 'পিতঃ হে ইস্‌রাঈল! শোন, তোমার মনে যেমন কোনও সন্দেহ নাই, তেমনি আমাদের মনেও কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু এবং তিনি একজনই' (Mider. Rabbah on Gen: Par 98, & on Deut: Par, 2) Targ. Jer on Deut: 6:4 এর সাথে তুলনা করুন।

১৫২। 'হানিফ' মানে ঃ (ক) যে সর্বদা ভ্রান্তি এড়িয়ে সৎপথে থাকে (মুফরাদাত), (খ) যে সর্বদা সৎপথ আঁকড়িয়ে থাকে এবং তা থেকে বিচ্যুত হয় না, (গ) যে ইসলামের দিকে মনে-প্রাণে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিনত থাকে (লেইন), (ঘ) যে ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মকে অনুসরণ করে (আকরাব), (ঙ) যে সকল নবীকেই বিশ্বাস করে (কাসীর)।

১৫৩। এখানে 'বংশধরদের' বলতে ইয়াকুবের বারোজন পুত্রের নামানুসারে যে বারটি গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল সেই বারোটি ইস্‌রাঈলী গোত্রকে বুঝিয়েছে। ইয়াকুব বা ইস্‌রাঈলের বারোজন পুত্রের নাম ছিল- রুবেন, সাইমিওন, লেভী, জুডা, ইস্‌সাচর, যেবুলুন, জোসেফ, বেন্‌জামীন, ডান, নাফ্‌তলি, গাদ এবং আশের (আদিপুস্তক- ৩৫ঃ২৩-২৬;৪৯ঃ২৮)।

দেয়া হয়েছিল এবং যা অন্য সব নবীকে[১৫৪] তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। আমরা এদের [ক]কারো মাঝে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'

عِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

১৩৮। অতএব তারা [খ]যদি সেভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা এ (শিক্ষার) প্রতি ঈমান[১৫৫] এনেছ তাহলে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পেয়ে গেছে। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তাহলে (জেনে নাও) তারা (স্বভাবসুলভ) বিরুদ্ধাচরণেই লিপ্ত। অতএব তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳۸﴾

১৩৯। (বল, আমরা) 'আল্লাহ্‌র ধর্ম[১৫৬] (অবলম্বন করবো) এবং ধর্ম (শেখানোর) ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম আর কে? আর আমরা তাঁরই উপাসনা করি।'

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

১৪০। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সাথে বিতর্ক করছ ? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। আর [গ]আমাদের কর্ম আমাদের জন্য ও তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আর আমরা তাঁরই প্রতি আন্তরিকভাবে একনিষ্ঠ।'

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۴۰﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৮৬; ৩ঃ৮৫; ৪ঃ১৫৩; খ. ৩ঃ২১; গ. ২৮ঃ৫৬; ৪২ঃ১৬; ১০৯ঃ৭।

১৫৪। ইসলামের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হলো, একমাত্র ইসলামই অন্যান্য জাতির নবীগণকেও নবী হিসেবে মান্য করে এবং একে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করে। অথচ অন্য সকল ধর্মই নিজ ধর্মের নবী ছাড়া অন্য নবীগণের সত্যতাকে অস্বীকার করে। যে আরব জাতির কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের বাণী রাখা হয়েছিল সেই জাতির কাছে কুরআন যদিও তাদের জানা-শোনা নবীগণের নামগুলোই স্বভাবত উল্লেখ করেছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে এও উল্লেখ করেছে, 'প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী এসেছেন (৩৫ঃ২৫)', 'আমরা এদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না' –এ বাক্য দ্বারা একজন মুসলমান সাধারণভাবে সকল নবীর নবুয়তকেই স্বীকার করে নেয়।' সকল নবীই আধ্যাত্মিকভাবে সমান মর্যাদার অধিকারী, এ বাক্যটিতে এ কথা বুঝায় না বরং এরূপ মনে করা ২ঃ২৫৪ আয়াতের পরিপন্থী।

১৫৫। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যদি মুসলমানদের সাথে এ বিষয়ে একমত হয় যে ধর্ম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন বিষয় নয়, বরং অবতীর্ণ সকল হেদায়াতকে গ্রহণ করার ব্যাপার তাহলেও মুলত তাদের মধ্যে কোন বিরোধই থাকে না। অন্যথায় এ দূরত্বের জন্য ইহুদী খৃষ্টানরাই দায়ী এবং তারা এ বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে সম্পর্ক নষ্টের জন্য ও এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট ঝগড়া বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টির জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানরাই দায়ী, মুসলমানেরা নয়।

১৫৬। 'সিব্গাত' অর্থ রং বা বার্ণিশ, কোন বস্তুর প্রকার বা গুণাগুণ, ধর্ম, আইনমালা, দীক্ষাগ্রহণ। 'সিবগাতুল্লাহে' মানে আল্লাহ্‌র ধর্ম, যে প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে সৃজন করেছেন (আকরাব)। ধর্মকে এ জন্য 'সিব্গাহ্' বলা হয় যে তা মানুষের জীবনকে রং বা বার্ণিশের মত রাঙ্গিয়ে দেয়। 'সিব্গাহ্' এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু করতে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি যোগাবার ইচ্ছা হয় তখন সময় সময় ক্রিয়াপদটি উহ্য রেখে শুধু কর্মকে উল্লেখ করা হয়। অতএব এখানে 'খুযূ' (তোমরা ধারণ কর) অথবা 'ইত্তাবি' (তোমরা অনুসরণ কর) ক্রিয়াপদটি 'সিবগাতাল্লাহ্'র পূর্বে উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন বাক্যাংশটির অর্থ দাঁড়াবে, 'আমরা সেই ধর্ম অবলম্বন বা অনুসরণ করেছি যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য চেয়েছেন'।

★ ['আল্লাহ্‌র ধর্ম' বলতে আল্লাহ্ কোন ধর্মের অনুসরণ করেন- এ কথা বুঝায় না। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ ধর্ম।

[(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللهِ ؕ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪১। তোমরা কি (এ কথা) বলছ, [ক]ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও (তার) বংশধরেরা নিশ্চয় ইহুদী বা খৃষ্টান[১৫৭] ছিল? তুমি বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্ (বেশি জানেন)? আর যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে (আমানতরূপে গচ্ছিত) সাক্ষ্য গোপন করে [খ]তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? অথচ তোমরা যা করে থাক সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন।'

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾

১৬
[১২]
১৬

১৪২। এরা(ও) এক [গ]উম্মত, যারা গত হয়েছে। তারা যা অর্জন[১৫৮] করেছে (এর লাভ ক্ষতি) তাদের এবং তোমরা যা অর্জন করেছ (এর লাভ ক্ষতি) তোমাদের এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

দ্বিতীয় পারা

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা অবশ্যই বলবে, 'তাদের সেই কিব্‌লা থেকে তাদের কিসে ফিরিয়ে দিল যাতে তারা (এর পূর্বে) প্রতিষ্ঠিত ছিল?' তুমি বল, [ঘ]'পূর্ব ও পশ্চিম[১৫৯] আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করেন।'

দেখুন ঃ ক. ৩৮ঃ৫; ৪ঃ১৬৪; খ. ২ঃ২৮৪; গ. ২ঃ১৩৫; ঘ. ২ঃ১১৬।

১৫৭। ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তারা যখন এ দাবী করে যে তারা ছাড়া অন্য কেউ নাজাত বা পরিত্রাণের যোগ্য নয় তাহলে ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র-পৌত্রদের অবস্থা কী হবে? তারা তো কেউ ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, বরং মূসার (আঃ) বহু পূর্বেই গত হয়ে গেছেন।

১৫৮। ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আবার সাবধান করা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নবীর বংশধর হওয়ার দরুন তারা রক্ষা পাবে না। তাদের নিজেদের বোঝা নিজেদেরকেই বহন করতে হবে। কারণ কেউই সেদিন অপরের বোঝা বইবে না (৬৫ঃ১৬৫)।

১৫৯। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) ঐশী-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার তরুলতাহীন অনুর্বর প্রান্তরে বসবাসের জন্যে রেখে এসেছিলেন। ইসমাঈল একটু বড় হয়ে উঠলে ইব্‌রাহীম (আঃ) পুত্রের সহযোগিতায় কা'বা গৃহটি পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণকালে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন আরব জাতিতে এমন এক মহান নবীর অভ্যুদয় ঘটান যিনি সব সময়ের জন্য সকল মানুষের পথ প্রদর্শক ও নেতা হবেন। যখন সময় এল এবং সেই প্রতিশ্রুত মহানবীর (সাঃ) অভ্যুদয় ঘটলো এবং আল্লাহ্ তাআলার স্থায়ী পরিকল্পনা কার্যকরী হলো তখন কা'বাকে বিশ্বমানবের 'কিব্‌লায়' পরিণত করা হলো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন তিনি পুরাকালীন রীতি ও ঐশী নির্দেশ মোতাবেক বনী ইস্‌রাইলী নবীগণের 'কিবলা' 'জেরুজালেমের উপাসনালয়' এর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। মদীনাতে গিয়েও তিনি নামাযের সময় সেই কিবলার দিকেই মুখ করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে আদিষ্ট হন। এতে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করলো। এ আয়াতে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে এবং কিব্‌লা-পরিবর্তন সম্পর্কিত ঐশী-নির্দেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন হঠাৎ করে কোন নূতন আদেশ-নির্দেশ জারী করে না। নূতন আদেশকে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী করে তুলবার জন্য কুরআন বিনাব্যতিক্রমে সর্বপ্রথমে এর যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেয় এবং যত রকমের আপত্তি উঠতে পারে তা আঁচ করে আগেই সেগুলো খণ্ডন করে। যেহেতু কিব্‌লা পরিবর্তনের আদেশ কিছু লোকের মানসিক ভারসাম্যে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে সেহেতু এ আয়াতে পটভূমি সৃষ্টিকল্পে একটি সাধারণ মন্তব্য করে বলা হয়েছে, উপাসনার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট দিক ঠিক করাতে তেমন গুরুত্ব কিছু নেই। কেননা সব দিকই আল্লাহ্‌র। আসল প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا
لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى
عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪। আর এভাবেই আমরা [ক]তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে[১৬০] প্রতিষ্ঠিত করেছি [খ]যেন তোমরা (গোটা) মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক[১৬১] হও এবং এ রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়। আর তুমি (এর পূর্বে) যে কিবলায় প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমরা তা শুধু এজন্যই নির্ধারিত[১৬২] করেছিলাম যাতে এ কথাটা জেনে নিতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে নিজেদের পূর্বের অবস্থায়[১৬৩] (অর্থাৎ কুফরীতে) ফিরে যায়। আর আল্লাহ্ যাদের হেদায়াত দিয়েছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এ (বিষয়টি) অবশ্যই কঠিন ছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট হতে দিতেই পারেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১১; খ. ২২ঃ৭৯।

বিশ্বাসীদের ঐক্য।'পুর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই' এ বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে, পূর্বদিক নির্বাচন করাতে বা পশ্চিম দিক নির্বাচন করাতে বিশেষ গুরুত্ব নেই। কারণ যে আল্লাহ্র কাছে উপাসনা নিবেদন করা হয় তিনিতো সব জায়গায়ই বিরাজমান। তবে হাঁ, এর একটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে, আর তা হলো বিশ্বাসীদের মাঝে ঐক্যবোধ গড়ে তোলা। এ ঐক্য একতার জন্য একমুখী হওয়া প্রয়োজন। এ আয়াতে পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল, 'কা'বা' মুসলমানদের অধিকারে আসবে।

১৬০। 'আল্ ওয়াসাত' মানে 'মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত', 'উত্তম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (আকরাব)'।

১৬১। এখানে মুসলমান জাতিকে বলা হচ্ছে, তারা যেন বংশ পরম্পরায় পরবর্তী বংশের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। সর্বোত্তম জাতি হিসেবে তাদের এটা অত্যাবশ্যক তারা যেন কাঙ্খিত উচ্চ নৈতিক মানের জীবন থেকে পদস্খলিত না হয় এবং এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকে। প্রত্যেক প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে যাতে তারা মহানবী (সাঃ) এর সান্নিধ্য-লাভকারী মহান সাহাবাগণের অনুসৃত পথ অবলম্বন করে চলে। এভাবে রসূলে করীম (সাঃ) ছিলেন প্রথম যুগের সাহাবীগণের অভিভাবক, সাহাবীগণ ছিলেন তাঁদের সন্নিহিত পরবর্তীগণের (তাবেয়ীনের) অভিভাবক। এরূপ অভিভাবকত্ব ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখার উপদেশ এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। আয়াতের প্রথম বাক্যটির অর্থ এরূপও হতে পারেঃ মুসলমানেরাই মানব জাতির নেতৃত্ব করবে এটা নির্ধারিত হয়ে আছে। অতএব সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তোলা উচিত। তাহলে অন্যান্য জাতিও মুসলমানদেরকে খাঁটি ও সত্য ধর্মের অনুসারী হিসেবে মনে করবে। এভাবে মুসলমানেরা বংশ পরম্পরায় অপর জাতির কাছে ইসলামের সত্যতার সাক্ষী হতে পারে, যেমন রসূলে পাক (সাঃ) ও সাহাবীগণ অপর জাতির নিকট ইসলামের সত্যতার সাক্ষী হয়েছিলেন।

১৬২। এ সব শব্দ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্র আদেশক্রমেই জেরুজালেমের উপাসনালয়কে মহানবী (সাঃ) কিব্লারূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু একে অস্থায়ী কিব্লারূপে আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করেছিলেন এবং যেহেতু সব কালের ও সব মানবের জন্য স্থায়ী কিব্লা হিসেবে কা'বা নির্ধারিত ছিল, সেহেতু অস্থায়ী কিব্লা সম্বন্ধীয় আদেশটি কুরআনে উল্লেখিত হয় নি। এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায়, অস্থায়ীভাবে প্রয়োগের জন্য যে সব আদেশ এসেছিল সেগুলো কুরআনের বাণীতে স্থান পায়নি। কেবলমাত্র স্থায়ী নির্দেশাবলীই কুরআনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া কুরআনের কিছু আয়াত বাতিল করা হয়েছে, এরূপ মতবাদও একেবারেই ভিত্তিহীন।

১৬৩। মক্কার কা'বা গৃহ বহু প্রাচীনকাল থেকেই উপাসনালয় হিসেবে আরববাসীর নিকট অতি প্রিয় পবিত্রস্থান। এর সাথে তাদের সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। এ গৃহ তাদের জাতীয় উপাসনালয়রূপে ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকেই সসম্মানে বিদ্যমান। সে কারণেই ইসলামের শুরুতে যখন তাদেরকে আহলে কিতাবের কিব্লা জেরুজালেমের উপাসনালয়কে কিব্লারূপে গ্রহণ করার কথা বলা হলো তখন তারা পরীক্ষায় পড়ে ছিল (বুখারী ও জরীর)। অতঃপর মদীনা যাওয়ার পরে যখন জেরুজালেমের উপাসনালয়কে বদলিয়ে কা'বাকে কিব্লা করা হলো তখন ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরীক্ষায় পড়লো। এমনিভাবে 'কিব্লা' নির্ধারণের বিষয়টা ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান এবং মক্কার পৌত্তলিক সকলের জন্যই এক পরীক্ষা ছিল।

১৪৫। তোমার মনোযোগ যে বার বার আকাশের[১৬৪] দিকে নিবদ্ধ হচ্ছে তা আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্‌লার দিকে ফিরিয়ে[১৬৫] দিব যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং [ক]তুমি মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ সম্মানিত কা'বার) দিকে তোমার মুখ ফিরাও। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, এরই[১৬৬] দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আর যাদেরকে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে[১৬৭] (কিব্‌লার) এ (পরিবর্তন) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) সত্য। আর তারা যা করছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ উদাসীন নন।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৬। আর (ইতোপূর্বে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে তুমি সব নিদর্শন উপস্থিত করলেও [খ]তারা তোমার কিব্‌লার অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিব্‌লার অনুসরণ করতে পার না। আর তাদেরও একদল অন্য দলের[১৬৮] কিব্‌লার অনুসরণ করে না। আর [গ]তোমার কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ কর তবে নিশ্চয় তুমি যালেমদের একজন বলে গণ্য হবে।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

দেখুনঃ ক. ২ঃ১৫০, ১৫১ ; খ. ১০৯ঃ৩,৭; গ. ৬ঃ৫৭; ১৩ঃ৩৮।

১৬৪। রসূলে আকরম (সাঃ) যতদিন মক্কায় ছিলেন, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি নামাযের সময় জেরুজালেমের উপাসনালয়ের দিকে মুখ করতেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কা'বাকে 'কিব্‌লা'রূপে পাবার বাসনা পোষণ করতেন এবং তাঁর মন বলতো তাঁর এ বাসনা পূর্ণ হবেই। তিনি সাধারণত উপাসনার স্থান হিসেবে এমন জায়গা বেছে নিতেন, যাতে কা'বা ও জেরুজালেম উভয়কেই সামনে রাখা যায়। অতঃপর তিনি যখন মদীনাতে হিজরত করলেন তখন শহরটির অবস্থিতির কারণে একমাত্র জেরুজালেম ছাড়া কা'বাকে সম্মুখে রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। এতে তাঁর মনের গভীরে লুক্কায়িত বাসনা আরো তীব্র হয়ে উঠলো। আল্লাহ্‌র হুকুমের মর্যাদার খাতিরে তিনি 'কিব্‌লা' পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বাস্তবে কোনও প্রার্থনা করলেন না বটে, তবুও তিনি এ বিষয়ে ঐশী আদেশ এসে যাবে বলে মনে মনে আগ্রহের সাথে আশা পোষণ করতে থাকেন।

১৬৫। 'নুওয়াল্লিইয়ান্নাকা' অর্থ এরূপও হয় ঃ "আমরা তোমাকেই কর্তা ও অভিভাবক করবো।" এ বাক্যটিতে একাধারে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঃ যথা - কা'বা সকল জাতির কিব্‌লাতে পরিণত হবে এবং তা হযরত নবী করীম (সাঃ)এর হাতে সমর্পিত হবে।

১৬৬। এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, যদিও সাধারণ অবস্থায় সকল মুসলমানকেই নামাযের সময় কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তথাপি নির্দিষ্ট দিকে মুখ করা প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং এর গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ের। এ 'কিব্‌লা' নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বিশ্ব-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার উপরে জোর দেয়া।

১৬৭। আদিপুস্তক- ২১ঃ২১ যোহন-৪ঃ২১; যিশাইয়- ৪৫ঃ১৩,১৪ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ঃ২ দেখুন।

১৬৮। এ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ইসলাম-বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক শত্রুতার কথাও বলা হয়েছে। যেখানে ইহুদীদের কিব্‌লা ছিল জেরুজালেম (রাজাবলী- ৮ঃ২২-৩০, দানিয়েল- ৬ঃ১০, গীত সংহীতা- ৫ঃ৭ এবং যোনা- ২ঃ৪), সেখানেই মূসায়ী শরীয়ত পালনকারী ইহুদীদের একটি অস্বীকৃত ফেরকা সমরীয় 'জেরিযিম' নামক একটি প্যালেস্টাইনী পাহাড় চূড়াকে কিব্‌লারূপে গ্রহণ করেছিল (কমেন্টারী অন নিউ টেস্টামেন্ট, প্রণেতা ডব্লিউ, ওয়ালশাম হাউ, ডিঃডি)। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা ইহুদীদের কিব্‌লাকেই অনুসরণ করতো (এনসাই বৃট ১৪'শ সংস্করণ ভি, ৬৭৬ এবং জিউ, এনসাই ৬ঃ৫৩)। নাজরানের খৃষ্টানরা যখন মদীনার মস্‌জিদে নববীতে উপাসনা করেছিল তখন তারা পূর্ব দিকে মুখ করেছিল (যুরকানী- ৪র্থ খণ্ড-পৃঃ ৪১)। অতএব দেখা যায়, ইহুদী, সমরীয় এবং খৃষ্টানরা ভিন্ন ভিন্ন কিব্‌লা অবলম্বন করেছিল এবং এর কারণ ছিল তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এমতাবস্থায় তারা মুসলমানদের কিব্‌লা অনুসরণ করবে এটা কখনো আশা করা যায় না।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾

★ ১৪৭। [ক]আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা একে[১৬৯] সেভাবেই (সত্য বলে) চিনে যেভাবে তারা নিজ পুত্রদের চিনে[১৭০]। কিন্তু নিশ্চয় তাদের এক দল সত্যকে জেনেশুনে [খ]গোপন করে।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٨﴾

১৭ [৬] ১

১৪৮। (এ-ই হলো) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [গ](নিশ্চিত) সত্য। সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি লক্ষ্য, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং তোমরা পুণ্য[১৭১] কাজে পরস্পর [ঘ]প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। আর তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন তুমি[১৭২] [ঙ]মসজিদুল হারামের দিকে মনোনিবেশ করো। আর নিশ্চয় এ (আদেশ) হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমাগত সত্য[১৭৩]। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ উদাসীন নন।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২১; খ. ২ঃ১৭৫; ৫ঃ১৬; ৬ঃ৯২; গ. ৩ঃ৬১; ৬ঃ১১৫; ১০ঃ৯৫; ঘ. ৩ঃ১৩৫; ৫ঃ৪৯; ৩৫ঃ৩৩; ঙ. ২ঃ১৪৫।

১৬৯। 'হু' মানে একে বা তাকে। 'একে' বলতে কিবলার পরিবর্তনকে বুঝায়। আবার 'একে' বলতে আঁ হযরত (সাঃ) কেও বুঝায়। অতএব বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, আহ্লে কিতাব (খৃষ্টান-ইহুদী) তাদের ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে যে আরবদের মধ্যে এক নবীর অভ্যুদয় হবে যাঁর সাথে কা'বা গৃহের নিগূঢ় সম্পর্ক থাকবে।

★[এ আয়াতে 'একে' শব্দটি প্রধানত সত্যের লক্ষণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে যা তারা (অর্থাৎ আহলে কিতাব) মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করে থাকে। তিনি (সা:) যে একজন আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ এটা সুস্পষ্ট। কারণ আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর (সা:) মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। তারা যেভাবে তাদের সন্তানদের মাঝে নিজেদের স্বভাব চরিত্রের লক্ষণাবলী এবং আকার আকৃতির প্রতিফলন দেখে তাদের চিনে ও জানে সেভাবেই আল্লাহ্ওয়ালা মানুষকে আল্লাহ্র সেইসব গুণের মাধ্যমে চিনতে হবে যা তার চরিত্র ও জীবন ধারায় প্রতিফলিত হয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৭০। 'ইয়া'রিফূনাহু' 'আ'রাফা' থেকে উৎপন্ন। 'আরাফা' মানে সে জেনেছিল, চিনেছিল অথবা অনুভব করেছিল। এ শব্দটি ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটি আসলে সেরূপ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় যা ধ্যান-সাধনা ও চিন্তা দ্বারা লব্ধ হয় (মুফ্রাদাত)।

১৭১। এ আয়াতে কয়েকটি শব্দে সফল জীবনের উপায়-উপাদান ব্যক্ত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত, প্রথমেই তার নিজের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করা। অতঃপর তার কর্তব্য হবেঃ (ক) তার সমস্ত মনোযোগ সেই দিকে নিবদ্ধ করা, (খ) তার সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা, (গ) অন্যান্য নিষ্ঠাবান মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত থাকা এবং তাদেরকেও এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা, অধঃপতিত সহগামীকে উঠিয়ে দাঁড় করানো ও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। 'মুওয়াল্লিহা' শব্দের একটি অর্থ 'যা সে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়' অর্থাৎ মানুষ প্রথমে তার উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়, যা তার জীবনে মুখ্য চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

১৭২। যখন কা'বা মুসলমানের কিব্লায় পরিণত হলো তখন মক্কা শহর, যেখানে কা'বা অবস্থিত, তা মুসলমানদের আয়ত্বে আনার বিষয়টি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, তারা যেন মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রাখে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সকল অভিযানেই তাঁর সম্পূর্ণ মানোযোগ যেন এ উদ্দেশ্যের প্রতিই নিবেদিত থাকে। 'খারাজ্তা' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, 'তুমি যুদ্ধের জন্য বের হয়েছ' (লেইন)। শব্দটির তাৎপর্য হলো রসূলে পাক (সাঃ)কে মক্কা বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করতে হবে। তদুপরি ১৪৫ নং আয়াতে, যেখানে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে, সেখানে ১৫০-১৫১ আয়াতদ্বয়ে দেয়া নির্দেশটি মক্কা-বিজয়ের জন্য দেয়া হয়েছে বলেই মনে হয়। কেননা 'খুরুজ' ক্রিয়া-বিশেষ্যটি 'যুদ্ধের জন্য বের হওয়া' অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

১৭৩নং টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫১। আর তুমি [ক]যেখান থেকেই বের হও না কেন তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মনোনিবেশ করো। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমরা এরই দিকে মনোনিবেশ করো[১৭৪] যাতে করে তাদের মাঝে কেবল সীমালংঘনকারীরা ছাড়া তোমাদের[১৭৫] বিরুদ্ধে অন্য মানুষের কোন আপত্তি না থাকে। সুতরাং তোমরা তাদের [খ]ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর যাতে [গ]আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদের[১৭৬] জন্য পূর্ণ করে দেই এবং তোমরা যেন হেদায়াত লাভ কর।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। (এ উদ্দেশ্যে) এভাবেই [ঘ]আমরা তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনায় এবং তোমাদের পবিত্র করে, তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা[১৭৭] শিখায় এবং তোমরা যা জানতে না তা তোমাদের শিখায়।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৪৫, ১৫০; খ. ৫ঃ৪; ১২ঃ৭; গ. ৫ঃ৪, ঘ. ২ঃ১৩০;

১৭৩। 'তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমাগত সত্য' -এ বাক্যটি বুঝাচ্ছে, মক্কা একদিন নিশ্চিৎভাবে মুসলমানদের হাতে এসে যাবে। মুসলমানদের দ্বারা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের ১৭ঃ৮১ ও ২৮ঃ৮৬তে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের দিনে যখন মহানবী (সাঃ) দশ হাজার মুসলমান সৈন্যের নেতারূপে বিজয়ীর গৌরবে গরীয়ান হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন 'দ্বিতীয় বিবরণ' এর ৩৩ঃ২ তে বর্ণিত বহুকালের পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণীও বাস্তবে পরিণত হলো।

১৭৪। কেবল মহানবী (সাঃ)কেই নয় মুসলমানদের সবাইকে মক্কা-বিজয়ের কর্তব্য সম্পাদনের কথা সব সময় মনে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

১৭৫। 'সীমালঙ্ঘনকারীরা ছাড়া তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য মানুষের কোন আপত্তি না থাকে' -এ বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে, যদি মুসলমান জাতি মক্কা-বিজয়ে অসমর্থ হয় তাহলে ইসলামের শত্রুরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আপত্তি উত্থাপন করবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনার ফলে সেই আগত নবী নন (২ঃ১৩০)। এমতাবস্থায় প্রতিশ্রুত নবী বলে তাঁর যে দাবী সেই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে এবং যে কা'বা-গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়বার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পৌত্তলিক আরবদের অধিকারে থেকে মূর্তি দিয়ে ভরা থাকবে। মূর্তিগুলোর অবস্থান যতদিন কা'বা গৃহে থাকবে ততদিন মুসলমান উম্মতকে মূর্তিপূজক বলে অভিযুক্ত করার সুযোগ থেকে যাবে। এ আপত্তির পূর্ণ খণ্ডন কেবল তখনই হবে যখন এ পবিত্র গৃহ, যা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই নিবেদিত ছিল, তা মূর্তি-মুক্ত হবে। এ কারণেই জেরুজালেমের স্থলে কা'বাকে 'কিব্লা' হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দানের পরে পরেই স্বাভাবিকভাবে মক্কা বিজয়ের আদেশও অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৭৬। এ বাক্যাংশটির অর্থ হলো, মক্কা মুসলমানদের হাতে এসে গেলে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা মক্কা-বিজয় মানেই আরব দেশের সর্বত্র মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হাজার হাজার আরববাসীর ইস্লাম গ্রহণ। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। কেননা মক্কা-বিজয়ের সাথে হাজার হাজার আরব কাল বিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মক্কাবিজয়ের পরে পরেই আরবদের মধ্যে ইস্লাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ার আরেকটি কারণ হলো, আরবেরা কোন অবতীর্ণ গ্রন্থের অনুসারী না হলেও ইব্রাহীম (আঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল যে কোন মিথ্যা নবীর অনুসারীরা কখনই মক্কা জয় করতে পারবে না, বরং মক্কা জয়ের চেষ্টা করলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। মাত্র কিছু দিন পূর্বে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা তারা প্রত্যক্ষ করেছিল। ইয়ামেনের গভর্নর আব্রাহা এক বিরাট ও শক্তিশালী হস্তীবাহিনীসহ কা'বা দখলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে এলে তারা অলৌকিকভাবে তার ও তার সেনাবাহিনীর শোচনীয় ধ্বংস মাত্র কিছুকাল পূর্বেই দেখেছিল এবং তা তাদের স্মৃতিতে তখনো ভাস্বর ছিল।

১৭৭। এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ) এর কার্যাবলীকে প্রায় সেই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যে ভাষায় ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী-প্রেরণের প্রার্থনা করার সময় তাঁর কার্যাবলীর উল্লেখ করেছিলেন (২ঃ১৩০)। এর দ্বারা বুঝা যায় মহানবী (সাঃ) এর সত্তায় ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা রূপায়িত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৮ [৫] ২

১৫৩। সুতরাং তোমরা আমাকে [ক]স্মরণ[১৭৮] কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ]তোমরা ধৈর্য[১৭৯] ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের[১৮০] সাথে আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত [গ]বলো না, বরং তারা জীবিত[১৮১]। কিন্তু তোমরা (তা) উপলব্ধি করতে পারছ না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। আর আমরা কিছুটা ভয়ভীতি ও ক্ষুধা এবং কিছুটা ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফলফলাদির[১৮২] ক্ষতির মাধ্যমে অবশ্যই তোমাদের [ঘ]পরীক্ষা করবো। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। [ঙ]যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চয় [চ]আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো[১৮৩]।'

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০৪; ৮ঃ৪৬; ৬২ঃ১১; খ. ২ঃ৪৬; গ. ৩ঃ১৭০; ঘ. ৩ঃ১৮৭; ঙ. ২২ঃ৩৬; চ. ৭ঃ১২৬; ২৬ঃ৫১।

১৭৮। আল্লাহ্কে স্মরণ করার অর্থ আল্লাহ্ তাআলাকে ভয়-ভক্তি ও ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা, তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা, তাঁর গুণাবলীকে আত্মস্থ করা, তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। অপর দিকে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক মানুষকে স্মরণ করার অর্থ হলো মানুষকে তাঁর নৈকট্য দান করা, তার উপর আশিস বর্ষণ করা এবং তার মঙ্গলময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা।

১৭৯। 'সব্‌র' অর্থ ঃ (১) একটি বিষয়ে লেগে থাকা, (২) সাহসের সাথে, বিনা অভিযোগে ও বিনা বিরক্তিতে দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করা, (৩) শরীয়ত বা আল্লাহ্র বিধানকে ও বিবেকের আহ্বানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা, (৪) আল্লাহ্র বিধান ও বিবেকের ডাক যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকা (মুফ্‌রাদাত)।

১৮০। এ আয়াতটি কৃতকার্যতার সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করছে। প্রথমত একজন মুসলমানের উচিত তার প্রচেষ্টায় সে যেন লেগে থাকে এবং তার অধ্যবসায়ে যেন কখনো ভাটা না পড়ে, উদ্দেশ্য সাধনের পথে কখনো যেন মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি না হয়, যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তা যেন সে বর্জন করে এবং যা ভাল তা যেন সে আঁকড়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সাফল্য অর্জনের জন্য তাকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রার্থনা করতে হবে। কেননা সকল মঙ্গলের উৎস একমাত্র তিনিই। এ আয়াতে 'সালাত' (নামায) শব্দের পূর্বে 'সবর' (ধৈর্য ও অধ্যবসায়) শব্দটি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে মানুষ সাধারণত আল্লাহ্র আইন-কানুন মেনে চলতে অবহেলা বা অজ্ঞতা দেখায় এবং তাড়াতাড়ি সুফল পেতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ সফলতা লাভের চাবিকাঠি রয়েছে আল্লাহ্র নিয়ম-কানুন মানার মধ্যে। সেখানে ধৈর্য ধারণ অত্যাবশ্যক। প্রার্থনা কেবল তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার যত ধরনের আবশ্যকীয় উপায় আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এর সবটাই সঠিকভাবে অবলম্বন করা হয়।

১৮১। 'আহ্ইয়া' শব্দ 'হাঈ' শব্দের বহুবচন। 'হাঈ' শব্দের অনেক অর্থ আছে। তন্মধ্যে দু'টি হলো ঃ (১) সে ব্যক্তি যার জীবন-যাপন ব্যর্থ হয় না, (২) যার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। এ আয়াতে এমন একটি গভীর 'মনস্তাত্বিক সত্য' তুলে ধরা হয়েছে যা মানব জাতির জীবন ও উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যে জাতি তাদের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করে না এবং তাদের মন থেকে মৃত্যু-ভয়কে অপসারণ করে মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করে না তাদের উন্নতি হতে পারে না।

১৮২। পূর্ববর্তী আয়াতের প্রেক্ষিতে এ আয়াত খুবই যুক্তি-যুক্ত। ইসলামের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ কুরবানী করতে মুসলমানদের প্রস্তুত থাকা উচিত। যে দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিপদ-আপদ পরীক্ষারূপে তাদের উপর নেমে আসুক না কেন, তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া তাদের দায়িত্ব।

১৮৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫৮। এদের জন্যই রয়েছে এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনেক আশিস ও কৃপা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্[১৮৪] আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্র [ক]প্রতীকসমূহের অন্যতম। অতএব যে এ গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে তার এ দুটির মাঝে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই। আর যে-ই স্বেচ্ছায়[১৮৫] সৎকাজ করে আল্লাহ্ সেক্ষেত্রে নিশ্চয় গুণগ্রাহী (ও) সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৬০। আমরা এ কিতাবে মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে যা বর্ণনা করে দিয়েছি এরপরও আমাদের অবতরণকৃত স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও পথনির্দেশকে যারা গোপন[১৮৬] করে [খ]এদেরকেই আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও এদেরকে অভিশাপ দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬১। তবে [ঘ]যারা তওবা করে, নিজেদের শুধরে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তাদের কথা ভিন্ন। এদেরই তওবা গ্রহণ করে আমি এদের প্রতি অনুগ্রহ করবো। আর আমি পুন: পুন: তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৩৩ ;খ. ২ঃ১৬২; গ. ৩ঃ৯০; ৪ঃ১৪৭; ৫ঃ৪০; ২৪ঃ৬।

১৮৩। আমাদের যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলাই এর প্রকৃত মালিক। এমনকি আমাদের মালিকও তিনিই। সত্যিকার মালিক যদি তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় আমাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে যান আমাদের দুঃখ করার বা নালিশ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাজেই যে কোন দুঃখ-দুর্দশাই আমাদের উপর নেমে আসুক না কেন তা যেন আমাদেরকে উদ্যমহীন ও নিরাশ করার পরিবর্তে আমাদেরকে অধিক সচেষ্ট করে সাফল্য অর্জনের দিকে এগিয়ে দেয়। অতএব এ আয়াতটিতে যে ফর্মুলা দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র মৌখিক মন্ত্রই নয় বরং অতি মূল্যবান, বাস্তব ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সময়োচিত সতর্কবাণী।

১৮৪। 'সাফা' ও মারওয়া' কা'বার অদূরে দুটি পাহাড়ী টিলার নাম। দুটির মধ্যে প্রথমটি কা'বার অধিক নিকটবর্তী। এ দুটি পাহাড় একদিকে যেমন হযরত হাজেরার অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম আল্লাহ্-নির্ভরতার স্মৃতি বহন করে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ও তাঁর পুত্র ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ যত্ন ও অভিভাবকত্বের কথা স্মরণ করায়। এ দুটি পাহাড়ে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য উপস্থিত হওয়া মানুষের মনকে আল্লাহ্র ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও সর্বময় ক্ষমতার অনুভূতিতে ছেয়ে ফেলে।

[বিহিমা এখানে ফীহিমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এ দুটি পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তফসীরে সগীর দৃষ্টব্য]

১৮৫। 'যে-ই সেচ্ছায় সৎকাজ করে" বাক্যাংশটি 'হজ্জ' এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, যা শর্তসাপেক্ষে সকলের জন্য অবশ্য করণীয়। অতএব এখানে সৎকাজ বলতে 'ওমরাহ্'কে বুঝাচ্ছে যা 'ফরয' (অবশ্যকরণীয়) নয় বরং 'নফল' (অতিরিক্ত)। তবে বাধ্যতামূলক একবার হজ্জ্ পালনের পর যদি কেউ আরো হজ্জ্ পালন করে তবে পরবর্তী হজ্জটি সৎকর্ম বা বাড়তি পুণ্য বলে গণ্য হতে পারে।

১৮৬। যেসব ইহুদী জেনে শুনে মহানবী (সাঃ) সম্পর্কিত তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী গোপন রাখে, এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৬২। যারা অস্বীকার করে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায় নিশ্চয় [ক]তাদেরই ওপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশ্‌তাদের এবং সব মানুষের অভিশাপ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। এ (অভিসম্পাতে) [খ]এরা দীর্ঘকাল থাকবে। এদের ওপর থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং এদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

১৯
[১১]
৩

১৬৪। আর [গ]তোমাদের উপাস্য হলো এক-অদ্বিতীয় উপাস্য[১৮৭]। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। [ঘ]নিশ্চয় আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমনে এবং যা মানুষের কল্যাণ করে তা নিয়ে সাগরে চলাচলকারী নৌযানসমূহে এবং সেই পানিতে যা আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন, এরপর তা দিয়ে তিনি মৃতপ্রায় পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেন ও এতে সব রকমের বিচরণশীল জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান এবং বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায় বিবেকবুদ্ধি[১৮৮] সম্পন্ন লোকদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের (তাঁর) সমকক্ষরূপে[১৮৯] গ্রহণ করে। এরা আল্লাহ্‌কে [১৯০]ভালবাসার ন্যায় তাদের ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমান

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৮৮; খ. ৩ঃ৮৯; গ. ২ঃ২৫৬; ১৬ঃ২৩; ২২ঃ৩৫; ৩৭ঃ৫; ৫৯ঃ২৩, ২৪; ১১২ঃ২; ঘ. ৩ঃ১৯১; ১০ঃ৭; ৩০ঃ২৩; ৪৫ঃ৬।

১৮৭। বিশ্বাসের দুর্বলতা থেকেই পাপ জন্মে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ মানুষ যদি আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি পূর্ণভাবে আস্থাবান হয় এবং মিথ্যা দেবতার ছায়াও না মাড়ায় তাহলে সে সঠিক পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না।

১৮৮। কুরআন নিজ বিষয়বস্তুকে প্রমাণ করার জন্য বিশ্বজগতকে অখন্ডভাবে বিবেচনায় আনে। প্রকৃতির বস্তুনিচয়কে আলাদা-আলাদা করে দেখলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে পুরোপুরি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তত সহজ হবে না, যত সহজ হবে সমগ্র বিশ্বজগতকে নিয়ে এককভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে। শুধু পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করলে হয়তো মনে হবে, দৈবক্রমে অণু-পরমাণুর আকস্মিক সমাবেশে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং একইভাবে চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদিও অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু যখন সারাটা বিশ্বজগতকে আমরা সামগ্রিকভাবে একটি অখন্ড সত্তা হিসেবে ভাবি এবং এর সবকিছুর মাঝে একটা নিয়ম-কানুন, শৃংখলা ও সমন্বয়-সমঝোতার নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করি তখন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না যে এ অনুপম বিন্যাস আর এ মহাসমাবেশ অতি সুনিপুণ পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়েছে এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরম সচেতন এক মহা-সত্তা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি এ কথার দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, প্রকৃতির দৃশ্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তারা বুঝতে সমর্থ হবে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোকাবিলা করে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হবে না। সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তা মহানবী (সঃ) এর স্বপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১৮৯। পৌত্তলিকতার বিষয়ে আলোচনাকালে কুরআন চারটি শব্দ ব্যবহার করেছে ঃ (১) নিদ্দ্ (সমকক্ষ বা সমান), (২) শরীক (অংশীদার), (৩) ইলাহ্ (উপাস্য), (৪) রব্ব্ (প্রভু-প্রতিপালক)। প্রথম দুটি শব্দ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মোটেই ব্যবহৃত হয় না, কেবল (আল্লাহ্ ছাড়া) অন্যান্য উপাস্যদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শেষ দুটি শব্দ আল্লাহ্ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়। 'নিদ্দ' (সমকক্ষ বা সমান)

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৯০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আনে তারা আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করে তারা যদি (এখনই সেই) আযাব দেখতো যেমন তারা (পরে তা) দেখবে (তাহলে তারা বুঝতো) নিশ্চয় সমুদয় শক্তি আল্লাহ্রই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ আযাব প্রদানে কঠোর।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۶﴾

★ ১৬৭। (নিশ্চয় তারা তখন বিষয়টি অনুধাবন করবে) [ক]যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের ব্যাপারে দায়দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা আযাব দেখবে আর তাদের পরিত্রাণের সব উপায় উপকরণ ছিন্ন হয়ে যাবে[১৯১]।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿۱۶۷﴾

১৬৮। আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, [খ]'হায়, আমরা যদি (পৃথিবীতে আর) একবার ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরাও তাদের দায়দায়িত্ব সেভাবে অস্বীকার করতাম যেভাবে তারা (আজ) আমাদের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করছে।' এভাবেই আল্লাহ্ তাদের কর্ম তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ করে দিবেন। আর তারা (এ) আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

২০ [৪] ৪

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۸﴾

★ ১৬৯। হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে [গ]হালাল[১৯২] ও স্বাস্থ্যসম্মত (খাদ্য)[১৯২-ক] খাও। আর তোমরা [ঘ]শয়তানের[১৯৩] পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় [ঙ]সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۹﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৬৪, ৬৫; ৩৪ঃ৩৩, ৩৪; খ. ২৩ঃ১০০; ২৬ঃ১০৩; গ. ৫ঃ৮৯; ৮ঃ৭০; ১৬ঃ১১৫; ঘ. ২ঃ২০৯; ৬ঃ১৪৩; ২৪ঃ২২; ঙ. ৭ঃ২৩; ১২ঃ৬; ২৮ঃ১৬; ৩৫ঃ৭; ৩৬ঃ৬১।

শব্দটি ঐ সকল উপাস্য বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে আল্লাহ্র সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়, তদুপরি আল্লাহ্র বিপরীত বা মোকাবিলাকারীও মনে করা হয়।

১৯০। আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা সকল ধর্মীয় শিক্ষার নির্যাস। আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসার প্রতি ইসলাম যত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম ততটা দেয়নি। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্তে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে আরবের পৌত্তলিকরা পর্যন্ত বলতো, 'মুহাম্মদ তার প্রভুর প্রেমে পড়েছে'। আল্লাহ্র সৌন্দর্যাবলী এবং আল্লাহ্র গুণাবলী যা মানুষের মনে প্রেম, ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে, কুরআন অন্যান্য বিষয়াদির তুলনায় এসব ঐশী গুণকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে ও বার বার বর্ণনা করেছে।

১৯১। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নবীকে অস্বীকারকারী নেতৃবৃন্দের অন্ধ অনুসারীদেরকে কড়া ভাষায় সতর্ক করা হচ্ছে, তাদের বিপথে চালনাকারী নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই তাদেরকে পরিত্যাগ করবে। কেননা অস্বীকারকারীদের শাস্তির আর বেশি দেরী নেই।

১৯২। সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকর্মের সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। এ আয়াত দ্বারা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কার্যাবলী সম্পর্কিত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ার অংশটুকুর আলোচনা শুরু হয়েছে অর্থাৎ শরীয়তের আইন-কানুন এবং তার মধ্যে নিহিত যুক্তি ও প্রজ্ঞার বর্ণনা আরম্ভ হলো। এখান থেকে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের আদেশ জারী করা এবং সামাজিক চাল-চালন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যেহেতু খাদ্য মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই এর নিয়ম-কানুন প্রথমে বর্ণিত হলো। ইসলামের মতে খাদ্য যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা হতে হবে ঃ (১) 'হালাল' অর্থাৎ শরীয়তের আইন মোতাবেক বৈধ, (২) 'তায়্যেব' অর্থাৎ ভালো, পবিত্র, পরিমিত, রুচিমাফিক, স্বাস্থ্যকর।

★['তায়্যেব' শব্দটি ব্যক্তিগত পছন্দের খাবার এবং হালাল ঘোষিত খাদ্য দ্রব্যের মাঝে 'স্বাস্থ্যসম্মত' খাবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথম ক্ষেত্রে একই হালাল খাবার একজনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত হতে পারে কিন্তু অন্যদের কাছে ব্যক্তিগত পছন্দ, রুচিবোধ ও পরিস্থিতির তারতম্যের কারণে তা স্বাস্থ্যসম্মত নাও হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ শব্দটি খাবারের একটি উৎকৃষ্ট অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, মু'মিনরা কেবল সেইসব খাবারই পছন্দ করে যা কেবল হালালই নয় বরং তা উত্তম এবং স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৭০। ক·সে তোমাদের কেবল মন্দ কাজ ও অশ্লীলতার[১৯৪] আদেশ দেয় এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এমন কথা বলারও (আদেশ দেয়) যা তোমরা জান না।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। আর খ·তাদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা এর অনুসরণ কর' তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের[১৯৫] যে (মতাদর্শে দেখতে) পেয়েছি আমরা কেবল এরই অনুসরণ করবো'। তাদের পূর্বপুরুষরা যদি বিবেকবুদ্ধি না খাটিয়ে থাকে এবং সঠিক পথে না চলে থাকে তবুও কি (তারা এদের অনুসরণ করবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧١﴾

১৭২। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায়, যে এমন কিছুকে চিল্লিয়ে ডাকে, যা কেবল হাঁকডাক ও চীৎকার[১৯৬] ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না। গ·তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। ঘ·হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকলে আমরা তোমাদের যেসব রিয্‌ক দিয়েছি[১৯৭] তা থেকে পবিত্র জিনিষ খাও এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। ঙ·তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস[১৯৮] এবং সেইসব কিছু (যার ওপর) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (প্রয়োজনে ব্যবহার করতে) বাধ্য হয়েছে সেক্ষেত্রে তার কোন পাপ[১৯৯] হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

দেখুনঃ ক. ২ঃ২৬৯; ২৪ঃ২২; খ. ৫ঃ১০৫; ১০ঃ৭৯; ২১ঃ৫৩, ৫৪; ৩১ঃ২২; গ. ২ঃ১৯; ঘ. ৫ঃ৬; ১৬ঃ১১৫; ২৩ঃ৫২; ৪০ঃ৬৫; ঙ. ৫ঃ৪; ৬ঃ১৪৬; ১৬ঃ১১৬।

১৯৩। খাদ্য সম্বন্ধীয় আদেশ-নিষেধের অব্যবহিত পরেই শয়তানের অনুসরণ না করার আদেশ এ কথার ইঙ্গিত বহন করে, মানুষের বাহ্যিক কার্মকান্ড ও খাদ্যভ্যাস তার মন-মানসিকতা, নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অবৈধ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে দমিয়ে দেয় এবং তার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটায় (২৩ঃ৫২)।

১৯৪। শয়তান সাধারণত মানুষকে সেইসব কাজে প্রথম প্ররোচনা যোগায়, যেগুলো বাহ্যত খারাপ মনে হয় না এবং যেগুলোর প্রভাব তার ব্যক্তি সত্তায় সীমাবদ্ধ নয়, অতঃপর ধীরে ধীরে তাকে পাপের দিকে টেনে কট্টর পাপীতে পরিণত করে। তখন তার সাধারণ সভ্যতা ও ভদ্রতার জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়।

১৯৫। এটা অত্যন্ত অদ্ভূত ও আক্ষেপের বিষয়, মানুষ অস্থায়ী পার্থিব ও জাগতিক বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে এবং অন্ধভাবে অন্যের অনুকরণ করতে চায় না। কিন্তু অবিনশ্বর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ধর্মের বিষয়ে সে পূর্বপুরষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চায়।

১৯৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের কাছে ঐশী-বাণী পৌঁছালেন। তিনি যখন তাদেরকে আহ্বান করলেন তখন তাদের অবিশ্বাসীরা তাঁর আওয়াজ শুনলো বটে, কিন্তু তার মর্ম বুঝতে পারলো না। তাঁর কথাগুলো যেন বধিরের কানে গেল। ফলে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকল হয়ে গেল এবং তারা এত নিম্নস্তরের পশুতে পরিণত হলো (৭ঃ১৮০; ২৫ঃ৪৫) যে তারা রাখালের আহ্বান শুনে বটে কিন্তু রাখাল কি বলছে তা বুঝে না।

১৯৭, ১৯৮ ও ১৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৭৫। আল্লাহ্ কিতাব (থেকে) যা-ই অবতীর্ণ করেছেন, [ক]যারা তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে [খ]তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় এরা শুধু আগুন[২০০] দিয়েই নিজেদের পেট ভরে। আর কেয়ামত দিবসে [গ]আল্লাহ্ এদের সাথে কথা বলবেন না এবং এদের পবিত্রও করবেন না। আর এদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এরাই [ঘ]হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাব ক্রয় করেছে। আগুনের (আযাব) সইতে এরা কত ধৈর্যশীল[২০১]!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٦﴾

চতুর্থাংশ

১৭৭। এর কারণ হলো, [ঙ]আল্লাহ্ সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা এ কিতাব সম্পর্কে মতভেদ করে নিশ্চয় তারা ঘোর শত্রুতায় (লিপ্ত) রয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٧﴾

২১ [৯] ৫

১৭৮। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তেমাদের মুখ ফেরানোতে [চ]কোন পুণ্য নেই। বরং প্রকৃত পুণ্যবান সে-ই যে আল্লাহ্‌তে, পরকালে, ফিরিশ্‌তায়, কিতাবে ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁরই ভালবাসায়[২০২] আত্মীয়স্বজন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৪৭ ; খ. ২ঃ৪২ ; গ; ২:১৬০; ঘ. ২ঃ১৭; ৩ঃ১৭৮; ৪ঃ৪৫ ; ঙ. ১৭ঃ১০৬ চ. ২ঃ১৯০।

১৯৭। 'পবিত্র জিনিষ খাও'– বাক্যটির তাৎপর্য হলো, মুসলমানদেরকে এমন সব দ্রব্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা মানুষের শারীরিক, নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে, এমনকি শরীয়তে এর ব্যবহার হারাম না হলেও।

১৯৮। 'শূকর' পশুটির নামই একে খাবার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। আরবী 'খিনযীর' শব্দটি দুটি শব্দের মিলনে গঠিতঃ খিন্‌য ও আরা। 'খিন্‌য' অর্থ অতি ঘৃণ্য, আর 'আরা' অর্থ 'আমি দেখি'। 'খিনযীর' এর অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি একে ঘৃণ্য ও কুৎসিত দেখি'। হিন্দী ভাষায় একে বলে, 'শূয়ার', যার অর্থও "আমি একে অতি ঘৃণ্য দেখি"। .... হিন্দীতে এ জন্তুটি 'বদ' নামেও অভিহিত। 'বদ্ অর্থ' নিকৃষ্ট অথবা দোষণীয়। সম্ভবত এটা মূল আরবী শব্দেরই অনুবাদ।

১৯৯। 'ইস্‌ম' অর্থ 'আইন-বিরুদ্ধ কাজ' অর্থাৎ পাপ, যা একজনকে শাস্তিযোগ্যও করে (আক্‌রাব), যা মানুষের মনে (বিবেকে) খারাপ লাগে (মুফ্‌রাদাত)। যে চারটি বস্তুর নাম এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো যে কেবল নিষিদ্ধ, তা নয়। ইসলাম আরো অনেক বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। সেগুলোকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ফেলা যায় ঃ (১) 'হারাম' বা অবৈধ, (২) 'মামনু' বা নিষিদ্ধ। এ আয়াতে কেবল 'হারাম' বা অবৈধ বস্তুগুলোর উল্লেখ রয়েছে। নিষিদ্ধ জিনিষগুলোর কথা মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে পাওয়া যায়। 'হারাম' বস্তুর ব্যবহার মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পথে প্রত্যক্ষভাবে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু 'মম্‌নু' বস্তুর ব্যবহার সেই পর্যায়ের না হলেও তা হারামের কাছাকাছি পর্যায়ের গুরুত্ব বহন করে। তবে উভয় প্রকারের বস্তুই নিষিদ্ধ বটে। এ আয়াতে হারাম বস্তুগুলোর দুটি হলো রক্ত ও স্বাভাবিকভাবে মৃত জীব-জন্তুর মাংস। এ দুটি বস্তু যে ক্ষতিকর তা স্বীকৃত সত্য। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এগুলো ক্ষতিকর। শূকরের মাংস কেবল যে শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তা-ই নয়, বরং তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। শূকর আবর্জ্জনা ও ময়লা খায় এবং পূঁতি গন্ধময় নোংরা-পচা কাদায় থাকতে ভালবাসে। বিশ্রী অভ্যাসে এরা অভ্যস্ত এবং এদের মধ্যে যৌন-বিকৃতির খারাপ লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। শূকর-খোরদের ফিতা-ক্রিমি, গলগণ্ড, ক্যানসার, ট্রিচিনা (Encysted Trichina) প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। শূকরের মাংস খেলে ট্রিচিনোসিস (Trichinosis) নামক রোগ হয়।

২০০। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য হলো, আগুন যেমন পিপাসা মিটাতে পারে না, বরং তা পিপাসা আরো বাড়িয়ে দেয়, তেমনি এ জগতের বস্তুগুলোও মানুষের মনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি সৃষ্টি করতে পারে না, বরং এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করে।

২০১ ও ২০২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۸﴾

এতীম, দরিদ্র, পথিক ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ক.দান করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। আর (তারাও পুণ্যবান) যারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলে খ.নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং গ.অভাবঅনটনে[২০২-ক] ও দুঃখকষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল থাকে। ঘ.এরাই নিষ্ঠা দেখিয়েছে এবং এরাই মুত্তাকী[২০৩]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

★ ১৭৯। হে যারা ঈমান এনেছ! ঙ.নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস'[২০৪] (অর্থাৎ যথোচিত প্রতিশোধ গ্রহণ) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো। স্বাধীন (খুনী) পুরুষের ক্ষেত্রে সেই স্বাধীন পুরুষ, কৃতদাস (খুনীর) ক্ষেত্রে সেই কৃতদাস, নারী (খুনীর) ক্ষেত্রে সেই নারী থেকেই (কিসাস গ্রহণ বিধেয়)। কিন্তু যার জন্য তার (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির) ভাইয়ের পক্ষ থেকে (রক্তপণের) কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে (নিরূপিত রক্তপণের বাকী অংশ শোধ করতে) ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে এবং (হত্যাকারীর পক্ষ থেকে) তাকে (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্তপণ) পরিশোধ করতে হবে। এ

দেখুন ঃ ক. ৭৬ঃ৯ ; খ. ৯ঃ৪; ১৩ঃ২১; গ. ২ঃ২১৫; ৬ঃ৪৩; ৭ঃ৯৫; ঘ. ৪৯ঃ১৬; ঙ. ২ঃ১৯৫; ৫ঃ৪৬।

২০১। এ কথাগুলোর অর্থ, অবিশ্বাসীদের সহ্যশক্তি যেন এতই বেশি যে জাহান্নামের আগুনের যন্ত্রণাও তারা সহ্য করতে পারবে। এ বাক্যটি ব্যাঙ্গোক্তি।

২০২। 'আলা হুব্বিহি' মানে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার খাতিরে, অর্থের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও।

২০২-ক। 'আল্ বা'সা' এবং 'আল্ বা'স' উভয় শব্দই 'বাউসা' এবং 'বা'ইসা' থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ 'সে যুদ্ধে শক্তিশালী ও সাহসী ছিল বা হলো, সে অভাবে অথবা দুরবস্থায় ছিল কিংবা পড়ে গেল। 'আল্ বা'সা' অর্থ লড়াইয়ে বা যুদ্ধে সাহস ও শক্তি, যুদ্ধ বা লড়াই, ভীতি, ক্ষতি ইত্যাদি। 'আয্ যাররা' বিশেষভাবে ব্যক্তিগত দুর্ভোগ, দুঃখকষ্ট, রোগভোগ ইত্যাদি বুঝায় এবং আল্ বা'সা হলো ধন সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কিত কষ্ট, অভাব ইত্যাদি (লেইন)।

২০৩। এ আয়াতে ইসলামী শিক্ষার সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছে। ইসলামের মূল বিশ্বাস ও পথ-নির্দেশ, যার উপর ভিত্তি করে মানবের সকল কর্মকাণ্ড গৃহীত হবে এবং যার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার উপর কর্মের ন্যায্যতা ও বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, সেইসব মৌলিক বিষয়, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের (পরলোকের) প্রতি, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, প্রেরিত-পুরুষগণের প্রতি, প্রেরিত গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাসের কথা সর্বপ্রথম ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপরে মানুষের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি আদেশ উল্লেখিত হয়েছে।

২০৪।.এ আয়াতে সাধারণ আইনের একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি বর্ণিত হয়েছে। তাহলো মানুষ সকলেই সমান। অতএব কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেক দোষী ব্যক্তিকেই তার দোষ অনুপাতে শাস্তি দিতে হবে। অবশ্য যার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে সে যদি ক্ষমা করে, কিংবা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যদি ক্ষমা করে এবং সেরূপ ক্ষমা করা যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক মনে করা হয়, কেবল তখনই দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

'তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো' কথাগুলো দ্বারা বুঝা যায়, প্রতিশোধ-গ্রহণ বা প্রতিকার-বিধান করা বাধ্যতামূলক। অপরাধী ব্যক্তির আইনানুগ শাস্তিবিধান না করা ঐশী-নির্দেশের পরিপন্থী। এটা ঐশী-বিধানকে অমান্য করার শামিল। এ কথা মনে করা ঠিক নয়, হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব আত্মীয়দের উপরই ন্যস্ত। কেননা 'তোমাদের জন্য (আলায়কুম)' কথাটি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। তবে আত্মীয়কে ক্ষমা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষ আইনানুযায়ী অপরাধীকে শাস্তিদানে বাধ্য এবং নিজ দায়িত্বে ক্ষমা করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে নিজেরাই অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে না। শাস্তি-প্রদানের ক্ষেত্রে এ আয়াতে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٧٩

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝١٨٠

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝١٨١

হলো তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (শাস্তি) লঘুকরণ ও কৃপা। কিন্তু এরপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১৮০। আর হে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমাদের জন্য কিসাসের (ব্যবস্থাপনার) মাঝে (সমাজ ও জাতির) জীবন (নিহিত) রয়েছে যাতে তোমরা রক্ষা পাও২০৪-ক।

১৮১। তোমাদের কারো মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন সে যদি প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যায় তাহলে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের অনুকূলে ন্যায়সঙ্গতভাবে২০৫ ওসীয়্যত করা ক তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো। এ (কাজ) মুত্তাকীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২, ১৩; ৫ঃ১০৭।

অপরাধীদের মধ্যে কোনই তারতম্য করা হয়নি। কথাটি সকলকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, সব খুনীকেই এক পাল্লায় ওজন করা হয়েছে। হত্যাকারীর অবস্থান, মর্যাদা কিংবা ধর্মকে বিবেচনায় আনা হয়নি। জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তাকে ক্ষমা করতে পারে। এ বিষয়ে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) এর হাদীসগুলো অতি সুস্পষ্ট (ইবনে মাজাহ্ঃ বাবুদ্ দিয়াৎ)। রসূলে পাক (সাঃ) এর সাহাবীগণ (রাঃ) এ বিষয়ে একমত, যুদ্ধহীন অবস্থায় কোন অমুসলিমকে বা অবিশ্বাসীকে হত্যা করলে হত্যাকারী মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে (তাবারী-৪৪ খণ্ড)। রসূল করীম (সাঃ) শান্তির অবস্থায় একজন অমুসলমানকে হত্যা করার জন্য একজন মুসলমান হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্বয়ং দিয়েছিলেন (দার কুৎনী)। 'স্বাধীন (খুনী) পুরুষের ক্ষেত্রে সেই স্বাধীন পুরুষ, কৃতদাস (খুনী) এর ক্ষেত্রে সেই কৃতদাস, নারী (খুনী)এর ক্ষেত্রে সেই নারী' এ কথাগুলো দ্বারা এটা বুঝায় না যে একজন দাসের হত্যার জন্য হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, কিংবা একজন পুরুষকে হত্যার জন্য হত্যাকারিণী স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, ইত্যাদি। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বিবেচনা কোন মতেই এ আইনের প্রয়োগকে ব্যাহত করতে পারে না। তবে স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য .... একটি বিশেষ ধরনের প্রচলিত উক্তি। এরূপ অভিব্যক্তির আশ্রয় এ কারণে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আরবদের একটা সুপরিচিত সামাজিক রীতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর মূল উপড়ে ফেলা যায়। রীতিটি ছিল, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা, ইত্যাদি বিবেচনা করে শাস্তির কথা ভাবা হতো অর্থাৎ মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ অনুযায়ী অপরাধের পরিমাণেও ভেদাভেদ এবং তারতম্য করা হতো এবং একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাপে শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। আরো একটি অন্যায় প্রথা ছিল, হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে তার দাসকে হত্যা করা হতো। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ সেইসব কুপ্রথাকে চিরতরে বিলোপ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বস্তুত প্রতিকারের নির্দেশটি একটি বাক্যে সীমাবদ্ধ। এ বাক্যটি হলো, নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস' (যথোচিত প্রতিশোধ) গ্রহণ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো'। এ বাক্যাংশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণ অর্থবহ ও স্বতন্ত্র ঘোষণা। পরবর্তী কথাটি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের জন্য দাস এবং স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রীলোক অতিরিক্ত সংযোজন, যা নির্ধারিত আইনের অংশ নয়। এটি আরবদের পূর্বোল্লিখিত রীতিনীতি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এবং এর অযৌক্তিকতা প্রকাশের জন্য সংযোজিত হয়েছে এবং তিনটি উদাহরণ দিয়ে আইনকে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা বুঝানো হয়েছে । আরবী ব্যাকরণে এরূপ প্রকাশ-ভঙ্গীকে 'জুম্লা ইস্তিনাফিয়া' বলা হয় এবং তা কৌশলগতভাবে পূর্বোল্লিখিত বাক্যে নিহিত কোন প্রশ্নের জবাব হয়ে থাকে এবং এর পূর্বে কোন সংযোগ-অব্যয় বসে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাক্যটিতে যে প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় তা প্রায়ই উহ্য থাকে, প্রকাশিত থাকে না (মুখ্তাসার)। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কৃতদাসকে হত্যা করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে' (ইব্নে মাজাহ্)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, সকল মুসলমানের রক্তই এক প্রকারের, প্রতিশোধ গ্রহণ আইনে এতে তারতম্য করা চলবে না' (নিসাঈ)।

☆['কিন্তু যার জন্য তার (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির) ভাইয়ের পক্ষ থেকে (রক্তপণের) কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে নিরূপিত রক্তপানের বাকী অংশ শোধ করতে) ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে'-এর অর্থ হলো, রক্তপণ ন্যায্যভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরূপণ করতে হবে এবং তা নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দেরকে দিতে হবে। [মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২০৪-ক। ইসলামে প্রতিশোধ আইন হত্যা বন্ধ করার ও মানবজীবন রক্ষা করার একটি কার্যকরী উপায়। জীবনের নিরাপত্তার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। মানুষের জীবনকে নিয়ে যে ব্যক্তি ছিনিমিনি খেলে সে মানব-সমাজে বসবাস করার যোগ্যতা ও অধিকার হারিয়ে ফেলে। হত্যাকারীকে ক্ষমা করা কিংবা হত্যাকারীর শাস্তি রহিত করা বা কম করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণিত হয় যে ক্ষমা করলে বা কম শাস্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই তা সুফল বহন করবে (৪২ঃ৪১)। এরূপে ইসলাম একদিকে অপরাধ দমনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে, অপরদিকে পরোপকার ও করুণার মহৎ গুণাবলী প্রদর্শনের

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ২০৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ؕ﴿۱۸۲﴾

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি এ (ওসীয়্যত) শুনার পর তা পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে এর পাপ নিশ্চয় তাদের ওপরই বর্তাবে যারা তা২০৫-ক পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۳﴾

১৮৩। কিন্তু কেউ ওসীয়্যতকারীর পক্ষ থেকে যদি পক্ষপাতিত্বের অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে এবং সে যদি তখন তাদের (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের) মাঝে মীমাংসা করে দেয় তাহলে তার২০৫-খ কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২২ [৬] ৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ﴿۱۸۴﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের২০৬ জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

দরজাও খোলা রেখেছে। মৃত্যুদণ্ড রহিত করার অবিরাম ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজও মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিভিন্নরূপে প্রচলিত থাকায় প্রমাণিত হয়, ইসলামের এ আদেশটিতে প্রজ্ঞা ও যুক্তি রয়েছে। মৃত্যুদণ্ড রহিত করণের অতি উৎসাহী প্রবক্তারা এখন পর্যন্ত এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। তারা এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড উপযুক্ত বিকল্প তো নয়ই, বরং আরো ভয়াবহ' (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইন্ দি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী, প্রণেতা ঈ, রয় ক্যালভার্ট, জি. পি. পুটন্যাম, লন্ডন ১৯৩০)।

২০৫। সূরা নিসার ১২-১৩ আয়াতে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের কার কতটুকু অংশ তা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন তফ্সীরকার ভুলবশত মনে করেছেন 'সূরা নিসার' উক্ত আয়াত দুটি সূরা বাকারার এ আলোচ্য আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে একটি অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় দফা এবং এতে বর্ণিত হয়েছে , উত্তরাধিকারী নয় এমন নিকটতম ব্যক্তিকে কিংবা জনহিতকর কাজে কিংবা যুদ্ধাবস্থার কারণে সম্পত্তির অধিকারী আপন জীবদ্দশায় উইল বা দানপত্র দ্বারা সম্পত্তির কিছু অংশ দান করতে পারেন। এরূপ দানের সাথে উত্তরাধিকারীদের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের বিষয় 'সূরা নিসার' ১২-১৩ আয়াতে আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতকে উত্তরাধিকারের আয়াত দ্বারা রহিত (মনসুখ) করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং আলোচ্য আয়াতের আওতায় কোন দানপত্র বা উইল সম্পাদিত হলে একে স্বীকৃতিদানের কথা বলে। উত্তরাধিকার ও উইল উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যকরী। একটি অপরটিকে সমর্থন যোগায়। (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ দানপত্র বা উইলের মাধ্যমে দানের সর্বোচ্চ সীমা। সাদ বিন আবি-ওক্কাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস হতে এ সীমা জানা যায় (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)। সম্পত্তির অধিকারী এর বেশি নিজের ইচ্ছামত দান করতে পারেন না। আর কেবল মাত্র প্রচুর ধন-সম্পদ থাকলেই এ সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত 'উইল' করতে পারেন, নতুবা নয়। 'খায়ের' (অনেক ধন) শব্দ দ্বারা এ কথাই বুঝায়। সূরা 'মায়েদার' ১০৭ নং আয়াত, যার ভিত্তিতে একজন মৃত্যুমুখী ব্যক্তি 'উইল' করতে পারেন, তা যে সূরা নিসার ১২-১৩ আয়াতের পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই ব্যাপারে সকলেই একমত এবং তা এ অভিমতকে আরো শক্তিশালী করে যে আলোচ্য আয়াতটি ৪ঃ১২-১৩ দ্বারা রহিত হয়নি। আসল কথা, কুরআনের কোনো আয়াত বাতিল হওয়ার মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

২০৫-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে (উইলকারীর) কিছু বাধ্যবাধকতা নিরূপণ করা হয়েছে, যেগুলো না মানলে পাপ হবে। স্পষ্টত এটাই বুঝানো হয়েছে, সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক পরিচালিত হবে। যদি উইলকারী এ ধরনের কোনো নির্দেশ-নামা দিয়ে থাকেন তাহলে ঐ নির্দেশ-নামা ভঙ্গের পাপ তাদেরই উপর বর্তাবে যারা ঐ নির্দেশ-নামা অমান্য করবে।

২০৫-খ। 'উইল' আইন মোতাবেক বৈধ হলেও এতে এমন কোন কোনো শর্ত বা কথা থাকতে পারে যা ন্যায়সঙ্গত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক ব্যক্তির অনেক উত্তরাধিকারী রয়েছে। যদি ঐ ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দাতব্যকাজে বা অন্য কোন আইনানুগ কাজের জন্য উইল করে দেন তাহলে উত্তরাধিকারীদের অভাবজনিত কষ্ট হতে পারে অথবা অনুমোদিত একতৃতীয়াংশ দিতে গিয়েও ন্যায়ের ভিত্তি লঙ্ঘন করতে পারেন বা প্রকৃত দাবীদারকে উপেক্ষা করতে পারেন এরূপ ক্ষেত্রে উচিত হবে, বরং পুণ্যের কাজ হবে, যদি উত্তরাধিকারীদেরও উইল বলে দাবীদারদের মধ্যে ন্যায়-ভিত্তিক সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া হয়।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোনো না কোনো আকারে সকল ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে উপবাস ব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এ ধরনের নির্দেশ নেই সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট,)।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮৫। (তোমরা রোযা রাখবে) ক-নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না[২০৭] তাদের জন্যে 'ফিদিয়া' (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামূলক করা) হলো। অতএব যে স্বেচ্ছায় ভালকাজ করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।

أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৬। রমযান[২০৭-ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ[২০৭-খ] করা হয়েছে। (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য[২০৮] এক খ-মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে)। অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০৪; খ ৩ঃ৪; ৮ঃ৪২; ২১ঃ৪৯; ২৫ঃ২।

সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এ উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তা নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন তিনি আত্মত্যাগে তাঁর প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। প্রয়োজন বোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তাঁর জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

২০৭। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে বা যারা অতি কষ্টে এটা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এ অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে– অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ এখানে "যারা রোযা রাখতে অসমর্থ" হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এরূপও করা হয়েছে, 'রোযা রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন। সে ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে 'খাওয়ানোর' পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার দরুন রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে ঃ (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিব্‌রাঈল প্রতি বছর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সাঃ)এর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে জিব্‌রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সাঃ)এর কাছে দুবার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসেবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল্ কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ ঃ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়। কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এনসাইক্লো-বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন। কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ঃ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ঃ৪; ১৮ঃ৫০)।

২০৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

[ক]আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্যে তোমরা [খ]আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۚ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) [গ]নিকটেই[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার [ঘ]উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

★ ১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা হলো তোমাদের পোশাক[২১২] এবং তোমরা হলে তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মার্জনা[২১৩] করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা অন্বেষণ কর। আর তোমরা খাও

দেখুন ঃ ক.২ঃ২৮৭; ৫ঃ৭; ২২ঃ৭৯;খ. ২২ঃ৩৮; গ. ১১ঃ৬২; ৩৪ঃ৫১; ৫০ঃ১৭; ঘ. ২৭ঃ৬৩।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা 'সফর' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবং এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয় তখন তারা স্বভাবতই এ থেকে খুব বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' এ বাক্যাংশটির অর্থ এস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে, 'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব 'আমার প্রতি ঈমান আনে' অর্থ এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে এবং বিয়ের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এ আয়াত বলছে, বিয়ের উদ্দেশ্য হলো দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্দ্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই (৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতে রক্ষা করা এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

---

২১৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়।☆ অতঃপর রাত[২১৪] (নেমে আসা) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে[২১৫] ই'তিকাফের অবস্থায় তাদের সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হবে না। এসব হলো আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা। অতএব তোমরা এর ধারে কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে।

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾

★ ১৮৯। আর তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ[২১৫-ক] অন্যায়ভাবে[২১৬] নিজেদের মাঝে [ক]ভাগাভাগি করে খেয়ো না। আর তোমরা জেনেশুনে মানুষের ধনসম্পদের☆ এক অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করো না।

২৩ [৬] ৭

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। তারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, এটা [খ]মানুষের সময় নির্ণয়ের[২১৭] মাধ্যম এবং হজ্জেরও (সময় নির্ণয়ের মাধ্যম)। আর বাড়ীঘরের পেছন[২১৮] দিক থেকে তোমাদের প্রবেশ করা কোন পুণ্যের কাজ নয়। বরং [গ]প্রকৃত পুণ্যবান সে-ই যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা বাড়িঘরে এর নির্ধারিত দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৩০, ১৬২; ৯ঃ৩৪; খ. ২ঃ১৯৮; ৯ঃ৩৬; গ. ২ঃ১৭৮।

২১৩। 'আফাল্লাহু আন্হু' এর আরো অর্থ হলো আল্লাহ্ তার ভুল সংশোধন করে তার কাজ-কর্ম ঠিক করে দিলেন, আল্লাহ্ তাকে সম্মান দিলেন। অন্য এক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলেন (মুহীত)।

☆ [প্রকৃতপক্ষে সাদা রেখা ভোরের সাথে সম্পৃক্ত]। অতএব, অর্থ হবে .... 'যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়'। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চলে), সেখানে দিন ও রাত ১২ ঘন্টা করে ধরতে হবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্সায়াত)।

২১৫। ই'তিকাফ' এ থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাতে স্ত্রী-গমন কিংবা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সব নিষিদ্ধ। কেননা রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই ই'তিকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে তোমাদের ধন-সম্পদ বলে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তোমাদের ধন-সম্পদ বলতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাচ্ছে।

২১৬। রোযার নির্দেশ মুসলমানদের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করেছে তারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকে যাতে তাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই এটাই উপযুক্ত সময় যখন তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি থেকে বিরত থাকে অর্থাৎ তারা যেন সজ্ঞানে অবৈধ উপার্জন থেকেও আত্মরক্ষা করে। প্রসঙ্গত এ আয়াত ঘুষ দেয়া-নেয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দা করেছে।

★ ["মানুষের সম্পদ" বলতে জাতীয় সম্পদ বুঝানো হয়েছে। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৭ ও ২১৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾

১৯১। আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ[২১৯] করে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে [ক]যুদ্ধ কর এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾

১৯২। আর তোমরা (যুদ্ধচলাকালীন সময়ে) যেখানেই তাদের (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যুদ্ধাকারীদের)[২২০] পাবে তাদের হত্যা করো এবং তোমরা তাদের সেখান থেকে বের করে দিও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের[২২১] করে দিয়েছে। কেননা [খ]নৈরাজ্য সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর (অপরাধ)। আর তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং এর) কাছে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করো। কাফিরদের প্রতিফল এমনটিই হয়ে থাকে।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। তবে [গ]তারা যদি বিরত হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا

১৯৪। আর যতক্ষণ নৈরাজ্য দূর না হয় এবং (স্বাধীনভাবে) ধর্ম (পালন করা) আল্লাহ্‌র[২২২] উদ্দেশ্যে না হয়ে যায় তোমরা ততক্ষণ তাদের সাথে [ঘ]যুদ্ধ কর। এরপর তারা বিরত হলে

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭৬; ৮ঃ৪০; ৯ঃ১৩; ২২ঃ৪০; ৬০ঃ৯, ১০; খ. ২ঃ২১৮; গ. ৮ঃ৪০; ঘ. ৮ঃ৪০।

২১৭। ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। দিনের বিভিন্ন সময়ে নামায পড়ার যে হুকুম রয়েছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে, পাঁচ বার নামায পড়ার সময় নির্দ্ধারণ এবং প্রতিটি রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আবার কখনো ধর্ম-কর্মের জন্য মাস বা মাসের অংশ বিশেষ নির্ধারণ করতে চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, যথাঃ রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্দ্ধারণ ইত্যাদি। এভাবে ইসলাম উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করেছে এবং উভয় পদ্ধতিকেই 'ইসলামী' বলে মানে।

২১৮। 'বাড়ী-ঘরের পেছন দিক থেকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করা কোন পুণ্যের কাজ নয়' এ বাক্যটি একটি নীতি-নির্দ্ধারণী বাক্য। উপাসনার বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য সে উপাসনার উপকারিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বেলা পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা একটা করে উপাসনা নির্ধারণ করার মাঝে কোন সার্থকতা নেই। বিশ্বাসীগণের মনে অতি আগ্রহ থেকে উদ্গত যে প্রশ্ন– উপবাস ব্রতের মত অন্যান্য মাসেও অন্যান্য ধরনের উপাসনা থাকা দরকার– এরূপ কথাকে, গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ না করে 'পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করার' সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আসল বিষয় হলো ইবাদত, সময় গৌণ ব্যাপার। কিন্তু প্রশ্নটিতে সময়কে মুখ্য ও ইবাদতকে গৌণ মনে হচ্ছে। এ যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ী বাঁধার মত। কথাটিতে পৌত্তলিক আরবদের একটি কুপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। তারা মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে যদি কোন কারণে হজ্জ না করে গৃহে ফিরে আসতো তাহলে তারা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ না করে পিছন দিকের দেয়াল টপকিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। আয়াতটি এ বদভ্যাসের নিন্দা করছে। কেননা এরূপ করাতে কোনই পুণ্য নেই। পুণ্য একটা আধ্যাত্মিক বিষয়, যা আধ্যাত্মিক কর্মের ফলে লাভ করা যায়। আয়াতটিতে উপদেশ হলো, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য (বুখারীঃ কিতাবুত্ তফসীর)।

২১৯। এ আয়াতটি প্রাথমিক কালের আয়াতগুলোর একটি, যেগুলোতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ অনুমতিসম্বলিত প্রথম আয়াত হলো ২২ঃ৪০। আলোচ্য আয়াতে ধর্ম-যুদ্ধের নিয়মাবলী ও শর্তসমূহের সারাংশ বর্ণিত হয়েছে, যথাঃ (ক) এরূপ যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র পথে সৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হতে হবে অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য হতে হবে, (খ) যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে অস্ত্র-ধারণ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র-ধারণ করা যাবে, (গ) শত্রুরা যুদ্ধ থামালে মুসলমানদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংবরণ করতে হবে।

২২০। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়ে গেছে এবং চলছে, এ আয়াতটি সেই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এ আয়াত মুসলমানদেরকে ঐসব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলছে যারা তাদের বিরুদ্ধে আগে অস্ত্র ধারণ করেছে।

২২১ ও ২২২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٤﴾

সীমালঙ্ঘনকারীদের ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা[২২৩] নেয়া যাবে না।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। [ক]সম্মানিত মাসের[২২৪] (অবমাননার) প্রতিশোধ সম্মানিত মাসেই (নিতে হবে)। সম্মানিত সব কিছুর (অবমাননার) ক্ষেত্রেও রয়েছে কিসাসের বিধান। অতএব যে তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে সে তোমাদের বিরুদ্ধে যতটুকু সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরাও তার কাছ থেকে ততটুকু প্রতিশোধ নিবে[২২৫]। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। আর তোমরা আল্লাহ্র পথে [খ]খরচ কর এবং (নিজেদেরই) হাতে[২২৬] নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে ফেলো না এবং সৎকাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯৮; খ. ২ঃ২৫৫; ১৪ঃ৩২; ৪৭ঃ৩৯; ৫৭ঃ১১; ৬৩ঃ১১।

২২১। 'তোমরা তাদের সেখানে থেকে বের করে দিও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে' এ বাক্য 'মক্কা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মক্কা ইসলামের সর্বাধিক পবিত্র স্থান ও মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি। অতএব যুদ্ধে লিপ্ত কোন অমুসলমানকে এখানে থাকবার অনুমতি দেয়া উচিত নয়।

২২২। এ আয়াতটিও প্রমাণ করে, মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছে যখন বিরোধী শক্তি তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। অনুমতি দেয়ার সাথে এও বলা হয়েছে, যুদ্ধ আরম্ভ করলে সে সময় পর্যন্ত চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যুদ্ধ থামিয়ে দাও। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদের সাথে অনেক শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই যদি আল্লাহ্র নির্দেশ হতো তাহলে মহানবী (সাঃ) সেসব চুক্তি কখনই সম্পাদন করতেন না (জেহাদ সম্বন্ধে ১৯৫৬-১৯৬০ টীকা দেখুন)।

২২৩। 'উদওয়ান' অর্থ ঃ (১) শত্রুতা, (২) অন্যায় আচরণ, (৩) অন্যায় আচরণের শাস্তি এবং (৪) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝিয়ে দেবার জন্য তার কাছে যাওয়া (মুফরাদাত, লেইন)। ১৯১ নং আয়াত থেকে ১৯৪নং আয়াত পর্যন্ত চারটি আয়াত যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেঃ- (ক) যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার খাতিরেই করা হয়। আত্ম-স্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে নয়, (খ) আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে পারবে, নিজেরা প্রথম আক্রমণকারী হতে পারবে না, (গ) শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করলেও মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত বা সন্ধিবদ্ধ কিংবা প্রতিহত হওয়া মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, (ঘ) তারা কেবল শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ কিংবা অপমান করতে পারবে না, (ঙ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না, (চ) ধর্মীয় তীর্থস্থান আক্রমণ করা কিংবা সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি সেই সকল স্থানের আশে-পাশে যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ, (ছ) যদি শত্রুরা তাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালায়, কেবল মাত্র তখনই মুসলমানরা সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে এবং (জ) যুদ্ধ ততক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র যুদ্ধ থামাতে হবে (দেখুন ৮ঃ৪০,৯ঃ৪-৬, ২২ঃ৪০-৪১ ইত্যাদি)।

২২৪। সম্মানিত মাসগুলো হলো, যুল্কা'দ, যুল্হাজ্জ, মুহার্রম এবং রজব। এসব মাসে যুদ্ধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ আদেশটি কা'বা এবং পবিত্র মাসগুলোর সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

২২৫। ৩৩ টীকা দেখুন।

২২৬। যেহেতু সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য টাকা-পয়সার প্রয়োজন, সেহেতু ঈমানদারগণকে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় ও মালী - কুরবানীর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ব্যয় না করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং ধর্মও বিপন্ন হতে পারে।

১৯৭। আর তোমরা আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্জ[২২৭] ও উমরা[২২৮] সম্পন্ন কর। কিন্তু তোমরা *বাধাপ্রাপ্ত[২২৯] হলে সহজলভ্য যে কোন কুরবানীর পশু (কুরবানী করো)। আর কুরবানীর পশু এর (জবাই হবার) নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা কামিও না। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে পীড়িত অথবা মাথায় (ব্যাধিজনিত) কোন কষ্টের (কারণে আগেই মাথা কামিয়ে ফেলে) তাহলে (তার) ফিদিয়া হবে রোযা রাখা অথবা সদ্‌কা (দেয়া) বা কুরবানী (করা)। কিন্তু তোমরা যখন নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরাকে মিলিয়ে[২৩০] সুবিধা ভোগ করে সেক্ষেত্রে তাকে সহজলভ্য পশু কুরবানী (দিতে হবে)। কিন্তু যে (কুরবানী দিতে সামর্থ্য) না রাখে সেক্ষেত্রে (তাকে) হজ্জের সময় তিন দিন[২৩১] রোযা রাখতে হবে এবং তোমরা যখন (নিজ গৃহে) ফিরে আসবে তখন আরও সাতটি (রোযা রাখতে হবে)। এ হলো পূর্ণ দশ (দিন)। এ আদেশ তার জন্য, যার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের পাশে বসবাসকারী নয়[২৩২]। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

২৪
[৮]
৮

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٧﴾

٢٤ ع ٨

দেখুন ঃ ক. ৪৮ঃ২৬।

২২৭। এ আয়াত দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে হজ্জ পালনের (মক্কায় তীর্থগমনের) বিষয়। জেহাদ ও হজ্জ মনে হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এ দুটি কাজেই আল্লাহ্‌র পথে ঈমানদারগণকে বিশেষ কুরবানী করতে হয়। জেহাদের বিষয়টা আরম্ভ হয়েছিল ২ঃ১৭৮ আয়াতে। হজ্জ (মক্কায় তীর্থগমন) মানুষের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর উচ্চতম মার্গ। অন্যান্য স্তরে রয়েছে নামায, রোযা আর জেহাদ, যার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

২২৮। 'উমরা' পালন করার নিয়মঃ প্রথমে 'ইহ্‌রামের' অবস্থা অবলম্বন করতে হয়, সাতবার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করতে হয়। 'সাফা' ও 'মারওয়া' উপত্যকায় দৌড়াতে হয় এবং ইচ্ছা করলে পশু কুরবানীও করা যায়। উম্‌রা বছরের যে কোনো সময় করা যায়। কিন্তু 'হজ্জ' বা পূর্ণ তীর্থ পালন কেবল মাত্র যুল্‌হাজ্জ মাসেই সম্পাদন করা নির্দিষ্ট।

২২৯। 'তোমরা বাধা প্রাপ্ত হলে' কথাটির মোটামুটি অর্থ হবে, যদি কোন বিশেষ কারণে হজ্জগমনেচ্ছু ব্যক্তি হজ্জে বা উমরাতে যেতে না পারে, যেমন অসুখের কারণে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বা অন্য আপদ-বিপদের কারণে।

২৩০। 'উমরা' এবং 'হজ্জকে' দুভাবে একত্র করা যেতে পারে: (ক) যে হজ্জযাত্রী প্রথমে উম্‌রা শেষ করে ফেলতে চান তিনি ইহ্‌রামের অবস্থায় থেকে উম্‌রাহ্ সংশ্লিষ্ট সকল ব্রত পালন সম্পন্ন করে ফেলবেন। অতঃপর যুল্‌হাজ্জ মাসের ৮ তারিখে পুনরায় 'ইহ্‌রাম' অবলম্বন করে হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল ব্রত সম্পন্ন করবেন। এরূপে উম্‌রা ও হজ্জ একত্র করাকে 'তামাত্তু' বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ 'সুযোগের সদ্ব্যবহার', (খ) হজ্জযাত্রী 'উম্‌রা ও হজ্জ' একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে 'উম্‌রা ও হজ্জ' একই সময়ে সম্পাদনের নিয়ৎ বা ইচ্ছা ব্যক্ত করে 'ইহ্‌রাম' বাঁধতে হবে এবং ঐ ইহ্‌রামের অবস্থায় তাকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে। এরূপে হজ্জ ও উম্‌রা একত্রীকরণকে 'কিরান' বলা হয়। কিরানের শাব্দিক অর্থ 'দুই বস্তুকে একত্রে রাখা'। কিরানই হোক আর তামাত্তুই হোক উভয় ক্ষেত্রেই কুরবানী বা পশু যবাই করা অবশ্য করণীয়। আলোচ্য আয়াতে 'তামাত্তু' এর শাব্দিক অর্থ ব্যবহৃত হয়নি বরং 'কিরান'কেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৩১। এ বাক্যাংশে যে তিনদিন হজ্জ পালনকালীন রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে তা পূর্বোল্লিখিত রোযা থেকে ভিন্ন। প্রথমোক্ত রোযা ঐ সব তীর্থযাত্রীর জন্য যারা মাথার চুল কামাতে অক্ষম, আর এ রোযা (তিনদিন) ঐ সব হজ্জযাত্রীর জন্য যারা 'তামত্তুর' কুরবানী দিতে অক্ষম। ১১, ১২ ও ১৩ই যুল্‌হাজ্জ-ই এ তিন দিন রোযার জন্য উৎকৃষ্ট দিন। বাকী সাতদিনের রোযা বাড়ী ফিরে সম্পাদন করলেও হবে।

২৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯৮। [ক]হজ্জ কয়েকটি সুপরিচিত মাসেই হয়ে থাকে। অতএব [খ]যে এতে হজ্জের দৃঢ় সংকল্প করে সেক্ষেত্রে হজ্জের সময় কোন প্রকার অশ্লীল কথাবার্তা[২৩৩], কোন অবাধ্যতা ও কোন কলহবিবাদ (বৈধ) নয়। আর তোমরা যে পুণ্য কাজই করবে তা আল্লাহ্ জেনে যাবেন। আর তোমরা পাথেয় নিও। নিশ্চয় তাক্ওয়াই হলো সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۸﴾

১৯৯। তোমাদের নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে (পার্থিব) [গ]অনুগ্রহের[২৩৪] অন্বেষণ করাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। অতএব তোমরা যখন আরাফাত[২৩৫] থেকে ফিরে আস তখন মাশআরুল হারামের[২৩৬] কাছে [ঘ]আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং সেভাবেই তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এর পূর্বে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۹﴾

২০০। এরপর[২৩৭] যেখান থেকে মানুষ ফিরে[২৩৮] আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯০; ৯ঃ৩৬;খ. ৩ঃ৯৮; ২২ঃ২৮;গ. ৬২ঃ১১;ঘ. ২ঃ১৫৩, ২০৪; ৮ঃ৪৬; ৬২ঃ১১।

২৩২। এ বাক্যটির দ্বারা এটাই বুঝায় যে হজ্জ্ ও উম্‌রা একই সময়ে সম্পাদন করার অনুমতি কেবল তাদের জন্যই দেয়া হয়েছে যারা মক্কার অধিবাসী নয়, বরং দূরবর্তী স্থানের। অবশ্য কারো কারো মতে 'মসজিদুল হারামের' পাশে কথাটি দ্বারা মক্কা ও মক্কার পবিত্র অঞ্চলকে বুঝায়।

২৩৩। 'রাফাস' শব্দটি ঘৃণ্য, গালাগালিপূর্ণ, ইতর কথাবার্তা ও অশ্লীল আচরণ বুঝায়। 'ফুসুক' শব্দ দিয়ে আল্লাহ্র আইনের এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতাকে বুঝায়। আর 'জিদাল' শব্দ দ্বারা সঙ্গী-সাথী, সহযাত্রী ও প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদকে বুঝায়।

২৩৪। মক্কার হজ্জ গমনে যাতে খুব বেশি বেশি লোক অংশ গ্রহণ করতে পারে সে জন্য কুরআনে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তীর্থযাত্রী এতদ্‌সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারবে। যারা নগদ টাকা-পয়সা বেশী নিতে পারে না তারা বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে, যা বিক্রয় করে পথের খরচাদি ভালভাবে মিটাতে পারবে।

২৩৫। 'আরাফাত' একটি বিরাট সমতল বা উপত্যকাভূমি। এটা মক্কার নিকটেই অবস্থিত। হজ্জ-যাত্রীগণ যুল্‌হাজ্জ মাসের নবম দিনের শেষাংশটা সেখানে কাটান। মক্কা থেকে মাত্র ৯ (নয়) মাইল দূরবর্তী এ স্থানে নবম দিনের শেষাংশে অবস্থান করা হজ্জের একটি ব্রত বিশেষ, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওকুফ' বলা হয়। 'আরাফাত' একটি যুগ্ম শব্দ, যার অর্থ পরিচয় বা জ্ঞান লাভের উপায়, পবিত্র স্থান।

২৩৬। 'মাশআরুল হারাম' মুয্‌দালিফার একটি ছোট পাহাড় যা মক্কা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে রসূলে করীম (সাঃ) মাগরিব ও ইশার নামাযের পর সারারাত ও সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন। এ স্থানটি হজ্জের সময়ে আল্লাহর যিকর, ধ্যান-উপাসনা ও দোয়া দুরূদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ছয় মাইল।

২৩৭। যদি এখানে 'সুম্মা' অর্থ ধরা হয় 'এবং', আর ফিরে আসা অর্থ ধরা হয় 'আরাফাত' থেকে প্রত্যাবর্তন, তাহলে 'আন্ নাস'-এর অর্থ দাঁড়াবে 'অন্য লোক'। কিন্তু যদি 'সুম্মা' অর্থ ধরা হয় 'অতঃপর' এবং 'ফিরে আসা' এর অর্থ ধরা হয় 'মাশআরুল হারাম' থেকে ফিরে আসা তখন 'আন্ নাস' এর অর্থ দাঁড়াবে 'সকল লোক' এবং এই উভয় অর্থই আরবী ভাষা অনুযায়ী শুদ্ধ।

২৩৮। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে কুরায়শ ও বনু কিনান গোত্রের লোকেরা অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যেত না। তারা মাশ্‌আরুল হারামে থেমে যেত এবং আরাফাত থেকে প্রত্যাগত লোকদের সাথে যোগদান করবার জন্য অপেক্ষা করতো। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, তারাও যেন মাশআরুল হারামে না থেকে অন্যান্য সকলের সাথে আরাফাত পর্যন্ত যায় এবং অন্যান্য লোকে যা যা পালন করে, তারাও যেন সেই সব পালন করে। আরাফাত থেকে ফেরার পথে মাশ্‌আরুল হারামে পৌঁছে হজ্জ যাত্রীরা 'মীনায়' গমন করেন। সেখানে কুরবানীর পশু জবাই করার পর 'ইহরাম' অবস্থার অবসান হয়।

২০১। এরপর [ক]তোমরা যখন তোমাদের (হজ্জের) অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার ন্যায় [খ]আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো বরং (তাঁকে) এর চেয়েও বেশি স্মরণ করো। তবে [গ]এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এ পৃথিবীতেই আমাদের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য) দিয়ে দাও। আর তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকবে না।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠١﴾

২০২। আর [ঘ]তাদের আরেক শ্রেণী আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও[২৩৯] কল্যাণ (দান কর) ও আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

অর্ধাংশ

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। এরা যা অর্জন করেছে এর এক বড় অংশ এদের জন্য প্রতিদানরূপে (নির্ধারিত) থাকবে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। আর তোমরা নির্ধারিত এ কয়েক দিন[২৪০] [ঙ]আল্লাহ্‌কে (বেশি করে) স্মরণ কর। কিন্তু যে তাড়াতাড়ি দু'দিনে কাজ সেরে ফেলে সেক্ষেত্রে তার কোন পাপ হবে না। আর যে (সেখানে) থেকে যায় তারও কোন পাপ হবে না। (এ প্রতিশ্রুতি) সে ব্যক্তির জন্য, যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র[২৪১] তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে[২৪২]।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٤﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯৮;খ. ২ঃ১৫৩; গ. ৪ঃ১৩৫; ৪২ঃ২১; ঘ. ৪২ঃ২১,; ঙ. ২ঃ১৫৩।

২৩৯। এ আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কেবলমাত্র ইহলৌকিক কল্যাণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-দৌলতে নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা-প্রার্থনাকে নিয়োজিত রাখে না, বরং ইহলৌকিক কল্যাণের সাথে সাথে পারলৌকিক মঙ্গলকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণপণে নিবেদন করতে থাকে। 'হাসানা'র অর্থ কৃতকার্যতা (তাজ)। এ দোয়াটি অতি ব্যাপক। সকল মঙ্গলই এ দোয়ার আওতায় এসে যায়। রসূল করীম (সাঃ) এ দোয়াটি প্রায়ই পাঠ করতেন (মুসলিম)।

২৪০। এ দিনগুলো হচ্ছে যুল্‌হাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। এ তিনদিন হাজীগণকে পারতপক্ষে মীনায় থেকে সাধ্যমত আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ বা গুণ কীর্তন ও ইবাদতে রত থাকতে হয়। এ দিনগুলোকে 'আইয়ামুত্ তাশরীক' বলা হয় অর্থাৎ এমন সব দিন যেগুলোর রাতে চাঁদ উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে আলো ছড়ায়।

২৪১। হজ্জের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো 'তাক্ওয়া' (খোদা-ভীরুতা ও ধর্মপরায়ণতা) অর্জন করা। হজ্জের নির্দেশ জারি করতে গিয়ে কুরআন প্রথমেই এই 'তাকওয়া' অর্জনের কথা বলে হজ্জের বিষয়টি শুরু করেছে (২ঃ১৯৮)। অতএব বাহ্যিকভাবে কতগুলো কাজ-কর্ম ও ব্রত পালন অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি এতে ধর্মপরায়ণতা ও আত্মবিলীনতা ও আবেগাপ্লুতভাব না থাকে। আসলে মানুষের সব কাজ-কর্মেই পুণ্য ও ধর্মভাব জাগরুক থাকা চাই।

২৪২। হজ্জব্রত পালনের দিনগুলোতে যেসব বস্তু ও যেসব স্থান আবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে কুরআনে সেগুলোকে 'শায়ায়েরুল্লাহ্' (আল্লাহ্ নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহ) নামে অভিহিত করা হয়েছে (২ঃ১৫৯; ৫ঃ৩; ২২ঃ৩৩)। এর তাৎপর্য হলো, এসব এমন প্রতীক-বিশেষ যা হজ্জযাত্রীদের মনের গভীরে স্থায়ী রেখাপাত করে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং সকল মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেন, যখন এ একই কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে তখন তাদের মনে আল্লাহ্‌র একত্ব, মহিমা গভীরভাবে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এটা মানবজাতির একত্বেরও প্রতীক। সাফা ও মারওয়া টিলাদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো অবস্থায় হজ্জযাত্রীকে তরুলতাশূন্য

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۰۵﴾

২০৫। আর এমন মানুষও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা[২৪৩] তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার মনে যা আছে সে ব্যাপারে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে, অথচ সে ভীষণ ঝগড়াটে।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰۶﴾

২০৬। আর সে যখন শাসনক্ষমতার অধিকারী হয় তখন সে অশান্তি সৃষ্টি করার এবং ক্ষেতখামার[২৪৪] ও মানব প্রজন্মকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে দেশময় ছুটে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ্ বিশৃংখলা পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۷﴾

২০৭। আর তাকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর' তখন মিথ্যা সম্মানবোধ তাকে পাপে[২৪৫] প্ররোচিত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই[২৪৬] যথেষ্ট। আর নিশ্চয় তা অতি মন্দ ঠাঁই[২৪৭]।

জনমানবহীন মরুভূমিতে হাজেরা ও ইসমাঈলের চরম নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপা প্রদর্শনের অনন্য সাধারণ কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মিনা' (উম্‌নিয়্যা থেকে উৎপন্ন, অর্থ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য) হাজীকে স্মরণ করায় তিনি সেখানে আল্লাহ্-মিলনের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। 'মাশ'আরুল হারাম' (সম্মানিত চিহ্ন) ইঙ্গিত দান করে, শুভলগ্ন সন্নিকটে। 'আরাফাত' মনে করায়, তিনি সিদ্ধির দুয়ারে সমুপস্থিত। 'ইহ্‌রাম' কিয়ামত দিবসের কথা মনে করায়। তখন মৃতদেহ আবৃতকারী কাফনের কাপড়ের মত মাত্র দু টুকরো সেলাইবিহীন কাপড় (উপরাংশকে ও নিম্নাংশকে) তাকে আবৃত রাখে। তার মস্তক থাকে অনাবৃত। ইহরামের এ অবস্থা তাকে মনে করায় তিনি যেন মরে গিয়ে পুনর্জীবিত হয়েছেন। আরাফাতের ময়দানে লাখো মানুষের সমাগম হাশরের ময়দানের কথা মানসপটে জাগিয়ে তোলে। সকলেরই মনে হয় তারা যেন হঠাৎ মৃত অবস্থা থেকে সাদা বস্ত্র-খন্ডে আবৃত হয়ে প্রভুর সম্মুখে সম্মিলিত হয়েছেন। কুরবানীর পশুগুলো ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করার সেই ঐতিহাসিক অনন্য ঘটনার কথা হৃদয়ে পুনর্জাগরিত করে, প্রতীকী ভাষায় যার তাৎপর্য হলো মানুষ যেন সর্বদা নিজেকে, নিজের ধন-সম্পদকে, এমন কি নিজের সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে।

২৪৩। অনেক লোক আছে, যারা সুন্দর কথা ও মেকী ভালবাসা দ্বারা শ্রোতাদেরকে একেবারে ভুলিয়ে ফেলে। মনে হয় তারা কত মানব-দরদী! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্তরে অন্য কারো পরওয়া করে না। এমনকি নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য, তা ন্যায়ই হোক বা অন্যায়ই হোক, অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। যে স্বার্থত্যাগ ছাড়া মানুষ উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে পারে না, সেই স্বার্থত্যাগের কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

২৪৪। 'হার্স' অর্থ ঃ (১) শস্য বোনার জন্য কর্ষণযোগ্য ভূমিখন্ড বা শস্য বোনা হয়েছে এমন জমি, (২) জমির শস্য, মাঠেরই হোক বা বাগানের হোক, (৩) লাভ, অর্জন বা উপার্জন, (৪) পুরস্কার বা প্রতিদান, (৫) জাগতিক মালামাল, (৬) স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্র এ জন্য বলা হয় যে স্ত্রী থেকে শস্যরূপ সন্তান উৎপাদিত হয় (লেইন)।

২৪৫। তার সকল প্রচেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যে সে অন্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও নিজের স্বার্থ রক্ষা করবে।

২৪৬। ভাষা বিজ্ঞানীরা সকলেই একমত, 'জাহান্নাম' শব্দটি 'মুল' আরবী ভাষাতে নেই। তবে শব্দটি 'জাহুমা' ধাতু থেকে উৎপন্ন হলেও হতে পারে। 'জাহুমা' অর্থ, সে ভীতিপূর্ণভাবে বিরক্ত হলো, সে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, অথবা বিশ্রী মুখাবায়ব ধারণ করলো। যদি তা-ই হয় তাহলে 'নূন' অক্ষরটি সংযোজন বিবেচিত হবে (মুহিত)। এ বিশ্লেষণে 'জাহান্নাম' একটি শাস্তির স্থানকে বুঝায় যা এত অন্ধকার ও পানি-বিহীন যে এর অধিবাসীদের চেহারা বিকট ও সঙ্কুচিত রূপ ধারণ করে।

২৪৭। পাপীর মারাত্মক ব্যাধি হলো তার অহঙ্কার ও মিথ্যা সম্মান-বোধ। আত্মম্ভরিতাই তাকে পাপ-কার্যে বেশি করে প্ররোচিত করে থাকে। শেষে পাপ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরূপ ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে।

২০৮। আর এমন মানুষও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি[২৪৮] করে দেয়। আর [ক]আল্লাহ্ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٨﴾

২০৯। হে যারা ঈমান এনছে! তোমরা সবাই[২৪৯] আত্মসমর্পণের (আওতায়) প্রবেশ কর এবং [খ]শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٩﴾

২১০। তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢١٠﴾

২১১। [গ]তারা কি কেবল মেঘের[২৫০] ছায়ায় আল্লাহ্‌র[২৫১] ও ফিরিশ্‌তাদের আগমনের এবং বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দেয়ার অপেক্ষায় আছে[২৫২]? আর সব বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।

২৫
[১৪]
৯

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١١﴾

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমরা [ঘ]কত সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের দিয়েছিলাম! কিন্তু যে তার কাছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এসে যাওয়ার পরও তা পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি[২৫৩] প্রদানে কঠোর।

سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾

২১৩। যারা অস্বীকার করেছে তাদের কাছে [ঙ]পার্থিব জীবন সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আর এরা তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যারা ঈমান এনেছে। আর যারা তাক্‌ওয়া

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ

দেখুন : ক. ৩:৩১; ৯:১১৭; ৫৭:১০; খ. ২:১৬৯; গ. ৬:১৫৯; ১৬:৩৪; ঘ. ১৭:১০২; ২৮:৩৭; ঙ. ৩:১৫; ১৮:৪৭; ৫৭:২১।

২৪৮। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোকও আছে যাঁরা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁদের প্রাণ-মনসহ নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

২৪৯। 'কাফ্‌ফাতান' অর্থ : (১) সকলে মিলে, (২) সম্পূর্ণভাবে বা সর্বতোভাবে, (৩) শত্রু দমন করে এবং (৪) পাপ ও বিপথগামিতা থেকে নিজেকে ও অন্যদেরকে বারণ করে (মুফ্‌রাদাত)।

২৫০। 'আল্ গামাম' শব্দটি কুরআনে করুণা অর্থে (৭:১৬১) আবার শাস্তি অর্থেও (২৫:২৬) ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫১। 'আল্লাহ্‌র আগমন' শব্দগুলো কুরআনের অন্যত্রও ব্যবহৃত হয়েছে (১৬:২৭; ৫৯:৩) এবং এগুলোর একটি অর্থ হলো 'আল্লাহ্‌র শাস্তি' অবতীর্ণ হওয়া।

২৫২। এখানে বদরের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ মেঘ এবং বৃষ্টি পাঠিয়ে (বুখারী) আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (২৫:২৬) বিশ্বাসীগণকে সাহায্য করেছিলেন এবং ফিরিশ্‌তাগণকে পাঠিয়ে (৮:১০) বিশ্বাসীগণের মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি ও অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন (৮:১৩)। অবিশ্বাসীদের অনেকে সত্যি সত্যিই ফিরিশ্‌তাগণকে দেখেছিল বলে বর্ণিত আছে (যুরকানী)।

২৫৩। আল্লাহ্ অনর্থক কঠিন শাস্তি দেন এর অর্থ এমন নয়। ঐশী-শাস্তি যে কোন মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে।

ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ
وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢١٣

অবলম্বন করেছে তারা কিয়ামত দিবসে (মর্যাদায়) এদের ওপরে থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে চান [ক]অপরিমিতভাবে দান করেন।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ
ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَ
أَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا
ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ
فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟
فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى
مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢١٤

২১৪। মানুষ একই জাতি[২৫৪] ছিল। এরপর আল্লাহ্ [খ]সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীদের পাঠালেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন যেন তিনি মানুষের মাঝে সেই বিষয় মীমাংসা করে দেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল। আর যাদেরকে তা (অর্থাৎ কিতাব) দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরই তারা পরস্পর বিদ্রোহবশত এ (কিতাব) সম্বন্ধে মতভেদ[২৫৫] করলো। কিন্তু যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাদের (সে বিষয়ে) সঠিক পথ দেখালেন, যে সত্যের বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল। আর আল্লাহ্ যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ

২১৫। [গ]তোমরা কি মনে করেছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের অবস্থা এখনো তাদের মত হয়নি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে[২৫৬]? [ক]অভাবঅনটন ও দুঃখকষ্ট

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৩৮; ২৪ঃ৩৯; ৩৫ঃ৪; ৪০ঃ৪১; খ. ৪ঃ১৬৬; ৬ঃ৪৯; ১৮ঃ৫৭; গ. ৩ঃ১৪৩; ৯ঃ১৬।

২৫৪। নবী আসার পূর্বে সকল মানুষই এক অর্থে এক রকম থাকে। কেননা তারা সকলেই অবিশ্বাসীদের পর্যায়ভুক্ত থাকে। কিন্তু নবীর আবির্ভাব ঘটার সাথে সাথে তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা নবীর বিরোধিতাকল্পে এক জোট হয়। 'মানুষ একই জাতি ছিল' বাক্যটি বা এর অনুরূপ বাক্য কুরআনের আরো সাতটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে- ১০ঃ২০, ২১ঃ৯৩ এবং ২৩ঃ৫৩ আয়াতে জাতির ঐক্য এবং ৫ঃ৪৯, ১৬ঃ৯৪, ৪২ঃ৯, ৪৩ঃ৩৪ সহ আলোচ্য আয়াতে চিন্তাধারার ঐক্য ও একাত্মতা বুঝিয়েছে।

২৫৫। এ একই আয়াতে দুটি স্থলে অনৈক্যের কথা বলা হয়েছে। এ দুটি অনৈক্য দুই ধরনের। নবী আসার পূর্বে তাদের মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও ব্রত পালন ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু নবী আসার পরে নবীর দাবী নিয়ে তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিল। নবী তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করেন না। কেননা অনৈক্য তাদের মধ্যে পূর্বেই ছিল। নবী আসাতে সেই অনৈক্যের রং ও রূপ বদলে গেছে মাত্র। নবী আসার পূর্বে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা এক জাতি ছিল বলে মনে হয়। আর নবী আসার পরে এ বিভেদ রং বদলে 'বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী'-এ দু দলে বিভক্ত হয়। সার্বিকভাবে দেখলে এ আয়াতটি মানব-ইতিহাসের পাঁচটি বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণনা করছে। প্রাথমিক অবস্থায় মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ছিল, সকলেই ছিল এক সম্প্রদায়ের। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বার্থের ব্যাপকতা বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে সামাজিক জটিলতা ও সমস্যাদি সৃষ্টি হলে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলো না এবং বিভিন্নতা দেখা দিতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করে তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ম মানবকে জানাতে লাগলেন। কিন্তু যে জাতির জন্য ঐশী-বাণী প্রেরণ করা হলো তারা ঐ বাণীকে এবং ঐ বাণীবাহককে কেন্দ্র করে কলহ ও বিচ্ছেদে লিপ্ত হলো। প্রত্যেক বাণী ও বাণী-বাহকের অবতরণের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটেছে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ ও সার্বজনীন বাণীসহ বিশ্বনবী (সাঃ)কে প্রেরণ করলেন, যিনি এসে বিশ্বের সকল মানবকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এভাবে একটি বৃত্ত, যা একত্বের বিন্দু থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা যেন ঘুরে এসে সেই একত্বের বিন্দুতেই মিলিত হয়ে বৃত্তের চক্র ও পরিধিকে পূর্ণ করে। এটাই আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও ইচ্ছা।

২৫৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٥﴾

তাদের জর্জরিত করেছিল এবং তাদের ভীত-কম্পিত করে দেয়া হয়েছিল, এমনকি[২৫৬-ক] [খ]রসূল ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তারা আর্তনাদ করে উঠলো, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে'[২৫৭]? শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٦﴾

২১৬। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী খরচ করবে? তুমি বল, [গ]'উত্তম ধনসম্পদ[২৫৮] থেকে তোমরা যা খরচ করতে চাও তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্য (কর)। আর তোমরা যে পুণ্যই কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।'

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٧﴾

২১৭। [ঘ]তোমাদের জন্য যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ করা হলো যদিও তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর[২৫৯]। আর এমনো হতে পারে, তোমরা এমন কিছুকে ঘৃণা কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এও হতে পারে, তোমরা এমন কিছু পছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

২৬ [৬] ১০

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا

২১৮। তারা তোমাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'এ (মাসে) যুদ্ধ করা বড় (অপরাধ)। আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, 'মসজিদুল হারাম' থেকে বাধা দেয়া এবং এর (প্রকৃত) অধিবাসীদের এ থেকে বের করে দেয়া আল্লাহ্‌র[২৬০] দৃষ্টিতে এর চেয়েও বড় (অপরাধ)। আর নৈরাজ্য সৃষ্টি

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৭৮; খ. ১২ঃ১১১; গ. ২ঃ১৭৮ ৪ঃ৩৭; ঘ. ৮ঃ৬৬।

২৫৬। ইসলাম গ্রহণ করা এবং এর বাণীর বাস্তবায়ন খুব সহজসাধ্য নয়। তাই মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদেরকে অগ্নি-পরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে করতে পূর্ণতা অর্জন করতে হবে।

২৫৬-ক। 'হাত্তা' অর্থ 'এমন কিও হয় (মুগ্‌নী)। শব্দটি এ অর্থে ৬৩ঃ৮ এ ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫৭। সাহায্যের জন্য মর্মবিদারী যে করুণ প্রার্থনা 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে' কথাগুলোর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এতে কাতরতা থাকলেও নৈরাশ্য বা হতাশা নেই। আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের নিরাশ হওয়া অসম্ভব ও ধারণাতীত (১২ঃ৮৮)। এ বাক্যটিও একটি সকাতর, সানুনয় প্রার্থনা, যাতে আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হয়ে সাহায্য আকারে নেমে আসে।

২৫৮। এখানে বলা হয়েছে, তারা যা ব্যয় করবে তা প্রথমে সৎ পথে উপার্জিত হওয়া চাই। যা দান করা বা খরচ করা হবে, তা ভাল হওয়া চাই অর্থাৎ গ্রহীতার কাছে গ্রহণীয় হওয়া চাই এবং তার প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী হওয়া চাই। এরূপ খরচের পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করে সেই উদ্দেশ্য সৎ ও প্রশংসনীয় হওয়া চাই।

২৫৯। মুসলমানেরা যুদ্ধ করা অপছন্দ করতো। তবে এ অপছন্দ তাদের ভীতির কারণে ছিল না, বরং মানুষের রক্তপাত ঘটানোকেই তারা অপছন্দ করতো। অপছন্দের অন্য কারণটি হলো, শান্তিপুর্ণ পরিবেশে ইসলামের প্রচার ও বিস্তৃতির যে সুযোগ-সুবিধা থাকে, যুদ্ধাবস্থায় তা ব্যাহত হয়ে যায় এবং বিরূপ মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

২৬০। বিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা যদি সম্মানিত মাসগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে বিশ্বাসীরাও যেন সম্মানিত মাসেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দ্বিধা না করে। কারণ একমাত্র এভাবেই সম্মানিত মাসের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব (২ঃ১৯৫)। তফসীরকারীগণ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

[ক]হত্যার চেয়ে আরো বড় (অপরাধ)।' তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে ধর্মত্যাগী না করানো পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। আর [খ]তোমাদের মাঝে যে-ই স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, সেক্ষেত্রে [গ]এদের কৃতকর্ম ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর এরা (হলো) আগুনের অধিবাসী। এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে।

يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۭ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٨﴾

২১৯। [ঘ]নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে এবং জেহাদ (অর্থাৎ যথাযথ সংগ্রাম) করেছে এরাই আল্লাহ্‌র কৃপা (লাভের) আশা রাখে। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٩﴾

২২০। তারা তোমাকে [ঙ]মদ[২৬১] ও জুয়া[২৬২] সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'এ দুটোতে রয়েছে মহাপাপ[২৬৩] (ও ক্ষতি)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯২;খ. ৩ঃ৮৭; ৯১; ৪ঃ১৩৮; ৫ঃ৫৫; ৪৭ঃ২৬;গ. ৩ঃ২৩; ৭ঃ১৪৮; ১৮ঃ১০৬ ; ঘ. ৮ঃ৭৫; ৯ঃ২০; ঙ. ৫ঃ৯১, ৯২।

সবাই বলেছেন এবং এ বিষয়ে হাদীসও রয়েছেঃ মহানবী (সাঃ) একবার মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী একদল কুরাইশের খবরাদি নেয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শকে পাঠিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীরা এক ক্ষুদ্র দলের সন্ধান পেলেন। আব্দুল্লাহ্ দলটিকে আক্রমণ করে একজনকে হত্যা ও অপর দুইজনকে বন্দী করলেন। এ ঘটনা কোন্ তারিখে ঘটেছিল তা সঠিক জানা যায় না। কিছু লোক বলেন, সে দিনটি পবিত্র মাসেরই একটি দিন ছিল, অন্যেরা তা স্বীকার করেন না। এ সংবাদ মক্কায় পৌছলে কুরাইশরা তারিখটির সন্দিগ্ধতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবাদ করলো, মুসলমানেরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছে এবং এর পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এ আয়াতটি সে ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

২৬১। 'খামারা আশশায়আ' মানে সে বস্তুটিকে আচ্ছাদিত বা আবৃত করলো অথবা লুকালো। মদকে 'খাম্‌র' বলা হয়। কারণ তা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে আচ্ছন্ন ও অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে, হুস্-জ্ঞানকে লুপ্ত করে দেয় এবং মস্তিষ্ককে এত উত্তেজিত করে যে এর উপর মাতালের কোনো কর্তৃত্বই থাকে না। শব্দটি নির্দিষ্টভাবে আঙ্গুরের মদকে বুঝায়। তবে তা সকল মাদক দ্রব্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় (লেইন)। 'মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোগসৃষ্টির অন্যতম কারণ। আর মাদক সেবীরা সবচেয়ে দুরারোগ্য রোগী। মহামারীর সময় তারাই মরে বেশি। কেননা ক্ষত, আঘাত, শ্রান্তি-ক্লান্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের বেশি থাকে না। তাই জীবন তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়। ইংল্যান্ডের ইনশিওরেন্স কোম্পানীগুলো অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে মাদকাসক্তদের আয়ু সাধারণ মানুষের জীবনের আয়ুর অর্ধেক হয়। মদ ও অপরাধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যায়ার, করেলা, গ্যানাভার্ডিন ও সিকার্টের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, শতকরা ২৫ থেকে ৮৫ জন দুষ্কৃতকারী মাতাল। মাতালের বংশের মধ্যে অনেক কুফল প্রতিফলিত হয়ে থাকে ....। তাদের সন্তানদের মধ্যে এপিলেন্সি (সংজ্ঞালোপ রোগ, মৃগী) পাগলামী, বোকামী এবং অন্যান্য ধরনের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয় ছড়ায়' (জিউ এন্‌সাই)। 'মদ খাওয়ার বহুবিধ কুফলের কারণ হলো, মদ সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রের উপর আক্রমণ করে। মাতাল অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির ও বিচার ক্ষমতার সাময়িক অবসান ঘটে এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করে' (এনসাই বৃট)। 'এটা সর্বস্বীকৃত, অতিরিক্ত মদপান এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-ভঙ্গের মধ্যে গভীর যোগ-সূত্র বিদ্যমান। উচ্চতর মানবীয় গুণ, বুদ্ধিমত্তা ও নীতিবোধগুলো অবশ হওয়ার কারণে নীচ প্রবৃত্তিগুলো অবাধে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে' (এনসাই, রিল, এথ)।

২৬২। 'আইসারার রাজুলু' অর্থ 'লোকটা ধনী হলো'। জুয়াড়ীকে 'মাইসার' বলা হয়। কেননা সে তাড়াতাড়ি ও সহজপথে ধনী হতে চায়, পরিশ্রম করে কষ্টকর কাজের মাধ্যমে ধন উপার্জন করতে চায় না। ' জুয়া খেলার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা নিশ্চয়ই সমাজ-বিরোধী কাজ। এটা সহানুভূতিকে পুড়িয়ে ছাই করে, আত্ম-স্বার্থকে বর্দ্ধিত করে এবং সর্ব সাধারণের চরিত্র হরণ করে। মুলত এটা একটি বর্বর অভ্যাস। গোপন অর্থ-লালসাই এর চালিকা-শক্তি। কোন মূল্য না দিয়েই এটা ধনার্জনের এক হীন পন্থা। জুয়া লেন-দেনের সমতা ও ভারসাম্য নষ্ট করে এবং এটা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে এমন এক ধরনের ডাকাতি, যেমন পারস্পারিক চুক্তির মাধ্যমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজনের নিহত হওয়া। ধন-লিপ্সা থেকে এর উৎপত্তি আর আলস্য এর পরিণতি। জুয়া ফাঁকা সুযোগের আকর্ষণ বৈ অন্য কিছুই নয়। ফাঁকা সুযোগকে আচরণের ভিত্তি করা, আর নীতি ও স্থিতিশীলতার জীবনকে বিসর্জন দেয়া একই কথা। এটা ঘৃণ্য স্বার্থসিদ্ধির প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে ভুলিয়ে দেয়' (এনসাই, রিল, এথ)।

২৬৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এবং মানুষের জন্য রয়েছে কিছু উপকারিতাও[২৬৪]। কিন্তু এ দুটোর পাপ (ও ক্ষতি) এ দুটোর উপকারিতার চেয়ে অনেক বেশি।' আর তারা তোমাকে (আরো) জিজ্ঞেস করে, তারা কী খরচ করবে? তুমি বল, 'যা উদ্বৃত্ত'[২৬৫]। এভাবেই আল্লাহ্ (তাঁর) আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর

لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

২২১। ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে। আর তারা তোমাকে [ক]এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'তাদের কল্যাণে (গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ) বড়ই উত্তম কাজ[২৬৬]। আর তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক সেক্ষেত্রে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ্ দুষ্কৃতকারী ও সংশোধনকারীর মাঝে পার্থক্য ভালভাবে জানেন। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকেও কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾

২২২। আর তোমরা [খ]মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে। আর একজন মু'মিন দাসী একজন (স্বাধীন) মুশরিক নারী অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম যতই সে (অর্থাৎ মুশরিক নারী) তোমাদের মুগ্ধ করুক না কেন। আর মুশরিক পুরুষরা যতক্ষণ ঈমান না আনে তাদের সঙ্গে (মু'মিন নারীদের) বিয়ে দিও না। আর একজন মু'মিন দাস একজন (স্বাধীন) মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম যতই সে (অর্থাৎ মুশরিক পুরুষ) তোমাদের মুগ্ধ করুক না কেন[২৬৭]।

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২৮; ৯৩ঃ১০ ১০৭ঃ৩; খ. ৬০ঃ১১।

২৬৩। 'ইসম' মানে পাপ, পাপের শাস্তি, পাপোদ্ভূত ক্ষতি (লেইন)।

২৬৪। ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এটা কোন কিছুকে ঢালাওভাবে নিন্দা করে না, বরং এতে সামান্যতম গুণ পাওয়া গেলেও তা অকপটে স্বীকার করে। ইসলাম কিছুসংখ্যক জিনিষকে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছে। এর অর্থ এ নয় যে এদের মধ্যে কোনই উপকারিতা নেই। কেননা পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই, যাতে কেবলমাত্র অপকারিতাই আছে। নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, উপকারিতা থেকে এদের মাঝে অপকারিতার পরিমাণ অত্যধিক বেশি। মাদক দ্রব্য ও জুয়াতে বিনাশী শক্তির বিপুল আধিক্য থাকার কারণে এগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোতে যেটুকু সামান্য উপকারিতা আছে তা স্বীকার করতে কুরআন কুণ্ঠিত হয়নি।

২৬৫। 'আফ্ওয়া' মানে ঃ (১) একজনের প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাকী থাকে এবং যা দান করলে দাতা কষ্টে পড়ে না, (২) একটি বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ, (৩) অযাচিত দান (আকরাব)। সাধারণ মু'মিনরা ততটুকু দিবে, যতটুকু তার ন্যায্য প্রয়োজন মিটাবার পর থেকে যায়। উচ্চমানের মু'মিনরা তাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠাংশ দান করবে বলে আশা করা যায়। তবে কথাটি যদি সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যুদ্ধের সময়ে মু'মিনরা কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদা পুরণ করে বাদ বাকী সবটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিবে।

২৬৬। এতীমদের ভরণ-পোষণ এক স্পর্শকাতর বিষয়। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব। এতীমদেরকে এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হতে পারে। তাদেরকে পরিবারের সদস্য গণ্য করতে হবে। তারা তোমাদেরই ভাই। এতে এ নির্দেশই রয়েছে।

২৬৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾

এরাই তোমাদেরকে আগুনের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্ নিজ আদেশবলে (তোমাদেরকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। আর তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

২৭ [৫] ১১

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾

* ২২৩। আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'এটা এক ধরনের সাময়িক অসুস্থতা।* অতএব তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে পৃথক থাক এবং যতক্ষণ না তারা পরিচ্ছন্ন[২৬৮] হয় তোমরা তাদের কাছে গমন করো না। সুতরাং তারা যখন ভালভাবে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয় তখন তোমরা তাদের কাছে সেভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ[২৬৯] দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা লাভে সচেষ্টদেরও ভালবাসেন।'

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য (এক ধরনের) শস্যক্ষেত[২৭০]। সুতরাং তোমরা যখন[২৭১] যেভাবে চাও তোমাদের শস্যক্ষেতে গমন কর এবং তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য (কিছু) অর্জন কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর তুমি মু'মিনদের[২৭২] (এ দিন সম্পর্কে) সুসংবাদ দাও।

২৬৭। পৌত্তলিকদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারটা যুদ্ধের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রাখে। কারণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুন যোদ্ধারা অনেক দিন ধরে নিজেদের বাড়ী-ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করতে প্রলুব্ধ হয়। কুরআন এ ধরনের বিয়েকে কঠোরভাবে নিষেধ করছে। একইভাবে মুশরিক পুরুষের কাছে মু'মিন কন্যা-দান নিষিদ্ধ। ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক কারণে এ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। একজন মুশরিক স্বামী তার স্ত্রীর উপরতো বটেই, ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উপরেও শিক্ষায় কুপ্রভাব বিস্তার করবে। একইভাবে একজন মুশরিক স্ত্রী নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিশ্চয় পৌত্তলিকতার বিষময় শিক্ষায় লালন-পালন করে বংশটাকেই সকল পারলৌকিক মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করবে। এছাড়া মু'মিনের স্ত্রী যদি মুশরিক হয় অথবা মুসলমান স্ত্রীর স্বামী যদি মুশরিক হয় তাহলে তাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং জীবনবোধ ইত্যাদি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে এবং ঐক্য, সমঝোতা ও মনের মিল ব্যাহত হবে ও পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করে দিবে। ইসলাম কৃতদাসকে নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করে না। একজন মুসলমান নারী কৃতদাসী হলেও একজন স্বাধীন মুসলমানের স্ত্রী হবার জন্য এক স্বাধীন মুশরিক নারী হতে অধিক উপযোগী। তেমনি একজন মুসলমান কৃতদাসও স্বাধীন মুসলমান নারীর স্বামী হবার জন্য একজন স্বাধীন মুশরিক পুরুষ হতে অধিক উপযোগী ও উত্তম। মুসলমান সমাজে কৃতদাসরা তাদের ঈমান ও ধর্মপরায়ণতার সুবাদে উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। হযরত বেলাল, সাল্‌মান ও সালেম প্রমুখ কৃতদাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণপূর্বক কৃতদাস থেকে মুক্তমানবে পরিণত হয়ে তারা ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় পরিশীলন দ্বারা সারা মুসলমান সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের পাত্ররূপে গণ্য হয়েছিলেন।

* ['আযা' শব্দটির অর্থ 'ক্ষতিকর' করা হলে তা আরবী এ শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রদান করে না বিধায় 'আযা' শব্দটি সাময়িক অসুস্থতা বা কষ্টের অর্থে বুঝতে হবে। নতুবা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে, তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য ক্ষতিকর এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। অথচ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এ আপত্তি মোটেও ঠিক নয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৮। আন্তঃধর্মীয় বিয়ের বিধি-নিষেধ বর্ণনার পর বৈবাহিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার প্রসঙ্গ বর্ণিত হচ্ছে।

২৬৯। 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা অন্বেষণ কর' (২:১৮৮) নির্দেশটি এ অর্থে দেয়া হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন যাতে প্রজননের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্পন্ন হয়।

২৭০। ২৪৪ নং টীকা দেখুন।

---

২৭১ ও ২৭২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২৫। আর সৎকাজ করার, তাক্ওয়া অবলম্বন করার এবং মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের শপথের লক্ষ্যস্থলে[২৭৩] পরিণত করো না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

২২৬। [ক]আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা[২৭৪] শপথের জন্য তোমাদের ধরবেন না। কিন্তু তোমাদের অন্তর যে (পাপ) অর্জন করে সে জন্য তিনি তোমাদের ধরবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

২২৭। যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক থাকার শপথ করে তাদের অপেক্ষার সময় চার মাস[২৭৫]। তবে তারা যদি (স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে) ফিরে আসে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۷﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৯০।

২৭১। 'আন্না' অর্থ ঃ (১) যেরূপে, (২) যখন এবং (৩) যেখানে (আকরাব)।

২৭২। কুরআনের ভাষা যে কত অতুলনীয়, উচ্চাঙ্গীন ও পবিত্র, এ আয়াতটি (অর্থাৎ ২২৪ নম্বর আয়াত) এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতি নাযুক একটি বিষয়কে এমন চমৎকার, বিচক্ষণ ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে বিবাহের দর্শন ও দাম্পত্য-সম্পর্ক একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে– 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য (এক ধরনের) শস্যক্ষেত।' স্ত্রী সত্যিই শস্যক্ষেতের মত, যেখানে বংশের বীজ বোনা হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক উত্তম জমি নির্বাচন করে, ভালভাবে তা কর্ষণ করে, ভাল বীজ সংগ্রহ করে, অতঃপর সুসময়ে পরিপাটিভাবে বীজ বুনে। তেমনি একজন মু'মিনেরও তা-ই করা উচিত। কেননা শস্য-স্বরূপ সে যে সন্তানাদি লাভ করবে তাদের উপর কেবল তার নিজেরই নয় বরং সমগ্র সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এ চরম সত্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য এ অমোঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব স্ত্রীকে কর্ষণ ভূমি বা শস্যক্ষেতরূপে তুলনার মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা বিদ্যমান, যা উন্নত মানব প্রজনন ও নর-নারী সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করে।

২৭৩। 'উরযাহ্' মানে বাধা। সব মঙ্গলের উৎস মহান আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে কেউ মঙ্গলজনক কাজ থেকে হাত গুটাতে চাইলে এটা হবে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ ও বদনামের শামিল। সেই আল্লাহ্‌র নামকে কেউ অপবিত্র ও উদ্দেশ্যহীন শপথের হাতল হিসাবে ব্যবহার করলে তা হবে এ পবিত্র নামের প্রতি এক ঘোরতর অবমাননা। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াত ২২৭নং আয়াতের সূচনার কাজ সম্পাদন করছে।

২৭৪। কসম খাওয়া একটি গুরুতর ব্যাপার। তথাপি অনেক লোকেরই বিনা কারণে অর্থহীন কসম খাওয়ার অভ্যাস আছে। এসব অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন কসম, অভ্যাসগত কসম কিংবা রাগের মাথায় কসম কার্যকরী নয় এবং এজন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই।

২৭৫। তালাক প্রসঙ্গে আলোচনার মাঝে প্রাসঙ্গিকভাবে শপথ বিষয়ে আলোকপাত করার পর কুরআন পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কের মূল বিষয়ে ফিরে এসেছে। এ আয়াতে ঐসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে তালাক না দিয়ে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকার কসম খায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো তালাকের ব্যাপার উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্তে কুরআন প্রথমে 'ঋতুস্রাবের' (২ঃ২২৩) কথা বলেছে, যখন এক ধরনের অস্থায়ী বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হয়। এরপর এ আয়াতে প্রত্যাহারযোগ্য সাময়িক বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বাতিলযোগ্য (প্রত্যাহারযোগ্য) বিধিবদ্ধ বিচ্ছেদের বিষয় রয়েছে এবং সর্বশেষে ২ঃ২৩১ আয়াতে রয়েছে অ-বাতিলযোগ্য চূড়ান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা। এ এক চমৎকার ধারাবাহিকতা যা চূড়ান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা আরোপ করে বিবাহ-বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয়, তথাপি একে একটি অপরিহার্য মন্দকাজ হিসাবে গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য-সম্পর্ক ত্যাগ করার শপথ নেয় তা হলে ইসলাম তাকে চার মাস সময় দেয়। এর মধ্যে তাকে স্ত্রীর সঙ্গে সমঝোতায় এসে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, অন্যথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ও কার্যকরী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮। [ক]আর তারা যদি তালাক[২৭৬] দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

২২৯। আর [খ]তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুস্রাবকাল[২৭৭] অপেক্ষা করবে। আর তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না। আর তারা আপোস মীমাংসা[২৭৮] করতে চাইলে তাদের স্বামীরা এ (নির্ধারিত সময়ের) মাঝে তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার রাখে। আর তাদের (অর্থাৎ নারীদের) ন্যায়সঙ্গতভাবে (পুরুষদের ওপর) তদ্রূপ অধিকার রয়েছে যদ্রূপ অধিকার (পুরুষদের) রয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু তাদের ওপর [গ]পুরুষদের এক প্রকার প্রাধান্য[২৭৯] আছে। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২৮
[৭]
১২

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩০; ৩৩ঃ৫০; ৬৫ঃ২; খ. ২ঃ২৩৫; ৬৫ঃ৫; গ. ৪ঃ৩৫।

হয়ে যাবে। তালাক না দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ইসলাম কোন মতেই অনুমোদন করে না। স্ত্রীকে কাছেও রাখে না, আবার তালাকও দেয় না, এ ঝুলন্ত অবস্থায় রাখাকে ইসলাম অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করে। জাহেলীয়তের যুগে পুরুষরা শপথ নিয়ে স্ত্রীদের কাছ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করতো। এ প্রথাকে 'ইলা' বলা হতো। এ অবস্থায় স্ত্রী ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত থাকতো। সে না পেত স্বামী-সঙ্গ, না পারতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে।

২৭৬। এ আয়াত দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তালাক-বিষয়ক ইসলামী আইন। এ আইন অনুযায়ী ন্যায়-সঙ্গত কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে 'তালাক' দিবার অধিকার পেল। তবে এ অধিকার কদাচিৎ কেবল মাত্র অতি অপরিহার্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৭৭। 'কুরূ' 'কুর' বা 'কার' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি সময় সীমাঃ ঋতুস্রাবকাল, ঋতস্রাবকালীন সময়ের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সুস্থাবস্থা, ঋতুস্রাবের অবসান, ঋতুস্রাব ও সুস্থাবস্থার যুগ্ম সময় অর্থাৎ পুর্ণ একমাস, যে সময়ে সুস্থাবস্থা থেকে স্ত্রীলোকেরা ঋতুস্রাবের অবস্থায় প্রবেশ করে (মুহীত ও মুফরাদাত)। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাঃ) এবং ইসলামী আইনবিদ ইমামগণের মধ্যে হযরত আবু হানীফা ও হযরত আহমদ বিন হাম্বল 'কুর' বলতে ঋতুস্রাবের সময়টিকে বুঝতেন। অন্যদিকে হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী ঋতু-স্রাব-কাল বাদ দিয়ে সুস্থাবস্থার সময়টাকে 'কুর' মনে করতেন। উভয়দিকে সম-ওজনের অভিমত থাকায় মুসলমানদের পক্ষে যে কোন অভিমত গ্রহণযোগ্য। তবে সব কিছু মিলিয়ে দেখলে (সেগুলো উপস্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন) এ উপসংহারে পৌছানো যায়, প্রথমোক্ত অভিমতই অধিক যুক্তি-গ্রাহ্য। তবে যদি কেউ নিরাপদ সীমানায় থাকতে পছন্দ করেন তার পক্ষে উভয় অভিমতকে সম্মান দিয়ে 'কুর' এর অর্থ-'সম্পূর্ণ মাসই' ধরা ভাল।

২৭৮। সকল হালাল বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় হলো 'তালাক' (দাউদ)। তাই এর চারদিকে বেড়া দিয়ে, বাধা দিয়ে, সীমা দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমনঃ (ক) ঋতুমুক্ত হওয়ার পরে যদি স্বামী ঐ পরিশুদ্ধ অবস্থার সময়ে স্ত্রী-গমন করে না থাকে' তাহলে কেবলমাত্র সেই সুস্থ অবস্থাতেই একটি তালাক দিতে পারে, (খ) তালাক দেয়ার কথা ঘোষণা করার পর স্ত্রী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (প্রায় তিনমাস কাল)। এ সময়টি 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। এভাবে স্বামীকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়, যাতে সে তার সিদ্ধান্তের সকল দিক্ পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করতে পারে এবং তার মনে যদি ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে ভালবাসার রেশ মাত্র থাকে তবে সেটা যেন উজ্জীবিত হয় ও তার ভূমিকা পালন করে, (গ) স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে স্বামীর কাছে তা লুকাবে না। কেননা সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হবার কথা সেই সময়ে দম্পতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, (ঘ) সম্পূর্ণ ও অপ্রত্যাহারযোগ্য বিচ্ছেদের জন্য তিন বার পূর্ণ তালাকের প্রয়োজন। প্রথম এবং দ্বিতীয় তালাকের পর 'ইদ্দত' কাল শেষ হবার পূর্বে স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে।

২৭৯টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৩০। (প্রত্যাহারযোগ্য) [ক]তালাক্ দু'বার। এরপর হয় (স্ত্রীকে) [খ]ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখতে হবে নয়তো সদয়ভাবে বিদায়[২৮০] দিতে হবে। আর তারা উভয়ই যদি আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা করে কেবল সেক্ষেত্র ছাড়া তোমরা (অর্থাৎ স্বামীরা) তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছুই (ফেরৎ) নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হবে না[২৮১]। কিন্তু তোমরা যদি আশঙ্কা কর তারা দুজন আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী (মুক্তিলাভের বিনিময়ে)[২৮২] যা (পুরুষের অনুকূলে) ছেড়ে দেয় এতে (তাদের) উভয়ের কোন পাপ হবে না। এ সব হলো আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা। তাই তোমরা তা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমালংঘন করে এরাই অত্যাচারী।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২২৮; খ. ২ঃ২৩২; ৪ঃ১৩০; ৬৫ঃ৩।

২৭৯। ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার সমান সমান। তবুও ৪ঃ৩৫ অনুযায়ী পুরুষের শারীরিক সুবিধার এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের কারণে পরিবারে স্বামীর কিছুটা প্রাধান্য থাকে।

২৮০। প্রত্যাহারযোগ্য ও চূড়ান্ত হবার দিক থেকে তালাক তিন প্রকার। (ক) তালাক-এ-রাজঈ (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাক), (খ) তালাক-এ-বাইন (অর্থাৎ পূর্ণ তালাক) এবং (গ) তালাক-এ বাত্তা (অর্থাৎ অখণ্ডনীয় ও চূড়ান্ত তালাক)।
যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন থেকেই তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) তিন ঋতুস্রাবব্যাপী (প্রায় তিন মাসের) ইদ্দতের সময় আরম্ভ হয়ে যায়। এ তিন মাস সময় পর্যন্ত এ তালাক 'রাজঈ' বা প্রত্যাহারযোগ্য অবস্থায় থাকে। এ সময়ের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারে। এজন্য নতুন করে বিয়ের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এক বৈঠকে একবার তালাক ঘোষণা বা হাজার বার তালাক ঘোষণা একই কথা। এটা এক তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একই সময়ে বহুবার 'তালাক' উচ্চারণকে 'এক তালাক'-ই গণ্য করতেন (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)।
যদি তিন মাস 'ইদ্দতের' সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরৎ না নেয় তাহলে তার দেয়া তালাক নিজে নিজেই ইদ্দত পূর্ণ হবার সাথে 'তালাক-এ-বাইন'এ অর্থাৎ পূর্ণ তালাকে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে তিন মাস পূর্বে দেয়া এক তালাক এক পূর্ণতা লাভ করলো। এখন স্বামী ও স্ত্রীতে সমস্ত সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছে। প্রাক্তন স্বামী ও প্রাক্তন স্ত্রী উভয়ই এখন নিজ নিজ বিষয়ে ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের সমাজের সিংহভাগ বিবাহ বিচ্ছেদ এ পর্যায়েই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তালাক-এ-বাইন বা পূর্ণ তালাকের পরও যদি এ প্রাক্তন স্বামী স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করতে সম্মত হয় তবে তারা 'নতুন বিয়ের' মাধ্যমে নির্দ্বিধায় তা করতে পারে। কেননা আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ সূরা বাকারার ২৩০ নম্বর আয়াত স্পষ্টভাবে এর অনুমতি দিচ্ছে।
ইদ্দত কালের মধ্যেই স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরৎ নিক কিংবা ইদ্দত শেষে পুনর্বিবাহের মাধ্যমেই তারা পুনরায় দম্পতিতে পরিণত হয়ে থাক–উভয় ক্ষেত্রেই 'এক তালাক' প্রয়োগ হয়েছে বলে গণ্য হবে। এরপর যদি পুনরায় স্বামী তালাক দেয় সেক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি সম্ভব। হয় স্বামী ইদ্দতের মাঝে নতুন বিয়ে ছাড়াই স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারবে অথবা ইদ্দতের পর নতুন বিয়ের মাধ্যমে তারা একত্র হতে পারবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু দুবার প্রত্যাহারযোগ্য তালাক প্রয়োগ করা হয়ে গেছে। এরপর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে আরেকবার তালাক দেয় তবে এটি হবে তৃতীয় তালাক, আর একেই তালাক-এ-বাত্তা বা 'চূড়ান্ত-অখন্ডনীয় তালাক' বলা হয়। এ তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে পারে না যতক্ষণ সেই স্ত্রী অন্যের ঘর না করে এবং ঘটনাচক্রে তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা না হয়। এ বিষয়ে সূরা বাকারার ২৩১ আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। 'হিলা' বিয়ে বা পাতানো বিয়ে বলতে আজকের সমাজে যে ঘৃণ্য একটি প্রথা চালু আছে ইসলাম একে মোটেই সমর্থন করে না। (তালাক বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত রচিত তফসীরে কবীর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১৪-৫২১ এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় ফেকাহ আহমদীয়া, পৃঃ ৭৫-৮২)।

২৮১। যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সে তার প্রদত্ত মহরানা ও অন্যান্য বস্তু যা স্ত্রীকে দিয়েছিল তা সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত হয়। তালাক দানের পূর্ব পর্যন্ত সে যদি মহরানার অর্থ পরিশোধ করে না থাকে তা হলে 'তালাক' কার্যকরী করার পূর্বেই তা পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনে যা কিছু সে দান করেছে তা ফেরৎ নেয়ার অধিকার তার থাকে না।

২৮২। তবে যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হতে চায়, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী তা 'কাযী' বা বিচারকের মাধ্যমে লাভ করতে পারে। 'কিন্তু তোমরা যদি আশঙ্কা কর' কথা দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের আশঙ্কা বুঝায় এবং এক্ষেত্রে কাযীর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে তার মহরানার টাকা ও স্বামীর প্রদত্ত অন্যান্য জিনিসপত্র ছেড়ে দিতে হয়, সমঝোতার মাধ্যমেই হোক অথবা কাযীর ফয়সালার মাধ্যমেই হোক। কায়েস বিন সাবিতের স্ত্রী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৩১। এরপর সে যদি স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক[২৮৩] দেয় তাহলে সেই স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ হবে না যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে। এরপর সে(ও) যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তারা আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে বলে উভয়ে মনে করলে তাদের পরস্পরের (পুনরায় বিয়ের বন্ধনের) দিকে ফিরে আসায় কোন পাপ হবে না। আর এসব হচ্ছে আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা যা তিনি এমন লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যারা জ্ঞান রাখে।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

২৩২। আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং [ক]তারা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে[২৮৩-ক] যায় তখন তোমরা তাদের [খ]হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে[২৮৪] রাখ, নয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদায় দাও। সীমালংঘনপূর্বক কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা তাদের আটকে রেখো না। আর যে তা করে সে নিজেরই ওপর অবিচার করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে উপহাসের বস্তু বানিও না। আর তোমরা তোমাদের প্রতি [গ]আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। আর কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন তাও (স্মরণ কর)। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তৃতীয়াংশ

২৯
[৩]
১৩

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২২৯; ৬৫ঃ৫; খ. ২ঃ২৩০; গ. ৩ঃ১০৪।

জামিলার বিবাহ-বিচ্ছেদ 'খোলা' এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী কায়েসের উগ্র স্বভাবের কারণে জামিলা 'খোলা' এর আবেদন জানালেন। তিনি বললেন, স্বামীর সাথে তার বনিবনা হচ্ছে না, কারণ উভয়ের মন-মেযাজে এতই পার্থক্য যে সমঝোতা বিধান সম্ভব নয়। মহানবী (সাঃ) তার 'খোলা' এর আবেদন মঞ্জুর করলেন, তবে তার স্বামীর দেয়া বাগানটি স্বামীকে ফেরৎ দিতে হলো (বুখারী)।

২৮৩। এ আয়াতে তৃতীয় এবং শেষবারের 'তালাক' এর কথা বলা হয়েছে। এর পরমুহূর্ত থেকে স্ত্রীর সাথে পুনর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকলো না। তবে যদি এমনটি ঘটে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্য কাউকে বিয়ে করলো এবং সেই স্বামীও তাকে স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে তালাক দিল কিংবা মারা গেল তখন পূর্ববর্তী স্বামী তার (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর) মত নিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে। ইসলামে তালাকের আইনে এ ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিয়ের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়, তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হলো, যাতে সেই দম্পতি যারা এক সময় একত্রে বাস করেছে তারা ইচ্ছা করলে পুনরায় একত্র হতে পারে।

২৮৩-ক। 'বালাগাল আজালা' অর্থ তার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এল বা সে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করলো। বিজ্ঞ পন্ডিতরা সকলেই একমত যে এখানে প্রথমোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য (কুরতুবী)।

২৮৪। প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে যে তালাকের কথা বলা হয়েছে তা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক ঘোষণার পর দুটি পথ খোলা থাকেঃ (১) স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে দিতে পারে, তবে স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ও উদার ব্যবহার করতে হবে, (২) স্বামী তাকে (স্ত্রীকে) নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও সে উদারতা ও শালীনতার সাথে তাকে বিদায় দিবে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দুর্ব্যবহার নিষিদ্ধ। তদুপরি স্ত্রীকে ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখাও নিষিদ্ধ।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٣﴾

২৩৩। আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় তখন তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত হলে তোমরা তাদের (পছন্দমত) স্বামী গ্রহণ[২৮৫] করতে তাদের বাধা দিও না। এ উপদেশ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিকে দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে। এ হলো তোমাদের জন্য সবচেয়ে আশিসপূর্ণ ও সবচেয়ে পবিত্র পন্থা। আর আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪। আর মায়েরা তাদের সন্তানদের [ক]পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। (এ বিধান) তার জন্য, যে [খ]দুধ পান করাবার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তান যে পুরুষের তারই ওপর তাদের (অর্থাৎ মায়েদের) ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তাবে। [গ]কারো ওপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। মাকে যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট[২৮৬] দেয়া না হয় এবং পিতাকেও[২৮৭] যেন তার সন্তানের কারণে (কষ্ট দেয়া না হয়)। আর উত্তরাধিকারীর[২৮৮] ক্ষেত্রেও এ আদেশই প্রযোজ্য। আর তারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে[২৮৮-ক] দুধ ছাড়াতে চাইলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের (অন্য কোন স্ত্রীলোক দিয়ে) দুধ পান করাতে চাইলে এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের যা দেয়ার তা দিয়ে দিলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর জেনে রাখ তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা।

দেখুন ঃ ক. ৩১ঃ১৫; ৪৬ঃ১৬ ; খ. ৬৫ঃ৭ ; গ. ২ঃ২৮৭; ৬ঃ ১৫৩; ৭ঃ৪৩; ২৩ঃ৬৩; ৬৫ঃ৮।

২৮৫। এ আয়াতে 'স্বামী' বলতে তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদের নিজ নিজ প্রাক্তন স্বামীকে অথবা ভাবী-স্বামীকে বুঝাতে পারে। প্রাক্তন স্বামী বুঝালে, 'আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও' বাক্যাংশটি প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি ভাবী-স্বামী বুঝায় তা হলে উক্ত বাক্যাংশটি তৃতীয় ও শেষ 'তালাক' নির্দেশ করে। তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবক পূর্ব স্বামীর সাথে (পূর্বোক্ত বিধি মোতাবেক) তার পুনর্বিবাহে বাধা দিতে পারে না এবং তার ভূতপূর্ব স্বামী তাকে নূতন স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারে না।

২৮৬। 'লা তুযার্‌রা' কথাটি কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক। এ হিসাবে অর্থ হতে পারে ঃ (১) সন্তানের মা সন্তানের কারণে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না, (২) সন্তানের মাকেও সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। এখানে এ উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

২৮৭। 'মাওলুদুন্ লাহু' (সন্তান যে পুরুষের) কথাটি পিতা অর্থেই বলা হয়েছে। সরাসরি 'পিতা' না বলে কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো পিতাই সন্তানের ভারপ্রাপ্ত মালিক এবং স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ববহনকারী।

২৮৮। যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে সেই মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্বও সেই ব্যক্তির উপরেই বর্তায়।

২৮৮-ক। সন্তানকে সর্বাধিক দুবছর পর্যন্ত স্তন্য পান করানো যেতে পারে। তবে পিতা ও মাতা যদি একযোগে সম্মত হন যে তারা দুবছরের পূর্বেই সন্তানের স্তন্যপান ছাড়িয়ে দিবেন তাহলে তারা তা করতে পারেনা। এতে কোনও বাধা নেই। তবে আয়াতটিতে ইঙ্গিত রয়েছে, মায়ের সম্মতি ছাড়া সন্তানকে দুবছর পূর্ণ হবার পূর্বে স্তন্য পানে তাকে বিরত করা ঠিক হবে না।

২৩৫। আর [ক] তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায় [খ] এরা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) যেন নিজেদের ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করে। অতএব এরা যখন এদের নির্ধারিত সময়[২৮৯] পূর্ণ করে তখন এরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের[২৯০] বিষয়ে যা করে এর জন্য তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৬। আর স্ত্রীলোকদের সাথে ইঙ্গিতে তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়াতে অথবা তোমাদের মনে (তা) গোপন রাখাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ জানেন, তাদের কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে পড়বে। তবে কেবল ন্যায়সঙ্গত কোন কথা বলা ছাড়া তোমরা তাদের সাথে গোপনে[২৯১] (কোন) অঙ্গীকার করো না। আর নির্ধারিত সময় পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহ্ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জনেন। অতএব তোমরা তাঁর (ক্রোধ) সম্বন্ধে সাবধান! আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

৩০ [৪] ১৪

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٦﴾

২৩৭। তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা মহরানা ধার্য করার পূর্বেই তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে তাদের কিছু উপকার করো[২৯২]। ধনীর জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রের জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত উপকার করা (বাঞ্ছনীয়)। সৎকর্মপরায়ণদের জন্য (এটা) অবশ্যকর্তব্য।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪১; খ. ২ঃ২২৯।

২৮৯। বিধবাদের ক্ষেত্রে 'ইদ্দত' বা অপেক্ষার নির্ধারিত সময় চারমাস দশ দিন। এ সময়ের পরিমাপ পর পর চারটি ঋতুস্রাব ও তৎসংশ্লিষ্ট ঋতু মুক্তির সম্মিলিত সময়ের সমান। স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার মনের ও আবেগের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে ইসলাম এ 'ইদ্দত'কে দীর্ঘ করেছে। বিয়ের বন্ধনের প্রতি ইসলামের সম্মান-বোধ ও পবিত্রতার অনুভূতি কতটা গভীর তাও 'ইদ্দত পালন' থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

২৯০। 'এরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়ে যা করে' কথাটির দ্বারা তাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এবং বিশেষ করে নিজেদের ব্যাপারে সেই অধিকার প্রয়োগ করবার ক্ষমতাকে নির্দেশ করছে। কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর' (২৪ঃ৩৩)।

২৯১। অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ 'ইদ্দত'কালে কোন বিধবার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করা নিষেধ। তবে কোন ব্যক্তি সরাসরি প্রস্তাব উত্থাপন না করে নিজের ইচ্ছার কথা পরোক্ষ ইংগিতে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি কোন মতেই খোলাখুলিভাবে প্রস্তাব করার বা গোপনে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর মত গর্হিত কাজ করবে না। বিধবাকে নিষেধ করা হয়েছে, সেই ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দত' কালে এরূপ কোন প্রস্তাবে সে যেন সম্মতি না দেয়।

---

২৯১ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ২৯২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮। আর তোমরা যদি তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তাদের তালাক দাও এবং তাদের জন্য মহরানা ধার্য করে থাক তাহলে তোমরা যা ধার্য করেছ এর অর্ধেক[২৯৩] (দেয়া) বিধেয়। তারা যদি ক্ষমা করে দেয়[২৯৪] অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধনের (দায়িত্ব) রয়েছে[২৯৪-ক] সে (যদি) ক্ষমা করে দেয় তবে তা ভিন্ন কথা। আর তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াটা তাক্ওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করতে ভুলে যেও না। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয় আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯। [ক]তোমরা সব নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী[২৯৫] নামাযের সুরক্ষা[২৯৬] কর এবং আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়ে দাঁড়াও।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٠﴾

২৪০। [খ]তবে তোমরা ভীতিগ্রস্ত হলে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী[২৯৭] অবস্থাতে (নামায পড়ে নিও)। এরপর [গ]তোমরা যখন নিরাপদ হও তখন আল্লাহ্কে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদের (তা) শিখিয়েছেন, যা তোমরা (এর পূর্বে) জানতে না।

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ১০; ৭০ঃ৩৫; খ. ৪ঃ১০২; গ. ৪ঃ১০৪।

তার সদ্যমৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য এবং তার গর্ভে মৃতস্বামীর কোন সন্তান আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানার জন্য 'ইদ্দত' পালন একান্ত প্রয়োজন। গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিয়ে নিষিদ্ধ।

২৯২। এটা এক ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়। অবশ্য কখনো কখনো এ ধরনের ঘটনাও ঘটতে পারে, বিয়ের ঘোষণা সম্পন্ন হবার পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে দাম্পত্য জীবনেও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে প্রবেশ করা অসম্ভব বা অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। এ আয়াতটির পরবর্তী আয়াত এ ধরনের পরিস্থিতিতে মু'মিনের করণীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে (বিস্তারিত জানার জন্য তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)।

২৯৩। বিয়ের মহরানা (কাবীনের টাকার পরিমাণ) ধার্য হওয়ার পর (অর্থাৎ আক্দ হবার পর) যদি স্বামী মিলনের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তা হলে স্বামী ধার্যকৃত মহরানার অর্ধেক দিবে।

২৯৪। ইয়া'ফু মানে মাফ করা, কম করা, বৃদ্ধি করা। স্ত্রী কিংবা তার অভিভাবক প্রাপ্য টাকার সম্পূর্ণ বা অংশ মাফ করে দিতে পারে এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীর পাওনা থেকে আরো বেশি দিতে পারে। তবে স্বামীই অধিক মহানুভবতা দেখাবে, এটাই আশা করা হয়েছে।

২৯৪-ক। 'যার হাতে বিবাহ বন্ধনের (দায়িত্ব) রয়েছে', বলতে হয় স্বামীকে বুঝাবে নতুবা তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবককে বুঝাবে। কেননা বিয়ের পরে বিয়ে সংরক্ষণের লাগাম স্বামীর হাতে থাকে। তবে বিয়ের পূর্বে লাগাম নারীদের অভিভাবকের হাতেই থাকে।

২৯৫। বিয়ের পর নামাযের ব্যাপারে কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয়। তা ছাড়া পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ঝামেলা কিছুটা বেড়ে যায়। তাই রীতিমত ও সময় মত নামায আদায় করার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

২৯৬। 'সালাতিল উস্তা' (মধ্যবর্তী নামায) বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছে বলে মহানবী (সাঃ) এর হাদীস থেকেও বুঝা যায় (বুখারী)। যে সময়ে মানুষ কাজ-কর্মে বেশি ব্যস্ত থাকে সেই সময়ের নির্ধারিত নামাযকেই 'মধ্যবর্তী নামায' বলা হয়েছে বলে মনে হয়। তবে প্রত্যেক নামাযই এক হিসাবে 'মধ্যবর্তী নামায'। কেননা একটি জিঞ্জিরের বা শিকলের কোন্টি মধ্যবর্তী কড়া তা বলা কঠিন।

২৯৭। আল্লাহ্র আদেশাবলীর মাঝে পাঁচবারের নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যে পর্যন্ত একজন মুসলমান হুশে থাকে, অজ্ঞান বা পাগল না হয় সে পর্যন্ত সে কোন অবস্থাতেই নামায আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করতে পারে না। এমনকি যে ব্যক্তি জীবন-বিপন্ন অবস্থায় পথ চলতে থাকে তারও নামায পড়তে হবে, ঘোড়ার উপর চলন্ত অবস্থায় বা পায়ে চলা অবস্থায়, কিংবা দৌড়াতে থাকা অবস্থায় নামায পড়তে হবে। দাঁড়াতে না পারলে বসা অবস্থায়, বসতে না পারলে শোয়া অবস্থায় নামায পড়তে হবে।

২৪১। আর [ক]তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায় তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য (এ) ওসীয়্যত করে যাবে, (তার উত্তরসুরীরা যেন তাদের স্ত্রীদের বাড়ী থেকে) বের না করে এক বছর[২৯৮] পর্যন্ত তাদের সুযোগসুবিধা প্রদান করে। কিন্তু তারা নিজেরা বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবে যে সিদ্ধান্তই নেয় এতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۚ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤١﴾

২৪২। আর তালাকপ্রাপ্তাদেরও ন্যায়সংগতভাবে কিছু উপকার[২৯৯] করতে হবে। (এটি) মুত্তাকীদের জন্য বাধ্যকর।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٢﴾

৩১ [৭] ১৫

২৪৩। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আদেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৪। তোমার কাছে কি তাদের সংবাদ পৌঁছেনি, যারা মৃত্যুর[৩০০] ভয়ে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বের[৩০১] হয়েছিল এবং (সংখ্যায়) তারা ছিল কয়েক হাজার[৩০২]? তখন আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা মরে যাও'[৩০৩]। আবার তিনি তাদের জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٤﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩৫; খ.

২৯৮। বিধবার জন্য যে ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দৎ' অর্থাৎ অপেক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে (২ঃ২৩৫), সেই সময়ে স্বামীর বাড়ীতে থাকার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং উক্ত সময়ে তার ভরণ-পোষণ করতে সদ্যমৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা বাধ্য। তবে এখানে যে এক বছরের ভরণ-পোষণ ও থাকা খাওয়ার কথা বলা হয়েছে তা ইদ্দতের অতিরিক্ত ব্যাপার, যা বিধবার প্রতি অধিক সুবিধা দান বা অনুগ্রহ প্রদর্শনস্বরূপ। এ সুবিধা দান অবশ্যকর্তব্য বা বাধ্যতামূলক নয়।

২৯৯। পূর্ববর্তী আয়াতে বিধবার প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত সুবিধা দানের কথা বলা হয়েছে, তেমনি বর্তমান আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত সুবিধা দান ও দয়া দেখানোর কথা বলা হয়েছে। এটা তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। কেননা বিবাহ বিচ্ছেদকালে স্বাভাবিকভাবে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তা মানুষকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের দিকে প্ররোচিত করে।

৩০০। বনী ইসরাঈল এ জন্য মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল যে সেখানে আরো থাকার অর্থ হতো তাদের ভাবী প্রজন্মসহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কেননা ফেরাউন তাদের পুরুষদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার সকল উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল। ২ঃ৫০ দেখুন।

৩০১। ফেরাউনের অত্যাচারের দরুন ইসরাঈলীরা যখন মিশর ত্যাগ করে এশিয়ায় এলো তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে 'প্রতিশ্রুত দেশে' প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হতে বললেন। কিন্তু সে স্থানের অধিবাসীদের ভয়ে তারা আর অগ্রসর হলো না (৫ঃ২৫)।

৩০২ ও ৩০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৪৫। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা [ক]যুদ্ধ[৩০৪] কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٥﴾

২৪৬। [খ]কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ[৩০৫] দিবে যেন তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহ্ (সম্পদ কখনো) কমান (এবং কখনো) বাড়ান। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৭। তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের সেই সব প্রধানের অবস্থা দেখনি যখন তারা তাদের এক নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য এক বাদ্‌শাহ্ নিযুক্ত করে দাও যেন আমরা (তার অধীনে) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি?' সে (নবী) বললো, [গ]'এমনতো হবে না যে তোমাদের জন্য যুদ্ধ বাধ্যকর করা হলো আর তোমরা যুদ্ধ করলে না?' তারা বললো, 'আমাদের কী হয়েছে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ[৩০৬] করবো না, অথচ আমাদের বাড়িঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে এবং সন্তানসন্ততি থেকে আমাদের পৃথক করে দেয়া হয়েছে?' কিন্তু তাদের জন্য যখন যুদ্ধ বাধ্যকর করা হলো তখন তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আর আল্লাহ্ যালেমদের বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯১; ৪ঃ৮৫ ; খ. ৫৭ঃ১২, ১৯; ৬৪ঃ১৮; গ. ৪ঃ৭৮।

৩০২। মিশর ত্যাগকারী ইসরাঈলীদের সংখ্যা বাইবেলে ছয় লক্ষ বলে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তারা কয়েক হাজার ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রাপ্ত সংখ্যা কুরআনের অভিমতকেই সত্য সাব্যস্ত করে (হিষ্ট্রী অব দি পিপল অব ইসরাঈল, প্রণেতা আরনেষ্ট রেনান, পৃষ্ঠা ১৪৫, ১৮৮৮ই প্রকাশিত এবং হিষ্ট্রী অব প্যালেষ্টাইন এন্ড দি জিউয্, ১ম খন্ড ১৭৪ পৃঃ, প্রণেতা জন কিটো, ২ঃ৬১ও দেখুন)।

৩০৩। যারা হযরত মূসা (আঃ) এর উপদেশ ও আদেশ অগ্রাহ্য করলো এবং 'কানান' এর দিকে অগ্রসর হতে অস্বীকার করলো তারা সিনাই এর পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বনাঞ্চলেই ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর তাদের মধ্যে নূতন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটলে তারা নব উৎসাহে যশুয়ার নেতৃত্বে প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করে। অন্যত্র কুরআন বলে, 'এরপর আমরা (তোমাদের মৃত্যুর মত অবস্থার) পর তোমাদের উত্থান ঘটালাম (২ঃ৫৭)।

৩০৪। উপরে বনী ইসরাঈলের দৃষ্টান্ত দিয়ে এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে এবং জাতীয় সত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না তারা বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মোৎসর্গকে জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠিরূপে কুরআন চিহ্নিত করেছে।

৩০৫। আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত খরচ করাকে কুরআন আল্লাহ্‌কে ঋণদান রূপে বর্ণনা করেছে। এর অর্থ হলো ধর্ম-কর্ম ও পুণ্য কাজে অর্থ ব্যয় করলে সে অর্থ কখনো বিফলে যায় না।

৩০৬। হযরত মূসা (আঃ) এর সময় ইসরাঈল জাতি যে অবস্থায় ছিল, এ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার পরবর্তীকাল সময়ে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল বলে দেখা যায়। কুরআনে ৫ঃ২৫ হতে দেখা যায়, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ ও উপদেশ দিলেন যে আল্লাহ্‌র খাতিরে শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধ করতে হবে তখন তারা উত্তর দিয়েছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুজনেই যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকবো। এ উত্তরের তুলনায় বর্তমান আয়াতে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা হলো আমরা যখন বাড়ী ছাড়া হয়েছি এবং সন্তান-সন্ততি থেকে পৃথক হয়েছি তখন আমরা আল্লাহ্‌র জন্য কেন যুদ্ধ করবো না ? তবে এ উভয় উত্তরের মধ্যে যে তারতম্য তা মৌখিক, কার্যত নয়। কেননা যখন প্রকৃতই যুদ্ধের সময় হলো ও ডাক পড়লো তখন দেখা গেল তাদের বেশির ভাগই ইতস্তত করে যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য এই হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে, তারা যেন ঐ ইসরাঈলীদের অনুসরণ না করে।

২৪৮। আর তাদের নবী তাদের বললো, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে[৩০৭] রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বললো, সে কিভাবে আমাদের ওপর রাজত্ব করার অধিকার রাখে, যে ক্ষেত্রে রাজত্ব করার অধিকার আমরা তার চাইতে বেশি রাখি এবং তাকে তেমন কোন আর্থিক প্রাচুর্য(ও) দেয়া হয়নি?' সে বললো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞান ও দৈহিক যোগ্যতার দিক থেকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। আর [ক]আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা (ও) সর্বজ্ঞ'।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

২৪৯। আর তাদের নবী তাদের বললো, 'নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন হলো, তোমাদের কাছে এমন এক সিন্দুক[৩০৮] আসবে যার মাঝে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রশান্তি থাকবে এবং (আরো) থাকবে মূসার ও হারূনের বংশধরদের

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ
يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَ

দেখুন ঃ ক. ৩ : ২৭।

৩০৭। 'তালূত' বনী ইসরাঈল জাতির একজন বাদ্শাহ, যিনি দাউদ নবী (আঃ) এর দুশ বছর পূর্বে এবং মূসা (আঃ) এর দুশ বছর পরে রাজত্ব করেছিলেন। কুরআনের তফ্সীরকারগণের অনেকে তালূতকে 'সাউল' বলে মনে করেছেন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা 'গিদিওনের' সঙ্গে যতটা মিলে সাউলের সাথে ততটা মিলে না (বিচারক বিবরণ-৬-৮)। গিদিওন ১২৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ছিলেন এবং বাইবেল তাকে সাহসী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেছে (বিচারক-৬ঃ১২) আর তালূত বলতেও তা-ই বুঝায়। কয়েকজন খৃষ্টান লেখক বলেছেন, এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুশ বছরের ব্যবধানে ঘটেছে। অতএব এ পরিচ্ছেদটিতে ঘটনা বর্ণনায় কুরআনের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে ভুল দেখা যায়। পরিচ্ছেদটি নিশ্চয়ই দুটি ভিন্ন সময়ের ঘটনাই উল্লেখ করেছে। কিন্তু এতে সময়ের কোন অসঙ্গতি ঘটেনি। কুরআনের বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হলো, ইহুদী জাতির ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে ঐক্য কীভাবে সম্পন্ন হলো তা বর্ণনা করা। ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল গিদিওনের (অর্থাৎ তালূতের) সময়ে দাউদ (আঃ) এর দুশ বছর পূর্বে আর তা সমাধা হয় দাউদ (আঃ) এর রাজত্বকালে। পূর্ববর্তী আয়াতের 'মূসার পরে' কথাটি এ ইঙ্গিত দেয়, ঘটনাটি সে সময়ে ঘটেছিল যখন ইসরাঈলীরা ইতিহাসে এক জাতি হিসেবে রূপ নিতে শুরু করেছিল। মূসা (আঃ)এর দুশ বছর পরে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কোন বাদশা ছিল না এবং তাদের কোন সেনাবাহিনীও ছিল না। তাদের দলাদলি ও বিশৃংখলার কারণে আল্লাহ্ শাস্তিরূপে তাদেরকে মিদিয়ানীদের হাতে সমর্পণ করলেন। মিদিয়ানীরা সাত বছর ধরে তাদের ওপর লুণ্ঠন-নির্যাতন চালালো। তারা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো (বিচারক-১-৬)। এ অবস্থায় তারা আল্লাহ্র কাছে কাঁদতে লাগলো এবং তিনি তাদের মাঝে এক নবীর আবির্ভাব ঘটালেন। গিদিওনের কাছে আল্লাহ্র এক ফিরিশ্তা এসে তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করে স্বর্গীয় সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করলো। তখন গিদিওন আল্লাহ্কে বললেন, হে আমার প্রভু! কীভাবে, কী দিয়ে আমি বনী ইসরাঈলকে বাঁচাবো? তুমি তো জান, আমি মানাশের এক গরীব পরিবারের লোক এবং আমার পিতার সন্তানদের মধ্যে আমি নগণ্য (বিচারক-৬ঃ৫)। এ কথাগুলো কুরআনের আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তালূতের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। গিদিওন ও তালূত যে একই ব্যক্তি তা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখা যায় গিদিওনের সময় ইসরাঈলীদেরকে পানির কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। বাইবেলে প্রদত্ত এ পরীক্ষার বর্ণনা (বিচারক-৭ঃ৪-৭) কুরআনের বর্ণনার সাথে একেবারে মিলে যায়। বিচারক ৭ঃ৪-৭ থেকে আমরা জানতে পারি, এ পরীক্ষার পরে গিদিওনের সাথে মাত্র তিনশ লোক অবশিষ্ট ছিল। একটা মজার ব্যাপার হলো, মহানবী (সাঃ)এর একজন সাহাবী হযরত বারা (রাঃ) বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধে আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশ তেরজন এবং এ সংখ্যাটি তালূতকে অনুসরণকারীদের সংখ্যার সমান (তিরমিযী, বাবুস্ সিয়ার)।

এথেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ, তালূত গিদিওন ছাড়া অন্য কেউ নয়। তালূত ও গিদিওন যে একই ব্যক্তি তা 'গিদিওন' শব্দটির অর্থ থেকেও প্রতিপন্ন হয়। এ শব্দটি যে হিব্রু ধাতু থেকে উৎপন্ন তার অর্থ হলো 'কেটে ফেলে দেয়া' বা 'কেটে ফেলা' (জিউস এনসাই.)। অতএব গিদিওন অর্থ দাঁড়ায়, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেটে ধরাশায়ী করে।' বাইবেলে গিদিওনকে 'মহাশক্তিধর সাহসী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে (বিচারক-৬ঃ১২) [ইংরেজী তফসীরে কবীর দেখুন]।

৩০৮। 'তাবূত' অর্থঃ (১) সিন্দুক বা বাক্স, (২) বুক ও বুকের হাড় এবং যা সেখানে থাকে, যেমন হৃৎপিন্ড ইত্যাদি (লেইন), (৩) হৃদয় যা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শান্তি ধারণ করে (মুফরাদাত)। তফসীরকারগণ তাবূত শব্দের তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ করেছেন। বাইবেল একে নৌকা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

آلُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾

রেখে যাওয়া অবশিষ্ট (উত্তম) অংশ[৩০৯]। ফিরিশ্‌তারা এ (সিন্দুক) বহন করবে। তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

৩২
[৬]
১৬

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০। এরপর তালূত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হলো সে বললো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ একটি নদীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। অতএব যে তা থেকে পানি পান করবে আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যে (পেট ভরে) পানি পান না করে কেবল এক-আধ কোষ[৩১০] পান করবে নিশ্চয় সে আমার। তথাপি তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকী সবাই তা থেকে পান করলো। আর সে যখন নিজে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা (তা) পার হলো তখন তারা বললো, 'আজ জালূত[৩১০-ক] ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াবার আদৌ কোন ক্ষমতা নেই।' কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে বলে নিশ্চিৎ বিশ্বাস রাখতো তারা বললো, [ক]'এমন কত ছোট ছোট দল রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র আদেশে বড় বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'

দেখুন ঃ ক. ৩ : ১২৪; ৮ : ৬৭।

বা সিন্দুক বলে উল্লেখ করেছে এবং কুরআনের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, শব্দটি 'হৃদয়' বা অন্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে 'তাবূত' সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এতে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রশান্তি থাকবে। এ কথা নৌকা, বাক্স বা জাহাজ সম্বন্ধে খাটে না। অন্যকে প্রশান্তি দান তো দূরের কথা, বাইবেলের কথিত সিন্দুক বা বাক্স বনী ইসরাঈলকে পরাজয় থেকে বাঁচাতেতো পারলোই না, এমনকি নিজেদেরকেও লুণ্ঠিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারলো না। সে সিন্দুক সাথে নিয়ে সাউল অভিযানে গিয়ে স্বয়ং অপমানজনক পরাজয় বরণ করলো এবং অতি হীন ও অসম্মানিত অবস্থায় তার মৃত্যু হলো। এরূপ সিন্দুক বা তাবূত বনী ইসরাঈলের শান্তির উৎস হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যা দিয়েছিলেন তা ছিল বীরত্বভরা, অধ্যবসায়ী হৃদয় যার সাথে প্রশান্তি মিলিত হয়ে তাদেরকে এমন শক্তিশালী করে তুললো যার কারণে তারা শত্রুর মোকাবিলা করে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হলো।

৩০৯। আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলের প্রতি অন্য যে একটি অনুগ্রহ করেছিলেন তা এ আয়াতে 'বংশধরদের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট (উত্তম) অংশ' বলে উল্লেখিত হয়েছে। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশে যে গুণাবলী বিকশিত হয়েছিল, সেই মহৎ গুণগুলোও আল্লাহ্ তাআলা তাদের হৃদয়ে বিকশিত করেছিলেন। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশ উত্তরাধিকার সূত্রে কোন পার্থিব ধন-সম্পদ রেখে যাননি। তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মাঝে উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন যা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বনী ইস্‌রাঈল পরে লাভ করেছিল।

৩১০। নিষিদ্ধ পানি থেকে কেবল এক আধ কোষ পানি পানের অনুমতি দানের দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) অগ্রসরমান যোদ্ধাগণকে শুধু জিহবা ও গলা ভিজিয়ে কিছুটা শারীরিক শান্তি দান করা এবং মুক্তভাবে বেশি পান করা থেকে বিরত রেখে তাদের তেজ-বিক্রমে ভাটা বা অবসাদ আসতে না দেয়া, যাতে শত্রুর মোকাবিলার সামর্থ্য বজায় থাকে, (২) লোভ-সংবরণের কঠিন পরীক্ষা নেয়া। একজন তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে পানি পান না করে থাকা তুলনামূলকভাবে বরং সহজ, কিন্তু প্রচুর পানি পেয়েও মাত্র এক কোষ পান করে নিজেকে সংবরণ করা কঠিন (দেখুন বিচারক-৭ঃ৫-৬)। 'নহর' শব্দের অন্য অর্থ 'প্রাচুর্য'। শব্দটির এ অর্থ ধরলে আয়াতটির অর্থ হবে, তাদেরকে প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। যারা তখন লোভ-সংবরণ করতে পারবে না তারা আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্ব সম্পাদনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। যারা

৩১০ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৩১০-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৫১। আর তারা যখন জালূত[৩১১] ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হলো তারা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [ক]তুমি আমাদের ধৈর্যশক্তি দাও, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং [খ]কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫২। অতএব আল্লাহ্‌র আদেশে তারা তাদের পরাজিত[৩১২] করলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো। আর আল্লাহ্ তাকে শাসনক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাকে শিখালেন। আর [গ]আল্লাহ্ মানুষকে যদি তাদের এক দলকে অপর দল দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে অবশ্যই পৃথিবী বিশৃংখলাপূর্ণ[৩১৩] হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫৩। এসব হলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা যথাযথভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। আর নিশ্চয় তুমি রসূলদের একজন।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ : ১৪৮, ২০১; ৭ : ১২৭; খ. ২ : ২৮৭; ৩:১৪৮; গ. ২২:৪১।

এ প্রাচুর্যকে সংযমের সাথে ব্যবহার করবে তারাই সফল হবে।

৩১০-ক। 'জালূত' একটি গুণবাচক নাম যার অর্থ বিশৃঙ্খল ব্যক্তি বা জাতি যারা অপরকে আক্রমণ ও অপমান করে বেড়ায়। বাইবেলে এর সমার্থক নাম গলিয়াথ (১ম শমুয়েল-১৭ঃ৪)। 'গলিয়াথ' অর্থ দ্রুতগতিসম্পন্ন, ভাংচুরকারী, ধ্বংসকারী, প্রেতাত্মা অথবা নেতা অথবা দানব (এনসাই বিব্লি, যিউস এনসাই)। বাইবেল যদিও শব্দটিকে ব্যক্তি বিশেষের নামরূপে ব্যবহার করেছে, তথাপি শব্দটির প্রকৃত অর্থ একদল বেপরওয়া উচ্ছৃঙ্খল লোক। তবে শব্দটি কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে, যাদেরকে অরাজকতা, কপটতা, বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। কুরআন এ উভয় অর্থেই শব্দটাকে এ আয়াতে ব্যবহার করেছে।

৩১১। 'জালূত' এখানে কোন ব্যক্তিকে বুঝায় নি, বরং একটি জাতিকে বুঝিয়েছে। 'সেনাবাহিনী' শব্দ দ্বারা তাদের সহায়তাকারী ও সহযোগীদের বুঝিয়েছে। বাইবেল 'মিদিয়ানী' শিরোনামের নিম্নে জালূতের উল্লেখ করেছে। এ মিদিয়ানীরা বনী ইস্রাঈলকে কষ্ট দিয়েছে, লুণ্ঠন করেছে এবং বহু বছর যাবৎ তাদের জায়গা-জমি ও বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেছে (বিচারক-৬ঃ১-৬)। আমালেকীরা ও অন্যান্য প্রাচ্য গোত্রগুলো মিদিয়ানীদেরকে এ লুণ্ঠনকার্যে সাহায্য করতো (বিচারক-৬ঃ৩) এবং এদেরকে এ আয়াতে সেনাবাহিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১২। তালূত (গিদিয়ন) জালূতকে (গলিয়াথ বা মিদিয়ান জাতিকে) পরাজিত করেছিলেন বটে, কিন্তু জালূতকে সমূলে উৎখাত করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০০ বছর। তালূতের হাতে পরাজয়ের সূচনা হয়েছিল। আর এর দুশ বছর পর দাউদ (আঃ) এর হাতেই মিদিয়ান জাতির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। দাউদ (আঃ) যে শক্তিধর ব্যক্তিকে পরাজিত করেছিলেন তার নাম গোলিয়াথ বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে (১ শমুয়েল-১৭ঃ৪), যা কুরআনের জালূত নামের অনুরূপ। সম্ভবত কুরআনের যে গুণবাচক নামটি ঐ জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, দাউদ (আঃ) এর সময়ে সেই জাতির নেতার নামও তা-ই ছিল।

৩১৩। সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করার সার্বিক দর্শন ও যুক্তি এ কয়েকটি মাত্র শব্দেই বর্ণিত হয়েছে। অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলাকে দমন করা এবং শান্তিকে সমুন্নত রাখার জন্যই যুদ্ধ। বিশৃংখলা সৃষ্টি, শান্তি-ভঙ্গ ও দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য যুদ্ধ নয়।

৩য় পারা

★ ২৫৪। [ক]এরা সেইসব রসূল, যাদের [খ]কিছু সংখ্যককে অন্যদের ওপর আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। [গ]এদের কিছু সংখ্যকের সাথে আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলেছেন। আর তিনি এদের কিছু সংখ্যককে (অন্যদের তুলনায়) মর্যাদায়[৩১৪] উন্নীত করেছেন। আর [ঘ]আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে বহু স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম এবং রূহুল কুদুস এর (অর্থাৎ পবিত্র আত্মার) মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছিলাম। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তাদের পরবর্তীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর খুনাখুনী করতো না। কিন্তু তবুও তারা পরস্পর মতভেদ করলো। অতএব [ঙ]তাদের কিছু লোক ঈমান আনলো এবং তাদের কিছু লোক অস্বীকার করলো। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তারা পরস্পর খুনাখুনী করতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।

৩৩ [৫] ১

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۴﴾

২৫৫। হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বে [চ]খরচ কর যেদিন কোন রকম ব্যবসাবাণিজ্য[৩১৫], [ছ]বন্ধুত্ব[৩১৬] ও [জ]সুপারিশ[৩১৭] চলবে না। আর কাফিররাই যালিম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۵﴾

★ ২৫৬। (তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি [ঝ]চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। [ঞ]কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে [ট](সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না, তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (সে কথা ভিন্ন)। তাঁর সিংহাসন[৩১৮] আকাশসমূহ ও

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ

দেখুন ঃ ক. ১৭:৫৬; খ. ৪:১৬৫ ; গ. ৪:১৫৯; ১৯:৫৮; ঘ. ২:৮৮; ঙ. ৪:৫৬; ১০:৪১; চ. ২:১৯৬; ১৪:৩২; ৪৭:৩৯; ৫৭:১১; ৬৩:১১ ; ছ. ১৪:৩২; ৪৩:৬৮; জ. ২:৪৯; ঝ. ৩:৩; ২০:১১২; ২৫:৫৯; ঞ. ২:৪৯; ট. ২০:১১১।

★ ['মিনহুম' শব্দটির পূর্বে বিরতি না দিয়ে এ শব্দটির পরে বিরতি দিয়ে এ আয়াতটির অনুবাদ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অনুবাদটি অধিক বোধগম্য হবে। আর অনুবাদটি হবে: এরা সেইসব রসূল যাদের কিছু সংখ্যককে অন্যদের ওপর আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এদের কিছু সংখ্যকের সাথে আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলেছেন। আর তিনি এদের কিছু সংখ্যককে (অন্যদের তুলনায়) মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৪। এ বাক্য দিয়ে একথা বুঝায় না যে নবীগণের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন না, কিংবা যাঁরা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নন। এ বাক্যটির আসল অর্থ, নবী দুই শ্রেণীর ঃ (ক) যাঁরা নূতন শরীয়ত আনেন তাঁদেরকে 'মুকাল্লাম' নবী বলা হয়, (খ) অন্যেরা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অত্যুচ্চ স্তরের হওয়া সত্ত্বেও 'গয়ের মুকাল্লাম' (শরীয়তবিহীন) নবী। রেওয়ায়াত আছে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) মুকাল্লাম নবী ছিলেন (মুসনাদ)।

৩১৫। সেদিন মূল্যের বিনিময়ে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে না। মানুষের সৎকর্ম ও আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর পরিত্রাণ ও মুক্তি নির্ভর করবে।

৩১৬। সেখানে সেদিন নূতন বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ থাকবে না, ইহকালের বন্ধুরাও কাজে আসবে না।

৩১৭। ৮৫ টীকা দেখুন।

৩১৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٦﴾

পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু (ও) মহামহিমান্বিত।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭। [ক]ধর্মে কোন বল প্রয়োগ[৩১৯] নেই। নিশ্চয় সৎপথ ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে বিদ্রোহী শয়তানকে[৩২০] অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক [খ]সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা ভাংবার নয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৮। যারা ঈমান এনেছে [গ]আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তিনি [ঘ]তাদেরকে আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা অস্বীকার করেছে [ঙ]তাদের বন্ধু হলো বিদ্রোহী শয়তান। এরা তাদেরকে আলো থেকে বের করে আঁধারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের অধিবাসী। এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে।

৩৪ [৪] ২

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٩﴾

২৫৯। তুমি কি সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ যাকে শাসনক্ষমতা দিয়েছিলেন বলে সে ইব্‌রাহীমের সঙ্গে তার প্রভু-প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? (এটা তখনকার ঘটনা) যখন ইব্‌রাহীম বলেছিল, 'তিনিই আমার প্রভু-প্রতিপালক, [চ]যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন'। সে বলেছিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই'। ইব্‌রাহীম বলেছিল, 'বেশ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে এনে থাকেন, তুমি তাহলে একে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আস তো দেখি'। এতে করে যে অস্বীকার করেছিল সে হতভম্ব[৩২১] হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ যালিমদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন ঃ ক. ১০:১০০; ১১:১১৯; ১৮:৩০; ৭৬:৪; খ. ৩১:২৩; গ. ৪৫:২০; ঘ. ৫:১৭; ৬৫:১২; ঙ. ৭:২৮; ১৬:১০১; চ. ৩:১৫৭; ৯:১১৬; ৪০:৬৯; ৫৭:৩।

৩১৮। ★['কুরসী' শব্দটি প্রাথমিকভাবে 'ক্ষমতার আসন' বা 'সিংহাসন' বুঝায়। শব্দটির এ অর্থে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। আর এতে কেবল জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত নয় বরং রাজত্ব বা কর্তৃত্বের পরিচালনার আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য এর অন্তর্ভুক্ত। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৯। পুর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, ধর্মের প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। এতে কেউ ভুল বুঝতে পারে যে ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা বুঝি মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। এ আয়াত এরূপ ভুল বুঝা-বুঝির মূল উপড়ে অতি পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছে, মুসলমানেরা যেন অমুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ না করে। সাথে এ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তিও দেয়া হয়েছে যে সত্য ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। অতএব বল-প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি? ইসলাম প্রকাশ্য সত্য।

৩২০। 'তাগুৎ' অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী, দানব, যারা অন্যকে সত্য ও সৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে, সকল দেব-মূর্তি। একবচন ও বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয় (২ঃ২৫৮; ৪ঃ৬১)।

৩২১। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রতিমা ভঙ্গকারী ছিলেন। তাঁর জাতি সূর্য ও তারকার পূজা করতো। তাদের প্রধান দেবতা ছিল মেরোডাক (মাদরুক), যাকে প্রভাতের ও বসন্তের সূর্য মনে করা হতো (এন্‌সাই, বিব এবং এন্‌সাই রিল এথ ২য় ২৯৬)। তারা বিশ্বাস করতো,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় (কাউকে কি দেখেছ) যে এমন এক শহরের[৩২২] পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যে (শহরটি) নিজ ছাদের ওপর ভেঙ্গে পড়েছিল? (তা দেখে) সে বললো, 'এ (শহরের) মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কিভাবে একে জীবিত করবেন?' তখন আল্লাহ্ তাকে (স্বপ্নে) একশ[৩২৩] বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন। এরপর তিনি তাকে জীবিত করে ওঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি (এ অবস্থায়) কত কাল ছিলে'? সে বললো, 'একদিন বা দিনের[৩২৩-ক] কিছু অংশ।' তিনি বললেন,

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ

সকল প্রকারের জীবনই সূর্য-নির্ভর। ইব্রাহীম (আঃ) কট্টর অবিশ্বাসীকে বললেন, 'বেশ ' নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে এনে থাকেন, তুমি তাহলে একে পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আস তো দেখি।' এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। সে একথা বলতে পারে না, সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করার ক্ষমতা তার নেই। কারণ এ উত্তর দিলে জীবন-মৃত্যুর উপরে তার ক্ষমতা রয়েছে- এ দাবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আবার সে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করতে সক্ষম সে এও বলতে পারে না। বললে তা হতো তার সূর্যের ওপর ক্ষমতাবান হবার দাবীর শামিল। আর এটা (তার এ দাবী) তার জাতির বিশ্বাস অনুযায়ী 'ঈশ্বর নিন্দা' হিসেবে গণ্য হতো। কেননা তারা সূর্যের উপাসক ছিল। তাই সে বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় বোবার মত চুপ করে থাকলো।

৩২২। এ আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে নগরীর উল্লেখ আছে তা হলো জেরুযালেম। ব্যাবিলনের রাজা নবুখদনিৎসর (Nebu-chandnuzzar) ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বে এ নগর দখল করে সবকিছু ধ্বংস করে একে প্রেতপুরীতে পরিণত করে, এর অধিবাসী ইহুদীদেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। এ বন্দীদের মধ্যে যিহিস্কেল নবীও (আঃ) ছিলেন। বিজয়ীরা যিহিস্কেলকে বীভৎসভাবে বিধ্বস্ত নগরীর করুণ দৃশ্য দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

৩২৩। যিহিস্কেল (আঃ) স্বভাবতই এ বীভৎস দৃশ্যাবলী দেখে মর্মাহত হলেন। তিনি কাতর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু ! এ নগরী না জানি কতদিনে জীবন ফিরে পাবে, ধ্বংসের পরে আবার কখন এতে প্রাণের স্পন্দন জাগবে। তাঁর প্রাণের দরদভরা দোয়া আল্লাহ্ কবুল করলেন। তাঁকে স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে দেখানো হলো, তাঁর প্রার্থিত নগরীর পুনর্জ্জীবন লাভ একশ বছরের মাথায় হবে। যিহিস্কেল একশ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিত হয়ে উঠলেন আয়াতটি একথা বুঝায় না। কুরআন কাশ্‌ফে বা দিব্য-দর্শনে দেখা বস্তু বা বিষয়কে এমনভাবে উল্লেখ করে যেন সে বস্তু, বিষয় বা ঘটনা প্রকৃতপক্ষেই ছিল বা ঘটেছিল, স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের কথা উল্লেখই করা হয় না (১২:৫)। যিহিস্কেল তাঁর কাশ্‌ফের অর্থ বুঝেছিলেন। এর অর্থ হলো, বনী ইস্‌রাঈল একশ বছর অসহায়, নির্যাতিত ও অপদস্থ অবস্থায় বন্দী থাকবে। তারপর তারা নব চেতনায় জেগে নূতন জীবন লাভ করবে এবং তাদের পবিত্রভূমি জেরুযালেমে ফিরে আসবে। যিহিস্কেলের কাশ্‌ফ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। নেবুখদনিৎসর খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে জেরুযালেম দখল করেছিল (২য় রাজাবলি-২৪:১০)। যিহিস্কেল কাশ্‌ফ দেখেন সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৫৮৬ অব্দে। শহরটি পুনঃ নির্মিত হয় ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্ণ এক শতাব্দী পরে। পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় খৃঃ পূঃ ৫৩৭ অব্দে মিদিয়ার সম্রাট সাইরাসের অনুমতি ও সাহায্য নিয়ে। পুনঃ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয় খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দে। ইস্‌রাঈলীরা পুনর্বাসনের জন্য ব্যাবিলন রাজ্য ত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে আসতে আসতে আরো ১৫ বৎসর লেগে যায় এবং খৃঃ পূঃ ৫০০ সনে জেরুযালেম নগরীতে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বনী ইস্‌রাঈল মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুনরায় এক নব জীবন লাভ করলো। আল্লাহ্ তাআলা যিহিস্কেলের মৃত্যু দিয়ে একশ বছর মৃত রেখে তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন একথা হাস্যস্পদ। এমন কাজ যিহিস্কেলের প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিহীন। যিহিস্কেল তাঁকে বা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়ে পুনরুত্থানের জন্য প্রার্থনা করেননি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন মৃতনগরী যেন জীবন পায়, বিধ্বস্ত জেরুযালেম যেন পুনরায় তার অধিবাসীকে ফিরে পায় ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরে উঠে।

৩২৩-ক। এ কথাটি অনির্দিষ্ট সময় বুঝায় (১৮:২০, ২০:১১৪) এবং কুরআনের বাগ্‌ধারা অনুযায়ী এর অর্থ হলো, যিহিস্কেল ঐ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন নিজে জানতে পারেননি। 'ইয়াউম' এখানে ২৪ ঘন্টার দিনকে বুঝায়নি, বরং অখন্ড সময়কে বুঝাচ্ছে (১:৪ দেখুন)। 'একদিন বা দিনের কিছু অংশ' এ কথা দিয়ে যিহিস্কেলের নিদ্রাবস্থায় কাটানোর সময়কে কিংবা স্বপ্ন দেখার সময়কে বুঝাতে পারে।

بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦٠﴾

বরং[৩২৩-খ] তুমি (এ অবস্থায়) একশ বছর[৩২৪] কাটিয়েছ। তবে তুমি তোমার খাবার ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, তা পচেনি। আর তুমি তোমার গাধার[৩২৫] প্রতিও লক্ষ্য কর। আর আমরা (এ স্বপ্ন এজন্য দেখালাম) যেন তোমাকে মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন বানাই। আর তুমি হাড়গোড়ের প্রতিও [ক]লক্ষ্য কর, কিভাবে আমরা সেগুলো সংযোজিত করি, এরপর আমরা তা মাংস দিয়ে আবৃত করি।' অতএব প্রকৃত তত্ত্ব যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হলো তখন সে বললো, 'আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে[৩২৬] পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ

২৬১। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম যখন বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও।' তিনি বললেন, 'তুমি কি ঈমান আননি?' সে বললো, 'কেন আনবো না? তবে (আমি এ জন্য প্রশ্ন করছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ[৩২৭] করে।' তিনি বললেন, 'তুমি চারটি পাখী ধর এবং এগুলো নিজের কাছে রেখে পোষ[৩২৮] মানাও। এরপর তুমি এদের এক একটিকে[৩২৯] এক এক

দেখুন ঃ ক. ২৩ : ১৫।

৩২৩-খ। 'বাল' আরবীতে এমন একটি অব্যয় যা ঃ (ক) পূর্বে বিবৃত বিষয়টিকে খন্ডন করে, যেমন ২১ঃ২৭ অথবা, (খ) একটি আলোচ্য বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের আলোচনায় যাওয়া, যেমন ৮৭ঃ১৭। এখানে 'বাল' শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩২৪। 'বরং তুমি (এ অবস্থায়) একশ বছর কাটিয়েছ'–এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো এক হিসেবে যিহিস্কেল ঐ অবস্থায় ১০০ বছর ছিলেন (কেননা তিনি কাশ্ফে বা স্বপ্নে ১০০ বছরের দৃশ্যাবলী দেখতে পেয়েছিলেন)। তাঁর কথাও সত্য, তিনি ঐ স্বপ্ন দেখা অবস্থায় একদিন বা দিনের অংশ কাটিয়েছিলেন। কেননা স্বপ্নে বা কাশ্ফে ঘটনাবলী দেখতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না।

৩২৫। এ সত্যকে যিহিস্কেলের মনে গভীরভাবে এঁকে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাঁকে খাবার, পানীয় ও গাধার দিকে তাকাতে বললেন। ঐ খাবার ও পানীয় বাসি হয়নি। তাঁর গাধাও স্বস্থানেই জীবিতাবস্থায় ছিল। 'তোমার গাধার প্রতিও লক্ষ্য কর' বাক্যটা এ কথা প্রকাশ করে যে যিহিস্কেল মাঠে কাজের ফাঁকে গাধাকে পাশে রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তখন স্বপ্ন কিংবা কাশ্ফী অবস্থায় নিজের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভের শত বর্ষের ব্যবধান দেখেছিলেন। বন্দী অবস্থায় ইস্রাঈলীদেরকে ক্ষেতে খামারে কৃষি কার্য করতে হতো।

৩২৬। যিহিস্কেল সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাঁর একশ বছর মৃত অবস্থায় থাকার রূপক অর্থ, তাঁর জাতির বন্দী অবস্থায় শত বর্ষব্যাপী অসহায়, অপমানজনক, পদানত, দীনহীন, পরাধীন জীবন যাপন। এ শতবর্ষের লাঞ্ছনার জীবন যাপনের পরেই ইস্রাঈলী জাতি নিজ সত্তায় নিজেকে আপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এভাবেই যিহিস্কেল (আঃ) আল্লাহ্র নিদর্শনে পরিণত হলেন (যিহিস্কেল ৩৭ অধ্যায় দেখুন)।

৩২৭। 'ঈমান' ও 'ইতমিনান' এ দুটি শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'বিশ্বাস' ও 'হৃদয়ের প্রশান্তি'। ঈমানের অবস্থায় মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করে আল্লাহ্ এরূপ করতে পারেন, আর ইত্মিনানের অবস্থায় মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দেয়া হয়, এরূপ নিশ্চয় তোমার ক্ষেত্রেও করা হবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্ তাআলা মৃতকে জীবিত করতে পারেন (২ঃ২৫৯)। কিন্তু তিনি আসলে যা চেয়েছিলেন তা হলো তাঁর নিজের বংশের বেলায়ও কি আল্লাহ্ তাআলা এমনই করবেন ? এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করে মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, হযরত 'ইব্রাহীম (আঃ) এর চাইতে আমরাই সন্দেহের শিকার হব বেশি' (মুসলিম)। 'শক' শব্দটির তাৎপর্য হলো, মনের কোন গোপন বাসনার তীব্রতা ও তা পূরণের আগ্রহ। রসূলে করীম (সাঃ) কখনো, এমনকি মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেননি। এতে বুঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রশ্নটি সন্দেহপ্রসূত ছিল না বরং তাঁর মনের আবেগ থেকেই প্রশ্নটি জেগেছিল।

---

৩২৮ ও ৩২৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাহাড়ের ওপর রাখ। এরপর তুমি এদের ডাক। এরা তোমার কাছে ছুটে আসবে। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়'।

اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

৩৫ [৩] ৩

২৬২। যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে [ক]তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ[৩৩০]।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٢﴾

২৬৩। যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে (এবং) এরপর তারা যা খরচ করেছে সেই অনুগ্রহের [খ]কোন খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও[৩৩১] দেয় না তাদের প্রতিদান তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত । তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২:২৬৬; ৩০:৪০; খ. ২:২৬৫; ১৪:৭।

৩২৮। 'সুরতুল গুসনা ইলাইয়া' আমি শাখাটাকে আমার দিকে ঝুঁকালাম (লেইন)। 'ইলা' অব্যয়টি 'সুরহুন্না' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণ করছে। এটি কাটা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং নিজের প্রতি অনুগত ও আকৃষ্ট করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩২৯। 'জুয' অর্থ কোন বস্তুর অংশ বা ভাগ। অতএব একটি বস্তু যদি একটি দল হয় তা হলে 'জুয' বলতে সেই দলের প্রত্যেক সদস্যকে বুঝায়। এটা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর একটি 'কাশ্ফ'। 'চারটি পাখী ধর' কথায় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরেরা চারবার উত্থান-পতনের সম্মুখীন হবে। এ ঘটনা দুবার ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হবে এবং পুনরায় দুবার মহানবী (সাঃ),(যিনি হযরত ইস্মাঈলের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশোদ্ভূত) ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে ঘটবে। ইহুদীরা (যারা হযরত ইস্হাকের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশ) দুবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়-প্রথমবার নবুখদনিৎসরের হাতে এবং দ্বিতীয়বার টাইটাসের হাতে (১৭ঃ৫-৮; এন্সাই বৃট জিউস শীর্ষক অধ্যায়)। প্রত্যেক বারই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অধঃপতনের পর পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয়বারে পুনরুদ্ধার ঘটে রোম সম্রাট কনষ্টান্টাইনের দ্বারা যিনি স্বয়ং খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে মুসলমানের শৌর্য-বীর্য দুর্দ্ধর্ষ তাতার বর্বরদের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, আর মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে তাতার-রাজ হালাকু খানের নৃশংস নরহত্যার হোলি খেলা সংঘটিত হয়। তবে মুসলমানেরা শীঘ্রই এ ধ্বংসলীলা থেকে উদ্ধার লাভ করে। বিজয়ীরাই বিজিত হয়ে যায় এবং হালাকু খানের পৌত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিতামহের হত্যালীলার প্রায়শ্চিত্ব করেন। ইসলামের দ্বিতীয় পতন ঘটে এ শেষ যুগে যখন সার্বিকভাবে মুসলমানেরা আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। তাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে।

৩৩০। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম বলা হয়েছে, যোগ্য জাতি মৃতবৎ অধঃপতনের পরেও আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে পুনর্জীবন লাভ করে এবং ইস্রাঈল জাতির দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বুঝানো হয়েছে। এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশ চারবার উত্থান-প্রাপ্ত হবে, ইস্রাঈলীরা দুবার এবং ইস্মাঈলীরা দুবার। মুসলমানের অধঃপতনের পরও যাতে তারা প্রতিশ্রুত উত্থান লাভ করতে পারে, এর উপায় হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র পথে জান-মাল ও ধন-সম্পদ খরচ করার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

৩৩১। প্রত্যেক ভাল কাজেরই মন্দ ব্যবহারও আছে। আল্লাহ্র পথে খরচ করার মন্দ দিক হলো, খরচের পরে গর্বের সাথে ফলাও করে প্রচার করা অথবা (দানের পরে গ্রহীতার প্রতি দুর্ব্যবহার করা, যাকে বলা হয় 'আযা')। যারা সত্যিই আল্লাহ্র জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬৪। [ক]ন্যায়সংগত কথা বলা এবং ক্ষমা করা[৩৩২] সেই দান থেকে উত্তম, যে (দানের) পর কষ্ট দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী (ও) পরম সহিষ্ণু।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٤﴾

২৬৫। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ]তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিও না, [গ]যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর[৩৩৩] জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না। তার দৃষ্টান্ত সেই মসৃণ শক্ত পাথরের ন্যায় যার ওপর অল্প মাটি রয়েছে। এর ওপর যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন (তা) একে নিছক পাথররূপেই রেখে যায়। [ঘ]তারা যা উপার্জন করে এর কোন কিছুতেই তাদের কর্তৃত্ব নেই। আর আল্লাহ্ কাফিরদের হেদায়াত দেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٥﴾

২৬৬। আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার[৩৩৪] জন্য খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায়[৩৩৫] অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে [ঙ]তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহলে শিশিরই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৭:২২; খ. ২:২৬৩; গ. ৪:৩৯; ৮:৪৮; ঘ. ১৪:১৯; ঙ. ২:২৬২।

তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেন অহেতুক খরচের কথা বলে না বেড়ায়, সত্যের পথে তারা যে খেদমত পেশ করে তার প্রচারও বিনা কারণে নিষিদ্ধ। এরূপ করাকে 'মান্ন' বলা হয়, যার অর্থ খোঁটা দেয়া। অনুরূপভাবে দান-খয়রাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে কোন প্রতিদান লাভের চিন্তা করাও নিষেধ।

৩৩২। সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করে তাকে পরে কটু কথা শুনানোর চাইতে তার সাথে সহানুভূতির সঙ্গে দুচার কথা বলা এবং অপারগতার জন্য ক্ষমা চাওয়া বরং শ্রেয়। সাহায্য প্রার্থীর অভাব-অনটনকে অন্যের কাছে অনর্থক বলা-বলি করে তাকে হেয় ও খাটো করার চাইতে তা গোপন রাখা ভাল। এটাও মাগ্‌ফিরাতের এক তাৎপর্য।

৩৩৩। কুরআনে অন্য জায়গায় প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করার জন্যও মুসলমানদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য অন্যেরাও যেন উৎসাহিত হয় ও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং নিজেরা দান-খয়রাতে ব্রতী হয়। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না তারা কেবল জনগণের প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্যেই লোক দেখিয়ে ঘটা করে দান-খয়রাত করে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

৩৩৪। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা খরচ করেন তাঁদের আত্মার শক্তি বেড়ে যায়। কারণ তাঁদের কষ্টে অর্জিত ধন আল্লাহ্‌র পথে দান করে তাঁরা নিজেদের ওপরে স্বেচ্ছায় যে বোঝা চাপান তা বইবার শক্তি লাভ করে তারা শক্তিমান হয়ে ওঠেন এবং তাদের ঈমান দৃঢ় হয়।

৩৩৫। মুক্ত হস্তে আল্লাহ্‌র পথে দান করার ফলে মু'মিনের হৃদয় উচ্চ ও উর্বর ভূমির মত হয়ে যায়, যা অতিবৃষ্টিতেও ডুবে না এবং অল্পবৃষ্টিতেও ভাল ফসল দেয়।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٧﴾

২৬৭। তোমাদের করো (যদি) খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায় (এবং) এতে তার জন্য সব ধরনের ফল বিদ্যমান থাকে এবং তার সন্তানসন্ততি দুর্বল থাকা অবস্থায় সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন এ (বাগানের) ওপর এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এটা পুড়ে[৩৩৬] যাক তা কি সে চাইবে? আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তাভাবনা কর।

৩৬ [৬] ৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٨﴾

★ ২৬৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যা উপার্জন কর তা থেকে এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করি তা থেকেও পবিত্র জিনিস খরচ কর। আর (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করার বেলায় এ থেকে এমন বাজে কিছু (দান করার) সংকল্প করো না, যা[৩৩৭] তোমরা নিজেরাই লজ্জায় চোখ অবনত না করে কখনো গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী (ও) পরম প্রশংসাময়।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٩﴾

২৬৯। [ক]শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের[৩৩৮] ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীলতার[৩৩৯] আদেশ দেয়। অথচ আল্লাহ্ নিজ পক্ষ থেকে তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন ঃ ক. ২:১৭০; ২৪:২২।

৩৩৬। এ উপমা দিয়ে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তারা যদি লোক-দেখানোর জন্য দান ও খয়রাত করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা-পয়সা খরচ করে কিংবা দান-খয়রাতের পরে উপকৃতদের খোঁটা দিয়ে মনঃকষ্ট দেয় তাহলে তাদের সমস্ত দান-খয়রাত একেবারে বিফলে যাবে।

৩৩৭। এ আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ভাবে উপার্জিত ভাল ও পবিত্র বস্তু নিজে রেখে মন্দ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে দান করা অনুচিত। ব্যবহৃত বস্তু ইত্যাদি গরীবকে দান করা যেতে পারে, তাই বলে কেবল সেগুলোকেই গরীবের জন্য রাখা ধনীদের পক্ষে ঠিক নয়।

৩৩৮। 'ফাকারা' অর্থ সে মুক্তার মধ্যে ছিদ্র করলো, 'ফাকুরা' অর্থ সে গরীব ও অভাবী হয়ে গেল, 'ফাকিরা' অর্থ তার মেরুদণ্ডের কষ্ট দেখা দিল। অতএব 'ফক্‌র' মানে 'দারিদ্র্য', 'অভাব', দায়গ্রস্ততা, যা মানুষের মেরুদণ্ড সোজা হতে দেয় না, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি দ্বারা মানসিক কষ্ট দেয় (লেইন)।

৩৩৯। শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, এত দান-খয়রাত করলে তো দু'দিনেই ধন-সম্পদ ফুরিয়ে যাবে এবং দাতা দরিদ্র হয়ে যাবে। এ আয়াত শয়তানের এ কুপ্রারোচনাকে দাতার মনে স্থান দিতে বারণ করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে, ধনী ব্যক্তিরা যদি পরোপকারের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় না করে তাহলে জাতি অল্প কালেই দরিদ্র হয়ে পড়বে, আর্থিকভাবে দেশ অবনতির দিকে যাবে এবং নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। যে সম্প্রদায়ে গরীব-দুঃখীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো হয় না, সে সম্প্রদায়ের চারিত্রিক-পতন ঘটে। কেননা জীবন-জীবিকার জন্য তারা গর্হিত ও ঘৃণিত পথে অগ্রসর হতে থাকে। দেশ ও জাতির জন্য এটা খুবই মারাত্মক।

২৭০। [ক]তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা[৩৪০] দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে নিশ্চয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বুদ্ধিমান লোক ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٧٠﴾

২৭১। আর তোমরা যা-ই খরচ কর অথবা তোমরা যা-ই [খ]মানত কর[৩৪১] নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧١﴾

২৭২। তোমরা যদি [গ]প্রকাশ্যে সদকা দাও তা ভাল (কথা)। আর তোমরা যদি তা গোপন কর এবং অভাবীদের এ (সদকা) দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য (আরো) ভাল[৩৪২]। আর তিনি (এ কারণে) [ঘ]তোমাদের অনেক দোষত্রুটি[৩৪৩] দূর করে দিবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবগত।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧٢﴾

২৭৩। [ঙ]তাদের হেদায়াত দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে চান হেদায়াত দেন। আর যে উত্তম ধনসম্পদই তোমরা খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই (করে থাক)। কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্র[৩৪৪] সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করে থাক। আর যে উত্তম ধনসম্পদই[৩৪৫] তোমরা খরচ কর তা তোমাদের পুরোপুরি [চ]ফেরৎ দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭:৪০; খ. ২২:৩০; ৭৬:৮; গ. ৯:৬০, ১০৩, ১০৪; ঘ. ৪:৩২; ৮:৩০; ২৯:৮; ৬৪:১০; ৬৬:৯; ঙ. ২৮:৫৭; ৯২:১৩; চ. ২:২৮২; ৪:১৭৪; ৮:৬১; ৩৯:১১;

৩৪০। এ আয়াতটি এটা বুঝাতে চায়, আল্লাহ্র পথে পরের উপকারে ব্যয় করার জন্য ধনীদের প্রতি আল্লাহ্র দেয়া এ নির্দেশটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। কেননা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি এ নির্দেশ পালনেই নিহিত।

৩৪১। হাদীসে আছে রসূলে আকরম (সাঃ) বাধ্যতামূলক নয় এমন কোন সৎকর্ম করার জন্য শর্তযুক্ত শপথ করা অনুমোদন করেননি। কিন্তু যদি কেউ নিজ থেকে এরূপ শপথ করে ফেলে তবে তা পূরণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

৩৪২। গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা এ উভয় প্রকারের দানই ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এতে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। প্রকাশ্যে দান করে মানুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে অন্যেরা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রেরণা লাভ করে। গোপনে দান করা অনেক ক্ষেত্রে শ্রেয়। কেননা দান গ্রহণকারী ব্যক্তির অভাব-অনটনজনিত অসম্মানবোধ এতে ঢাকা থাকে এবং তার মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয় না। আর এক্ষেত্রে দাতার অহংকারেরও কোন অবকাশ থাকে না।

৩৪৩। এখানে 'মিন' শব্দটি বাক্যটিকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা 'অনেক' বা 'কতিপয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪৪। এ আয়াতটি আঁ হযরত (সাঃ) এর সাহাবীগণের সহজাত সৎকর্মশীলতার এক প্রমাণ বা প্রশংসাপত্র। আল্লাহ্র পথে নিজের ধন ও অর্থ বিলাতে তাদের কোন নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহ্র নির্দেশ জারী হবার পূর্ব থেকেই তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-লাভের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে এ সৎকাজ করে আসছিলেন। আয়াতটিতে আল্লাহ্ তাআলা এ কথাই বলেছেন।

৩৪৫। 'খায়ের' অর্থ 'যা কিছু ভাল' (লেইন)। এখানে'খায়ের' শব্দটির ব্যবহার 'দানের' অর্থকে বহু ব্যাপক করে দিয়েছে। 'দান' করার অর্থ কেবল টাকা-পয়সা দানই নয় বরং যত প্রকারের পরোপকার হতে পারে এর সবই 'দান বা খায়ের' এর অন্তর্ভুক্ত।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪। (এসব খরচ) এমন অভাবীদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ[৩৪৬] (এবং) যারা পৃথিবীতে (স্বাধীনভাবে) চলাফেরার সামর্থ্য রাখে না। অভাব প্রকাশ না করার দরুন অজ্ঞ (মানুষ) তাদের ধনী মনে করে। তাদের [ক]চেহারা[৩৪৭] দেখে তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা নছোড়বান্দা[৩৪৮] হয়ে মানুষের কাছে কিছু চায় না। আর তোমরা যে উত্তম ধনসম্পদই[৩৪৮-ক] খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত[৩৪৯]।

৩৭
[৭]
৫

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

২৭৫। [খ]যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত (রয়েছে)। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٦﴾

২৭৬। [গ]যারা সুদ[৩৫০] খায় তারা সেভাবেই দাঁড়ায় যেভাবে সে ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে[৩৫১] হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। এর কারণ হলো, তারা বলে, 'ব্যবসাবাণিজ্য সুদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাবাণিজ্যকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন অবৈধ। সুতরাং যার কাছে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসে যায় এবং সে বিরত হয় সেক্ষেত্রে অতীতে যে (লেনদেন) সে করেছে তা তারই থাকবে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে। আর যারা পুনরায় এ (কাজটি) করবে তারা নিশ্চয় আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

দেখুন ঃ ক. ৪৮:৩০; খ. ১৩:২৩; ১৪:৩২; ১৬:৭৬; ৩৫:৩০; গ. ৩:১৩১; ৩০:৪০।

৩৪৬। অবস্থা অনেক সময় মানুষকে এমন স্থানে আটক থাকতে বাধ্য করে, যেখানে রুজি-রোজগারের কোন পথ থাকে না। এরূপ লোকদের জন্য সম্পদশালীদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। দুধরনের লোক বিশেষভাবে এ শ্রেণীভুক্ত ঃ (ক) যারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের প্রবল ইচ্ছায় কোন ওলী-আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অবিরাম দিনাতিপাত করেন, (খ) যারা শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমনি আটকা পড়েন যার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র যোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩৪৭। 'সীমা' অর্থ পরিচিতি-চিহ্ন বা সাধারণ মুখমণ্ডলের লক্ষণ (আকরাব)।

৩৪৮। এ আয়াত আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছে যারা অন্যের কাছে হাত পাতে না। এতে 'ভিক্ষাবৃত্তির' প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। 'তাআফ্‌ফুফ' (দোষণীয় ও অন্যায় বস্তু থেকে বিরত থাকা) ও 'ইলাহাফ্' (অর্থাৎ নাছোড়বান্দার ন্যায় লেগে থাকা) শব্দদ্বয় ব্যবহারে ভিক্ষা-বৃত্তিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। মহানবী (সাঃ) ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

৩৪৮-ক। 'খায়ের' মানে ধন-দৌলত, অপরিমেয় সম্পদ, সৎভাবে উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ ও অর্থকড়ি (মুফ্‌রাদাত)।

৩৪৯। দান দুই প্রকারের– যাকাত, যা অবশ্য দেয় এবং 'সদ্‌কাহ্' যা ঐচ্ছিক দান আর 'যাকাত' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবস্থাশালী মুসলমানদের কাছ থেকে সঞ্চিত ধনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ হিসেবে সংগৃহীত হয় এবং গরীব-দুঃখী, এতীম, বিধবা, পথিক ইত্যাদির মঙ্গল ও সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়। সাহায্য প্রাপ্তরা 'যাকাত' প্রদানকারীদের কাউকে চিনে না বলে ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে ঋণী বলে মনে করে না। 'যাকাত' কর্তৃপক্ষের (ব্যবস্থাপনার) অবশ্য প্রাপ্য এবং ধনীর অবশ্য দেয় বলে ঐচ্ছিক 'দানের' পর্যায়ে পড়ে না। 'সদ্‌কাহ্' হলো ঐচ্ছিক দান। এর দাতা ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যরূপে ব্যক্তি-বিশেষকে কিংবা সমাজের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এর দাতাগণ সমাজের গরীব-দুঃখী ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে এর গ্রহীতাগণ দাতাদের প্রতি দোয়া

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৩৫০ ও ৩৫১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত[৩৫২] করবেন এবং [ক]দান-সদ্কাকে বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্ কোন কট্টর অস্বীকারকারী (ও) জঘন্য পাপীকে পছন্দ করেন না।

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ ﴿۲۷۷﴾

২৭৮। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, [খ]নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় নিশ্চয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۷۸﴾

২৭৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে যা অবশিষ্ট আছে তা তোমরা ছেড়ে দাও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۷۹﴾

দেখুন ঃ ক. ৩০:৪০; খ. ২ : ৪।

ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। এ 'দানের' মধ্য দিয়ে একদিকে দয়া ও সহানুভূতি এবং অপরদিকে ভক্তি-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলী সমাজে বিস্তৃত হয়। তা ছাড়া 'সদ্কা' দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাসী ও কৃত্রিম বিশ্বাসীর তারতম্যও বুঝা যায়।

৩৫০। 'রিবা'র শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত কিছু বা সংযোজিত কিছু, টাকার ক্ষেত্রে মূল ধনের উপরে কিছু সংযোজন (মুফরাদাত, লেইন)। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সাধারণ সুদ উভয়ই 'রিবা'র অন্তর্গত। হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, 'নির্দিষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে ঋণ-দান 'রিবা'র আওতায় পড়ে। তবে 'রিবা'র গূঢ় অর্থ, 'সুদ' এর সাথে একেবারে এক, তা নয়। 'রিবা' অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এমন শব্দের অভাবে 'সুদ' শব্দকেই মোটামুটি ও কাছাকাছি অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যে পরিমাণ টাকা মূল ঋণের অতিরিক্ত দেয়া হয় বা নেয়া হয় তা 'সুদ'। এ লেন-দেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হোক, ব্যাঙ্কের সাথে হোক, সংস্থার সাথে হোক, পোষ্টাফিসের সাথে হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। 'সুদ' কেবল টাকা-কড়ি আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন সামগ্রী যদি ঋণস্বরূপ এরূপ শর্তে দেয়া হয় যে পরিশোধের সময় একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত সামগ্রী পরিশোধ করতে হবে তাহলে তাও 'রিবা'র আওতাভুক্ত হবে।

৩৫১। ' যাকে শয়তান স্পর্শ করে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য করে দিয়েছে' দিয়ে বুঝায় , পাগল যেমন নিজের কর্মফলের হিতাহিত জ্ঞান রাখে না, তেমনি অর্থ লগ্নিকারীরা জগতের, সমাজের ও ব্যক্তির নৈতিক ও আর্থিক কতবড় ক্ষতি করছে সে দিকে মোটেও তাকায় না এবং পরওয়াও করে না। 'রিবা' ঋণদাতার লাভের লালসাকে এতই বাড়িয়ে তোলে যে তার মন-মস্তিষ্ক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ভালোর দিকে তার আকর্ষণ একেবারে কমে যায়। 'রিবা'কে ইসলাম বিশেষভাবে এ কারণে নিষিদ্ধ করেছে, এটা ধনকে মাত্র গুটিকতক লোকের হাতে কুক্ষিগত করবার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং ধনের ন্যায়সঙ্গত ও সুষম বন্টনকে প্রতিরোধ করে। অর্থ লগ্নিকারীরা অলসতায় জীবন কাটায়। অন্যকে সাহায্য করার মনোবৃত্তি তাদের পুরোপুরি লোপ পায়। তাদের হৃদয়ের সহানুভূতির দরজাগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যের অভাব-অনটন ও দারিদ্র-কষ্ট হতে তারা ফায়দা লুটে। তেমনি ঋণ-গ্রহীতা সাধারণত সহজ-লভ্য টাকা-পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে না পেরে ঋণ-গ্রহণের ব্যাপারে বেশ তাড়াহুড়া করে। এমনকি পরিশোধ ক্ষমতা তার আছে কি নেই তাও বিবেচনা করার ধৈর্য তার থাকে না। এভাবে নিজের নৈতিক অধঃপতনের সাথে সাথে ঋণ-দাতারও নৈতিক পতন ঘটায়। 'রিবা' যুদ্ধ লাগায় এবং যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে। ঋণ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কখনো সম্ভব নয়। এ ঋণ ও সুদ যখন পরিশোধ করার সময় হয় তখন বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই নিজেদেরকে অর্থনৈতিক চরম দুর্দশায় দেখতে পায়। সহজে ঋণ-প্রাপ্তি যুদ্ধ-স্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে। কেননা নাগরিকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ঝক্কি-ঝামেলা এতে কমে যায়। তাই ইসলাম সর্ব প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমান যুগে সুদের সাথে ব্যবসায়ের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাতে 'সুদকে' জীবন থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয়। তবে পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিপার্শ্বিকতার বিবর্তন ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সুদ-মুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো নিশ্চয় সম্ভব যেমনটি দেখা গেছে ইসলামের উন্নতির যুগে।

★ ৩৫২ [লগ্নি কিংবা সুদভিত্তিক অর্থনীতি একদিন যে ধ্বংস হবেই আর সেবা ও দান-ভিত্তিক অর্থনীতি যে উন্নতি করবেই এ আয়াতে সেই বিষয়ে সুস্পস্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮০। আর তোমরা এমনটি না করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের নিশ্চিৎ ঘোষণা শুনে নাও। কিন্তু তোমরা (সুদ গ্রহণ করা থেকে) তওবা করলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা কারো ওপর যুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না।

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮১। আর সে (ঋণী ব্যক্তি) দুর্দশাগ্রস্ত হলে তার সচ্ছলতা[৩৫৩] (লাভ করা) পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর তোমরা যদি জানতে তবে তোমাদের (দেয়া ঋণ) সদকারূপে (ক্ষমা করে) দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾

২৮২। আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। [ক]তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের ওপর যুলুম করা হবে না।

৩৮ [৮] ৬৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

২৮৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মাঝে একজন লেখক যেন (চুক্তিনামাটি) ন্যায্যভাবে লিখে দেয় এবং কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, কারণ [খ]আল্লাহ্ তাকে (লিখতে) শিখিয়েছেন। অতএব সে যেন লিখে। আর যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন চুক্তিটি লিখানোর (সময়)[৩৫৪] তার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং তা (লিখতে) যেন সে কিছুই কম না করে। কিন্তু যার ওপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা সে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার প্রতিনিধি যেন ন্যায্যভাবে (তা) লিখিয়ে নেয় এবং তোমাদের পুরুষদের দুজনকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে (উপস্থিত) লোকদের মাঝ থেকে যাদের তোমরা পছন্দ কর (তাদের) একজন পুরুষ ও দুজন নারী (সাক্ষী রাখ)।

দেখুন ঃ ক.২:২৭৩; খ. ৯৬:৫।

৩৫৩। ঋণ দেয়াকে ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে সেই ঋণদান সুদ-বিহীন ও কল্যাণকর হওয়া চাই। যদি কোন ঋণী ব্যক্তি অভাবের কারণে সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে বাস্তবিকই অসমর্থ হয় তাহলে তাকে আরো সময় দেয়া উচিত যাতে সে সুবিধামত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

৩৫৪। ঋণের শর্তাবলী ঋণ-গ্রহীতা লিখে রাখবে বা ঘোষণা করবে। কারণঃ (১) ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণের বোঝা বহন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করতে হবে। অতএব এটাই ন্যায়সঙ্গত যে শর্তের কথাগুলো সে-ই ঠিক করুক, (২) ঋণ সংক্রান্ত দলিলটি ঋণদাতার হাতে থাকতে হবে যাতে ঋণ-গ্রহীতা কখনো ঋণের পরিমাণ ও ঋণের শর্তাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠাতে না পারে।

فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

(দু'জন নারী সাক্ষী রাখার) কারণ হলো, দুজনের একজন ভুলে গেলে এদের একজন যেন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষ্য দিতে তলব করা হলে সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে। আর (লেনদেন) ছোট হোক বা বড় হোক তোমরা তা (পরিশোধের) মেয়াদসহ লিখতে শৈথিল্য দেখাবে না। এ (বিষয়টি) আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ন্যায়সংগত এবং এটাই সাক্ষ্যকে আরো বেশি জোরালো করে। এ ছাড়া তোমাদের সন্দেহে না পড়ার এটাই সহজ পন্থা। [ক]তবে নগদ ব্যবসায়ে তোমরা যা পরস্পর লেনদেন করে থাক তা তোমরা না লিখলে[৩৫৪-ক] (তোমাদের) কোন পাপ হবে না। আর যখন তোমরা নিজেদের মাঝে (বড় ধরনের) বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখবে এবং লেখক ও সাক্ষী কাউকেও যেন কষ্ট দেয়া না হয়। আর এরূপ করলে নিশ্চয় তা তোমাদের দুষ্কর্ম বলে গণ্য হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। (এমনটি করলে) আল্লাহ্ তোমাদের জ্ঞান দান করবেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٤﴾ ٣٩ ع ٨

২৮৪। আর তোমরা সফরে থাকলে এবং কোন লেখক না পেলে (কোন বস্তু) দখলসহ বন্ধক[৩৫৫] রেখে দিও। আর তোমাদের কেউ যদি অন্যের কাছে আমানত রাখে তাহলে যার কাছে আমানত রাখা হয়েছিল সে যেন অবশ্যই তার আমানত (চাওয়া মাত্র) ফিরিয়ে দেয় এবং নিজ প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে। আর [খ]তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে তা গোপন করে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে তার অন্তর পাপী বলে সাব্যস্ত হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। ৩৯ [৮] ৬৩

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

২৮৫। আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহ্‌র। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা তা গোপন কর [গ]আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে এর হিসাব[৩৫৬] নিবেন। অতএব [ঘ]তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন

দেখুন ঃ ক. ৪:৩০; খ. ২:১৪১; ৫:১০৭ ; গ. ২১:৪৮; ঘ. ৫:১৯,৪১;৪৮:১৫।

৩৫৪-ক। এর অর্থ হলো, নগদ বেচা-কেনাতেও লিখিত ক্যাশ-মেমো বা ভাউচার বা রশিদ ইত্যাদি কিছু থাকা ভাল। এতে অনেক সুবিধা আছে, অসুবিধা নেই।

৩৫৫। কোন বস্তু ঋণদাতার কাছে আমানত রেখেও ঋণ গ্রহণ করা যায়। একে আমনতী ঋণ বলা যেতে পারে। এ ঋণকে 'আমানত' নামে অভিহিত করার একটা উদ্দেশ্য হলো, ঋণ ঠিক তেমনি যত্ন ও সততার সঙ্গে যেন ফেরৎ দেয়া হয়, যেমন বন্ধক রাখা সম্পদ অক্ষত অবস্থায় চাওয়া মাত্র ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থাকে।

৩৫৬। 'বিহী' শব্দটির অর্থ ঃ (ক) উপায়, দ্বারা বা ভিত্তিতে, (খ) কারণে, জন্য। বাক্যংশটির অর্থ হবে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে এর হিসাব নিবেন'। অন্যকথায় মানুষের কোন চিন্তা বা কাজ বিনা হিসাবে হবে না, তা যতই গোপন হোক না কেন। এর জন্য পুরস্কার, শাস্তি কিংবা ক্ষমা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী পেতেই হবে।

এবং যাকে চাইবেন[৩৫৭] আযাব দিবেন। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬। এ রসূল তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে (সে নিজেও) ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরাও (ঈমান এনেছে)। (এদের) প্রত্যেকেই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান[৩৫৮] রাখে (এবং বলে), [ক]'আমরা তাঁর রসূলদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না'। আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা তোমারই [খ]কাছে ক্ষমা (চাই) এবং তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।'

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٦﴾

★ ২৮৭। [গ]'আল্লাহ্ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে[৩৫৯] বোঝা চাপান না। সে যে (সৎ) কাজ করেছে তা তার জন্য (কল্যাণকর) হবে এবং সে যে (মন্দ) কাজ[৩৬০] করেছে এর (প্রতিফল) তারই ওপর বর্তাবে। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল[৩৬১] করি তুমি আমাদের শাস্তি দিও না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এরূপ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

দেখুন ঃ ক. ২:১৩৭; খ. ৩:১৪৮, ১৯৪; ৬০:৬; গ. ২:২৩৪।

৩৫৭। 'তিনি যাকে চাইবেন' কথাটি দিয়ে বরং এটাই বোঝানো হয় যে প্রকৃতির নিয়ম বা আইনের অস্তিত্ব রয়েছে (৭ঃ ১৫৯)। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাই আইন। কারণ কুরআন এ প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করে বুঝাতে চায় যে (১) বিশ্বজগতের সার্বভৌম ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই এবং (২) তাঁর ইচ্ছাই আইন এবং (৩) তাঁর ইচ্ছা ন্যায় ও হিতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কেননা তিনি সকল পূর্ণ গুণের অধিকারী (১৭ঃ১১১)।

৩৫৮। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের প্রধান উপায় সৎকর্মশীলতা। তবে হৃদয়ের সততা ও পবিত্রতার ওপরে সৎকর্মশীলতা নির্ভরশীল। আর সঠিক ঈমানই হলো হৃদয়ের সততা ও পবিত্রতার মূল। তাই কুরআনের শিক্ষানুযায়ী এ আয়াতে ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যথাঃ আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান।

৩৫৯। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটি প্রায়শ্চিত্তবাদকে তীব্রভাবে খণ্ডন করছে। এতে দু'টি নীতি বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করেই আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি নির্দেশ জারী করেন, (২) এ বিশ্বে নৈতিক পবিত্রতা অর্জনের অর্থ এ নয় যে সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। মানুষের কাছ থেকে যা আশা করা হয় তাহলো সে যেন সৎকর্মশীল, মঙ্গলময় জীবন যাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, আর পাপকে বর্জন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ দুটি বিষয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে অবশিষ্ট ত্রুটি করুণাময় আল্লাহ্ই ক্ষমা করে দিবেন। অতএব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি ?

৩৬০। 'কাসাবা' সাধারণত সৎকাজ করা বুঝায় এবং 'ইক্‌তাসাবা' অসৎকাজ করা বুঝায়। উভয় শব্দই একটি ধাতু থেকে উৎপন্ন, তথাপি শেষের শব্দটিতে অধিক প্রচেষ্টার অর্থ রয়েছে। সৎকর্ম বিনা চেষ্টায় এবং সজ্ঞানে না করলেও তা পুরস্কৃত হবে। কেবল সেই ব্যক্তিকেই শাস্তি দেয়া হবে, যে সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় মন্দ কাজে লিপ্ত হবে।

৩৬১। 'নিসিয়ান' ও 'খাতিয়াহ্' স্বাভাবিক অবস্থায় শাস্তিযোগ্য নয়। কেননা শাস্তিদানের জন্য প্রয়োজনীয় ও মৌলিক উপাদান 'নিয়্যত' বা সংকল্প এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কিন্তু এখানে শব্দগুলোতে বিস্মৃতি-জনিত ভুলের ইঙ্গিত আছে যা সাবধানতা অবলম্বন করলে ঘটতো না।

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٧﴾

দায়িত্বভার[৩৬২] ন্যস্ত করো না যেরূপ (দায়িত্বভার) তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলে। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব [ক]অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর।'

৪০ [৩] ৮

দেখুন ঃ ক. ৩ : ১৪৮।

৩৬২। 'ইস্‌র' মানে: (১) এমন বোঝা যা নিয়ে নড়াচড়া করা যায় না, (২) অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা পালনে অবহেলা করলে বা অপারগ হলে শাস্তি পেতে হবে, (৩) পাপ বা অপরাধ এবং (৪) পাপের গুরুতর শাস্তি। 'আমাদের ওপর এরূপ দায়িত্বভার ন্যস্ত করো না যেরূপ (দায়িত্ববান) তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছিলে'-এ বাক্যটির অর্থ এ নয় যে পূর্ববর্তীদের বোঝা থেকে আমাদের বোঝা যেন কম হয়। এর আসল অর্থ, তোমার দেয়া বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের দাও, যাতে চুক্তিভঙ্গ ও দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত না হই, যেমনটা হয়েছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। এটা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নয়, বরং ইসলামের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য একটি সম্মিলিত প্রার্থনা এবং বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি সমবেত কাতর মিনতি।

☆ [আয়াতের এ অংশটি পূর্ববর্তী জাতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছে যাদেরকে ধর্মীয় 'দায়িত্বভার' ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছিল আর একে বোঝা মনে করেছিল। এর ফলে সমাজের নিচুস্তর থেকে পেশাদার পুরোহিতরা এ বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নিল এবং ধর্মজগতে পুরোহিত শ্রেণীর জন্ম হলো যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা তাদের একচেটিয়া বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তারা এ বিষয়ে দায়িত্ব পালনে ছিল একেবারে অযোগ্য। পরিণামে এ প্রক্রিয়া এমন এক ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি করলো যারা ছিল হীনমনা, উদ্ধত এবং অসহিষ্ণু। তাদের মাঝে ঐশীবাণীর দর্শন ও মাহাত্ম্য বুঝার ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। সূরা জুমুআর ৬ আয়াতে এ ধরনের ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণীকে এমন সব গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে যারা ধর্মীয় বইপুস্তক পিঠে বহন করে বেড়ায় ঠিকই অথচ বহনকৃত বইপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। অতএব 'ইসরান' শব্দটিকে এ প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌প্রদত্ত কোন দায়িত্ব এমন কোন বোঝা হতেই পারে না যা থেকে সত্যিকার মু'মিনরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আলে ‘ইমরান-৩
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল্ বাকারার সাথে এ সূরার এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক রয়েছে, যেজন্য এ দু’টি সূরাকে একত্রে ‘আয্ যাহ্রাওয়ান’ (দু’টি উজ্জ্বল আলো) বলা হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুষ্কর্ম নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মূসায়ী শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছিল। বর্তমান সূরাতে খৃষ্টধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবাদ নিয়েই প্রধানত মূল আলোচনা কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘আলে ইমরান’ (ইমরানের পরিবার-পরিজন)। ‘ইমরান’ বা ‘আমরান’ ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারূন (আঃ) এর পিতা এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা বিবি মরিয়মের পরিবারের পূর্ব-পুরুষ। হযরত ঈসা (আঃ)এর জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারার সাথে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সূরা বাকারার অব্যবহিত পরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া চলে। তদুপরি এতে ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকায় সূরাটি হিজরী ৩য় সনেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

সূরা বাকারার সাথে সূরা আলে ইমরানের দ্বিবিধ সম্পর্ক। প্রথমত উভয় সূরার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়ত আল্ বাকারার শেষাংশের সাথেও এ সূরার প্রারম্ভের সাদৃশ্য। বস্তুত সমস্ত কুরআন শরীফের সূরাসমূহের বিন্যাস প্রধানত দুই প্রকারের বলে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোন সূরার শেষাংশে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, এর ধারাবাহিকতা পরবর্তী সূরার শুরুতেও রক্ষিত হয়েছে। অথবা পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে পরবর্তী সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। সূরা বাকারাহ্ ও সূরা আলে ইমরানে এ উভয় ধরনের সম্পর্কই বিদ্যমান। সার্বিকভাবে উভয় সূরায় বিষয়বস্তুগত বক্তব্যের যে সম্পর্ক রয়েছে এর আলোচনা করা হয়েছে মূলত মূসায়ী শরীয়ত থেকে কীভাবে ইসলামী শরীয়তে নবুওয়তের ধারা স্থানান্তরিত করা হলো একেই কেন্দ্র করে। এটাই ছিল সূরা বাকারার প্রধান বক্তব্য এবং এর কারণ বিশ্লেষণে ইহুদীদের নৈতিক অধঃপতনের উপর আলোকপাত করে কিছু আলোচনাও উক্ত সূরাতে করা হয়েছে। কিন্তু সূরা বাকারাতে খৃষ্টান ধর্মমত (যা মূসায়ী শরীয়তেরই চরম পরিণতি) সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা করা হয়নি। এতে কারো কারো মনে হয়তো এ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে ইহুদী ধর্ম, যার মাধ্যমে মূসায়ী শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছিল, তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেলেও এর পরিণত শাখা খৃষ্টান ধর্ম বুঝি এখনো পবিত্র আছে। এমতাবস্থায় ইসলামের নূতন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রচলনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এ সন্দেহ নিরসনকল্পে খৃষ্টান ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে বর্তমান সূরাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শিরোনাম

হাদীস পাঠে জানা যায়, এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে। যেমন, আয্ যাহ্রা (একটি উজ্জ্বল আলো), আল্ আমান (শান্তি), আল্ কান্য (সম্পদ), আল্ মুয়িনাহ্ (সাহায্যকারী), আল্ মুজাদালাহ্ (পরস্পর বিতর্ক), আল্ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), এবং তৈয়্যেবা (পবিত্র)। যেহেতু বর্তমান খৃষ্টধর্মের অসারতা প্রমাণ করাই বর্তমান সূরার প্রধান উদ্দেশ্য, তাই এ ইঙ্গিত সূরার প্রারম্ভেই রয়েছে যে খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা অপবিত্র ও অধঃপতিত হওয়ায় এটি নূতন ও উন্নততর কোন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হতে পারে না। বরং খৃষ্টধর্মের অসারতাই প্রকারান্তরে একটি নূতন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। তাই সূরার প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্মের মূল মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার ঐশী গুণাবলীর অন্যতম ‘আল্ হাইয়ুল কাইয়ুম’ গুণের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাকারার শেষাংশ ও বর্তমান সূরার শুরুতে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহলো সূরা বাকারার শেষাংশে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি তথা অবিশ্বাসীদের উপর ইসলামের সাফল্য ও বিজয় কামনা করা হয়েছে, আর তাই এ সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে ‘আল্ হাইয়ুল কাইয়ুম’। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই মুসলমানদের সাফল্য ও বিজয় প্রদান করবেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হওয়ায় সকল প্রকার দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত। তাঁর শক্তিতে কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই সত্যিকারের সফলতা একমাত্র তাঁর সাহায্যপুষ্ট বলেই সম্ভব।

বিষয়বস্তু

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার মতই হুরূফে মুকাত্তায়াত দিয়ে শুরু। তিনটি শব্দ ‘আলিফ’ ‘লাম’ ‘মীম্’ (আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি) দিয়ে আল্লাহ্র জ্ঞান প্রকাশক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও চিরন্তন এ পরিচয় পেশ করে আল্লাহ্ যে সবচেয়ে বেশি জানেন সেই বৈশিষ্ট্যকে জোরালো সমর্থন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও চিরন্তন হওয়ায় তাঁর পক্ষেই সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব। আর যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হতে পারেন। কেননা মৃত্যু ও লয় জ্ঞানহীনতারই ফল। এ সূরাতে অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা সঠিক পথ থেকে বহু

দূরে সরে যাওয়ার ফলে ঐশী-শাস্তিতে নিপতিত হবে। তারা তওরাত বা ইন্‌জীলের অনুসারী, এ কথা তাদেরকে ঐশী-শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেননা এ উভয় গ্রন্থই এখন বাতিল হয়ে যাওয়ায় এগুলোর শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাতে অক্ষম। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের মন থেকে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় দূর করে এ বিশ্বাসে কায়েম থাকে যে ইহুদী ও খৃষ্টান তাদের সংখ্যাধিক্য ও পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। যে ভাবে আল্লাহ্ তাআলা পূর্বেও মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুপক্ষ কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের জনবল ও পার্থিব পরাক্রমের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন, অনুরূপভাবে এখনো মুসলমানদের বিজয় সংঘটিত হবে। তদুপরি জাতীয় পর্যায়ে কোন বিজয় শুধুমাত্র পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্যের উপরই নির্ভর করে না, বরং বিশেষভাবে নৈতিক গুণাগুণ ও উৎকর্ষের জন্যই তা সম্ভবপর হয়। সেজন্য চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের অনুকূলেই আসবে। কেননা যদিও তাদের পার্থিব উপকরণের স্বল্পতা রয়েছে তবু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে তারা সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি তারা সঠিক ও সত্য ধর্মের অনুসারী

সূরাটিতে অতঃপর এ বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রায়শই ইসলামের শত্রুরা ভুলক্রমে তাদের জাতীয় কৃষ্টি ও আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমানদের চাইতে শ্রেয় বলে মনে করে। তাদেরকে বলা হয়েছে, ভুল বিশ্বাস পোষণ করা এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার ফলে তারা বাহ্যত কার্যকারণ নিয়মকে উপেক্ষা করছে, কিন্তু পরিণামে এর ক্ষতি থেকে তারা অব্যাহতি পাবে না। এর পর সূরাটিতে মুসলমানদের সফলতার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষাকে সঠিকভাবে অনুসরণের ফলেই মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও সফলতা অর্জিত হবে। অতঃপর মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খৃষ্টান ধর্মমতের শুরু ও এর ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আহলে কিতাবের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যখন মুসলমানরাও তাদের ধর্মের ঐশী-উৎস সম্পর্কে বিশ্বাসী তখন মুসলমানদের সাথে সংগ্রামে বৃথা শক্তি ও সম্পদ নষ্ট করা তাদের উচিত নয়। বরং উভয়ের উচিত সম্মিলিতভাবে অবিশ্বাসীদের নিকট উভয়ের সম্মত বিষয় যেমন, আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্ব প্রচার করা এবং তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মতভেদকে একটি আলোচিত সীমায় আবদ্ধ রাখা। অতঃপর খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, নূতন ধর্ম গ্রহণ না করে তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত হওয়ার দাবী করতে বা আল্লাহ্‌র দয়া ও প্রেম লাভের আশা পোষণ করতে পারে না। আর তা কীরূপেই বা সম্ভব, যেখানে এ শাশ্বত ঐশী-নীতি রয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা যুগের প্রয়োজনে সব সময়ই সত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং এ চিরন্তন নীতিকে অস্বীকার করার তো তাদের কোন বৈধ কারণও নেই। পুনরায় মুসলমানদের সাথে মতভেদের বিষয়টিকে উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, আহ্‌লে কিতাব যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মুসলমানদের সাথে বিবাদ করছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং কোন কোন বিষয়কে তাদের নিজেদের পূর্ব-পুরুষরাই বৈধ বলে স্বীকার করেছেন। অতঃপর বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হয়েছে, ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের মিলিত হবার একটি সংযোগস্থল হচ্ছেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইব্‌রাহীমই (আঃ) যেহেতু কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেহেতু কোন প্রকার কাল্পনিক ও অনুল্লেখযোগ্য বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সঙ্গে বনী ইসরাঈলের ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, আহ্‌লে কিতাব মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতায় এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে সুযোগ পেলেই তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহপুষ্ট সেহেতু তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অবশ্য তাদের তরফ থেকে যখন মুসলমানরা তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হবে তখন তারা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে। শুধু তাই নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। কেননা শীঘ্রই খৃষ্টানদের এক প্রচন্ড আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলার প্রয়োজন হবে। সেই সময় আসার পূর্বে যতদূর সম্ভব ইসলামের বাণী অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের তৎপর থাকতে হবে। মুসলমানদেরকে আরো সাবধান করা হয়েছে, তারা যেন এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে খৃষ্টানদের সাথে মোকাবিলায় ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সহায়তা করবে। বরং ইহুদীরা মুসলমানদেরকে অপমান করতে বা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে এ সতর্ক বাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও সূরাটিতে ইহুদীদের ভাল দিকের স্বীকৃতি দানে কার্পণ্য করা হয়নি বরং বলা হয়েছে, আহ্‌লে কিতাবের সকলেই খারাপ নয়। তাদের মাঝে কিছু ভাল লোকও রয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য চক্রান্ত করছে, পরিণামে তারা বিফল মনোরথ ও দুঃখভারাক্রান্ত হবে। এ ধরনের ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের সকল প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তাদের অবাঞ্ছিত নৈতিকতা ও কুপ্রভাব দ্বারা তারা আবার প্রভাবান্বিত হয়ে না পড়ে।

অতঃপর বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, উক্ত যুদ্ধে যেরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং মক্কার পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছিলেন, আহলে কিতাবের সাথেও তদ্রূপ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ এবং সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকবে। আহ্‌লে কিতাব তাদের জনবল এবং সুদের কাজ কারবার জনিত পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে। এ ধরনের সুদের আদান-প্রদান প্রকৃত নৈতিকতার একান্ত পরিপন্থী। সুদ গ্রহণের ফলে তারা আল্লাহ্‌কে নিষ্ঠুর বলে সাব্যস্ত করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানেরা যদি তাদের জীবনে সফলতা লাভ করতে চায় তাহলে তারা যেন সঠিক সময়ে তাদের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করে, যথোপযুক্ত কুরবানী করে এবং তাদের সম্পদ নিজেদের ভরণ-পোষণ বাদে বাকীটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে। অতঃপর সূরাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ঘোষণা করে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র একজন রসূল। যদি তিনি মারা যান বা কোন যুদ্ধে নিহত হন (যদিও ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাবেন না) তাহলেও মুসলমানদের নিরাশ হওয়ার বা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা ইসলামের বিজয় বা সফলতা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যা যুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলো অন্য সময় অপেক্ষা তখন মুসলমান নেতৃবর্গের অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি অধিক সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে এবং তাদের সংবেদনশীলতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শত্রুরা কোনভাবেই তাদের মাঝে মতভেদের সৃষ্টি করতে না পারে। তা ছাড়া উক্ত সময়ে প্রত্যেক বিষয়েই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা যে এক মহান রসূলকে (মুহাম্মদ সাঃ কে) আবির্ভূত করে অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মঙ্গল সাধন করেছেন সেই বিষয়কে স্মরণ করানো হয়েছে। মুসলমানদের উচিত সর্বক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করা এবং শান্তি বিঘ্নিতকারী সমস্ত পথ ও পদ্ধতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলা। অতঃপর সূরাটিতে এ নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মারা যায় তারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে তারা আসলে অনন্ত জীবন পেয়ে যায় এবং তাদের সম্প্রদায়কে নূতন জীবনের প্রেরণায় অণুপ্রাণিত করে। আবারো আহ্‌লে কিতাবের উল্লেখ করে সূরাটিতে বলা হয়েছে, নীতিগতভাবে তারা এমন অধঃপতিত হয়েছে যে একদিকে যদিও আল্লাহ্ তাআলার "মনোনীত জাতি" বলে তাদের দাবী, অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সময় তারাই অধিক কুণ্ঠিত, এথেকে মুসলমানরা যেন শিক্ষালাভ করে। আহ্‌লে কিতাবের নৈতিক অধঃপতনের আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেও প্রতীয়মান হয়, তাদের দাবী অনুযায়ী শুধু সেই রসূলের নিকটেই তারা আনুগত্য দেখাবে যিনি তাদের নিকট সর্বাধিক কুরবানী পেশ করার আহ্বান জানাবেন। অথচ এ রকম অনেক রসূল তাদের মাঝে আবির্ভূত হলেও তাঁদেরকে তারা স্বীকার করেনি। অতঃপর কুরবানীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে তুলে ধরে বিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে কুরবানী করতে ভয় পাওয়া বোকামীরই শামিল। তাদেরকে অতঃপর সতর্ক করা হয়েছে, তাদেরকে বিশ্বাসের এক কঠোর পরীক্ষা দিতে হবে। তারা যেন মনে না করে অগ্নি ও রক্তের নদী না পেরিয়ে তারা এমনিতেই সফল হতে পারবে। পরবর্তী কিছু আয়াতে সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় উন্নতি ও সংহতির জন্য অপরিহার্য কিছু প্রার্থনা শিখানো হয়েছে। পরিশেষে সূরাটিতে কতিপয় নীতিমালা পেশ করা হয়েছে, যেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানরা এ পৃথিবীতে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হতে পারবে।
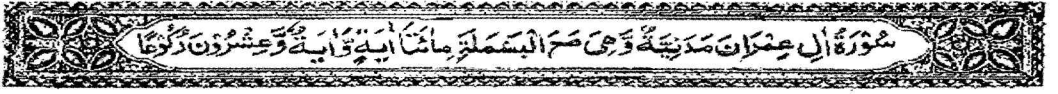
সূরা আলে 'ইমরান-৩

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾
২। ক.আনাল্লাহু আ'লামু, অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি৩৬২-ক।	الٓـمّٓ ﴿۲﴾
৩। খ.আল্লাহ্ তিনি, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (তিনি) চিরঞ্জীব- জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা৩৬৩।	اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴿۳﴾
★ ৪। গ.তিনি তোমার কাছে সত্যসহ৩৬৪ এ কিতাব তারই সত্যায়নকারীরূপে অবতীর্ণ করেছেন, যা এর সামনে রয়েছে। আর তিনিই অবতীর্ণ করেছিলেন তওরাত৩৬৫ ও ইঞ্জিল৩৬৬	نَزَّلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ وَ اَنۡزَلَ التَّوۡرٰىۃَ وَ الۡاِنۡجِیۡلَ ﴿۴﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২ ; খ. ২ঃ২৫৬; গ. ৪ঃ১০৬; ৫ঃ৪৯; ২৯ঃ৫২; ৩৯ঃ৩।

১৩৬২-ক। ১৬ টীকা দেখুন।

৩৬৩। এ আয়াতে ঈসা (আঃ) এর উলূহীয়্যতের (ঈশ্বরত্বের) অলীক মতবাদকে শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। এ মতবাদটি এ সূরার বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম। তাই সূরার প্রথমেই যুক্তিযুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার সেসব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যা ঐ মতবাদটির মূলে কুঠারাঘাত করে। এ গুণাবলী হলোঃ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী, স্থিতিদাতা। এ গুণাবলী প্রমাণ করে, আল্লাহ্‌র কোনও সহযোগী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। অপরদিকে এথেকে প্রমাণিত হয়, ঈসা (আঃ) যিনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের অধীন ছিলেন তিনি চিরঞ্জীব, জীবনদাতা ও চিরস্থায়ী, স্থিতিদাতা ছিলেন না। তিনি কখনো ঈশ্বর ছিলেন না। খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদ, যা যীশুর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত, তাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। খৃষ্টানরা বলে, ঈসা (আঃ) মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি খোদা হতে পারেন না। কেননা আল্লাহতো তিনিই যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না, সাময়িকভাবেও না। খৃষ্টানরা অনর্থক এ যুক্তির অবতারণা করে যে যীশুর মৃত্যুর অর্থ হলো ঈশ্বর-যীশুর শারীরিক অবস্থান থেকে বিচ্ছেদ। খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর-যীশু ও তাঁর মানব-দেহ ধারণ ছিল সাময়িক অবস্থা। অতএব এ সাময়িক অবস্থা একদিন শেষ হতোই, এমন কি ক্রুশে না মরলেও মৃত্যু হতোই। কাজেই কেবল শারীরিক বিচ্ছেদ কোন কাজেই আসতে পারে না। অতএব এটা অন্য কোন মৃত্যু হবে, যা তাঁর পাপী শিষ্যদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছে। খৃষ্টানদের নিজস্ব মতও তা-ই। তারা মনে করে, ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে যীশু যখন দোযখে নিক্ষিপ্ত হলেন তখন তাঁর যে মৃত্যু ঘটেছিল, সেই মৃত্যুই পরিত্রাণকারী মৃত্যু (প্রেরিত-২ঃ৩১)। অতএব মৃত্যুর উর্ধ্বে চিরঞ্জীব থাকা, যা আল্লাহ্‌র অন্যতম মর্যাদা, তা যীশুর ছিল না, বরং যীশু আক্ষরিকভাবেও এবং রূপকভাবেও মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহ্ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী হওয়ায় কারো সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন হয় না বরং অন্যান্য সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু যীশুর মাঝে এসব ঐশ্বরিক গুণ ছিল না। অন্যান্য মরণশীলদের মত তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, পানাহারের সাহায্যে বেঁচেছিলেন, দুঃখ- যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য অন্যদেরকেও প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং তিনি অবশেষে (খৃষ্টানদের মতে) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। বাইবেলের নূতন নিয়ম এসব ঘটনাবলীর তথ্যে পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা, যিনি চিরঞ্জীব, স্থিতিদাতা তিনি এসব শারীরিক সুখ-দুঃখের বহু উর্ধ্বে।

৩৬৪। 'হাক্কা' অর্থ এটা যথার্থ ছিল বা হলো, উপযোগী, সঠিক, সত্য, অকৃত্রিম, মূলত অথবা প্রকৃত, অথবা এটা প্রতিষ্ঠিত বা সত্যায়িত সত্য ছিল বা হলো, অথবা এটা বিধিবদ্ধ ছিল বা হলো, বাধ্যতামূলক বা যোগ্য (লেইন)। 'বিল হাক্ক' প্রকাশভঙ্গি এটা নির্দেশ করে, (১) কুরআন সেই সব শিক্ষা সম্বলিত যার ভিত্তি চিরন্তন-শাশ্বত সত্য এবং প্রবল আক্রমণের সম্মুখে অপরাজিত, অপরাভূত, (২) এর উৎকৃষ্ট গ্রহণকারী তারাই ছিল যাদের নিকট এটা প্রাথমিকভাবে অবতীর্ণ, (৩) এটা চরম প্রয়োজনের সময়ে অবতীর্ণ এবং মানবের সঠিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, (৪) এটা স্থায়ী হবার জন্য এসেছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের কোন চেষ্টা একে ধ্বংস করতে বা এতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

★['মুসাদ্দিকান' শব্দটির অর্থ 'সত্যায়নকারীরূপে' গ্রহণ করা অধিক সমীচীন। এ অনুবাদের তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যে সঠিক এটি এরও সত্যায়ন করে আর সেগুলোতে বিদ্যমান ভবিষ্যদ্বাণীসমূহেরও যথাযথ পূর্ণতাদানকারী। এ আলোকে আয়াতটির অনুবাদে 'পূর্ণতাদানকারীরূপে' এর পরিবর্তে 'সত্যায়নকারীরূপে' শব্দটি গ্রহণ করাটা অধিক অর্থবহ। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৬৫ ও ৩৬৬ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ۝٥

★ ৫। ইতোপূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াতরূপে। আর তিনিই [ক]ফুরকান[৩৬৭] অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। আর [খ]আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٦

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যাঁর কাছে পৃথিবী ও আকাশে কিছুই [গ]গোপন নেই।

هُوَالَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٧

৭। [ঘ]তিনিই মাতৃগর্ভে[৩৬৮] যেভাবে চান তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ

৮। তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। [ঙ]এরই মাঝে রয়েছে 'মুহ্কাম'[৩৬৯] (অর্থাৎ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন) আয়াত। এ হলো কিতাবের ভিত্তিমূল[৩৭০]। আর কিছু (আয়াত) রয়েছে 'মুতাশাবিহ্'[৩৭১](অর্থাৎ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ[চ] এবং বিভিন্নভাবে

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫৪, ১৮৬; ৮ঃ৪২; ২১ঃ৪৯; ২৫ঃ২; খ. ৫ঃ৯৬; ১৪ঃ৪৮; ৩৯ঃ৩৮; গ. ১৪ঃ৩৯; ৪০ঃ১৭; ৬৪ঃ৫; ঘ. ৫৯ঃ২৫; ৪০ঃ৬৫; ৬৪ঃ৪; ঙ. ১১ঃ২। চ. ৩৯:২৪

৩৬৫। 'তাওরাত' শব্দটি 'ওয়ারা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ, সে পুড়ে ফেলেছিল, লুকিয়েছিল (আকরাব)। 'তাওরাত'কে এ নামে অভিহিত করার মাঝে এ উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে খাঁটি আকারে যখন এ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল তখন এর পঠন ও এর অনুকরণ দ্বারা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র ভালবাসার শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠতো। 'তাওরাত' নামটির মাঝে এ কথারও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে এ গ্রন্থে ভবিষ্যতে আগমনকারী শেষ শরীয়তবাহী এক মহানবীর আগমনের দীপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লুকানো রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এর পাঁচটি গ্রন্থের সম্মিলিত নাম 'তাওরাত'। গ্রন্থগুলো হলো, আদিপুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। 'দশ-আদেশ'কেও কখনো কখনো 'তাওরাত' বলা হয়ে থাকে।

৩৬৬। ইন্জীল অর্থ সুসমাচার। আকরাবের মতে এটি একটি গ্রীক শব্দ, আরবী ধাতু-উদ্ভূত শব্দ নয়। এথেকে ইংরেজী 'ইভাঞ্জেল' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে। 'সুসমাচারগুলোকে' এজন্যই ইন্জীল বলা হয়েছে, এর মাঝে যীশু-ভক্তদের জন্য বহু শুভ সংবাদ থাকা ছাড়াও এমন এক মহানবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে, যাঁর আগমনকে যীশু স্বয়ং 'প্রভুর আগমন' বলে আখ্যায়িত করেছেন (মথি-২১ঃ৪০)। ইন্জীল বলতে বর্তমানের চারটি সুসমাচারকে বুঝায় না। এগুলো যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার দীর্ঘকাল পরে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা রচিত, যাতে কেবল যীশুর জীবন ও শিক্ষার অপূর্ণ খতিয়ান মাত্র পাওয়া যায়। কুরআনে ইন্জীল বলতে ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র শরীয়তবিহীন বাণীসমূহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে।

★ ৩৬৭। [আল্ ফুরকান এর অর্থ হলো বিতর্কাতীত সত্য এবং এমন সত্য যা দু'টি জিনিষের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখায়। এভাবে এটা এক মানদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৬৮। যেহেতু সন্তান মায়ের গর্ভে থাকার সময়ও বাড়তে থাকে, সেহেতু শিশু মায়ের শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। অতএব ঈসা (আঃ)ও যেহেতু অন্যান্য মানুষের মতই মাতৃগর্ভে শারীরিক পুষ্টিলাভ করেছিলেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মাতার দৈহিক-মানসিক গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। এ কারণেই মহানবী (সাঃ) যখন নাজরান থেকে আগত খৃষ্টানদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করছিলেন তখন তিনি ঈসা (আঃ) এর মাতৃজঠর থেকে জন্মলাভের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ঈসা (আঃ) খোদা হতে পারেন না। জানা যায়, তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আপনারা কি জানেন না একজন স্ত্রীলোক ঈসা (আঃ) কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন এবং সাধারণভাবে একজন স্ত্রীলোক যেরূপে সন্তান প্রসব করে তিনি ঠিক সেভাবেই ঈসা (আঃ) কে প্রসব করেছিলেন? (জরীর, ৩য় খণ্ড, ১০১পৃঃ)।

৩৬৯। 'মুহ্কাম' অর্থ ঃ (১) যা অপরিবর্তনীয়, (২) যা অর্থের দিক দিয়ে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশের দিক দিয়েও পরিষ্কার, (৩) যা দ্ব্যর্থ-বোধক বা সন্দেহাত্মক নয় এবং (৪) এরূপ আয়াত যা বিশিষ্ট কুরআনী শিক্ষা বহন করে (মুফরাদাত ও লেইন)।

৩৭০। 'উম্ম' অর্থ ঃ (১) জননী, (২) কোন বস্তুর উৎস, উৎপত্তিস্থল বা ভিত্তি, (৩) এমন বস্তু, যা অন্য বস্তুর লালন-পালন, সাহায্য-সহায়তা, সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করে, (৪) এমন এক বস্তু যার সাথে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ শৃঙ্খলিত (আকবার ও মুফরাদাত)।

টীকা ৩৭১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشٰبَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۸﴾

ব্যাখ্যাযোগ্য আয়াত)। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে এবং এ (কিতাবের) মনগড়া ব্যাখ্যার[৩৭২] উদ্দেশ্যে 'মুতাশাবিহ্' অংশের অনুসরণ করে। [ক]অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ্ এবং [খ]জ্ঞানে পরিপক্ক ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ (জ্ঞানীরা) বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান রাখি (এবং এ) সবই আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।' আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না[৩৭৩]।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৪ ১৮ঃ৭৯: খ. ৪ঃ১৬৩।

৩৭১। 'মুতাশাবিহ্' বলতে বুঝায়: (১) যে বাক্যংশ, বাক্য বা আয়াত বিভিন্নভাবে অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় অথচ সেই বিভিন্নতার মাঝেও একটি ঐক্য বিরাজ করে, (২) যার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের অনুরূপ, (৩) যার সঠিক তাৎপর্য অন্য একটি অর্থের সাথে মিলে বটে, কিন্তু শেষোক্ত অর্থটি বুঝায় না, (৪) যার অর্থ কেবলমাত্র 'মুহ্কামের' সাথে মিলিয়ে করলেই সঠিক হয়, (৫) এরূপ কথা, যার প্রকৃত অর্থ বহু সুবিবেচনা ছাড়া সঠিক হয় না, (৬) এরূপ আয়াত যাতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা স্থান পেয়েছে (মুফরাদাত)।

৩৭২। তা'বিল অর্থ : (১) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা, (২) বক্তৃতা বা রচনার অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করা, (৩) একটি রচনা বা বক্তৃতার অর্থ বিকৃত করে ফেলা বা অপব্যাখ্যা করা, (৪) স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (৫) পরিণতি, প্রতিফল, পরবর্তী ফলাফল (লেইন)। এ আয়াতে শব্দটা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থে এবং দ্বিতীয়বার প্রথম বা পঞ্চম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭৩। এ আয়াত দ্ব্যর্থবোধক কিংবা বিতর্কমূলক বিষয় মীমাংসার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ হলো, বিষয়টিকে বা ব্যাখ্যাটিকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহের আলোকে পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে। যদি দেখা যায় বিতর্কমূলক অর্থ বা ব্যাখ্যা, দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে বা বিরোধী হয় তাহলে বিতর্কমূলক বাক্যের বা বাক্যগুলোর গঠন-পদ্ধতি সবদিক থেকে বিবেচনা করে এমন অর্থ বা ব্যাখ্যায় পৌঁছাতে হবে, যা দ্ব্যর্থহীন আয়াতের সাথে খাপ খায়। এ আয়াত বলছে, কুরআনে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু 'মুহ্কাম' (দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট) এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহ্ (যার বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব)। 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে পাওয়ার একটি সুন্দর উপায় হলো, যতগুলো অর্থ হয়, তার মধ্যে যেসব অর্থ 'মুহ্কাম' আয়াতের সাথে খাপ খায় তা-ই গ্রহণযোগ্য। ৩৯ ঃ ২৪ আয়াতে সমগ্র কুরআনকেই 'মুতাশাবিহ্' বলা হয়েছে। আবার ১১ঃ২ আয়াতে সমগ্র কুরআনের আয়াতগুলোকেই 'মুহ্কাম' বলা হয়েছে। এ দিয়ে এটা বুঝায় না, আলোচ্য আয়াতটি তার বিপরীত। কেননা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু আয়াত 'মুহ্কাম' ও কিছু 'মুতাশাবিহ্'। কুরআনের আয়াতগুলো তাৎপর্যের দিক দিয়ে দেখলে সবই 'মুহ্কাম'। কেননা সবগুলোতেই অপরিবর্তনীয় চিরসত্য রয়েছে। আবার অন্যদিক থেকে কুরআনের আয়াতসমূহ সবই মুতাশাবিহ্। কেননা কুরআনে এমনই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে যা একই সময়ে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, যা সমভাবে সত্য ও সুন্দর। কুরআন এ অর্থেও 'মুতাশাবিহ্' (পরস্পরের অনুরূপ) যে এতে কোন বৈপরীত্য বা অনৈক্য নেই, বরং এর আয়াতগুলো একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহায়তাকারী। তবে হ্যাঁ, এর অংশ বিশেষ 'মুহ্কাম' ও অংশবিশেষ 'মুতাশাবিহ্'। এ কথাও এভাবে সত্য যে বিভিন্ন পাঠকের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসিকতা, প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বিভিন্নতার কারণে কুরআনকে বুঝতেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এ আলোচ্য আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এর মধ্যে যেগুলো সাদা-সিদা ও সরাসরি ব্যক্ত এবং যার একটি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন অর্থ হতে পারে না, সেগুলোকেই 'মুহ্কাম' বলা যেতে পারে। অপর দিকে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাখ্যা একাধিক হতে পারে, সেগুলোকে বলা যেতে পারে 'মুতাশাবিহ্'। রূপক ভাষায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সুস্পষ্টভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এ ব্যাখ্যাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। 'মুহ্কাম' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ৫৮ঃ২২ এবং 'মুতাশাবিহ্' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ২৮ঃ৮৬। যেসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ-নিষেধ ও আইন পূর্ণ আকারে জারী করা হয়েছে সেগুলোকেও 'মুহ্কাম' আয়াত বলা যেতে পারে। আর যেগুলোতে আদেশ-নিষেধ বা আইন-বিধি আংশিকভাবে দেয়া হয়েছে এবং অন্য আয়াতাদির সাথে না মিলিয়ে সেই আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণতা পাওয়া যায় না সেগুলোকে বলা যায় 'মুতাশাবিহ্'। 'মুহ্কামাত' সাধারণত আইনের ও বিশ্বাসের বিধিমালা দান করে। 'মুতাশাবিহাত' সাধারণত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি যথাঃ নবীগণের জীবন-কাহিনী, জাতিসমূহের ইতিকথা ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং সেইসব বর্ণনায় এমন বাগ্‌ধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গী ব্যবহৃত হয় যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এরূপ আয়াতগুলোর অর্থ করতে এ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন এমন কোনও অর্থ করা না হয়, যা সর্বজনবিদিত ও পরিষ্কার অর্থের কিংবা মূলবিশ্বাসের পরিপন্থী। 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলোতে যে আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয় তা অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য এবং অল্প কথায় বহুকিছু প্রকাশের জন্য ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এরূপ করার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾

৯। (তারা বলে,) 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত[৩৭৪] দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর। নিশ্চয় তুমিই মহা দাতা।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾

১ [১০] ৯

১০। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় [ক]তুমি মানবজাতিকে সেদিন একত্র করবে, যার (আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١١﴾

১১। যারা অস্বীকার[৩৭৫] করেছে [খ]নিশ্চয় তাদের ধনসম্পদ ও তাদের সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কখনো তাদের কোন কাজে আসবে না। আর এরাই হলো আগুনের জ্বালানী।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾

১২। [গ](এদের আচরণ)[৩৭৬] ছিল ফেরাউনের অনুসারীদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায়। তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের পাপের দরুন তাদের ধরেছিলেন। আর আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٣﴾

১৩। তুমি অস্বীকারকারীদের বল, 'অবশ্যই [ঘ]তোমাদের পরাজিত করা হবে এবং জাহান্নামের দিকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তা অতি মন্দ ঠাঁই!'

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ

১৪। সেই দু'দলের মাঝে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক অসাধারণ নিদর্শন[৩৭৭] ছিল, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল এবং অপর দল ছিল অস্বীকারকারী। তারা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারীরা)

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২৬; ৪ঃ৮৮; ৪৫ঃ২৭; খ. ৩ঃ১১৭; ৫৮ঃ১৮; ৯২ঃ১২; ১১১ঃ৩; গ. ৮ঃ৫৩, ৫৫; ঘ. ৮ঃ৩৭; ৫৪ঃ৪৬।

প্রয়োজনও ছিল। এতে ধর্মশাস্ত্রের সৌন্দর্য ও লালিত্য বেড়ে যায় এবং মানুষের পরীক্ষা হয়, যার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপক্কতা আসে।

৩৭৪। কুরআনের সঠিক তত্ত্ব ও জ্ঞান তাঁরাই পেয়ে থাকেন, যাঁদের হৃদয় পবিত্র (৫৬ঃ৮০)।

৩৭৫। যেহেতু এ আয়াতগুলোতে খৃষ্টানদের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এখানে উল্লেখকৃত 'অস্বীকারকারী' শব্দটি বলতে খৃষ্টানদের বুঝাতে পারে।

৩৭৬। 'দাব' অর্থ অভ্যাস, রীতি-নীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

৩৭৭। এ আয়াতটিতে বদরের (যুদ্ধের) ঘটনার কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে ৩১৩ জন অসজ্জিত, অর্ধ-সজ্জিত মুসলিম যোদ্ধা মক্কার অবিশ্বাসীদের ১,০০০ ঝানু, অস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যের এক সুবিন্যস্ত সেনাবাহিনীর উপরে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছিলেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। এর একটি কুরআনের ৫৪ঃ৪৫-৪৯ আয়াতে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং অপরটি ছিল বাইবেলে (যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৭)। ঠিক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মক্কার মহিমান্বিত নবী (সাঃ) এর মক্কা থেকে হিজরতের প্রায় এক বৎসর পরে পরেই কেদরের (মক্কাবাসীদের পূর্বপুরুষ) ক্ষমতা ও সম্মান বদরের প্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

সেইসব (অস্বীকারকারীকে) বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজেদের[৩৭৮] দ্বিগুণ দেখছিল। আর [ক]আল্লাহ্ যাকে চান নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এ (ঘটনার মাঝে) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক বড় শিক্ষা রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۭ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٥﴾

১৫। [খ]মানুষের কাছে স্বাভাবিক কামনার বস্তুগুলো, অর্থাৎ নারীদের, সন্তানসন্ততির, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনারূপার এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি পশুর এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তিকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। [গ]এগুলো হলো পার্থিব জীবনের[৩৭৯] সাময়িক ভোগ্যসামগ্রী। অথচ আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে ফিরে যাওয়ার সর্বোত্তম আবাসস্থল।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٦﴾

★ ১৬। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছুর সংবাদ দিব?' যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে (তাদের জন্য) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমনসব জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। (তাদের জন্য) আরো থাকবে [ঘ]পবিত্রকৃত জীবনসাথী ও [ঙ]আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾

১৭। (এসব তাদের জন্য) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব [চ]তুমি আমাদের পাপ[৩৮০] ক্ষমা কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

দেখুন : ক. ৮:২৭; খ. ১৮:৪৭; ৫৭:২১; গ. ৩:১৮৬; ৯:৩৮; ১০:৭১; ঘ. ২:২৬; ঙ. ৩:১৬৩, ১৭৫; ৫:৩; ৯:৭২; ৪৮:৩০; ৫৯:৯; চ. ৩:১৯৪; ৭:১৫৬; ২৩:১১০; ৬০:৬।

হলো। অস্বীকারকারীদের পরাজয় ছিল অবিশ্বাস্যভাবে সার্বিক ও সম্পূর্ণ। আর মুসলমানদের বিজয়ও ছিল তেমনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর। ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধের মধ্যে বদরের যুদ্ধকেও সঙ্গতকারণেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধের ফলাফলই আরবদেশের ভাগ্য নির্ণয় করেছিল এবং ইসলামকে আরবভূমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৩৭৮। এ বাক্যাংশটি বলে দিচ্ছে, মক্কার সৈন্য-সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে যা ছিল মুসলমানদের চোখে তা থেকে কম দেখাচ্ছিল। যদিও আসলে তাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ এবং মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিলেন। এরূপ দেখা আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনার অধীনেই ঘটেছিল, যাতে অল্পসংখ্যক স্বল্পাস্ত্রধারী দুর্বল মুসলমানেরা শত্রুর পূর্ণশক্তি ও সংখ্যা দেখে ভীত হয়ে না পড়ে (৮:৪৫)। প্রকৃত ঘটনা এ ছিল যে মক্কাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়েছিল আর বাকী দুই তৃতীয়াংশকে দেখা যাচ্ছিল, যাদের সংখ্যা মুসলমান যোদ্ধাদের প্রায় দ্বিগুণ।

৩৭৯। এ জগতের ভাল বস্তু চাওয়াতে বা উপভোগ করাতে ইসলামের আপত্তি নেই। কিন্তু তাতেই একেবারে মত্ত হয়ে যাওয়া এবং সেগুলোকে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করাকে ইসলাম নিশ্চয় অত্যন্ত ঘৃণা করে।

৩৮০। 'যুনূব' শব্দটি 'যান্‌ব' এর বহুবচন। 'যান্‌ব' অর্থ দোষ-ত্রুটি, বিচ্যুতি, দুষ্কর্ম, দুষণীয় কাজ, যা স্বেচ্ছায় করলে অপরাধ হয়। 'ইস্‌ম' এর সাথে এর পার্থক্য হলো, 'যান্‌ব' অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত দু'রকমের হতে পারে। কিন্তু 'ইসম' কেবল ইচ্ছাকৃত দুষ্কৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। 'যান্‌ব' সেইসব ত্রুটি ও ভুলকেও বুঝায়, যার ফলে ক্ষতি সাধিত হয় এবং সেই কারণে ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মানব-প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে সে দুর্বলতাগুলোকেই 'যান্‌ব' বলা হয় (লেইন, মুফ্‌রাদাত)।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٨﴾

১৮। (এ জান্নাত তাদের জন্য যারা) [ক]ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যকারী এবং (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয়কারী এবং [খ]রাতের[৩৮১] শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾

★ ১৯। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর ফিরিশ্‌তারাও এবং জ্ঞানীরাও [গ]সদা সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে[৩৮১-ক] (এ সাক্ষ্যই দেয়) তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়[৩৮২]।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠﴾

২০। [ঘ]নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম[৩৮৩]। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পরস্পরের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে মতভেদ করলো। আর যে-ই আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ৩৬ ;খ. ৫১ঃ১৮, ১৯; গ. ৫ঃ৯; ৭ঃ৩০; ঘ. ৩ঃ৮৬।

৩৮১। এ আয়াতে সত্যিকার মু'মিনের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে, যা তার আধ্যাত্মিক উন্নতির চারটি স্তরকে প্রকাশ করেঃ (১) যখন কোন ব্যক্তি 'সত্য-বিশ্বাস' গ্রহণ করে তখন সাধারণত তার উপর অত্যাচার করা হয়। অতএব এ অবস্থায় তাকে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের স্তর পার হতে হয়, (২) অত্যাচার যখন শেষ হয় এবং সে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় তখন সে ধর্মীয় শিক্ষাগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে থাকে, যা সে পূর্বে পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারতো না। এ অবস্থাকে বলা হয় 'সৎভাবে জীবন-যাপন' অর্থাৎ বিশ্বাস তথা ঈমান অনুযায়ী জীবন যাপন, (৩) যখন ঈমান সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ সততার সঙ্গে পালনের মাধ্যমে মু'মিন স্বীয় হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করে তখনো তার নম্রতা ও বিনয় তার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার আত্মা সর্বদা বিনয়াবনতই থাকে, (৪) অতঃপর সেবার প্রেরণা মু'মিনদের মাঝে প্রবলাকারে বৃদ্ধি পায়। তারা আল্লাহ্-প্রদত্ত সবকিছু মানব-কল্যাণে ব্যয় করেন। কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশটি বলছে, উপরোক্ত চারটি কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন তারা সর্বদা রাতে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, যাতে তাদের কর্তব্য-কর্মে ও মানব সেবাব্রতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

★ ৩৮১-ক। ['ক্বায়েমাম বিল কিস্‌ত' আরবী অভিব্যক্তিটির অনুবাদ 'সদা সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা' করাটাই অধিক সমীচীন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৮২। প্রকৃতিতে একটি কেন্দ্রীয় ও তর্কাতীত বিষয়, যা প্রতিটি সত্য ধর্মেরও মৌলিক নীতি, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ব। সমস্ত সৃষ্টি ও এর মাঝে বিরাজমান চরম ও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-সঙ্গতি সেই মৌলিক সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। ফিরিশ্‌তাগণ, যারা আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে নবীগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেন (নবীগণ বহু অত্যাচার-অনাচার সহ্য করেন ও নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বের মাঝে আল্লাহ্‌র বাণী ছড়িয়ে দেন) এবং সব সৎলোক, যারা নবীর কাছ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী পেয়ে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে চতুর্দিকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, তারা সকলেই আল্লাহ্-প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে নিজেদের সাক্ষ্য মিলিয়ে এক বাক্যে বলে ওঠেন, "আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়"। তেমনিভাবে সকলেই একযোগে আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্ব ও সমকক্ষতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন, বহুত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও দ্বিত্ববাদ প্রভৃতি সর্বৈব মিথ্যা।

৩৮৩। সকল ধর্মই আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিশ্বাসকে লালন করে। তথাপি একমাত্র ইসলামেই আত্মসমর্পণের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর প্রদর্শন। একমাত্র ইসলামেই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর এরূপ প্রদর্শন ঘটেছে। এত সুস্পষ্ট ও পূর্ণভাবে পূর্বে তা ঘটেনি। অতএব সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই প্রকৃত অর্থে দাবী করতে পারে, এটাই আল্লাহ্‌র নিজস্ব ধর্ম। আসলে সকল সত্য ধর্মই শুরুতে আংশিকভাবে 'ইসলাম' ছিল এবং অনুসারীগণও আক্ষরিক অর্থে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু যখন ধর্মের সকল আনুসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সমন্বিত করে কুরআনের মাধ্যমে শেষ ঐশী-বিধানের পরিপূর্ণতা দেয়া হলো তখনই আল্লাহ্ তাআলা একে 'আল্ ইসলাম' নামে অভিহিত করলেন। এ আয়াত ২ঃ৬৩ আয়াতকেও ব্যাখ্যা করছে।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢١﴾

২১। কিন্তু তারা তোমার সাথে বিতর্ক করলে তুমি বল, [ক]'আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীরাও (করেছে)।' আর যাদের কিতাব[৩৮৪] দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং উম্মীদেরকে[৩৮৫] বল, 'তোমরাও কি নিজেদের সমর্পণ করেছ?' অতএব তারা যদি সমর্পণ করে থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা হেদায়াত[৩৮৬] পেয়ে গেছে। আর তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে [খ](বাণী) পৌঁছে দেয়াই কেবল তোমার কর্তব্য। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

২ [১১] ১০

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾

২২। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, অকারণে নবীদের [গ]কঠোর বিরোধিতা করে এবং লোকদের মাঝে যারা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দেয় তাদেরও কঠোর বিরোধিতা করে* তুমি তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের[৩৮৭] সুসংবাদ দাও।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نّٰصِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। [ঘ]এদেরই কর্ম ইহকালে এবং পরকালে ব্যর্থ হয়েছে। আর এদের কোন সাহায্যকারী[৩৮৮] থাকবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদের কিতাবের[৩৮৯] একটি অংশ দেয়া হয়েছিল? [ঙ]আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে তাদের (এজন্য) আহ্বান করা হয় যাতে তা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। তথাপি তাদের একদল অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২৬ ; খ. ৫ঃ৯৩, ১০০; ১৩ঃ৪১; ১৬ঃ৮৩ ; গ. ২ঃ৬২ ; ঘ. ২ঃ২১৮; ৭ঃ১৪৮; ১৮ঃ১০৬ ; ঙ. ২৪ঃ৪৯।

৩৮৪। ঐশী ধর্ম-গ্রন্থের অনুসারী ও 'উম্মিয়ীন' (কোন ধর্মগ্রন্থের অনুসারী নয়) বলতে সারা মানব জাতিকেই বুঝায়।

৩৮৫। ১১৩-ক এবং ১০৫৮ টীকা দেখুন।

৩৮৬। ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা (আহলে কিতাব) এবং যারা আহলে কিতাব নয় তারা যদি আল্লাহ্ তাআলার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতো তাহলে নিশ্চয় তারা আঁ হযরত (সাঃ)কে গ্রহণ না করে পারতো না এবং নিশ্চয় তারা সঠিক পথও পেত। কেননা আহলে কিতাবের ধর্ম গ্রন্থে আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর যারা কিতাবধারী নয় তারাও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি, মানব-বিবেক ও প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর সত্যতা গ্রহণ করতো।

৩৮৭। আল্লাহ্‌র নবীগণ যে কোনও অবস্থাতেই নিপতিত হয়ে থাকুন না কেন, কোনও দিনই তাঁরা স্বীয় মিশনের পূর্ণতা সাধনে ব্যর্থ হননি। সীমাহীন অত্যাচার, এমনকি হত্যার প্রচেষ্টাও নবীগণের বিশ্বাসের অগ্রগতি ও উন্নতিকে দমাতে পারে নি। ধর্মের ইতিহাস এ চির সত্যের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে।

★ ['কতল' এর অর্থ কঠোর বিরোধিতা এবং বয়কট করাও হয়ে থাকে। দেখুন লিসানুল আরব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৮৮। কাফিররা এ কথায় বিশ্বাস করে না, পরলোকে ইহকালীন কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তাই বিচার ও পুনরুত্থানের দিনে যে তারা সবদিকে ব্যর্থ মনোরথ হবে এর প্রমাণরূপে তাদেরকে বলা হচ্ছে ইহলোকে তাদের ইসলামকে ধ্বংস করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আর এ ব্যর্থতা ইহলোকেই তাদেরকে বলে দিবে তাদের কর্মকান্ড পরলোকে তাদের কোনই কাজে আসবে না।

---

৩৮৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। এর কারণ হলো, তারা বলে, 'মাত্র কয়েক[৩৯০] দিন ছাড়া [ক]আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না'। আর তারা যেসব মনগড়া কথা বলে আসছিল তা-ই তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে প্রতারিত করেছে।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। তাদের অবস্থা (তখন) কেমন হবে [খ]যখন আমরা তাদেরকে এমন এক দিনে একত্র করবো যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তাকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার[৩৯১] করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٧﴾

২৭। তুমি বল, [গ]'হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর ও যার কাছ থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর ও যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সব কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে[৩৯২] সর্বশক্তিমান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

২৮। [ঘ]তুমি রাতকে দিনে প্রবেশ করিয়ে থাক এবং দিনকে রাতে[৩৯৩] প্রবেশ করিয়ে থাক। আর তুমি [ঙ]মৃত থেকে জীবিতকে বের করে থাক এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে থাক। আর তুমি যাকে চাও তাকে অপরিমিতভাবে[৩৯৪] দান করে থাক।'

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

★ ২৯। [চ]মু'মিনরা যেন মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু[৩৯৫] হিসেবে গ্রহণ না করে। আর কেউ যদি তা করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮১; খ. ৩ঃ১০; ৪ঃ৮৮; ৪৫ঃ২৭; গ. ২ঃ২৮৫; ৫ঃ১৯, ৪১; ৩৫ঃ১৪; ৪০ঃ১৭; ৪৮ঃ১৫; ঘ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৪; ২২ঃ৬২; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬; ৫৭ঃ৭; ঙ. ৬ঃ৯৬; ১০ঃ৩২; ৩০ঃ২০; চ. ৩ঃ১১৯; ৪ঃ১৪০,১৪৫।

৩৮৯। কিতাবের একটি অংশ বলতে বুঝাতে পারে : (১) আঁ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেই অংশ, (২) বাইবেলের সেই পবিত্র অংশ, যা মানুষের হস্তক্ষেপে কলুষিত হয়নি বা পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত হয়নি। আদতে বাইবেলের অল্প অংশই অপরিবর্তিত ও হস্তক্ষেপ-মুক্ত আছে, (৩) পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআনের তুলনায় বাইবেল একটি অংশ মাত্র।

৩৯০। ইহুদী ও খৃষ্টান, এ উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছে, পরলোকে তাদের কোনও শাস্তি হবে না, তারা নিরাপদ থাকবে। ইহুদীরা শাস্তি থেকে এ কারণে মুক্ত থাকবে যে তারা আত্মপ্রবঞ্চণায় মগ্ন থেকে মনে করে, তারা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগৃহীত জাতি। খৃষ্টানেরাও এ অন্ধ-বিশ্বাসে প্রতারিত হয়েছে যে ঈশ্বর-পুত্র যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তাদের সকল পাপ না কি ধুয়ে ফেলেছেন।

৩৯১। এ আয়াত অতি দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস খণ্ডন করছে যে নিজের কর্মফলে নয়, বরং অন্যের রক্ত দ্বারা নাজাত বা পরিত্রাণ অর্জিত হয়।

৩৯২। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী আয়াত দেখুন।

৩৯৩। স্পষ্ট আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও এর রূপক অর্থও থাকতে পারে যথা, 'দিন' বলতে একটি জাতির উন্নতি ও ক্ষমতার আলোময় যুগ বুঝাতে পারে এবং 'রাত' বলতে জাতির অধঃপতন ও অপমানের অন্ধকারময় যুগকে বুঝাতে পারে।

৩৯৪। পূর্ববর্তী আয়াত এবং এ আয়াত মিলিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার একটি অমোঘ নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং তাহলো ঃ যে জাতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সঙ্গে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে মিলিয়ে জীবন-পথে অগ্রসর হয় সে জাতি উন্নতি করে এবং যে জাতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে জাতির পতন ঘটে। কেননা ক্ষমতা ও মহিমার একমাত্র উৎস আল্লাহ্ তাআলা।

৩৯৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। তবে তাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করাই[৩৯৬] সমীচীন। আর আল্লাহ্ তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন[৩৯৭]। আর আল্লাহ্রই দিকে ফিরে যেতে হবে।

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, [ক]'তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা গোপন কর বা তা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন। আর আকাশসমুহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٠﴾

৩১। (সেদিন সম্পর্কে সতর্ক হও) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি [খ]তার প্রতিটি পুণ্যকর্ম সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে এবং যে পাপ সে করেছে তাও (দেখতে পাবে)। সে তখন কামনা করবে, হায়! তার (পাপ) ও তার মাঝে যদি দীর্ঘ ব্যবধান হতো। আর আল্লাহ্ তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি মমতাশীল।

৩
[১০]
১১

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, [গ]'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ[৩৯৮] কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩। তুমি বল, [ঘ]'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে, ইব্‌রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের[৩৯৯] বংশধরকে (সমসাময়িক) জগতের মাঝ থেকে বেছে নিয়েছিলেন।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٤﴾

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৭৫; ২৮ঃ৭০; খ. ১৮ঃ৫০; গ. ৪ঃ৭০; ঘ. ৪ঃ৬০; ৫ঃ৯৩; ৮ঃ৪৭; ২৪ঃ৫৫; ৫৮ঃ১৪।

৩৯৫। এ আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, নীতিগতভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্র অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে এমন কোনও জোট বা মৈত্রী গঠন করবে না যা অন্য কোনও ইসলামী রাষ্ট্রের সামান্য স্বার্থহানিও ঘটাতে পারে। ইসলামের তথা মুসলমানদের স্বার্থকে সবকিছুর উপরে স্থান দিতে হবে।

৩৯৬। কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে শত্রুর ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং তাদের কূট-কৌশল ও চালাকির প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে।

★ ৩৯৭। ['ইউহায্‌যিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু' আরবী শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। এর তাৎপর্য হলো, তাঁর আদেশ-নির্দেশের বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে তিনি তোমাদের সাবধান করছেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৯৮ ও ৩৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৫। এরা এমন এক বংশ, ক যারা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। (স্মরণ কর) ইমরানের[৪০০] এক মহিলা যখন বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে একে নিশ্চয় আমি (সংসার)মুক্ত করে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ[৪০১] করলাম। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে (একে) গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৮৮; ১৯ঃ৫৯।

৩৯৮। এ আয়াত দৃঢ়তার সাথে বলে দিচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর অনুগমন ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার অন্য সকল পথ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ২ঃ৬৩ আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখলে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হতে পারতো, এ আয়াত তা সুস্পষ্টভাবে দূর করে দিয়েছে।

৩৯৯। 'ইমরান' নামটি দুই ব্যক্তির প্রতিই আরোপ করা যেতে পারে ঃ (১) 'আম্‌রান', যাকে বাইবেলে কোহাথের পুত্র ও লেভীর পৌত্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মূসা (আঃ), হারূন (আঃ) ও মরিয়ম (মারইয়াম) এর পিতা। মূসা (আঃ) ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান (জিউ, এনসাই, 'আমরান' শীর্ষক, যাত্রা পুস্তক-৬ঃ১৮-২২), (২) যীশুর মাতা মরিয়মের পিতা 'ইম্‌রান' অর্থাৎ যীশুর নানা। এ ইম্‌রান হলেন যশ্‌শীম বা যশীমের পুত্র (জরীর এবং কাসীর)। কুরআন এ নামটি ব্যবহার করেছে দু'টি উদ্দেশ্যে ঃ (১) মূসা (আঃ) ছাড়াও হারূন (আঃ) কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং (২) মরিয়মের কাহিনী ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর পুত্র যীশুর কাহিনী বর্ণনার পূর্বাভাষ দেয়ার জন্য ইম্‌রান নামটির ৩ঃ৩৬ আয়াতে পুনরুল্লেখও এ দু'টি উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)কে উল্লেখ করা হয়েছে এক একজন ব্যক্তিরূপে। ইব্‌রাহীম (আঃ) ও ইম্‌রানকে উল্লেখ করা হয়েছে পরিবারের কর্তা হিসাবে। কারণ শেষোক্ত নাম দু'টিতে তাঁদের বংশের উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এভাবে ইব্‌রাহীমের পরিবার কেবল ইব্‌রাহীমকেই বুঝায় না বরং তাঁর পুত্র-পৌত্রকেও বুঝায়, যেমন ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ। এতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যিনি ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশ থেকে আবির্ভূত। একইভাবে 'ইমরানের পরিবার' বলতে হারূন, মূসা ও ঈসাকে (আঃ) বুঝায়, ইমরানকে অবশ্য বুঝায় নি। কেননা তিনি নবী ছিলেন না।

৪০০। এ আয়াতে আলে ইমরানের সংক্ষেপিত শব্দ হিসাবে 'ইমরান' দিয়ে মূসার পিতা ইম্‌রানের পরিবারকে (বংশকে) বুঝাতে পারে, যেভাবে ২ঃ৪১ আয়াতে বনী ইসরাঈল শব্দের সংক্ষেপণ হিসেবে কেবল 'ইস্‌রাঈল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা এ নামটি দিয়ে মরিয়মের পিতা ইম্‌রানকে বুঝানো হয়েছে।

৪০১। 'মুহার্‌রার' মানে মুক্তি-প্রাপ্ত, যে সন্তানকে পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত করে পিতা-মাতা উপাসনালয়ের সেবায় উৎসর্গ করে দেন (লেইন ও মুফ্‌রাদাত)। বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সব সন্তানকে ধর্মশালার সেবায় উৎসর্গ করা হতো তারা চির-কুমার বা চিরকুমারী থাকতো (গসপেল অব মেরী ৫ঃ৬ এবং তফসীরে বায়ান- ৩ঃ৩৬)। এ আয়াতে মরিয়মের মাতা হান্নাকে (এনসাই, বিব্,) 'ইমরাআতু ইম্‌রান' (ইম্‌রানের স্ত্রী) বলা হয়েছে। অন্যত্র ১৯ঃ২৯ আয়াতে মরিয়মকে 'উখতে হারূন' (হারূনের বোন) বলা হয়েছে। ইম্‌রান (আম্‌রান) ছিলেন মূসা (আঃ) এবং হারূন (আঃ) এর পিতা। মরিয়ম নামে মূসা ও হারূনের (আঃ) একজন বোন ছিলেন। কুরআনের বাগ্‌ধারা ও সাহিত্য রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ খৃষ্টান লেখকরা যারা কুরআনকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রণীত গ্রন্থ বলে মনে করে, এ ভুল (?) ধরে বেড়ায় যে মুহাম্মদ (সাঃ) অজ্ঞানতাবশত মূসার ভগ্নী মরিয়মের সঙ্গে যীশুর মাতা মরিয়মকে এক করে ফেলেছেন। এ সব বলে তারা মনে করে, কুরআনে তারা ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। অথচ কুরআনে বহু আয়াত থেকে দেখা যায়, মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এ দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবী আগমন করেছেন। সময়ের দিক দিয়ে এ দুই নবীর ব্যবধান খুবই দীর্ঘ (২ঃ৮৮, ৫ঃ৪৫) বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সঃ) যখন মুগীরাকে (রাঃ) নাজ্‌রানের খৃষ্টানদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন খৃষ্টানেরা তাকে প্রশ্ন করলো, তুমি কি কুরআনে পড়নি যে সেখানে মরিয়মকে হারূনের ভগ্নী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তুমি আমি সবাই জানি হযরত মূসার কত সুদীর্ঘ সময় পরে যীশুর জন্ম হয়েছিল ? মুগীরা বলেন, আমি এর উত্তর জানতাম না। তাই মদীনায় ফিরে আমি বিষয়টা রসূলে করীম (সাঃ) এর গোচরীভূত করি। তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ কথা বললেই পারতে, বনী ইসরাঈল প্রথা-অনুসারে তাদের সন্তানদের নাম হামেশাই নবীদের বা সাধুদের নামানুসারে রাখতো (অর্থাৎ একই নামে বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়) (তিরমিযী)। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে যে হান্নার স্বামী এবং সে হিসেবে মরিয়মের পিতা ইমরান নামেই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল যশ্‌শীম বা যশীম (জরীর এবং কাসীর)। অতএব এ 'ইম্‌রান' (মরিয়মের পিতা), মূসা (আঃ) এর পিতা 'ইম্‌রান' থেকে পৃথক। শেষোক্ত ইমরানের পিতা ছিলেন কোহাথ (যাত্রা পুস্তক-৬-১৮-২০)। খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থে হান্নার স্বামী অর্থাৎ মরিয়মের পিতার নাম 'যোয়াচিম' বলে উল্লেখিত হওয়াতে (গস্‌পেল অব বার্থ অব মেরী এবং এনসাই, বৃট মেরী শীর্ষক) বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। ইবনে জরীর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

৩৭। এরপর সে যখন তাকে জন্ম দিল সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি যে এক কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছি[৪০২]! অথচ আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন সে কী জন্ম[৪০২-ক] দিয়েছিল। আর (তার কাঙ্ক্ষিত) পুত্রসন্তান (তার প্রসবকৃত) এ কন্যাসন্তানের মত নয়। আর (মহিলাটি বললো), আমি এর নাম মরিয়ম[৪০২-খ] রেখেছি। আর একে ও এর বংশধরকে আমি বিতাড়িত[৪০২-গ] শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে[৪০২-ঘ] সঁপে দিচ্ছি।'

ইম্‌রানের পিতারূপে যে যশীমের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি ঐ যোয়চিম বৈ আর কেউ নন। খৃষ্টান সাহিত্যে এটা এক সাধারণ রীতি যে দাদাকে পিতার স্থলে উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়াও বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে একই ব্যক্তির দু'টি পৃথক নাম দেখা যায়। যেমন গিডিওনকে বলা হয় জেরুব্বাল (বিচারক-৭ঃ১)। যদি যোয়াচিম ও ইমরান একই ব্যক্তির দু'টি নাম হয় অতএব এতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তদুপরি কেবল ব্যক্তিই নয়, বরং সময় সময় সারা পরিবারই প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামে পরিচিত হতে দেখা যায়।

বাইবেলে ইস্‌রাঈল নামটি সময় সময় ইস্‌রাঈল জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ -৬ঃ৩.৪)। কেদর নামটি ইস্‌মাঈলের বংশধরের সবাইকে বুঝায় (যিশাইয়-২১ঃ১৬, ৪২ঃ১১)। একইভাবে যীশুকে দাউদের পুত্র বলা হয়েছে (মথি-১ঃ১)। অতএব 'ইমরায়াতু ইমরান' দিয়ে ইমরায়াতু আলে'ইমরান অর্থাৎ ইম্‌রান পরিবারের বা বংশের নারী বুঝাতেও বাধা নেই। এ ব্যাখ্যা আরো জোরালো হয়ে ওঠে যখন আমরা মাত্র দু'আয়াত পূর্বে কুরআনে 'আলে ইম্‌রান' (ইমরানের পরিবার) শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে দেখি। 'আল' (পরিবার) শব্দটি এখানে এ জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে, মাত্র একটু আগেই এটি একবার ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এত কাছাকাছি ব্যবধানে আবার ব্যবহার না করলেও অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না। এখানে স্বীকৃত বিষয় হিসেবে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, মরিয়মের মাতা হান্না, যিনি ইয়াহ্‌ইয়ার মাতা এলিজাবেথের চাচাতো বোন ছিলেন, তিনি হারূনের বংশধর ছিলেন। অতএব সেই সূত্রে ইমরানেরও বংশধর ছিলেন (লুক-১ঃ৫, ৩৬)। (এ তফসীরের জন্য ইংরেজী বা উর্দূ বৃহত্তর সংস্করণও দেখুন)। 'এসেনিস'দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মরিয়মের মাতা হান্না মরিয়মকে উপাসনালয়ের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। সে সময় এসেনিসরা সমকালীন মানুষের কাছে বড়ই সম্মানের পাত্র ছিলেন। কেননা এসেনিস সম্প্রদায় সন্ন্যাসব্রত পালন ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাত্র ধর্ম-সেবা ও মানব-সেবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতেন (এনসাই, বিব্ ও জিউ, এনসাই.)। এটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়, সুসমাচারের শিক্ষা এবং এসেনিসদের শিক্ষায় অনেক মিল রয়েছে। 'মুহাররার' শব্দটির অর্থ হতে এও সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মরিয়মের মাতা তাকে উপাসনালয়ে উৎসর্গ করবার মানত করা দিয়ে এ ইচ্ছাই পোষণ করেছিলেন, মরিয়ম কখনো বিবাহ করবে না এবং সন্ন্যাসিনী থেকে যাজক শ্রেণীভুক্ত হবে। আর এজন্যই কুরআনের অন্যত্র মরিয়মকে হারূনের ভগ্নী বলা হয়েছে, মূসার ভগ্নী বলা হয়নি (১৯ঃ২৯)। অথচ হযরত মূসা ও হারূন সহোদর ভাই ছিলেন। এর কারণ মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী জাতির শরীয়তের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা নবী, আর হারূন ছিলেন সেই শরীয়তের শিক্ষক, সেবক ও পুরোহিত এবং ইহুদী পৌরহিত্যের প্রথম কর্ণধার (এনসাই বিব্, এনসাই, বুট, হারূন অধ্যায়)। এ হিসেবেই মরিয়ম, যিনি পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন, তিনি হারূনের ভগ্নী সাব্যস্ত হলেন, সাধারণ সহোদরা অর্থে নয়।

৪০২। মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তানকে এ আশায় উৎসর্গ করেছিলেন যে তাঁর পুত্র-সন্তান হবে। কিন্তু তিনি যখন কন্যা-সন্তান প্রসব করলেন তখন স্বভাবতই তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন।

৪০২-ক। "আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন সে কী জন্ম দিয়েছিল"-এ অন্তর্বর্তী বাক্যটি আল্লাহ্‌র কথা। আর (তার কাঙ্ক্ষিত) পুত্র সন্তান (তার প্রসবকৃত) এ কন্যাসন্তানের মত নয়' এ বাক্যটি স্বয়ং আল্লাহ্‌র কথাও হতে পারে কিংবা মরিয়মের মাতার কথাও হতে পারে। এটি যদি আল্লাহ্‌র কথা হয়ে থাকে (যার সম্ভাবনা বেশি) তাহলে এর অর্থ হবে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম নিয়েছে, ঈপ্সিত পুত্র-সন্তান থেকে সে অনেক ভাল হবে। আর বাক্যটি যদি মরিয়মের মাতার মুখ-নিঃসৃত বাক্য বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে সে তো উৎসর্গ-উপযোগী ঈপ্সিত পুত্রের মত হতে পারে না। কেননা পুত্র-সন্তান ছাড়া কন্যা-সন্তান তো সেই ধর্মব্রতে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত ও যথাযোগ্য হতে পারে না। 'আমি এর নাম মরিয়ম রেখেছি' বাক্যটিতে এ প্রচ্ছন্ন দোয়া রয়েছে যে আল্লাহ্ যেন সেই কন্যা-সন্তানটিকে 'মরিয়ম' নামোপযোগী গুণাবলীতে ভূষিত করেন, মর্যাদাশীলা, পবিত্রা ও সৎকর্মশীলা করেন। হিব্রুতে মরিয়ম নামের একটি অর্থ হলো মর্যাদাসম্পন্না, ধর্মভীরু, উপাসনাকারিণী।

৪০২-খ, ৪০২-গ ও ৪০২-ঘ টীকাগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

★ ৩৮। অতএব তার (অর্থাৎ মরিয়মের) প্রভু-প্রতিপালক তাকে অতি উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন, তাকে উত্তমরূপে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে[৪০৩] তার অভিভাবক (নিযুক্ত) করলেন। যাকারিয়া তার কাছে মেহরাবে (অর্থাৎ ইবাদতের স্থানে) যখনই যেত সে তার কাছে কোন না কোন 'খাবার' (দেখতে) পেত। সে (একদিন) বললো, 'হে মরিয়ম! তুমি এটা কোথা থেকে পাও?' সে বললো, 'এতো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে[৪০৪]।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান অপরিমিতভাবে দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۹﴾

৩৯। যাকারিয়া সেখানে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে (এ বলে) দোয়া[৪০৫] করলো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! [ক]তুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তানসন্ততি দান কর। নিশ্চয় তুমি অধিক দোয়া গ্রহণকারী।'

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬, ৭; ২১ঃ৯০, ৯১।

৪০২-খ। মরিয়ম ছিলেন যীশু (ঈসা আঃ) এর মাতা। মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এর সহোদরা মরিয়মের (পরে মিরিয়াম বলে উচ্চারিত হতো) নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছিল। মরিয়ম হিব্রু শব্দ, সম্ভবত একটি যগ্মশব্দ, যার অর্থ, সমুদ্রতারকা, গৃহকর্ত্রী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না, নিবেদিত ধার্মিকা (ক্রুডেন'স্ কনকর্ডেন্স, কাশ্‌শাফ, এনসাই বিব্)।

৪০২-গ। 'রাজীম' রাজামা থেকে উৎপন্ন। অর্থ : (১) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দূরে বিতাড়িত ও তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত, অভিশপ্ত, (২) পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত, (৩) প্রস্তরাহত এবং (৪) সর্ব প্রকার মঙ্গলবিবর্জিত (লেইন)।

৪০২-ঘ। 'একে ও এর বংশধরকে আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি' মরিয়মের মাতার এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। মরিয়মকে যদি আল্লাহ্‌র সেবায় নিয়োগ করার মানত পূর্ণ করার সংকল্প ঠিক থাকে তাহলে মরিয়মের মাতার জানাই ছিল মরিয়ম কখনো বিবাহ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তার সন্তানদের জন্য দোয়া করা খাপ খায় না। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, মরিয়মের মাতা হান্না দিব্যদর্শনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জেনেছিলেন, মরিয়ম দীর্ঘজীবী হবেন এবং তার একটি আদর্শ সন্তানও হবে। এরূপ জানতে পেরেই তিনি বিশ্ব-প্রভুর কাছে এ দোয়া করেছিলেন। মরিয়মের ভবিষ্যৎ প্রভুর হাতে সঁপে দিয়ে তিনি তাকে স্বীয় শপথ অনুযায়ী উপাসনালয়ের সেবায় সোপর্দ করেছিলেন (৩ঃ৩৬, গস্‌পেল অব দি বার্থ অব মেরী)। এ ছিল একটি ব্যতিক্রম-ধর্মীয় উৎসর্গ। কেননা এ উৎসর্গের জন্য কেবল পুরুষেরাই মনোনীত হওয়ার রীতি ছিল। মরিয়ম-মাতা স্বপ্নে এরূপ দেখেছিলেন বলে মনে করা হয় যে তার কন্যা মরিয়মের একটি পুত্র-সন্তান হবে। এ কথার উল্লেখ গসপেল অব মেরী ৩ঃ৫ এ একটু ভিন্নভাবে রয়েছে। হান্নার প্রার্থনা– মরিয়ম ও তার সন্তানকে যেন শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ্ মুক্ত রাখেন – অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সকল ধার্মিক পিতা-মাতাই সন্তানদের জন্য এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং দোয়া করেন তারা যেন পবিত্র ও সৎ জীবনের অধিকারী হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষ্য করা যেতে পারে, ইসলাম সকল নবীকেই সম্পূর্ণভাবে শয়তানের প্রভাব-মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাইবেল এমনকি যীশু সম্বন্ধেও এরূপ প্রভাব-মুক্তির নিরাপত্তা ঘোষণা করেনি (মার্ক ১ঃ১২,১৩)

৪০৩। যাকারিয়া বা যাকারিয়াস বনী ইস্রাঈলের একজন পবিত্র লোকের নাম। কুরআনে তাঁকে নবী বলে অভিহিত করা হয়েছে (৬ঃ৮৬)। কিন্তু বাইবেল তাঁকে মাত্র পুরোহিত হিসেবে উল্লেখ করেছে (লূক ১ঃ১৫)। বাইবেলে অবশ্য 'যেকারিয়া' নামে একজন নবীরও উল্লেখ আছে (বানানের বিভিন্নতাটা লক্ষ্য করুন) যার সম্বন্ধে কুরআনে কোনও উল্লেখ নেই। কুরআনের যাকারিয়া হলেন, ইয়াহ্ইয়া (আঃ) অর্থাৎ যোহন এর পিতা ও যীশুর খালু।

৪০৪। সে সবই ছিল উপহার, যা সেই স্থানে আগমনকারীরা দান করতেন। মরিয়মের এ কথা বলাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে এ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কেননা ভাল যা কিছুই মানুষ পায় তা আসলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে। কারণ তিনিই মূল দাতা। বস্তুত মরিয়মের মত ধর্মীয় পরিবেশে লালিত একটি মেয়ের কাছ থেকে এরূপ উত্তর না পাওয়াই হতো আশ্চর্যের বিষয়।

৪০৫। শিশু বা কিশোরী মরিয়মের এ উত্তর যাকারিয়ার মনে এমনই গভীর রেখাপাত করলো যে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই স্বাভাবিক উদাত্ত বাসনা জেগে ওঠলো, তাঁরও যদি এমন একটি পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ সন্তান থাকতো। তিনি সাথে সাথে প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তানসন্ততি দান কর'। এ দোয়া সম্ভবত তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বার বার করেছিলেন। কেননা কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দের বিভিন্নতা সহ এ দোয়াটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (৩ঃ৩৯, ১৯ঃ৪-৭, ২১ঃ৯০)।

৪০। [ক]মেহরাবে দাঁড়িয়ে সে যখন দোয়া করছিল ফিরিশ্‌তারা তাকে ডেকে বললো, 'নিশ্চয় [খ]আল্লাহ্‌ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার[৪০৬] (জন্মের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। (সে হবে) [গ]আল্লাহ্‌র এক কলেমার (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারী, মহান নেতা, সাধু-সংযমী এবং সৎকর্মশীলদের মাঝ থেকে একজন নবী[৪০৭]।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। সে বললো, [ঘ]'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কিভাবে আমার পুত্র[৪০৮] হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা?' তিনি বললেন, 'এভাবেই, আল্লাহ্‌ যা চান তা-ই করেন।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤١﴾

৪২। [ঙ]সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য একটি (পূর্ব-)লক্ষণ নির্ধারণ[৪০৯] কর।' তিনি বললেন, 'তোমার জন্য (পূর্ব-)লক্ষণ হলো, তুমি তিন দিন[৪১০] মানুষের সাথে [চ]ইঙ্গিতে ছাড়া কথা বলবে না। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে বেশি বেশি স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

৪ [১১] ১২

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤٢﴾ ع

৪৩। আর (স্মরণ কর) ফিরিশ্‌তারা[৪১১] যখন বললো, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে বেছে[৪১২] নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে (সমসাময়িক) [ছ]সারা বিশ্বের মহিলাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক.১৯ঃ১২ ; খ. ১৯ঃ৮; ২১ঃ৯১; গ. ৩ঃ৪৬; ৪ঃ১৭২ ;ঘ. ১৯ঃ৯, ১০; ঙ. ১৯ঃ১১; চ. ১৯ঃ১২ ; ছ. ৩ঃ৩৪।

৪০৬। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (যোহন) সেই নবীর নাম যিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ)এর অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন (মালাকি-৩ঃ১ এবং ৪ঃ৫)। এ নামের হিব্রু রূপ 'ইউহান্না,' যার অর্থ 'আল্লাহ্‌ দয়া পরবশ হয়েছেন' (এনসাই, বৃট)। ইয়াহ্‌ইয়া নামটি আল্লাহ্‌-প্রদত্ত।

৪০৭। যোহন (ইউহান্না বা ইয়াহ্‌ইয়া) মালাকি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এসেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই ঃ 'মনে রাখিও, আমি প্রভুর মহান ও ভীতি-সঙ্কুল দিনে (সময়ে) এলিজা নবীকে পাঠাইব' (মালাকি-৪ঃ৫)।

৪০৮। 'গোলাম' অর্থ যুবক (লেইন)। অতিবৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর পুত্র পাওয়ার প্রতিশ্রুতি যাকারিয়াকে বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেল করে তুললো। তিনি জিজ্ঞাসু মনে স্বাভাবিক-সরল বিস্ময় প্রকাশ করলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি তাও পার। এ অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন এ দোয়াও রয়েছে, তিনি যেন তাঁর সন্তানকে যুবক অবস্থায় দেখে যাওয়ার মত দীর্ঘায়ু পান।

৪০৯। যাকারিয়াকে তিনদিন নীরবে নিভৃতে কাটাবার নির্দেশ দেয়া হলো এবং তা পালনের পর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে বলে আশ্বাস দেয়া হলো। অথচ সুসমাচার পাঠে দেখা যায়, ঐশী-বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন না করার কথিত অপরাধে তাঁকে তিন দিনের জন্য বাক্‌শক্তিহীন করে দেয়া হয়েছিল (লুক-১ঃ২০-২২)।

৪১০। যাকারিয়ার প্রতি এ জন্য নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি ধ্যান-আরাধনা ও প্রার্থনাতে একান্তভাবে দিনগুলো কাটাতে পারেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। নীরবতা অবলম্বন দ্বারা হৃত জীবনীশক্তি ও শারীরিক বল পুনরুজ্জীবিত হয়। মনে হয় এ ধারণা ও অভ্যাস তখনকার দিনের ইহুদীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৪১১। 'ফিরিশ্‌তারা' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহারের নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। যদি কেবলমাত্র একটি সংবাদ প্রদানই উদ্দেশ্য হতো তাহলে একজন সংবাদ-বাহক ফিরিশ্‌তাই যথেষ্ট বিবেচিত হতো। কুরআনের বাগ্‌ধারা অনুযায়ী ফিরিশ্‌তার বহুবচন তখনই ব্যবহৃত হয় যখন আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীতে বিরাট ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু এক্ষেত্রেও মরিয়মের পুত্র দ্বারা পৃথিবীতে মহা বিবর্তনের সূচনা করার ইচ্ছা রয়েছে, সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণকে এ সুসংবাদ বহনে অংশ গ্রহণ

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৪১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমর প্রভু-প্রতিপালকের আনুগত্য কর ও সিজ্‌দা কর এবং একনিষ্ঠ ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবাদত কর'।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِىْ وَ ارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। [ক]এ হলো অদৃশ্যের[৪১৩] সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করছি। আর তাদের মাঝে কে [খ]মরিয়মের অভিভাবক হবে তারা যখন এ উদ্দেশ্যে নিজেদের ভাগ্যনির্ধারণী তীর ছুঁড়ছিল তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না। আর তারা (এ বিষয়ে) যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। (স্মরণ কর) ফিরিশ্‌তারা যখন বললো, 'হে মরিয়ম! [গ]নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে এক [ঘ]কলেমার[৪১৪] মাধ্যমে

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৫০; ১২ঃ১০৩ খ. ৩ঃ৩৮ গ. ১৯ঃ৩০ ঘ. ৩ঃ১০; ৪ঃ১৭২।

করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দান করলেন, যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে মরিয়ম ও মরিয়ম-পুত্রকে তারা সাহায্য করেন।

৪১২। এ আয়াতে 'বেছে নিয়েছেন' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বার ব্যবহৃত হয়েছে মরিয়মের নিজস্ব উচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। আর দ্বিতীয়বার তাঁর সমসাময়িক মহিলাদের তুলনায় তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। কুরআনের ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী 'নিসাউল-আলামীন' বলতে এখানে সর্বকালের সকল নারীকে বুঝায় ন, বরং মরিয়মের সমসাময়িক সকল নারীকে বুঝিয়েছে।

৪১৩। এমন অনেক তথ্য মরিয়ম সম্বন্ধে কুরআন সরবরাহ করেছে, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তাই সেই তথ্যগুলোকে অদৃশ্যের সংবাদ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, মরিয়ম যখন উপাসনালয়ে উৎসর্গীত জীবন যাপন করছিলেন তখনই তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনায় পুরোহিতেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা কলঙ্কের ভয়ে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করে। অতঃপর তাঁরা ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক করলেন, কে মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। যোসেফ নামক একব্যক্তিকে মরিয়মের যোগ্য পাত্র বলে তারা স্থির করলো এবং তাকে স্বামীত্বের দায়িত্ব বহনের জন্য বহু কষ্টে রাজি করালো। ইন্‌জীলে এ ব্যক্তিকে কাঠমিস্ত্রী বলা হয়েছে। স্বভাবতই এ সব কিছু সংগোপনে করা হয়েছিল। তাই একে অদৃশ্য বলা হয়েছে, যা কুরআন সবিস্তারে প্রকাশ করেছে।

৪১৪। 'কলেমা' (কথা) মানে একটি শব্দ, একটি অনুশাসন, একটি আদেশ (মুফ্‌রাদাত)। এ কলেমা শব্দটি ৪ঃ১৭২ আয়াতে উল্লেখিত 'রূহ' শব্দের সাথে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ঈসা (আঃ) না ছিলেন আল্লাহ্ আর না ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পুত্রত্বকে এ শব্দগুলো প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে বরং ধূলিসাৎ করে। এ আয়াতে ঈসা (আঃ)কে 'আল্লাহ্‌র কলেমা' বলা হয়েছে। কারণ তাঁর (ঈসার) কথা ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। যে ব্যক্তি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সত্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন তাঁকে বলা হয় 'সাইফুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র তরবারী) বা 'আসাদুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র সিংহ)। তেমনিভাবে ঈসা (আঃ)কে 'কলেমাতুল্লাহ্' বলা হয়েছে। কেননা তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেননি বরং আল্লাহ্‌র আদেশ সরাসরি তাঁকে মাতৃগর্ভে এনেছে (১৯ঃ২২)। অধিকন্তু উপরে প্রদত্ত শব্দার্থগুলো ছাড়াও কুরআনে নিম্নলিখিত অর্থেও 'কলেমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যথাঃ (১) চিহ্ন বা নিদর্শন (৬৬ঃ১৩; ৮ঃ৮), (২) শাস্তি (১০ঃ৯৭), (৩) পরিকল্পনা, (৯ঃ৪০), (৪) সুসংবাদ (৭ঃ১৩৮), (৫) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি (১৮ঃ১১০), (৬) কেবল মুখের কথা (২৩ঃ১০১)। এ সব অর্থের কোন একটিও যীশুকে অন্যান্য নবীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করে না। তদুপরি যীশু বা ঈসা (আঃ)কে কুরআনে 'কলেমা' (শব্দ) বলা হয়েছে মাত্র। কিন্তু মহানবী (সাঃ) কে 'যিকর্' (গ্রন্থ বা উত্তম বক্তৃতা) বলা হয়েছে (৬৫ঃ১১,১২) যা বহু বহু 'কলেমা'র সমষ্টি। বস্তুত কলেমাতুল্লাহ্‌র অর্থ যদি আমরা 'আল্লাহ্‌র কথা'ই ধরি তাহলেও বড় জোর আমরা এটুকুই বলতে পারি, আল্লাহ্ নিজেকে ঈসা (আঃ)এর মাধ্যমে প্রকাশিত করেছিলেন, যেমন তিনি অন্যান্য নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। শব্দাবলী আর কিছুই নয়, ভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। শব্দ আমাদের সত্তার অংশ নয়, তাই তা দেহবিশিষ্ট হতে পারে না।

তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে মসীহ্[৪১৫] ঈসা[৪১৬] ইবনে মরিয়ম[৪১৭]। সে হবে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত এবং (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তদের[৪১৮] একজন।

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪৭। আর [ক]সে দোলনায়[৪১৮-ক] ও প্রৌঢ় বয়সে[৪১৮-খ] লোকদের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎকর্মশীলদের একজন।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১১১।

৪১৫। 'আল্ মসীহ্' 'মাসাহা' থেকে উৎপন্ন; 'মাসাহা' অর্থ যে নিজের হাতে বস্তুটির ময়লা মুছে ফেলেছিল। সে এতে তৈল মেখেছিল। সে সারা যমীনে ভ্রমণ করেছিল। আল্লাহ্ তাকে আশিসমন্ডিত করলেন (আকরাব)। অতএব 'মসীহ্' অর্থ ঃ (১) যাকে পবিত্র করা হয়েছে, (২) যিনি অতিমাত্রায় ভ্রমণ করেন, (৩) যিনি আশিসমন্ডিত। হিব্রু 'মাশিয়া' থেকে মেসায়া হয়েছে এবং এ মেসায়ার আরবী রূপ, আল্ মসীহ্। 'মাশিয়া' অর্থ পবিত্রকৃত ব্যক্তি (এনসাই বিব্ ও এনসাই রিল এন্ড এম্)। ঈসা (আঃ)কে এ নাম এজন্যই দেয়া হয়েছিল যে তাঁর জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু ইন্‌জীলের বর্ণনানুযায়ী ঈসা (আঃ) এর কার্যকাল যদি মাত্র তিন বছরই হয়ে থাকে এবং প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার কয়েকটি নগর ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই মসীহ্ নাম তো তাঁর কার্যের সাথে খাপই খায় না। তবে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এ তথ্য উদঘাটিত ও প্রমাণিত হয়েছে, ক্রুশের মর্মান্তিক ঘটনার পর যখন তিনি জখম ও যন্ত্রণার ধাক্কা সামলিয়ে উঠলেন তখন তিনি প্রাচ্যের দূরদেশগুলো ভ্রমণ করতে করতে এবং বনী ইস্‌রাঈল জাতির 'হারানো মেষগুলোর' মাঝে প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে করতে সবশেষে কাশ্মীরে বসবাসরত বনী ইস্‌রাঈলের 'হারানো মেষের' কাছে এসে পৌছলেন। দীর্ঘকাল তিনি এসব এলাকায় ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে। ২০০০ নং টীকা দেখুন। যেহেতু ঈসা (আঃ) এর জন্মে অস্বাভাবিকতা রয়েছে এবং যেহেতু জারয সন্তান মনে করে তাঁকে ঘৃণা করার সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু এরূপ মিথ্যা অপবাদ ও ঘৃণা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে 'পবিত্রকৃত' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, যেমন অন্যান্য সকল নবীই পবিত্রকৃত ছিলেন।

৪১৬। 'ঈসা' নামটি হিব্রু 'ইয়াসূ' শব্দের একটি বিবর্তিত রূপ। 'যিসাস' হলো যেসূয়া শব্দের গ্রীক রূপায়ন (এনসাই, বিব্)। এর বাংলা রূপ হলো যীশু।

৪১৭। ইবনে মরিয়ম, ঈসা (আঃ) এর একটি অতিরিক্ত নাম, আরবীতে যাকে বলা হয় 'কুনিয়াৎ'। ঈসা (আঃ)কে সম্ভবত এ কারণে 'ইবনে মরিয়ম' বলা হয়েছে যে তিনি পিতৃ মাধ্যম ছাড়াই মাতা মরিয়মের গর্ভজাত ছিলেন। তাই মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হওয়াই তাঁর জন্য অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত হয়েছে।

৪১৮। এ কথাটিও অন্যান্য ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান সাধু বান্দাগণ থেকে অধিক উচ্চ মর্যাদায় ঈসা (আঃ) কে ভূষিত করে না। কেননা কুরআনে উচ্চ পর্যায়ের সকল ধার্মিক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৫৬ঃ১১, ১২)।

৪১৮-ক। 'মাহ্‌দ্' শব্দের প্রাথমিক অর্থ, প্রস্তুতির সময় বা অবস্থা, যখন কোনো ব্যক্তি সুন্দর ও পরিপাটিরূপে পূর্ণ-বয়সের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। 'কাহ্‌ল' ও 'মাহ্‌দ্' শব্দ দু'টি একই সাথে ব্যবহৃত হওয়া দ্বারা বুঝা যায়, এ দু'টি সময়ের মাঝখানে কোন মধ্যবর্তী সময় নেই। 'কাহ্‌ল' (মধ্যমবয়স) এর পূর্বেকার সাকল্য সময়টুকুই 'মাহ্‌দ্' (প্রস্তুতি-কাল)।

৪১৮-খ। 'কাহ্‌ল' মানে মধ্যম বয়স, অথবা সেই বয়স যে বয়সে কাঁচা চুলের সাথে পাকা চুল মিশ্রিত হতে থাকে। ত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়স থেকে একান্ন বছর বয়স্ক হওয়ার সময় বা চল্লিশ থেকে একান্ন বয়সের সময়কাল (লেইন ও সালাবী)। এতে প্রমাণিত হলো, ঈসা (আঃ) যৌবনে আকাশে যাননি, বরং তিনি প্রৌঢ়ত্বেও পৃথিবীতে বাণী প্রচার করবেন [তফসীরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)।

ঈসা (আঃ) অতি শিশুকালেই জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কথা বলতেন। এটা কোন আশ্চর্যজনক বা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। বহু মেধাবী, ধীমান শিশু যারা সুপরিবেশে সযত্নে লালিত হয় তাদের মাঝেও এ প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হয়। সমস্ত বাক্যটির অর্থ, তিনি শৈশবে, কৈশোর-যৌবনে এবং মধ্য বয়সে এমন অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন কথাবার্তা বলতেন, যা তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার তুলনায় অধিক উচ্চ স্তরের ছিল। ঈসার জীবনের দু'টি বয়ঃক্রম কালের উল্লেখ এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে যে তাঁর দ্বিতীয় বয়ঃক্রম (কাহ্‌ল) কালের কথা প্রথম বয়ঃক্রম (মাহ্‌দ) কালের কথা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। তখন তিনি মানুষের কাছে নবীরূপে কথা বলবেন। অতএব মরিয়মকে যে সুসংবাদগুলো আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছিলেন তা আসলে এই ছিল, তাঁর পুত্র শুধু যে বুদ্ধি-তেজোদ্দীপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হবেন তা-ই নয়,বরং তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে দীর্ঘজীবনও লাভ করবেন।

★ ৪৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক-কিভাবে আমার পুত্র হবে যেক্ষেত্রে কোন মানুষই আমাকে স্পর্শ[৪১৯] করে নি?' তিনি বললেন, "এভাবেই, আল্লাহ্ যা চান তা সৃষ্টি করেন। খ-কোন বিষয়ে তিনি যখন সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' ✶। অতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়।

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর গ-তিনি তাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা এবং তওরাত ও ইন্‌জীল শিখাবেন।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর ঘ-সে বনী ইস্‌রাঈলের[৪১৯-ক] প্রতি রসূল হবে। (আর সে বলবে,) ঙ-'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শনসহ এসেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পাখিদের[৪২০] (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি[৪২০-ক] থেকে অনুরূপ[৪২০-খ] (এক নমুনা)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ২১; খ. ২ঃ১১৮; গ. ৫ঃ১১১; ঘ. ৪৩ঃ৬০; ৬১ঃ৭; ঙ. ৫ঃ১১১।

৪১৯। পুত্র পাওয়ার সংবাদ যদিও অত্যন্ত সুখকর বিষয়, তথাপি অবিবাহিতা মরিয়মের জন্য এটা ছিল এক বিব্রতকর ব্যাপার। কেননা তাঁর জীবনতো ভবিষ্যতেও অবিবাহিত থাকবার জন্যই নিবেদিত ও নির্দ্ধারিত। এ আয়াত তাঁর মনের হতবুদ্ধি অবস্থাকে যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করছে। এ আয়াতে এও প্রমাণিত হয়, ঈসা (আঃ)এর কোনও পিতা ছিল না। মরিয়মের উক্তি 'কোন মানুষই আমাকে স্পর্শ করেনি' থেকেই তা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মরিয়মের সম্পূর্ণ জীবন উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গীকৃত থাকায় এবং ভবিষ্যতে বিয়ে করা উৎসর্গীত জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন হওয়ায় তাকে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে হবে। যদি তা না হতো এবং তাঁর বিয়ের সম্ভাবনার কথা তাঁর চিন্তায় কখনো আসতো তাহলে তিনি পুত্র-সন্তান পাওয়ার ভবিষ্যৎ সংবাদ ফিরিশ্‌তা থেকে অবগত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হতেন না। 'মরিয়মের সুসমাচারে' আমরা মরিয়মের কুমারী ব্রতের প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্টাক্ষরে দেখতে পাই। উক্ত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে আছেঃ উপাসনালয়ের প্রধান পুরোহিত সাধারণ হুকুম জারি করলেন, উপাসনালয়ে বসবাসকারী যে সকল কুমারী মেয়ের বয়স চৌদ্দ বছর হয়েছে তারা বাড়ীতে ফিরে যাবে। সকল কুমারী এ আদেশ পালন করলো। কিন্তু 'প্রভুর কুমারী মরিয়ম' একমাত্র মেয়ে যিনি উত্তর দিলেন, তিনি এ আদেশ পালনে অসমর্থ। কেননা তিনি এবং তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রভুর নিকট কুমারীত্ব পালনের শপথ নিয়েছেন, যা তিনি কোনও অবস্থায়ই ভঙ্গ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (মরিয়মের সুসমাচার-৫ঃ৪, ৫, ৬)। পরবর্তীকালে যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর শপথের বিরুদ্ধে তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ছেলের মা হওয়ার কারণে অবস্থার চাপে পড়ে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এবং যাজকেরা দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য এ বিয়ের আয়োজন করেছিল। সুসমাচার থেকে একথা বুঝা যায় না, যোসেফকে এ বিয়েতে কীভাবে সম্মত করা হয়েছিল। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ, মরিয়ম যে সে সময়ে সন্তান-সম্ভবা তা যোসেফ মোটেও জানতেন না (মথি-১ঃ১৮, ১৯)। সম্ভবত মরিয়মের শপথ ভঙ্গের কোনও একটা বাহানা আবিষ্কার করা হয়েছিল। ঈসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্তের বিশদ বিবরণ ১৭৫০-১৭৫৫ নং টীকায় দেখুন।

✶['হও'। অতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়' -এ উক্তিটি অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছুর তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্বে রূপান্তরিত হওয়া বুঝায় না। বরং এর অর্থ হলো, যে মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন থেকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তব রূপ নিতে আরম্ভ করে। আর তিনি যা চান পরিশেষে তা নিশ্চয়ই হয়ে যায়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪১৯-ক। 'বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল', এ শব্দগুলো বলে দিচ্ছে, ঈসা (আঃ)এর ধর্ম প্রচার কার্য ও দায়িত্ব ইস্‌রাঈলীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নি (মথি ১০ঃ৫-৬; ১৫ঃ২৪; ১৯ঃ২৮; প্রেরিত ঃ ৩ঃ২৫;২৬ ১৩ঃ৪৬; লুক-১৯ঃ১০; ২২ঃ২৮-৩০)।

৪২০। 'তায়র' অর্থ পাখি। রূপক বা আলঙ্কারিক ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও উর্দ্ধগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পুরুষকে বুঝায়, আর 'দাব্বাহ্' (পোকা) বলতে নিষ্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায় (৩৪ঃ১৫)।

৪২০-ক। 'তীন' অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি। রূপকভাবে 'আত্‌তীন' অর্থ এমন মানুষ যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে তাকে যে কোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণত 'মাটির মানুষ' বলে থাকি।

৪২০-খ। 'হায়য়াত' অর্থ আকৃতি, নমুনা, রূপ, অবস্থান, ধরন, পদ্ধতি (লেইন)।

لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

সৃষ্টি[৪২০-গ] করবো। এরপর আমি এতে ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্র আদেশে[৪২০-ঘ] আমি জন্মান্ধ[৪২০-ঙ] ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান[৪২০-চ] করবো এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের জীবন দান করবো। আর তোমরা কী খাবে[৪২০-ছ] ও তোমাদের বাড়ীঘরে কী জমা করবে তা আমি তোমাদের বলে দিব। তোমরা যদি ঈমান এনে থাক নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।

৪২০-গ। 'খালাকা' অর্থ সে ওজন করলো, নক্শা প্রণয়ন করলো, আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করলো, আল্লাহ্ উৎপন্ন করলেন, সৃষ্টি করলেন বা অস্তিত্ব দান করলেন। এমন বস্তু বা জীবকে বুঝায় যার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না অর্থাৎ তিনিই একে প্রথম সৃষ্টি করলেন (লেইন ও লিসান)।

৪২০-ঘ। বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই, ঈসা (আঃ) মু'জিযা দেখানোর জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আঃ) পাখি তৈরী করে থাকতেন তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কীভাবে ও কেন চুপ করে থাকলো ? আল্লাহ্র কোন নবী পূর্বে এ ধরনের ঐশী-নিদর্শন দেখাননি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, এটা আশ্চর্য নয় কি ? বাইবেলে এ মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর ঈসা (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতো এবং পরবর্তী কালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তা কিছুটা সমর্থন লাভ করতো।

'খাল্ক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্শা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খাল্ক' শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহ্র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায়নি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ গুণটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয়নি (১৩ঃ১৭, ১৬ঃ২১; ২২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক অর্থ সম্মুখে রেখে 'আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর এতে আমি ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে' ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য দাঁড়াবে সাধারণ শ্রেণীর লোক– যাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রয়েছে। তারা যদি ঈসা (আঃ) এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ মার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং বস্তুত তা-ই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ ক'রে বনী ইসরাঈল জাতিতে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের সামর্থ্য লাভ করেছিল। অন্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে রাখতো, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি আরোগ্যদান করবো' কথাটির তাৎপর্য হলো এ সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করতো। ঈসা (আঃ) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। তবে হতেও পারে, ঈসা (আঃ) এ সব রোগীকে সুস্থ করতেন। আল্লাহ্র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসকবিশেষ। তারা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন (মথি-১৩ঃ১৫)। এখানে 'আক্মাহ্' (রাতকানা) অর্থ সেই লোক যারা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় যখন কিরণ দেয় তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে অর্থাৎ পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয় তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ঃ২১)। তেমনিভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে, যার চর্ম স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

'মৃতদের জীবন দান করবো' বাক্যটির অর্থ এ নয় যে ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্য সত্যই জীবিত করে তুলেছিলেন। যারা প্রকৃতই মারা যায় তারা পৃথিবীর বুকে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ২৯; ২৩ঃ১০০-১০১, ২১ঃ৯৬, ৩৯ঃ৫৯-৬০, ৪০ঃ১২, ৪৫ঃ২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা অনুযায়ী নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তন সংঘটিত করেন, একেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'।

---

৪২০ ঙ, ৪২০-চ ও ৪২০-ছ টীকাগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٥١

৫১। আর তওরাতের যা আমার সামনে আছে আমি এর [ক]সত্যায়নকারী[৪২১] রূপে (এসেছি) যেন তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ[৪২১-ক] করা হয়েছিল এর কোন কোনটি আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিই। আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি এক (বড়) নিদর্শনসহ তোমাদের কাছে এসেছি। অতএব আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٥٢

৫২। [খ]নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।"

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝٥٣

৫৩। এরপর ঈসা তাদের মাঝে যখন অস্বীকারের (প্রবণতা) লক্ষ্য করলো সে বললো, [গ]'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' 'হাওয়ারীরা' বললো, 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী[৪২২]। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক, আমরা অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী।

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٤

৫৪। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং এ রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদের (তালিকায়) লিখে নাও।'

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৭; ৬১ঃ৭ ; খ. ৫ঃ৭৩, ১১৮; ১৯ঃ৩৭; ৪৩ঃ৬৫ ; গ.৫ঃ১১২; ৬১ঃ১৫।

৪২০-ঙ। 'আক্‌মাহ্‌' অর্থ রাত্‌কানা জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তি নেই (মুফ্‌রাদাত)।

৪২০-চ। 'উব্‌রিয়ু' 'বারিয়া' থেকে উৎপন্ন। 'বারিয়া' অর্থ সে (অমুক বস্তু বা দোষারোপ থেকে) মুক্তি পেল। 'উবরিয়ু' অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি, আমি অমুককে তার প্রতি আরোপিত দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করি (লেইন)।

৪২০-ছ। বাক্যাংশটির সামগ্রিক অর্থঃ ঈসা (আঃ) তাঁর শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন, দিন যাপনের জন্য তারা কী পরিমাণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খরচ করবে এবং কী পরিমাণ তারা বাঁচাবে অর্থাৎ পরকালে পাবার জন্য খরচ করবে। অন্য কথায় ঈসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তারা ন্যায়ভাবে যা উপার্জন করবে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে এবং আগামী দিনের কথা আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিবে (মথি-৬ঃ২৫-২৬)।

৪২১। ঈসা (আঃ) তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসেছিলেন। তিনি নতুন কোন শরীয়ত (বিধান) নিয়ে আসেননি, বরং মূসা (আঃ) এর শরীয়ত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এসেছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং তাঁর এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন (মথি-৫ঃ১৭-১৮)।

৪২১-ক। এ কথাটায় মূসা (আঃ) এর শরীয়তের কোনও পরিবর্তন সাধনের প্রতি ইঙ্গিত নেই। ইহুদীরা মনগড়াভাবে যেসব বস্তু নিজেদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করেছিল, সেই সব বস্তুকে শরীয়ত মোতাবেক তিনি হালাল ঘোষণা করেছিলেন (৪ঃ১৬১ ৪৩ঃ৬৪)। এ দু'টি আয়াতে জানা যায়, বিভিন্ন ইহুদী ফেরকার (বা দলের) মধ্যে ব্যবহারিক বস্তুর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে মতভেদ প্রবল ছিল এবং তাদের অন্যায়-আচরণ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে তারা আল্লাহ্‌র দানের কোন কোন অংশ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। ঈসা (আঃ) বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে আগমন করে তাদেরকে ভুল-ভ্রান্তিগুলো বুঝিয়ে দিলেন, কোন্‌ পথ সঠিক আর কোন্‌ পথ সঠিক নয় তা-ও বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, তাঁকেই মীমাংসাকারীরূপে মেনে নিলে তারা যেসব স্বর্গীয় অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলো তারা পুনরায় পাবে (কাসীর, ফাত্‌হ্‌ এবং মুহীত)।

৪২২। 'হাওয়ারীউন' হাওয়ারি শব্দের বহু বচন, অর্থ: (১) ধোপা, (২) যে ব্যক্তি পরীক্ষিতভাবে পাপ বা ত্রুটিমুক্ত, (৩) পূত-পুণ্য চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) যে ব্যক্তি সৎভাবে ও বিশ্বস্তরূপে কাজ করে এবং অনুরূপ উপদেশ দেয়, (৫) বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাহায্যকারী, (৬) নবীর সাহায্যকারী বিশিষ্ট বন্ধু (লেইন, মুফ্‌রাদাত)।

৫ [১৩] ১৩ ৫৫। আর [ক]তারা (অর্থাৎ ঈসার শত্রুরা) পরিকল্পনা আঁটলো এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করলেন। আর আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী[৪২৩]।

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

৫৬। (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় [খ]আমি তোমাকে (স্বাভাবিক) মৃত্যু[৪২৪] দিব এবং আমার দিকে তোমাকে [গ]উন্নীত[৪২৪-ক] করবো আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের (দোষারোপ) থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করবো এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান[৪২৪-খ] করবো। এরপর [ঘ]আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয়ে মীমাংসা করবো যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

দেখুন ঃ ক.৮ঃ৩১; ২৭ঃ৫১; খ ৩ঃ১৯৪; ৪ঃ১৬; ৭ঃ১২৭; ৮ঃ৫১; ১০ঃ৪৭; ১০৫; ১২ঃ১০২; ১৩ঃ৪১; ১৬ঃ২৯, ৩৩; ২২ঃ৬; ৩৯ঃ৪৩; ৪০ঃ৬৮; ৪৭ঃ২৮; গ. ৪ঃ১৫৯; ৭ঃ১৭৭; ১৯ঃ৫৮; ঘ.৫ঃ৪৯; ৬ঃ১৬৫; ৩১ঃ১৬; ৩৯ঃ৮।

৪২৩। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করলো, ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে দিয়ে তাঁর 'অভিশপ্ত-মৃত্যু' ঘটাবে (দ্বি, বি, ২১ঃ২৪)। কিন্তু আল্লাহ্ পরিকল্পনা নিলেন ঈসা (আঃ)কে ক্রুশীয়-মৃত্যু থেকে বাঁচাবেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো এবং আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কার্যকরী হলো। কেননা ঈসা (আঃ) ক্রুশে মারা যাননি, মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হলেও জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে অনেক-অনেক বছর পরে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় তিনি কাশ্মীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

৪২৪। 'মুতাওয়াফ্‌ফি', 'তাওয়াফ্‌ফা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবীতে বলা হয়-'তাওয়াফ্‌ফাল্লাহু যায়্‌দান্ অর্থাৎ আল্লাহ্ যায়দের আত্মাকে উঠিয়ে নিলেন, যার মানে, আল্লাহ্ যায়্‌দকে মৃত্যু দিলেন। যেখানে 'আল্লাহ্ কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' কর্ম-বাচক, আর ক্রিয়া হয় 'তাওয়াফ্‌ফা' সেখানে 'তাওয়াফ্‌ফার' অর্থ আত্মাকে নিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুদান করা, এ ছাড়া অন্য কোন অর্থ কখনো হয় না। ইবনে আব্বাস 'মুতাওয়াফ্‌ফিকার' অনুবাদ করেছেন 'মুমিতুকা,' অর্থাৎ আমি তোমাকে মানুষের দ্বারা হত্যা করা থেকে রক্ষা করবো, তোমার জন্য নির্ধারিত পূর্ণ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো এবং তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব, তোমাকে নিহত হতে দিব না (কাশ্‌শাফ)। বস্তুত আরবী ভাষাবিদেরা ঐক্যমত পোষণ করেন যে উপরোক্তভাবে যখন 'তাওয়াফ্‌ফা' ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অন্যরূপ অর্থ কখনো হতে পারে না। সমস্ত আরবী সাহিত্যে এ শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। অনন্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী স্বনামধন্য তফসীরকারক ইবনে আব্বাস, ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে হায্‌ম, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম, ক্বতাদা, ওয়াহ্‌হাব এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ে একমত (বুখারী, তফসীর অধ্যায়, বুখারী, বাদাউল খাল্‌ক অধ্যায়, বিহার, আল্ মুহাল্লা, মাআ'দ পৃঃ ১৯, মনসুর ২য়, কাসীর)। এ শব্দটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে, তেইশটি স্থলেই ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যুর সময় আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে। কেবলমাত্র দু'টি স্থলে ঘুমের মধ্যে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু' স্থলে 'ঘুম' ও 'রাত্রি' শব্দ ব্যবহার দ্বারা 'তাওয়াফ্‌ফাকে' বিশেষিত করা হয়েছে (৬ঃ৬১, ৩৯ঃ৪৩)। এ সত্যকে চাপা দিবার কোনও সুযোগ নেই যে ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, 'মূসা ও ঈসা যদি এখনো জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা আমার অনুসরণ ও অনুগমন করতে বাধ্য হতেন' (কাসীর)। এমন কি তিনি বলেছেন, ঈসা (আঃ) এর বয়স ছিল ১২০ বৎসর (কান্‌যুল উম্মাল)। কুরআনের ৩০টি আয়াত ঈসা (আঃ)এর আকাশে গমন ও সেখানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করার অলীক ধারণাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

৪২৪-ক। 'রাফউন' অর্থ কারো মর্যাদা ও পদবী উন্নীত করা, সম্মান বৃদ্ধি করা। যখন 'রাফউন' (মর্যাদার উন্নতি) আল্লাহ্‌র দিকে হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ কোন সসীম স্থানে সীমাবদ্ধ নন, কোন বস্তু-বিশেষও নন। অতএব শারীরিকভাবে তাঁর দিকে উচ্চারোহণ কোন মতেই সম্ভব নয়। এ শব্দটি মর্যাদাবৃদ্ধি অর্থে কুরআনের ২৪ঃ৩৭, ৩৫ঃ১১ আয়াতদ্বয়েও ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর মর্যাদায় উচ্চারোহণ এ প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা মিথ্যা দাবী করছিল, তারা ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করে অভিশপ্ত বলে প্রমাণ করেছে। কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) ক্ষণিকের জন্যও অভিশপ্ত হতে পারেন না, বরং মর্যাদায় উচ্চ হতে আরো উচ্চে উন্নীত হন।

৪২৪-খ। 'জা'আলা' অর্থ সে প্রস্তুত করলো, সে নিযুক্ত করলো, সে ঘোষণা করলো, সে সম্মানিত করলো (২ঃ১৪৪); সে ধরলো ইত্যাদি (লেইন)।

৫৭। অতএব যারা অস্বীকার করেছে, আমি ইহকালে এবং পরকালেও তাদের কঠোর আযাব দিব। আর (সেদিন) তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে [ক]তিনি তাদের (কৃতকর্মের) পুরস্কার তাদেরকে পুরোপুরি দান করবেন। আর আল্লাহ্‌ যালেমদের পছন্দ করেন না।'

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আমরা একে অর্থাৎ আয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাকে তোমার কাছে পড়ে শুনাচ্ছি।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٩﴾

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের[৪২৫] দৃষ্টান্তের অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি[৪২৫-ক] থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, 'হও'। এতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٠﴾

৬১। [খ](এ হলো) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (নিশ্চিত) সত্য। সুতরাং তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦١﴾

৬২। তোমার কাছে (ঐশী) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও কেউ যদি তোমার সাথে এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করে তবে তুমি বল, 'আস, আমরা আমাদের পুত্রদের, (তোমরা) তোমাদের পুত্রদের, (আমরা) আমাদের নারীদের, (তোমরা) তোমাদের নারীদের, (আমরা) আমাদের নিজেদের (লোকদের) এবং (তোমরা) তোমাদের নিজেদের (লোকদের) [গ]ডেকে আমরা সকাতরে প্রার্থনা[৪২৬] করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ কামনা করি।'

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭৪; ৩৫ঃ৩১; ৩৯ঃ১১,৭০; খ. ২ঃ১৪৮; ৬ঃ১১৫; ১০ঃ৯৫; গ. ৬২ঃ৭, ৮।

৪২৫। 'আদম' সাধারণভাবে মানুষ বা আদম-সন্তানকে বুঝায়। অতএব ঈসা (আঃ)কে অন্যান্য মরণশীল আদম-সন্তানের মতই মাটি থেকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হলো (৪০ঃ৬৮)। অতএব তার ঈশ্বরত্ব কিছুই নেই। তবে 'আদম' বলতে আমরা যদি এখানে আদি-পিতা আদম মনে করি তাহলেও ঈসার সাথে আদমের সেই সাদৃশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে যে পিতার মাধ্যম ছাড়া উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ) এর মাতা থাকার কারণে সাদৃশ্য ব্যাহত হয়নি। কেননা তুলনা একেবারে সর্বপ্রকারের পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না।

৪২৫-ক। অন্যত্র কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে (৬ঃ৩)। মাটি ও কাদামাটি দু'টি ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য হলো, যখন 'মাটি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন (স্বর্গীয়-পানি) 'ওহী' বুঝায় না এবং যখন 'কাদামাটি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন ঐশীবাণীর (স্বর্গীয়-পানির) প্রতিও ইঙ্গিত করে।

৪২৬। খৃষ্টান মতবাদ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা এ আয়াতে এসে শেষ হয়েছে। নাজ্‌রানের ষাটজন খৃষ্টানের একটি দল আব্দুল মসীহ্‌ (আল্‌ আকীব নামে পরিচিত) এর নেতৃত্বে মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)এর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করে। ঈসা (আঃ) এর তথাকথিত 'ঈশ্বরত্ব' নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হওয়ার পরও যখন খৃষ্টানরা যুক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে তাদের মিথ্যা-বিশ্বাসে এর প্রতি জেদ করতে লাগলো তখন আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী রসূলে পাক (সাঃ) শেষ চিকিৎসা হিসেবে তাদেরকে প্রার্থনা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন, যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় 'মুবাহালা' বলে। অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস অবলম্বনকারীর উপর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। নিশ্চয় এ-ই হলো সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

৬ [৯] ১৪

৬৪। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (জেনে নিও) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত) হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হলো এই), আমরা যেন আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে [ক]আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি।' এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তোমরা (তাদের) বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারী[৪২৬-ক]।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৩১।

আল্লাহ্‌র অভিশাপ চেয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই প্রার্থনা করে এর ফলাফল দ্বারা সত্য নির্ণয় করা হবে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্টানেরা তাদের বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত ছিল না, সেহেতু এ 'মুবাহালা'তে তারা সম্মত হলো না এবং পরোক্ষভাবে তাদের বিশ্বাসের অসত্যতাকেই স্বীকার করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আলোচনা চলাকালে মহানবী (সাঃ) স্বীয় মসজিদে সেই খৃষ্টানদেরকে তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা পূর্বমুখী হয়ে প্রার্থনা করেছিল। ধর্মের ইতিহাসে এরূপ পরধর্ম-সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না (যুরকানী)।

৪২৬-ক। অনেকেই ভুলবশত মনে করেন, এ আয়াত ইসলামের সাথে খৃষ্টান-ইহুদী ধর্মের একটা সমঝোতার ভিত্তি প্রদান করেছে। তারা যুক্তি দেখান, সেই ধর্ম দু'টিও যদি আল্লাহ্‌র একত্বকে মানে ও তা-ই প্রচার করে তাহলে ইসলামের অন্যান্য বিশ্বাস যা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। এটা অভাবনীয় বিষয়, পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে যাদের মিথ্যা বিশ্বাসগুলোর কারণে তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হলো, এমনকি তাদের প্রতি 'মুবাহালা'র চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হলো, তাদেরই সাথে কি বিশ্বাসের ব্যাপারে সমঝোতা হতে পারে? মহানবী (সাঃ) এ আয়াত উল্লেখপূর্বক হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রচারপত্র লিখেছিলেন এবং একই পত্রে তাকে তিনি অতি জোরালোভাবে ইস্‌লাম গ্রহণেরও তাকিদ দিয়েছিলেন। এমনকি ইসলাম গ্রহণ না করলে তার উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হবে বলেও তিনি সতর্ক করেছিলেন (বুখারী)। এতে বুঝা যায়, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকারের দ্বারা সম্রাট হিরাক্লিয়াস ঐশী-শাস্তি হ'তে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য হতেন না, এটাই ছিল মহানবী (সাঃ)এর অভিমত। বাস্তবিক পক্ষে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে ইসলামের সত্যতা নির্ণয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত সহজ ও সরল পন্থা বলে দিয়েছে মাত্র। আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার করা সত্ত্বেও খৃষ্টানরা যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করে। ইহুদীরা গোঁড়া একত্ববাদী বলে দাবী করা সত্ত্বেও তাদের পুরোহিত পীরদের তারা অন্ধের মত অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে রেখেছে, আর এটাই তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ আয়াতে তাদেরকে সেইসব মিথ্যা-খোদার উপাসনা ছেড়ে তাদেরকে মূল ও খাঁটি তৌহীদকে অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে যা এখন কেবল ইসলামেই জীবন্তভাবে মজুদ রয়েছে। অতএব ধর্মীয় সমঝোতা স্থাপনের পরিবর্তে এ আয়াত তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে আহ্বান করেছে যে আল্লাহ্‌র একত্বকে, বাহ্যিকভাবে হলেও সাধারণ ভিত্তিস্বরূপ ধরে, ধর্মগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করা যেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে ইসলামের সত্যতায় পৌঁছানো যেতে পারে। এটা তাদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের জন্য এক আমন্ত্রণ বিশেষ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ আয়াতকে অবলম্বন ও উদ্ধৃত করে মহানবী (সাঃ), বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, যে পত্র হিরাক্লিয়াস, মিশর-রাজ মুকাওকিস ও অন্যান্য শাসকবর্গকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, সেই পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে বুখারী শরীফে পত্রটির যে 'পাঠ' (টেক্সট্‌) লিপিবদ্ধ আছে, সেই আবিষ্কৃত পত্রটিতে অবিকল সেই শব্দাবলীই রয়েছে, একটুও অমিল নেই (আর, রিল, ভল, ৫নং ৮)। এ ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে বুখারী শরীফের হাদীসমূহের বিশুদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং একইভাবে অন্যান্য সংকলিত সহীহ্‌ হাদীসসমূহের সত্যতার প্রমাণও বহন করে।

৬৬। হে আহলে কিতাব! [ক]তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল নিঃসন্দেহে তার (অনেক) পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। শুন! তোমরাই এমন লোক যারা সেই বিষয়ে বিতর্ক করেছিলে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু (এখন) কেন তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করছ, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই[৪২৭] নেই? আর আল্লাহ্‌ই জানেন এবং তোমরা জান না।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং [খ]খৃষ্টানও ছিল না। কিন্তু সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) [গ]সদা বিনত আত্মসমর্পণকারী। আর সে (কখনো) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। নিশ্চয় মানুষের মাঝে ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্ঠতম তারাই, যারা তাকে অনুসরণ করে। আর [ঘ]এই নবী এবং (তার প্রতি) যারা ঈমান এনেছে তারাও (ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্ঠতম)। আর আল্লাহ্‌ মু'মিনদের অভিভাবক।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। [ঙ]আহলে কিতাবের একদল আকাঙ্ক্ষা করে, হায়! তারা যদি তোমাদের পথভ্রষ্ট[৪২৭-ক] করে দিতে পারতো। তারা তো কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করছে, কিন্তু তারা (তা) উপলব্ধি করে না।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। [চ]হে আহলে কিতাব! তোমরা দেখেও কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করছ[৪২৭-খ]?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭ [৮] ১৫

৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা জেনেশুনে[৪২৭-গ] [ছ]কেন সত্যকে মিথ্যার (সাথে মিশিয়ে তা) সন্দেহপূর্ণ কর এবং [জ]সত্যকে গোপন কর?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٢﴾ ع ٨

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৪০ ; খ. ২ঃ১৪১ ; গ. ৩ঃ৯৬; ৪ঃ১২৬; ৬ঃ১৬২; ১৬ঃ১২১, ১২৪; ঘ. ১৬ঃ১২৪; ঙ. ৪;৯০; চ. ৩ঃ৯৯; ছ. ২ঃ৪৩; জ. ২ঃ৪৩।

৪২৭। ইব্‌রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত বিবরণ নিয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে ঝগড়া-বিবাদ করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা তিনিতো তওরাত, ইন্‌জীল আসার বহু পূর্বেই গত হয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সেই দু'টি গ্রন্থে পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধও নেই।

৪২৭-ক। ইসলামের সরলতা, স্পষ্টতা ও পরিপূর্ণতা আহলে-কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) মনে এমন প্রশংসার উদ্রেক করে যে তারা এর দিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণতা ও শক্রভাবাপন্নতার কারণে তাদের এ আকর্ষণ বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে তাদের ইচ্ছা হয় মুসলমানেরাও যদি তাদেরই মত হতো!

যালাল শব্দটিকে 'ধ্বংস' অর্থে গ্রহণ করলে (৪০ ঃ ৩৫) 'ইউযিল্লুনাকুম' (তোমাদের বিপথগামী করতে চায়) এর অর্থ দাঁড়াবে 'তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়'। এরূপ অর্থের ক্ষেত্রে পরবর্তী বাক্যংশ- 'ওয়া মা ইউযিল্লুনা ইল্লা আন্‌ফুসাহুম' এর অর্থ দাঁড়াবে, 'মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে চাইলে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে'।

৪২৭-খ। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু যে নিজে সে নিদর্শনের সাক্ষী হয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য এটা অধিক জঘন্য।

৪২৭-গ। আহলে কিতাবের ধর্মগুলোতে আঁ হযরত (সাঃ) এর যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর আলোকে বিচার করলে তারা নিশ্চয় বুঝতে পারতো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ই সেই প্রতিশ্রুত নবী। কিন্তু ঈর্ষা ও শক্রতার মনোভাব, ঔদ্ধত্য ও তাদের পূর্ব-ধারণার দরুন তারা তাঁকে (সাঃ) স্বীকার করলো না এবং তারা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ করে অবিমিশ্র সত্যকেও গ্রহণ করলো না।

৭৩। আর আহলে কিতাবের একদল বলে, 'মু'মিনদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা এর প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান এনো এবং এর শেষ ভাগে অস্বীকার করো যেন তারা ফিরে[৪২৮] আসে।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

★ ৭৪। আর [ক]যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনো না'। (হে নবী) বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত। মোদ্দা কথা হলো, তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত। অন্যথায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের [খ]সামনে তোমাদের সাথে বিতন্ডা করার[৪২৮-ক] অধিকার তাদের থাকবে'। তুমি বল, 'নিশ্চয় সব কল্যাণ[৪২৮-খ] [গ]আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ[৪২৮-গ]।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৭৫। তিনি [ঘ]তাঁর কৃপার জন্য যাকে চান বিশেষভাবে বেছে নেন। আর আল্লাহ্ মহা কল্যাণের অধিকারী।'

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৬। আর আহলে কিতাবের মাঝে এমন (মানুষ)ও আছে, যার কাছে তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। তাদের মাঝে আবার এমন (মানুষ)ও আছে, যার কাছে তুমি এক দীনারও আমানত রাখলে তুমি তার

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১২১; খ. ২ঃ৭৭; গ. ৫৭ঃ৩০; ঘ. ২ঃ১০৬।

৪২৮। ইহুদীদের ধর্মজ্ঞানের জন্য পৌত্তলিক আরবেরাও তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখতো। ইহুদীরা এর অসঙ্গত সুযোগ নিল এবং মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা বাহ্যিকভাবে দিনের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করে দিনের শেষ ভাগে তা ত্যাগ করার কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করলো। এরূপভাবে কিছু দিন চললে ইসলাম গ্রহণকারী সরলমনা আরবেরা মনে করবে, ইসলামের মাঝে নিশ্চয় গুরুতর কোনও দোষ আছে, তা না হলে এ ইহুদী আলেমরা তা গ্রহণপূর্বক এত তাড়াতাড়ি বর্জন করলেন কেন। কিন্তু পরিতাপ ইহুদী ওলামার জন্য! তারা বুঝতে পারেনি, কি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে কত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল তাঁদের হৃদয়।! তাঁরা আর কি কখনো অন্ধকারে ফিরতে পারে?

★ ৪২৮-ক। [এ আয়াত আমাদের জানাচ্ছে মহানবী (সা:) এর বিরুদ্ধে কেবল এ কারণে বিতন্ডা করার অধিকার ইহুদীদের ছিল না যে তাঁকে যে হেদায়াত প্রদান করা হয়েছিল তা অবিকল তাদেরকে দেয়া হেদায়াতের মত কেন নয়। পক্ষান্তরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার মুসলমানদেরই থাকতো যদি এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) ঐশী শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হতো। কারণ সেক্ষেত্রে আহলে কিতাবের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষপাতিত্ব সাব্যস্ত হতো। উভয় শরীয়তের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য দেখিয়ে তারা (ইহুদীরা) যে আপত্তি উত্থাপন করে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪২৮-খ। 'ফযল' বা কল্যাণ বলতে এখানে 'নবুয়ত'কে বুঝাতে পারে।

৪২৮-গ। (১) "আর যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোনা"- এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটিরও সম্প্রসারিত অংশ। এরপর এসেছে একটি অন্তবর্তী বাক্য "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত। মুদ্দা কথা হলো, তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত।" এরপর ইহুদীদের বক্তব্য আবার শুরু হলো, "অন্যথায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতন্ডা করার অধিকার তাদের থাকবে।" সর্বশেষ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

(মাথার) ওপর দাঁড়িয়ে না থাকা পর্যন্ত সে তা তোমাকে ফেরৎ দিবে না। এর কারণ হলো, তারা বলে, 'উম্মীদের[৪২৯] ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) কোন পথ নেই।' আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। প্রকৃতপক্ষে যে নিজ [ক]অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে (সে-ই মুত্তাকী)। সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার ও নিজেদের কসম [খ]অল্প মূল্যে বিক্রী করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। আর কিয়ামত দিবসে [গ]আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে[৪৩০] (ফিরেও) তাকাবেন না এবং তিনি তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর নিশ্চয় তাদের (অর্থাৎ আহলে কিতাবের) মাঝে এমনও [ঘ]এক দল আছে, যারা কিতাব[৪৩১] (পাঠের) বেলায় নিজেদের স্বরকে (এমনভাবে) বদলায় যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশই নয়। আর তারা বলে, 'এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা (বানিয়ে) বলে।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ২; ৬ঃ১৫৩; ১৩ঃ২১; ১৬ঃ৯২; ১৭ঃ৩৫; খ. ২ঃ৪২; গ. ২ঃ১৭৫; ২৩ঃ১০৯; ঘ. ২ঃ৭৬; ৪ঃ৪৭; ৫ঃ৪২।

আয়াতটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ দিয়ে সমাপ্ত হলো- "নিশ্চয় সব কল্যাণ আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী ও সর্বজ্ঞ।" এরূপ প্রকাশ-ভঙ্গী কুরআনের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে মনস্তাত্বিক প্রভাব-বিস্তার সম্ভব হয়ে থাকে। অন্য ব্যাখ্যা মতে, 'আল্লাহ্‌র (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত' বাক্যটি অন্তবর্তী এবং পরবর্তী কথাগুলো "তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত। অন্যথায় তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতন্ডা করার অধিকার তাদের থাকবে" ইহুদীদের বক্তব্যের অংশ বলে গণ্য হবে। (৩) আবার তৃতীয় ব্যাখ্যানুসারে, ইহুদীদের বক্তব্য, " যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোনা"- এ বাক্যটি দিয়েই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর বাকী সব কথাই আল্লাহ্ তাআলার নিজ বক্তব্য। বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজী বা উর্দু-তফসীরের বৃহত্তর সংস্করণ দেখুন।

৪২৯। মহানবী (সাঃ) এর আগমনকালে ইহুদীদের মাঝে একটা ধারণা শিকড় গেড়েছিল, অ-ইহুদী আরবদের ধন-সম্পদ লুট করলে তাদের কোন পাপ হবে না। কেননা তারা বিধর্মী। সম্ভবত ইহুদীদের সুদ গ্রহণ আইনের মধ্যেই এ ধারণাটির জন্ম হয়েছিল। কেননা এ আইনের মাঝেই ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে ভীষণ হিংসা ভরা তারতম্য রয়েছে (যাত্রাপুস্তক-২২ঃ২৫, লেভী-২৫ঃ৩৬,৩৭; দ্বিতীয়-২৩ ঃ ২০)।

---

৪৩০ ও ৪৩১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٨٠﴾

★ ৮০। কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব[৪৩২] নয় যে আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ত দান করবেন (এবং) এরপর [ক]সে লোকদের বলবে, 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও।' বরং (সে এটাই বলবে), 'তোমরা রব্বানী[৪৩২-ক] হও। কেননা তোমরা কিতাব শিখিয়ে থাক এবং তোমরা (তা) অধ্যয়নও[৪৩২-খ] করে থাক।'

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। আর সে তোমাদের এ আদেশও দিতে পারে না, তোমরা ফিরিশ্‌তাদের ও নবীদের প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর। তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাওয়ার পরও কি সে তোমাদের কুফরী করার আদেশ দিবে?

৮ [৯] ১৬

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ

৮২। আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ [খ]যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই বলে) অঙ্গীকার[৪৩৩] নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তোমাদের দিই, এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী[৪৩৩-ক] কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে'? তারা বললো, '(নিশ্চয়) আমরা

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১১৭, ১১৮; খ. ৫ঃ১৩।

৪৩০। আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়ার কথা, প্রীতির চাওনি ও অনুগ্রহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখাবেন না, তাদেরকে পাপ-মুক্ত বলেও ঘোষণা করবেন না।

৪৩১। রসূলে করীম (সাঃ)এর সময়ে ইহুদীদের একটি কদাচার ছিল, তারা এমনভাবে উচ্চারণ ও ভঙ্গি করে হিব্রু গ্রন্থ পাঠ করতো বা উদ্ধৃত করতো, যাতে শ্রোতৃমন্ডলী মনে করতো তারা তওরাত পাঠ করছে। অথচ এ বাক্যমালা বা পঠিত অংশ মোটেই তওরাতের অংশ ছিল না। এ আয়াতে ইহুদীদের সেই মিথ্যা ও কদাচারের কথা বলা হয়েছে। 'কিতাব' শব্দটি এখানে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার 'হিব্রুভাষার পুস্তকাংশ' অর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তওরাত অর্থে। হিব্রু ভাষার পুস্তকাংশকে 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত করার কারণ হলো, ইহুদীরা একেও তওরাত পাঠ নামেই চালিয়ে দিতে চাইতো।

৪৩২। 'মা কানা লাহু' শব্দগুলো তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ (১) এ কাজ করা তার শোভা পায় না, (২) এটা বা এরূপ করাটা তার পক্ষে সম্ভব নয় বা যুক্তিতে আসে না যে সে এটা করেছে, (৩) সে এটা বা এরূপ করতে (দেহিক বা মানসিকভাবে) অক্ষম।

৪৩২-ক। 'রব্বানীয়ীন' হচ্ছে 'রব্বানী' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ ঃ (১) যিনি ধর্ম কাজে নিয়োজিত থাকেন কিংবা ধর্মীয় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, (২) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে, (৩) যিনি ধর্মজ্ঞানে পান্ডিত্য রাখেন, ভাল ও ধার্মিক লোক, (৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ধাপগুলো শিখিয়ে মানুষকে উচ্চধাপের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন, (৫) প্রভু বা নেতা, (৬) সংস্কারক [লেইন, সিবাওয়াইহ্ (Sibawaih)এবং মুবাররাদ]।

৪৩২-খ। 'কেননা তোমরা কিতাব শিখিয়ে থাক এবং তোমরা (তা) অধ্যয়নও করে থাক' বাক্যটি এ উপদেশ দিচ্ছে, যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছেন, অন্যান্যদেরকেও তাদের তা শিখানো উচিত যাতে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না থাকে।

৪৩৩। 'মীসাকু ন্নাবীঈন' (নবীগণ থেকে গৃহীত অঙ্গীকার) দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে নবীগণের চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায় অথবা নবীগণের মাধ্যমে তাঁদের উম্মত থেকে গৃহীত চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায়। এস্থলে শব্দগুলো শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ 'মীসাকুন্নাবীঈন' এর স্থলে অন্য একটি পঠন যা উবাই বিন কাব এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ দ্বারা সমর্থিত, তা হলো 'মীসাকাল্লাযীনা উতুল কিতাব' যার অর্থ, তাদের অঙ্গীকার, যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল (মুহীত)। এ অর্থ পরবর্তী শব্দগুলো অর্থাৎ 'তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই এর প্রতি ঈমান আনবে' এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ্‌র নবীগণ মানুষের কাছে এসেছেন, তাদের নবীগণের কাছে নয়।

৪৩৩-ক টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

স্বীকার করলাম।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী[৪৩৩-খ] থাকলাম’।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৮৩। [ক]অতএব এ (অঙ্গীকারের) পর যারা ফিরে যাবে তারাই হবে দুষ্কর্মপরায়ণ।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

৮৪। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র ধর্মের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারাই আছে তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়[৪৩৪] হোক তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর তাঁরই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

৮৫। তুমি বল, [খ]‘আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনি। আর আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও (তাদের) বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের[৪৩৫] পক্ষ থেকে মূসাকে, ঈসাকে এবং (অন্যান্য) নবীদের যা প্রদান করা হয়েছে (আমরা তাতেও ঈমান আনি)। আমরা এদের[৪৩৫-ক] কারো মাঝে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী’।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৮; ২৪ঃ৫৬ ; খ. ২ঃ১৩৭, ২৮৬।

৪৩৩-ক। এখানে ‘মুসাদ্দিক’ শব্দটি সত্যনবী থেকে মিথ্যা দাবীকারকের পার্থক্য নিরূপণের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ‘মুসাদ্দিক’ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, ‘যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে’ এবং এখানে এটাই সঠিক অর্থ। কেননা পূর্বে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নবাগত নবী সত্যায়ন করেন এবং এর দ্বারা তাঁর দাবী সত্যায়িত হয়।

৪৩৩-খ। এ আয়াতটি যদিও অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তথাপি এটি হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ। আয়াতটি একটি সাধারণ নিয়ম বলে দিয়েছে। প্রত্যেক নবীর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী নবী তাঁর শিষ্যদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে যান যে পরবর্তী সময়ে যে নবী আসবেন তাঁকে যেন তারা অবশ্য-অবশ্যই গ্রহণ করে। যদি একটি মাত্র জাতির ধর্ম-পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে কোন নবী আসেন, যেমন ঈসা ও অন্যান্য ইসরাঈলী নবী (আঃ) তাহলে কেবলমাত্র সেই জাতির জন্য তাঁকে মান্য করা ও সাহায্য করা বাধ্যকর। কিন্তু সকল জাতির সকল ধর্মগ্রন্থ যদি একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেমনটা মহানবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, তাহলে সেই নবীকে গ্রহণ করা ও সাহায্য করা সকল জাতির জন্যই অত্যাবশ্যকীয়। আঁ হযরত (সাঃ) যে কেবলমাত্র ইসরাঈলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন, (যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৫, দ্বিতীয়-১৮ ঃ ১৮; ৩৩ ঃ ২; যোহন- ১৪ ঃ ২৫, ২৬ ঃ৭-১৩) তা-ই নয়, বরং আর্য্য-মুনিদের, বৌদ্ধ ও যরথুস্ত্রী ধর্মনেতাদের বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরই (সাঃ) আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে (শাফ্‌রাং দাসাতির, পৃঃ ১৮৮ শিরাজী প্রেস, দিল্লী জামাস্পি, প্রকাশক নিজামুল মুশায়েখ, দিল্লী ১৩৩০ হিজরী)।

৪৩৪। এ বিশ্ব-জগতে মানুষ যেমন প্রকৃতির আইন মানতে বাধ্য এবং তার অভিজ্ঞতা বলে দেয়, এ বাধ্যবাধকতার মাঝেই সে বহুবিধ উপকার পেয়ে থাকে, তেমনি এটাও সমভাবে যুক্তিযুক্ত যে এতে তার কিছুটা স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তার উচিত আল্লাহ্‌র আইনের ও আদেশের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত হওয়া।

৪৩৫। ইহুদীরা ইসরাঈলী নবীদের ছাড়া অন্য নবীগকে অস্বীকার করে। কুরআনে তাদের উক্তি–‘যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোনা’ (৩ঃ৭৪)–সে কথাই প্রকাশ করে। তাদের বিরুদ্ধে এখানে যুক্তিযুক্তভাবে সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, তারা যেখানে বনী ইসরাঈলের নবী ছাড়া অন্য কোন নবীকেই স্বীকার করেনি, সেখানে ইসলাম স্বীয় অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে তারা যেন সর্বকালের, সর্বজাতির, সর্বদেশের ও সর্ব সম্প্রদায়ের নবীগণকেই বিনা ব্যতিক্রমে স্বীকৃতি দান করে। এ বিশ্বাস ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য দান করেছে।

৪৩৫-ক টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৬। আর [ক]কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করতে চাইলে তার পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। আল্লাহ্ সেই জাতিকে কেমন করে হেদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে, অথচ নিশ্চয় এ রসূল সত্য বলে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও এসেছিল[৪৩৬]? আর আল্লাহ্ অত্যাচারী লোকদের হেদায়াত দেন না।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এদেরই (কর্মের) প্রতিফল হিসেবে [খ]এদের ওপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র, ফিরিশ্‌তাদের এবং সব মানুষের অভিসম্পাত।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। [গ]এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। এদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং এদের অবকাশও দেয়া হবে না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। তবে এরপর [ঘ]যারা তওবা করবে এবং (নিজেদের) শুধরে[৪৩৬-ক] নিবে তাদের কথা ভিন্ন। সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯১। [ঙ]ঈমান আনার পর যারা অস্বীকার করেছে (এবং) এরপর তাদের অস্বীকারের প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে তাদের তওবা কখনো গ্রহণ[৪৩৭] করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩١﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২০; ৫ঃ৪; খ. ২ঃ১৬২; ৪ঃ৫৩; ৫ঃ৭৯; গ. ২ঃ১৬৩ ; ঘ. ২ঃ১৬১; ৪ঃ১৪৭; ৫ঃ৪০, ২৪ঃ৬; ঙ. ৪ঃ১৩৮; ৬৩ঃ৪।

৪৩৫-ক। 'আমরা এদের কারো মাঝে তারতম্য করি না' বাক্যের অর্থ এটা নয় যে তাঁদের (নবীদের) মধ্যে মর্যাদার তারতম্য নেই। কেননা এ কথা কুরআনের ২ঃ২৫৪ আয়াতের পরিপন্থী। বাক্যটির আসল অর্থ হলো, তাঁদের সকলকে আমরা 'নবী' হিসেবে বিশ্বাস করি এবং এ বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন তারতম্য করি না।

৪৩৬। যে সব লোক একজন নবীর সত্যতায় বিশ্বাস এনে খোলা-খুলিভাবে তা প্রথমে প্রকাশ করে এবং স্বর্গীয় নিদর্শনের সাক্ষ্যও দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের ভয়ে ও দুনিয়ার লোভে সেই নবীকে অস্বীকার করে, তারা নিশ্চয় পুনরায় সত্য পথে পরিচালিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অথবা এর তাৎপর্য এও হতে পারে, যারা পূর্বেকার নবীগণকে বিশ্বাস করে অথচ মহানবী (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে ধার্মিক বলে গৃহীত হবে না। কেননা ইসলামের আগমনে সেইসব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে এবং সেইসব ধর্মের চিরসত্যগুলো ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছে।

৪৩৬-ক। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য কেবলমাত্র দুঃখ প্রকাশ ও অনুশোচনাই আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে কুপথ অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকার সত্যিকার প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্যদেরকে সৎপথে আনার দৃঢ় ও কার্যকর প্রতিজ্ঞা গ্রহণও ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন।

৪৩৭। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে ধর্মত্যাগীদের অনুশোচনা ও ফিরে আসা কখনো গৃহীত হবে না। কেননা, ৩ঃ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে, অনুশোচনা সকল পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য। এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা কেবল মুখে মুখে অনুশোচনা করে, অথচ অনুশোচনা দ্বারা নিজেদের জীবনে সত্যিকারের কোনও বাস্তব পরিবর্তন আনে না, বরং অবিশ্বাসীদের মত আচরণেই লিপ্ত থাকে।

৯২। নিশ্চয় [ক]যারা অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকারকারী থাকা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবী পরিমাণ সোনাও গ্রহণ করা হবে না যদিও সে মুক্তিপণ হিসেবে তা দিতে চায়। এদেরই জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে এবং এদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৯ [১১] ১৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩٢﴾

চতুর্থ পারা

৯৩। [খ]তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে(আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য[৪৩৮] অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

৯৪। তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকূব) নিজের জন্য যেসব (খাদ্য) নিষিদ্ধ করেছিল তাছাড়া (অন্যান্য) সব খাদ্য বনী ইসরাঈলের[৪৩৯] জন্য বৈধ[৪৪০] ছিল। তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তওরাত আন এবং তা পড়ে দেখ।'

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব এর পরও[৪৪১] যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারাই যালেম।

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং (আল্লাহ্‌র প্রতি) [গ]সদা বিনত[৪৪২] ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য [ঘ]প্রথম যে ঘরটি* বানানো হয়েছিল সেটি বাক্কায় অবস্থিত[৪৪৩]। এ (ঘরটি) বরকতপূর্ণ এবং বিশ্বজগতের জন্য হেদায়াতের কারণ।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬২; ৪ঃ১৯; ৪৭ঃ৩৫; খ. ৯ঃ৩৪, ১১১; ৬৩ঃ১১; গ. ৩ঃ৬৮; ঘ. ৫ঃ৯৮; ২৭ঃ৯২; ২৮ঃ৫৮; ২৯ঃ৬৮; ১০৬ঃ৪, ৫।

৪৩৮। সত্যিকার বিশ্বাস যা সকল মঙ্গলের ও সকল পুণ্য কর্মের উৎস তা অর্জন করতে হলে বিশ্বাসীকে সকল আরাম-আয়েশ ও প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভালবাসার বস্তুকে বিলিয়ে দিতে হবে। সত্যিকার কুরবানীর চেতনা হৃদয়ে না থাকলে নৈতিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায় না।

৪৩৯। ইয়াকূব (জেকব)কে দিব্যদর্শনে (কাশ্‌ফে) ইস্‌রাঈল নামে অভিহিত করা হয়েছিল (আদি পুস্তক-৩২ঃ২৮)।

৪৪০। কোন কোন খাদ্য-বস্তু, যা ইস্‌রাঈলীরা খেত না, ইসলামে সেগুলো খাওয়ার অনুমতি আছে। সেরূপ একটি বস্তু হলো পশুর নিতম্ব-মাংস, যার উল্লেখ আদিপুস্তক ৩২ঃ৩২-তে আছে। ইয়াকুব (আঃ) নিতম্ব-বেদনায় (সায়াটিকা) ভুগতেন। তাই তিনি ডাক্তারী-কারণে নিজে পশুর নিতম্ব-মাংস খেতেন না। এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বনী ইস্‌রাঈল এটাকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করে নিয়েছিল।

৪৪১। 'যালিকা' বলতে উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যকে বুঝানো হয়েছে। এ কথা বলা, আল্লাহ্ তাআলা অমুক-অমুক বস্তু খেতে বারণ করেছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা বারণ করেননি, নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল।

৪৪২। (আল্লাহ্‌র প্রতি) 'সদা বিনত ইব্‌রাহীম'-এ কথা বলে আয়াতটি বুঝাতে চায় তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনো কোন খাদ্য বস্তুকে নিষিদ্ধ করেননি, যেমনটি করে ইহুদীরা। আয়াতটির মর্মার্থ হলো, এ বিষয়ে ইসলাম ইহুদীদের সাথে মতভেদ করে নবীগণের পথ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যায়নি, বিশেষ করে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধেতো নয়ই।

৪৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৮। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। এটি [ক]ইব্‌রাহীমের মর্যাদা (নির্দেশক)। আর [খ]এতে যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে [গ]এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের জন্য ফরয, (অর্থাৎ তাদের জন্য) যারা সে (ঘর) পর্যন্ত যাওয়ার[৪৪৪] সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে অস্বীকার করে (সে যেন স্মরণ রাখে) আল্লাহ্ নিশ্চয় বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾

৯৯। তুমি বল, [ঘ]'হে আহ্‌লে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করছ, অথচ তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ এর সাক্ষী'[৪৪৫]?

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾

১০০। তুমি বল, 'যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাকে [ঙ]বাধা দিচ্ছ? তোমরা এ (পথে) বক্রতা[৪৪৬] সৃষ্টি করতে চাও, অথচ তোমরাই (এর সত্যতার) সাক্ষী। আর তোমরা যা-ই করছ আল্লাহ্ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০১। [চ]হে যারা ঈমান এনেছ! যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা তাদের যে কোন এক দলের আনুগত্য করলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদের কাফিরে পরিণত করে ফেলবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০২। আর তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে তাঁর রসূলও (বিদ্যমান) রয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার? আর আল্লাহ্‌কে যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে[৪৪৭] তাকে অবশ্যই [ছ]সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হবে।

১০ [১০] ১

وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۰۲﴾ ع

দেখুন ঃ ক.২ঃ১২৬ ;খ. ১৪ঃ৩৬; ২৮ঃ৬৮; ২৯ঃ৬৮ ;গ. ২২ঃ২৮ ;ঘ. ৩ঃ৭১ ;ঙ. ৭ঃ৪৬, ৮৭; ৮ঃ৪৮; ৯ঃ৩৪; ১৪ঃ৪; ২২ঃ২৬ ;চ. ২ঃ১১০; ৩ঃ১৫০; ছ.৪ঃ১৪৭, ১৭৬।

৪৪৩। মক্কা উপত্যকারই অপর এক নাম 'বাক্কা'। 'মক্কা'র 'ম' পরিবর্তিত হয়েছে 'ব'তে। এ দু'টি অক্ষর ('মীম্' ও 'বা') পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন 'লাজিম' থেকে 'লাজিব'। কুরআন এখানে আহ্‌লে কিতাব বা গ্রন্থধারীদের (খৃষ্টান ও ইহুদীদের) দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছে যে মক্কাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন, সত্য ও আদি ধর্ম-কেন্দ্র, যা আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে ধর্মশালা অবলম্বন করেছিল তা পরবর্তী কালের ব্যাপার। ২ঃ১২৮ আয়াত দেখুন।

✶ [এখানে 'প্রথম ঘর' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য বানানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র জন্য বানানো হয়েছে বলা হয় নি। এতে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে যখন সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করলো তখন খানা কা'বার প্রথম নির্মাণ মানুষকে সভ্যতা ও সামাজিকতা শিখানোর মাধ্যমে পরিণত হলো। তাই এখানে 'মক্কা' শব্দের পরিবর্তে 'বাক্কা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মক্কার প্রাচীন নাম। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৪৪৪। কা'বা গৃহের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে, কা'বাকে 'কিব্‌লা বা আল্লাহ্‌র ধর্মের চিরস্থায়ী কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার তিনটি কারণ আছেঃ (ক) নবীগণের পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহীম (আঃ) এখানেই প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বংশে যেন নবীগণের উদ্ভব হয়, (খ) মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, (গ) এটা সেই তীর্থস্থান যেখানে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোকেরা কেয়ামত পর্যন্ত তীর্থযাত্রারূপে সমবেত হতে থাকবে।

৪৪৫। 'শহীদ' অর্থ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় সে কী দেখেছে, যে ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ করে বা ধর্মের কারণে যাকে হত্যা করা হয়। যখন শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সর্বজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৪৪৬ ও ৪৪৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা [ক]কখনো আত্মসমর্পণকারী না[৪৪৮] হয়ে মরো না।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। আর তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র [খ]রজ্জু[৪৪৯] দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ [গ]স্মরণ কর যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি [ঘ]তোমাদের হৃদয় প্রীতির বাঁধনে বেঁধে দিলেন[৪৫০] এবং তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের[৪৫১] কিনারায় ছিলে। তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত লাভ কর।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার [ঙ]যারা কল্যাণের[৪৫২] দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ[৪৫৩] থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৩৩; খ. ৩ঃ১০৬; ৬ঃ১৬০; ৮ঃ৪৭ ;গ. ২ঃ২৩২; ঘ. ৮ঃ৬৪ ;ঙ. ৩ঃ১১১, ১১৫; ৭ঃ১৫৮; ৯ঃ৭১; ৩১ঃ১৮।

৪৪৬। এর অর্থ হলো, গ্রন্থধারীরা ইচ্ছা পোষণ করে যেন ইসলামের সরলতার মধ্যে বক্রতা ও মারপ্যাঁচ ঢুকে পড়ে। তারা নিজেরাই ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করে ব্যাখ্যা করতে চায়।

৪৪৭। 'আল্লাকে যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে,' অর্থ ঃ (১) যারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে, (২) যারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁরই স্মরণে নিমগ্ন থাকে।

৪৪৮। যেহেতু মৃত্যুর সঠিক সময় কারো জানা নেই সেহেতু কেবল মাত্র সে ব্যক্তিই মৃত্যুকালে আত্মসমর্পিত অবস্থায় ছিল বলে গণ্য হতে পারে, যে সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রেখে চলা-ফেরা ও কাজ-কর্ম করে। অতএব বাক্যটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বদা অনুগত থেকে মানুষ যেন দিন কাটায়।

৪৪৯। 'হাব্‌ল্' অর্থ দড়ি বা রশির দ্বারা কোন বস্তু বাঁধা বা আটকানো হয়, একটি বাঁধন বা গিট, চুক্তি বা মৈত্রী, কোন ধরনের বাধ্যতা যার কারণে এক ব্যক্তি বা বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্ব একজনের উপরে বর্তায়, মৈত্রী-চুক্তি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা (লেইন)। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব একটি রশি-বিশেষ যা আকাশ থেকে পৃথিবীতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে' (জরীর, ৪র্থ. ৩০ পৃঃ)।

৪৫০। পৌত্তলিক আরবদের মত এরূপ শতধা-বিচ্ছিন্ন জাতি পৃথিবীর কোথাও পাওয়া দুষ্কর। রসূলে করীম (সাঃ)এর আগমনের পূর্বে তারা কত গোত্রে যে বিভক্ত ছিল এর সীমা-সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য, রসূলে করীম (সাঃ) এর উচ্চতম আদর্শ ও মহান শিক্ষার ফলে যে প্রেম-প্রীতি-পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে তারা একীভূত হয়ে গিয়েছিল, এরও দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

৪৫১। 'অগ্নিকুন্ডের কিনারা' শব্দগুলো আরবদের পরস্পরের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ-কলহের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যার মাঝে লিপ্ত থেকে তারা নিজেদের মানব-শক্তির প্রবল অপচয় ও বিনাশ ঘটাচ্ছিল।

৪৫২। 'আল্ খায়ের' এর অর্থ এখানে 'ইসলাম'। কেননা 'মা'রূফ' শব্দটি অব্যবহিত পরেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা দিয়ে সর্ব প্রকারের মঙ্গলকেই বুঝায়।

---

৪৫৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০৬। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর [ক]বিভক্ত হয়েছিল এবং মতভেদ[৪৫৪] করেছিল। আর এদের জন্যই এক মহা আযাব রয়েছে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সেদিন অনেক চেহারা [খ]উজ্জ্বল হবে এবং অনেক চেহারা হবে মলিন[৪৫৫]। অতএব যাদের চেহারা মলিন হবে (তাদের বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছিলে? সুতরাং তোমাদের অস্বীকার করার কারণে আযাব ভোগ কর।'

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۟ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। আর [গ]যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র রহমতের মাঝে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এগুলো হলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা তোমাকে যথাযথভাবে[৪৫৬] পড়ে শুনাচ্ছি। আর আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মোটেও অবিচার (করতে) চান না।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১
[৮]
২

১১০। আর [ঘ]আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে (সব) আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্‌র দিকেই সব বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٠﴾

১১১। [ঙ]তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। [চ]তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ[৪৫৭] থেকে বারণ করে থাক এবং

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১০৪; ৬ঃ১৬০; ৮ঃ৪৭; খ. ১০ঃ২৭, ২৮; ৩৯ঃ৬১; ৮০ঃ৩৯-৪৩; গ. ১০ঃ২৭; ঘ. ৩ঃ১৩০, ১৯০; ৪ঃ১৩২; ৫৭ঃ১১; ঙ. ২ঃ১৪৪; চ. ৩ঃ১০৫, ১১৫; ৭ঃ১৫৮; ৯ঃ৭১; ৩১ঃ১৮।

৪৫৩। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ নিজ হাতে তা দূর কর, নিজ হাতে না পারলে নিজ জিহ্বা দ্বারা একে মন্দ বলে নিষেধ কর, তাও যদি না পার তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা কর ও দোয়া কর এবং এরূপ করাটা বিশ্বাসের সর্ব নিম্নস্তর' (মুসলিম)।

৪৫৪। এ আয়াত গ্রন্থধারীদের (আহল কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের) অনৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উপদেশ দিচ্ছে, তারা যেন অনৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদের বিপদ থেকে সর্বদা সতর্ক থাকে।

৪৫৫। কুরআন সাদা রংকে সুখ ও কালো রংকে দুঃখের প্রতীক রূপে বর্ণনা করেছে (৩ঃ১০৭, ১০৮, ৭৫ঃ২৩-২৫, ৮০ঃ৩৯-৪১)। যখন কোন ব্যক্তি প্রশংসনীয় কাজ করে এবং অন্যেরা তার প্রশংসা করে তখন আরবেরা সে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলে, 'ইবইয়ায্যা ওয়াজ্‌হু-হূ' অর্থাৎ তার মুখ সাদা হয়েছে। সেরূপে যখন কোন ব্যক্তি তিরস্কারযোগ্য কাজ করে এবং সে তিরস্কৃত হয় তখন তার সম্বন্ধে বলা হয় 'ইস্‌ওয়াদ্দা ওয়াজ্‌হু-হূ' অর্থাৎ তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

৪৫৬। 'বিল হক্ক' শব্দদ্বয়ের অর্থ সত্যসহ বা যথাযথ ভাবে। এর তাৎপর্য হলো: (ক) আল্লাহ্ তাআলার কথা ও নিদর্শনাবলী সত্যে পরিপূর্ণ, (খ) তা অধিকারজনিত কারণে এসেছে অর্থাৎ যথাযথভাবে সেই সব নিদর্শন পাওয়ার অধিকার তোমার ছিল, (গ) আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হবার এটাই সঠিক সময়। ৩৬৪ নং টীকা দেখুন।

৪৫৭। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত (জাতি) বলা হয়েছে। এ এক বিরাট দাবী। তবে এ দাবীর কারণও দেয়া হয়েছেঃ (১) মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তাদের অভ্যুদয় হয়েছে, (২) তাদের উপর এ কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে যে তারা মঙ্গলের প্রসার ঘটাতে থাকবে এবং অমঙ্গল থেকে বারণ করবে, এবং (৩) এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে। মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদা এ শর্তগুলোর সাথে জড়িত।

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١١﴾

তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রেখে থাক। আর আহ্‌লে কিতাব যদি ঈমান আনতো তাহলে তা তাদের জন্য অতি উত্তম হতো। তাদের মাঝে মু'মিনও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কর্মপরায়ণ।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর [ক]তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তারা তোমাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালাবে। এরপর তাদের মোটেও সাহায্য করা হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। যেখানেই তাদেরকে[৪৫৮] পাওয়া যাবে সেখানেই [খ]তাদেরকে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করা হবে। তবে যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের এবং মানুষের অঙ্গীকারের (আশ্রয়ে) রয়েছে তাদের কথা ভিন্ন। আর তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। আর তাদের জন্য দুঃখদুর্দশাও অবধারিত করা হয়েছে। [গ]এর কারণ হলো, এরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো এবং অকারণে নবীদের কঠোর বিরোধিতা করতো। এটা তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের দরুন ঘটেছে।

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

✶ ১১৪। [ঘ]তারা সবাই সমান নয়। আহ্‌লে কিতাবের মাঝে এমনও এক দল আছে যারা (নিজেদের অঙ্গীকারে) প্রতিষ্ঠিত[৪৫৯]। তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং (তাঁর সমীপে) সিজদাও করে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। তারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে ঈমান রাখে, [ঙ]সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং [চ]পুণ্য কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। আর এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

দেখুন ঃ ক. ৫৯ঃ১৩; খ. ২ঃ৬২, ৯১; ৫ঃ৬১; ৭ঃ১৬৮; গ. ২ঃ৬২,৯২; ৩ঃ২২; ঘ. ৪ঃ১৬৩; ঙ. ৩ঃ১০৫, ১১১; ৯ঃ৭১; চ. ২১ঃ৯১; ২৩ঃ৬২; ৩৫ঃ৩৩।

৪৫৮। এ আয়াত ইহুদীদের ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী যে ভবিষ্যদ্বাণী বহন করে তা হলো, ইহুদীরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার জীবন যাপনের জন্য বেঁচে থাকবে। তারা সর্বদা অন্যের গলগ্রহ ও অধীনস্থ থাকবে। আঁ হযরত (সাঃ) এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাস এ ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, এমন কি বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতা ও সহিষ্ণুতার যুগেও ইহুদীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রটি ইহুদীদের সাময়িক আশ্রয় মাত্র।

৪৫৯। 'উম্মাতুন কায়মাতুন' এর আরো অর্থ হতে পারে ঃ (১) সেইসব লোকের দল যারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে, (২) যারা শেষ রাত্রে উঠে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে। এ কথাগুলো কেবল মাত্র সেইসব ইহুদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

১১৬। আর [ক]এরা যে সৎ কাজই করুক সেক্ষেত্রে এদের[৪৬০] সাথে মোটেও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা হবে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। যারা অস্বীকার করেছে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে [খ]নিশ্চয় তাদের কোন কাজে আসবে না। আর এরাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮ ˙এরা' এ পার্থিব জীবনের জন্য যা ব্যয় করে এর দৃষ্টান্ত সেই বায়ু প্রবাহের মত, যা প্রচন্ড ঠান্ডা। এটি এমন এক জাতির শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। এরপর তা এ (ফসলকে) ধ্বংস[৪৬১] করে ফেলে। আর আল্লাহ্ এদের ওপর কোন যুলুম করেননি। বরং এরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে থাকে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। হে যারা ঈমান এনেছ! [ঘ]তোমরা নিজেদের লোকদের বাদ দিয়ে (অন্যদের) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। [ঙ]তারা (তোমাদের) ক্ষতি করতে[৪৬২] কোন ত্রুটি করবে না। তারা চায় তোমরা যেন কষ্টে[৪৬৩] পড়। নিশ্চয় তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা এর চেয়েও মারাত্মক। তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটালে (বুঝতে পারতে) নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। শুন! তোমরা তাদের ভালবাস ঠিকই, অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না। আর [চ]তোমরা পুরো কিতাবে[৪৬৪] ঈমান রেখে থাক। আর তারা যখন তোমাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে তারা বলে, 'আমরা ঈমান রাখি। আর তারা

هٰٓأَنْتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৮৫; ৯৯ঃ৮; খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮; গ. ১০ঃ২৫; ৬৮ঃ১৮, ২১; ঘ. ৩ঃ২১; ৪ঃ১৪০, ১৪৫; ঙ. ৯ঃ৪৭; চ. ২ঃ১৫, ৭৭; ৫ঃ৬২।

৪৬০। ইসলাম কোন জাতীয় বা গোত্রীয় ধর্ম নয়। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে যে দেশেরই বাসিন্দা হোক, যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের কিংবা যে কোন বর্ণেরই হোক না কেন, সে যদি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে অন্য যে কোন সৎকর্মশীল মুসলমানের মত সমান সমান পুরস্কারে ভুষিত হবে। কোন জাতির সদস্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইসলামে নেই। একজন ইহুদী তথা পৃথিবীর অন্য যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর একজন আরবী মুসলমানের সাথে সব বিষয়ে সমতার অধিকারী।

৪৬১। এ আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই যে অস্বীকারকারীদের সমুদয় ইসলাম বিরোধী প্রচেষ্টা তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য তারা যা করে ও যা ব্যয় করে তা তাদেরই ক্ষতি সাধন করবে।

৪৬২। 'খাবাল' অর্থ শরীরের, মনের, বিবেকের বা কর্মের বিকৃতি, ক্ষতি বা অবক্ষয়, ধ্বংস, মারাত্মক বিষ (আকরাব)।

৪৬৩। তারা পছন্দ করে তোমরা দুঃখ ও বিপদে পড়, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও। তারা চায় তোমরা ধর্ম ও সৎ কাজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাপের পথে চল।

৪৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যাবে, 'তোমরা পুরো কিভাবে ঈমান রেখে থাক' বাক্যটির পরে 'অথচ তারা পুরো কিতাবে ঈমান রাখে না' এরূপ একটি বাক্য উহ্য রয়েছে।

الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢٠﴾

যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা (নিজেদের) আঙ্গুলের ডগা কামড়াতে থাকে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশ[৪৬৫] নিয়ে মর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মনের কথা খুব ভাল জানেন।'

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ ع

১২১। [ক]তোমাদের কোন মঙ্গল হলে তা তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটলে এতে তারা আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরলে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম ঘিরে আছেন[৪৬৬]।

১২
[১১]
৩

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾

১২২। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) যুদ্ধের জন্য মু'মিনদের যথাস্থানে[৪৬৭] মোতায়েন করতে তোমার পরিবারের কাছ থেকে ভোর বেলায় তুমি যখন বের হয়েছিলে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) আল্লাহ্ (তোমাদের) উভয় (দলের) অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও তোমরা উভয় দল[৪৬৮] যখন ভীরুতা দেখাতে চাচ্ছিলে। আর আল্লাহ্র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। [খ]আর বদরে[৪৬৯] [গ]তোমরা যখন নিতান্তই দুর্বল ছিলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৫০ ;খ. ৮ঃ৮,১১; ৯ঃ২৫; গ. ২ঃ২৫০।

৪৬৫। 'তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়ে মর' বাক্যটি ঐসব ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে না পেরে শত্রুতাবশত হিংসার আগুনে পুড়ে মরছে।

৪৬৬। তাদের (অর্থাৎ গ্রন্থ-ধারীদের) সকল ইসলাম-বিধ্বংসী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অতএব তাদের জন্য মুসলমানদের ভয়ের কোন কারণ নেই। ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্রই আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞাত আছেন এবং তিনি তা সবই ব্যর্থ করে দিবেন।

৪৬৭। এখানে 'ওহুদের' যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। মক্কার কুরায়শরা বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি দূর করার জন্য ৩০০০ অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সুসজ্জিত সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। এটা হিজরী তৃতীয় সনের কথা। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) মাত্র ১০০০ লোক নিয়ে মদীনার বাইরে শত্রুর মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরুতে এদের মাঝে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই নামক কুখ্যাত মুনাফিকও ৩০০ লোক সহ শামিল ছিল। উহুদের ময়দানে উভয় পক্ষের মোকাবেলা হয়েছিল।

৪৬৮। এ দু'টি দলের একটি ছিল বনু সালিমা গোত্র এবং অপরটি বনু হারিসা গোত্র। তারা ছিল যথাক্রমে খাযরাজ ও আউস বংশীয় (বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)। আয়াতটিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে তারা প্রকৃতপক্ষে ভয়ে পলায়ন করেনি। তবে উক্ত আব্দুল্লাহ্র তিন শত' লোক সরে পড়ায় মুসলমানদের ক্ষুদ্র সেনাদল আরো কমে গেল। এতে যুদ্ধে যোগদানে ইতস্তত করলেও তারা (অর্থাৎ উক্ত দু'টি দল) যোগদান থেকে বিরত থাকেনি।

৪৬৯। মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে একটি স্থানের নাম 'বদর'। বদর নামক এক ব্যক্তির এখানে একটি ঝর্ণা ছিল। সে কারণেই এর নাম বদর হয়েছিল। এ স্থানটির সন্নিকটে যুদ্ধ হয়েছিল বলে একে বদরের যুদ্ধ বলা হয়। এ আয়াতে সে যুদ্ধেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। (স্মরণ কর) তুমি যখন মু'মিনদের বলছিলে, 'অবতরণকৃত তিন হাজার[৪৭০] ফিরিশ্‌তা দিয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে তোমাদের সাহায্য করবেন, [ক]এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?'

بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। কেন (যথেষ্ট) হবে না![৪৭১] তোমরা ধৈর্য ধরলে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করলে তোমাদের ওপর তাদের তাৎক্ষণিক আক্রমণের বেলায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক পাঁচ হাজার[৪৭২] তীব্র আক্রমণকারী[৪৭৩] ফিরিশ্‌তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

চতুর্থাংশ

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٧﴾

১২৭। আর [খ]আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদরূপে এ (প্রতিশ্রুতি দান) করেছেন এবং এর মাধ্যমে যেন তোমাদের হৃদয় প্রশান্তি[৪৭৪] লাভ করে। আর প্রকৃত সাহায্য একমাত্র মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসে থাকে,

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ১০; খ. ৮ঃ১১।

৪৭০। ভুলবশত মনে করা হয়, এ আয়াতে বদরের কথা বলা হয়েছে। আসলে তা নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বদরের যুদ্ধের কথা এই সাধারণ অর্থে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ধৈর্যশীল মুসলমান বান্দাদেরকে নিশ্চয় বিপদের সময় সাহায্য করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ৮ঃ১০ আয়াত অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের সময় প্রেরিত ফিরিশ্‌তার সংখ্যা ছিল এক হাজার। কেননা শত্রুর যোদ্ধার সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে শত্রুসংখ্যা ছিল তিন হাজার। অতএব এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য তিন হাজার ফিরিশ্‌তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার কথা ৩ঃ১৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে।

৪৭১। 'বালা' (কেন যথেষ্ট হবে না!) কথাটি পূর্বোক্ত আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতকে সংযুক্ত করেছে। পূর্বোক্ত আয়াতের প্রশ্ন 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?'–এর উত্তর 'কেন (যথেষ্ট) হবে না!' বলা হয়েছে। অতএব এর অর্থ, হাঁ, বরং এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে শত্রুরা যদি এ মুহূর্তেই পুনরাক্রমণ করে তা হলে ৫,০০০ ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।

৪৭২। এ কথার তাৎপর্য হলো, শত্রুরা যদি তোমাদেরকে প্রস্তুতি নেবার সময় না দেয় এবং এখনই পুনরায় আক্রমণ চালায় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাহায্যে পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা পাঠাবেন। পূর্ববর্তী আয়াতের ৩,০০০ ফিরিশ্‌তার স্থলে এখানে ৫,০০০ ফিরিশ্‌তার সাহায্য দানের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে মুসলমানরা এ মুহূর্তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত-দুর্বল এবং যোদ্ধাদের স্বল্প-সংখ্যা আরও স্বল্প হয়ে পড়েছে। তাই তাদের জন্য আরো অধিক সাহায্য প্রয়োজন। যুদ্ধ বন্ধ করে কুরায়শরা মক্কার দিকে রওনা হলো। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই তারা মুসলমানদের ওপর পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরার অভিসন্ধি করলো। রসূলে পাক (সাঃ) এটা জানতে পেরে যুদ্ধের পরদিনই আবার হুকুম দিলেন, এখনই রণক্ষেত্রের দিকে শত্রুর মোকাবেলার জন্য ফিরে যেতে হবে। সাথে সাথে সদা-প্রস্তুত মুসলমানরা রওনা হয়ে গেল। তারা 'হাম্‌রাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলো। এটা মদীনা থেকে আট মাইল দূরে। মক্কাবাসীরা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এ দ্রুত-গমন ও তড়িৎ প্রস্তুতিতে স্তম্ভিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। তারা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর না হয়ে তাড়াতাড়ি মক্কার দিকে প্রস্থান করলো। শত্রুদের ভীতি-বিহ্বলতা ও প্রস্থান প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্‌তাদেরই সৃষ্ট অবস্থার পরিণতি ছিল। নতুবা অন্য কোনো কারণ ছিল না, যা মুসলমানদের মোকাবিলা থেকে তাদেরকে ফিরাতে বা বিরত করতে পারতো। কেননা মাত্র একদিন আগের যুদ্ধে তারা মুসলমানদের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছে। তাদের বহু লোককে হত্যা করেছে, বহু লোককে আহত করেছে এবং বাকী মুসলমান যোদ্ধারা এখনো তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করতে পারেনি।

৪৭৩। 'মুসাওয়েমীন' 'সাউওয়ামা' থেকে উৎপন্ন। 'সাউওয়ামা আলায়হিম' অর্থ সে তাদেরকে হঠাৎ ও তীব্রভাবে আক্রমণ করে ভীষণ ক্ষতি সাধন করলো (আকরাব)।

৪৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২৮। যেন তিনি অস্বীকারকারীদের একাংশকে নির্মূল করে দেন অথবা তাদের লাঞ্ছিত[৪৭৫] করেন যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই। হয় তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন নয়তো তিনি তাদের আযাব দিবেন। কেননা তারা অবশ্যই যালেম[৪৭৬]।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। [ক]আর যা আকাশসমূহে আছে এবং যা পৃথিবীতে আছে (সব) আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আযাব দেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৩
[৯]
৪

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣٠﴾ ع

★ ১৩১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা [খ]সুদ খেয়ো না[৪৭৭], যা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣١﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১০, ১৯০; ৪ঃ১৩২;খ. ২ঃ২৭৬; ৩০ঃ৪০।

৪৭৪। ফিরিশ্‌তারা মুসলমান বাহিনীকে দু'ভাবে সাহায্য করেছিল– একদিকে তারা মুসলমানদেরকে উচ্চ মনোবল যুগিয়ে তাদের বিক্রম বৃদ্ধি করেছিল এবং অপরদিকে কাফিরদের মনে ভীতি-বিহ্বলতা সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে মাত্র একজন ফিরিশ্‌তার সাহায্যই মুসলমানদের জন্য উহুদের ময়দানে যথেষ্ট হতো, তথাপি তিনি পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা পাঠাবার আশ্বাস দিলেন। এতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে প্রকৃতির অনেক অদৃশ্য শক্তি মুসলমানদের পক্ষে কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েকজন মুসলমান এবং কয়েকজন কাফিরও স্বচক্ষে ফিরিশ্‌তাকে সত্য সত্যই দেখেছিল বলে বদর যুদ্ধের বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ আছে (জরীর ৪র্থ, ৪৭ পৃঃ)। ৮ঃ১০ দেখুন।

৪৭৫। মহানবী (সাঃ) যখন জানতে পারলেন, মক্কাবাসীরা তখনই মদীনার উপর আবার আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে তিনিও তখন অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন। মক্কাবাসীরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অপমানিত ও ঘৃণিতভাবে পলায়ন করলো।

৪৭৬। ভুলবশত অনেকেই মনে করেন, এ আয়াতে মক্কাবাসীদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করার কারণে নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ তাআলা ভর্ৎসনা করেছেন। এ আয়াতে এরূপ বদ্‌দোয়ার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি এরূপ বদ্‌দোয়া করার কোন কারণও ঘটেনি। সত্য হলো, আল্লাহ্ তাআলার বিনা অনুমতিতে কোন নবীই জাতির ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেন না। এ আয়াতটি তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা বলেছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের তোয়াক্কা না করে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় মুসলমানরা সেখানে মার খেল। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম প্রজ্ঞানুসারেই মুসলমানেরা ওহুদে ক্ষতি স্বীকার করেছে। এর সাথে মহানবী (সাঃ) এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ক্ষতির মাঝেও অনেক ভাল ফল ফলেছে। বহু অবিশ্বাসী এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ জেনারেল খালিদ। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, এত মহা সংকটেও কীভাবে আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)কে সাহায্য করেছেন এবং যুদ্ধের এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সম্পূর্ণ একা ও অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন তখনো অলৌকিকভাবে তিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

৪৭৭। 'আয্ আফান্ মুযা আফাতান' (চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকা) কথাগুলো সুদের গুণবাচক বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়নি এবং 'রিবা' শব্দের অর্থের সঙ্কোচন ঘটাবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়নি। এ শব্দগুলো বিশেষ ধরনের 'রিবা' অর্থে নয়, বরং সাধারণত 'রিবার' (সুদের) যে প্রকৃতি তারই বর্ণনারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুদের প্রকৃতিই হলো, তা ক্রমাগত বেড়ে যায়। খৃষ্টান জাতি যদিও সুদকে বৈধ করে নিয়েছে তথাপি জেনে রাখা দরকার, মূসা (আঃ) সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক-২২ঃ২৫; লেবীয়-২৫ঃ৩৬-৩৭, দ্বিতীয় ২৩ঃ১৯-২০)। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে অল্প সুদ বৈধ, কেবল চড়া সুদ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ অবৈধ। সর্বপ্রকার সুদই অবৈধ, তা অল্পই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (١٣٢)

১৩২। আর তোমরা সেই [ক]আগুনকে[৪৭৮] ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٣٣)

১৩৩। আর [খ]তোমরা আল্লাহ্ এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٣٤)

১৩৪। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে [গ]ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি[৪৭৯] আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সমান। এ (জান্নাত) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের[৪৭৯-ক] জন্য.

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٣٥)

১৩৫। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে[৪৮০] মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের[৪৮১] ভালবাসেন।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫; ৬৬ঃ৭ ;খ. ৩ঃ৩৩;গ. ৫৭ঃ২২।

হোক আর বেশিই হোক। 'আয্'আফান্ মুযা 'আফাতান' (বহু বৃদ্ধি-সম্বলিত) সুদই মহানবী (সাঃ) এর সময় প্রচলিত ছিল। আর সুদের এ হীন-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় সুদ মাত্রই হারাম (২ঃ২৭৬-২৮১)। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে সুদ-নিষিদ্ধকরণের আদেশ জারি করা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ২ঃ২৮০ আয়াতেও যুদ্ধের বিষয় বর্ণনাকালে সুদের নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ এসেছে। এতে বুঝা যায়, সুদ ও যুদ্ধের মধ্যে একটি গভীর যোগ-সূত্র রয়েছে। বর্তমানকালের যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে এ যোগ-সূত্র ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। সত্য বলতে কি যুদ্ধ বাধাতে এবং তা দীর্ঘায়িত করতে সুদ বিশেষভাবে ইন্ধন যোগায়।

৪৭৮। ২ঃ২৭৬ আয়াতেও সুদ-নিষেধের আদেশ দানের পরে পরেই 'আগুন' সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে। স্বভাবতই এখানে আগুন বলতে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের আগুনকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের বলতে যদিও সাধারণভাবে কাফিরদেরকেই বুঝায়, তবুও এখানে সুদের নিষেধাজ্ঞাকে যারা অমান্য করে তাদেরকেও বুঝাতে পারে।

৪৭৯। 'আরয্' অর্থ : (১) মূল্য, যা অর্থ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিশোধ করা হয়, (২) প্রস্থ, (৩) ব্যাপ্তি (আকরাব)।

৪৭৯-ক। যারা বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিকতা দেখিয়ে এ সিদ্ধান্তে বদ্ধমূল হয়ে গেছেন, এখনকার সময়ে সুদ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারে না তাদের এরূপ মনোভঙ্গির জবাব হলো এ আয়াত। এতে বলা হয়েছে, একমাত্র ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুসরণ করে মুসলমানেরা সর্বতোভাবে লাভবান হতে পারে। এ আয়াত মুসলমানদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো নিজ নিজ জীবনে অনুসরণ করার জন্য, এ কথাও বলে দিচ্ছে যে বেহেশ্ত ইহজগৎ ও পরজগৎ, আকাশসমূহ ও পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে। অর্থাৎ সত্যিকার বিশ্বাসীরা ইহকালেও বেহেশ্তে থাকবে, পরকালে তো বটেই। বেহেশ্ত-দোযখের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা বুঝবার জন্য রসূলে আকরম (সাঃ)এর একটি হাদীস বিশেষভাবে সাহায্য করে। হুযূর আকরম (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হলো আকাশসমূহ ও পৃথিবী জুড়ে যদি বেহেশ্ত বিস্তৃত থাকে তাহলে দোযখ কোথায় থাকবে? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, দিন এলে রাত্রি কোথায় যায়? (কাসীর)। তিনি আরো বলেছেন, বেহেশতের সামান্যতম পুরস্কারও এত বিরাট হবে যে তা আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থানকে ছেয়ে ফেলবে। এতে বুঝা যায় বেহেশ্ত একটা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম, কোন বস্তু-জাগতিক স্থান নয়।

৪৮০। 'আফ্উন' এক ধরনের ক্ষমা। এক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা তিরস্কৃত, আহত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন সে অপরাধীর অপরাধকে মন থেকে মুছে ফেলে কিংবা স্বেচ্ছায় ভুলে যায় তখন বলা যেতে পারে, নিগৃহীত ব্যক্তি 'আফ্উন' অবলম্বন করেছে। যখন শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরোপ করা হয় তখন এর তাৎপর্য দাঁড়ায়, পাপীর পাপকে এমনভাবে মার্জনা করা যে পাপের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না।

৪৮১। এ আয়াতে 'আফ্উন'এর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম অবস্থা হলো ঃ যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হলো তিনি নিজের রাগকে সংযত করলেন। দ্বিতীয় অবস্থা, তিনি অপরাধীকে নিজ হতেই ক্ষমা করে দিলেন। তৃতীয় অবস্থা হলো, তিনি তাকে কেবল ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং অপরাধীর প্রতি দয়া দেখালেন এবং তার কিছু উপকারও সাধন করলেন। এ তিনটি স্তরের 'আফ্উন্' এর দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সাঃ) এর নাতি হযরত আলী (রাঃ) এর পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর জীবনের একটি ঘটনায় দেখতে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬। আর যারা [ক]কোন অশ্লীল কাজ করে বসলে অথবা নিজেদের ওপর যুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া [খ]পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে– এবং তারা যা করে[৪৮২] ফেলেছে তারা জেনেশুনে তাতে লিপ্ত থাকে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭। [গ]এদেরই পুরস্কার হলো এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমনসব জান্নাত[৪৮৩], যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর (সৎ) কর্মশীলদের (এ) পুরস্কার কত উত্তম!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮। নিশ্চয় [ঘ]তোমাদের পূর্বে বহু বিধান[৪৮৪] গত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা [ঙ]পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٩﴾

★ ১৩৯। এ (কুরআন) হলো[৪৮৫] মানব জাতির জন্য [চ]এক সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং মুত্তাকীদের জন্য এক [ছ]পথনির্দেশ ও [জ]উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০। [ঝ]তোমরা দুর্বলতা দেখিও না এবং দুশ্চিন্তা করো না। আর তোমরা যদি[৪৮৬] মু'মিন[৪৮৭] হয়ে থাক তাহলে তোমরাই প্রাধান্য লাভ করবে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৭০; খ. ১৪ঃ১১; ৩৯ঃ৫৪; ৬১ঃ১৩; গ. ৩ঃ৮৮; ঘ. ৭ঃ৩৯; ১৩ঃ৩১; ৪১ঃ২৬; ৪৬ঃ১৯; ঙ. ৬ঃ১২; ১২ঃ১১০; ২৭ঃ৭০; চ. ৫ঃ১৬; ৩৬ঃ৭০; ছ. ২ঃ৩, ১৮৬; ৩১ঃ৪; জ. ২৪ঃ৩৫; ঝ. ৪ঃ১০৫; ৪৭ঃ৩৬।

পাই। তাঁর এক গোলাম অপরাধ করলে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। গোলাম এ আয়াতাংশ আবৃত্তি করলো, 'যারা ক্রোধ দমন করে'। এটা শোনামাত্র হাসান (রাঃ) থেমে গেলেন। গোলাম তখন আবৃত্তি করলো, 'মার্জনা করে'। সাথে সাথে হাসান (রাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর গোলাম আয়াতের শেষাংশটি পাঠ করলেন, 'আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের ভাল বাসেন'। আল্লাহ্‌র এ কথা শোনামাত্র তিনি গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন (বয়ান, ১ম, ৩৬৬)।

৪৮২। যখন কোন সৎ ব্যক্তি নীতি-বিগর্হিত কোন মন্দ কাজ করে ফেলে সে তখন সে কাজকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করতে চায় না, বরং নিজের দোষ স্বীকার করে আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করে।

৪৮৩। কোন ব্যক্তি পাপ করার পর যখন আল্লাহ্‌র দিকে সত্যসত্যই প্রত্যাবর্তন করে এবং অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা যে কেবল তাকে ক্ষমাই করেন তা নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন এবং বেহেশতের প্রতিশ্রুতিও দান করেন।

৪৮৪। 'সুনান' শব্দটি, 'সুন্নাহ্‌' এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ (১) আচরণ-বিধি, (২) কোন জাতির দ্বারা প্রচলিত ও অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ, (৩) চরিত্র, ব্যবহার, প্রকৃতি ও মেযাজ, (৫) ধর্মীয় আইন-কানুন বা শরীয়ত (তাজ)।

৪৮৫। 'হা-যা' সর্বনামটি কুরআনকে বুঝিয়েছে, অথবা পূর্ববর্তী আয়াতকে অথবা অনুতাপের বিষয়-বস্তু যা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে সেটিকেও বুঝাতে পারে।

৪৮৬। 'ইন' অর্থ যদি, নয়, নিশ্চয়, কারণে, যখন ইত্যাদি (লেইন)।

৪৮৭। একজন ব্যক্তি কিংবা একটি জাতি কোন্‌ নীতি পালন করলে শক্তিশালী হতে পারে ও শক্তিশালী থাকতে পারে, এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। কর্তব্যে অবহেলা করো না অর্থাৎ পূর্ণোদ্যমে কাজ কর, এটাই হচ্ছে প্রথম নীতি। মর্মাহত ও হতোদ্যম হয়ো না, এটা হলো দ্বিতীয় নীতি। প্রথম নীতিটি ভবিষ্যতের বিপদাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাবার প্রেরণা যোগায় এবং দ্বিতীয় নীতিটি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

১৪১। [ক]তোমরা কোন আঘাত পেয়ে থাকলে তদ্রূপ আঘাত[৪৮৮] (প্রতিপক্ষের) লোকেরাও পেয়েছে। আর মানুষের মাঝে (জয় পরাজয়ের) এসব দিন[৪৮৮-ক] আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে থাকি যাতে আল্লাহ্ (এর মাধ্যমে) তাদের যাচাই[৪৮৯] করেন যারা ঈমান এনেছে এবং যাতে তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে শহীদরূপে[৪৯০] গ্রহণ করেন– আর আল্লাহ্ যালেমদের পছন্দ করেন না-

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২। এবং যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদের পবিত্র করেন আর কাফিরদের নিপাত[৪৯১] করেন।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। [খ]তোমরা কি মনে কর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের মাঝে যারা জেহাদ করেছে তাদেরকে এখনো আল্লাহ্ পরখ করে দেখেননি? আর (তাঁর এ রীতির কারণ হলো) তিনি যেন ধৈর্যশীলদেরও[৪৯২] যাচাই করে দেখেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১০৫ ;খ. ২ঃ২১৫; ৯ঃ১৬।

অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্ভোগের দিকে তাকিয়ে হাঁ-হুতাশ করতে নিষেধ করে। জাতির পতন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কারণেই ঘটে যে তারা দায়িত্ব-সচেতন থাকে না এবং কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে অবহেলা করে এবং অতীতের দুর্ভাবনাকে লালন করে নৈরাশ্য ও কর্ম-বিমুখতার শিকারে পরিণত হয়। এ উভয়বিধ বিপদ সম্বন্ধে সাবধান থাকার জন্য আয়াতটিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪৮৮। এ সূরার ১৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানেরা যে ক্ষতি স্বীকার করেছে এর দ্বিগুণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের। এ কথা বদরের যুদ্ধের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে যুদ্ধে মক্কার যোদ্ধাদের ৭০ জন প্রাণ হারায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। অপরপক্ষে উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শাহাদৎ বরণ করেন, কিন্তু একজনও বন্দী হননি। অতএব মুসলমানরা উহুদের যুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর দ্বিগুণ ক্ষতি বদরের যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা বরণ করেছে। উভয় পক্ষের ক্ষতি সম পর্যায়ের বলে ধরা হয়েছে। শেষোক্ত অর্থ মানলে ১৬৬নং আয়াতটি ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যাগত এবং আলোচ্য আয়াতটি গুণগত মূল্যায়ন বলা যেতে পারে।

৪৮৮-ক। সৌভাগ্যের দিনগুলো অথবা দুর্ভাগ্যের দিনগুলো।

৪৮৯। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ হওয়ায় তাঁর জ্ঞানে কোন কিছু যোগ করার প্রয়োজন পড়েনা। এখানে দু'টি বস্তুর মধ্যে একের সাথে অন্যের পার্থক্য নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) দুই প্রকারের। এক প্রকারের জ্ঞান হলো. অস্তিত্বে আসার পূর্বেই কোন বস্তুকে জানা। আর অন্য প্রকারের জ্ঞান হলো, অস্তিত্বে আসার পর সেই বস্তুকে জানা। এখানে শেষোক্ত প্রকারের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

৪৯০। বিশ্বাসীগণ নিজেদের অসীম ধৈর্য ও বিপদকালীন মহতী কুরবানীর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৪৯১। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেন তা তাঁদের গাফিলতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছিল। এছাড়া কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীর মনে এ যুদ্ধ এ ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে ইসলাম আল্লাহ্‌রই মনোনীত ধর্ম। তাই যেসব মক্কাবাসী এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা সকলেই যুদ্ধের অল্পদিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম তাদের হৃদয়কে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে তাদের হৃদয়ের পূর্বেকার (কুফরী) বিশ্বাস নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

৪৯২। বিপদাপদ ও কষ্ট-সংকটের পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। এগুলো জীবনে না থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন সম্ভব হতো না।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٤﴾

* ১৪৪। আর মৃত্যুর[৪৯৩] মুখোমুখী হবার পূর্বেও তোমরা এর আকাঙ্ক্ষা করে এসেছ। অবশেষে (এখন যখন) তোমরা তা দেখতে পেলে (তখন তোমরা ফ্যাল ফ্যাল করে) তাকিয়ে রইলে।

১৪ [১৪] ৫

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। আর [ক]মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়ে গেছে। অতএব সেও যদি মারা যায় বা নিহত হয় তোমরা কি তবে তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? [খ]আর যে ব্যক্তি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না[৪৯৪]। আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৭৬; খ. ২ঃ১৪৪,২১৮; ৫ঃ৫৫; ৪৭ঃ৩৯।

৪৯৩। 'মৃত্যু' এখানে যুদ্ধকে বুঝাচ্ছে। কেননা যুদ্ধের পরিণতিতে অনেক মৃত্যু ঘটে থাকে। আর মুসলমানদের জন্য তো যুদ্ধ ও মৃত্যু প্রায় সমার্থক ছিল। কারণ শত্রুর শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অল্প, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল স্বল্প ও সীমিত, আর যোদ্ধারা ছিল বালক, বৃদ্ধ ও যুবকের এক অসম সমাবেশ। এসব দুর্বলতা নিয়ে শক্তিশালী, সংখ্যাধিক, ঝানু অবিশ্বাসী শত্রু-যোদ্ধার মোকাবিলা করা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরার শামিল ছিল। উহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) মদীনায় থেকে যুদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী, বিশেষ করে সেইসব সাহাবী যাঁরা বদরের যুদ্ধে যেতে পারেননি, তাঁরা বললেন, আমরা এমন একটি দিনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই, নতুবা তারা মনে করবে আমরা মৃত্যু ভয়ে ভীত (যুরকানী, ২২)। মুসলমানদের এ ইচ্ছা-প্রকাশকে এ আয়াতে, 'মৃত্যুর মুখোমুখী হবার পূর্বেও তোমরা এর আকাঙ্ক্ষা করে এসেছ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪৯৪। উহুদের যুদ্ধের সময় একটি কথা রটে গিয়েছিল যে রসূলে পাক (সাঃ) মারা গেছেন। এ আয়াতে সেই কথার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যদিও সে রটনাটি মিথ্যা ছিল, কিন্তু যদি তা সত্য খবরও হতো তথাপি এতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ঈমানে কোন তারতম্য ঘটার কারণ ছিল না। কেননা মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন নবীই। পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণ সকলে মারা গেছেন, তেমনি তিনিও মারা যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবে ইসলামের আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, মৃত্যুর উর্ধ্বে। সত্য ঘটনা হিসেবে এটা বর্ণিত রয়েছে যে যখন মহানবী (সাঃ)এর ওফাত (মৃত্যু) হলো তখন হযরত উমর (রাঃ) কোষ-নিষ্কাশিত তরবারী হাতে মদীনার মসজিদে দাঁড়িয়ে শোকাহত সবাইকে বললেন, যে বলবে আল্লাহ্‌র রসূল মারা গেছেন আমি তার মস্তক ছেদন করবো। তিনি মরেননি, বরং তাঁর প্রভুর কাছে গিয়েছেন, যেরূপে মূসা (আঃ) তাঁর প্রভুর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় এসে ভন্ডদেরকে শাস্তি দিবেন। এমন সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে উমর (রাঃ)কে বসতে বললেন। অতঃপর মসজিদে উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াতটি (৩ঃ১৪৫) পড়লেন। সাথে সাথে সাহাবীগণ হৃদয়ঙ্গম করলেন, রসূলে করীম (সাঃ) আর ইহজগতে নেই এবং তাঁরা শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন (বুখারী, কিতাব ফাযায়েলে আস্‌হাব)। ঘটনাচক্রে এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বেকার সকল নবীই ওফাত-প্রাপ্ত হয়েছেন, কেউই বেঁচে নেই। কেননা কেউ যদি জীবিত থাকতেন তা হলে মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যু সাব্যস্ত করার জন্য আবূ বকর (রাঃ) এ আয়াত উদ্ধৃত করতেন না এবং সমবেত সাহাবীরাও তা মেনে নিতেন না। প্রকৃত কথা হলো, ইসলামের বেঁচে থাকা আর না থাকা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না, তিনি যত বড় ও যত মহানই হোন না কেন। ইসলামের অবতীর্ণকারী, রক্ষাকারী ও অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্। এ আয়াত দ্বারা কেউ যেন এরূপ মনে না করেন যে মহানবী (সাঃ) যুদ্ধে নিহত হতে পারতেন বা কোন আততায়ীর হাতে নিহত হতে পারতেন। কারণ মানুষের হস্তে নিহত হওয়া থেকে তাঁকে রক্ষা করা হবে বলে তিনি ঐশী প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন (৫ঃ৬৮)। যখন উহুদের যুদ্ধে এ মিথ্যা কথা ছড়িয়ে পড়লো, নবী করীম (সাঃ) মারা গিয়েছেন তখন শত্রুরা আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটা ছিল দুঃখের আড়ালে এক আশীর্বাদ। এ বেদনা মহানবী (সাঃ) এর প্রকৃত মৃত্যুর সময়ের মর্মস্পর্শী, হৃদয়-বিদারক বেদনা সহ্য করার জন্য সাহাবাগণকে প্রস্তুত করেছিল। এ অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি না থাকলে নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের সময় সাহাবাগণের শোক-বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো না।

১৪৬। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। (কেননা এর জন্য) এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। আর ক.যে ইহকালের পুরস্কার চায় আমরা তাকে তা থেকে দান করি। আর যে পরকালের পুরস্কার চায় আমরা তাকে তা থেকে দান করি। আর আমরা কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٦﴾

★ ১৪৭। আর অনেক নবীই ছিল যাদের সাথী হয়ে বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্‌ভক্ত লোক[৪৯৫] যুদ্ধ করেছিল। অতএব আল্লাহ্‌র পথে তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল তাতে খ.তারা হীনবল হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং (শত্রুদের সামনে) নতও হয়নি। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ ۙ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। আর তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না, গ.'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কাজকর্মে আমাদের বাড়াবাড়ি (ক্ষমা কর), আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। ঘ.সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে ইহকালের পুরস্কার দান করলেন এবং পরকালের উত্তম[৪৯৬] পুরস্কারও (তাদেরকে দান করলেন)। আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

১৫
[৫]
৬

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। ঙ.হে যারা ঈমান এনেছ! যারা অস্বীকার করেছে তোমরা তাদের আনুগত্য[৪৯৭] করলে তারা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এর ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। বরং চ.আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪৯; ৪ঃ১৩৫; ৪২ঃ২১; খ. ৪ঃ১০৫ ;গ. ২ঃ২৫১, ২৮৭ ;ঘ. ৩ঃ১৪৬;ঙ. ২ঃ১১০; ৩ঃ১০১ ;চ. ৮ঃ৪১; ৯ঃ৫১; ২২ঃ৭৯।

৪৯৫। 'রিব্বীইউন', 'রিব্বিইউ' এর বহুবচন। 'রব্বা' থেকে উৎপন্ন। 'রব্বা'র অর্থ ১ঃ২ তে দেখুন। 'রিব্বিইউ' অর্থ 'রিব্বাহ্' এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, রিব্বাহ্ মানে একটি দল, একটি বিরাট দল, যার সংখ্যা অনেক বেশি। অতএব 'রিব্বিইউন' বলতে বিরাট সংখ্যক মানুষের সংঘবদ্ধ দলকে বুঝায়। শব্দটি জ্ঞানী, ধার্মিক ও ধৈর্যশীল লোকের দলকেও বুঝায় (লেইন)।

★ ['রিব্বিউন' শব্দটির অনুবাদ করা হয়ে থাকে 'তাদের অনুসারীদের দল'। কিন্তু এতে করে 'রিব্বিউন' শব্দটিতে নিহিত 'আল্লাহ্‌ভক্ত' এর মর্মার্থ বাদ পড়ে যায়। অতএব আমরা এর দ্বিতীয় এই অনুবাদ গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি 'যাদের সাথী হয়ে বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্‌ভক্ত লোক যুদ্ধ করেছিল'। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪৯৬। পরলোকের পুরস্কারের মধ্যেও তারতম্য আছে, আছে বিভিন্ন মাত্রা ও ধাপ। এখানে বর্ণিত বিশ্বাসীরা উচ্চমাত্রার পুরস্কারে ভূষিত হবেন। 'হুস্না' শব্দটি সর্বোচ্চ মাত্রা বা ধাপ বুঝায় না, তবে অত্যুচ্চ মাত্রা বুঝায়।

৪৯৭। অমুসলমানের সাথে মুসলমানদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যবসাবাণিজ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে তাদেরকে সেইসব অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে যারা ইসলামের বিনাশ সাধনে লিপ্ত।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। যারা অস্বীকার করেছে আমরা অবশ্যই তাদের [ক]অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করবো। কেননা তারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক[৪৯৮] করেছে, যার সম্পর্কে তিনি কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আগুন হবে তাদের ঠাঁই। আর যালিমদের ঠিকানা কত মন্দ!

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۚ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

★ ১৫৩। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে নিজ প্রতিশ্রুতি[৪৯৯] পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর আদেশক্রমে তাদের হত্যা ও বিনাশ করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন (রসূলের আদেশ পালনে) ভীরুতা[৫০০] দেখালে এবং আদেশের[৫০১] অন্তর্নিহিত বাণী সম্পর্কে বিতন্ডা শুরু করলে এবং তিনি (বিজয় আকারে) তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে দেয়ার পর তোমরা অবাধ্যতা[৫০২] করলে (তখন তিনি তাঁর সাহায্য প্রত্যাহার করে নিলেন)। তোমাদের কিছু লোক ইহকাল[৫০৩] কামনা করছিল এবং তোমাদের কেউবা পরকাল চাচ্ছিল। এরপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের কাছ থেকে তোমাদের সরিয়ে নিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ মু'মিনদের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল।

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ১৩; ৫৯ঃ৩।

৪৯৮। কুসংস্কার ও ভীতি হতে জন্ম নিয়েছে পৌত্তলিকতা। যারা কুসংস্কারপূর্ণ ভীতির মধ্যে লালিত তারা সত্যিকারভাবে সাহসী হতে পারে না।

৪৯৯। এখানে 'প্রতিশ্রুতি' বলতে মুসলমানদের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের সাধারণ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে যা মুসলমানদেরকে বার বার দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে ৩ঃ১২৪-১২৬ আয়াতে।

৫০০। এ আয়াতে সেই তীরন্দাজ দলটির কথা বলা হয়েছে যাদেরকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদলের পশ্চাৎ-রক্ষী হিসেবে পিছনে রাখা হয়েছিল। তারা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে গনিমতের মাল (যুদ্ধ-লব্ধ ধন) পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। তারা স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই স্বস্থান ছেড়ে দিল। তাদের স্ব-ইচ্ছা দমনে অসামর্থ্য ও নির্ধারিত স্থান ত্যাগকে কাপুরুষতা অভিহিত করা হয়েছে। সত্যিকার সাহস ও মনোবল হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই যারা যথাযথভাবে ইচ্ছা ও লোভ সংবরণ করতে পারে না তারা কাপুরুষ।

৫০১। 'আদেশ' বলতে এখানে রসূলে করীম (সাঃ) এর সেই আদেশকে বুঝাতে পারে যার মাধ্যমে তিনি (সাঃ) মুসলিম সেনাদলের পিছনে একটি টিলার চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে প্রহরারত থাকার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তারা যেন ঐস্থান ত্যাগ না করে। তবে যুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হয়ে গেলে তারা সেখানে থাকবে বা চলে আসবে এ নির্দেশে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ছিল না বলে কেউ কেউ বলেছেন, 'নির্দেশ ছাড়া' কথাটির মধ্যে তিনি তাদের সেখানে থাকাই নির্ধারিত করেছিলেন। আর অন্যেরা বলেছেন, যুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উক্ত নির্দেশ বলবৎ ছিল না।

৫০২। টিলার ওপরস্থিত তীরন্দাজরা যখন দেখলো যুদ্ধ প্রায় শেষ এবং বিজয়ও সমুপস্থিত তখন তারা স্বস্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে চাইলো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশানুযায়ী তীরন্দাজ দলপতি আব্দুল্লাহ্‌ বিন যুবাইর তাদেরকে স্বস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। তথাপি তারা নিজেদেরকে সংযত করতে না পেরে স্থানটি পরিত্যাগ করে রণকৌশলগত বড় রকমের ভুল করে ফেললো। ফলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

৫০৩। এ কথাটি সেই তীরন্দাজদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দিয়েছিল। বাক্যাংশটি এটাই বুঝাচ্ছে, সেই তীরন্দাজ দলের কিছু সদস্য পার্থিব লালসাগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য স্থান ত্যাগ করেছিল। অথচ সেই দলেরই অপর অংশ (আব্দুল্লাহ্‌-বিন-যুবাইর ও অন্যেরা) নিজ স্থানে অটল থেকে পারলৌকিক মঙ্গল কুড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) এর নিষেধ অমান্য করার কুফল সম্বন্ধে চিন্তা করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করেননি। এদের একাংশ ছিলেন অদূরদর্শী এবং অপরাংশ দূরদর্শী।

✶ ১৫৪। তোমরা যখন কারো[৫০৪] দিকে ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত ছুটছিলে এবং রসূল তোমাদের পিছনের দলে (দাঁড়িয়ে) তোমাদের ডাকছিল তখন তিনি তোমাদের এক দুঃখের পরিবর্তে অন্য এক বড় দুঃখ[৫০৫] দিলেন [ক]যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়েছে এবং যে কষ্ট তোমাদের[৫০৫-ক] জর্জরিত করেছে এর জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। এ দুঃখের পর তিনি [খ]প্রশান্তি[৫০৬] দানের উদ্দেশ্যে তোমাদের ওপর তন্দ্রা অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল। আর এক দল[৫০৬-ক] এমনও ছিল যাদের অস্তিত্ব (রক্ষার চিন্তা) তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যানধারণার ন্যায় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিল।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

দেখুন ঃ ক. ৫৭ঃ২৪; খ. ৮ঃ১২।

৫০৪। এ শব্দগুলোতে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের করুণ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ সম্মুখ থেকে ও পশ্চাৎ থেকে যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তাদের রচিত ব্যূহ ভেঙ্গে গেল এবং অনেকে এদিকে সেদিকে ছিট্‌কে পড়লেন। মুসলমানগণ যখন প্রথমে শুনলেন শত্রু পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে আসছে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু দৈবাৎ একদল মুসলিম সৈন্যও সেই পিছন দিক থেকে আসছিলেন। ফলে তারা মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে ও নাযুক হয়ে গেল এবং ভীতি ও বিভ্রান্তি এমন রূপ ধারণ করলো যে নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানও তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছালো না।

৫০৫। পাহাড়ী টিলার উপরে থাকবার জন্য মহানবী (সাঃ) একদল তীরন্দাজকে নিয়োজিত করেছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যুদ্ধে বিজয় হয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হয়েছে মনে করে তারা সে স্থানটি অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেয়। এ অসময়ে স্থানটি পরিত্যাগ করার ফলে নিশ্চিত বিজয়ের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছেও মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এটা তাঁদের মনে বড়ই দুঃখ ও বিষাদ সৃষ্টি করলো। এটাও ছিল তাদের মাদানী জীবনে প্রথম বড় ধাক্কা ও বড় দুঃখ। আর দ্বিতীয় ও পরবর্তী বড় আঘাত ও দুঃখ তারা তখন পেলেন যখন গুজব শুনলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। এ দু'টি বিষয় আল্লাহ্ তাআলা পরিকল্পিতভাবে পর পর ঘটিয়েছিলেন, যাতে দ্বিতীয় দুঃখটির উৎস নবী করীম (সাঃ) এর মৃত্যুর কথাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দের হিল্লোল এসে প্রথম দুঃখটিকেও মন থেকে দূর করে ফেলে। 'গাম্মাম্ বিগাম্মিন' অর্থ দুঃখের উপর দুঃখ।

✶ ৫০৫-ক। [কখনো কখনো বড় ক্ষতির যন্ত্রণা পূর্ববর্তী ছোট ক্ষতির বেদনাকে ম্লান করে দেয়। অনুরূপ এক পরিস্থিতি উহুদের যুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিলো যখন মহানবী (সা:) এর মৃত্যুর গুজব মুসলমান যোদ্ধাদের সব ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা ও ক্ষয়ক্ষতির কষ্ট সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিয়েছিল। পরিশেষে মহানবী (সা:) এর বেঁচে থাকার সুসংবাদ ক্ষতির তীব্র যন্ত্রণাকে গভীর প্রশান্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধে বদলে দিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৫০৬। এখানেও ওহুদের যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। আবূ তাল্‌হা বলেন, ওহুদের দিনে আমি মাথা তুলে দেখলাম, এমন মাথা দেখলাম না যা নিদ্রায় ঢলে পড়েনি (কাসীর, ২য়, ৩০৩)। নিদ্রা বা তন্দ্রা মানসিক স্থিরতা ও শান্তির প্রতীক। কুরআন্ এ ঘটনাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করছে। যুদ্ধ বাস্তবিকভাবে শেষ হওয়ার পর যখন মুসলমানগণ নিকটবর্তী টিলার কাছে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন এই প্রশান্ত নিদ্রার আবেশ সকলের উপর বিস্তার লাভ করেছিল।

৫০৬-ক। এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে যারা যুদ্ধে না এসে মদীনাতে থেকে গিয়েছিল। তারা ইসলামের গৌরব, মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তা ও মহানবী (সাঃ) এর মর্যাদা রক্ষার চাইতে নিজেদের বিপদমুক্ত থাকার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তাদের এ কথা– 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য অধিকারও যদি আমাদের থাকত তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) নিহত হতাম না'-এটা ছিল মুনাফিকদের এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক উক্তি। তারা এতে বুঝাতে চেয়েছিল, এত বাধা-বিপত্তি ও সংখ্যা-স্বল্পতার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছিল নিছক বোকামী, তারা (মুনাফিকেরা) যুদ্ধে না গিয়ে বরং বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। কুরআনের বাগ্‌ধারা অনুযায়ী নিজের নিহত হওয়া বললে নিজের সাথী অর্থাৎ ভাইদের নিহত হওয়া বুঝায়।

তারা বলছিল, 'গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কি আমাদেরও কোন অধিকার আছে?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌রই'। তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপনে পোষণ করছে, তোমার কাছে তা তারা প্রকাশ করে না। তারা বলে, *সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য অধিকারও যদি আমাদের থাকতো তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) নিহত হতাম না।' তুমি বল, 'তোমরা যদি নিজেদের বাড়ীঘরেও বসে থাকতে তবুও যাদের জন্য নিহত হওয়া[৫০৬-খ] অবধারিত হয়েছিল তারা নিশ্চয় তাদের মৃত্যুশয্যার[৫০৬-গ] দিকে বেরিয়ে পড়তোই।' আর (এর কারণ হলো) তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে আল্লাহ্ যেন তা পরীক্ষা করেন এবং যা তোমাদের অন্তরে আছে তা পরিশুদ্ধ করেন। আর অন্তরে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবগত।

يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। দু'বাহিনীর মুখোমুখী[৫০৭] হবার দিন তোমাদের মাঝ থেকে যারাই ফিরে গিয়েছিল তাদের কোন কোন কৃতকর্মের[৫০৭-ক] দরুনই শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত[৫০৮] করতে চেষ্টা করেছিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

১৬ [৭] ৭

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ ع

১৫৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা অস্বীকার করেছে এবং তারা (আল্লাহ্‌র পথে) যখন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬৯।

৫০৬-খ। 'কত্ল' শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে নিহত হওয়া। [হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক অনুবাদ দ্রষ্টব্য]।

৫০৬-গ। 'মৃত্যু-শয্যা' শব্দটি ব্যবহার করে একদিকে মুনাফিকদের চূড়ান্ত কাপুরুষতার মুখোশ উম্মোচন করা হয়েছে এবং অপরদিকে এটি কর্তব্যপরায়ণ মুসলমানদের চরম বিশ্বস্ততা ও ধৈর্য প্রকাশ করছে। এটি মুনাফিকদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তারা তো সে অবস্থায় যুদ্ধ করাকে মৃত্যু তুল্য মনে করে যুদ্ধ থেকে দূরে থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। কিন্তু সত্যিকার মুসলমানগণ এমনই দৃঢ় প্রত্যয় রাখতেন যে মুনাফিকরা প্রথম থেকে মদীনায় থেকে গেলেও তারা অর্থাৎ (মুসলমানরা) নিশ্চয় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করতে যেতেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র তাদের জন্য মৃত্যুশয্যার ন্যায় মনে হতো। এসব এজন্য ঘটেছিল যাতে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র ও পুণ্যবান করেন।

৫০৭। এখানেও উহুদের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে।

৫০৭-ক। এ শব্দগুলো প্রকারান্তরে সেই তীরন্দাজদের কিছু প্রচ্ছন্ন প্রশংসা করেছে, যারা মহানবী (সাঃ) এর আদেশের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে টিলার অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। তাঁদের 'কোন কোন কৃতকর্মের দরুনই' মুসলমানদের জন্য পরাজয়ের অপমান আনলেও মূলত তারা ছিলেন বিশ্বস্ত এবং রসূল করীম (সাঃ) এর একান্ত অনুগত।

৫০৮। এ আয়াতের 'পদস্খলন' শব্দটি টিলার উপর অবস্থান গ্রহণকারী দলটির আদেশ লঙ্ঘনকে কিংবা কিছুসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকে বুঝিয়েছে।

إِذَا ضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٧﴾

দেশে[৫০৯] সফরের উদ্দেশ্যে অথবা যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন তারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, 'এরা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে এরা (এভাবে) মরতো না এবং নিহতও হতো না।' (এদেরকে এ অবকাশ দেয়া হচ্ছে) যাতে করে আল্লাহ্ (এদের) এ (কথাকে) এদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন[৫১০]। আর আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ এর পুরোপুরি দ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে বা (স্বাভাবিকভাবে) মারা[৫১১] গেলে নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে) ক্ষমা ও কৃপা (তোমরা লাভ করবে তা) তা থেকে অনেক উত্তম যা তারা জমা করছে[৫১২]।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। আর তোমরা[৫১৩] মারা গেলে বা নিহত হলে [খ]নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ

✶ ১৬০। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ[৫১৪]। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৫৯; ৪৩ঃ৩৩; খ. ৫ঃ৯৭; ৬ঃ৭৩; ৮ঃ২৫; ২৩ঃ৮০।

৫০৯। যখন তারা আল্লাহ্‌র খাতিরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে।

৫১০। অবিশ্বাসীরা মুসলিম জাতিকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের মনে যুদ্ধ-ভীতি সঞ্চার করতে চায়। কিন্তু মুসলমানরা এসব যুদ্ধ-ভীতি ও সতর্কীকরণ বাণী অগ্রাহ্য করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আরো অধিক দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য সংকল্প নিয়ে থাকে। এতে অবিশ্বাসীদের মন দুঃখে ও অনুশোচনায় ভরে যায় । কেননা তাদের প্রচেষ্টা কেবল ব্যর্থই হয়নি, বরং বিপরীতমুখী ফলোদয় ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে আরো দৃঢ়সংকল্প করেছিল।

৫১১। যারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করে এবং জীবন উৎসর্গ করে তাদেরকে মৃত মনে করা উচিত নয়। কেননা সকল জীবনের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তা তাঁরই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের জীবনকে সমর্পণ করে। তারা দৈহিকভাবে মরে গেলেও আধ্যাত্মিকভাবে চিরঞ্জীব থাকে (২ঃ১৫৫)।

৫১২। যে স্থলে মুনাফিকরা ধন-দৌলতকে প্রাণের মতই ভালবাসে এবং সেই কারণে মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করে, সে স্থলে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করে এমন অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিকারী হয় যে মুনাফিকদের জমাকৃত ধন-দৌলত ও বিশ্বাসীদের অর্জিত ইহলৌকিক ধন-সম্পদ সবকিছু একত্র করেও সেই ভাণ্ডারের সমকক্ষ ও সমান হতে পারে না।

৫১৩। 'তোমরা' সর্বনামটি মু'মিন ও মুনাফিক সকলকেই বুঝাচ্ছে। কেননা যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তির জন্য সকলকেই আল্লাহ্ তাআলার সমীপে একত্র করা হবে।

৫১৪। এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর ভদ্র, প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সর্বব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো। মানব হিতৈষণা ও কৃপা-করুণায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে কেবল নিজের সাথীদের ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া দেখাননি, বরং তাঁর প্রাণঘাতী শত্রুরাও তাঁর দয়া-মায়া ও স্নেহ-প্রীতি থেকে সমভাবে অংশ পেয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, উহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মুনাফিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছিল তাদেরকেও তিনি শাস্তিদান থেকে বিরত থাকেন, এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

[ক]পরামর্শ কর[৫১৫]। এরপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে কেউই তোমাদের ওপর জয়যুক্ত হতে পারবে না। কিন্তু তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করলে তাঁর বিপক্ষে[৫১৬] আর কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর আল্লাহ্‌রই ওপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। আর একজন নবীর পক্ষে অসাধুতার[৫১৭] কাজ করা কখনো সম্ভব নয়। আর কেউ অসাধুতার কাজ করলে সে তার অসাধুতার (কুফল) কিয়ামত দিবসে সাথে নিয়ে আসবে। তখন [খ]প্রত্যেক আত্মা যা অর্জন করছে তা (তাকে) পূর্ণরূপে দেয়া হবে। আর তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

দেখুন ঃ ক. ৪২ঃ৩৯ খ. ৩ঃ২৬; ১৪ঃ৫২; ৪০ঃ১৮।

৫১৫। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামের একটি বিরল বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম পরামর্শ গ্রহণ বা 'মুশাওয়ারা'কে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অঙ্গীভূত করেছে। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যকর। মহানবী (সাঃ) সকল বড় বড় ব্যাপারেই তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ নিতেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বেও তিনি পরামর্শ করেছেন, তেমনি করেছেন উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধের পূর্বে। এমনকি তাঁর মহিমান্বিতা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তখনো তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন' (মনসুর, ২য়, ৯০)। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, 'পরামর্শ ছাড়া খেলাফত নেই' (ইয়ালাতুল খীফা আন্ খিলাফাতুল খুলাফা)। অতএব পরামর্শ দান ও গ্রহণ বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ যা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। খলীফা অথবা মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান অবশ্যই মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ আহ্বান করবেন, যদিও তিনিই শেষ সিদ্ধান্তের মালিক। ইসলামী 'শূরা' বা 'মুশাওয়ারা' (পরামর্শসভা) পশ্চিমা পার্লামেন্টের মত নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তার এ অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করলে পরামর্শ সভার সুপারিশ গ্রহণ নাও করতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এ ইচ্ছা কদাচিৎ বিশেষ বিবেচনার সাথে প্রয়োগ করে সাধারণত গ্রহণের জন্যই পরামর্শ ও সুপারিশগুলো নেয়া হয়।

৫১৬। 'মিম্ বা'দিহি'র একটি অর্থ হলো 'তিনি ছাড়া'। এর আক্ষরিক অর্থ 'তার পরে'। অন্য অর্থ 'তার বিপক্ষে','তাকে বাদ দিয়ে'।

৫১৭। উহুদের পাহাড়-চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে রসূলে পাক (সাঃ) মুসলিম বাহিনীর পিছন দিক রক্ষার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই শত্রুবাহিনীকে পলায়নপর দেখে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসে। যদিও তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই যেন তারা সে স্থান ত্যাগ না করে, তথাপি শত্রু পরাজিত হয়েছে দেখে তারা সে স্থানে থাকার আর প্রয়োজন নেই মনে করে অধিকাংশই সেখান থেকে সরে পড়ে। সেই সময়ে তারা সে স্থানটি ত্যাগ করলে নবী করীম (সাঃ) এর আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধ হবে বলে তারা মনে করেনি। তা ছাড়া আরবের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যে পরিত্যক্ত মালের উপর হাত রাখতো তা সে-ই পেত। এমতাবস্থায় সে স্থানে অবস্থানরত থাকলে তারা গণিমতের (পরিত্যক্ত) মালের কিছুই পাবে না, এ ধারণাও তাদের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাদের এ অবাঞ্ছিত ধারণা ও কাজ পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে যে নবী করীম (সাঃ) তাদের যুদ্ধলব্ধ অংশ পাওয়ার অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারতেন। তাদের ধারণা ও আশঙ্কাকেই এখানে নিন্দা করা হচ্ছে। তবে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের আস্থার অভাব ছিল, এরূপ ইঙ্গিত মোটেই নেই। আয়াতটি শুধু এ কথাটিই বলতে চায়, মহানবী (সাঃ) এমন কাজ কখনো করতে পারেন না যে তিনি যাদেরকে এক স্থানে কর্তব্য-নিয়োজিত করলেন তারা যুদ্ধলব্ধধন-সম্পদের অংশ পাবে না।

১৬৩। [ক]যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে চলে সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন[৫১৮] হয়েছে এবং যার ঠাঁই জাহান্নাম? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। আল্লাহ্‌র কাছে তারা মর্যাদায় বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত[৫১৯]। আর তারা যা-ই করে আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। আল্লাহ্ নিশ্চয় মু'মিনদের প্রতি [খ]তাদেরই মাঝ থেকে[৫২০] তাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করে অনুগ্রহ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায় যদিও তারা এর পূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে ছিল।

অর্ধাংশ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٥﴾

النصف

১৬৬। আর যখনই তোমাদের এমন [গ]কোন ক্ষতি হয়েছে যার দ্বিগুণ[৫২১] (ক্ষতি) তোমরা (কাফিরদের) সাধন করেছ তখন তোমরা বলেছ, এটা কি করে হলো? তুমি বল, 'এটা তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই[৫২২] হয়েছে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। আর দু'দলের পরস্পর মুখোমুখী হওয়ার দিন যে বিপদ তোমাদের ওপর এসেছিল তা আল্লাহ্‌র আদেশেই এসেছিল যাতে করে তিনি মু'মিনদের (পৃথকভাবে) প্রকাশ করে দেন

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০৮, ২৬৬; ৩ঃ১৬; ৫ঃ৩, ৬২ঃ৩, ১৭, ৯ঃ৭২; খ. ২ঃ১৩০, ১৫২; ৯ঃ১২৮; ৬২ঃ৩; ৬৫ঃ১২; গ. ৪ঃ৮০।

৫১৮। উহুদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মদীনার মুনাফিকরা হঠাৎ পক্ষ ত্যাগ করলো। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল। সংকট মুহূর্তে মুনাফিকদের পক্ষত্যাগে মুসলিম শক্তি আরো হ্রাস পেল। তথাপি নবী করীম (সাঃ) শত্রুদের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। অপরপক্ষে মুনাফিকরা পক্ষ ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপ কুড়ালো।

৫১৯। 'হুম দারাজাতুন' অর্থ তারা বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী। এখানে দারাজাতুন শব্দটির পূর্বে 'উলু' শব্দটি উহ্য আছে।

৫২০। এ আয়াতটি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে মহানবী (সাঃ)এর আদর্শ অনুসরণের এক অনুপম চেতনা ও প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। তিনি তাঁদেরই মত এবং তাঁদেরই একজন ছিলেন।

৫২১। এখানে বদরের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে মক্কার শত্রু-যোদ্ধাদের ৭০ জনকে নিহত ও ৭০ জনকে বন্দী করা হয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন, কিন্তু কেউ বন্দী হননি। অতএব মুসলমানদের হাতে মক্কাবাসীদের দ্বিগুণ ক্ষতি হয়েছিল।

৫২২। মানুষের ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কাজই তাদের নিজ থেকে উদ্ভূত হয়। কারণ সে নিজেই সে কাজের হোতা। তবে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বিচারকরূপে তার কাজের ফলাফল নির্দ্ধারণ করেন, সেহেতু ভাল ফলই হোক আর মন্দ ফলই হোক, তা আল্লাহ্ তাআলাার দিকেও সমভাবে আরোপ করা যায় (৪ঃ৭৯)। এ অর্থেও মানুষের কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিদান ও প্রতিফল বলে অভিহিত হতে পারে।

১৬৮। এবং যারা মুনাফেকী করেছে তাদেরও (পৃথকভাবে) প্রকাশ করে দেন[৫২৩]। আর তাদের বলা হয়েছিল, 'আস, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর অথবা[৫২৪] প্রতিরোধ কর'। তারা বলেছিল, 'আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম[৫২৫]।' সেদিন তারা তাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। [ক]তারা নিজেদের মুখে তা বলছে যা তাদের অন্তরে নেই। আর তারা যা গোপন করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৯। (এরা তারাই,) যারা নিজেরা (ঘরে) বসে থেকে তাদের ভাইদের[৫২৬] সম্পর্কে বলেছিল, 'তারা যদি আমাদের কথা মানতো তাহলে তারা [খ]নিহত হতো না।' তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে [গ]তোমাদের কাছ থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দেখাও।'

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۹﴾

★ ১৭০। আর [ঘ]যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত[৫২৭] হয়েছে তুমি কখনো তাদের মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে জীবিত এবং তাদের রিয্‌ক দেয়া হচ্ছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৮ঃ১২; খ. ৩ঃ১৫৫; গ. ৪ঃ৭৯; ঘ. ২ঃ১৫৫।

৫২৩। বিপদ-আপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্যিকার বিশ্বাসীকে দুর্বলচেতা বিশ্বাসী থেকে পৃথক করে দেখায়। বিশ্বাসীদের পক্ষে আপদ-বিপদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই। এ দিক দিয়ে দেখলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্দশা প্রকারান্তরে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। এ যুদ্ধ মু'মিনদের ও মুনাফিকদের চিহ্নিত করে দিল। এতদিন এ মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যেই মিশে ছিল।

৫২৪। 'আও' শব্দটি যার আক্ষরিক অর্থ 'অথবা', এখানে 'আর' অনুবাদ করা হয়েছে। 'অথবা' মানে 'তথা', 'অন্য কথায়' ইত্যাদি।

৫২৫। 'লাও না'লামু কিতালান' (আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম) বাক্যাংশটির অর্থ হতে পারেঃ (১) আমরা যদি বুঝতাম যুদ্ধ হবে অর্থাৎ আমরা জানি যুদ্ধ হবে না, কেননা বিরাট শত্রুবাহিনী দেখে মুসলমানরা যুদ্ধ না করে তড়িঘড়ি পলায়ন করবে, (২) আমরা যদি জানতাম এটা একটা যুদ্ধ অর্থাৎ এটা মুসলমানদের জন্য বরং এক নিশ্চিত ধ্বংস, কেননা শত্রুর সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধসম্ভার মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশি, (৩) যুদ্ধ কীরূপে করতে হয় তা যদি আমরা জানতাম! এ ক্ষেত্রে এটা ব্যঙ্গোক্তি যার তাৎপর্য 'আমরা যুদ্ধ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান রাখি না এবং পারদর্শীও নই। যদি সেরূপ হতাম তাহলেতো তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করতাম।' অবশ্য এটা ওহুদের ঘটনার কথা, যখন ৩০০ মুনাফিক তাদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এর নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে মদীনায় ফিরে গিয়েছিল।

৫২৬। 'তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল' অর্থাৎ তারা ভাইদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল।

৫২৭। 'আম্‌ওয়াত' 'মাইইত' এর বহুবচন, মাইইত অর্থ মৃত। এছাড়াও এর অন্যান্য অর্থ আছে ঃ

(১) যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হয়নি, (২) যে মৃতব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই, (৩) যে ব্যক্তি শোকে-দুঃখে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

১৭১। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তারা এতে উৎফুল্ল[৫২৮]। আর যারা তাদের পিছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে (এবং) এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি এদের সম্বন্ধেও তারা সুসংবাদ পাচ্ছে। [ক]এদেরও কোন ভয় নাই এবং এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭
[১৬]
৮

১৭২। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা অনুগ্রহ ও আশিস লাভের সুসংবাদ পায় এবং এ (সুসংবাদও পায়), '[খ]আল্লাহ্ মু'মিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না।'

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭৩। আহত[৫২৯] হবার পরও [গ]যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মাঝে যারা ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে এদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

১৭৪। (অর্থাৎ) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় কর'[৫৩০]। কিন্তু এ (কথা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বললো, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক!'

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۴﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৬৩; ৬ঃ৪৯; ৭ঃ৫০; খ. ৭ঃ১৭১; ১১ঃ১১৬; গ. ৮ঃ২৫।

৫২৮। শহীদগণ (যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করেন) এ ভেবে আনন্দিত হন যে তাঁদের জীবিত ভাইয়েরা যারা পরে পরপারে আসবেন তাঁরা নিশ্চয় শত্রুদের উপর বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ শহীদগণের মৃত্যুর পরে পরেই পর্দা সরে যায় এবং তাঁদেরকে জানানো হয়, মুসলমানরা বিজয়ী হতে যাচ্ছে। তাঁদের ভাইদের সম্বন্ধে তাঁরা উৎফুল্ল হন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদেরকে অবহিত করেন, ইসলাম বিজয়ের পর বিজয় ও কৃতকার্যতার পর কৃতকার্যতা লাভ করে চলেছে।

৫২৯। এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর দু'টি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ওহুদের যুদ্ধের পরে পরেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম অভিযানটি ছিল উহুদের যুদ্ধের পরের দিনই। মক্কাবাসীরা খালি হাতে উহুদ থেকে ফিরে যাচ্ছিল এবং বলছিল, তারা উহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আরব গোত্ররা তাদেরকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো, বাহ্ কি বিজয়ী রে ! সাথে না আছে যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ, না আছে একজন বন্দী! টিট্‌কারী শুনে তারা পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য পুনরায় মদীনাভিমুখী হতে মনস্থ করলো। নবী করীম (সাঃ) তাদের পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও করছিলেন। তাই উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণকে ডেকে তাঁর (সাঃ) সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে আহ্‌বান জানালেন এবং পরদিন মাত্র ২৫০ জন সাথী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করলেন। মক্কাবাসীরা যখন এ কথা জানতে পারলো তখন তারা সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মক্কার দিকে পলায়ন করলো। মহানবী (সাঃ) মদীনা থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যখন দেখলেন শত্রুরা মক্কার দিকে পলায়ন করেছে তখন তিনিও মদীনার দিকে ফিরে আসলেন। দ্বিতীয় অভিযানটি ছিল এক বছর পরের ঘটনা। উহুদের যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করবার সময় মক্কাদলের সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করেছিল, পরবর্তী বছরে বদরের ময়দানে মুসলমানদের সাথে সে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু পরবর্তী বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। তবে সে 'নুয়াইম বিন মাসূদ' নামক এক ব্যক্তিকে মদীনার মুসলমানদেরকে ভীতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠালো এবং তার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ দিল, মক্কাবাসীরা এবার বদরের জন্য বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ অপকৌশল মুসলমানদেরকে মোটেও দমাতে পারলো না। তারা নির্দিষ্ট সময়ে বদরের ময়দানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের এত আস্ফালন সত্ত্বেও তারা নিজেরাই উপস্থিত হলো না। এ মুসলিম অভিযানকে বদরুস্ সুগ্‌রা (ছোট বদর) বলা হয়ে থাকে। দু'বছর পূর্বেকার বদরের যুদ্ধের তুলনায় এ ছিল এক ছোট অভিযান মাত্র।

৫৩০। নুয়াইম-বিন-মাসূদের অপকৌশলপূর্ণ মিথ্যা ভয় দেখানোর কথাই এখানে বলা হয়েছে।

১৭৫। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ[৫৩১] ও আশিসসহ ফিরে এল এবং কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আর [ক]তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলেছিল। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এ হলো শয়তান, যে কেবল [খ]তার বন্ধুদের[৫৩২] ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে তাদের ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। [গ]আর যারা অস্বীকারে দ্রুত অগ্রসরমান তারা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না[৫৩৩]। আল্লাহ্ পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ রাখতে চান না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক মহা আযাব।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। [ঘ]নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে, [ঙ]আমরা তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের কেবল এ জন্য অবকাশ দিচ্ছি যেন[৫৩৪] তারা আরো বেশি করে পাপ করে। আর তাদের জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাজনক আযাব।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০। আল্লাহ্ এমন নন যে পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করে না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ[৫৩৫] সে অবস্থায় [চ]মু'মিনদের ছেড়ে দিবেন। আর [ছ] তোমাদের (প্রত্যেককেই)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০৮, ২৬৬; ৩ঃ১৬, ১৬৩; ৫ঃ৩, ১৭; ৯ঃ৭২; ৫৭ঃ২১, ২৮; খ. ৭ঃ২৮; ১৬ঃ১০১; ৩৫ঃ; গ. ৫ঃ৪২; ঘ. ২ঃ১৭, ৮৭; ১৪ঃ২৯; ঙ. ২২ঃ৪৫; চ. ৮ঃ৩৮; ২৯ঃ৩.৪। ছ. ৭২ঃ২৭-২৮

৫৩১। 'বদরুস্ সুগ্‌রা' থেকে মুসলমানেরা বহু লাভবান হয়েছিল। সেখানকার বাৎসরিক মেলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বহু অর্থ নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে এল। আল্লাহ্‌র 'প্রচুর নেয়ামত' শব্দটি এ ব্যবসালব্ধ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

৫৩২। শয়তান তার বন্ধু অবিশ্বাসীদের দ্বারা মুলসমানদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরিকল্পনা তার অবিশ্বাসী বন্ধুদেরকেই ভীতিগ্রস্থ করতে পারে, মুসলমানদেরকে নয়-শব্দগুলোর অর্থ এটাই।

৫৩৩। যারা মহানবী (সাঃ) এর কিংবা ইসলামের কিংবা ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের ক্ষতি সাধন করতে চায় তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র ক্ষতি সাধন করতে চায়। কেননা নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলারই উদ্দেশ্য।

৫৩৪। 'লিইয়াজদাদু' (লি+ইয়াজদাদু) এর 'লাম' অক্ষরটিকে ফল-নির্দেশক 'লামে আকিবা' বলা হয়।

৫৩৫। এ আয়াত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তারা যেসব পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে চলেছে তা শীঘ্র শেষ হবার নয়। আরো অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, যে পর্যন্ত না সত্যিকার বিশ্বাসী এবং মুনাফিক ও দুর্বল-বিশ্বাসীদের মাঝে তারতম্য ও পার্থক্য পরিষ্কার দৃশ্যমান হয়।

الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٨٠﴾

অদৃশ্যের বিষয় জানানো আল্লাহ্‌র কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রসূলদের মাঝে যাকে চান মনোনীত[৫৩৬] করে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা ঈমান আনলে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করলে তোমাদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨١﴾

১৮১। আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন (এথেকে খরচ করতে) [ক]যারা কৃপণতা করে তারা যেন তা কখনো নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে বরং তাদের জন্য তা অকল্যাণকর। যে (ধনসম্পদের) ক্ষেত্রে তারা কৃপণতা করে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই (তা) তাদেরকে গলার বেড়িরূপে পরানো হবে। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিকানা[৫৩৭] একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত।

১৮
[৭]
৭

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨٢﴾

১৮২। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের বক্তব্য শুনেছেন যারা বলে, [খ]'নিশ্চয় আল্লাহ্ গরীব এবং আমরা ধনী[৫৩৮]। তাদের এ বক্তব্য এবং নবীদের (বিরুদ্ধে) তাদের অযথা [ঘ]কঠোর বিরোধিতাকে আমরা অবশ্যই লিখে রাখবো এবং আমরা (তাদের) বলবো, 'তোমরা দহনের আযাব ভোগ কর'।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٣﴾

১৮৩। তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই এ (আযাব দেয়া হবে)। আর [গ]আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি মোটেও যুলুম করেন না।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ

১৮৪। যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ সে আমাদের জন্য এমন (কিছুর)

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৩৮; ১৭ঃ৩০; ২৫ঃ৬৮; খ. ৪৭ঃ৩৯; গ. ৪ঃ১৫৬।

৫৩৬। এ বাক্যটি দ্বারা একথা বুঝায় না যে আল্লাহ্ তাআলার কোন কোন নবী তাঁর মনোনীত এবং অন্য নবীরা মনোনীত নন। আসলে বাক্যটির তাৎপর্য ও অর্থ হলো, নবীগণের মনোনয়নের ক্ষেত্রে যে যুগে যিনি নবী মনোনীত হন তিনিই সেই যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব।

৫৩৭। 'মীরাস' শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকার হলেও এখানে 'মালিকানা' বুঝাচ্ছে। শব্দটির অর্থ 'প্রাপ্ত অংশ'ও হয় (২৩ঃ২২ দেখুন)। সেখানে বলা হয়েছে, 'যারা উত্তরাধিকার হিসাবে বেহেশ্‌ত পাবে'। বেহেশ্‌ত প্রকৃতপক্ষে কেউই উত্তরাধিকার সুত্রে পায় না, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রদত্ত অংশ হিসাবে পায়।

৫৩৮। যখন ইহুদীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য আহ্‌বান করা হয়েছিল (৩ঃ১৮১) তখন তারা মুসলমানদেরকে টিট্‌কারী করে বলেছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবী আর আমরা'। এ কথাগুলো নব দীক্ষিতদের কৃপণ স্বভাবকেও প্রকাশ করে, যারা এর ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক চাহিদা মেটাতে কষ্ট বোধ করে।

تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

কুরবানী (করার বিধান) না আনে যাকে আগুন[৫৩৯] গ্রাস করে।' তুমি (তাদেরকে) বল, 'নিশ্চয় তোমাদের কাছে আমার পূর্বে অনেক রসূল [ক]সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল এবং তোমরা যা বলছ তাও (নিয়ে এসেছিল)। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে কেন তোমরা তাদেরকে ভয়ানক দুঃখকষ্ট✶ দিয়েছিলে?

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ

✶ ১৮৫। [খ]আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে (স্মরণ রেখো) তোমার পূর্বেও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিল, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও জ্ঞানগর্ভ[৫৪০] পুস্তকসমূহ এবং আলোকিত কিতাবসহ[৫৪১] এসেছিল।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

১৮৬। প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর [ঘ]কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তোমাদের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। তখন যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে নিশ্চয় সে-ই সফল হবে। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় সাময়িক সুখসাচ্ছন্দ্য[৫৪২] ছাড়া আর কিছু নয়।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۗ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের প্রাণের মাধ্যমে তোমাদের [ঙ]পরীক্ষা[৫৪৩] নেয়া হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের পক্ষ থেকেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করলে নিশ্চয় তা হবে সাহসিকতার কাজ।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৩৩; ১৪ঃ১০; ৪০ঃ৮৪ ;খ. ৩৫ঃ৫, ২৬; গ. ২১ঃ৩৬; ২৯ঃ৫৮; ঘ. ৪ঃ১৭৪; ৩৫ঃ৩১; ৩৯ঃ৩৬; ঙ. ২ঃ১৫৬; ৮ঃ২৯; ৬৪ঃ১৬

৫৩৯। এ আয়াতে আগুনে নৈবেদ্য দান করা সম্পর্কে ইহুদীদের আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, নৈবেদ্য প্রদানের নিয়ম পালনের ব্রত কোন নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি নয়। কেননা এরূপ কাজ মিথ্যা দাবীকারকও করতে পারে। দাবীকারকের সত্যতা কেবলমাত্র 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' দেখানোর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর যদি তাদের মতে দগ্ধ-নৈবেদ্যই সত্য নবীর চিহ্ন হয় তাহলেও এ বিষয় নিয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপনের অধিকার নেই। কারণ যে সকল নবী ঐ আইন পালন করেছিলেন তাঁদেরকেও তো তারা সত্য বলে স্বীকার করে নি।

✶ [কতলের অর্থ ভয়ানক আঘাত করাও হয়ে থাকে। দেখুন তফসীর রুহুল মাআনী, সূরা ফাতাহ্, ইন্না ফাতাহনালাকা ফাতহাম্মুবীনা;- এর অধীন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৫৪০। 'যবূর' অর্থ লিখন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, যাতে আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ বা অধ্যাদেশ নেই। বিশেষ করে দাউদ (আঃ) এর 'গীত সংহিতা' যবূর নামে পরিচিত (লেইন)।

৫৪১। 'তওরাত' যা বনী ইস্রাঈলের সকল নবীই অনুসরণ করতেন। তওরাতের শরীয়ত অনুসরণ করা সত্ত্বেও বনী ইস্রাঈলের প্রত্যেক নবীই স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং আল্লাহ্র বাণী পেতেন, যাতে জ্ঞানের আলো, হেদায়াতের উপাদান এবং সতর্কবাণী থাকতো।

৫৪২। প্রকৃতিতে প্রাণীর জন্য মৃত্যুর চাইতে সুনিশ্চিত বিষয় আর কিছুই নেই। অথচ মানুষ এ মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে থাকে, এর কথা একবার ভাবেও না। এখানে ইহজীবনের সব কিছুই ছলনাময় সাময়িক সুখ-সাচ্ছন্দরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ বাহ্যত দুনিয়াটি খুবই মধুময় ও আকর্ষণীয় বলে মনে হয় বটে, কিন্তু এর আনন্দের মধ্যে ও লাভ-লোভের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে গেলে দেখা যায় দুনিয়াটা আসলেই ছলনায় পূর্ণ।

৫৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮৮। আর (স্মরণ কর) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ যখন (এই মর্মে) অঙ্গীকার[৫৪৪] নিয়েছিলেন, 'তোমরা অবশ্যই মানুষের কল্যাণের জন্য এ (কিতাব) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।' [ক]কিন্তু তারা একে তাচ্ছিল্যভরে অগ্রাহ্য করলো এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করলো। অতএব তারা যা ক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট!

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ (١٨٨)

১৮৯। যারা নিজেদের [খ]কৃতকর্মে খুশি হয় এবং যে কাজ তারা করেনি সে সম্পর্কেও তারা প্রশংসা পেতে চায়, তারা যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে[৫৪৫] একথা তুমি কখনো মনে করো না[৫৪৫-ক]। প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (١٨٩)

১৯ [৯] ১০

১৯০। [গ]আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٩٠)

১৯১। [ঘ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং পালাক্রমে রাতের ও দিনের আগমনের মাঝে বুদ্ধিমানদের[৫৪৬] জন্য নিশ্চয়ই নিদর্শনাবলী রয়েছে,

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩١)

১৯২। [ঙ]যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। আর (যারা) আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে), "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (মহাবিশ্ব) [চ]বৃথা[৫৪৭] সৃষ্টি করনি। তুমিই পবিত্র। অতএব তুমি আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩٢)

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০২; খ. ৬১ঃ৩, ৪; গ. ৫ঃ১৮, ১৯, ১২১; ২৪ঃ৪৩; ৪২ঃ৫০; ঘ. ২ঃ১৬৫; ৩ঃ২৮; ৪৫ঃ৪-৬; ঙ. ৪ঃ১০৪; ১০ঃ১৩; ৩৯ঃ১০; ৬২ঃ১১ চ. ৩৮ঃ২৮।

৫৪৩। পরীক্ষা ও বিপদাপদ চারটি কাজ সম্পাদন করে ঃ (১) এগুলো দ্বারা দোদুল্যমান দুর্বল বিশ্বাসীদের সাথে দৃঢ়চেতা, নিবেদিত বিশ্বাসীদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়, (২) সরল ও সত্যিকার বিশ্বাসীদের জন্য এগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বিশেষ, (৩) যারা এ পরীক্ষা ও বিপদাপদে পতিত হয় তারা নিজেদের ঈমানের শক্তি ও দুর্বলতা জানবার সুযোগ পায় এবং এতে তারা আত্ম-সংশোধনের জন্য মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়, (৪) পরীক্ষার মাধ্যমে পুরস্কারের যোগ্যতাও নির্ণিত হয়।

৫৪৪। এখানে সাধারণভাবে সকল নবীর অনুসারীদের কাছ থেকে গৃহীত অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, কোন বিশেষ অঙ্গীকারের কথা নয়। অঙ্গীকারের সারকথা হলো, নবীর মৃত্যুর পরে ঐশী-বাণী ও শিক্ষামালাকে অনুসারীরা প্রচার করবে এবং নিজেরাও তা জীবনে বাস্তবায়িত করবে।

৫৪৫। 'মাফাযাহ্' অর্থ নিরাপত্তার স্থান বা অবস্থা, পলায়ন-স্থল, কৃতকার্যতা ও উন্নতির উপায় (আকরাব)।

৪৪৫-ক। ওয়ালা তাহ্‌সাবান্না' 'বাক্যাংশ এ আয়াতে দু'বার এসেছে যার অর্থ হলো 'তুমি কখনো মনে করো না'। এ বাকাংশটি জোর দেয়ার জন্য দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য।

৫৪৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং পালাক্রমে রাতের ও দিনের আগমনের মাঝে যে শিক্ষা মানুষের জন্য রয়েছে তা হলো, মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উন্নতি অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে যদি সৎভাবে ও ধর্মপথে নিজেকে পরিচালিত করে তাহলে তার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও অন্ধকার দূর হয়ে সুখ ও উজ্জ্বলতা আসবেই।

৫৪৭। যে সংবদ্ধ বিশ্বজগতের দিকে পূর্ব-আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চয় কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া খাম-খেয়ালীভাবে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করিয়েছ তাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করেছ। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٤﴾

* ১৯৪। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (আমাদেরকে এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ[৫৪৮] ক্ষমা কর, আমাদের দোষত্রুটি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও।'

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি যে প্রতিশ্রুতি তোমার রসূলদের জন্য আমাদের অনুকূলে নির্ধারিত করে দিয়েছিলে (অর্থাৎ নবীদের অঙ্গীকার) তা আমাদের দান কর এবং কিয়ামত দিবসে আমাদের লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقٰتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُۥ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, 'নিশ্চয় আমি [ক]তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত[৫৪৯]। অতএব [খ]যারা হিজরত করেছে, নিজ বাড়িঘর থেকে যাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমার পথে যাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে নিশ্চয় আমি তাদের দোষত্রুটি তাদের কাছ থেকে দূর করে দিব এবং নিশ্চয় [গ]আমি এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। (এ হলো) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদান। আর আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।'

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২৫; ১৬ঃ৯৮; ২০ঃ১১৩ ;খ. ১৬ঃ৪২; ২২ঃ৫৯, ৬০ ;গ. ২ঃ২৬।

সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে কেন্দ্র করে এ বিশাল জগৎ ও তার মধ্যকার সব কিছুর সৃষ্টি মানুষকে এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং সাথে সাথে তাকে সৃষ্টি করার বিরাট উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলে। মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যে যখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী ও তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করে তখন এর সংবদ্ধতা, সংযোগ ও শৃঙ্খলার পরিপূর্ণতা তথা স্রষ্টার অপরিসীম প্রজ্ঞা দ্বারা সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে তার সত্তার গভীরতমস্থল থেকে এ বাক্য উৎসারিত হয়ে ওঠে, "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (মহাবিশ্ব) বৃথা সৃষ্টি করনি।"

৫৪৮। 'যুনূব' এর অর্থ হলো, মানুষের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দুর্বলতা, সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। মানুষের হৃদয়ে যে সকল স্থানে অন্ধকার জমে এবং স্বর্গীয় আলো প্রবেশ করে না, সেগুলোকেও 'যুনূব' বলা যায়। 'সাইয়্যিআত' শব্দটি 'যুনূব' থেকে কঠোর ও গভীর। এর দ্বারা ধূলি-ঝড়কে বুঝাতে পারে যা সূর্যের আলোকরশ্মিকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখে। ২ঃ৮২ এবং ৩ঃ১৭ দেখুন।

৫৪৯। এ সূরায় প্রধানত খৃষ্টানদের বিশ্বাস ও আদর্শ আলোচিত হয়েছে। যদিও খৃষ্ট চার্চ দাবী করে, খৃষ্টান-ধর্মে স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সম-মর্যাদা দেয়া হয়েছে তথাপি এ দাবী সত্য নয়। খৃষ্ট-ধর্মে স্ত্রীলোকের মর্যাদা নিশ্চিতভাবে পুরুষের নীচে। তাই আধ্যাত্মিক ময়দানে স্ত্রীলোক

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। [ক]দেশময় অস্বীকারকারীদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে আদৌ ধোঁকায়[৫৫০] ফেলে না দেয়।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। (এ হলো) সামান্য সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য[৫৫১]। এরপর তাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম। তা কত মন্দ বিশ্রামস্থল!

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। কিন্তু যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন সব জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (এ হবে) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা[৫৫২]। আর আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্য অতি উত্তম।

তৃতীয়াংশ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾

২০০। আর নিশ্চয় এমন এক শ্রেণীর [খ]আহলে কিতাব রয়েছে, যারা আল্লাহ্তে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (তাতেও) ঈমান আনে। (তেমনি) তারা আল্লাহ্র সমীপে বিনয় অবলম্বন করে (এবং) আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে না। এদেরই জন্য এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এদের পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[৫৫৩]।

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৫; খ. ৩ঃ১১১।

ও পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বার বার উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৫৫০। এ আয়াতটি কাফিরদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও ক্ষমতার প্রতি, বিশেষ করে খৃষ্টান জাতিগুলোর চোখ-ধাঁধানো পার্থিব উন্নতির প্রতি মু'মিনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মহানবী (সাঃ) এর সময় তাদের জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন যেমন মানুষকে মোহাবিষ্ট করেছিল, তেমনি শেষ যুগেও তাদের অভূতপূর্ব জাগতিক উন্নতি মানুষকে আবার অপ্রতিহত গতিতে প্রলুব্ধ করছে। এ আয়াত মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছে তারা যেন কাফিরদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব উন্নতির চাকচিক্য দেখে প্রতারিত না হয় ও ভীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে।

৫৫১। খৃষ্টান জাতিগুলোর এ উন্নতি অস্থায়ী। এ আয়াত ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারা অচিরেই ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হবে, এমন কি তাদের শাস্তির পালা তাদেরকে স্পর্শ করে ফেলেছে।

৫৫২। 'নুযূল' নাযালা ধাতু থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। 'নাযালা' অর্থ সে অবতরণ করলো, সে একস্থানে বসতি স্থাপন করলো। অতএব 'নুযূল' অর্থঃ (১) অতিথি শালা, (২) অতিথিদের জন্য তৈরী করা খাদ্য (লেইন)।

৫৫৩। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' বাক্যটি যখন অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে তাড়াতাড়িই শাস্তি দিবেন এবং যখন বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে তাড়াতাড়িই পুরস্কৃত করবেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا ۥ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٢٠٠

২০১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ধর, পরস্পরকে ধৈর্যের তাগিদ দাও এবং ক সীমান্তের সুরক্ষায় তৎপর থাক[৫৫৪]। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন সফল হতে পার[৫৫৫]।

২০
[১১]
১১

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৬১।

৫৫৪। 'রাবিতূ' অর্থ অটলরূপে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, সীমান্তে ঘোড়াকে প্রস্তুত রাখ, ধর্মের অনুশাসন পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাক, নামাযের সময় সম্বন্ধে সচেতন থাক। (লেইন)।

৫৫৫। এ আয়াতে সফলতার অন্য পাঁচটি পূর্বশর্ত উল্লেখিত হয়েছেঃ (১) ধৈর্যসহকারে প্রচেষ্টা চালানো, (২) শত্রুর তুলনায় অধিক ধৈর্য ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, (৩) নিজের ধর্মের ও সম্প্রদায়ের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকা, (৪) আত্মরক্ষার জন্য এবং প্রয়োজন-বোধে আক্রমণের জন্য সীমান্তের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা, (৫) যথাযোগ্য ধর্মপরায়ণতার সাথে জীবন যাপন করা। 'রিবাত' শব্দটি মানব হৃদয়কেও বুঝায়। অতএব বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন অভ্যন্তরীণ শত্রু ও বহিঃশত্রু উভয় থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলে।

সূরা আন্ নিসা-৪
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরার নামকরণ যথার্থই 'আন্ নিসা' (নারী জাতি) করা হয়েছে। কেননা এতে প্রধানত নারী জাতির অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে সমাজে তাদেরই যথাযথ স্থান ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধের পরে হিজরতের তৃতীয় এবং পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ করে উক্ত যুদ্ধের কারণে সমাজে যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধবা এবং এতীমের উদ্ভব হয় তাদেরকে নিয়েই এর মূল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলমান এবং ইউরোপীয় পন্ডিত সকলেই একমত। একজন বিশিষ্ট জার্মান প্রাচ্যবিদ নলডিকি এ সূরার কোন কোন আয়াতকে মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এ ধরনের আয়াতে ইহুদীদেরকে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে আহ্বান করা হয়েছে। কেননা তারা তখনো মুসলমানদের সাথে কোনরূপ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। হোয়েরীর মতে এ সূরার ১৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত, 'হে মানব জাতি' ধরনের সম্বোধন দেখে মনে হয়, অন্তত এ আয়াতটি (অর্থাৎ ১৩৪ নং আয়াত) মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এ ধরনের সম্বোধন একমাত্র মক্কী সূরাসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি আয়াতে 'হে মানবজাতি' সম্বোধন দেখেই তা মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যেখানে অন্য সমস্ত প্রমাণ এ ধারণার পরিপন্থী। আসল কথা হচ্ছে, মক্কাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, যেজন্য তখনো তারা আলাদা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারেনি এবং তখন পর্যন্ত শরীয়তের খুব কম সংখ্যক নির্দেশাবলীই অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে মক্কাতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই 'হে মানব জাতি' সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু মদীনাতে হিজরতের পরে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্রুত ও অধিক সংখ্যক শরীয়তের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হতে থাকে এবং অবিশ্বাসী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলীসহ বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায় সুসংগঠিত হয় তখন তাদেরকে 'হে যারা ঈমান এনেছ!' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকলকেই আহ্বান করা হয়েছে সেখানে 'হে মানব জাতি' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক হলো, পূর্ববর্তী সূরার অন্যতম বিষয় ছিল ওহুদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ। কিন্তু এ সূরাতে উক্ত যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাটিতে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকদের অশুভ চক্রান্ত, তৎপরতা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে, যারা ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও কার্যক্রমে শঙ্কিত হয়ে ইসলামকে সমূলে উৎপাটনের জন্য তাদের সমস্ত সম্পদ একত্র করে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এছাড়া এ দিক থেকেও সূরাটিতে পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। কেননা এতে প্রায়শ্চিত্তবাদের মতবাদকে ধূলিসাৎ করে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেননি।

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ

সূরা আলে ইমরানের মত এ সূরারও অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে খৃষ্টধর্মের মৌলিক মতবাদ। এ সূরাতে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে শেষ যুগে খৃষ্টধর্মের বিস্তার ও উন্নতির উল্লেখ করা হচ্ছে। যেহেতু শেষ যুগে খৃষ্টান লেখক ও বক্তারা নারী জাতির প্রতি অসম্মান ও পুরুষদের তুলনায় তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা প্রদানের অভিযোগ তুলে অত্যন্ত সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠে ইসলামকে দোষারোপ করবে, সেহেতু এ সূরাতে নারীজাতির সমস্যা ও এর সমাধানমূলক বিষয়াবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা আসলে নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে খৃষ্টধর্মের তুলনায় এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা উত্তম। তাছাড়া নারী জাতির সাথেই যেহেতু এতীমের বিষয়টিও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাই এ সূরাতে এতীমের প্রসঙ্গও বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে এই হলো প্রথম ঐশী বাণী যা এতীম ও নারী জাতির অধিকারের রক্ষাকবচ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। ইসলামে নারীদেরকে তাদের বৈধ অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। সেই সাথে সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার নিশ্চিৎ করা হয়েছে । এ সূরার দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় মুনাফিকী বা কপটতা। যেহেতু শেষ যুগে খৃষ্টধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করবে এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের সমালোচনার কারণে এবং অনেক মুসলমান খৃষ্টান শাসকদের অধীনস্থ হওয়ার দরুন নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কপট মনোভাব পোষণ করবে। এই কপটতার বিষয়টি বর্তমান সূরাতে নারীজাতির অধিকারের পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে এবং একজন মুনাফিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কত অতলে তলিয়ে যেতে পারে সে দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হবে। কেননা তারা তাদের স্রষ্টার চাইতে মানুষকেই বেশি ভয় করে। সূরাটির শেষের দিকে হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্রুশীয় ঘটনার প্রতি কিছুটা আলোকপাত করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় একটা প্রমাণ দ্বারা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, ক্রুশে হযরত ঈসা (আঃ)

এর মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাস জঘন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। অন্যান্য মানুষের মতই হযরত ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এ বিশ্বাসের মুলে ঐতিহাসিক সত্যতা, বাইবেলের সমর্থন কোনটিই নেই। নবুওয়তের ধারা বনী-ইসরাঈল থেকে বনী ইসমাঈলে স্থানান্তরিত হবার দরুন হযরত ঈসা (আঃ)এর কোন আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী না থাকায় এক অর্থে তিনি ছিলেন 'কালালাহ্'। এ সূরাটি কালালাহ্‌র বিষয়ে ফিরে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।
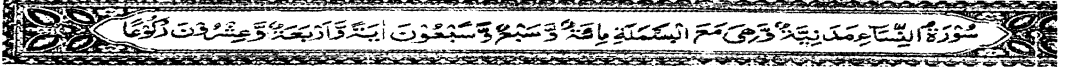
সূরা আন্ নিসা-৪

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝٢

✶ ২। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের [ক]প্রভু-প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর, [খ]যিনি একই সত্তা[৫৫৬] থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী[৫৫৭] সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক। আর তোমরা (বিশেষভাবে) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার[৫৫৮] ক্ষেত্রে (তাক্ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝٣

৩। আর তোমরা [গ]এতীমদেরকে তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দাও। আর তোমরা পবিত্র বস্তুর বিনিময়ে অপবিত্র বস্তু নিও না। আর তোমরা তাদের ধনসম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে একত্র করে গ্রাস করো না। নিশ্চয় এ এক মস্তবড় পাপ[৫৫৯]।

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ৭১; ৫৯ঃ১৯ ;খ. ৭ঃ১৯০; ১৬ঃ৭৩; ৩০ঃ২২; ৩৯ঃ৭ ;গ. ৪ঃ১১, ১২৮; ৬ঃ১৫৩; ১৭ঃ৩৫।

৫৫৬। 'একই সত্তা' এর তাৎপর্য হতে পারে ঃ (১) আদম, (২) স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অবস্থা, কারণ যখন দুই বস্তু মিলিতভাবে একই কার্য সাধন করে তখন তাদেরকে একীভূত বা এক বলা যেতে পারে, (৩) একই সত্তা বলতে 'একই শ্রেণীভুক্ত' বা 'একই প্রজাতি' বুঝিয়েছে (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)।

৫৫৭। কথাটির অর্থ এ নয় যে স্ত্রীলোক পুরুষের অঙ্গ বিশেষ থেকে সৃষ্ট। এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীলোক ও পুরুষ একই জাতীয়, একই শ্রেণীভুক্ত, একই ধরনের স্বভাব, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং ধী-শক্তির অধিকারী। 'আদমের পাঁজর থেকে হাওয়ার সৃষ্টি'– এ ধারণাটা মনে হয় হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর এ হাদীসটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, 'স্ত্রীলোকেরা পাঁজর থেকে সৃষ্ট এবং এ অস্থির সর্বোচ্চ স্থানটি সর্বাপেক্ষা বেশি বক্র। এটাকে সোজা করতে গেলে তুমি এটা ভেঙ্গে ফেলবে' (বুখারী, নিকাহ্ অধ্যায়)। রসূলে পাক (সাঃ) এর এ বাক্যটিকে যতভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এ বাক্য 'হাওয়া আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্ট'– ধারণার পরিপোষক তো নয়ই, বরং এর বিপরীত। কারণ এ বাক্যে 'হাওয়া'র কোন নাম গন্ধই নেই, বরং পূর্বাপর সকল নারীর জন্যই এ বাক্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। আর এ কথাও সকলেরই জানা যে প্রত্যেক নারীকে পাঁজার থেকে বানানো হয়নি। নবী করীম (সাঃ) এর বাক্যে যে 'যিলউন' (পাঁজর) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এর তাৎপর্য হলো, ব্যবহার ও চলন-বলনের বক্রতা। শব্দটির অর্থও বক্রতা (বিহার ও মুহীত)। এ হাদীসটিতে স্ত্রীলোকের স্বভাবের একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলো অসন্তুষ্টির ভান, বিরাগের ছলনা ইত্যাদি। এই যে বক্রতা একে মহানবী (সাঃ) স্ত্রী-চরিত্রের উচ্চতম ও সুন্দরতম গুণ বলেছেন। যারা স্ত্রীলোকের রাগের ভান বা অভিমান করাটাকেই প্রকৃত রাগের প্রকাশ মনে করে তার উপর পাল্টা রেগে যায় এবং কঠোর ব্যবহার শুরু করে দেয় তারা স্ত্রী-ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও আত্মী-করণীয় গুণটাকেই নষ্ট করে ফেলে।

৫৫৮। এ আয়াত আল্লাহ্‌র তাকওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান–এ দু'টি কথাকে পাশাপাশি রেখে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দিয়েছে। কুরআন আত্মীয়তার বন্ধনকে অতিশয় সম্মান দান করেছে। মহানবী (সাঃ) বিয়ের খুতবা দিবার প্রারম্ভে সাধারণত এ আয়াতটি পাঠ করতেন। তিনি এ আয়াত পাঠের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে তাদের নব আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং পরস্পরের মাঝে একাত্মতা সৃষ্টির উপর জোর দিতেন।

---

৫৫৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَٰمَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

* ৪। আর তোমরা (যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে) যদি এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে না পারার আশঙ্কা কর তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী নারীদের দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে[৫৬০] বিয়ে কর। আর [ক]তোমরা যদি

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৩০।

৫৫৯। আল্লাহ্ তাআলার দু'টি অনুগ্রহ উল্লেখ করার পরে অর্থাৎ একই সত্তা থেকে অনেক পুরুষ-স্ত্রীর উদ্ভব ও আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার কথা বলার পরে কুরআন এতীমদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৫৬০। এ আয়াতটি বিশেষ গুরুত্ববহ। কারণ এতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী, সর্বাধিক চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছে। তবে এর জন্য কোন তাগিদ বা উৎসাহ প্রদান করেনি। যেহেতু এতীমদের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে এই একাধিক বিয়ের কথাটি এসেছে সেহেতু প্রাথমিকভাবে এটাই বুঝতে হবে, সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত পিতা-মাতাহীন দুঃখীদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এ একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ অবস্থায় অন্যান্য নারীদের থেকেও এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একাধিক বিয়ের বিষয়টি যদিও এতীমদের কথা বলতে গিয়ে এসেছে, তথাপি এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যখন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য একাধিক বিয়েই একমাত্র পরিত্রাণের পথ। বিয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি তাকালে আমরা দেখতে পাব একাধিক বিয়ের এ অনুমতি যে শুধু ন্যায়-সঙ্গত তা-ই নয় বরং অতি বাঞ্ছনীয়। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে এ অনুমতির সদ্ব্যবহার না করলে ব্যক্তির ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। কুরআনের মতে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য চারটিঃ (১) শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে সুরক্ষা (২ঃ১৮৮, ৪ঃ২৫), (২) মনের প্রশান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ সাথী লাভ (৩০ঃ২২), (৩) সন্তানাদি লাভ এবং (৪) আত্মীয়তার পরিধি বৃদ্ধি (৪ঃ২)। উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর একটি বা সবক'টি একটি বিয়ের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তির স্ত্রী যদি স্থায়ীভাবে অক্ষম বা পঙ্গু হয়ে যায় কিংবা কোন দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে সেক্ষেত্রে যদি সে অন্য মহিলাকে বিয়ে না করে তাহলে সেই ব্যক্তির বিয়ের উদ্দেশ্য বিফল হবে। এক্ষেত্রে অন্য একটি বৈধ বিয়ে করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না। অন্যথায় সে ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রতিহত করার মত শক্তি না রাখে তার স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য সে গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে। তাছাড়া একজন রুগ্ন স্ত্রী কখনো ভাল সঙ্গিণী হতে পারে না। যদিও স্ত্রী সর্বতোভাবে সম্মান ও সহানুভূতির যোগ্য তথাপি তার সঙ্গ স্বামীর মনকে সবদিক দিয়ে শান্তি দিতে পারে না। তেমনিভাবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামীর ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক সন্তান লাভের স্বাভাবিক বাসনা অচরিতার্থ থেকে যাবে। এসব সম্ভাব্য অবস্থার মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। উপরোক্ত যে কোন পরিস্থিতিতে স্বামী যদি প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তা হবে তার জন্য লজ্জা ও অপমানের কাজ। প্রকৃতপক্ষে এক বিয়ে ও একাধিক বিয়ে উভয়ই উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রায় এক।

যখন একটি উদ্দেশ্য কিংবা সবগুলো উদ্দেশ্য এক বিয়েতে অপূর্ণ থেকে যায় তখন একাধিক বিয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া কোন কোন সময় অন্যান্য কারণে স্বামীর একমাত্র স্ত্রী সব উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সত্ত্বেও এবং স্বামী তাকে মনেপ্রাণে ভালবাসা সত্ত্বেও স্বামীর পক্ষে একাধিক বিয়ে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে। এ কারণগুলো হচ্ছে ঃ (১) এতীমের রক্ষা, (২) বিবাহযোগ্যা বিধবাদের স্বামী-লাভ এবং (৩) কোন পরিবারের বা সম্প্রদায়ের হ্রাসপ্রাপ্ত জন-সংখ্যার বৃদ্ধি সাধন। আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, অরক্ষিত এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে প্রথার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। আয়াতটির নিগূঢ় উদ্দেশ্য হলোঃ কোন পিতৃহীন শিশুর দায়িত্ব যার ওপর সরাসরি বর্তাবে সেই শিশুর মাকে সে ব্যক্তির পক্ষে বিয়ে করে ফেলাই শ্রেয়। এভাবে সম্পর্কের মাধ্যমে সে অধিক নিকটবর্তী হয়ে তাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারে যা অন্যভাবে সম্ভব নয়। বিধবার জন্য স্বামী-লাভের ব্যবস্থা (২৪ঃ৩৩) একাধিক বিয়ের অন্য উদ্দেশ্য। মুসলমানেরা নবী করীম (সাঃ) এর সময় ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অনেকেই এসব যুদ্ধে শহীদ হয়। তারা অনেকেই স্ত্রী ও সন্তানকে অসহায় অবস্থায় রেখে যায়। যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অসহায় এতীমদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন ছিল। গত দু'টি মহাযুদ্ধ ইসলামের একাধিক বিয়ের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। এ বিশ্বযুদ্ধ দু'টি বহু যুবতী মহিলাকে বিধবা করে ছেড়েছে। এ দু'টি যুদ্ধের ফলে অসংখ্য পুরুষের জীবনহানি ঘটায় পাশ্চাত্যে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ

ন্যায়বিচার করতে না পারার আশঙ্কা কর তাহলে শুধু একজনকেই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (নারীদের[৫৬১] বিয়ে কর)।

সংখ্যার তুলনায় অত্যধিক হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই পশ্চিমা সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের সামাজিক জীবনে এক বিভীষিকাময় অস্থিরতা নেমে এসেছে। যুবতী বিধবার জন্য স্বামীর ব্যবস্থা করা ছাড়াও যুদ্ধের পরিণতিতে যখন সমাজে পুরুষের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে এবং জনশক্তি ও শ্রম-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে জাতির ধ্বংসের উপক্রম হয় তখন এ বহু বিবাহ প্রথার সদ্ব্যবহার দ্বারা এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে জাতি রক্ষা পেতে পারে। কোন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা যখন কেবল কমতেই থাকে তখন সেই জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার একমাত্র অবলম্বন একাধিক বিয়ে। ভুলবশত অনেকে মনে করে থাকেন, একাধিক বিয়ে জৈবিক কামনা মিটাবার একটা উপায় মাত্র। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং একাধিক বিয়েতে আত্মত্যাগের মনোভাব কাজ করে। একাধিক বিয়ে ব্যবস্থা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ও সাময়িক আবেগ জাতির ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে জলাঞ্জলি দিয়েই একাধিক বিয়ের পদক্ষেপ নিতে হয়।

৫৬১। 'মা মালাকাত্ আইমানুকুম' (তোমাদের অধিকারভুক্তদেরকে) শব্দ-সমষ্টির তাৎপর্য হলো, সেই সব নারী যারা শত্রুদের পক্ষে ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করে মুসলমানের হাতে ধৃত ও যুদ্ধবন্দী হয়েছে, যাদেরকে স্বপক্ষীয়রা মুক্তি-পণ দানের মাধ্যমে বা অন্যভাবে মুক্ত করে নেয়নি এবং যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। এ শব্দগুচ্ছটি 'ইবাদ' (কৃতদাসী) বা 'ইমা' (বাঁদী) শব্দের পরিবর্তে এ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেন এদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ন্যায়-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন হয়। 'মিল্ক ইয়ামীন' (ডান হাতের অধিকার)এর তাৎপর্য ন্যায়ানুগ ও পূর্ণ অধিকার (লিসান)। এর দ্বারা যুদ্ধ-বন্দী ও যুদ্ধ-বন্দীনী উভয়কেই বুঝায়। পূর্বাপর বিষয়ে দৃষ্টি দিলে তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। 'তোমাদের অধিকারভুক্ত নারীদেরকে' বলতে সঠিক কী বুঝায় তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে এবং ভুল বুঝাবুঝি আছে। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এদের উপর কীরূপ ও কী পরিমাণ অধিকার আছে তা নিয়েও মতভেদ আছে। তবে ইসলাম কৃতদাস প্রথাকে সর্বতোভাবে ও দৃঢ়তার সাথে মূলোৎপাটন করেছে। ইসলামের মতে, কোন মানুষকে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা এক মারাত্মক পাপ। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যারা নিজেদেরকে সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কৃতদাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ও ইসলামে মহাপাপ। এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা দ্ব্যর্থহীন, পরিষ্কার ও সুদৃঢ়। এ শিক্ষানুযায়ী যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কৃতদাসে পরিণত করে সে আল্লাহ্ ও মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ করে, (বুখারী, কিতাবুল বায়য়ে এবং আবূ দাউদ, ফত্হুল বারি কর্তৃক উদ্ধৃত)। এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যখন জগতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন পৃথিবীর সকল দেশেই কৃতদাস প্রথা মানব সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক দেশেই বিরাট সংখ্যক কৃতদাস ছিল। অতএব সমাজ কাঠামোর গভীরে প্রোথিত বহুদিনের একটি প্রথাকে এক কলমের খোঁচায় বা একটি আদেশের বলে এক মুহূর্তে তুলে দেয়া সমম্ভবপর ছিল না আর তা বুদ্ধির কাজ হতো না। সমাজকে রক্ষা করে নূতন নীতি ও বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার সাধন করাই ছিল এ প্রথার অবসানের সঠিক পথ। তাই ইসলাম ধীরে ধীরে কার্যকরী পন্থায় নিশ্চিতভাবে এর অবসানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিল। স্বল্প সময়ের মাঝে কৃতদাস প্রথা বিলোপের জন্য কুরআন-প্রদত্ত অভ্রান্ত ও কার্যকরী নিয়ম-নীতি হলোঃ (১) কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত যুদ্ধের ফলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীকে বন্দী করা যেতে পারে, (২) যুদ্ধ শেষে যুদ্ধ-বন্দীকে আটক করে রাখা যাবে না, বরং (৩) হয়ত পরস্পর যুদ্ধ-বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা দয়ার নিদর্শনরূপে যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে (৪৭ঃ৫)। যে সকল হতভাগ্য বন্দী উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মাধ্যমেও মুক্তি না পায়, কিংবা যারা তাদের মুসলমান মনিবকে ছেড়ে যেতে না চায় তারা মনিবের সাথে এক ধরনের চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে, যাকে বলা হয় 'মুকাতাবাহ্' (চুক্তি-পত্র) (২৪ঃ৩৪)। এখন এ ধরনের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের ফলে যদি কোনও নারী বন্দী হয়ে 'মিল্ক ইয়ামীন' এ পরিণত হয়, এরপর বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে যদি সে মুক্তি লাভ করতে না পারে, বিজয়ী সরকার যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অনুগ্রহজনিত মুক্তিদানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা বিপজ্জনক মনে করে এবং তার স্বজাতি যদি তাকে মুক্তি-পণের মাধ্যমে মুক্ত করে না নেয়, এমন কি সে যদি নিজেও 'মুকাতাবাহ্'র সুযোগ গ্রহণ না করে, আর এ অবস্থায় যদি তার অধিকারী তার সম্মতি না নিয়েই নিজের নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য তাকে প্রকাশ্যে বিয়ে করে তাহলে এতে আপত্তি কিসের ?

যুদ্ধ-বন্দিনী কিংবা কৃতদাসীর সাথে বিয়ে ছাড়া কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কুরআনের এ আয়াত বা অন্য কোন আয়াত দ্বারাই সমর্থিত হয় না। বিয়ে ছাড়া সর্ব প্রকার যৌন-সম্পর্ক ইসলামে মহাপাপ। তাই কুরআন যুদ্ধ-বন্দিনীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তো দেয়ইনি, বরং কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, এ বন্দিনীদের স্ত্রীরূপে রাখার পূর্বে স্বাধীনা নারীদের মতই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। স্বাধীনা রমণী ও যুদ্ধ-বন্দিনী (মিল্কে ইয়ামীন) এর মাঝে পার্থক্য মাত্র এতটুকুই যে স্বাধীনার নিজ সম্মতি ছাড়া বিয়ে হতে পারে না, আর যুদ্ধ-বন্দিনী ইসলামকে ধ্বংস করার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কারণে তার সম্মতি দানের অধিকার থেকে সে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এ হলো তোমাদের অবিচার না করার নিকটতম পন্থা[৫৬২]। أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝٣

নিজেকে বঞ্চিত করেছে। অতএব 'মা মালাকাত আইমানুকুম' শব্দগুলোতে কোথাও এ ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নেই, কুরআন বা ইসলাম উপ-পত্নী রাখা অনুমোদন করে। আলোচ্য আয়াত ছাড়া অন্তত আরো চারটি আয়াতে এ আদেশই রয়েছে যে যুদ্ধ-বন্দিনী কাউকেও অবিবাহিতা রাখা উচিত নয় (২ঃ২২২; ৪ঃ৪; ৪ঃ২৬; ২৪ঃ৩৩)। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এ ব্যাপারে স্পষ্ট অভিমত দান করেছেন। তিনি বলেছেন,'যার ঘরে কৃতদাসী বালিকা আছে সে যদি তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করে বড় করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়, সে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত হবে' (বুখারী, কিতাবুল ইল্ম্)। নবী করীম (সাঃ) এর বাক্যটিতে এ কথাই বলা হয়েছে, কোন মুসলমান স্বীয় কৃতদাসীকে বিয়ে করতে চাইলে প্রথমে তাকে দাসত্বমুক্ত করবে, এরপর বিয়ে করবে। তাঁর এ উপদেশ তিনি স্বয়ং (সাঃ) নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। হুযূর (সাঃ) এর দুই পত্নী জোয়াইরিয়া ও সাফিয়া যুদ্ধ-বন্দিনীরূপেই তাঁর (সাঃ) হাতে এলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর 'মিল্‌ক ইয়ামীন'। তিনি তাঁদেরকে পূর্ণ ইসলামী নিয়মানুযায়ী বিয়ে করলেন। মিশরের বাদ্‌শাহ উপঢৌকনরূপে নবী করীম (সাঃ)কে বহু কিছু পাঠালেন, এর মধ্যে 'মারীয়া' নাম্নী একজন কৃতদাসীও পাঠালেন। তিনি তাঁকে বিয়ে করে অন্যান্য স্বাধীনা স্ত্রীগণের মাঝে তাঁকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মারীয়াও অন্যান্য স্ত্রীদের (রাঃ) মত পর্দা পালন করতেন। তাঁকে 'উম্মুল মু'মিনীন' এর মর্যাদায় উন্নীত করে নবী করীম (সাঃ) অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। কুরআন স্পষ্ট করে বলছে যে বিয়ে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী 'যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত' তাদের ওপরেও সেরূপভাবে প্রযোজ্য যেরূপভাবে সেই নির্দেশাবলী নবী করীম (সাঃ) এর ফুফাতো খালাতো মামাতো ও চাচাতো বোনদের বেলায় প্রযোজ্য। স্ত্রীর মত ব্যবহারের পূর্বে উপরোক্ত সকল শ্রেণীর নারীকেই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। রসূলে পাক (সাঃ) স্বয়ং উপরোক্ত সকল শ্রেণীর নারীকে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে সঙ্গিণী করেছেন (৩৩ঃ৫১)। তদুপরি 'তোমাদের অধিকারভুক্ত নারীদের ছাড়া সধবা মহিলারা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ' (৪ঃ২৫) বাক্যটি এবং পূর্ববর্তী আয়াত (৪ঃ২৪) সেই সব নারীদের কথা বলছে, যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধ শ্রেণীর মাঝে রয়েছে বিবাহিতা মহিলারা। কিন্তু এ বিবাহিতা শ্রেণী থেকে যুদ্ধ-বন্দী মহিলাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা এ যুদ্ধ-বন্দী মহিলারা ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের স্বজাতিরা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা না করার কারণে তারা নিজ নিজ মুসলমান মনিবের অধীনে থেকে যেতে চায়। অতএব তাদেরকে দাসীরূপে না রেখে বিয়ে করে রাখাই নৈতিকতার দিক দিয়ে শ্রেয়। তাদের পূর্ব-স্বামীর কাছে যেতে না চাওয়া এবং পূর্ব-স্বামীর পক্ষ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে না নেয়া বস্তুত পূর্ব-বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার শামিল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, যুদ্ধ-বন্দিনী (দাসী) স্ত্রীদের সেই সব আত্মীয়ের সাথে বিয়েও সমভাবে নিষিদ্ধ যেভাবে স্বাধীনা স্ত্রীর আত্মীয়দের কারো কারো সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ দাসী-স্ত্রীর মাতা, ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিয়ে নিষেধ। এখানে আরো বলা প্রয়োজন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার অবস্থাদি বিবেচনা করে এ দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদার কিছুটা তারতম্য নির্ণিত হয়েছিল। তারতম্য এতটুকুই ছিল যে স্বাধীনা স্ত্রীকে বলা হতো 'যাউজ' এবং যুদ্ধ-বন্দি স্ত্রীকে বলা হতো 'মিল্‌ক ইয়ামীন।' 'যাউজ' দ্বারা স্বামীর সমমর্যাদার অধিকারিণী বুঝাতো। আর 'মিল্‌ক ইয়ামীন' দ্বারা স্বামীর চাইতে কিছুটা খাটো মর্যাদার স্ত্রী বুঝাতো। তবে তা ছিল একটা সাময়িক দৃশ্যপট। কুরআন এবং নবী করীম (সাঃ) এ চিন্তা ধারার বিপরীতে অত্যন্ত গুরুত্বসহ বলেছিলেন, যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীকে প্রথমে মুক্ত ও স্বাধীন করার পর তার স্বাধীনতা কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার পর বিয়ে করা উচিত যেরূপ করেছিলেন তিনি (সাঃ) নিজে। তাছাড়া ইসলাম একমাত্র নিয়মিত ধর্ম-যুদ্ধের বন্দী স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কোন প্রকারের যুদ্ধ-বন্দিনীকে কৃতদাসী করার অনুমতি দেয়নি। বন্দিনী দাসীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি দানের তখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যখন শত্রুজাতি ইসলামকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং তরবারীর জোরে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে এবং ধৃত ও বন্দী মুসলমানদেরকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃতদাস-দাসী বানাবার সংকল্প নিয়ে অন্যায় ধর্মযুদ্ধ মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের এ নির্দেশটি ছিল প্রতিকার ও প্রতিশোধমূলক এবং সেই কারণে নিতান্তই অস্থায়ী ও আপেক্ষিক। তবে এ ব্যবস্থা দ্বারা বন্দিনী দাসীদের নৈতিকতাকেও নিরাপদ করা হয়েছিল। এ অবস্থা আজকের বিশ্বে নেই। আজ বিশ্বের কোথাও নিছক ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে না। তাই যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস-দাসী বানাবার প্রয়োজনও নেই।

৫৬২। 'আউল' (অবিচার) 'আ'লা' থেকে উৎপন্ন। আ'লা অর্থ ঃ (১) বড় পরিবার ছিল, (২) সে পরিবার পালন করতো, (৩) সে দরিদ্র হয়ে পড়লো, (৪) সে অন্যায় কাজ করলো, ন্যায়ের পথ থেকে সরে পড়লো (লেইন)।

৫। আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের [ক]মহরানা[৫৬৩] খুশীমনে দাও। এরপর তারা নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে[৫৬৪] তা থেকে কিছু তোমাদের দিয়ে দিলে তোমরা নিঃসঙ্কোচে তা আনন্দের সাথে ভোগ কর।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ⑤

✶ ৬। আর তোমরা তোমাদের সেই ধনসম্পদের[৫৬৫] দায়িত্ব অবুঝদের[৫৬৬] হাতে তুলে দিও না (যারা এ ধনসম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য রাখে না)। (এ ধনসম্পদ) আল্লাহ্ তোমাদের (ভরণ পোষণের) উপায় করে দিয়েছেন। অতএব (এ থেকে যথাযথভাবে) তাদের খাওয়াও পরাও এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলো।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑥

✶ ৭। আর বিয়ের বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এতীমদের (বিচারবুদ্ধি) যাচাই করতে থেকো। এরপর তোমরা তাদের মাঝে যদি বিচারবুদ্ধির[৫৬৭] পরিপক্কতা লক্ষ্য কর তাহলে তাদের ধনসম্পদ তাদের হাতে তুলে দিও। আর তাদের বড়[৫৬৮] হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তোমরা তা অপব্যয় ও তাড়াহুড়ো করে সাবাড় করো না। আর যে (অভিভাবক) ধনী সে যেন এ থেকে (সম্পূর্ণ) বিরত থাকে। আর যে

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২৫-২৬; ৬০ঃ১১।

৫৬৩। 'সাদুকাত' শব্দটি 'সাদাকা' এর বহুবচন। 'সাদুকা' অর্থ মহরানা (যে পরিমাণ অর্থ স্বামী স্ত্রীকে দাবী করা মাত্র দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে বিয়ে করে)–বিয়ে উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে যা দান করে (লেইন)।

৫৬৪। এ আয়াতটি একাধারে বরের উপর এবং কনের অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কনের অভিভাবক বা আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগে এর অর্থ হবে তারা যেন নিজেদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য কনের মহরানার টাকা খরচ না করে, বরং সর্বদাই কনের হাতে অর্পণ করে। প্রাথমিকভাবে আয়াতটি স্বামীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বামী যাতে চুক্তি ও অঙ্গীকার মোতাবেক মহরানার টাকাটা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিনাদ্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করে, আয়াতটিতে সেই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। 'মহরানা খুশীমনে দাও' বাক্যটি এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে, মহরানার অঙ্ক যেন স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে না হয় এবং তা পরিশোধ করতে স্বামীর যেন প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়, বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিশোধ করতে পারে।

✶ ৫৬৫। [এ আয়াতে গোটা সমাজকে সম্বোধিত করা হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি নয় বরং তা এতীমদের সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। এসব এতীমের সংখ্যা যুদ্ধকালে অনেক বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে এ ধরনের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে জাতীয় সম্পদের বড় এক অংশ ব্যয় হবে। জাতিগতভাবে এরূপ সম্পত্তির তদারকীর ব্যবস্থা না করে সম্পত্তি তদারকীর কাজে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ শিশুদের হাতে এসব সম্পত্তির দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করলে তা নিশ্চিৎভাবে গোটা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ সমস্যার নিরসনে গোটা জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এবং এসব এতীমের সম্পত্তির সঠিক তদারকীর দায়িত্ব এমনভাবে জাতিকে দেয়া হয়েছে যেন তা জাতীয় সম্পত্তি। কিন্তু এ ধরনের এতীমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বা মালিকানা থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়নি। এ সূরার পরবর্তী আয়াতটি ও ১১ নম্বর আয়াত আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৬৬। 'অবুঝদের' দ্বারা এ আয়াতে এতীমদের কথা বুঝানো হয়েছে বটে, তবে সাধারণভাবে এ আয়াতের নীতি-নির্দেশনা অন্যান্য অপরিপক্ক বুদ্ধির লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে অক্ষম, উপযুক্ত বয়সেও যারা নির্বোধ ও বোকা থেকে যায়, যে কারণে তারা নিজ সম্পত্তির দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বুদ্ধি রাখে না। তাদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য বলে মনে করতে হবে, যাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করতে পারে।

৫৬৭। এতীমেরা যে পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হয় আর নিজেরাই নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মত বুদ্ধি অর্জন না করে সে পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দেয়া উচিত হবে না।

৫৬৮। এ আয়াত অভিভাবকদের সাবধান করে দিচ্ছে তারা যেন তাদের দায়িত্বাধীন এতীমদের টাকা-কড়ি অপব্যয় না করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই যথেচ্ছ খরচ করে ঘাটতি সৃষ্টি না করে। তবে অভিভাবক যদি নিজে গরীব হয় তাহলে সে সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের শ্রম অনুযায়ী সম্পত্তির উৎপাদন থেকে ন্যায্য ভাতা গ্রহণ করতে পারে।

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٧

(অভিভাবক) অভাবী সে যেন (এ থেকে) পরিমিতভাবে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদের ধনসম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর কর (তখন) তাদের (অর্থাৎ এতীমদের) উপস্থিতিতে সাক্ষী[৫৬৯] রেখো। আর আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٨

৮। পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে [ক]পুরুষদের এক অংশ রয়েছে। আর পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও এক অংশ রয়েছে। এটি অল্প হোক বা বেশি হোক (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এ এক নির্ধারিত[৫৭০] অংশ।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٩

৯। আর (রেখে যাওয়া সম্পত্তির) ভাগবন্টনের সময় (অন্যান্য) আত্মীয়, এতীম এবং অভাবীরা[৫৭১] উপস্থিত হলে তাদেরও এ থেকে কিছু দিও। আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো[৫৭১-ক]।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١٠

১০। আর যারা নিজেদের রেখে যাওয়া দুর্বল সন্তানসন্ততির কী হবে বলে শঙ্কিত তারা যেন (অন্যান্য এতীমদের বিষয়েও আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। অতএব তারা যেন আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং সহজ সরল[৫৭২] কথা বলে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١١

১১। নিশ্চয় অন্যায়ভাবে [খ]যারা এতীমদের ধনসম্পদ গ্রাস করে তারা কেবল আগুন দিয়েই তাদের উদর পূর্তি করছে। আর তারা অবশ্যই লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

১ [১১] ১২

ع

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৩৪ ; খ. ৪ঃ৩।

৫৬৯। দায়িত্বাধীন এতীমকে তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দেয়ার সময় মু'মিন ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে তা সম্পন্ন করতে হবে।

৫৭০। এ আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। এটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সামাজিক সম-মর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করেছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকাররূপে পাওয়ার অধিকার রাখে। পরবর্তী আয়াতে উত্তরাধিকারের বিস্তারিত আইন-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৭১। অন্যান্য আত্মীয়, এতীম ও অভাবী দ্বারা এমন আত্মীয়, এতীম ও দরিদ্রকে বুঝিয়েছে, যারা উত্তরাধিকারী না হওয়ায় মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ পাওয়ার দাবীদার হতে পারে না। আয়াতটি মুসলমানদেরকে উপদেশ ও উৎসাহ দিচ্ছে, সম্পত্তি বন্টনের 'উইল' করার সময় সম্পত্তির একটা অংশ তাদেরকেও যেন দেয়া হয়।

৫৭১-ক। 'লাহুম' অর্থ 'তাদের পক্ষে' বা সাথে হতে পারে।

৫৭২। এ আয়াত এতীমদের সপক্ষে এক জোরালো ভাষার আবেদন।

১২। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানসন্ততির বিষয়ে তোমাদের তাগিদপূর্ণ আদেশ দিচ্ছেন। ক(এক) পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান (অংশ নির্ধারিত)। কিন্তু তারা যদি কেবল নারীই হয় এবং হয় দু'য়ের বেশি, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ (নির্ধারিত)। আর যদি সে নারী হয় একজনই তাহলে তার জন্য (সম্পত্তির) অর্ধেক। আর তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) যদি সন্তান[৫৭৩] থাকে তাহলে তার পিতামাতার[৫৭৪] প্রত্যেকের জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। আর তার সন্তান যদি না থাকে এবং পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় সেক্ষেত্রে তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) ভাই (বোন) থাকলে তার মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। (এসব বন্টন) হবে তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) সম্পাদিত ওসীয়্যত আদায়ের বা ঋণ পরিশোধের পর (অবশিষ্ট সম্পদ থেকে)। তোমাদের বাপদাদা এবং তোমাদের পুত্রদের মাঝে কে তোমাদের বেশি হিতসাধনকারী তা তোমরা জান না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ[৫৭৪-ক] (বিধান) ফরয করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭৭।

৫৭৩। 'ওয়ালাদ' অর্থ ঃ (১) সন্তান, পুত্র, কন্যা, শিশু, (২) সন্তানাদি, পুত্র-কন্যাগণ। শব্দটি একবচন ও বহু বচন এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

৫৭৪। পিতা ও মাতা উভয়েই (লেইন)।

৫৭৪-ক। এ আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সকল নিকট-আত্মীয়ের অংশ নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বয়স নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্ধারিত অংশ লাভ করবে। অন্যান্য আত্মীয় বিশেষ অবস্থায় অংশ পেতে পারে। একজন পুরুষকে একজন নারীর অংশের দ্বিগুণ দেয়ার কারণ হলো, পুরুষকে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করতে হয় (রূহুল মাআনী, ২য় অঃ, পৃঃ ৩২)। পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য অংশের অনুপাত নির্ধারণ করে আয়াতটি বন্টন-ব্যবস্থার কথা শুরু করেছে। একজন পুত্র দু'জন কন্যার সমান পাবে। যে ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা উভয়ই বিদ্যমান থাকবে সেখানেই এ নিয়ম কার্যকরী হবে। যেখানে কেবল কন্যা থাকবে পুত্র থাকবে না, সেখানে যদি তারা সংখ্যায় দু-এর অধিক হয়, কন্যারা সকলে মিলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একমাত্র সন্তান কন্যাই হয় তাহলে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধেকাংশ। যদি পুত্রহীন পিতার মাত্র দু'টি কন্যা সন্তান থাকে তাহলে দুই কন্যা মিলে পিতৃসম্পত্তির কত অংশ পাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে বাক্যাংশটিতে (কিন্তু) অব্যয় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে যথা– 'কিন্তু তারা যদি কেবল নারীই হয়, আর হয় দু'য়ের বেশি' এতে বুঝা যায় পূর্ববর্তী বাক্যে 'দুই কন্যার' উল্লেখের প্রতি 'ফা' (কিন্তু) অব্যয়ের সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে দুই কন্যার অংশ নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া দুই কন্যার অংশ আমরা এ আয়াতের প্রথমে পেয়ে যাই, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অংশের অনুপাত নির্ধারণ করে বলা হয়েছে কন্যা দু'জন মিলে এক পুত্রের সমান। অতএব যদি কোন ক্ষেত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা থাকে তাহলে পুত্র দুই-তৃতীয়াংশ পাবে আর কন্যা এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু যেহেতু দুই কন্যা এক পুত্রের সমান পাবে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে দুই কন্যার অংশও হবে দুই-তৃতীয়াংশ। দুই বা ততোধিক কন্যার জন্য অপুত্রক পিতার সম্পত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়েছে। শুধু মাত্র দুই কন্যা থাকাবস্থায় তারা কত অংশ পাবে, এ কথা না বলাই যদি কুরআনের উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ বাক্যাংশটি উক্ত প্রকারে ব্যক্ত না হয়ে বরং এরূপ হতো, একজন পুরুষের জন্য দু'জন নারীর অংশের সমান। পিতামাতা অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে তিন অবস্থায় তিনটি শর্তের অধীনে তিন ধরনের অংশ হতে পারেঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক সন্তান রেখে যায় তাহলে পিতামাতা থাকলে তাদের প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, (২) সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং স্ত্রী-স্বামী কেউ না থাকলে পিতা-মাতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হবেন। সে ক্ষেত্রে মাতা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাবেন, (৩) তৃতীয় অবস্থাটি একটি বিশেষ অবস্থা, যা দ্বিতীয় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। উপরোক্ত (২) এ এই মৃতের ভাই-বোনের উল্লেখ নেই। যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে তা হলে মৃতের মাতা এক-ষষ্ঠাংশ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

★ ১৩। আর তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তাদের সন্তান না থাকলে এ (রেখে যাওয়া সম্পদের) অর্ধেকাংশ হবে তোমাদের। কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তারা যা রেখে যায় এর এক-চতুর্থাংশ হবে তোমাদের। এ (বন্টন) হবে তাদের সম্পাদিত ওসীয়্যত আদায়ের বা ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-চতুর্থাংশ হবে তাদের। কিন্তু তোমাদের সন্তান থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-অষ্টমাংশ হবে তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের)। এ (বন্টন) হবে তোমাদের সম্পাদিত ওসীয়্যত আদায়ের অথবা ঋণ পরিশোধের পর। [ক]আর যার এক ভাই বা এক বোন রয়েছে এমন কালালাহ্[৫৭৫] পুরুষ বা নারীর সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে এক-ষষ্ঠাংশ হবে তাদের প্রত্যেকের। কিন্তু তারা যদি (সংখ্যায়) এর চেয়ে বেশি হয় তবে তারা সবাই (সম্পত্তির) এক তৃতীয়াংশের (সমান) অংশীদার হবে। এ (বন্টন) হবে সম্পাদিত ওসীয়্যত আদায়ের পর বা ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি সাধন[৫৭৫-ক] করার উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ (বিধান) হলো তাগিদপূর্ণ আদেশ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

১৪। এসব হলো আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা। আর [খ]যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তিনি [গ]তাকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হলো মহা সফলতা।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭৭; খ. ৩ঃ১৩৩; ৮ঃ২১; ৩৩ঃ৭২; গ. ২ঃ২৬।

পাবেন এবং পিতা পাবেন পাঁচ-ষষ্ঠাংশ। পিতাকে এ ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বেশি দেয়ার কারণ হলো মৃতের ভাই-বোনের লালন পালনের ভার তার পিতার উপরেই বর্তায়। এ ক্ষেত্রে মৃতের ভাই-বোনেরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই সরাসরি পাচ্ছে না। পরবর্তী আয়াতেও উত্তরাধিকারের বিষয় রয়েছে।

৫৭৫। 'কালালাহ্' অর্থ ঃ (১) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা, মাতা বা সন্তান থাকে না, (২) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা ও পুত্র সন্তান থাকে না। ইব্‌নে আব্বাসের মতে পিতা জীবিত থাকা বা না থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পুত্রসন্তান থাকে না, সে-ই কালালাহ্। এটা 'কালালাহ্‌র' তৃতীয় সংজ্ঞা (লেইন, মুফ্‌রাদাত)। 'কালালাহ্‌র' ভাই বোন তিন ধরনের হতে পারে। প্রথম, একই পিতা-মাতার সন্তান যাদেরকে 'আয়ানী' বলা হয়। দ্বিতীয়, পিতার সন্তান বটে, তবে সহোদর নয়। তাদেরকে 'আল্লাতী' বৈমাত্রেয় বলা হয়। তৃতীয়, এক মাতার সন্তান, তবে পিতা ভিন্ন, তাদেরকে বলা হয় 'আখ্‌ইয়াফী'। এ আখইয়াফী ভাই-বোনদের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। যাদের অংশ 'আয়ানী' ও 'আল্লাতী' ভাই-বোনদের অংশের তুলনায় কম। কারণ তারা কেবল মৃতের মাতার দিক থেকে এবং অপর দুই শ্রেণী মৃতের পিতার দিক থেকে উদ্ভূত। 'কালালাহ্' ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ভাই-বোনের অংশ সমান-সমান। সাধারণ অনুপাত ২ঃ১ 'কালালাহ্‌র' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না।

৫৭৫-ক। 'কারো ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে নয়' শব্দগুলো গুরুত্ববহ। এর অর্থ ওসীয়্যতের (উইলের) বা সাধারণ বন্টনের নীতি পালন করতে গিয়ে ঋণ-পরিশোধের কথা যেন বাদ না পড়ে। কেননা ঋণ-পরিশোধকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১৫। আর [ক]যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন করে তিনি তাকে এমন এক আগুনে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

২ [৪] ১৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۵﴾

১৬। [খ]আর তোমাদের নারীদের মাঝে যারা অশ্লীল[৫৭৬] কাজ করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন সাক্ষী তলব কর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তোমরা এদেরকে (অর্থাৎ অপরাধী নারীদেরকে) বাড়ীতে অবরুদ্ধ কর যতদিন এদের মৃত্যু না ঘটে অথবা আল্লাহ্ এদের জন্য (অন্য) কোন পথ খুলে না দেন।

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۶﴾

১৭। আর তোমাদের যে দু'জন পুরুষ[৫৭৭] (অশ্লীলতাতে) লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে (দৈহিক) শাস্তি দাও। কিন্তু তারা তওবা করলে এবং নিজেদের শুধরে নিলে তাদের (অতীত কর্ম) উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۷﴾

১৮। আল্লাহ্ কেবল তাদের তওবাই গ্রহণ করেন, [গ]যারা অজ্ঞতাবশত[৫৭৮] মন্দ কাজ করে ফেলার পরপরই[৫৭৯] তওবা করে। আল্লাহ্ অনুগ্রহভরে এদেরই তওবা গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৭২ঃ২৪ ; খ. ৪ঃ২০, ২৬; ২৪ঃ২০ ; গ. ৬ঃ৫৫; ১৬ঃ১২০; ২৪ঃ৬।

৫৭৬। 'ফাহিশাহ্' শব্দটি যেভাবে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (৭ঃ২৯, ৩৩ঃ৩১, ৬৫ঃ২) তাতে এর অর্থ হলো এ ধরনের অবৈধ যৌন-সংগম বা ব্যভিচারকে বুঝায় না যার জন্য ২৪ঃ৩ আয়াতে শাস্তির বিধান রয়েছে। শব্দটি প্রকাশ্য বা এমন অপকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা সমাজের সংহতি বিনাশ করে ও শান্তি ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে এ ধরনের অপরাধী নারীর উল্লেখ করা হয়েছে যারা কুৎসিত ও নৈতিকতা বর্জিত কার্যকলাপ করে, যা অবৈধ যৌন মিলন বা ব্যভিচারের পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং তা এর নিচে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ ছাড়া একই ধরনের অপরাধী পুরুষদ্বয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ অভিমত হলো আবূ মুসলিম ও মুজাহিদের। এসব নারীকে অন্যান্য নারীদের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে রাখতে হবে, যে পর্যন্ত তারা আত্ম-সংশোধন না করে অথবা বিবাহিত হয়ে চলে না যায়। বিয়ে একটি পথ যা আল্লাহ্ তাদের জন্য খুলে দেন। যেহেতু অপরাধের গুরুত্ব ও অভিযোগের প্রকৃতি ভয়ানক, সেহেতু চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন যাতে অভিযুক্তা নারীর প্রতি কোন অবিচার করা না হয়।
★ ['আল্লাহ্ এদের জন্য (অন্য) কোন পথ খুলে না দেন' কথাটি দিয়ে দু'টি বিষয় বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। প্রথমত স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত স্বামী তালাক দিয়ে দিলে সে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৭৭। এ ক্ষেত্রে শাস্তির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু শাস্তির নির্দিষ্ট কোন রূপ বা ধরন বলা হয়নি। সেটা কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন ধরনের অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, যার জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক যথাযথ শাস্তি দিবেন। এ আয়াতে ব্যক্ত অপরাধ দু'জন পুরুষের অস্বাভাবিক যৌনতা বা এর কাছাকাছি কিছু হতে পারে।
★ [১৬-১৭ আয়াতে যৌনাচারের সীমা লংঘনের কথা বলা হয়েছে যা আজকাল Gay Movement (অর্থাৎ সমকামী আন্দোলন) নামে অভিহিত। এর অর্থ হলো, নারী নারীর সাথে পুরুষ পুরুষের সাথে অশ্লীল যৌনাচরণ করা। নারীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর শর্তারোপ করা হয়নি। এটি নারীদের সতীত্ব রক্ষা ও অভিযোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য করা হয়েছে।

★ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৫৭৮ ও ৫৭৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯। আর যারা মন্দ কাজে রত থাকে তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তাদের কারো মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন সে বলে উঠে, 'নিশ্চয় আমি এখন তওবা করলাম'। আর [ক]যারা কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদের (তওবাও গ্রহণযোগ্য) নয়। এদের জন্যই আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑲

২০। হে যারা ঈমান এনেছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ এর একাংশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট দিও না। তবে তারা [খ]প্রকাশ্য অশ্লীলতায়[৫৮০] লিপ্ত হলে (এর শাস্তি ভিন্ন)। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে[৫৮১] বসবাস কর। [গ]তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মাঝে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ⑳

২১। আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদ[৫৮২] দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপাচার করে তা ফিরিয়ে নিবে?

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ㉑

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৬২; ৩ঃ৯২; খ. ৪ঃ১৬ ; গ. ২ঃ২১৭।

আর যেসব মহিলার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখো -এর অর্থ এই নয় যে তাদের বন্দী করে রাখা এবং ঘর হতে বের হতেই না দেয়া। বরং এর অর্থ হলো তাদের একাকী ও বিনা অনুমতিতে বাইরে যেতে দিওনা যাতে তাদের মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন উঠে, পুরুষদের ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতা কেন আরোপ করা হলো না। এর কারণ সুস্পষ্ট। কুরআন করীম গৃহপরিচালনা ও পরিবারপরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ন্যস্ত করেছে। পুরুষদের ঘরে বন্দী করে রাখা হলে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের কাজ কিভাবে চলবে এবং দৈনন্দিনের প্রয়োজন কিভাবে মিটবে? এক্ষেত্রে কুরআন পুরুষদের দৈহিক শাস্তি দিতে বলে। কিন্তু ৮০-১০০ বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়নি। বরং অবস্থানুযায়ী এ শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। ধরা পড়লে তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এরপর তারা তওবা করলে ও সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলে তাদের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, তবে কড়াকড়ি করে তাদের উত্যক্ত করা যাবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৭৮। 'অজ্ঞতাবশত' কথাটি দ্বারা বুঝায় না, অপরাধী যে কুকর্ম করে তা সে কুকর্ম বলে জানে না। বস্তুত প্রত্যেক দুষ্কর্মই অজ্ঞতা-প্রসূত, পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অভাব থেকেই তা জন্মলাভ করে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এমন অনেক প্রকারের জ্ঞান আছে, যা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা। অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানার্জন মানুষের ক্ষতির কারণ হয় (বিহার)। অতএব 'অজ্ঞতাবশত' শব্দ পাপের প্রকৃত তত্ত্ব ও দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক মানুষকে সঠিক ও উপকারী সৎ জ্ঞান লাভ করে পাপ-মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছে।

৫৭৯। 'পরপরই' অর্থ 'মৃত্যুর পূর্বে'। পরবর্তী আয়াতের বাক্যাংশ 'যারা মন্দ কাজে রত থাকে এমনকি (যখন) তাদের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসে' এ অর্থ সমর্থন করে।

৫৮০। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নূতনভাবে বিয়ে করা থেকে মৃতের আত্মীয়রা সম্পত্তির লোভে বাধা দিতে পারে না, তবে চরিত্রহীন লোকের সাথে বিয়ে থেকে তাকে বারণ করতে পারে। এ বাক্যটি যদি স্বামীদের প্রতি আহ্বান বলে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেসব স্ত্রী স্বামীর সাথে আর বসবাস করতে চায় না, বরং 'খোলা'র মাধ্যমে স্বামী থেকে পৃথক হতে চায়, স্ত্রীর অর্থ বা সম্পদের লোভে স্বামী যেন এ কাজে তাকে বাধা না দেয়। তবে সে একটি মাত্র কারণে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে– যদি প্রতিপন্ন হয় যে গর্হিত ও অপরাধমূলক অপকর্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রী খোলা চাচ্ছে।

৫৮১ ও ৫৮২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢٢﴾

২২। আর কিভাবে তোমরা তা নিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সাথে (একান্তে) মিলিত হয়েছ[৫৮৩] এবং তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) তোমাদের কাছ থেকে (বিশ্বস্ততার) সুদৃঢ় অঙ্গীকার[৫৮৪] নিয়েছে?

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩। আর তোমাদের বাপদাদারা যে নারীদের বিয়ে করেছে তোমরা তাদের বিয়ে করোনা, তবে পূর্বে যা হবার হয়েছে[৫৮৫]। নিশ্চয় এ এক চরম অশ্লীল ও ঘৃণিত ব্যাপার এবং এক নিকৃষ্ট প্রথা।

৩ [৮] ১৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো তোমাদের মা[৫৮৬] এবং তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগ্নী, তোমাদের সেই সব মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে[৫৮৭] এবং তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের ঘরে লালিতপালিত তোমাদের সৎ মেয়ে যারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমরা মিলিত হয়েছ। কিন্তু তোমরা যদি এসব (স্ত্রীর) সাথে মিলিত না হয়ে থাক (তবে সৎ মেয়েদের বিয়ে করলে) তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (বিয়ে করা নিষিদ্ধ) এবং দুই বোনকে (বিয়ের মাধ্যমে) একত্র করাও (তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ), অবশ্য পূর্বে যা হবার হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৫৮১। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে। 'আশিরুহুন্না' 'মুফাআলা'র ওজনে বা মাত্রায় থাকায় এর দ্বারা পারস্পারিকতা বুঝায়, স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পর মিলে মিশে থাকা ও পরস্পর ভালবাসা বিনিময়ের মধ্যেমে বাস করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৫৮২। বিশেষ কারণে যদি কোনও ব্যক্তি এক স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে সেই স্ত্রীকে যা দিয়েছিল তা আর্থিক মাপকাঠিতে যত বেশিই হোক না কেন তা ফেরত চাইতে পারবে না।

৫৮৩। এ কথা দ্বারা প্রথমে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলনের কথাই বলা হয়েছে, তবে তা নাও হতে পারে। তারা কাছাকাছি বসবাস করে থাকতে পারে, একান্তে ও নিভৃতে অন্তরঙ্গতার সাথে ভাব-মিনিময় করে থাকতে পারে। এ আয়াত অনুযায়ী কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে টাকাকড়ি, সম্পত্তি ও উপহারাদি যা কিছু দিয়েছে তা স্ত্রী থেকে ফেরৎ নিতে পারে না, সে যদি স্ত্রী সহবাস নাও করে থাকে।

৫৮৪। স্ত্রীরা স্বামীদের খেয়ালীপনা ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহারের পাত্রী নয়। উভয়ই পবিত্র চুক্তিতে বাঁধা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাদের পরস্পরের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা বলতে গেলে সমান সমান। পুরুষদেরকে এখানে কড়াভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সেই পবিত্র বিবাহ-চুক্তিকে খাটো করে না দেখে, যার কারণে তারা তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

৫৮৫। এ শব্দগুলো দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে পূর্বে বিমাতাকে বা দুই বোনকে যারা বিয়ে করেছে তারা তাদেরকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে। এ শব্দগুলো দ্বারা কেবল এতটুকুই বুঝানো হয়েছে, পূর্বে এরূপ কাজ করে যারা ভুল করেছে তারা যদি এখন সে ভুল সংশোধন করে নেয় তাহলে পূর্বকৃত অন্যায় কাজের জন্য তাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতীতের ভুল মাফ করা হবে, তবে বেআইনী বিয়েগুলো সাথে সাথেই বাতিল করতে হবে। সেগুলো আর এক মুহূর্তও কার্যকর ও বলবৎ থাকবে না।

৫৮৬। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আপন মায়ের যেসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ, দুধ-মাতার সেই সব আত্মীয়ের সাথেও তা নিষিদ্ধ অর্থাৎ দুধ-মায়ের বোন, কন্যা প্রভৃতি বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

৫৮৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৫। তোমাদের অধিকারভুক্ত নারীদের[৫৮৮] ছাড়া সধবা মহিলারাও[৫৮৯] (তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ)। এ হলো তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান। এসব (উল্লেখিত নারী) ছাড়া অন্যান্য (নারীকে) অর্থ [ক]ব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, অবৈধ সম্ভোগের জন্য নয়। আর যেহেতু তোমরা তাদের মাধ্যমে উপকৃত[৫৯০] হয়ে থাক তাই তাদেরকে তাদের নির্ধারিত [খ]মহরানা দাও। আর মহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এতে (কোন পরিবর্তন) করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৬। আর তোমাদের কেউ স্বাধীন মু'মিন মহিলাদের বিয়ে করার সামর্থ্য না রাখলে সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসীদের[৫৯১]

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২৬; ৫ঃ৬ ; খ. ৪ঃ৫; ৬০ঃ১১।

৫৮৭। কতবার, কতদিন, কি পরিমাণ স্তন্য পান করলে এ নিষেধাজ্ঞা বিয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর বিবেচিত হবে ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৫৮৮। একজন স্বাধীন বিবাহিতা মহিলাকে স্বামীর বর্তমানে অন্য কেউ বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসকারী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বন্দী হয়েছে এবং স্বপক্ষের লোক তাকে মুক্ত করতে আসেনি, সেই বন্দিনী দাসীর ক্ষেত্রে স্বাধীনা বিবাহিতা মহিলার আইন প্রযোজ্য হবে না। স্বামী বা স্বজাতি তাকে মুক্ত না করায় সে এখন সহায়-সম্বলহীন, তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামী ও সম্বল দান করা কর্তব্য। এ কারণে তাকে বিয়ে করতে তার পূর্বস্বামী ও তার সম্মতি ইত্যাদি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। 'মা মালাকাত আইমানুকুম'এর তাৎপর্য এটাই। এ যুদ্ধ-বন্দিনী মহিলারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্বের অমুসলমান স্বামীর কাছে যেতে না চায় তাহলে মুসলমানের সাথে তাদের বিয়ে হতে পারে। ৫৬১ টীকা দেখুন।

৫৮৯। 'মুহ্সানাহ্' শব্দের বহুবচন 'মুহ্সানাত'। এর অর্থ বিবাহিতা মহিলা, স্বাধীন স্ত্রীলোক, সতী-সাধ্বী নারী (লেইন)।

৫৯০। 'তামাত্তাআ বিল মারআতি' অর্থ সে স্ত্রীলোকটি থেকে সাময়িকভাবে উপকার পেল। 'ইস্তামতাআ বি কাযা,' অর্থ সে এর দ্বারা দীর্ঘদিন উপকার পেয়েছে। স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী সম্পর্ক অর্থে 'ইস্তাম্তাআ' এর ব্যবহার আরবী বাগ্ধারা একেবারেই সমর্থন করে না (লিসান)। এটা লক্ষ্যণীয়, 'তামাত্তু' বিশেষ্যটি যখন স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এর পরে 'বা' অব্যয়টিও ব্যবহৃত হয়, যেমন ওপরের উদাহরণে দেখানো হয়েছে। একজন আরব কবি বলেছেন, 'তামাত্তা' বিহা মা আ সা-আফাৎকা ওয়ালা তাকুন আলায়কা শাজান্ ফিল্ হাল্কি হীনা 'তাবীন্' (হামাসাহ্) অর্থাৎ যতদিন স্ত্রীলোকটি সম্মত থাকে ততদিন তার কাছ থেকে উপকৃত হও। কিন্তু সে যখন তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে দূরে চলে যায় তখন এমন যেন না হয় যে গলায় কাঁটা বিধার মত যন্ত্রণায় ভুগতে থাক। কিন্তু এ আয়াতে স্ত্রীলোক বুঝাতে যে 'হুন্না' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এর সাথে (পূর্বে) 'মিন' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুত্'আহ্'-এর ব্যাপারে যে ভুলের উৎপত্তি হয়েছে তা দু'টি শব্দ 'তামাত্তু' ও 'ইস্তিম্তা'এর প্রভেদ না বুঝার কারণে। লিসানের গ্রন্থকার যাজ্জাজের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আরবী ভাষার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কিছু লোক মনে করেছেন, মুত্'আহ্' (মূতআহ্) শরীয়ত-সিদ্ধ। কিন্তু ধর্ম বিশারদগণের ঐক্যমত হচ্ছে, মুত্'আহ্ শরীয়ত-বিরুদ্ধ কাজ। 'ফামাস্তাম্তা'তুম্ বিহি মিন্হুন্না'র অর্থ উপরোক্ত শর্তগুলো পালনের মাধ্যমে বিয়ে'। এ আয়াতে যদি মুত্'আহ্ এর কথাই বলা হতো, তাহলে অব্যয়টি 'মিন্' না হয়ে 'বা' হতো। তদুপরি এখানে 'ইস্তিম্তা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 'তামাত্তাআ' শব্দ নয়, আর এ দুই শব্দে অর্থের প্রভেদ রয়েছে। 'উজূরাহুন্না' (তাদের মহরানা) শব্দটির ব্যবহার থেকেও মুত্'আহ্'র স্বপক্ষে কিছু বের হয় না। কুরআনের ৩৩ঃ৫১ আয়াতেও শব্দটি মহরানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব কুরআন মুত্'আহ্কে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করেছে। কেননা বিবাহ-বন্ধন বহির্ভূত যৌন-মিলন কুরআন অনুযায়ী ব্যভিচার বৈ আর কিছু নয়।

৫৯১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(কাউকে) বিয়ে করবে। আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যারা সতী, ব্যভিচারিণী নয় এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারীও[৫৯১-ক] নয় তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে তোমরা তাদের বিয়ে কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মহরানা দাও। আর তারা যখন বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হয় [ক]তখন তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে স্বাধীন নারীদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক তাদের প্রাপ্য[৫৯২]। এ (বিধান) তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তির জন্য, যে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। আর ধৈর্য ধরাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾

৪
[৩]
১

ع

২৭। [খ]আল্লাহ্ তোমাদের কাছে (তাঁর শিক্ষা) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান। আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের (উত্তম) নিয়মনীতিতে তোমাদের পরিচালিত করতে এবং তোমাদের তওবা গ্রহণ করতে (চান)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৮। [গ]আর আল্লাহ্ তওবা গ্রহণ করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা যেন প্রবল বেগে (কুপ্রবৃত্তির দিকে) ঝুঁকে পড়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৬, ২০; ২৪ঃ২০; খ. ৪ঃ১৭৭ ; গ. ৯ঃ১০৪।

৫৯১। একজন বিশ্বাসী দাসীর মর্যাদাতে দোষের বা হীনতার কিছু আছে বলে ইসলাম স্বীকার করে না। তবে আত্মীয়, পরিজন, পরিবেশ ও সংসর্গের প্রভাবে সে একজন স্বাধীন রমণীর মত সর্বগুণী সঙ্গিণী নাও হতে পারে।

৫৯১-ক। এতে বুঝা যায়, কেবলমাত্র সতী-সাধ্বী ও গুণবতী দাসীরাই বিয়ের যোগ্যতা রাখে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তাদেরকেও স্বাধীনা স্ত্রীলোকের মতই 'মহরানা' দিতে হবে।

৫৯২। এ আয়াত তিনটি শক্তিশালী নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে ঃ (১) বন্দী-দাসীকে স্ত্রীরূপে রাখতে হলে প্রথমে তাকে রীতি মাফিক বিয়ে করতে হবে। ২ঃ২২২, ৪ঃ৪,এবং ২৪ঃ৩৩ আয়াতগুলোতেও তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। অতএব ইসলাম উপ-পত্নী প্রথার মূলোৎপাটন করেছে, যা ইসলাম-পূর্ব যুগে সর্বত্র বিশেষত আরব ভূমিতে প্রচলিত ছিল, (২) কৃতদাসী যদি অবৈধ যৌন অপরাধ করে তবে তার শাস্তির পরিমাণ হবে স্বাধীনা স্ত্রীলোকের অপরাধের শাস্তির অর্ধেক। স্বাধীনার জন্য এরূপ অপরাধের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত আর কৃতদাসীর জন্য ৫০ বেত্রাঘাত। এতে সাব্যস্ত হয় যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান যৌন-অপরাধের শাস্তি নয়। এটা এক ভুল ধারনা। কারণ মৃত্যুদণ্ডকে অর্ধেকে রূপান্তর করা সম্ভব নয় এবং (৩) প্রসঙ্গত আরব সমাজে স্বাধীনা স্ত্রীর চেয়ে কৃতদাসী শ্রেণীর স্ত্রী নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ছিল। সম্ভবত এর কারণ হলো কৃতদাসী ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে[৫৯৩]।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۹﴾

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা [ক]তোমাদের ধনসম্পদ পরস্পরের মাঝে (ভাগাভাগি করে) অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (অর্থ উপার্জন করা) বৈধ। আর তোমরা (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বার বার কৃপাকারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۳۰﴾

৩১। আর কেউ সীমালঙ্ঘনপূর্বক ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করলে (অর্থাৎ অন্যের ধনসম্পদ গ্রাস করলে) আমরা অচিরেই তাকে এক আগুনে নিক্ষেপ করবো এবং তা আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۱﴾

৩২। তোমরা যদি সেসব [খ]গুরুতর পাপ[৫৯৪] থেকে বিরত থাক যা করতে তোমাদের নিষেধ করা হচ্ছে তাহলে আমরা তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের কাছ থেকে দূর করে দিব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿۳۲﴾

৩৩। আর [গ]আল্লাহ্ তোমাদের একাংশকে অন্য অংশের ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা এর প্রতি লালায়িত হয়ো না। পুরুষরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে। আর নারীরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে[৫৯৫]। আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۳۳﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৮৯; খ. ৪২ঃ৩৮; ; গ. ২ঃ২২৯; ৪ঃ৩৫।

৫৯৩। আল্লাহ্ এ কারণে শরীয়ত পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সঠিক পথ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। মানুষ দুর্বল। সে নিজে নিজে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে স্বয়ং এ ব্যবস্থা করেছেন এবং তার দায়িত্ব লাঘব করেছেন। এ আয়াত খৃষ্ট-ধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদের অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করে। খৃষ্টানরা বলে, মানুষ দুর্বল। তাই শরীয়ত বা ধর্মীয় আইন-পালন তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং তারা শরীয়ত বাতিল করে প্রায়শ্চিত্তকেই মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অপরদিকে ইসলাম বলে, মানুষের এ দুর্বলতা আল্লাহ্র করুণা আকর্ষণ করেছে এবং আল্লাহ্ তাআলা দুর্বল মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসেবে শরীয়ত দান করেছেন যাতে শরীয়তের সিঁড়ি বেয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে করতে স্বীয় অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায়। অতএব শরীয়ত 'অভিশাপ' তো নয়ই, বরং মানুষের জন্য পরম সাহায্য ও আশীর্বাদ।

৫৯৪। কুরআন শরীফে বড় পাপ, ছোট পাপ বা গুরুতর পাপ ও লঘু পাপ বলে কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ যে কোন কাজই পাপ এবং সর্বপ্রকার পাপ যা কোন ব্যক্তির মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায় তা ত্যাগ করা সেই ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য। এ আয়াতের বক্তব্যটি এরূপ বলে মনে হয়। যে ব্যক্তি সেই পাপসমূহ বর্জন করে, যেগুলো বর্জন করা তার জন্য কষ্টসাধ্য, সেক্ষেত্রে তার জন্য অন্যান্য পাপ থেকে মুক্তি লাভ সহজতর হয়ে যায়। আলেমগণের মাঝে অনেকে মনে করেন, 'কাবায়ের' (গুরুতর পাপ) এর অর্থ হলো কোনও পাপের চরম মাত্রার কাজ। এ চরম মাত্রার কাজটা না করলে, আনুসঙ্গিক ও পূর্বপ্রস্তুতির কাজের পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৫৯৫। কর্মের ফলাফলের দিক থেকে এ আয়াত স্ত্রী-পুরুষকে সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩৪। আর পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া[৫৯৬] (ধনসম্পদে) আমরা ক-প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী বানিয়েছি[৫৯৭] এবং যাদের সাথে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছ তাদেরকেও তাদের অংশ দিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۳۴﴾

৫ [৮] ২

৩৫। খ-আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাদের (অর্থাৎ নর ও নারীর) একাংশকে আরেক অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার দরুন গ-পুরুষ নারীর অভিভাবক[৫৯৮]। আর তাদের ধনসম্পদ (নারীর জন্য) খরচ করার কারণেও (পুরুষরা অভিভাবক)। অতএব পুণ্যবতী মহিলারা হলো (তারা, যারা) আনুগত্যকারী, (এবং স্বামীর) অগোচরেও সেসব কিছুর সুরক্ষাকারী যেসবের সুরক্ষা করতে আল্লাহ্‌ তাগিদ দিয়েছেন। আর যেসব স্ত্রীর দিক থেকে তোমরা বিদ্রোহী আচরণের[৫৯৯] আশঙ্কা কর (প্রথমে) তাদের উপদেশ দাও[৬০০], এরপর বিছানায় তাদের একা ছেড়ে দাও এবং (প্রয়োজনে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও[৬০১]। তবে তারা তোমাদের আনুগত্য করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অজুহাত খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (ও) মহা গৌরবান্বিত।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

দেখুন ঃ ক.৪ঃ৮ ; খ. ২ঃ২২৯ ; গ. ২ঃ২৩৮; ৪ঃ৩৩।

৫৯৬। মূল অনুবাদে যা লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও শব্দগুলোর অর্থ নিম্নরূপও হতে পারেঃ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিত্তের জন্য আমরা উত্তরাধিকারী রেখেছি– পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং শপথযুক্ত চুক্তি-নামার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দান কর। শব্দগুলোকে আরো একভাবে অনুবাদ করা যায়, যেমন–যা পিতা ও আত্মীয়রা ছেড়ে গেছে এর সবকিছুরই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছি ইত্যাদি।

৫৯৭। 'মাওয়ালী', 'মাওলা'র বহুবচন, যার (অন্যান্য অর্থ ছাড়াও) একটি অর্থ হলো উত্তরাধিকারী।

৫৯৮। 'কাউয়ামূন' কা-মা থেকে উৎপন্ন। 'কা-মা আলাল মার্‌য়াতি' অর্থ সে স্ত্রীলোকটির ভরণ-পোষণের বা রক্ষার দায়িত্ব নিল। অতএব কাওয়ামুন অর্থ ভরণ-পোষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক (লিসান)। পুরুষকে দু'টি কারণে পরিবারের কর্তা বানানো হয়েছে বলে এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ (ক) পুরুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির আধিক্য এবং (খ) রুজি-রোজগার ও পরিবার পালনের সার্বিক দায়িত্ব বহন। এটাই স্বাভাবিক, যে ব্যক্তি রোজগার করে এবং পরিবারের প্রতিপালনে ও রক্ষণাবেক্ষণে নিজের উপার্জন ও শারীরিক-মানসিক শক্তি নিয়োজিত করে সে-ই পরিবারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে।

✶ ['আর রেজালু কাওয়ামুন' এর একটি বাহ্যিক অর্থ হলো, পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং তারা এদেরকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। পুরুষ যদি 'কাওয়ামুন' না হতো তবে নারীদের বিচ্যুত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকতো। শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, সেই পুরুষ 'কাওয়াম', যে নিজ স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করে। যে নিষ্কর্মা স্বামী স্ত্রীর আয় দিয়ে জীবন যাপন করে সে 'কাওয়াম' হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, তুমি যদি 'কাওয়াম' হও এবং এরপরও তোমার স্ত্রী চরম বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করে তাহলে এমতাবস্থায় তাকে সাথে সাথেই দৈহিক শাস্তি দেয়ার অনুমতি নেই। বরং প্রথমে তাকে উপদেশ দাও। সে যদি উপদেশ না মানে তবে কিছু কালের জন্য তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন কর (আসলে এ শাস্তি স্ত্রীর চেয়ে স্বামীই বেশি পেয়ে থাকে)। এতদ্‌সত্ত্বেও তার বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দূর না হলে তার গায়ে হাত তোলার স্বামীর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আঘাতটি যেন তার মুখমন্ডলে না করা হয় এবং এমন না হয় যাতে তার শরীরে দাগ পড়ে যায়'। এ আয়াতে করীমার সূত্র ধরে অনেক লোক তাদের স্ত্রীদেরকে অন্যায়ভাবে মারধোর করে। তাদের যুক্তি হলো, স্ত্রীকে মারধোর করার অনুমতি স্বামীর রয়েছে। অথচ উপরোক্ত শর্ত পালন করলে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে এর প্রয়োগের প্রয়োজনই পড়বে না। মারধোর যদি বৈধ হতো তাহলে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনে স্ত্রীদের দৈহিক শাস্তি দেয়ার অন্তত একটি দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হতো যদিও তাঁর (সা:) কোন কোন স্ত্রী কোন কোন সময় তাঁর অসন্তুষ্টির কারণও হয়ে পড়তো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৯৯। 'নাশাযাতিল মার্‌য়াতু আলা যাওজিহা' অর্থ স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করলো, স্বামীকে প্রতিহত করল, পরিত্যাগ করল (লেইন এবং তাজ)।

৬০০ ও ৬০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৩৬। আর [ক]তোমরা[৬০২] যদি তাদের উভয়ের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে তার (অর্থাৎ স্বামীর) পক্ষের একজন ও তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) পক্ষের একজনকে সালিস নিযুক্ত কর[৬০৩]। তারা যদি উভয়ে আপোষ মীমাংসা করতে চায় তাহলে আল্লাহ্ উভয়ের মাঝে তা কার্যকর করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৭। আর [খ]তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয়[৬০৪] প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের[৬০৫] সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

৩৮। (অর্থাৎ) [গ]যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং লোকদেরও কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর কাফিরদের জন্য আমরা এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

৩৯। আর [ঘ]যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাদের পরিণতি হবে মন্দ)। আর [ঙ]শয়তান যার সঙ্গী হয় (তার মনে রাখা উচিত) সঙ্গী হিসাবে সে খুব মন্দ।

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

৪০। আর তারা যদি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনতো এবং আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করতো তাহলে তাতে তাদের কি ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ্ তাদের

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২৯; খ. ৬ঃ১৫২; ৭ঃ৩৪; ১৭ঃ২৪, ২৫; ২৩ঃ৬০; গ. ৩ঃ১৮১; ১৭ঃ৩০; ২৫ঃ৬৮; ঘ. ২ঃ২৬৫; ঙ. ৪৩ঃ৩৭; ৩৯।

৬০০। এ বাক্যটির অর্থ এরূপও হতে পারে ঃ (ক) স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা, (খ) পৃথক বিছানায় শয়ন করা, (গ) কথা-বার্তা না বলা। তবে এরূপ ব্যবস্থা সাময়িক ধরনের মাত্র, অনির্দিষ্ট কালের জন্য নয়। কেননা স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা নিষেধ (৪ঃ১৩০)। কুরআন অনুযায়ী সর্বাধিক চারমাস পর্যন্ত উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) এর ব্যবস্থাদি চলতে পারে (২ঃ২২৭)। স্বামী যদি সত্যই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করে তাহলে ৪ঃ১৬ অনুযায়ী তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬০১। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান কদাচিৎ যদি তার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করতে বাধ্যই হয় তাহলে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে স্ত্রীর গায়ে কোন দাগ না পড়ে (তিরমিযী ও মুসলিম)। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, সে ভাল মানুষ নয় (কাসীর)।

৬০২। 'তোমরা যদি তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর'-এ বাক্যাংশে 'তোমরা' সর্বনামটি দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম সমাজ বা গোষ্ঠী অথবা সাধারণ সমাজকে বুঝানো হয়েছে।

৬০৩। মধ্যস্থতাকারী সালিসগণকে বিবদমান স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন থেকে নেয়া ভাল। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্যের সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিফহাল থাকার কথা। তাছাড়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাদের কাছে সহজে ও নিঃসঙ্কোচে নিজেদের বিভেদের কারণাদি বলতে পারবেন।

৬০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকার উপদেশ দানের পর কুরআন একজন মুসলমানকে তার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিধিকে সব মানুষের মাঝে বিস্তৃতিদানের ও প্রসারিত করার তাগিদ দেয়, নিকটতম আত্মীয় হতে দূরতম অজানা ব্যক্তিও যেন তার দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

৬০৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সম্বন্ধে পুরেপুরি অবগত।

اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ (কারো প্রতি) অণু পরিমাণও[৬০৬] অবিচার করেন না। আর (কারো কোন) পুণ্যকাজ থাকলে তিনি তা বাড়িয়ে দেন। আর তিনি নিজ পক্ষ থেকে এক মহা পুরস্কার দান করেন।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤١﴾

৪২। অতএব আমরা [খ]যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও তাদের সবার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন (তাদের) কী দশা হবে[৬০৭]?

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤٢﴾

৪৩। [গ]যারা অস্বীকার করেছে এবং এ রসূলের অবাধ্যতা করেছে সেদিন তারা চাইবে, হায়! তাদের যদি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হতো। আর তারা আল্লাহ্‌র কাছে কোন কথা[৬০৮] গোপন করতে পারবে না।

৬ [৯] ৩

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٣﴾

★৪৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চেতনাচ্ছন্ন[৬০৯] অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না যতক্ষণ তোমরা কী বলছ তা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পার। আর অপবিত্র[৬১০] অবস্থাতেও (নামাযের কাছে যেয়ো না) যতক্ষণ তোমরা গোসল করে না নাও। তবে তোমরা পথচারী অবস্থায় থাকলে সে কথা ভিন্ন[৬১১]। আর তোমরা পীড়িত বা সফরে থাকলে বা তোমাদের

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۚ وَإِنْ

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৪৫; ১৮ঃ৫০; ২৮ঃ৮৫ ; খ. ১৬ঃ৯০ ; গ. ৭৮ঃ৪১।

৬০৫। দাস, দাসী-বাঁদি, চাকর-চাকরাণী ও নিম্ন-পদস্থ অধীনস্থ কর্মচারী।

৬০৬। মানুষের এমন কোন কাজ নেই যার প্রতিফল দেয়া হবে না। যেখানে কুরআন এ কথা বলে যে অবিশ্বাসীদের কাজ-কর্ম সব বিফল হবে, সেখানে এ অর্থেই কথাটি বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যত কিছুই করুক না কেন তারা কৃতকার্য হবে না। তাদের অসদুদ্দেশ্য কখনো সফল হবে না।

৬০৭। বিচারের দিন প্রত্যেক নবী তাঁর নবুয়তের আওতার লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করবেন। মু'মিন, কাফির সকলের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য নেয়া হবে, যদিও সাক্ষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকবে।

৬০৮। 'হাদীস' অর্থ কথা, তাজা ফল, ঘোষণা, সংবাদ বা সুখবর (লেইন, মুফ্‌রাদাত)।

৬০৯। 'সুকারা', সাকারান-এর বহুবচন, যার অর্থ, মাতাল, রাগোন্মত্ত, ভালবাসায় বিমোহিত, ভীতি-বিহ্বল, নিদ্রাবিষ্ট, যেকোন পরিস্থিতি যা তাকে অচেতন বা সংজ্ঞাচ্যুত করেছে (লেইন)।

৬১০। 'তোমরা চেতনাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না' অর্থ, যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া তার জন্য সে অবস্থায় যেমন নিষেধ, সেরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালেও তার জন্য নামায পড়া নিষেধ।
★ [অপবিত্র' কথাটি বুঝতে হবে। আরবী শব্দ 'জুনুবান' এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে স্ত্রীগমন করেছে অথবা সাধারণ অবস্থায় যার বীর্যস্খলন হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে নামায পড়ার আগে ভালভাবে গোসল করা তার জন্য অপরিহার্য। মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬১১। "তোমরা পথচারী অবস্থায় থাকলে সে কথা ভিন্ন" এ বাক্যাংশটি দ্বারা বুঝায়ঃ সাধারণ অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হলে গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কৃত হয়ে নামায পড়তে হয়। 'তবে কেউ যদি সফরের অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হয়ে যায় সেক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে 'তায়াম্মুম' করে নামায পড়তে পারে। 'তায়াম্মুম' করার পদ্ধতিও এ আয়াতেরই শেষ দিকে বলা হয়েছে।

كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۴۴﴾

কেউ শৌচকর্ম সেরে এলে অথবা তোমরা স্ত্রীগমন করে থাকলে[৬১২] এবং (এসব অবস্থায়) তোমরা পানি না পেলে পবিত্র শুক্‌নো মাটি দিয়ে 'তায়াম্মুম' কর। এ উদ্দেশ্যে তোমাদের মুখমন্ডলে ও তোমাদের হাতে 'মাসাহ্' কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী (ও) পরম ক্ষমাশীল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۴۵﴾

৪৫। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা নিজেরা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং তারা চায় তোমরাও যেন (সোজা) পথ থেকে বিচ্যুত হও।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ٝ وَّ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۶﴾

৪৬। আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের ভাল করেই জানেন। আর [ক]বন্ধু হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّاۢ بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۷﴾

★ ৪৭। যারা ইহুদী হয়েছে তাদের এক শ্রেণী (আল্লাহ্‌র) বাণীকে যথাস্থান থেকে [খ]বিচ্যুত করে। আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম[৬১৩] ও অমান্য করলাম'। আর (তারা আরো বলে), তুমি (আমাদের) কথাই শুন, (অন্য কারো কথা) যেন তোমাকে শুনানো না হয়। আর তারা তাদের জিহ্বাকে মোচড় দিয়ে এবং ধর্মে খোঁচা দিয়ে [গ]'রায়েনা' বলে'। আর তারা যদি বলতো, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং (আরো বলতো) তুমি শুন এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য উত্তম ও অধিক সঙ্গত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অস্বীকারের দরুন তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭৪; ৩৩ঃ১৮; খ. ২ঃ৭৬; ৩ঃ৭৯; ৫ঃ৪২; গ. ২ঃ১০৫।

৬১২। রুগ্ন, মুসাফির, শৌচাগার থেকে প্রত্যাগত, স্ত্রী-গমন থেকে প্রত্যাগত-এ চার শ্রেণীর মাঝে শেষোক্ত দু'শ্রেণী যখন অশূচী অবস্থায় থাকে তখন তাদের নিজেদেরকে অবস্থানুযায়ী ধৌত করতে হয় বা গোসল করতে হয়। কিন্তু পানির অভাবে বা পানির দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে তারা 'তায়াম্মুম' করতে পারে। তবে প্রথম দুই শ্রেণীর লোক পানি পাওয়া-না পাওয়ার শর্ত ব্যতিরেকেই তায়াম্মুম করতে পারে। এজন্যই 'তোমরা পীড়িত বা সফরে থাক' কথাটির পরে 'অপবিত্র অবস্থায়' শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'সফরে থাক' এবং 'তোমরা মুসাফির অবস্থায় থাক', এ দু'টি বাক্যাংশই সমার্থক, অর্থাৎ সফরের অবস্থায় থাক। ধূলিকে পানির স্থলবর্তী করা হয়েছে। কারণ পানি যেমন মানুষকে তার সৃষ্টির মূল উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার নগণ্য উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (৭৭ঃ২১), তেমনি ধূলিও তাকে তার সৃষ্টির দ্বিতীয় নগণ্য উপাদানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (৩০ঃ২১)।

★ ৬১৩। [আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে এ আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝা পাঠকের কাছে দুষ্কর মনে হতে পারে। কারণ মহানবী (সাঃ) কে অপমান করার উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতো। মু'মিনরা সামি'না ওয়া আতা'না শব্দগুচ্ছ বাক্যটি 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম' অর্থে ব্যবহার করতেন। মুনাফিকরা 'আ'তানা' শব্দটির পরিবর্তে 'আসায়না' শব্দটি বলতো যার অর্থ দাঁড়াতো আমরা শুনলাম ঠিকই কিন্তু অমান্য করলাম। তথাপি তারা এ কথাকে এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতো যেন শ্রোতারা মনে করে তারা 'আসায়না' এর পরিবর্তে 'আ'তানা' শব্দটিই বলছে। তবে একজন মনোযোগী শ্রোতার কাছে তাদের ইচ্ছাকৃত দুষ্টামী আর তাদের গোপন অপমানমূলক আচরণ নিশ্চয় ধরা পড়তো। তারা আরেকটি শব্দ 'রায়েনা'কে মুখ বিকৃত করে উচ্চারণ করতো। 'রায়েনা' শব্দের অর্থ হলো, আমাদের প্রতি খেয়াল রাখুন। এ শব্দটিকে তারা 'রায়েনা' ও রাঈনা শব্দের মাঝামাঝি করে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতো যার অর্থ দাঁড়াতো 'হে আমার মেষ পালক!' এ আচরণও বিকৃত উচ্চারণের আড়ালে মহানবীকে (সা:)কে অপমান করার অপচেষ্টা ছিল। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٨﴾

★ ৪৮। হে সেইসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমাদের কোন কোন [ক]নেতাকে আমাদের পক্ষ থেকে লাঞ্ছিত করে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার আগে বা 'সাবাত' লংঘনকারীদের মত তাদের অভিশপ্ত[৬১৪] করার [খ]পূর্বেই তোমাদের কাছে যা আছে এর সত্যায়নকারীরূপে আমরা যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা এর প্রতি ঈমান আন। আর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٩﴾

৪৯। নিশ্চয় [গ]আল্লাহ্ তাঁর শরীক করাকে[৬১৫] ক্ষমা করেন না। এছাড়া যত (পাপ) আছে তা তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে সে নিশ্চয় মহাপাপের উদ্ভাবন করেছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٥٠﴾

৫০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা নিজেদের পবিত্র বলে দাবী করে? বরং আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর [ঘ]তাদের ওপর খেজুর বীচির আঁশ পরিমাণও অন্যায় অবিচার করা হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ إِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾ ع

৭ [৮] ৪

৫১। দেখ! তারা [ঙ]আল্লাহ্‌র প্রতি কিভাবে মিথ্যা আরোপ করছে[৬১৬]। আর সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ

৫২। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা 'প্রতিমা'[৬১৭] ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, 'ধর্মাদর্শের দিক

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৮৯; খ. ২ঃ৬৬; ৪ঃ১৫৫; ৭ঃ১৬৪; ১৬ঃ১২৫.; গ. ৪ঃ১১৭,; ঘ. ৪ঃ৭৮,১২৫; ১৭ঃ৭২,; ঙ. ৫ঃ১০৪; ১০ঃ৭০; ১৬ঃ১১৭।

৬১৪। কথাগুলোর অর্থ বা তাৎপর্য হলোঃ (১) দু'টি শাস্তির উভয়টিই ইহুদীদের উপর নেমে আসবে, (২) ইহুদীদের মাঝে অনেকে এক ধরনের শাস্তির শিকার হবে এবং অনেকে অন্য ধরনের শাস্তির শিকার হবে।

৬১৫। 'শির্‌ক্' আধ্যাত্মিক পরিভাষায় বিদ্রোহের সমান। এ পরিভাষা অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হলো কোন বস্তুকে বা অস্তিত্বকে এমনভাবে ভালবাসা বা বিশ্বাস করা, যেভাবে আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে বা বিশ্বাস করতে হয়। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ভয়-ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও ভালবাসাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত না করে অন্যকে দান করার নাম 'শির্‌ক'। 'লা ইয়াগ্‌ফিরু' কথাটি এখানে পারলৌকিক ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'শির্‌কের' অবস্থায় জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর দরজা দিয়ে পরপারে উপস্থিত হয় তাকে ক্ষমা করা হবে না।

৬১৬। ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের সমতুল্য একটি কথা হলো, আল্লাহ্ আর নবী প্রেরণ করবেন না। কেননা তারা মনে করে তারাতো পবিত্র আছেই। অতএব তাদের জন্য নবীর কোন প্রয়োজন নেই। আসলে তারা পবিত্র অবস্থায় নেই। যখনই মানুষ সর্বপ্রকার অনাচারে-অত্যাচারে লিপ্ত হয় তখনই নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র নবীর অভ্যুদয় হয় এবং এক অন্ধকার যুগেই নবী করীম (সাঃ) এর শুভাগমন হয়েছিল।

৬১৭। 'আল্ জিব্‌ত্' অর্থ প্রতিমা, এমন বস্তু যার মাঝে কোন মঙ্গল নেই, বৃথা বস্তু, দানব, গণক (মুফরাদাত, লেইন)।

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥٢﴾

দিয়ে যারা ঈমান এনেছে[৬১৮] এরা তাদের চেয়ে বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত'।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٣﴾

৫৩। [ক]এদের ওপরই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ্ যার ওপর অভিসম্পাত করেন তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৪। শাসনক্ষমতায় তাদের কি কোন অংশ আছে? সেক্ষেত্রে তারা (এ থেকে) মানুষকে খেজুর বীচির ক্ষুদ্র ছিদ্র পরিমাণও কিছু দিবে না।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٥﴾

৫৫। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেই কারণেই কি তাদেরকে তারা হিংসা করছে? তাহলে (জানা উচিত) নিশ্চয় আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আর আমরা এক বিশাল সাম্রাজ্যও তাদের দিয়েছিলাম।

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৬। [খ]এরপর তাদের কিছু লোক তাতে ঈমান আনলো এবং তাদের কিছু লোক তা থেকে বিরত থাকলো। আর (এরূপ লোকদের) পোড়ানোর জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾ ع

৫৭। নিশ্চয় যারা আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে আমরা অচিরেই তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো। তাদের ত্বক যখনই গলে যাবে আমরা এর পরিবর্তে তাদেরকে ভিন্ন ত্বক[৬১৯] দিব যাতে তারা আযাব ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

★ রুকূ ৮

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٨﴾

৫৮। আর [গ]যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে (আমাদের দ্বারা) পবিত্রকৃত সঙ্গী। আর আমরা [ঘ]ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় তাদের প্রবেশ[৬২০] করাবো।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬০; ৩ঃ৮৮,৮৯; খ. ২ঃ২৫৪; ১০ঃ৪১; ৬১ঃ১৫; গ. ৪ঃ১২৩; ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪; ২২ঃ২৪. ২ঃ২৬; ঘ. ১৩ঃ৩৬; ৫৬ঃ৩১.।

৬১৮। মুসলমানরা বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীকে বিশ্বাস করে এবং এও বিশ্বাস করে যে মূসা (আঃ)কে ঐশী-বিধান দেয়া হয়েছিল। তথাপি এ মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত বেশি যে তারা মুসলমান থেকে ঐসব পৌত্তলিক আবরদেরকেও বেশি সৎপথপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করে, যারা ইহুদীদের নবীগণকে ও গ্রন্থাবলীকে মোটেই মানে না বা স্বীকার করে না।

---

৬১৯ ও ৬২০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ক.আমানতসমূহ[৬২১] এর যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন[৬২২] করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র উপদেশ কতই চমৎকার! আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা (ও)সর্বদ্রষ্টা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٩)

★ ৬০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর,[৬২৩] তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং খ.তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে গ.তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল।

৮
[৯]
৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٦٠)

৬১। তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এর প্রতি তারা ঈমান এনেছে? তারা শয়তানকে দিয়ে মীমাংসা করাতে চায়। অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্যই তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর শয়তান তাদের চরম পথভ্রষ্টতায় দিশেহারা করে দিতে চায়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦١)

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ২৮; খ. ৪ঃ৮৪.; গ. ৪ঃ৬৬।

৬১৯। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে যে মাংস থেকে ত্বক অধিক অনুভূতিশীল। কেননা ত্বকে অনেক বেশি স্নায়ু থাকে। মাংস বদল করার কথা না বলে কুরআন দোযখবাসীদের গলে যাওয়া ত্বকের স্থলে পুনরায় ত্বক সংযোজন করার কথা বলার মাধ্যমে এ সত্যটি চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে।

৬২০। 'ঘন স্নিগ্ধ ছায়া' এর তাৎপর্য হলো, দুঃখ-যাতনা ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, শান্তি ও প্রসন্নতার একটা নির্মল পরিবেশ।

৬২১। শাসন-ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এখানে জনগণের 'আমানত' বলা হয়েছে। এ দিয়ে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে আমানতের অধিকর্তা হলো জনগণ, কোন ব্যক্তি বা বাদশাহ্ বা বংশ-বিশেষ নয়। কুরআন কোন নির্দিষ্ট বংশ দ্বারা দেশ-শাসন, কিংবা বংশানুক্রমিক শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করে না। বরং এর বিপরীত জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকেই অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন নির্বাচিত ব্যক্তি, আর সেই পদে নির্বাচনের জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম পদের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করেছে (বুখারী ঃ কিতাবুল আহ্‌কাম)।

৬২২। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণকে এবং শাসন কার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন।

★ ৬২৩। [কোন কোন লোক 'উলীল আমরে মিনকুম' (অর্থাৎ তোমাদের কর্তৃপক্ষ) আরবী অভিব্যক্তিটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। বিশেষভবে লক্ষণীয় 'মিনকুম' শব্দটি দু'টি উক্তির সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো 'মিন' এবং অন্যটি হলো 'কুম'। 'মিন' এর অর্থ হলো 'হতে' এবং 'কুম' এর অর্থ হলো 'তোমরা'। আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করতে গিয়ে কোন কোন অনুবাদক এ বাক্যাংশটি 'তোমাদের মাঝ থেকে' অর্থে বুঝেছেন। সেক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, 'তোমরা কেবল সেই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করবে যারা তোমাদের মাঝ থেকে হবে'। এতে কেবল মুসলিম কর্তৃপক্ষকে বুঝায়। এ বিশেষ ক্ষেত্রে 'মিন' উক্তি কেবল 'উলীল আমর' শব্দদ্বয়ের সাথে 'কুম' উক্তির মাধ্যমে সম্বন্ধ

টীকার অবশিংষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦٢﴾

৬২। আর তাদের [ক]যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন এর দিকে এবং এ রসূলের দিকে আস' তখন তুমি মুনাফিকদেরকে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়তে দেখবে।

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾

★ ৬৩। এটা কেমন কথা, তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোন বিপদ নেমে এলে তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলতে থাকে, 'আমরা যে কেবল কল্যাণ সাধন ও পারস্পরিক সম্প্রীতিই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম'।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٤﴾

৬৪। এদের অন্তরে যা রয়েছে আল্লাহ্‌ তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তুমি এদের উপেক্ষা কর, সদুপদেশ দাও এবং এদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বল[৬২৪]।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٥﴾

৬৫। আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যেন আল্লাহ্‌র আদেশে তার আনুগত্য করা হয়[৬২৫]। আর তারা যখন [খ]নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল তখন তারা যদি তোমার কাছে আসতো ও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতো এবং এ রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো তাহলে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে অধিক তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী হিসেবে দেখতে পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, যেসব বিষয়ে তাদের মাঝে বিবাদ হয়ে থাকে [গ]সেইসব বিষয়ে

দেখুন ঃ ক. ৬৩ঃ৬; খ. ৪ঃ১১১; গ. ৪:৬০

পদের সাথে সংযোগ সাধন করে। অতএব অনুবাদটি হবেঃ 'তোমাদের কর্তৃপক্ষ'। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬২৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) মুনাফিকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। কারণ তারা তখনো একেবারে পুনরুদ্ধারের বাইরে চলে যায়নি বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছে যায়নি। হয়তো তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হবে। তাই তাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

৬২৫। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটি থেকে অনেকেই এরূপ ব্যাখ্যা করতে চান যে নবী যাদের মাঝে আবির্ভূত হন, সেই নবীকে মান্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য কিন্তু সে নবীর জন্য অন্য নবীকে মান্য করার আবশ্যকতা নেই, এরূপ ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। নবী অন্যান্য সকলের জন্য বাধ্যতামলূকভাবে অনুসরণযোগ্য হওয়ার কারণে তাঁর অন্য নবীর অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এ ধারণা সঠিক নয়। হারূন (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও মূসা নবী (আঃ) এর অধীনস্থ ছিলেন (২০ঃ৯৪)।

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾

যতক্ষণ তারা তোমাকে বিচারক না মানবে, এরপর তোমার মীমাংসায় তাদের অন্তর দ্বিধাহীন না হবে এবং তারা পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করবে[৬২৬] ততক্ষণ তারা মু'মিন হবে না।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٧﴾

✶ ৬৭। আর আমরা যদি তাদের এ (বলে) আদেশ দিতাম, [ক]'তোমরা নিজেদের হত্যা কর'[৬২৭] অথবা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বের হয়ে পড়' তাহলে তাদের খুব কম লোকই তা পালন করতো। আর তাদের যে উপদেশ দেয়া হয় তারা তা পালন করলে তাদের পক্ষে তা অবশ্যই অতি মঙ্গলজনক এবং (ঈমানের) দৃঢ়তার কারণ সাব্যস্ত হতো।

وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾

৬৮। আর আমরা নিশ্চয় সেক্ষেত্রে নিজ পক্ষ থেকে তাদের এক মহা প্রতিদান দিতাম।

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾

৬৯। আর নিশ্চয় আমরা [খ]তাদেরকে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করতাম।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾

৭০। আর [গ]যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্‌ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের[৬২৮] অন্তর্ভুক্ত হবে, [ঘ]যাদের আল্লাহ্‌ পুরস্কার দান করেছেন (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্‌দের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম[৬২৯]।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭৮, ; খ. ১৯ঃ৩৭; ৩৬ঃ৬২; ৪২ঃ৫৩,৫৪ ; গ. ৪ঃ১৪; ৮ঃ২৫ ; ঘ. ১ঃ৭; ৫ঃ২১; ১৯ঃ৫৯।

৬২৬। এ নির্দেশ মুসলমান রাষ্ট্রপতিরূপে মহানবী (সাঃ) এর স্বপক্ষে প্রযোজ্য। অতএব এটা রাশেদ (পথ-প্রাপ্ত) খলীফাগণের স্বপক্ষেও প্রযোজ্য।

৬২৭। 'উক্‌তুলূ আনফুসাকুম' দ্বারা 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর' বুঝায় না, বরং 'নিজেদের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে হত্যা কর' বুঝায় (২ঃ৫৫) অথবা 'আল্লাহ্‌র পথে আত্মোৎসর্গ কর' বুঝায়।

✶ [এ অভিব্যক্তিটির সঠিক অনুবাদ হলো, 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর'। এর অর্থ কখনো এ নয় যে তাদেরকে আত্মহত্যা করতে বলা হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, তাদের আমিত্বকে হত্যা করতে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সমীপে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬২৮। 'মাআ' অব্যয়টি দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সন্নিবেশ, এক সময়ে সন্নিবেশ, একই পদে বা মর্যাদায় সন্নিবেশ বুঝায়। 'সাহায্য' অর্থটিও এ শব্দের মধ্যে নিহিত আছে, যেমন ৯ঃ৪০-এ দৃষ্ট হয় (মুফ্‌রাদাত)। কুরআনে 'মাআ' শব্দটি বহুস্থলে 'ফি' (অন্তর্ভুক্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন-৩ঃ১৯৪ এবং ৪ঃ১৪৭।

৬২৯। এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল দরজা খোলা আছে। চারটি আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা যথা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্‌- এ চারটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাই হযরত রসূলে আকরম (সাঃ) এর অনুসরণের ফলে লাভ করা যায়। একমাত্র হযরত নবী (সাঃ) এর জন্যই এ অনন্য মহাসম্মান সংরক্ষিত রয়েছে।
এ সম্মান অন্য কোন নবী লাভ করেননি। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থ যে সত্য তা কুরআনের ৫৭ঃ২০ আয়াত পাঠেও উপলব্ধি করা যায়, যেখানে সাধারণভাবে নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রভুর নিকট সিদ্দীক ও শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। এ দু'টি আয়াতকে (৪ঃ৭০ এবং ৫৭ঃ২০) একত্রে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, অন্যান্য নবীগণের অনুসারীরা যে স্থলে সিদ্দীকের, শহীদের এবং সালেহ্‌দের মর্যাদায় ভূষিত হতে পেরেছেন, এর উপরের মর্যাদায় যেতে পারেননি, সে স্থলে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীরা নবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন। আল্‌ 'বাহ্‌রুল মুহীত' (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭) এ ইমাম রাগেবের একটি উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌ এ আয়াতে মুসলিম উম্মতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের জন্য চারটি স্তর নির্ধারণ করেছেন। এ স্তরগুলোর কোন কোনটি কোন কোনটির নিচে এবং আল্লাহ্‌ চেয়েছেন, মু'মিনরা যেন নিচের স্তরে থেকে না যায় বরং উচ্চতম স্তরে পৌঁছার চেষ্টা করে।' তাতে আরো বলা হয়েছে, 'নবুওয়ত দুই প্রকারের- সাধারণ ও বিশেষ। বিশেষ প্রকারের নবুওয়ত, যা শরীয়তবাহী, তা লাভ করা যাবে না অর্থাৎ তা লাভের পথ রুদ্ধ, কিন্তু সাধারণ নবুওয়ত লাভের পথ খোলা রয়েছে' অর্থাৎ কেবল আঁ হযরত (সাঃ) এর পূর্ণ অনুকরণ এবং অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়ত-বিহীন উম্মতী নবুয়তের পুরস্কারের দরজা খোলা রয়েছে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯ [১১] ৬

৭১। এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। আর সর্বজ্ঞ হওয়ার দিক থেকে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧١﴾ ع

৭২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার[৬৩০] ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এরপর তোমরা ছোট ছোট দলের আকারে বের হতে পার[৬৩১] অথবা সম্মিলিতভাবেও বের হতে পার।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧٢﴾

৭৩। আর তোমাদের মাঝে নিশ্চয়ই এমন লোকও আছে, যে গড়িমসি করবে এবং তোমাদের কোন বিপদ ঘটলে সে বলবে, 'আল্লাহ্‌ আমার ওপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। কারণ আমি তাদের সাথে (এ বিপদে) উপস্থিত ছিলাম না[৬৩২]!'

وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٣﴾

৭৪। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন অনুগ্রহ হলে সে অবশ্যই বলবে, 'হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে আমিও মহা সাফল্য অর্জন করতাম।' ভাবটা এমন যেন তার সাথে তোমাদের কোন সুসম্পর্কই ছিল না।

وَ لَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৫। সুতরাং [ক]যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিসর্জন দেয় আল্লাহ্‌র পথে তাদের যুদ্ধ করা উচিত। আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অবশ্যই আমরা তাকে এক মহা পুরস্কার দিব।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٥﴾

৭৬। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং [খ]সেইসব অসহায় দুর্বল[৬৩২-ক] নরনারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য কেন যুদ্ধ করছ না[৬৩৩], যারা বলে 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ শহর থেকে আমাদের বের করে নাও। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড়ই যালেম। আর তুমি নিজ পক্ষ থেকে

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১১১; খ. ৪ঃ৯৯।

★ [এ আয়াতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত 'আর রসূল' বলতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ এ বিশেষ রসূলকে বুঝায়। দ্বিতীয়ত তোমরা এ রসূলের আনুগত্য করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাদের মাঝে নবীও রয়েছেন, সিদ্দীকও রয়েছেন, শহীদও রয়েছেন এবং সালেহ্‌ও রয়েছেন।

এর অর্থ হলো, মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে নবীও আসতে পারে। এস্থলে 'মাআ' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন আলেম এই বলে হঠকারিতা দেখান যে তাঁরা তাঁদের সাথে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আলেমরা এর সমর্থনে বলেন, 'হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা' তে বলা হয়েছে তারা উত্তম সাথী হবে অর্থাৎ তারা নবীদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা নবী হবেন না। এ আয়াতের এই অনুবাদ করা হলে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা নবীদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা নবী হবেন না। তারা সিদ্দীকদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা সিদ্দীক হবেন না। তারা শহীদদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা শহীদ হবেন না। তারা সালেহ্‌দের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা সালেহ্‌ হবেন না। কুরআন করীমের অনেক আয়াতে 'মাআ' শব্দটি 'মিন' অর্থাৎ 'অন্তর্ভুক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আলে ইমরানের ১৯৪, সূরা নিসার ১৪৭ এবং সূরা আল্‌ হিজরের ৩২ আয়াত দ্রষ্টব্য।

এছাড়া 'মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলায়হিম' এর পরে 'মিনান্নাবীঈনা' বলা হয়েছে। (আরবী ব্যাকরণে এ) 'মিন'কে বায়্যানিয়া বলা হয়। এর অর্থ হলো তাদের অন্তর্ভুক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৩০। 'হিয্‌র' মানে সতর্কতা, পূর্ব সতর্কতা, পাহারা, সদা-প্রস্তুত অবস্থা, অথবা ভয়ের অবস্থা (লেইন)। প্রতিরক্ষার জন্য যতসব সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, 'হিয্‌র' শব্দ দ্বারা এর সবটাকেই বুঝায়, এমন কি আত্মরক্ষার অস্ত্র পরিধান করা পর্যন্তও বুঝায়।

৬৩১। 'সুবাহ্‌' অর্থ একদল লোক, নির্দিষ্ট কোন দল, একদল অশ্বারোহী (লেইন)।

৬৩২, ৬৩২-ক এবং ৬৩৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নিযুক্ত কর।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ ع

৭৭। যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত নিশ্চয় দুর্বল হয়ে থাকে।

১০
[৬]
৭

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٨﴾

৭৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদের বলা হয়েছিল 'তোমরা নিজেদের নিবৃত্ত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও'। এরপর তাদের জন্য [ক]যখন যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করে দেয়া হলো তখন তাদের এক দল আল্লাহ্‌কে ভয় করার ন্যায় মানুষকে ভয় করতে লাগলো বা এর চেয়েও বেশি (ভয় করতে লাগলো)। আর তারা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জন্য কেন যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করলে? [খ]কেন তুমি আরো কিছু সময়ের জন্য আমাদের অবকাশ দিলে না?'[৬৩৪] তুমি বল, [গ]'পার্থিব কল্যাণ অতি তুচ্ছ। কিন্তু যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে পরকাল তার জন্য অধিক উত্তম। আর [ঘ]তোমাদের ওপর খেজুর বীচির আঁশ পরিমাণও অন্যায় অবিচার করা হবে না।'

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾

৭৯। তোমরা যেখানেই থাক, এমনকি তোমরা এক সুরক্ষিত দুর্গে[৬৩৫] থাকলেও [ঙ]মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। আর তাদের কোন কল্যাণ হলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে'। আর তাদের কোন অনিষ্ট হলে তারা বলে, '(হে মুহাম্মদ!) এটা তোমার দরুন ঘটেছে।' তুমি বল, 'সব আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে'[৬৩৬]। অতএব এ লোকগুলোর হয়েছে কী, এরা যে কথা মোটেও বুঝতে চায় না?

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪৭; ৪ঃ৬৭; খ. ১৪ঃ৪৫; ৬৩ঃ১১; গ. ৯ঃ৩৮; ৫৭ঃ২১; ঘ. ৪ঃ৫০; ঙ. ৬২ঃ৯।

৬৩২। এ আয়াত মুনাফিকদের কথা ও তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে। তারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শত্রু।

৬৩২-ক। মুসলমানরা কখনো যে যুদ্ধ শুরু করেনি এ আয়াতটি তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য ধর্মকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং দুর্বল স্বধর্মীগণকে অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছিল।

৬৩৩। এ বাক্যাংশটির অনুবাদ এরূপও হতে পারে, তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর না।

৬৩৪। এ আয়াতটি ঐ শ্রেণীর লোকদের কথা বলছে, যারা যুদ্ধ করার প্রয়োজনের সময়ে নানা অজুহাতে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে, কিন্তু যখন যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন থাকে না তখন যুদ্ধ করার জন্য বড় আগ্রহ দেখায়।এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাদের এ আগ্রহ, হয় কপটতা না হয় সাময়িক উত্তেজনামাত্র।

৬৩৫। এ বাক্যটি একদিকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে মৃত্যু যে একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অপর দিকে মুনাফিকদেরকে বিশেষভাবে বলে দিচ্ছে, তারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ প্রদত্ত যুদ্ধের আদেশকে অমান্য করছে।

৬৩৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮০। তুমি যে কল্যাণই লাভ কর তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণেই হয়[৬৩৭]। আর আমরা তোমাকে মানবজাতির জন্য রসূল করে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝٨٠

৮১। যে-ই এ রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে রাখে (সে ক্ষেত্রে স্মরণ রেখো) আমরা তোমাকে তাদের রক্ষক হিসাবে পাঠাইনি।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨١

৮২। আর তারা আনুগত্যের কথা (কেবল মুখেই) বলে। কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাদের একদল তুমি যা বলেছ এর বিরুদ্ধে [ক] গোপন পরামর্শ করে রাত কাটায়[৬৩৮]। আর তারা রাতে যেসব গোপন পরামর্শ করে আল্লাহ্‌ তা লিখে রাখেন। অতএব তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ز فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ط وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ج فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨٢

★ ৮৩। তবে কি [খ] তারা এ কুরআনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে না? আর এ (কুরআন) যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে এসে থাকতো তাহলে নিশ্চয় তারা এর মাঝে অনেক স্ববিরোধিতা[৬৩৯] খুঁজে পেত।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٣

★ ৮৪। আর তাদের কাছে যখন শান্তি বা ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা বলে বেড়ায়[৬৪০]। অথচ তারা যদি (বলে না বেড়িয়ে) তা রসূলের কাছে অথবা [গ] নিজেদের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতো তাহলে তাদের মাঝে যারা তথ্য উদঘাটনে সক্ষম তারা অবশ্যই এর (প্রকৃত) বিষয়টি জানতে পারতো।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১০৯; খ. ৪৭ঃ২৫; গ. ৪ঃ৬০।

৬৩৬। 'সব আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে' এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ই সব কিছুর সর্বশেষ নিয়ন্তা। বিশ্বের যেখানে যখনই মানুষের জীবনে ভাল বা মন্দ ঘটে তা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ঘটে অথবা আল্লাহ্‌র কোন না কোন বিশেষ আদেশের অধীনে ঘটে।

৬৩৭। আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে স্বাভাবিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা দ্বারা ভূষিত করেছেন। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের ফলে মানুষ জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে। আবার এগুলোর অপব্যবহার দ্বারা জীবনে বিপদাপদও ডেকে আনতে পারে। তাই এখানে মানুষের মঙ্গলকে আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কারণ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ মঙ্গলই চান এবং মানুষের অকল্যাণকে মানুষের নিজের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য অমঙ্গল চান না।

৬৩৮। এখানে যে গোপন পরামর্শের কথা বলা হয়েছে তা রাতেও হতে পারে বা দিনেও হতে পারে। যেহেতু সাধারণত রাত্রিকালেই গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক সলা-পরামর্শ করা হয়, সেহেতু 'বাইয়াতা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রাতের গোপনীয়তা ও আচ্ছন্ন অবস্থা বুঝাবার জন্য।

★ ৬৩৯। ['ইখতিলাফান কাসীরান' শব্দ দু'টির অর্থ হচ্ছে অনেক স্ববিরোধ। এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ যদি এ পবিত্র কুরআনের প্রণেতা হতো তাহলে মানুষ এর মাঝে নিশ্চয় অনেক স্ববিরোধী শিক্ষা ও কথা দেখতে পেত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণীতে কোন স্ববিরোধিতা নেই। সূরা আল্‌ মূলক এর ৪ আয়াতে একই ধরনের একটি দাবী বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। এতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র কাজে কোন খুঁত বা অসংগতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَسْتَنۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۸۴﴾

আর তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা না থাকতো তাহলে নিশ্চয় তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿۸۵﴾

৮৫। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর[৬৪১]। তোমার নিজের (দায়ভার) ছাড়া অন্য কারো দায়ভার তোমার ওপর চাপানো হবে না। আর তুমি [ক]মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করতে থাক। যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ তাদের যুদ্ধ সম্ভবত থামিয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্ যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল এবং শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদানেও অতি কঠোর।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿۸۶﴾

★ ৮৬। যে কেউ উত্তম সুপারিশ করে তার জন্য এর এক অংশ থাকবে। আর যে কেউ মন্দ সুপারিশ করে তার জন্য এর (মন্দ ফলাফল) থেকে তদ্রূপ অংশ[৬৪২] থাকবে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿۸۷﴾

★ ৮৭। আর তোমাদেরকে যখন সালাম ও শুভেচ্ছার উপহার দেয়া হয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম (সালাম ও শুভেচ্ছার) উপহার দিবে অথবা (কমপক্ষে) এর অনুরূপই দিবে[৬৪৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

অর্ধাংশ

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৬৬।

৬৪০। এখানে নিরাপত্তা বিষয়ক শুভ সংবাদের কথা প্রথমে বলার পর ভীতি-বিষয়ক সংবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কুরআন এখানে যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলছে। যুদ্ধের সময়ে কোন কোন অবস্থায় শান্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনন্দসূচক সংবাদাদি ছড়ানোও যুদ্ধ-ভীতির সংবাদাদি ছড়ানো হতে অধিক বিপজ্জনক হয়। সাধারণ অবস্থায়ও কোন সংবাদ শুনেই তা প্রচার করতে থাকা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। কেননা সংবাদটি গুজবও হতে পারে এবং শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক কারসাজিও হতে পারে। 'উলীল আম্‌র' (আদেশ দেয়ার অধিকারী কর্তৃপক্ষ) বলতে মহানবী (সাঃ)কে কিংবা তাঁর খলীফাবৃন্দ কিংবা তাঁদের নিয়োজিত আমীরগণকে বুঝায়।

৬৪১। 'যুদ্ধ কর' এ আদেশটি কেবল নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য নয়। যদি তা হতো তাহলে পরবর্তী বাক্যাংশটি হতো 'ইল্লা নাফসুকা' তুমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। কিন্তু পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে 'ইল্লা নাফ্‌সাকা' (তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার তোমার উপর চাপানো হবে না)। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত বলছে, প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি নবী করীম (সাঃ)ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী। তবে মহানবী (সাঃ) এর এ বিষয়ে দায়িত্ব দু'টি–একটি দায়িত্ব নিজে যুদ্ধ করা, অন্য দায়িত্বটি তাঁর অনুসারীদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করা, যদিও তিনি তাদের জন্য দায়ী নন।

৬৪২। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, সুপারিশ করার কাজটি হালকা মনে করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কোন সুপারিশ করে সে পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় তার সুপারিশের খারাপ ফলাফলের জন্য সে দায়ী হবে। এ কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'উত্তম সুপারিশের' ক্ষেত্রে 'নসীব' (অংশ) শব্দ দ্বারা পুরস্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং 'মন্দ (কাজের) সুপারিশের' ফলশ্রুতি 'কিফ্‌ল' (সমান অংশ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝানো হয়েছে, মন্দ-সুপারিশের শাস্তি সম-পরিমাণের হবে। কিন্তু উত্তম সুপারিশের পুরস্কার হবে অনেক বেশি। আল্লাহ্ তাআলা এর ন্যূনতম পরিমাণ বলেছেন দশগুণ।

★ ৬৪৩। [কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতটির শাব্দিক অনুবাদ বিষয়টিকে কেবল মৌখিক শুভেচ্ছা প্রকাশে সীমাবদ্ধ করে দেয়, অথচ এতে যে তাগিদপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে এর গন্ডী অনেক ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে এ দিয়ে কেবল মৌখিক শুভেচ্ছা বুঝানো হয়নি বরং সব ধরনের উপহার উপঢৌকনের ক্ষেত্রেও এ শিক্ষা প্রযোজ্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ وَمَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيۡثًا ﴿۸۸﴾ ع

৮৮। তিনি আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদের একত্র করতে থাকবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে?

১১ [১১] ৮

فَمَا لَكُمۡ فِى الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِئَتَيۡنِ وَاللّٰهُ اَرۡكَسَهُمۡ بِمَا كَسَبُوۡا ؕ اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَهۡدُوۡا مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ سَبِيۡلًا ﴿۸۹﴾

৮৯। তোমাদের হয়েছে কী, (তোমরা) মুনাফিকদের[৬৪৪] বিষয়ে কেন দু'দলে বিভক্ত? অথচ আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন তোমরা কি তাকে হেদায়াত দিতে চাচ্ছ? আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তুমি তার জন্য কোন পথ খুঁজে পাবে না।

وَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا فَتَكُوۡنُوۡنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَخُذُوۡهُمۡ وَاقۡتُلُوۡهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوۡهُمۡ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡهُمۡ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا ﴿۹۰﴾

৯০। [ক]তারা চায় তোমরাও যেন সেভাবে অস্বীকার কর যেভাবে তারা অস্বীকার করেছে যাতে তোমরা সবাই একই রকম হয়ে যাও। অতএব যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করে ততক্ষণ তাদের কাউকেও[৬৪৫] বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এরপর তারা ফিরে গেলে তোমরা যেখানেই তাদের নাগাল পাও তাদের ধর ও হত্যা কর[৬৪৬]। আর তাদের কাউকে বন্ধুরূপে বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না।

اِلَّا الَّذِيۡنَ يَصِلُوۡنَ اِلٰى قَوۡمٍۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ مِّيۡثَاقٌ اَوۡ جَآءُوۡكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُوۡرُهُمۡ اَنۡ

৯১। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা এমন লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, অথবা তারা তোমাদের কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তাদের হৃদয় তোমাদের বা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। আর আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর তাদের

দেখুন : ক. ২:১১০; ৪:৪৫; ১৪:১৪।

৬৪৪। মদীনার আশ্‌পাশের অধিবাসী মুনাফিকদের (পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের) প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়ে মু'মিনরা মতভেদ করছিল। একাংশ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের প্রতি নরম ব্যবহার করার সুপারিশ করলেন। তাঁরা মনে করলেন, নরম ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে তারা সংশোধিত হয়ে যাবে। অন্যেরা তাদেরকে ইসলামের জন্য এক গুরুতর বিপদ মনে করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেন। আল্লাহ্‌র শত্রু এ বেদুঈনদের কথা নিয়ে মুসলমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এখানে মুসলমানদেরকে এ উপদেশই দেয়া হচ্ছে।

৬৪৫। এখানে মরুভূমির বিশেষ বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে। কুরআন মুসলমানদেরকে সেইসব বেদুঈনের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে বলছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিংবা তাদের সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে না।

৬৪৬। 'কতল' শব্দটি সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২:৬২)। অতএব 'উকতুলূহুম' এর অর্থ হতে পারে, তাদের সাথে সকল সম্পর্ক পরিহার কর। পরবর্তী বাক্য 'তাদের কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' এ অর্থ সমর্থন করে।

কর্তৃত্ব দান করতেন। সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। অতএব তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোন পথ রাখেননি।

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩١﴾

৯২। তোমরা আর এক ধরনের লোক দেখতে পাবে যারা তোমাদের কাছে নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের নিজেদের লোকদের[৬৪৭] কাছেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখনই ফেত্‌নার[৬৪৮] দিকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় তখনই তাদেরকে এতে [ক]বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। সুতরাং তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদেরকে (যুদ্ধ থেকে) নিবৃত্ত না করে তাহলে তোমরা [খ]যেখানেই তাদের নাগাল পাবে তাদের ধর এবং তাদের হত্যা কর। আর এদেরই বিরুদ্ধে আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়েছি।

১২ [৪] ৯

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩٢﴾

★ ৯৩। একজন মু'মিনের পক্ষে একজন মু'মিনকে হত্যা করা মোটেই বৈধ নয়। তবে ভুলক্রমে[৬৪৯] তা ঘটে গেলে সে কথা ভিন্ন। আর কেউ ভুলবশত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে (তাকে) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে এবং তার পরিবার পরিজনকে (স্থিরকৃত) রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। তবে তারা ক্ষমা করে দিলে (তা) ভিন্ন কথা। কিন্তু সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু পক্ষের হলে এবং সে মু'মিন হলে (সেক্ষেত্রেও) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে। আর সে[৬৫০] যদি এমন এক সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের সাথে তোমাদের কোন

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ১৫ ; খ. ৯ঃ৫।

৬৪৭। এখানে মনে হয় দু'টি উপজাতি আসাদ ও গাৎফানদের কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে মুসলমানদের কোন মৈত্রীচুক্তি ছিল না। তারা ছিল দ্বিমুখী নীতি দ্বারা পরিচালিত সুযোগ-সন্ধানী। যখন তাদের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালো সাথে সাথে তারা সে আহ্বানে সাড়া দিল। এ আয়াতগুলোর উপদেশাবলী যুদ্ধচলাকালীন সময়ে কিংবা মুসলিম জাতির বিপদের আশঙ্কার সময়ে পালনীয়।

৬৪৮। 'ফেতনা' শব্দটি দ্বারা এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বুঝিয়েছে।

৬৪৯। যুদ্ধের অবস্থা চলাকালীন সময়ে কিংবা সমরাঙ্গণে এমনও সম্ভাবনা আছে যে একজন মুসলমান ভুলক্রমে অন্য একজন মুসলমানকে বধ করতে পারে। তাই এ আয়াতে এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই মুসলমানদেরকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা এরূপ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৬৫০। নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যদি শত্রুপক্ষীয় লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে হত্যাকারীকে কেবল একজন কৃতদাস মুক্ত করতে হবে, ক্ষতি-পূরণস্বরূপ অর্থ দিতে হবে না। কেননা সেই অর্থ শত্রুপক্ষের সমর শক্তিকেই বৃদ্ধি করবে। 'কিন্তু সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু পক্ষের হলে' বাক্যাংশের পরে এবং সে যদি মুসলমান হয় কথাটির পুনরুল্লেখ করা হয়নি। কারণ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٣﴾

চুক্তি রয়েছে তাহলে তার পরিবার পরিজনকে রক্তপণ পরিশোধ করা এবং একজন মু'মিন দাস[৬৫১] মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই তাকে [ক]একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে। এ হলো আল্লাহ্-নির্ধারিত তওবার ব্যবস্থা। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَأَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٤﴾

৯৪। [খ]আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰٓى إِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٥﴾

৯৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে (অভিযানে) বের হও তখন তোমরা [গ]ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে 'তুমি মু'মিন নও' একথা বলো না[৬৫২]। তোমরা পার্থিব জীবনের[৬৫৩] সামগ্রী চাও। তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ। তোমরা এর আগে এমনই ছিলে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তাই তোমরা ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিও। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত।

দেখুন ঃ ক. ৫৮ঃ৫; খ. ২৫ঃ৬৯, ৭০; গ. ৪৯ঃ৭।

'যিম্মীদের' (মুসলমানদের দায়িত্বে সুরক্ষিত অস্বীকারকারীদের) এবং মু'য়াহীদগণের (মুসলমানদের সাথে মিত্রতা-চুক্তিভুক্ত অস্বীকারকারীরা) সম্বন্ধে সে আইনই প্রযোজ্য, যা মুসলমান-মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬৫১। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুসলমানদের সাথে যারা মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ তাদেরকে কেবল মুসলমানদের সম পর্যায়েই ফেলা হয়নি, বরং তাদের স্বপক্ষে একটু বিশেষত্ব দেখানো হয়েছে। মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ দানের কথা বলা হয়েছে 'কৃতদাস' মুক্ত করার আদেশের পরে। কিন্তু সন্ধি-বদ্ধদের কাউকেও হত্যা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়েছে প্রথমে, আর কৃতদাস মুক্তির কথা বলা হয়েছে পরে। মৈত্রীর ও সন্ধির মূল্য ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্যই এরূপ করা হয়েছে। অবিশ্বাসী মিত্রদের কাকেও নিহত করলে হত্যাকারী মুসলমানের ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। সন্ধি, মৈত্রী ও শান্তি-চুক্তির প্রতি মুসলমানেরা যাতে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এরূপ করাকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে সেই শিক্ষা দিবার জন্যই কৃতদাস-মুক্তির আদেশের আগে ক্ষতিপূরণের অর্থ-প্রদানের আদেশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬৫২। কোন জাতি যখন শান্তির প্রতি মুসলমানদেরকে আহ্বান করে অথবা মুসলমানদের প্রতি শান্তির মনোভাব প্রদর্শন করে তখন মুসলমানদের উচিত এতে সাড়া দেয়া এবং তাদের সাথে শত্রুতা পরিহার করা। তদুপরি মদীনার মুসলমানরা যেহেতু চারিদিকে শত্রু ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সে জন্য তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী কায়দায় তাদেরকে সালাম করে, যে পর্যন্ত না অনুসন্ধান করে অন্যরূপ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ সালামকারী ব্যক্তিকে যেন মুসলমানই মনে করা হয়।

৬৫৩। অর্থাৎ অনুসন্ধান না করে যদি সেই অপরিচিত সালামকারী ব্যক্তিকে অমুসলমান বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে বুঝা যাবে তোমরা (মুসলমানরা) ধন-সম্পদের লোভে তাকে হত্যা করতে চাও। এরূপ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হবে যে তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চাইতে দুনিয়ার ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাস।

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٦﴾

৯৬। রোগাক্রান্ত না হয়েও (বাড়ীতে) বসে থাকা [ক]মু'মিন এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারী (মু'মিন) কখনো সমান নয়। ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারীদেরকে আল্লাহ্ (বাড়ীতে) বসে থাকা লোকদের ওপর এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ কল্যাণেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সংগ্রামকারীদেরকে এক মহা পুরস্কার[৬৫৪] দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٧﴾ ع

৯৭। (এ শ্রেষ্ঠত্ব হলো) তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও কৃপালাভ। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৩
[৫]
১০

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٨﴾

৯৮। [খ]নিজেদের প্রতি যুলুমকারী অবস্থায় ফিরিশ্‌তারা যাদের মৃত্যু দেয় (তাদের) তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা) বলবে, 'তোমরা কোন্ (ভাবনায়) ছিলে'? তারা বলবে, 'আমাদেরকে দেশে হীনবল করে দেয়া হয়েছিল'। তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা) বলবে, 'আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি তোমাদের হিজরত করার মত যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল না[৬৫৫]?' অতএব এদেরই ঠাঁই হবে জাহান্নাম। আর তা খুবই মন্দ গন্তব্যস্থল।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٩﴾

৯৯। [গ]তবে অসহায় পুরুষ, নারী এবং শিশুদের মাঝে যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারেনি এবং কোন পথও খুঁজে পায় নি তাদের কথা ভিন্ন[৬৫৬]।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১৯,২০; ৫৭ঃ১১; খ. ১৬ঃ২৯; গ. ৪ঃ৭৬।

৬৫৪। এ আয়াত মুসলমানদের দু'টি শ্রেণীর কথা বলছে ঃ (১) যারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করে, কিন্তু ইসলামকে রক্ষার জন্য যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদ হয় এতে অংশ গ্রহণ করে না কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজেও আত্মনিয়োগ করে না। এ আয়াতে তাদেরকে বসে থাকা লোক (অলস-অকর্মা) বলা হয়েছে, (২) যারা ইসলামী জীবনধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করা ছাড়াও নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামকে রক্ষা ও প্রচার করার দায়িত্বাবলী পালন করে থাকেন তাদেরকে বলা হয় 'মুজাহিদ' (সদা-সচেষ্ট) দল। এ কর্ম-তৎপর মুজাহিদ শ্রেণী ছাড়াও তৃতীয় আর এক শ্রেণীর বিশ্বাসী রয়েছেন, যাঁরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুজাহিদদের সাথে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও তাদেরই মত পুরস্কার পাবেন। তারা মুজাহিদদের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম, কিন্তু তাদের বিশেষ অবস্থার কারণে–রোগ, দারিদ্র, বার্দ্ধক্যের কারণে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম।

৬৫৫। দুর্বল ও অকর্মণ্য ঈমানকে ইসলাম পছন্দ করে না। কোনও মু'মিনের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যদি তার ধর্ম-কর্মের পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে অনুকূল স্থানে সরে যেতে হবে। অন্যথায় তার ঈমান সরল ও সত্য বলে বিবেচিত হবে না।

৬৫৬। যে সকল মু'মিন প্রকৃতই সার্মথ্যহীন, যারা প্রতিকূল ও পরিপন্থী অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার যোগ্যতা না থাকার কারণে সেখানেই থাকতে বাধ্য হয় তাদের কথা ভিন্ন। তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শ্রেণী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٠٠﴾

১০০। এদেরকেই আল্লাহ্ সম্ভবত[৬৫৭] মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী (ও) পরম ক্ষমাশীল।

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠١﴾

✶ ১০১। আর যে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য[৬৫৮] পাবে। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘরবাড়ী ছেড়ে মুহাজির হয়ে বের হয়, এরপর তার মৃত্যু ঘটে তাহলে (জেনে নিও) অবশ্যই তাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৪ [8] ১১

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠٢﴾

১০২। আর তোমরা যখন দেশে (অভিযানের উদ্দেশ্যে) সফর কর তখন অস্বীকারকারীরা তোমাদেরকে বিপদে[৬৫৯] ফেলবে বলে তোমরা আশঙ্কা করলে তোমাদের [ক]নামায কসর (অর্থাৎ সংক্ষেপ) করায় তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪০।

৬৫৭। 'আসা' (সমম্ভবত) শব্দটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে না, বরং এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে আশা ও ভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাতে তারা প্রার্থনা ও সৎকর্মে কোন শৈথিল্য না দেখায়। বাক্যটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মনে মিথ্যা নিরাপত্তা ও আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি না করে আশার সঞ্চার করে।

✶['ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পথে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৫৮। ইসলাম বিশ্বাসীদেরকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস-বিধ্বংসী, প্রতিকুল শত্রু পরিবেশে থাকতে অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণভাবে অপারগ না হলে তাদেরকে সে পরিবেশের স্থান থেকে সরে পড়তে হবে। এতে ওজর-আপত্তি খাটবে না।

৬৫৯। ভয়ের সময়ে নামায আদায় করা সম্বন্ধে কুরআনে তিন স্থানে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। যথা ঃ (১) ২ঃ২৪০ আয়াত অনুযায়ী অতি-বিপদ ও অতি-ভীতির কারণে যে সময়ে নামায আদায় করা সম্ভব নয়, (২) বর্তমান আয়াত (৪ঃ১০২), সাধারণ ভীতির অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা যখন প্রয়োজন বিবেচিত হয় এবং (৩) পরবর্তী আয়াতে (৪ঃ১০৩) ভীতির অবস্থায় জামাতে সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 'নামায সংক্ষেপ করা' বলতে কী বুঝায়? বর্তমান আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিগত নামাযের ক্ষেত্রে 'রাকাআত' কমানো বুঝায় না। কেননা ভ্রমণরত অবস্থায় চার রাকাআতের স্থলে প্রথম থেকেই নামায 'দু রাকাআত নির্দিষ্ট ছিল। এখানে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকার কারণেই কোন ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট নামায আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভ্রমণরত ব্যক্তির নামায আদায় প্রথম থেকে দুই রাকাআতে সীমিত। তবে বিপদের সময় একাকী নামায পড়ার অবস্থায় এ দু' রাকাআতই দ্রুত গতিতে আদায় করা বিধেয় (কাসীর)। এ অভিমত সমর্থন করেন মুজাহিদ, যাহ্‌হাক এবং বুখারী 'সালাতুল খওফ' অধ্যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, প্রথমে নামায দু 'রাকাআতই ছিল, গৃহেই হোক আর ভ্রমণেই হোক। পরে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে তা বৃদ্ধি করে চার রাকাআত করা হলো। কিন্তু ভ্রমণাবস্থার জন্য দু'রাকা'আতই রয়ে গেল (বুখারী, সালাত অধ্যায়)। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, 'ভ্রমণের অবস্থায় নামায দু 'রাকাআত, দু 'ঈদের প্রতিটিতেও নামায দু 'রাকায়াত, শুক্রবারের নামাযও দু 'রাকাআত। এ দু 'রাকাআত নামাযই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, কমিয়ে দু 'রাকাআত করা হয়নি। এটা আমরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) থেকে জেনেছি' (মুসনাদ, নিসাঈ এবং মাজাহ্)। খালিদ বিন সাঈদ একবার ইব্‌নে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরআনে কোথায় পথিকের নামাযের কথা আছে ? সেখানে তো কেবল ভীতির অবস্থায় নামায আদায় করা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে।' ইব্‌নে উমর উত্তরে বললেন, 'আমরা নবী করীম (সাঃ)কে যেভাবে যা করতে দেখেছি তা-ই করেছি অর্থাৎ ভ্রমণরত অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর সাথে দু 'রাকা'আতই পড়েছি (জরীর, ৫ম, ১৪৪; নিসাঈ, 'সালাত' অধ্যায়)।

১০৩। আর তুমিও যখন তাদের মাঝে থেকে তাদের (অর্থাৎ সংগ্রামকারীদের) নামায পড়াও তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র সাথে রাখে। এরপর তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করে তখন তারা যেন (নিরাপত্তার জন্য) তোমাদের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। আর অন্যেরা যারা এখনও নামায পড়েনি তারা যেন এগিয়ে আসে এবং তোমার সাথে[৬৬০] নামায আদায় করে। আর তারা যেন তাদের নিরাপত্তার উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখে[৬৬১]। যারা অস্বীকার করেছে তারা চায় তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে পড় এবং তারা যেন অতর্কিতে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর বৃষ্টির কারণে তোমাদের অসুবিধা থাকলে অথবা তোমরা যদি অসুস্থ থাক সেক্ষেত্রে তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রাখায় তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে তোমরা তোমাদের (সার্বক্ষণিক) নিরাপত্তা বিধান (অবশ্যই) করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নিশ্চয় এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضٰى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٣﴾

★ ১০৪। এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়[৬৬২] [ক] তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। আর [খ] তোমরা যখন নিশ্চিতভাবে নিরাপদ হয়ে যাও তখন তোমরা যথাযথভাবে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায (আদায় করা) মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٤﴾

১০৫। আর (শত্রু) দলের পিছু ধাওয়া করতে [গ] তোমরা শিথিলতা দেখিও না। তোমাদের কষ্ট হলে (জেনে রাখ) তোমাদের যেমন কষ্ট হয় তাদেরও তেমন কষ্ট হয়। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই আশা রাখ, যে আশা তারা রাখে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৫ [৪] ১২

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৯২ ;খ. ২ঃ২৪০ ;গ. ৩ঃ১৪৭।

৬৬০। পূর্ববর্তী আয়াতে ভয় ও বিপদের অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ আয়াতে উপরোক্ত ভয়ের অবস্থায় মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে থাকলে কীভাবে জামাতে নামায আদায় করবে তা-ই বিষদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এরূপ বিপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে অবস্থাভেদে একাদশ পদ্ধতিতে জামাতে নামায পড়া হয়েছে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে (মুহীত)।

৬৬১। এ আয়াত 'আস্‌লেহা' (অস্ত্রশস্ত্র) এবং 'হিয্‌রু' (পূর্ব-সতর্কতা) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সতর্কতা অবলম্বনকে অবহেলা করা যাবে না (৪ঃ৭২ দেখুন)

৬৬২। যেহেতু যুদ্ধের সময়ে নির্দিষ্ট নামায তাড়াতাড়ি পড়া হয় কিংবা রাকা'আত কমিয়ে পড়া হয় সেহেতু মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, কমতি পূরণের জন্য তাদের নামায শেষ করে আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাকা উচিত এবং তারা যেন অনানুষ্ঠানিকভাবে দোয়ায় রত থাকে। এতে আনুষ্ঠানিক নামায তাড়াতাড়ি পড়ার কিংবা কম রাকাআতে পড়াজনিত ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। এ আয়াতের শিক্ষা এটাই।

✶ ১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্যসহ তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মানুষের মাঝে এর [ক]আলোকে সেভাবে মীমাংসা কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে বুঝিয়েছেন। আর বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে তুমি ওকালতী করো না[৬৬৩]।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর[৬৬৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। আর যারা নিজেদের[৬৬৫] প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তাদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করো না । চরম বিশ্বাসঘাতক মহাপাপীকে নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। তারা মানুষের কাছ থেকে তো নিজেদের গোপন করে, কিন্তু তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। আর [খ]তিনি তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা এমন গোপন পরামর্শ করে রাত কাটায় যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা ঘিরে রেখেছেন।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٩﴾

১১০। দেখ! তোমরা[৬৬৬] ইহজীবনে তাদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করছ। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে কে বিতর্ক করবে অথবা কে হবে তাদের অভিভাবক?

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١١٠﴾

১১১। আর যে-ই কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে বসে, [গ]এরপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী হিসাবে (দেখতে) পাবে।

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١١﴾

১১২।আর [ঘ]যে-ই পাপ অর্জন করে, সে তা কেবল তার নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٢﴾

দেখুন ঃ ক.৫ঃ৪৯; খ. ৪ঃ৮২; গ. ৪ঃ৬৫; ঘ. ২,২ঃ২৮৭।

৬৬৩। এ আহ্বান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

৬৬৪। 'ইস্তিগ্ফার' সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি-কাঠি। এর অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। বরং এর ফলে এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়, যদ্দারা দুর্বলতা ও পাপ ঢাকা পড়ে।

৬৬৫। 'আন্ফুসাহুম' অর্থ তাদের ভাইয়েরাও হতে পারে (২ঃ৮৫, ৮৬; ৪ঃ৬৭)। এ আহ্বান সকলের প্রতিই, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আহ্বানও সাধারণভাবে সকলের জন্যই।

৬৬৬। এ আয়াতের 'আন্তুম' (তোমরা) শব্দটি দেখিয়ে দিচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আহ্বান মহানবী (সাঃ) এর প্রতি নয় বরং সকল মুসলমানের প্রতি। মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে এ কথা কখনো প্রযোজ্য হতে পারে না যে তিনি অসৎ লোকের পক্ষে তর্ক বা ঝগড়া করবেন। কুরআন তাঁকে আহবান করে কথা বলে। কারণ মু'মিনদের জন্য আদেশ-নিষেধাবলীর ঐশী-বাণী তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়।

১৬
[৮]
১৩

১১৩। আর যে-ই কোন দোষ বা পাপ[৬৬৭] করে (এবং) [ক]তা আবার কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপায় নিশ্চয় সে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের (বোঝা) বহন করে।

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٣﴾

★

১১৪। আর তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ[৬৬৮] এবং তাঁর কৃপা না থাকলে তাদের [খ]এক দল তোমাকে বিপথগামী[৬৬৯] করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল। (কিন্তু তিনি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন)। আসলে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না। আর তারা তোমার কোন অনিষ্টও করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি [গ]যা জানতে না তিনি তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

★

১১৫। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে[৬৭০] কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি দান খয়রাতের বা সৎকাজের অথবা [ঘ]মানুষের মাঝে সংশোধনের নির্দেশ দেয় তার কথা ভিন্ন। আর যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে নিশ্চয় আমরা তাকে এক মহা পুরস্কার দিব।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٥﴾

১৭
[৩]
১৪

১১৬। আর যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও এ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া [ঙ]অন্য পথের অনুসরণ করে আমরা তাকে সেদিকেই যেতে দিব যেদিকে সে যেতে চেয়েছে। আর আমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর তা বড়ই মন্দ ঠাঁই।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ২৪ঃ২৪; ৩৩ঃ৫৯; খ. ১৭ঃ৭৪; গ. ৪২ঃ৫২; ৯৬ঃ৬; ঘ. ২ঃ২২; ঙ. ৭ঃ৪।

৬৬৭। 'খতিয়াহ্' (দোষ) এবং 'ইস্‌ম' (পাপ) দু'টি শব্দ এ আয়াতে পাশা-পাশি ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মাঝে পার্থক্য হলো 'খতিয়াহ্' ইচ্ছাকৃতও হতে পারে, অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে এবং তা দোষী ব্যক্তির নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ 'ইস্‌ম' ইচ্ছাকৃত পাপকে বুঝায় এবং এর পরিধি অন্যান্যকে বেষ্টন করে। তদুপরি প্রথম শব্দটি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বুঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি অপরাধ করাকে বুঝায়। এ কারণেই দ্বিতীয়টির শাস্তি প্রথমটির শাস্তি থেকে গুরুতর। ২ঃ৮২ এবং ২ঃ১৭৪ দেখুন। অপরাধ কিংবা পাপ করা দ্বিগুণ শাস্তিযোগ্য হয়– যখন দোষী ব্যক্তি নিজের পাপকে নিরপরাধীর কাঁধে চাপাতে চায়। সে জন্যই কেবল 'বুহ্‌তান' (মিথ্যা অপবাদ) বলা হয়নি, বরং 'ইস্‌মুম্মুবীন' (সুস্পষ্ট পাপ)ও বলা হয়েছে।

৬৬৮। 'ফয্‌ল' (অনুগ্রহ) এবং 'রহ্‌মত' (কৃপা) উভয় শব্দই সাধারণ তাৎপর্য রাখে, তথাপি 'ফয্‌ল' শব্দটি সময়ে সময়ে 'ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য' এবং 'রহ্‌মত' শব্দটি 'আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য' ব্যবহৃত হয়ে থাকে (২ঃ৬৫)। অতএব বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যক্ষ হেফাযতে ছিলেন।

৬৬৯। মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ)কে কষ্ট দেবার জন্য বহু পন্থাই অবলম্বন করেছিল। এমন কি জীবন-মরণ সমস্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও তারা তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের দিকে পরিচালিত করতেন এবং এভাবেই তাঁকে ইসলামের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতেন।

৬৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ [ক]তাঁর শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এছাড়া যত (পাপ) আছে তা তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করে দেন। আর [খ]যে আল্লাহ্র সাথে (কোন কিছুকে) শরীক করে সে অবশ্যই গভীর পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে যায়।

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٨﴾

১১৮। তারা তাঁকে বাদ দিয়ে কল্পিত দেবীদেরকেই ডাকে[৬৭১] অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানকেই ডাকে,

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٩﴾

১১৯। যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল, [গ]'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার (দলে) নিয়ে নিব।

وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١٢٠﴾

১২০। আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবো, অবশ্যই তাদের প্রলোভন দিব এবং অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিব, যার ফলে তারা উটের (ও অন্যান্য গবাদি পশুর) কান কাটবে[৬৭২]। আর আমি অবশ্যই তাদের আদেশ দিব এবং তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন[৬৭৩] ঘটাবে।' আর যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয় সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।★

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢١﴾

১২১। [ঘ]সে তাদের প্রতিশ্রুতি ও নানা আশা দিয়ে থাকে। আর তাদেরকে দেয়া শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা বৈ কিছু নয়।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢٢﴾

১২২। এদেরই ঠাঁই হবে জাহান্নাম। আর[ঙ] এরা তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজে পাবে না।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৪৯; খ. ৪ঃ১৩৭; গ. ১৪ঃ২৩; ১৭ঃ৬৫; ঘ. ১৪ঃ২৩; ঙ. ১৪ঃ২২।

৬৭০। 'নাজওয়া' অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলাপ, অন্যকে গোপন কথা জানানো, গোপন সলা-পরামর্শ সম্মেলন অনুষ্ঠান। তবে শব্দটি গোপনীয়তার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সকল প্রকার সম্মেলনের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়াদি আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মিলিত হয় (লিসান ও মুহীত)।

৬৭১। 'ইনাস' শব্দটি দ্বারা জীবিত ও মৃত সকল মিথ্যা উপাস্যকেই বুঝায়। এ আয়াতে কৃত্রিম ও মিথ্যা উপাস্যদের চরম দুর্বলতা ও অসহায়তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬৭২। এসব মিথ্যা উপাস্যের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনরূপে আরবরা উৎসর্গিত পশুর কান কেটে দিত, যাতে সেগুলোকে অন্যান্য পশু থেকে পৃথকভাবে চেনা যায়। এ অদ্ভুত প্রথা কোন কোন দেশে এখনো প্রচলিত আছে।

৬৭৩। ★[(এ আয়াতে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এক যুগে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কৃত হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। বর্তমানে ঠিক এ কাজটিই করা হচ্ছে। এ কাজ যেহেতু শয়তানী প্ররোচনায় হবে তাই তাদেরকে প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এদের শাস্তি জাহান্নাম হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও এটাই একমাত্র ব্যতিক্রমী ভবিষ্যদ্বাণী যার বিষয়ে কড়া সতর্কবাণী রয়েছে। অতএব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আল্লাহ্র সৃষ্টির সংরক্ষণের সীমা পর্যন্তই বৈধ। আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এ বিদ্যা প্রয়োগ করা হলে অনেক বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ যুগে বিজ্ঞানীদেরও এক বড় দল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২৩। কিন্তু [ক]যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ্‌র (কথার) চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হতে পারে?

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

১২৪। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী (সিদ্ধান্ত) হবে না এবং আহ্‌লে কিতাবের ইচ্ছানুযায়ীও হবে না। (বরং) যে মন্দ কাজ করবে তাকে এর প্রতিফল দেয়া হবে এবং [খ]সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

১২৫। আর পুরুষ হোক বা নারী[৬৭৪], [গ]যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির ছিদ্র পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

১২৬। আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম আর কে, [ঘ]যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে[৬৭৫] গ্রহণ করেছিলেন।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

১৮ [১১] ১৫

১২৭। আর আকাশসমূহে [ঙ]যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ্‌রই। [চ]আর আল্লাহ্ সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾ ع

১২৮। আর (একাধিক) নারীর (সাথে বিয়ের) বিষয়ে তারা তোমার কাছে নির্দেশ[৬৭৬] জানতে চায়। তুমি বল, আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন এবং যে (আদেশ) তোমাদেরকে (এ) কিতাবের[৬৭৭] (অন্যত্র) পড়ে শুনানো হয়েছে তা হলো [ছ]সেসব এতীম নারী সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের প্রাপ্য

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৬; খ ৪ঃ৪৬; ৩৩ঃ১৮, ৬৬; গ. ৪০ঃ৪১; ঘ. ২ঃ১৩২; ঙ. ২ঃ২৮৫; ৪ঃ১৩২; ১০ঃ৫৬; ১৬ঃ৫৩; ২৪ঃ৬৫; চ. ৪১ঃ৫৫; ৮৫ঃ২১; ছ. ৪ঃ৪।

৬৭৪। নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারেও পুরুষ ও নারীদেরকে সম-স্তরে রাখা হয়েছে। সমান সমান সৎকাজের জন্য উভয়ই সমান সমান পুরস্কার পাবে।

৬৭৫। এ আয়াতে ইসলামের সঠিক মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিজের সকল শক্তি, ক্ষমতা ও কর্মশক্তি আল্লাহ্‌র সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার নাম ইসলাম। ইব্‌রাহীম (আঃ) এ দিক দিয়ে মুসলমানদের জন্য এক মহান আদর্শ, যাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৬৭৬। পরবর্তী তিনটি আয়াতে প্রার্থিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬৭৭। "এবং যে (আদেশ) তোমাদেরকে (এ) কিতাবের (অন্যত্র) পড়ে শুনানো হয়েছে" বাক্যাংশটি এ সূরারই চতুর্থ আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে । মুসলমানদের সেইসব এতীম মেয়েদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۸﴾

অধিকার না দিয়েই বিয়ে করতে চাও। একইভাবে শিশু-কিশোরদের মাঝে যারা দুর্বল (ও অসহায়)[৬৭৭-ক] তাদের সম্পর্কেও (আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন) এবং (তাগিদ করেছেন) তোমরা যেন এতীমদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। আর তোমরা যে পুণ্যকাজই কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۹﴾

১২৯। আর [ক]একজন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার ও অবহেলার আশংকা করে তাহলে তারা নিজেদের মাঝে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন পাপ[৬৭৮] হবে না। আর আপস নিষ্পত্তি করাই উত্তম। আর মানুষের (প্রকৃতিতে) কার্পণ্য নিহিত রাখা হয়েছে[৬৭৯]। আর তোমরা যদি অনুগ্রহ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহলে (জেনে রাখ) তোমরা যা করছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

★ ১৩০। আর তোমাদের সর্বোত্তম সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমরা [খ]স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা[৬৮০] করতে পারবে না। অতএব তোমরা (কোন একজনের প্রতি) সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যেয়ো না যার ফলে [গ]অন্যজন অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায়। আর তোমরা যদি নিজেদের শুধরে নাও এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৩৫; খ. ৪ঃ৪; গ. ২ঃ২৩২।

করা তাদের জন্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ধনী, সুন্দরী, এতীম বালিকাদেরকে তাদের অভিভাকদের সাথে বিবাহ দিতেন না। তিনি তাদের জন্য আরো উত্তম ও ভাল পাত্রের সন্ধান করার জন্য অভিভাবকদেরকে তাগিদ দিতেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের বিষয়ে কিছু উপদেশ কুরআনে পূর্বেই দেয়া হয়েছে এবং আরো কিছু উপদেশ এখন দেয়া হচ্ছে।

৬৭৭-ক। 'বিল্দান', 'ওয়ালাদ' শব্দের বহু বচন। 'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান। 'বিল্দান' দ্বারা এখানে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কথা বলা হয়েছে।

৬৭৮। 'তারা নিজেদের মাঝে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন দোষ হবে না' বাক্যটি কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রকাশভঙ্গী, যাতে সদুপদেশও আছে এবং ভর্ৎসনাও আছে। বাক্যটির তাৎপর্য হলো বিবদমান পক্ষগুলো কি মনে করে যে তারা পরস্পর সন্ধি করলে এবং বিবাদ মিটিয়ে ফেললে তাদের পাপ হবে ? এরূপ করা পাপতো নয়ই বরং প্রশংসনীয় বিষয়।

৬৭৯। এ বাক্যটিতে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের একটি বিশেষ কারণের কথা বলা হয়েছে, যা প্রায়ই বিবাদ ঘটায়। স্ত্রীর বেশি বেশি পাবার লোভ বা আশা এবং স্বামীর কৃপণতা বা স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনীহা প্রদর্শনই সেই কারণ।

৬৮০। একজন মানুষের মাঝে তার স্ত্রীদের পক্ষে সর্বতোভাবে সমতা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলা মানসিকভাবে সম্ভবপর নয়। ভালবাসা হৃদয়ের এমনই একটি ব্যাপার যার ওপর মানুষের নিজেরই আধিপত্য খাটে না। এমতাবস্থায় একজনের পক্ষে তার সকল স্ত্রীর মাঝে এর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣١﴾

১৩১। আর তারা উভয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করলে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে সাবলম্বী[৬৮১] করে দিবেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣٢﴾

১৩২। আর আকাশসমূহে [ক]যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহ্রই। আর তোমাদের পূর্বে [খ]যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আমরা অবশ্যই তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও এ তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। কিন্তু তোমরা যদি অস্বীকার কর তাহলে (স্মরণ রেখো) আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা আছে নিশ্চয় সব আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী (ও) পরম প্রশংসাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٣﴾

১৩৩। আর আকাশসমূহে [গ]যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহ্রই। আর কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩৪। হে মানবজাতি! তিনি চাইলে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন। আর আল্লাহ্ একাজে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৫। [ঘ]যে ইহকালের পুরস্কার চায় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্র কাছে ইহকালের এবং পরকালেরও পুরস্কার রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

১৯
[৮]
১৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ

✶ ১৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! [ঙ]তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের[৬৮২] নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক আল্লাহ্ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার[৬৮২-ক] করতে

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১২৭ ; খ. ৪২ঃ১৪ ; গ. ৪ঃ১২৭ ; ঘ. ২ঃ২০১, ২০২; ৪২ঃ২১ ; ঙ. ৫ঃ৯।

সমবন্টন সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চয় সত্য, অন্যান্য সকল ব্যাপারেই যেমন খাওয়া, পরা ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সকলের সাথে সমতা ও ন্যায়-ভিত্তিক আচরণ করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব এবং তা তাকে করতেই হবে। এটাই এ আয়াত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর ব্যাখ্যা।

৬৮১। স্বামীর তরফ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবার পরেও তারা যদি কোন মতেই শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করতে সক্ষম না হয় এবং তাদের তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ঘটে যায় তাহলে আল্লাহ্ বলছেন, তিনিই তাদের জন্য উত্তম পাত্র ও পাত্রী জুটিয়ে দিবেন। তবে ইসলামের মতে আল্লাহ্র কাছে সকল (বৈধ) কাজের মাঝে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ হলো তালাক্ (দাউদ, তালাক্ অধ্যায়)।

৬৮২ ও ৮৬২-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٦﴾

(সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখো) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭। হে যারা ঈমান এনেছ[৬৮৩]! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তাঁর রসূলের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং [ক]সে কিতাবেও যা তিনি এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (ঈমান আন)। আর [খ]আল্লাহ্কে, তাঁর ফিরিশ্তাদেরকে, কিতাবসমূহকে, তাঁর রসূলদেরকে এবং শেষ দিবসকে যে অস্বীকার করে সে [গ]নিশ্চয় গভীর পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٨﴾

১৩৮। [ঘ]যারা ঈমান আনে, এরপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, আবার অস্বীকার করে, এরপর কুফরীতে আরো বেড়ে যায়[৬৮৪] আল্লাহ্ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং (সঠিক) পথেও তাদের পরিচালিত করবেন না।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣٩﴾

১৩৯। [ঙ]মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব,

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾

১৪০। (অর্থাৎ) [চ]যারা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি এদের কাছে সম্মানের প্রত্যাশী? তাহলে (তারা জেনে রাখুক) সব [ছ]সম্মান নিশ্চয় আল্লাহ্রই হাতে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫, ১৩৭; ৪ঃ১৬৩; ৫ঃ৬০; খ. ৪ঃ১৫১; গ. ৪ঃ১১৭; ঘ. ৩ঃ৯১; ৬৩ঃ৪; ঙ. ৯ঃ৩; চ. ৩ঃ২৯, ১১৯; ৪ঃ১৪৫; ছ. ১০ঃ৬৬; ৩৫ঃ১১।

৬৮২। আরবীতে 'তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে' বলতে বুঝায় তোমাদের নিজেদের লোকজন, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও নির্দেশটির ওপর সবিশেষ জোর দিবার জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন শব্দগুলোও যোগ করা হয়েছে।

৬৮২-ক। এ শব্দগুলোর অর্থ এও হতে পারে, পাছে তোমরা যদি পদস্খলিত হও।

৬৮৩। হে লোকেরা! তোমরা যারা নিজেদেরকে মু'মিন বল, তোমরা নিজেদের আচার-আচরণ ও কর্ম দ্বারা তোমাদের ঈমানের সরলতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ কর।

৬৮৪। মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছে–আয়াতটি এ ভিত্তিহীন অপবাদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খণ্ডন করছে।

১৪১। আর তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে[৬৮৫] অবশ্যই এ বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যে তোমরা যখন আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে এবং এর প্রতি বিদ্রূপ করতে শুন তখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ বিদ্রূপকারীদের) সাথে বসো না, এমনকি তারা অন্য কথায় মগ্ন হয়ে গেলেও (বসবে) না। [ক]অন্যথা তোমরা অবশ্যই তাদের মতই হয়ে যাবে[৬৮৬]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফির সবাইকে জাহান্নামে একত্র করে ছাড়বেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤١﴾

১৪২। (অর্থাৎ) তাদেরকে [খ]যারা তোমাদের (ধ্বংসের) অপেক্ষা করছে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর কাফিররা (বিজয়ের) কোন অংশ পেলে তারা (তাদের) বলে, 'আমরা কি (আগে) তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়েও মু'মিনদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে কিয়ামত দিবসে মীমাংসা করবেন। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের ওপর কাফিরদেরকে কখনো আধিপত্য দিবেন না।

২০ [৭] ১৭

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤٢﴾

★ ১৪৩। [গ]মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদের ধোঁকায়[৬৮৭] ফেলে দিবেন। আর তারা [ঘ]যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তারা আলস্যভরে দাঁড়ায়। তারা লোক দেখানো কাজ করে। আর তারা আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৪। তারা উভয় অবস্থার মাঝে দোদুল্যমান[৬৮৮]। তারা এসব (মু'মিনের) সাথে নয় এবং সেসব (কাফিরের) সাথেও নয়। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তুমি তার জন্য কখনো হেদায়াতের কোন পথ (খুঁজে) পাবে না।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٤﴾

দেখুন ঃ ক.৬ঃ৬৯; খ. ৯ঃ৯৮; ৫৭ঃ১৫; গ. ২ঃ১০; ঘ. ৯ঃ৫৪।

৬৮৫। 'তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে অবশ্যই এ বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন' বাক্যটি ৬ঃ৬৯ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা এ আয়াতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে মক্কায় অবতীর্ণ ৬ঃ৬৯ আয়াতটি আলোচ্য আয়াতের পরে কুরআনে স্থান পেয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সময়-ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়নি, বরং বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়েছে।

৬৮৬। এ আয়াতের নির্দেশটি ত্রিবিধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) ধর্মীয় বিষয়াদির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের উপর জোর দেয়া যাতে ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই লঘু করে দেখা না হয়, (২) কাফিরদের ক্ষতিকর ও হীন সংসর্গের প্রভাব থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষা করা, (৩) মুসলমানদের হৃদয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা।

৬৮৭। মুনাফিকরা আল্লাহ্কে তো কখনই ধোঁকা দিতে পারে না। তবে তারা মহানবী (সাঃ)কে ধোঁকা দিতে চায়। যেহেতু তিনি আল্লাহ্রই নিয়োজিত ব্যক্তি, কাজেই যত ষড়যন্ত্রই তারা নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে করে এর সবগুলোই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য করে থাকে। তাই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনামূলক কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ২ঃ১৬ দেখুন।

৬৮৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪৫। হে যারা ঈমান এনেছ! [ক]তোমরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সমীপে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ তুলে দিতে চাও?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوا الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطٰنًا مُّبِيۡنًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬। নিশ্চয় মুনাফিকরা আগুনের সবচেয়ে গভীর স্তরে[৬৮৯] অবস্থান করবে। আর তুমি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِى الدَّرۡكِ الۡاَسۡفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنۡ تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيۡرًا ۙ﴿١٤٦﴾

১৪৭। [খ]কিন্তু যারা তওবা করেছে, সংশোধন করেছে, আল্লাহ্‌কে [গ]আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের ধর্মকে আল্লাহ্‌র জন্য নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করেছে–এরাই মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর অচিরেই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে এক মহা পুরস্কার দিবেন।

اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا وَاَصۡلَحُوۡا وَاعۡتَصَمُوۡا بِاللّٰهِ وَاَخۡلَصُوۡا دِيۡنَهُمۡ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ وَسَوۡفَ يُؤۡتِ اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৮। তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আন তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের কেন আযাব দিবেন? আর আল্লাহ্ [ঘ]অতি গুণগ্রাহী[৬৯০] (ও) সর্বজ্ঞ।

مَا يَفۡعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمۡ اِنۡ شَكَرۡتُمۡ وَاٰمَنۡتُمۡ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيۡمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯। প্রকাশ্যে মন্দ কথা[৬৯১] বলা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

লَا يُحِبُّ اللّٰهُ الۡجَهۡرَ بِالسُّوۡٓءِ مِنَ الۡقَوۡلِ اِلَّا مَنۡ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيۡعًا عَلِيۡمًا ﴿١٤٩﴾

ষষ্ঠ পারা

১৫০। তোমরা যদি কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর বা তা গোপন কর অথবা কোন দোষ মার্জনা কর তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী (ও) সর্বশক্তিমান।

اِنۡ تُبۡدُوۡا خَيۡرًا اَوۡ تُخۡفُوۡهُ اَوۡ تَعۡفُوۡا عَنۡ سُوۡٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيۡرًا ﴿١٥٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২৯ ১১৯; ৪ঃ১৪০; খ. ২ঃ১৬১; গ. ৩ঃ১০২; ঘ. ২ঃ১৫৯।

৬৮৮। শব্দগুলোর অর্থ হলো, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোদুল্যমান বা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মাঝখানে দোলায়মান।

৬৮৯। কুরআন মুনাফিকদেরকে অতি ঘৃণার সাথে নিন্দা করেছে। ফলে কারো এ যুক্তি দেখাবার উপায় নেই যে কুরআন তরবারীর জোরে ধর্ম-প্রচার করতে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে। কেননা তলোয়ারের জোরে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান করলে সে মুসলমান না হয়ে বরং মুনাফিকই হবে।

৬৯০। আল্লাহ্ তাআলার 'শাকের' হওয়ার অর্থ ক্ষমাকারী, সন্তোষ প্রকাশকারী, প্রশংসাকারী ও গুণগ্রাহী হওয়া এবং সৎকর্মের পুরস্কারদাতা হওয়া বুঝায় (লেইন)।

৬৯১। ইসলাম জনসমক্ষে অন্যের নিন্দা করা বা অন্যকে গালাগালি করা নিষেধ করে। তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি আক্রান্ত অবস্থায় চীৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, যেন অন্যেরা তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে পারে। সে বিচারালয়ে বিচার-প্রার্থীও হতে পারে। কিন্তু সে কোন অবস্থায় দুর্নাম বা কুৎসা করে বেড়াতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥١﴾

১৫১। নিশ্চয় [ক]যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কোন কোন (রসূলকে) মানি এবং কোন কোন (রসূলকে) মানি না' এবং যারা এর মাঝামাঝি কোন একটা পথ অবলম্বন করতে চায়[৬৯২],

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥٢﴾

১৫২। এরাই প্রকৃত কাফির। আর কাফিরদের জন্য আমরা এক লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٣﴾

★ ১৫৩। আর [খ]যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করেনি, এদেরকেই তিনি অবশ্যই এদের পুরস্কার দিবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২১ [১১] ১

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٤﴾

★ ১৫৪। আহ্লে কিতাব তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের প্রতি (প্রকাশ্যে) এক কিতাব অবতীর্ণ করার দাবী জানায়। নিশ্চয় [গ]তারা মূসার কাছে এর থেকেও বড় দাবী তুলেছিল। [ঘ]তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ দেখাও'[৬৯৩]। অতএব তাদের সীমালংঘনের দরুন বজ্রপাত তাদের আঘাত হেনেছিল। আবার তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা [ঙ]বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল। আমরা এটাও মার্জনা করেছিলাম। আর আমরা মূসাকে অকাট্য (ও) সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ দিয়েছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ

১৫৫। আর আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময় [চ]তূর পর্বতকে তাদের ওপর উঁচু করেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম, [ছ]'তোমরা (আল্লাহ্‌র প্রতি) পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর'। আর আমরা তাদের বলেছিলাম, [জ]'তোমরা সাবাতের[৬৯৪] বিষয়ে সীমালংঘন করো

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৩৭; খ. ২ঃ১৩৭; ২ঃ২৮৬; ৩ঃ৮৫; গ. ২ঃ১০৯ ; ঘ. ২ঃ৫৬; ঙ. ২ঃ৫২, ৯৩; ৭ঃ১৪৯, ১৫৩; চ. ২ঃ৬৪, ৯৪; ছ. ২ঃ৫৯; ৭ঃ১৬২ ; জ. ২ঃ৬৬; ৪ঃ৪৮; ৭ঃ১৬৪; ১৬ঃ১২৫।

৬৯২। এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু তাঁর রসূলগণকে মানে না অথবা রসূলগণের মধ্যে কাউকে মানে এবং কাউকে মানে না অথবা একই রসূলের কোন দাবীকে মানে কোন দাবীকে মানে না। তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্য-পথে থাকতে চায়। তারা বিশ্বাসী নয়। প্রকৃত বিশ্বাস সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চায়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের দাবীগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনের নাম ঈমান বা বিশ্বাস।

৬৯৩। ৯৬ টীকা দেখুন।

৬৯৪। ৪ঃ৪৮ দেখুন।

না।' আর আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

أَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٥﴾

১৫৬। অতএব তাদের [ক]অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে তাদের অস্বীকার করার ও তাদের অন্যায়ভাবে [খ]নবীদের কঠোর বিরোধিতা করার দরুন এবং [গ]'আমাদের হৃদয় পর্দায় আবৃত'-তাদের এ কথা বলার কারণে বরং তাদের অস্বীকারের কারণে [ঘ]আল্লাহ্ এতে (অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে) মোহর[৬৯৫] মেরে দিয়েছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٦﴾

১৫৭। আর তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের ভয়ানক অপবাদ[৬৯৬] দেয়ার কারণেও (মোহর মেরে দিয়েছেন)।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٧﴾

★ ১৫৮। আর 'আল্লাহ্র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্কে নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি'-তাদের এ দাবীর কারণেও (মোহর মেরে দিয়েছেন)। অথচ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ[৬৯৭] করেও মারতে পারেনি। কিন্তু তাদের কাছে তাকে (মৃতের) অনুরূপই[৬৯৮] করা হয়েছিল। আর এ বিষয়ে যারা মতভেদ করেছে তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহে পড়ে আছে।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১৪; খ. ৩ঃ১৮২; গ. ২ঃ৮৯; ঘ. ২ঃ৮৯; ১৬ঃ১০৯; ৮৩ঃ১৫ ; ঙ. ১০ঃ৩৭; ৫৩ঃ২৯।

৬৯৫। ২৭ টীকা দেখুন।

৬৯৬। ইহুদীরা মরিয়মকে অবিবাহিতা অবস্থায় যৌনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে (প্যান্থার কর্তৃক প্রণীত যীশুর ইহুদী-জীবন)। মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীরা 'কুৎসা-রটনা' করে। মরিয়মের 'বিরুদ্ধে তাদের ভয়ানক অপবাদ দেয়া' শব্দগুলো উল্লেখ করে কুরআন মরিয়মের সতীত্ব বর্ণনা করেছে এবং স্পষ্ট বলে দিয়েছে, ঈসার (আঃ) এর জন্ম পিতৃমাধ্যম ছাড়াই হয়েছিল। কারণ যদি ঈসার (আঃ) পিতাই থাকতো তাহলে মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কুৎসা রটনার কোন সুযোগই থাকতো না। আর অন্য কোনও ধরনের কুৎসাও মরিয়মের বিরুদ্ধে ছিল না। ঈসা (আঃ) এর নবুওয়ত এর দাবীর প্রেক্ষিতে মরিয়মকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কুরআন এ কুৎসাকে গুরুত্ব দেয়নি এবং স্বীকারও করেনি। কুরআনের অন্যত্র ইহুদীদের এ জঘন্য অপবাদকে খন্ডন করে বলা হয়েছে, 'ঈসার (আঃ) এর মাতা ধার্মিকা, সতী রমণী ছিলেন (৩ঃ৪৩, ৫ঃ৭৬)।

৬৯৭। ★ [ইহুদীদের হাতে যে ঈসা (আ:) মারা যাননি-আলোচ্য আয়াতের মূল কথা এটাই। আয়াতের শুরুতেই পাঠককে ইহুদীদের দাম্ভিকতাপূর্ণ এ দাবীর কথা স্মরণ করানো হয়েছে যে তারা নাকি ঈসা (আ:) কে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। ইহুদীদের এ দাবীকে কুরআন শরীফ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করছে। তাই আয়াতের শেষে উপসংহার টানা হয়েছে, যাই ঘটে থাকুক তারা তাঁকে হত্যা করতে নি:সন্দেহে ব্যর্থ হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, ক্রুশবিদ্ধ করা ঘটনাকে এক্ষেত্রে আস্বীকার করা হচ্ছে না–বরং ক্রুশে বিদ্ধ করে ঈসা (আ:)কে হত্যা করার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৯৮। ★ [এ আয়াতে 'ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম' এর মাঝে 'শুব্বিহা' শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর পূর্বে ব্যবহৃত বাক্যটি আলোচ্য শব্দটিতে ঈসা (আ:) ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ করার সুযোগ দেয় না। বড়জোর, 'শুব্বিহা' শব্দটি সাধারণভাবে পুরো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'শুব্বিহা' (অর্থ: তাকে সদৃশ বা অনুরূপ করা হলো) শব্দটিতে যে 'উপ-সর্বনাম' রয়েছে তা একমাত্র ঈসা (আ:) ছাড়া আর কারো প্রতি আরোপিত হতেই পারে না। এর অর্থ হলো, ঈসা (আ:)ই ছিলেন যাঁকে তাদের চোখে অনুরূপ বা সদৃশ করা হয়েছিল। অতএব ঈসা (আ:)কে যখন ক্রুশে চড়ানো হলো তখন এক পর্যায়ে তাকে মৃতবৎ মনে হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে এখানে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া বা এতে মৃতবৎ হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। যা অস্বীকার করা হচ্ছে তা হলো, তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ। প্রকৃতই সেখানে কি ঘটেছিল সেই বিষয়ে তখন এক বড় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। অতএব আয়াতটিও তদনুযায়ী নিজের মাঝে একই ভাব নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। আয়াতটিতে বর্ণিত বিষয়ের বাইরে যা-ই বলা হয়ে থাকে তা অনুমানভিত্তিক কথা মাত্র। এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٨﴾

কেবল অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া এ বিষয়ে [ক]তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর তারা তাকে হত্যাই করতে পারেনি[৬৯৯]।

দেখুন ঃ ক. ১০:৩৭, ৫৩:২৯

'শুব্বিহা' শব্দটি পুরো ঘটনার প্রতি আরোপিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও কী ঘটেছিল সেই বিষয়ে বিবদমান দু'টি দলের পরস্পর বিরোধী দাবী এতে খন্ডন করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৯৯।★ [বিবদমান দু'দলের কেউ নিজ দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা (আ:) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ও তাঁর পুনরুত্থান হয়েছে–খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসের পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তা ছিল কেবল অনুমানভিত্তিক একটি কথা। একইভাবে ইহুদীদের পক্ষ থেকে ক্রুশবিদ্ধ করে ঈসা (আ:)কে হত্যা করার দাবীটিও একই ধরনের অনুমানপ্রসূত। তাই ইহুদীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় শাসক পীলাতের কাছে ঈসা (আ:)এর দেহটি তাদের কাছে হস্তান্তর করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কেননা তারা কথিত মৃত্যুর গোটা ঘটনাটিকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। তারা আশঙ্কা করছিল, ঈসা (আ:) বেঁচে থাকলে তিনি জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে দাবী করবেন, তিনি মৃতদের মাঝ থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ফিরে এসেছেন (মথি ২৭:৬৩-৬৪)।

আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে এই সন্দেহের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে: "আর এ বিষয়ে যারা মতভেদ করেছে তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহে পড়ে আছে। কেবল অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।" [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

'মা কাতালুহু ইয়াকীনান' বাক্যটির অর্থ : (১) তারা তাকে নিশ্চয় হত্যা করতে পারেনি। (২) তারা তাঁর (ঈসা আ: এর) মৃত্যুর অনুমানকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ ঈসা (আ:)এর ক্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা সন্দেহাতীতভাবে তাদের মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেনি। এ ক্ষেত্রে 'কাতালাহু' এর 'হু' 'যান্ন' (অনুমান) শব্দের সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা বলে, 'কাতালাশ শাইয়া খুবরান' অর্থাৎ সে বিষয়টি সম্পর্কে এত জ্ঞান লাভ করেছিল যে সেই বিষয়ে তার সন্দেহের লেশ মাত্র রইলো না (লেইন, লিসান এবং মুফরাদাত)। ঈসা (আ:) যে ক্রুশে মৃত্যু বরণ না করে পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তা কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বাইবেলের নিম্নবর্ণিত কথাগুলো থেকেও কুরআনের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

(ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাছাড়া পুণ্যজীবনের অবসান ক্রুশের ওপরে কখনই হতে পারে না। কারণ বাইবেল অনুযায়ী যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত (দ্বিতীয়-২১ঃ২৩), (খ) তিনি অতিশয় কাতর হৃদয়ে রাতভর দোয়া করেছিলেন, 'আমার নিকট হতে এ পান পাত্র দূর কর' (মার্ক-১৪ঃ৩৬; মথি-২৬ঃ৩৯; লুক-২২ঃ৪২) এবং তাঁর এ দোয়া গৃহীত হয়েছিল (হবঃ-৫ঃ৭), (গ) তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউনুস নবী (আঃ) যেমন মাছের পেটে জীবিতাবস্থায় ছিলেন এবং জীবিত অবস্থায়ই পেট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন (মথি ১২ঃ৪০), তেমনি তিনিও তিন দিন খোদিত কবর থেকে জীবিত অবস্থায়ই বের হয়ে আসবেন, (ঘ) তিনি এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইস্রাঈলের দশটি হারানো গোত্রকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হবে (যোহন-১০ঃ১৬)। ঈসা (আঃ) এর সময়ের ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, ঈস্রাঈলের হারানো গোত্রগুলো বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে (যোহন ৭ঃ৩৪, ৩৫) (ঙ) ঈসা (আঃ) মাত্র তিন ঘন্টার মত ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন (যোহন-১৯ঃ১৪) এবং তাঁর মত স্বাভাবিক শারীরিক গঠনের ব্যক্তি এত অল্প সময়ে ক্রুশে মরতে পারেন না, (চ) ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় তার পার্শ্বদেশে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় এবং রক্ত ও পানি সেই আহত-স্থল থেকে ফিন্কি দিয়ে বের হয়ে আসে। এটা তাঁর জীবিত থাকার পরিচায়ক (যোহন-১৯ঃ৩৪), (ছ) ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে ইহুদীরা নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা পীলাতকে তাঁর কবরে পাহারাদার রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা এ বলে অনুরোধ করেছিল, 'তাঁর শিষ্যরা রাত্রে আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং তৎপর জনগণের কাছে বলিতে পারে, 'তিনি মৃতের মধ্য হইতে, জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন'' (মথি-২৭ঃ৬৪), (জ) সুসমাচারগুলোর একটিতেও এমন কোন চাক্ষুস-সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ নেই যে তাকে ক্রুশ থেকে নামাবার সময়ে তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন, কিংবা কবরে রাখার সময়ে তিনি মৃত ছিলেন। তাছাড়া তাঁকে ক্রুশে চড়াবার সময় একজন অনুসারীও সেই দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন না। তারা সকলেই আত্মগোপন করেছিলেন। আসল ঘটনা ছিল পীলাতের স্ত্রীর পূর্ববর্তী রাত্রের স্বপ্ন-বাণী, 'সে ন্যায়বান ব্যক্তির ক্ষতি কর না', পীলাতের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে ঈসা (আঃ) নিরপরাধ। তাই পীলাত, 'এসেনি' ফেরকার সম্মানিত ব্যক্তি আরিমেথিয়ার যোসেফের সাথে যুক্তি-পরামর্শ করে ঈসা (আঃ) কে বাঁচাবার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কারণ নবুওয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈসা (আঃ) 'এসেনি' ফেরকারই সদস্য ছিলেন। ঈসা (আঃ) এর বিচার হয়েছিল শুক্রবারে। পীলাত বিচার-কার্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘায়িত করেছিলেন। তিনি জানতেন, ক্রুশের শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যায়ই ক্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তাই তিনি যখন ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে ক্রুশের শাস্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন তখন সূর্যাস্ত হতে মাত্র তিন ঘন্টা বাকী ছিল। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এমন অল্প সময়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে না। পীলাত কিছু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। ঈসা (আঃ) কে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামানো হলো (সম্ভবত সিরকার প্রভাবে অচেতন ছিলেন) তখন আরিমেথিয়ার যোসেফের অনুরোধে পীলাত সাথে সাথে ঈসা (আঃ)এর দেহ তাকে সমর্পণ করলেন। ঈসা (আঃ) এর সাথে দু'জন অপরাধীকেও ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈসা (আঃ) এর হাড় ভাঙ্গা হয়নি। যোসেফ পাহাড়ের টিলার গাত্রে খোদিত প্রশস্ত কোঠায় তাঁর দেহটি রেখেছিলেন। তাঁর দেহের কোনরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি, জীবিত কি মৃত তাও পরীক্ষা করা হয়নি, এমন কি এ ব্যাপারে তাঁর অন্তিম সময়ের কারো সাক্ষ্য প্রমাণও নেয়া হয়নি (মিস্টিকেল লাইফ অব জিসাস, প্রণেতা এইচ, স্পেন্সার লিউইস), (ঝ) একটি ভেষজ মলম (এটি পরে 'মরহমে ঈসা' বা ঈসার মলম নামে পরিচিত হয়) তৈরী করে তাঁর ক্ষতস্থানগুলোতে প্রলেপ দেয়া হয় এবং আরিমেথিয়ার যোসেফ ও নিকোডিমাস তাঁর শুশ্রূষা ও সেবা-যত্ন করতে থাকেন। নিকোডিমাস 'এসেনি ভ্রাতৃমন্ডলী'র একজন অতি সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞানী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫৯। [ক]বরং আল্লাহ্ তাকে নিজের দিকে[৭০০] উন্নীত করেছেন। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

بَلۡ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیۡهِ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا ﴿۱۵۹﴾

★ ১৬০। আর আহলে কিতাবের মাঝে এমন (কোন গোত্র বা দল) নেই যারা তার (অর্থাৎ ঈসার) মৃত্যুর[৭০১] আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর [ক]সে (অর্থাৎ ঈসা) কিয়ামত দিবসে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

وَ اِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ یَکُوۡنُ عَلَیۡهِمۡ شَهِیۡدًا ﴿۱۶۰﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫৪; ৩ঃ৫৬; ৭ঃ১৭৭; ৫৮ঃ১২।

ব্যক্তি ছিলেন, (ঞ) ঈসা (আঃ) এর ক্ষতগুলো মোটামুটি সেরে উঠলে তিনি কবরটি ত্যাগ করেন এবং রাতের বেলায় পর পর কয়েকজন শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পদব্রজে জেরুযালেম থেকে গেলিলী চলে যান (লুক-২৪ঃ৫০), (ট) আমেরিকায় প্রথমে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'দি ক্রুসিফিকেশন বাই এন আই-উইটনেস' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্রুশের ঘটনার সাত বৎসর পর জেরুযালেমের 'এসেনি' ভ্রাতৃ-মন্ডলীর একজন সদস্য আলেক্‌জান্দ্রিয়ার অপর এসেনি ভ্রাতা সদস্যকে এ বিষয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটির পুরাতন ল্যাটিন ভাষার কপির ইংরেজী অনুবাদ করে উক্ত পুস্তকটিতে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকটি এ অভিমতের জোরালো সমর্থন যোগাচ্ছে যে ঈসা (আঃ) ক্রুশ থেকে অবতরণের পর জীবিত ছিলেন। পুস্তকখানা ক্রুশে-লটকানোর পূর্ব-ঘটনাবলীর বিবরণ, ক্রুশে-ঝুলানোর দৃশ্যাবলী এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে (তফ্‌সীরের 'বৃহত্তর ইংরেজি বা উর্দূ সংস্করণ দেখুন)। ঈসা (আঃ)এর তথাকথিত ক্রুশবিদ্ধ-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহুদীদের মাঝে দু'টি পৃথক মতামত রয়েছে। একদল বলে, তাঁকে প্রথমে মারা হয়েছিল এবং পরে তাঁর মৃতদেহ ক্রুশে লটকানো হয়েছিল। অন্যেরা বলে, ক্রুশে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত মতটি প্রেরিত-৫ঃ৩০-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে লেখা আছে, "যাহা তোমরা বধ করিয়াছিলে এবং গাছে ঝুলাইয়া দিলে।" কুরআন এ দু'টি অভিমতকেই খণ্ডন করে বলছে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, এমন কি ক্রুশে দিয়েও হত্যা করতে পারে নি। প্রথমে কুরআন বলছে, তারা বহু রকমের চেষ্টা করে কোন প্রকারেই তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, অতঃপর বলছে শেষ পর্যন্ত তারা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল, কিন্তু তাতেও তাঁকে মারতে পারলো না। কুরআন ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে দেয়ার কথা অস্বীকার করে নি, বরং ক্রুশের ওপরেই ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, এ কথাটি অস্বীকার করে।

৭০০। ★["বার রাফাআহুল্লাহু ইলায়হি..........." অধিকাংশ গোঁড়া আলেম এই আয়াত থেকে অনুমান করেন, 'বাল' (বরং) শব্দটি ক্রুশে বিদ্ধ করার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যু দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ সশরীরে আকাশে তুলে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রচেষ্টার পূর্বে তিনি যে দেহের অধিকারী ছিলেন সেই রক্তমাংসের দেহ নিয়েই তিনি বর্তমানে মহা আকাশের কোথাও জীবিত আছেন। এই ব্যাখ্যাটি অনেক জটিল প্রশ্নের জন্ম দেয়। (ক) ঈসা (আ:) যদি আদৌ ক্রুশবিদ্ধ না হয়ে থাকেন তবে সেটা ক্রুশীয় ঘটনাটির ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মমত ও রোমানদের মাঝে প্রচলিত সব বিশ্বাস কি নিছক এক কল্পকাহিনী?

(খ) এ আয়াতের কোন্ স্থলে কোথায় ঈসা (আ:)কে সশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার দাবী করা হয়েছে? অথচ এই আয়াতের মোদ্দা কথা হলো আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন।

প্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গোঁড়া আলেমরা এমন এক আজগুবি দৃশ্যপট রচনা করেছেন যাতে ক্রুশীয় ঘটনাকে অস্বীকার করা হয়নি ঠিকই কিন্তু দাবী করা হয়েছে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তিনি ঈসা ভিন্ন অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তিকেই আল্লাহ্র আদেশে ফিরিশ্‌তারা নাকি ঈসা-সদৃশ করে দিয়েছিল। অতএব যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সব সন্দেহ ও অনুমান ছিল সেই ব্যক্তিকে ঘিরে। বলা বাহুল্য, প্রশ্নের অপনোদন না করে বরং এই কাল্পনিক ব্যাখ্যা আরো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের অলীক দাবীর ভিত্তি কোন ধর্ম গ্রন্থে বা মহানবী (সা:) এর কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গল্প দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের কেবল বৃদ্ধিসাধনই করে থাকে। আলোচ্য আয়াতটির এ ধরনের অভিনব ব্যাখ্যা যেন মধ্যযুগীয় ধর্মবিশারদদের কাছেই ধরা পড়েছিল, অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:) এ সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন (মাআযাল্লাহু)।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, এ দাবীর দুর্বলতা স্বয়ং কুরআন শরীফের কথা থেকেই প্রতীয়মান হয়। 'রাফা' শব্দের অর্থ হলো 'উন্নীত হওয়া'। মহান আল্লাহ্ যখন কোন ব্যক্তিকে উন্নীত করেন তখন এর অর্থ সব সময় আত্মিক মর্যাদার উন্নতি হয়ে থাকে–দৈহিক উন্নতি কখনো বুঝানো হয় না। প্রকৃতপক্ষে আত্মিক উন্নতি ছাড়া এ আয়াতের দ্বিতীয় কোন অর্থ করা সম্ভবই নয়।

আলোচ্য আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ:)কে তাঁর নিজের দিকে উন্নীত করেছেন। নি:সন্দেহে আকাশে নির্ধারিত এমন কোন বিশেষ স্থানের উল্লেখ এ আয়াতে নেই যেখানে হযরত ঈসা (আ:)কে তুলে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। যেখান থেকে ঈসা (আ:)কে তোলা হয়েছে খোদা নিজেই সেখানে বিরাজমান ছিলেন। আকাশে বা পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সেই সর্বাধিপতি আল্লাহ্ বিরাজমান নন। অতএব যখন কাউকে আল্লাহ্র দিকে তুলে নেয়া হয়েছে বলে কোন কথা বলা হয়, এতে দৈহিক উত্তোলন বুঝানো অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আহমদীয়া মতবাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই আয়াতে ব্যবহৃত 'বাল্' (অর্থ বরং) শব্দটি 'ঈসার অভিশপ্ত মৃত্যু'র বিষয়ে ইহুদীদের কল্পিত দাবীকে খন্ডন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, লা'নত বা অভিশাপের বিপরীত হলো

৭০০ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৭০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬১। সুতরাং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের সীমালংঘনের দরুন এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে তাদের বাধা দেয়ার দরুন আমরা তাদের জন্য সেইসব পবিত্র বস্তু[৭০২] [ক]হারাম করেছি যা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হয়েছিল।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦١﴾

১৬২। আর তাদেরকে বারণ করা সত্ত্বেও [খ]তাদের সুদ গ্রহণের কারণে এবং [গ]তাদের অবৈধভাবে লোকদের ধনসম্পদ গ্রাস করার কারণেও (আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছি)। আর তাদের মাঝে যারা অস্বীকারকারী ছিল তাদের জন্য আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি[৭০৩]।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১১৮; খ. ৬ঃ১৪৭; ২:২৭৬, ২৭৭; ৩:১৩১; ৩০:৪ গ. ৯:৩৪

'আল্লাহ্‌র নৈকট্য'। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭০১। ★ [এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নানা মত রয়েছে। কোন কোন আলেম মনে করেন এতে ক্রুশীয় ঘটনার পরের সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। আর এতে বলা হয়েছে, বিনা ব্যতিক্রমে সব ইহুদী একদিন ঈসা (আ:) এর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র সত্য নবী হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করবে। এ আয়াতের উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনাটি ঈসা (আ:) এর জীবদ্দশাতেই ঘটবে বলে তারা দাবী করে। তারা নিজেদের এ ব্যাখ্যার ভিত্তি 'ক্বাবলা মাওতিহী' অর্থাৎ 'তাঁর মৃত্যুর পূর্বে' কথাগুলোর ওপর রাখে। ইহুদীরা তাঁকে এখনো গ্রহণ করেনি বিধায় এ সব আলেমের মতে ঈসা (আ:) নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে আছেন।

আরেকটি প্রচলিত মতবাদ হলো, 'ক্বাবলা মাওতিহী' কথাটি ঈসা (আ:) এর সমসাময়িক প্রত্যেক ইহুদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, প্রত্যেক ইহুদী ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এটা এমন এক দাবী যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই যাচাই করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাখ্যাটি হুবহু গ্রহণ করলে অনেকগুলো সমস্যা ও অসুবিধা দেখা দেয়। এ সমস্যার প্রেক্ষিতে আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন সমাধান প্রস্তাব করছি।

আলোচ্য আয়াতটিকে এভাবে অনুবাদ করা যায়, "আহলে কিতাবের মাঝে এমন একজনও থাকবে না যে নিজের মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না।" কৃত অনুবাদে 'এমন একজনও' শব্দটি একই আয়াতে আক্ষরিকভাবে উল্লেখ করা না হলেও শব্দটি অন্তর্নিহিত রয়েছে। যদি এ শব্দটির প্রকাশ্যে উল্লেখ থাকতো তাহলে আয়াতটির নিম্নলিখিত অর্থ দাঁড়াতো: 'ওয়া ইন আহাদুম্মিন আহলিল কিতাবে' এক্ষেত্রে 'আহাদুন' শব্দটিকে এ আয়াতে নিহিত রয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে 'আহাদুন' শব্দটির পরিবর্তে 'ফারিকুন' শব্দটিকে 'উহ্য' বা 'নিহিত' গণ্য করার প্রস্তাব করছি। সেক্ষেত্রে এর অনুবাদ হবে: 'আহলে কিতাবের মাঝে এমন (কোন গোত্র বা দল) নেই যারা তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না'।

আবশ্যকীয়ভাবে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, হযরত ঈসা (আ:) বনী ইসরাঈলের হারানো গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। আর এই হিজরতের মাধ্যমেই তিনি তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন স্বয়ং ঈসা (আ:) এর একটি বক্তব্যেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন: 'আমি ইসরাঈলকূলের হারানো মেষ ছাড়া অন্য কাহারো প্রতি প্রেরিত হই নাই (মথি ১৫:২৪)'। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭০২। এ আয়াত এমন কোন ইহজাগতিক বস্তুর কথা বলছে না, যা ভোগ করা ইহুদীদের জন্য পূর্বে অনুমোদিত ছিল পরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা মূসা (আঃ) এর পরে তাদের মাঝে কোন শরীয়তবাহী নবী আসেননি, যিনি তওরাতের অনুমোদিত বস্তু তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন। এটা এ কথা বলছে যে তারা আধ্যাত্মিক ও ঐশী-অনুগ্রহরাজি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। ঈসা (আঃ) ইহুদীদের এ আধ্যাত্মিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, আমি এ জন্য এসেছি যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি এমন কিছু বস্তুকে যা পূর্বে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল (৩ঃ৫১)– অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দোষে যে সব ঐশী অনুগ্রহরাজি থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়েছ, সেগুলোর কিছু কিছু তোমাদের মাঝে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমি এসেছি।

৭০৩। ইহুদীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা যেন টাকা লগ্নি করে অন্য ইহুদীদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ না করে। তবে অ-ইহুদীর কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করার অনুমতি ছিল (যাত্রা-২২ঃ২৫, লেবীয় ২৫ঃ৩৬-৩৭; দ্বিতীয় ২৩ঃ১৯-২০)। কিন্তু তারা এ আইন ভঙ্গ করে ইহুদীদের কাছ থেকেও সুদ গ্রহণ করতে থাকে (নহূম-৫ঃ৭)। পরে তারা নেহেমিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিল, তারা এ পাপাচার পরিত্যাগ করবে (নহূম-৫ঃ১২)। কিন্তু আবার তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো। তাই যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যিহিস্কেল-১৮ঃ১৩) অনুযায়ী ইহুদীরা জাতিসত্তা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬৩। কিন্তু [ক]এসব (ইহুদীদের) মাঝে গভীর জ্ঞানী[৭০৪] ও প্রকৃত [খ]মু'মিনরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী[৭০৫], যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী। আমরা অবশ্যই এদেরকে এক মহা পুরস্কার দান করবো।

২২ [১০] ২

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٣﴾

১৬৪। [গ]নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সেভাবে ওহী করেছি যেভাবে আমরা নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী করেছিলাম। আর আমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্, ইয়াকূব এবং (তার) বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের প্রতিও ওহী করেছিলাম। আর [ঘ]দাউদকে আমরা যবূর[৭০৬] দিয়েছিলাম।

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٤﴾

১৬৫। আর এমন [ঙ]অনেক রসূল আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূলও আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বর্ণনা করি নি[৭০৭]। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে অনেক কথা বলেছিলেন[৭০৭-ক]।

وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৮; খ. ২ঃ৫, ১৩৭; ৩ঃ২০০; ৪ঃ১৩৭; ৫ঃ৬০; গ. ২ঃ১৩৭; ৩ঃ৮৫; ৬ঃ ৮৫-৮৮; ঘ. ১৭ঃ৫৬; ঙ. ৪০:৭৯।

হারিয়ে ফেললো এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়ার ফলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো।

৭০৪। এটা সেই সব জ্ঞানী-গুণী ইহুদীদেরকে বুঝিয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। 'মু'মিনরা' শব্দটিও এ জন্যই যোগ করা হয়েছে যাতে সে সকল ইহুদীকেই এ আয়াতের লক্ষ্য বলে মনে করা হয় যারা মুসলমান হয়ে গেছে।

৭০৫। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মকিমুনা'-এর স্থলে 'মুকিমীনা' ব্যবহার করা রীতি-সিদ্ধ। বিশেষ জোর দিবার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয় (কাশ্‌শাফ, ১ম, ৩৩৬)।

৭০৬। এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে কয়েক জন নবীর নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের নবী (সাঃ)এর আগমনও তাদেরই মত স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। দাউদ (আঃ)এর প্রতি অবতীর্ণ ব্যাখ্যাকারী 'যবূর' এবং পরবর্তী আয়াতে মূসা (আঃ)এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তবাহী কিতাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেজন্য মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ 'কুরআন'ও প্রজ্ঞা এবং শরীয়ত এ উভয় দিকেই পরিপূর্ণ।

৭০৭। কুরআন মাত্র ২৪ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে, অথচ নবী করীম (সঃ)এর এক হাদীস অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে এসেছেন (মুসনাদ, ৫ম, ২৬৬)। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি (৩৫ঃ২৫)।

৭০৭-ক। অনুবাদে যা লিখা হয়েছে তা ছাড়াও এ বাক্যটির অন্য এক অর্থ হলো ঃ মূসার সাথে আল্লাহ্ বিশেষভাবে বা সরাসরি কথা বলেছিলেন।

★ [আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি শব্দের ধাতু যখন পুনরাবৃত্ত হয়, যেভাবে 'তাকলীমান' এর মাধ্যমে এ আয়াতে করা হয়েছে তখন তা তীব্রতা অথবা পুনরাবৃত্তি অথবা উচ্চমান বুঝাতে অথবা দ্ব্যর্থতা দূর করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এসব বৈশিষ্ট্যই একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾

১৬৬। (এরা) [ক] সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী[৭০৮] রসূলরূপে (প্রেরিত হয়ে) ছিলেন যেন এ রসূলদের আসার পর মানুষের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সুযোগ না থাকে[৭০৯]। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۱۶۶﴾

১৬৭। কিন্তু [খ]আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তাঁর (নিশ্চিত) জ্ঞানের[৭১০] ভিত্তিতেই অবতীর্ণ করেছেন এবং ফিরিশ্তারাও (এ) সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾

১৬৮। [গ]যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্র পথে (লোকদের) বাধা দিয়েছে তারা অবশ্যই চরম পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿۱۶۸﴾

১৬৯। [ঘ]যারা অস্বীকার করেছে এবং যুলুম করেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না,

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۶۹﴾

১৭০। একমাত্র জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। [ঙ]আর এরূপ করা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২১৪; ৬ঃ৪৯; ১৭ঃ১০৬; ১৮ঃ৫৭; খ. ৩ঃ১৯; ১১:১৫ গ. ৪ঃ১৩৮; ঘ. ৪ঃ১৩৮; ঙ. ৩৩:৩১; ৬৪:৮।

৭০৮। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী শব্দ দু'টি নবীগণের দু'টি অপরিহার্য কর্তব্য ব্যক্ত করেছে। তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁরা এ সুসংবাদ দান করেন যে তারা ইহজগতেও উন্নতি লাভ করবে এবং পরকালেও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিতে থাকবে। যারা নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করে, নবীগণ তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে প্রত্যাখানকারীরা এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে যা থেকে তারা কোনমতেই রেহাই পাবে না।

৭০৯। আল্লাহ্ মানুষের কাছে এ জন্য নবী পাঠান যাতে শাস্তি পাওয়ার সময় সে এ আপত্তি উত্থাপন করতে না পারে যে তার দোষ-ত্রুটি ও পাপকর্ম দেখিয়ে দিবার জন্য এবং এগুলো থেকে বিরত না হলে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে বলে সতর্ক করার জন্য কেউই তার কাছে আসেনি (২০ঃ১৩৫)।

৭১০। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিরসত্যের এমন এক অফুরন্ত ভান্ডার রেখে দিয়েছেন, যা নিজেই সাক্ষ্য বহন করে যে এ কুরআন নিশ্চয় আল্লাহ্র বাণী। কুরআনের বহুমুখী জ্ঞান-গরিমা ও আশ্চর্য গুণাবলী তর্কাতীতভাবে চিন্তাশীলদের কাছে প্রমাণ করে, এটা ঐশী, লৌকিক নয়।

১৭১। হে মানবজাতি! নিশ্চয় এ রসূল তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্যসহ এসেছে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন। (এটাই) তোমাদের জন্য উত্তম। এরপরও তোমরা অস্বীকার করলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷۱﴾

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয় মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহ্‌র এক রসূল ও তাঁর কলেমা[৭১১], যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং (তা ছিল) তাঁর পক্ষ থেকে এক [ক]রূহ্[৭১২]। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা [খ]বলো না, (খোদা) 'তিন'। তোমরা (এরূপ কথা বলা থেকে) বিরত হও। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এক-অদ্বিতীয়। তিনি এ থেকে [গ]পবিত্র যে তাঁর কোন [ঘ]পুত্র থাকবে। আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৩ [৯] ৩

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۲﴾

১৭৩। [ঙ]মসীহ্ আল্লাহ্‌র এক নগণ্য দাস (হিসেবে পরিগণিত) হতে কখনো অপছন্দ করে না। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারাও (এটিকে অপছন্দ করে) না। আর যারা তাঁর ইবাদত করাকে হেয় মনে করে এবং অহংকার করে তিনি অবশ্যই তাদের সবাইকে নিজের দিকে একত্র করে নিয়ে আসবেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۳﴾

দেখুন ঃ ক. ৫৮ঃ২৩; খ. ৫ঃ৭৪; গ. ২ঃ১১৭; ১০ঃ৬৯; ঘ. ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ১১২ঃ৪, ৫; ঙ. ৫ঃ১১৭, ১১৮।

৭১১। ৪১৪ টীকা দেখুন।

৭১২। 'রূহ্' অর্থ আত্মা, যে শ্বাস মানুষের শরীরকে জীবন্ত রাখে এবং যা বের হয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে। এর আরো অর্থ হলো ঐশী-বাণী বা প্রেরণা, কুরআন; ফিরিশ্‌তা, সুখ ও আনন্দ, করুণা (লেইন)। 'রূহ' ও 'কলেমা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, ঈসা (আঃ) আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক থেকে অন্য নবীগণের তুলনায় কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। এ ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গি অন্যান্য নবীগণ ও পুণ্যত্মাগণের (যথা মরিয়মের) জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। (১৫ঃ৩০, ৩২ঃ১০; ৫৮ঃ২৩)। এ শব্দগুলো ঈসা (আঃ) ও মরিয়মের স্বপক্ষে ইহুদীদের ঘৃণ্য অপবাদগুলো খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আধ্যাত্মিক মার্গের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দানের উদ্দেশ্যে নয়।

১৭৪। এরপর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে অবশ্যই [ক]তিনি তাদের পুরস্কার তাদেরকে পুরোপুরি দিবেন। আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশি দিবেন। আর যারা (ইবাদতকে) তুচ্ছ মনে করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। আর [খ]তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারীও পাবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٤﴾

১৭৫। হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ[৭১৩] এসেছে। আর আমরা তোমাদের প্রতি এক উজ্জ্বল [গ]জ্যোতি[৭১৪] অবতীর্ণ করেছি।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٥﴾

১৭৬। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে [ঘ]আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে নিজের কৃপা ও অনুগ্রহের আওতাভুক্ত করবেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের দিকে আসার সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٦﴾

১৭৭। তারা তোমার কাছে 'কালালাহ্' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত চাচ্ছে। তুমি বল, [ঙ]'আল্লাহ্ তোমাদেরকে কালালাহ্[৭১৫] সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। এমন কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় যার কোন সন্তানসন্ততি নেই কিন্তু তার এক বোন আছে সেক্ষেত্রে (তার) রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক এ (বোনের)। আর এ (বোনের) সন্তান সন্ততি যদি না থাকে তাহলে সে (অর্থাৎ তার ভাই এর) একক উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি তারা (বোনেরা) দু'জন হয় তাহলে উভয়ের জন্য সে (ভাই) যা রেখে যাবে তা থেকে দুই-তৃতীয়াংশ হবে এবং যদি তারা (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীরা) ভাই-বোন হয়– পুরুষ ও মহিলা, তাহলে একজন [চ]পুরুষের জন্য হবে দু'জন মহিলার অংশের সমান। [ছ]আল্লাহ্ (এ বিষয়) তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

২৪ [৫] ৪

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

দেখুন ঃ ক.৩ঃ৫৮; ১৬ঃ৯৭; ৩৯ঃ১১; খ. ৪ঃ৪৬; ৩৩ঃ১৮, ৬৬; গ. ৭ঃ১৫৮; ৬৪ঃ৯; ঘ. ৩ঃ১০২; ৪ঃ১৪৭; ঙ. ৪ঃ১৩, চ. ৪ঃ১২; ছ. ৪ঃ২৭।

৭১৩। ' সুস্পষ্ট প্রমাণ' দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে যাতে মহান ও স্পষ্ট নিদর্শন এবং প্রমাণাদি রয়েছে, অথবা নবী করীম (সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে, যিনি নিজের জীবনে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে প্রমাণ করেছেন যে এ শিক্ষাগুলো মানব জাতির জন্য মঙ্গলময় ও আশীর্বাদপূর্ণ।

৭১৪। 'উজ্জ্বল (পরিষ্কার) জ্যোতি' দ্বারাও হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অথবা কুরআনকে বুঝিয়েছে।

৭১৫। ৪ঃ১৩ আয়াতে এক ধরনের 'কালালাহ্'র কথা বলা হয়েছে, যে পিতা-মাতাহীন ও সন্তান-বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং কেবল মাতার গর্ভজাত ভাইবোন রেখে যায়, পিতার ঔরসজাত কেউ থাকে না। আলোচ্য আয়াতে অপর এক ধরনের 'কালালাহ্'র কথা বলা হয়েছে, সন্তানহীন ব্যক্তি কেবল পিতার তরফ থেকে বা পিতা-মাতার তরফ থেকে ভাই-বোন রেখে যায়। এ আলোচ্য আয়াতটিকে ৪ঃ১৩ আয়াতের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে স্বাভাবিক কারণেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভাই-বোনেরা শেষোক্ত ভাই-বোন থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে কম অংশ পাবে।

সূরা আল্ মায়েদা-৫
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়

কুরআন মজীদের তফসীরকারকদের মতে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) বরাত দিয়ে হাকিম এবং ইমাম আহ্মদ বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ সূরাগুলোর এটি সর্বশেষ সূরা। অবশ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আলোচ্য সূরাটি হযরত রসূলে পাক (সাাঃ) এর নবুওয়তের শেষের বছরগুলোতে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোন কোন আয়াত প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ শেষ আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যদিও ইয়াযীদের কন্যা আসমার বরাত দিয়ে ইমাম আহ্মদ এ সূরাটির সমস্ত অংশ একসাথেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন, তথাপি প্রতীয়মান হয় যে সূরাটির উল্লেখযোগ্য অংশ একসাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সে সুবাদে সমস্ত সূরাটিই একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে বলে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সম্ভবত এ কারণেই অবতীর্ণ হওয়ার ক্রম অনুসারে রডওয়েল এ সূরাকে সমস্ত সূরার শেষে স্থান দিয়েছেন।

বিষয়বস্তু

সূরা আলে ইমরান এবং আন্ নিসায় যেমন খৃষ্টধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তেমনি এ সূরাতেও খৃষ্টধর্মমতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিশেষ করে 'বিধি ব্যবস্থা বা শরীয়ত অভিশাপ'-এ মতবাদকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করা হয়েছে। অংগীকার পূর্ণ করার নির্দেশসহ সূরাটি শুরু হয়েছে এবং (শিকার এবং খাদ্যবস্তু হিসাবে) কোন্ কোন্ জিনিষ হালাল (বৈধ) এবং কোন্গুলো হারাম (অবৈধ) তা বর্ণিত হয়েছে। সূরাটিতে এ দাবীও রয়েছে, মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা কুরআনে নিহিত আছে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত মানবজাতির চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় শরীয়ত হিসাবে বর্তমানে কুরআনই একমাত্র ঐশী-বিধান। পবিত্র কুরআনের এ দাবীর যথার্থতা সূরাটির ৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশ দেয়ার জন্য বিধি-ব্যবস্থা বা আইন-কানুন অত্যন্ত জরুরী। তাই একে অভিশাপ বলে অভিহিত করা অন্যায়। উক্ত আয়াতে এ আভাষও রয়েছে যে খৃষ্টানদের নিকট প্রতিমার প্রসাদ হিসাবে উৎসর্গীকৃত মাংস, রক্ত এবং শ্বাসরুদ্ধ করে মারা প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং এটা তাদের বিধি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল (প্রেরিতদের কার্য ১৫ঃ২০, ২৯)। অতএব তাদের পক্ষে শরীয়তকে দোষারোপ করা, একে অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করা শোভা পায় না। অতঃপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খাদ্য-দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক বলা হয়েছে, একদিকে যেমন খাদ্য-বস্তুকে হতে হবে 'হালাল' অর্থাৎ আইনসিদ্ধ, অপরদিকে সেগুলো হবে 'তৈয়্যব' অর্থাৎ উপাদেয় ও রুচী-সম্মত যাতে সেগুলোর ব্যবহার কোন দিক থেকে ডাক্তারী বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে না যায়। এ দিক থেকে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা খাদ্য-দ্রব্যের হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিধি বর্ণনায় অতি সুন্দরভাবে কোন্ খাদ্যবস্তু শুধু মাত্র বৈধ এবং কোন্টি বৈধ ও উপাদেয় এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। অতঃপর ইহুদী এবং খৃষ্টান কর্তৃক আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃত অংগীকার ভংগ এবং ঐশী-নির্দেশাবলীর অস্বীকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যার পরিণতিতে তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটেছে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অপমানিত ও নিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু পুনরায় এখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্বাসিত এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের অধিকারী হতে পারে। খৃষ্টানদেরকে আরো সতর্ক করে বলা হয়েছে, প্রথমত তারা হযরত ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে অভিসম্পাত কুড়িয়েছে এবং বর্তমানে তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে এ কারণে যে আল্লাহ্ তাঁকে অনুগ্রহ প্রদানের জন্য বেছে নিয়েছেন। হযরত রসূল পাক (সাঃ) এর প্রতি তাদের এ ঈর্ষাপরায়ণতা হাবিলের প্রতি কাবিলের ঈর্ষান্বিত হওয়ার অনুরূপ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরাটিতে এরপর বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামের বিরোধিতায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগের ব্যবহার করছে, অথচ তারা নিজেরাই এমন নীতিভ্রষ্ট যে নিজেদের ধর্মীয় কিতাব অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকছে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জ্ঞানও দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যদি ইসলামের অনুসারী নাও হয়, অন্তত তাদের উচিত নিজেদের ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু যদি কখনো ইসলামের রাজনৈতিক অধিকারের কারণে তারা ইসলামী সরকারের নিকট কোন বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করে তাহলে সে বিচার অবশ্যই কুরআনের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। অতঃপর মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থানে যে মহা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের শক্তি চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়েছে এবং খৃষ্টানরাই এখন তাদের প্রধান শত্রুপক্ষ। কেননা ইহুদীরা খৃষ্টানদের সাথে তাদের শত্রুতা সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে বিরোধিতায় খৃষ্টানদের পক্ষই অবলম্বন করবে। সেজন্য মুসলমানদের এ উভয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আবার ইসলামের অবমাননা ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করার বিভিন্ন কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকে তবলীগ বা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা মোকাবিলা করবার একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি হচ্ছে তাদের নিকট ইসলামের

বাণীকে প্রচার করা এবং তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ থেকে ইসলামের সত্যতাকে তুলে ধরা। তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে এখন তাদের মুক্তি শুধু মাত্র ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব, আর তাদের সব রকমের পৌত্তলিক বিশ্বাস মিথ্যা। বিশেষ করে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র, এ মতবাদ জঘন্য মিথ্যা। অনুরূপভাবে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র দু'জন মহান নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরোধিতা করায় ও তাঁদেরকে বিভিন্ন কষ্ট দেয়ায় আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হয়েছে। এরপর তাদের অতীত অপরাধ ও ব্যর্থতার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের মাঝে ঐশী বিধি-বিধান গ্রহণ করার প্রবণতা ও সম্ভাবনা বেশি থাকায় তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে, যেমন, বৈধ ও অবৈধ বিষয় সম্পর্কিত শিক্ষা, শপথ গ্রহণের পদ্ধতি, মদ, জুয়া ও শিকার খেলা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ, ধর্মের বিরূপ সমালোচনা বিষয়ক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আর সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি এতে শেখানো হয়েছে। পরিশেষে কিছুটা বিস্তৃতভাবে ঈসা (আঃ)এর জীবনের কোন কোন ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে যে সেগুলো আল্লাহ্‌র অন্যান্য নবীদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেদিক থেকে ঈসা (আঃ) এর মাঝে ঈশ্বরত্ব বা এ জাতীয় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অবশ্য খৃষ্টান জাতির পার্থিব উন্নতিও হযরত ঈসা (আঃ) এর দোয়ার কবুলীয়তের ফলেই হয়েছে। কিন্তু তারা এ পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির সদ্ব্যবহার করেনি। তাছাড়া তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ইলাহ্ (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ এ জন্য শেষ বিচারের দিন খৃষ্টানদের অপরাধী সাব্যস্ত করবেন এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) এর কথা দ্বারাই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। অতঃপর এ ঘোষণা দ্বারা সূরাটি শেষ করা হয়েছে যে আকাশসমূহের ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা আছে এর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। এতে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, খৃষ্টানদের বিশ্বাস আল্লাহ্‌র রাজত্ব শুধু আকাশেই (অন্যত্র নয়), এর কোন ভিত্তি নেই।

সূরা আল্ মায়েদা-৫

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। [খ]যেসব গবাদি পশু সম্বন্ধে তোমাদেরকে (কুরআন থেকে) পড়ে শুনানো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া[৭১৬] অন্যগুলো তোমাদের জন্য[৭১৭] হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান সিদ্ধান্ত দেন।

দ্বিতীয় মঞ্জিল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ②

★ ৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের[৭১৮] ও সম্মানিত মাসের[৭১৯] এবং কুরবানীর পশুর অবমাননা করো না। আর গলায় কুরবানীর চিহ্ন বহনকারী পশুর এবং যারা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও [গ]সন্তুষ্টির আশায়[৭২০] বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে (তোমরা) তাদেরও (অবমাননা করো না)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ২ঃ১৭; ৫ঃ৪; ৬ঃ১৪৬; গ. ৫৯ঃ৯।

৭১৬। ' যে সব গবাদি পশু সম্বন্ধে তোমাদেরকে (কুরআনে) পড়ে শুনানো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া' এ বাক্যাংশটি সেইসব জন্তুকে বুঝিয়েছে যেগুলোর ঘোষণা পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে। 'মৃত-জীব এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস' এ কথাগুলো উপরোক্ত (প্রথমোক্ত) বাক্যাংশের আওতাভুক্ত নয়, কেননা 'শূকর' গবাদিপশুর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমোক্ত বাক্যাংশটিতে যে ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে তা গবাদি পশু-সংক্রান্ত এবং এতেই সীমাবদ্ধ, সকল জন্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পূবেই কুরআনের ২ঃ১৭৪ আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

৭১৭। 'বাহীমাতুল আন'আম' অর্থ 'গবাদি চতুষ্পদ জন্তু' এ কথাটি দ্বারা সকল চতুষ্পদ জন্তু বুঝায় না। কেননা 'চতুষ্পদ জন্তু' 'গবাদি পশু' শব্দের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক। এর সঠিক অর্থ, গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ চতুষ্পদ প্রাণী। এ শব্দযুগল দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যেখানে সকল শ্রেণীর চতুষ্পদ প্রাণী খাদ্যেপযোগী (হালাল) নয়, সেখানে গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ তৃণভোজী রোমন্থনকারী চতুষ্পদ প্রাণী সবই সাধারণভাবে খাদ্যোপযোগী (হালাল)।

অতএব এ প্রকাশ-ভঙ্গী দ্বারা গৃহপালিত গবাদ চতুষ্পদ জন্তু ছাড়াও তদনুরূপ বন্য চতুষ্পদ জন্তু যেমন-ছাগল, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদিও হালাল ঘোষণা করা হলো।

৭১৮। ★["আল্লাহ্-নির্ধারিত প্রবিত্রতার প্রতীকসমূহ" বলতে কোন কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান অথবা জীবিত কোন সত্তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭১৯। সম্মানিত মাসের অবমাননা না করার তাৎপর্য হলো সেই মাসের পবিত্র কর্তব্যগুলোর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা এবং অবহেলা ও অবজ্ঞা না করা। সেই মাসের নিয়ম-আচার যথাযথভাবে পালন করা।

৭২০। 'হাদ্ইয়া ও ইদালা' উভয় শব্দই সেইসব পশুকে বুঝায় যেগুলো হজ্জের উপলক্ষ্যে মক্কায় কুরবানীর উদ্দেশ্যে আনা হয়। 'ইদালা' বিশেষভাবে কুরবানীর পশুকে বলা হয় যেগুলোর গলায় মালা থাকে (মুহীত) এবং অন্যান্য পশু, যেগুলো কুরবানীর জন্য মক্কায় আনা হয় সেগুলোকে সাধারণভাবে 'হাদ্ইয়া" বলা হয়।

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তোমরা যখন ইহ্‌রাম খুলে ফেল (তখন নির্দ্বিধায়) শিকার করতে পার[৭২০-ক]। আর [ক]মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাক্‌ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে[৭২০-খ] পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

চতুর্থাংশ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪। [খ]মৃতপশু, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং সেই (সব জীবজন্তু) যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাতে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংবিদ্ধ হয়ে মরা এবং হিংস্র পশুর খাওয়া (জীবজন্তু) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যে (সব জীবজন্তু মরার আগেই) তোমরা জবাই করে ফেল এদের কথা ভিন্ন। আর (সেই পশুও হারাম) যাকে দেবদেবীর বেদীতে বলি দেয়া হয়েছে এবং [গ]তীর দিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ণয় করাও (হারাম)। এ সবই হলো দুষ্কর্ম। যারা অস্বীকার করেছে তারা আজ তোমাদের ধর্মে (হস্তক্ষেপ করতে) নিরাশ হয়েছে। সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ[৭২১] করলাম। আর আমি [ঘ]ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। তবে [ঙ]পাপপ্রবণ না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় কেউ (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হলে সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৯; ১১ঃ৯০; খ. ২ঃ১৭৪; ৬ঃ১৪৬; গ. ৫ঃ৯১; ঘ. ৩ঃ২০, ৮৬; ঙ. ২ঃ১৭৪; ৬ঃ১৪৬; ১৬ঃ১১৬।

৭২০-ক। হজ্জপালনকারী ব্যক্তি হজ্জ পূর্ণ করার পর যখন ইহরাম খুলে পবিত্র হজ্জ এলাকা থেকে বের হয়ে আসেন তখন তিনি শিকার করতে পারেন।

৭২০-খ। ব্যক্তিগত, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক আচরণের কী সুন্দর, কী মহান নীতি! হায়! যদি এ নীতি মানব-জীবনে বাস্তবায়িত হতো তাহলে ঘৃণা, হিংসা, শত্রুতা দূর হয়ে যেত।

৭২১। 'ইক্‌মাল' ও 'ইৎমাম' শব্দ দু'টি ক্রিয়া-বিশেষ্য। প্রথমটি গুণের দিক থেকে পূর্ণতা প্রকাশ করে, দ্বিতীয়টি সংখ্যার দিক থেকে। প্রথম শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ধর্মীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন যা মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তা পরিপূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মানুষের উন্নতির জন্য যা যা প্রয়োজন এর কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। প্রথমটি দ্বারা মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে এবং দ্বিতীয় শব্দটি মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে বুঝিয়েছে। আল্লাহ্‌র ধর্ম ও তাঁর অনুগ্রহরাজির

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥

৫। তারা তোমার কাছে জানতে চায় তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে[৭২২]। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য সব পবিত্র জিনিষ হালাল করা[৭২২-ক] হয়েছে। আর শিকারী পশুপাখীকে পোষ মানাতে তোমরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাক (মনে রেখো) আল্লাহ্‌র শিখানো জ্ঞান থেকেই তোমরা তাদের শিখিয়ে থাক। তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আল্লাহ্‌র *নাম নিয়ে তা থেকে খাও। আর আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٦ ع

৬। আজ তোমাদের জন্য সব পবিত্র বস্তু হালাল করা হলো। আর আহলে কিতাবের (তৈরী) খাবার[৭২৩] তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের (তৈরী) খাবারও তাদের জন্য হালাল। আর সতীসাধ্বী মু'মিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব[৭২৪] দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে সতীসাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য বৈধ), তোমরা যদি ব্যভিচারী না হয়ে কিংবা গোপন প্রণয়িনী না বানিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে মহরানা দাও। আর ঈমানকেই যে অস্বীকার করে অবশ্যই তার কৃতকর্ম ব্যর্থ হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১ [৬] ৫

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১১৯।

পূর্ণতা দান করার কথাগুলো, খাদ্য-সম্বন্ধীয় আইন-কানুন বর্ণনা করার পরে পরেই বর্ণিত হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে হালাল, ভাল ও পরিমিত খাদ্য মানুষের নৈতিক-ভিত্তির প্রথম স্তর যার উপর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক সোপানগুলো উঠেছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এ আয়াতটিই আল্ কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। এ আযাত অবতীর্ণ হওয়ার ৮২ দিন পরেই হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭২২। পূর্ববর্তী আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত করার পর এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, সব নিষিদ্ধ খাদ্য ছাড়া অন্য সব খাদ্যই এ শর্তে হালাল (বৈধ) যে এগুলো বৈধ, পবিত্র ও ভাল এবং সদুপায়ে উপার্জিত হতে হবে, স্বাস্থ্যের ও নৈতিকতার বিরোধী হলে চলবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য হিতকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, বৈধ ও রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। মহানবী (সাঃ) শিকারী ও মাংসাশী জন্তুর মাংস ও শিকারী-মাংসাশী পাখীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এগুলোর মাংস ভক্ষণ বৈধতার বাইরে।।

৭২২-ক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু বা শিকারী পাখীর শিকার পশু-পাখীও জবাই করা পশু পাখীর মতই হালাল। কেননা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পশু-পাখীর মাধ্যমে তা ধরা হয়েছে। তবে সেগুলোকে পূর্ণ বৈধতা দানের জন্য আল্লাহ্‌র নামে জবাই করতে হবে। শিকারী পশু বা পাখীকে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে ছেড়ে দিলে তার শিকার মারা গেলেও তা খাওয়া হালাল।

৭২৩। এর তাৎপর্য হলো, তওরাতের আইন মোতাবেক জবাই করা পশু-পাখীর মাংস মুসলমানের জন্য খাওয়া বৈধ এবং তওরাত কিতাবে যেসব খাদ্য বৈধ বলে বর্ণিত হয়েছে ইস্‌লাম সেগুলোকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে সে খাদ্যে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া উত্তম। ইবনে আব্বাসের মতে এখানে 'খাবার' শব্দটি 'হালাল খাবার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ আহলে-কিতাবের দ্বারা নিয়মিতভাবে জবাই করা পশুর মাংস খাওয়া হালাল বলা হয়েছে (বুখারী, যাবীহা আহ্‌লিল কিতাব অধ্যায়)।

৭২৪। মুসলমান পুরুষের সাথে আহ্‌লে-কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) স্ত্রীলোকের বিয়ের অনুমতি দিলেও ইসলাম সত্যিকারভাবে পছন্দ করে মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারীকেই বিয়ে করুক।

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াতে যাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমরা তোমাদের মাথায় 'মাসাহ্' কর ও তোমাদের পা গিরো পর্যন্ত[৭২৫] (ধুয়ে নাও)। আর তোমরা বীর্য স্খলনে অপবিত্র হলে (গোসল করে) ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হও। আর তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীগমন করে থাক এবং পানি না পাও তাহলে শুক্‌নো পবিত্র মাটি দিয়ে 'তায়াম্মুম' কর এবং তা থেকে (কিছু মাটি) দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মলে নাও[৭২৫-ক]। আল্লাহ্ তোমাদের [ক]অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৮। আর তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ ও তাঁর (সেই) দৃঢ় অঙ্গীকারকে স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার[৭২৬] তিনি তোমাদের কাছ থেকে (সেই সময়) নিয়েছিলেন তোমরা যখন বলেছিলে, [খ]'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৯। হে যারা ঈমান এনেছ! [গ]তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর [ঘ]কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

দেখুন ঃ ক.২ঃ১৮৬; ২ঃ২৮৭ ; খ. ২ঃ২৮৬ ; গ. ৪ঃ১৩৬ ; ঘ. ৫ঃ৩; ১১ঃ৯০।

৭২৫। মাথায় মাসাহ্ করার কথা বলার অব্যবহিত পরেই এসেছে পায়ের কথা। কিন্তু এর অর্থ পা দু'টিও মুছে ফেলা নয়। যেহেতু পা ধোয়া ওযূর শেষ পর্যায় তাই মাথা মুছে ফেলার পরে পায়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে 'পা' (আরজুলা) কর্মকারকে ব্যবহৃত হয়েছে যা 'ফাগসিলু' (ধৌত কর) ক্রিয়ার কর্মকারক, অর্থাৎ পা ধুয়ে নাও। 'আরজুলাকুম' যদি 'ওয়ামসাহু' ক্রিয়ার কর্ম হতো তাহলে 'বেরুউসিকুমের' সঙ্গে ব্যবহৃত 'বা' অব্যয়ের কারণে তা 'আরজুলাকুম' না হরে 'আরজুলিকুম' হতো।

৭২৫-ক। ৬১০-৬১২ টীকা দেখুন।

৭২৬। এ কথাগুলো আহলে-কিতাবের উদ্দেশ্যে নয়, বরং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। মুসলমানদের সাথে কোন 'বিশেষ' চুক্তি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে জানা নেই। অতএব 'চুক্তি' বলতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময় প্রত্যেক মুসলমান যে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তা-ই বুঝাতে পারে অথবা কুরআনের মাধ্যমে অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে পারে যা প্রত্যেক মুসলমানই গ্রহণ করে।

شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑨

প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ (কাজটি) তাক্ওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑩

১০। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে [ক]আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কার।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑪

১১। আর [খ]যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই (হলো) জাহান্নামের অধিবাসী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑫

১২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন এক জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের (যুলুমের) হাত উঠাতে উদ্যত হয়েছিল তখন [গ]তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত রুখে দিয়েছিলেন[৭২৭]। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

২ [৬] ৬

وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۚ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ⑬

★ ১৩। আর অবশ্যই [ঘ]আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর [ঙ]আমরা তাদের মাঝ থেকে বার জন নেতা[৭২৭-ক] নিযুক্ত করেছিলাম এবং আল্লাহ্ (তাদেরকে) বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলদের প্রতি ঈমান আন ও তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন সব [চ]জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে [ছ]যে-ই এরপরও অস্বীকার করে সে অবশ্যই সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।'

দেখুন ঃ ক.২৪ঃ৫৬; ৪৮ঃ৩০; খ. ৫ঃ৮৭; ৬ঃ৫০; ৭ঃ৩৭, ৪১; ২২ঃ৫৮; গ. ৫ঃ১১১; ঘ. ২ঃ৪১, ৮৪; ঙ. ২ঃ৬১; ৭ঃ১৬১; চ. ২ঃ২৬; ছ. ২ঃ১৬৯।

৭২৭। এ আয়াতটি কোনও বিশেষ ঘটনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়। শত্রুর অত্যাচারমূলক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদেরকে স্বাভাবিকভাবে ও সাধারণভাবে আল্লাহ্ তাআলা যে নিরাপত্তা দান করেছেন, এখানে একে তাঁর অনুগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে 'এক জাতি' বলতে প্রাথমিকভাবে মক্কার সেই কাফিরদেরকে বুঝিয়েছে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কোন চেষ্টা বাকী রাখেনি।

৭২৭-ক। ★সম্ভবত কোন একক শব্দ দিয়ে আরবী 'নাকীব' শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। এ দিয়ে কেবল 'নেতা' বুঝায় না বরং এ দিয়ে এমন ঘোষণাকারীকেও বুঝায়, যে কোন সার্বভৌম বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ঘোষণা পড়ে শুনানোর অধিকার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১৪। অতএব তাদের নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমরা তাদেরকে অভিশপ্ত করেছিলাম এবং তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দিয়েছিলাম। তারা (কিতাবের) কথাকে এর নির্ধারিত স্থান থেকে সরিয়ে দিত এবং যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল এর এক অংশ তারা ভুলে বসেছে। আর তুমি তাদের অল্প ক'জন ছাড়া তাদের (সবারই) কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সবসময় অবহিত হতে থাকবে। সুতরাং তুমি তাদের মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করে চল[৭২৭-খ]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

★ ১৫। আর যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', আমরা তাদের কাছ থেকেও দৃঢ় অঙ্গীকার[৭২৭-গ] নিয়েছিলাম। কিন্তু যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল এর এক অংশ তারা ভুলে বসেছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবধারিত করে দিয়েছি। আর তারা যেসব (কলকারখানা) বানাতো এর (মন্দ পরিণতি) সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের অবহিত করবেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬। হে আহ্লে কিতাব! তোমাদের কাছে নিশ্চয় আমাদের রসূল এসেছে। তোমরা (নিজেদের) কিতাবের মাঝ থেকে যা-ই গোপন করছিলে সে এর অনেক বিষয় তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বর্ণনা করছে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক 'নূর'[৭২৭-ঘ] এবং উজ্জ্বল কিতাবও।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ ۗ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৭। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ সেইসব লোককে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে। আর তিনি নিজ আদেশে তাদেরকে [ক]আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরলসুদৃঢ় পথে তাদের পরিচালিত করেন।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫৮; ১৪ঃ২; ৩৩ঃ৪৪; ৫৭ঃ১০; ৬৫ঃ১২।

রাখে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭২৭-খ। ★ [এখানে 'উপেক্ষা করে চল' বলতে ধৈর্যধারণের এবং অন্যদের দোষক্রটি সদয়ভাবে এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুর্আন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭২৭-গ। ★ [আরবী 'আগবায়না' শব্দটির মূল অর্থ হলো, একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে এমনভাবে এঁটে দেয়া যাতে একটি অন্যটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। সুতরাং 'আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবধারিত করে দিয়েছি' অনুবাদটি আমরা গ্রহণ করেছি। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭২৭-ঘ। 'নূর' অর্থ এখানে হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (৩৩ঃ৪৬,৪৭)।

১৮। [ক]তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, 'নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র মসীহ্ই হলো আল্লাহ্।' তুমি বল, 'মরিয়মের পুত্র মসীহ্[৭২৮] ও তার মা'কে এবং যা কিছু জগতে আছে এর সব কিছু আল্লাহ্ ধ্বংস করতে চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে (কিছু করার) কার কী ক্ষমতা আছে'? আর [খ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং এ দু'য়ের মাঝে যা আছে সব কিছুর ওপর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾

১৯। আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, [গ]'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহলে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের আযাব দেন?' আসলে তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ মাত্র। [ঘ]তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আযাব দেন। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের মাঝে যা-ই আছে (এদের ওপর) আধিপত্য আল্লাহ্রই। আর তাঁরই দিকে (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

২০। হে আহ্লে কিতাব! রসূলদের (আগমন ধারায়) এক দীর্ঘ বিরতির পর নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদের সেই রসূল এসেছে, যে [ঙ]তোমাদের কাছে (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা এবং কোন সতর্ককারী আসেনি'[৭২৯]। অতএব তোমাদের কাছে অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী এসে গেছে। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩ [৮] ৭

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

★ ২১। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি [চ]আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তিনি যখন তোমাদের মাঝে নবীদের নিযুক্ত করেছিলেন, তোমাদের রাজা[৭৩০] বানিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তা দিয়েছিলেন যা তিনি (সমকালীন) বিশ্বজগতের কাউকেও দেননি।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৭৩,৭৪; খ. ৩ঃ১৯০; গ. ৬২ঃ৭; ঘ. ২ঃ২৮৫; ৩ঃ১৩০; ৫ঃ৪১; ঙ. ৫ঃ১৬; চ. ১ঃ৭; ৪ঃ৭০; ১৯ঃ৫৯।

৭২৮। এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'ঈসা আল্লাহ্র পুত্র', এ জঘন্য বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় ঘৃণা ও তিরস্কার করা হয়েছে। ১৯ঃ৮৯-৯২ আয়াতগুলোতেও এ বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

৭২৯। ঈসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন দেশে নবী এসেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না, আহ্লে-কিতাবদের মধ্যেতো নয়ই। তবে বিশ্ব তখন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণকারী মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। অবশ্য কিছু কিছু

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৭৩০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٢﴾

২২। হে আমার জাতি! সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত[৭৩১] করেছেন এবং পশ্চাদপসরণ করো না। অন্যথা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।'

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। তারা বললো, 'হে মূসা! নিশ্চয় সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতি রয়েছে[৭৩২] এবং সেখান থেকে তাদের বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না। তবে তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা অবশ্যই (সেখানে) প্রবেশ করবো[৭৩৩]।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। যারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করতো তাদের মাঝ থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তি[৭৩৪] বললো, 'তোমরা তাদেরকে (আক্রমণ করে) সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন এতে প্রবেশ করবে তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে [ক]আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা কর।'

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬১; ৫ঃ১২; ৯ঃ৫১।

সন্দেহযুক্ত বিবৃতি এমন পাওয়া যায় (কল্‌বী), যাতে ঈসা (আঃ) এর অব্যবহিত পরে নবীরা এসেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে, যাদের মধ্যে একজনের নাম খালিদ-বিন্ সালাম বলা হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, তাঁর (সাঃ) ও ঈসা (আঃ) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেননি (বুখারী)।

৭৩০। "ফীকুম' না বলে কেবল 'কুম' শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, কোন জাতি বা গোত্রের মধ্যে যদি রাজা থাকে তাহলে সে জাতির সকলেই শাসন কার্যের মর্যাদার কিছুটা স্বাদ নানাভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায়। সে জাতির সাধারণ জনগণ আংশিকভাবে হলেও প্রভুত্ব ও স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু নবুওয়তের ক্ষেত্রে এ অংশীদারিত্ব খাটে না, আংশিকভাবেও না।

৭৩১। 'তোমাদের জন্য অবধারিত করেছেন' কথাটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার এ প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে ইস্রাঈলীরা যদি সাহসিকতার সাথে পবিত্র নগরে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন।

৭৩২। এতে বুঝা যায় ইসরাঈলীদের কাছে সে জাতির ঘটনা বিবরণী জানা ছিল। আমালেকীয় ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ আরব গোত্রগুলো সে সময়ে পবিত্র ভূমির অধিবাসী ছিল। ইসরাঈলীরা তাদেরকে ভীষণ ভয় করতো।

৭৩৩। মূসা (আঃ) এর সহচরবৃন্দের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ভীতি-মিশ্রিত এ আচরণের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবাগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, অবিশ্বাস্য আত্মবলিদানের স্পৃহার তুলনা করুন। তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মৃত্যুর করাল গ্রাসে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও দ্বিধা করতেন না, বরং সর্বদা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকতেন। যখন বদর প্রান্তরে মহানবী (সাাঃ) অল্পসংখ্যক প্রায় নিরস্ত্র সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত, ঝানু-যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন তখন একজন সাহাবী (সহচর) দাঁড়িয়ে অতি বিনয়ের সাথে রসূলে করীম (সাাঃ) কে সম্বোধনপূর্বক এ অবিস্মরণীয় কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, "হে রসূলাল্লাহ্! মূসা (আঃ) কে তাঁর জাতি বলেছিল, 'যাও তুমি ও তোমার প্রভু-প্রতিপালক দু'জনে মিলে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকলাম।' কিন্তু আমরা এরূপ কথা আপনাকে বলবো না এবং হে রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার চিরসঙ্গী, আপনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানেই যাব। আমরা শত্রুদের সাথে আপনার ডানে লড়বো, আপনার বামে লড়বো, আপনার সামনে লড়বো, আপনার পিছনে লড়বো এবং আমরা বিশ্বাস রাখি আপনি আমাদের কাছ থেকে এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা আপনার চোখ্‌কে তৃপ্ত করবে" (বুখারী)।

৭৩৪। দু'ব্যক্তি বলতে মনে করা হয় তারা নূনের পুত্র যশুয়া এবং যোফেন্নার পুত্র নূন (গণনা-১৪ঃ৬)। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে এটা বুঝা যায় যে মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)ই ঐ দু'জন লোক। 'রাজুল' শব্দটি দ্বারা পৌরুষদীপ্ত সাহসী মানুষ বুঝায়। এ দু'জন পুরুষ যে মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) ছিলেন তা সেই কথাগুলো থেকেও বুঝা যায়, যা মূসা (আঃ) পরবর্তী ২৬ আয়াতে দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন (৫ঃ২৬)। আল্লাহ্ তাআলা এ দু'জনের নাম না নিয়ে তাদেরকে কেবল দু'জন বীর পুরুষ বলে উল্লেখ করে তাঁদের পৌরুষ

২৫। তারা বললো, 'হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে আছে আমরা কখনো এ (জনপদে) প্রবেশ করবো না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু-প্রতিপালক দু'জনে গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকবো।'

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া কারো ওপরই কর্তৃত্ব রাখি না। সুতরাং তুমি আমাদের ও দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দাও।'

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ক.তাদের জন্য এ (পবিত্র ভূমি) চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। তারা পৃথিবীতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে[৭৩৫]। সুতরাং তুমি দুষ্কর্মকারী লোকদের জন্য আক্ষেপ করো না।'

৪ [৭] ৮

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। আর তুমি তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের[৭৩৬] ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা কর। তারা উভয়ে যখন এক কুরবানী দিয়েছিল তখন তাদের একজনের কাছ থেকে (তা) গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্যজনের কাছ থেকে (তা) গ্রহণ করা হয়নি। এতে সে বললো, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে হত্যা করবো।' সে বললো, 'কেবল মুত্তাকীদের কাছ থেকেই আল্লাহ্ (কুরবানী) গ্রহণ করে থাকেন।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়ালেও আমি কিন্তু তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত বাড়াতে যাচ্ছি না। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮৬।

ও সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন এবং অন্যান্য ইস্রাঈলীদের ভীরুতাকে নিন্দা করেছেন।

৭৩৫। ইস্রাঈলীদের ভীরুতা এবং তাদের নবীর প্রতি তাদের অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাদের প্রবেশকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে দিলেন। তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হলো। অবশ্য এ যাযাবর জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাদের মাঝে নতুন জীবনের প্রেরণাও সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাদের কর্ম-বিমুখতা, আলস্য ও ভীরুতার মনোবৃত্তি দূর করে তাদের মাঝে কর্মস্পৃহা, প্রতিরোধ শক্তি ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে তাদের অব্যবহিত পরবর্তী বংশ শৌর্য, বীর্য ও সাহসিকতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 'প্রতিশ্রুত ভূমি' জয় করতে সক্ষম হয়।

৭৩৬। 'আবনায়-আদম' (দু'জন আদম-পুত্র) রূপকভাবে যে কোনও দু'জন মানুষকে বুঝাতে পারে। এ ছোট গল্পটি বনী ইস্মাঈলের প্রতি বনী ইস্রাঈলের শত্রু-ভাবাপন্ন ঈর্ষাপূর্ণ মনোভঙ্গীর উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তার কারণ নবুওয়ত তাদের বংশ থেকে সরে গিয়ে ইস্মাঈলের বংশে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ব্যক্তি-সত্তায় স্থান লাভ করেছে।

৩০। আমি চাই[৭৩৭] তুমি যেন আমার পাপ[৭৩৮] এবং তোমার পাপ বহন করে (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যাও। এতে করে তুমি আগুনের অধিবাসী হয়ে যাবে। আর এটাই যালিমদের প্রতিফল।'

اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করতে তাকে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো। পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। তখন আল্লাহ্ (এমন) একটি কাক পাঠালেন যা মাটি খুঁড়তে লাগলো[৭৩৯]। এর মাধ্যমে তিনি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ ঢাকবে। সে বললো, 'হায় আমার কপাল! আমি কি আমার ভাইয়ের লাশ ঢেকে দিতে এতই অক্ষম যে এ কাকের মতও হতে পারলাম না'। তখন সে অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۚ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এ কারণে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য এ (বিধান) জারী করেছিলাম, (হত্যার বদলা) ছাড়া অথবা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়া কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর যে তাকে জীবিত রাখলো সে যেন[৭৪০] গোটা মানবজাতিকেই জীবিত করে দিল। আর [ক]আমাদের রসূলরা অবশ্যই তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল। এরপরও তাদের অনেকেই নিশ্চয় পৃথিবীময় বাড়াবাড়ি করে চলেছে।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১০২; ৯ঃ৭০; ১৪ঃ১০; ৪০ঃ২৩।

৭৩৭। 'উরিদু' (আমি চাই) 'রা-দা' থেকে উৎপন্ন। এ শব্দটি অনেক সময় প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ না বুঝিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটিতব্য বিষয়ের অবতারণাকে বুঝায় (১৮ঃ৭৮)। হাবীল ইচ্ছা করেছিলেন তার ভাই কাবীল দোযখে নিক্ষিপ্ত হোক-এ আয়াতের অর্থ এটা নয়। অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, তার অহিংস মনোভাব ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান তার ভাই কাবীলকে উত্তেজিত করবে এবং এর পরিণতিতে সে তার হিংস্রতার জন্য দোযখে যাবে।

৭৩৮। 'ইস্‌মী' অর্থ 'আমার প্রতি অত্যাচার করা পাপ'। ভাবী-হত্যার শিকার হাবীল, কাবীলের ভ্রাতৃহত্যার বাসনার কুফল কী হবে তা বর্ণনা করেছেন।

৭৩৯। দাঁড়কাকের ঘটনা সত্যি ঘটেছিল কিনা অথবা এটি একটি উপদেশপূর্ণ গল্প মাত্র কিনা এ নিয়ে তফ্‌সীরকারদের মাঝে মতভেদ আছে। এটা একেবারে অসম্ভবও নয় যে এরূপ বাস্তবিকই ঘটেছিল। পাখিদের আচরণ ও অভ্যাস পড়ার দরুন এ ধরনের বহু তথ্য আবিষ্কৃতও হয়েছে (আদিপুস্তক-৪ঃ১-১৫ এবং 'দি জেরুযালেম তরগুম' দেখুন)।

৭৪০। এ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, আদম (আঃ) এর দু'পুত্রের ঘটনার মত একটি ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটবার উপক্রম হবে। তবে পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার চাইতে বহুগুণ তাৎপর্যপূর্ণ হবে। ইস্রাঈলীদের ভ্রাতৃবংশে একজন নবী আসার কথা তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এ সত্যটি ইসরাঈলীদের সহ্য হবার কথা নয়। তারা ঈর্ষাবশত তাঁর রক্ত ঝরাবে, যেমন কাবীল তার ভ্রাতা হাবীলের রক্ত ঝরিয়েছিল। কিন্তু নবীতো সাধারণ মানুষ নন। বিশ্ব-সংস্কারের জন্য তাঁর আগমন নির্ধারিত ছিল যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিশ্ব-মানবের জন্য চিরস্থায়ী বিধি-বিধান আসা অবধারিত ছিল এবং যার উপর মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়িত থাকার কথাও লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তাঁকে হত্যা করার অর্থ দাঁড়াতো বিশ্বের সকল মানুষকে যেন হত্যা করা এবং তাঁকে হেফাযত করার অর্থ দাঁড়াতো বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে হেফাযত করা।

৩৪। [ক]যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের সমুচিত শাস্তি হলো নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মারা অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা[৭৪১]। এটা হলো তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা আযাব।

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। কিন্তু যারা [খ]তোমাদের কাবুতে আসার আগেই তওবা করে ফেলে তাদের কথা ভিন্ন। অতএব জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী[৭৪২]।

৫
[৮]
৯

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, [গ]তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়[৭৪৩] অন্বেষণ কর এবং [ঘ]তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফল হও।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১০৭; খ. ৪ঃ১৮; গ. ১৭ঃ৫৮; ঘ. ৯ঃ৪১; ২২ঃ৭৯।

৭৪১। রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজনে বিপজ্জনক সর্বনাশা দুষ্কৃতকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্তত করে না। স্বপ্নবিলাসীদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনুসরণ করে ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এখানে চার প্রকার শাস্তির উল্লেখ হয়েছে। কোন্ স্থলে কোন্ শাস্তি প্রযোজ্য হবে, তা অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণে স্থির হবে। শাস্তি-ঘোষণা ও বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব, কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নয়। ইমাম আবূ হানীফার (রহঃ) মতে, 'নির্বাসিত করা' এর তাৎপর্য হলো কারাদণ্ড।

৭৪২। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ চোর-ডাকাতের কথা বলা হয়নি। বরং বিদ্রোহী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী যারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের তৎপরতা চালায় তাদের জন্য প্রযোজ্য। 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' বাক্যাংশটি উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করে। এ অর্থই যে ঠিক তা এ কথা থেকেও বুঝা যায় যে অপরাধীরা অনুশোচনা করলে তাদেরকে ক্ষমাও করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংসাত্মক অপরাধ করে, স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র তাদেরকে ক্ষমা করতে পারে না, তারা অনুশোচনা করলেও না। আইন-সম্মত শাস্তি তাকে পেতেই হবে। অবশ্য অনুশোচনা আল্লাহ্‌র ক্ষমা আকর্ষণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীদেরকে অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে কোন ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ না করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে ক্ষমা করা যেতে পারে।

৭৪৩। 'ওয়াসিলা'র অর্থ কোন কিছুতে পৌঁছাবার উপায়, বাদ্‌শাহের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন পদ, উপাধি, একাত্মতা, নৈকট্য, সংযোগ বা বন্ধন (লেইন)। শব্দটির অর্থ 'আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী' নয়। কারণ আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিক হতে এ অর্থ মোটেই সমর্থন করে না। তাছাড়া 'মধ্যস্থতাকারী আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে' এ ধারণাটাই কুরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাদীসেরও পরিপন্থী। আযান দেয়ার পর সাধারণত যে দোয়া পাঠ করা হয় এতে আছে 'হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সাঃ) কে উসিলা দান কর'। এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলা যেন নবী করীম (সাঃ) কে বেশি বেশি নৈকট্য ক্রমাগতভাবে দান করতে থাকেন। এর অর্থ কখনো এরূপ হতে পারে না যে আল্লাহ্ যেন তাঁর ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী দান করেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। [ক]যারা অস্বীকার করেছে পৃথিবীতে যা-ই আছে এর সবটাই যদি তাদের হতো এবং এ ছাড়াও অনুরূপ আরো (ধনসম্পদ) থাকতো তারা তা কিয়ামত দিবসের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বিনিময় হিসেবে দিতে চাইলেও তাদের কাছ থেকে কখনো তা গ্রহণ করা হতো না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে। কিন্তু তারা তা থেকে কখনো বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী আযাব।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। আর পুরুষ-চোর ও নারী-চোর উভয়ের ক্ষেত্রে তোমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলরূপে তাদের হাত কেটে দাও। (এটা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি[৭৪৪]। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ১৯; ৩৯ঃ৪৮।

৭৪৪। এ আয়াতে 'পুরুষ-চোর' এ কথাটি 'নারী-চোর' কথাটির পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ পুরুষেরাই সাধারণত চুরি করে বেশি। নারী চোর সংখ্যায় কম। আবার ২৪ঃ৩ আয়াতে ব্যভিচারিণীর উল্লেখ হয়েছে 'ব্যভিচারী'র পূর্বে। কারণ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অবৈধ সঙ্গমের প্রমাণ মিলে সহজে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রমাণ তত সহজে মিলে না। তাছাড়া অধিক পর্দা করার আদেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীলোককে। স্ত্রীলোক যথাযথ পর্দা না করার কারণেও অনেক সময় এ জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়। এ জন্যেও সম্ভবত ব্যভিচারিণীর উল্লেখ ব্যভিচারীর আগে করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় কুরআনের কথা অতিশয় প্রজ্ঞার সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। এমনকি শব্দ চয়নে বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলা এবং বিন্যাস রয়েছে। চুরি করার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তা খুবই কঠোর বলে মনে হয়। তবে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, অপরাধ নিবারণ করতে হলে শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হওয়া প্রয়োজন। সহস্র ব্যক্তিকে কুপথ থেকে বাঁচানোর জন্য একজনের প্রতি কঠোর হওয়া ভাল। কিন্তু একজনকে প্রশ্রয় দিয়ে হাজারো জনকে নষ্ট করা কোন মতেই ঠিক নয়। যে সার্জন পচনশীল অঙ্গকে কেটে ফেলে দেন তিনিই ভাল সার্জন। কেননা তিনি বাকী শরীরটাকে বাঁচালেন। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দিনে চোরের হাত কাটার ঘটনা বড় একটা ঘটেনি বললেই চলে। কারণ এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছিল কার্যকর প্রতিরোধক। আরব দেশে, যেখানে এ শাস্তিদান এখনো বলবৎ আছে সেখানে চুরির ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে। এ শাস্তির প্রকৃতরূপ বুঝার জন্য 'কাত্উ' 'ইয়াদ' (কর্তন ও হাত) শব্দ দু'টির আক্ষরিক ও রূপক অর্থ জানা দরকার। আরবীতে 'কাতাআ'হু বিল হুজ্জাতি' অর্থ 'সে যুক্তি দ্বারা তাকে নীরব করে দিল' (লেইন)। 'ইয়াদ' এর অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি অর্থে কর্মক্ষমতা বুঝায়। যেমন, 'কাতআ' ইয়াদাহু' রূপক অর্থে বুঝায়, তার কাজ করার ক্ষমতা রহিত করা হলো বা তাকে কাজ করা থেকে বিরত বা সংযত করা হলো। ১২ঃ৩২ দেখুন। শব্দ দু'টির এ তাৎপর্য অনুযায়ী এ আয়াতে 'ফাক্তায়্ আইদিয়াহুমা'র অর্থ এরূপ হতে পারে, তাদের চুরি করবার ক্ষমতা হরণ কর অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাতে তারা চুরি করতে না পারে। আক্ষরিক অর্থ নিলে এ আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা সর্বোচ্চ শাস্তি। আর এ শাস্তি সেই পাকা চোরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, চুরি করা যার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আর নিম্নতর শাস্তি হলো, এমন উপায় অবলম্বন করা যাতে অপরাধী ব্যক্তি চুরি করার ক্ষমতা হতে বিরত ও নিবৃত্ত থাকে। শাস্তি-দানের সময় কার্য-কারণ ও অবস্থা-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিয়ষাদিও বিবেচনা করতে হবে। 'আস্‌সারিক' শব্দের মাঝে 'আতিশয্যের ভাব' বিদ্যমান থাকায় সাধারণ চোর নয় বরং 'স্বভাব-চোর' বা 'পাকা চোর'কেই বুঝাচ্ছে। কী পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি চুরি করলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে এ নিয়েও জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিন দিরহাম বা সিকি দীনার চুরি করলে এ শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, গাছ থেকে ফল পাড়লে, কিন্তু ভ্রমণরত অবস্থায় চুরি করলে এ শাস্তি দেয়া যাবে না (দাউদ)। ইমাম্ আবূ হানীফা ১০ দিরহাম, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী ৩ দিরহাম চুরি করা এ শাস্তির জন্য ন্যূনতম সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ধর্ম বিশারদগণের মতানৈক্য এটাই প্রমাণ করে যে শাস্তি দানের ব্যাপারে এর প্রকৃতি, ধরন ও পরিমাণাদি নির্ণয়ে বিচারক বহুলাংশে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাতে পারেন।

৪০। কিন্তু [ক]কেউ অন্যায় করার পর তওবা করলে এবং শুধরে নিলে আল্লাহ্ অবশ্যই কৃপাভরে তার তওবা গ্রহণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٤٠

৪১। তুমি কি জান না, [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই? তিনি যাকে চান আযাব দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান[৭৪৫]।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤١

৪২। হে রসূল! 'আমরা ঈমান এনেছি' মৌখিকভাবে একথা বললেও যাদের অন্তর ঈমান আনেনি তাদের মাঝ থেকে এবং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মাঝ থেকেও যারা দ্রুত কুফরীতে ধাবমান তারা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। [গ]তারা অতি উৎসাহভরে মিথ্যা[৭৪৬] কথা শুনে (এবং) অন্য একটি জাতির কথাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে, যারা তোমার কাছে আসে নি। (প্রেরিত) [ঘ]বাণী যথাস্থানে রাখার পর তারা তা (সেখান থেকে) পরিবর্তন করে দেয়। তারা (নিজেদের সাথীদের) বলে, 'তোমাদের এভাবে (আদেশ) দেয়া হলে তা গ্রহণ করো এবং তোমাদের এভাবে (আদেশ) দেয়া না হলে দূরে সরে থেকো। আর আল্লাহ্ যাকে পরীক্ষা করতে চান সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র কবল থেকে তাকে (রক্ষা করার) কোন অধিকার তোমার নেই। এরাই সেইসব লোক যাদের হৃদয় আল্লাহ্ কখনো পবিত্র করতে চান না। এদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা (এবং) পরকালে এদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে এক মহা আযাব।'

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٤٢

৪৩। তারা মিথ্যা শুনতে অতি উদগ্রীব এবং [ঙ]হারাম খেতে ভীষণ অভ্যস্ত[৭৪৭]। অতএব তারা তোমার কাছে (বিচারপ্রার্থী হয়ে) এলে তুমি (চাইলে) তাদের মাঝে মীমাংসা করতে পার অথবা তাদের উপেক্ষাও করতে পার। আর তুমি তাদের

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

দেখুন ঃ ক.৬ঃ৫৫; ২০ঃ৮৩; ২৫ঃ৭২; খ. ৫ঃ১৮-১৯;৪৮ঃ১৫; গ. ৯ঃ৪৭; ঘ. ২ঃ৭৬; ৩ঃ৭৯; ৪ঃ৪৭; ঙ. ৫ঃ৬৩,৬৪।

৭৪৫। ভাষার এরূপ ব্যবহার দ্বারা এটা মনে করা ঠিক হবে না যে মহাবিশ্বের ঐশী-শাসন-প্রশাসনে কোন নিয়ম-নীতি বা রীতি– পদ্ধতি নেই, আল্লাহ্ যখন যেমন খুশী তেমনই করে থাকেন। এরূপ প্রকাশ ভঙ্গী দ্বারা এতটুকুই বুঝায়, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব জগতের সর্বোচ্চ ও পরমতম কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর কথাই সর্বোচ্চ আইন। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই, কোন আপীলেরও সুযোগ নেই।

৭৪৬। এর অর্থ এরূপও হয়ঃ (১) তারা মিথ্যা কথা বানাবার উদ্দেশ্যে শুনতে আসে, (২) নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে অন্যেরা যত মিথ্যা কথাই বলে, তারা সেগুলোকে সত্য বলে মনে করে।

৭৪৭। 'সুহ্‌ৎ' অর্থ, নিষিদ্ধ বস্তু, যা ঘৃণ্য ও বদ্‌নামযুক্ত, বিচারক বা প্রশাসককে দেয়া ঘুষ, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ বস্তু (লেইন)।

فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٣﴾

উপেক্ষা করলে তারা কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি যদি বিচার কর তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪। আর (তাদের দৃষ্টিতে) তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্বলিত তওরাত রয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে তোমাকে বিচারক মানতে পারে[৭৪৮]? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে। আর তারা কখনো ঈমান আনার পাত্র নয়।

৬ [৯] ১০ ع

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। নিশ্চয় আমরা [ক]তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে হেদায়াত ও নূর ছিল। (আল্লাহ্‌তেই) আত্মসমর্পিত নবীরা এ দিয়ে ইহুদীদের মাঝে মীমাংসা করতো। আর একইভাবে আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিরা[৭৪৯] এবং (তওরাতের) আলেমরাও[৭৫০] (মীমাংসা করতো)। কেননা তাদের ওপর আল্লাহ্‌র কিতাবের সুরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সাক্ষী ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার [খ]আয়াতকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করো না। আর [গ]আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ

৪৬। আর আমরা এ (তওরাতে) তাদের জন্য বিধান জারী করেছিলাম, নিশ্চয় প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত ও (অন্যান্য) আঘাতের জন্যে রয়েছে সমান সমান প্রতিশোধ[৭৫১]। আর কেউ স্বেচ্ছায় (প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি) ক্ষমা করে দিলে তা

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯২; ৭ঃ১৫৫; খ. ২ঃ৪২; গ. ৫ঃ৪৬,৪৮।

৭৪৮। এ আয়াতের অর্থ, রসূলে করীম (সাঃ) এর সময়ে তওরাত যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই তা বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌র বাণীরূপে ব্যবহারযোগ্য ছিল এমন নয়। কুরআন শুধু এটুকু বলতে চায়, তওরাত সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা এরূপ ছিল। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন, তওরাতের বর্তমান অবস্থায় তা সম্পূর্ণরূপে সত্য বিবর্জিত বলেও কুরআন মনে করে না। কুরআনের মতে তওরাতে মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও এতে কতগুলো সত্য কথা মৌলিক ও সাবেক আকারে বিদ্যমান রয়েছে (২ঃ৭৯)। এ আয়াতটি বলছে, তওরাত মৌলিক আকারে ও পবিত্রতায় বনী ইস্রাঈল জাতির জন্য সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত সত্য ধর্মগ্রন্থরূপে ঠিক ছিল। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কুরআনই হলো সর্বকালের সর্ব মানবের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ অনুমোদিত ধর্মগ্রন্থ।

৭৪৯। ৩৩২-ক টীকা দেখুন।

৭৫০। 'আহ্‌বার' শব্দটি 'হিব্‌র'-এর বহুবচন, অর্থ ইহুদীদের আলেম, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি (লেইন)। এ আয়াতে কুরআন পূর্ববর্ণিত আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা আরো জোরদার করেছে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর পরবর্তী নবীগণও যখন তওরাত অনুযায়ী মীমাংসা করেছেন তখন অন্য কে আছে, যে তাদের ঝগড়া-বিবাদ তওরাতের নিয়ম অনুযায়ী মীমাংসা করবে না?

৭৫১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

তার পক্ষে 'কাফ্ফারা' (অর্থাৎ পাপ মোচনের উপায়) হবে। আর [ক]আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই যালেম।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর [খ]তাদেরই (অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত নবীদের) ধারাবাহিকতায় আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে তওরাতের [গ]সত্যায়নকারীরূপে পাঠিয়েছিলাম, যা তার সামনে রয়েছে। আর তওরাতের যা তার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে আমরা তাকে হেদায়াত ও নূর সম্বলিত ইন্‌জীল দিয়েছিলাম এবং (তা) ছিল মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর আল্লাহ্ এ (ইন্‌জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন ইন্‌জীল অনুসারীদের তা দিয়েই মীমাংসা করা উচিত। আর [ঘ]আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারাই দুষ্কর্মপরায়ণ।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ

৪৯। আর (পূর্ববর্তী) কিতাবের যা এর সামনে আছে এর সত্যায়নকারী ও তত্ত্বাবধায়করূপে [ঙ]আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি[৭৫২]। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে [চ]মীমাংসা কর। আর তোমার কাছে সমাগত সত্যকে পরিত্যাগ করে তুমি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধান[৭৫৩] ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলাম। আর আল্লাহ্ যদি [ছ]চাইতেন তোমাদের সবাইকে তিনি

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৫,৪৮; গ. ২ঃ৮৮; ৫৭ঃ২৮; খ. ৩ঃ৫১; ৬১ঃ৭; ঘ. ৫ঃ৪৫,৪৬; ঙ. ৩৯ঃ৩; চ. ৫ঃ৫০; ছ. ১০ঃ১০০; ১১ঃ১১৯; ১৬ঃ১০।

৭৫১। যাত্রাপুস্তক-২১ঃ২৩-২৫ এবং লেবীয় পুস্তক ২৪ঃ১৯-২১ দেখুন। 'কেউ স্বেচ্ছায় (প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি) ক্ষমা করে দিলে' বাক্যাংশটি ক্ষমার মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করা ইন্‌জীলের একচেটিয়া শিক্ষা বলে খৃষ্টানদের যে গর্ব তাও খর্ব করে। মূসা (আঃ) এর শিক্ষাতেও ক্ষমার স্থান ছিল। তবে মূসা (আঃ) এর শিক্ষাতে প্রতিশোধ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছিল, আর ঈসা (আঃ) এর শিক্ষাতে ক্ষমা ও প্রতিরোধহীনতার উপর জোর দেয়া হয়েছিল বেশি।

৭৫২। 'মুহায়মিন' মানে সাক্ষী, শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী, মানুষের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক ও পর্যবেক্ষক, অভিভাবক ও রক্ষাকারী (লিসান)। এখানে কুরআনকে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর রক্ষক ও অভিভাবক আখ্যা দেয়া হয়েছে। কুরআনের রক্ষক বা অভিভাবক হওয়ার অর্থ হলো কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অমর ও চিরস্থায়ী শিক্ষা ও মূল্যবোধ নিজের মধ্যে সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করেছে এবং যে শিক্ষা ও মূল্যবোধ সাময়িক প্রয়োজনের তাকিদে সেই গ্রন্থগুলোতে সংযোজিত হয়েছিল কিন্তু এখন মানবজাতির প্রয়োজন উপযোগী নয় সেগুলোকে কুরআন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কুরআনের অভিভাবকত্ব এ অর্থেও স্বীকার্য, কুরআন আল্লাহ্‌র হেফাযতের (সংরক্ষণের) প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমুক্ত রয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ঐশী সংরক্ষণের এ মহা আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত।

৭৫৩। 'শের্'আহ্' বলতে আল্লাহ্ তাআলার বিধানে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম সম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলোকে বুঝায়, বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্য পথ (লেইন)। 'মিন্‌হাজ' মানে প্রকাশ্য, সহজবোধ্য পথ ও পন্থা (লেইন)। আল্ মুবার্‌রাদ বলেন, প্রথমোক্ত শব্দটি রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি পথের চলার রাস্তাটিকে বুঝায় (কাদীর)। অতএব শের'আহ্ সেইসব আইনকে বুঝায় যেগুলো আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত এবং 'মিনহাজ' জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। শের'আহ্‌র আরেক অর্থ পানিতে উপস্থিত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٩﴾

একই উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব [ক]তোমরা সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এরপর যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তিনি তোমাদের তা অবহিত করবেন।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। আর (হে রসূল!) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে তুমি তাদের মাঝে [খ]মীমাংসা কর এবং তুমি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো যেন আল্লাহ্ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন এর কোন অংশ সম্পর্কে তারা তোমাকে [গ]পরীক্ষায় ফেলতে না পারে। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ তাদের কোন কোন পাপের জন্য অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মাঝে অনেকেই দুষ্কর্মপরায়ণ।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥١﴾ ع

৫১। তবে কি তারা অজ্ঞযুগের[৭৫৪] বিধান[৭৫৫] চায়? আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম বিচারক আর কেউ নেই।

৭
[৭]
১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে [ঘ]গ্রহণ করো না[৭৫৬]। তারা একে অপরের বন্ধু[৭৫৭]। আর তোমাদের কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে নিশ্চয় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (বলে গণ্য) হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেমদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৩৫; ৩৫ঃ৩৩; খ. ৫ঃ৪৯; গ. ১৭ঃ৭৪; ঘ. ৩ঃ২৯,১১৯; ৪ঃ১৪৫; ৫ঃ৫৮; ৬০ঃ১০।

হওয়ার পথ। এতে বুঝা যায় মানবকে আল্লাহ্ তাআলা এমন সব উপায়-উপকরণ দ্বারা ভূষিত করেছেন যাতে সে আধ্যাত্মিক পানির প্রস্রবণে পৌঁছতে পারে এবং ঐশী-বাণী লাভ করতে পারে।

৭৫৪। ইসলাম-পূর্ব সময় ও অবস্থা, অজ্ঞতার অবস্থা।

৭৫৫। 'হুক্‌ম' অর্থ বিচার, নিয়ম, আওতা, কর্তৃত্ব, শাসন, অধ্যাদেশ, বিচারের রায়, বিধান, বিপদাবস্থা (লেইন)।

৭৫৬। এ আয়াতের তাৎপর্য এটা নয় যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তথা অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি ন্যায়ানুগ ও হিতকামী ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অনুৎসাহিত করা হয়েছে। এ আয়াত প্রকৃতপক্ষে সেইসব ইহুদী ও খৃষ্টানের সংশ্রব ত্যাগের কথা বলছে যারা মুসলমানের সাথে যুদ্ধরত আছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

৭৫৭। ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা নিজেদের মধ্যকার মতভেদ ভুলে যায় এবং একজোট হয়ে ইসলামের শত্রুতা করে। নবী করীম (সাঃ) বড় খাঁটি কথা বলেছেন, 'আল্ কুফ্‌রু মিল্লাতুওঁ ওয়াহিদাহ্' (কাফিররা সকলে একই দলভুক্ত)। অর্থাৎ সকল প্রকারের অবিশ্বাসী পরস্পরের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যায়।

৫৩। আর যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদেরকে এদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মাঝে ছুটাছুটি করতে দেখবে। তারা বলে, 'আমরা ভয় করছি, না জানি কখন আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়[৭৫৮] ঘটে।' অতএব আল্লাহ্ খুব সম্ভব (তোমাদের) [ক]বিজয়[৭৫৯] দিবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবেন যার ফলে তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন করছে এর জন্য লজ্জিত হবে।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, "এরাই কি আল্লাহ্‌র নামে নিজেদের (পক্ষ থেকে) দৃঢ় কসম খেয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয় তারা তোমাদেরই দলভুক্ত'? তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মাঝে যে [খ]নিজ ধর্ম ত্যাগ করে (সে জেনে রাখুক তার পরিবর্তে) আল্লাহ্ অবশ্যই এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে[৭৬০]। এরা মু'মিনদের প্রতি কোমল হবে (এবং) কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। এরা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা (ও) সর্বজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। তোমাদের [গ]বন্ধু কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিনরা, যারা (পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে) তাঁর প্রতি বিনত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আর যে আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় [ঘ]আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

৮ [৬] ১২

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ৩০; খ. ৩ঃ১৪৫; গ. ২ঃ২৫৮; ৩ঃ৬৯; ঘ. ৫৮ঃ২৩।

৭৫৮। 'দাইরাহ্' অর্থ ভাগ্য-বিপর্যয়, বিশেষত দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, বিপদ, পরাজয় অথবা পলায়ন, হত্যা বা মৃত্যু (লেইন)।

৭৫৯। 'ফাৎহ্'-বিজয়। এ আয়াতে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তা মক্কা-বিজয়ের কথাও হতে পারে অথবা অন্যান্য সাধারণ বিজয়ের কথাও হ'তে পারে। 'বিজয়ের' পরে 'এমন কোন সিদ্ধান্তের' উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজয় নিজেই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারপর অন্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় বিজয়ের পরে বিজয় থেকেও বড় কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে। সে ঘটনাও সত্যই ঘটেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সারা আরবদেশের সকল প্রকারের বিভক্ত অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণপূর্বক অভাবনীয়ভাবে এক ঝাণ্ডার তলে সমবেত হলো এবং ইসলামই হয়ে গেল সমগ্র আরব উপদ্বীপের একমাত্র ধর্ম।

৭৬০। যদি এমন দেখা যায়, কোন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন কমছে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না তাহলে সে ধর্মকে মৃত গণ্য করতে হবে।

৫৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মাঝে [ক]যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় বানিয়েছে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা [খ]বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[৭৬১]। আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর তোমরা যখন নামাযের জন্য লোকদের ডাক তখন এরা একে ঠাট্টা ও ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় মনে করে। এর কারণ হলো, এরা এমন লোক যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কি আমাদের শুধু এজন্য দোষারোপ করে থাক যে [গ]আমরা আল্লাহ্‌তে, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং যা ইতোপূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতেও ঈমান এনেছি[৭৬২]? আসলে তোমাদের অধিকাংশই দুষ্কর্মপরায়ণ।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। তুমি বল, 'এর চেয়েও[৭৬৩] নিকৃষ্ট কিছু যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিফলরূপে (তোমাদের জন্য) রয়েছে আমি কি তোমাদের (তা) অবহিত করবো? আল্লাহ্ যাদের [ঘ]অভিশাপ দিয়েছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের একাংশকে তিনি বানর ও শূকর করে দিয়েছেন[৭৬৪] এবং যারা [ঙ]শয়তানের উপাসনা করেছে [চ]এরাই অবস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে সরে গেছে।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭১; ৭ঃ৫২; খ. ৩ঃ২৯,১১৯; ৪ঃ১৪৫; ৫ঃ৫২; ৬০ঃ১০; গ. ৭ঃ১২৭; ৬০ঃ২; ঘ. ২ঃ৬৬; ৭ঃ১৬৭; ঙ. ২ঃ২৫৮; ৪ঃ৫২; চ. ১২ঃ৭৮; ২৫ঃ৩৫।

৭৬১। পূববর্তী ৫২নং আয়াতে মুসলমান বিরোধী অবিশ্বাসীদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও শত্রুতার কারণে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বারণ করার আরো কারণ দেখানো হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলমানেরা সদাচার-সুলভ লেন-দেন করবে না বা তাদের উপকার করবে না বা তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে না, এর অর্থ এমন নয়। তবে তাদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে তুলে নিজেদের ধর্মের গ্লানি ও অবমাননা ঘটাবে না।

৭৬২। 'হাল' একটি প্রশ্নবোধক উপসর্গ, যার পরে 'ইল্লা' শব্দ ব্যবহৃত হলে বাক্যটি না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই যেভাবে অনুবাদ করা হয়েছে তাছাড়াও এর অর্থ হতে পারে, 'আমরা বিশ্বাস এনেছি, এছাড়া আমাদের অন্য কোন দোষতো তোমরা দেখাতে পার না।' কখনো কখনো এ উপসর্গটি হাঁ-বোধক বিবৃতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটা হয়েছে ৭৬ঃ২ আয়াতে।

৭৬৩। 'যালিকা' বলতে এখানে মুসলমানের ওপর অত্যাচারকে বুঝাতে পারে অথবা তাদের উপর অত্যাচারীদেরকেও বুঝাতে পারে।

৭৬৪। 'বানর' ও 'শূকর' শব্দগুলো এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতেক শ্রেণীর পশুরই স্বকীয় ও বিশিষ্ট স্বভাব রয়েছে, যা সেই পশুর নাম না নিয়ে অন্যভাবে সম্যক বর্ণনা করা যায় না। বানর অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়, নকল-পারদর্শী। আর শূকর দুর্গন্ধ ও ময়লাপ্রিয়, নির্লজ্জ ও নির্বোধ স্বভাবের জীব। 'যারা শয়তানের উপাসনা করেছে' কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় বানর ও শূকর বলতে বানর-চরিত্রের ও শূকর-স্বভাবের মানুষকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। ১০৭ নং টীকা দেখুন।

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوٓا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِۦ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'[৭৬৫], অথচ তারা (তোমাদের মাঝে) কুফরীসহই প্রবেশ করেছিল এবং তারা তা নিয়েই বের হয়ে গেল। আর তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা সবচেয়ে বেশি জানেন।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের এবং [ক]তাদের হারাম খাওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে দেখবে। তারা যা করছে অবশ্য তা খুবই মন্দ।

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। আল্লাহ্‌ভক্তরা এবং (আল্লাহ্‌র বাণী সংরক্ষণে নিযুক্ত) আলেমরা তাদেরকে পাপকথা বলতে[৭৬৬] ও হারাম খেতে কেন বারণ করে না? তারা যা করতো অবশ্যই তা অত্যন্ত [খ]মন্দ।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي

৬৫। আর [গ]ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।' এদের (নিজেদেরই) হাত বাঁধা[৭৬৭]। আর তারা যা বলে এর দরুন তারা অভিশপ্ত। বরং তাঁর উভয় হাতই[৭৬৮] প্রশস্ত। তিনি যেভাবে চান খরচ করেন। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি [ঘ]যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবশ্যই এদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অস্বীকারকেই বাড়িয়ে দিবে। আর আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মাঝে [ঙ]শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই [চ]যুদ্ধের আগুন[৭৬৯] জ্বালায় তখনই আল্লাহ্ তা নিবিয়ে দেন। আর তারা পৃথিবীতে

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৩; খ. ৫ঃ৮০; গ. ৩ঃ১৮২; ৩৬ঃ৪৮; ঘ. ৫ঃ৬৯; ঙ. ৩ঃ৫৬; ৫ঃ১৫; চ. ২ঃ১৮।

৭৬৫। 'আমরা ঈমান এনেছি' বলে ইহুদীরা কেবল মু'মিনদের নকল করে ও প্রবঞ্চনা করে। তারা এ বাক্যটিকে বুঝে বা হৃদয়ঙ্গম করে বলে না, বরং ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে। এরূপ নকলপনা দ্বারা তারা পূর্ব আয়াতে বর্ণিত বানরের অনুকরণ প্রিয়তার স্বভাবই নিজেদের মাঝে প্রদর্শন করে।

৭৬৬। 'ইসম' (পাপ) যা সাধারণত করা হয়, উচ্চারণ করা হয় না। তাই অনেক তফ্সীরকার বলেছেন, এখানে 'কউল' (কথা-বার্তা) শব্দটি 'করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে খুব সম্ভবত 'কউল' শব্দটি 'ইসম'এর ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়ে পাপ কথা বলা ও পাপ কাজ করা উভয় অর্থই প্রকাশ করেছে।

৭৬৭। 'এদের (নিজেদেরই) হাত বাঁধা', বাক্যটির তাৎপর্য হলো, ইহুদীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা' তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ডেকে আনবে, যার ফলে তারা হীনমনা কৃপণে পরিণত হবে।

৭৬৮। হাত ক্ষমতার প্রতীক। প্রসারিত, খোলা ও মুক্ত হাত একদিকে যেমন অনুগ্রহরাজি বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে তেমনি অপরাধীদের ধরে শাস্তি দানেরও ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ্ তাআলার উভয় হাতই পূর্ণ, মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি একহাতে বিশ্বাসীদেরকে প্রাচুর্যে ভরে দেন এবং অন্য হাতে ইহুদীদের বে-আদবীর জন্য শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

৭৬৯। এ বাক্যটি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাবার জন্য আরব পৌত্তলিকদেরকে শত্রুভাবাপন্ন ইহুদীরা যে নানাভাবে উত্তেজিত করতো ও উস্কানী দিত, সে কথাই বলছে। ইহুদীরা স্বয়ং ইসলাম বিরোধী শত্রুতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতো।

الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۶۵﴾

নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۶۶﴾

৬৬। [ক]আর আহ্‌লে কিতাব যদি ঈমান আনতো এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের দোষত্রুটি দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে[৭৭০] তাদের প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۷﴾ ع

★ ৬৭। [খ]আর তারা যদি তওরাত ও ইন্‌জীলের (শিক্ষা) ও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের ওপর থেকেও এবং তাদের নিচ থেকেও (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেয়ামত) ভোগ করতো[৭৭১]। তাদের মাঝে একদল মধ্যপন্থী আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করছে তা অতি জঘন্য।

৯ [১০] ১৩

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (মানুষের কাছে ভালভাবে) [গ]পৌঁছে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না[৭৭২]। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের (কবল) থেকে রক্ষা করবেন[৭৭৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের হেদায়াত দেন না।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯৭; খ. ৫ঃ৪৮; গ. ৬ঃ২০।

৭৭০। 'নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে' বলতে 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আবাস' এবং 'পূর্ণ আধ্যাত্মিক আনন্দাবস্থা' বুঝায়। 'বেহেশ্‌ত', 'বাগান' এর গুণাবলী প্রকাশ করতে কুরআন চারটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছেঃ (১) নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ যেমন আলোচ্য আয়াত, (২) 'চিরস্থায়ী বাসোপযোগী জান্নাতসমূহ' (৩২ঃ২০), (৩) 'চিরস্থায়ী বাগানসমূহ' (৯ঃ৭২) এবং (৪) 'জান্নাতুল ফিরদাউস' সার্বিক বৈশিষ্ট্যময়-বাগান (১৮ঃ১০৮) এসব গুণ-প্রকাশক নাম বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতীক এবং বেহেশ্‌তের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকাশকও বটে।

৭৭১। (১) তারা আল্লাহ্ তাআলার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতো। ওহী-ইলহাম ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে জুটতো এবং জাগতিক উন্নতিতেও তারা এগিয়ে যেত, (২) তারা উপর থেকে সময়মত বৃষ্টি লাভ করতো এবং নিচে পৃথিবীও তাদের জন্য পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করতো, (৩) আল্লাহ্ তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় কল্যাণই নিশ্চিত করতেন।

৭৭২। নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার বাণী প্রচার করতে কখনো কোন কুণ্ঠা বা আলস্য দেখিয়েছেন, এ বাক্যটি এ কথা ইঙ্গিত করে না। তিনিতো এ কাজেই দিন-রাত মশগুল থাকতেন। অতএব বাক্যটি একটি সাধারণ নীতি মাত্র বর্ণনা করছে, যে ব্যক্তি একটি বিশেষ বাণীবাহকরূপে প্রেরিত হয় সে যদি বাণীটির সবটা না পৌঁছায় এবং কোন অংশ পৌঁছাতে ভুলে যায় তাহলে সে প্রকৃত বাণী-বাহকই হতে পারে না।

৭৭৩। এ বাক্যের তাৎপর্য হলো, রসূলে করীম (সাঃ) এর অস্বীকারকারী শত্রু চরম চেষ্টা করেও এবং শত রকমের ষড়যন্ত্র করেও তাঁকে হত্যা করতে পারবে না এবং এমনভাবে জখম বা পঙ্গু করতে পারবে না যাতে তিনি স্বীয় কর্তব্য সাধনে অক্ষম হয়ে পড়েন। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা-ব্যবস্থা তাঁকে ঘিরে রাখবে।

৬৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তওরাত ও ইন্‌জীলের (শিক্ষা) এবং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই[৭৭৪]।' আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অবশ্যই অনেকেরই [ক]বিদ্রোহ ও অস্বীকারকে বাড়িয়ে দিবে। সুতরাং তুমি অস্বীকারকারীদের জন্য আক্ষেপ করো না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। [খ]মু'মিন, ইহুদী, সাবী[৭৭৫] এবং খৃষ্টানদের (মাঝে) যে-ই আল্লাহ্‌তে ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের কোন ভয় থাকবে না আর [গ]তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইস্‌রাঈলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের প্রতি অনেক রসূল[৭৭৬] পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে [ঘ]যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে আসতো যা তাদের মনঃপূত হতো না তখনই (তাদের) এক দলকে তারা প্রত্যাখ্যান করতো এবং অন্য এক দলের কঠোর বিরোধিতা করতো।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧١﴾

৭২। আর তারা মনে করেছে, (এর ফলে) কোন বিপর্যয় ঘটবে না। অতএব তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। পরে আল্লাহ্ তাদের তওবা গ্রহণ করলেন। তবুও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধিরই রয়ে গেল। আর তারা যা করে আল্লাহ্ এর পুরোপুরি দ্রষ্টা।

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। যারা বলে, 'নিশ্চয় মসীহ্ ইবনে মরিয়মই হলো আল্লাহ্' [ঙ]তারা অবশ্যই কুফরী করেছে। অথচ মসীহ্ নিজেই বলেছিল,'হে বনী ইস্‌রাঈল! [চ]তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৬৫; খ. ২ঃ৬৩; ২২ঃ১৮; গ. ২ঃ৬৩; ঘ. ২ঃ৮৮; ঙ. ৪ঃ১৭২; ৫ঃ১৮; ৯ঃ৩০; চ. ৫ঃ১১৮; ১৯ঃ৩৭।

৭৭৪। সূরা বাকারার ১১৪ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরকে ভিত্তিহীন বলাতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এখানে এ আয়াতে কুর্‌আন স্বয়ং তাদেরকে 'তোমারে কোন ভিত্তি নেই' বলে বর্ণনা করেছে। তবে এ দু'টি বর্ণনার মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সূরা বাকারার ১১৪ আয়াতে 'ভিত্তিহীন' বলাটা ছিল শর্তহীন, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের কোন ভিত্তি নেই' কথাটির সাথে 'তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত' শর্তটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৭৭৫। ১০ নং টীকা দেখুন।

৭৭৬। এ আয়াতের সঙ্গে ৫ঃ ১৩ তুলনা করলে বা মিলিয়ে দেখলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এ আয়াতের 'অনেক রসূল' ও ৫ঃ ১৩ তে বর্ণিত ১২ জন নেতা সমার্থক, তাঁরা অভিন্ন।

প্রভু-প্রতিপালক[৭৭৭]। নিশ্চয় যে আল্লাহ্‌র শরীক করে তার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন এবং আগুনই তার ঠাঁই। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٣﴾

★ ৭৪। যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিন জনের একজন' [ক]তারা অবশ্যই কুফরী করেছে[৭৭৮]। অথচ এক উপাস্য ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর তারা যা বলছে তারা এথেকে বিরত না হলে তাদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের আঘাত হানবে।

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ্ (তো) অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী[৭৭৯]।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٥﴾

★ ৭৬। মরিয়মের পুত্র মসীহ্ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সব রসূল অবশ্যই গত হয়ে গেছে। আর তার মা ছিল একজন 'সিদ্দীকা'। [খ]তারা উভয়েই খাবার খেত[৭৮০]। দেখ! কিভাবে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি। আবার দেখ! তাদেরকে কোন্ দিকে বিপথগামী করা হচ্ছে।

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। তুমি বল, [গ]'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করছ যে তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না এবং কোন উপকারও (করতে পারে) না[৭৮১]। আর আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭২; খ. ২১ঃ৯; গ. ৬ঃ৭২; ১০ঃ১০৭; ২১ঃ৬৭; ২২;১৩।

৭৭৭। 'আল্লাহ্‌ই আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক' এ শিক্ষা যে ঈসা (আঃ) প্রচার করেছিলেন তা বর্তমানের বিকৃত ইন্‌জীল থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় (মথি-৪ঃ১০, লুক-৪ঃ৮)।

৭৭৮। এ আয়াতে খৃষ্টানদের 'ত্রিত্ববাদ' এর কথা বলা হয়েছে। এ এক অবোধগম্য বিশ্বাস। খোদা তিনে এক, একে তিন, তিন মিলিয়ে এক-পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা-প্রত্যেকেই সমান ও স্বতন্ত্র খোদা এবং সকলে মিলে একই খোদা-এ ধর্মমত জটিল ও অযৌক্তিক। এ ধর্মমত 'নীসিন কাউন্সিল' (Nicene council) বিশেষত এথেনেসিয়ান ধর্মমত (Athenasian Creed) দ্বারা প্রথমে রূপ লাভ করে। এ ত্রিত্ববাদই এখন খৃষ্টানদের মূল ধর্ম-বিশ্বাস।

৭৭৯। মানুষের মুক্তি বা পাপ-মুক্তির জন্য কোন প্রতিনিধির কুরবানী করা প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ তাআলাই সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ক্ষমা আকর্ষণ করে এবং ক্ষমা পায়।

৭৮০। ঈসার 'ঈশ্বরত্বে' বিশ্বাস এক অলীক ধারণা। এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি যুক্তি দেয়া হয়েছে ঃ (ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অন্যান্য রসূল থেকে কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন না, (খ) তিনি মাতৃ-গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, (গ) অন্যান্য সব মানুষের মত তিনিও প্রাকৃতিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিয়মাধীন ছিলেন। প্রকৃতির যতসব নিয়ম-কানুন মানুষের জন্য প্রযোজ্য এর সবকিছুই ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। ঈসা (আঃ) এর একটিরও উর্ধ্বে ছিলেন না।

৭৮১। নিজ খেয়াল খুশীমত ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতাও ঈসা (আঃ)এর ছিল না। তিনি মানুষের দোয়া কবুল করতে পারতেন না। তিনি মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না এবং তা পূরণ করতেও পারতেন না। এ সব কিছুতেই অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٧٨ ع

১০ [১১] ১৪

৭৮। তুমি বল, [ক]'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং এমন জাতির কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٧٩

৭৯। বনী ইস্রাঈলের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে [খ]অভিসম্পাত করা হয়েছে[৭৮২]। এটা হয়েছিল তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٨٠

★ ৮০। তারা যেসব অন্যায় করতো তা থেকে [গ]তারা একে অন্যকে বারণ করতো না[৭৮৩]। তারা যা করতো নিশ্চয় তা খুবই মন্দ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝٨١

৮১। তুমি তাদের অনেককে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে দেখবে। তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য যা অর্জন করেছে তা নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ। ফলে [ঘ]আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারা দীর্ঘকাল আযাবে থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨٢

৮২। আর তারা যদি আল্লাহ্‌তে, এ নবীর[৭৮৪] প্রতি এবং যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান আনতো তাহলে তারা এ (কাফিরদের) বন্ধু বানাতো না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ দুষ্কর্মপরায়ণ।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭২; খ. ৩ঃ৮৮; ৪ঃ৪৮; গ. ৫ঃ৬৪; ঘ. ৩ঃ১৬৩।

৭৮২। ইস্রাঈলী নবীদের মাঝে দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন। ঈসা (আঃ) এর প্রতি তাদের অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তারা তাকে ক্রুশে পর্যন্ত ঝুলিয়েছিল। দাউদ (আঃ) কে তারা কত বীভৎস যন্ত্রণা দিয়েছিল তা দাউদ (আঃ)এর বেদনা ভারাক্রান্ত, মর্মস্পর্শী গীতসংহিতাতে বর্ণিত রয়েছে। দুঃসহ বেদনা থেকে উদ্ভূত তাঁদের উভয়ের হৃদয়-নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ইহুদীদের অভিশপ্ত করেছে। দাউদের অভিশাপের কারণে বনী ইসরাঈল ব্যাবিলন সম্রাট নবুখদ নিৎসর কর্তৃক শাস্তি পেয়েছিল। সে খৃঃ পূঃ ৫৫৬ সনে জেরুযালেম ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে নিয়ে যায় আর ঈসা (আঃ) এর অভিশাপে তারা রোমান সম্রাট টাইটাসের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। সে ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুযালেম দখল করে শহরটিকে ধ্বংস করে এবং ইহুদীদের উপসনালয়ে সবচেয়ে ঘৃণিত প্রাণী শূকর বলি দেয়।

৭৮৩। ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের অন্যতম কারণ হলো তাদের ব্যাপক দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতির ব্যাপারে পরস্পরকে বারণ করার কোন লোকই ছিল না।

৭৮৪। এ আয়াতে উল্লেখিত 'আন্নাবী' দ্বারা মহানবীকে বুঝিয়েছে। কেননা কুরআনে যেখানেই 'আল্লাহ্‌র নবী' বলা হয়েছে, সেখানেই বিনা ব্যতিক্রমে নবী করীম (সাঃ)কে বুঝিয়েছে। এমন কি ইন্‌জীল মহানবী (সাঃ)কে 'সেই নবী' বলে উল্লেখ করেছে (যোহন ১ঃ২১,২৫), অর্থাৎ 'সেই নবী' যার আগমনের কথা দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮ তে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত রয়েছে।

৮৩। তুমি মু'মিনদের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে নিশ্চয় ইহুদীদেরকে এবং মুশরিকদেরকে সবচেয়ে বেশি কঠোর দেখতে পাবে। আর যারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা খৃষ্টান', তুমি তাদেরকে মু'মিনদের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী দেখবে। এর কারণ হলো তাদের মাঝে কিছু ধর্মীয় পন্ডিত[৭৮৫] ও কিছু সংসারত্যাগী সাধু[৭৮৬] রয়েছে। আর (এর আরো কারণ হলো) তারা অহংকার করে না[৭৮৭]।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। আর এ রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তারা যখন তা শুনে তখন সত্যকে চিনতে পারার দরুন তুমি তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু[৭৮৮] বেয়ে পড়তে দেখবে। তারা বলে, [ক]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত কর।'

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫। আর আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যেন আমাদের সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন - [খ]আমাদের এ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আমাদের কী হয়েছে, আমরা কেন আল্লাহ্‌তে ও আমাদের কাছে সমাগত সত্যে ঈমান আনবো না?

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৫৪,১৯৪; খ. ২৬ঃ৫২।

৭৮৫। 'ক্বিস্‌সীস' অর্থ খৃষ্টানদের মাঝে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পণ্ডিত, খৃষ্টান জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি জ্ঞান সাধনা করে বহু জ্ঞান লাভ করেছেন, খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (লেইন)।

৭৮৬। 'রোহ্‌বান' 'রাহিবে'র বহুবচন। রা-হিব অর্থ সন্ন্যাসী, খৃষ্টান তাপস, সংসার ত্যাগী ধর্মসাধক, যে ব্যক্তি হুজ্‌রা কিংবা ধর্মমন্দিরে ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে (লেইন)।

৭৮৭। এ বাক্যটি কেবল মহানবী (সাঃ) এর সময়ের জন্য প্রযোজ্য। খৃষ্টানদের এ সদ্ভাব চিরস্থায়ী থাকার কথা ছিল না। কুরআন অন্যস্থলে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে, এক সময়ে খৃষ্টানেরা তাদেরকে চারদিক থেকে আক্রমণ করবে এবং মুসলমানেরা তাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে (২১ঃ৯৭)। হাদীসেও এমন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। ইতিহাস এ অর্থ ও ব্যাখ্যার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আবিসিনীয়ার খৃষ্টান বাদশা নাজ্জাশী মুসলমান মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মিশরের খৃষ্টান শাসনকর্তা মুকাওকিস নবী করীম (সাঃ)কে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। বিনয় ছিল সে সময়ের খৃষ্টানদের এক অমূল্য ভুষণ। নবী করীম (সাঃ) এর প্রেরিত পত্র রোমের খৃষ্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কীভাবে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং একইভাবে লিখিত নবী করীম (সাঃ) এর পত্র পৌত্তলিক পারস্য সম্রাট (খসরু) কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল, তা তুলনা করলেই খৃষ্টানদের সে কালের মানসিক উৎকর্ষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

৭৮৮। সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী খৃষ্টানদের কথা এখানে বলা হলেও এ আয়াতটি নাজ্জাশীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়। আবিসিনীয়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য গমনকারী মুসলমানদের মুখপাত্র রসূলে করীম (সাঃ) এর চাচাত ভাই জা'ফর (রাঃ) যখন সূরা মরিয়মের প্রথম কয়েকটা আয়াত নাজ্জাশীকে পড়ে শুনালেন তখন নাজ্জাশীর গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো এবং তিনি আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তার বিশ্বাসও ঠিক অনুরূপ। তিনি ঈসা (আঃ)কে এর চাইতে তিল পরিমাণেও বেশি কিছু মনে করেন না (হিশাম)।

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬। সুতরাং [ক]তাদের এ কথা বলার দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে এমন সব জান্নাত দান করলেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ-ই হলো সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান।

১১ [৯] ১

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٧﴾ ع

৮৭। আর [খ]যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই জাহান্নামী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই [গ]পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯। আর [ঘ]আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা হালাল ও উত্তম জিনিষ খাও এবং সেই আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০। তোমাদের নিরর্থক [ঙ]কসমের[৭৮৯] জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। কিন্তু তোমরা কসম খেয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা ভঙ্গের জন্য তোমাদের শাস্তি দিবেন। সুতরাং এর প্রায়শ্চিত্ত হলো দশজন অভাবীকে মাঝারি ধরনের[৭৯০] খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিবারপরিজনকে খাইয়ে থাক অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়া। কিন্তু যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিনের রোযা (রাখা বিধেয়)। এ হলো তোমাদের কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত। আর তোমরা কসমের মর্যাদা রক্ষা করো। আল্লাহ্ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৬; খ. ৫ঃ৮৭; ৬ঃ৫০; ৭ঃ৩৭; ২২ঃ৫৮; গ. ১০ঃ৬০; ঘ. ২ঃ১৬৯; ৮ঃ৭০; ১৬ঃ১১৫; ঙ. ২ঃ২২৬।

৭৮৯। শরীয়ত বিরোধী কসম বাতুলতা মাত্র।

৭৯০। 'আওসাত' অর্থ মধ্যমও বুঝায়, উত্তমও বুঝায়।

★ ৯১। হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় [ক]মাদক দ্রব্য, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-[খ]নির্ধারণী তীর হলো অপবিত্র (ও) শয়তানী কার্যকলাপ। অতএব তোমরা এগুলো থেকে একেবারে দূরে থাক যেন তোমরা সফল হতে পার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٩١)

★ ৯২। মাদক দ্রব্য ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মাঝে কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়[৭৯০-ক]। অতএব তোমরা কি (এ সব থেকে) বিরত হবে?

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (٩٢)

৯৩। সুতরাং [গ]তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, এ রসূলের আনুগত্য কর এবং (অবাধ্যতা থেকে) সাবধান থাক। আর তোমরা ফিরে গেলে জেনে রাখ [ঘ]শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছানোই আমাদের রসূলের দায়িত্ব।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٩٣)

৯৪। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা যা খায় এতে তাদের কোন পাপ হবে না। তবে (শর্ত হলো) তারা যেন তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে (এবং) এরপরও তারা যেন তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে। আবারও যেন তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং অনুগ্রহ করে[৭৯১]। আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

১২ [৭] ২

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (٩٤)

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২২০; ৫ঃ৯২; খ. ৫ঃ৪; গ. ৩ঃ১৩৩; ৪ঃ৭০; ৬৪ঃ১৩; ঘ. ৫ঃ১০০; ১৬ঃ৮৩; ৩৬ঃ১৮; ৬৪ঃ১৩।

৭৯০-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে চারটি ঘৃণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর চারটিই একভাবে না হয় অন্যভাবে জঘন্য। এ আয়াতে এদের দু'টির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যথা-মদ ও জুয়া। এ দুটোর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত যুক্তি দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর এ যুক্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত। 'শত্রুতা, ঘৃণা, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা (যিক্‌র) ও নামায থেকে বিরত রাখা' এ শব্দগুলো উপরোক্ত যুক্তিগুলোর যথার্থতা প্রকাশ পায়।

৭৯১। এ আয়াত থেকে দু'টি আবশ্যকীয় নীতি বেরিয়ে আসেঃ (১) এ জগতের উপকরণ যেহেতু মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু সাধারণ নিয়মে এগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। নিষিদ্ধ জিনিষগুলো কেবল ব্যতিক্রম মাত্র, (২) পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্য-বস্তু যেমন মানুষের নৈতিক গুণাবলীর উপর সু-প্রভাব ছড়ায় তেমনি অপবিত্র ও অপরিষ্কার খাদ্য-বস্তু মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

আয়াতটিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি স্তরও বর্ণিত হয়েছেঃ প্রথম স্তরে মু'মিন আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মু'মিন ভয় করে ও বিশ্বাস করে, তবে এ স্তরে তার বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে সৎকাজ তার ঈমানের অঙ্গ হয়ে যায়। তৃতীয় স্তরে তারা আল্লাহ্‌কে এমনিভাবে ভয় করে এবং মানবের উপকার করে যেন তারা আল্লাহ্‌কে দেখছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

৯৫। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ অবশ্যই এমন কিছু শিকারের প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন যা তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শার নাগালে থাকবে, যাতে [ক]আল্লাহ্ সেইসব লোককে (স্বতন্ত্রভাবে) প্রকাশ করে দেন যারা তাঁকে নিভৃতে[৭৯২] ভয় করে। কিন্তু এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٦﴾

৯৬। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ]তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তু হত্যা করো না। আর তোমাদের কেউ জেনেশুনে তা হত্যা করলে এর শাস্তিস্বরূপ যে গবাদি পশু সে হত্যা করেছে তোমাদের দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিতব্য সে ধরনের একটি কুরবানীর পশু কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অন্যথায় এর 'কাফ্‌ফারা' হবে কয়েকজন অভাবীকে খাবার খাওয়ানো অথবা এর সমসংখ্যক রোযা (রাখা) যাতে সে তার কৃতকর্মের কুফল ভোগ করে। অতীতে [গ]যা হয়েছে আল্লাহ্ তা মার্জনা করেছেন। কিন্তু যে পুনরাবৃত্তি করবে আল্লাহ্ তাকে তার অপরাধের শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধগ্রহণকারী।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তোমাদের ও মুসাফিরদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার[৭৯৩] এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। আর [ঘ]যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাক স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা সেই আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাঁর সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে।

দ্রেখুন ঃ ক. ৫৭ঃ২৬; খ. ৫ঃ২,৯৭; গ. ৪ঃ২৪; ঘ. ৫ঃ২,৯৬।

৭৯২। সাধারণত জঙ্গলে একা অবস্থায় শিকার করা হয়। এ সময়ে আল্লাহ্‌র বিধান যদি কেউ লঙ্ঘন করে তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। তাই আল্লাহ্-ভীতির ব্যাপারে শিকারকে প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে যেসব নির্দেশনামা দেয়া হয়েছে তার সূচনারূপেও এর অবতারণা যুক্তি-যুক্ত।

৭৯৩। 'বাহরুন' শব্দটি দ্বারা নদী, স্রোতস্বিনী, হ্রদ, বিল, খাল, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি সব কিছুকেই বুঝায়। দেখুন ৭ঃ১৩৯।

৯৮। আল্লাহ্ [ক]সম্মানিত কা'বা ঘরকে মানবজাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির মাধ্যম[৭৯৪] করেছেন। এ ছাড়া সম্মানিত মাস, কুরবানীর পশু এবং [খ]কুরবানীর চিহ্ন বহনকারী পশুগুলোকেও (উন্নতির মাধ্যম করেছেন)। এর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন জানতে পার আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৯। [গ]জেনে রাখ, আল্লাহ্ অবশ্যই কঠোর শাস্তিদাতা। আর (এও জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾

১০০। ভালভাবে [ঘ]বাণী পৌঁছানোই এ রসূলের দায়িত্ব। তোমরা যা [ঙ]প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর আল্লাহ্ তা জানেন।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্রের ছড়াছড়ি তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক [চ]অপবিত্র ও পবিত্র কখনোই সমান নয়'[৭৯৫]। অতএব হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

১৩ [৭] ৩

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন সব বিষয়ে [ছ]প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদের কষ্টের কারণ হবে[৭৯৬]।★ আর কুরআন অবতীর্ণ করাকালীন সময়ে তোমরা সেইসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ (কৃপাবশত) সেগুলো উপেক্ষা করেছেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১২৬; ৩ঃ৯৭,৯৮; খ. ৫ঃ৩ ; গ. ১৫ঃ৫০,৫১ ; ঘ. ১৬ঃ৮৩; ৩৬ঃ১৮; ৬৪ঃ১৩ ; ঙ. ২ঃ৭৮; ৬ঃ৪; ১১ঃ৬; ১৬ঃ২০ ; চ. ২ঃ২৬৮ ছ. ২ঃ১০৯।

৭৯৪। মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ কা'বার হজ্জকে আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা হজ্জব্রত পালন করে চলবে ততদিন আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ তাদের উপর বর্ষিত হবে। হজ্জ মানুষের দৈহিক জীবিকা অর্জনেরও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। লাখ-লাখ মুসলমান প্রতি বৎসর কা'বায় হজ্জ করতে আসেন। এটা মক্কাবাসীদের জীবিকা অর্জনের একটি বড় সম্বল। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি কেবল মক্কাবাসীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বমানবের কল্যাণও এ প্রতিশ্রুতির আওতায় রাখা হয়েছে। 'কিয়াম' দ্বারা এও বুঝায় যে এ শিক্ষা (নির্দেশ) চিরস্থায়ী, কখনো অবসান হবার নয়।

৭৯৫। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে, বিশেষ করে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের অনুকরণ করে। এ আয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্ধ ও বিবেচনাহীন অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছে।

৭৯৬। ইসলামী শরীয়তের তিনটি মৌলিক ভিত্তি ঃ (১) কুরআনে অবতীর্ণ আইন, (২) রসূলে পাক (সাঃ) এর সুন্নাহ্ বা জীবনের কার্যধারা এবং (৩) আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশমালা যা নবী করীম (সাঃ) এর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান উপরোক্ত মূল তিনটি ভিত্তির উপর রচিত আইনের মাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট-খাটো বিস্তারিত বিবরণাদি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি মৌলিক আইনের আলোকে যাচাই করে নির্ধারিত করার ভার মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেইসব খুঁটিনাটির কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে।

★[মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম তাদেরকে কষ্টে ফেলার উদ্দেশ্যে নয়। তথাপি আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে নির্দেশনা দিতে চান না যাতে তাদের মাঝে কারো কারো জন্যে এটা পালন করা কঠিন না হয়ে দাঁড়ায় আর তারা অহেতুক অসুবিধার সন্মুখীন না হয়। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ۝

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এসব বিষয়ে [ক]প্রশ্ন করেছিল। (উত্তর পাওয়ার পর) আবার তারাই এসবের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল[৭৯৭]।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۝

★ ১০৪। আল্লাহ্ [খ]কোন 'বাহীরাহ্',[৭৯৮] 'সায়েবাহ্',[৭৯৮-ক] 'ওয়াসীলাহ্'[৭৯৮-খ] ও 'হাম'[৭৯৮-গ] নির্ধারণ করেননি। কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আর তাদের অধিকাংশই বুদ্ধিবিবেক খাটায় না।[৭৯৮ঘ]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ۝

১০৫। আর তাদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন এর দিকে এবং এ রসূলের দিকে আস' তারা বলে, 'আমরা আমাদের পুর্বপুরুষকে যে ধারায় দেখতে পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' পূর্বপুরুষরা যদি অজ্ঞ হয়ে থাকে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে তবুও (কি তারা হঠকারিতা করবে)?

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০৯ ; খ. ৬ঃ১৩৭।

৭৯৭। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা কিংবা এ সব বিষয়ে আইন অন্বেষণ করা প্রশ্নকারীর জন্য সাধারণত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এতে তার বিচার-বিবেচনা দমিত হয়ে পড়ে এবং এটা তাকে অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর আদেশের আওতায় বেঁধে ফেলে। বনী ইসরাঈল মূসা (আঃ) এর কাছে এরূপ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো। ফল দাঁড়িয়েছিল, তারা নিজেদেরকেই অসুবিধায় ফেলেছিল এবং বিশদভাবে বর্ণিত খুঁটিনাটি সবকিছু সম্পাদন করতে না পেরে ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র নির্দেশমালাকেও অমান্য করতে শুরু করেছিল (২ঃ১০৯)।

৭৯৮। 'বাহীরাহ্'—যে উট্‌নী সাতটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করতো। পৌত্তলিক আরবরা তার কান ছেদ করে মুক্তভাবে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিত এবং বাধাহীনভাবে সে যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতো। এরূপ উট্‌নীকে 'বাহীরাহ্' বলা হতো। একে কোন দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। এর পিঠে কেউ চড়তো না এবং এর দুধও কেউ পান করতো না।

৭৯৮-ক। পাঁচ বাচ্চার জন্মদাত্রী উট্‌নীকে মুক্তভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণের জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। একে বলা হতো 'সায়েবাহ্'।

৭৯৮-খ। 'ওয়াসীলাহ্'—দেবতার নামে উৎসর্গীত উট্‌নী যা পর পর সাতটি মাদী-বাচ্চার মা, এরূপ মুক্ত উট্‌নী (ভেড়ী বা বক্‌রী) কে ওয়াসীলাহ্ নাম দেয়া হতো। সপ্তম প্রসবে একটি পুরুষ-বাচ্চা ও একটি স্ত্রী-বাচ্চা হলেও সেটি সম্পূর্ণ মুক্তভাবে চরে বেড়াতে পারতো।

৭৯৮-গ। 'হাম'-সাতবাচ্চার পিতা-উট্‌কে 'হাম' বলা হতো। এরা মুক্তভাবে খাদ্য-পানীয়ের অধিকারী। এদেরকে বোঝা বা মানুষ বহনের কাজে ব্যবহার করা হতো না।

৭৯৮-ঘ। ★[খুঁটিনাট ও বিস্তারিত স্বল্প-প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যাপারে মানুষ নিজের বিচার-বিবেচনা খাটিয়ে আইনকানুন প্রণয়ন করতে পারে। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, এ বিচার-বিবেচনা খাটানোর অধিকার মৌলিক বিষয়াদিতে প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত থাকা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সৃষ্টি হয়ে গুরুতর ক্ষতি হবে। আয়াতটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মৌলিক বিষয়ে আইনবিধি রচনা করার জন্য মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না। আরবরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাদের গৃহপালিত পশুকে মুক্ত করে ছেড়ে দিত যাতে তারা যত্রতত্র অবাধে চলাফেরা ও পানাহার করতে পারে। এটা ছিল তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারজনিত কুপ্রথা। এ পন্থা বা আচরণ ছিল একান্তই অর্থহীন ও নির্বোধ। পশুগুলো যে দিকে যেত ক্ষয়ক্ষতি করে যেত। মানবসৃষ্ট আইনের যে কত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, এ উদাহরণ দ্বারা কুরআন তা বুঝিয়ে দিয়েছে। খৃষ্টানেরা বলে, 'শরীয়ত এক অভিশাপ'। কুরআন তাদেরকে হুশিয়ার করে বলছে, তারা যেন আরবদের পশুমুক্তির উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আরববাসীদের সঠিক পথে চালনার জন্য পৌত্তলিক কোনও ঐশী শরীয়ত ছিল না বলেই তারা এরূপ নীতিবিগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটেছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ ১০৬। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে[৭৯৯] [ক]যে বিপথগামী হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যা করতে সে বিষয়ে তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে (তার) ওসীয়্যত (অর্থাৎ উইল) করার সময় তোমাদের মাঝে সাক্ষ্যরূপে নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি (সাক্ষী হিসাবে) নিযুক্ত করা আবশ্যক। তবে দেশে সফররত থাকাকালে তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ ঘনিয়ে এলে নিজেদের লোকদের পরিবর্তে বাইরের দু'জনকে সাক্ষী রাখতে পার[৮০০]। তোমরা নামাযের পর উভয়কে আটকে রাখবে[৮০১]। তোমরা (তাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দেহ করলে তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, 'আমরা এ (সাক্ষ্যের) বিনিময়ে কোন মূল্য নিব না, (এর কোন পক্ষ আমাদের) নিকটাত্মীয় হলেও (নিব না)। আর [খ]আমরা আল্লাহ্-নির্ধারিত সাক্ষ্য গোপন করবো না। এমনটি করলে নিশ্চয় আমরা পাপী বলে গণ্য হব।'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৩৮; খ. ২ঃ১৪১, ২৮৪।

৭৯৯। আমাদের কর্তব্য হলো, অন্যান্যের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া। যদি তারা সত্যকে গ্রহণ করে তাহলে তা উত্তম। যদি আমাদের পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরতে না চায় তাহলে তাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানে আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না। তাদেরকে আমাদের চিন্তাধারায় আনার প্রয়াসে আমরা যেন নীতি বিসর্জন না দেই, দিলে তা হবে নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর। অন্যের আত্মাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করা অবশ্যই প্রকাশ্য বোকামী।

৮০০। মহানবী (সাঃ) এর যমানায় একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা এ আয়াত ও পরবর্তী দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে। একজন মুসলমান নিজ গৃহ থেকে বহু দূরে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই খৃষ্টান-ভ্রাতা তামীমদারী ও আদীর কাছে তার মাল-পত্র জমা দিয়ে তাদেরকে বললেন, সেই জিনিষ পত্রগুলো যেন তারা মদীনায় অবস্থানরত তার উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়। মালামাল গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারীরা দেখলো, একটি রৌপ্যনির্মিত বাটি নেই। খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয়কে সে রূপার বাটির কথা জিজ্ঞেস করাতে শপথ-পূর্বক তারা সে বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীরা রূপার বাটি মক্কাবাসীদের হাতে দেখে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, সেই দু'ব্যক্তি, যারা মাল আমানত রেখেছিল, তারাই রূপার বাটিটা বিক্রী করে দিয়েছিল। সুতরাং সেই দু'ব্যক্তিকে পুনরায় মদীনায় ডেকে পাঠানো হলো। তারা উপস্থিত হলে উত্তরাধিকারীরা তাদের উপস্থিতিতে শপথ করে বললো, সেই রূপার বাটী তাদের নিজেদের। অতঃপর সেই বাটি উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো (মনসুর)।

৮০১। 'আসরের' নামাযের সময়ই এ কাজের উপযুক্ত সময়। কারণ নবী করীম (সাঃ) এ আসরের নামাযের পরক্ষণেই উপরোক্ত রূপার-বাটির ব্যাপারে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। নামাযের পরে পরেই সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করার কারণ হলো, সেই সময় মানুষের মন খোদা-ভীতিতে আপ্লুত থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতিও মনের ঝোঁক থাকে। যদি সাক্ষীরা অমুসলমান হয় তাহলে তাদের উপাসনার পরে পরেই তাদেরকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা যেতে পারে, যাতে সেই সময়ের প্রভাব তাদেরকে সত্যকথা বলার প্রেরণা দেয়।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠٨﴾

★ ১০৮। তবে তারা (মিথ্যা হলফের) পাপ করেছে বলে জানা গেলে তাদের বদলে তাদের মাঝ থেকে এমন অন্য দু'জন দাঁড়াবে যাদের অধিকার আগের দু'জন[৮০২] খর্ব করেছে। আর তারা দু'জন আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য * সেই দু'জনের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা কোন বাড়াবাড়ি করিনি। আমরা (মিথ্যাবাদী হয়ে) থাকলে (আল্লাহ্র দৃষ্টিতে) আমরা সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য হবো'।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿١٠٩﴾

★ ১০৯। এভাবে এটা খুব সম্ভব, (তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে যাতে) তারা এই ভয়ে সঠিক সাক্ষ্য দেয় যে তাদের সাক্ষ্যের পর অন্যান্য সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং (তাঁর আদেশ) মন দিয়ে শুন। আর (স্মরণ রাখ) আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

১৪ [৮] ৪

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٠﴾

★ ১১০। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ রসূলদের একত্র করবেন এবং বলবেন, [ক]'তোমাদের (ডাকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিল?' তারা বলবে, 'আমাদের (সঠিক) জানা নেই। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত[৮০৩]।'

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ

★ ১১১। আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার (সেই) অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন [খ]আমি রূহুল কুদুস (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা) দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। [গ]তুমি দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে[৮০৪] লোকদের সাথে কথা বলতে।★ আর (সেই সময়কেও স্মরণ কর) আমি যখন [ঘ]তোমাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তওরাত ও ইন্জীল

দেখুন ঃ কঃ ৭ঃ৭; ২৮ঃ৬৬ ; খ. ২ঃ৮৮, ২৫৪; গ. ৩ঃ৪৭; ঘ. ৩ঃ৪৯।

৮০২। 'আওলাইয়ান' শব্দটি প্রথম দুই সাক্ষী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা সত্যিকারভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য তারাই বেশি উপযোগী ছিল– এ কারণে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তারা উপস্থিত ছিল এবং তাদের উপস্থিতিতে মৃতব্যক্তি 'উইল' (ওসীয়্যত) করেছিলেন এবং তাদের কাছেই মাল-সম্পদও আমানত রাখা হয়েছিল, যাতে উত্তরাধিকারীগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। অপর দুই সাক্ষী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

* [এ আয়াতটি সব সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর উপস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে। আর এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকট সম্পর্কীয় সাক্ষীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ১০৭ আয়াতেও একথাই প্রতীয়মান হয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮০৩। নবীগণের জবাবে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাআলা কোন সংবাদ বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করেননি। বরং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নবীদের সাক্ষ্য গ্রহণই আল্লাহ্ তাআলার আসল উদ্দেশ্য। ৪ঃ৪২ থেকেও তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

৮০৪। *['দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা' -এ কথা স্পষ্টভাবে বলছে, ঈসা (আ:) তাঁর শৈশব থেকেই ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ কথা বলতেন এবং প্রৌঢ় ও পরিণত বয়সেও তা অব্যাহত রেখেছিলেন। 'কাহ্লান' শব্দটি মানুষের চুলে পাক ধরার বয়স নির্দেশ করে। আর এ শব্দটি পরিণত বয়সকেও বুঝায়।

এ আয়াতটি রূপকভাবে আল্লাহ্র নবীগণের মাধ্যমে সংঘটিত আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দিকে দিকনির্দেশ করছে। এটা ঈসা (আ:)এর একটি বিশেষ গুণ প্রকাশকারী আয়াত যাঁকে সব নবীর মাঝে অসাধারণ এক ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি নিজের মাঝে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

শিখিয়েছিলাম। আর (সেই সময়কেও স্মরণ কর) তুমি যখন আমার আদেশে কাদা থেকে [ক]পাখিদের (সৃষ্টির) প্রক্রিয়ার ন্যায় সৃষ্টি করতে। এরপর তুমি এতে (নবজীবন) ফুঁকে দিতে এবং আমার আদেশে তা উড়ার যোগ্য হয়ে যেত। আর আমার আদেশে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে[৮০৫]। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) আমার আদেশে তুমি যখন মৃতদের বের করতে এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) [খ]আমি যখন বনী ইস্রাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম[৮০৬]। তুমি যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলে তখন তাদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছিল তারা বলেছিল, 'এযে কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু'।

تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١١﴾

১১২। আর (স্মরণ কর) [গ]আমি যখন হাওয়ারীদের (অর্থাৎ হযরত ঈসার শিষ্যদের) প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলাম, 'আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন' তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান এনেছি এবং তুমি সাক্ষী থাক। নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারী।'

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। (স্মরণ কর) হাওয়ারীরা যখন বলেছিল, 'হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রভু-প্রতিপালক কি আকাশ[৮০৭] থেকে আমাদের জন্য খাবার ভরতি খাঞ্চা[৮০৮] অবতীর্ণ করতে সক্ষম'? সে বললো, 'তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।'

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তারা বললো, 'আমরা এ (খাঞ্চা) থেকে খেতে চাই এবং আমাদের হৃদয় যেন পরিতৃপ্ত হয়। আর তুমি যে অবশ্যই আমাদের সত্য বলেছ আমরা যেন তা জানতে পারি এবং এ বিষয়ে আমরা যেন সাক্ষী হিসেবে গণ্য হই।'

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৫০; খ. ৫ঃ১২; গ. ৩ঃ৫৩, ৫৪; ৬১ঃ ১৫।

৮০৫। দেখুন ৪২০-ঘ এবং ৪২০-ঙ।

৮০৬। এখানে ঈসা (আঃ)কে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের দ্বারা তাঁকে ক্রুশে দেয়ার ঘটনা এবং এ থেকে ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ্‌র রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

৮০৭। আকাশ থেকে খাদ্য পাওয়ার প্রার্থনা দ্বারা এ কথাই বুঝায় যে সেই খাদ্য যেন অনায়াসলভ্য হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নিশ্চিত হয়।

৮০৮। ঈসা (আঃ) এর শিষ্যরা এক বেলার খাবার প্রার্থনা করেনি বরং তাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য লাভের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা যেন তাদের জন্য করা হয়, যাতে অল্প পরিশ্রমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

১১৫। ঈসা ইবনে মরিয়ম বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাবার ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যেন তা আমাদের প্রথম (প্রজন্মের) জন্য এবং আমাদের শেষ (প্রজন্মের)[৮০৮-ক] জন্য ঈদ (বলে পরিগণিত) হয়। আর তোমার পক্ষ থেকে তা যেন হয় এক মহা নিদর্শন। আর তুমি আমাদের রিয্ক দাও। আর তুমিই রিয্কদাতাদের মাঝে সর্বোত্তম[৮০৯]।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৬। আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এ (খাঞ্চা) অবতীর্ণ করবো। কিন্তু এরপর তোমাদের মাঝ থেকে যে-ই অকৃতজ্ঞতা করবে আমি তাকে এমন কঠোর আযাব দিব যা বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিব না[৮১০]।

১৫
[৭]
৫

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৭। আর আল্লাহ্ যখন বলবেন, 'হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাকে দু'জন উপাস্যরূপে[৮১১] গ্রহণ কর?' সে বলবে, "তুমি পরম পবিত্র। আমার যা বলার অধিকার নেই তা বলা[৮১২] আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আমি এ (কথা) বলে থাকলে অবশ্যই তুমি তা জানতে। আমার মনের কথা তুমি জান, কিন্তু তোমার মনে কি আছে আমি জানি না। অদৃশ্যের যাবতীয় বিষয় কেবল [ক]তুমিই জান।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۚ بِحَقٍّ ۚ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۚ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১১০; ৯ঃ৭৮; ৩৪ঃ৪৯।

৮০৮-ক। খৃষ্টানরা রোমান বাদ্শার মাধ্যমে প্রথমে জাগতিক ক্ষমতার মুখ দেখে এবং এখন বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

৮০৯। 'ঈদ' শব্দ দ্বারা কিছুটা আভাষ দেয়া হয়েছে, খৃষ্টানদের উত্থান ও উন্নতির যুগ হবে দু'টি। কেননা 'ঈদ' শব্দের অর্থ 'যে খুশীর দিন পুনরায় আসে'। কন্স্টান্টাইন এর পরে পরেই খৃষ্টান জাতি ইহ-জাগতিক উন্নতিতে বিরাটা সাফল্য লাভ করে। এটা ছিল তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ইহ-জাগতিক সাফল্যের স্বর্ণযুগ। আবার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা যে ইহ-জাগতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পৃথিবীব্যাপী অর্জন করেছে, অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৮১০। এ আয়াতে সেই শাস্তির কথাই বলা হয়েছে যা ১৯ ঃ ৯১ এ বলা হয়েছে। গত দু'টি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা এ ভবিষ্যদ্বাণীর এক পর্যায় পূর্ণ করেছে। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, পশ্চিমা খৃষ্টান জাতির জন্য আরো কোন্ ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে।

৮১১। খৃষ্টান জাতি মরিয়মের প্রতি ঐশী-ক্ষমতা আরোপ করার যে পথ ধরেছে, এ আয়াত এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গীর্জায় লীটানী নামক প্রার্থনা পদ্ধতিতে স্বর্গীয়-ক্ষমতার অধিকারিণী হিসাবে মরিয়মের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়। রোমীয় গীর্জার 'ক্যাটেকিজম' (প্রশ্নোত্তর) পদ্ধতিতে মরিয়মকে ঈশ্বর-মাতা বলে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করা হয়। পূর্বে গীর্জার 'ফাদারগণ' তাকে 'স্বর্গীয়' বলে সম্মান দেখাতেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বাদশ পোপ পীয়ূস গীর্জার ধর্ম-বিশ্বাসের মাঝে মরিয়মের সশরীরে আকাশ-গমন ও অবস্থানকে স্থান দিয়েছেন। এ সব নব নব বিশ্বাস মরিয়মকে ঈশ্বরের স্তরে পৌঁছিয়েছে। প্রটেস্ট্যান্টরা একে মরিয়মবাদ বা মরিয়ম-পূজা নামে নিন্দা করে থাকে।

৮১২। 'মা ইয়াকুনু লী' এর অনুবাদ করা হয়েছে 'আমার পক্ষে সম্ভবই নয়।' এর অনুবাদ এরূপও হতে পারে ঃ এটা আমার পক্ষে মোটেই শোভনীয় হতো না, এটা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না, আমার (এরূপ বলার) কোন অধিকারই ছিল না ইত্যাদি।

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٨﴾

১১৮। তুমি যে আদেশ আমাকে দিয়েছিলে আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি, অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্‌র [ক]ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক[৮১৩] এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক'। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম[৮১৪]। কিন্তু তুমি যখন [খ]আমাকে মৃত্যু দিলে[৮১৫] তখন একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। আর তুমি সব বিষয়ের পর্যবেক্ষক।★

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٩﴾

১১৯। তুমি তাদের আযাব দিলে তারাতো তোমারই বান্দা। আর তুমি তাদের ক্ষমা করে দিলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।"

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢٠﴾

১২০। আল্লাহ্ বলবেন, 'আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য এমন সব জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [গ]আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হলো মহান সফলতা।'

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢١﴾

১২১। [ঘ]আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা আছে সব কিছুর (ওপর) রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান[৮১৬]।

১৬
[৫]
৬

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৭৩; ১৯ঃ৩৭; খ. ৩ঃ৫৬; গ. ৯ঃ১০০; ৫৮ঃ২৩; ৯৮ঃ৯; ঘ. ৫ঃ১৮, ৪১; ৪২ঃ৫০; ৪৮ঃ১৫।

৮১৩। ঈসা (আঃ) একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপাসনা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি-৪ঃ ১০; লুক-৪ ঃ ৮)।

৮১৪। যতদিন ঈসা (আঃ) জীবিত ছিলেন তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতেন যাতে তারা সঠিক পথ থেকে ছিটকে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তারা কোন্ পথ অবলম্বন করেছে এবং কোন্ কোন্ মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করেছে তা তিনি জানতে পারেন নি। এখন যেহেতু তাঁর অনুসারীরা বিপথগামী হয়েছে, সেহেতু চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা এ আয়াত এ কথাই বলে, ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁকে খোদা বলে পূজা করবে। দ্বিতীয়ত এ আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর কথা– তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে এবং তাঁর মাকে দুই খোদা বলে পূজা করার কথা তিনি মোটেই জ্ঞাত নন– প্রমাণ করে যে তিনি আর কখনো এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না। কেননা তিনি যদি পৃথিবীতে পুনরাগমন করতেন এবং সচক্ষে দেখতেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ও তাঁর মাকে পূজা করছে তাহলে তিনি এ বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতেন না। এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তর দিলে একে জাজ্বল্যমান মিথ্যা বলে আল্লাহ্ তাঁকে তিরস্কার করতেন। নবী হয়ে আদৌ তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব এ আয়াত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে দিচ্ছে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। তিনি আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। তদুপরি নবী করীম (সাঃ) এর একটি সুবিখ্যাত হাদীসে আছে যে নবী করীম (সাঃ) যখন তাঁর একদল অনুসারীকে কেয়ামত দিবসে দোযখের দিকে নেয়া হচ্ছে দেখবেন তখন তিনিও এ কথাই বলবেন, যা এ আয়াতে ঈসা (আঃ) এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে (বুখারী ঃ কিতাবুত্তফসীর, সূরা মায়েদা)। এটা আর একটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে রসূলে পাক (সাঃ) এর মতই ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন।

৮১৫। ৪২৪ নং টীকা দেখুন।

★ [এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়, যতদিন হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত ছিলেন ততদিন তার নিজের জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাইল শেরেক ছড়ায়নি। তিনি ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে চলে গেলে সাধু পল(সেন্টজন) গ্রীকদেরকে, যারা বনী ইসরাঈলীদের অন্তর্গত নয়, পথভ্রষ্ট করে আর এরাই হযরত ঈসা (আঃ)কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। হযরত ঈসা (আঃ) এর সম্বোধিত জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবদ্দশায় বনী ইসরাঈল জাতিতে শেরেক ছড়ায়নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' রাহে') কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮১৬। এ আয়াতটি সূরা মায়েদার যথার্থ পরিসমাপ্তি। কেননা এ সূরাতে খৃষ্টানদের ভ্রান্তিগুলোকে অতি পরিষ্কার ও কার্যকরীভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে, খৃষ্টান জাতিগুলোর ইহ-জাগতিক চাকচিক্য ও প্রতিপত্তির দিনগুলো স্থায়ী হবে না। আল্লাহ্‌র রাজ্য অবশেষে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাঁর দৃষ্টিতে যারা অধিকতর যোগ্য তাদের হাতে তা ন্যস্ত করা হবে।

সূরা আল্ আন'আম-৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এ সূরাটি মক্কী সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে সূরাটির সম্পূর্ণ অংশ এক সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রায় ৭০,০০০ ফিরিশ্‌তা প্রহরারত ছিল। এতে সূরাটির বিষয়বস্তু যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে সংরক্ষিত হয়েছে সে দিকেই ইঙ্গিত করে। সূরাটির শিরোনাম সম্ভবত এর ১৩৭-৩৯ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে গবাদি পশুকে শিরকের অন্যতম কারণ বলে নিন্দা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ সূরাতে বিষয়বস্তু বর্ণনার দিক থেকে পূর্ববর্তী সূরাসমূহের সাথে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অ-ইসরাঈলী ধর্মগুলোর ভ্রান্তি খণ্ডন প্রসঙ্গ এতে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথমেই যরথুস্ত্রীয় ধর্মের দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে– অর্থাৎ, শুভ ও অশুভের খোদা যে আলাদা অস্তিত্ব নয়, বরং শুভ ও অশুভ একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এ সত্য ঘোষিত হয়েছে। কুরআন এ দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডনের লক্ষ্যে এ যুক্তি পেশ করেছে যে ভাল এবং মন্দ করার ক্ষমতা বস্তুত একই শিকলের দু'টি কড়াস্বরূপ। এদের একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ। এজন্য এ দু'টি আলাদা খোদা কর্তৃক সৃষ্ট হতে পারে না। আলো ও অন্ধকার সেই একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ তো আসলে আল্লাহ্‌র দ্বৈত্বতার পরিবর্তে তাঁর একত্বকেই সাব্যস্ত করে এবং বিশেষভাবে মানুষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তাআলার ঐশী অনুগ্রহ ও মানুষের সহজাত শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতঃপর সূরাটিতে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, ঐশী-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত কারণেই মন্দের উৎপত্তি হয় এবং যখন মানুষ এরূপ খোদা-প্রদত্ত সৎ প্রবৃত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার স্থগিত রাখে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর হয় তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের মাঝে রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেন। এরপর বর্ণিত হয়েছে, ঐশী-শাস্তি প্রদানে বিলম্ব দেখে কাফির অনেক সময় পাপ কাজে আরো বেশি সাহসী হয়ে উঠে, যদিও শাস্তি প্রদানে এ বিলম্ব আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহের জন্যই হয়ে থাকে। কাফিররা সমাগত নবী ও তাঁর অনুসারীদের দুঃখ-কষ্ট দিয়ে একটা অলীক আশা পোষণ করে, এভাবে তারা নবীর মিশন ও ধর্ম-বিশ্বাসকে দুর্বল করে ফেলবে। কিন্তু চরম নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলায় মু'মিনরা অবিচল ও দৃঢ় থাকে। অন্য দিকে কাফিররা যদি কোন দৈব দুর্বিপাক-জনিত কারণে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের অংশীবাদী বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর ধর্মহীনতা যে পরকালে অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসী কর্তৃক আল্লাহ্ তাআলার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ধরনের দ্বৈত মিথ্যা আচরণের ফলে তারা সত্য প্রত্যাখানে সাহসী হয় এবং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত কাফির কর্তৃক নবীর মিশনের বিরোধিতা খুব একটা প্রকৃতি বিরোধী কাজ নয়। কেননা তারাই শুধু আল্লাহ্ তাআলার খোঁজ করে যারা আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক রাখে আর যারা আধ্যাত্মিকভাবে বধির তারাতো আল্লাহ্‌র ডাক শুনতে পায় না। তাদেরকে নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখানো হলেও তোতা পাখীর শেখানো বুলির মত বলতে থাকে যে কোন নিদর্শনই তারা দেখতে পায়নি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হয়নি। তাদেরকে তাই সতর্ক করা হয়েছে যে এ বার তারা শুধু শাস্তির নিদর্শন দেখবে। কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। কেবল তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দেন যখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার ঐশী-নির্দেশাবলীকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিনীতভাবে তাঁর নিকট তওবা করে না। অতঃপর বলা হয়েছে, যাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি আছে শুধু তারাই সত্যকে গ্রহণ করে এবং যারা খোদা-ভীরু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের নিকটই কেবলমাত্র তাঁর বাণী প্রচার করেন। অন্যান্যদের জন্য প্রথমে তাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করতে হবে, তারপরেই কেবল ধর্ম সম্পর্কীয় যুক্তি-তর্ক তাদের কাজে আসতে পারে। অতঃপর ইসলামের উন্নতির এক অপরিহার্য কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা নবীও মরণশীল মানুষ এবং তিনি নিশ্চয় মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর যে বিশ্বাসীর দল বেঁচে থাকবে তাদেরই দায়িত্ব হবে ঐশী-বাণীর বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। অতঃপর অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, শুধু এ কারণে তাদের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হতে পারে না যে ঐশী-কোপ এখনো তাদের উপর নেমে আসেনি। এটা তাদের এক ধরনের মূর্খতা। কেননা সত্যের অস্বীকারকারী দাম্ভিক লোকদের শাস্তি প্রদান তো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অধিকারে এবং তিনি যখন প্রয়োজন মনে করেন তখনই তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আজ যে লোক সত্যের বিরুদ্ধবাদী এবং ঐশী-শাস্তির যোগ্য, আগামীকালই হয়ত সে তার ভিতরে সত্যিকারের পরিবর্তন সাধিত করবে এবং

সে ঐশী-অনুগ্রহের অধিকারী হবে। সুতরাং কারো প্রতি শাস্তির দণ্ড প্রদান অথবা তা স্থগিতকরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কাজ। অতঃপর সূরাটিতে বহু-ঈশ্বর-পূজার ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের এ পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার কঠোর প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেছিলেন এও উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের মিশন কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। বৃষ্টির পানি যেমন বিবর্ণ ও প্রাণহীন মাটির বুকে উর্বরতা ও প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে নবীগণের আগমনেও তেমনি আধ্যাত্মিক ভুবনে সজীবতা ফিরে আসে। আর যেহেতু আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা মানুষের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা মানুষের নিকট প্রকাশিত হন। তাই যুগে যুগে নবীগণের আবির্ভাব হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কেননা নবীগণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশিত করেন। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের জন্য হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন একটি অপরিহার্য শর্ত। এ ধরনের পরিবর্তন ছাড়া বিভিন্ন নিদর্শন বা মু'জিযাও অধিকাংশ সময় কোন কাজে আসে না। অতঃপর ইসলাম ও শির্ক তথা অংশীবাদী চিন্তাধারার মাঝে যে বিপরীতধর্মী শিক্ষা নিহিত রয়েছে এর প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক বলা হয়েছে, ইসলাম যুক্তি ও বিবেকের যথাযথ চাহিদা পূরণে সক্ষম। কিন্তু অংশীবাদী শিক্ষা, রীতি-পদ্ধতি জ্ঞানও যুক্তি বহির্ভূত। সূরাটির শেষের দিকে বলা হয়েছে, সেসব জাতি, যারা এখনো কোন ঐশী-বাণী লাভ করেনি, তাদের সম্মান ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যেও কুরআনের শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আহ্‌লে কিতাবগণের সম্মুখে তারা কোন হীনমন্যতায় না ভোগে। কুরআনের শিক্ষা পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থসমূহের সীমিত শিক্ষা হ'তে স্বতন্ত্র। কেননা কুরআন সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হয়েছে এবং মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সত্যিকার ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝে এক সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম।

★ [এর পূর্বের সূরার শেষ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং যা কিছুই এর মাঝে রয়েছে এ সবের অধিপতি হলেন আল্লাহ্ এবং এ সূরার শুরুতে এ কথাটাই আরো বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর রহস্য জানার পথে কয়েক ধরনের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই প্রজ্ঞা বা নূর (আলো) দান করেছেন যার মাধ্যমে এ অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকবে। অতএব আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞান পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির অন্ধকারের দ্বার এভাবে উন্মোচন করে দিয়েছে যে এগুলোর রহস্য এবং এগুলোর মাঝে যা রয়েছে এ সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান মানুষ অর্জন করে চলেছে এবং সব অন্ধকার আলোতে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেভাবে সূচনাতে আকাশের অন্ধকার দূর করার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সেভাবেই স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারকে আলোতে পরিবর্তন করার উল্লেখও এতে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই আকাশ থেকে মানুষের উপর আযাবও অবতীর্ণ হয়ে থাকে। মানুষের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার এ আযাবকেও টেনে নিয়ে আসে। এই সূরার ৬৬ আয়াতে এই বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানীরা। তাদের গবেষণার ফলে তাদের কাছে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকারের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার সেসব মহান বান্দা, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবী ও আকাশের আধিপত্য দেখিয়ে দিয়ে থাকেন এবং আকাশ থেকে তাঁদের প্রতি নূর বর্ষণ করেন। এ বিষয়টি ৭৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সূরায় ধারাবাহিকভাবে নবীগণের এবং তাদের প্রতি ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার ও হেদায়াতের নূর অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ সূরায় আবদ্ধ বীজ ও আঁটি ফেড়ে এগুলো থেকে কিভাবে অন্ধকার থেকে জীবনের স্পন্দন নিয়ে চারা বের হয় এরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই এ সূরায় নক্ষত্রপুঞ্জের উল্লেখ রয়েছে, কিভাবে এরা জল ও স্থলের অন্ধকার দূর করে ভ্রমণকারীদের পথ নির্দেশনার কারণ হয়ে থাকে।

৯৬ আয়াত থেকে শুরু হওয়া রুকূতে মহান একটি আয়াত এ বিষয়টির বর্ণনা দিচ্ছে, উদ্ভিদ থেকে স্তরে স্তরে সব ধরনের বীজ নির্গত হয়, এরপর সব ধরনের ফল ধরে। এ সব ফলের পাকার প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ তাআলার আয়াতের প্রতি যেসব লোক ঈমান রাখে তাদের জন্য এতে অগণিত নিদর্শন রয়েছে।

উদ্ভিদ ক্লোরোফিল থেকে সৃষ্টি হয়, যা নিজ সত্তায় এক মহান নিদর্শন। বিজ্ঞানীরা এতে কোন বিবর্তন দেখতেই পায় না। এটি এক অনেক জটিল রাসায়নিক উপাদান, যা অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান থেকে বেশি জটিল। জীবনের শুরুতেই ক্লোরোফিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় ক্লোরোফিল কোন্ কোন্ বিবর্তন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আজো পাওয়া যায়নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ক্লোরোফিল নূর দিয়ে জীবন সৃষ্টি করে, আগুন দিয়ে নয়। এ সূরার শেষের দিকে এই নূরের বিষয়টিই চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে যে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) এই নূরের মাধ্যমে পৃথিবী ও আকাশে কতই বিপ্লব সাধিত করেছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমের উর্দু অনুবাদে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
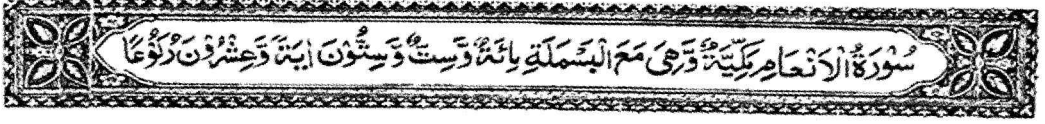
সূরা আল আন‘আম-৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি[৮১৭] করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। [খ]অস্বীকারকারীরা এরপরও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ②

৩। [গ]তিনিই কাদামাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (আয়ুষ্কালের জন্য) এক মেয়াদ[৮১৮] নির্ধারণ করেছেন। আর এ নির্দিষ্ট [ঘ]মেয়াদের (জ্ঞান) তাঁর কাছে[৮১৯] রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ করে থাক।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ③

৪। আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্[৮২০] [ঙ]তিনিই, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। আর তোমরা যা অর্জন কর তিনি তাও জানেন।

وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ④

৫। আর [চ]তাদের কাছে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন[৮২১] এলেই তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ৬ঃ১৫১; ২৭ঃ৬১; গ. ১৫ঃ২৭; ২৩ঃ১৩; ৩২ঃ৮; ৩৭ঃ১২; ৩৮ঃ৭২; ঘ. ৭১ঃ৫; ঙ. ৪৩ঃ৮৫; চ. ২১ঃ৩, ২৬ঃ৬; ৩৬ঃ৪৭।

৮১৭। ‘জা’আলা’ শব্দ কোন কোন সময় ‘খালাকা’ শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ তিনি সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি যখন কোন বস্তুকে পরিমিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করার ভাব প্রকাশ করে তখন প্রথমোক্ত শব্দ কোন জিনিষের বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশে, অথবা তা গঠিত করা বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা বুঝায় (লেইন)। পৌত্তলিকতার ভিত্তি মনে হয় দু’টি মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা এ মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাদের মতে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা অন্য কতগুলো সত্তাতে অর্পণ করেছেন। যরথুস্ত্রীয়রা দু’ খোদায় বিশ্বাস করেঃ অহ্‌রিমুজদ–আলোর খোদা এবং আহ্‌রিমন্–অন্ধকারের খোদা। আলোচ্য আয়াত উক্ত উভয় মতবাদই খণ্ডন করে এবং ঘোষণা করে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। আর যেহেতু সকল শক্তি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই সেহেতু তাঁর কী প্রয়োজন তিনি অন্যের উপর ক্ষমতা অর্পণ এবং কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করবেন?

৮১৮। মেয়াদ শব্দের অর্থঃ ব্যক্তি-জীবনের পরিসর।

৮১৯। মানুষের সৃষ্টি এবং তার মৃত্যু (নির্ধারিত সময়ে) আল্লাহ্ তাআলার করুণার কর্ম বলে উল্লেখিত হয়েছে।

৮২০। আল্লাহ্ তাআলার কর্তৃত্বের-সত্তা আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, আয়াতটির অর্থ এমন নয়। এর মর্মার্থ হলো সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

৮২১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। অতএব পূর্ণ সত্য তাদের কাছে [ক]যখন এল তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং যেসব বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো সেগুলোর (সংঘটিত হওয়ার) সংবাদ[৮২২] তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে যাবে।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٦

★ ৭। তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত[৮২৩] প্রজন্ম ধ্বংস করেছি? [খ]আমরা পৃথিবীতে তাদের এমন প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম যেমনটি আমরা তোমাদের দান করিনি[৮২৪]। আর তাদের ওপর আমরা মুষলধারে [গ]বর্ষণরত মেঘ পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের পাদদেশ দিয়ে নদনদী বইয়ে দিয়েছিলাম। এরপর তাদের পাপের দরুন আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্য এক প্রজন্মের উত্থান ঘটিয়েছিলাম।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧

৮। আর আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা একটি কিতাব অবতীর্ণ করতাম এবং তারা তা[৮২৫] নিজেদের হাত দিয়ে স্পর্শ করেও দেখে নিত তবুও অস্বীকারকারীরা অবশ্যই বলতো, 'এযে স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়'।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٨

৯। আর তারা বলে, 'কেন তার প্রতি কোন [ঘ]ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয়নি?' আর আমরা যদি কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করতাম[৮২৬] তাহলে বিষয়টি অবশ্যই চুকিয়ে দেয়া হতো। এরপর তাদের কোন অবকাশ দেয়া হতো না।

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٩

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৭; খ. ৪৬ঃ২৭; গ. ১১ঃ৫৩; ৭১ঃ১২; ঘ. ২ঃ২১১; ২৫ঃ৮।

৮২১। আল্লাহ্‌তা আলার জ্ঞান ও শক্তির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তিনি তাঁর নবী-রসূলগণের নিকট প্রকাশ করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে প্রবল বাধা-বিপত্তির মোকাবিলাতে তাদের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য ও অসাধারণ সাহায্য এবং সমর্থন দিয়ে থাকেন। এ সকল বিষয়কেই বলা হয় মু'জিযা ও নিদর্শন।

৮২২। 'নাবা' বহুবচনে 'আম্বাউ' কুরআনে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে, যা কোন বৃহৎ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত (কুল্লিয়াত)।

৮২৩। 'কার্ণ' অর্থ মানুষের বংশধর ও প্রজন্ম, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী প্রজন্মের সন্নিহিত প্রজন্ম, এক কালের সকল মানুষ (লেইন)।

৮২৪। 'যেমনটি আমরা তোমাদের দান করিনি' কথাটি দ্বারা পৃথিবীর পিছিয়ে যাওয়া বুঝায় না। কোন সন্দেহ নেই, এটা সামগ্রিকভাবে অগ্রগতির দিকেই চলেছে। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন জাতি যারা অতীতে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তারা শিল্প এবং বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় এত উন্নত ছিল যে তাদের পরবর্তী বংশধররা তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্তমানে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক যুগ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কোন কোন নিদর্শনের প্রতি এখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

৮২৫। তারা নিশ্চিত করে ধরে নিয়েছিল এটা একটা স্বর্গীয় বস্তু, পার্থিব নয়।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑩

১০। আর আমরা যদি এ (রসূলকে) ফিরিশ্‌তা বানাতাম তবুও আমরা তাকে মানুষরূপেই বানাতাম। এরপরও তারা যে সন্দেহে পড়ে আছে আমরা সেই সন্দেহেই তাদেরকে রেখে দিতাম[৮২৭]।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑪

১১। আর তোমার পূর্বেও রসূলদের [ক]ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। (পরিণামে) তাদের মাঝে যারা এ (রসূলদের) সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে তা-ই ঘিরে ফেললো যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

১ [১১] ৭

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑫

১২। তুমি বল, "[খ]তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!'

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑬

★ ১৩। তুমি বল 'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার?' বলে দাও, 'আল্লাহ্‌রই'। তিনি [গ]কৃপা করাকে[৮২৮] নিজের জন্য অবধারিত করে নিয়েছেন। নিশ্চয় [ঘ]কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তিনি যে তোমাদের একত্র করতে থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে বিনাশ করেছে তারা ঈমান আনবে না।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑭

১৪। রাতে ও দিনে যা স্থিতি লাভ করে রয়েছে সব তাঁরই। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ⑮

১৫। তুমি বল, [ঙ]'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা[৮২৯] আল্লাহ্‌কে ছাড়া আমি কি অন্য কোন অভিভাবক গ্রহণ করতে পারি?' অথচ তিনি (সবার) [চ]আহার যোগান এবং তাঁকে আহার যোগানো হয় না। তুমি বল, [ছ]'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই'। আর (আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

দেখুন : ক. ২১:৪২; খ. ৩:১৩৮; ২২:৪৭; ২৭:৭০; গ. ৬:৫৫; ৭:১৫৭ ; ঘ. ৩:১০; ৪:৮৮; ৪৫:২৭; ঙ. ১২:১০২; ১৪:১১; ৩৫:২; ৩৯:৪৭ ; চ. ২০:১৩৩; ৫১:৫৮; ছ. ৬:১৬৪; ৩৯:১৩।

৮২৬। 'ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করতাম' বাক্যটি অত্যাসন্ন ঐশী-শাস্তির প্রতি নির্দেশ করে।

৮২৭। কাফিরদের পথ প্রদর্শনের জন্য ফিরিশ্‌তার আগমন হওয়া উচিত ছিল, এ আয়াতে এ দাবীর অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

৮২৮। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার মালিকানাধীন। ঈমানের শত্রুও তাঁরই মালিকানাধীন। আল্লাহ্‌র পক্ষে তো দূরের কথা, কোন মানুষও তার নিজের শিল্পকর্ম ধ্বংস করা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ করুণাময় এবং তিনি অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন যেন তারা অনুশোচনা করে এবং তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা যায়।

★ ১৬। তুমি বল, 'আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা[৮৩০] করলে নিশ্চয় [ক]আমি এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑯

১৭। যার কাছ থেকে এ (আযাব) সেদিন সরিয়ে নেয়া হবে তার প্রতি নিশ্চয় তিনি দয়া করে থাকবেন। আর এটাই[৮৩১] সুস্পষ্ট সফলতা।

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ⑰

★ ১৮। আর [খ]আল্লাহ্ তোমাকে দুঃখকষ্টে ফেল্লে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি তোমাকে সৌভাগ্যমন্ডিত করলে (সেক্ষেত্রে) তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑱

★ ১৯। আর [গ]তিনি তাঁর সৃষ্টির (অর্থাৎ মানবজাতির) ওপর প্রবল শক্তিধর[৮৩২]। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ⑲

★ ২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যরূপে কোন্ বিষয়টি সবচেয়ে বড়'? বল, [ঘ]'আল্লাহ্ই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী'[৮৩৩]। আর আমার প্রতি এ কুরআন ওহী করা হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদের এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছায় (তাকে) সতর্ক করি। তোমরা কি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ, আল্লাহ্ ছাড়া আরো কোন উপাস্যও আছে? তুমি বল, 'আমি (এ) সাক্ষ্য দেই না।' বল, 'কেবল তিনিই হলেন এক-অদ্বিতীয় উপাস্য এবং তোমরা (তাঁর সাথে) যা শরীক কর নিশ্চয় আমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।'

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِۦ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ⑳

২১। [ঙ]আমরা যাদেরকে এ কিতাব দিয়েছি তারা একে সেভাবেই চিনে যেভাবে তারা নিজ পুত্রদের চিনে[৮৩৪]। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারাতো ঈমান আনবে না।

[২/১০/৮]

الَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ㉑

দেখুন ঃ ক.১০ঃ১৬; ৩৯ঃ১৪; খ. ১০ঃ১০৮; গ. ৬ঃ৬২; ঘ. ৪ঃ১৬৭; ১৩ঃ৪৪; ২৯ঃ৫৩; ঙ. ২ঃ১৪৭।

৮২৯। 'ফাতির' শব্দ যখন আল্লাহ্ তাআলার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় আদি-স্রষ্টা, উদ্গাতা অথবা নির্মাতা।

৮৩০। এ আয়াত আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অবাধ্যতার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে জোরালোভাবে পরামর্শ দান করছে। নবী করীম (সাঃ) কখনো আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিলেন, এ আয়াতে তা কখনো বুঝায় না।

৮৩১। 'যালিকা' শাস্তি সরিয়ে দেয়া অথবা 'রেহাই' করা এই দুই এর যে কোন একটির প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে।

৮৩২। আল্লাহ্র 'আল কাহির' গুণবাচক নামটি এই তত্ত্বকে খন্ডন করে, পদার্থ ও আত্মা আল্লাহ্র সাথে সহ অবস্থান করে এবং এগুলো তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এগুলোকে যদি আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি না করতেন তাহলে এগুলোকে দমন করা বা বশীভূত রাখার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর থাকতো না।

৮৩৩। আল্লাহ্ তাআলা তিনভাবে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পেশ করেছেন—কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রমাণ পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

৮৩৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে [ক]তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয় যালেমরা কখনো সফল হয় না[৮৩৫]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲﴾

২৩। আর [খ](স্মরণ কর) যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করবো, এরপর যারা (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছে আমরা তাদের বলবো, 'তোমরা যাদেরকে (আমার শরীক বলে) দাবী করতে তোমাদের সেইসব শরীক কোথায় [৮৩৬]?'

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কোন অজুহাত থাকবে না, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অংশীবাদী ছিলাম না[৮৩৭]।'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۴﴾

★ ২৫। দেখ! কিভাবে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে। আর তারা [গ]যে মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কোন কাজে এল না।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে [ঘ]যারা তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলে মনে হয়, অথচ [ঙ]আমরা তাদের হৃদয়ে এক (ধরনের) আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা (সৃষ্টি করেছি) যেন তারা তা বুঝতে না পারে। আর তারা সব ধরনের নিদর্শন দেখলেও তা বিশ্বাস করবে না। তারা এতটা (দু:সাহসী) যে তোমার কাছে এলে তারা তোমার সাথে বিতন্ডা করে। যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এ (কুরআন) পূর্ববর্তীদের কেচ্ছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۶﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯৪; ৭ঃ৩৮; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯; ৬১ঃ৮; খ. ১০ঃ৩৯; গ. ৭ঃ৫৪; ১১ঃ২২; ঘ. ১০ঃ৪৩; ১৭ঃ৪৮; ঙ. ১৭ঃ৪৭; ৪১ঃ৬।

৮৩৪। পূববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলী মহানবী (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। তাই আহলে কিতাবের কাছে মহানবী (সাঃ) এর সত্যতা অনস্বীকার্য (ইংরেজী বৃহৎ তফসীর দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ্ তাআলার কোন নবী তাঁর দাবীর শুরুতেই পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন না। তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনা বা তাঁর স্বীকৃতি দেয়া হয় তেমনিভাবে যেমন এক পিতা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তার পুত্রের পুত্রত্বের স্বীকৃতি দেয়। অদৃশ্য অবস্থার উপরেই সূচিত হয় বিশ্বাসের ভিত্তি।

৮৩৫। তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ বা সাক্ষ্য মানবীয় যুক্তি-ভিত্তিক। প্রত্যেক সাধু বা সৎ ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে কোন মানুষ যদি আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার দাবী করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথা আরোপ করে, সে কেবল তার জীবনকে অকৃতকার্যতার মাঝেই বিনাশ করে। অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত পুরুষের বা নবীর বিরোধিতা করে তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না এবং নতুন ধর্মের প্রতিবন্ধকতা বা গতি রোধ করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

৮৩৬। তোমরা নিশ্চয়তার সাথে বলেছিলে, দাবী করেছিলে অথবা ঘোষণা দিয়েছিলে।

৮৩৭। পৌত্তলিকদের এ অস্বীকৃতি প্রকৃতই তাদের অসহায়ত্বের মাঝে অপরাধ স্বীকারের এক কাতরোক্তি এবং এটা আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পা আকর্ষণের এক ধরনের আবেদন ।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। আর তারা এ থেকে (অন্যদের) বারণ করে এবং (নিজেরাও) এ থেকে দূরে থাকে[৮৩৮]। আর তারা কেবল নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা (তা) উপলব্ধি করে না।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। আর তুমি যদি দেখতে পেতে আগুনের সামনে [ক]যখন তাদের দাঁড় করানো হবে তখন [খ]তারা বলবে, 'হায়! আমাদেরকে যদি ফেরৎ পাঠানো হতো তবে আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٢٩﴾

২৯। প্রকৃতপক্ষে তারা পূর্বে যা গোপন করতো তা (এখন) তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে[৮৩৯]। আর তাদের যদি ফেরত পাঠিয়েও দেয়া হতো তবু তারা তা-ই করে বেড়াতো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। আর তারা বলে, [গ]'আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন (জীবন) নেই। আর আমরা কখনো পুনরুত্থিত হব না'।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ ع

৩১। আর তুমি যদি দেখতে পেতে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে যখন তাদের দাঁড় করানো হবে এবং [ঘ]তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, 'এ (পরকাল) কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'কেন নয়! আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য)'। তিনি বলবেন, 'অতএব তোমাদের (ক্রমাগত) অস্বীকারের দরুন তোমরা আযাব ভোগ কর।'

৩ [১০] ৯

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۖ حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২। [ঙ]যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টি) প্রত্যাখ্যান করেছে তারা পরিশেষে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অকস্মাৎ তাদের ওপর যখন প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আসবে তখন তারা বলবে, [চ]'হায়! আমরা এ (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করেছিলাম এর জন্য আক্ষেপ।' আর (তখন) তারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে[৮৪০]। শুন! তারা যা বহন করবে তা অতি মন্দ।

দেখুন ঃ ক. ৪৬ঃ৩৫; খ. ২ঃ১৬৮; ২৩ঃ১০০-১০১; ২৬ঃ১০৩; ২৯ঃ৫৯; গ. ২৩ঃ৩৮; ৪৪ঃ৩৬; ৪৫ঃ২৫; ঘ. ৪৬ঃ৩৫; ঙ. ১০ঃ৪৬; চ. ২ঃ১৬২।

৮৩৮। এ আয়াত পবিত্র কুরআনের প্রভাবশালী শক্তির এক জোরালো প্রমাণ।

৮৩৯। 'তা (এখন) তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে' আয়াতের এ কথাগুলো এটাই ব্যক্ত করে, আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের শত্রুদের অন্তরেও ঐশী-প্রেরিতগণের সত্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার সচেতনতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাদের গোঁড়ামী এবং একগুঁয়েমি দ্বারা তারা এই মনোভাব চেপে রাখে। শেষ বিচার দিবসে তাদের মনের অন্তর্নিহিত অবস্থা, যা তারা ইহজীবনে লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করেছিল স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার নবীর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের হৃদয়ে যে সুপ্ত চেতনা ছিল তা তখন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।

৮৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۳۳

৩৩। আর [ক]পার্থিব জীবন শুধুই এক খেলাতামাশা ও আমোদস্ফূর্তি বিশেষ। আর যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য নিশ্চয় [খ]পরকালের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝۳۴

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি, তারা [গ]যা বলে তা নিশ্চয় তোমাকে পীড়া দেয়। কেননা তারা শুধু তোমাকেই প্রত্যাখ্যান করে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীই অস্বীকার করে[৮৪১]।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝۳۵

৩৫। আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও[৮৪২] রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধরেছিল। পরিশেষে তাদের কাছে [ঘ]আমাদের সাহায্য এসে গেল। আর [ঙ]আল্লাহ্‌র কথার[৮৪৩] পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর নিশ্চয় তোমার কাছে রসূলদের সংবাদ এসে গেছে।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝۳۶

৩৬। আর তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ[৮৪৪] অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করে নাও এবং (এর মাধ্যমে) তাদের কাছে কোন নিদর্শন এনে দিতে পারলে (এমনটি করে দেখে নাও)। আর [চ]আল্লাহ্ চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের সঠিক পথে একত্র করতেন। অতএব তুমি কখনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

অর্ধাংশ

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ৬৫; ৪৭ঃ৩৭; ৫৭ঃ২১; খ. ৭ঃ১৭০; ১২ঃ১১০; গ. ১৫ঃ৯৮; ঘ. ২ঃ২১৫; ৪০ঃ৫২; ঙ. ৬ঃ১১৬; চ. ৫ঃ৪৯; ৬ঃ১৫০; ১১ঃ১১৯; ১৩ঃ৩২; ১৬ঃ১০।

৮৪০। এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তাদের বোঝা অত্যন্ত ভারী হবে।

৮৪১। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মানবীয় দয়া-মায়ায় ভরপুর ছিলেন। কাফিররা তাঁর সম্পর্কে কি বলতো সে বিষয়ে তিনি মোটেই বিচলিত হতেন না। অবিশ্বাসীরা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। সেজন্যও তিনি ব্যথিত হতেন না, বরং আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজেদের প্রতি ঐশী-করুণার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল, এ কারণে তিনি বেদনাহত ছিলেন।

৮৪২। আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সাঃ) কে সান্ত্বনা এবং প্রবোধ দেয়ার জন্য এ কথাগুলো দ্বারা ভালবাসাপূর্ণ সম্বোধন করেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে, তাঁর পূর্বে আগত নবী-রসূলগণকেও প্রত্যাখ্যান, অবজ্ঞা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল।

৮৪৩। আল্লাহ্‌র নবীগণের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে থাকে এবং তাঁদের শত্রুদের জন্য আসে দুঃখ-দুর্দশা। এ ঐশী-নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

৮৪৪। পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ অন্বেষণ করার মর্ম হচ্ছে পার্থিব উপকরণ ব্যবহার করা, অর্থাৎ সত্যের প্রচার ও প্রসার করা এবং আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করার তাৎপর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপায় ব্যবহার, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা যাতে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়াই প্রকৃত পক্ষে ঐশী-নৈকট্য লাভের মাধ্যম বা সিঁড়ি। মহানবী (সাঃ)কে উভয় উপকরণ ব্যবহারের কথাই বলা হয়েছে। ২ঃ২৭৪ আয়াতের 'জাহিল' শব্দ দ্বারা 'যে জানে না' বা 'যে অপরিচিত' তাকে বুঝায়। নবী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৩৭। যারা মনেযোগ দিয়ে কথা শুনে কেবল তারাই (ঐশী আহ্বানে) নিষ্ঠার সাথে সাড়া দেয়। আর আল্লাহ্ মৃতদের[৮৪৪-ক] পুনরুত্থিত[৮৪৫] করবেন। এরপর তাঁরই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। আর তারা বলে, 'তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [ক]তার প্রতি কোন বড় নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয়নি?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ বড় নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না'।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। আর [খ]পৃথিবীতে যত বিচরণশীল প্রাণী আছে এবং নিজেদের দুই ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো যত পাখি আছে তারাও তোমাদেরই মত প্রজাতি[৮৪৬]। [গ]আমরা এ কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেইনি। এরপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাদের একত্র করা হবে।

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٩﴾

★ ৪০। আর [ঘ]যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও বোবা। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান তাকে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾

★ ৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের ওপর যদি [ঙ]আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে অথবা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত[৮৪৭] এসে পড়ে তখন আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা কি আর কাউকে ডাকবে'? (জবাব দাও,) তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২১; ২৯ঃ৫১; খ. ১১ঃ৭, ৫৭; গ. ১৬ঃ৯০; ঘ. ২ঃ১৯, ১৭২; ২৭ঃ৮১-৮২; ৩০ঃ৫৩-৫৪; ঙ. ৬;৪৮; ১২ঃ১০৮, ৪৩;৬৭,

করীম (সাঃ)কে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াত রসূলে আকরম (সাঃ) এর উম্মতের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য তাঁর গভীর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ব্যাপারেও আলোকপাত করেছে। তিনি তাদেরকে নিদর্শন দেখাবার জন্য যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি পৃথিবীতে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি অন্বেষণ করতে হলেও তা-ই করতেন।

৮৪৪-ক। কুরআনে 'মাউতা' শব্দ সত্য– বঞ্চিতদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে।

৮৪৫। এ আয়াতে দু' প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (ক) যারা অন্তরে সৎ, মনযোগ সহকারে শুনে এবং শুনা মাত্রই সত্যকে গ্রহণ করে এবং (খ) যারা প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃতবৎ, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের যোগ্যতাসম্পন্ন, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিদর্শন দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলবেন। এরপর তারাও শ্রবণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে।

৮৪৬। এমনকি পাখিরা এবং পিঁপড়ার মত প্রাণীরাও আবহাওয়ার পরিবর্তনে বুঝতে পারে যে ঝড় আসন্ন এবং কুকুরের মত পশুরাও তাদের মনিবের আদেশ বুঝতে পারে, এ আয়াত তা নির্দেশ করছে। কিন্তু নির্বোধ অবিশ্বাসীরা 'দেয়ালের লিখন' দেখতে পায় না এবং তারা বুঝতে পারে না, নবী আকরম (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি ডেকে আনছে। তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অবশ্যই তাদেরকে জবাব দিতে হবে। এ আয়াত আরো দু'প্রকার মানুষের প্রতি ইংগিত করছে ঃ (ক) যারা পশুর ন্যায় কেবল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট এবং জীবন-ভর তারা দৈহিক কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে মগ্ন, (ক) পাখির ন্যায় যারা আধ্যাত্মিক মার্গে উড়তে থাকে। উচ্চ পদমর্যাদার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণকে কুরআনে (৩ঃ৫০) পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৮৪৭। 'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত' কথাটি ইসলামে চূড়ান্ত বিজয়, অথবা (ইসলামবিরোধী শক্তির) পতনের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। (না,) বরং তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে। তিনি যদি চান তবে যে (বিপদ দূর করে দেয়ার) জন্য তোমরা (তাঁকে) ডাক তিনি তা দূর করে দিবেন এবং তোমরা (তাঁর সাথে) যাকে শরীক করতে তাকে তোমরা ভুলে যাবে[৮৪৮]।

৪ [১১] ১০

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিদের কাছে (রসূল) পাঠিয়েছিলাম। [ক]পরবর্তীতে আমরা (কখনো) অভাবঅনটন এবং (কখনো) বিপদআপদে[৮৪৯] তাদের (অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের) জর্জরিত করেছিলাম যেন তারা বিনয় অবলম্বন করে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। অতএব তাদের ওপর যখন আমাদের শাস্তি নেমে এল তখন কেন[৮৫০] তারা সকাতরে বিনত হলো না? বরং [খ]তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করতো [গ]শয়তান তাদেরকে তা সুন্দর করে দেখিয়েছিল।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতএব [ঘ]যে জোরালো উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সব কিছুর দুয়ার খুলে দিলাম। অবশেষে যা তাদের দেয়া হয়েছিল তাতে তারা যখন অহংকারী হয়ে গেল তখন আমরা [ঙ]অকস্মাৎ তাদের ধরে ফেল্লাম। তখন দেখ! তারা একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লো।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯৫; খ. ২ঃ৭৫; ৫৭ঃ১৭; গ. ৬ঃ১২৩; ৮ঃ৪৯; ১৬ঃ৬৪; ২৯ঃ৩৯; ঘ. ৫ঃ১৪; ৭ঃ১৬৬; ঙ ৭ঃ৯৬; ৩৯ঃ৫৬।

৮৪৮। 'তোমরা (তাঁর সাথে) যাকে শরীক করতে তাকে তোমরা ভুলে যাবে' এ কথা মক্কা-বিজয়ের দিনে আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। সে দিন মক্কাবাসী তাদের দেবতা বা মূর্তিগুলোর প্রতি সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যেমন আবু সুফিয়ান, তার স্ত্রী হিন্দা এবং অন্যান্যরা অকপটে নবী করীম (সাঃ) এর উপস্থিতিতে তা স্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত আরব দেশ থেকে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

৮৪৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণভাবে ঐশী-শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এ আয়াতেই দু' ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৫০। 'লাওলা' (এমনটি কেন হলো না) শব্দদ্বয় শুধু প্রশ্নবোধক রূপেই এখানে ব্যবহার করা হয়নি, বরং সহানুভূতি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাদের অবশ্যই বিনয়াবনত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা তা হয়নি।

★ ৪৬। [ক]অতএব অত্যাচারী জাতির মূলোচ্ছেদ করে দেয়া[৮৫১] হলো। আর সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, [খ]আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ সে উপাস্য রয়েছে, যে তোমাদের এ (হারানো শক্তি) তোমাদের (ফিরিয়ে) দিতে পারে?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি। তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, [গ]তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্‌র আযাব অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যভাবে নেমে আসে তাহলে যালেম লোক ছাড়া আর কাউকে কি ধ্বংস করা হবে?'

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর [ঘ]আমরা রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়ে থাকি। [ঙ]সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং (নিজেদেরকে) শুধরে নেয় তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

★ ৫০। আর [চ]যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদের ওপর আযাব অবশ্যই নেমে আসবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বলে দাও, "আমি তোমাদের একথা বলি না, [ছ]'আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভান্ডার রয়েছে' এবং একথাও (বলি) না, 'আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি'। আর [জ]আমি তোমাদের এ কথাও বলি না, 'আমি একজন ফিরিশ্‌তা।' আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি। তুমি বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?' তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না?"

৫ [৯] ১১

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৩; ১৫ঃ৬৭; খ. ২ঃ৮; ১৬ঃ১০৯; ৪৫ঃ২৪; গ. ৬ঃ৪১; ১০ঃ৫১; ১২ঃ১০৮; ৪৩ঃ৬৭; ঘ. ৪ঃ১৬৬; ৫ঃ২০; ১৮ঃ৫৭; ঙ. ৫ঃ৭০; ৭ঃ৩৬; চ. ৩ঃ১২; ৫ঃ১১; ৭ঃ৩৭, ৭৩; ১০ঃ৭৪; ২২ঃ৫৮; ছ. ১১ঃ৩২; জ. ১০ঃ১৬; ৪৬ঃ১০।

৮৫১। 'দাবেরুন' অর্থ কোন জাতির সর্বশেষ ধ্বংসাবশেষ বা চিহ্ন, মূল, বংশ, গোত্র বা জাতি ইত্যাদি। 'কুতিয়া দাবিরুল্ কাওম' এর অর্থঃ (১) জাতির শেষ লোকটিকেও শেষ করে দেয়া হলো, (২) জাতির নেতৃবৃন্দকে শেষ করে দেয়া হলো যেমন, বৃক্ষকে তার মূল থেকে কেটে ফেলা হয় এবং (৩) নেতাদের অনুসারীদেরকে কর্তন বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো অর্থাৎ নেতারা তাদের রাজনৈতিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হলো, কারণ অনুসারী বা সমর্থকদের শক্তির ওপরেই নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক শক্তি নির্ভর করে।

৫২। আর তুমি এ (কুরআন) দিয়ে তাদের সতর্ক কর, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাদের একত্র করা হবে বলে ভয় করে। এ (কুরআন) ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। (তুমি এজন্যে সতর্ক কর) যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَاَنۡذِرۡ بِهِ الَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ اَنۡ يُّحۡشَرُوۡۤا اِلٰى رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيۡعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ ﴿۵۲﴾

৫৩। আর যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে [ক]তাঁর সন্তুষ্টি[৮৫২] অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তাদের [খ]তুমি তাড়িয়ে দিও না। তোমার ওপর তাদের হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তাদের ওপরও তোমার হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব নেই। কাজেই তুমি তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি যালিমদের একজন হয়ে যাবে।

وَلَا تَطۡرُدِ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِىِّ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ ؕ مَا عَلَيۡكَ مِنۡ حِسَابِهِمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ وَّمَا مِنۡ حِسَابِكَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَتَطۡرُدَهُمۡ فَتَكُوۡنَ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۵۳﴾

৫৪। আর আমরা তাদের এক দলকে অন্য দল দিয়ে এভাবে পরীক্ষা করি যাতে (পরীক্ষায় ফেলে দেয়া লোকেরা) বলে, আল্লাহ্ কি আমাদের মাঝ থেকে [গ]এসব (নিকৃষ্ট) লোকের[৮৫৩] প্রতিই অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত নন?

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُمۡ بِبَعۡضٍ لِّيَقُوۡلُوۡۤا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡۢ بَيۡنِنَا ؕ اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَعۡلَمَ بِالشّٰكِرِيۡنَ ﴿۵۴﴾

৫৫। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন (তাদের) বল, 'তোমাদের ওপর শান্তি (বর্ষিত) হোক! তোমাদের [ঘ]প্রভু-প্রতিপালক (তোমাদের প্রতি) কৃপা করাকে নিজের জন্য কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। এর ফলে [ঙ]তোমাদের যে-ই অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর তওবা করে এবং (নিজেকে) শুধরে নেয় (সে যেন মনে রাখে) নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلۡ سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلٰى نَفۡسِهِ الرَّحۡمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنۡ عَمِلَ مِنۡكُمۡ سُوۡۤءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ وَاَصۡلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۵۵﴾

৫৬। আর এভাবেই আমরা আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেই (যাতে সত্য প্রকাশিত হয়) এবং যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৬ [৫] ১২

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ وَلِتَسۡتَبِيۡنَ سَبِيۡلُ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿۵۶﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৩০ ; খ. ১৮ঃ২৯; গ. ১১ঃ২৮ ; ঘ. ৬ঃ১৩; ৭ঃ১৫৭ ; ঙ. ৪ঃ১৮; ১৬ঃ১২০।

৮৫২। 'ওয়ঝহুন' অর্থ সন্তুষ্টি, চেহারা, সত্তা (২:১১৩)।

৮৫৩। সাধারণত মু'মিনদের মাঝে গরীব বেশি হওয়ায় সমাজের সম্পদশালী লোকদের জন্য নূতন ঐশী-বাণী গ্রহণ করার পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

★ ৫৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক, তাদের ইবাদত করতে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' তুমি বল, [ক]'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করবো না। (তা করলে) আমি তৎক্ষণাৎ বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্তদের একজন বলে গণ্য হব না।'

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তুমি বল, [খ]'নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসেছ। তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়ো করছ তা (ঘটানোর) ক্ষমতা আমার নেই। [গ]সব সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্রই হাতে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন। আর তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।'

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তুমি বল, [ঘ]'যে বিষয়ে তোমরা তাড়াহুড়ো করছ তা (ঘটানোর) ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে আমার ও তোমাদের মাঝে (কবেই) মীমাংসা হয়ে যেত। আর আল্লাহ্ যালেমদের সবচেয়ে বেশি জানেন।

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। আর অদৃশ্যের বিষয়াবলীর চাবি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। আর জলেস্থলে যা আছে তিনি তা জানেন। আর তাঁর অজ্ঞাতে একটি পাতাও পড়ে না। আর মাটির গভীর আঁধারে লুকানো প্রতিটি শস্য বীজ, প্রতিটি সজীব ও শুষ্ক বস্তুর (বর্ণনা) একটি সুস্পষ্ট কিতাবে[৮৫৪] (সংরক্ষিত) রয়েছে।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৫০; ৪২ঃ১৬; খ. ১১ঃ৬৪; ১২ঃ১০৯; গ. ১২ঃ৪১, ৬৮; ঘ. ৬ঃ৯; ১০ঃ১২।

৮৫৪। বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াত নীতি নির্ধারণ করছে যে কাফিরদের আহ্বান অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) এর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তা-ই যদি হতো তবে বহু পূর্বেই তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতো এবং তখন সম্ভবত হযরত উমর ও খালেদ (রাঃ) যাঁরা তখনো ইসলামের শত্রু ছিলেন এবং যাঁরা পরবর্তীকালে ইসলামের শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার জন্য নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বনির্ধারিত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন– তারা ঈমান আনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান বলে শাস্তি প্রদানে ধীর এবং তিনি মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলের ক্রিয়া সম্পর্কে সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনিই ভাল জানেন কাকে কখন শাস্তি দিবেন। কি পরিমাণ ক্লেশ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করে থাকে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত। মানবকৃত সৎকর্মসমূহ অন্যান্য কার্যের দ্বারা নিষ্ফল বা রদ করে দেয়া হয় কিনা তা কেবল আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। মানুষের অন্তরে নিহিত সদ্গুণাবলীর বীজ সম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে এবং এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে কিনা এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফুল-ফলে সুশোভিত হবে কিনা তা শুধু তাঁরই জানা আছে। তিনিই কেবল বলতে পারেন, বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি 'শুষ্ক এবং আধ্যাত্মিক জীবনশূন্য,' ঐশী-বারিধারা বা রহমত বর্ষিত হলে সে 'সবুজ' তথা জীবন্ত হয়ে উঠবে কিনা, অথবা যে 'মৃত' সে পুনর্জীবন লাভে সফল হবে কিনা। সংক্ষেপে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সকল বস্তু এবং সকল অবস্থা এবং সকল সম্ভাব্য ও অব্যক্তভাব বা সুপ্ত বৃত্তি বা শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয়।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আর [ক] তিনিই রাতের বেলা (ঘুম রূপে) তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনের বেলায়[৮৫৫] তোমরা যা করেছ তা তিনি জানেন। এরপর তিনিই এতে (অর্থাৎ দিনের বেলায়) তোমাদের পুনরুত্থিত করে থাকেন যেন (তোমাদের) নির্ধারিত মেয়াদ[৮৫৬] পূর্ণ হয়। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। অত:পর তোমরা যা করতে তিনি সে বিষয়ে তোমাদের জানাবেন।

৭
[৫]
১৩

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। আর [খ] তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর প্রবল শক্তিধর[৮৫৭]। আর [গ] তিনি তোমাদের জন্য সুরক্ষাকারী (পর্যবেক্ষক) পাঠান। অবশেষে তোমাদের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমাদের প্রেরিত (ফিরিশ্‌তারা) তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা আদেশ পালনে কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۚ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۚ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এরপর তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হয়। শুন! সর্বময় ক্ষমতা কেবল তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি সবচেয়ে দ্রুত।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। তুমি বল, 'জল ও স্থলের ঘোর অন্ধকার[৮৫৮] থেকে [ঘ] কে তোমাদের উদ্ধার করে থাকেন যখন তোমরা তাঁকে সকাতরে ও নিভৃতে (এই বলে) ডাকতে থাক, 'তিনি যদি এ (বিপদ) থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?'

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৪৩; খ. ৬ঃ১৯; ১৩ঃ১৭; গ. ১৩ঃ১২; ৮২ঃ১১; ঘ. ১০ঃ২৩; ১৭ঃ৬৮; ২৯ঃ৬৬; ৩১ঃ৩৩।

৮৫৫। রাত্রিকালে মানুষের অবস্থা এবং দিনের বেলায় তার ক্রিয়া-কর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন এবং সময় তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব শুধু তিনিই জানেন সৎ এবং অসৎ এর প্রকৃত চরিত্র। সুতরাং তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম।

৮৫৬। মানুষের জন্ম সময় থেকে তাকে যে সকল প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং যার সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা আয়ু বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হয় এখানে নির্ধারিত মেয়াদ বলতে সেই নির্ধারিত কালকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

৮৫৭। আল্লাহ্ তাআলাই কেন শাস্তি প্রদানের অধিকারী, এ আয়াতে এর আরো যুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি 'কাহ্হার' অর্থাৎ সকলের উপর শক্তিধর ও প্রবল। অতএব তিনি তাঁর যে কোন সৃষ্ট জীবকে তাঁর অভ্রান্ত জ্ঞানে যখনই প্রয়োজন মনে করেন শাস্তি দিতে পারেন। যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা কখনো শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়ো করেন না।

৮৫৮। 'যুলুমাত' এর শাব্দিক অর্থ 'অন্ধকাররাশি'। এখানে এর অর্থ, নির্যাতন, দৈব দুর্বিপাক এবং দুর্ভাগ্য। আরবদের ধারণামতে অন্ধকার দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

৬৫। তুমি বল, 'আল্লাহ্ই তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা থেকেও তোমাদের উদ্ধার করে থাকেন। তবুও তোমরা শির্ক করছ।'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝٦٥

★ ৬৬। তুমি বল, 'তিনি তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের প্রতি আযাব প্রেরণে অথবা তোমাদেরকে (পরস্পর শত্রুরূপে) বিভিন্ন দলে বিভক্ত★ করে একের ওপর অন্যের সহিংসতার স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম'[৮৫৯]। দেখ, আমরা কিরূপে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝতে পারে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝٦٦

৬৭। আর [ক]তোমার জাতি একে[৮৬০] প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এ হলো প্রকৃত সত্য। তুমি বল, [খ]'আমি আদৌ তোমাদের অভিভাবক নই।'

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦٧

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য একটা স্থান কাল[৮৬১] নির্ধারিত রয়েছে। আর অচিরেই তোমরা (তা) জানতে পারবে।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٦٨

★ ৬৯। আর তুমি [গ]যখন তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে দেখ তখন তারা তা বাদ দিয়ে অন্য কথায় রত হলেও তুমি তাদের কাছ থেকে সরে থেকো। আর শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দিলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনো সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের সাথে বসবে না।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦٩

৭০। আর তাক্ওয়া [ঘ]অবলম্বনকারীদের ওপর তাদের হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব বর্তায় না। তবে এ হলো এক বড় উপদেশবাণী যাতে তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝٧٠

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৬ ; খ. ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭ ; গ. ৪ঃ১৪১ ; ঘ. ৬ঃ৫৩।

★ ['ইয়ালবিসাকুম' শব্দটি বিভক্তির এমন একটি চিত্র অঙ্কন করেছে যা স্থায়ীত্ব লাভ করবে। আর 'ইয়ালবিসাকুম' (লিবাস বা পোষাক একই ধাতু থেকে নির্গত) বলতে যেমন কোন ছাপ কাপড়ে স্থায়ী রূপ লাভ করে তেমনি দলে উপদলে বিভক্তির অভিশাপটি স্থায়ী রূপ ধারণ করবে বলে বুঝানো হয়েছে। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮৫৯। 'ওপর থেকে আযাব' এর মর্ম দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি অথবা 'পায়ের নিচ থেকে আযাব'এর মর্ম, রোগ-ব্যাধি, মহামারী, অধীনস্থ প্রজাকুলের বিদ্রোহ ইত্যাদি। এছাড়া বিরোধ, মতানৈক্য, বিভেদ এবং বিচ্ছেদ প্রভৃতির শাস্তি, যেগুলো কোন কোন সময়ে গৃহযুদ্ধে পর্যন্ত পরিণত হয়। এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'তোমাদেরকে (পরস্পর শত্রুরূপে) বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একের ওপর অন্যের সহিংসতার স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম' শব্দগুলোর মধ্যে।

৮৬০। 'একে' সর্বনাম দ্বারা বুঝাচ্ছেঃ (১) আলোচ্য বিষয়বস্তু, (২) পবিত্র-কুরআন, (৩) ঐশী-শাস্তি। শেষ অর্থ গ্রহণ করলে, 'এ হলো প্রকৃত সত্য' এর মর্ম দাঁড়ায়, প্রতিশ্রুত-শাস্তি নিশ্চয় আসবে।

৮৬১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭১। আর [ক]যারা নিজেদের ধর্মকে খেলাতামাশা ও আমোদফূর্তি বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছে তুমি তাদের পরিত্যাগ কর। আর তুমি এ (কুরআন) দিয়ে উপদেশ দিতে থাক যাতে কেউ তার কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়ে যায়। (অথচ) আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী হবে না। আর সে প্রত্যেক ধরনের বিনিময় দিতে চাইলেও তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এদেরকেই এদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংস করা হয়েছে। আর এদের (ক্রমাগত) অস্বীকার করতে থাকার কারণে [খ]এদের জন্য থাকবে পানীয় হিসাবে গরম পানি ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৮
[১০]
১৪

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। তুমি বল, [গ]'আমরা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং আমাদের কোন অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পরও কি আমরা সেই ব্যক্তির ন্যায় উল্টো পথে ফিরে যাব, যাকে শয়তানরা লোভ দেখিয়ে পৃথিবীতে দিশেহারা করে ফেলেছে[৮৬২] এবং যার এমন সঙ্গী-সাথী আছে, যারা তাকে হেদায়াতের দিকে এই বলে ডাকে, 'আমাদের কাছে আস?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। আর বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।'

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। আর এ (আদেশও দেয়া হয়েছে), [ঘ]'তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁর তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই সেই সত্তা, যাঁর সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٣﴾

★ ৭৪। আর তিনিই সেই সত্তা, [ঙ]যিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলেন, 'হয়ে যাও'★, তখন তা হতে শুরু করে এবং হয়েই যায়। তাঁর কথা অটল।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৫৮; ৭ঃ৫২; ৫৭ঃ২১; খ. ১০ঃ৫; গ. ২১ঃ৬৭; ২২ঃ৭৪; ঘ. ৪ঃ৭৮; ২২ঃ৭৯; ২৪ঃ ৫৭; ঙ. ১৪ঃ২০; ১৬ঃ৪; ২৯ঃ৪৫।

৮৬১। এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার এক সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা যথা সময়ে এসে উপস্থিত হবে।

৮৬২। এই আয়াতে একজন পৌত্তলিকের তুলনা করা হয়েছে এক বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষের অবস্থার সংগে, যার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। কিন্তু একজন মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য রয়েছে, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল রয়েছে। সে সর্বদা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সমীপে প্রার্থনা করে এবং সে কোথাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মূর্তিপূজারীর ন্যায় বিপথগামী হয় না।

★ ['কুন ফাইয়াকুন' এর ব্যাখ্যার জন্য ২:১১৮ আয়াতের টীকা ১৪০ দ্রষ্টব্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

আর [ক]যেদিন সিঙ্গায়[৮৬৩] ফুঁ দেয়া হবে সেদিনও হবে তাঁরই আধিপত্য । [খ]তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সব বিষয়ে জ্ঞাত। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সদা অবহিত।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৫। আর (স্মরণ কর) [গ]ইব্রাহীম যখন তার পিতা আযরকে[৮৬৪] বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় দেখতে পাচ্ছি।'

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৮৮; ৩৯ঃ৬৯; খ. ৯ঃ৯৪; ১৩ঃ১০; ২৩ঃ৯৩; ৩৯ঃ৪৭; ৫৯ঃ২৩ ; গ. ১৯ঃ৪৩।

৮৬৩। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত প্রত্যেক নবী অবশ্যই শিঙ্গাস্বরূপ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র আহ্বান শোনা যায়। 'শিঙ্গা'-এ শব্দ নবীর শিক্ষা প্রচারের প্রতীক এবং তাঁর জাতির জীবনের মহান বিপ্লব আনয়নকারী। এ আয়াতের মর্ম হলো, আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্র শিক্ষা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হবে এবং যখন ইসলাম সাফল্য ও প্রাধান্য লাভ করবে তখন সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেদিন মুশরিকদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

৮৬৪। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে হযরত ইব্রাহীমের পিতার নাম দেয়া হয়েছে তেরহ্ (আদিপুস্তক-১১ঃ২৬) এবং নূতন নিয়মেও 'তেরহ্' লিখিত আছে (লুক-৩ঃ৩৪)। তালমূদ লুকের সাথে একমত। গির্জা বা যাজক সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রবর্তক ইউসিবিয়াস (Eusebius) ইব্রাহীমের পিতার নাম 'আথার' (Athar) বলে উল্লেখ করেছেন (Sale)। এতে প্রতীয়মান হয়, ইহুদীদের মাঝেও ইব্রাহীমের পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। আদি-পুস্তক এবং লুক এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করার জোরালো কোন কারণ ইউসিবিয়াসের অবশ্যই ছিল। আথার (Athar) ই সঠিক বলে মনে হয় যা পরবর্তীকালে তেরহ্ বা 'থারা'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'আথার' কুরআনে উল্লেখিত নামের (আয্র) প্রায় সমরূপ, উচ্চারণে সামান্য তারতম্য ছাড়া শব্দ দু'টির আকার প্রায় একই। অতএব খৃষ্টান লেখকদের কুরআন্ করীমের সঙ্গে বিতণ্ডা করার কোন কারণ থাকতে পারে না, যার কারণেই কুরআনে ইব্রাহীমের পিতাকে 'আয্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া তালমূদ কিতাবে ইব্রাহীমের পিতার নাম যারাহ্ রাখা হয়েছে (Sale) এবং 'যারাহ' শব্দটি 'আযর' এর কাছাকাছি। এতে প্রতিপন্ন হয়, কুরআনের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য। তদুপরি আযরকে কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আব্ (২৬ঃ৮৭) বলা হয়েছে। 'আব' শব্দ পিতা, চাচা বা পিতামহ প্রভৃতির জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। ২ঃ১৩৩ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর চাচা হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে তাঁর 'আব্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক কুরআন্ থেকে প্রতীয়মান হয়, আয্রকে ইব্রাহীমের আব্ বলা হলেও সম্ভবত তিনি তাঁর পিতা ছিলেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর 'আব্' আযর এর নিকট ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট জানতে পারলেন, 'আযর' আল্লাহ্ তাআলার শত্রু তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার জন্য দোয়া করা থেকে বিরত রইলেন। এমনকি প্রকৃতপক্ষে দোয়া করতে তাঁকে বারণ করা হয়েছিলো (৯ঃ১১৪)। কিন্তু ১৪ঃ৪২ আয়াত থেকে জানা যায় ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ওয়ালিদ এর জন্য দোয়া করেছিলেন। 'ওয়ালিদ' শব্দ পিতার জন্যই প্রয়োগ হয়। এতে প্রমাণিত হয়, 'আযর', যাকে ইব্রাহীমের 'আব্' বলা হয়েছে তিনি তাঁর 'ওয়ালিদ' অর্থাৎ পিতা হতে ভিন্ন ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনি তাঁর চাচা ছিলেন। বাইবেলের কোন কোন অংশও এ অনুমান সমর্থন করে। তেরহ্ এর কন্যা 'সারাহ্'কে ইব্রাহীম বিয়ে করেছিলেন (আদি পুস্তক-২০ঃ১২)। এতে প্রতিপন্ন হয় যে তেরহ্ তাঁর পিতা ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর চাচা আয্র বা আথার তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তার কন্যা সারাহ্কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু আয্র ইব্রাহীমকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তাঁর পিতৃতুল্য ছিলেন, সেই কারণে তাঁকে পুত্র বলতেন এবং এ জন্য আয্র বা আথারকে ইব্রাহীমের প্রকৃত পিতা বলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাল্মূদ কিতাব থেকে এও প্রতিপন্ন হয়, আয্র প্রতিমাগুলো ভাঙ্গার অপরাধে ইব্রাহীমকে অভিযুক্ত করেছিল এবং বিচারের জন্য রাজার নিকট নিয়েছিল। যদি আয্র ইব্রাহীমের পিতা হতেন তাহলে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে হয়ত এমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না।

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبۡرٰهِيۡمَ مَلَكُوۡتَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلِيَكُوۡنَ مِنَ الۡمُوۡقِنِيۡنَ ۝

৭৬। আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্যের (স্বরূপ)[৮৬৫] দেখাতে থাকি যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ ۝

৭৭। অতএব রাতের (আঁধার) যখন তাকে ছেয়ে ফেললো সে একটি তারা দেখলো। সে বললো, 'এ-ই (কি) আমার প্রভু!' এরপর তা যখন অস্ত গেল সে বললো, 'আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না।'

فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنۡ لَّمۡ يَهۡدِنِيۡ رَبِّيۡ لَاَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ الضَّآلِّيۡنَ ۝

৭৮। এরপর সে যখন চাঁদকে আলোকোজ্জ্বল দেখলো সে বললো, 'এ-ই (কি) আমার প্রভু!' এরপর তা(ও) যখন অস্ত গেল সে বললো, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক যদি আমাকে হেদায়াত না দিয়ে থাকতেন নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম'।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمۡسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ هٰذَاۤ اَكۡبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتۡ قَالَ يٰقَوۡمِ اِنِّيۡ بَرِيۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُوۡنَ ۝

৭৯। আবার সে যখন সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল দেখলো সে বললো, 'এ-ই (কি) আমার প্রভু! এ যে সবচেয়ে বড়। এরপর তা(ও) যখন অস্ত গেল সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা যেসব শির্ক করে থাক নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়মুক্ত[৮৬৬]।

৮৬৫। এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)কে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে এবং সবকিছুকে পরিব্যাপ্তকারী ঐশী-ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন।

৮৬৬। ৭৭-৭৯ আয়াত প্রকাশ করে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর (প্রতিমা-পূজারী) জাতিকে তাদের অদ্ভুত হাস্যকর বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য এক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাহলো তাদেরতো চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক খোদা আছে, যাদের উপাসনা তারা করে (যিউ এনসাই)। এ আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা ভুল হবে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন এবং তিনি জানতেন না, কে তাঁর প্রভু, এবং একের পর এক সন্ধ্যায় নক্ষত্র, চন্দ্র এবং এরপর সূর্যকে আপন প্রভু মনে করলেন এবং একে একে যখন সব অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি এদের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং এক আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রকৃতপক্ষে বহু যুক্তি-সম্বলিত এ ঘটনা প্রমাণ করে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশের এ সকল বস্তুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করাতো দূরের কথা, বরং তিনি তাঁর জাতির লোকদের বিশ্বাসের অসারতাই ধাপে ধাপে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ৭৫-৭৬ আয়াত প্রকাশ করে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার একত্বে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই তিনি অন্ধকারে ঘুরপাঁক খাওয়ার মত এবং এক দেবতা থেকে অন্য দেবতার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলার মত বিবেচিত হতে পারেন না। 'এ-ই (কি) আমার প্রভু' এ শব্দগুচ্ছ নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে। এ কথাগুলো দ্বারা তিনি তাঁর জাতির লোকদের বিশ্বাস মতে নক্ষত্র যে তাদের প্রভু ছিল তৎপ্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তদুপরি তিনি তো পূর্বেই জানতেন, সূর্য অস্ত যাবেই। এমতাবস্থায় তাঁর যুক্তির মাঝে, 'আমি অস্তগামীদেরকে পছন্দ করি না' কথাগুলো তো পূর্বাহ্নেই তাঁর অন্তরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত কার্যকররূপে তাঁর যুক্তির অবতারণা করতে চেয়েছিলেন। এরূপে প্রথমে নক্ষত্রকে তাঁর প্রভু বলে সাময়িকভাবে বাহানা করেছিলেন এবং যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তাদেরকে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করাবার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন, 'আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না'। একই ব্যাপার ঘটেছিল চন্দ্র এবং সূর্য অদৃশ্য হওয়াতে। সূর্য সম্পর্কে তিনি 'সবচেয়ে বড়' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্রূপাত্মক

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮০। নিশ্চয় [ক]আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করেছি, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। আর তার জাতি তার সাথে বিতর্ক করতে থাকে। সে বললো, 'তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করছ, অথচ তিনিই আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন? আর তোমরা যাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করছ তাকে আমি মোটেও ভয় করি না। তবে আমার প্রভু-প্রতিপালক (অন্য কিছু) ইচ্ছা করলে সে কথা ভিন্ন। [খ]আমার প্রভু-প্রতিপালক সব কিছুকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾

৮২। আর আমি কি করে সেই বস্তুকে ভয় পাব যাকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক করছ, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সেই বস্তুকে শরীক করতে ভয় পাওনা [গ]যার স্বপক্ষে তিনি তোমাদের কাছে কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? অতএব তোমাদের কোন জ্ঞান থেকে থাকলে বল, (আমাদের) দু'দলের (মাঝে) কোন্ পক্ষ নিরাপদে[৮৬৭] থাকার বেশি অধিকার রাখে?

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের [ঘ]ঈমানকে অন্যায় করে সংশয়যুক্ত করেনি, এদেরই জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৯ [১২] ১৫

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এ ছিল আমাদের সেই অকাট্যযুক্তি যা আমরা ইব্‌রাহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে[৮৬৮] দান করেছিলাম। [ঙ]আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২১; খ. ৭ঃ৯০; গ. ৭ঃ৩৪; ২২ঃ৭২; ঘ. ৩১ঃ১৪; ঙ. ১২ঃ৭৭।

সুরে– তাঁর জাতিকে তাদের বোকামীর জন্য উপহাস করার উদ্দেশ্য। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যুক্তির যে ধারা তিনি গ্রহণ করেছিলেন এর দ্বারা ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে ক্রমশ আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ৮০-৮২ আয়াতের ওপরে ভাসা-ভাসাভাবে দেখলেও স্ফটিকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায়, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার উপর কেবল অটল ঈমানই রাখতেন না, বরং ঐশী-সিফত্ (ঐশী গুণাবলী) সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন।

৮৬৭। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করে যে ৭৭-৭৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিরূপেই উপস্থাপন করেছিলেন। কেননা তিনি নিজে একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ঐশী-প্রেমে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

৮৬৮। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আকাশে ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান বস্তুর একটির পর একটিকে নিজ প্রভুরূপে মনে করে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছিলেন অথবা এ সকল যুক্তির অবতারণা করে তিনি তাঁর জাতিকে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে খোদারূপে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا
هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَ
مِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫। আর [ক]আমরা তাকে ইসহাক্ ও ইয়াকূব দান করেছিলাম। (তাদের) সবাইকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম। আর আমরা এর পূর্বে নূহ্‌কে এবং তার (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের) বংশধর থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব[৮৬৯], ইউসুফ, মূসা এবং হারূনকেও হেদায়াত দিয়েছিলাম। এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ
مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকেও (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম)। এরা সবাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَ
كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭। আর ইসমাঈল, আল্‌ইয়াসাআ, ইউনুস এবং লূতকেও (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম)। [খ]আর এদের প্রত্যেককেই আমরা (সমসাময়িক) বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম[৮৭০]।

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ২৮ ; খ. ২ঃ৪৮; ৩ঃ৩৪-৩৫; ৪৫ঃ১৭।

পূজা করার বিপথগামিতা প্রদর্শন করবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছিলেন কিনা সে প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধান বর্তমান আয়াত করে দিয়েছে। এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রথম থেকে স্পষ্টরূপে এবং অটলভাবে আল্লাহ্ তাআলার একত্বে বা তৌহীদে বিশ্বাস করতেন এবং যা তিনি চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছিলেন সে সব তাঁর যুক্তি-তর্কের অংশ মাত্র, যা আল্লাহ্‌ই তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

৮৬৯। আইউব (আঃ) বাইবেলের 'যোব' (Job) কিতাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে উয্ অঞ্চলের বাসিন্দা বলে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতে এটা ইদুমেয়া বা আরবিয়া ডেজার্ট অর্থাৎ আরব মরুভূমি এবং অন্যেরা তাঁর জন্মস্থান মেসোপটেমিয়া বলে নির্দেশ করেছে। এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আরবের উত্তরাঞ্চলের কোন স্থানে উয্ অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, ইহুদী জাতির মিশর পরিত্যাগের পূর্বে আইউব (আঃ) সেখানে বাস করতেন। অতএব তিনি হযরত মূসা (আঃ) এর পূর্বেই সেখানে ছিলেন, অথবা কারো কারো মতে তিনি মূসা (আঃ) এর স্বদেশবাসী ছিলেন এবং তাঁর কুড়ি (২০) বছর পূর্বে নবুওয়তের মিশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ইসরাঈলী ছিলেন না, তবে ইসরাঈল এর বড় ভাই এসাউ (Esau) এর বংশজাত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত বহু বৈচিত্রময় জীবন ছিল তাঁর। কিন্তু চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুখেও ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সৎ এবং পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। মানুষের স্মৃতিপটে আজ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যশীলতার পরমোৎকর্ষের আদর্শরূপে জীবন্ত আছেন (যিউ এনসাইকো ও এনসাইক অব ইসলাম)।

৮৭০। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে হযরত নূহ্ (আঃ) থেকে উদ্ভূত নবীগণকে ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষণের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নবীগণ হলেন হযরত দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূন (আঃ) যাদেরকে ক্ষমতা ও উন্নতি দেয়া হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তাঁরা সমসাময়িক মানব গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম ছিলেন। এ জন্য এ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে সৎকর্মশীল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এ জাগতিক শক্তি ও সৌভাগ্য বলে তাঁরা স্বজাতির বাস্তব উপকার করতে সক্ষম ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদ্‌শাহ ছিলেন। হযরত ইউসুফ, মূসা ও হারূন (আঃ) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস (আঃ)। এ নবীগণের মাঝে কেউ পার্থিব ক্ষমতা অথবা ইহ-জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না। প্রত্যেকে খুবই বিনম্র ও বিনীত এবং অজ্ঞাত জীবন যাপন করতেন। এমনকি হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে তিনি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হতেন এবং সাধরণত বন-বাদাড়েই থাকতেন। এ বিভাগের বা শ্রেণীভুক্ত নবীগণকে ধার্মিক বা খোদাভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন হযরত ঈসমাঈল, আল্‌ইয়াসায়া, ইউনুস এবং লূত (আঃ)। তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। ক্ষমতা এবং ধনলিপ্সার দুর্নামও রটনা করা হতো তাঁদের সম্পর্কে। হযরত ইসমাঈল

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৮। আর (একইভাবে) এদের পূর্বপুরুষদের, এদের বংশধরদের এবং এদের ভাইদের মাঝ থেকে কিছুসংখ্যককেও (আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম)। আর আমরা এদের বেছে নিয়েছিলাম এবং এদেরকে সরলসুদৃঢ় পথের নির্দেশনা দিয়েছিলাম।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۸﴾

৮৯। এই হলো আল্লাহ্‌র পথনির্দেশনা। এর মাধ্যমে তিনি নিজ বান্দাদের যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আর [ক]তারা যদি শির্‌ক করতো তাদের কৃতকর্ম অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۹﴾

★ ৯০। [খ]এদেরকেই আমরা কিতাব[৮৭১], সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও নবুওয়ত দান করেছিলাম। অতএব এরা এ (নবুওয়তকে) অস্বীকার করলে আমরা তা এরূপ এক জাতির হাতে ন্যস্ত করবো যারা কখনো এর অস্বীকারকারী হবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯১। এদেরকেই আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তুমি এদের (সেই) হেদায়াতের অনুসরণ কর (যা আল্লাহ্ তাদের দিয়েছেন)[৮৭২]। তুমি বল, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে এর কোন পুরস্কার চাই না। এ হলো বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক উপদেশ মাত্র।'

১০
[৮]
১৬

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৬৬; খ. ৪৫ঃ১৭।

(আঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে আমরা দেখিঃ "তিনি বন্য মানব হইবেন, তাঁহার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তাঁহার বিরুদ্ধে" (আদিপুস্তক-১৬ঃ১২)। হযরত আল্‌ইয়াসায়া সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার মতলবে এক রাজাকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য হত্যা করিয়েছিলেন। ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অপদস্থ হয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তিনি নাকি ক্ষমতার অভিলাষ করেছিলেন। হযরত লূত (আঃ) এর নামে অপবাদ রটানো হয় যে তিনি অন্যায়ভাবে উর্বর চারণভূমির লালসা করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞাতি ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ করতেন। এহেনভাবে উক্ত নবীগণ সম্পর্কে ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা-লিপ্সার অপবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহাপবিত্র গ্রন্থ কুরআন এসব অভিযোগ মিথ্যা বলে ঘোষণা করে বলেছে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত বান্দা ছিলেন যাঁদেরকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলেন।

৮৭১। এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে প্রত্যেক নবীকেই পৃথক পৃথক কিতাব দেয়া হয়েছিল। 'কিতাব দেয়া' কুরআনে ব্যবহৃত একটি প্রকাশ-ভঙ্গী, যা সাধারণত শরীয়তবাহী নবীর মধ্যবর্তিতায় দেয়া অর্থে বুঝায়। কুরআন করীমের অন্যত্র (৪৫ঃ১৭) আয়াতে উল্লেখ আছে যে তিনটি বিষয়, যথা-কিতাব, সাম্রাজ্য এবং নবুওয়ত বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। ৫ঃ৪৫ আয়াতে দেখা যায়, বহু নবীর এক প্রবহমান ধারা হযরত মূসা (আঃ) এর পরেও জারী ছিল। তাঁদেরকে নূতন কোন বিধান বা শরীয়ত দেয়া হয়নি। তাঁরা তওরাত কিতাবের বিধান মানতেন এবং এর দ্বারাই ফয়সালা করতেন। প্রকৃতপক্ষে নবী প্রধানত দু' প্রকার হয়ে থাকেন ঃ এক-শরীয়তওয়ালা নবী যাঁকে কিতাব (বিধান বা শরীয়ত) দেয়া হয় এবং দুই- যাঁদেরকে কোন কিতাব বা শরীয়ত দেয়া হয় না। তাঁরা শরীয়তধারী নবীদের অনুসরণ করেন। তাঁদের বেলায় -যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম- এ কথার অর্থ হলো তাঁদেরকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হয়েছিল অথবা তাঁরা সে কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁদের পূর্ববর্তী শরীয়ত-বাহী নবীর বিধানের বা শরীয়তের অধিকারী হয়েছিলেন।

৮৭২। আয়াতের এ সম্বোধনের লক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) বা প্রত্যেক মুসলমানও হতে পারে। কারণ সকল নবীর মৌলিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা এক ও অভিন্ন। অথবা এর মর্ম এ হতে পারে, আঁ হযরত (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বা তাঁর প্রকৃতি এমন ছিল যে অন্যান্য

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৯২। আর [ক]তারা (সেই সময়) আল্লাহ্‌র যথোচিত কদর করে নি যখন [খ]তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি[৮৭৩]। তুমি বল, 'মানুষের জন্য নূর ও হেদায়াতরূপে মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছিল? তোমরা একে নিছক কাগজ বানিয়ে বসেছ। এর কিছুটা তোমরা প্রকাশ করছ এবং বেশির ভাগ[৮৭৪] গোপন করছ। অথচ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও যা জানত না তোমাদের তা শেখানো হয়েছিল। 'তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই (তা অবতীর্ণ করেছেন)'। তুমি তাদেরকে আজে বাজে কথায় মত্ত থাকতে ছেড়ে দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدۡرِهٖۤ اِذۡ قَالُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ قُلۡ مَنۡ اَنۡزَلَ الۡکِتٰبَ الَّذِیۡ جَآءَ بِهٖ مُوۡسٰی نُوۡرًا وَّهُدًی لِّلنَّاسِ تَجۡعَلُوۡنَهٗ قَرَاطِیۡسَ تُبۡدُوۡنَهَا وَتُخۡفُوۡنَ کَثِیۡرًا ۚ وَعُلِّمۡتُمۡ مَّا لَمۡ تَعۡلَمُوۡۤا اَنۡتُمۡ وَلَاۤ اٰبَآؤُکُمۡ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرۡهُمۡ فِیۡ خَوۡضِهِمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ﴿۹۲﴾

৯৩। আর [গ]এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। আর যে (বাণী) এর সামনে রয়েছে এটি তার সত্যায়নকারী যেন তুমি এ (কুরআন) দিয়ে [ঘ]জনপদের-জননী[৮৭৫] ও এর চারদিকে বসবাসকারীদের সতর্ক কর। আর যারা পরকালে ঈমান রাখে তারা এ (কুরআনের) প্রতি[৮৭৬] ঈমান আনে এবং [ঙ]তারা সর্বদা তাদের নামাযের সুরক্ষা করে।

وَهٰذَا کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَکٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَلِتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰی وَمَنۡ حَوۡلَهَا ؕ وَالَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَهُمۡ عَلٰی صَلَاتِهِمۡ یُحَافِظُوۡنَ ﴿۹۳﴾

৯৪। আর [চ]তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে', যদিও তার প্রতি কোন ওহীই করা হয়নি? আর (তার চেয়েও বড় যালেম আর কে) যে বলে, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন এর অনুরূপ (বাণী) আমিও অবশ্যই অবতীর্ণ করবো?'

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اَوۡ قَالَ اُوۡحِیَ اِلَیَّ وَلَمۡ یُوۡحَ اِلَیۡهِ شَیۡءٌ وَّمَنۡ قَالَ سَاُنۡزِلُ مِثۡلَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ ؕ

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৭৫; ৩৯ঃ৬৮; খ. ৩৬ঃ১৬; ৬৭ঃ১০; গ. ৬ঃ১৫৬; ২১ঃ৫১; ৩৮ঃ৩০; ঘ. ৪২ঃ৮; ঙ. ২৩ঃ১০; ৭০ঃ২৪; চ. ৬ঃ২২; ৭ঃ৩৮; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯; ৬১ঃ৮।

নবীগণের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী একত্র এবং সমন্বিতরূপে তাঁর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। 'এদের (সেই) হেদায়াতের অনুসরণ কর' এ আদেশের মাঝে প্রকাশিত ভাবধারায় আধ্যাত্মিক পরিভাষাতে বলা হয়, 'আমরে কাউনি' বা 'খাল্‌কি' যার অর্থ– ইচ্ছা, কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী। এরূপ আদেশের জন্য দেখুন ৩ঃ৬০ এবং ২১ঃ৭০ আয়াত।

৮৭৩। 'আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি' এ বাক্যাংশের দ্বারা জানতে চাওয়া হয়েছে যে তাহলে কে এর মাঝে এরূপ জ্ঞানপূর্ণ এবং ব্যাপক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করলো যা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও কখনো জানা ছিল না। এ এমন শিক্ষা যা প্রকাশ বা প্রদর্শন করা তোমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই এরূপ শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

৮৭৪। তওরাত গ্রন্থের এক অংশকে প্রকাশ করে অন্য অংশকে অর্থাৎ যে অংশে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের এবং নিদর্শনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে তা গোপন করার জন্য এখানে ইহুদীদের নিন্দা করা হয়েছে।

৮৭৫। যে স্থানে আল্লাহ্‌র নবী আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাকে 'জনপদ জননী' বলা হয়। কারণ সেই স্থান হতে মানুষ আধ্যাত্মিকতার দুগ্ধ পান করে থাকে, ঠিক যেমন শিশু মায়ের বক্ষ হতে দুগ্ধ পান করে থাকে। 'এর চারদিকে বসবাসকারীরা' এ কথাগুলোর দ্বারা সারা পৃথিবীকে বুঝাতে পারে। কেননা নবী করীম (সাঃ) এর বাণী সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যই।

৮৭৬। এ শব্দগুলো বুঝাচ্ছে যে পরকালে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই কুরআনেও বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন এবং পরজীবনে বিশ্বাস অবিভাজ্য এবং একত্রে সম্পৃক্ত। একটি ছাড়া অপরটি তাৎপর্যহীন।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا أَيْدِيْهِمْ ۚ أَخْرِجُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٤﴾

হায়! তুমি যদি (সেই ভয়াবহ দৃশ্য) দেখতে পেতে যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায়[৮৭৭] কাতরাবে এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমরা নিজেদের প্রাণ বের কর। তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে দাম্ভিকতা দেখাতে সেজন্য [ক]আজ তোমাদের কঠোর লাঞ্ছনাজনক আযাব দেয়া হবে।'

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ ع

৯৫। 'আর নিশ্চয় [খ]তোমরা (আজ) আমাদের কাছে একা একা উপস্থিত হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমরা তোমাদেরকে যা দান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিছনে[৮৭৮] ফেলে এসেছ। আর (কী ব্যাপার) আমরা তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেইসব সুপারিশকারী দেখতে পাচ্ছি না যাদেরকে তোমরা তোমাদের (স্বার্থ রক্ষার) ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র) শরীক বলে মনে করতে! তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক (আজ) অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যাদেরকে (শরীক) বলে দাবী করতে তারা তোমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।'

১১ [8] ১৭

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যবীজ ও আঁটিসমূহের উদ্ভেদকারী[৮৭৯]। তিনি [গ]মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং (তিনিই) জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন। ইনি হলেন তোমাদের আল্লাহ্। অতএব (বিপথে) তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

দেখুন ঃ ক. ৪৬ঃ২১; খ. ১৮ঃ৪৯; গ. ৩ঃ২৮; ১০ঃ৩২; ৩০ঃ২০।

৮৭৭। এ অসহনীয় যন্ত্রণা সাধারণ মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুরূপ নয়। মৃত্যু-যন্ত্রণাতে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীনে ধার্মিক এবং অধার্মিক একইরূপ অংশীদার হয়। আর এ হচ্ছে সেই শাস্তি যা আল্লাহ্ তাআলার নবীগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই আঁকড়ে ধরে।

৮৭৮। এর মর্ম হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে অনেক কিছু দান করেছিলাম যা দিয়ে তোমরা তোমাদের আত্মিক অবস্থার উন্নতি করতে পারতে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে পশ্চাতে ফেলে এসেছ, অর্থাৎ তোমরা সেগুলোকে ব্যবহার করনি এবং এখন সে সবের ব্যবহার করার আর সময় নেই।

৮৭৯। এখানে শষ্যবীজের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যা থেকে চারা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। কত সামান্য এ বীজ, কিন্তু কীরূপে বৃদ্ধি পেয়ে তা মহা মহীরূহে পরিণত হয়। এভাবে বীজকণার মতই মানুষ ক্রমোন্নতির ধারায় আল্লাহ্ তাআলার ঐশীবাণী লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে তার সত্তায়।

৯৭। তিনি [ক]উষার উন্মেষকারী। আর তিনি [খ]রাতকে স্থির[৮৮০] করে বানিয়েছেন, অথচ সূর্য ও চন্দ্র এক হিসাবের অধীনে[৮৮১] ঘূর্ণায়মান রয়েছে। ☆ এ হলো মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) [গ]অমোঘ বিধান।

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۷﴾

৯৮। আর তিনিই তোমাদের জন্য [ঘ]তারকারাজি[৮৮২] সৃষ্টি করেছেন যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা জল ও স্থলের ঘোর আঁধারে পথ খুঁজে পাও। নিশ্চয় আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৯। আর তিনিই তোমাদেরকে একই [ঙ]জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (তোমাদের জন্য) [চ]এক অস্থায়ী আবাস ও স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান (বানিয়েছেন)[৮৮৩]। নিশ্চয় আমরা সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা অনুধাবন করে।

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۹﴾

১০০। আর তিনিই [ছ]আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এরপর আমরা এ দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। এরপর আমরা তা থেকে সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করেছি যা থেকে সুবিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করে থাকি। আর (আমরা) খেজুর গাছের মাথি থেকে ফলভারে নত কাঁদিসমূহ উৎপন্ন করি এবং এভাবেই [জ]আঙ্গুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম (উৎপন্ন করি) যার (কোন কোনটি) পরস্পর সদৃশ

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّيْتُوْنَ وَ

দেখুন ঃ ক. ১১৩ঃ২; খ. ২৫ঃ৪৮; ৭৮ঃ১১; গ. ৩৬ঃ৩৯-৪০; ৫৫ঃ৬; ঘ. ১৬ঃ১৭; ঙ. ৪ঃ২; ৭ঃ১৯০; ৩৯ঃ৭; চ. ১১ঃ৭; ছ. ১৪ঃ৩৩; ১৬ঃ১১; ২২ঃ৬৪; ৩৫ঃ২৮; জ. ৬ঃ১৪২; ১৩ঃ৫।

৮৮০। দিবসে কাজ-কর্ম করে একজন মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং রাত্রিতে ঘুমাতে যায় যার ফলে সে অবসাদমুক্ত হয় তেমনি যে জনগোষ্ঠীর মাঝে নবী করীম (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা সুদীর্ঘ রাত্রির বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের মানসিক শক্তিসমূহ পুনঃ সজীবতা লাভ করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পুরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং তাঁর (হযরত মুহাম্মদ-সাঃ এর) পরিচালনাধীনে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণ করার জন্য বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

☆ [এখানে চন্দ্র ও সূর্যের ঘূর্ণায়মান হওয়ার বিপরীতে পৃথিবীর পরিবর্তে রাতের ক্ষেত্রে 'সাকানান' (অর্থাৎ স্থির) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক কালে মানুষ পৃথিবীকে স্থির মনে করতো। 'সাকানান' শব্দটিতে এ অর্থও রয়েছে যে তা বিশ্রামের কারণ হয়ে থাকে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদূর্তে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮৮১। বস্তু জগতে সময় নিরূপণ করার জন্য এবং আলোর উৎসরূপে সূর্য এবং চন্দ্র যেরূপ অপরিহার্য, সেরূপ আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ তাআলার নবীগণও অপরিহার্য।

৮৮২। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যেমন পথিককে পথ প্রদর্শন করে, সেভাবে ঐশী এবং আধ্যাত্মিক সাধকও আত্মিক-অন্ধকারে দিশেহারা বিভ্রান্ত মানবকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

৮৮৩। 'মুস্‌তাকাররুন' অর্থ অস্থায়ী আবাস এবং 'মুসতাওদাউ' অর্থ স্থায়ী বাসস্থান, অথবা প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা মৃত্যু এবং পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দ শেষ বিচারের দিন বা পুনরুত্থানের পরের জীবন বুঝায়। আয়াতের মর্মার্থ হলো আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে এক স্থান থেকে সৃষ্টি করে বহু সংখ্যায় বর্ধিত করেছেন। এটা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মানব সৃষ্টি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন তাহলো তিনি কেবল এ পৃথিবীতেই তাদের আবাসকাল নির্ধারিত করেন নি, বরং মৃত্যুর পরে এক চিরস্থায়ী জীবনেরও ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে ধার্মিক লোকেরা তাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। সত্যই কী মহিমান্বিত উদ্দেশ্য! সেখানে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণেই উন্নীত হতে পারে।

وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

এবং (কোন কোনটি) বিসদৃশ। এগুলোর ফলের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যখন এতে ফল ধরে এবং তা পাকে। নিশ্চয় এসবের মাঝে এমন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে[৮৮৪]।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। আর [ক]তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিনকে[৮৮৫] শরীক করে, অথচ তিনিই এদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাঁর প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপ করে। তিনি পরম পবিত্র। আর তারা যা বর্ণনা করে তিনি এ থেকে বহু উর্ধ্বে।

১২
[৬]
১৮

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৭; ৯ঃ৩১; ১০ঃ১৯।

৮৮৪। এখানে ঐশী-বাণীকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে ঐশী-বাণী যদি সত্যই আল্লাহ্ তাআলার কৃপা হয়ে থাকে তাহলে যখনই কোন নবীর আর্বিভাব হয়েছে তখনই কেন বিবাদ, শত্রুতা, মতভেদ ও লড়াই হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। এতে বলা হয়েছে, বৃষ্টি হলে যেমন ভাল এবং মন্দ উভয় গাছ-পালাই মাটিতে সুপ্ত বা গুপ্ত বীজ অনুযায়ী বেড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র নবীর আবির্ভাবে মানুষ, যারা এতকাল পরস্পর মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তারা ভাল এবং মন্দ দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'সদৃশ' এবং 'বিসদৃশ' শব্দদ্বয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, কোন কোন ফল একে অন্যের অনুরূপ এবং কতগুলো একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন।

বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্য এটা প্রযোজ্য হতে পারে। সেগুলো এক দিক দিয়ে একটি অন্যটির সদৃশ এবং অন্যদিক দিয়ে বিসদৃশ অথবা একই শ্রেণীর ফলের জন্য প্রযোজ্য যদিও সেগুলো মোটামুটি প্রায় একই রকম। তবে সামান্য বৈসাদৃশ্যও থাকে। কত গুলো অন্যগুলো থেকে বেশি মিষ্টি এবং কতগুলো আবার রং বা আকারে বিসৃদশ। অনুরূপভাবে মানুষের মাঝেও যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে এবং ঐশী-নির্দেশ মেনে চলে তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তারা একজন অন্য জনের সাথে এক বিষয়ে সাদৃশ্য বহন করে, আবার অন্য বিষয়ে বিসৃদশ হয়ে থাকে। কোন কোন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধিক অগ্রগামী হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক ধাপ বেশি অগ্রগতি লাভ করে। অন্যেরা ভিন্ন স্তরে অধিক আগে বেড়ে যায়। তারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধি লাভ করে এবং তাদের মাঝে নিজ নিজ প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও স্বাভাবিক মেয়াদ অনুযায়ী ভিন্নরূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। 'তা পাকে' শব্দদ্বয় ফল পেকে যাওয়ার উপমা দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মাঝে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা প্রকাশ করছে। ঠিক যেমন একটি অপক্ক ফলের নমুনা দ্বারা সেই শ্রেণীর সমস্ত ফলের বিচার করা অসঙ্গত, তেমনি ঐশী-বাণীর ফলাফলের মাঝে ত্রুটি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাও অন্যায়। কারণ বিশ্বাসীগণের মাঝে কোন কোন ব্যক্তি তখনো আধ্যাত্মিক উন্নতির পর্যায়ে অগ্রসরমান রয়েছে, কিন্তু পুর্ণতায় পৌছেনি।

৮৮৫। ' জিন' এমন এক সত্তা যারা সাধারণ মানুষ থেকে গুপ্ত বা দূরে থাকে। আয়াতটির মর্ম হলো, মানুষ যখন হোঁচট খেয়ে পতনোন্মুখ বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সে ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে নিজ বিচার-বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং জিন ও ফিরিশ্তাকে আল্লাহ্ তাআলার শরীক করে বসে এবং তাঁর প্রতি পুত্র এবং কন্যা আরোপ করে থাকে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। [ক]তিনি অনস্তিত্ব থেকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কিভাবে তাঁর পুত্র[৮৮৬] হতে পারে যেক্ষেত্রে তাঁর কোন স্ত্রী-ই নেই? তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩। [খ]ইনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। [গ](তিনি) সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ؗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٤﴾

১০৪। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না। কিন্তু তিনি নিজেই দৃষ্টিতে ধরা দেন[৮৮৭]। আর [ঘ]তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (ও) সব বিষয়ে অবগত।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٥﴾

১০৫। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দৃষ্টি উন্মোচনকারী [ঙ]প্রমাণাদি[৮৮৮] অবশ্যই এসে গেছে। অতএব যে তা উপলব্ধি করে[৮৮৯] সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে। আর যে অন্ধ থাকবে[৮৯০] এর দায়ভার তার (নিজের) ওপর বর্তাবে। সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের রক্ষাকারী[৮৯১] নই।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৮; খ. ৪০ঃ৬৩; গ. ১৩ঃ১৭; ৩৯ঃ৬৩; ঘ. ২২ঃ৬৪; ৬৭ঃ১৫; ঙ. ৭ঃ২০৪।

৮৮৬। 'ওয়ালাদুন', 'উলদুন' বা 'ওয়ালদুন' অর্থ এক শিশু, একপুত্র, এক কন্যা বা যেকোন শিশু, শিশুরা, পুত্র, কন্যারা, শিশুরা, বংশধররাও বুঝায় (লেইন)। এক ব্যক্তির পুত্র হতে পারে তখনই যখন তার স্ত্রী থাকে। আল্লাহ্র পত্নী নেই। অতএব তাঁর পুত্র থাকতে পারে না। তদুপরি যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং পূর্ণরূপে সর্বজ্ঞ, সেই কারণে তাঁকে সাহায্য করার জন্য পুত্রের প্রয়োজন নেই অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী থাকারও প্রয়োজন নেই।

৮৮৭। 'বাসারুন' বহুবচনে 'আবসারুন' অর্থ দৃষ্টি অথবা বুদ্ধি বা মেধা এবং 'লতীফ' অর্থ–ধারণাতীত বা উপলব্ধির অসাধ্য অতিসূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে (লেইন ও তাজ)। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, পবিত্র ঐশী-বাণীর সহায়তা ছাড়া শুধু মানবীয় বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্ তাআলাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানুষের চর্ম-চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর নবীগণের মাধ্যমে অথবা তাঁর সিফ্ত বা গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৮৮৮। 'বাসায়েরুন' অর্থ–প্রমাণ, যুক্তি, নিদর্শন, সাক্ষ্যসমূহ (লেইন)।

৮৮৯। সে যুক্তি প্রয়োগ করে।

৮৯০। যে সত্যের প্রতি চক্ষু বন্ধ করে চলে অর্থাৎ চক্ষু ফিরিয়ে নেয় সে যেন বস্তুত অন্ধই হয়ে যায়।

৮৯১। প্রত্যেক নবীর কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণীসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছানো। তা গ্রহণ করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা তাঁর কাজ নয়। প্রসঙ্গক্রমে এ আয়াত এ অভিযোগ খন্ডন করে যে ইসলাম এর শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারে শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে বা সমর্থন করে।

১০৬। আর [ক]এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি (যেন তাদের জন্য যুক্তি প্রমাণের উপস্থাপন শেষ হয়) এবং তারা যেন বলে, 'তুমি পড়ে শুনিয়ে দিয়েছ (এবং চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছ) এবং আমরা যেন তা জ্ঞানবান লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেই।'

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। [খ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি এর অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর তুমি মুশরিকদের উপেক্ষা কর।

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন[৮৯২] তারা শির্ক করতো না। আর [গ]আমরা তোমাকে তাদের রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করিনি। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়কও[৮৯৩] নও।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা যাদের (উপাস্যরূপে) ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না[৮৯৪]। নতুবা তারা শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহ্কেই গালমন্দ করবে। [ঘ]এভাবেই আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর[৮৯৫] করে দেখিয়েছি। এরপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে এবং তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তিনি (তখন) তাদের অবহিত করবেন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৯; খ. ১০ঃ১১০; ৩৩ঃ৩; গ. ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭; ৮৮ঃ২৩; ঘ. ৬ঃ১২৩; ৯ঃ৩৭; ১০ঃ১৩; ২৭ঃ৫; ৪০ঃ৩৮; ৪৯ঃ৮।

৮৯২। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম প্রজ্ঞানুযায়ী মানুষকে স্বাধীন প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতই তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি মানুষকে সত্য অনুসরণের জন্য নিশ্চয় বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু মানুষের স্বার্থেই আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করে বাধ্য-বাধকতা প্রয়োগ করেননি।

৮৯৩। 'তত্ত্বাবধায়ক' 'অভিভাবক' 'রক্ষক' অথবা 'কার্যনির্বাহক' শব্দগুলে কুরআন করীমে রসূলে আকরম (সাঃ) এর জন্য এ কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে তিনি (সাঃ) অন্যান্য মানুষের কর্মের জন্য দায়ী নন।

৮৯৪। এ আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয়নি, বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করাও হয়েছে।

৮৯৫। 'যাইয়ান্না'—'তাদের কার্যকলাপ সুন্দর করে দেখিয়েছি'—এর অর্থ এমন নয় যে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই মানুষের খারাপ কর্মগুলোকে সুন্দর করে দেখান। এর একমাত্র তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানব-প্রকৃতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন (এবং আল্লাহ্ তাআলার এ নিয়মে মানবের সর্বপ্রকার উন্নতির গোপন রহস্য নিহিত) যে মানুষ যখন কোন বিশেষ কাজে অধ্যবসায় চালায় তখন সেই কাজের প্রতি তার আসক্তি জন্মে এবং তার সেই কর্ম তার দৃষ্টিতে সুশোভিত মনে হতে থাকে। এ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী মুশ্রিকরা তাদের প্রতিমার উপাসনা করতে পছন্দ করে এবং তা তাদের নিকট ভাল এবং পুরস্কারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

১১০। আর তারা আল্লাহ্‌র দৃঢ় কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি কোন একটি নিদর্শনও আসে তাহলে নিশ্চয় তারা এতে ঈমান আনবে। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সব ধরনের নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের কাছে এ (নিদর্শনাবলী) এলেও তারা যে ঈমান আনবে না একথা তোমাদের কিসে বুঝাবে[৮৯৬]?’

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾

★ ১১১। আর সূচনাতেই আমাদের নিদর্শনাবলীকে তাদের প্রত্যাখ্যান করার দরুন আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিব এবং [ক]আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দিব[৮৯৭]।

১৩ [১০] ১৯

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾

৮ম পারা

১১২। আর আমরা যদি তাদের প্রতি ফিরিশ্‌তাদের অবতীর্ণ করতাম এবং [খ]মৃতরা[৮৯৮] তাদের সাথে কথা বলতো আর আমরা সব কিছু তাদের সামনে[৮৯৯] একত্র করে দিতাম তবুও তারা ঈমান আনতো না। তবে আল্লাহ্ চাইলে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞের (ন্যায়) আচরণ করে।

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। আর [গ]এভাবেই আমরা মানুষ ও জিনদের[৯০০] মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যের অন্তরে চমকপ্রদ সাজানো কথার ইঙ্গিত দেয়। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে তারা এমনটি করতো না। অতএব তুমি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া কথাকেও পরিত্যাগ কর।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬; খ. ১৩ঃ৩২; গ. ২৫ঃ৩২।

৮৯৬। উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও এ আয়াতের শেষাংশের অনুবাদ এভাবেও করা যেতে পারে ঃ ‘নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ্ তাআলার নিকট আছে এবং তা-ও আল্লাহ্‌র নিকট আছে যার মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে, যখন নিদর্শন প্রকাশিত হবে তখন তারা বিশ্বাস করবে না।’

৮৯৭। কাফিরদের অতীতের অসৎকর্মগুলো যা আল্লাহ্ তাআলার নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলো তাদের সত্য গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যতক্ষণ না তারা প্রতিমা উপাসনার কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

৮৯৮। ফিরিশ্‌তাগণের কাজের মাঝে একটি হলো, মানুষের মনে শুভ চিন্তার সঞ্চার করা এবং সত্যের প্রতি আকর্ষণ করা (৪১ঃ৩২;৩৩)। কোন কোন সময় তারা এ কাজটি মানুষের স্বপ্ন এবং কাশ্‌ফ্ (দিব্যদর্শন)এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। প্রেরিত নবীর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কখনো পরলোকগত পুণ্যবান বা ধার্মিক ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষের নিকট দেখা দেয়। অন্য এক পন্থা রয়েছে যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিগণ মানুষের সাথে কথা বলেন। যখন কোন মানব গোষ্ঠী বা জাতি আধ্যাত্মিকভাবে মরে যায় তখন সমসাময়িক নবীর শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে নতুন করে আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং তাদের আত্মিক পুনর্জীবন বা অভ্যুত্থান ঠিক যেন অস্বীকারকারীদের কাছে কথা বলে এবং সমাগত নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

৮৯৯ ও ৯০০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১৪। আর (তাঁর উদ্দেশ্য হলো) পরকালের প্রতি যারা ঈমান আনে না (তাদের কৃতকর্মের ফলে) তাদের অন্তর যেন এ (প্রতারণার) দিকে ঝুঁকে এবং তারা যেন এ (প্রতারণা) পছন্দ করতে শুরু করে এবং তারা যেন তাদের কার্যকলাপের পরিণতি দেখে নেয়[৯০০-ক]।

وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫। (তুমি বল) তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক (হিসেবে) চাইতে পারি, অথচ [ক]তিনিই তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? আর আমরা যাদেরকে [খ]কিতাব[৯০১] দিয়েছি তারা জানে, নিশ্চয় এ (কিতাব) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রজ্ঞার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায়বিচারের[৯০১-ক] দিক থেকে পূর্ণ হবেই হবে। (কেননা) [গ]তাঁর কথা[৯০২] পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৩; ১২ঃ১১২; ১৬ঃ৯০; খ. ২ঃ১৪৭; ৬ঃ২১; গ. ৬ঃ৩৫।

৮৯৯। এখানে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, যা নবীর সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যেমন ঃ- ভূমিকম্প, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং অন্যান্য দৈবদুর্বিপাক। এভাবেই প্রকৃতি নিজেই কাফিরদের প্রতি রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রতিটি প্রাকৃতিক উপকরণই তাদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে।

৯০০। 'আল্ ইন্স' ও 'আল জিন, অর্থ–সাধারণ মানুষ এবং জিন। শব্দদ্বয় কুরআনের বহু আয়াতে পাওয়া যায়। এ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট প্রাণীর দু'টি ভিন্ন প্রজাতি বুঝায় না, বরং মুনষ্যজাতির দু'টি শ্রেণীকে বুঝায়। 'মানুষ' শব্দটি জনগণ বা সাধারণ লোক অর্থ ব্যক্ত করে এবং 'জিন' শব্দ দ্বারা বড়লোক বুঝায়, যারা সাধারণ জনগণ থেকে দূরে থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করে না, বাস্তবে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে।

৯০০-ক। যাতে তারা তাদের অসৎকর্মে লেগে থাকে। শব্দগুলির মর্মার্থ এও হতে পারে যে তারা যা অর্জন করে এর ফল তাদেরকে ভোগ করতে থাকে।

৯০১। এ 'কিতাব' কুরআন শরীফের দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে। কারণ কেবল পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থসমূহই নয় বরং কুরআন নিজেও নবী করীম (সঃ)এর সত্যতার দৃঢ় সত্যায়নকারী। কুরআন এমন সব শিক্ষা বহন করে, যেগুলো প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের বিপরীত হলেও পক্ষপাতশূন্য লোকের কাছে আবৃত্তি করলে এবং ব্যাখ্য করে বুঝালে তারা সেগুলোর যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৯০১-ক। বর্ণিত আছে যে মক্কা বিজয়ের সময় যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করেছিলেন তখন তা ছিল প্রতিমায় ভর্তি এবং তিনি একটার পর একটা মূর্তি তাঁর লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে চূরমার করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর এ শব্দগুলোর আবৃত্তি করেছিলেন, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে পূর্ণ হবেই হবে'। এরূপে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত মক্কার কাফিরদের পতনের এ ঘটনার সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার বাণী অবশ্যই পূর্ণ হয়েছিল (মনসূর)।

৯০২। ঐশী-ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বা পন্থা এবং পদ্ধতি যার মাধ্যমে আল্লাহ্র কানুন বা বিধান তাঁর প্রেরিত নবীদের সাহায্যার্থে কাজ করে থাকে।

★ ১১৭। আর তুমি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের আনুগত্য করলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। [ক]তারা শুধু (অলীক) ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে এবং তারা কেবল আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮। যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে নিশ্চয় [খ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক তার বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের[৯০৩] সম্বন্ধেও সর্বাধিক জ্ঞাত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯। অতএব তোমরা যদি তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাক[৯০৪] তাহলে শুধু তা-ই [গ]খাও যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

১২০। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন তা খাবে না যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে? অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন [ঘ]তা তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে যে ক্ষেত্রে তোমরা নিরুপায় হয়ে (খেতে) বাধ্য হও সেটা ভিন্ন কথা। আর নিশ্চয় অনেকে না জেনেই নিজেদের খেয়ালখুশির বশে (লোকদের) বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٢٠﴾

★ ১২১। আর [ঙ]পাপ প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক তোমরা তা বর্জন কর। যারা পাপ করে যা অর্জন করে অবশ্যই তাদেরকে এর প্রতিফল দেয়া হবে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৩৭; ৫৩ঃ২৯; খ. ১৬ঃ১২৬; গ. ৫ঃ৫; ঘ. ২ঃ১৭৪; ৫ঃ৪-৫; ৬ঃ১৪৬; ১৬ঃ১১৬; ঙ. ৬ঃ১৫২; ৭ঃ৩৪।

৯০৩। ঈমানের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সত্য বা মিথ্যা এর বিচারকরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই অভ্রান্ত বিচারক। তিনি তাঁর বিচারের রায় বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন ঐশী-নিদর্শন প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং সত্য-সন্ধানীদের সাহায্য করার মাধ্যমে।

৯০৪। আয়াত ২ঃ১৭৩ এবং ২৩ঃ৫২ ব্যক্ত করে যে ভাল এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ পাক-পবিত্র খাদ্য গ্রহণের সরাসরি প্রভাব রয়েছে মানবের ক্রিয়াকর্মের উপরে। সুতরাং মু'মিনদেরকে এখানে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন স্বাস্থ্যকর বা হিতকর ও বিশুদ্ধ এবং পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে যাতে তাদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং অন্তরের কলুষতা দূরীভূত হয়।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰٓى أَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। আর যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি [ক]তোমরা তা খেয়ো না[৯০৫]। নিশ্চয় এ (কাজ হলো) অবাধ্যতা। আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অন্তরে ওহী করে (অর্থাৎ কুপ্ররোচনা দেয়) যেন তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর তোমরা তাদের আনুগত্য করলে নিশ্চয় তোমরা মুশ্‌রিক হয়ে যাবে।

১৪
[১১]
১

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। [খ]যে ব্যক্তি মৃত ছিল এবং আমরা যাকে জীবিত করলাম এবং যার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করলাম যার সাহায্যে সে লোকদের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে এমন ঘোর অন্ধকারে (ডুবে) আছে যা থেকে সে কখনো বের হবার নয়[৯০৬]? [গ]এভাবেই কাফিরদের কৃতকর্ম তাদের কাছে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

★ ১২৪। আর এভাবে আমরা [ঘ]প্রত্যেক জনপদে এর অপরাধীদের নেতাদেরকে (সত্যের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করতে সেখানে সুযোগ দিয়েছিলাম। আর তারা কেবল নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ أٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهُ ۗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। আর তাদের কাছে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, ‘আল্লাহ্‌র রসূলদের যেরূপ (নিদর্শন) দেয়া হয়েছিল তেমনটি আমাদের না দেয়া পর্যন্ত [ঙ]আমরা কখনো ঈমান আনবো না’। আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন তিনি তাঁর রিসালত[৯০৬-ক] কোথায় অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করেছে তাদের ষড়যন্ত্রের দরুন তাদের ওপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর আযাব নেমে আসবে।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪; ৬ঃ১৪৬; খ. ৮ঃ২৫; গ. ৬ঃ১০৯; ১০ঃ১৩; ২৭ঃ৫; ঘ. ১৭ঃ১৭; ঙ. ২৮ঃ৪৯।

৯০৫। এ আয়াত ব্যাখ্যা করেছে, কেন মৃত প্রাণী যার ওপর আল্লাহ্ তাআলার নাম বিনয়ের সাথে নেয়া হয়নি অর্থাৎ সঠিক নিয়মে জবাই করা হয়নি, তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথাবিধি আল্লাহ্ তাআলার নাম উচ্চারণ মানুষের অন্তরে পবিত্রকরণ ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ফলে প্রাণী জবাই করার কারণে মনের মাঝে যে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় তা দূর হয়।

৯০৬। পূর্বেকার আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, মানব রচিত বিধান সর্বদাই ক্রটিপূর্ণ। বর্তমান আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের প্রবর্তিত শিক্ষা ঐশী-শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কেবলমাত্র মানবীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সহায়তায় যারা নিয়ম-কানুন বা বিধান প্রণয়ন করে থাকে তারা সেই ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে পথ হাতড়ায় যেখান থেকে সে কখনো বাইরে আসতে পারে না।

৯০৬-ক। আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর নবী হবার উপযুক্ত এবং কে নয়। [‘হায়সু’ শব্দে ‘যরফে যামান’ (কখন) আর ‘যরফে মকান’ (কোথায়) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত (মুনজিদ দেখুন)]

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٦﴾

★ ১২৬। আর আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দিতে চান তার অন্তরকে তিনি ইসলাম (গ্রহণের) জন্য প্রসারিত করে দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করতে চান তার অন্তরকে★ তিনি এমন সংকীর্ণ (ও) সংকুচিত করে দেন যেন সে খাড়া উচ্চতায় চড়ছে[৯০৭]। যারা ঈমান আনে না [ক]আল্লাহ্ এভাবেই তাদের শাস্তি দেন।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭। আর [খ]এ-ই হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সরলসুদৃঢ় পথ। নিশ্চয় আমরা উপদেশগ্রহণকারী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮। তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে [গ]শান্তির আবাস। আর তারা যে (সৎ) কর্ম করতো এর দরুন তিনি তাদের অভিভাবক হয়ে গেছেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৯। আর (স্মরণ কর) [ঘ]যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন (এবং বলবেন), 'হে জিনের দল![৯০৮] তোমরা জনগণের অনেককে (নিজেদের) অনুগামী করে নিয়েছিলে'[৯০৯]। আর জনগণের মাঝ থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের একদল আরেক দলকে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করেছে এবং আমরা আমাদের সেই সময়সীমায় উপনীত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে।' তিনি বলবেন, 'আগুন হলো তোমাদের ঠাঁই। এতে (তোমরা) দীর্ঘকাল থাকবে। তবে আল্লাহ্ (অন্য কিছু) চাইলে সে কথা ভিন্ন।' নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ[৯১০]।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ১০১; খ. ৬ঃ১৫৪; গ. ১০ঃ২৬; ঘ. ৭ঃ৩৯-৪০; ১০ঃ২৯; ৩৪ঃ৩২।

★ ['সদর' শব্দটির অর্থ 'অন্তর'ও হয়ে থাকে–আল মুনজিদ। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৯০৭। যে ব্যক্তি পবিত্র আদেশসমূহকে বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং তা পালন করাকে শারীরিক ক্লেশ এবং মানসিক বিরক্তি ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ মনে করে তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়, ঠিক সেই ব্যক্তির মত যে খাড়াভাবে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে।

৯০৮। 'মা'শার' শব্দের অর্থঃ মানুষের দল যারা সবাই একই কাজে জড়িত (লেইন)। এ আয়াতে 'আল্ জিন' দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষের মাঝেই ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ মানব গোষ্ঠিকে বুঝাচ্ছে, যা 'আল্ ইনস্' এর বিপরীতার্থক, অর্থাৎ দুর্বল ও দরিদ্র মানব সম্প্রদায় বা শ্রেণী হলো ইনস্।

৯০৯। এ আরবী শব্দগুলোর অর্থঃ- (১) তুমি তোমার পক্ষে জনসাধারণ থেকে অনেক লোকের সমর্থন লাভ করেছ এবং তোমার অনুগামী করেছ, (২) জনগণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছ, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা পাছে তোমার সমর্থন বা অনুগমন থেকে বিরত থাকে সে ভয়ে তুমি সত্য গ্রহণ করনি। ঠিক যেমন দুর্বল গণমানুষ শক্তিশালী লোকদের ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না, একইরূপে ক্ষমতাবান লোকেরাও কোন কোন সময় তাদের অনুসারীর ভয়ে ভীত হয় এবং সত্য গ্রহণ করে না পাছে তারা (অনুসারীরা) তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯১০। আয়াতটি এ তথ্য সমর্থনে আরো একটি প্রমাণ রেখেছে যে 'জিন' শব্দ দ্বারা এখানে কেবল মানব জাতির এক শ্রেণী বা দল বুঝায় অর্থাৎ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর এবং মানুষের একদল যারা অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে। মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোনও শ্রেণীর 'জিন' মানবকূলকে শোষণ করেছে বলে জানা যায় না। তা ছাড়া ঐশী-সংবাদ-বাহক বা আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ তাদের মাঝে কখনো আবির্ভূত হয়েছে বলেও জানা যায় না।

১৫ [৮] ২

১৩০। আর এভাবেই আমরা যালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের দরুন পরস্পরের বন্ধু[৯১০-ক] করে দেই।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (١٣٠)

১৩১। [ক]‘হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের মুখোমুখী হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো?’ তারা বলবে, ‘আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ আর পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল। আর [খ]তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই এ কথার সাক্ষ্য দিবে, তারা নিশ্চয় কাফির ছিল।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (١٣١)

১৩২। এ (সব রসূল পাঠানোর) কারণ হলো, [গ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক জনপদগুলোকে কখনো[৯১১] সেগুলোর অধিবাসীদের অসতর্ক থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ (١٣٢)

১৩৩। আর প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রয়েছে। আর তারা যা করছে তোমার প্রভু-প্রতিপালক সে সম্বন্ধে অমনোযোগী নন।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٣٣)

১৩৪। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম ঐশ্বর্যশালী (ও) [ঘ]কৃপার অধিকারী। [ঙ]তিনি চাইলে তোমাদের বিলুপ্ত করে দিতে পারেন। আর তোমাদের পর তিনি যাকে চান স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন যেভাবে তিনি তোমাদেরকেও অন্য এক জাতির বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছিলেন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ (١٣٤)

১৩৫। [চ]নিশ্চয় তোমাদেরকে যে (আযাব) সম্পর্কে ভয়[৯১২] দেখানো হচ্ছে তা আসবেই আসবে। আর তোমরা কিছুতেই (আমাদের) ব্যর্থ করতে পারবে না।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (١٣٥)

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৭২; ৪০ঃ৫১; ৬৭ঃ৯-১০; খ. ৭ঃ৩৮; গ. ১১ঃ১১৮; ২০ঃ১৩৫; ২৬ঃ২০৯; ২৮ঃ৬০; ঘ. ৬ঃ১৪৮; ১৮ঃ৫৯; ঙ. ৪ঃ১৩৪; ১৪ঃ২০; ৩৫ঃ১৭ ; চ. ১১ঃ৩৪; ৪২ঃ৩২।

৯১০-ক। এর অর্থ এরূপও হতে পারে, ‘এবং এভাবে আমরা কিছু অসৎ লোককে অন্যদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে থাকি’।

৯১১। হযরত নবী করীম (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব ‘আল্ কুরা’ শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য।

৯১২। আসন্ন দৈবদুর্বিপাক সম্বন্ধে সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাআলা কখনো সাধারণের জন্য শাস্তি প্রেরণ করেন না। এখানে উল্লেখিত বিপদ-আপদ দ্বারা সাধারণভাবে আপতিত দৈব-দুর্বিপাক বুঝায় যথা– ভূমিকম্প, বিধ্বংসী যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি যা গোটা জনগোষ্ঠীকেই আঘাত করে থাকে।

১৩৬। তুমি বল, [ক]'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে[৯১৩] যাও। নিশ্চয় আমিও (আমার পদ্ধতিতে) কাজ করে যাব। ইহকালের (সর্বোত্তম) পরিণাম কার, অচিরেই তোমরা (তা) জানতে পারবে। নিশ্চয় যালিমরা কখনো সফল হয় না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

★ ১৩৭। আর [খ]তারা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁরই সৃষ্ট শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুর এক অংশ নির্দিষ্ট করে থাকে। আর তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী বলে, 'এ হলো আল্লাহ্‌র জন্য এবং এ হলো আমাদের শরীকদের জন্য'। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, অথচ যা আল্লাহ্‌র জন্য তা তাদের শরীকরা পেয়ে যায়। তারা যে সিদ্ধান্ত[৯১৪] করছে তা কত মন্দ!

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

★ ১৩৮। আর এভাবেই মুশরিকদের অনেককে তাদের (কল্পিত) শরীকরা[৯১৫] তাদেরকে ধ্বংস করতে এবং তাদের ধর্মকে তাদের জন্য সন্দেহযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের সন্তানসন্ততিকে[৯১৬] হত্যা করাকে সুন্দর করে দেখিয়েছে। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তারা এমনটি করতো না। অতএব তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং তাদের মনগড়া কথাও (উপেক্ষা কর)।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৯৪; ১১২; ৩৯ঃ৪০-৪১; খ. ১৬ঃ৫৭।

৯১৩। এ শব্দগুলোর অর্থ ঃ (১) তোমরা তোমাদের মত কাজ করতে থাক, (২) তোমরা নিকৃষ্টতম ব্যবহার কর। এ আয়াতে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার চেষ্টা করে দেখুক। কিন্তু তারা তাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

৯১৪। আরববাসীর এক পৌত্তলিক প্রথা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যাদি খোদা ও প্রতিমার জন্য ভাগ করতো। প্রতিমার জন্য রক্ষিত অংশ যদি অন্য কোন উপলক্ষ্যে খরচ হয়ে যেত তাহলে খোদার জন্য রাখা অংশ থেকে তাদের দেবমূর্তির নামে দান খয়রাত করতো। কিন্তু খোদার নামে রক্ষিত অংশ অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি খরচ হয়ে যেত তা হলে দেবতার জন্য সংরক্ষিত অংশ থেকে খোদার নামে দান করা হতো না।

৯১৫। এখানে শরীক বলতে তথাকথিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ, জোতির্বিদ প্রভৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯১৬। কোন কোন আরব উপজাতির মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপসারিত করার জন্য কন্যা-সন্তানকে হত্যা করা বা জীবিত কবরস্থ করা অথবা দেব-দেবীর বেদীতে বলিরূপে অর্পণ করার যে নৃশংস প্রথা ছিল এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এটা তাদের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রত বা শপথের প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে যে তাদের এক বিশেষ সংখ্যক সন্তান যদি থাকতো তা হলে তাদের একজনকে বলির জন্য উৎসর্গ করতে হতো।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯। আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এ (সব) গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত নিষিদ্ধ[৯১৭]। (তবে) আমরা যার জন্য চাইবো কেবল সে-ই এ থেকে খাবে। আর (তারা বলে) কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠ (চড়ার জন্য) নিষিদ্ধ[৯১৮] করে দেয়া হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক গবাদি[৯১৯] পশু (জবাই করার) ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই (এসব) করা হয়। তাদের এসব মিথ্যারোপের জন্য তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٤٠﴾

★ ১৪০। আর তারা বলে, ‘এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্ধারিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ[৯২০]। কিন্তু এটি মৃত হলে তারা (সবাই) এতে অংশীদার হবে। তিনি তাদের (এসব) কথার জন্য তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤١﴾ ع

১৪১। যারা বোকামী করে অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ যে রিয্ক তাদের দান করেছেন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তা (নিজেদের জন্য) হারাম করেছে নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি।

রুকূ‘ ১৬ [১১] ৩

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২। আর [ক]তিনিই মাচার ওপর চড়ানো এবং মাচার ওপর চড়ানো নয় এমন নানা ধরনের বাগান সৃষ্টি করেছেন। আর (তিনি) খেজুর ও শস্যাদি যেগুলোর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন এবং জলপাই ও ডালিমও (সৃষ্টি করেছেন)। এদের কিছু সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। এতে ফল ধরলে তোমরা এ থেকে খেয়ো এবং এর ফসল তোলার দিন তাঁর ন্যায্য পাওনা আদায় করো[৯২১]। আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১০০; ১৩ঃ৫; ১৬ঃ১২; ৩৫ঃ২৮; ৩৬ঃ৩৫-৩৬।

৯১৭। ‘নিষিদ্ধ শস্য’ দ্বারা এমন আবাদী শস্যক্ষেত্র বুঝায়, যা দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত। এগুলো কেবল মাত্র পূজার পুরোহিতরাই ভোগ করতে পারতো।

৯১৮। ৫ঃ১০৪ আয়াতে উল্লেখিত ‘গবাদি পশু’ সওয়ারি বা ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হতো না।

৯১৯। ‘গবাদি পশু’ অর্থে মক্কার পৌত্তলিকদের ছোট খাটো দেব-দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত পশু। জবাই করার সময় আল্লাহ্ তাআলার নাম নেয়ার উল্লেখ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত এখানে নেই।

৯২০। এটা আরবদের আরো একটি উদ্ভট প্রথা।

৯২১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪৩। আর তিনি গবাদি পশুর মাঝে কিছু ভারবাহী ও কিছু চড়ার উপযোগী করে (সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্‌ক দিয়েছেন তোমরা তা থেকে খেয়ো এবং [ক]শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু[৯২২]।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٣﴾

★ ১৪৪। (আল্লাহ্ [খ]গবাদি পশুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন) সর্বমোট আটজোড়া। মেষ (প্রজাতির) দু’টি ও ছাগল (প্রজাতির) দু’টি। তুমি বল, ‘তিনি কি দু’টি মর্দা নাকি দু’টি মাদী, নাকি দু’টি মাদীর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা হারাম করেছেন? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও’।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ آٰلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উট (প্রজাতিরও) দু’টি এবং গরু (প্রজাতিরও) দু’টি। তুমি বল, ‘তিনি কি দু’টি মর্দাকে নাকি দু’টি মাদীকে অথবা দু’টি মাদীর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা হারাম[৯২৩] করেছেন’? আল্লাহ্ যখন তোমাদের (এ) তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলেন তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? অতএব যে অজ্ঞতা সত্ত্বেও লোকদের বিপথগামী করতে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে [গ]তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? আল্লাহ্ নিশ্চয় যালিম লোকদের হেদায়াত দেন না।

১৭
[৪]
৪

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ آٰلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ ع

★ ১৪৬। তুমি বল, [ঘ]‘আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে একজন আহারকারী যা খায় তার মধ্যে এমন কোন জিনিষ তো হারাম দেখছি না। তবে মরা জীব, গড়িয়ে পড়া রক্ত অথবা শূকরের মাংস (হারাম)। কেননা [ঙ]এগুলো অবশ্যই অপবিত্র। অথবা (যা) অবৈধ (অর্থাৎ) এমন খাদ্য খাওয়া যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত (তাও হারাম)[৯২৪]। কিন্তু যে

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০৯; খ. ৩৯ঃ৭; গ. ৬ঃ২২; ৭ঃ৩৮; ১১ঃ১৯; ঘ. ২ঃ১৭৪; ৫ঃ৪; ১৬ঃ১১৬ ; ঙ. ৬ঃ১২২।

৯২১। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রতিমা উপাসনার প্রথা বা অর্থহীন পদ্ধতি এবং নিয়মের কতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে যা পৌত্তলিক আরবেরা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছিল। তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা এ ‘সূরা’ কিছু কিছু ঐশী-বিধান উত্থাপন করতে শুরু করেছে।

৯২২। প্রাথমিক অর্থ ছাড়াও এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে হালাল খাদ্য-দ্রব্য খাওয়া শয়তানের উপদ্রব বা আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটি উপায়।

৯২৩। পৌত্তলিকদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা কি উপস্থিত ছিল যখন আল্লাহ্ তাআলা ষাঁড় বা উটের মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন? তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, তারা পারলে ঐশী-প্রমাণ পেশ করুক যে গরু বা উট খাওয়া প্রকৃতই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ প্রশ্নের কারণ হলো গরু এবং উটের মাংস খাওয়া কোন কোন জাতির লোকের বিবেচনায় শাস্ত্র সম্মত নয়। গরু হিন্দুদের মতে এবং উট কিছু ইহুদীর মতে বর্জনীয়।

৯২৪। এ আয়াত নির্দেশ করেছে , হালাল ও হারাম খাদ্যের সম্পর্কে আরবের পৌত্তলিকদের প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন ছিল স্বেচ্ছাচারী ও জ্ঞান বিবর্জিত অথচ ইসলামের প্রবর্তিত খাদ্য-বিধান যুক্তি এবং জ্ঞান-ভিত্তিক। মূলত বলতে গেলে ইসলাম চারটি বস্তু নিষিদ্ধ করেছে।

টীকরা অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٦﴾

ক্ষুধায় অসহায়★ হয়ে (খেতে) বাধ্য হয় অথচ সে তা (খেতে) চায় না এবং সীমালঙ্ঘনও করে না, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭। আর [ক]যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্য আমরা নখবিশিষ্ট সব পশু হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ছাগলের পিঠে ও নাড়ী ভুঁড়িতে জমে থাকা অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি ছাড়া এ দু’টোর অন্য সব চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম[৯২৫]। এভাবেই আমরা তাদেরকে তাদের বিদ্রোহের[৯২৬] প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী।

فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। কিন্তু তারা যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তুমি বলে দাও, [খ]‘তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক সর্বব্যাপী কৃপার অধিকারী। আর অপরাধী লোকদের ওপর থেকে তার শাস্তি টলানো যায় না’।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۗ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٩﴾

★ ১৪৯। [গ]যারা (আল্লাহ্‌র সাথে) শির্ক করেছে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্ যদি চাইতেন আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শির্ক করতাম না এবং আমরা কোন কিছু হারামও সাব্যস্ত করতাম না।’ একইভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে নবীদেরকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে? তাহলে তোমরা তা আমাদের সামনে নিয়ে আস। তোমরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করছ এবং কেবল আঁধারেই ঢিল ছুঁড়ছ।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১১৯; খ. ৬ঃ১৩৪; ৭ঃ১৫৭; গ. ১৬ঃ৩৬; ৪৩ঃ২১।

তিনটির ভিত্তি হলো ‘রিজ্‌সুন’ অর্থাৎ দুষিত ও নিকৃষ্ট হওয়া এবং একটির ‘ফিসকুন’ অর্থাৎ অপবিত্র এবং ধর্মবিরোধী হওয়া। প্রথমোক্ত তিনটি বস্তু হলো মৃত জীব-জন্তুর মাংস, জখমকৃত বা বধকৃত বা জবাই করা প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত রক্ত এবং শূকরের মাংস। এগুলোই আয়াতে উল্লেখিত ‘রিজ্‌সুন’ (দুষিত এবং নিকৃষ্ট) অর্থাৎ মানুষের নৈতিক এবং দৈহিক উভয় ক্ষেত্রে অনিষ্টকর। স্মরণ রাখতে হবে, ‘রিজ্‌সুন’ শব্দ প্রথমোক্ত তিনটি নিষিদ্ধ বস্তুর প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঠ করতে হবে। চতুর্থ হারাম বস্তু হলো, যার ওপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নেয়া হয়। তাহলো ‘ফিস্‌কুন’ (নাপাক বা অপবিত্র), অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা অথবা বিরুদ্ধাচরণের উৎস। এরূপ খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি সাধন করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও মর্যাদাবোধের অনুভূতি নষ্ট করে।

★ [এখানে ‘ইয্‌তুর্‌রা’ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষুধায় বাধ্য হওয়া এবং ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করা তার ক্ষমতার বাইরে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৯২৫। লেবীয় ৩ঃ১৭ এবং ৭ঃ২৩ দ্রষ্টব্য। তালমূদে পাঁজরের হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা চর্বিকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

৯২৬। এসব বস্তু ইহুদী জাতির সীমালঙ্ঘন করার বা অপরাধের শাস্তি হিসেবে হারাম করা হয়েছিল।

৯২৭। আল্লাহ্ তাআলা যদি মানবকে জোরপূর্বক তাঁর ইচ্ছা পালন করাতে চাইতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদেরকে সৎকাজ বা ন্যায় কাজ

★ ১৫০। তুমি বল, 'চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণতো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। অতএব [ক]তিনি যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন[৯২৭]।'

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। তুমি বল, "তোমরা তোমাদের সেইসব সাক্ষীকে ডাক যারা এ সাক্ষ্য দিবে, 'আল্লাহ্‌ই এসব হারাম করেছেন"। অতএব তারা সাক্ষ্য দিলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে ঈমান রাখে না এবং [খ]যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে তুমি [গ]তাদের কামনা বাসনার অনুসরণ করো না।

১৮
[৬]
৫

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

★ ১৫২। তুমি বল, 'তোমরা আস, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম[৯২৮] করেছেন আমি তা পড়ে শুনাই। (তা হলো,) তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, [ঘ]পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং দারিদ্র্যের আশংকায় [ঙ]তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকি। আর [চ]অশ্লীলতা প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক তোমরা এর ধারে কাছেও যেয়ো না। আর আল্লাহ্ যে প্রাণকে (হত্যা করা) নিষেধ করেছেন তোমরা (শরীয়ত বা আইনসঙ্গত) কারণ ছাড়া তা হত্যা করবে না। তিনি তোমাদেরকে এরই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৫৯; ১১ঃ১১৯; ১৩ঃ৩২; ১৬ঃ১০; খ. ৬ঃ২;২৭ঃ৬১; গ. ৫ঃ৪৯; ৪৫ঃ১৯; ঘ. ৪ঃ৩৭; ১৭ঃ২৪; ঙ. ১৭ঃ৩২; চ. ৬ঃ১২১; ৭ঃ৩৪।

করতে বাধ্য করতেন, কিন্তু অন্যায় কাজে নয়। কিন্তু তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন, মানবের নিকট বিশদভাবে বলে দিয়েছেন যে কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি ভ্রান্ত, এবং তারপর তাকে পূর্ণ স্বাধীন করে ছেড়ে দিয়েছেন যাতে সে তার পছন্দ মাফিক যে কোন পথ বা পন্থা বেছে নিতে পারে।

৯২৮। 'হারাম' শব্দের পরবর্তীতে যে নির্দেশসমূহ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে পালন করতে আদেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশগুলো প্রকাশ্যভাবে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যা বিপরীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বা হারাম তা এগুলোর মাঝেই নিহিত। এরূপে একদিকে, 'হারাম' শব্দ ব্যবহার দ্বারা, অন্যদিকে এর পরেই প্রত্যক্ষ নির্দেশ দানের দ্বারা এ আয়াতে প্রত্যক্ষ নির্দেশাবলী এবং সেগুলোর বিপরীত বিষয়গুলো বিবৃত করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যায়, প্রথম বাক্য 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন', এ শব্দগুলো দ্বারা শেষ হয়েছে, এবং পরবর্তী বাক্য 'আলায়কুম' দিয়ে শুরু হয়েছে যার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ তিনি 'তোমাদেরকে দিচ্ছেন' শব্দের সাথে আরম্ভ হয়েছে। এখন আয়াতটি দাঁড়ায় 'তোমরা আস, আমি তা পড়ে শোনাই যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন'। এতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না।'

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। আর এতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া (তার) ধনসম্পদের কাছেও [ক]যেয়ো না। আর তোমরা [খ]ন্যায়সঙ্গতভাবে[৯২৯] মাপ এবং ওজন পূর্ণ মাত্রায় দাও। [গ]আমরা কারো ওপর তার সাধ্যাতীত দায়দায়িত্ব চাপাই না। আর (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) তোমাদের নিকটাত্মীয় হলেও কথা বলার সময় তোমরা ন্যায়নীতি অবলম্বন করো। [ঘ]আর আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার তোমরা পূর্ণ করো[৯৩০]। তিনি তোমাদের এরই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। আর [ঙ]এই হলো আমার সরলসুদৃঢ় পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। নতুবা তা তাঁর পথ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দিবে। তিনি তোমাদের এরই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾

★ ১৫৫। আর [চ]আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা প্রত্যেক সদাচারীর চাহিদা পূরণ করতো এবং [ছ]সবকিছুর[৯৩১] খুঁটিনাটি বর্ণনা করতো। আর তা ছিল এক পথনির্দেশনা ও আশিস যাতে করে তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভে বিশ্বাসী হয়।

১৯
[৪]
৬

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। আর [জ]এ (কুরআন) অতি কল্যাণময় কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর[৯৩২] এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১১; ১৭ঃ৩৫; খ. ১৭ঃ৩৬; ২৬ঃ১৮২-১৮৩; ৫৫ঃ১০; গ. ২ঃ২৮৭; ৭ঃ৪৩; ঘ. ৫ঃ২; ১৬ঃ৯২; ১৭ঃ৩৫; ঙ. ৬ঃ১২৭; চ. ২ঃ৫৪; ৫ঃ৪৫; ছ. ৭ঃ১৪৬; জ. ৬ঃ৯৩, ২১: ৫১।

৯২৯। জীবন রক্ষার নির্দেশের পরেই সম্পত্তি রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

৯৩০। জিহ্বাকে সংযত বা সতর্ক করার আদেশের পরেই 'আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার তোমরা পূর্ণ করো' এ শব্দগুলোর মাঝে অন্তর্নিহিত আদেশ এসেছে যা অন্তঃকরণের সতর্কীকরণ সম্পর্কিত। এ কারণে পূর্ববর্তী নির্দেশ মানুষের সাথে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে বর্তমান আদেশ আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কিত।

৯৩১। 'সবকিছুর' শব্দের মর্মার্থ, সেই সব বস্তু যা ইহুদী জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতো। তওরাত সেই সব প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল।

৯৩২। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে 'কুরআন' এরূপ ঐশী-গ্রন্থ যা চিরস্থায়ী শিক্ষা বহন করে এবং সেইসব শাশ্বত সত্যও বহন করে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ নিয়ে এসেছিল। এটাই 'মুবারক' শব্দের মর্মার্থ (লেইন)। তাই কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমান জাতি সেই সব গ্রন্থ থেকে পথ-নির্দেশ সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে।

১৫৭। (সুতরাং এখন) যেন তোমরা এ (কথা) বলে না বস, ‘আমাদের পূর্বে শুধু (বড়) দু’টি সম্প্রদায়ের[৯৩৩] প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের (কিতাবের) পাঠ ও পঠন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম’,

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। [ক]অথবা তোমরা যেন এ (কথা) বলে না বস, ‘আমাদের প্রতি কোন কিতাব যদি অবতীর্ণ করা হতো তাহলে নিশ্চয় আমরা তাদের চেয়ে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম।’ অতএব (এখনতো) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত এসেছে। কাজেই [খ]তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং তা উপেক্ষা করে? আমাদের আয়াতসমূহ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখার দরুন আমরা নিশ্চয় তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব দিব।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। [গ]তারা কেবল তাদের কাছে ফিরিশ্‌তাদের আসার[৯৩৪] অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আগমনের[৯৩৫] অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসারই[৯৩৬] অপেক্ষা করছে। (কিন্তু) যেদিন তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন এসে যাবে সেদিন যে ব্যক্তি (এর) আগে ঈমান আনে নি অথবা ঈমান আনা অবস্থায় কোন পুণ্য অর্জন করেনি তার ঈমান তার কোন কাজে আসবে না। তুমি বল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষমান।’

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। নিশ্চয় [ঘ]যারা নিজেদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে[৯৩৭] এবং দলে উপদলে পরিণত হয়েছে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্কই নেই। তাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। এরপর তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তিনি তাদের অবহিত করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ৪৩; খ. ৬ঃ২২; ৭ঃ৩৮; ১০ঃ১৮; গ. ২ঃ২১১; ১৬ঃ৩৪; ঘ. ৩০ঃ৩৩।

৯৩৩। আয়াতে উল্লেখিত দু সম্প্রদায় বুঝাতে পারে ঃ (১) ইহুদীজাতি, যাদের প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাদের ধর্মের সূচনা হয়েছিল আরবের উত্তরাঞ্চলের ভূখণ্ডে, (২) ‘জরাথুস্ত্র’র ধর্মাবলম্বী জাতি যাদের প্রতি যেন্দাবেস্তা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা আরবের পূর্বাঞ্চলে বাস করতো। অথবা এ শব্দের উদ্দেশ্য ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতিও হতে পারে। এ দু’ সম্প্রদায় আরব ভূখণ্ডে বসবাস করতো এবং আরব জাতির লোকেরা তাদের সংস্পর্শে এসেছিল।

৯৩৪। ‘ফিরিশ্‌তাদের আসা’ বাক্যাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে জাতির উপর নেমে-আসা আযাবের প্রতি নির্দেশ করেছে। কারণ ‘ফিরিশ্‌তার আগমন’ উল্লেখিত হয়েছে সেই সকল যুদ্ধ প্রসঙ্গে, যা মুসলমান এবং তাদের বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল (৩ঃ১২৫, ১২৬ এবং ৮ঃ১০)।

৯৩৫। ‘প্রভু-প্রতিপালকের আগমনের’ দ্বারা সত্যের শত্রুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝায় (২ঃ২১১)।

৯৩৬। ‘কিছু নিদশন আসার’ দ্বারা বাস্তব জগতের আযাবসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈব-দুর্যোগ ইত্যাদি।

টীকা ৯৩৭ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬১। [ক]যে সৎকাজ করে তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ প্রতিদান[৯৩৮]। আর যে মন্দকাজ করে তাকে কেবল এর সমানই প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

★ ১৬২। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় আমাকে সরলসুদৃঢ় পথে (অর্থাৎ) [খ]সদা বিনত★ ইব্রাহীমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্মে পরিচালিত করেছেন। আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বাঁচা ও মরা সব বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য[৯৩৯]।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। [গ]তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ (ঘোষণা দেয়ারই) আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মাঝে) সর্বপ্রথম'।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

★ ১৬৫। তুমি বল, [ঘ]'আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে চাইবো? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রভু-প্রতিপালক।' আর যে-ই (পাপ) করবে তার ওপরই এর প্রতিফল বর্তাবে। আর [ঙ]কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না[৯৪০]। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তিনি সে বিষয় তোমাদের জানাবেন।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৪১; ২৭ঃ৯০; ২৮ঃ৮৫; খ. ৩ঃ৯৬; ১৬ঃ১২৪; গ. ৬ঃ ১৫; ৩৯ঃ১২-১৩; ঘ. ৭ঃ১৪১; ঙ. ১৭ঃ১৬; ৩৫ঃ১৯; ৫৩ঃ৩৯।

৯৩৭। 'ধর্মকে বিভক্ত করেছে' বাক্যাংশের মর্মার্থ হলো, লোকেরা যখন নিজ নিজ শখ এবং খোশ-খেয়ালের অনুগমন করতে আরম্ভ করে তখন তাদের মাঝে মতের ঐক্য লোপ পায় এবং মত বিরোধ দেখা দেয়।

★ ('হানীফ' শব্দের এ অর্থটি মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের ১৬২ আয়াতে দ্রষ্টব্য)।

৯৩৮। সৎকর্ম এক উৎকৃষ্ট শস্য বীজের ন্যায়, 'যা দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন কি আরও অধিক' (২ঃ২৬২, ৪ঃ৪১, ১০ঃ২৭-২৮ এবং তিরমিযীর হাদীসে 'সিয়াম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটি অসৎকর্মকে একটিই গণ্য করা হয়।

৯৩৯। নামায, কুরবানী, জীবন এবং মরণ মানবকর্মের সবটা ক্ষেত্র ঘিরে রয়েছে এবং আঁ হযরত (সাঃ)কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে যে জীবনের এ সকল স্তর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাঁর সকল প্রার্থনা নিবেদিত ছিল আল্লাহ্ তাআলার প্রতি। তাঁর সকল কুরবানী আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তাঁর সমস্ত জীবন আল্লাহ্‌রই কাজে নিয়োজিত এবং যদি ধর্মের জন্য তিনি মৃত্যু কামনা করতেন তাও আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতেন।

৯৪০। এখানেও ১৭ঃ১৬, ৫৩ঃ৪০-৪১ আয়াতসমূহের মতই 'প্রায়শ্চিত্তবাদ'কে খুব প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি খুব জোরের সাথে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন পাপের বোঝা বহন করতে হবে এবং নিজ কর্মের জবাব নিজেকেই দিতে হবে। খৃষ্টিয় প্রায়শ্চিত্তে কারো কোন মঙ্গল হবে না।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٦﴾

★ ১৬৬। আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেছেন এবং [ক] তোমাদের একদলকে অন্যদলের তুলনায় মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন[৯৪১]। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে দ্রুত। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২০
[১১]
৭

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৯; ১১ঃ৮; ৬৭ঃ৩।

৯৪১। এ আয়াত মুসলমানদের মনে প্রেরণা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়। তাদেরকে বলা হয়েছে, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী তাদেরকে করা হচ্ছে এবং জাতিসমূহের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাদের ওপর শীঘ্রই বর্তানো হচ্ছে। তাই তাদের কর্তব্য হবে, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করা। কারণ তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার নিকট তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের হিসাব দিতে হবে।

সূরা আল্ আ'রাফ-৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

শিরোনাম এবং অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ

হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, হামান, মুজাহিদ, ইকারমা, আতা এবং জাবির বিন্ যায়েদের মতে সূরাটি মক্কী সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং ১৬৫ থেকে ১৭২ আয়াত ছাড়া সম্পূর্ণ সূরাটি হিজরতের পূর্বেই অবতীর্ণ। কাতাদা অবশ্য এ অভিমত পোষণ করেন, এ সূরার ১৬৫ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। সূরাটির শিরোনাম অর্থাৎ আল্ আ'রাফ এরই ৪৭ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরকার এই সূরাটির বিষয়বস্তু এবং শিরোনাম আল্ আ'রাফ এর মধ্যে সত্যিকারের কী সম্পর্ক তা নির্ণয় করতে পারেননি। কারণ তাঁরা আ'রাফ শব্দটিতে একটি ভুল অর্থ আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, আ'রাফ হলো বেহেশত্ এবং দোযখের মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থানস্থল এবং আ'রাফের অধিবাসীরা দোযখবাসী থেকে স্বতন্ত্র প্রতীয়মান হলেও তখন পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। পবিত্র কুরআন আ'রাফের এ ধরনের অর্থ সমর্থন করে না। কেননা এতে শধুমাত্র দু'দল লোক, বেহেশ্তবাসী ও দোযখবাসীর কথাই বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন তৃতীয় দল বা শ্রেণীর কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া আ'রাফ শব্দের সার্বিক ব্যাখ্যাও মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের কথা সমর্থন করে না। আবার কোন অভ্যন্তরীণ যুক্তিও এর সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায় না। কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, আ'রাফবাসীরা এক সময় বেহেশ্তবাসীদের সম্বোধন করে কথা বলছে, অন্য সময় আবার দোযখবাসীদের সাথে কথা বলছে। শুধু তাই নয়, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এমন সুদূর-প্রসারী যে তারা বেহেশ্তবাসীদের বিশেষ চিহ্ন দেখে শনাক্ত করতে সক্ষম এবং দোযখবাসীদেরও বিশেষ নিদর্শন দেখে চিহ্নিত করতে পারে। তারা বেহেশ্তবাসীদের জন্য প্রার্থনা করে (৭ঃ৪৭) এবং দোযখবাসীদের তিরস্কার করে (৭ঃ৪৯,৫০)। এটা কি আশ্চর্যজনক নয়, যাদের নিজেদের অবস্থাই এখন পর্যন্ত দোদুল্যমান, অর্থাৎ বেহেশ্ত না দোযখে যাবে তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি, তারা কি করে এ ধরনের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত লোকের অনুরূপ সাহস ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে? আসল কথা, আ'রাফবাসীরা আল্লাহ্ তআলার নবী-রসুল, যারা শেষ বিচারের দিন ঐশী অনুগ্রহে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে, যার বদৌলতে তাঁরা বেহেশ্তবাসীদের স্বাগতম জানিয়ে দোয়া করবেন এবং দোযখবাসীদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করবেন। আর যেহেতু কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মাঝে প্রথমে এ সূরাতেই কতিপয় নবী-রসূলের জীবনী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে, সেহেতু সংগত কারণেই এর নাম আল্ আ'রাফ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আ'রাফ শব্দটির গঠনও এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আ'রাফ শব্দটি 'উরফ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি সুউচ্চ উন্নত স্থান, যেখানে উন্নীত হতে আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রয়োজন। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে আ'রাফ দ্বারা সেইসব শিক্ষাকেই বুঝায় যেগুলোর সত্যতা বিচার-বুদ্ধি বা মানবীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু নবী-রসুলগণের শিক্ষা ও আদর্শে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক বিদ্যমান, তাই সংগত কারণে তাঁরাই এ উচ্চ আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁদেরকেই সঙ্গতভাবে আ'রাফের অধিবাসী বা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে সূরা আল্ আ'রাফে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যাঁদের জীবন ছিল অত্যন্ত মহান ও সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং যাঁরা অতীতে মানব-প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শাশ্বত সত্যের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সমস্ত নবী-রসূলের সমসাময়িক লোকজন তাঁদের সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁদেরকে হেয় ও অপদস্থ করার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাআলা পরিণামে তাদেরকেই বিজয়ী করেছেন এবং অত্যন্ত সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

বিষয়বস্তু এবং প্রসংগ

আধ্যাত্মিক অর্থে বলতে গেলে এ সূরাটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরাসমূহের মধ্যে এক ধরনের 'বরযখ' বা মধ্যবর্তী যোগসূত্র। স্বাভাবিকভাবে পূর্ববর্তী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু এক নূতন আঙ্গিকে এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাসমূহের মূলভাব ছিল ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মমত যেগুলো দার্শনিক তত্ত্ব ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা হয় সেগুলোর দাবী খন্ডন করা। তেমনি এ সূরাতে যেমন সেইসব ভ্রান্ত ধর্মমতের ভুল বিশ্বাস একদিকে প্রদর্শন করা হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে ইসলামের সত্যতাও সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, যেহেতু কুরআন আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত বাণী, সেহেতু এর ধ্বংস বা ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কোন আশংকা নেই। অতঃপর মুলসলমানদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, সাময়িকভাবে কোন হতাশা বা নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখে তারা যেন অবিবেচকের মত অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে কোন আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাবে প্রদর্শন না করে। কেননা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধশক্তি যত প্রবল ও শক্তিধরই হোক না কেন, পরিণামে তারা অপদস্থ হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে

এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যদিও অধিকাংশ মানুষ জীবনের এ উচ্চ লক্ষ্যকে প্রায়শই ভুলে যায়। এ বিষয়টির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবীর বুকে হযরত আদমের (আঃ) জান্নাতের জীবন এবং সেখান থেকে তাঁর নির্বাসনের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির আদি লগ্নেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ ঐশী-পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে শয়তানের অনুসরণ করে। অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসগুলো ছিল মূলত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং তা ব্যক্তির উৎকর্ষের প্রতিই দৃষ্টি দিত। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সার্বজনীন এবং তাই ইসলাম সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ যেখানে ব্যক্তিকে বেহেশ্‌তের আস্বাদ গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেছে, সেখানে ইসলামের প্রচেষ্টা হচ্ছে সকল সম্প্রদায় ও জাতি যাতে বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সংস্কারধর্মী প্রতিটি প্রচেষ্টাই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে নানারূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। তাই মুসলিম সম্প্রদায় যখন সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা ও নীতি থেকে দূরে সরে পড়ে তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ) এর উম্মত থেকে প্রত্যাদিষ্ট কোন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটান যাতে মানুষ জামাতী জীবন থেকে বিচ্যুত না হয় এবং জাতীয় উন্নতি ও প্রগতি থেকে বঞ্চিত না হয়। অতঃপর সূরাটিতে এ ধরনের প্রতিশ্রুত সংস্কারকগণের স্বীকৃতি ও সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড এবং বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদী শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, সমস্ত ঐশী পরিকল্পনাই ক্রমে ক্রমে কার্যকরী হয়ে থাকে। পার্থিব জগতের অনুরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও সর্ব প্রকার উন্নতি ক্রমবিকাশের সূত্রে গাঁথা এবং এ বিবর্তনের ধারা অনুসারেই হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রদর্শিত শিক্ষা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতিশীল ও সংগঠিত করণের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মুসলমানদেরকে তাই সব সময় এ সত্যকে মনে রাখতে হবে, একটি মহা মহীরুহ অতি ছোট বীজ থেকে যেরূপে জন্মলাভ করে থাকে, তেমনি অনেক বড় ঘটনা বা বিষয় এর ঊষালগ্নে অনেকটা অজ্ঞাত পরিচয় থেকে যেতে পারে, যা হয়ত তেমন কোন উল্লেখের দাবীই রাখে না। তাই মুসলমানদের জন্য এটাই সঙ্গত তারা যেন সর্বাবস্থায় তাদের চোখ কান খোলা রাখে এবং তাদের সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্য যেন কোন অবস্থাতেই তাদের অগোচর না থেকে যায়, অন্যথায় চিরদিনের জন্য তা হয়ত হারানোই থেকে যাবে।

অতঃপর ৬০ নং আয়াত থেকে পূর্বের কয়েকজন নবী-রসূলের জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পৃথিবীর বুকে মানুষের পরম সুখকর যে অবস্থান থেকে তারা একদিন নির্বাসিত হয়েছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসন করাই ছিল এসব নবী-রসূলের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতঃপর বলা হয়েছে, **ঈমানবিল্লাহ্** (আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস) মানুষের স্বভাবজাত, মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার গভীরে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিহিত। পক্ষান্তরে মানুষের জীবনে পরবর্তীতে অশুভের সৃষ্টি হয় এবং তা মূলত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে জন্মলাভ করে। অবশ্য এ কথা সত্য, শুভগুণ মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও ঐশী-বাণীর সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বরং ঐশী-নির্দেশ অমান্য করার ফলে মানুষ তার স্বভাবজাত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলোকে হারিয়ে ফেলে এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনকে উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা এ প্রকাশ্য সত্যকে যেন উপেক্ষা না করে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর বুদ্ধি, বিচার শক্তি ঐশী-নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ার কারণে এটা ভ্রম থেকে মুক্ত এবং তাঁর শিক্ষা প্রাকৃতিক আইন ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুগের সাক্ষ্য-প্রমাণও তাঁর অনুকূলে। অতঃপর অবিশ্বাসীদের কিছু সংশয় ও আশংকার অপনোদন করে বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল শত্রুতা সত্ত্বেও আল্লা তাআলা তাঁকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মুসলমানদেরেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের নির্যাতন ধৈর্যের সাথে শুধু মোকাবিলাই না করে, বরং তাদের জন্য যেন দোয়াও করে। অতঃপর এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের বিরুদ্ধবাদীরা যেরূপ তাঁদের নিকট নিদর্শন দেখতে চাইতো, তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর নিকট নিদর্শন চাইতে থাকবে, যদিও নিদর্শন প্রদর্শন করা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই আওতাভুক্ত। তাঁর অনন্ত জ্ঞানে যখন তিনি প্রয়োজন মনে করেন তখনই নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তারা কি ঐশী-নিদর্শন হিসাবে কুরআনেকে দেখে না? বস্তুত কুরআন নবুওয়তের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার দরুন স্বয়ং এক জীবন্ত ও পর্যাপ্ত নিদর্শন। মুসলমানদেরকে তাই এ জীবন্ত নিদর্শনের আলৌকিকতার যথোচিত মূল্য, যা সত্যিকার ভাবেই এর প্রাপ্য, তা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য, যত বেশি ঐশী-আলো মানুষকে দান করা হবে তত বেশি কুরআনের যথোচিত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।
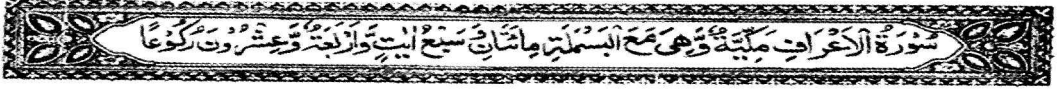
সূরা আল্ আ'রাফ-৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [ক]আনাল্লাহু আ'লামু সাদেকুল ক্বওলে অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি (ও) সত্যভাষী[৯৪২]।

الٓمّٓصٓ ②

৩। (এ কুরআন) [খ]এক মহা গ্রন্থ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকোচ না থাকে। (অবতরণের উদ্দেশ্য হলো যাতে করে) তুমি এর মাধ্যমে (মানবজাতিকে) সতর্ক করতে পার। আর মু'মিনদের জন্য এ এক মহান উপদেশ[৯৪৩]।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৪। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে [গ]তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য (কল্পিত) অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (কিন্তু) তোমরা মোটেও উপদেশ গ্রহণ কর না।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ④

★ ৫। [ঘ]আর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। সেগুলোতে রাতের বেলায় (তাদের ঘুমন্ত অবস্থায়) অথবা দুপুরে তাদের বিশ্রামরত[৯৪৪] অবস্থায় আমাদের শাস্তি নেমে এসেছিল।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ⑤

৬। অতএব তাদের ওপর যখন আমাদের শাস্তি নেমে এল তখন তাদের[৯৪৫] (মুখে) এ ছাড়া আর কোন কথা ছিল না, [ঙ]'আমরাই যালেম ছিলাম'।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑥

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২; ৩ঃ২; ২৯ঃ২; ৩০ঃ২; ৩১ঃ২; ৩২ঃ২; খ. ৬ঃ৫২; ১৯ঃ৯৮; ২৫ঃ২; গ. ৩৩ঃ৩; ৩৯ঃ৫৬; ঘ. ৭ঃ৯৮; ২১ঃ১২; ২৮ঃ৫৯; ঙ. ২১ঃ১৫।

৯৪২। হযরত ইব্‌নে আব্বস (রাঃ) এর মতে সংযুক্ত চারটি বর্ণ– 'আলিফ লাম মীম্ সোয়াদ' এর মর্মার্থ 'আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জ্ঞানি ও সত্যভাষী।' প্রথম তিন-আয়াতের জন্য ১৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য এবং 'সোয়াদ' বর্ণ 'উফাস্‌সিলু' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ– 'আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি'। এ সূরায় বর্ণিত বিষয়াদি উক্ত ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। কারণ এ সূরা শুধু পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ঐশী-জ্ঞান সম্বলিতই নয়, বরং এর বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ-সমৃদ্ধও বটে। 'সোয়াদ' 'সাদেকুল ক্বওল' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৪৩। এ আয়াতে শুধু নবী করীম (সাঃ) কেই সম্বোধন করা হয়নি, বরং প্রত্যেক মু'মিনকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

৯৪৪। কোন শহরে বা জনপদে জাতির ওপরে ঐশী-শাস্তি আসার সাধারণত দু'টি সময় রয়েছে বলে এখানে উল্লেখিত হয়েছে–রাতে এবং দুপুরে। এ সময়ই তারা হয় ঘুমে থাকে, নয়তো বিশ্রামের জন্য অসতর্ক অবস্থায় থাকে।

৯৪৫। যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি পরিবেষ্টন করে ফেলে তখন নাস্তিকদেরকেও কোন কোন সময় আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের জন্য আকুল চিৎকার করতে দেখা যায়। কারণ এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের কাছে কেবল তার নিজের সম্পূর্ণ অসহায়ত্বই নয়, উপরন্তু এক উচ্চতর সত্তার অসীম শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধেও উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

৭। অতএব যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছিল [ক]আমরা অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করবো। আর [খ]আমরা অবশ্যই রসূলদেরও জিজ্ঞেস করবো[৯৪৬]।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

৮। এরপর আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে (প্রকৃত ঘটনাবলী) বর্ণনা করবো। (কেননা তাদের কাছ থেকে) আমরা কখনো অনুপস্থিত ছিলাম না।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٨﴾

৯। আর [গ]সেদিন (আমলের) ওজন[৯৪৭] যে করা হবে তা সত্যি। অতএব যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে।

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۣ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

১০। আর [ঘ]যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনাবলীর সাথে অন্যায় আচরণ[৯৪৮] করতো।

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। আর [ঙ]আমরা নিশ্চয় পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এতে জীবিকার (বিভিন্ন) উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছি। (কিন্তু) তোমরা আদৌ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

১ [১১] ৮

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١١﴾ ع

১২। নিশ্চয় [চ]আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদেরকে (যথাযথ) আকৃতি দান করেছি[৯৪৯], এরপর আমরা ফিরিশ্‌তাদের বলেছি, [ছ]'তোমরা আদমের আনুগত্য কর'[৯৫০]। এতে ইবলীস[৯৫১] ছাড়া তারা (সবাই) আনুগত্য করলো। সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৬৬; খ. ৫ঃ১১০; গ. ২১ঃ৪৮; ২৩ঃ১০৩; ১০১ঃ৭-১০; ঘ. ২৩ঃ১০৪; ১০১ঃ৯-১০; ঙ. ১৫ঃ২১; ৪৬ঃ২৭; চ. ২৩ঃ১৫; ৩৯ঃ৭; ৪০ঃ৬৫; ছ. ২ঃ৩৫; ১৫ঃ৩০-৩১; ১৭ঃ৬২; ১৮ঃ৫১; ২০ঃ১১৭; ৩৮ঃ৭৩-৭৫।

৯৪৬। সকলেই কোন না কোন প্রকারে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দায়ী, এ আয়াতে এ গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। সকল মানুষকেই প্রশ্ন করা হবে, তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলকে কীরূপে গ্রহণ করেছিল এবং নবীগণকে জিজ্ঞেস করা হবে কীভাবে তাঁরা ঐশী-সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদের প্রতি কীরূপ সাড়া দিয়েছিল।

৯৪৭। 'ওজন' কথাটি এখানে আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জড় বস্তুর ওজন করার জন্য ধাতব বা কাঠের নির্মিত তুলা-দন্ড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যা জড় বা পার্থিব নয় এমন বিষয় বা বস্তুর ওজন বা পরিমাপ করার অর্থ তার প্রকৃত মূল্য, মান বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

৯৪৮। 'যুল্‌ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ-কোন বিষয় বা বস্তুকে ভুল স্থানে স্থাপন করা (লেইন)। এখানে এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল অবিশ্বাসীরা সেভাবে গ্রহণ করেনি। ঐশী-নিদর্শনসমূহের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনে ভয় ও বিনয় সঞ্চারিত করা, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা অধিকতর রূঢ় ও উদ্ধত হয়েছিল এবং উপহাস ও ব্যাঙ্গোক্তির দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৯৪৯। মানুষ তার নৈতিক সত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ছাঁচে গঠন করতে পারে, যেরূপ কাদা-মাটিকে ইচ্ছামত ছাঁচে বা আকৃতিতে গঠিত করা যায়।

৯৫০। ফিরিশ্‌তাদেরকে আদম (আঃ) এর প্রতি অনুগত হওয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেই আদেশ কার্যত সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ফিরিশ্‌তারা ঐশী-প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আল্লাহ্ তাআলার হুকুমকে কার্যে রূপ দান করেণ।

টীকা ৯৫১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩। [ক]তিনি বললেন,[৯৫২] 'আমি আদেশ দেয়া সত্ত্বেও আনুগত্য করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?' সে বললো, 'আমি তার চাইতে উত্তম। তুমি আমাকে অগ্নি (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটির (স্বভাব)[৯৫৩] দিয়ে।'

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٣﴾

১৪। তিনি বললেন, [খ]'তাহলে এখান থেকে চলে যাও[৯৫৪]। এখানে তোমার অহংকার করার সুযোগই নেই। অতএব বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের একজন।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٤﴾

১৫। [গ]সে বললো, 'তুমি আমাকে তাদের পুনরুত্থিত হবার দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও'[৯৫৪-ক]।

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি বললেন, 'অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে তুমি একজন'।

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٦﴾

১৭। [ঘ]সে বললো, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ, সেহেতু আমি অবশ্যই তোমার সরলসুদৃঢ় পথে তাদের জন্য (ওঁত্ পেতে) বসে থাকবো।★

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾

১৮। এরপর তাদের সামনে দিয়েও, তাদের পেছন দিয়েও, তাদের ডানদিক দিয়েও এবং তাদের বামদিক দিয়েও[৯৫৫] আমি অবশ্যই তাদের কাছে (ধেয়ে) আসবো। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ দেখতে পাবে না।

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৩৩-৩৪; ৩৮ঃ৭৬-৭৭; খ. ১৫ঃ৩৫; ৩৮ঃ৭৮; গ. ১৫ঃ৩৭; ৩৮ঃ৮০; ঘ. ১৫ঃ৪০; ৩৮ঃ৮৩।

৯৫১। ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তা ছিল না (১৮ঃ৫১)। সে অশুভ সত্তাসমূহের প্রধান, যেমন জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তাকূলের প্রধান। যে ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তা কোনভাবেই মানবজাতির প্রথম আদি পিতা বলে কথিত প্রথম 'আদম' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ঘটনা পরবর্তী সেই আদম এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যে আদম এ পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বসবাস করতেন, যাঁর বংশোদ্ভূত হযরত নূহ, ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ।

৯৫২। এ আয়াতে আল্লাহ্ এবং ইব্‌লীসের মধ্যে কথোপকথনের আকারে যা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে অবশ্যই এটা বুঝায় না যে আসলেই এরূপে বাক্য বিনিময় হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এ ছিল ইব্‌লীস কর্তৃক হযরত আদম (আঃ) এর আনুগত্য অস্বীকার করার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটা চিত্র। বিস্তারিত জানার জন্য ৬১ টীকা দেখুন।

৯৫৩। 'ত্বীন' অর্থ-কাদামাটি। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ৪২০-ক টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৫৪। 'ফাহ্‌বিত্‌মিন্‌হা' অর্থ-'তাহলে এখান থেকে চলে যাও'। এ আয়াতে কোন নামবাচক বিশেষ্য পদ না থাকায়, যার পরিবর্তে 'এখান' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে যা, 'মিনহা' শব্দের মধ্যে নিহিত; যার অর্থ-এখান থেকে। এর দ্বারা ইব্‌লীস্ হযরত আদম (আঃ) এর আনুগত্যের অস্বীকার করার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল যেন তাকেই বুঝাচ্ছে।

৯৫৪-ক। এ আয়াতে উল্লেখিত পুনরুত্থানের (অর্থাৎ পুনর্জীবনের), পরলোকে উঠানো অর্থাৎ মানবের জন্য স্থিরীকৃত শেষ বিচার দিবসের পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন নয় বরং এতে মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম অথবা তার আত্মিক চেতনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ণতার কথাই বলা হয়েছে। ইব্‌লীস্ তাকে (অর্থাৎ মানুষকে) কেবল ততক্ষণ পথভ্রষ্ট করতে পারে যতক্ষণ তার আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন লাভ না হয়। কিন্তু একবার যখন সে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়ে যায়, যাকে 'বাকা' (অমরত্ব) নামে অভিহিত করা হয়, তখন ইব্‌লীস্ তার আর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না (১৭ঃ৬৬)।

★ [যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে রক্ষা না করবেন ততক্ষণ সরলসুদৃঢ় পথে যারা চলে তারাও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পায় না। কুরআন করীমে যাদেরকে 'মাগযুবি আলায়হিম' এবং 'যাল্লীন' বলা হয়েছে তারাও 'সিরাতে মুস্তাক্বীমে'-ই চলতো। কিন্তু তারা প্রতারিত হয়ে বিপথগামী হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' রাহে: কর্তৃক উদূর্তে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

টীকা ৯৫৫ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯। তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। [ক]তাদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে (তাদেরকে বলছি) আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

২০। 'আর [খ]হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে[৯৫৫-ক] বসবাস কর এবং তোমরা যেখান থেকে চাও[৯৫৬] খাও। কিন্তু তোমরা কেউ এ (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের কাছে যেয়োনা না[৯৫৭]। নতুবা তোমরা যালিমদের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

★ ২১। কিন্তু [গ]তাদের এমন কিছু দুর্বলতা যা তাদের কাছে গোপন করা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে[৯৫৭-ক] শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো। আর সে বললো, 'তোমরা উভয়ে যাতে ফিরিশ্‌তা না হয়ে যাও অথবা অমর না হয়ে যাও কেবল এজন্যই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের এ বৃক্ষ হতে বারণ করেছেন।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢١﴾

২২। আর সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বললো, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।'

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। এরপর সে এক বড় ধোঁকা দিয়ে উভয়কে পদস্খলিত করলো। এরপর [ঘ]তারা যখন সেই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করলো (তখন) তাদের দুর্বলতা[৯৫৮] তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৩-৪৪; ৩২ঃ১৪; ৩৮ঃ৮৬; খ. ২ঃ৩৮; ২০ঃ১১৮; গ. ২ঃ৩৭; ২০ঃ১২১; ঘ. ২ঃ৩৭; ২০ঃ১২২।

৯৫৫। মানষকে প্রলুব্ধ করে বিপথে পরিচালিত করার জন্য শয়তানের ভীতিপ্রদ ফাঁদের বিষয়টির প্রতি খেয়াল করুন।

৯৫৫-ক। টীকা ৬৮ দ্রষ্টব্য।

৯৫৬। এর দ্বারা বুঝা যায়, কেবল দৈহিক বা আত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া সকল বস্তু বিধিসম্মত।

৯৫৭। 'নিষিদ্ধ বৃক্ষ' দ্বারা এও বুঝানো হতে পরে যে আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীকে যে আদেশ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বারণ করেছিলেন তা-ই ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষ। কুরআনে (১৪ঃ২৫) ভাল কথাকে 'ভাল বৃক্ষের' সাথে এবং মন্দ কথাকে 'মন্দ বৃক্ষের' সাথে তুলনা করা হয়েছে (১৪ঃ২৭)।

৯৫৭-ক। যখন অসৎ চিন্তা মানুষকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে তখন তা তার দুর্বলতাগুলোকেও তার কাছে প্রকাশিত করে থাকে।

যে স্থানে হযরত আদম (আঃ)কে বাস করতে বলা হয়েছিল 'কুরআন করীমে' তাকে রূপকভাবে 'জান্নাত' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব পরবর্তী বর্ণনাতেও উক্ত 'রূপক অর্থ' ব্যবহৃত হয়েছে এবং হযরত আদম (আঃ) কেও যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছিল, উক্ত বৃক্ষ ছিল কোন বংশ বা গোত্র যার লোকদের নিকট থেকে তাঁকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছিল। কারণ সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর শত্রু ছিল এবং তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতো।

৯৫৮। 'সাওয়াতুন' অর্থ যে কোন মন্দ, অশুভ, অসাধু, অনুচিত বা জঘন্য কথা বা অভ্যাস বা কর্ম যা লোকে গোপন রাখতে পছন্দ করে অথবা লজ্জা, নগ্নতা (লেইন)। সাওয়াতুন শব্দ এখানে 'দুর্বলতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কোন মানুষের নগ্নতা তার নিজের কাছে গোপন নয়। বস্তুত হযরত আদম (আঃ) এর বিশেষ কোন দুর্বলতা তাঁর কাছে অজানা ছিল এবং তাঁর শত্রুরা যখন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিরাপদ অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে বসলো তখনই তিনি তাঁর দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা তখনই তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন সে চাপে পড়ে অথবা যখন সে প্ররোচনায় পড়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এমনটিই ঘটেছিল। যখন হযরত আদম (আঃ)কে শয়তান প্রতারিত করেছিল তখনই তিনি তাঁর কিছু স্বাভাবিক

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٣﴾

আর তারা উভয়ে জান্নাতের কিছু পাতা[৯৫৯] দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগলো। আর তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছ সম্পর্কে বারণ করিনি এবং বলিনি, "ক·নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। তারা উভয়ে বললো, খ·'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা নিজেদের[৯৬০] ওপর অবিচার করেছি। আর তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে এবং আমাদের ওপর কৃপা না করলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫। তিনি বললেন, গ·'তোমরা সবাই (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও[৯৬১]। (এখন থেকে) তোমাদের একদল আরেক দলের শত্রু হবে। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে এক সাময়িক আবাসস্থল এবং কিছুকালের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপকরণ।'

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬৯,২০৯; ৬ঃ১৪৩; ১২ঃ৬; ২০ঃ১১৮; ২৮ঃ১৬; ৩৫ঃ৭; ৩৬ঃ৬১; খ. ২ঃ৩৮; গ. ২ঃ৩৭; ২০ঃ১২৪।

দুর্বলতা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন। কুরআন করীম এ কথা বলে না যে হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীর দুর্বলতা অন্যান্য লোকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, বরং তাঁরা নিজেরাই কেবল সেগুলো সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিলেন।

৯৫৯। 'ওয়ারাক' এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুর উৎকৃষ্ট ও তাজা অবস্থা, কোন সম্প্রদায়ের কিশোর, তরুণদল (লিসান)। এর মর্মার্থ হলো, যখন শয়তান হযরত আদম (আঃ) এর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করাতে কৃতকার্য হলো এবং তার কিছু সংখ্যক সদস্য দল ত্যাগ করে গেল, তিনি জান্নাত (বাগান) এর 'আওরাক' (পত্র বা পাতা)কে অর্থাৎ তরুণদেরকে সংঘবদ্ধ করলেন এবং তাদের সহায়তায় তাঁর লোকদেরকে পুনঃ একতাবদ্ধ এবং পুনর্গঠিত করতে আরম্ভ করলেন। সাধারণত তরুণ সম্প্রদায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকে। ফলে তারা আল্লাহ্ তাআলার নবীকে মান্য করে এবং সাহায্য করে থাকে (১০ঃ৮৪)। কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি আদম (আঃ) এর অনুগত হতে অস্বীকার করেছিল তাকে 'ইব্লীস্' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল তাকে 'শয়তান' বলা হয়েছে। এ পার্থক্য কেবল ব্যাখ্যাধীন আয়াতেই দেখা যায় না, বরং এটা কুরআনের সংশ্লিষ্ট সকল আয়াতে দেখা যায়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত বিবরণে উল্লেখিত 'ইব্লীস্' এবং 'শয়তান' দুটি ভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বা। প্রকৃতপক্ষে 'শয়তান' শব্দ কেবল অসৎ আত্মাকেই বুঝায় না, অধিকন্তু সেইসব মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যারা তাদের অসৎকর্ম এবং প্রকৃতির কারণে রক্তমাংসের গঠিত দেহযুক্ত শয়তানরূপে যেন মূর্ত হয়ে উঠে। হযরত আদম (আঃ)কে যে শয়তান প্রলুব্ধ করেছিল এবং তাঁর পদস্খলনের কারণ ঘটিয়েছিল সে কোন অদৃশ্য অসৎ আত্মা ছিল না, বরং মানুষের মধ্য থেকেই রক্ত-মাংসের এক কুটিল অসৎ ব্যক্তি ছিল । এক পাপিষ্ঠ শয়তানের বহিঃপ্রকাশও ইব্লীসের প্রতিনিধি। সে সেই গোত্রের একজন ছিল, যার নিকট থেকে দূরে থাকার জন্য আদম (আঃ) কে আদেশ দেয়া হয়েছিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'হারিস' (তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর)। এথেকে আরো প্রতিপন্ন হয়, সে জড়দেহী মানুষ ছিল, কোন অশুভ শক্তি ছিল না।

৯৬০। আদম (আঃ) শীঘ্রই তাঁর অনবধানজনিত ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে অতি দ্রুত আল্লাহ্ তাআলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রকৃত ঘটনা-হযরত আদম (আঃ) এর ভুলটি এ ছিল যে তিনি মানুষরূপী শয়তানকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও আল্লাহ্ তাআলা এ লোকের সম্পর্কে তাঁকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

৯৬১। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়, আদম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি থেকে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। আরো বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)কে যে 'উদ্যান' ত্যাগ করতে হুকুম দিয়েছিলেন তা বেহেশ্ত ছিল না। সম্ভবত হযরত আদম (আঃ) তাঁর মাতৃভূমি মেসোপটেমিয়া থেকে হিজরত করে কোন পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়েছিলেন। এ দেশান্তর সম্ভবত অস্থায়ী ছিল এবং তিনি কিছু সময় পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অবশ্য 'সাময়িক'

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ فِيۡهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُوۡنَ ﴿۲۶﴾

২৬। তিনি (আরো) বললেন, [ক]'এখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, এখানেই তোমরা মারা যাবে এবং এখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে[৯৬২]।

২ [১৫] ৯

يٰبَنِيۡۤ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُّوَارِيۡ سَوۡاٰتِكُمۡ وَرِيۡشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقۡوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيۡرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭। হে আদমসন্তান! আমরা তোমাদের জন্য নিশ্চয় এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের দুর্বলতা ঢাকে এবং যা (তোমাদের) সৌন্দর্যের কারণও হয়। আর তাক্ওয়ার পোশাক[৯৬৩]! এ-ই হলো সর্বোত্তম (পোশাক)। এ হলো আল্লাহ্র আয়াতসমূহের একটি যেন তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

يٰبَنِيۡۤ اٰدَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ كَمَاۤ اَخۡرَجَ اَبَوَيۡكُمۡ مِّنَ الۡجَنَّةِ يَنۡزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰٮكُمۡ هُوَ وَقَبِيۡلُهٗ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ ؕ اِنَّا جَعَلۡنَا الشَّيٰطِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮। হে আদমসন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলে দেয় যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। সে তাদের দুর্বলতা দেখিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের পোশাক কেড়ে নিয়েছিল। নিশ্চয় সে ও তার দলবল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখ না[৯৬৪]। যারা ঈমান আনে না নিশ্চয় [খ]আমরা শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি।

وَاِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً قَالُوۡا وَجَدۡنَا عَلَيۡهَاۤ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯। আর তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ (কাজ করতেই) দেখতে পেয়েছি। আর আল্লাহ্ই আমাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন।' তুমি বল, "[গ]আল্লাহ্ কখনো অশ্লীল (কাজের) আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?'

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৬; ৭১ঃ১৮-১৯; খ. ২ঃ২৫৮; ৩ঃ১৭৬; ১৬ঃ১০১ গ. ১৬ঃ৯১।

শব্দটি অস্থায়ী দেশান্তরের একটা অস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। ভবিষ্যতে সাবধান থাকার জন্য এ আয়াতে আদম (আঃ) কে সতর্ক করে দেয়া হয়। কারণ এটাই তাঁর জন্মভূমি ছিল যেখানে তাঁকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়েছিল।

৯৬২। সাধারণ অর্থে এ আয়াতের ইংগিত হচ্ছে, কোন মানুষ এ জড়দেহে আকাশে উঠতে পারে না। মানবকে অবশ্যই এ পৃথিবীতে বাঁচতে হবে আর এ পৃথিবীতেই তাকে মরতে হবে।

৯৬৩। এটা ধার্মিকতার অর্থাৎ তাক্ওয়ার পোশাক ছিল যা দিয়ে হযরত আদম (আঃ) 'জান্নাতে' তাঁর 'নগ্নতা' বা দুর্বলতা ঢেকেছিলেন।

৯৬৪। মন্দ বা অসৎ আত্মা যা শয়তানরূপে আখ্যায়িত এবং তার মত যারা তারা সাধারণত দৃষ্টির আড়ালে থাকে। তারা অদৃশ্যভাবে তাদের প্রভাব খাটায় এবং মানুষের গুপ্ত দুর্বলতাসমূহ খুঁজে বেড়ায় যাতে তাকে কুপথে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে মানবের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগ্রামে নিয়োজিত তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করাই শয়তানের কাজ। এ বাধার অর্থ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া নয়, বরং এর উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিযোগিতায় অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে প্রতিযোগীকে তাদের প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ তেজোদীপ্ত করে তোলা। এসব প্রতিবন্ধকতায় যে সব অসাবধান ও অমনোযোগী ব্যক্তি হোঁচট খায় এবং হেরে যায় তারা নিজেরাই দোষী। কিন্তু যে বা যারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তারা দোষী নয়।

৩০। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক [ক]ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন'। আর (এ আদেশও দিয়েছেন) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র দিকে) নিবদ্ধ[৯৬৫] কর এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) ফিরে যাবে[৯৬৬]।

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১। [খ]একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত করেছেন। নিশ্চয় এরাই আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং এরা নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۚ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩২। হে আদমসন্তান! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজ সৌন্দর্য[৯৬৭] (অর্থাৎ তাক্‌ওয়ার পোশাক) সাথে নিও এবং আহার করো ও পান করো, তবে তোমরা [গ]বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৩ [৬] ১০

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۲﴾ ع

৩৩। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) সৌন্দর্য ও রিয্‌কের মাঝ থেকে [ঘ]পবিত্র বস্তুগুলো কে হারাম করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি[৯৬৮] করেছেন? তুমি বল, 'যারা ঈমান এনেছে ইহকালেও এসব তাদের জন্য (এবং) কিয়ামত দিবসেও (এ সব কিছু) বিশেষভাবে (তাদের) জন্য হবে। এভাবেই আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

দেখুন ঃ ক.৪ঃ৫৯; ১৬ঃ৯১; ৫৭ঃ২৬; খ. ১৬;৩৭; ২২;১৯; গ. ১৭ঃ২৮; ২৫ঃ৬৮; ঘ. ২ঃ১৬৯,১৭৩; ২৩ঃ৫২।

৯৬৫। যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমানেরা মসজিদে যেতে থাকে তখন সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিবদ্ধ করা উচিত। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে যে ওযূ করা হয় তা মু'মিনের সকল ধ্যান আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রার্থনা করার জন্য তাকে সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে।

৯৬৬। 'তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) ফিরে যাবে–' এর মর্মার্থ হচ্ছে, ঠিক যেভাবে আমাদের দেহ মাতৃগর্ভে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেরূপেই আমাদের আত্মা মৃত্যুর পরে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে।

৯৬৭। ভূষণ বা সুন্দর পোশাক দৈহিক অথবা আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারই হ'তে পারে। দৈহিক অর্থে মু'মিনগণকে মসজিদে বা ইবাদতগৃহে যাওয়ার সময় যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং যথোপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করবার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

৯৬৮। খোদা-প্রদত্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ প্রকৃতই বিশ্বাসীদের জন্য, যদিও অবিশ্বাসী বা কাফিরেরাও ইহজীবনের সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে এসব কেবল মু'মিনরাই উপভোগ করবে এবং কাফিররা এথেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩৪। তুমি বলে দাও, [ক]'আমার প্রভু-প্রতিপালক কেবল অশ্লীল কাজকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনই হোক। আর পাপ ও অন্যায় বিদ্রোহকে এবং আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের [খ]এমন কিছু শরীক করাকে যার অনুকূলে তিনি কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি (তাও তিনি হারাম করেছেন)। আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদের এমন কথা আরোপ করাকেও (হারাম করেছেন) যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর [গ]প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। অতএব তাদের নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারে না বা এগুতেও পারে না[৯৬৯]।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে আদমসন্তান![৯৭০] তোমাদের কাছে [ঘ]যখনই তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রসূল আসবে যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে তখন যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদেরকে) শুধ্‌রে নিবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِي ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু [ঙ]যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারবশত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٣٧﴾

★ ৩৮। অতএব যে মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করে [চ]তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এরাই কিতাবে[৯৭১] (বর্ণিত শাস্তি) থেকে এদের নির্ধারিত অংশ পেতে থাকবে। পরিশেষে আমাদের ফিরিশ্‌তারা যখন এদের মৃত্যু দেয়ার জন্য এদের কাছে উপস্থিত হবে তখন তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা) বলবে, [ছ]আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকতে তারা (এখন)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ ۚ أُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتٰبِ ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫২; খ. ৩ঃ১৫২; ৭ঃ৭২; ২২ঃ৭২; গ. ১০ঃ৫০; ১৫ঃ৬; ১৬ঃ৬২; ৩৫ঃ৪৬; ঘ. ২ঃ৩৯; ২০ঃ১২৪; ঙ. ২ঃ৪০; ৫ঃ১১,৮৭; ৬ঃ৫০; ৭ঃ৪১; ২২ঃ৫৮; চ. ৬ঃ২২; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯; ৬১ঃ৮; ছ. ৬ঃ২৩; ৪০ঃ৭৪-৭৫।

৯৬৯। কোন জাতির শাস্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তা প্রতিহত, বিলম্বিত বা স্থগিত করা যায় না।

৯৭০। এটা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতের (যথা-৭ঃ২৭-২৮ ও ৩২) ন্যায় এ আয়াতেও 'হে আদম সন্তান' সম্বোধন আঁ হযরত (সাঃ) এর যুগের লোকদের প্রতি এবং পরবর্তী বংশধরদের প্রতি প্রযোজ্য যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি। এ সম্বোধন সেই লোকদের প্রতি নয়, যারা দূর অতীতে বাস করতো এবং আদম (আঃ) এর অব্যবহিত পরে ছিল।

৯৭১। এ বাক্যের মর্মার্থ হলো আল্লাহ্ তাআলার নবীর প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পরাজয়ের এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখতে পাবে এবং আল্লাহ্‌র নবীকে অস্বীকার করার ফলে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।

কোথায়?' তারা বলবে, 'আমাদের কাছ থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে'। আর এরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে [ক]সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় এরা ছিল অস্বীকারকারী।

ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তিনি (তখন এদের) বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব জিন ও সাধারণ মানুষের দল গত হয়েছে তোমরাও তাদের সাথে আগুনে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল (এতে) প্রবেশ করবে তখনই তারা তাদের সমশ্রেণীভুক্ত দলকে অভিশাপ দিবে। অবশেষে এরা সবাই এতে একত্র হবে। তখন এদের পরবর্তীরা[৯৭২] তাদের পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল। সুতরাং তুমি এদেরকে [খ]আগুনের দ্বিগুণ আযাব দাও'। তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ (আযাব)[৯৭৩] রয়েছে। কিন্তু তোমরা (তা) জান না।'

قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। আর এদের পূর্ববর্তী দলটি তাদের পরবর্তী দলকে বলবে, 'আমাদের ওপর যেহেতু তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না, তাই তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আযাব ভোগ কর।'

৪ [৮] ১১

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٤٠﴾ ع ٤

★ ৪১। নিশ্চয় [গ]যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর প্রতি অহংকারসুলভ আচরণ করেছে, সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত[৯৭৪] তাদের জন্য আকাশের দুয়ারগুলো খোলা হবে না। আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

৪২। [ঘ]তাদের জন্য জাহান্নামে প্রস্তুতকৃত একটি স্থান (নির্ধারিত) হবে। আর তাদের ওপর স্তরে স্তরে (অন্ধকারের) আবরণ থাকবে। আর এভাবেই আমরা যালিমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩১; খ ৩৮ঃ৬২; গ. ৭ঃ৩৭; ঘ. ৩৯ঃ১৭।

৯৭২। নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীরা।

৯৭৩। ব্যথা ও যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হলে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি বা যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন অসহ্য হয়ে থাকে।

৯৭৪। 'জামাল এর অর্থ-উট। এর অন্য অর্থ রজ্জু। রজ্জুই সুতার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সূতাই সুঁচের ছিদ্রের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা সম্ভব নয় (মথিঃ ১৯ঃ২৪)।

৪৩। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমরা (তাদের) কারো ওপর তার সাধ্যের [ক]বাইরে দায়িত্বভার অর্পণ করি না[৯৭৫]। এরাই জান্নাতী। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৪। আর আমরা [খ]তাদের অন্তরের সব বিদ্বেষ[৯৭৬] বের করে ফেলবো। তাদের নিয়ন্ত্রণে [গ]নদনদী বয়ে যাবে। আর তারা বলবে, [ঘ]'সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে এখানে পৌঁছানোর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন আমরা কখনো হেদায়াত পেতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলরা সত্য নিয়ে এসেছিল।' আর তাদের ডেকে বলা হবে, 'এ হলো সেই জান্নাত, তোমাদের কৃতকর্মের দরুন যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা হলো।'

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৫। আর জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছ?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ'। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত যালেমদের ওপর,

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৬। [ঙ]যারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত রাখতো, এ (পথকে) বক্ররূপে (দেখতে) চাইতো[৯৭৭] এবং পরকালকেও অস্বীকার করতো।'

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৭। আর এ উভয় (দলের) মাঝে একটি প্রতিবন্ধক থাকবে এবং 'আ'রাফে'[৯৭৮] (অর্থাৎ উচ্চস্থানে) এমন কিছু লোক থাকবে, যারা সবাইকে তাদের লক্ষণাবলী দেখে চিনতে

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩৪,২৮৭; ৬ঃ১৫৩; ৭ঃ৪৩; ২৩ঃ৬৩ ; খ. ১৫ঃ৪৮ ; গ. ২ঃ২৬ ; ঘ. ১০ঃ১১; ৩৯ঃ৭৫ ; ঙ. ৭ঃ৮৭; ১১ঃ২০; ১৪ঃ৪; ১৬ঃ৮৯।

৯৭৫। 'আমরা (তাদের) কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বভার অর্পণ করি না' বাক্যাংশটিতে খৃষ্টান ধর্মের যে মতবাদ –পাপ মানুষের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল তা থেকে বেঁচে থাকা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত– তা খন্ডন করা হয়েছে।

৯৭৬। প্রকৃতপক্ষে জান্নাতী জীবন ইহজগতেই আরম্ভ হয় (৫৫ঃ৪৭) এবং যার অন্তর শত্রুতা, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত সে তা উপভোগ করে থাকে।

৯৭৭। এ উক্তির মর্মার্থ, দুষ্কৃতকারীরা সত্য ধর্মকে কলুষিত করতে ইচ্ছা করে। তারা নিজেরাই শুধু অসাধু বা বক্র নয়, অন্যদেরকেও তাদের মত দুষ্ট বানাতে চায়, এমনকি ধর্মের শিক্ষাকে অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা পরিবর্তন করে বিকৃত করতে পথ খুঁজে বেড়ায়।

৯৭৮। 'আ'রাফ' বহুবচন, একবচনে 'উর্‌ফ' অর্থ-উন্নত বা 'মর্যাদা-পূর্ণ স্থান'। "আ'রাফা আলাল কাওম" অর্থাৎ সে তাদের পরিচিত বিধায় সে তাদের ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিল বা হলো। বিশিষ্ট সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পারবে। আর তারা জান্নাতীদের ডেকে বলবে, 'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক', তারা যদিও তখনো এ (জান্নাতে) প্রবেশ করেনি[৯৭৯] কিন্তু তারা এ (জান্নাতে প্রবেশের) প্রত্যাশা করবে।

أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর তাদের দৃষ্টি যখন জাহান্নামীদের দিকে ফিরানো হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! *তুমি আমাদেরকে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।'

৫ [৮] ১২

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর আ'রাফে অবস্থানকারীরা (জাহান্নামী) কিছু লোককে, যাদেরকে তারা তাদের লক্ষণাবলী দেখে চিনবে,[৯৮০] ডেকে বলবে, 'তোমাদের দল এবং যা নিয়ে তোমরা অহংকার করতে তা তোমাদের কোন কাজে এল না'।

وَنَادٰى أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيمٰهُمْ قَالُوا مَآ أَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। (আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের প্রতি ইঙ্গিত করে জাহান্নামীদেরকে আরো বলবে) "তোমরা কি এদেরই[৯৮১] সম্বন্ধে কসম খেয়ে বলতে, 'আল্লাহ্ কখনো এদের প্রতি দয়া করবেন না'? (আল্লাহ্ জান্নাত প্রত্যাশীদের বলবেন) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'

أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৯৫ ;

সাধারণত উচ্চ এবং উন্নত স্থানে উপবিষ্ট করানো হয়ে থাকে। হযরত হাসান এবং মুজাহিদ (রঃ) এর মতানুসারে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই মু'মিনদের মধ্যে সেরা, বাছাই-করা এবং উচ্চ মার্গের জ্ঞানী বুযুর্গ। কিরমানীর মতে তাঁরা শাহাদত বরণকারী। অন্যান্য অনেকে মনে করেন, তারা হবেন নবী এবং এটাই সর্বতোভাবে সঠিক বলে মনে হয়। উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কেবল উৎকৃষ্টতর ধারণাই রাখবেন না, অধিকন্তু সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদপূর্ণ অবস্থানে থাকার কারণে তাঁরা অধিকতর ওয়াকিফহালও হবেন। প্রত্যেককে দেখেই তাঁরা তাঁর পদমর্যাদা, স্তর বা অবস্থান বুঝতে পারবেন। এটা একটি ভুল ধারণা যে আ'রাফে আসীন বা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মাঝারি বা মধ্যম শ্রেণী ও মর্যাদার লোক হবেন যাদের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি, যেন তাদের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এরূপ অর্থাৎ মধ্যবর্তী লোকদেরকে উচ্চ স্থানে আসীন করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। কেননা সেক্ষেত্রে শহীদ এবং নবীগণ নিম্নস্তরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৯৭৯। এ শব্দগুলো ভাবী জান্নাতবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করছে যারা তখনো তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেননি, কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন বলে আশা করতে থাকবেন। উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে চিনতে পারবেন, যদিও সেইসব লোক তখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেননি।

৯৮০। 'আ'রাফে অবস্থানকারীরা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীগণ, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কোন কোন লোককে বিশেষ চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং তাদেরকে ডেকে বলবেন, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণের দুঃখময় পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছে।

৯৮১। 'এদেরই' দ্বারা শব্দটি জান্নাতের ভাবী অধিবাসীবৃন্দকে বুঝাচ্ছে। নবীগণ দোযখবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা বেহেশ্‌তের ভাবী অধিবাসীদের প্রতি তাকাও যাদেরকে তোমরা দরিদ্র মুমিন বলে হাসি ঠাট্টা করতে ও ঘৃণা করতে। এরপর নবীগণ দোযখবাসীদের বলবেন, 'এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা কসম খেয়ে বলতে, 'আল্লাহ্ কখনো এদের প্রতি দয়া করবেন না?'

৫১। আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের দিকে কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদের আরো যা দিয়েছেন তা থেকে (কিছু দাও)'। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দুটোই কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾

৫২। [ক]যারা নিজেদের ধর্মকে আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক[৯৮২] বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিবজীবন তাদের প্রতারিত করেছিল।' (আল্লাহ্ বলবেন) 'অতএব আজ [খ]আমরা তাদের ভুলে যাব যেভাবে তারা (আমার সাথে) তাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) ভুলে বসেছিল এবং তারা আমাদের আয়াতসমূহ জিদবশত অস্বীকার করতো (বলেও আমরা তাদের ভুলে যাব)।

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর নিশ্চয় [গ]আমরা তাদেরকে এমন এক কিতাব দিয়েছিলাম, যা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমতরূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলাম।

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। [ঘ]তারা কি কেবল এ (কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদি) স্বরূপে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে[৯৮৩]? যারা ইতোপূর্বে এ (কিতাব)কে ভুলে বসেছিল এর স্বরূপ প্রকাশিত হবার দিন তারা বলবে, 'নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলরা সত্য (শিক্ষা) নিয়ে এসেছিল। অতএব আমাদের জন্য সুপারিশ করার মত কি কোন সুপারিশকারী আছে? অথবা আমরা যা করতাম এর স্থলে (পুণ্য) কাজ করার জন্য আমাদের [ঙ]ফেরৎ পাঠানো যায় কি?' নিশ্চয় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর তারা যেসব মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

৬
[৬]
১৩

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٤﴾

ركوع

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৫৮; ৬ঃ৭১; খ. ৪৫ঃ৩৫; গ. ৬ঃ১১৫; ১০ঃ৫৮; ১২ঃ১১২; ১৬ঃ ৯০; ২৯ঃ৫২; ঘ. ২ঃ২১১; ৬ঃ১৫৯; ঙ. ২৬ঃ১০৩; ৩৫ঃ৩৮; ৩৯ঃ৫৯।

৯৮২। কাফিরদের অন্তরে 'ইসলাম'এর সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় জন্মেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা ধর্মকে তামাশা ও অবসর বিনোদনরূপে গণ্য করেছিল এবং তারা যুক্তির নির্দেশ এবং বিবেকের বাণীর প্রতি গুরুত্ব দেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে উপেক্ষা করবেন। কেননা তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল যে কখনো তাদেরকে স্রষ্টার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁর সমীপে তাদের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।

৯৮৩। অর্থ-সংগতির সুবিধার্থে এখানে 'তাবিল' শব্দের অর্থ করা হয়েছে **'স্বরূপে প্রকাশিত'**। বিস্তারিত জানার জন্য ৩৭২ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন সেই [ক]আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী[৯৮৪] ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে[৯৮৫] সুপ্রতিষ্ঠিত[৯৮৬] হয়েছেন। [খ]তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন যা একে দ্রুত অনুসরণ করছে। আর (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি যেগুলো তাঁরই আদেশে সেবায় নিয়োজিত। শুন, সৃষ্টি ও শাসন[৯৮৭] করা তাঁরই কাজ। (অতএব) আল্লাহ্ই পরম কল্যাণময় সাব্যস্ত হলেন, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৪; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০; ৩২ঃ৫; ৪১ঃ১০-১৩; ৫০ঃ৩৯; ৫৭ঃ৫; খ. ১৩ঃ৪; ৩৬ঃ৩৮।

৯৮৪। 'আইয়াম' বহুবচন, একবচনে 'ইয়াওম' অর্থ– চিরকালীন সময় (১ঃ৪), অথবা এর দ্বারা কোন জিনিষের পরিবর্ধন বা পরিণতির অনির্দিষ্ট সময়ের পর্যায়ক্রমিক স্তর বুঝায়। এ সময়ের দৈর্ঘ, ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্বের পরিমাণ আন্দাজ করা বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এটা হতে পারে 'এক হাজার বৎসর' (২২ঃ৪৮), অথবা 'পঞ্চাশ হাজার বৎসর' (৭০ঃ৫)। কিন্তু 'ইয়াওম' শব্দ এখানে অথবা কুরআনে অন্য কোন আয়াতে নিশ্চিতরূপেই পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখা বা মেরুরেখার উপর আবর্তনের হিসাবে স্থিরীকৃত ২৪ ঘন্টার সময়ের পরিধি বুঝায় না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দিনসমূহের সীমা, আয়তন, বিস্তার, ব্যাপ্তি এবং সীমারেখা আমাদের নিকট প্রকাশ করেননি। আল্লাহ্ তাআলার দিনসমূহের মধ্যে কোন কোনটি যদি হাজার বছর ব্যাপী দীর্ঘ হয় এবং অন্য কোন কোনটি পঞ্চাশ হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত হয় তাহলে তাঁর অন্যান্য দিন এমনো হতে পারে যা লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লেগেছে। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী হযরত মুহীউদ্দীন-ইব্নে-আরাবী (রাঃ) এর এক কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত করে। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই 'ছয় দিন' এর দৈর্ঘ বা সীমারেখা স্থির করতে পারি না কত সময় বা কালের মধ্যে এ পৃথিবী এবং আকাশসমূহের সৃষ্টি পূর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। কোন পরিবর্তনে হাজার বছর লেগে যায়, কোনটিতে পঞ্চাশ হাজার বছর, আবার অন্য কোন কোনটিতে তা থেকেও দীর্ঘতর সময় লাগে। আমরা কেবল এটা বলতে পারি যে পৃথিবী এবং আকাশসমূহের পরিপূর্ণ ও ত্রুটিহীন রূপ পরিগ্রহ করার জন্য ছয়টি অতি সুদীর্ঘ আর্বতনশীল কালক্রম লেগেছিল।

৯৮৫। 'আল্-আর্শ' অর্থ– সিংহাসন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সর্বোৎকৃষ্ট ঐশী ও সর্বাতিক্রান্ত (সিফ্তে তানযিহিয়াত্) এর প্রতি নির্দেশ করে, অর্থাৎ এহেন গুণ বা সিফত অন্য দ্বিতীয় কোন সত্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সূরা ইখলাসের মধ্যে উল্লেখিত আল্লাহ্ তাআলার গুণ চারটি সর্বোত্তম অলৌকিক ও অতিক্রান্ত গুণাবলী। এ সিফ্তসমূহ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল। আল্লহ্ তাআলার অন্য গুণগুলো সদৃশাত্মক (সীফ্তে তাশবিহিয়াহ্) অর্থাৎ এরূপ গুণসমূহের কম-বেশি বা অংশ বিশেষ অন্য সত্তার মধ্যেও দেখা যায়। পরে উল্লেখিত সীফ্তসমূহ 'আরশ্' এর বহনকারী বলে অভিহিত হয়। এগুলো হচ্ছে 'রব্বুল আলামীন', 'আর্ রহমান' 'আর্ রহীম' এবং 'মালিকি-ইয়াওমিদ্দীন'। 'আরশ্' যে আল্লাহ্ তাআলার সর্বাতিক্রান্ত গুণ প্রকাশক তা ২৩ঃ১১৭ আয়াত থেকেও সুস্পষ্ট, যার মাঝে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে 'আল্লাহ্ তাআলার একত্ব' এবং তাঁর 'আর্শ' ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কারণ এটি সর্বাতিক্রান্ত গুণ বা সিফ্ত, যা ঐশী একত্বের প্রকৃত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য সীফ্তসমূহের বিভিন্ন পরিমাণে মানুষের মধ্যেও প্রকাশ বা প্রতিফলন ঘটে থাকে। 'আর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন' শব্দগুলির মর্মার্থ হচ্ছে, জড়জগত সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাআলার অতিক্রান্ত সীফ্তসমূহ এবং তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ গুণগুলো কার্যকর হলো এবং বিশ্বের সকল বিষয় নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাধীন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে আরম্ভ করলো এবং সম্পূর্ণরূপে নিপুণ ও নির্ভুলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে গেল। আরও দেখুন, 'The larger Edition of the commentary'-পৃষ্ঠা ৯৭৩-৯৭৬।

৯৮৬। ৫৪ নং টীকা দেখুন।

৯৮৭। 'খালক' (সৃষ্টি) এবং 'আমর' (আদেশ বা হুকুম) এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাধারণত পূর্ব থেকেই অস্তিত্ববান রয়েছে এমন বস্তু বা পদার্থকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা অথবা পরিমিত করা ও কার্যপ্রণালীভুক্ত করা বুঝায় এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে কোন কিছুর সত্তা শুধু 'হও' আদেশের বলে সৃজন করা বুঝায়। 'সৃষ্টি ও শাসন করা তাঁরই কাজ' এ বাক্যাংশের অর্থ এরূপ হতে পারে, আল্লাহ্ তাআলা কেবল এ বিশ্ব সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনি এর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং হুকুমও প্রয়োগ করেন। 'আম্র' এর অর্থ- নিয়ম বা বিধান প্রণয়ন করাও হয়।

৫৬। [ক]তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালককে মিনতিভরে এবং গোপনে ডেকো। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আর পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা[৯৮৮] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আর তোমরা [খ]তাঁকে ভয়ভীতি ও আশা নিয়ে ডেকো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কৃপা সৎকর্মপরায়ণদের[৯৮৯] সাথে রয়েছে।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। আর [গ]তিনিই সেই সত্তা যিনি নিজ[৯৯০] রহমত (বর্ষণের) পূর্বে বায়ুকে সুসংবাদরূপে পাঠান। অবশেষে তা যখন ঘন মেঘ বহন করে তখন আমরা একে কোন মৃত অঞ্চলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। এরপর এ থেকে আমরা পানি অবতীর্ণ করি এবং এ (পানি) দিয়ে সব রকম ফলফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা মৃতদের (জীবিত করে) বের করে আনি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর উত্তম ভূমি এর প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (উত্তম) ফসল উৎপন্ন করে। আর যে (ভূমি) নিকৃষ্ট তা আবর্জনা[৯৯১] ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করে না। এভাবেই আমরা সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৭ [৫] ১৪

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৬৪; ৭ঃ২০৬; খ. ২১ঃ৯১; ৩২ঃ১৭; গ. ১৫ঃ২৩; ২৪ঃ৪৪; ২৫ঃ৪৯; ২৭ঃ৬৪; ৩০ঃ৪৭; ৩৫ঃ১০।

৯৮৮। এ উক্তির অর্থ হলো 'কুরআন্ করীম' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কাফিরদের অসাধু জীবন যাপনের কিছু অজুহাত ছিল। কিন্তু যখন তাদের নিকট নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ পথ-নির্দেশ এসে গেল তখন কোনরূপ অমঙ্গল বা বিবাদ ঘটাবার এবং পাপাচার ও অন্যায়ের মধ্যে জড়িত হবার এবং কোনরূপ শাস্তি বা ঝুঁকি ছাড়া অসৎ জীবন যাপন করার অজুহাতের অবকাশ থাকলো না। 'ইসলাহ্' (অর্থ-বিন্যাস, যথাযথ) শব্দ সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইংগিত করে । এটা কুরআন অবতীর্ণ এবং নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভাবের সাথে কায়েম হয়েছিল।

৯৮৯। 'মুহসীন' (অর্থ-সৎকর্মপরায়ণ) 'যে ব্যক্তি সৎকর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে থাকে। আঁ হযরত (সাঃ) এর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'মুহসীন' সেই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যে প্রকৃতই আল্লাহ্ তাআলাকে দেখে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে জানে আল্লাহ্ তাকে দেখছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৯৯০। 'রহমত' শব্দ এ স্থানে বৃষ্টির প্রতি ইংগিত করছে। জড়জগতে ঠিক যেমন বৃষ্টির পূর্বে হিমেল বাতাস অগ্রগামী দূতের কাজ করে, একইভাবে আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবী আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্কালেও মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এক প্রকার ধর্মীয় জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। অত্র আয়াতে এটাই ব্যক্ত হয়েছে যে বৃষ্টির পানি যেমন মৃত বা অনুর্বর ভূমিতে উর্বরতা বা নূতন জীবনের সঞ্চার করে বলে তাতে ফল, সব্জি এবং শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ স্বর্গীয় পানিরূপী ঐশী-বাণী আধ্যাত্মিক জীবন বিবর্জিত মানুষের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করে। এ আয়াত এক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে কুরআনরূপী ঐশী-পানি অবতরণের ফলে বিবর্ণ, শুষ্ক, বন্ধ্যা এবং অনুর্বর আরবের মরুভূমি শীঘ্রই ফলে ভরপুর বৃক্ষরাজিপূর্ণ এবং সুগন্ধী যুক্ত রাশি রাশি ফুলে সুশোভিত উদ্ভিদরাজিপূর্ণ এক বাগানে রূপান্তরিত হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আরববাসীরা হঠাৎ মানবের শিক্ষাগুরু এবং নেতারূপে উত্থিত হলো, যারা এযাবৎ মানবতার আবর্জনাস্বরূপ পঙ্কিল এবং নিকৃষ্ট অংশরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল।

৯৯১। বৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভূমির প্রকৃতি ও গুণানুযায়ী ভিন্ন ফল-ফসলাদি উৎপাদন করে থাকে, তদ্রূপ ঐশী-বাণী বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রভাবান্বিত করে থাকে। বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার ভূমি আছেঃ (ক) ভাল, সমতল ভূমি যখন বৃষ্টির পনিতে সিঞ্চিত হয় তা পানি শুষে নেয় এবং উত্তম গাছপালা উৎপাদন করে এবং প্রচুর ফল দিয়ে থাকে, (খ) নিম্ন এবং কঠিন বা শীলাবৎ শক্ত ভূমি বৃষ্টির পানিকে সংগৃহীত করে রাখে, কিন্তু তা শোষণ করে না এবং এ কারণে গাছ-গাছড়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে না।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٠﴾

৬০। নিশ্চয় আমরা [ক]নূহকে[৯৯২] তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'।

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

৬১। তার জাতির [খ]প্রধানরা বললো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে থাকতে) দেখছি'।

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٢﴾

৬২। সে বললো, 'হে আমার জাতি! [গ]আমার মাঝে কোন বিপথগামিতা নেই, বরং আমি[৯৯৩] বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রসূল।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। [ঘ]আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিই। আর আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেই জ্ঞান পেয়ে থাকি যা তোমরা জান না।

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا۟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। [ঙ]তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য, তোমাদের মুত্তাকী হবার লক্ষ্যে এবং তোমাদের প্রতি কৃপা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি তোমাদেরই এক ব্যক্তির কাছে উপদেশবাণী আসাতে তোমরা কি অবাক হচ্ছ?'

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২৬-২৭; ২৩ঃ২৪; খ. ১১ঃ২৮; ২৩ঃ২৫-২৬; গ. ৭ঃ৬৮; ঘ. ৭ঃ৬৯,৮০; ৪৬ঃ২৪; ঙ. ৭ঃ৭০; ১০ঃ৩; ৩৮ঃ৫; ৫০ঃ৩।

কিন্তু মানুষ এবং পশু-পাখীর পানীয় জলের যোগান দিয়ে থাকে, (গ) উঁচু শীলাভূমি, যা বৃষ্টির পানিকে সংগ্রহও করে না, শোষণও করে না এবং উদ্ভিদাদি উৎপাদনের এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একইভাবে মানুষও তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন- (১) সেইসব লোক, যারা ঐশীবাণী দ্বারা শুধু নিজেরাই লাভবান হয় না, অধিকন্তু অন্যের জন্যেও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের উৎসরূপে প্রমাণিত হয়, (২) যারা ঐশীবাণী থেকে নিজেরা কোন সুফল অর্জন করে না, কিন্তু তা লাভ করে এবং অন্যান্যদের উপকৃত হওয়ার জন্য তার সঞ্চিত ভান্ডার রেখে যায় এবং, (৩)যারা ঐশীবাণী থেকে নিজেরাও কোনভাবে উপকৃত হয় না এবং অন্যদের ব্যবহারের জন্যেও তা সংরক্ষিত করে রাখে না, তারাই সেই ভূমি সদৃশ যা কোন কিছু উৎপন্ন করে না, পানি সঞ্চিত করে না, যাতে মানুষ এবং পশু-পাখি পান করতে পারে।

৯৯২। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীর আবির্ভাবে তাঁর জাতির মধ্যে সংঘটিত নৈতিক সংস্কার এবং তাঁর বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর এ আয়াত দ্বারা হযরত নূহ (আঃ) এর জাতি থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের আরো কোন কোন জাতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

৯৯৩। ভ্রান্তিতে পতিত বলে হযরত নূহ্ (আঃ) এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা তিনি খন্ডন করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য কোন স্থানে যাওয়ার সময় অপরিচিত বা ভুল পথে চলছে বলা যেতে পারে, অথবা যে পথে পূর্বে কখনো ভ্রমণ করেনি বলে পথ হারিয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু এক ব্যক্তি কোন স্থান থেকে ফেরৎ আসার সময় একথা কীরূপে বলা যেতে পারে যে সে উক্ত স্থানের পথ চিনে না এবং কেমন করে উক্ত ব্যক্তি সেই পথ হারাতে পারে? হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেন, তিনি ভ্রান্ত হতে পারেন না। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছিলেন। অতএব আল্লাহ্ তাআলার নিকটে পৌঁছার পথে তাঁর বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভবনাই ছিল না।

৬৫। কিন্তু [ক]তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের উদ্ধার করলাম। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ[৯৯৪] জাতি।

৮ [৬] ১৫

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আর [খ]আদ (জাতির)[৯৯৫] কাছে তাদের ভাই হূদকে[৯৯৬] (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে না?'

وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তার জাতির যারা অস্বীকার করেছিল তাদের প্রধানরা বললো, 'নিশ্চয় আমরা [গ]তোমাকে নির্বুদ্ধিতার (শিকার) দেখতে পাচ্ছি। আর নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বললো, [ঘ]'হে আমার জাতি! আমি মোটেও নির্বুদ্ধিতার শিকার নই, বরং আমিতো বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রসূল।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। [ঙ]আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই। আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০। [চ]তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই এক ব্যক্তির কাছে এক উপদেশবাণী আসাতে তোমরা কি অবাক হচ্ছ? আর স্মরণ কর (সেই সময়কে), নূহের জাতির পর [ছ]তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত[৯৯৭] করেছিলেন এবং বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে (সংখ্যায়) তোমাদের বাড়িয়ে[৯৯৭-ক]

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوْا

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৩; ২৬ঃ১২০-১২১; খ. ১১ঃ৫১; ৪৬ঃ২২; গ. ৪১ঃ১৬ ঘ. ৭ঃ৬২; ঙ. ৭ঃ৬৩,৮০; ৪৬ঃ২৪; চ. ৭ঃ৬৪; ১০ঃ৩; ৩৮ঃ৫; ৫০ঃ৩ ছ. ৬ঃ১৬৬; ৭ঃ৭৫, ১৩০; ১০ঃ১৫।

৯৯৪। একবচনে 'আমা', এর বহুবচন 'আমীন' অর্থ- উভয় চক্ষে অন্ধ, মনের দিক থেকে অন্ধ, যে ভুল করে (লেইন)।

৯৯৫। বহুকাল পূর্বে 'আদ' নামক এক জাতি আরব দেশে বাস করতো। কোন এক সময়ে তারা বৃহত্তর আরবের অত্যন্ত উর্বর এলাকাসমূহ শাসন করতো-বিশেষভাবে ইয়েমেন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার অঞ্চলগুলো। তারাই সর্বপ্রথম জাতি, যারা কার্যত প্রায় সমগ্র আরবদেশের উপর প্রভুত্ব করতো। তারা 'আদ-আল্-উলা' বা প্রথম 'আদ' নামে পরিচিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৩২৩ নং টীকা।

৯৯৬। হযরত হূদ (আঃ) বংশপরম্পরায় হযরত নূহ (আঃ) থেকে সপ্তম পুরুষ ছিলেন।

৯৯৭। 'আদ' জাতি খুবই উন্নত এনং ক্ষমতাশালী ছিল।

৯৯৭-ক। এ শব্দের এক মর্ম, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের উত্তরসূরীকে বৃদ্ধি করেছিলেন।

آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾

দিয়েছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। তারা বললো, [ক]'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যেন আমরা কেবল এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করতো তাদের পরিত্যাগ করি? অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখাচ্ছ তা তুমি আমাদের কাছে নিয়ে আস।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। সে বললো, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য শাস্তি ও ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে গেছে। [খ]তোমরা কি আমার সাথে এমন সব নাম সম্পর্কে তর্ক করছ যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা নির্ধারণ করেছ, (অথচ) আল্লাহ্ এগুলোর পক্ষে কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? অতএব তোমরা অপেক্ষা কর। আর নিশ্চয় [গ]আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমানদের একজন।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। অতএব [ঘ]আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ অনুগ্রহে উদ্ধার করলাম। আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের নির্মূল করে দিলাম। আর তারা (মোটেও) ঈমান আনার পাত্র ছিল না।

৯ [৮] ১৬

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ

৭৪। আর [ঙ]সামূদ[৯৯৮] (জাতির) প্রতিও তাদের ভাই সালেহ্‌কে[৯৯৯] (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। তোমাদের জন্য [চ]আল্লাহ্‌র এ উটনী[১০০০] হলো

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৭৯; ১১ঃ৬৩,৬৮ ; খ. ৩ঃ১৫২; ৭ঃ৩৪; ২২ঃ৭২; ৫৩ঃ২৪ ; গ. ১০ঃ২১,১০৩; ১১ঃ১২৩ ; ঘ. ৭ঃ১৬৫; ২৬ঃ১২০-১২১ ; ঙ. ১১ঃ৬২; ২৭ঃ৪৬ চ. ৭ঃ৭৮; ১১ঃ৬৫; ১৭ঃ৬০; ২৬ঃ১৫৬; ২৪ঃ২৮; ৯১ঃ১৪।

৯৯৮। আরব দেশের পশ্চিমাঞ্চলে 'সামূদ' জাতি বসবাস করতো। তারা আদন (এডেন) থেকে উত্তর দিকে সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর সময়ের কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত তারা বসবাস করতো। 'আদ' রাজ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাদের অধিকারে ছিল। কিন্তু তারা প্রধানত পাহাড়ে বসবাস করতো।

৯৯৯। হযরত হূদ (আঃ)এর পরে হযরত সালেহ (আঃ) এর আবির্ভাব এবং সম্ভবত তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সমসাময়িক নবী ছিলেন।

১০০০। সেই এলাকায় উষ্ট্রই ছিল ভ্রমণ বা যাতায়াতের জন্য প্রধান বাহন এবং হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর উটনীর পিঠে চড়েই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। এ উট্‌নীর গতি-পথে চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি বা তার কোন ক্ষতি সাধন করা সেই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শামিল, যে কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা হযরত সালেহ (আঃ) এর উপর অর্পণ করেছিলেন। উট্‌নীর মধ্যে নিজস্ব অস্বাভাবিক বা লক্ষণীয় কিছুই ছিল না। সেটি একটি সাধারণ প্রাণীই ছিল। তার প্রতি যে পবিত্রতা বা অলংঘনীয়তা আরোপিত হয়েছিল তা শুধু এ জন্য যে আল্লাহ্ তাআলা এটিকে তাঁর প্রেরিত নবী সালেহ্ (আঃ) এর পবিত্র ধার্মিকতা ও তাঁর

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فِىٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٤﴾

এক নিদর্শন। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহ্‌র যমীনে[১০০১] সে চরে খায় এবং একে কোন কষ্ট দিও না। অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের জর্জরিত করবে।'

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। আর (সেই সময়কে) স্মরণ কর তিনি [ক]যখন আ'দ (জাতির) পরে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন তোমরা এর সমতল ভূমিতে [খ]দূর্গ তৈরী করতে এবং পাহাড় কেটে[১০০২] ঘরবাড়ী বানাতে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়িও না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তার জাতির যেসব নেতা[১০০৩] অহংকার করেছিল তারা দুর্বল বলে গণ্য লোকদের অর্থাৎ তাদের মাঝ থেকে ঈমান আনায়নকারীদেরকে বললো, 'তোমরা কি জান, সালেহ্ তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বললো, 'যে (ঐশীবাণী) দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয় এতে আমরা ঈমান আনি'।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। যারা অহংকার করেছিল তারা বললো, 'তোমরা যে (শিক্ষার) প্রতি ঈমান এনেছ আমরা নিশ্চয় (তা) অস্বীকার করি।'

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ

৭৮। এরপর [গ]তারা সেই উটনীর পয়ের রগ কেটে দিল, তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো এবং বললো, 'হে সালেহ্! তুমি আসলেই (আল্লাহ্‌র) প্রেরিতদের

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৬৬; ৭ঃ৭০,১৩০; ১০ঃ১৫; খ. ১৫ঃ৮৩; ২৬ঃ১৫০; গ. ৭ঃ৭৪।

অলংঘনীয়তার প্রতীক এবং নিদর্শনরূপে ঘোষণা করেছিলেন। অতএব এ উষ্ট্রীর কোন অনিষ্ট সাধন করা হযরত সালেহ্ (আঃ) এর নিজের ক্ষতি সাধন করা এবং তাঁর মিশনের বিরুদ্ধাচরণ করারই শামিল ছিল।

১০০১। এর অর্থ এটা নয় যে তাকে (উষ্ট্রীকে) যে কোন জমিতে চরে খেতে দেয়া হোক। এর মর্মার্থ হলো উষ্ট্রীর যাতায়াতে কোন বাধা সৃষ্টি না করা এবং হযরত সালেহ (আঃ) যেখানেই যেতে চাইবেন সেই স্থানে যাওয়ার জন্য উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া বুঝায়। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ্ (আঃ) কর্তৃক তাঁর উষ্ট্রীর অবাধ গতিবিধি সম্পর্কে ঘোষণা আরবের প্রাচীন সম্মানিত প্রথার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০০২। এ কথাগুলো উক্ত জাতির শীতকালীন আবাস-স্থলের প্রতি ইংগিত করছে। একই সময়ে 'ঘর-বাড়ী বানাতে' বক্তব্যটি পর্বতাঞ্চলে তাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ। 'সামূদ' খুব অধ্যবসায়ী, দক্ষ ও তৎপর, সম্পদশালী এবং কৃষ্টিবান সভ্য জাতি ছিল। তাদের সময়ে তারা বিলাসবহুল ও আরাম-আয়াশ পূর্ণ জীবন যাপন করতো, গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে এবং শীতকালে সমতল ভূমিতে বসবাস করতো।

১০০৩। 'মালা আহু' অর্থ-সে এটা পূর্ণ করেছিল। 'মালা আল্ কওম' অর্থ জাতির প্রধানগণ, তাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (আকরাব)। তারা এরূপ আখ্যায়িত হওয়ার কারণ তাদের উপস্থিতি দ্বারা সভা-সমাবেশ পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হতো।

إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧٨

একজন হয়ে থাকলে তুমি আমাদের যে ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছ আমাদের তা এনে দেখাও।'

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٧٩

★ ৭৯। এরপর [ক]এক প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের আঘাত করলো এবং তারা তাদের ঘরবাড়িতে মুখ থুব্‌ড়ে লাশ হয়ে পড়ে রইলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝٨٠

৮০। তখন সে (অর্থাৎ সালেহ্‌) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বললো, [খ]'হে আমার জাতি! আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী অবশ্যই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তোমরা হিতোপদেশ দানকারীদের পছন্দ কর না[১০০৪]।'

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨١

৮১। আর [গ]লূতকেও[১০০৫] (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে যখন তার জাতিকে বললো, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল (কাজে) লিপ্ত[১০০৬] হচ্ছ, যেমনটি তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে আর কেউ করেনি?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝٨٢

৮২। নিশ্চয় [ঘ]তোমরা কাম চরিতার্থে নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের কাছে গমন করে থাক। সত্যিই তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝٨٣

৮৩। [ঙ]আর এ কথা বলা ছাড়া তার জাতির আর কিছু বলার ছিল না, 'তোমরা এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় এ লোকগুলো তো অতি পবিত্র সাজতে চায়[১০০৭]।

فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٨٤

৮৪। সুতরাং [চ]আমরা তার স্ত্রীকে ছাড়া তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করলাম। সে (অর্থাৎ লূতের স্ত্রী) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হলো।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯২; ১১ঃ৬৮; ১৫ঃ৮৪; ২৬ঃ১৫৯; খ. ৭ঃ৬৩,৬৯; ৪৬ঃ২৪; গ. ২৭ঃ৫৫; ২৯ঃ২৯; ঘ. ২৬ঃ১৬৬; ২৭ঃ৫৬; ২৯ঃ৩০; ঙ. ২৭ঃ৫৭; চ. ২৬ঃ১৭১-১৭২; ২৭ঃ৫৮; ২৯ঃ৩৪; ৩৭ঃ১৩৫-১৩৬।

১০০৪। হযরত সালেহ (আঃ) করুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে উপদ্রুত শহরটিকে পরিত্যাগ করলেন। এ আয়াত থেকে জানা যায়, তিনি উল্লেখিত বিষাদময় শব্দগুলো বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করছিলেন, যেভাবে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) বদর প্রান্তরে করছিলেন।

১০০৫। হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্‌রহীম (আঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর সমসাময়িক ছিলেন (আদি পুস্তক-১১ঃ২৭,৩১)।

১০০৬। উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, তা এক প্রকার নূতন ধরনের কুপ্রবৃত্তি বা পাপাচার ছিল যা পূর্বে অজানা ছিল। অথবা এর অধিকাংশই সেই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল যার কোন উপমা অতীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১০০৭। লূত (আঃ) এর বিরোধী লোকেরা তাঁর অনুসারী লোকদের উপহাস করে বলতো, তারা এমন ভাব দেখায় যে তারা খুবই সাধু ও পবিত্র লোক!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫। [ক]আমরা তাদের ওপর (পাথরের) প্রচন্ড বৃষ্টি[১০০৮] বর্ষণ করলাম। অতএব চেয়ে দেখ, অপরাধীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে[১০০৯]!

১০ [১২] ১৭

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾

★ ৮৬। [খ]আর মিদিয়ান (জাতির)[১০১০] প্রতি তাদের ভাই শোআয়্বকে (আমরা পাঠিয়েছিলাম)[১০১১]। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। সুতরাং [গ]তোমরা মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও এবং লোকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনার কম দিও না। আর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে এটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭। আর যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাতে এবং [ঘ]আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিতে তোমরা পথে পথে বসে থেকো না। আর তোমরা (আল্লাহ্‌র) এ (পথকে) বক্র দেখতে চাও। আর [ঙ]স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় অল্প ছিলে তিনি সংখ্যায় তোমাদের বাড়িয়ে দিয়েছিলেন[১০১২]। আর চেয়ে দেখ, বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল!

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ১৭৪; ২৭ঃ৫৯; খ. ১১ঃ৮৫; ২৯ঃ৩৭; গ. ৬ঃ১৫৩; ১১ঃ৮৬; ঘ. ৭ঃ৪৬; ১১ঃ২০; ১৪ঃ৪; ১৬ঃ৮৯; ঙ. ৩ঃ১২৪; ৮ঃ২৭।

১০০৮। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রায়শ এরূপ ঘটে যে পাথর কুচি ও শীলাখণ্ডের বিস্ফোরণ ঘটে উপরে উত্থিত হয়ে আবার ভূমিতে পতিত হয়। এরূপে পম্পেইতে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং ভারতের কাংগ্রাতেও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এটি ঘটেছিল।

১০০৯। কারো কারো মতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীসমূহের স্থান মৃত-সাগরের (Dead Sea) চার পাশে অবস্থিত ছিল। কুরআন করীম একে মদীনা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত বলে প্রকাশ করেছে (১৫ঃ৮০) বলে মনে হয়।

১০১০। মিদিয়ান হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর পুত্র, কতুরার গর্ভজাত (আদি পুস্তক-২৫ঃ১-২)। তাঁর বংশধররা হেজায্ এর উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। আরবের উপকূলবর্তী সিনাই এর অপরদিকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক শহরের নামও ছিল মিদিয়ান। শহরটি এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল, তার অধিবাসীরা মিদিয়ানের পরবর্তী বংশধর ছিল। সাগর কূলের নিকটতম হওয়ার কারণে অনেকে একে সমুদ্র বন্দর বলে উল্লেখ করেছে। আকাবা উপসাগর থেকে এর দূরত্ব মাত্র আট মাইল। অনেকে একে অভ্যন্তরস্থ শহর বলেছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিদিয়ানের অধিবাসী ছিল। হযরত শোআয়্ব (আঃ) এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, যেমন উভয়েই নিজ জন্মস্থান ছেড়ে অন্য শহরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত শোআয়্ব গিয়েছিলেন মিদিয়ানে এবং নবী করীম (সাঃ) মদীনায়।

১০১১। হযরত শোআয়্ব নামে এক অ-ইসরাঈলী নবী হযরত মূসা (আঃ) এর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন বলে মনে করা হয়, যদিও বাইবেলে তার নাম উল্লেখ নেই। বাইবেলের মতে হযরত মূসা (আঃ) এর শ্বশুরের নাম ছিল যিথ্রো, তাকে নবী বলা হয়নি। কুরআন বলে হযরত শোআয়ব (আঃ)এর পরে হযরত মূসা (আঃ) এর আবির্ভাব। অতএব তিনি তাঁর সমসাময়িক নন (৭ঃ১০৪)। এই আয়াতে হযরত শোআয়্বকে যেহেতু মিদিয়ানের "ভাই" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু নিশ্চিত ভাবেই অনুমান করা যায়, তিনি (শোআয়্ব) হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন। কেননা মিদিয়ান ছিল হযরত ইব্‌রাহীমের কৃতদাসী ও স্ত্রী কতুরার গর্ভজাত পুত্র।

১০১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৮। আর আমাকে যে (শিক্ষা) দিয়ে পাঠানো হয়েছে এতে তোমাদের এক দল যদি ঈমান এনে থাকে এবং আরেক দল যদি ঈমান না আনে সেক্ষেত্রে আমাদের মাঝে আল্লাহ্ মীমাংসা না করে দেয়া পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধর। আর মীমাংসাকারীদের মাঝে তিনিই সর্বোত্তম।'

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। [ক]তার জাতির যেসব নেতা অহংকার করেছিল তারা বললো, 'হে শোআয়্ব! আমরা তোমাকে এবং তাদেরকে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিব। অথবা আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে।' সে বললো, 'আমরা (এ কাজ) অপছন্দ করলেও কি (আমাদেরকে বের করে দিবে)[১০১৩]?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٩﴾

★ ৯০। আল্লাহ্ আমাদের এ থেকে উদ্ধার করার পরও আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপকারী হব। আর এতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। তবে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ চাইলে তা ভিন্ন কথা। [খ]আমাদের প্রভু-প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। আমরা আল্লাহ্তেই ভরসা করি। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সঠিক মীমাংসা করে দাও। কেননা মীমাংসাকারীদের মাঝে তুমিই সর্বোত্তম।'

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। আর তার জাতির যেসব নেতা অস্বীকার করেছিল তারা বললো, 'তোমরা শোআয়্বকে অনুসরণ করলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২। এরপর [গ]এক প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের আঘাত করলো এবং তারা তাদের ঘরবাড়িতে মুখ থুব্ড়ে লাশ হয়ে পড়ে রইলো।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ১৪; খ. ২ঃ২৫৬; ৪০ঃ৮; গ. ৭ঃ৭৯; ১১ঃ৬৮; ১৫;৮৪; ২৬ঃ১৫৯।

১০১২। কৃতদাসী পত্নী ছিল বলে কতুরার গর্ভজাত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তানদেরকে ইসরাঈলীরা এবং ইসমাঈলীরা উভয়েই অবজ্ঞার চক্ষে দেখতো। দুর্বল এবং ঘৃণ্যরূপে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন এবং তাদেরকে সম্পদ ও শক্তি দান করলেন।

১০১৩। এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, যুগ যুগ ধরে সমাজের ভাল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিবেক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ অনুচিত বলে বিশ্বাস করেছেন।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩। যারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা (এভাবে ধ্বংস হলো) যেন (তারা) কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোআয়্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪। তখন সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বললো, [ক]'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছিলাম। অতএব এখন আমি কিভাবে কাফির জাতির জন্য আক্ষেপ[১০১৪] করতে পারি!'

১১
[৯]
১

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫। আর আমরা যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি [খ]এর অধিবাসীদেরকে আমরা অবশ্যই অভাবঅনটন ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত করেছি যাতে করে তারা আকুতিমিনতি করে[১০১৫]।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। আবার আমরা (তাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলে দিলাম। অবশেষে তারা (যখন) প্রাচুর্য লাভ করলো এবং বলতে লাগলো, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের বেলায়ও দুঃখ ও সুখ (পালাক্রমে) আসতো' তখন আমরা হঠাৎ তাদের ধরে ফেললাম এবং তারা (তা) বুঝতেও পারেনি।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। আর [গ]এসব জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমরা নিশ্চয় তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে আমরা ধরে ফেললাম।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছে যে রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় [ঘ]তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না?

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৬৯; ৮০ঃ২৪,৪৬; খ. ৬ঃ৪৩; গ. ২ঃ১০৪; ৫ঃ৬৬; ঘ. ৭ঃ৫।

১০১৪। এ কথাগুলো অত্যন্ত মর্মবিদারক। প্রত্যেক সত্য-নবীর মতই হযরত শোআয়্ব (আঃ)ও তাঁর জাতির জন্য তীব্র শোক ও নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন।

১০১৫। এটা আল্লাহ্ তাআলার সুন্নত অর্থাৎ অমোঘ নিয়ম। আল্লাহ্ তাআলার কোন নবী আবির্ভূত হলে এ বিধান অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈবদুর্যোগ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে নেমে আসতে থাকে।

৯৯। আর এসব জনপদের[১০১৬] অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে দুপুর বেলায় খেলাধূলায় মত্ত থাকা অবস্থায় [ক]তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না?

اَوَاَمِنَ اَهۡلُ الۡقُرٰۤی اَنۡ یَّاۡتِیَهُمۡ بَاۡسُنَا ضُحًی وَّهُمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ﴿۹۹﴾

১০০। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে (নিজেদের) নিরাপদ মনে করে না।

১২ [৬] ২

اَفَاَمِنُوۡا مَکۡرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا یَاۡمَنُ مَکۡرَ اللّٰهِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

১০১। এ (ভূখন্ডের পূর্ববর্তী) বাসিন্দাদের পর [খ]যারা এ (ভূখন্ডের) উত্তরাধিকারী হয়েছে এ বিষয়টি তাদের কি এ শিক্ষা দেয়নি যে তাদের পাপের দরুন আমরা চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে এবং তাদের [গ]হৃদয়ে'মোহর মেরে দিতে পারি যাতে করে তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতে (এবং বুঝতে) পারবে না?

اَوَلَمۡ یَهۡدِ لِلَّذِیۡنَ یَرِثُوۡنَ الۡاَرۡضَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَهۡلِهَاۤ اَنۡ لَّوۡ نَشَآءُ اَصَبۡنٰهُمۡ بِذُنُوۡبِهِمۡ ۚ وَنَطۡبَعُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا یَسۡمَعُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾

১০২। এসব জনপদেরই কিছু বৃত্তান্ত আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি[১০১৭] এবং এদের কাছে এদের রসূলরা [ঘ]অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল। কিন্তু এরা (তাদের প্রতি) ঈমান আনলো না, কেননা এরা এর আগেও (রসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল। আল্লাহ্ এভাবেই কাফিরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[১০১৮]।

تِلۡکَ الۡقُرٰی نَقُصُّ عَلَیۡکَ مِنۡ اَنۡۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ ۚ فَمَا کَانُوۡا لِیُؤۡمِنُوۡا بِمَا کَذَّبُوۡا مِنۡ قَبۡلُ ؕ کَذٰلِکَ یَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۱۰۲﴾

★ ১০৩। আর আমরা এদের অধিকাংশকে কোন অঙ্গীকার (রক্ষা করতে) দেখিনি এবং এদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কর্মপরায়ণ দেখতে পেয়েছি।

وَمَا وَجَدۡنَا لِاَکۡثَرِهِمۡ مِّنۡ عَهۡدٍ ۚ وَاِنۡ وَّجَدۡنَاۤ اَکۡثَرَهُمۡ لَفٰسِقِیۡنَ ﴿۱۰۳﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫ ; খ. ২০ঃ১২৯; ৩২ঃ২৭ ; গ. ১০ঃ৭৫; ১৬ঃ১০৯; ৪৫ঃ২৪ ; ঘ. ৩ঃ১৮৫; ৫ঃ৩৩।

১০১৬। 'এসব জনপদ' শব্দ দ্বারা মক্কানগরী এবং হেযাজের পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোকে বুঝাচ্ছে। এর তাৎপর্য হলো, মক্কা প্রভৃতি জনপদের লোকেরা কি আদ, সামূদ, লূত এর জাতি এবং শোআয়বের জাতির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

১০১৭। কুরআন করীম অতীত জাতিগুলোর শুধু সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ ছাড়া সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করেনি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিহাসের কোন পুস্তক 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি সম্বন্ধে কুরআন অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে না। ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করেছে যে প্রাচীন জাতিগুলো সম্পর্কে কুরআন শরীফ যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছে তা একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ এবং যেসব প্রাচীন জাতি সম্পর্কে নানা কেচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সবই পৌরাণিক উপকথা।

১০১৮। যখন অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্-প্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করে তখন তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়।

১০৪। আবার [ক]আমরা তাদের পরে[১০১৯] মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করলো[১০২০]। অতএব চেয়ে দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। আর [খ]মূসা বললো, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক রসূল।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। আমার পক্ষে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কেবল সত্য বলাই[১০২১] আবশ্যকীয়। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের কাছে এসেছি। [গ]'তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও[১০২২]।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সে বললো, [ঘ]'তুমি যদি একটি নিদর্শনও এনে থাক এবং সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা উপস্থাপন কর।'

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তখন [ঙ]সে (অর্থাৎ মূসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ তা (দেখতে) এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল[১০২৩]।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১০২; ২৮ঃ৩৭; ৪৩ঃ৪৭; খ. ২৬ঃ১৭; ২০ঃ৪৮; ৪৩ঃ৪৭; গ. ২০ঃ৪৮; ২৬ঃ১৮; ঘ. ২৬ঃ৩২; ঙ. ২০ঃ২১; ২৬ঃ৩৩; ২৭ঃ১১; ২৮ঃ৩২।

১০১৯। 'তাদের পরে' শব্দ দু'টি জনসাধারণ্যে প্রচলিত যে ধারণা, হযরত শোআয়ব (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) এর সমসাময়িক এবং তাঁর শ্বশুর ছিলেন, তা খন্ডন করেছে।

১০২০।'যুল্‌ম' অর্থ অন্যায় আচরণ করা, কোন বস্তুর ভুল ব্যবহার করা বা তৎপ্রতি অন্যায় করা বা তাকে সঠিক স্থানে না রাখা(লেইন)। এ উক্তির মর্মার্থ হলো, ফেরাউন ও তার প্রধানগণ ঐশী নিদর্শনগুলোর প্রতি উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছিল।

১০২১। 'হাকীক' অর্থ-উপযোগী, বিন্যস্ত, সঙ্গ, মিলন বা সমাবেশ, ন্যায়সঙ্গত,উপযুক্ত, মানানসই(লেইন)।

১০২২। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট গেলেন তখন তার নিকটে মূসা (আঃ) এর মিশন প্রচারের উদ্দেশ্য ততবেশি ছিল না যত বেশি ছিল ইস্‌রাঈলীদেরকে তাঁর অনুগমন করতে দেয়ার জন্য তার নিকট আবেদন করা, যদিও সাধারণভাবে তাঁকে তিনি তবলীগও করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মূসা(আঃ) এর বার্তা বা বাণীর লক্ষ্য মুলত ছিল ইসরাঈলী। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা মিশরের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল ততদিন পর্যন্ত হযরত মূসা(আঃ)কে উভয় শ্রেণীর অধিবাসীদের মাঝেই প্রচার করতে হতো। যখন বনী ইসলাইল সে দেশ ত্যাগ করলো অর্থাৎ মিশর থেকে হিজরত করে গেল তখন থেকে মিশরীদের সঙ্গে তাঁর(মূসা আঃ)আর কোন সম্পর্ক রইলো না এবং তিনি নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্থাৎ যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলেন।

১০২৩। পবিত্র কুরআন করীম মূসা(আঃ)এর লাঠিকে সাপে পরিবর্তিত করার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেছে, যথাঃ-২০ঃ২১ আয়াতে 'হাইয়াতুন',২৭ঃ১১ও ২৮ঃ৩২ আয়াতদ্বয়ে'জা-ন্ন' এবং ২৬ঃ৩৩ ও তফসীরাধীন আয়াতসমূহে "সু'বান"। প্রথমোক্ত শব্দ সবরকমের সাপের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শব্দটি ছোট সাপ বুঝায়। তৃতীয়'সু'বান' শব্দে মোটা ও দীর্ঘ (অজগর) সাপ বুঝায়। এরূপে কুরআনের পৃথক পৃথক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষরূপে বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাপের দ্রুতগতি বুঝাবার জন্য 'জা-ন্ন,' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর বিরাটকায় হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সু'বান" ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে লাঠির কেবল সাপের রূপ নেয়ার ঘটনাটি উল্লেখ হয়েছে সেখানে 'হাইয়াতুন' ব্যবহৃত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০৯। এরপর ক সে (যখন) তার হাত বের করলো তখন সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে ধব্‌ধবে সাদা দেখাতে লাগলো[১০২৪]।

وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

১৩ [৯] ৩

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৩৪; ২৭ঃ১৩; ২৮ঃ৩৩।

হয়েছে । কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর একা উপস্থিতিতে কেবল যখন লাঠি সাপে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে 'জা-ন্ন' শব্দ এসেছে যার অর্থ ছোট সাপ। কিন্তু যেস্থানে ফেরাউন, যাদুকর এবং জনসাধারণের সম্মুখে লাঠির সাপে রূপ নেয়ার বিস্ময়কর ব্যাপার দেখানো হয়েছে সেস্থানে 'সু'বান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে এ সকল পৃথক শব্দের মর্মার্থ বিভিন্ন। 'হাইয়াতুন' শব্দের মর্মার্থ হলো, কার্যত ইসরাঈলীরা একটি মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছিল, ('আসা' শব্দের দ্বারা সম্প্রদায় বুঝায়) যারা হযরত মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে এক তেজোদীপ্ত নতুন জীবন লাভ করবে (একই মূল- 'হাইয়া' শব্দের ব্যাখ্যা)। 'জা-ন্ন' (ছোট, দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপ) শব্দের মর্মার্থ হলো, নগণ্য এবং অধঃপতিত এক সম্প্রদায় থেকে তারা (ইসরাঈলীগণ) অতি দ্রুত উন্নতি করবে এবং ফেরাউন ও তার জাতির জন্য এক 'সু'বান' (বিরাট ও বিশালায়তন সাপ) অর্থাৎ অজগরে পরিণত হবে, অর্থাৎ তারা (ইসরাঈলরা) তাদের (ফেরাউনের) ধ্বংসের উপায় ও কারণ হবে। এখানে উল্লেখ্য, অন্যান্য বিস্ময়কর বিষয়ের মতই আল্লাহ্ তাআলার নবী কর্তৃক প্রদর্শিত এ অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। কোন ব্যাপার যদি বাস্তবে ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমদের জ্ঞান অনুযায়ী তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বেশি হোক না কেন তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব আমাদের সীমাবদ্ধ এবং অপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তবে সংঘটিত কোন ঘটনাকে আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। এছাড়া হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা জনসাধারণ্যে প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঘটেনি। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ ভোজবাজীর হস্ত-কৌশল বা ম্যাজিক নয়। এরূপ নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, এক মহান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ধর্মানুরাগের চেতনা এবং আল্লাহ-ভীতি তাদের অন্তরে জন্ম নেয়। যদি লাঠি প্রকৃতই সাপের আকার ধারণ করে থাকতো তাহলে তা একজন নবীর অলৌকিক নিদর্শন অপেক্ষা যাদুকরের ম্যাজিক বা ভোজবাজীই মনে হতো। এ বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল যা-ই বলুক, কুরআন করীম এ ধারণা বা মতের সমর্থন করে না যে লাঠি বাস্তবে সত্য সত্যই জীবন্ত সাপের আকার ধারণ করেছিল। এরূপ কোন ব্যাপার ঘটেছিল বলেও প্রতীয়মান হয় না। লাঠিটি দেখতে কেবল দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপের মতই মনে হয়েছিল। অলৌকিক ঘটনা এক প্রকার কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) যার মধ্যে দর্শকের দৃষ্টিকে আল্লাহ্ হয়তো বিশেষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন করেছিলেন । এ কাশ্‌ফে ফেরাউন তার পারিষদবর্গ এবং যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সহদর্শকের স্থান পেয়েছিল। লাঠি লাঠিই রয়েছিল, মূসা (আঃ) এবং অন্যান্যদের নিকট তা কেবল সাপের মত দেখাচ্ছিল। এটা সার্বজনীন বিস্ময়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে কাশ্‌ফে মানুষ যখন জড়দেহের উর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আধ্যাত্মিক আকাশে পরিভ্রমণ করে বেড়ায় তখন সে এমন ব্যাপার ঘটতে দেখে যা তার জ্ঞানের সীমার বাইরে এবং তা জড়চক্ষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি সাপরূপে দেখতে পাওয়ার ঘটনা এরূপ এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। একইভাবে এরূপ বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটেছিল আঁ হযরত (সাঃ) এর সময়ে যখন চন্দ্রকে দিখন্ডিত দেখা গিয়েছিল, তা না কেবল নবী করীম (সাঃ)দেখেছিলেন বরং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও কয়েকজন এবং বিরুদ্ধবাদীরাও তা (চন্দ্র) বিভক্ত বা দ্বিখন্ডিত হওয়া দেখতে পেয়েছিলেন (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। রসূলে করীম (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে একদিন তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) যাঁরা তাঁর সঙ্গে বসা ছিলেন সে সময়ে তাঁরা জিব্‌রাঈলকে(আঃ)দেখতে পেয়েছিলেন যাকে নবী করীম (সাঃ) পুনঃ পুনঃ কাশ্‌ফে দেখতে পেতেন (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)। একইভাবে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মধ্যেও অনেকে ফিরিশ্‌তা দেখতে পেয়েছিলেন (জরীর,৬ষ্ঠ. ৪৭ পৃঃ)। এরূপ এক কাশ্‌ফী ঘটনা ঘটেছিল যখন মুসলিম সেনাবাহিনী খ্যাতনামা সেনাপতি সারিয়াহ্ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ইরাকে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। সে সময় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মদীনায় শুক্রবারে জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি দিব্য-দর্শনে অর্থাৎ কাশ্‌ফে দেখতে পেলেন, মুসলমান সৈন্যরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসেনার নিকট কাবু হয়ে যাচ্ছিল এবং এক সর্বনাশা পরাজয় আসন্ন। অবিলম্বে তিনি (হযরত উমর-রাঃ) আকস্মিকভাবে খুতবা দেয়া বন্ধ রেখে মেহরাবের ওপর হতে উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেনঃ "ওহে সারিয়াহ্, পাহাড়ের দিকে যাও, পাহাড়ের দিকে যাও" অর্থাৎ নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। শত শত মাইল দূরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কানফাটা শব্দের মধ্যেও সেনাপতি সারিয়াহ্ হযরত উমর (রাঃ) এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং খলীফার নির্দেশ পালন করেছিলেন এবং মুসলমান সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন (খামিস, ২য়,৩৭০ পৃঃ)।

হযরত মূসা (আঃ) এর অলৌকিক নিদর্শন এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো। একে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১০২৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। [ক]ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, 'নিশ্চয়ই এ এক সুদক্ষ যাদুকর'[১০২৫]।

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١١﴾

১১১। (এতে ফেরাউন বললো,) [খ]'সে তোমাদের দেশ[১০২৬] থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়। অতএব তোমাদের পরামর্শ কী'?

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١٢﴾

১১২। [গ]তারা বললো, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা অবকাশ দাও এবং শহরে বন্দরে লোক জড়কারীদেরকে পাঠাও,

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾

১১৩। যেন [ঘ]তারা প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসে।'

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪। আর [ঙ]যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বললো, 'আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্যে কোন বিশেষ পুরস্কার থাকবে তো'?

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫। [চ]সে বললো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই! এছাড়াও তোমরা নিশ্চয় আমার প্রিয়ভাজনদের একজন বলে গণ্য হবে।'

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৬৪; ২৬ঃ৩৫; খ. ২০ঃ৬৪; ২৬ঃ৩৬; গ. ২৬ঃ৩৭; ঘ. ২৬ঃ৩৮; ঙ. ২৬ঃ৪২; চ. ২৬ঃ৪৩।

হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করতে বললেন। তা তখন তাঁর নিকট সাপের মত মনে হয়েছিল এবং যখন আল্লাহ্ তাআলার আদেশে তিনি তা হাতে তুলে নিলেন তখন তা এক টুকরো কাঠ ছাড়া অন্য কিছুই রইলো না। এখন কাশ্ফ বা স্বপ্নের ভাষায় সাপ হলো শত্রুর প্রতীক, লাঠি হলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা দলের প্রতীক (তা'তীরুল আনআম)। এরূপে উক্ত কাশ্ফের সাহায্যে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)কে জানিয়েছিলেন, তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ছেড়ে দেন বা ত্যাগ করেন তাহলে তারা সাপের ন্যায় অধঃপতিত হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যদি তাদেরকে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করেন তাহলে তারা সৎ ও আল্লাহ্-ভীরু লোকের এক শক্তিশালী এবং সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে।

১০২৪। উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আত্মিক উন্নতির প্রকৃতি বা স্তর (মাকাম) অনুযায়ী তাদের দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের নয়নাভিরাম রশ্মিরেখা বিকীর্ণ হয়ে থাকে এটা সুবিদিত। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-রেখা বা জ্যোতি উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। একইভাবে হযরত মূসা (আঃ) এর হাত যে রশ্মি বা জ্যোতি বিকীর্ণ করেছিল তা অবশ্যই সেই বর্ণের (অর্থাৎ উজ্জ্বল সাদা) হয়ে থাকবে এবং যখন তা দৃশ্যমান করা হলো তখন স্বভাবত অবলোকনকারীদের চোখে তাঁর হাত দুটো সম্পূর্ণ সাদাবর্ণের দেখাচ্ছিল। অন্যান্য নবীগণের সময়েও এরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বুযুর্গ ছিলেন বলে জানা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে বলেছিলেনঃ তোমার হাত তোমার নিজ বগলে প্রবেশ করাও, তা সাদা নির্মল হয়ে বের হবে (২৮ঃ৩৩)। সাংকেতিক ভাষায় মূসা (আঃ) এর প্রতি এটা এ স্পষ্ট ইংগিত বহন করেছিল যে তিনি যদি তাঁর অনুগামীদেরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত রাখেন তবে তারা নিজেরাই কেবল আলোকিত হবে না, অধিকন্তু অন্যদের জন্যেও তাঁরা আলো বিকীরণ করবে। নচেৎ তারা শুধু অন্ধকারাচ্ছন্নই হবে না, বরং নৈতিকভাবে ব্যাধিগ্রস্তও হবে। অতএব সে বিস্ময়কর ঘটনাটি যাদুকরের যাদুমন্ত্র ছিল না, বরং গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এক নিদর্শন ছিল।

১০২৫। 'সাহিরুন' কেবল মাত্র ভেল্কীবাজকেই বুঝায় না। এর আরো অর্থ হয় মায়াবী, বুদ্ধিমান, এমন কৌশলের অধিকারী ব্যক্তি, যে কোন বিষয়কে এর প্রকৃত অবস্থার বিপরীত দেখাতে পারে, প্রতারক, ভ্রান্তপথে চালনাকারী অথবা ভুলাবার জন্য বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকর্ষণকারী ইত্যাদি (লেইন)। ১২৮ আয়াতও দেখুন।

১০২৬। এ কথার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে মিশরীয়দের মনোভাবকে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত করে তোলা। অথচ সত্য এটাই ছিল, তাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়ার কোন ইচ্ছাই মূসা (আঃ) এর ছিল না। নিজ অনুসারীদেরকে মিশর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

قَالُوا يٰمُوسٰى إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬। [ক]তারা বললো, 'হে মূসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করবো?'[১০২৭]

قَالَ أَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوْٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٧﴾

১১৭। সে বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ[১০২৮] কর'। অতএব [খ]তারা যখন নিক্ষেপ করলো তখন তারা লোকদের চোখে যাদু করলো এবং তাদেরকে ভীষণ ভীত করে দিল। আর তারা বিরাট এক ভেল্কী উপস্থাপন করলো।

وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰٓى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। আর আমরা মূসার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, [গ]'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সুতরাং তারা যে ভেল্কীবাজী[১০২৯] দেখাচ্ছিল সহসা সেটি (যেন) তা গিলে ফেলতে লাগলো।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। তখন সেখানে তাদেরকে পরাজিত করে দেয়া হলো এবং হেয় প্রতিপন্ন করা হলো[১০৩০]।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। আর [ঘ]যাদুকরদের সিজদাবনত[১০৩১] হতে বাধ্য করা হলো।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। [ঙ]তারা বললো, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৬৬; খ. ২০ঃ৬৭; ২৬ঃ৪৫; গ. ২০ঃ৭০; ২৬ঃ৪৬; ঘ. ২০ঃ৭১; ২৬ঃ৪৭; ঙ. ২০ঃ৭১; ২৬ঃ৪৮।

১০২৭। দৃশ্যের তীব্রতা লক্ষণীয়। উভয় পক্ষ চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষম দ্বন্দ্বে রত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সজ্জিত করলো।

১০২৮। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ কখনো প্রথম আক্রমণ করেন না। তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের অপেক্ষা করেন। কারণ তাঁরা আক্রমণকে প্রতিহত করাই পছন্দ করেন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকেন।

১০২৯। যষ্টি 'সাপ' হয়নি, কিন্তু লাঠি নিজেই ঐন্দ্রজালিকের ধোঁকাবাজী বা ভেল্কী নস্যাৎ করেছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে নিক্ষেপিত হয়ে দর্শকদের উপরে যাদুকরদের কুহকী ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করে দিল এবং যাদুর প্রভাবের ফলে দর্শকরা যা সহসা প্রকৃতই সর্প বলে ভেবেছিলো তা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। "সেটি (যেন) তা গিলে ফেলতে লাগলো" উক্তির মর্মার্থ- যাদুকরদের ধোঁকাবাজী বা প্রতারণাকে লাঠি ফাঁস করে দিল। 'গিলে ফেলতে লাগলো', কথার মর্ম, তাদের ভেল্কির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ধ্বংস করে দিল।

১০৩০। এ আয়াত ফেরাউনের দলের প্রতি ইঙ্গিতে করছে বলে মনে হয়, যাদুকরদের প্রতি নয়। কেননা যাদুকরদের কথা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। "হেয়" এ শব্দটি সেই সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হতে পারেনা, যারা সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল এমন কি তারা সত্য গ্রহণের পূর্বে ফেরাউন কি বলে তা জানবার বা বুঝবার জন্য একটুও অপেক্ষা করেনি। এর প্রকৃত অর্থ হলো, যারা (অর্থাৎ ফেরাউন এবং সমর্থক দল) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে গর্বিত ও উদ্ধত মনোভাব নিয়ে নিশ্চিত বিজয়ের আশা করে এসেছিল, তারা এক্ষণে অপদস্থ ও মন-মরা হয়ে (মাথা নত করে) ফিরে গেল।

১০৩১। ঐন্দ্রজালিকদের বিহ্বলতা এতই চরম রূপে ছিল যে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছিল। অদৃশ্য শক্তি তাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিয়ে গেল। তারা যেন মাটির উপর আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে প্রার্থনার জন্য সিজদায় পড়ে গেল।

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। [ক]যিনি মূসা ও হারূনের প্রভু-প্রতিপালক।'

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। [খ]ফেরাউন বললো, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এ এক চক্রান্ত। এখানকার অধিবাসীদেরকে তোমরা এখান থেকে বের করে[১০৩২] দিতে এ শহরে (বসেই) তোমরা এ চক্রান্ত করেছ। সুতরাং তোমরা অচিরেই (এর পরিণাম) টের পাবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। [গ]আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ এক দিকের হাত এবং অন্য দিকের পা) কেটে ফেলবো। এরপর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই ক্রুশে চড়িয়ে হত্যা করবো[১০৩৩]।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। [ঘ]তারা বললো, '(তাতে কি!) আমরা (তো) নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাব।

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭। আর [ঙ]আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান এনেছি বলেই কি তুমি আমাদের ওপর ক্ষেপে আছ? হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পরম ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দাও'।

১৪
[১৮]
৪

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا

১২৮। আর ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, 'তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে দেশে[১০৩৪] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াতে এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে[১০৩৫] বর্জন করতে (বল্গাহীনভাবে) ছেড়ে দিবে?' সে বললো, 'নিশ্চয় [চ]আমরা নৃসংশভাবে তাদের পুত্রদের হত্যা করবো[১০৩৬] এবং তাদের

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৭১; ২৬ঃ৪৯; খ. ২০ঃ৭২, ২৬ঃ৫০; গ. ২০ঃ৭২, ২৬ঃ৫০; ঘ. ২০ঃ৭৩; ২৬ঃ৫১; ঙ. ২০ঃ৭৪;; চ. ২ঃ৫০; ৭ঃ১৪২; ১৪ঃ৭; ২৮ঃ৫।

১০৩২। 'এখানকার অধিবাসী' শব্দদ্বয় এখানে ফেরাউনের নিজ গোত্রকে বুঝাচ্ছে, যারা প্রকৃতপক্ষে মিশরের অধিবাসী ছিল না। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের দেশ জবর-দখল করেছিল।

১০৩৩। ক্রুশবিদ্ধ অর্থ- ক্রুশে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদন্ড । এক্ষেত্রে হাত ও পা কাটার কথা যুক্ত করে নির্যাতনকে অধিক দৃষ্টান্তমূলক এবং মৃত্যুকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়করূপে প্রকাশ করছে। হযরত মূসা (আঃ) এর যুগেও যে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদন্ড দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল প্রসঙ্গক্রমে এ আয়াত তা প্রতিপন্ন করে।

১০৩৪। হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাইকে (৭ঃ১১২) অবকাশ দেয়ার জন্য সর্দাররা নিজেরাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেই প্রধানরাই মূসা ও হারূন (আঃ)কে সময় দেয়ায় তাকে দোষারোপ করেছিল। এরূপে যারা নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয় তারা মর্যাদাহীন এবং অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

১০৩৫। ফেরাউনের জাতির লোকেরা তাকেই খোদারূপে পূজা করতো(২৮ঃ৩৯) এবং সে পালাক্রমে অন্যান্য প্রতিমা পূজা করতো। এ কারণে সর্দাররা ফেরাউন এবং তার খোদাগুলোকে প্রকাশ্যে অস্বীকার ও বর্জনের দোষে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)কে অভিযুক্ত করেছিল।

১০৩৬। 'নুকাত্তিল' (অর্থ-নির্মমভাবে বধ করবো)শব্দ তীব্রতা বা প্রচন্ডতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দিয়ে ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা বুঝায়।

فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ﴿١٢٨﴾

নারীদের জীবিত রাখবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯। [ক]মূসা তার জাতিকে বললো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর। নিশ্চয় (এ) দেশ আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝ থেকে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে (উত্তম) পরিণাম।'

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০। তারা বললো, 'তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতিত করা হয়েছিল এবং তোমার আগমনের পরেও (আমরা নির্যাতিত হচ্ছি)।' সে বললো, [খ]'অচিরেই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন। আর তিনি তোমাদেরকে (এ) দেশের উত্তরাধিকারী করে দিবেন। তখন তিনি দেখবেন, তোমরা কী কর[১০৩৭]।'

১৫ [৩] ৫

وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১। [গ]আর নিশ্চয় আমরা খরা, দুর্ভিক্ষ[১০৩৮] এবং ফলফলাদির ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে ফেরাউনের অনুসারীদের জর্জরিত করেছিলাম যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২। কিন্তু তাদের যখন সুদিন আসতো তারা বলতো, 'এ তো আমাদের (পাওনা)'। কিন্তু [ঘ]তাদের যখন দুর্দিন আসতো তারা এ (দুর্দিনকে) মূসা ও তার সঙ্গীদের (কারণে সৃষ্ট) অমঙ্গল বলে মনে করতো। সাবধান! তাদের অমঙ্গল[১০৩৯] আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৪৬, ১৫৪; খ. ১০ঃ১৪, ১৫ ; গ. ১৭ঃ১০২; ঘ. ২৭ঃ৪৮; ৪৩ঃ৪৯।

১০৩৭। ফেরাউনের পতনের পরে ইস্‌রাঈল জাতিকে মিশরের উত্তরাধিকারী করা হবে, আয়াতের এরূপ অর্থ অপরিহার্য নয়। সরাসরি অর্থ কেবল এরূপ দাঁড়ায় যে ফেরাউনের শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং তার রাজ্য অন্য লোকেরা দখল করবে। আমরা জানি, ফেরাউনের ধ্বংসের পর এবং তার রাজত্বের অবসানে ইহুদীদের মিত্র আরেক গোত্র মিশর দখল করেছিল। এ আয়াতে উল্লেখিত 'দেশ' শব্দটি মিশরকে বুঝায় না,বরং 'পবিত্র ভূমি' বুঝায়, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বাহ্নে ইস্‌রাঈল জাতিকে দেয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সেই ভূমির অর্থাৎ ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারীও হয়েছিল।

১০৩৮। 'সানাহ্' একবচন, বহুবচনে 'সিনীন' অর্থ-সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সাধারণ আবর্তন। এটি' আম্' এর সমার্থবোধক। তবে প্রত্যেক 'সানাহ্'-ই'আম্' কিন্তু প্রত্যেক 'আম্' 'সানাহ্',নয়। 'সানাহ্', 'আম্'(যা আরবী বার মাসের সমষ্টিরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে), হতে দীর্ঘতর কিন্তু'সানাহ্' চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্তন এর জন্যও প্রযোজ্য। ইমাম রাগেব এর মতে 'সানাহ্' শব্দের ব্যবহারে এমন বছর বুঝায় যে সময়ে মুশকিল বা প্রতিবন্ধক, বা খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং 'আম্' ব্যবহার দ্বারা এরূপ বছরকে বুঝায়, যা উপায়- উপকরণে প্রাচুর্য আনয়ন করে এবং লতা-পাতাসমূহ ও গবাদি খাদ্যের তৃণাদিতে প্রতুলতা নিয়ে আসে। 'সানাহ্' শব্দের অর্থ খরা বা উষরও হয়। এক কথায় এ আয়াত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা করেছে।

১০৩৯। 'তায়ের' শব্দের অর্থ, শুভ বা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস, মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ, দুর্ভাগ্য বা দূরদৃষ্ট (লেইন)।

১৩৩। আর তারা বললো, 'আমাদেরকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে তুমি যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন [ক]আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না।'

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝١٣٣

১৩৪। আমরা তখন তাদের ওপর [খ]ঝড়তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত (ক্ষরণজনিত বিপর্যয়)[১০৪০] পাঠালাম। (এসব ছিল) ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন। তবুও তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝١٣٤

১৩৫। আর তাদের ওপর [গ]যখনই শাস্তি নেমে আসতো তারা বলতো, 'হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃত অঙ্গীকারের দোহাই দিয়ে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। তুমি আমাদের ওপর থেকে এ শাস্তি দূর করে দিলে আমরা নিশ্চয় তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।'

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝١٣٥

১৩৬। কিন্তু তাদের (নির্ধারিত মেয়াদকাল পর্যন্ত)[১০৪১] পৌঁছানোর পূর্বে আমরা [ঘ]যখন এক সময় পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে শাস্তি দূর করে দিলাম তখন তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলো।

৭ [৫] ১৪

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝١٣٦ ع

১৩৭। অতএব [ঙ]আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেগুলোর প্রতি ছিল উদাসীন।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝١٣٧

১৩৮। আর যেসব লোককে দুর্বল মনে করা হয়েছিল আমরা তাদেরকে (সেই) দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের উত্তরাধিকারী[১০৪২] করে দিলাম যাকে আমরা বরকতমন্ডিত[১০৪৩] করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলের অনুকূলে তাদের ধৈর্য ধরার

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৭৯; খ. ১৭ঃ১০২; ৪৩ঃ৪৯; গ. ৪৩ঃ৫০; ঘ. ৪৩ঃ৫; ঙ. ৪৩ঃ৫৬; চ. ২৮ঃ৬।

১০৪০। বাইবেল লাঠি এবং সাদা হাত ছাড়া দশটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছে (যাত্রা পুস্তক-৭ঃ১১) । নিদর্শন সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা অত্যধিক অতিরঞ্জিত।

১০৪১। 'আজল' শব্দের অর্থ, 'নির্দিষ্ট কাল' এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা(২ঃ২৩২)। অনুতাপ করার জন্য এবং মূসা (আঃ) এর দাবী মেনে নিতে ফেরাউনকে সুযোগ দেয়ার জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি দূরীভূত করা হয়েছিল।

১০৪২। 'দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের' এই উক্তির সমার্থ আরবী ভাষার বাগ্‌ধারা অনুযায়ী সমস্ত দেশকে বুঝায়।

১০৪৩। পবিত্র ভূমি, যা হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধরদের জন্য প্রতিশ্রুত ছিল(৫ঃ২২)। এ ভূমিকে বরকতমণ্ডিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কারণ এটাই সেই ভূমি যেখানে ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠালাভ ও সমৃদ্ধ হওয়া এবং এক বিরাট জাতিতে পরিণত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

صَبَرُوْا ۚ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

কারণে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সব কল্যাণবাণী পূর্ণ হলো। আর ফেরাউন ও তার জাতি যে (সব) স্থাপনা গড়ে তুলেছিল এবং উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল আমরা তা ধ্বংস করে দিলাম।

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯। আর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন তারা এমন এক জাতির কাছে এল যারা তাদের প্রতিমাগুলোর সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসা ছিল। তারা বললো, 'হে মূসা! তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের জন্যও তেমনি একটি উপাস্য বানিয়ে দাও।' সে বললো, 'নিশ্চয় তোমরা এক বড় অজ্ঞ জাতি।

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪০। নিশ্চয় এসব লোক যা নিয়ে পড়ে রয়েছে তা অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তারা যেসব কার্যকলাপ করছে তা বৃথা যাবে'।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

১৪১। [ক]সে (আরো) বললো, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য চাইতে পারি, অথচ তিনিই [খ](সমসাময়িক) বিশ্বজগতের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?'

وَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۲﴾

১৪২। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) আমরা [গ]তোমাদেরকে যখন ফেরাউনের জাতির কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্রদের নির্দয়ভাবে হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো। আর এতে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল এক মহা পরীক্ষা।

১৬ [১২] ৬

وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩। আর [ঘ]আমরা মূসাকে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং সেই (রাত) গুলোকে আমরা (আরো) দশ দিয়ে পূর্ণ করেছিলাম[১০৪৪]। এভাবে তার প্রভু-প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হলো। আর মূসা তার ভাই হারূনকে বললো, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মাঝে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে,[১০৪৫] (তাদের) সংশোধন করবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।'

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫, ১৬৫; খ. ২ঃ৪৮; ৩ঃ৩৪; গ. ২ঃ৫০; ৭ঃ১২৮; ১৪ঃ৭; ২৮ঃ৫; ঘ. ২ঃ৫২।

১০৪৪। আল্লাহ্ তাআলার সাথে হযরত মূসা (আঃ) এর বাক্যালাপ প্রতিশ্রুত ত্রিশ রাত্রিতে শেষ হয়েছিল। বর্দ্ধিত দশ রাত্রি প্রতিশ্রুতির অংশ নয়, অতিরিক্ত অনুগ্রহ।

১০৪৫। এ উক্তিতে প্রতীয়মান হয়, হারূন (আঃ) হযরত মূসা(আঃ) এর অধীনে ছিলেন। মূসা(আঃ) ইহুদীদেরকে 'আমার জাতি' বলে ডাকলেন এবং হারূন (আঃ)কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন,অর্থাৎ তিনি (হারূন) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভারপ্রাপ্ত কার্য-নির্বাহী হবেন।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪। আর *ক*মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে (নির্ধারিত স্থানে) এল এবং তার প্রভু-প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার কাছে ধরা দাও যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না[১০৪৬]। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, এরপর তা যদি নিজ জায়গায় স্থির থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক যখন (সেই) পাহাড়ে নিজ জ্যোতির্বিকাশ ঘটালেন এবং তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন[১০৪৭] তখন মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এরপর সে যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল সে বললো, 'তুমি পরম পবিত্র। আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে এলাম এবং আমি মু'মিনদের মাঝে প্রথম'।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫৪; ৪ঃ১৬৫।

১০৪৬। এ আয়াত ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করেছে। জাগতিক চর্ম চক্ষের পক্ষে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। উক্ত আয়াত থেকে এ ধরনের মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না যে জড় চক্ষুতে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টিগোচর হন (৬ঃ১০৪)। আল্লাহ্কে দেখাতো দূরের কথা, ভৌতিক চোখে ফিরিশ্তাদেরকেও দেখা যায় না। আমরা কেবল প্রকাশিত বিষয়াদির মাঝে তাদের প্রকাশ দেখতে পাই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র প্রকাশিত গুণাবলী দেখা যায়, স্বয়ং আল্লাহ্কে নয়। অতএব মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহ্র এক মহান নবী আল্লাহ্ তাআলার সিফ্‌ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অসম্ভব বা অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এটা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। মূসা (আঃ) জানতেন, তিনি শুধু আল্লাহ্র নিদর্শন দেখতে পারেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মূসা (আঃ) যে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার জন্য আবদার করেছিলেন এ বলে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার কাছে ধরা দাও' তা দিয়ে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? এ প্রার্থনা মনে হয় আল্লাহ্ তাআলার সিফ্‌তের পূর্ণ প্রকাশ যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এর সত্তার মাঝে প্রকাশিত হওয়ার ছিল, সে দিকে ইঙ্গিত করছে। হযরত মূসা (আঃ)কে পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে ইসরাঈলীদের ভাইদের মধ্য থেকে এক মহান নবীর আবির্ভাব হবে যার মুখে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বাণী দিবেন (দ্বিতীয় বিবরণ - ১৮ঃ১৮-২২)। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে মূসা (আঃ) এর নিকট আল্লাহ্ তাআলার যে রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে অধিক ও পূর্ণতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। এ কারণে স্বভাবতই মূসা (আঃ)দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে কেমন সেই প্রতিশ্রুত মহিমাময় ও সুন্দর জ্যোতি, যে রূপে আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবেন। হযরত মূসা (আঃ) সেই গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমাময় রূপের এক ঝলক দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার সেই গীরবোদ্দীপ্ত মহান রূপের প্রকাশ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তাঁর হৃদয় তা গ্রহণ বা সহ্য করতে পারবে না এবং এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রকাশের জন্য পাহাড়কে পছন্দ করেছিলেন। পাহাড় প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠেলো এবং এরূপ মনে হয়েছিল যেন খন্ড-বিখন্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়লো এবং হযরত মূসা (আঃ) কম্পনের প্রভাবে অভিভূত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করান হয়েছিল যে তিনি এত উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব অর্জন করেন নি যার ফলে তিনি সেই ঐশী-নিদর্শনের প্রকাশস্থলে পরিণত হতে পারেন, যা দেখার জন্য তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ বিশেষ অধিকার একমাত্র একজনের জন্য রক্ষিত ছিল যিনি হযরত মূসা(আঃ) অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সেরা মানবকুল শিরোমণি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। হযরত মুসা (আঃ)এর আবেদন এ প্রেক্ষিতেও হতে পারে যে ইহুদী প্রধানগণ নগ্নচোখে আল্লাহ্কে দেখবার জন্য দাবী জানিয়ে চাপ দিচ্ছিল(২ঃ৫৬)। তাঁর উক্ত অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হতে মূসা (আঃ) উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর আবেদন সময়োপযোগী ছিল না। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করেছিলেন 'আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে এলাম এবং আমি মু'মিনদের মাঝে প্রথম', যার মর্ম হলো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মহান ঐশী মর্যাদাপূর্ণ গৌরবময় গুণের বিকাশস্থল যা প্রতিশ্রুত মহানবী (সাঃ)এর হৃদয়ে হওয়ার ছিল তা ধারণ করার মত ক্ষমতা মূসা (আঃ) এর ছিল না এবং তিনিই প্রথম ঈমান এনেছিলেন সেই মহনবীর উচ্চতম আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি, যে উচ্চ মাকামে তাঁর (সাঃ) পৌঁছা অবধারিত ছিল। হযরত মহনবী (সাঃ)এর প্রতি মূসা (আঃ) এর এ বিশ্বাস সম্বন্ধে ৪৬ঃ১ আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

১০৪৭। উক্ত পাহাড় বাস্তবে খন্ড-বিখন্ড হয়নি। ভূমিকম্পের প্রচন্ডতা প্রকাশের জন্য শব্দগুলো আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, যাত্রাপুস্তক-২৪ঃ১৮)।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। তিনি বললেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার রিসালাত ও বাণীর মাধ্যমে তোমাকে (সমকালীন) মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অতএব আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা আঁকড়ে ধর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও[১০৪৮]।'

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬। আর [ক]আমরা ফলকে তার জন্য সব কিছু লিখে রেখেছিলাম, (যা ছিল) উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুর[১০৪৯] ব্যাখ্যা[১০৫০]। আর (আমরা বলেছিলাম), এ (উপদেশ)গুলোকে আঁকড়ে ধর এবং তোমার জাতিকে (এর) সর্বোত্তম দিকগুলো[১০৫১] অবলম্বন করার আদেশ দাও। অচিরেই আমি দুষ্কর্মকারীদের বাসস্থান[১০৫২] তোমাদের দেখিয়ে দিব।'

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭। যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায় আমি অচিরেই তাদের (দৃষ্টি) আমার নিদর্শনাবলী থেকে সরিয়ে দিব। আর [খ]তারা সব নিদর্শন দেখলেও সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না। আর তারা সোজা সঠিক পথ দেখলেও তারা তা পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা বিপথগামিতার পথ দেখলে তা পথ হিসাবে অবলম্বন করবে। এর কারণ হলো, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তারা ছিল এ ব্যাপারে উদাসীন।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫৫; খ. ৬ঃ২৬।

১০৪৮। আয়াতে প্রতিপন্ন হয় যে হযরত ইসমাঈলের বংশে আবির্ভূত হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জন্য অবধারিত উচ্চ আধ্যাত্মিক মাকাম ও শান যে স্থানে হযরত মূসা(আঃ) এর উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না, তা উপলব্ধি করাবার পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) কে সান্ত্বনা দান করেছিলেন। সেই 'মহান নবীর' জন্য সংরক্ষিত সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ মাকাম এর প্রতি লোলুপ না হওয়ার জন্য মূসা (আঃ) নির্দেশিত হয়েছিলেন বরং যে মাকাম তাঁকে আগে দান করা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁর উচিত।

১০৪৯। 'কাতাবনা' শব্দের অর্থ–আমরা লিখেছিলাম, ধার্য করেছিলাম, ভাগ্য স্থির করে দিয়েছিলাম বা বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ করে দিয়েছিলাম (লেইন)।

১০৫০। ইসরাঈলীদের প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১০৫১। এখানে হযরত মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁর জাতিকে উচ্চতর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং দুর্বল ঈমানের লোকদের উদ্দেশ্যে দেয়া আদেশ পালন করেই তারা যেন সন্তুষ্ট না থাকে।

১০৫২। 'দার' শব্দের অর্থ এখানে, আবাসস্থল বা স্বাভাবিক আবাস বা বিচরণস্থল। এ উক্তি 'অচিরেই আমি দুষ্কর্মকারীদের বাসস্থান তোমাদের দেখিয়ে দিব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে শীঘ্রই বিশ্বাসীদেরকে অবাধ্য লোকদের নিকট থেকে পৃথক করে দেখানো হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। আর [ক]যারা আমাদের নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাতের (বিষয়টি) প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে। তাদেরকে কেবল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেয়া হবে।

১৭ [৬] ৭

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯। আর [খ]মূসার জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে (উপাস্যরূপে) এমন একটি বাছুর তৈরী করলো যা ছিল কেবল এক (নির্জীব) দেহবিশেষ। এর থেকে বাছুরের (মত) শব্দ বের হতো। [গ]তারা কি ভেবে দেখেনি, এটা তাদের সাথে কোন কথাও বলে না[১০৫৩] এবং তাদের কোন (সৎ) পথও দেখায় না? তারা এটাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল। আর তারা ছিল যালেম।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। আর তারা যখন লজ্জিত হলো[১০৫৪] এবং দেখতে পেল নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি কৃপা না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ

১৫১। আর [ঘ]মূসা যখন রাগান্বিত অবস্থায় আক্ষেপ করতে করতে তার জাতির কাছে ফিরে এল তখন সে বললো, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে অতি জঘন্য প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমরা কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করলে?' আর সে ফলকগুলো (নিচে) রেখে দিল এবং [ঙ]তার ভাইয়ের মাথার (চুল) ধরে তাঁকে নিজের দিকে টানতে লাগলো[১০৫৫]। সে (মূসাকে) বললো, 'হে আমার মায়ের ছেলে[১০৫৬]! নিশ্চয় এ জাতি

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১২; ৫ঃ১১; ৭ঃ৩৭; ২১ঃ৭৮; খ. ২ঃ৫২, ৯৩; ৪ঃ১৫৪; ৭ঃ১৫৩; ২০ঃ৮৯; গ. ২০ঃ৯০; ঘ. ২০ঃ৮৭; ঙ. ২০ঃ৯৫।

১০৫৩। আল্লাহ্ কেবল তখনই এক জীবন্ত খোদা প্রমাণিত হন, তিনি যদি তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলেন। আল্লাহ্ অতীতে তাঁর অনুগৃহীত বান্দাদের সঙ্গে কথা বলতেন, কিন্তু এখন তিনি মূক হয়ে গেছেন, এটা কোন যুক্তিতে টিকে না। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর কোন একটিও বাতিল হয়ে যেতে পারে এমন ধারণাও করা যায় না। অতীতে যেমন ঐশীবাণী লাভ হতো, এখনো আল্লাহ্ তাআলার ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির অনুগ্রহ অর্জন তেমনি সম্ভব। ঐশীবাণী শুধু বিধানই বহন করে এমন নয়, এটি আধ্যাত্মিক জীবনে সজীবতা সঞ্চারিত করে এবং মানবকে তার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।

১০৫৪। আয়াতের আরবী বাগ্‌বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'সুকিতা ফি আইদিহীম'—এ উক্তির অর্থ-তাদেরকে নিজ হাতে ফেলে দেয়া হলো, তারা অনুতপ্ত হয়েছিল, অনুতাপে নিজেদের হাত কচলাতে লাগলো। আরবরা অনুতাপকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'সুকিতা ফি ইয়াদিহী' বলে থাকে (লেইন)।

১০৫৫। হযরত মূসা(আঃ) তাঁর ভাই হারূন (আঃ)কে মাথা ধরে টেনেছিলেন সেভাবে নয়, যেভাবে বাইবেলে এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে (যাত্রা পুস্তক-৩২ঃ২৪) যে তিনি গো-শাবকের পূজা করা সমর্থন করেছিলেন, বরং এ জন্য যে তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে উক্ত পূজা থেকে সফলতার সঙ্গে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মূসা(আঃ) এর পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া ন্যায্য ছিল, কোন ধর্মীয় নিয়ম বা বিধান পরিপন্থী অপরাধ হারূন(আঃ) কর্তৃক হয়েছিল বলে নয়, হযরত মূসা (আঃ) এর অনুপস্থিতিতে যথাযথরূপে কর্তব্য সম্পাদনে অপারগতার কারণে। তাঁর ক্রোধ ন্যায়সংগত ছিল। কারণ এক জঘন্য অপবিত্রকরণ ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছিল এবং মূসা (আঃ) এর জীবনের সম্পূর্ণ কর্মসূচী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল।

১০৫৬। হযরত হারূন (আঃ) মূসা (আঃ) এর ভ্রাতৃবাৎসল্য ও কোমল অনুভূতিতে মর্মস্পর্শী আবেদন করেছিলেন।

اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

আমাকে অসহায় করে দিয়েছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের কাছে হাসির পাত্র বানিও না এবং আমাকে যালেম লোকদের একজন বলে গণ্য করো না।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার কৃপার গন্ডীভুক্ত কর। কেননা তুমি দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১৮ [৪] ৮

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। নিশ্চয় [ক]যারা বাছুরকে[১০৫৭] (উপাস্য) বানিয়ে বসেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপর অবশ্যই ক্রোধ নেমে আসবে এবং ইহকালে (তাদের জন্য) রয়েছে লাঞ্ছনা। আর মিথ্যা উদ্ভাবনকারীদেরকে এভাবেই আমরা প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। আর [খ]যারা মন্দ কাজ করার পর তওবা করে (ফিরে আসে) এবং ঈমান আনে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ (তওবার) পর অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হলো সে ফলকগুলো তুলে নিল। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে [গ]তাদের জন্য এ (ফলকে) লিপিবদ্ধ বিষয়াবলীতে ছিল হেদায়াত ও কৃপা।

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ

১৫৬। আর মূসা আমাদের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাবার জন্য তার জাতির সত্তরজন লোককে বেছে নিল। এরপর ভূমিকম্প যখন তাদের আঘাত হানলো[১০৫৭-ক] সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি চাইলে এদেরকে এবং আমাকে [ঘ]পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের নির্বোধদের কৃতকর্মের জন্য তুমি কি আমাদের ধ্বংস করে দিবে? এ যে তোমার পক্ষ থেকে কেবল এক পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫২, ৯৩; ৪ঃ১৫৪; ৭ঃ১৪৯; ২০ঃ৮৯; খ. ৫ঃ৪০; ১৬ঃ১২০; গ. ৫ঃ৪৫; ৬ঃ৯২; ঘ. ১৩ঃ২৮।

১০৫৭। বাছুরের পূজা করার মত দুষ্কর্মে হারূন (আঃ) এর সহযোগিতার দোষারোপজনিত বাইবেলের বিবরণ নিশ্চয় বিভ্রান্তিকর (এনসাইকো বিব-১ম-কলঃ২)।

১০৫৭-ক। ভূকম্পন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার। হযরত মূসা (আঃ) ভয় করেছিলেন যে তাঁর জাতির পাপাচারের কারণে এটা ঐশী-শাস্তি ছিল।

পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাকে চাও পথ দেখাও। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি কৃপা কর। আর তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۶﴾

১৫৭। আর [ক]তুমি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে এবং পরকালেও কল্যাণ নির্ধারিত কর। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (তওবা করে) এসে গেছি।' তিনি বললেন, [খ]'আমি যাকে চাই আমার আযাবে জর্জরিত করি। কিন্তু [গ]আমার কৃপা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অতএব আমি এ (কৃপা) অবশ্যই তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে,

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

★ ১৫৮। যারা এ রসূলকে (তথা) এ [ঘ]উম্মী নবীকে[১০৫৮] অনুসরণ করে, ([ক]যার উল্লেখ) তারা তাদের কাছে বিদ্যমান

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২০২; খ. ২ঃ২৮৫; ৫ঃ৪১; গ. ৪০ঃ৮; ঘ. ২৯ঃ৪৯; ৪২ঃ৫৩; ৬২ঃ৩।

১০৫৮। উম্মী অর্থ-মাতার অংশস্বরূপ বা অঙ্গীভূত হওয়া বা অধিকারভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মায়ের বুকের শিশু যেমন নির্দোষ নিষ্পাপ। এমন ব্যক্তি যে ঐশী গ্রন্থের অধিকারী নয়, বিশেষভাবে একজন আরববাসী। এমন ব্যক্তি যে লিখতে বা পড়তে জানে না, যারা উম্মূল-কুরা অর্থাৎ জনপদ-জননী মক্কার অধিবাসী হিসাবে পরিচিত।

"উম্মী" শব্দ যদি নিরক্ষর (অর্থাৎ যে লেখাপড়া জানে না) অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় যে যদিও মহানবী (সাঃ) কোন প্রকারের লেখা-পড়াই করেন নি এবং নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক এমন জ্ঞান প্রদান করেছিলেন যা দিয়ে আঁ হযরত (সাঃ) অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানী, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থার লোকদেরকেও পথনির্দেশ ও আলোর সন্ধান দিতে পারতেন। কিছু কিছু খৃষ্টান লেখক নবী করীম (সঃ) এর নিরক্ষর হওয়ার বাস্তব ঘটনাকে সন্দেহ করার ভান করেছেন। রেভারেন্ড হোয়েরী তার রচি- (কুরআন মজীদ এর) ভাষ্যে মন্তব্য করেছেনঃ-
"ইহা কি সম্ভব ছিল যে আলীর সাথে অভিন্ন পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে আলী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন, কিন্তু তিনি অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই? বছরের পর বছর ধরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সওদাগরী ব্যবসায় দক্ষতার সহিত তিনি কি অক্ষর-জ্ঞান ছাড়াই পরিচালনা করিয়াছিলেন? তিনি যে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন ইহা তাঁহার শেষ বছরগুলিতে প্রমাণিত। হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি তাঁহার সাহাবা এবং অন্যতম সচীব মুয়াবিয়াকে বলিয়াছিলেনঃ 'বা'কে সরলভাবে টান এবং 'সীন্'কে স্পষ্টরূপে বিভক্ত কর ইত্যাদি এবং তাঁহার বিদায় মুহূর্তে তিনি লেখার সরঞ্জামাদি চাহিয়াছিলেন। কাতেব বা শ্রুতিলেখকদিগকে ব্যবহার তাঁহার লিখিতে জানার বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী যুক্তি নহে। কারণ অনুরূপভাবে কাতেবের ব্যবহার সেই যুগে সাধারণ ছিল, এমনকি জ্ঞানী পন্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।"
কিন্তু এটা একটা দুর্বল যুক্তির অবতারণা যে যেহেতু নবী করীম (সাঃ) "আলী (রাঃ) এর সাথে একই পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন সেহেতু তিনি পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন," বা সেই কারণে তাঁরও পড়া লেখা জানা সম্ভব ছিল। ইহা কেবল রেভারেন্ড ভদ্রলোকের পক্ষে মহানবী (সাঃ) এর জীবনের প্রাথমিক ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। হযরত আলী (রাঃ) এবং নবী করীম (সাঃ) তাঁদের বয়সের অনেক বছর ব্যবধান হওয়ার কারণে একত্রে লালিত-পালিত হতে পারেন না। আলী (রাঃ) থেকে আঁ হযরত (সঃ) উনত্রিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর এক সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার যুক্তিতে হস্তক্ষেপ না করলে তাঁদের দু'জনের বয়সের বিরাট পার্থক্য দ্বারা স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে নাকচ হয়ে যায়, হযরত আলীই বরং হযরত নবী আকরম (সাঃ) এর গৃহে এবং তাঁরই নিজের লালনে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (হিশাম)। আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর চাচা আবূ তালেবের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তখন, যখন তিনি অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক ছিলেন। আবূ তালেব শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য উপলব্ধি করতেন না এবং তাঁর সময়ে তাঁদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি খুব একটা সোপার্জিত সম্পদরূপে বিবেচিত হতো না। অতএব পবিত্র মহানবী (সাঃ) আবূ তালেবের গৃহে নিরক্ষরই রয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গৃহে হযরত আলী প্রতিপালিত হয়েছিলেন। খ্যাতনামা ধনী মহিলা খদীজা (রাঃ) এর সাথে তাঁর (সাঃ) বিয়ে হওয়ার কারণে প্রচুর সম্পদ তাঁর হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনিও বুঝেছিলেন সুশিক্ষা কীরূপ অমূল্য বস্তু। সুতরাং তাঁর প্রযত্নে ও মহান প্রভাবাধীনে আলী সেই যুগের বিবেচনা মতে স্বাভাবিকরূপে সুশিক্ষিত যুবকে পরিণত হলেন।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا
عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ
ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ
مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

তওরাত ও ইন্‌জীলে[১০৫৯] লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। [খ]সে তাদের সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে তাদের নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল ঘোষণা করে, অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে, তাদের ওপর চেপে থাকা বোঝা এবং তাদের গলার বেড়ি থেকে তাদের মুক্তি দেয়। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান দেয় ও সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে এর অনুসরণ করে, এরাই সফল হবে'।

১৯
[৬]
৯

দেখুন ঃ ক. ৪৮ঃ৩০; খ. ৩ঃ১০৫।

হোয়েরী সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নিরক্ষর হতেন অর্থাৎ লিখতে এবং পড়তে না জানতেন তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ও সফল ব্যবসায়ী হ'তে পারতেন না। তার এ ধারণার জন্ম হয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর যুগের উন্নত কৃতকার্য ব্যবসায়ী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাহেতু। হোয়েরী সাহেব এরূপ আপত্তি উত্থাপন করতেন না, তিনি যদি জানতেন যে এ বিংশ-শতাব্দীতেও এশিয়ায় এমন অনেক উচ্চ স্তরের অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী রয়েছে যারা এমন কি প্রাথমিক শিক্ষাও পাননি। মহানবী (সাঃ)এর সময়ে মক্কাতে বিদ্যাশিক্ষা খুব একটা সুনজরে দেখা হতো না। অল্পসংখ্যক লোকেই লিখতে ও পড়তে জানতো। কিন্তু অনেক লোকই জাঁকালো ও সমৃদ্ধ ব্যবসা সফল ও সার্থকভাবে পরিচালনা করতো। আরবে সেই যুগে ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বিদ্যা শিক্ষা অপরিহার্য শর্ত বা যোগ্যতারূপে বিবেচিত হতো না। অধিকন্তু খদীজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে মাইসারাহ্ নামের এক কৃতদাস দিয়েছিলেন, যে সকল সওদাগরী সফরে তাঁর সঙ্গে থাকতো আর সে পড়ালেখাও জানতো। এ বাস্তব ঘটনা হোয়েরী সাহেবের মন্তব্যের ভিত্তিকে ভূমিসাৎ করে দেয়।

নবী করীম (সাঃ) মুয়াবিয়াকে 'বা' এবং 'সীন' সঠিকভাবে লিখতে যে আদেশ দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হাদীসটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। আব্বাসীয়দের শাসন আমলে উমাইয়াদেরকে হেয় ও খাটো করার জন্য অনেক বর্ণনা হাদীস শরীফে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। উক্ত হাদীসে এটা দেখাবার প্রচেষ্টা হয়েছে যে খ্যাতিমান উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট এক প্রধান ব্যক্তি মুয়াবিয়ার মত লোকও নেহায়েত অল্প শিক্ষার মানুষ ছিল, যে নাকি 'বে' এবং 'সীন'এর মত সহজ অক্ষরকেও শুদ্ধভাবে লিখতে পারতো না। যা হোক বর্ণিত হাদীসটি যদি নির্ভরযোগ্য বলেও প্রমাণিত হয় তাতেও প্রতিপন্ন হয় না যে আঁ হযরত (সাঃ) লিখা-পড়া জানতেন। কেননা অপরের দ্বারা কুরআন লেখাতে লেখাতে তিনি এত বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন যে আরবী বর্ণের সাধারণ গঠনপ্রণালীর সাথে পরিচিত হয়ে যাওয়া এবং কোন কোন শব্দ সঠিকভাবে লিখবার নির্দেশ দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে কাগজ-কলম আনতে বলেছিলেন, এ বাস্তব ঘটনাও হোয়েরী সাহেবের অনুমানকে সমর্থন করে না। ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে যখনই আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকট কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি কাগজ-কলম আনতে বলতেন এবং তাঁর লেখকদের মাঝে একজনকে অবতীর্ণ হওয়া আয়াত লিখে নিতে নির্দেশ দিতেন। অতএব হুযূর (সাঃ) কেবল কাগজ-কলম আনতে বলার কারণে প্রমাণিত হয় না যে তিনি নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন। তার তর্কের সমর্থনে উত্থাপিত উক্তিটি অর্থাৎ 'পড় তোমার প্রভুর নামে' তার পক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করে না। ৯৬ঃ২ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী 'ইক্‌রা' (অর্থাৎ পড়) শব্দের অর্থ লিখিত কোন বিষয়কে কেবল পড়া বুঝায় না। এর অর্থ এও হয় যে অন্যের নিকট থেকে শুনে পুনরাবৃত্তি করা, পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলা বা পড়া। এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফ থেকে এ ঘটনার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হলো, প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা 'ইক্‌রা' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, কোন লিখা বস্তু নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে পড়ার জন্য এটা উপস্থাপন করেননি। তাঁকে শুধু বলা হয়েছিল মৌখিক পুনরাবৃত্তি করতে যা ফিরিশ্‌তা তাঁর নিকট আবৃত্তি করেছিলেন। অধিকন্তু কোন কোন খৃষ্টান লেখকের দাবী হলো, নবী করীম (সাঃ) পড়ালেখা জানতেন না, এ ধারণার সূচনা হয়েছিল তাঁর পুনঃ পুনঃ এ দাবীর মাধ্যমে যে তিনি 'নিরক্ষর নবী' (অর্থাৎ উম্মী নবী)। এ দাবী যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে তিনি যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর দিবা-

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১০৫৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫৯। তুমি বল, [ক]'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য[১০৬০] আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। [খ]তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁর এ রসূল উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে। আর তোমরা তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۣالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ
كَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٩﴾

★ ১৬০। আর [গ]মূসার জাতিতে (এমন) একদল ছিল যারা সত্যের মাধ্যমে পথ দেখাতো এবং এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার করতো[১০৬১]।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। আর [ঘ]আমরা তাদেরকে বারটি গোত্রে (তথা) জাতিতে বিভক্ত করেছি। আর মূসার কাছে [ঙ]তার জাতি যখন পানি চাইলো তখন আমরা তার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিতে আঘাত কর[১০৬১-ক]।'

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا
اُمَمًا ۭ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ
اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ১০৮; ২৫ঃ২; ৩৪ঃ২৯; খ. ২ঃ২৫৯; ২৩ঃ৮১; ৪৪ঃ৯; ৫৭ঃ৩; গ. ৭ঃ৮২; ঘ. ৫ঃ১৩; ঙ. ২ঃ৬১।

রাত্র বসবাস করতেন এবং যারা প্রতিদিন তাঁর (উক্ত দাবী মতে) পড়তে ও লিখতে দেখেছিল, তারা আবিষ্কার করতে পারলো না যে তিনি 'উম্মী' (নিরক্ষর) ছিলেন কি-না এবং তারা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েছিল শুধু তাঁর পুনঃ পুনঃ এ ঘোষণা বা দাবীর কারণে যে তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন! 'হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর শ্রুতিলেখকের ব্যবহার দ্বারা তাঁর লিখন-বিদ্যা না জানা প্রমাণিত হয় না। কারণ কাতেব ব্যবহারের এরূপ রীতি সেই যুগে প্রচলিত ছিল, এমনকি সর্বাধিক বিদ্বান লোকদিগের মাঝেও ছিল' হোয়েরী সাহেবের এ যুক্তিতর্ক আরব এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রকৃত ঘটনা হলো, রসূলে করীম (সাঃ) এর যামানায় আরবদের মাঝে 'ওলামা' অথবা বিদ্বান পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ অর্থে ছিল না, যে অর্থে এ যুগে উক্ত শব্দ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তারা শ্রুতিলেখক এবং কারণিক রাখতেও অভ্যস্থ ছিল না। এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে কোন একজন আরববাসী কাতেব নিযুক্ত করেছিল। বিদ্বান-পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মত পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত এটাই যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত পড়তে এবং লিখতে জানতেন না। এ বিষয়ে কুরআন করীমে আছে যে এ নবী (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, অন্তত আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীরূপে দাবী অবধি (২৯ঃ৪৯)। যা হোক জীবনের শেষ দিকে তিনি কয়েকটি শব্দের পাঠোদ্ধার করতে শিখেছিলেন মাত্র।

১০৫৯। নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্কে বাইবেলের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখুনঃ- মথি-২৩ঃ৩৯; যোহন-১৪ঃ১৬,২৬, ১৬ঃ৭-১৪, দ্বিতীয় বিবরণ- ১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২, যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৭; ও ২০ঃ৬২, সলোমন-এর পরমগীত-১ঃ৫-৬, হবক্কুক-৩ঃ৭।

১০৬০। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্ তাআলার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা যে জাতির নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন সে জাতির উদ্দেশ্যে ছিল এবং সেই বিশেষ কালের জন্য যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। মানবেতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে।

১০৬১। হযরত মূসা (আঃ) এর উম্মতের মাঝে সকলেই অসাধু ছিল না। তাদের একদল শুধু নিজেরাই ভাল ছিল না, অধিকন্তু অন্যদেরকেও সত্যের পথে পরিচালিত করতো এবং ন্যায় কাজ করতো। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন কখনো কোন জাতিকে ঢালাওভাবে নির্বিচারে নিন্দা করে না।

১০৬১ক। টীকা ১০১ দ্রষ্টব্য।

الْحَجَرَ ۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦١﴾

তখন তা থেকে বারটি ঝরণা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের পানি পান করার স্থান চিনে নিল। আর [ক]আমরা তাদের ওপর মেঘ দিয়ে ছায়া করে দিলাম। আর আমরা তাদের জন্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করলাম (এবং বললাম,) 'আমরা তোমাদের যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও'। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম[১০৬২] করেনি বরং নিজেদেরই প্রতি যুলুম করছিল।

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। আর (স্মরণ কর) তাদের [খ]যখন বলা হয়েছিল, "তোমরা এ শহরে বসবাস কর, এতে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও এবং বল, (হে আল্লাহ্!) 'ক্ষমা চাই' এবং এ (শহরের) সদর দরজা দিয়ে অনুগত হয়ে প্রবেশ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিব এবং আমরা সৎকর্মপরায়ণদেরকে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি দান করবো।"

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। কিন্তু তাদের মাঝে [গ]সীমালংঘনকারীরা (উপরোক্ত কথাকে) এমন এক কথায় পরিবর্তন করে দিল যা [গ]তাদের বলা হয়নি। অতএব আমরা তাদের ক্রমাগত সীমালংঘনের কারণে আকাশ থেকে তাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ করলাম।

২০ [৫] ১০

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। আর তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) সাগর-তীরে অবস্থিত সেই জনপদ[১০৬৩] সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর যেখানে তারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) [ঘ]সাবাতের বিধান লংঘন করতো। তাদের (জন্য নির্ধারিত) সাবাতের দিনে তাদের মাছ তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে[১০৬৪] আসতো। আর যেদিন তারা সাবাত[১০৬৪-ক] পালন করতো না তাদের কাছে সেগুলো আসতো না। এভাবেই [ঙ]তাদের ক্রমাগত দুষ্কর্মের দরুন আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫৮; ২০ঃ৮১; খ. ২ঃ৫৯; গ. ২ঃ৬০; ঘ. ২ঃ৬৬; ৪ঃ১৫৫; ঙ. ৭ঃ১৬৯।

১০৬২। তারা (ইহুদী জাতি) নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল এবং সত্যের সংগ্রামের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি।

১০৬৩। এ আয়াতে উল্লেখিত 'আল্ কারিয়াহ্' (শহরটি) লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'আইলা'(Elath) বলে কথিত শহরকে বুঝায়। এটি লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখায় 'অ্যায়েলা-নিটিক' উপসাগরের তীরে অবস্থিত (যার নাম স্থানের নামানুসারে হয়েছে) এবং ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার এটাই শেষ সীমা বলে উল্লেখিত হয়েছে (১-রাজাবলী-৯ঃ২৬ এবং ২-বংশাবলী-৮ঃ১৭)। হযরত সুলায়মান (আঃ) এর সময়ে এ শহর ইসরাঈলীদের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সম্ভবত তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে 'উয্‌যিয়াহ্' (Uzziah) তা পুনর্বিজয় করেছিল এবং 'আহাযের' সময় আবার তারা তা হারায় (এনসাই বিব. এবং যিউ এনসাই ক্লোঃ)।

১০৬৪। "শুররাআন" (পানির উপর দিয়ে) এর আর এক অর্থ তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল।

১০৬৪-ক। সাব্বাত (সাপ্তাহিক কর্ম বিরতি) এর দিন যখন কোন মাছ ধরা হতো না তখন তারা সহজাত প্রবণতার দরুন বুঝতে পারতো, তাদের জন্য নিরাপদ সময় কোন্‌টি। এ কারণে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে পানির ওপরে ভেসে সাব্বাতের দিনে উপকূলের নিকটবর্তী হতো। এ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১৬৫। আর (স্মরণ কর) তাদের একদল যখন বললো, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করতে অথবা কঠোর আযাব দিতে যাচ্ছেন?' তারা বললো, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে দায়মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে (উপদেশ দিচ্ছি) যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে'।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ
قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾

★ ১৬৬। অতএব [ক]যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন মন্দ কাজ থেকে বারণকারীদের আমরা উদ্ধার করলাম এবং যারা অন্যায় করেছিল তাদের ক্রমাগত দুষ্কর্মের দরুন আমরা তাদেরকে এক কঠোর আযাবে জর্জরিত করলাম।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। যে বিষয়ে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এরপরও তারা যখন ঔদ্ধত্যের সাথে তা অমান্য করলো তখন আমরা তাদের বললাম, 'তোমরা [খ]লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও[১০৬৫]।'

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন, [গ]নিশ্চয় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এমন লোকদের উত্থান ঘটাতে থাকবেন[১০৬৬] যারা তাদের ভীষণ শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা[১০৬৬-ক]। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। আর আমরা বিভিন্ন জাতিতে তাদের বিভক্ত করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলাম। তাদের মাঝে কিছু পুণ্যবানও ছিল এবং তাদের মাঝে এর ব্যতিক্রমও ছিল। আর [ঘ]আমরা তাদের ভাল এবং মন্দ অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যেন তারা (হেদায়াতের দিকে) ফিরে আসে।

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ
الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَ
بَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٦٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৪৫ ; খ. ২ঃ৬৬; ৫ঃ৬১ ; গ. ২ঃ৬২; ৩ঃ১১৩ ; ঘ. ৭ঃ১৬৪।

ঘটনায় ইহুদীরা লোভ সংবরণ করতে পারেনি এবং তারা মাছ ধরবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে তারা পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করেছিল।

১০৬৫। ১০৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৬৬। তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী আয়াতে যে লোকদেরকে লাঞ্ছিত বানর বলা হয়েছে বাস্তবে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়নি, বরং মানুষের আকৃতিতেই ছিল, যদিও তারা যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত এবং হীন জীবন যাপন করতো এবং অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো।

১০৬৬-ক। কুরআন করীমের অনেকগুলো আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাআলা পাপীদেরকে শাস্তি প্রদানে অতি মন্থর। তিনি বার বার তাদেরকে সাময়িক অবকাশ প্রদান করে অনুগ্রহ করে থাকেন। শব্দগুলোর মর্মার্থ হলো, যখন কোন জাতির প্রতি আযাব আসা চূড়ান্ত হয়ে যায় তখন দ্রুত শাস্তি নেমে আসে। তখন কোন শক্তি তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

১০৬৭। 'আরাযা' অর্থ ধন-সম্পদ যা স্থায়ী নয়, জগতের নগণ্য বস্তুসমূহ, পার্থিব বস্তু বা পণ্যদ্রব্যসমূহ, লক্ষ্য-বস্তু (লেইন)।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০। কিন্তু [ক]তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েও সাময়িক পার্থিব ধনসম্পদকে[১০৬৭] আঁকড়ে ধরলো। আর তারা বলতো, 'নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।' অনুরূপ (আরো) ধনসম্পদ যদি তাদের কাছে আসতো তবে তারা তা-ও নিয়ে নিত। তারা যে আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবে না তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের এ দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়া হয়নি? অথচ এতে যা ছিল তা তারা ভালভাবেই পড়েছিল[১০৬৮]। আর [খ]যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালীন আবাস উত্তম। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১। আর [গ]যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নামায কায়েম করে নিশ্চয় (এমন আত্ম) সংশোধনকারীদের পুরস্কার আমরা কখনো বিনষ্ট করি না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ ع

★ ১৭২। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন তাদের ওপর [ঘ]পাহাড় উঁচু করেছিলাম যেন তা ছিল এক সামিয়ানা। আর তাদের ওপর তা ভেঙ্গে পড়বে বলে তারা মনে করেছিল[১০৬৯]। (হে বনী ইস্রাঈল!) 'আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ রাখ যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।'

২১ [৯] ১১

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩। আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন আদম সন্তানের কটিদেশ থেকে তাদের বংশধরদের গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের বিষয়ে সাক্ষী বানিয়ে দিলেন[১০৭০] এবং (জিজ্ঞেস করলেন) [ঙ]'আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এর উদ্দেশ্য হলো,) কিয়ামত দিবসে তোমরা যেন বলে না বস, 'আমরা যে এ সম্বন্ধে জানতামই না।'

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬০; খ. ৬ঃ৩৩; ১২ঃ১১০; গ. ৩১ঃ২৩; ঘ. ২ঃ৬৪; ঙ. ৪৩ঃ৪৮।

১০৬৮। 'দারাসা' শব্দের অর্থ ঃ (১) সে একটি পুস্তক পড়েছিল, (২) সে মুছে ফেল্লো, ঘষে তুলে ফেল্লো, নিশ্চিহ্ন করলো বা কোনকিছু বিলোপ করে দিল (লেইন)।

১০৬৯। ইসরাঈলীদের প্রধানগণকে পর্বতের পাদদেশ আনা হয়েছিল (যাত্রা পুস্তক-১৯ঃ১৭)। তাদের নিকট অনুভূত হচ্ছিল যে তা সামীয়ানার বা চাঁদোয়ার মত মাথার ওপরেই আছে এবং তা যে কোন সময় তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে।

১০৭০। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যিনি এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রমাণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (৩০ঃ৩১)। অথবা এও হতে পারে, এ ইংগিত আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবির্ভাব সম্পর্কে, যাঁরা আল্লাহ্ তাআলার দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। 'আদম সন্তান' বলতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝানো হয়েছে যাদের নিকট আল্লাহ্র

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। অথবা তোমরা একথা বলে না বস, [ক]'ইতোপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরাই শির্‌ক করেছে এবং আমরা যে তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম। তবে কি মিথ্যাবাদীদের কৃতকর্মের দরুন তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?'

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। আর এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি[১০৭১] এবং তারা (সত্যের দিকে) ফিরে আসবে বলে আশা রাখি।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। তুমি এদের কাছে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে (পদস্খলিত হয়ে) দূরে সরে পড়লো। তখন শয়তান তার পিছু নিল এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল[১০৭২]।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

★ ১৭৭। আর আমরা যদি চাইতাম এসব (নিদর্শনাবলীর) মাধ্যমে আমরা তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার[১০৭৩] প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। তার দৃষ্টান্ত সেই কুকুরের ন্যায় যাকে তুমি তাড়া করলেও সে জিব বের করে হাঁপায়, অথবা তুমি এটাকে (তাড়া না করে) ছেড়ে দিলে (তোমাকে তাড়া করে) সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে[১০৭৪]। এটা হলো

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৩৯।

নবীগণ আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নূতন নবীর আগমনই এ ঐশী-জিজ্ঞাসা তুলে ধরে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই?' এতে এ সত্যই প্রকাশ করা হয় যে আল্লাহ্ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং একইরূপে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করেছেন তখন সে কীরূপে আল্লাহ্‌র প্রভুত্বকে অস্বীকার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে। কারণ এমতাবস্থায় তারা এ বলে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে তারা আল্লাহ্ তাআলাকে বা তাঁর বিধানকে অথবা বিচার দিবস সম্বন্ধে জানতো না।

১০৭১। নবীর আবির্ভাব তাঁর যুগের মানুষকে ১৭৩ নং আয়াতে উল্লেখিত অজুহাত উত্থাপন করার সুযোগ দেয় না। কারণ তখন সত্যকে মিথ্যা হতে স্পষ্ট করে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রতিমা পূজা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যাত এবং নিন্দিত হয়।

১০৭২। বিশেষ কোন এক ব্যক্তির প্রতি এ ইংগিত নয়, বরং সেই সব লোকের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা নবীর মাধ্যমে নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন এবং যারা সেই নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ উক্তি কুরআন করীমের অন্যত্র (২ঃ১৮) পাওয়া যায়। বর্তমান আয়াত বিশেষভাবে বালা'ম বিন-বা'উর এর সংগেও সম্পৃক্ত বলা যায়। সে হযরত মূসা (আঃ) এর যুগে বাস করতো এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিল। অহংকার তার মাথায় চেপেছিল, ফলে অপমানজনক অবস্থায় তার জীবনাবসান হয়েছিল। আবূ জাহ্‌ল বা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন্ সলুল বা অনুরূপ প্রত্যেক কুখ্যাত কাফির ও মুনাফিক সর্দারের প্রতিও এ আয়াত প্রযোজ্য।

১০৭৩। পার্থিব বিষয়াদি, বিশেষতঃ অর্থের প্রতি আসক্তি।

১০৭৪। 'ইয়ালহাস' (লাহাসা হতে উদ্ভুত যার অর্থ ক্লান্ত অথবা শ্রান্ত হয়ে তার উর্দ্ধশ্বাস শুরু হয়েছিল) শব্দের মর্মার্থ হলো, এরূপ ব্যক্তি যাকে ধর্মের কাজে কুরবানী করতে বলা হোক বা না-ই হোক, মনে হয় সর্বদাই সে যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মত হাঁপাতে থাকে, ক্রমবর্ধিত কুরবানীর বোঝা তাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করে ফেলেছে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

সেইসব লোকের দৃষ্টান্ত যারা আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে। সুতরাং তুমি এসব (ঐতিহাসিক) ঘটনা বর্ণনা কর যাতে (এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য) তারা চিন্তাভাবনা করে।

سَآءَ مَثَلًا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। [ক]সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তারা নিজেদেরই ওপর অবিচার করতো।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। [খ]যাকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাদের পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। আর নিশ্চয় আমরা জাহান্নামের[১০৭৫] জন্য জিন ও সাধারণ মানুষের এক বড় অংশকে সৃষ্টি করেছি। [গ]তাদের হৃদয় থাকতেও তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ থাকতেও তা দিয়ে তারা অবলোকন করে না। আর তাদের কান থাকতেও তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। [ঘ]এরাই পশুতুল্য, বরং এরা (এর চেয়েও) নিকৃষ্ট। এরাই প্রকৃত অর্থে অজ্ঞ।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। আর সব সুন্দরতম নাম (অর্থাৎ গুণাবলী) [ঙ]আল্লাহ্‌রই। সুতরাং তোমরা তাঁকে এসব (নাম) ধরে ডাক[১০৭৬]। আর যারা তাঁর নামের ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন করে তোমরা তাদের পরিত্যাগ কর[১০৭৭]। অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তাদের দেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১২; ৭ঃ১৮৩; ৮ঃ৫৫; খ. ১৭ঃ৯৮; ১৮ঃ১৮; গ. ২ঃ৮; ২২ঃ৪৭; ৪৫ঃ২৪; ঘ. ২৫ঃ৪৫; ঙ. ১৭ঃ১১১।

১০৭৫। এখানে 'লেজাহান্নামা' শব্দের 'লাম'কে 'লামে আকেবা' বলা হয় যা দ্বারা পরিণতি বা লব্ধ ফল বুঝায়। কাজেই এ আয়াত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য বলা হয়নি, বরং তা এখানে কেবল বহু মানুষ এবং জিন এর তুচ্ছ জীবনের মন্দ পরিণতির জন্য দুঃখ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (শেষোক্ত শব্দ 'জিন' এর অর্থ বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, যেমনঃ শাসনকর্তা বা প্রধান বা বড় লোক)। এরা যেরূপ পাপ এবং পাপাচারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে থাকে তাতে মনে হয় এরা যেন জাহান্নামের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

১০৭৬। আল্লাহ্‌ তাআলার নিজস্ব নামবাচক শব্দ (Proper name) 'আল্লাহ্‌'। আর সবই তাঁর গুণবাচক নাম। দোয়া করার সময় প্রার্থনাকারীর আল্লাহ্‌ তাআলার সেই পবিত্র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করা উচিত যা তার দোয়ার বিষয়বস্তুর সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

১০৭৭। আল্লাহ্‌ তাআলার মহান সীফত তথা গুণাবলীর ব্যাপারে সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, কুরআন অথবা হাদীসে উল্লেখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলার এমন কোন সিফ্‌তের কল্পনা করার প্রয়োজন নেই যেগুলো তাঁর মহিমা, মর্যাদা এবং সর্ব-ব্যাপক রহমতের বিরোধী।

২২ [১০] ১২

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। আর আমাদের [ক]সৃষ্টির মাঝে এমন এক দল আছে যারা (লোকদেরকে) সত্যের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দান করে এবং এরই মাধ্যমে সুবিচার করে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩। আর [খ]যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা ক্রমে ক্রমে এমন দিক থেকে তাদের ধরে ফেলবো যা তারা জানে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৪। আর [গ]আমি তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় আমার কৌশল অতি শক্তিশালী।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। তারা কি ভেবে দেখে না [ঘ]তাদের সাথীর (অর্থাৎ এ রসূলের)[১০৭৮] মাঝে কোন পাগলামী নেই? সে কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। তারা কি [ঙ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং আল্লাহ্র[১০৭৯] প্রতিটি সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে দেখে না? আর তাদের নির্ধারিত কাল যে সম্ভবত ঘনিয়ে এসেছে (সে ব্যাপারেও কি তারা চিন্তাভাবনা করে দেখে না)? [চ]অতএব এরপর আর কোন্ কথায় তারা ঈমান আনবে[১০৮০]?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۭ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। [ছ]আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাকে হেদায়াত দেয়ার কেউ নেই। আর [জ]তিনি তাদের ঔদ্ধত্যে দিশেহারা অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেন।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৬০; খ. ৩ঃ১২; ৭ঃ১৮৩; ৮ঃ৫৫; গ. ৩ঃ১৭৯; ৬৮ঃ৪৬; ঘ. ২৩ঃ২৬; ৩৪ঃ৪৭; ৫২ঃ৩০; ৮১ঃ২৩; ঙ. ৬ঃ৭৬; ১০ঃ১০২; চ. ৪৫ঃ৭; ৭৭ঃ৫১; ছ. ৭ঃ১৭৯; ১৭ঃ৯৮; ১৮ঃ১৮; জ. ২ঃ১৬; ৬ঃ১১।

১০৭৮। 'সাহিব' (অর্থ সংগী, সাথী) শব্দের মধ্যে যেমন রসূলে করীম (সাঃ)এর বিরুদ্ধে আনীত পাগলামীর অভিযোগ খন্ডন করা হয়েছে, তেমনি এতে মক্কাবাসীদের প্রতিও প্রচ্ছন্ন তিরষ্কার নিহিত রয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) তাদের সহচর। তিনি তাদের মাঝে বসবাস করেছেন, তাদের মাঝেই চলা-ফেরা করেছেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তারা তাঁর সম্বন্ধে অবহিত। কাজেই সেরূপ কিছু হলে তারা সহজেই বুঝতে পারতো। কিন্তু তারাতো তাদের অন্তরের অন্তস্তলে স্থির নিশ্চিত যে নবী করীম (সাঃ) এর মাঝে পাগলামীর কোন কিছুই নেই।

১০৭৯। মক্কাবাসীরা কি দেখছে না, তাদের চতুর্দিকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে যা এক নূতন যুগের আগমনের প্রতি নির্দেশ করছে? সমস্ত নিদর্শন বাস্তব ঘটনার প্রতি ইংগিত করছে যে প্রতিমা উপাসনা দেশ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে এবং তা ইসলামের জন্য নিজ স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। 'মালাকুত' (কর্তৃত্ব) শব্দ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণকে বুঝায় যার মাধ্যমে তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী পরিচালনা করেন।

১০৮০। কুরআন করীমের মত পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও পূর্ণাংগ বিধানকেই যখন অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করছে তখন তাদের জন্য আর কি অবশিষ্ট আছে যার ওপর তারা ঈমান আনতে পারে?

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। কিয়ামত সম্বন্ধে [ক]তারা জিজ্ঞেস করে, 'কবে তা সংঘটিত হবে[১০৮১]?' তুমি বল, [খ]'এর জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে এর প্রকাশ ঘটাবেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবী (এর ভারে) ভারাক্রান্ত[১০৮২] হবে। এটা [গ]তোমাদের ওপর অকস্মাৎই এসে পড়বে।' তারা তোমাকে (এ ব্যাপারে) এভাবে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে সবই জান[১০৮৩]। তুমি বল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।'

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯। [ঘ]তুমি বল, 'আমি আমার নিজের ভালো মন্দের মালিক নই। তবে আল্লাহ্ যা চাইবেন (তা-ই আমার হবে)। আর আমি যদি অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রচুর ধনসম্পদ জড় করে নিতাম এবং আমাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শও করতো না। ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্য [ঙ]আমি যে কেবল এক সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা'।

২৩ [৭] ১৩

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٩٠﴾

★ ১৯০। [চ]তিনিই তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জীবনসঙ্গিনী বানিয়েছেন [ছ]যেন সে তার মাঝে প্রশান্তি[১০৮৪] খুঁজে পায়। এরপর সে যখন তাকে ঢেকে দেয় তখন সে গর্ভবতী হয়ে এক লঘু ভার বহন করে এবং তা নিয়ে চলাফেরা করে। এরপর সে যখন ভারী হয়ে ওঠে তখন তারা উভয়েই তাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, 'তুমি যদি আমাদেরকে এক সুস্থ পুণ্যবান সন্তান দাও তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ৬৪; ৭৮ঃ২; ৭৯ঃ৪৩; খ. ৩১ঃ৩৫; ৪৩ঃ৮৬; গ. ১৬ঃ৭৮; ৫৪ঃ৫১; ঘ. ১০'৫০; ৭২ঃ২২; ঙ. ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ১১ঃ৩; চ. ৪ঃ২; ১৬ঃ৭৩; ৩৯ঃ৭; ছ. ৩০ঃ২২।

১০৮১। 'মুরসা' শব্দ অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ বা কালবাচক বিশেষ্য বা স্থানবাচক বিশেষ্য (লেইন)। 'আইয়ানা মুরসাহা' অর্থ কখন আসবে সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ বা মুহূর্ত?

১০৮২। শাস্তি পাওয়াটা যেমন মানুষের নিকট যন্ত্রণাদায়ক তেমনি শাস্তি দেয়াটাও আল্লাহ্ তাআলার নিকট বেদনাদায়ক এবং এটাই হলো 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী এর ভারে ভারাক্রান্ত হবে' বাক্যের মর্মার্থ। 'আকাশসমূহ' আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্তার প্রতীক এবং 'পৃথিবী' মানবের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৮৩। 'হাফিউন্' অর্থ অধিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে আনন্দ প্রকাশ, জানার জন্য সীমাতিরিক্ত প্রশ্ন করা অথবা সবিশেষ অবহিত (লেইন), পরম দয়ালু (মুফরাদাত)।

১০৮৪। মানুষের বিয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, নারী এবং পুরুষ একে অন্যের জন্য প্রশান্তির কারণ বিশেষ। পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই মিশুক এবং অন্তরংগ সাথী পাওয়ার জন্য উম্মুখ। বিয়ের মাধ্যমেই এটা লাভ করা যায়।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে সুস্থ পুণ্যবান সন্তান দান করলেন তখন তারা তাঁর সে দানে (অন্যদেরকে) তাঁর শরীক সাব্যস্ত করতে লাগলো। অথচ তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ এর অনেক উর্ধ্বে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯২। [ক]তারা কি তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট?

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। [খ]আর তারা তাদের (কাউকে) কোন সাহায্য করতেও সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। আর তুমি তাদেরকে [গ]হেদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনো তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক বা চুপ থাক (তা) তোমাদের জন্য সমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক নিশ্চয় তারাও তোমাদের মত (সৃষ্ট) বান্দা। [ঘ]অতএব তোমরা[১০৮৫] তাদের ডাকতে থাক। আর তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিকতো দেখি!

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। [ঙ]তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরতে পারে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখতে পারে, অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক, এরপর [চ]সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেখ এবং তোমরা আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না[১০৮৬]।

اِنَّ وَلِيِّ يَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। [ছ]নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ্, যিনি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদেরই অভিভাবক হয়ে থাকেন।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২১; ২৫ঃ৪; খ. ৭ঃ১৯৮; ২১ঃ৪৪; ৩৬ঃ৭৬; গ. ৭ঃ১৯৯ ঘ. ৩৫ঃ১৫; ঙ. ২ঃ৮; ২২ঃ৪৭; ৪৫ঃ২৪; চ. ১০ঃ৭২; ১১ঃ৫৬; ছ. ৪৫ঃ২০।

১০৮৫। এ আয়াত মূর্তি পূজারীদেরকে খোলাখুলিভাবে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে সকল জীবন্ত ও অচেতন বস্তু যাদেরকে এরা উপাস্য বলে ডাকে, কখনই তারা এদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। কারণ প্রতিমাসমূহ এ ক্ষমতাই রাখে না। কিন্তু জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁর ভক্তদের দোয়া কবুল করে থাকেন।

১০৮৬। পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে কাফিরদেরকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করা হয়েছিল একেই এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে সম্প্রসারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এদের প্রচারাভিযানে এদেরকে সাহায্য করতে এদের প্রতিমাগুলোকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য, এদের সমস্ত উপায়-উপকরণ কাজে লাগাবার জন্য, এদের যাবতীয় শক্তি জড়ো করে ইসলামের ওপর আক্রমণ করে একে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য, এদের কোন প্রচেষ্টা বা সম্ভাব্য কোন অবলম্বনই বাকী না রেখে আল্লাহ্‌র নবীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের তরেও সময় নষ্ট না করে এরা দেখে নিক এদের দৃঢ়-সংকল্প এবং সমবেত প্রচেষ্টা তাঁর কী ক্ষতি সাধন করতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁর মিশনকে সফলতা ও বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন (৫ঃ৬৮ ও ৫৮ঃ২২)।

১৯৮। আর তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা [ক]যাদের ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, এমন কি তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।'

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯। [খ]আর তোমরা তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকলে তারা শুনে না। আর যদিও [গ]তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে কিন্তু তারা দেখে না[১০৮৭]।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٩﴾

২০০। [ঘ]তুমি মার্জনার পথ অবলম্বন কর এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দাও[১০৮৭-ক] আর অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০১। আর [ঙ]শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি প্ররোচিত হলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠١﴾

২০২। সেইসব লোক, যাদেরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে প্রতারিত করলে[১০৮৮] তারা আল্লাহ্‌র [চ]তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, সচেতন হয়ে উঠে এবং তাদের চোখ খুলে যায়, নিশ্চয় (তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়)।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। আর এ (কাফিরদের) ভায়েরা তাদের বিপথে টানে। আর তারা (এতে) কোন ত্রুটি করে না।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٣﴾

★ ২০৪। আর তুমি তাদের কাছে কোন (প্রকাশ্য) নিদর্শন নিয়ে না এলে তারা বলে, 'তুমি কেন তা বানিয়ে আন না?' তুমি বল, [ছ]'আমার প্রতি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে [জ]এগুলো হলো আলো দানকারী নিদর্শন[১০৮৯] এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৯৩; ২১ঃ৪৪; ৩৬ঃ৭৬; খ. ৭ঃ১৯৪; গ. ১০ঃ৪৪ ঘ. ৩ঃ১৬০; ৩১ঃ১৮; ঙ. ৪১ঃ৩৭; চ. ৩ঃ১৩৬; ছ. ৬ঃ৫১; জ. ৬ঃ১০৫; ১৭ঃ১০৩

১০৮৭। ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ব্যক্তি সত্য গ্রহণে অস্বীকার করে, যদিও তার অসমর্থনযোগ্য অবস্থার প্রমাণরূপে যতই স্পষ্ট এবং অভ্রান্ত নিদর্শনাবলী তার নিকট প্রদর্শিত হোক না কেন। ইসলাম ধর্ম তাদের চোখের সামনে দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে দেখেও অবিশ্বাসীরা না দেখার ভান করে এবং একে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

১০৮৭-ক।'উরফ' অর্থ এরূপ কর্ম যা বিমল বা অকলংকিত মানব চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ।

১০৮৮। এ উক্তির তাৎপর্য এটাই যে সাধু ব্যক্তিগণকে যখন শয়তান ক্রোধান্বিত করতে প্ররোচনা দেয় অথবা দুষ্ট লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখন তারা আল্লাহ্ তাআলার শরণাপন্ন হয়।

১০৮৯। 'বাসিরাতুন' এর বহুবচন 'বাসায়েরুন' যার অর্থ দৃষ্টিশক্তি, বিবেক, বুদ্ধি, মনের উপলব্ধি ক্ষমতা বা বোধশক্তি বা মেধা ও অন্তরের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২০৫। আর [ক]যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শুনো[১০৯০] এবং নীরব থেকো যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۵﴾

২০৬। আর [খ]তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে, সভয়ে আর অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো এবং তুমি কখনো অমনোযোগী হয়ো না।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۶﴾

সিজদা-১

২০৭। নিশ্চয় [গ]যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না। আর তারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই সিজদা করে[১০৯১]।

২৪ [১৮] ১৪

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۰۷﴾ السجدة

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১০৭; খ. ৬ঃ৬৪; ৭ঃ৫৬; গ. ২১ঃ২০-২১; ৪১ঃ৩৯

দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়, ধর্মে স্থিরতা বা দৃঢ়তা, প্রমাণিত বিবৃতি বা ঐশী-বিধান, যুক্তি-প্রমাণ বা দলিল, সাক্ষী, দৃষ্টান্ত যা দিয়ে কাকেও সতর্ক করা হয়, রক্ষক বা ঢাল (মুফরাদাত, লেইন)।

১০৯০। কাফিরদের তাজা নিদর্শন দেখার দাবীর উত্তরে এখানে তাদেরকে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এটি প্রচুর নিদর্শন এবং যুক্তি-প্রমাণাদি ধারণ করে।

১০৯১। 'আসা..ল' শব্দ ('আসিল' এর বহুবচন) যার অর্থ সন্ধ্যা। এতে দৈনিক চার ওয়াক্ত অর্থাৎ যুহর, আস্‌র, মাগরিব ও ইশা নামাযের ইঙ্গিত হতে পারে। পক্ষান্তরে 'বিলগুদুয়ে' ফজর নামাযের প্রতি ইংগিত হতে পারে। এ আয়াত কুরআন শরীফের মাঝে প্রথম সিজদার আয়াত।

সূরা আল্ আন্‌ফাল-৮ ও সূরা আত্ তাওবা-৯
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

শিরোনাম, অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও সূরা দু'টির মধ্যে সম্পর্ক

যদিও সাধারণত মনে করা হয় এ সূরা দু'টির প্রথমটিই আল্ আন্‌ফাল নামে পরিচিত, আসলে কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটি দু'টি প্রধান অংশে বিন্যস্ত হয়েছে, যার এক অংশের নাম আন্‌ফাল এবং অপর অংশের নাম তাওবা। এথেক বুঝা যায় সূরা তাওবা বা বারাআত কোন আলাদা সূরা নয়, বরং সূরা আন্‌ফালেরই একটি অংশ। সমস্ত কুরআন শরীফে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যে এ সূরাকে আলাদা অংশে বিভক্ত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা অন্য সূরাগুলো অখন্ড হিসাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা তাওবা যে কোন আলাদা সূরা নয় বরং সূরা আনফালেরই একটি অংশ তা এ থেকেও বুঝা যায় যে এর প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম' আয়াত নেই, অথচ এ 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াত সকল সূরার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঐশী ইচ্ছায় প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভেই অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুত বিষয়-বস্তুর দিক থেকে সূরা দু'টির মাঝে এমন গভীর সাদৃশ্য রয়েছে যাতে সাব্যস্ত হয়, সূরা দু'টি আসলে একটি অভিন্ন সূরা। সূরা আন্‌ফাল ও তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আন্‌ফাল হিজরতের পরবর্তী ১ম ও ২য় বছরে যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন অবতীর্ণ হয়েছে। বুখারীর (রহঃ) মতানুযায়ী হিজরতের নবম বছরে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের অংশসমূহের মাঝে শেষের দিকে সূরা তাওবা বা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে।

উভয় সূরা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

সূরা আন্‌ফালে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে এক মহান বিজয় দান করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সহায়-সম্পত্তি পরিণামে তাদেরই হস্তগত হবে। সূরা আন্‌ফালে এর ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর অনন্ত প্রজ্ঞায় বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি প্রদান বিলম্বিত করেন তখন বিরুদ্ধবাদীরা এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্বাসীদের সাথে অযথা হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে থাকে। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো এবং সূরা আন্‌ফালে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন হলো তখন সূরাটির বাকী অংশ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের (অস্বীকারকারীদের) উদ্দেশ্যে এতে বলা হয়, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত মুশরিক বা অংশীবাদীদের প্রতি (যাদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল যে ইসলাম পরিণামে বিজয়ী হবে) এক পরিষ্কার ঘোষণা যে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এ বিষয়ে এখন দায়মুক্ত। অতএব তোমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চারমাস কাল পরিভ্রমণ করে দেখ এবং জেনে রাখ তোমরা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কুরআনের কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য ঘোষণাটিকে এ অর্থে বুঝাতে চেয়েছেন, অংশীবাদীদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি হয়েছিল এর সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য এটা ছিল একটি বিজ্ঞপ্তিস্বরূপ। এটার মেয়াদ ছিল চারমাস, যার পর তাদের সাথে চুক্তির সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করা হবে। কিন্তু পূর্বাপর বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে আলোচ্য ঘোষণাটির এ ধরনের অর্থ করা সমীচীন মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথাই যদি উক্ত ঘোষণার দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর সাথে এই কথা বলার কোন অর্থ হয় না যে তোমরা চারমাস কাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে দেখ আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাই পরিণামে কার্যকরী হয়েছে কিনা? একটি মৈত্রী-বন্ধন বা চুক্তি ছেদ হওয়ায় স্বভাবতই তখন কাফিরদের জন্য অবস্থা প্রতিকূল ছিল এবং এমন অবস্থায় সামান্য অবকাশ পাওয়া গেলে সকলেই নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কেউই দেশভ্রমণের জন্য বের হবে না। তা ছাড়া উক্ত আয়াত যদি বর্তমান চুক্তিসমূহের সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেই সমস্ত অংশীবাদী যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দেয়ার কথাই বুঝিয়ে থাকে তাহলে এর পরবর্তী আয়াতের অর্থ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেননা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কারভাবে বল হয়েছে, সেই সমস্ত মুশরিক যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করতে হবে এবং চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সূরা তাওবার প্রথম আয়াতে 'আল্লাযীনা আহাত্তুম' বলে পারস্পরিক অঙ্গীকারের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে তা কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা সম্বন্ধ ছিল না, বরং মুসলমান এবং অংশীবাদী উভয়েই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্পর্কে যে ঘোষণা উদ্ধৃত করেছিল, সেই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পক্ষে সূরা আন্‌ফালে এ কথা বলা হয়েছে, মুসলমানদের মোকাবিলায় অস্বীকারকারীরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হবে। অপরপক্ষে অস্বীকারকারীরা এ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে ইসলাম একদিন নির্মূল হবে এবং মুসলমানদের সহায়-সম্পদ সবই তারা অধিকার করে নিবে। মুসলমান ও কাফিরদের এ

পরস্পরবিরোধী ঘোষণাকেই রূপকভাবে পূর্বোক্ত আয়াতে 'আহাদ' বা চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা নিজেরাই দেশের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে দেখুক যে সূরা আন্‌ফালে ইতোপূর্বে তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা সত্যে পরিণত হয়েছে কি না। অতএব প্রকৃত কথা হলো সূরা তাওবা হচ্ছে সূরা আন্‌ফালে যে মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এর পরিপূর্ণতার ঘোষণা মাত্র এবং তাই এটি কোন আলাদা সূরা নয়। সংক্ষেপে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের দিক বিবেচনা করে সূরা দু'টিকে একই সূরা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তাই যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, বদর যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন সূরা আন্‌ফাল অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর মাঝে কাফিরদের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অতঃপর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যখন মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের শেষ মোকাবিলা হয় তখন সূরা তাওবা বা বারাআত অবতীর্ণ হয়, যাতে সূরা আন্‌ফালে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মুসলমানদের অগ্রগতির এক নবযুগের সূচনা হয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু

সূরা আন্‌ফালের শুরুতেই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা এক বিরাট বিজয় লাভ করবে এবং যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এ ধরনের যুদ্ধ আল্লাহ্‌ তাআলার নিদর্শন এবং একে কেউ যেন পার্থিব উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে মনে না করে। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সাহসিকতার সাথে জেহাদ করতে হবে এবং নিজেদের শক্তি বা সংগঠনের জন্য তারা যেন কোন অবস্থায় দাম্ভিক না হয়। অন্য দিকে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য বা পরাক্রমের জন্যও তারা যেন ভীত না হয়। তাদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুগত হতে হবে এবং তারা যদি সর্ব অবস্থাতে আল্লাহ্‌র আদেশের অনুগত হয় তাহলে তারা অবশ্যই সফলতা লাভ করবে এবং শত্রুর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকবে, যেভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মক্কাবাসীদের গোপন ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। সূরাটিতে অতঃপর বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও সমর শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গর্বিত, নিজেদেরকে তারা সৎ পথে আছে বলেই মনে করে, এমনকি তাদের দৃষ্টিতে যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতও তারা কামনা করে, এই ধরনের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ শত্রুপক্ষতো সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। অতঃপর তাদের মিথ্যাবাদিতার ঘটনাবলীকে সূরাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, কাফিরদের কথা ও কাজের অসংগতি এটাই প্রমাণ করে যে তাদের ধর্মবিশ্বাস শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্ব, হৃদয়ের গভীরে এর কোন স্থান নেই। মুসলমানদেরকে অতঃপর এ ঐশী ওয়াদা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, তারা যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এর পরিণাম তাদের জন্য শুভ হবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রচেষ্টায় তারা সফলতা লাভ করবে। অবশ্য এজন্য তাদের এক যথাযথ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ও প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা এবং কাজকর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করতে হবে।

সূরাটিতে অতঃপর সন্ধি বা চুক্তির পবিত্রতার উপর আলোকপাত করে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, কাফিররা প্রায়ই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, কিন্তু এজন্য মুসলমানরা যেন তাদের নিজস্ব চুক্তিভঙ্গে অনুপ্রাণিত না হয়। কাফিরদের বিশ্বাসভঙ্গের জবাবে তাদেরকেও অনুরূপ প্রতিশোধ নিতে হবে, নতুবা এজন্য তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাদের মন হতে এ ভুল ধারণা নিরসন করতে হবে । মুসলমানদেরকে বরং সতর্কতার সাথে মৈত্রী চুক্তি বজায় রাখার জন্য সব সময় প্রচষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য এজন্য তারা তাদের যথাযথ সমর প্রস্তুতিকে যেন একদম বন্ধ না রাখে। তাদেরকে আরো বলা হয়েছে, বিবাদকালীন সময়েও কাফিররা যদি শান্তি-প্রস্তাব দেয় তাহলে সেই প্রস্তাব যেন প্রত্যাখ্যান করা না হয়। কেননা এ প্রকার শান্তি-প্রস্তাব ভঙ্গ করে পুনরায় যদি শত্রুতা শুরু করে তাহলে মুসলমানরা এ জাতীয় বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ নির্দেশ প্রসঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মুসলমানদের সাথে এক মৈত্রী-চুক্তি ভঙ্গ করেছিল অস্বীকারকারীরা এবং যার পরিণামে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানদের আরো বলা হয়েছে, অনেক যুদ্ধবন্দী তাদের হস্তগত হবে এবং এসব যুদ্ধবন্দীর সাথে তাদের সদ্ব্যবহার করা উচিত হবে।

সূরা আন্‌ফালে মুসলমানদের বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, এর পরিপূর্ণতাসূচক ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা তাওবা বা বারাআত। এর প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানরা এখন সারা আরবের অধিপতি। কাজেই কাফিররা এখন আরবের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে দেখুক, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত আরবে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে কাফিরদেরকে বারবার মুসলমানদের সঙ্গে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গ করবার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে এবং মুসলমানরা তাদের সঙ্গে যেন আর কোন নতুন সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় সেজন্য সতর্ক করা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে এ অভয়বাণী দেয়া হয়েছে, অস্বীকারকারীদের সাথে মৈত্রী-বন্ধন না থাকলেও মক্কার উন্নতিকে কেউই প্রতিহত করতে পারবে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাদের সাহায্যকারী। অতঃপর মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, আরব বিজয়ের পর আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না এবং তারা পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে এমন যেন তারা মনে না করে। বরং খৃষ্টানদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হবে এবং যেহেতু

তারা অংশীবাদী বা মুশরিক জাতি, সেহেতু তারা কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র সত্যিকারের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক তা সহ্য করবে না। তদুপরি তারা নৈতিকভাবে অধঃপতিত জাতি। কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় রত রয়েছে। এমতাবস্থায় কোন খৃষ্টান সরকারই চাইবে না, তাদের পাশাপাশি সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। এমন হলে তাদের প্রজা সাধারণ হয়তো তা দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্র ঘোষিত পবিত্র বস্তু বা বিষয়ের ওপর যথাবিহিত সম্মানপূর্বক মুসলমানরা যেন খৃষ্টানদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যেহেতু সূরা তাওবা বা বারাআতের প্রথম ৩৭ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের মাঝে কিছুটা বিরতি ছিল, তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমাংশের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাবূক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং যেভাবে পূর্বোল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, এর কথাও বলা হয়েছে। যেসব মুনাফিক ও দুর্বল বিশ্বাসী পরাক্রমশালী কাইজারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের নৈতিক দুর্বলতাকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে, মু'মিনরা যেন তাদের সাহায্য কামনা না করে। কেননা তাদের সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে কাইজারের মোকাবিলায় বিজয় দান করবেন (এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সূরা রূম এবং সূরা আল্ ফাতহ্ এ আলোচিত হয়েছে)। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। সূরাটির শেষাংশে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র কিংবা কাফিরদের প্রভূত ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) ঐশী সাহায্যে তাঁর লক্ষ্যে সাফল্য লাভ করবেন। কেননা আল্লাহ্ 'মহান আরশের অধিপতি' এবং তিনি (সাঃ) সেই আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীল।

সূরা আল্ আনফাল-৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

২। তারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে[১০৯২] জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।' অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের নিজেদের মাঝে (বিরোধের) নিষ্পত্তি করে নাও। আর তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে [খ]আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَنۡفَالِ ؕ قُلِ الۡاَنۡفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصۡلِحُوۡا ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ ۪ وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ②

৩। [গ]মু'মিন কেবল তারাই (যাদের সামনে) আল্লাহ্‌র (নাম) স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে [ঘ]এবং তাঁর আয়াতসমূহ যখন তাদের পড়ে শুনানো হয় তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে।

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَاِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُهٗ زَادَتۡهُمۡ اِيۡمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ ۚۖ ③

৪। (এ ছাড়াও প্রকৃত মু'মিন তারাই) [ঙ]যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা [চ]দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) তারা খরচ করে।

الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ ؕ ④

৫। [ছ]এরাই সত্যিকার অর্থে মু'মিন। এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক।

اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ حَقًّا ؕ لَهُمۡ دَرَجٰتٌ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِيۡمٌ ۚ ⑤

৬। সুতরাং[১০৯৩] মু'মিনদের এক দলের অপছন্দ করা সত্ত্বেও[১০৯৪] তোমার প্রভু-প্রতিপালক সঙ্গত উদ্দেশ্যে[১০৯৫] তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন।

كَمَاۤ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۙ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ৩ঃ৩৩; ৪ঃ৬০; ৮ঃ৪৭; ৯ঃ৭১; ২৪ঃ৫৫; গ. ২২ঃ৩৬; ঘ. ৯ঃ১২৪; ঙ. ৫ঃ৫৬; ৯ঃ৭১; ২৭ঃ৪; ৩১ঃ৫; ৭৩ঃ২১; চ. ২ঃ৪; ছ.৮ঃ৭৫।

১০৯২। 'আন্ফাল' দ্বারা সকল মালে-গনিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) এবং অন্যান্য সুবিধাদি বুঝায় যা মুসলমানরা আল্লাহ্ তাআলার দানরূপে বিনা পরিশ্রমে অর্জন করে (মুফরাদাত)। এ আয়াত অনুরূপ অর্জিত 'মালে-গনিমত' বিলি বন্টনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত নয়।এর জন্য ৮ঃ৪২ আয়াত দেখুন। বর্তমান আয়াত কেবল মাত্র বদরের বিজয়ের পর যে সকল 'মালে-গনিমত' মুসলমানদের হাতে পড়েছিল সেই সম্পর্কিত।

১০৯৩। সাধারণত 'মত বা সদৃশ' অর্থে ব্যবহৃত 'কামা' শব্দ কোন কোন সময় 'এ জন্য', 'যেমন' বা 'তদ্রূপ' বা 'অনন্তর' বা 'যেহেতু' ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (মুহিত)। যদি 'মত'-এ সাধারণ অর্থে একে নেয়া হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ হতে পারতো -'আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দা বা দাসগণকে বিজয় ও মালে-গনিমত দান করেছিলেন এবং সম্মানজনক সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার প্রদান করেছিলেন যেরূপে তিনি করেছিলেন তখন,যখন তোমাকে তিনি তোমার গৃহ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন ইত্যাদি'।

১০৯৪ ও ১০৯৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর তারা (অর্থাৎ কাফিররা) সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে[১০৯৬] এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা (তা) চেয়ে চেয়ে দেখছে।

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

৮। আর (স্মরণ কর সেই সময়কে) *আল্লাহ্ তোমাদেরকে যখন দু'দলের[১০৯৭] একটিকে তোমাদের দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন এবং তোমরা নিরস্ত্র দলটিকে[১০৯৮] পেতে চাচ্ছিলে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করতে চাচ্ছিলেন,

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৪৩।

১০৯৪। মুসলমানরা মদীনা থেকে বাইরের দিকে যখন এগিয়ে চললো তখন তারা জানতো না, তাদেরকে মক্কার সুসজ্জিত ও সুনিপুণ সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলা করতে হবে। সেজন্য তারা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। অতএব পথে তারা যখন জানতে পারলো মক্কা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তখন তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন ঘটনার প্রকৃত অবস্থা তিনি পূর্বে কেন বলেননি যাতে তারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসতে পারতেন। এ দুশ্চিন্তা তাদের নিজেদের জন্য ছিল না, বরং আঁ হযরত (সাঃ) এর নিরাপত্তার জন্য ছিল। তাদের অপ্রস্তুতির কারণে নবী করীম(সাঃ) প্রকাশ্য বিপদের মুখে পড়ুন এটা তাদের নিকট অসহনীয় ছিল। এ আয়াতে তোমাকে 'তোমার বাড়ী থেকে বের করে আনেন' স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে যে আল্লাহ্ তাআলা, যাঁর ইচ্ছানুযায়ী আঁ হযরত(সাঃ) মু'মিনগণকে মক্কাবাহিনীর সাথে সাক্ষাত- যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সংবাদ পূর্বাহ্নে দেননি, তাকে কখনো অরক্ষিত রাখবেন না। মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য ভীত ছিলেন না। তারা অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ মানুষের রক্ত ঝরাতে তারা পছন্দ করেননি এবং বিশেষ কারণ এ ছিল যে রসূল করীম (সাঃ) ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মুখে এসে গিয়েছিলেন।

১০৯৫। 'বিলহাক্কে' অর্থ সৎ বা সাধু উদ্দেশ্য। এ আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত।

১০৯৬। কোন কোন তফসীরকারকের ভ্রান্ত ধারণা হলো, এ আয়াতে মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি ইংগিত করছে। ইতিহাসে আদৌ এমন কোন প্রমাণ নেই, নবী করীম (সাঃ)এর সাহাবীগণ শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন প্রকার বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করেছিলেন। পক্ষান্তরে বর্ণিত আছে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ হযরত (সাঃ) যখন তাঁদের নিকট পরমর্শ চাইলেন তখন তারা সকলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছিলেন এবং এমনকি তিনি যেখানেই নিয়ে যাবেন সেখানেই তারা তাঁর (সাঃ) সাথে যেতে এবং যুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন (হিশাম)। এমনকি কাফিররাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে স্বীকার করেছিল যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে মৃত্যুর অন্বেষণকারী বলে মনে হচ্ছিল (তাবারী)। এ আয়াতের তাৎপর্য এটাই, ইসলামের শত্রুরা সত্যকে তেমনি ঘৃণা করতো যেমন লোকে মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অতএব মৃত্যু দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

১০৯৭। দু'টি দল অর্থাৎ (১) মক্কার নিপুণ সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী যারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল এবং (২) মক্কার বাণিজ্য-সওদাগরী দল যারা উত্তরাঞ্চল থেকে মক্কাভিমুখে ফিরে যাচ্ছিল এবং তারা মোটামুটি অস্ত্র-সজ্জিত ছিল।

১০৯৮। মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণেই মামুলি বা হাল্কা অস্ত্রধারী মরু-যাত্রী সওদাগরীদলের মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুসজ্জিত শক্তিশালী মক্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের অবতীর্ণ হওয়াই আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ্ তাআলার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯। [ক]যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩﴾

১০। (স্মরণ কর) [খ]তোমরা যখন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সকাতরে সাহায্য চাচ্ছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে (বললেন), 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সারিবদ্ধ এক হাজার[১০৯৯] ফিরিশ্‌তা দিয়ে সাহায্য করবো[১০৯৯-ক]'।

إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿١٠﴾

১১। আর [গ]আল্লাহ্ এ (সংবাদকে তোমাদের জন্য) কেবল এক সুসংবাদরূপে অবতীর্ণ করেছিলেন, যেন তোমাদের হৃদয় এতে করে প্রশান্তি[১১০০] লাভ করে। আর প্রকৃত সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই (এসে থাকে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১
[১১]
১৫

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١١﴾

১২। (স্মরণ কর) [ঘ]তিনি যখন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করে তোমাদেরকে এক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন[১১০১] এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করছিলেন যেন এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের কাছ থেকে শয়তানের[১১০২] অপবিত্রতা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে দেন এবং যেন এ (বৃষ্টির) মাধ্যমে তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ়[১১০৩] করে দেন।

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৮৩; খ. ৩ঃ১২৪; গ. ৩ঃ১২৭; ঘ. ৩ঃ১৫৫।

এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফিরদেরকে সমূলে উৎপাটিত করা। আরো দেখুন ৩ঃ১৪ এবং ৮ঃ৪২-৪৫ আয়াত।

১০৯৯। ৯৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯৯-ক। একে অন্যের অনুসরণকারী।

১১০০। দেখুন টীকা ৪৭৪।

১১০১। আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১০২। 'শয়তান' শব্দের তাৎপর্য এখানে পিপাসার কষ্টও হতে পারে এবং একে 'শয়তান আল্ ফালাত' অর্থাৎ মরুভূমির শয়তান বলা হয়। ২৫৩৫নং টীকা দ্রষ্টব্য। শত্রুরা পূর্বাহ্ণেই পানির স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানদের স্বাভাবিক কারণেই এ ভয় হয়েছিল যে পানির অভাবে তারা খুবই কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। উক্ত শব্দের মর্ম শয়তানের বন্ধু ও সংগী-সাথীকেও বুঝাতে পারে।

১১০৩। মুসলমান সৈন্যরা বালুকাময়স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল এবং মক্কার শত্রু সেনারা শক্ত মাটিতে শিবির গেড়েছিল। সময়মত বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মুসলমানদের অবস্থানস্থলে বালি জমে শক্ত হয়ে গেল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানস্থলের মাটি পিচ্ছিল হয়ে গেল।

১৩। (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্‌তাদের প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদের দৃঢ়তা দাও। যারা অস্বীকার করেছে অবশ্যই আমি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা (তাদের) ঘাড়ে[১১০৪] আঘাত কর এবং তাদের গিরায় গিরায় আঘাত হান।'

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾

১৪। [ক]এর কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ঘোর বিরোধিতা করেছে। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾

১৫। [খ]এই-ই হলো তোমাদের (শাস্তি)। অতএব তোমরা এর স্বাদ ভোগ কর। আর (জেনে রাখ) নিশ্চয় অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾

১৬। হে যারা ঈমান এনেছ! [গ]তোমরা যখন এক বাহিনীরূপে কাফিরদের মুখোমুখি হও তখন তোমরা কখনো তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালিও না[১১০৫]।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٦﴾

১৭। কেবল রণকৌশলের অংশ হিসেবে স্থান পরিবর্তন বা (নিজেদেরই) কোন এক দলের সাথে[১১০৬] একত্র হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যে-ই সেদিন তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালাবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্রোধগ্রস্ত হবে এবং তার ঠাঁই হবে জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১১৬; ৪৭ঃ৩৩; ৫৯ঃ৫; খ. ২২ঃ২৩; ৩৪ঃ৪৩; গ. ৮ঃ৪৬; ৪৭ঃ৫।

১১০৪। ঘাড়ের উর্দ্ধাংশ, যা মাথার নিম্নাংশের সংলগ্ন, এ অংশকে তরাবারির আঘাতের জন্য অতি সহজভেদ্য মনে করা হয়।

১১০৫। মুসলমাদেরকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। তারা জয়লাভ করবে অথবা মৃত্যু বরণ করবে। তাদের জন্য তৃতীয় কোনও পথ খোলা নেই।

১১০৬। এ আয়াত নির্ধারণ করেছে এবং বর্ণনা করেছে, কী কী পরিস্থিতিতে শত্রুর সংঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের জন্য আপাত পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাহার করার অনুমতি রয়েছে ঃ (ক) রণ-কৌশলগত কারণে, যখন যুদ্ধলিপ্ত সৈন্য বাহিনী শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করতে চায় অথবা অধিকতর সুবিধাপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে চায়, (খ) বাহিনীর কোন অংশ পশ্চাতে হটে গিয়ে যুদ্ধের সুবিধার্থে মূল-বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য অথবা এমন অন্য আর এক মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য যারা তখনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।

★ ১৮। অতএব তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহ্ই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি যখন (হে মুহাম্মদ! তাদের প্রতি কাঁকর) নিক্ষেপ করেছিলে (তা) তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন[১১০৭]। আর (এর উদ্দেশ্য ছিল) তিনি যাতে নিজ পক্ষ থেকে মু'মিনদের এক উত্তম পরীক্ষা গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯। এ হলো (প্রকৃত ঘটনা)। আর (এও সত্য যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের কৌশল দুর্বল করে দিয়ে থাকেন।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। [ক]তোমরা (অর্থাৎ হে কাফিররা!) বিজয়ের[১১০৮] নিদর্শন যদি চেয়ে থাক তবে সে বিজয়ের নিদর্শন নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসে গেছে। আর (হে কাফিররা!) তোমরা বিরত হলে (তা) তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কিন্তু তোমরা (দুষ্কর্মের) পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো এবং তোমাদের দলবল সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর (জেনে রাখ) আল্লাহ্ নিশ্চয় মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

২ [৯] ১৬

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ ع

২১। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ]তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা (তাঁর আদেশ) শুনা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না [গ]যারা বলে 'আমরা শুনেছি' অথচ তারা শুনে না।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ২৯; খ. ৩ঃ৩৩; ৪ঃ৬০; ৮ঃ৪৭; ২৪ঃ৫৫; গ. ২ঃ৯৪; ৪ঃ৪৭।

১১০৭। বদরের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দক্ষতা এবং শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিরুদ্ধবাদীদের এক বিরাট সংখ্যাধিক্য, সুসজ্জিত এবং রণকৌশলে নিপুণ সেনাবাহিনীর হাত থেকে বিজয় গৌরব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মুসলমানবাহিনী তুলনামূলকভাবে ছিল স্বল্প সংখ্যক, দুর্বল এবং অসম্পূর্ণভাবে অস্ত্র সজ্জিত। এর মাঝে এবং হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করার মাঝে এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। মূসা (আঃ) এর লাঠির আঘাতে যেমন বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এবং সমুদ্রের ভরা জোয়ারের প্রত্যাবর্তনের সংকেত ছিল। এতে ফেরাউন তার দলবলসহ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সংকেত ছিল যার মাঝে আবূ জাহ্ল, যাকে রসূল করীম (সাঃ) তাঁর জাতির ফেরাউন আখ্যায়িত করেছিলেন, তার মস্ত বড় দল মরুভূমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বিশেষ ঐশী-নিয়মের অধীনে আল্লাহ্ তাআলার দু' নবীর কার্যের সংগে সংঘটিত হয়েছিল।

১১০৮। অবিশ্বাসীরা আঁ হযরত (সাঃ)এর নিকট বিজয়কে ঐশী-মীমাংসারূপে দেখতে চেয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে যে ঐশী-মীমাংসা যেভাবে তারা চেয়েছিল ঠিক সেভাবেই এসেছে।

২৩। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে [ক] নিকৃষ্ট জীব হলো সেই বধির ও বোবারা, যারা কোন বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। আর আল্লাহ্ তাদের মাঝে যদি ভাল কোন কিছু দেখতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদেরকে (এ কুরআন) শুনিয়ে দিতেন। আর তাদেরকে যদি (তা) শুনিয়েও[১১০৯] দেয়া হতো তবুও তারা অবশ্যই উপেক্ষা করে ফিরে যেত।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ] তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে[১১০৯-ক] সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত[১১১০] করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়। আর জেনে রাখ, মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহ্ বিরাজমান[১১১০-ক] এবং (এও জেনে রাখ) তাঁরই সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। আর তোমরা [গ] সেই বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হও যা তোমাদের মাঝে যারা অন্যায় করেছে কেবল তাদেরকেই আঘাত করবে না[১১১১]। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

২৭। আর স্মরণ কর তোমরা যখন (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, দেশে দুর্বল বলে গণ্য হতে (এবং) লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে

وَاذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৫৬; ৯৮ঃ৭; খ. ৪ঃ৬০; ৮ঃ৪৭; ২৪ঃ৫৫; গ. ১১ঃ১১৪।

১১০৯। "তাদেরকে যদি (তা) শুনিয়েও দেয়া হতো' উক্তির মর্মার্থ হলো, তাদের বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যদি সত্য গ্রহণে বাধ্য করতেন তাহলেও তাদের অন্তর অপরিবর্তিতই থেকে যেত এবং কখনো প্রকৃত মুসলমান হতো না।

১১০৯-ক। সে বা তিনি সর্বনাম দ্বারা আঁ হযরত (সাঃ)কে বুঝায়। কেননা আল্লাহ্‌র রসূলই প্রকৃতপক্ষে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলার আহ্বানও তাঁর প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথবা সে বা তিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল উভয়ের প্রতি পৃথকভাবে আরোপিত হতে পারে, অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে আহ্বান করেন বা যখন আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করেন।

১১১০। 'সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে'– বাক্যাংশটি যখন আল্লাহ্ তাআলার কোন নবীর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তা রূপক অর্থে বা আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হয়।

১১১০-ক। 'মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহ্ বিরাজমান'–এ উক্তির দ্বারা এটাই বুঝায়, মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ তার হৃদয়ের ওপর নেই। কাজেই সে অন্তরকে তার হুকুম মানতে বাধ্য করতে পারে না। এর অর্থ এও হতে পারে যে প্রত্যেকেরই ঐশী আহ্বান শ্রবণে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং সাড়া দেয়া কর্তব্য। কেননা সেই ব্যক্তি যদি গড়িমসি বা বিলম্ব বা অপেক্ষা করে তাহলে অচিন্তনীয় পরিস্থিতি প্রতিবন্ধকরূপে তার অন্তরকে কঠিন বা মরিচা-পূর্ণ করে দিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি তখন তা অর্থাৎ ঐশী আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

১১১১। নিজেদেরকে ভাল করাই যথেষ্ট নয়। আমরা ততক্ষণ নিরাপদ নই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পরিবেশকে সংশোধন করতে না পারি। লেলিহান অগ্নি পরিবেষ্টিত আবাসস্থল যে কোন মুহূর্তে (আগুনের) শিকারে পরিণত হতে পারে।

যাবে বলে ভয় করতে, তখন তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন এবং তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তি যোগালেন আর উত্তম সব রিয্ক তোমাদের দান করলেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও[১১১২]।

النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

★ ২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। অথচ তোমরা নিজেদের আমানতের ক্ষেত্রে (প্রায়ই) বিশ্বাসঘাতকতা করে থাক এবং তোমরা (তা) জান[১১১৩]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। আর জেনে রাখ, [ক]তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি কেবল এক পরীক্ষা এবং (এও জেনে রাখ) আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

৩ [৯] ১৭

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! [খ]তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করলে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরকান' এর (অর্থাৎ পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্যের) অধিকারী[১১১৪] করে দিবেন, তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ মহা প্রাচুর্যের অধিকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩১। আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) কাফিররা যখন তোমাকে গৃহবন্দী করে ফেলার বা হত্যা করার বা (মাতৃভূমি থেকে) বের করে দেয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। আর [গ]তারা পরিকল্পনা করছিল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করছিলেন[১১১৫]। আর আল্লাহ্ পরিকল্পনাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম ।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৮৭; ৩ঃ১২৪; ৬৪ঃ১৬; খ. ১৮ঃ৬; ৬৪ঃ১০; ৬৬ঃ৯; গ. ৩ঃ৫৫; ২৭ঃ৫১।

১১১২। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন যখন তারা দুর্বল ছিল এবং চরম ক্ষতিকারক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তেমনিভাবে যখন তারা ক্ষমতার অধিকারী হবে তাদের কর্তব্য হবে দুর্বলকে রক্ষা করা। এ আয়াতের মাঝে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে মুসলমান জাতি শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে।

১১১৩। এ আয়াত মানবের দু'প্রকার আনুগত্যের কথা বলে। প্রথমত আল্লাহ্ তাআলার এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য যা শর্তহীন এবং চিরস্থায়ী। কারণ আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা এবং রসূল তাঁর প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত মানবের স্বজাতির প্রতি আনুগত্য যা তাদের প্রতিটি দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে।

১১১৪। 'ফুরকান' অর্থ, (১) যা সত্য এবং মিথ্যা পার্থক্য করে দেখায়, (২) প্রমাণ বা সাক্ষ্য বা যুক্তি, (৩) সাহায্য বা বিজয় এবং (৪) প্রভাত (লেইন)।

১১১৫। এ আয়াত মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' (পরামর্শ কক্ষ)তে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই দিকে ইংগিত করছে। নূতন ধর্মের উন্নতিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেখে এবং অধিকাংশ মুসলমান যাদের পক্ষে মক্কা-ত্যাগ করে যাওয়া

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩২। আর [ক]আমাদের আয়াতসমূহ যখন তাদের কাছে পড়ে শুনানো হয় তখন তারা বলে, '(থামোতো,) আমরা শুনেছি'। (তারা আরো বলে), 'আমরাও চাইলে এ ধরনের কথা বানিয়ে বলতে পারি[১১১৬]। এ যে কেবল পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর (স্মরণ কর) তারা যখন বলছিল, 'হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে এটাই সত্য (ধর্ম) হয়ে থাকলে তুমি আকাশ থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব দাও[১১১৭]।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর [খ]আল্লাহ্ এমন নন যে তুমি তাদের মাঝে রয়েছ অথচ তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন[১১১৮] এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর কেনইবা আল্লাহ্ [গ]তাদেরকে আযাব দিবেন না, যেক্ষেত্রে তারা মসজিদে হারামের প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক না হয়েও (লোকদেরকে) এ থেকে বাধা দিচ্ছে? [ঘ]কেবল মুত্তাকীরাই এর (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক। তবে এ (কাফিরদের) অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২৬; ৬৮ঃ১৬; ৮৩ঃ৪১; খ. ১১ঃ৪; গ. ২২ঃ২৬; ঘ. ১০ঃ৬৩,৬৪।

সম্ভব ছিল, তাদেরকে মদীনায় হিজরতের দরুন ক্ষতি সাধনের নাগালের বাইরে চলে যেতে দেখে শহরের সমাজপতিরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য শেষ চেষ্টারূপে পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন্ নাদওয়াতে' একত্র হয়েছিল। গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা এক ষড়ষন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে কুরায়্শদের বিভিন্ন গোত্র হতে যুবকদের একটি দল মিলিতভাবে আক্রমণ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে। গভীর রাত্রে প্রহরারত শত্রুরা যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, রসূলে পাক (সাঃ) তখন সতর্কভাবে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর সদাবিশ্বস্ত সাহাবী হযরত আবূবকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে সওর পর্বতগুহায় আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান।

১১১৬। অবিশ্বাসীরা অহংকার করে বলেছিল, কুরআনের মত গ্রন্থ তারাও রচনা করতে পারে। কিন্তু এটা তাদের একটা ফাঁকা আস্ফালনই থেকে গিয়েছিল। কেননা তারা তা কার্যে পরিণত করে দেখাতে সাহস করেনি। তারা কখনো কুরআনের ক্ষুদ্রতম বা সংক্ষিপ্ততম সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না বলে কুরআনের যে চ্যালেঞ্জ তা চির অম্লান হয়েই রয়েছে।

১১১৭। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে আবূ জাহ্ল এ আয়াতের কথাগুলোই প্রায় উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেছিল (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। এ প্রার্থনা আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হয়েছিল। কুরায়্শকূলের অন্যান্য অনেক সর্দারসহ আবূ জাহ্ল নিহত হয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১১১৮। হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করার পর মক্কাবাসীরা শাস্তি পেয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত রসূল ঐশী-বিপর্যয় বা বিপদাবলীর মুখে এক প্রকার ঢালস্বরূপ হয়ে থাকেন।

৩৬। আর (আল্লাহ্‌র) এ গৃহের কাছে তাদের উপাসনা কেবল শিস্ দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই নয়। 'অতএব তোমরা অস্বীকার করার দরুন আযাবের স্বাদ ভোগ কর।'

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾

★ ৩৭। যারা অস্বীকার করেছে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা তা ব্যয় করে যাবে ঠিকই, কিন্তু (পরিণামে) তা তাদের আক্ষেপের[১১১৯] কারণ হবে (এবং পরম ব্যর্থতার শোকে পর্যবসিত হবে)। এরপর [ক]তাদেরকে (সর্বতোভাবে) পরাভূত করা হবে। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। [খ] যেন আল্লাহ্ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করে দেখান এবং মন্দের একাংশকে আরেক অংশের ওপর রেখে সবটা স্তূপাকারে জমা করেন এবং এ (স্তূপকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত।

৪ [৯] ১৮

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যারা অস্বীকার করেছে তুমি তাদের বল, 'তারা বিরত হলে অতীতে যে (অপরাধ) হয়েছে তা তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি (অপরাধের) পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অবশ্যই (তাদের সামনে) রয়েছে।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। নৈরাজ্য অবসান না হওয়া এবং ধর্ম সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে [গ]যুদ্ধ করতে থাক[১১২০]। তবে তারা যদি বিরত হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের সূক্ষ্ম দ্রষ্টা।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। আর [ঘ]তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে[১১২১] তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই উত্তম অভিভাবক ও কতই উত্তম সাহায্যকারী!

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৩; খ. ৩ঃ১৮০; গ. ২ঃ১৯৪; ঘ. ৩ঃ১৫১; ২২ঃ৭৯; ৪৭ঃ১২।

১১১৯। এ উক্তির মাঝে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাফিররা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিল তা তাদের জন্য মনস্তাপ ও কষ্টের কারণ হবে। কেননা ইসলাম ধর্মকে বিনষ্ট করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করে এর উন্নতিকল্পে এ সম্পদ ব্যয় করবে।

১১২০। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করে যেতে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে পর্যন্ত না ধর্মের নামে নির্যাতন বন্ধ হয় এবং মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন করতে স্বাধীনতা লাভ করে। নিঃসন্দেহে ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার সর্বোত্তম সমর্থনকারী (২ঃ১৯৪)।

১১২১। এর মর্মার্থ– তারা যদি তাদের প্রতি শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় বিরোধিতা আরম্ভ করে।

১০ম রুকূ

৪২। আর তোমরা জেনে রাখ, যুদ্ধলব্ধ বা যে সম্পদই তোমরা লাভ কর নিশ্চয় এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ ধর্মের কাজের উদ্দেশ্যে) ও এ রসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়স্বজন, এতীম, অভাবী ও পথিকদের জন্য[১১২২] নির্ধারিত। আর তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ এবং 'ফুরকান' দিবসে[১১২৩] (যে দিন) দুই সেনাদলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল (সে) দিন আমাদের বান্দার প্রতি আমরা যা অবতীর্ণ করেছিলাম তাতেও (ঈমান রাখ তাহলে উপরোক্ত নির্দেশ পালন কর)। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٢﴾

★ ৪৩। (স্মরণ কর) তোমরা যখন (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে ও তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে এবং (বাণিজ্য) কাফেলা ছিল তোমাদের নিচের দিকে। আর তোমাদেরকে (অর্থাৎ যুদ্ধরত দুটি দলকে) যদি (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে দেয়া হতো তাহলে তোমাদের (নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে) তোমরা (সময় নিয়ে) মতভেদ করতে[১১২৪]। কিন্তু এটাই নির্ধারিত ছিল যে একটি অবধারিত বিষয় সমাধা করার লক্ষ্যে আল্লাহ্[১১২৫] (সময়) নির্ধারণ করবেন যেন তারাই ধ্বংস হয় যারা সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হবার যোগ্য এবং তারাই টিকে থাকে যারা সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে টিকে থাকার যোগ্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ؕ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৭, ১৩৭; খ. ৮ঃ৭০।

১১২২। এ আয়াত যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করেছে (৮ঃ২ দ্রষ্টব্য)। এর এক-পঞ্চমাংশ উম্মতের ইমাম বা খলীফার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপে উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণীর মাঝে তিনি তা বন্টন করবেন। নবী করীম (সাঃ) এর অংশ দরিদ্র মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যয় করা হতো। তিনি স্বয়ং একান্ত অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ইমাম মালিক (রহঃ) এর মতে সমবন্টন অপরিহার্য নয়। বন্টনের কাজ ইমামের হাতে ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। তিনি সময় ও অবস্থাভেদে প্রয়োজনমত ভাগ করে দিবেন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর চার রাশেদ খলীফার যুগেও এরূপ পদ্ধতি বা নিয়মই প্রচলিত ছিল। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সৈনিকদের মঝে বিতরণ করে দেয়া হতো। তারা বেতনভুক্ত ছিল না। এমনকি সাধারণত তারা নিজেরাই যুদ্ধের খরচ বহন করতো। এটা ছিল সেই সময়ে বিরাজমান অবস্থা মোকাবিলার জন্য গৃহীত জরুরী ব্যবস্থা। কারণ তখন কোন নিয়মিত বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিল না এবং কোন নিয়মিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ছিল না। নিকটাত্মীয় বলতে হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবের সকল বংশধরকে বুঝায়, যারা যাকাত থেকে উপকৃত হতে পারতো না।

১১২৩। 'ফুরকান দিবস' বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনটিকে বুঝায়।

১১২৪। বদরের প্রান্তরের তিনটি দলের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক এক চিত্র এ আয়াত তুলে ধরেছে। মুসলমানরা মদীনার নিকটবর্তী অবস্থানে ছিল, মক্কার সৈন্যবাহিনী শহর থেকে আরো দূরে অবস্থান করছিল এবং মক্কাবাসীদের সওদাগরী কাফেলা যা সিরিয়া থেকে আসছিল, তা সমুদ্রের উপকূলের দিকে ছিল। আয়াতের বর্ণনা হলো, মুসলমানদের উপর যদি যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করার বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে নিশ্চয় তারা মতভেদ করতো এবং প্রথম সংঘর্ষের দিনটিকে স্থগিত রাখাই পছন্দ করতো। কেননা সেই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অত্যধিক দক্ষ ও সুসজ্জিত শত্রুসেনাকে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করার জন্য তারা নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এক বিশেষ শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ সংঘর্ষ ঘটিয়েছিলেন।

১১২৫। আল্লাহ্ তাআলা চূড়ান্তভাবে স্থির করেছিলেন যে মক্কাবাসীদের পরাজিত হওয়া উচিত।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾

৪৪। (স্মরণ কর) [ক]আল্লাহ্ যখন তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদেরকে (সংখ্যায়) কম[১১২৬] দেখাচ্ছিলেন। আর তিনি যদি তোমাকে তাদের (সংখ্যা) বেশি করে দেখাতেন তবে (হে মু'মিনরা!) তোমরা অবশ্যই ভীরুতা দেখাতে এবং নিশ্চয় তোমরা এ বিষয়ে (অর্থাৎ যুদ্ধের বিষয়ে) পরস্পর মতবিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদেরকে) রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় তিনি মনের গোপন কথা ভালভাবে জানেন।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর (স্মরণ কর যুদ্ধের ময়দানে) যখন তোমরা সামনাসামনি হলে তখন তিনি তাদের সংখ্যাকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও[১১২৭] তোমাদেরকে সংখ্যায় কম করে দেখাচ্ছিলেন যাতে একটি অবধারিত বিষয় আল্লাহ্ মীমাংসা করে দেন। আর [গ]সব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ্রই হাতে।

৫ [৭] ১ ع ٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬। [ঘ]হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন কোন সেনাদলের মুখোমুখী হও তখন দৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহ্কে অনেক বেশি [ঙ]স্মরণ করবে যেন তোমরা সফল হতে পার।

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭। আর [চ]আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়াবিবাদ করো না[১১২৮]। নতুবা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতাপ লোপ পাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ

★ ৪৮। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা (তাদের কাজ সম্পর্কে) অহংকার করতে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বের হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্র পথে যেতে (লোকদের) বাধা দিয়েছিল।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪; খ. ৩ঃ১৪; গ. ২ঃ২১১; ৩ঃ১১০; ৩৫ঃ৫; ঘ. ৮ঃ১৩; ৪৭ঃ৫; ঙ. ৩৩ঃ৪২; ৬২ঃ১১; চ. ৩ঃ৩৩; ৪ঃ৬০; ৮ঃ২১; ২৪ঃ৫৫।

১১২৬। বদর প্রান্তর অভিমুখে যাওয়ার পথে আঁ হযরত (সাঃ) কাশ্ফে প্রকৃত বিরাট বাহিনীকে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যরূপে দেখেছিলেন (জরীর, ১০ খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)। এর মর্ম এই ছিল যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করবে।

১১২৭। পূর্ববর্তী আয়াত শত্রুসেনাদেরকে নবী করীম (সাঃ)এর নিকট কাশ্ফে দৃষ্টিগোচর হওয়ার দিকে ইংগিত করেছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত যুদ্ধের ময়দানে তাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি নির্দেশ করছে। শত্রুপক্ষ তাদের এক-তৃতীয়াংশ টিলার পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই কারণে মুসলমানরা তাদের প্রকৃত সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য দেখতে পাচ্ছিল। এছাড়া শত্রুরা প্রকৃত অবস্থা জানতেও দেয়নি, এই ভেবে যে পাছে ভয়ে অভিভূত হয়ে মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করে এবং লড়াই করতে অস্বীকার করে। উভয় পক্ষের এ ধারণার ফলে দু'দলই উৎসাহিত হয়েছিল এবং বিষম দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে ফয়সালাকৃত বিষয়টি কার্যে রূপায়িত হলো– অর্থাৎ মক্কার কাফিরকূল কলঙ্কজনক ও সর্বনাশা পরাজয় বরণ করলো। আরবী অভিধানে 'ক্বলীলাম' অর্থ 'হীনবল' ও রয়েছে- তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য]

১১২৮। 'রিহুন'-এর অর্থ অন্যান্য অর্থ ছাড়াও প্রভাব, শক্তি এবং বিজয়ও বুঝায় (লেইন)।

আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা ঘিরে রেখেছেন।

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর (স্মরণ কর এক মানুষরূপী) [ক]শয়তান[১১২৯] যখন তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, [খ]'আজ তোমাদের ওপর কোন মানুষ জয়ী হতে পারবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।' এরপর দু'দল যখন মুখোমুখী হলো তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। নিশ্চয় আমি তা দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আমি অবশ্যই আল্লাহ্কে ভয় করি[১১৩০]। আর আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।'

৬ [৪] ২

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْۤ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٩﴾

৫০। (স্মরণ কর) [গ]মুনাফিকরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের লোকেরা যখন বলেছিল, 'এ (মুসলমানদেরকে) এদের ধর্ম ধোঁকা দিয়েছে।' অথচ যে-ই [ঘ]আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে (সে জেনে যায়) নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১। হায়! তুমি যদি দেখতে পেতে ফিরিশ্তারা যখন কাফিরদেরকে মৃত্যু দেয়ার সময় [ঙ]তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করবে এবং (বলতে থাকবে), 'তোমরা [চ]দহনের আযাবের স্বাদ ভোগ কর।

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥١﴾

৫২। এযে[১১৩১] তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল'। আর নিশ্চয় [ছ]আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেও অবিচার করেন না।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥٢﴾

দেখুন- ক. ৬ঃ৪৪; ১৬ঃ৬৪; ২৭ঃ২৫; ২৯ঃ৪৯; খ. ১৪ঃ২৩; ৫৯ঃ১৭; গ. ৩৩ঃ১৩; ঘ. ৯ঃ৫১; ১২ঃ৬৮; ১৪ঃ২১; ৩৩ঃ৪; ৬৫ঃ৪; ঙ. ৪৭ঃ২৮; চ. ৩ঃ১৮২; ২২ঃ১০; ছ. ৩ঃ১৮৩; ২২ঃ১১; ৪১ঃ৪৭।

১১২৯। এ আয়াতে সুরাকা বিন মালিক বিন জুশামের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সে মক্কার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, কিন্তু পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মক্কার সৈন্য বাহিনী তখনো মক্কাতে অবস্থান করছিল, তখন কুরায়শ সর্দারদের অনেকে ভীতি প্রকাশ করেছিল যে কুরায়শদের শত্রু পক্ষীয় বনু কানানাহ্ গোত্রের একটি শাখা বনুবকর, তাদের অনুপস্থিতিতে অপ্রত্যাশিতভাবে মক্কা অধিকার করতে পারে অথবা মক্কার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। বনু কানানাহ্র এক সর্দার সুরাকা কর্তৃক এ ভীতি অপনোদন করা হয়েছিল। তার গোত্রের লোকেরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না বলে সে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল (জাবীর, ১০ খন্ড, ১৩ পৃঃ)।

১১৩০। যখন সুরাকা মুসলমানদের সুদৃঢ় সংকল্প দেখলো তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। কারণ মুসলমানদেরকে দেখে তার প্রত্যয় জন্মেছিল তারা হয় জয়ী হবে নয় মৃত্যু বরণ করবে। ওতবাহ্ এবং ওমেইর বদর প্রান্তরে একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল এবং মক্কাবাসীদেরকে বলেছিল যে মুসলমানদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা 'মৃত্যুর অন্বেষী' অর্থাৎ তারা যেন মরণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল (তাবারী)।

১১৩১। 'যালিকা' অর্থে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শাস্তি বুঝাচ্ছে।

৫৩। [ক](তোমাদের অবস্থা)[১১৩১-ক] ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। অতএব আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) কঠোর শাস্তিদাতা।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٣﴾

৫৪। এর কারণ হলো, [খ]আল্লাহ্ কোন জাতিকে কোন নেয়ামত দান করলে তিনি ততক্ষণ তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে[১১৩২]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। [গ](তোমাদের অবস্থা) ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী[১১৩৩] প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব আমরা তাদের পাপের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। আর আমরা ফেরাউনের জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আর তারা সবাই ছিল যালেম।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব তারা [ঘ]যারা অকৃতজ্ঞ। অতএব তারা ঈমান আনবে না,

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। (অর্থাৎ) তারা, যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ[১১৩৪] হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিবারই তাদের [ঙ]অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। অতএব তুমি যুদ্ধে তাদের কাবু করতে পারলে (সমুচিত শিক্ষা দেয়ার) মাধ্যমে তাদের পেছনের লোকদের ছত্রভঙ্গ[১১৩৫] করে দিবে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১২; ৮ঃ৫৫; খ. ১৩ঃ১২; গ. ৩ঃ১২; ৮ঃ৫৩; ঘ. ৮ঃ২৩; ৯৮ঃ৭; ঙ. ২ঃ২৮।

১১৩১-ক। 'দাব' অর্থ অভ্যাস, রীতি-নীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

১১৩২। এ আয়াতে একটি সাধারণ ঐশী-নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কোন মানব গোষ্ঠীকে তারা নিজেরা প্রথমে তাদের অবস্থাকে অবনতির দিকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্বে প্রদত্ত তাঁর কোন অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেন না।

১১৩৩। আয়াত অর্থ সংবাদ, আদেশ,নির্দেশ, নিদর্শন, কুরআনের আয়াত বিশেষ (লেইন)।

১১৩৪। তারা বারংবার তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার নামে গৃহীত চুক্তির অমর্যাদা করে।

১১৩৫। আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অস্ত্র ধারণ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হলে অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে লড়তে হবে এবং শত্রুকে সাহসিকতার সঙ্গে আঘাত হানতে হবে যাতে তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। দুর্বল ও বিলম্বিত কৌশলে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতার কাজ নয়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তাহলে তা দ্রুত এবং চরমভাবে করা উচিত।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۹﴾ ع

৫৯। আর কোন জাতির পক্ষ থেকে তুমি চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করলে তাদের সাথে তা-ই কর যা তারা করেছে। নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না[১১৩৬]।

৭ [১০] ৩

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০। আর [খ]যারা অস্বীকার করে তারা জিতে গেছে বলে যেন কখনো মনে না করে। নিশ্চয় তারা (আল্লাহ্র উদ্দেশ্য) ব্যর্থ করতে পারবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১। তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি[১১৩৭] সংহত করে এবং সীমান্ত সুরক্ষিত[১১৩৮] করে তোমরা [গ]তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিও। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দিবে। এদের ছাড়া অন্য আরেক দলকেও (ভীতসন্ত্রস্ত করবে) যাদেরকে তোমরা না চিনলেও আল্লাহ্ চিনেন[১১৩৯]। আর [ঘ]তোমরা যা-ই আল্লাহ্র পথে খরচ করবে তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۲﴾

৬২। আর তারা সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তুমিও এর জন্য হাত বাড়িয়ে দিও[১১৪০] এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১০৮; খ. ৩ঃ১৭৯; গ. ৩ঃ২০১; ঘ. ২ঃ২৭৩; ৯ঃ১৭১; ৬৪ঃ১৮; ৬৫ঃ৮।

১১৩৬। যাদের সঙ্গে মুসলমানরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমন কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে উক্ত চুক্তি-নামা অকার্যকর হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা আক্রান্ত হলে তাদের সকল শক্তি দিয়ে তারা লড়াই করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমানরা অতর্কিত আক্রমণ করতে পারবে না। 'আলা সাওয়াইন' অর্থ সমতার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এরূপভাবে যে প্রত্যেক পক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে তারা নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত।

১১৩৭। 'কুওওয়াহ্' শব্দের দ্বারা সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রসহ মুসলমানদের আয়ত্তে যত প্রকার শক্তি আছে সবই বুঝায়।

১১৩৮। 'রিবাত' অর্থের জন্য ৫৫৪-৫৫৫ টীকা দেখুন।

১১৩৯। আয়াতের মাঝে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে কার্যকর প্রস্তুতি যুদ্ধের প্রতিরোধক এবং তাদেরকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা কেবল দেশের অভ্যন্তরেই যথেষ্ট শক্তি বা বাহিনী রাখবে না, বরং সীমান্তেও প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রাখবে। বুদ্ধিমত্তায়, বিশ্বাসে এবং কর্মচাঞ্চল্যে নিজেদেরকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যে যুদ্ধের স্থান থেকে বহু দূরবর্তী এলাকার শত্রুরাও যেন এরূপভাবে প্রভাবিত হয় যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল চিন্তা-ভাবনা তারা ত্যাগ করে। যুদ্ধের ব্যাপারে মুক্তহস্তে প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করার জন্যেও আয়াতটি নির্দেশ দিয়েছে। মনে হয় এটা মু'মিনদের জন্য হুশিয়ারী এবং ভবিষ্যদ্বাণীও। ভবিষ্যদ্বাণীটি হচ্ছে আরবের পৌত্তলিকেরাই শুধু মুসলমানদের শত্রু নয় বরং অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাদের ওপর অদূর ভবিষ্যতে আক্রমণ করতে পারে। বাইজানটাইন এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রতি এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ইংগিত করেছিল। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর পরই মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

১১৪০। সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও ইসলাম কর্তৃক গৃহীত সকল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের উপর এ আয়াত প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছে। মুসলমানরা কখনো শক্তি প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেনি, বরং শান্তি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। আর তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চাইলে মনে রাখবে নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্যে এবং মু'মিনদের মাধ্যমে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪। আর [খ]তিনিই তাদের হৃদয়কে পরস্পর (ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে) বেঁধে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর সব কিছুও ব্যয় করতে তবু তাদের হৃদয়কে এভাবে (প্রীতির বন্ধনে) বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ই তাদের (হৃদয়কে) পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهٗ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

৮ [৬] ৪ ৬৫। হে নবী! [গ]আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্যও যথেষ্ট।

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ ع

৬৬। হে নবী! [ঘ]তুমি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাক। তোমাদের মাঝে কুড়িজন[১১৪১] দৃঢ়চেতা (মু'মিন) থাকলে তারা দু'শ (কাফিরের) বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে একশ'জন (দৃঢ়চেতা মু'মিন) থাকলে অস্বীকারকারীদের এক হাজার জনের বিরুদ্ধে এরা জয়ী হবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বুঝে না[১১৪২]।

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صٰبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা আপাতত লাঘব করে দিয়েছেন। কেননা তিনি জানেন তোমাদের মাঝে (এখনো) কিছু দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের মাঝে একশ'জন দৃঢ়চেতা (মু'মিন) থাকলে তারা দু'শ (কাফিরের) বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে এক হাজার (দৃঢ়চেতা মু'মিন) থাকলে তারা আল্লাহ্র আদেশে দু'হাজার (কাফিরের)[১১৪৩] বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ্ দৃঢ়চেতাদের সাথে আছেন।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿٦٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৬৫; খ. ৩ঃ১০৪; গ. ৮ঃ৬৩; ঘ. ৪ঃ৮৫।

স্থাপনের জন্যই যুদ্ধ করেছিল। কোন দল যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সন্ধির প্রস্তাব দিত তাহলে তা প্রত্যাখ্যান না করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। এমনকি শত্রুর এ আবেদনের মতলব যদিও বা প্রতারণা এবং কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যেই হতে পারতো। এতেই প্রতিপন্ন হয় জাতিসমূহের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম কতদূর অগ্রসর হয়েছিল।

১১৪১। এ আয়াত থেকে জানা যায়, যুদ্ধের নিমিত্তে ছোট ছোট দল গঠন করতে হলে এর প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ২০ জন থাকতে হবে।

১১৪২। কারণ তারা ভাড়াটে সৈনিক এবং তারা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করে তার সত্যতা অনুধাবন করে না। তারা এর জন্য আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করে না। অথবা এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে তাদের কোন উচ্চতর আদর্শ নেই যার অনুসরণ তারা করতে চায়।

১১৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৮। দেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ[১১৪৪] না হওয়া পর্যন্ত [ক]কোন নবীর পক্ষে কাউকে বন্দী করা সঙ্গত নয়। [খ]তোমরা পার্থিব সম্পদ চাচ্ছ অথচ আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকালের কল্যাণ চাচ্ছেন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। আল্লাহ্র পক্ষ হতে যদি (তোমাদের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণের) বিধান পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকতো[১১৪৫] তবে তোমরা (বন্দীদের মুক্তিপণ হিসাবে) যা গ্রহণ করেছ[১১৪৫-ক] এর পরিণতিতে অবশ্যই এক ভয়ানক আযাব তোমাদেরকে জর্জরিত করতো।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾

৭০। সুতরাং [গ]যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে তোমরা যা-ই পাও তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেও এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯ [৫] ৫

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তুমি তাদের বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণরূপে) যা নেয়া হয়েছে[১১৪৬] এর চেয়ে উত্তম (কিছু) তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমাও করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧١﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৭ঃ৫; খ. ৪ঃ৯৫; গ. ৮ঃ৪২।

১১৪৩। এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতটিকে রদ করা বুঝায় না। দু'টি আয়াত মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন অবস্থার প্রতি ইংগিত করে। শুরুতে তারা রণ-শৈলীতে দুর্বল, নগণ্যভাবে সজ্জিত এবং অদক্ষ ছিল। এমন দুর্বল অবস্থায় তারা কেবল তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই কৃতকার্যতার সঙ্গে লড়তে পারতো। কিন্তু কালক্রমে তাদের সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং সামরিক সম্ভাবনা প্রভৃত উন্নত হওয়ার ফলে দশ গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুদলকে পরাজিত করতে সক্ষম ছিল। বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধগুলোতে উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার অসমতা ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল, তাসত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সফলতার সঙ্গে বজায় রেখেছিল। ইয়ারমূকের যুদ্ধ পর্যন্ত ৬০,০০০ মুসলমান সৈন্য শত্রুর ১০ লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিল।

১১৪৪। এ আয়াত সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে যে রীতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে শত্রু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হলে বন্দী রাখা সমীচীন নয়। এ ব্যবস্থা দাসপ্রথার মূলোৎপাটন করেছে। ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাজিত হয়, শুধু মাত্র তাদেরকেই কয়েদ করা যেতে পারে। ২৭৩৯ টীকাও দেখুন।

১১৪৫। আয়াতের এ উক্তি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদাকৃত ঐশী-সাহায্যের প্রতি ইংগিত করছে (৮ঃ ৮-১০)।

১১৪৫-ক। যুদ্ধ-বন্দী উদ্ধারকল্পে মুক্তি-পণের প্রথা পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। এ স্থানে যে বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে তা হলো কেবলমাত্র যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই যুদ্ধ-বন্দী রাখা চলবে।

১১৪৬। বদরের যুদ্ধে আঁ হযরত (সাঃ) এর চাচা আব্বাসকে কয়েদ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকটে এসে এ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাআলার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বন্দীদের নিকট হতে মুক্তি-পণ হিসাবে যা নেয়া হয়েছিল তা থেকেও বেশি কয়েদীকে ফেরৎ দেয়াই বিধেয় হবে এবং এ প্রেক্ষিতে আব্বাস (রাঃ) তাঁর ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানালেন। রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন (জরীর, ১০ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ)।

وَإِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾

★ ৭২। আর তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে (মনে রাখবে) তারা ইতোপূর্বেও আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের অসহায় করে দিলেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٣﴾

★ ৭৩। [ক]যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে নিশ্চয় এরাই একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন রকম বন্ধুত্ব করা তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। আর ধর্মের ব্যাপারে তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যকর্তব্য। তবে এ (সাহায্য) যেন এমন কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ রয়েছ[১১৪৭]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ (তা) পুরোপুরি দেখেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। আর যারা অস্বীকার করে তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা এ (আদেশ) পালন না[১১৪৮] করলে পৃথিবীতে এক নৈরাজ্য ও বড় ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। আর [খ]যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এরাই প্রকৃত মু'মিন (এবং) এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২১৯; ৯ঃ২০; ৬১ঃ১২; খ. ২ঃ২১৯; ৯ঃ২০; ৬১ঃ১২।

১১৪৭। এ আয়াত এরূপ নীতি প্রতিষ্ঠিত করে, যে সকল মুসলমান একই দেশে এবং একই প্রশাসনের অধীনে বাস করে তারা মুহাজির হোক বা আনসার প্রয়োজনের সময় একে অন্যের সাহায্য সহায়তা করতে বাধ্য। কিন্তু যে সকল মুসলমান মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে হিজরত করে না তারা পূর্বোল্লিখিত সাহায্যের উপর কোন অধিকার রাখে না। কিন্তু ধর্মের কারণে যদি তারা নির্যাতিত হয় সেই অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবে তারা যদি শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলমান সরকারের অধীনে অধিবাসী হয় সেই অবস্থায় তারা কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাবে না, এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একমাত্র খোলা পথ অমুসলমান দেশ হতে হিজরত করা।

১১৪৮। মুসলমানরা যদি উপযুক্ত নীতির অনুসরণ না করে তাহলে দেশে যুলুম, অত্যাচার এবং বিশৃংখলা বিরাজ করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۶﴾ ع

চতুর্থাংশ

৭৬। আর যারা পরবর্তীতে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে এরাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং [ক]রক্তসম্পর্কের কোন কোন আত্মীয়[১১৪৯] আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী একে অন্যের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয় ভালো করেই জানেন।

১০ [৬] ৬

দেখুন ঃ ক. ৩৩ঃ৭।

১১৪৯। যেহেতু ৭৩ আয়াতে সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নবী করীম (সাঃ) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অতএব পরস্পরের মাঝে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হতে পারতো যে তারা একে অন্যের সম্পত্তিতে অংশীদার। সুতরাং এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবলমাত্র রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যান্য মুসলমান শুধু ঈমানের ক্ষেত্রে ভাই ভাই, কিন্তু উত্তরাধিকারী হবে না।
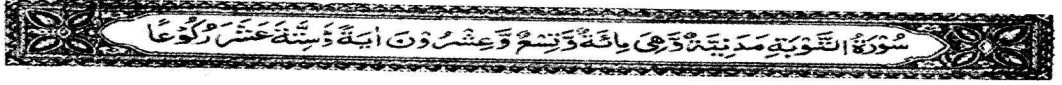
সূরা আত্ তাওবা-৯

মাদানী সূরা, ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকূ

১। তোমরা যে সব মুশরিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ[১১৫০] হয়েছিলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদেরকে তা থেকে) অব্যাহতি[১১৫১] দেয়া হলো।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①

২। সুতরাং তোমরা সারাদেশে চার মাস (স্বাধীনভাবে) ঘুরে বেড়াও এবং *ক*জেনে রাখ তোমরা কখনো আল্লাহ্‌কে[১১৫২] ব্যর্থ করতে পারবে না। আর এটাও (জেনে রাখ) আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ②

★ ৩। আর 'হজ্জে আকবর'এর[১১৫৩] দিন লোকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে[১১৫৩-ক], নিশ্চয়

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৩৫; ১১ঃ২১।

১১৫০। 'আহাদ' শব্দ এখানে সন্ধি বা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, বরং অঙ্গীকারাবদ্ধ বা পবিত্র প্রতিশ্রুতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা কাউকেও বাধ্য-বাধকতার বাঁধনে আবদ্ধ করে (লিসান)। এ আয়াতে এক পবিত্র ঘোষণা দেয়া আছে যে ইসলাম এবং নবী করীম (সাঃ) মক্কার পতনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর কর্তিত মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল, তিনি বিজয় গৌরবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন (২৮ঃ৮৬)। এ ভবিষ্যদ্বাণী মক্কার পতনে এবং সমস্ত আরব ভূখন্ডে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল। এরূপে নবী করীম (সাঃ) সত্যরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং মক্কাবাসীদের দাবী ছিল যে বারংবার ঘোষণার পূর্ণতারূপে মক্কা তাঁর করতলগত হওয়া উচিত ছিল, এ অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আরো দেখুন সূরা আন্‌ফালের ভূমিকা।

১১৫১। 'বারায়াতুন' অর্থ সমর্থন ঘোষণা, মওকুফ করা, দোষ-ক্রুটি বা দায়িত্ব প্রভৃতি থেকে নিষ্কৃতি বা ক্ষমা প্রাপ্তি, কোন দাবী থেকে রেহাই বা মুক্তি লাভ, সম্পর্কচ্ছেদ করা, রোগ-মুক্তি লাভ করা, ইত্যাদি (তাজ, মুফরাদাত)।

১১৫২। মক্কার পতনের সাথে এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিনদের পরাজয়ে ইসলামের শাসন এবং কর্তৃত্ব সমগ্র হেজাযের উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কোন উপজাতি মুসলমানগণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। এ সন্ধি অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু অন্যান্য উপজাতিও ছিল, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রচলিত প্রথানুযায়ী আত্মসমর্পণ করেনি। তারা তাদের অস্ত্র পরিহার করেনি এবং মুসলমানদের সঙ্গে এরূপ সন্ধি-চুক্তিও করেনি যে তারা শান্তি রক্ষা ও আইন শৃংখলা মেনে চলার নিশ্চয়তা বিধান করবে। তারা মুসলামানদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করেছিল এবং যদিও কার্যত তারা পরাভূত হয়েছিল তথাপি তারা না পরাজয় স্বীকার করেছিল, না তারা মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করতে রাজি ছিল। এসব উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযান চার মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। তাদেরকে দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে যে মুসলমানদেরকে বাধা দিলে ব্যর্থ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে তারা আত্মসমর্পণ করবে এবং সন্ধি স্থাপন করবে। এসব গোত্রের প্রতিই এ আয়াত ইংগিত করছে।

১১৫৩। 'হজ্জে আকবর' অর্থাৎ মহত্তর ও বৃহত্তর হজ্জ। এ হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছিল, কারণ এটাই সর্বপ্রথম হজ্জ ছিল যা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে পালন করা হয়েছিল।

১১৫৩-ক। 'আযান' অর্থ সতর্কীকরণ, প্রকাশ্য ঘোষণা বা আহ্বান (লেইন)।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও মুশরিকদের বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত[১১৫৪]। সুতরাং তোমরা তওবা করলে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে জেনে রাখ [ক]তোমরা কখনো আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর [খ]যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۟

★ ৪। তবে সেইসব [গ]মুশরিকের কথা ভিন্ন[১১৫৫] যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তারা তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। অতএব তোমরা তাদের সাথে (নির্ধারিত) মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۟

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ২; খ. ৪ঃ১৩৯; গ. ৯ঃ৭।

১১৫৪। কার্যত পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে 'বারাআতুন' শব্দ দ্বারা সত্যতা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের অঙ্গীকার বা ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণ হওয়াকে বুঝায়, সেখানে বর্তমান আয়াতে সেই শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে দোষমুক্ত হওয়া বুঝায়, অর্থাৎ তার বা এর সঙ্গে আর কিছু করণীয় নেই (লেইন)। বর্তমান আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের ঘোষণা ৯ঃ১-২ আয়াত দুটির ঘোষণা থেকে ভিন্ন । কারণ বস্তুত ৯ঃ১-২ আয়াতদ্বয়ে এ সত্য প্রতিপাদিত হয়েছে, পৌত্তলিকদের নিকট আঁ হযরত (সাঃ) কর্তৃক দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত হচ্ছে তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত। সম্বন্ধের বিচ্ছেদ দ্বারা মনে করা সমীচীন হবে না যে এ আয়াত মুসলমানদেরকে সকল সন্ধি-চুক্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বা মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। কারণ পরবর্তী আয়াত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে সন্ধি-চুক্তি সকল ক্ষেত্রে পালনীয় এবং অলঙ্ঘনীয়। নবম হিজরী সনে তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে তাঁর প্রতিনিধিরূপে হজ্জে আকবর এর অনুষ্ঠানে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন ঃ (১) 'এই বছরের পরে কোন পৌত্তলিক বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হতে পারবে না, (২) আত্মসমর্পণ করেনি এমন পৌত্তলিক গোত্রগুলোর সঙ্গে রসূল করীম (সাঃ) এর সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তিপত্রসমূহ বহাল থাকবে এবং তাদের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চলা হবে। কিন্তু যাদের সঙ্গে নবী করীম (সাঃ) সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ বা যারা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তারা ছাড়া কোন পৌত্তলিক হেজাযে থাকতে পারবে না'। পৌত্তলিক গোত্রগুলোর বিশ্বাসঘাতী আচরণ দ্বারা এবং পবিত্র চুক্তির অস্বীকার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর তাবুক অভিযানের জন্য মদীনা থেকে অনুপস্থিত থাকাকালে (৮ঃ৫৭) ব্যাপক আকারে চুক্তি লংঘন করায় এই আদেশ কেবল সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গতই ছিল না বরং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনাতেও এ ঘোষণা জরুরী ছিল। হেজায যখন মুসলিম জাতির ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তখন এর স্বার্থ সংরক্ষণার্থে সময়ের এই চাহিদাই ছিল সকল অসঙ্গত এবং ক্ষতিকর প্রাথমিক কারণসমূহ যা এর অখন্ডতার প্রতি হুমকীস্বরূপ হতে পারে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে তা থেকে একে মুক্ত করা।

১১৫৫।এসব গোত্র ছিল বনু খুযা'আ্, বনু মুদ্লিজ, বনু বকর, বনু দামরাহ্ এবং বনু সুলাইম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক। প্রসঙ্গক্রমেই এই আয়াত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরে যে ইসলাম চুক্তি এবং সন্ধির শর্তাদিকে পবিত্র গণ্য করে।

★ ৫। অতএব সম্মানিত মাসগুলো[১১৫৫-ক] যখন পার হয়ে যাবে তোমরা এসব (চুক্তি ভঙ্গকারী) মুশরিকদের[১১৫৬] যেখানেই নাগাল পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে গ্রেফতার করবে, তাদেরকে অবরোধ করবে এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকবে। [ক]কিন্তু তারা তওবা করলে, নামায কায়েম করলে এবং যাকাত দিলে তাদের পথ ছেড়ে দাও[১১৫৭]। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

৬। আর মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়। এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে[১১৫৮]। এ (সুযোগ দেয়ার কারণ) হলো, তারা এমন লোক যাদের জ্ঞান নেই।

১ [৬] ৭

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ ع

৭। মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে কিভাবে সঠিক বলে গণ্য হতে পারে? তবে যেসব (মুশরিকের) সাথে মসজিদে হারামের পাশে [খ]তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের কথা ভিন্ন। সুতরাং তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে (চুক্তিতে) অটল থাকে তোমরাও তাদের সাথে (চুক্তিতে) অটল থেকো।[১১৫৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ إِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৫৭; ৯ঃ১১ খ. ৯ঃ৪।

১১৫৫-ক। সম্মানীত মাসগুলো হলো যিল্‌কদ, যিল্‌হজ্জ, মুহার্‌রম এবং রজব। প্রথম তিনটি হজ্জে আকবর এর মাস এবং শেষের মাসটিতে আরবরা সাধারণত ওমরাহ্ পালন করতো (২ঃ১৯৫ ও ২ঃ২১৮)। 'আশহুরুল হুরুম হারাম' অর্থ পবিত্র মাসগুলি নয়, বরং' নিষিদ্ধ মাসগুলো' এবং তা উপরে ৯ঃ২ আয়াতে উল্লেখিত চার মাস। উক্ত মাসগুলোতে উল্লেখিত পৌত্তলিকদেরকে দেশের সর্বত্র নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল যাতে তারা নিজেরাই দেখে বুঝতে পারে, ইসলাম বিজয়ী হয়েছে কি না এবং আল্লাহ্ তাআলার কথা পূর্ণ হয়েছে কি না। আর যে সময়ের মাঝে সকল শত্রুতা বা সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছিল, সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে প্রকাশ্যে স্বীকৃত ইসলামের এমন সব শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ পুনরারম্ভ করা হয়েছিল যারা নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল এবং বারংবার তাদের প্রতিশ্রুত চুক্তি ভঙ্গ করছিল। এই চূড়ান্ত শর্তের যথার্থতা ৯ঃ৮-১৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেসব পৌত্তলিক অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দোষী ছিল না তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল (৯ঃ৪,৭)।

১১৫৬। যেসব পৌত্তলিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তখনো পর্যন্ত নূতন সন্ধির প্রস্তাব করেনি তাদেরকেই বুঝাচ্ছে।

১১৫৭। যাদের হাতে মুসলমানরা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতির শিকার হয়েছিল, সেই শত্রুদেরকেও ক্ষমা করা হতো যদি তারা অনুতপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। প্রকৃত ঘটনা হলো, পৌত্তলিকদের মাঝে এমন অনেক লোক ছিল যারা অন্তরের অন্তস্তলে ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিল, কিন্তু হয় অহংকারবশত বা নির্যাতনের ভয়ে অথবা এরূপ অন্যান্য কারণে তাদের ঈমানকে প্রকাশ করতে বিরত থাকতো। এ আয়াত এ শ্রেণীর লোকদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে তাদের মাঝে যদি কেউ ইসলাম ধর্মের উপর এমন কি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ঈমান আনার কথা প্রকাশ করতো তাহলেও তার এ স্বীকৃতি কপটতাপূর্ণ বা জীবন রক্ষার জন্য বলে ধরে নেয়া হতো না। বরং তাকে মুসলমান বলেই গণ্য করা হতো।

১১৫৮। এ আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে অস্ত্রের বলে পৌত্তলিকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে যুদ্ধ করা হয়নি। কারণ এ আয়াত অনুযায়ী যুদ্ধাবস্থায়ও পৌত্তলিকদেরকে মুসলিম শিবিরে অথবা কেন্দ্রস্থলে সত্যকে জানার উদ্দেশ্য আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের নিকট সত্য প্রচার করে ইসলামের শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করতো তাহলে নিরাপদ স্থানে তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হতো। এরূপ সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে এর প্রচারের জন্য পরমত-অসহিষ্ণুতা বা বল প্রয়োগ অথবা বল-প্রয়োগে প্রশ্রয় দানের অভিযোগ আরোপ করা চরম অবিচার ও যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১৫৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑧

৮। কিভাবে (তাদের চুক্তি বিশ্বাসযোগ্য) হতে পারে যেক্ষেত্রে [ক]তারা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তার কোন বন্ধনের[১১৬০] বা চুক্তির[১১৬১] ধার ধারবে না? তাদের মুখের কথা দিয়ে তারা তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে। অথচ তাদের অন্তর তা মেনে নেয় না। আর তাদের অধিকাংশই দুষ্কর্মপরায়ণ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑨

৯। [খ]তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করেছে এবং তাঁর পথ থেকে (লোকদের) বাধা দিয়েছে। তারা যা করে তা নিশ্চয় অতি মন্দ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ⑩

১০। কোন মু'মিনের[১১৬২] ক্ষেত্রে [গ]তারা আত্মীয়তার বন্ধনের বা চুক্তির ধার ধারে না। আর এরাই সীমালংঘনকারী।

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

১১। [ঘ]কিন্তু তারা তওবা করলে, নামায কায়েম করলে এবং যাকাত দিলে তারা ধর্মের দিক থেকে তোমাদের ভাই। আর জ্ঞানী লোকদের জন্য আমরা নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১০; খ. ২ঃ১৭৫; ৩ঃ৭৮, ১৮৮; ১৬ঃ৯৬; গ. ৯ঃ৮; ঘ. ৭ঃ১৫৪।

১১৫৯। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যুদ্ধের অনুমতি কেবলমাত্র সেই সকল অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল যারা বারংবার পবিত্র চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং বিশ্বাঘাতকতাপূর্বক মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। বাকী অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন তাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে মেনে চলে। ৯ঃ৪ আয়াতের মত বর্তমান আয়াতও প্রতিশ্রুতি এবং সন্ধি-চুক্তি পালন করাকে সততা এবং ধার্মিকতার কাজ বলে বর্ণনা করেছে যা আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ। কুরআন করীম অত্যন্ত জোরের সাথে এবং পুনঃ পুনঃ মুসলমানদেরকে সন্ধি-চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার আদেশ দিয়েছে।

১১৬০। 'ইল্লুন' অর্থ আত্মীয়তা বা নৈকট্য, রক্তের সম্পর্ক, সদ্বংশজাত, সন্ধি বা অঙ্গীকার, নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা (লেইন ও মুফরাদাত)।

১১৬১। 'যিম্মা' অর্থ প্রতিশ্রুতি, সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার, দায়িত্ব বা কর্তব্য, প্রাপ্য বা অধিকার, যার প্রতি কেউ অবহেলা করলে তাকে দোষ দেয়া হয় (লেইন)। 'আহ্লুয্ যিম্মাহ্' শব্দদ্বয় সেই সকল অমুসলিম গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত হয় যাদের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ এবং যারা রাষ্ট্রকে মাথা পিছু কর দেয়, যার বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে (লেইন)। তফসীরাধীন আয়াত অধিকতর সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ কেবল এরূপ অবিশ্বাসীদের প্রতিই প্রযোজ্য যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুধু প্রথমেই আরম্ভ করেনি, অধিকন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকও ছিল। তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রাখতো, না চুক্তির শর্ত ও অঙ্গীকার রক্ষা করতো।

১১৬২। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াত যুক্তি দিয়ে সেই সকল পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের যথার্থতা প্রমাণ করে (৯ঃ৫) (১) যারা ছিল কপট, বিশ্বাসঘাতক এবং নিজেদেরকে মুসলমানদের মিত্র বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু মুসলমানরা তাদের ওপর বিশ্বাস

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

★ ১২। আর এসব (লোক) অঙ্গীকার করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করলে[১১৬৩ ক] তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফিরদের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে[১১৬৪] যুদ্ধ কর, যেন তারা (এসব অপকর্ম থেকে) বিরত হয়। নিশ্চয় তারা এমন (লোক) যাদের কসমের কোন মূল্য নেই।

أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩। তোমরা কি এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে (মাতৃভূমি থেকে) বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে[১১৬৫] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তারাই প্রথমে (সংঘর্ষের) সূচনা করেছে[১১৬৬]? তোমরা কি তাদের ভয় কর? তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌কেই তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি (এর মাধ্যমে) মু'মিনদের মনে স্বস্তি প্রদান করবেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫। আর তিনি তাদের হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করে দিবেন। আর আল্লাহ্ যার জন্যে চাইবেন তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯১; ৪ঃ৯২।

স্থাপন করা সত্ত্বেও তারা যখনই কোন ক্ষতির সুযোগ পেত, তখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো, (২) যারা আত্মীয়তার বন্ধনকেও উপেক্ষা করতো এবং শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেদের অতি নিকট আত্মীয়বর্গকেও হত্যা করতো (৯ঃ৮), (৩) যাদের যুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দান করা (৯ঃ৯) এবং (৪) যারা মুসলমানদেরকে প্রথমে আক্রমণ করতো (৯ঃ১৩)।

১১৬৩। 'তোমাদের ধর্মের প্রতি জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করলে' এ উক্তির মর্ম কেবল মৌখিক উপহাস ও অপমান করাই নয়, বরং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ক্ষতি সাধনের জন্য বাস্তব আক্রমণও বুঝায়। 'তা'আনু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ বর্শা বিদ্ধ করা।

১১৬৪। 'আইয়েম্মাতুল কুফর' (কাফিরদের প্রধানরা) -এ কথাগুলো এখানে মাত্র কয়েকজন সর্দারের প্রতি আরোপিত হয়নি, বরং সমগ্র জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ আয়াতে উল্লেখিত আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে নেতা বা প্রধান বলার কারণ হলো, মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদের মাঝে এরাই ছিল অগ্রগামী এবং তাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করেছিল এবং যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের শত্রুতা এমন বদ্ধমূল ও প্রকট ছিল যে এ বিষয়ে তারা যেন শয়তানের মত কাজ করছিল।

১১৬৫। যখন নবী করীম (সাঃ) 'তাবুক' অভিযানে গিয়েছিলেন সেই সময় মদীনা বা এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতিগুলো তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উস্কানী দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

১১৬৬। এক্ষেত্রেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকদেরকে বুঝায় না, বরং প্রকাশ্য বা গোপন অবিশ্বাসী লোকদেরকে বুঝায়, যারা মদীনা এবং এর চতুষ্পার্শ্বের এলাকায় বসবাস করতো। এ অবিশ্বাসীরা যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছিল যে মুসলমানেরা কখনো সীমালংঘনকারী ছিল না বরং তাদেরকেই আক্রমণ করা হতো।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬। ক তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ্ এখনো (পরীক্ষা করে) তোমাদের মাঝে এরূপ লোকদের স্বতন্ত্র করে দেননি যারা জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে খ গ্রহণ করেনি?[১১৬৭]

২ [১০] ৮

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

★ ১৭। তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যেক্ষেত্রে নিজেদের অস্বীকারের[১১৬৮] সাক্ষ্য দেয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র জন্য যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং তদনুযায়ী তা সংরক্ষণের প্রতি সুবিচার করা মুশরিকদের কাজ নয়। এদেরই কর্ম ব্যর্থ হবে। আর এরা দীর্ঘকাল আগুনে পড়ে থাকবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

★ ১৮। আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিবসে যে ঈমান আনে এবং যে নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, নিশ্চয় সে-ই আল্লাহ্‌র মসজিদ[১১৬৯] সংরক্ষণের যোগ্য। অতএব আশা করা যায় এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে (গণ্য) হবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে সে ব্যক্তির (কাজের) সমতুল্য বলে মনে করেছ, যে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এরা কখনো সমান নয়। আর[১১৭০] আল্লাহ্ যালেম লোকদের কখনো হেদায়াত দেন না।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪৩,১৮০; ২০ঃ৩-৪; খ. ৩:২৯; ৪ঃ১৪০, ১৪৫; ৯ঃ২৩।

১১৬৭। এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে মুসলমানদের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। আরো ভয়ানক বিপদাবলী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

১১৬৮। এ আয়াত পৌত্তলিক তীর্থযাত্রী সম্পর্কিত এবং ৯ঃ২৮ আয়াতে উল্লেখিত ঘোষণার ভূমিকাস্বরূপ। তখন থেকে কোন পৌত্তলিকের জন্য কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি ছিল না, যেমন হযরত আলী (রাঃ) নবম হিজরী সনে প্রথম হজ্জের বা হজ্জে আকবরের দিনে মক্কায় সমবেত হজ্জযাত্রীদের নিকট ঘোষণা করেছিলেন। তফসীরাধীন আয়াত উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যক্ত করেছে। উপসনালয় হিসাবে কা'বা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অতএব পৌত্তলিকদের এতে কিছুই করণীয় ছিল না। তারা আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদের দুশমন এবং নিজেদের স্বীকারোক্তি মতেই তারা নিন্দিত অপরাধী।

১১৬৯। আল্লাহ্‌র মসজিদ দ্বারা ১৯ আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্র মসজিদ' বুঝায়। কারণ পবিত্র মসজিদ বা কা'বা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং পৃথিবীর সকল মসজিদের আদর্শ।

১১৭০। কা'বার বাহ্যিক এবং বাস্তব উপকার নিজ স্থানে যদিও খুবই প্রশংসনীয়, তবু এর আধ্যাত্মিক উপকারের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে না, যা কেবল একজন মুসলমানই অর্জন করতে পারে। তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, ইসলাম এর অধ্যাদেশসমূহের বাহ্যিক প্রচলিত প্রথা বা আচার থেকে এর অন্তরালে নিহিত মৌলিক আত্মিক চেতনার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ)এর এক হাদীসে আছে যে মু'মিনের জীবন কা'বা থেকে অধিকতর পবিত্রতার অধিকারী (মাজাহ্)।

২০। [ক]যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মর্যাদায় অনেক বড়। আর এরাই সফল হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। [খ]তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনিই, যাঁর কাছে রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২৩। হে যারা ঈমান এনেছ! [গ]তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমাদের ভাইয়েরা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে প্রাধান্য দিলে তোমরা (তাদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না[১১৭১]। আর তোমাদের মাঝে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারাই যালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতৃপুরুষ, তোমাদের সন্তানসন্ততি, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের (অন্যান্য) আত্মীয়স্বজন এবং তোমরা যে ধনসম্পদ অর্জন কর ও যে ব্যবসাবাণিজ্যে তোমরা মন্দার ভয় কর এবং তোমরা যে বাড়ীঘর পছন্দ কর, (এসব) যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়[১১৭২] তাহলে আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

৩ [৮] ৯

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۣاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

٣ ع ٧

২৫। নিশ্চয় [ঘ]আল্লাহ্ অনেক (যুদ্ধ) ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষভাবে) হুনায়নের (যুদ্ধের) দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোমাদের অহংকারী করে তুলেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছিলে[১১৭৩]।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৯৬; ৫৭ঃ১১; খ. ৩ঃ১৬; ৫ঃ১৩; ৯ঃ৭২; ১০ঃ১০; ৫৭ঃ২১; গ. ৩ঃ২৯; ৪ঃ১৪০.১৪৫; ৯ঃ১৬; ৫৮ঃ২৩; ঘ. ৩ঃ১২৪।

১১৭১। এ আয়াত কাফিরদের সেই দলের প্রতি নির্দেশ করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতার সাথে শত্রুতা করতো এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাতো।

১১৭২। ধর্মের মোকাবিলায় আত্মীয়তার বন্ধন ও আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি ভালবাসা এবং জাগতিক ধন-সম্পদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ভূসম্পত্তির বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়া সমীচীন নয়। যখন ধর্মবিষয়ক মহত্তর কারণ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন বিবেচনার প্রশ্ন উঠে তখন এ সকল ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১১৭৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬। এরপর [ক]আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের প্রতি তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তিনি এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর যারা অস্বীকার করেছিল তিনি তাদেরকে আযাব দিলেন। আর অস্বীকারকারীদের প্রতিফল এমনটিই হয়ে থাকে।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। এরপরও আল্লাহ্ যার জন্য চান তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরাতো অপবিত্র★। অতএব তারা যেন তাদের এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না যায়। আর তোমরা যদি দারিদ্রের ভয় কর তাহলে আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের সম্পদশালী করে দিবেন[১১৭৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মাঝে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গণ্য করে না এবং যারা সত্য ধর্মকে ধর্ম হিসেবে অবলম্বন করে না,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৪০; ৪৮ঃ২৭।

১১৭৩। মক্কার পতনের পরে এক সময় হাওয়াযিন এবং সাকিফ গোত্র একত্রে সেনাবাহিনী গঠন করেছিল এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে অগ্রসর হয়েছিল। রসূল করীম (সাঃ) মক্কা থেকে পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুনায়ন প্রান্তরে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন। মক্কায় মুসলমান সেনাদলে যোগদানকারী ২,০০০ নবদীক্ষিত মুসলমানসহ ১২,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী তাঁর সঙ্গে ছিল। নবী করীম (সাঃ) এর নিয়মের ব্যতিক্রমে এ নওমুসলিমদল তাড়াহুড়া করে শত্রুকে আক্রমণ করে বসে, কিন্তু দ্রুত প্রতিঘাতে হতভম্ব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এলোপাতাড়ি পলায়ন করে। ফলে মুসলমান বাহিনী, যারা সংকীর্ণ গিরিখাতের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তাদের মাঝে চাঞ্চল্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এ ছত্রভঙ্গ অবস্থার মাঝে আঁ হযরত (সাঃ) এর চারপাশে রণক্ষেত্রে মাত্র ১০০ লোক ছিল। শত্রুপক্ষের তীরন্দাজবাহিনীর তীরগুলো তাঁর চতুর্দিকে বৃষ্টির মত পড়ছিল। সে ছিল এক শ্বাস-রুদ্ধকর চরম বিপদের মুহূর্ত। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর বহনকারী খচ্চরকে শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্ভীকভাবে পরিচালিত করে যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করে বলে চললেন, "আমি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নবী। এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।" নবী (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) যিনি অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন, পলায়নপর মুসলমানদেরকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তারা অতি কষ্টে পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নেতার (নবী-সাঃ) নিকটে দ্রুত ফিরে গেল এবং প্রচন্ডভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। তুলাদন্ড উল্টে গেল। সেই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের নিদর্শনমূলক বিজয় হলো এবং অন্যূন ৬০০০ কাফির বন্দী হলো (তাবারী ও হিশাম)।

※ [মুশরিকদের অপবিত্র হওয়ার অর্থ হলো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অপবিত্রতা। এ দিয়ে দৈহিক অপবিত্রতা বুঝানো হয়নি। অতএব মুশরিকদের হজ্জ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য হলো, তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের সাথে হজ্জ না করতে দেয়া। কেননা অজ্ঞতার যুগে কখনো কখনো তারা নগ্ন হয়ে এবং নিজেদের মূর্তিগুলো সাথে নিয়ে হজ্জ করে থাকতো। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ:) এবং অন্যান্য হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের মতে মুশরিকরা মুসলমানদের সব মসজিদে এমন কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারে। তবে সেখানে তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ্জ অথবা উমরাহ্ করার অনুমতি নেই। সুতরাং লিখিত আছে লি আন্নাহু লায়সাল মুরাদু মিন আয়াতি ইন্নামাল মুশরিকূনা নাজাসুন ফালা ইয়াকরাবুল মাসজিদাল হারামা–আন্নাহিয়া আন দুখুলিল মাসজিদিল হারামি; ওয়া ইন্নামাল মুরাদু আন্নাহিউ আঁইয়াহুজ্জাল মুশরিকূনা আও ইয়া তামিরূ কামা কানূ ইয়া মালূনা ফিল জাহিলিয়্যাতি (আল্ ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ড: ওয়াহবাতুয্ যাহীলী, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩৪-৪৩৫ দারুল ফিক্‌র দামেস্ক)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১১৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪ (৫) ১০

তারা (নতি ও) অধীনস্থতা স্বীকার করে (নিজেরা) স্বেচ্ছায় 'জিযিয়া' না দেয়া পর্যন্ত [ক]তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর[১১৭৫]।

الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

★ ৩০। আর [খ]ইহুদীরা বলে, 'উযায়ের[১১৭৬] আল্লাহ্‌র পুত্র'। আর খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'। এ সবই তাদের মুখের কথা। ইতোপূর্বে যারা অস্বীকার করেছিল এরা তাদের কথার অনুকরণ করছে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। এদের বিপথে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় আলেম ও সন্ন্যাসীদের[১১৭৭] এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কে প্রভু বানিয়ে রেখেছে। অথচ [গ]তাদেরকে কেবল এক-অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করারই আদেশ দেয়া হয়েছিল।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯১; খ. ২ঃ১১৭; ৫ঃ১৮; ১০ঃ৬৯; গ. ১২ঃ৪১; ১৭ঃ২৪; ৯৮ঃ৬।

১১৭৪। মক্কা এক বিরাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল এবং হজ্জের মৌসুম ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ কর্মচঞ্চল সময় এবং আরববাসীদের বহু আয়-উপার্জনের উৎসস্থান। এসব বাধানিষেধ আরোপের কারণে তাদের আয়ের পথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মনে।

১১৭৫। 'আইয়াদীন' এখানে আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ (১) স্বেচ্ছায় এবং মুসলমানদের উচ্চতর ক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ, (২) নগদ অর্থে, পরে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ নয়, ৩) মুসলমানদের অনুগ্রহরূপে বিবেচনা করে। 'আন' অর্থ কারণ এবং 'ইয়াদ' অর্থ ক্ষমতা ও অনুগ্রহ (লেইন)। এ আয়াত আহ্‌লে কিতাবের মাঝে যারা আরবে বসাবাস করতো তাদেরকে বুঝায়। এসব লোকও পৌত্তলিকদের মত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় ছিল এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মুসলমানরা এসব লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল যতক্ষণ না তারা আনুগত্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে রাজি হয়। অতএব মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে এসব অ-মুসলিমরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে নিরাপত্তা ভোগ করতো এর বিনিময়ে যে কর তাদের উপরে ধার্য করা হতো তাকে 'জিযিয়া' বলা হতো।

উল্লেখ্য, অমুসলমানদের উপরে নির্ধারিত 'জিযিয়ার' বিপরীত মুসলমানদের উপরে যাকাতরূপে অনেক বেশি কর ধার্য ছিল। তদুপরি অমুসলমানদের দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হতো। এমতাবস্থায় তারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক আরামে ছিল। কারণ তাদেরকে লঘু কর দিতে হতো এবং সামরিক কর্তব্য থেকেও তারা নিস্তার পেত। "সা-গিরুন" শব্দ অধীনস্থ রাজনৈতিক অবস্থা বুঝায়। অন্যথায় তারা মুসলমানদের সাথে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করতো। আরবের পৌত্তলিকরা এবং প্রতিবেশী ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামের প্রধান শত্রু ছিল। পৌত্তলিকদের সাথে বিশ্বাসীদের সম্পর্ক বর্ণনা করার পর এ সূরা তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা আহ্‌লে কিতাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বর্ণনা করছে, বিশেষভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদের ব্যাপারে।

১১৭৬। উযায়ের বা ইয্‌রা খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বাস করতেন। উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরোহিত সেরাইয়াহ্‌র বংশধর উযায়ের নিজেও পুরোহিত-স্বভাবের লোক ছিলেন এবং ধর্মযাজক ইয্‌রা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইহুদী ধর্মের উন্নতি সাধনে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইসরাঈলী নবীগণের মাঝে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত। মদীনার ইহুদীরা এবং হাযরামাউতের এক ইহুদী ফেরকা তাকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। রাব্বীগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার সাথে তার নাম সংযুক্ত করে।

রেনান (Renan) তার রচিত 'ইহুদীজাতির ইতিহাস' (History of the people of Israil) পুস্তকের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে ইহুদী জাতির নিশ্চিত সংবিধান ইয্‌রার আমলেই কোন এক নির্দিষ্ট সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। রাব্বীয়দের সাহিত্যে তিনি নিয়ম-প্রণালী বা আইন-কানুনের যোগ্য মাধ্যমরূপে বিবেচিত হতেন, যদি না পূর্বাহ্নেই হযরত মূসা (আঃ) এর উপর শরীয়ত অবতীর্ণ হতো। তিনি নিহিমিয়ার সহযোগিতায় কাজকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে ব্যবিলোনিয়াতে মৃত্যু বরণ করেন (জিউ এনসাইকোঃ ও এনসাইকো বিবঃ)

১১৭৭। 'আহবা-র' ইহুদী আলেম বা পন্ডিত ব্যক্তি এবং 'রুহবা-ন' খৃষ্টান সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ۝

তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যা শরীক করছে তিনি এ থেকে পবিত্র।

يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يُّطۡفِـئُوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَيَاۡبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنۡ يُّتِمَّ نُوۡرَهٗ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ۝

৩২। [ক]তারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণতা প্রদান করা ছাড়া (অন্য সব কিছু) নাকচ করেন, যদিও অস্বীকারকারীরা তা অপছন্দ করে[১১৭৮]।

هُوَ الَّذِىۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَـقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ ۝

৩৩। [খ]তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি সব ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা (তা) যতই অপছন্দ করুক[১১৭৯]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ وَالرُّهۡبَانِ لَيَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيۡنَ يَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَلَا يُنۡفِقُوۡنَهَا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍۙ ۝

৩৪। হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় [গ]ওলামাদের ও সন্ন্যাসীদের অনেকে অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করে এবং [ঘ]আল্লাহ্‌র পথে যেতে (লোকদের) বাধা দেয়। আর যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও,

يَّوۡمَ يُحۡمٰى عَلَيۡهَا فِىۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوٰى بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوۡبُهُمۡ وَظُهُوۡرُهُمۡ ؕ هٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَكۡنِزُوۡنَ ۝

৩৫। যেদিন জাহান্নামের আগুনে এসব (সোনা রূপাকে) উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে দাগানো হবে[১১৮০] (তখন তাদের বলা হবে,) 'এ সেই (সম্পদ) যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। অতএব তোমরা যা মজুদ করতে এর স্বাদ ভোগ কর।'

দেখুন ঃ ক. ৬১ঃ৯; খ. ৪৮ঃ৪৯; ৬১ঃ১০; গ. ৪ঃ১৬২; ঘ. ৪ঃ১৬১।

১১৭৮। আরবের খৃষ্টান অধিবাসীরা সিরিয়াতে বসবাসকারী তাদের শক্তিশালী স্বধর্মীয় ভাইদেরকে উত্তেজিত করেছিল এবং তাদের সহযোগিতায় আরবভূমিতে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক উদীপ্ত ইসলামের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। পারশ্য জাতিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে ইহুদীরাও ঠিক একইরূপ চেষ্টা করেছিল।

১১৭৯। পবিত্র কুরআনের তফসীরকারীরা সকলেই একমত পোষণ করেন যে রসূল করীম (সাঃ) এর হাদীস মতে, ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র (আঃ) এর যুগে ঘটবে (জরীর) যখন বিভিন্ন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা প্রচারে পূর্ণোদ্যমে চরম প্রচেষ্টা চালাবে। ইসলাম ধর্মের আদেশ এবং নীতির মহত্ব বা পরমোৎকর্ষ ইতোমধ্যেই ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করে চলছে এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করবে এবং সেইসব ধর্মের অনুসারীরা দলে দলে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে সমবেত হবে।

১১৮০। এ বর্ণনা আলঙ্কারিক বা রূপক। যখন কোন ধনী ব্যক্তি কৃপণতা বা অহঙ্কারের কারণে নিঃস্ব বা দরিদ্র লোককে সাহায্য দিতে অস্বীকার করে তখন তার কপাল সঙ্কুচিত হয়ে ভ্রুকুটী পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর সে পাশ ফিরে শেষ পর্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যপ্রার্থীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। যথাযথভাবেই উল্লেখিত হয়েছে যে কপালের পাশে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে, অর্থাৎ (কলঙ্ক) চিহ্নিত করা হবে।

★ ৩৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মাসের গণনা হলো বার মাস[১১৮১]। এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান। যেদিন থেকে তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (সেদিন থেকে) এ (মাসগুলো হতে) চার মাসকে সম্মানিত[১১৮২] মাস (বলা) হয়। এটাই সেই ধর্ম যা স্থায়ী হবে। অতএব তোমরা এ (মাসগুলোতে) নিজেদের প্রতি অবিচার করো না। আর তোমরা (অন্য মাসগুলোতে) মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে সেভাবে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সম্মিলিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলো) আগ-পাছ করা কুফরীতে এক বাড়তি সংযোজন[১১৮৩]। এর মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা একে কোন এক বছর বৈধ সাব্যস্ত করে আবার কোন এক বছর একে অবৈধ সাব্যস্ত করে যাতে আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত বলে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা তারা পূর্ণ করতে পারে এবং আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তারা তা বৈধ করতে পারে। [ক]তাদের কৃতকর্মের কুৎসিত দিক তাদের জন্য সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আর আল্লাহ্ কাফিরদের হেদায়াত দেন না।

৫ [৮] ১১

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

★ ৩৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের হয়েছে কী, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (জেহাদের জন্য) দলবদ্ধভাবে বের হতে বলা হলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি ভীষণ আসক্ত[১১৮৪] হয়ে পড়? [খ]তোমরা কি পারলৌকিক জীবনের বদলে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) [গ]পার্থিব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরকালে নিতান্তই তুচ্ছ (বলে প্রতীয়মান) হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৪৪; ১৩ঃ৩৪; ১৬ঃ৬৪; ২৭ঃ২৫; ২৯ঃ৪৯; ৩৫ঃ৯; খ. ১৩ঃ২৭; গ. ৩ঃ১৫।

১১৮১। চান্দ্র বছর এবং সৌর বছর উভয়ই ১২ মাসে নির্ধারিত।

১১৮২। যি'ল-কা'দাহ্, যি'ল-হাজ্জ, মুহার্‌রম্ ও রজব চারটি সম্মানিত মাস।

১১৮৩। আরবদের দীর্ঘ দিনের প্রথার প্রতি এ আয়াত ইঙ্গিত করছে। পর পর তিনটি মাস (যি'ল-কা'দাহ্' যি'ল-হাজ্জ এবং মুহার্‌রম্) লুণ্ঠন-মূলক অভিযান থেকে নিজদেরকে বিরত রাখার জন্য তাদের নিকট কখনো কখনো অতি দীর্ঘ সময় বলে মনে হতো। এ কারণে সম্মানিত মাসগুলোর মাঝে নিষেধাজ্ঞা হতে নিজদেরকে মুক্ত করার জন্যই তারা কোন কোন সময় এক সম্মানিত মাসকে সাধারণ মাসে এবং এক সাধারণ মাসকে সম্মানিত মাসে পরিবর্তিত করে নিত।

১১৮৪। কথাটি তাবূক অভিযান সম্পর্কে। তাবূক শহর দামেশক্ এবং মদীনার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। নবী করীম (সাঃ) কে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে রোমান নামে খ্যাত পূর্ব-রোম সাম্রাজের গ্রীকরা সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। প্রায় ৩০,০০০ লোকের এক সেনাবাহিনীসহ আঁ হযরত (সাঃ) নবম হিজরী সনে সিরিয়া অভিমুখে মদীনা ত্যাগ করলেন। মুসলমান সৈন্যদেরকে দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছিল। একে 'জাইশুল উস্‌রা' অর্থাৎ দুঃখময় সেনাবাহিনী নামে অভিহিত করা হয়।

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। তোমরা (জেহাদের জন্য) দলবদ্ধ হয়ে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। তোমরা এ (রসূলকে) সাহায্য না করলেও (স্মরণ রেখো) আল্লাহ্ তাকে পূর্বেও সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং গুহায় সে ছিল দু'জনের একজন। তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুশ্চিন্তা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' তখন [ক]আল্লাহ্ তার[১১৮৫] ওপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা কখনো দেখনি। আর তিনি অস্বীকারকারীদের কথা তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলেন। আর আল্লাহ্র কথাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় [১১৮৬]।

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১। তোমরা হালকা বা ভারি (অস্ত্রে সজ্জিত) অবস্থায় বেরিয়ে পড়[১১৮৭] এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে [খ]আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

দেখুন ঃ ক.৯ঃ২৬; ৪৮ঃ২৭.; খ. ৮ঃ৭৫; ৯ঃ৮৮,১১১; ৬১ঃ১২।

১১৮৫। 'তার ওপর নিজ প্রশান্তি' বাক্যাংশে 'তার' সর্বনামটি হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে বুঝায়। কেননা হযরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সার্বক্ষণিকভাবে প্রশান্ত এবং নির্লিপ্ত এবং 'তাকে এমন বাহিনী দিয়ে' এ বাক্যাংশের সর্বনাম আঁ হযরত (সঃ) কে বুঝায়। সর্বনাম ব্যবহারের এরূপ তারতম্য আরবী ভাষায় দেখা যায় এবং একে 'ইনতিশারুয্ যামায়ের' বলা হয় (দেখুন ৪৮ঃ১০)।

১১৮৬। এ উক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হিজরত সম্পর্কে। এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে সওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার উপরে 'দু'জনের একজন' এ উক্তি দ্বারা আলোকপাত করছে, যাদের সাথে আল্লাহ্ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলা যাদের ভয় দূর করেছিলেন।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে গিরিকন্দরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যখন কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং যখন আঁ হযরত (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি ক্রন্দন করছেন তখন উত্তরে তিনি (রাঃ) বললেন, আমার জীবনের জন্য আমি কাঁদি না, হে আল্লাহ্র রসূল! কারণ আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে শুধু তা হবে একটি জীবনেরই অবসান। কিন্তু আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তা হবে ইসলামের মৃত্যু এবং গোটা মুসলিম জাতির অবসান (যুরকানী)।

১১৮৭। হাল্কা অথবা ভারী শব্দদ্বয়ের মর্ম হতে পারে, যুবক বা বৃদ্ধ, একাকী বা দলবলে, পদব্রজে বা ঘোড়ায় চড়ে, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য-সম্ভার সহ অথবা অপ্রতুল হাতিয়ার এবং অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সহ ইত্যাদি।

৪২। যদি দূরত্ব কম হতো এবং সফর সহজ হতো তবে তারা নিশ্চয় তোমাকে অনুসরণ করতো। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করা তাদের জন্য ছিল দুঃসাধ্য[১১৮৮]। আর তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, 'আমাদের যদি সাধ্য থাকতো নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়তাম।' তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ্ জানেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

৬
[৫]
১২

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করুন[১১৮৯]। যারা সত্য বলছিল তাদের বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদের না চেনা (পর্যন্ত) তুমি তাদের (অর্থাৎ অব্যাহতি প্রার্থনাকারীদের) কেন অনুমতি দিলে?

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চায় না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভাল করেই জানেন।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তোমার কাছে কেবল তারাই অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে না। তাদের হৃদয় সন্দেহগ্রস্ত এবং তারা সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। আর তারা যদি (জেহাদে) বের হওয়ার সংকল্প করে থাকতো তাহলে তারা এর জন্য নিশ্চয় প্রস্তুতিও নিত। কিন্তু (এ মহৎ উদ্দেশ্যে) তাদের অভিযাত্রাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। তাই তিনি তাদেরকে (সেখানেই) বসে থাকতে দিলেন এবং (তাদের) বলা হলো, '(ঘরে) বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।'

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

১১৮৮। তাবুকের পথ খুবই দুর্গম এবং যাত্রা কষ্টসাধ্য ছিল। মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত গরম আবহাওয়ায় সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২শ' মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য। এটা ছিল ফসল কাটার মৌসুম এবং পাকা ফলের ভারে গাছপালা ঝুঁকে পড়েছিল।

১১৮৯। 'আফাল্লাহু আনকা' আরবী ভাষার এ উক্তির মর্ম এটা নয় যে নবী আকরম (সাঃ) কর্তৃক কৃত কোন পাপকে ক্ষমা করা হয়েছিল, বরং এটা আঁ হযরত (সাঃ) এর জন্য ঐশী ভালবাসা এবং আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ বুঝায়।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

★ ৪৭। তারা যদি তোমাদের সাথে (জেহাদে) বেরও হতো তাহলে *তারা তোমাদের মাঝে কেবল বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করতো এবং তোমাদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াতো। অথচ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনার লোকও তোমাদের মাঝে রয়েছে। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে ভাল করেই জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮। নিশ্চয় তারা আগেও নৈরাজ্য (সৃষ্টি করতে) চেয়েছিল এবং বিষয়াদি ওলটপালট করে তোমার কাছে (উপস্থাপন) করেছিল। অবশেষে সত্য এল এবং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো, অথচ তারা (তা) ভীষণ অপছন্দ করছিল।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯। আর তাদের কোন কোন লোক বলে, 'তুমি আমাকে (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি দাও এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। জেনে রাখ, তারাতো পরীক্ষায় পড়ে গেছে। আর জাহান্নাম অবশ্যই কাফিরদের সব দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। তোমার কোন কল্যাণ সাধিত হলে তাদের কষ্ট হয়। আর তোমার কোন বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম।' আর তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ফিরে যায়।

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত বিপদ ছাড়া কখনো অন্য কোন বিপদ নেমে আসবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

৫২। তুমি বল, 'তোমরা কেবল আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের[১১৯০] মাঝে একটিরই অপেক্ষা করতে পার।' পক্ষান্তরে আমরা তোমাদের জন্য এ অপেক্ষায় রয়েছি যে আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে তোমাদেরকে আযাব দিবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে নিশ্চয় অপেক্ষায় রইলাম।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১৯।

১১৯০। প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী। তার জন্য আর কোন বিকল্প পথ নেই।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যা-ই খরচ কর তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না[১১৯১]। নিশ্চয় তোমরা দুষ্কর্মপরায়ণ লোক।'

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে তাদের অস্বীকার করা ছাড়াও কেবল অলস [ক]অবস্থায় নামাযে উপস্থিত হওয়া এবং অনিচ্ছার সাথে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাই তাদের এসব দান খয়রাত (আল্লাহ্র কাছে) গৃহীত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫। অতএব [খ]তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাকে অবাক না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ এ সবের মাধ্যমেই ইহজীবনে তাদের আযাব দিতে চান[১১৯২] এবং (তিনি আরো চান) কাফির থাকা অবস্থায়ই যেন তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬। আর নিশ্চয় তারা তোমাদের (দলের) লোক বলে আল্লাহ্র কসম খায়। অথচ তারা তোমাদের লোক নয় বরং তারা এক ভীতু জাতি।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭। কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা অথবা কোন লুকানোর জায়গা পেলে তারা অবশ্যই সে দিকে দ্রুত বেগে পালিয়ে যেত।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮। আর তাদের মাঝে একদল লোক আছে, [গ]যারা সদকাখয়রাত সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে তা থেকে তাদের কিছু দেয়া হলে তারা খুশী হয়ে যায় এবং তা থেকে তাদের কিছু দেয়া না হলে তৎক্ষণাৎ তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

দেখুন ঃ ক.৪ঃ১৪৩; খ. ৯ঃ৮৫; গ. ৯ঃ৭৯।

১১৯১। মুনাফিকদের (কপটদের) প্রতি শাস্তির প্রকৃতির পরিমাপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোন জরিমানা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি, তাদেরকে কয়েদীও বানানো হয়নি, এমন কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি যা সাধারণত এ জাতীয় অপরাধের জন্য দেয়া হতো। তাদেরকে কেবল সহজভাবে এটাই বলা হয়েছিল যে তাদের আত্মাকে পবিত্রকরণের জন্য যাকাতরূপে যে একটি উপায় ছিল তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এতেই প্রতিপন্ন হয় যে কপটদের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর ব্যবহার কোন আর্থিক বা পার্থিব প্রণোদিত ব্যাপার ছিল না।

১১৯২। মুনাফিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে তাদের ধনসম্পদ এবং তাদের সন্তানসন্ততি যাদেরকে উপলক্ষ্য করে তারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থেকেছিল তাদের জন্য চরম মর্ম বেদনার কারণ হবে। এরা যে ধর্মকে ঘৃণা করছে এদের সন্তানরা সেই ধর্মই গ্রহণ করবে এবং তাদের ধনসম্পদ এর উন্নতিকল্পে ব্যয় করবে।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿۵۹﴾

★ ৫৯। হায়! তারা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট (এবং) আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে অবশ্যই আমাদের দান করবেন (আর) নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগী' (তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম হতো)।

৭ [১৭] ১৩

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۰﴾

৬০। 'সদকা'[1193] কেবল অভাবী, অসহায় এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহ্‌র পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাবান।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۱﴾

★ ৬১। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে যে সবার কথায় কান দেয়[1194]।' তুমি বল, 'সে কান দেয় বটে তবে তা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। সে আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে এবং মু'মিনদের বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মাঝে [ক]যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে এক কৃপা'। আর যারা আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾

৬২। [খ]তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কসম খায়। অথচ তারা মু'মিন হয়ে থাকলে (তাদের জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশি অধিকার রাখেন যে তারা তাকে (ও আল্লাহ্‌কে) সন্তুষ্ট করবে।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১২৮; ২১ঃ১০৮; খ. ৯ঃ৯৬।

১১৯৩। 'সাদাকাত' এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদ্‌কা অর্থাৎ যাকাত। এ আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির উপর প্রদেয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছে, যথা (ক) 'ফোকারা' একবচনে ফকীর (মূল শব্দ ফাকারা) যার অর্থ,এটা তার পিঠের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল (লেইন)। অর্থাৎ দরিদ্র অথবা রোগ-ব্যাধিতে যারা ভেঙ্গে পড়ে তারা, (খ) 'মাসাকীন' (এক বচনে মিস্‌কীন, মূল শব্দ সাকানা) অর্থাৎ সেই সকল লোক যারা কর্মক্ষম কিন্তু তাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সেই সব লোক যারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত, (ঘ) অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিম যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, (ঙ) গোলাম, কয়েদী এবং অনুরূপ অন্যান্য লোকজন যাদেরকে আজাদ বা মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিপণ দিতে হবে, (চ) যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি, (ছ) যে কোন সৎ কাজের জন্য এবং (জ) মুসাফিরিতে অর্থাভাবে যারা অসহায় অবস্থায় নিপতিত অথবা যারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে।

১১৯৪। 'উযুনুন' (শাব্দিক অর্থ কান) এর মর্ম এমন ব্যক্তি যিনি শ্রবণ করেন এবং যা কিছুই তাকে বলা হয় তিনি তা বিশ্বাস করেন। নানা অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ঘৃণাসূচক মন্তব্য যা রসূল করীম (সাঃ) এর অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্বন্ধে করেছিল, সেসবের মাঝে একটি ছিল সকল সংবাদ বিবরণী বা রিপোর্ট যা কিছু তাঁকে বলা হতো তিনি শুনতেন এবং তৎক্ষণাৎই সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, তিনি যেন যান্ত্রিক শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়েছিলেন।

أَلَمْ يَعْلَمُوْٓا أَنَّهُ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۖ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তারা কি জানে না, [ক]যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রুতা করে নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নামের আগুন (নির্ধারিত) রয়েছে, যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۖ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। মুনাফিকরা ভয় পায়[১১৯৫] তাদের বিরুদ্ধে কোন সূরা না অবতীর্ণ করে দেয়া হয়, যা এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের মনের গোপন কথা জানিয়ে দিবে। তুমি বল, 'তোমরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাক। তোমরা যে বিষয়ের ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রকাশ করেই ছাড়বেন।'

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۖ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই [খ]তারা বলবে, 'আমরা যে কেবল খোশগপ্প ও হাসি তামাশায় মত্ত ছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছিলে'?

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ۖ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾ ع

৬৬। [গ]তোমরা (তোমাদের অপরাধের) কোন সাফাই গেয়ো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমরা যদি তোমাদের এক দলকে মার্জনা করে দেই এবং অন্য একটি দলকে তাদের অপরাধী হওয়ার দরুন আযাব দেই (তবে তা হবে আমাদের একান্ত ব্যাপার)।

৮
[৭]
১৪

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ۖ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۖ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মুনাফিক[১১৯৬] পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা (স্বভাব চরিত্রে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে বাধা দেয় আর (আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা থেকে) তাদের হাত গুটিয়ে রাখে। [ঘ]তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন[১১৯৭]। নিশ্চয় মুনাফিকরাই দুষ্কর্মপরায়ণ।

দেখুন ঃ ক. ৫৮ঃ৬,২১; খ. ২ঃ৪৫; গ. ৫৬ঃ৮; ঘ. ৫৯ঃ২০।

১১৯৫। মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ভয় মনে স্থান দিত না। কারণ তারা রসূল করীম (সাঃ) এর ঐশী-বাণী প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতো না। এ আয়াত কেবল তাদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক প্রকৃতির পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র।

১১৯৬। 'মুনাফিক' নাফাক্ শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ ছিদ্র বা সরু গলিপথ যা মাটির ভিতর দিয়ে অপর প্রান্তে কোন স্থানে বের হয়, এবং আন্ নিফাক এর অর্থ এক দরজার মাধ্যমে ঈমান প্রবেশ করা এবং তা ত্যাগ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া (আক্‌রাব)।

১১৯৭। 'নিস্ইয়ান' সাধারণ অর্থে ভুলে যাওয়া, প্রকৃতভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে বা উদাসীনতার জন্য অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া বুঝায়। 'নিস্ইয়ান' শব্দ যখন আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন এর মর্ম কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্তি প্রদানের দ্বারা বা ভালবাসা ও স্নেহের প্রকাশ বন্ধ করার দ্বারা সেই ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্কচ্ছেদ করাকে বুঝায় (মুফরাদাত)।

৬৮। [ক]মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে এক স্থায়ী আযাব।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমাদের (এ আযাব) পূর্ববর্তীদের (আযাবের) মত হবে। তারা তোমাদের চেয়ে শক্তিতে অধিক প্রবল এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে অধিক প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব তারা তাদের ভাগের সুখ ভোগ করেছিল। যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগের সুখ ভোগ করেছিল সেভাবেই তোমরাও তোমাদের ভাগের সুখ ভোগ করে ফেলেছ। আর তোমরা বাজে কথায় সেভাবে মত্ত হয়েছ যেভাবে তারা বাজে কথায় মত্ত থাকতো। [খ]এদেরই কৃতকর্ম ইহলোকে এবং পরলোকেও ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। [গ]এদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নূহ্, আদ, সামূদ এবং ইব্‌রাহীমের জাতির এবং মিদিয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত নগরীর[১১৯৮] অধিবাসীদের সংবাদ পৌঁছেনি? তাদের কাছেও তাদের রসূলরা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। অতএব [ঘ]আল্লাহ্‌র পক্ষে তাদের ওপর যুলুম করা সম্ভবই ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু। [ঙ]তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, [চ]নামায কায়েম করে, [ছ]যাকাত দেয় এবং [জ]আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭২। [ঝ]মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আল্লাহ্ এমন সব বাগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর (তিনি তাদেরকে) চিরস্থায়ী বাগানসমূহে

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ

দেখুন ঃ ক.৪ঃ১৪৬; খ. ১৫ঃ১০৬; গ. ১৪ঃ১০; ৫০ঃ১৩-১৫; ঘ. ১০ঃ৪৫; ২৯ঃ৪১; ৩০ঃ১০; ঙ. ৩ঃ১০৫,১১১; ৭ঃ১৫৮; ৯ঃ১১২; ৩১ঃ১৮; চ. ২ঃ৪ ;ছ. ২ঃ৪৪; জ. ৮ঃ২ ঝ. ২ঃ২৬।

১১৯৮। সদোম এবং ঘমোরার (আদিপুস্তক-১৯ঃ২৪-২৫) স্থানটিকে এখন 'মৃত সাগর' বলে মনে করা হয় (সদোম অধ্যায় জিউ এনসাইক)। কুরআন বলে এ স্থানটি 'স্থায়ী রাস্তার' পার্শ্বে অথবা এর নিকটে অবস্থিত (১৫ঃ৭৫-৭৭)।

جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ وَرِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكۡبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿٧٢﴾

৯ [৬] ১৫ পবিত্র গৃহের (-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)। তবে সবচেয়ে বড় হলো [ক]আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটাই মহান সফলতা।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الۡـكُفَّارَ وَالۡمُنٰفِقِيۡنَ وَاغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ ؕ وَمَاۡوٰٮهُمۡ جَهَـنَّمُ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿٧٣﴾

৭৩। [খ]হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর[১১৯৯] এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوۡا ؕ وَلَقَدۡ قَالُوۡا كَلِمَةَ الۡـكُفۡرِ وَكَفَرُوۡا بَعۡدَ اِسۡلَامِهِمۡ وَهَمُّوۡا بِمَا لَمۡ يَنَالُوۡا ۚ وَمَا نَقَمُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ اَغۡنٰٮهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ فَاِنۡ يَّتُوۡبُوۡا يَكُ خَيۡرًا لَّهُمۡ ۚ وَاِنۡ يَّتَوَلَّوۡا يُعَذِّبۡهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿٧٤﴾

★ ৭৪। তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, তারা (কোন মন্দ কথা) বলেনি। অথচ তারা অবশ্যই কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়ে গেছে। আর তারা এমন বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করেছিল যা তারা (পরবর্তীতে) পূর্ণ করতে পারেনি। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল[১২০০] নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দেয়ার কারণেই তারা বিদ্বেষ পোষণ করেছে। অতএব তারা তওবা করলে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। আর এ পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারীও হবে না।

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ عٰهَدَ اللّٰهَ لَـئِنۡ اٰتٰٮنَا مِنۡ فَضۡلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে (এই বলে) অঙ্গীকার করেছিল, 'তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদের কিছু দান করলে অবশ্যই আমরা দানখয়রাত করবো এবং অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّاۤ اٰتٰٮهُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ بَخِلُوۡا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এরপর তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে যখন তাদের দান করলেন তখন তারা এতে কার্পণ্য করলো এবং অবজ্ঞাভরে (নিজেদের অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল।

فَاَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقًا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ اِلٰى يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهٗ بِمَاۤ اَخۡلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوۡهُ وَبِمَا كَانُوۡا يَكۡذِبُوۡنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত শাস্তিরূপে তাদের অন্তরে কপটতা (স্থায়ী) করে দিলেন।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬; ৫ঃ৩; ৯ঃ২২; ৫৭ঃ২১; খ. ৬৬ঃ১০।

১১৯৯। 'জেহাদ' (অনির্দিষ্ট নাম বাচক বিশেষ্যপদ, মূল জাহাদা-অর্থ সে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করেছিল) শব্দটি কুরআন করীমে সাধারণত উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রসূল(সাঃ) কীরূপে সংগ্রাম করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন এর কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া এমন কিছুর ইংগিতও নেই যাতে তরবারির সাহায্যে সংগ্রাম করা বুঝায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, নবী করীম (সাঃ) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করেননি।

১২০০। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের পরে মদীনা শহরের অনেক উন্নতি হয়েছিল। এটা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং মদীনার অধিবাসীরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন।

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

★ ৭৮। [ক]আল্লাহ্ যে নিশ্চয় তাদের গোপন কথা ও গোপন সলাপরামর্শ সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ যে অদৃশ্য বিষয়সমূহও উত্তমরূপে জ্ঞাত তারা কি তা জানে না?

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ۙ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। মু'মিনদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুণ্য সম্পাদনকারীদের দানখয়রাত সম্পর্কে এবং যাদের শ্রম[১২০১] ছাড়া আর কিছুই দেয়ার মত নেই তাদের বিরুদ্ধে যারা অপবাদ দেয় (এবং) তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে আল্লাহ্ [খ]এদের (এ) ঠাট্টাবিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং এদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٨٠﴾ ع

৮০। [গ]তুমি এদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও (তা এদের জন্য সমান)। তুমি এদের জন্য সত্তর বার[১২০২] ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ্ এদের কখনো ক্ষমা করবেন না। এর কারণ হলো, এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। আর আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

১০ [৮] ১৬

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَٰهِدُوا بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

★ ৮১। পেছনে ছেড়ে আসা লোকেরা আল্লাহ্র রসূলের আদেশ লংঘন করে নিজ জায়গায় বসে থাকাতে আনন্দ বোধ করলো এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের প্রাণ ও ধনসম্পদ দিয়ে জেহাদ করাকে তারা অপছন্দ করলো এবং বললো, 'তোমরা এ প্রচন্ড গরমে অভিযানে বের হয়ো না।' তুমি বল, 'দহনের দিক থেকে জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও তীব্র।' হায়, তারা যদি বুঝতো!

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

৮২। অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলের জন্য তাদের কম[১২০৩] হাসা এবং বেশি কাঁদা উচিত।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৪; ১১ঃ৬; ২৫ঃ৭; ২৮ঃ৭০; খ. ৯ঃ৫৮; গ. ৫৩ঃ৭; ঘ. ৯ঃ৮৭,৯৩।

১২০১। আবূ আকীল নামক এক দরিদ্র মুসলমান তাঁর সারা দিনের পারিশ্রমিক (যা ছিল অল্প কিছু খেজুর) তাঁর চাঁদার অংশরূপে দিয়েছিলেন। তাঁর এ নগণ্য চাঁদা দানের জন্য মুনাফিকরা তাকে উপহাস করেছিল।

১২০২। 'সত্তর' শব্দটি দ্বারা এখানে কোন বিশেষ সংখ্যা বুঝায় না, বরং বিষয়ের তীব্রতা প্রকাশার্থে বুঝায় অর্থাৎ এরূপ মুনাফিকরা, যাদের ধ্বংস অনিবার্য, কখনো ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না, যতই রসূল করীম (সাঃ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন।

১২০৩। এ আয়াত সুস্পষ্টরূপে কোন আদেশ বহন করে না। এটি কেবল এ ভবিষ্যদ্বাণী যুক্ত করছে যে শীঘ্রই সময় আসছে যখন মুনাফিকরা হাসবে কম এবং কাঁদবে অনেক বেশি।

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩। অতএব আল্লাহ্ তোমাকে তাদের এক দলের কাছে যদি ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে (তোমার সাথে যুদ্ধে) বের হওয়ার অনুমতি চায় তুমি বল, 'তোমরা আর কখনো আমার সাথে (যুদ্ধে) বের হবে না এবং কখনো আমার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরাই প্রথমবার (বাড়িতে) বসে থাকায় সন্তুষ্ট ছিলে। অতএব তোমরা এখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাক।'

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

★ ৮৪। আর তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার (জানাযার) নামায পড়ো না এবং তার কবরে (দোয়ার জন্য) দাঁড়িও না। কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং অবাধ্য থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫। [ক]আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে। এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দিতে চান এবং কাফির অবস্থায় (যেন) তাদের প্রাণ বের হয়ে যায় (আল্লাহ্ তাও চান)।

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬। আর আল্লাহ্র প্রতি তোমাদের ঈমান আনার এবং তাঁর রসূলের সাথে শামিল হয়ে জেহাদ করার বিষয়ে কোন সূরা অবতীর্ণ হলে তাদের মাঝে ধনীরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদের ছেড়ে দাও যেন আমরা (বাড়ীতে) বসে থাকা লোকদের সাথে (বসে) থাকি[১২০৪]।'

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭। [খ]তারা পেছনে থেকে যাওয়া মহিলাদের[১২০৫] অন্তর্ভুক্ত থাকতে সন্তুষ্ট। আর [গ]তাদের হৃদয়ে মোহর[১২০৬] মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝতে পারে না।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৫৫; খ. ৯ঃ৮১,৯৩; গ. ৬ঃ২৬; ৬৩ঃ৪।

১২০৪। তফ্সীরাধীন আয়াতের উক্তিটি প্রকৃত পক্ষে মুনাফিকদের উচ্চারিত বলে ধরে নেয়া সমীচীন হবে না। এটা শুধু তাদের অবস্থা তুলে ধরে যার অন্তর্নিহিত মর্ম হলো তারা পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকট বিভিন্ন বাহানা নিয়ে এসেছিল।

১২০৫। 'খাওয়ালিফ' অর্থ যুদ্ধের সময় যারা পিছনে থাকে, বা স্ত্রীলোকেরা (অথবা শিশুরা) যারা পশ্চাতে গৃহে অথবা তাবুতে থাকে। এ শব্দের মর্ম এরূপ হয়ে থাকে, যথা মন্দ বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা (লেইন)।

১২০৬। দেখুন ২৭ নং টীকা

৮৮। [ক]কিন্তু এ রসূল ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা তাদের ধনসম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে। আর তাদের জন্যই সব ধরনের কল্যাণ (নির্ধারিত রয়েছে) এবং তারাই সফল হবে।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯। [খ]আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই হলো মহা সফলতা।

১১ [৯] ১৭

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۸۹﴾ ع

৯০। আর মরুবাসীদের মাঝ থেকেও অজুহাত পেশকারীরা[১২০৭] এল যেন তাদেরকে (বাড়িতে বসে থাকার) অনুমতি দেয়া হয়। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারাও (বাড়ীতে) বসে রইলো। তাদের মাঝে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর অবশ্যই এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব নেমে আসবে।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۹۰﴾

৯১। [গ]দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যয় করতে অক্ষম লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হলে তাদের ওপর কোন দোষ বর্তাবে না। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশ নেই। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾

৯২। আর তাদের বিরুদ্ধেও (অভিযোগ) নেই, যারা তোমার কাছে এসেছিল যেন (জেহাদে যাওয়ার জন্য) তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি বলেছিলে, 'বাহন হিসেবে তোমাদের দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই'। (আল্লাহ্র পথে) তাদের ব্যয় করার মত কিছু ছিল না বলে তারা দুঃখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গেল[১২০৮]।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾

দেখুন ঃ ক.৮ঃ৭৫; ৯ঃ৪১,১১১; ৬১ঃ১২; খ. ২ঃ২৬; গ. ৪৮ঃ১৮।

১২০৭। 'আ'য্‌যারা' থেকে 'মুয়ায্‌যের' উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ অজুহাত দেখিয়েছিল অথবা নিজেকে রেহাই দেয়ার অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু অব্যাহতি পাওয়ার মত গ্রহণযোগ্য কোন কারণ দর্শাতে পারেনি। সে কোন বিষয়ে অবহেলাকারী ছিল বা অনুপস্থিত ছিল অথবা বাহানা বা অজুহাত উত্থাপনের মাধ্যমে ত্রুটি করেছিল। সুতরাং উল্লেখিত শব্দের মর্ম হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে কর্তব্যকর্মে অবহেলাকারী এবং প্রকৃত কারণ ছাড়া অজুহাত দেখিয়ে রেহাই পেতে চায় বা নিজেকে দোষমুক্ত বা নিরপরাধ মনে করে (লেইন)।

১২০৮। আয়াতটি সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এতে সেই সাতজন দরিদ্র মুসলমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে যারা জেহাদে যাওয়ার চরম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল, কিন্তু তাদের এমন কোন উপায় উপকরণ ছিল না যা দিয়ে তারা অন্তরের গভীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হতো।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩। অভিযোগ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে যারা সম্পদশালী হয়েও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। [ক]তারা পেছনে থেকে যাওয়া মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে সন্তুষ্ট। আর [খ]আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। অতএব তারা কিছুই বুঝে না।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তারা তোমাদের কাছে নানা অজুহাত পেশ করবে। তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করো না। আমরা কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। এরপর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জানাবেন[১২০৯]।'

১১তম পারা

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

★ ৯৫। তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের সামনে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম খাবে যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। কাজেই তোমরা তাদের একা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলরূপে জাহান্নাম হবে তাদের ঠাঁই[১২১০]।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬। [গ]তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের ওপর কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭। মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফেকীতে (অন্যান্যদের চেয়ে) বেশি কট্টর। আর আল্লাহ্ তাঁর রসূলের প্রতি যা-ই অবতীর্ণ করেছেন এর বিধি-বিধান জানতে না চাওয়ার প্রবণতাও তাদের বেশি। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭৯,৮৭; খ. ৬ঃ২৬; ৯ঃ৮৭; ৬৩ঃ৪; গ. ৯ঃ৬২।

১২০৯। তাবূকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূবেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

১২১০। পশ্চাদপদ লোকগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন লোকের সাথে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারও করা হতো।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

★ ৯৮। আর কিছু সংখ্যক মরুবাসী (আল্লাহ্‌র পথে) তাদের ব্যয়কে আর্থিক দন্ড বলে মনে করে। আর তারা (আকাঙ্ক্ষাভরে) তোমাদের ওপর দুর্দশা নেমে আসার অপেক্ষা করছে। দুঃখদুর্দশা ক তাদের ওপরেই নেমে আসুক! আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। আর এক শ্রেণীর মরুবাসী আছে, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে[১২১১] এবং (আল্লাহ্‌র পথে) তারা যা-ই ব্যয় করে একে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে মনে করে। শুন! নিশ্চয় এ (কর্ম) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেরই উপায়। আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই নিজ রহমতের আওতাভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১২ [১০] ১

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

★ ১০০। আর মুহাজির ও আনসারদের প্রথম সারির অগ্রগামীদের ওপর এবং সেইসব লোক যারা উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে খ তাদের ওপরও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন[১২১২] এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই হলো মহা সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০১। আর তোমাদের চারপাশের মরুবাসীদের ও মদীনাবাসীদের মাঝে মুনাফিকও রয়েছে। কপটতায় তারা অনড় অটল[১২১৩]। তুমি তাদের চিন না। (কিন্তু) আমরা তাদের চিনি। আমরা অবশ্যই তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব[১২১৪]। এরপর এক মহা আযাবের দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ৪৮ঃ৭.; খ. ৫৮ঃ২৩; ৯৮ঃ৮৯।

১২১১। কুরআন করীম কোন জাতির সকল লোককে কখনই নির্বিচারে অগ্রাহ্য করেনি। মরুভূমির অধিবাসী সকল আরব খারাপ ছিল, এ সম্ভাব্য ভ্রান্তি আলোচ্য আয়াতে অপনোদন করা হয়েছে।

১২১২। প্রসঙ্গক্রমে রসূলে পাক (সাঃ) এর প্রথম খলীফা ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগগুলো খন্ডনে এ আয়াত অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছে।

১২১৩। এতে বিশেষভাবে মদীনার নিকটবর্তী মরুভূমিতে বসবাসকারী পাঁচটি উপজাতীয় গোত্রের কথা বলা হয়েছে। এ গোত্রগুলো হচ্ছে জোহাইনাহ, মুযাইনাহ্, আশজা, আসলাম এবং গিফার (মায়ানী, ৩য় খন্ড, ৩৬১ পৃঃ)। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরে এ সকল কপট লোকেরা একত্র হয়ে মদীনার উপরে আক্রমণ করেছিল (খালদুন,২য় খন্ড, ৬৬ পৃঃ)।

১২১৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। আর কিছু লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা ভাল কাজকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে[১২১৫]। খুব সম্ভব আল্লাহ্ তাদের (তওবা কবুল করে) তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তাদের ধনসম্পদ থেকে তুমি দানখয়রাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র কর ও তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

★ ১০৪। [ক]নিশ্চয় আল্লাহ্ই যে তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং দানখয়রাত গ্রহণ করেন আর আল্লাহ্ই যে তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী তারা কি (তা) জানে না?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

★ ১০৫। আর তুমি বল, 'তোমরা যা খুশি কর। [খ]আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল এবং মু'মিনরা অবশ্যই তোমাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করবেন। আর অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত (আল্লাহ্‌র) কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।'

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

★ ১০৬। [গ]আরো কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়[১২১৬] রাখা হয়েছে। তিনি তাদের আযাব দিতে পারেন অথবা তাদের ওপর অনুগ্রহ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক.৪২ঃ২৬; খ. ৯ঃ৯৪; গ. ৯ঃ১১৮।

১২১৪। 'দু'বার' এ উক্তি শাস্তির প্রকার ভেদের প্রতি ইঙ্গিত নাও হতে পারে, বরং এ শাস্তির কাল নির্দেশ করে যা ৯ঃ১২৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর মর্ম এরূপও হতে পারে যে এক থেকে দুই বছর ধরে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, অর্থাৎ শাস্তি যদি বছরে দু'বার নেমে আসে হয় তারা তা এক বছরেই পাবে। একবার আসলে তা দু'বছর যাবৎ চলতে থাকবে।

১২১৫। এ আয়াত সেইসব মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হতে পারে যারা রেহাই পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তাদের পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা মতান্তরে সাত হতে দশ। নিজ অপরাধের জন্য তাদের স্ব-আরোপিত দন্ডস্বরূপ তারা মদীনার মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিল এবং যখনই আঁ হযরত (সাঃ) নামায পড়তে মসজিদে প্রবেশ করতেন তারা রসূল পাক (সাঃ) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বলতেন, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তাদেরকে মুক্ত করে দিতে আদেশ দেয়া হলো।

১২১৬। এ সব ব্যক্তিবর্গ হলেন হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ), মুরারাহ্ ইবনে রবি (রাঃ) এবং কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)। নবী করীম (সাঃ) ঐশী নির্দেশে এসব লোক সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন (বুখারী)।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

★ ১০৭। আর[১২১৭] (মুনাফিকদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে) যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফরী বিস্তারে (সহায়তা দানের লক্ষ্যে), মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের গোপন ঘাঁটি ✻ গড়ে তোলার নিমিত্তে একটি মসজিদ বানিয়েছে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, 'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছি'। অথচ *আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। তুমি কখনো এ (মসজিদে) দাঁড়াবে না। প্রথম দিন[১২১৮] থেকে যে মসজিদ তাক্ওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত সেটাই তোমার (নামাযে) দাঁড়াবার অধিক উপযুক্ত স্থান। এতে এমন লোকেরা (আসে) যারা পবিত্র হতে আকাঙ্ক্ষা করে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্টদের ভালবাসেন।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

★ ১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাক্ওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর (নিজ গৃহের) ভিত স্থাপন করেছে সে কি উত্তম নাকি সে, যে তার (গৃহের) ভিত এমন এক পতনোন্মুখ ধসের কিনারায় স্থাপন করেছে যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়বে? আর আল্লাহ্ অত্যাচারী লোকদের হেদায়াত দেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

★ ১১০। তাদের হৃদয় (আল্লাহ্র ভয়ে) টুকরো টুকরো হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের নির্মিত এ গৃহ সব সময় তাদের মনে অস্বস্তির ও অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে থাকবে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৩ [১১] ২

দেখুন ঃ ক. ৬৩ঃ২।

১২১৭। ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু খৃষ্টান সন্ন্যাসী আবূ আমের কর্তৃক সৃষ্ট গুপ্ত চক্রান্তের প্রতি ইংগিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে এবং হুনায়নের যুদ্ধের পরে আরব দেশে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে সে রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বাইজেনটাইনদের সাহায্য পাওয়ার ফন্দিতে সিরিয়াতে পলায়ন করেছিল। সেখান থেকে সে মদীনার মুনাফিকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিল যে তারা যেন মদীনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যাতে তার আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে তারা গুপ্ত চক্রান্ত ও হীন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করবে। কিন্তু আবূ আমের তার নিজ কুচক্রের পরিণতি দেখার মত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারেনি এবং সে কুন্নিসরীনে ভগ্ন-হৃদয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অবস্থায় মারা যায়। তার সহযোগীরা তার পরিকল্পনানুযায়ী এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং নবী করীম (সাঃ)কে সেখানে নামায পড়ে তাঁর দোয়া দ্বারা একে অনুগৃহীত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এটা করতে বারণ করেছিলেন। 'মসজিদে যিরার' নামে আখ্যায়িত এ মসজিদকে অগ্নিদগ্ধ করে ধূলিসাৎ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

✻[মসজিদে 'যিরার' ধূলিসাৎ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা এটা ছিল সুস্পষ্টভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের গোপন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে একটি ঘাঁটি। অন্যথায় মসজিদের সম্মান রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২১৮। আয়াতের এ উক্তি, যেমন বর্ণিত আছে, কুবার মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শহরে প্রবেশের পূর্বে যেস্থানে অবতরণ করেছিলেন সেখানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কারো কারো মতে মদীনায় নবী করীম (সাঃ) নিজে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে মসজিদে নববী নামে পরিচিত হয়েছে।

১১১। জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধনসম্পদ কিনে নিয়েছেন। [খ]তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং তারা (শত্রুকে) হত্যা করে নয়ত তারা (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তাঁরই দায়িত্ব যা তওরাত, ইন্‌জীল[১২১৯] এবং কুরআনে (বর্ণিত) আছে। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে ব্যবসা করছ তাতে তোমরা আনন্দিত হও। আর এ-ই হলো মহা সফলতা।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

১১২। তওবাকারী, [গ]ইবাদতকারী, (আল্লাহ্‌র) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্‌র পথে) সফরকারী, রুকূ'কারী, সিজদাকারী, [ঘ]সৎকাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারক্ষাকারী (এরা সবাই খাঁটি মু'মিন)। আর এসব মু'মিনকে তুমি সুসংবাদ দাও।

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। মুশরিকরা জাহান্নামী বলে প্রতীয়মান হবার পর, এরা নিকটাত্মীয় হলেও এ নবী ও মু'মিনদের পক্ষে সম্ভব নয় যে তারা এদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا أُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১৪। আর স্বীয় পিতার জন্য ইব্‌রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা করাটা কেবল সেই প্রতিশ্রুতি[১২২০] পালন ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা সে তার সাথে করেছিল। কিন্তু তার কাছে সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের পিতা) আল্লাহ্‌র শত্রু বলে প্রতীয়মান হয়ে গেলে সে এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে গেল। [ঙ]নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল বড়ই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও সহিষ্ণু।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫। আর আল্লাহ্ এমন নন, কোন জাতিকে হেদায়াত দেয়ার পর তিনি (পুনরায়) তাদের পথ ভ্রষ্ট সাব্যস্ত করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে সেই সব বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে না দেন যা থেকে তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু ভাল করেই জানেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

দেখুন : ক. ৪:৭৫, ৬১:১১-১২; খ. ৩:১৯৬, ৬১:৫; গ. ৩৩:৩৬; ঘ. ৩০:১০৫, ১১১, ১১৫, ৭:১৫৮, ৯:৭১, ৩১:১৮; ঙ. ১৯:৪৮, ২৬:৮৭, ৬০:৫

১২১৯। তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ-৬:৩-৫ এবং মথি-১৯:২১ ও ২৭-২৯ দ্রষ্টব্য)।

১২২০। ১৯:৪৮ দ্রষ্টব্য।

১১৬। নিশ্চয় [ক]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারী নেই।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٧﴾

১১৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তওবা কবুল করে) এ নবীর এবং সেই সব মুহাজির ও আনসারের প্রতি সদয় হয়েছেন[১২২১] যারা কঠিন সময়ে[১২২২] তাদের এক দলের হৃদয় বক্র হবার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও (এ নবীর) অনুসরণ করেছে। এরপরও তিনি (তাদের তওবা কবুল করে) আবারো তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য অতি মমতাময় (ও) বার বার কৃপাকারী।

لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٨﴾

★ ১১৮। আর পেছনে থেকে যাওয়া সেই তিনজনের[১২২৩] প্রতিও (তিনি তওবা কবুল করে অনুগ্রহ করেছেন)। [খ]অবশেষে পৃথিবী যখন এর (সমস্ত) বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের কাছে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লো এবং তারা উপলব্ধি করলো আল্লাহ্‌র (ক্রোধ) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরই আশ্রয় ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই তখন তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন যেন তারা তওবা করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৪ [৮] ৩

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٩﴾

১১৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা [গ]আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৭৬, ৩৯ঃ৪৫, ৫৭ঃ৩; খ. ৯ঃ১০৬; গ. ৩ঃ১০৩, ৫ঃ৩৬, ৩৯ঃ১১, ৫৭ঃ২৯।

১২২১। 'তাবা' শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করা বা তার প্রতি দয়ালু হওয়া, যেমন হযরত রসূল পাক্ (সাঃ) এবং তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবা কেরাম (রাঃ) এর ব্যাপারে এটা পুরস্কৃত করা ছাড়া ক্ষমা করার কোন বিষয় ছিল না।

১২২২। যেহেতু তাবূকের যুদ্ধ যাত্রা মুসলমানদের জন্য এক 'কঠিন সময়' ছিল, সেই জন্য তা সঠিকভাবেই 'গাযওয়াতুল উস্‌রাহ্' অর্থাৎ দুঃখময় অভিযান নামে খ্যাত হয়েছিল।

১২২৩। কা'ব্ বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়্যাহ্ এবং মুরারাহ্ বিন রবিয়াহ্ (৯ঃ১০৬) মুখলেস মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাবূক অভিযানে যোগদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে বয়কট করবার হুকুম দিয়েছিলেন, এমন কি তাদেরকে নিজ নিজ স্ত্রী থেকেও আলাদা করা হয়েছিল। তারা এ সমাজচ্যুত অবস্থায় প্রায় পঞ্চাশ দিন ছিলেন। আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবার পর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবে অকপট চিত্তে তারা অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। তারা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বেদনা ও মর্মযন্ত্রণার ফলে তারা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী যেন তাদের জন্য একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)।

১২০। আল্লাহ্‌র রসূলকে (একা) ছেড়ে মদীনাবাসী ও তাদের চারপাশের মরুবাসীদের পেছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে বেশি প্রিয় মনে করা (তাদের জন্য) সমীচীন ছিল না। (আত্মত্যাগ করা তাদের জন্য আবশ্যক ছিল) কেননা আল্লাহ্‌র পথে (এমন) কোন পিপাসা বা ক্লান্তি বা ক্ষুধার মুহূর্ত তাদের ওপর আসে না এবং তারা এমন কোন স্থানে পা রাখে না যা কাফিরদের রাগিয়ে তোলে আর তারা শত্রুদের ওপর (এমন) কোন বিজয় লাভ করে না যে (সবের) বিনিময়ে তাদের জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ করে না দেয়া হয় । আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২১। আর তারা (আল্লাহ্‌র পথে) যা-ই ব্যয় করুক (তা পরিমাণে) বেশি হোক বা কম এবং তারা যে উপত্যকাই অতিক্রম করুক তা তাদের স্বপক্ষে কেবল এ জন্যই (সৎকর্ম হিসেবে) লিখে নেয়া হয় যেন [ক]আল্লাহ্ তাদের কৃত সৎকর্মের সর্বোত্তম পুরস্কার তাদের দান করেন।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

★ ১২২। আর [খ]মু'মিনদের সবার পক্ষে একযোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাদের প্রত্যেক জামাত থেকে একটি করে দল (কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে) কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্মে[১২২৪] অধিক বুৎপত্তি লাভ করে এবং নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তারা তাদের সতর্ক করে যেন তারা (ধ্বংস থেকে) রক্ষা পায়?

১৫ [৪] ৪

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

★ ১২৩। হে যারা ঈমান এনেছ! [গ]তোমরা সেসব কাফিরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর যারা তোমাদের পাশে রয়েছে[১২২৫] এবং [ঘ]তারা যেন তোমাদের মাঝে অবিচল দৃঢ়তা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

চতুর্থাংশ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৯৭,৯৮; ২৪ঃ৩৯, ৩৯ঃ৩৬; খ. ৩ঃ১০৫; গ. ২ঃ১৯১; ঘ. ৪৮ঃ৩০।

১২২৪। যেহেতু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে ঈমান ও পুণ্য কর্মের মাঝে দুর্বলতা জন্ম নেয়, সেহেতু আলোচ্য আয়াত এ দুর্বলতা দূরীকরণের পন্থা বর্ণনা করেছে। মরুবাসী আরবজাতি ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল (৯ঃ৯৭)। এ আয়াত তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা ও নীতিসমূহ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের এক বাস্তব উপায় বাত্‌লে দিয়েছে।

১২২৫। উক্তিটি সেইসব মুনাফিক সম্পর্কিত, যারা মুসলমানদের মাঝে বাস করতো এবং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাদেরকে মুনাফিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কুকর্ম এবং কপটতাপূর্ণ অপকীর্তিসমূহ রসূলে করীম (সাঃ) এর গোচরীভূত করে তাদের সাথে সংগ্রাম করে যেতে আদেশ দেয়া হয়েছিল।

১২৪। আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তাদের অনেকে বলে, 'এ (সূরা) তোমাদের মাঝে কার ঈমান বাড়িয়েছে'? অতএব (মনে রেখো) এটা তাদেরই [ক]ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে যারা ঈমান এনেছে এবং (এতে) তারা আনন্দিত হয়।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। আর [খ]যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে এ (সূরা) তাদের নোংরামিতে আরো নোংরামি সংযোজন করে দেয় এবং কাফির অবস্থায় তারা মারা যায়।

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾

★ ১২৬। তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছরই তাদের একবার কি দু'বার[১২২৬] পরীক্ষা করা হয়? এরপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন [গ]তারা একে অন্যের দিকে তাকায় (যেন ইঙ্গিতে বলে), 'কেউ তোমাদের দেখছে না তো'? এরপর তারা ফিরে যায়। [ঘ]আল্লাহ্‌ (সত্য থেকে) তাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ তারা এমন এক জাতি যারা বুঝে না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তার কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের (কল্যাণের) পরম আকাঙ্ক্ষী। সে [ঙ]মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী[১২২৭]।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯। অতএব তারা ফিরে গেলে তুমি বল, [চ]'আল্লাহ্‌ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের প্রভু।'

১৬
[৭]
৫

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩; খ. ২ঃ১১; গ. ২৪ঃ৬৪; ঘ. ৬১ঃ৬; ঙ. ৯ঃ৬১; চ. ৩৯ঃ৩৯, ২১ঃ২৩, ২৩ঃ১১৭, ২৭ঃ২৭, ৪০ঃ১৬।

১২২৬। এ আয়াত ৯ঃ১০১ আয়াতের ব্যাখ্যার সহায়ক।

১২২৭। এ আয়াত মু'মিন এবং কাফির উভয়ের জন্য প্রযোজ্য–বিশেষভাবে প্রথমোক্তদের প্রতি। এর প্রথমাংশ কাফিরদের প্রতি এবং শেষাংশ মু'মিনদের প্রতি প্রযোজ্য। মনে হয় এতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছেঃ তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ অর্থাৎ যদিও তোমরা তাকে সর্বপ্রকার বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার বানিয়েছ তথাপি তার হৃদয় মানবীয় মায়া-মমতায় এতই পরিপূর্ণ যে তোমাদের নির্যাতন যত কঠোরই হোক না কেন তা তোমাদের বিরুদ্ধে তাকে বিরূপ করতে পারে না এবং সে তোমাদের অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। তোমাদের প্রতি সে এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ যে সে এটা সহ্য করতে পারে না তোমরা সৎ ও সাধু পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তার পরে নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে দাও। মু'মিনদেরকে এ আয়াতে বলা হয়েছে, রসূল পাক (সা:) তোমাদের জন্য ভালবাসা, করুণা ও অনুকম্পায় ভরপূর অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ-বেদনায় তোমাদের সাথে সে সানন্দে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া সে স্নেহশীল পিতার মত অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতির সাথে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকে।

সূরা ইউনুস-১০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান

এ সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)এর মক্কায় অবস্থানের শেষ চার কি পাঁচ বৎসর সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। কয়েকজন তফসীরকার এ সূরার কোন কোন আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন, যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের এ অভিমতকে দাঁড় করানো যায় না। বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ৯৯ নং আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ) এর নাম অনুসারে এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এর আয়াতগুলো শুধু পরস্পর সম্বন্ধযুক্তই নয় বরং প্রত্যেক সূরা এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরার সাথে এক সূক্ষ্ম সম্পর্কে আবদ্ধ। তদুপরি কুরআনের বিশেষ কয়েকটি সূরা অপর কয়েকটি সূরার সাথে সন্নিবদ্ধ এবং এভাবে সমস্ত কুরআন শরীফের মাঝে এক সুশৃঙ্খল বিন্যাস বিদ্যমান। কুরআনের বিভিন্ন সূরা একে অপরের সাথে একাধিক উপায়ে সম্পর্কযুক্ত এবং যখন এগুলোর ক্রম ও বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করা যায় তখন বাস্তবিকই রচনাশৈলীর দিক থেকে কুরআন যে এক মহা বিস্ময় এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বর্তমান সূরাটি এর পূর্ববর্তী সূরার সাথে তিন দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে এটা পূর্ববর্তী সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যেমন এর শেষাংশে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিলঃ (ক) কুরআনের কোন কোন সূরার অবতীর্ণ হওয়া এবং কাফিরদের দ্বারা এর প্রত্যাখ্যান (৯ঃ১২৭) এবং (খ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক রসূল {হযরত মুহম্মদ (সাঃ)} প্রেরণ ও তাঁর শিক্ষা অনুসরণের উপকারিতা (৯ঃ১২৬)। এ সূরাতে উক্ত বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ করে বলা হয়েছে যে বস্তুত কুরআন হচ্ছে জ্ঞানময় গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন কল্যাণ নিহিত রয়েছে (১০ঃ২) এবং এ ঐশীবাণীর প্রাপক হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাদের (মানুষদের) মাঝে থেকেই উত্থিত (১০ঃ৩)। দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুও এ সূরায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন উক্ত সূরাতে (যা কোন আলাদা সূরা ছিল না, বরং পূর্ববর্তী সূরার অংশবিশেষ) উল্লেখ করা হয়েছিল, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্যের সময় সমাগত এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ শান-শওকতের সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। সুতরাং মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যাতে তারা নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র করে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেন। যেহেতু কোন কোন লোকের হৃদয়ে এই সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে তাদের পাপের আধিক্যের কারণে হয়তো তাদের তওবা গৃহীত হবে না, তাই এ সূরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রহমত সমস্ত কিছুকে ঘিরে আছে এবং তা সমস্ত কিছুকেই অতিক্রম করে যায়, যদিও এর জন্য সর্বোত্তম অনুশোচনার প্রয়োজন। তৃতীয়ত ২নং সূরা থেকে ৯নং সূরা (যারা সংখ্যায় ৭টি কেননা পূবেই বলা হয়েছে যে ৯ নং সূরাটি কোন আলাদা সূরা নয়, বরং ৮ নং সূরারই অংশবিশেষ, বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে বুঝাবার জন্যই এটিকে আলাদাভাবে পেশ করা হয়েছে) একটি বিশেষ ধরনের প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এ সূরা থেকে ১৬নং সূরা পর্যন্ত সূরাগুলোতে অন্য ধরনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও এ দ্বিতীয় পর্বের সূরাগুলোতে একটু স্বতন্ত্র ও পৃথক ধরনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তথাপি বিষয়বস্তুর দিক থেকে আবার প্রথম পর্যায়ের সূরার সাথে এদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম অংশের সূরাগুলোতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁর সম্পাদিত কাজকর্মের উল্লেখ করে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামের উন্নত নীতি-পদ্ধতি, এর শিক্ষার সৌন্দর্য, সত্যান্বেষীদের জন্য এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং এর অসাধারণ প্রভাবকে তুলে ধরে ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূরাগুলোতে, যার মাঝে ১০নং সূরা থেকে ১৮নং সূরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ড, অতীতের নবী-রসূলগণের দাবী ও ইতিহাস, মানব-বিবেক ও যুক্তিসম্মত বিষয়াদি তুলে ধরে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের গুরুত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উভয় পর্যায়ের সূরাসমূহের মাঝেই বিষয়বস্তুর দিক থেকে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থক্য হলো প্রথম পর্যায়ের সূরাগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অথবা পূর্বের কোন নবী-রসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্যতার প্রমাণাদির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূরাগুলোতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবং নবুওয়তের নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে।

* [এ সূরায় বলা হয়েছে, মানুষ নিজেদের মানদন্ডে বিচার করে মনে করে আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করতে পারেন না। এর পরেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সেই আল্লাহ্ যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুতে এক উত্তম পরিকল্পনা অবলম্বন করেছেন তিনি কি তাঁর এ কাজকে বৃথা যেতে দিবেন? এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত কথা হলো, এমন একজন সুপারিশকারীর জন্ম দেয়া হবে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্ম দেয়া হবে, যিনি আল্লাহ্‌র অনুমতি নিয়ে কেবল তাঁর উম্মতের যোগ্য বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন না, বরং অতীতের সব উম্মতের মাঝ থেকে পুণ্যবান বান্দাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন।

এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দৃষ্টান্ত একটি সূর্যের সাথে দেয়া হয়েছে, যার আলো দিয়ে পৃথিবীতে জীবনের ব্যবস্থাপনা কল্যাণ লাভ করেছে এবং এর আশিসে একটি পূর্ণ চন্দ্রের জন্ম হবে, যা রাতের অন্ধকারেও এ আলোর কল্যাণ পৃথিবী পর্যন্ত পৌছাতে থাকবে।

এটা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার, জড়জগতেও চাঁদের আলোতে কোন কোন শাকসব্জি এত দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে যে এগুলোর বাড়তে থাকার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং শসা জাতীয় সব্জি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, এর বাড়ার গতির দরুন একটি শব্দ সৃষ্টি হয়, যা মানুষের কান শুনতে পায়। অতএব তিনিই আল্লাহ্, যিনি দিনকে এবং রাতকেও জীবনের মাধ্যম বানিয়েছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
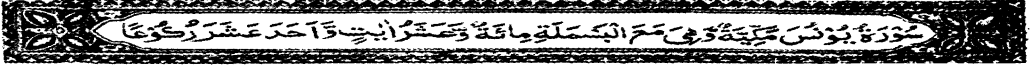
সূরা ইউনুস-১০

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ১১০ আয়াত ও ১১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌। আমি দেখি[১২২৮]। [গ]এসব[১২২৯] এক পরিপূর্ণ (ও) প্রজ্ঞাপূর্ণ[১২৩০] কিতাবের আয়াত।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

★ ৩। [ঘ]মানুষের জন্য তাদেরই একজনের প্রতি আমাদের (এই বলে) ওহী করা কি আশ্চর্যের ব্যাপার, "তুমি মানুষকে সতর্ক কর, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের এ সুসংবাদ দাও, 'নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তাদের[১২৩১] জন্য রয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান"। কাফিররা বললো, 'নিশ্চয় এ (ব্যক্তি) এক প্রকাশ্য যাদুকর'[১২৩১-ক]।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ③

★ ৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্‌, যিনি [ঙ]আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন[১২৩২]। এরপর [চ]তিনি আরশে[১২৩২-ক] অধিষ্ঠিত হলেন[১২৩৩]। তিনি সব

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

দেখুন ঃ দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১১ঃ২, ১২ঃ২, ১৪ঃ২, ১৫ঃ২; গ. ২৬ঃ৩, ২৭ঃ২, ৩১ঃ৩; ঘ. ৭ঃ৬৪, ৭০, ৫০ঃ৩; ঙ. ৭ঃ৫৫, ১১ঃ৮, ২৫ঃ৬০, ৩২ঃ৫; চ. ১৩ঃ৩, ২০ঃ৬, ৩২ঃ৫।

১২২৮। আলিফ লাম রা-আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌। আমি দেখি। কুরআনে শব্দ সংক্ষেপন বিষয়ে জানতে ১৬নং টীকা দেখুন।

১২২৯। 'তিলকা' নির্দেশক সর্বনাম দূরের কোন বিষয় বা বস্তুকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সেই সকল আয়াতের প্রতি নির্দেশ করছে যাতে কুরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত এবং কুরআনের মাঝেই এর পূর্ণতা ঘটেছে। কোন কোন তফসীরকারীর মতে একটি লিখিত পূর্ণ কিতাব পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট রক্ষিত ছিল এবং সেই ঐশী কিতাব থেকে তিনি সময়ে সময়ে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন এবং সেই মূল কিতাবের প্রতিই এ ইংগিত। অন্যান্যদের মতে উক্ত সর্বনাম কুরআনের উচ্চ মর্যাদা জ্ঞাপন করে এবং তা কুরআনের আয়াতসমূহের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

১২৩০। 'প্রজ্ঞাপূর্ণ' শব্দটি কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করছেঃ (ক) কুরআন জ্ঞানসমৃদ্ধ, সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তি এবং সকল সত্যের আধার ও নিয়ামক, (খ) সকল প্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতির শিক্ষা এতে বিদ্যমান এবং (গ) সকল ধর্মের মতভেদ বা বিরোধসমূহের ক্ষেত্রে সঠিক মীমাংসা দানকারী।

১২৩১। 'কাদাম' অর্থ অগ্রাধিকার, পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা। বলা হয় 'লাহু ইন্‌দী কাদামুন' অর্থাৎ শক্তি বা পদমর্যাদায় সে আমার নিকটতর (লেইন)।

১২৩১-ক। এ আয়াত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে দুশ্চরিত্র লোকেরা সকল আত্মমর্যাদা, জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে এত অধঃপতিত লোকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে তারা কল্পনাও করতে পারতো না তাদের মাঝ থেকে কোন ব্যক্তি নবীরূপে এসে তাদেরকে এ মর্যাদাহীন পঙ্কে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। কেবল বহিরাগত কোন লোক এসে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে বলে তারা মনে করতো।

১২৩২। ৯৮৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩২-ক। ৫৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩৩। 'আরশ' অর্থ-আল্লাহ্‌ তাআলার অলৌকিক (Transcendental) গুণাবলী যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারো কোনও অধিকার নেই, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব এবং তাঁর ব্যক্তিগত ও বিশেষ প্রেরোগেটিভ। আল্লাহ্‌ তাআলার এ সমূদয় তানযিহী বা সাদৃশ্যহীন গুণাবলী তাঁর তাশবিহী বা সাদৃশ-জ্ঞাপক গুণাবলীর মাধ্যমে প্রদর্শিত বা প্রকাশিত হয়ে থাকে যা ৬৯ঃ১৮ আয়াতে "তোমার প্রভুর আরশ কে বহন করবে" রূপে বর্ণিত হয়েছে। ৯৮৬ টীকাও দ্রষ্টব্য।

عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣

বিষয়[১২৩৪] [ক]নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই [খ]সুপাশিকারী হতে পারে না। এই হলেন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٤

৫। [গ]তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এ হলো আল্লাহ্র সত্য প্রতিশ্রুতি। [ঘ]তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। এরপর তিনি এর পুনরাবৃত্তিও করেন যাতে তিনি সেই সব লোককে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে[১২৩৫]। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ক্রমাগত অস্বীকারের দরুন তাদের জন্য থাকবে পানীয় হিসেবে ফুটন্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

★ ৬। [ঙ]তিনি সূর্যকে রশ্মিবিকিরণকারী[১২৩৬] ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করে বানিয়েছেন। আর [চ]তোমাদের বছরের গণনা ও (সময়ের) হিসাব[১২৩৭] জানার জন্য তিনি এর নানা তিথি নির্ধারণ করেছেন। যথাযথ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এ (সব) সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্য এসব আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ৬; খ. ২ঃ২৫৬, ৩২ঃ৫; গ. ৬ঃ১৬৫, ১১ঃ৫, ৩৯ঃ৮; ঘ. ১০ঃ৩৫, ২৭ঃ৬৫, ২৯ঃ২০, ৩০ঃ১২,২৮; ঙ. ২৫ঃ৬২, ৭১ঃ১৭; চ. ১৭ঃ১৩।

১২৩৪। 'তিনি সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন' বাক্যটি বিশ্বজগতের কার্য-প্রক্রিয়াকে এবং এর উপায়-উপকরণকে নির্দেশ করে যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হুকুম এবং ইচ্ছা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।

১২৩৫। মৃত্যুর পরে মানুষকে কেবল নূতন জীবনই দেয়া হবে না বরং সেখানে তার ইহজগতের কর্মের মূল্যায়ন করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। ইহজীবনেও পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারিত্ব চলতে থাকে যাতে পূর্বপুরুষের সৎকর্মসমূহ বৃথা না হয় এবং পরবর্তী বংশধরগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। 'সালিহাত' শব্দের অর্থ ভাল ও সৎকর্ম ছাড়াও নির্দিষ্ট বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী প্রয়োজনানুসারে সম্পাদিত কর্মসমূহকেও বুঝায়।

১২৩৬। 'যিয়া' অর্থ, আলো, উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ আলো। 'যিয়া' নূর শব্দের সমার্থবোধক। কারো কারো মতে এটি নূর অপেক্ষা অধিক তীব্রতা বা গভীর তাৎপর্য বহন করে। অভিধান বিশারদদের কারো কারো বিবেচনায় 'যিয়া' দ্বারা এমন আলো বুঝায় যা 'নূর' দ্বারা বিস্তৃত বা বিকীর্ণ হয়। আবার অন্যান্যদের মতে 'যিয়া' সেই আলোকরশ্মিকে বুঝায় যার নিজস্ব বিদ্যমানতা আছে-যথা সূর্যের বা আগুনের আলো এবং 'নূর' হলো সেই আলোর অস্তিত্ব যা অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিফলিত, যথা চন্দ্রের আলো অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত আলো (লেইন ও আকরাব)। যাহোক 'যিয়া' হলো তীব্র আলোকচ্ছটা এবং নূর, এমন আলো, যা সাধারণভাবে ব্যাপক ও অন্ধকারের বিপরীত অর্থ বুঝায়। এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলার আরেক নাম 'নূর'। এ অর্থেই বরং অধিক ব্যাপক এবং গভীর এবং সেই সঙ্গে অধিকতর গূঢ় ভাব ও তাৎপর্য জ্ঞাপক (মুহীত)।

১২৩৭। তফ্সীরাধীন আয়াত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি নির্দেশ করছে। কোন বস্তু মহাশূন্যে কতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করেছে তা আমরা নিরূপণ করতে পারি কেবলমাত্র অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিকতায় এর স্থান পরিবর্তনের দ্বারা। আল্লাহ্ তাআলা সূর্য এবং চন্দ্রের গতির ভিন্ন ভিন্ন ধাপ নিয়োজিত করেছেন যাতে আমরা সময়ের গণনা করতে সক্ষম হই। অন্য কথায় তিনি এ সব গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমন্ডলীকে চলমান করেছেন এবং এদের গতির পর্যায় বা ক্রম নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে এ গতি লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে পারি যে এত সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং আমাদের মূল অবস্থান থেকে আরো সরে চলেছি। সর্বপ্রকার পঞ্জিকা বা কাল গণনার পদ্ধতি সূর্য এবং চন্দ্রের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ফলে আমরা মাস-পঞ্জির হিসাব জানতে পারি। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এবং নিজ অক্ষরেখার উপরেও আবর্তন করে, এরূপে আমাদেরকে বছর এবং দিন নিরূপণ করতে সক্ষম করে।

৭। নিশ্চয় [ক]রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমনে এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ যা-ই সৃষ্টি করেছেন এতে মুত্তাকীদের জন্য অনেক নিদর্শন[১২৩৮] রয়েছে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

৮। নিশ্চয় [খ]যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা[১২৩৯] রাখে না, যারা পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও এতেই পরিতৃপ্ত এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি উদাসীন,

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝

৯। এদের কৃতকর্মের দরুনই আগুন হলো এদের ঠাঁই।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১০। নিশ্চয় [গ]যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ঈমানের দরুনই তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে[১২৪০] নদনদী বয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬৫; ৩ঃ১৯১; ২৩ঃ৮১; খ. ১০ঃ১২,৪৬; ২৫ঃ২২; গ. ২ঃ২৭৮; ৪ঃ১৭৬; ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪; ২২ঃ১৫,২৪।

১২৩৮। বর্তমান আয়াতে 'মুত্তাকীদের জন্য' উক্তিটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'জ্ঞানী লোকদের জন্য' উক্তির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ যদিও চন্দ্র-সূর্যের ক্রম আবর্তন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সাধারণ ব্যক্তিও তা জানে, তবুও শুধু মুত্তাকী লোকেরাই বিরূপভাবে না নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা থেকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত চন্দ্র এবং সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিন্যাস সকলের অনুধাবন করা এবং বোধগম্য হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব কেবল জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে। এছাড়া দিন এবং রাত্রির পালাক্রমে আগমন জাতিসমূহের উত্থান-পতনের অনুরূপ। তাদের উন্নতি এবং গৌরবময় দিবসের পরে আসে তাদের অবনতি ও অধঃপতনের রাত্রি। কোন জাতিই কখনো অবিরাম বা স্থায়ী গৌরব ভোগ করেনি, কোন জনগোষ্ঠীও চিরকাল দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকেনি বা চিরদিন অধঃপতিত অবস্থায় অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়নি। কোন জাতি তাদের উন্নতির কালকে দীর্ঘ করতে পারে এবং অবনতি ও অবক্ষয়ের অন্ধকার রাত্রিকে হ্রাস করতে পারে। তাদের রাত্রির আগমনকে বিলম্বিত করাও তাদের কর্মফল দ্বারাই সম্ভব।

১২৩৯। মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ গুরুত্ববহ বাস্তব সত্য উদঘাটিত হয় যে মানবীয় সকল উন্নতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আশা ও ভয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের চরম প্রচেষ্টা এ দু'টির যে কোন সহজাত বৃত্তির প্রেরণাপ্রসূত। কোন কোন ব্যক্তি ক্ষমতা, পদ বা সম্পদ বৃদ্ধির আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, অন্যান্যরা ভীতির কারণে কাজ করে। বর্তমান আয়াতে উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে নাড়া দেয়া হয়েছে 'রাযা' শব্দ ব্যবহারে, যার অর্থ সে আশা করেছিল, সে ভীত হয়েছিল (লেইন)।

১২৪০। 'তাহ্ত' (পাদদেশ) শব্দ এখানে বশ্যতা বা দাসত্ব অর্থে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে 'তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন' উক্তির মর্ম হলো, জান্নাতের অধিবাসীরা তাদের পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা দখলদাররূপে বা প্রজাস্বত্বরূপে ভোগ করবে না, বরং তারা

১
[১০]
৬

১১। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'হে আল্লাহ্![১২৪১] তুমি পবিত্র' এবং সেখানে [ক]তাদের (পারস্পরিক) শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ হবে 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি)। আর তাদের শেষ কথা হবে, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।'

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑪

১২। আর [খ]আল্লাহ্ যদি মানুষকে (তাদের) দুষ্কর্মের প্রতিফল তাদের দ্রুত সম্পদ চাওয়ার[১২৪২] মত দ্রুত প্রদান করতেন তাহলে তাদের নির্ধারিত মেয়াদ (পূর্বেই) শেষ করে দেয়া হতো। যারা [গ]আমাদের (সাথে) সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেই।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑫

★ ১৩। আর মানুষের ওপর যখন [ঘ]দুঃখকষ্ট নেমে আসে তখন সে পাশ ফিরে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার দুঃখকষ্ট তার থেকে দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে (পাশ কাটিয়ে) চলে যায় যেন তার ওপর নেমে আসা দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য সে আমাদের কখনো ডাকেই নি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের কৃতকর্ম তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেখানো হয়ে থাকে।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑬

★ ১৪। আর তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন প্রজন্মকে [ঙ]আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি[১২৪৩] যখন তারা যুলুম করেছিল, অথচ তাদের কাছে

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ২৪; ৩৬ঃ৫৯; খ. ১৭ঃ১২; গ. ১০ঃ৮; ঘ. ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯,৫০; ঙ. ৬ঃ৭; ২০ঃ১৩৯; ৩২ঃ২৭।

জান্নাতের উক্ত স্রোতাস্বিণীর মালিক এবং পরিচালকও হবে।

১২৪১। আল্লাহ্ তাআলার মহিমান্বিত প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা থেকে। কারণ জান্নাতে মানুষের নিকট সকল কিছুরই সত্যতা যথার্থরূপে বাস্তবাকারে প্রকাশিত হবে এবং তারা বুঝতে পারবে আল্লাহ্ তাআলার সকল কর্মই গভীর প্রজ্ঞামণ্ডিত। এ চেতনা বা উপলব্ধিতে তারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিস্ময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে বলে উঠবেঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র।' এ আয়াত এটাও বুঝায় যে মু'মিনের শেষ পরিণতি সুখ ও শান্তি। আল্লাহ্ তাআলার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই তারা তা প্রকাশ করে।

১২৪২। 'খায়ের' শব্দের এক অর্থ ধনসম্পদ (লেইন)। এ অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা ধনসম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম শক্তি ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ তাআলাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তাদের আচরণ বলে দেয়, অমঙ্গল তাদেরকে অতর্কিতে পাকড়াও করবে। কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি যদি তাদেরকে প্রাপ্য শাস্তি দিতে ত্বরা করতেন তাহলে অনেক পূর্বেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। যদি 'খায়ের' শব্দের অর্থ ভাল বা মঙ্গল করা হয় তবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়, মঙ্গল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যেরূপ ত্বরা করেন, যদি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানে সেরূপ তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তারা আরো অনেক পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

১২৪৩। ঐশী শাস্তি দু'প্রকার, যথা ঃ- (১) প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের প্রতিফলে এবং (২) শরীয়তের বিধানকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করার প্রতিফলে হয়। শেষোক্ত শাস্তি কোন জাতি বা মানব গোষ্ঠীকে অতর্কিতে পাকড়াও করে তখন, যখন তারা অসাধু জীবন যাপন করে অথবা তাদের মাঝে যখন আল্লাহ্ তাআলার নবী আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রচারে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ রকম শাস্তি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যসূচক হয়ে থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর শাস্তি, যথা জাতিসমূহের উত্থানপতন, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে এসে থাকে।

بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤﴾

(এর পূর্বে) তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার লোকই ছিল না। এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। আবার [ক]তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছি যেন আমরা দেখি তোমরা কেমন আচরণ কর।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৬। আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন [খ]যারা আমাদের (সাথে) সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না তারা বলে, [গ]'তুমি এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে আস অথবা এতে কিছু রদবদল কর।' তুমি বল, 'নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এতে পরিবর্তন করার কোন অধিকার আমার নেই। [ঘ]আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি অবশ্যই এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করি[১২৪৪]।'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমি এ (ঐশীবাণী) তোমাদের পড়েও শুনাতাম না এবং তিনিও এ (শিক্ষা) সম্বন্ধে তোমাদের জানাতেন না। নিশ্চয় এ (নবুওয়তের দাবীর) পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না[১২৪৫]?'

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٨﴾

★ ১৮। [ঙ]অতএব যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে ন্যায়বিচারকে নগ্নভাবে আর কে অমান্য করে? প্রকৃত সত্য হলো, অপরাধীরা কখনো সফল হয় না[১২৪৬]।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৩১; ৭ঃ১৩০; খ. ১০ঃ৮; গ. ১৭ঃ৭৪; ঘ. ৬ঃ৫১; ৭ঃ২০৪; ৪৬ঃ১০; ঙ. ৬ঃ২২; ১১ঃ১৯; ৬১ঃ৮।

১২৪৪। এক বড় ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির তাৎপর্য বলতে জাতীয় বিপর্যয় বুঝায়।

১২৪৫। তফসীরাধীন আয়াত নবুওয়তের দাবীকারকের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারের অভ্রান্ত মাপকাঠি বা নীতি নির্ধারণ করেছে। একজন নবীর নবুওয়তের দাবী করার পূর্বের জীবন যদি সত্যবাদিতায় ও ন্যায়পরায়ণতায় অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের হয় এবং সেই সময় ও তার নবুওয়তের দাবীর মধ্যবর্তী সময়কালে তাঁর সেই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নৈতিক মহত্ব বা উৎকর্ষের কোনরূপ অধঃগতির লক্ষণ যদি না থাকে তবে তাঁর দাবী অতি মর্যাদাসম্পন্ন এবং তা সত্যবাদী লোকের দাবী বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। স্বভাবতই কোন ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিতরূপে নিজ আচরণের মাঝে অভ্যাসগতভাবে বা মানসিকভাবে বড় রকমের ভাল বা মন্দ পরিবর্তন সাধন করাটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অতএব এটা কীরূপে সম্ভব, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাঁর নবুওয়তের দাবীর পূর্বে সমস্ত জীবন ব্যাপী অনন্য সাধারণ সৎ এবং সাধু ব্যক্তিরূপে প্রমাণিত ছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ রাতারাতি ভণ্ড দাবীকারকে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন?

১২৪৬। এ আয়াত দু'টি চিরস্থায়ী সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছেঃ (ক) যারা আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে এবং যারা তাঁর প্রেরিত নবীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কখনই ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা পায় না, (খ) ভণ্ড এবং মিথ্যা নবী তার মিশনে বা আরব্ধ কাজে কখনো কৃতকার্য হতে পারে না।

★ ১৯। আর [ক]তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে (এমন কিছুর) উপাসনা করছে, যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, 'এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী'[১২৪৭]। তুমি বল, [খ]'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা আকাশসমূহে বা পৃথিবীতে (আছে অথচ তা) তাঁর জানা নেই? তিনি পবিত্র (ও) মহিমান্বিত এবং তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তিনি এর বহু উর্ধ্বে।'

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

★ ২০। আর [গ]মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত[১২৪৭-ক] ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো[১২৪৮]। আর [ঘ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত[১২৪৮-ক] এক অমোঘ বিধান যদি না থাকতো তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হতো।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٠﴾

★ ২১। আর তারা বলে, [ঙ]'তার প্রতি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয় না?' তুমি বল, 'সব অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্‌রই (হাতে)। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম[১২৪৯]।'

২ [১০] ৭

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢١﴾

ع

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৭৪; ২২ঃ৭২; ২৯ঃ১৮; খ. ৪৯ঃ১৭; গ. ২ঃ২১৪; ঘ. ১১ঃ১১১; ২০ঃ১৩০; ৪১ঃ৪৬; ঙ. ৬ঃ৩৮।

১২৪৭। শিরকের প্রকৃত কারণ হলো পৌত্তলিকদের পক্ষে তাদের নিজেদের সৃষ্ট বস্তুগুলোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়া। আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে এবং তাঁর ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কেও একজন মুশরিকের ভ্রান্ত ধারণা থাকে। সে অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে। কোন কিছুর মধ্যস্থতা ছাড়া সে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা ছাড়া তার প্রতি সদয় হয়ে স্বেচ্ছায় উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে পারেন না। ইসলাম ধর্ম এ উভয় প্রকার ধারণার জোর বিরোধিতা করে।

১২৪৭-ক। প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে তারা সকলেই একতাবদ্ধ ছিল। ২৫৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮। "পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো" উক্তির মর্ম হতে পারে ঃ (ক) আল্লাহ্ তাআলা মানবকে সঠিক পথ অবলম্বন করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত করেছিলেন এবং ঐশী-নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই পথ পরিহার করে ভ্রমে পতিত হয়েছিল, (খ) সর্বদাই আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে তাদের সব সময় অভ্রান্ত পথ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের বিভেদ অব্যাহত রেখেছে, (গ) আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধাচরণে অবিশ্বাসীরা সবাই একই পথ অবলম্বন করে চলে এবং এভাবে তারা একই দলভুক্ত হয়ে যায়। সর্বযুগেই তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাদের সাথে মতবিরোধ করেছে। ২৫৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮-ক। এ উক্তি ৭ঃ১৫৭ আয়াতে উল্লেখিত 'আমার কৃপা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে' কথার প্রতি নির্দেশ করে।

১২৪৯। শাস্তি শীঘ্র আসছে না কেন–কাফিরদের এ প্রকারের দাবীর কার্যকর উত্তর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে বলার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা নয়, বরং তিনিই আযাব সম্বন্ধে অগ্রিম সংবাদদাতারূপে এর বিলম্বের কারণে বিচলিত হওয়ার কথা। কারণ শাস্তি আসার বিলম্বের জন্য তাকেইতো উপহাসের পাত্রে পরিণত করা হচ্ছে এবং তিনি যখন ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্ তাআলার চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা করছেন তখন তারা কেন অপেক্ষা করবে না?

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

★ ২২। আর যখনই দু:খকষ্টে জর্জরিত মানুষকে [ক]আমরা কৃপার স্বাদ গ্রহণ করাই তখনই [খ]আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে তারা তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা করতে শুরু করে[১২৫০]। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত পরিকল্পনাকারী।' তোমরা যে পরিকল্পনা করছ নিশ্চয় আমাদের দূতেরা তা লিখে রাখছে।

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

★ ২৩। তিনিই জলেস্থলে তোমাদের ভ্রমণ করিয়ে থাকেন এবং তোমরা যখন নৌকায় (আরোহণ করে) [গ]থাক আর সেগুলো মৃদুমন্দ বাতাসের মাধ্যমে সেইসব (লোকদের অর্থাৎ কাফির ও মু'মিনদেরকে এক সাথে) নিয়ে চলে এবং এতে তারা খুব আনন্দিত হয় তখন অকস্মাৎ এক প্রবল ঝড়ো হাওয়া সেগুলোকে আঘাত করে এবং চারদিক থেকে ঢেউ তাদের দিকে ধেয়ে আসে আর তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে বলে তারা মনে করে, এসময় তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে (এই বলে) ডাকে, 'তুমি এ (বিপদ) থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'[১২৫১]।

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

★ ২৪। অতএব [ঘ]তিনি যখন তাদের উদ্ধার করেন তখন তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে। হে লোকেরা! তোমাদের বিদ্রোহ কেবল তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। (তোমরা) [ঙ]পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ ভোগ করবে। এরপর আমাদের দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে অবহিত করবো।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ

★ ২৫। [চ]পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত সেই পানির মত, যা আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করে থাকি। অতঃপর এর সাথে পৃথিবীর উদ্ভিদ মিলেমিশে যায়, যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু খেয়ে থাকে। অবশেষে পৃথিবী যখন নিজ পূর্ণ সৌন্দর্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে ওঠে এবং এর মালিকেরা একে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন বলে মনে করে তখন রাতে বা দিনে অকস্মাৎ আমাদের [ছ]সিদ্ধান্ত এসে পড়ে।

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ৩৭; ৪১ঃ৫১, ৫২; ৪২ঃ৫৯; খ. ৮ঃ৩১; ৩৫ঃ৪৪; গ. ১৭ঃ৬৭; ২৯ঃ৬৬; ৩১ঃ৩৩; ঘ. ১৭ঃ৬৮; ৩১ঃ৩৩; ঙ. ৩৫ঃ৪৪ চ. ১৮ঃ৪৬; ছ. ৩ঃ১১৮।

১২৫০। করুণা আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে আসে, কিন্তু দুর্দশা মানবের মন্দ কর্মেরই ফল।

১২৫১। মৃদুমন্দ বায়ু যেমন কোন কোন সময় প্রবল ঝড়ে পরিণত হয় এবং ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়, তেমনি কাফিরদেরকে দেয়া অবকাশ তাদের ধ্বংসের প্রাথমিক অংশ বলা যেতে পারে। অবিশ্বাসীদেরকে এ প্রকাশ্য সত্যটি ভালভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য তাদের সমুদ্র-যাত্রার আনন্দ ও ঝুঁকির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

এরপর আমরা একে এমন এক কেটে ফেলা ফসলের ক্ষেতের মত করে দেই [ক] যেন পূর্বের দিনেও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না[১২৫২]। চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমরা এভাবেই নিদর্শনাবলী বিষদভাবে বর্ণনা করে থাকি।

نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। আর শান্তি[১২৫৩] নিবাসের দিকে [খ] আল্লাহ্ তোমাদের ডাক দেন। আর তিনি যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۭ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۶﴾

২৭। [গ] যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য থাকবে সর্বোত্তম প্রতিদান[১২৫৪], (বরং এ ছাড়াও) আরো অনেক (প্রতিদান থাকবে)[১২৫৫]। আর [ঘ] কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে কখনো আচ্ছন্ন করবে না। এরাই জান্নাতবাসী। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۭ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। আর যারা [ঙ] মন্দকাজ করেছে (তাদের জন্য) মন্দ কাজের প্রতিফল সেই (মন্দ কাজের) অনুরূপই হবে এবং [চ] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের আঁধারের (এক) ফালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে[১২৫৬]। এরাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاۗءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۸﴾

★ ২৯। সেদিন সম্পর্কে সতর্ক হও [ছ] যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করবো। এরপর যারা শির্‌ক করেছিল আমরা তাদের বলবো, 'তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়।' এরপর আমরা তাদেরকে

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৬৯; খ. ৬ঃ১২৮; গ. ৫০ঃ৩৬; ঘ. ৭৫ঃ২৩, ২৪; ঙ. ৪২ঃ৪১; চ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮০ঃ৪১, ৪২; ৬৮ঃ৩, ৪; ছ. ৬ঃ২৩; ৪৬ঃ৭।

১২৫২। এ নীতি-কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো ঃ যখন জাতি অহঙ্কারী ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং জীবনকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করে তখন তাদের অধঃপতন আরম্ভ হয় এবং তারা দুঃখে পতিত হয়।

১২৫৩। 'সালাম' অর্থ-নিরাপদ, নিরাপত্তা, দোষক্রটি মুক্ত বা অসৎ অভ্যাসমুক্ত, অথবা এর অর্থ শান্তি, আনুগত্য এবং জাগ্রত। আল্লাহ্ তাআলার এক নামও 'সালাম' (লেইন)।

১২৫৪। 'আল্ হুস্‌না' অর্থ আনন্দদায়ক পরিণাম, বিজয়, ব্যগ্রতা, তৎপরতা। উক্তিটির মর্ম ঃ (১) বিশ্বাসী এক সুখময় পরিণামে পৌছুবে, (২) তারা কৃতকার্যতা লাভ করবে, এবং (৩) আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আগ্রহী এবং কর্মতৎপর করবেন

১২৫৫। 'যিয়াদাহ' (অর্থ আরো বেশি) শব্দের মর্ম হচ্ছে, মু'মিনরা তাদের পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্‌কে লাভ করবে এবং 'আল্ হুসনা' শব্দ (এক অর্থ আল্লাহ্‌র দৃষ্টি) উক্ত ধারণাকে সমর্থন করে।

১২৫৬। এ আয়াতের মাঝে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত ঃ (ক) পুণ্যের পুরস্কার বহুগুণ (পূর্ববর্তী আয়াত দেখুন), আর পাপের ফল সমপরিমাণ, (খ) যারা আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে তারা উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণা এবং মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের উচ্চাভিলাষ থাকে না এবং কেবল অন্যের অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, (গ) এরূপ অবস্থায় পতিত হয়ে এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করে তারা আপদ বিপদ আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়, (ঘ) অসাধু লোকের অন্যায়-অবিচার এবং পাপ কর্মসমূহ দীর্ঘদিন গোপন থাকতে পারে না, আগে হোক বা পরে হোক প্রকাশ হয়েই পড়ে।

شُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾

আলাদা করে দিব। তখন তাদের কল্পিত শরীকরা বলবে, [ক]'তোমরা কখনো আমাদের উপাসনা করতে না'।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

★ ৩০। অতএব তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে [খ]আমরা একেবারে অনবহিত ছিলাম।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

রুকূ'ঃ ৩ [১০] ৮

৩১। [গ]সেখানে প্রত্যেক আত্মা নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে[১২৫৭]। আর তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের সব বানানো কথা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

★ ৩২। তুমি বল, [ঘ]আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের রিয্‌ক দেয় অথবা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ওপর কে কর্তৃত্ব রাখে? আর [ঙ]কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনে এবং কে জীবিত থেকে মৃতকে বের করে? আর [চ]কে (এ) সব বিষয় পরিচালনা করে[১২৫৮]? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্‌'। অতএব তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা (তোমাদের মন্দ বাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্য থেকে) বিরত হবে না?'

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

★ ৩৩। অতএব ইনিই হলেন তোমাদের প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌। অতএব সত্যকে বাদ দিলে প্রকাশ্য ভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? তাহলে (সত্য থেকে) তোমাদেরকে কিভাবে ফিরানো হচ্ছে?

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। [ছ]অবাধ্যদের ক্ষেত্রে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা এভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে তারা কখনো ঈমান আনবে না।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮৭; ২৮ঃ৬৪; খ. ৪৬ঃ৬; গ. ৮৬ঃ১০; ঘ. ২৭ঃ৬৫; ৩৪ঃ২৫; ৩৫ঃ৪; ঙ. ৩ঃ২৮; ৬ঃ৯৬; চ. ১০ঃ৪; ছ. ১০ঃ৯৭; ৪০ঃ৭।

১২৫৭। এ জগতের বস্তু-নিচয়ের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে মানবকে দেয়া হয়নি। একমাত্র পরকালেই সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ তুলে নেয়া হবে এবং তাদের প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশিত হবে।

১২৫৮। এ আয়াতে অতি সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ নিয়মের বিন্যাস বিদ্যমান। এটা জীবনকে খাদ্য পুষ্টি দ্বারা বাঁচিয়ে রাখার উল্লেখ দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর দৃষ্টি ও শ্রবনেন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্ম-প্রেরণার প্রতি নির্দেশ করে জীবন-মৃত্যুর অমোঘ নিয়মের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করার পরে কার্যকর হয়ে থাকে। সবশেষে বলা হয়েছে বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পর্কে, যখন থেকে ব্যক্তি নিজের কর্মশক্তি (তদবীর) কাজে লাগাতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ তার কাজকর্ম সুশৃংখল এবং নিয়মানুগ পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মের মাঝে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে। সংক্ষেপে এ চারটি উপায় বা উপকরণই প্রাকৃতিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۳۵﴾

★ ৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, [ক] যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার এর পুনরাবৃত্তি করে? তুমি বল, '(একমাত্র) আল্লাহ্ই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এর পুনরাবৃত্তি করেন'[১২৫৯]। তাহলে তোমাদেরকে কোন্ (বিপথে) ফিরানো হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?' তুমি বল, '(কেবল) আল্লাহ্ই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন। অতএব যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি বেশি অনুসরণযোগ্য, নাকি সে (বেশি অনুসরণযোগ্য) যাকে পথনির্দেশনা না দিলে সে পথ খুঁজে পায় না? অতএব তোমাদের হয়েছে কী? তোমরা কেমন বিচার কর'?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۷﴾

★ ৩৭। [খ] আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। (অথচ) অনুমান কখনোই সত্যের বিকল্প হতে পারে না[১২৬০]। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। আর এ কুরআন এমন নয়, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বানিয়ে নিতে পারে। বরং [গ] এ (তো) এর পূর্ববর্তী (ঐশীবাণীর) সত্যায়ন করে এবং (আল্লাহ্র) বিধানের[১২৬১] বিস্তারিত বিবরণ (দেয়)। এ (কুরআন) যে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) এতে কোন সন্দেহ নেই।

দেখুন ঃ ক.১০ঃ৫; খ. ৬ঃ১১৭; ১০ঃ৬৭; ৫৩ঃ২৯; গ. ১২ঃ১১২; ১৬ঃ৯০।

১২৫৯। স্রষ্টার প্রকৃত প্রমাণ হলো তাঁর পূর্ব-সৃষ্টিকে পুনরায় অবিকলরূপে সৃষ্টি করার শক্তি। নচেৎ এ দাবী অর্থাৎ সৃষ্টির দাবী সম্পূর্ণ ভূয়া প্রমাণিত হবে অথবা এতে মারাত্মক আপত্তি থেকে যাবে। অন্যথায় এরূপ দাবী মিথ্যাবাদী বা ভণ্ডও করতে পারে। ঐশী সত্যতার এ প্রমাণ উপস্থাপন করে এ আয়াত প্রতিমা পূজারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা রেখেছেন, তাদের তথাকথিত দেবদেবীগুলোর মাঝে কে এরূপ সৃষ্টি-পদ্ধতির এবং পুনঃসৃষ্টির হোতা, যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অবিরাম কাজ করে আসছে?

১২৬০। যারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে তাদের বিশ্বাস ও মতবাদ উদ্ভট অনুমান নির্ভর এবং কল্পনাপ্রসূত। কারণ তাদের তথাকথিত দেব-দেবী কখনো তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেনি।

১২৬১। এ আয়াত পাঁচটি অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছে যে পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ (ক) এর বিষয়বস্তু এমন যার জ্ঞান মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং যা একমাত্র আল্লাহ্ই প্রকাশ করতে পারেন, (খ) পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা এ প্রমাণ বহন করে যে এর উৎস আল্লাহ্ তাআলা, (গ) পূর্ববর্তী কিতাবের শিক্ষাকে কুরআন এরূপ স্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যাখা বা বোধগম্য করেছে, যা অন্য কোন কিতাবই করেনি, (ঘ) কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রয়োজনীয় যুক্তিপ্রমাণ এর মাঝেই সন্নিবিষ্ট এবং বাইরের কোন ব্যক্তির বা কিতাবের সাহায্য বা সমর্থন এর সত্যতা নিরূপণের জন্য অনাবশ্যক, (ঙ) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মোকাবেলায় এ পবিত্র কিতাব সকল অবস্থায় সকল মানুষের নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ করে।

৩৯। তারা কি একথা বলে, 'সে এটি বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, [ক]'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত একটি সূরা (বানিয়ে) আন[১২৬২] এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পার (এ কাজে সাহায্য করতে) ডেকে নাও।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। আসলে যে বিষয়ের জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি এবং যার তাৎপর্য তাদের কাছে এখনো প্রকাশিত হয়নি [খ]তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। পূর্ববর্তীরাও একইভাবে (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব চেয়ে দেখ, যালেমদের কী পরিণতি হয়েছিল!

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

★ ৪১। আর তাদের [গ]একাংশ এতে ঈমান আনে এবং তাদের আরেকাংশ এতে ঈমান আনে না। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের সবচেয়ে বেশি চিনেন।

৪ [১০] ৯

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

★ ৪২। আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে তুমি বলে দাও, 'আমার কর্মের জন্য আমি (দায়ী) এবং তোমাদের কর্মের জন্য তোমরা (দায়ী)। [ঘ]আমি যা করি সে সম্বন্ধে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমিও দায়মুক্ত।'

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর তাদের [ঙ]একদল তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তবে তুমি কি (এরূপ) [চ]বধিরদেরকে শোনাতে পার, যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না?

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আবার [ছ]তাদের একদল তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে তুমি কি (এরূপ) অন্ধদেরকে সৎপথ দেখাতে পার, যারা দেখেনা[১২৬৩]?

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় [জ]আল্লাহ্ মানুষের ওপর মোটেও কোন অবিচার করেননা। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٥﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪, ১১ঃ১৪, ১৭ঃ৮৯, ৫২ঃ৩৪-৩৫; খ. ২৭ঃ৮৫; গ. ২ঃ২৫৪, ৪ঃ৫৬; ঘ. ২ঃ১৪০, ১০৯ঃ৭; ঙ. ৬ঃ২৬, ১৭ঃ৪৮; চ. ২৭ঃ৮১,; ছ. ৭ঃ১৯৯; জ. ৪ঃ৪১, ৯ঃ৭০, ১৮ঃ৫০, ৩০ঃ১০।

১২৬২। এ আয়াত কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কুরআন শরীফের মত পরমোৎকর্ষপূর্ণ কিতাব যদি মানুষের জালিয়াতি হতে পারে তাহলে এর মত একটি গ্রন্থ তারা নিজেরা প্রণয়ন করে না কেন ? এ চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য অক্ষুণ্ন হয়ে রয়েছে। দেখুন ৪৪ টীকা।

১২৬৩। অবিশ্বাসীদের অনুধাবন করার বোধশক্তি ও বুদ্ধি নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে 'বধির' তদুপরি 'বোধশূন্য' বলা হয়েছে এবং বর্তমান আয়াতে তাদেরকে 'অন্তর্দৃষ্টি' ছাড়াও মৌলিক মানসিক শক্তিতে নিঃস্ব বলা হয়েছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٦﴾

★ ৪৬। আর যেদিন তিনি তাদের জড়ো করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে) তারা [ক]যেন কেবল দিনের এক মুহূর্তই[১২৬৪] (এ জগতে) ছিল। তারা একজন আরেক জনের পরিচয় লাভ করবে। যারা আল্লাহ্‌র (সাথে) সাক্ষাতের (বিষয়টি) অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তারা [খ]ক্ষতিগ্রস্ত এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٧﴾

★ ৪৭। আর আমরা তাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এর কিছুটা [গ]আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করালে অথবা আমরা (এর পূর্বে) তোমাকে মৃত্যু দিলে আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। তারা যা[১২৬৫] করছে তখন আল্লাহ্‌ই এর সাক্ষী হবেন।★

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। আর [ঘ]প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে কোন না কোন রসূল[১২৬৬]। অতএব তাদের রসূল যখন তাদের কাছে এসে যায় তখন তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হয়। আর তাদের ওপর মোটেও অবিচার করা হয় না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। আর [ঙ]তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), 'এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তুমি বলে দাও, 'আমি [চ]আমার নিজের ভালমন্দের মালিক নই। তবে আল্লাহ্‌ যা চাইবেন (তা-ই আমার হবে)[১২৬৭]। [ছ]প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত মেয়াদ। তাদের নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যায় তখন তারা (এ থেকে) এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত এগিয়েও যেতে পারবে না।

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ৫৬, ৪৬ঃ৩৬; খ. ৬ঃ৩২, ৩০ঃ৯, ৩২ঃ১১; গ. ১৩ঃ৪১, ৪০ঃ৭৮; ঘ. ১৬ঃ৩৭, ৩৫ঃ২৫; ঙ. ২১ঃ৩৯, ২৭ঃ৭২, ৩৪ঃ৩০, ৩৬ঃ৪৯; চ. ৭ঃ১৮৯,; ছ. ৭ঃ৩৫, ১৬ঃ৬২, ৩৫ঃ৪৬।

১২৬৪। কুরআন করীমে কাফিরদের সম্বন্ধে ইহজগতে দিনের এক ঘন্টাকাল বা কিছুসময় অবস্থান করার কথা একাধিক বার বলা হয়েছে। এসব আয়াতে ইহলোকে তাদের অবস্থানের প্রকৃত কাল বুঝায় না, বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবে থাকতে এবং নিরর্থক অভীষ্ট লক্ষ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে যাওয়াতে নিন্দা জ্ঞাপন নিহিত রয়েছে। যেহেতু তারা নিরর্থক প্রলোভনে জীবন বিনষ্ট করেছিল সেহেতু তারা এ পৃথিবীতে মাত্র একদিনই বাস করেছিল বলে বলা যেতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা ইহজগতে হয়তো বহু বছর যাবৎ অবস্থান করেছিল।

১২৬৫। এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতি পেশ করেছে-যেমন, আসন্ন আযাব সম্বন্ধে ভীতিপ্রদর্শন এবং সতর্কবাণী সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রদ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যা বিশেষ কোন নবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়, সব নবীর জন্য প্রযোজ্য বিশ্বজনীন নীতির অঙ্গীভূত তা কখনো রদ হয় না। এ আয়াতের আরো অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে, এটা অনিবার্য নয় যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতার একটি সময়-সীমা নির্ধারিত থাকতে হবে।

★ [এ আয়াত থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়, নবীর জীবদ্দশায় তাঁর সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া আবশ্যক নয়। অবশ্য কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হয়ে থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি যে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে এতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য অসংখ্য এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে যা মহানবী (সা:) এর মৃত্যুর পর পূর্ণ হতে শুরু করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১২৬৬ ও ১২৬৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৫১। তুমি বল, [ক]তাঁর আযাব রাতে অথবা দিনে তোমাদের ওপর এসে পড়লে অপরাধীরা এ থেকে দ্রুত পালাতে চাইলেও কী করে পালাবে[১২৬৮]?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝٥١

৫২। তবে এটা ঘটে গেলে কি তোমরা এতে ঈমান আনবে? [খ]এখন কি (পালাবার কোন পথ আছে)? অথচ (এর পূর্বে) তোমরা এটা দ্রুত নিয়ে আসার দাবী জানাতে।

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝٥٢

৫৩। [গ]তখন যালেমদের বলা হবে, 'তোমরা (এখন) দীর্ঘস্থায়ী আযাব[১২৬৯] ভোগ কর। তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝٥٣

৫৪। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'এ (আযাব) কি সত্য?' [ঘ]তুমি বল, 'হাঁ আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! এটা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা (এ আযাব ঘটানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে) ব্যর্থ করতে পারবে না'[১২৬৯-ক]।

৫ [১৩] ১০

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝٥٤

৫৫। আর প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যে যুলুম করেছে, পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই [ঙ]যদি তার হতো তবে সে তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। আর তারা যখন আযাব দেখতে পাবে [চ]তারা তখন তাদের অনুতাপ গোপন করবে[১২৭০]। আর তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٥٥

★ ৫৬। শুন! নিশ্চয় [ছ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব আল্লাহ্‌রই। শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٦

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৪৮, ৭ঃ৯৮-৯৯; খ. ১০ঃ৯২; গ. ৩৪ঃ৪৩; ঘ. ১১ঃ১৮; ঙ. ৩৯ঃ৪৮; চ. ৩৪ঃ২৪; ছ. ২ঃ২৮৫, ১০ঃ৬৭, ৩১ঃ২৭।

১২৬৬। মনে হয় এ আয়াত শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী সম্বন্ধে নির্দেশ করছে। কারণ সকল ধর্মীয়-বিধান শরীয়তবাহী নবীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

১২৬৭। তফসীরাধীন আয়াত (পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত) শাস্তি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের দাবীর উত্তর সন্নিবেশ করেছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞেস করতে আদিষ্ট হয়েছেন যে কিরূপে তিনি তাদের শাস্তির দাবী পূরণ করতে পারেন, যখন তিনি নিজেই নিজের মঙ্গল করতে বা নিজের অমঙ্গল দূর করতে সক্ষম নন ?

১২৬৮। এ আয়াতে কাফিরদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত আযাবের সময় ও প্রকার সম্পর্কে ব্যর্থ বিতর্কের প্রশ্রয় না দিয়ে তাদের জীবনে নৈতিক চরিত্রের শুভ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ আযাব হতে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

১২৬৯। 'আযাবাল খুল্‌দ' অর্থ-যে আযাব বা শাস্তি কাফিরদিগের সাথেই রয়েছে এবং তা সীমাহীন শাস্তি নয় যা কোন অবস্থায় দূর হতে পারে না।

১২৬৯-ক। তোমরা কখনো এ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

১২৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। [ক]তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক উপদেশবাণী,[১২৭১] অন্তরের (ব্যাধির) প্রতিকার, [খ]মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশনা ও কৃপা।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তুমি বল, '(এসব) কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর কৃপার কারণেই (হয়েছে)। সুতরাং এজন্য তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। [গ]তারা যা জমা করছে এর চেয়ে এ (নেয়ামত অনেক বেশি) উত্তম।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখনি, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে রিয্‌ক অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে [ঘ]তোমরা নিজেরাই হারাম ও হালাল বানিয়ে নিয়েছ[১২৭২]?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে (এর) অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলছ?'

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। আর যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে কিয়ামত দিবস (সম্পর্কে) তাদের চিন্তাভাবনা কী? [ঙ]নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

৬ [৭] ১১

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٢﴾

★ ৬২। আর তুমি যে কোন কাজে ব্যস্ত থাক না কেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং [চ]তোমরা যে কাজই কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের (এসব কাজে) নিমগ্ন থাকা অবস্থায় তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আর [ছ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে ও আকাশে অণু পরিমাণ বা এর চেয়ে ছোট[১২৭৩] বা এর চেয়ে বড় কিছুই গোপন নেই। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৫৭, ৭ঃ১৫৯, ৪৪ঃ৯, ৬৭ঃ৩; খ. ১২ঃ১১২, ২৭ঃ৩,; গ. ৪৩ঃ৩৩; ঘ. ৫ঃ১০৪; ঙ. ২৭ঃ৭৪, ৪০ঃ৬২; চ. ৫৭ঃ৫, ৫৮ঃ৮; ছ. ৩৪ঃ৪।

১২৭০। 'আসাররু' শব্দের অর্থ এও হয়, যেমন, তারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবে বা তীব্র অনুতাপ প্রকাশ করবে। এটি একটি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

১২৭১। পবিত্র কুরআন হচ্ছে 'মাওয়েযাতুন' অর্থাৎ ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ বা পরামর্শ-কারণঃ (ক) এতে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে যা সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সদিচ্ছা থেকে উৎসারিত, (খ) এর শিক্ষা মানব হৃদয়কে প্রভাবান্বিত এবং মর্ম স্পর্শ করার জন্য বিচক্ষণ ও গভীর বিবেচনাপ্রসূত এবং (গ) এটা সেইসব-নিয়মনীতি এবং আচরণবিধিসমূহ চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করেছে, যা মানবকে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে এবং জীবনের সফলতায় পৌছে দিতে সক্ষম।

১২৭২ ও ১২৭৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। [ক]শুন! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না[১২৭৪]।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾

★ ৬৪। যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছিল,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। [খ]তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনেও এবং পরকালেও। আল্লাহ্‌র কথায় কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই পরম সফলতা।

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾

★ ৬৬। আর [গ]তাদের কথা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে[১২৭৫]। নিশ্চয় সব সম্মান-প্রতিপত্তি আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

★ ৬৭। শুন! [ঘ]আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদের ডাকে তারা (প্রকৃতপক্ষে) এদের অনুসরণ করে না। তারা কেবল [ঙ]ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে এবং কেবল অনুমানের ওপরই চলে।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾

★ ৬৮। [চ]তিনিই তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এতে বিশ্রাম নিতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকময়[১২৭৬]। নিশ্চয় এ (ব্যবস্থাপনায়) সেইসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা (মনোযোগ দিয়ে কথা) শুনে।

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৬৩; খ. ৪১ঃ৩১; গ. ৩৬ঃ৭৭; ঘ. ১০ঃ৫৬; ঙ. ১০ঃ৩৭; চ. ১৭ঃ১৩, ২৭ঃ৮৭, ২৮ঃ৭৪, ৩০ঃ২৪।

১২৭২। পানাহার মানবের প্রাথমিক প্রয়োজন এবং যে কোন ধর্মের সর্বপ্রথম কর্তব্য এ বিষয়ে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। বিচারবুদ্ধি বলে যে চিকিৎসাশাস্ত্রগত, নৈতিক বা ধর্মীয় সঙ্গত কারণ থাকা উচিত যে জন্য কিছু বস্তুকে বৈধ এবং অন্যান্য কিছুকে অবৈধ বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলাম প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

১২৭৩। কিছু কিছু বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতির দরুন লুকায়িত থাকে আবার অন্য কতগুলোর বিশালতার দরুন সেগুলোর অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি এতই প্রখর এবং তীক্ষ্ণ যে কোন জিনিষ যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন তা তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকতে পারে না এবং তা যত ব্যাপক, যত বৃহৎ বস্তুই হোক না কেন এর কোন অংশই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

১২৭৪। 'ভীতি' মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মের সঙ্গে এবং 'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত' অতীত কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১২৭৫। ৬৩নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র বন্ধুগণ (আওলিয়া) কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না বা হয় না, কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)কে শোক করতে বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে বারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সাঃ) এর দুশ্চিন্তা তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং অন্যদের জন্য ছিল। তিনি মানবজাতির জন্য ক্রন্দন করতেন এবং শোকাভিভূত হতেন। ১৬৬৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। [ক]তারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) তাঁরই। তোমাদের কাছে এ (দাবীর পক্ষে) কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না[১২৭৭]?

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি বল, 'নিশ্চয় [খ]যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা সফল হয় না।'

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ ع

★ ৭১। [গ]দুনিয়ায় (তাদের জন্য) সাময়িক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। এরপর আমাদেরই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তাদের কঠোর আযাব ভোগ করাবো। কেননা তারা অস্বীকার করতো।

৭ [১০] ১২

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧٢﴾

৭২। আর তুমি তাদের কাছে নূহের বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও[১২৭৮]। সে যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! [ঘ]আমার মর্যাদা ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমার উপদেশ দেয়া যদি তোমাদের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকে তাহলে (জেনে রেখো) আল্লাহ্‌র ওপরই আমি ভরসা করি। অতএব তোমরা তোমাদের শরীকদেরসহ তোমাদের শক্তিসামর্থ্যের সমাবেশ ঘটাও এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তোমাদের যেন কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৭, ৪ঃ১৭২, ৯ঃ৩১, ১৭ঃ১১২, ১৮ঃ৫-৬; খ. ৪ঃ৫১, ১৬ঃ১১৭; গ. ৩ঃ১৫,১৯৮, ৯ঃ৩৮, ১৬ঃ১১৮, ২৮ঃ৬১, ৪০ঃ৪০ ঘ. ৭১ঃ৮।

১২৭৬। রাত্রি যেমন কঠিন পরিশ্রমে মানুষের শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনঃ সজীব করবার সময় দিয়ে থাকে এবং আগামী দিনের জন্য তাকে কর্মক্ষম করে তোলে, সেইরূপে জাতিসমূহের জীবনেও নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম অবস্থার বিরতি তাদের অবকাশ বা বিশ্রাম এবং সক্ষমতা দানের কাজ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি এবং নূতন উদ্যম-প্রেরণা ঢেলে দিয়ে প্রাণবন্ত করে এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

১২৭৭। (ক) আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংস এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত এবং সেজন্যই তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই, (খ) তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় বিশ্বের বিষয়াদি পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই, (গ) আল্লাহ্‌র পুত্র গ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ দৃঢ় ও নির্ভুল ভিত্তির উপর রচিত নয়, বরং তা অসঙ্গত ও কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক অনুমানের ভিত্তিতে রচিত। এটাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

১২৭৮। পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত নূহ, মূসা এবং ইউনুস (আলায়হিমুস সালাম)-এই তিন নবীর সম্পর্কে বর্ণনাগুলো মনযোগের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তাঁদের জীবন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মক্কাতে হযরত নূহ (আঃ), মদীনায় হযরত মূসা (আঃ) এবং বিজয়ীবেশে মক্কায় হযরত ইউনুস (আঃ) এর ভূমিকা পালন করেছেন। এটা পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয় যে কুরআন শরীফে উদ্ধৃত নবীগণ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত শুধু কিস্‌সা কাহিনী নয়, বরং এগুলো নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত হয়েছে যা তাঁর জীবনে সংঘটিত হওয়ার ছিল।

★ ৭৩। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (স্মরণ রেখো) [ক]আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না[১২৭৯]। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্‌রই কাছে এবং আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার আদেশ দেয়া হয়েছে।'

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٣﴾

★ ৭৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। [খ]আমরা তখন তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের উদ্ধার করলাম এবং আমরা তাদেরকে (দেশের) উত্তরাধিকারী করলাম। আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের ডুবিয়ে দিলাম। অতএব তুমি লক্ষ্য কর, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছিল!

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অত:পর আমরা তার পরে আরো অনেক রসূল তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। আর [গ]তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা এর পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল, (সে কারণে) তারা ঈমান আনতে পারেনি। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়ে থাকি[১২৮০]।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। [ঘ]তাদের পর আমরা পরবর্তীতে মূসা ও হারূনকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতএব আমাদের পক্ষ থেকে [ঙ]যখন তাদের কাছে সত্য এল তখন তারা বললো, 'নিশ্চয় এ হলো এক সুস্পষ্ট যাদু[১২৮১]।'

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯১, ১১ঃ৩০; খ. ২৯ঃ১৬; গ. ৩০ঃ৪৮, ৪০ঃ২৪; ঘ. ২৭ঃ১০৪,; ঙ. ৪০ঃ২৬

১২৭৯। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীগণের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি হলো, তাঁরা স্বদেশবাসীর উপর নিজেদের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বিরোধিতার ধ্বজা তুলে ধরেন এবং প্রচলিত নিয়ম-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁদের কর্তৃত্বের অধীনে এক নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ আয়াতে উক্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ খন্ডন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নবীগণ কখনো নিজেদের স্বার্থ কামনা করেন না। বরং তাঁরা নির্যাতনের মাঝেও কষ্টদায়ক সেবার পথ বেছে নেন।

১২৮০। আল্লাহ্ তাআলা স্বেচ্ছাচারীরূপে অবিশ্বাসীদের অন্তর মোহরাবদ্ধ করেন না। কাফিররা নিজেরাই ঐশীবাণী শ্রবণে অযৌক্তিক ও একগুঁয়ে অস্বীকৃতি দ্বারা সত্য উপলব্ধিতে এবং গ্রহণে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। তারা নিজেরাই তাদের দুর্ভাগ্যের বা মন্দ পরিণামের কারণ।

১২৮১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৮। মূসা বললো, 'তোমাদের কাছে সত্য এসে যাওয়ার পর তোমরা কি (এ) সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এ কি যাদু (হতে পারে)? অথচ [ক]যাদুকররা কখনো সফল হয় না'।

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّٰحِرُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তারা বললো, 'আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা যে (আদর্শের অনুসারী দেখতে) পেয়েছি, তুমি কি তা থেকে আমাদের বিচ্যুত করে দিতে এবং দেশে যাতে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য (লাভ) হয় এ উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছ? কিন্তু [খ]আমরা তোমাদের প্রতি কখনো ঈমান আনবো না।'

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾

৮০। [গ]আর ফেরাউন বললো, 'তোমরা প্রত্যেক দক্ষ যাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে আস।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٨٠﴾

৮১। এরপর যাদুকররা যখন উপস্থিত হলো মূসা তাদের বললো, [ঘ]'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে তা নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨١﴾

৮২। আর তারা যখন নিক্ষেপ করলো তখন [ঙ]মূসা বললো, 'তোমরা যা উপস্থাপন করেছ তা কেবল এক ইন্দ্রজাল। আল্লাহ্ অবশ্যই একে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কাজকে সফল হতে দেন না।

فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٢﴾

৮ [১২] ১৩ ৮৩। আর [চ]আল্লাহ্ নিজ বাণীর[১২৮১-ক] মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক।

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٣﴾

★ ৮৪। অতএব ফেরাউন ও তাদের (জাতির) প্রধানরা তাদের নির্যাতন করবে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও মূসার প্রতি তার জাতির একটি প্রজন্ম ঈমান আনলো। আর [ছ]ফেরাউন দেশে নিশ্চয় এক ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ছিল। আর নিশ্চয় সে ছিল সীমালংঘনকারীদের একজন।

فَمَآ آمَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٤﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৭০; খ. ৭ঃ১৩৩; গ. ৭ঃ১১৩; ২৬ঃ৩৭,৩৮; ঘ. ৭ঃ১৭৭; ২০ঃ৬৭; ২৬ঃ৪৪; ঙ. ৭ঃ১১৯; ২০ঃ৭০; চ. ৮ঃ৯; ছ. ২৮ঃ৫।

১২৮১। 'সিহর' এবং 'মুবীন' দু'টি সহজ, সরল শব্দের মাঝে নিহিত রয়েছে সকল ষড়যন্ত্রের অংকুর যা আল্লাহ্ তাআলার নবীদের শত্রুরা তাঁদেরকে ব্যর্থকাম বা পরাজিত এবং ভীতি-বিহ্বল করার জন্য নিয়োজিত করে থাকে। সত্যের দুশমনরা ধর্ম-মনোভাবাপন্ন লোকদেরকে বলে থাকে যে নূতন শিক্ষা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, এতো আমাদের ধর্মকে নষ্ট করে ফেলবে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী লোকেরা যারা দেশপ্রেমিক এবং নিজেদেরকে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য অন্তরে দরদ রাখে বলে খেদমত করে থাকে, অথচ তাদেরকে এ নূতন শিক্ষার বিরুদ্ধে সন্দিহান ও ভীত করে তোলা হয় এই অপপ্রচারের মাধ্যমে যে, নূতন শিক্ষা গ্রহণ করলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে বিচ্ছেদ ও বিভেদ সৃষ্টি হবে, ফলে জাতীয় স্বার্থ ও একতার উপর মরণ-আঘাত আসবে। 'মুবীন'এর এক অর্থ, যা বিচ্ছিন্ন করে বা অনৈক্য সৃষ্টি করে (লেইন)।

১২৮১-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৫। আর মূসা বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনে থাকলে (এবং) তোমরা (প্রকৃতই) আত্মসমর্পণকারী[১২৮২] হয়ে থাকলে একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা কর।'

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। তখন তারা বললো, 'আমরা আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করো না

فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তুমি নিজ কৃপায় কাফিরদের (কবল) থেকে আমাদের উদ্ধার কর।'

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٧﴾

★ ৮৮। আর আমরা মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলাম, 'তোমরা তোমাদের জাতির জন্য শহরে[১২৮৩] বাড়ীঘর নির্মাণ কর, আর তোমাদের বাড়ীঘরগুলোকে একই দিকে মুখ করে বানাও[১২৮৪] এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।'★

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

★ ৮৯। আর মূসা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার প্রধানদের এ পার্থিব জীবনে সাজসজ্জা ও ধনসম্পদ দান করেছ। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এটি কেবল (লোকদেরকে) তোমার পথ থেকে বিচ্যুতই করে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাদের ধনসম্পদ নিশ্চিহ্ন কর[১২৮৪-ক] এবং তাদের অন্তরেও আঘাত হান[১২৮৪-খ]। কেননা [ক]তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না (বলে মনে হয়)।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯৭,৯৮।

১২৮১-ক। ন্যায়পরায়ণ বা সৎ উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য অন্যায় বা অসৎ উপায়ের সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ 'পরিণামই উপায় উপকরণের যৌক্তিকতার মাপকাঠি'-এ নীতি বাক্যের উপর নির্ভরশীল নন। সত্য এর নিজের সহজাত শক্তি বলে বিস্তার লাভ করে এবং পরিণামে বিজয়ী হয়, মিথ্যার দ্বারা নয়।

১২৮২। 'ঈমান' দ্বারা মানসিক আত্মসমর্পণ এবং 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য আনুগত্য বুঝায়। মু'মিনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের প্রতিফলন তার প্রকাশ্য আচরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

১২৮৩। ইসরাঈলীদেরকে শহরে বসতি স্থাপন করার আদেশ দানে এটা বুঝায় না যে তারা পূর্বে বিজন মরু প্রান্তরে বসবাস করতো। এ আয়াতে সুসভ্য এবং যৌথ-জীবন যাপনের সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে মাত্র। দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের বড় শহরে মিলিতভাবে বসবাস করার সাধারণ প্রবণতা রয়েছে।

১২৮৪। 'বাড়ীঘরগুলোকে একই দিকে মুখ করে বানাও' উক্তির মর্ম : (১) ইসরাঈলীদেরকে একত্রে একে অন্যের নিকটবর্তী অবস্থানে বাস করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে প্রয়োজনের সময় তারা একে অন্যের সাহায্য করতে পারে। কারণ এ উদ্দেশ্য পূরণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজেদের বাসগৃহ পাশাপাশি বা সামনা-সামনি নির্মাণ করে থাকে, (২) তাদের বাড়ীগুলোর একই রোখ হওয়া উচিত, যার রূপক অর্থ তাদের সকলের আদর্শ এবং লক্ষ্য এক হওয়া সমীচীন এবং (৩) তাদের সকলের বাসস্থান এক ধরনের হওয়া উচিত যাতে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়, যেন তারা একদলে একযোগে কাজ করে। কারণ প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না যদি সম্প্রদায়ের কিছু লোক প্রাসাদতুল্য মহলে বসবাস করে এবং অন্যেরা জরাজীর্ণ গৃহে বসবাস করে।

★চিহ্নটি টীকাটি ৪২৬ পৃষ্ঠায় এবং ★ চিহ্নিত ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা ৪২৬ ও ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এবং ১২৮৪-ক ও ১২৮৪-খ টীকা দু'টি ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯০। তিনি বললেন, 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব তোমরা অবিচল থেকো এবং যারা জানে না তাদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।'

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾

★ ৯১। আর [ক]আমরা বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করালাম। আর [খ]ফেরাউন ও তার বাহিনী মন্দ উদ্দেশ্যে ও শত্রুতাবশত তাদের পিছু ধাওয়া করলো। অবশেষে ডুবে যাওয়ার (বিপদ) তাকে যখন ধরে ফেলল তখন সে বললো, 'আমি ঈমান আনলাম যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই[১২৮৫], যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (হলাম)।'

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

★ ৯২। [গ]এতক্ষণে! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে।

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। অতএব আজ আমরা তোমাকে তোমার দেহের মাধ্যমে রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য এক নিদর্শন হতে পার[১২৮৬]। আর নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষ আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন।★

৯
[১০]
১৪

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٣﴾ ع

৯৪। আর নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক অতি উত্তম আবাসস্থল দিয়েছিলাম এবং [ঘ]তাদেরকে পবিত্র রিয্ক দান করেছিলাম। আর তারা তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই কেবল মতভেদ করেছিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক [ঙ]কিয়ামত দিবসে তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব আমরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তুমি এ সম্পর্কে সন্দেহে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বের (ঐশী) কিতাব পাঠ করে আসছে। [চ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমার কাছে সত্য এসেছে। অতএব তুমি কখনো সন্দেহপোষণকারীদের একজন হয়ো না[১২৮৭]।

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩৯; ২০ঃ৭৮; খ. ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬১; ৪৪ঃ২৫; গ. ১০ঃ৫২; ঘ. ৪৫ঃ১৭; ঙ. ৪৫ঃ১৮; চ. ২ঃ১৪৮; ১০ঃ৯৫; ১১ঃ১৮।

★ [এ আয়াতে এমন একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা অবহিত না করলে মহানবী (সা:) নিজে নিজে ধারণাও করতে পারতেন না। বাইবেলেও এর বর্ণনা নেই। অতএব বাইবেল বিশারদদের কাছ থেকে বর্ণনা শুনেই তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়েছিল –এ অভিযোগ মিথ্যা। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিশরে মাটির তলায় অবস্থিত ইসরাঈলীদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে জানতে পেরেছেন যে তাদের ঘরবাড়ী একই দিকে মুখ করে বানানো ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★[এ আয়াতে ওয়াজআলূ বুয়ুতাকুম ক্বিবলাতান শব্দগুলোর অর্থ হতে পারে: ক্বিবলামুখী করে অর্থাৎ কেন্দ্র/চিহ্ন বা স্থান যে দিকে লক্ষ্য করে ইবাদত আরম্ভ করা হয়ে থাকে, অথবা পরস্পরের দিকে মুখ করে অথবা একই দিকে মুখ করে।
প্রথম অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা হাইকলে সুলায়মানী নির্মাণের পূর্বে বনী ইসরাঈলের জন্য নির্ধারিত কোন ক্বিবলা ছিল না।

১২৮৫, ১২৮৬ ও ৯৩ আয়াতের ★ চিহ্নের টীকাটি এবং ১২৮৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬। আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অন্যথা তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন বলে গণ্য হবে।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। [ক]নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (শাস্তির) সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٨﴾

৯৮। (এমন কি) [খ]তাদের কাছে সব রকম নিদর্শন এসে গেলেও (তারা ততক্ষণ ঈমান আনবে না) যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখতে না পাবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতএব [গ]ইউনুসের জাতি[১২৮৭-ক] ছাড়া অন্য কোন জনপদ[১২৮৮] কেন এমন হলো না, যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের কাজে আসতো। তারা (অর্থাৎ ইউনুসের জাতি) যখন ঈমান এনেছিল তখন আমরা তাদের পার্থিব জীবনে (তাদের কাছ থেকে) লাঞ্ছনার আযাব দূর করে দিয়েছিলাম। আর তাদের এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾

১০০। আর [ঘ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। [ঙ]তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মু'মিন হতে বাধ্য করতে পার[১২৮৯]?

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৩৪; ৪০ঃ৭.; খ. ১০ঃ৮৯.; গ. ৩৭ঃ১৪৯.; ঘ. ৬ঃ১৫০; ১৬ঃ১০.; ঙ. ২ঃ২৫৭; ১৮ঃ৩০।

দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে ঘরগুলো পরস্পরের দিকে মুখ করে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হবে। আমরা তৃতীয় অর্থটি পছন্দ করি। এর অর্থ দাঁড়াবে তোমাদের ঘরগুলো একই দিকে মুখ করে বানাও। এতে ঘরের বাসিন্দাদের একই দিকে মুখ করে ইবাদত করা সহজসাধ্য হবে এবং এতে তাদের মাঝে ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হবে। এ নির্দেশের অব্যবহিত পরেই নামায কায়েম করতে মু'মিনদের আদেশ দান করাটা আমাদের মতকে আরও শক্তিশালী করে। কারণ 'আকিমুস সালাতা' আরবী শব্দগুলো কেবল ব্যক্তিগত নামাযেরই তাগিদ দেয় না বরং বাজামাত নামাযের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২৮৪-ক। 'তামাস্‌সা আলায়হি' অর্থ সে তাকে বা একে ধ্বংস করলো, সে এর চিহ্ন মুছে ফেললো (লেইন)।

১২৮৪-খ। 'শাদ্দা আশ-শাইয়্যাআ' অর্থ সে এটা শক্ত করেছিল। 'শাদ্দাআ আলাইহি' অর্থ, সে তাকে আক্রমণ করলো (লেইন)।

১২৮৫। এ শব্দগুলো প্রকাশ করছে যে ফেরাউন অহঙ্কারে কত নিচে নেমে গিয়েছিল!

১২৮৬। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, সকল ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস পুস্তকের মাঝে একমাত্র কুরআন শরীফেই এ ঘটনা বর্ণনা করেছে। না বাইবেল এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেছে, না অন্য কোন গ্রন্থ কিছু উল্লেখ করেছে। কিন্তু কি বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্ তাআলার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে! সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধীরে ধীরে বিস্মৃতির তলে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর ফেরাউনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কায়েরোর যাদুঘরে তা সুরক্ষিত রয়েছে। তার অবয়ব দৃষ্টে মনে হয়, ফেরাউন ক্ষীণদেহী খর্বাকৃতির লোক ছিল এবং তার চেহারা ক্রোধ ও স্থুলবুদ্ধির পরিচয় বহন করে। হযরত মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস্ এর সময়ে এবং তার দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছিলেন (যাত্রা পুস্তক ২ঃ২-১০)। কিন্তু তার পুত্র মিরনেপ্তা (মেনেফতা) এর রাজত্বকালে তিনি (মূসা-আঃ) নবুওয়তের মিশনের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন (জিউ এনসাইকো, ৯ম খন্ড, ৫০০ পৃঃ এবং ইনসাইকো বিব্ 'ফারাও' এবং 'মিশর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

★ [এ আয়াতে করীমাও প্রমাণ করে, কুরআন মজীদ অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা রসুলে করীম (সা:) এর যুগে ফেরাউনের লাশের কোন সংবাদের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। কিন্তু এ যুগে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ হযরত মূসা (আ:)এর বিরোধী ফেরাউনের লাশ অনুসন্ধান করে বের করেছেন। সেই লাশ থেকে জানা যায়, নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও ফিরাউনকে মৃত্যুর পূর্বেই উদ্ধার করে নেয়া হয়েছিল। এরপর প্রায় ৬০ বছর ধরে সে পঙ্গু অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল এবং সে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য Ian Willson: Exodus Enigma, 1985 দেখুন)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২৮৭। এ সম্বোধন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি নয়, বরং কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের প্রতি। এ কারণে আমরা 'তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি' এ শব্দগুলোও তাঁকে সম্বোধন করা বুঝায় না। কারণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, (কুরআন) গোটা মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে (২ঃ১৩৭; ২১ঃ১১)। ঠিক এর পরবর্তী আয়াতও এ মতের সমর্থন করে। কারণ আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের

১২৮৭-ক, ১২৮৮ ও ১২৮৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়[১২৯০]। আর যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না (তাদের অন্তরের) কালিমা [ক]তিনি তাদের (মুখমন্ডলে) লেপন করে দেন।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। তুমি বল, 'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা (ঘটে চলেছে)[১২৯১] তোমরা তা [খ]লক্ষ্য করে দেখ! [গ]কিন্তু যারা ঈমান আনে না (এ) নিদর্শনাবলী ও সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। [ঘ]অতএব তারা কেবল তাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের দিনকালের অনুরূপ (দিনকাল) দেখারই অপেক্ষা করছে। তুমি বল, 'তবে তোমরা [ঙ]অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ ع ١٠ ١٥

১০
[১১]
১৫

১০৪। এরপর (আযাবের সময়) আমরা এভাবেই আমাদের রসূলদের ও যারা ঈমান এনেছে তাদের উদ্ধার করে থাকি। [চ]মু'মিনদের উদ্ধার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাকলে [ছ](জেনে রেখো) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর আমি তাদের উপাসনা করি না। বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর [জ]আমাকে মু'মিনদের একজন হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। আর ([ঝ]এ আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে), [ঞ]'তুমি সব সময় (আল্লাহ্‌র প্রতি) সদা বিনত থেকে তোমার মনোযোগ ধর্মে নিবদ্ধ কর এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

দেখুন: ক. ৬:১২৬; খ. ৭:১৯৬; গ. ৫৪:৬; ঘ. ৩৫:৪৪; ঙ. ১১:১২৩; চ. ৩০:৪৮; ৪০:৫২; ৫৮:২২; ছ. ১০৯:৩; জ. ৬:১৫৪; ঝ. ৩০:৩১,৪৪; ঞ. ২৮:৮৮।

'প্রত্যাখ্যানকারী'দের মাঝে নবী করীম (সাঃ) গণ্য হতে পারেন না।

১২৮৭-ক। যোনা (হযরত ইউনুস (আঃ) এর সম্পর্কে কুরআনের ছয় জায়গায় উল্লেখ রয়েছে (৪:১৬৪; ৬:৮৭; ২১:৮৮; ৩৭:১৪০, এবং ৬৮:৪৯)। বাইবেলে তাঁকে ইসরাঈলী নবীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে (২ রাজাবলী-১৪:২৫)। তাঁকে আশুরের রাজধানী নিনেভা যেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং প্রতিবাদ করতে বারণ করা হয়েছিল। কুরআনের মতে যোনা [অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ:)] তাঁর স্বজাতির লোকের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। না তিনি ইসরাঈলী ছিলেন এবং না নিনেভায় প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতির এক গোত্রের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন। হযরত ইউনুস (আ:)এর ইহুদী হওয়া সম্পর্কে বাইবেল বিশারদগণও একমত নন।

১২৮৮। 'জনপদ' বলতে জনপদের অধিবাসীদের বুঝায়।

১২৮৯। এ আয়াত থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ধর্ম এর প্রচারে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না বা সমর্থন করে না। আরও দেখুন টীকা ৩১৯।

১২৯০। কোন ধর্মমতের উপর প্রকৃত ঈমান লাভ করা শুধু মাত্র মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা বা অনুগ্রহেই

১২৯১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০৭। [ক]আর আল্লাহ্ ছাড়া তুমি এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার অপকারও করতে পারে না। আর তুমি এরূপ করলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের একজন হয়ে যাবে।'

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। [খ]আর আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্টে ফেলে দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি তোমার জন্য কোন মঙ্গল চাইলে তাঁর অনুগ্রহ[১২৯২] রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান এ (অনুগ্রহ) দান করেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। সুতরাং [গ]যে-ই হেদায়াত লাভ করে সে তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যই হেদায়াত লাভ করে। আর যে-ই পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই বিপথে যায়। আর আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٩﴾

১১০। আর [ঘ]তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি কেবল এরই অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ নিজ সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত তুমি অবিচল থাক। তিনি মীমাংসাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম।

১১ [৬] ১৬

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۖۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৮৯; খ. ৬ঃ১৮; ৩৯ঃ৩৯; গ. ২৭ঃ৯৩; ৩৯ঃ৪২; ঘ. ৭ঃ২০৪।

কেবল তা সম্ভব, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত বিধান এবং নিয়মকানুন পালন করার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

১২৯১। 'আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা (ঘটে চলেছে) তোমরা তা লক্ষ্য করে দেখ!'- এ উক্তির মর্মার্থঃ যে সকল উপাদান বা উপকরণ রসূল (সাঃ) এর মিশনকে কৃতকার্যতায় পৌঁছে দেয়ার জন্য অবধারিত সেগুলো পূর্বাহ্নেই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব ধর্ম নিজ সুন্দর শিক্ষা বলে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা বা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

১২৯২। এক প্রকার মঙ্গল আছে যা প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং মানুষ তা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্য আর এক প্রকার মঙ্গল রয়েছে যা মানুষ আল্লাহ্ তাআলার খাস অনুগ্রহে লাভ করে থাকে।

সূরা হূদ-১১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ

হযরত ইব্‌নে আব্বাস, আল্ হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ এবং জাবির ইব্‌নে যায়েদের মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য মোকাতিলের মতে এর ১৩,১৮ এবং ১১৫ নং আয়াত ছাড়া সমস্ত সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর ধারণায় উল্লেখিত আয়াত তিনটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্‌র নবী-রসূলগণের বিরুদ্ধবাদী লোকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (১) যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে, (২) যাদেরকে পুরাপুরি অবকাশ দেয়া হয়েছিল, এবং (৩) যাদেরকে আংশিক ধ্বংস করা হয়েছিল এবং আংশিক রক্ষা করা হয়েছিল। আলোচ্য সূরাটিতে প্রথম শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হূদের কওমকে এভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলেন যে তাদের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না এবং তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতির উদ্ভব করে তাদের মাধ্যমে এক নূতন কর্মকান্ডের বা মানব সভ্যতার এক নূতন বুনিয়াদের কাজ শুরু করেছিলেন। সূরাটিতে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা সব সময়ই মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের কাজকর্মের অনুরূপ তাদের সাথে ব্যবহার করেন এবং সময় ও পরিবেশের চাহিদা মত তাদের জন্য হেদায়াতের বন্দোবস্ত করেন। এ হেদায়াতের বন্দোবস্ত যেহেতু মানুষের মঙ্গলের জন্যই জারী করা হয়, সেহেতু যারা এর সুফল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরে যায় তারা এক ধরনের নৈতিক মৃত্যুবরণ করে। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াতের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যেভাবে এক প্রজন্মের অন্তর্ধানের পর নূতন প্রজন্মের মানুষ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তদ্রূপ ধর্মীয় দিক থেকেও এক মতবাদের পরে আরেক মতবাদ জন্মলাভ করে। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, ঐশী আদেশ-নির্দেশ পালন না করেও কেউ সাময়িকভাবে জাগতিক উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে শাশ্বত স্মৃতি ও অমর কীর্তি যারা লাভ করতে চায়, তেমন স্থায়ী উন্নতি তাদেরকেই আল্লাহ্ তাআলা দান করেন যারা আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও অকপট। এরপর যুক্তি ও কারণ বর্ণনাপূর্বক বলা হয়েছে, কেন মু'মিনরা কাফিরদের উপর জয় লাভ করবে এবং কাফিররা সত্যের মোকাবিলায় ব্যর্থ হবে। যুগে যুগে প্রদর্শিত এ ঐশী-ব্যবস্থাকে বুঝাবার জন্য সূরাটিতে কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয়েছে যে এক সময় যারা পার্থিব ক্ষমতায় ও সম্পদে শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক ছিল তারাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুর্বল আল্লাহ্‌র নবী-রসূলদের সাথে মোকাবিলা করে পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), সালেহ (আঃ), লূত (আঃ), শোআয়ব (আঃ) এর জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা সেই সত্যেরই বাস্তব প্রমাণ। পরে সূরাটিতে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর উল্লেখও করা হয়েছে, যদিও তা হযরত লূত (আঃ) এর ঘটনার সাথে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর উল্লেখের পর হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কেও এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অবশ্য এ বর্ণনায় বনী ইস্রাঈল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নেই, বরং ফেরাউনের সীমালংঘন ও অন্যায় আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ঐশী-নির্দেশ অস্বীকারের পরিণামস্বরূপ ফেরাউন তার উদ্ধত জাতিসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এরপর মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে যাদের উপর ঐশী-শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। কেননা এমতাবস্থায় ওদের জন্য নির্ধারিত শাস্তিতে তারাও নিপতিত হতে পারে। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সেইসব অবিশ্বাসীর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অযথা চিন্তা করতে বারণ করা হয়েছে, যারা বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সত্যকে গ্রহণ করে নি। বস্তুত তারা কখনই সত্যকে গ্রহণ করবে না, যেভাবে পূর্ববর্তী অনেক নবীর জাতিও সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সূরায় ঐশী আযাবের এমন কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান দায়িত্বের প্রতি এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে হাদীসের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'সূরা হূদ আমার অকাল বার্ধক্য এনে দিয়েছে' (মনসূর)। এ বাণীর আসল তাৎপর্য হচ্ছে, ঐশী-শাস্তি বিষয়ক সূরা হূদের বিষয় বস্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোমল হৃদয়ে এত গভীর মর্মপীড়ার উদ্রেক করতো যে কাফিরদের উপর ঐশী আযাবের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন। এ উদ্বিগ্নতার ভাবটিই 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মানস-পটে জাগরূক থাকতো। এছাড়া যথাযথভাবে মু'মিনদের তা'লীম-তরবিয়তের মহান দায়িত্ব তো ছিলই। এ উভয়বিধ চিন্তার ফলেই তাঁর অকাল বার্ধক্য এসে গিয়েছিল। অবশ্য পরিশেষে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের জন্য যে মহান বিজয় ও উন্নতি নির্ধারিত রয়েছে এর সুসংবাদসহ তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপর তাঁকে বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে বলা হয়েছে।
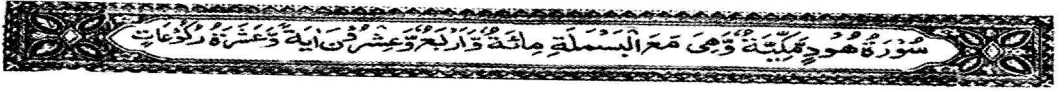
সূরা হূদ-১১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র [ক]নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

الٓرٰ ۫ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

★ ২। [খ]'আনাল্লাহু আরা' অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌। আমি দেখি। [গ](এটি) এমন এক কিতাব যার আয়াতগুলো[১২৯৩] সুরক্ষিত[১২৯৩-ক] (ও) ত্রুটিহীন করা হয়েছে। এরপর এগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে[১২৯৪]। এ হলো পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ③

৩। (এগুলোতে বলা হয়েছে,) তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় [ঘ]আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা

وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④

★ ৪। এবং (আরো বলা হয়েছে), [ঙ]তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইবে (এবং) এরপর তাঁর কাছে সবিনয়ে তওবা করবে[১২৯৫]। তাহলে তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার (যথাযথ) মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিশ্চয় আমি তোমাদের বিষয়ে এক ভয়ঙ্কর দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑤

৫। [চ]আল্লাহ্‌র দিকেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১০ঃ২' ১২ঃ২; ১৩ঃ২; ১৪ঃ২; ১৫ঃ২; গ. ৩ঃ৮; ১০ঃ২; ঘ. ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ৭ঃ১৮৯; ২৫ঃ৫৭; ৩৪ঃ২৯; ৩৫ঃ২৫; ঙ. ১১ঃ৫৩,৬২; ৭১ঃ১১; চ. ১০ঃ৫।

১২৯৩। আমি আল্লাহ্‌। আমি দেখি (বিস্তারিত দেখুন টীকা ১৬তে)।

১২৯৩-ক। 'আহকামাহু' অর্থ তিনি একে শক্ত করলেন, মজবুত করলেন এবং ত্রুটিহীন করলেন বা অপূর্ণতামুক্ত করলেন। 'আহ্কামাত্‌হু আত্‌-তাযারিবু'-অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞানী করলো বা বিচারশক্তিতে পরিপক্কতা দান করলো (লেইন)।

১২৯৪। এখানে 'ফুস্‌সিলাত্‌' শব্দটি 'মুতাশাবেহাত্‌' (৩ঃ৮) শব্দের স্থলাভিষিক্ত, যার দ্বারা কুরআন করীমের শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এরূপ প্রশ্নাতীত যে এর বিকল্প অসম্ভব। কিন্তু ইসলামের সম্পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে এর মৌলিক শিক্ষা এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে, ব্যাখ্যা মৌলিক বিষয়ের ব্যতিক্রম হবে না, সমর্থনকারী হতে হবে।

১২৯৫। এ আয়াতে দেখা যায় যে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে তওবার স্থান ইস্তিগফারের বা ক্ষমা প্রার্থনার উর্ধ্বে এবং উচ্চ পর্যায়ের। পূর্বকৃত পাপসমূহের কুফল হতে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করার পর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার নাম 'তওবা'। আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য এথেকে উৎকৃষ্টতর পন্থা চিন্তা করা যায় কি?

৬। সাবধান! নিশ্চয় তারা তাঁর কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর জন্য[১২৯৬] তাদের হৃদয় পেঁচিয়ে রাখে। শুন! তারা যখন তাদের কাপড় দিয়ে নিজেদের ঢেকে দেয় তারা কী গোপন করছে এবং কী প্রকাশ করছে [ক]তিনি তা জানেন। নিশ্চয় তিনি মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

★ রুকু ১

৭। আর আল্লাহ্‌ই [খ]পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি জীবকে এর রিয্‌ক[১২৯৭] সরবরাহ করে থাকেন। আর তিনি এর অস্থায়ী আবাস[১২৯৮] ও স্থায়ী বাসস্থান সম্বন্ধেও জানেন। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ⑦

৮। আর [গ]তিনিই আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ছয় দিনে[১২৯৯] সৃষ্টি করেছেন যেন[ঘ] তোমাদের মাঝে কার কর্ম সবচেয়ে উত্তম তা তিনি পরীক্ষা করে (দেখেন)। আর তাঁর 'আরশ' পানির ওপরে প্রতিষ্ঠিত[১৩০০] রয়েছে। আর তুমি যদি বল, 'নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে' তখন যারা অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই বলবে, 'এ যে কেবল এক স্পষ্ট ধোঁকা।'

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑧

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৭৮; ১৬ঃ২৪; ২৭ঃ৭৫; ২৮ঃ৭০; ৩৬ঃ৭৭; খ. ১১ঃ৫৭; গ. ৭ঃ৫৫, ১০ঃ৪, ২৫ঃ৬০; ঘ. ৫ঃ৪৯, ৬ঃ১৬৬, ৬৭ঃ৩।

১২৯৬। অবিশ্বাসীরা তাদের মনের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো মনের মাঝেই লুক্কায়িত রাখে, সেগুলো অপনোদনের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এ কারণেই তারা সত্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকে। তারা সন্দেহমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মনের কথা প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১২৯৭। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির উপজীবিকা সরবরাহ করেছেন। এমন কি তিনি সেসব কীটাণুকীট এবং সরীসৃপ যারা মৃত্তিকাগর্ভে বাস করে তাদের জন্যেও জীবন ধারণের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বুঝতে অক্ষম যে অসংখ্য পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ যারা মাটির উপরে এবং মাটির ভেতরে বাস করে তারা কীরূপে এবং কোথা থেকে খাদ্য পেয়ে থাকে। মানুষ এ বিশ্ব-জগতের রহস্যের সমাধান করেছে বলে যারা ধারণা করে তারা এখনো সকল প্রকার জীবন সম্বন্ধেই জ্ঞাত নয়, এদের বিভিন্ন রকমের খাদ্যোপকরণ, যার উপর এরা বেঁচে থাকে, তা জানাতো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ এদের সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসম্ভার সরবরাহ করে রেখেছেন। এ আয়াতে এ তত্ত্বই ব্যক্ত হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবের দৈহিক প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন তখন এটা কীভাবে সম্ভব তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনানুরূপ উপজীবিকার সুব্যবস্থা রাখা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন। এতে সকল জীবের শুধু স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেনি, পরন্তু তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের চরম সীমাও নির্দেশ করেছে।

১২৯৮। 'মুসতাকার' এবং 'মুসতাওদা' অর্থ কেবলমাত্র অস্থায়ী ও স্থায়ী বাসস্থানের প্রতিই ইশারা বুঝায় না, বরং কোন কিছুর চরম বা নির্ধারিত সীমাও ইংগিত করে। তা স্থান-কাল, পরিসর ও পর্যায়ের শেষ সীমার প্রতিও ইংগিত করে (লেইন)।

১২৯৯। ৯৮৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০০। যেহেতু কুরআন করীমে বারংবার উল্লেখ রয়েছে যে সকল প্রকার জীবনের উৎস পানি (২ঃ৩১; ২৫ঃ৫৫; ৭৭ঃ২১, ও ৮৬ঃ৭) সেহেতু 'তাঁর আরশ পানির ওপরে প্রতিষ্ঠিত' এর অর্থ হবে, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী তাঁর সৃষ্টজীবের মাধ্যমে প্রকাশিত। সর্বোপরি মানবের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯। [ক]আর আমরা নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তাদের কাছ থেকে (নির্ধারিত) আযাব (দূরে) সরিয়ে রাখলে তারা অবশ্যই বলবে, 'এটাকে কিসে বাধা দিয়ে রেখেছে?' শুন! যেদিন তা তাদের কাছে আসবে সেদিন তা তাদের কাছ থেকে কখনো সরানো হবে না এবং যে (আযাবের) বিষয়ে তারা উপহাস করতো তা তাদের ঘিরে ফেলবে।

১ [৯] ১

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

১০। [খ]আর আমরা মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃপা আস্বাদন করানোর পর আমরা তার কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করে নিলে নিশ্চয় সে অত্যন্ত নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿١٠﴾

১১। আর কোন [গ]দুঃখকষ্টে জর্জরিত হওয়ার পর তাকে আমরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করালে সে অবশ্যই বলে ওঠে, 'আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল'। নিশ্চয় সে (সামান্যতেই) অতি উল্লসিত ও অত্যন্ত অহংকারী হয়ে ওঠে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١١﴾

১২। [ঘ]তবে যারা ধৈর্য ধরে এবং সৎকাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

১৩। সুতরাং (কাফিররা আশা করে) তোমার প্রতি যেসব ওহী অবতীর্ণ করা হয় সম্ভবত[১৩০১] এর [ঙ]একাংশ তুমি পরিত্যাগ করবে। আর (তারা এ আশাও করে) তোমার অন্তর তাদের এ উক্তির জন্য সংকুচিত হবে যে 'কেন তার কাছে [চ]কোন ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়নি অথবা কোন ফিরিশ্‌তা[১৩০২] তার সাথে কেন আসেনি?' তুমি [ছ]কেবল একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৪২, ৪৬ঃ২৭; খ. ৪১ঃ৫২; গ. ৪১ঃ৫১; ঘ. ৪১ঃ৯, ৮৪ঃ২৬, ৯৫ঃ৭; ঙ. ১৭ঃ৭৪; চ. ১৭ঃ৯৪ ২৫ঃ৯; ছ. ১৩ঃ৮।

মাধ্যমে সকল প্রকার সৃষ্টির চরমত্বের বিকাশ হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার কামেল সিফ্ত বা পারফেক্ট ও পূর্ণ গুণাবলী প্রকাশ পায়। আবার উক্ত আয়াতের এ অর্থও হয় যে আল্লাহ্ তাআলার সিফ্ত বা গুণাবলী মানুষের মাঝে তাঁর 'ওহীর' দ্বারা প্রকাশ পায়। কেননা কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে পানিকে ওহীর সথে তুলনা করা হয়েছে। "নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে" বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সৃষ্টির বিধান এটাই ব্যক্ত করছে যে মানুষকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে। কারণ এ বিশাল জগতের সৃষ্টি, যাতে এক স্বাধীন ও সংকল্পবদ্ধ মানব জীবনের অস্তিত্ব বিরাজ করতে পারে, পরিষ্কার নির্দেশ করে, এই মানব সৃষ্টির এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু ইহলৌকিক জীবন স্থায়ী নয় অস্থায়ী, যা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। অতঃপর এ ক্ষণস্থায়ী বা কিছু কালের পরীক্ষা ক্ষেত্র অতিক্রম করে তাকে অবশ্যই একদিন পারলৌকিক বা স্থায়ী জীবনে প্রবেশ করতে হবে এবং সেটাই মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান যেখানে তাকে উল্লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৩০১। 'লা'আল্লা' শব্দ আশা ও ভয় এ দু' অবস্থাকেই বুঝায়, তা সেই অবস্থা বক্তা, শ্রোতা বা অন্য যার সম্পর্কেই হোক না কেন।

১৩০২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। অথবা তারা কি (একথা) বলে, [ক]'সে এ (কিতাব) বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য যাকে ডাকতে পার (সাহায্যের জন্য তাকে) ডাক'।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾

১৫। অতএব তারা যদি তোমাদের (এ কথায়) সাড়া না দেয়[১৩০৩] [খ]তাহলে জেনে রাখ, এ (কিতাব) কেবল আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিত্তিতেই অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আরো জেনো, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে (কি হবে না)?

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٥﴾

১৬। [গ]পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য যারা চায় আমরা এখানেই তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান তাদের দিয়ে দিব এবং এতে তাদের কোন কম দেয়া হবে না।

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٦﴾

১৭। [ঘ]এদেরই জন্য পরকালে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এখানে তারা যেসব শিল্পকর্ম গড়েছে তা নিষ্ফল হবে আর তারা যা করতো তা বিনষ্ট হবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৪, ১০ঃ৩৯, ১৭ঃ৮৯, ৫২ঃ৩৪,৩৫; খ. ৪ঃ১৬৭; গ. ২ঃ২০১ ১৭ঃ১৯; ঘ. ১৭ঃ১৯।

১৩০২। কুরআন শরীফের বাক্‌ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব হলো, কখনো প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তর প্রদান করা হয় যাতে অন্তর্নিহিত প্রশ্নটিও ব্যক্ত হয়ে থাকে। উল্লেখিত আয়াত এ ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্বের একটি প্রমাণ। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে। এতে অবিশ্বাসীরা বিদ্রূপের সুরে রসূল করীম (সা:) কে প্রশ্ন করেছিল, মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত মহা-প্রতিদান কোথায়? আমরাতো কিছুই দেখি না। মু'মিনদের কথা বাদ দিলেও তুমিতো নিজেই একজন নিঃস্ব ব্যক্তি যদিও তোমার অর্থের প্রয়োজন খুব বেশি অথচ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হতেও দেখি না। তাদের এ বিদ্রূপের উত্তরে কুরআন ব্যঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তরে যেন ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে বলছে, 'ওহে! ভারী তো প্রশ্ন করে বসেছ যেন সম্ভবত এর উত্তর দিতে পারবে না বলে ভয়ে হে রসূল (সাঃ), তুমি ঐশীবাণীর সেই অংশকেই গোপন করবে যাতে ইসলামের বিজয় ও উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে! এতো তাদের অলীক ও ব্যর্থ মনোবাঞ্ছা মাত্র, যা কখনো পূর্ণ হবে না।'

১৩০৩। 'লাকুম' সর্বনামটি এস্থলে বহুবচনে ব্যবহৃত করে আল্লাহ্ তাআলা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আয়াতে উক্ত চ্যালেঞ্জ শুধু মাত্র নবী করীম (সাঃ) এর তরফ থেকেই ছিল না, বরং তাঁর উম্মতের সবযুগের সকল অনুগামীকেই অবিশ্বাসীদের প্রতি এ চ্যালেঞ্জের অধিকার দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রকার সৌন্দর্যমন্ডিত এবং সকল গুণাবলীপূর্ণ এ মহান ঐশী-কিতাব আল্ কুরআন চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে।

★ ১৮। [ক]যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে [খ]এবং যার পরে তাঁর পক্ষ থেকে (সত্যায়নকারীরূপে) একজন সাক্ষী আসবে এবং যার পূর্বে পথনির্দেশক ও রহমতরূপে মূসার কিতাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে সে কি (করে মিথ্যা দাবীদার হতে পারে)[১৩০৪]? তারা★ তার প্রতি ঈমান আনবে। আর বিভিন্ন দল থেকে যে-ই তাকে অস্বীকার করবে আগুনই হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। [গ]সুতরাং তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহে থেকো না। নিশ্চয় এ-ই হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰىٓ إِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। আর [ঘ]যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এদেরকেই এদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন সাক্ষীরা[১৩০৫] বলবে, [ঙ]'এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল।' শুন, এ যালেমদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ أُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। [চ](এরা হলো সেইসব লোক) যারা আল্লাহ্‌র পথে (লোকদের) বাধা দেয় এবং এটাকে বক্র (করতে) চায় এবং এরাই হলো পরকালে অস্বীকারকারী।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা) কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এদের কোন বন্ধু হবে না। এদের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে[১৩০৬]। [ছ]এরা শুনার সামর্থ্য রাখবে না এবং দেখতেও পাবে না।

أُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৭ঃ১৫; খ. ৪৬ঃ১১. ৬১ঃ৭; গ. ২ঃ১৪৮. ১০ঃ৯৫; ঘ. ৬ঃ২২. ১০ঃ১৮. ৬১ঃ৮; ঙ. ৩৯ঃ৬১; চ. ৩ঃ১০০. ৭ঃ৪৬. ১৪ঃ৪. ১৬ঃ৮৯; ছ. ২৬: ২১১৩।

১৩০৪। এ আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর সমর্থনে ৩টি যুক্তি দেয়া হয়েছে ঃ (ক) 'যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে', (খ) 'যাঁর অনুসরণ করে তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট থেকে একজন সাক্ষী আগমন করবে' এবং (গ) 'তাঁর পূর্বে ছিল মূসা (আঃ) এর গ্রন্থ'। 'তাঁর প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন' দ্বারা বুঝায়, একটি দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত জাতির জীবনে রসূলে পাক (সাঃ) যে মহৎ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং যারা তাঁর সত্যতার সাক্ষীরূপে ছিলেন জ্বলন্ত নিদর্শন, তারা হলেন নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণে বিভূষিত হয়েছিলেন তাঁরা। মানব জাতির জন্য আদর্শ শিক্ষাগুরুরূপেও পরিগণিত হয়েছিলেন তাঁরা এবং তাঁরা তাঁদের নৈতিক শিক্ষা ও আমল দ্বারা ইসলাম এবং কুরআনের সত্যতাকে যুগে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ ধারায় সর্বোত্তম অনুগমনকারী একজন সাক্ষীর আগমন করার কথা এবং তিনিই হচ্ছেন আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) ইমাম মাহদী। 'যার পূর্বে মূসার কিতাব' দ্বারা বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাঁকেই নির্দেশ করছে। ২১৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ১৩০৫ ও ১৩০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। [ক]এরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এরা যা মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা এদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। [খ]নিঃসন্দেহে পরকালে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় [গ]যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়েছে[১৩০৭] এরাই জান্নাতবাসী। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। [ঘ]এ দু'দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির মত[১৩০৮]। দৃষ্টান্তের দিক দিয়ে এ দু'দল কি সমান? তবে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২
১৬।
২

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। আর নিশ্চয় [ঙ]আমরা নূহ্‌কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল,) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৭। [চ](এবং আমরা এও বলেছিলাম) যে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'[১৩০৯]।

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৪, ১০ঃ৩১; খ. ১৬ঃ১১০; গ. ২ঃ৮৩, ৩ঃ৫৮, ৪ঃ৫৮, ১৩ঃ৩০, ২২ঃ৫৭, ২৯ঃ৮, ৩০ঃ১৬, ৪২ঃ২৩; ঘ. ১৩ঃ১৭, ৩৫ঃ২০,২১; ঙ. ৭ঃ৬০, ২৩ঃ২৪, ৭১ঃ৩; চ. ৭ঃ৬০।

★ ['তারা' সর্বনামটি কাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে এটা নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে আগমনকারী ঐশী সাক্ষী এ দু'ব্যক্তির কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত মূসা (আ:) এর সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে এ দিকে তাঁকে নয় বরং তাঁর কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কিতাব ঈমান আনে না। এটা আমাদের কেবল এ দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করায় যে এ আয়াতে একদল লোকের কথা বলা হয়েছে। সর্বনামটি কেবল নবীর সত্তার প্রতিই আরোপিত হয়নি বরং তাঁর অধীনস্থ সাক্ষী এবং অন্যান্যদের প্রতিও (আরোপিত হয়েছে)।
উপরোক্ত আয়াতটি এ প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে যে কেবল নবী এবং তাঁর সাক্ষীই নবীর সত্যতায় ঈমান আনে না এবং একে সত্যায়ন করে না বরং এঁদের এক বিরাট অনুসারীর দলও এটা করে থাকে।
একথাও স্মরণ রাখতে হবে, বড় বড় নবীর কথা কখনো কখনো এক বচনে এক ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের মাঝে প্রবৃদ্ধি ও বিস্তারের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। তাঁদের সত্তায় উম্মাহ্ বা এক বিরাট দল হিসেবে তাঁদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা নাহল: ১২১ আয়াত দ্রষ্টব্য।
কোন কোন তফসীরকার 'তারা' (উলায়েকা) সর্বনামটি মূসা (আ:) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি আরোপ করে থাকেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।
১৩০৫। 'সাক্ষীগণ' দ্বারা সত্য নবীগণকে বুঝায়।
১৩০৬। 'এদের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে,' অর্থ অবিশ্বাসীদের নেতাদের নিজেদের পাপের জন্য এবং যাদেরকে তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হবে।
১৩০৭। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে উচ্চতর মাকাম বা মর্যাদা লাভ করতে হলে সঠিক বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ একীন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, দৃঢ় আস্থা এবং অকৃত্রিম প্রেম থাকতে হবে।

১৩০৮ ও ১৩০৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۢ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। [ক]কিন্তু তার জাতির অস্বীকারকারী নেতারা বললো, 'আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি। [খ]এছাড়া আমাদের মাঝে বাহ্যদৃষ্টিতে[১৩১০] যারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমরা কেবল তাদেরকেই তোমার অনুসরণ করতে দেখছি এবং আমাদের ওপর তোমাদের কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদীই মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۚ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। [গ]সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি যদি এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে থাকি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে যদি এক কৃপায় ভূষিত করে থাকেন এবং তা তোমাদের অগোচরে রয়ে গিয়ে থাকে তবে তোমরা এ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) অপছন্দ করা সত্ত্বেও কি আমরা তা মানতে তোমাদের বাধ্য করতে পারি?

وَيٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا ۚ إِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। [ঘ]আর হে আমার জাতি! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন ধনসম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আর [ঙ]যারা ঈমান এনেছে আমি কখনো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি তোমাদের এক অজ্ঞতাপ্রদর্শনকারী জাতিরূপে দেখতে পাচ্ছি।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। আর হে আমার জাতি! আমি তাদের তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ্র (হাত থেকে) রক্ষা করতে কে আমাকে সাহায্য করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ২৫; খ. ২৬ঃ১১২; গ. ১১ঃ৬৪, ৪৭ঃ১৫; ঘ. ১০ঃ৭৩, ২৬ঃ১১০; ঙ. ২৬ঃ১১৫।

১৩০৮। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা এ আয়াতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একজন বিশ্বাসীকে পূর্ণ চক্ষুষ্মান এবং শ্রবণক্ষম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপরদিকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে অন্ধ ও বধির ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১৩০৯। 'যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাব' থেকে 'একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব' ভিন্নতর। প্রথমোক্ত আযাবের দ্বারা আযাবের অধিকতর ভয়াবহতা বুঝায়। কোন কোন আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু কোন কোন এমন দিনও রয়েছে যার কথা স্মরণ হলে মানুষের অন্তর ভয়-বেদনায় কেঁপে ওঠে, অথচ প্রকৃত আযাব কেবল তাদেরই বেদনার কারণ হয় যাদের উপর তা নেমে আসে। কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাব তাদেরকেও ভীত-বিহ্বল করে যারা পরবর্তী কালে আসে।

১৩১০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّيٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। আর আমি তোমাদের এ কথা বলি না, [ক]'আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভান্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জানি।' আর আমি এ কথাও বলি না, 'আমি একজন ফিরিশ্‌তা।' আর তোমরা যাদের হেয় দৃষ্টিতে দেখ তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলি না, 'আল্লাহ্ কখনো তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না।' তাদের মনের কথা আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন। আমি (যদি তোমাদের মতই বলি) সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমি যালেম বলে গণ্য হব।

قَالُوا۟ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তারা বললো, 'হে নূহ্! [খ]নিশ্চয় তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং অনেক তর্ক করেছ। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের যে (আযাবের) ভয় তুমি দেখাচ্ছ তা আমাদের এনে দেখাও।'

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তারা বললো, "[গ]নিশ্চয় আল্লাহ্ চাইলে তিনিই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। আর তোমরা কখনো (তাঁকে) ব্যর্থ করতে পারবে না[১৩১১]।

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

★ ৩৫। আর আল্লাহ্ যদি তোমাদের ধ্বংস করতে চান আমি তোমাদের যতই উপদেশ দিতে চাই না কেন আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না[১৩১২]। তিনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। [ঘ]তারা কি বলে, 'সে এটা বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, 'আমি যদি এটা বানিয়ে থাকতাম তাহলে আমার ওপরই আমার অপরাধের শাস্তি বর্তাতো। আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত'।

৩ [১১] ৩

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৫১; খ. ৪৬ঃ২৩; গ. ৪৬ঃ২৪; ঘ. ৪৬ঃ৯।

১৩১০। 'বা-দি-আর্-রা'য়ী', অর্থ-প্রথম চিন্তাতেই, বাহ্যদৃষ্টিতে, যথাযথ বিবেচনা না করে (লেইন)। 'আরা-যিলুনা বা-দিয়া আর্-রা'য়ী' অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে নূহ্ (আঃ) এর অনুসারীগণ (ক) বাহ্যদৃষ্টিতেই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ, (খ) তাদের বিশ্বাস অকপট নয়, (গ) এটা তাদের ভালবাসা বিস্তারেরই ফল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সকল নবীর সময়ই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের নিজস্ব মনগড়া মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে সত্যকে বুঝতে পারেনি। ফলে তারা ভুল ধারণা করে নেয় যে তারা খোলাখুলি চিন্তাভাবনা করেছে এবং যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে দেখেছে বলেই নবীর দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১৩১১। এই আয়াতে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছেঃ (১) নির্ধারিত আযাব সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময় সাধারণত প্রকাশ করা হয় না, (২) সেই আযাব প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ এবং অপরাধীর মনের পরিবর্তন অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা যদি চান তাহলে তা পরিবর্তন করে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন অথবা রহিত করে দেন, (৩) আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে কোন পরিবর্তনই হোক না কেন আল্লাহ্ তাআলার অলংঘনীয় উদ্দেশ্য কখনই পরিবর্তিত হয় না। কারণ অস্বীকারকারীরা আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যকে কোনভাবেই ব্যর্থ করতে পারে না।

১৩১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৭। আর নূহের প্রতি ওহী করা হয়েছিল, 'যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার জাতির কেউই আর ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে সেজন্য তুমি দুঃখ করো না[১৩১৩]।

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৮। আর [ক]তুমি আমাদের চোখের সামনে[১৩১৪] এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। আর যারা অন্যায় করেছে তাদের পক্ষে আমাকে তুমি কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা ডুবতে চলেছে।'

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৯। আর সে নৌকা তৈরী করছিল। আর যখনই তার জাতির নেতারা তার পাশ দিয়ে যেত তারা উপহাস করতো। সে বললো, 'তোমরা (আজ) আমাদের উপহাস করছ ঠিকই, আমরাও (একদিন) সেভাবে তোমাদেরকে উপহাস করবো যেভাবে তোমরা (আজ) আমাদের উপহাস করছ।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۚ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৪০। [খ]অতএব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর এরূপ আযাব আসতে যাচ্ছে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার ওপর এক স্থায়ী আযাব নেমে আসবে।'

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৪১। অবশেষে আমাদের সিদ্ধান্ত [গ]যখন এসে গেল এবং ঝরণাগুলো সবেগে উৎসারিত হলো[১৩১৫] (তখন) [ঘ]আমরা (নূহ্‌কে) বললাম, 'তুমি এ (নৌকায়) প্রয়োজনীয় প্রাণীর প্রত্যেকটির জোড়া জোড়া করে[১৩১৬] তুলে নাও। আর যাদের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবারপরিজন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (তুলে নাও)। আর তার সাথে অতি অল্প লোকেই ঈমান এনেছিল।

حَتّٰىٓ اِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۗ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ২৮; খ. ১১ঃ৯৪, ৩৯ঃ৪০-৪১; গ. ২৩ঃ২৮, ৫৪ঃ১৩; ঘ. ২৩ঃ২৮।

১৩১২। সাধারণ্যে প্রচলিত একটা ভুল ধারণা হচ্ছে, নূহ্ (আঃ) এর জাতি তাঁর উপর ঈমান আনেনি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে নূহ্ (আঃ) অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেছিলেন (৭১ঃ২৭-২৮)। এই আয়াত উক্ত ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করেছে। কারণ এতে দেখা যায় যে নূহ্ (আঃ) তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেননি, বরং আল্লাহ্‌ই তাঁকে এরূপ করতে বলেছিলেন।

১৩১৩। তফসীরাধীন এই আয়াতটি মনে হয় সূরা নূহ্'র ২৭-২৮ আয়াত এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এই আয়াতমূলে দেখা যায় যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলে দুঃখ না করার জন্য জানিয়েছিলেন, তাঁর জাতির আর কোন লোক ঈমান আনবে না। অতএব তাঁর এই দোয়া (৭১ঃ২৭,২৮) বদ্‌দোয়া নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করে। এই দোয়ার দ্বারা যা বুঝানো হয়েছিল তাহলো আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জাতির ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন।

১৩১৪। 'আইন' বহুবচনে 'আইউন' এর বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ চক্ষু, দৃষ্টি বা চক্ষুর সম্মুখে, পরিবারের সদস্যগণ এবং আশ্রয় বা হেফাযত (লেইন)

১৩১৫। নূহ্ (আঃ) এর মহাপ্লাবন শুধু ভূপৃষ্ঠের ঝর্ণাগুলি থেকে স্ফীত, উৎসারিত হওয়ার কারণেই হয়নি। বরং, ৫৪ঃ১২-১৩ আয়াতে স্পষ্টই ব্যক্ত হয়েছে যে মেঘামালা থেকে আকাশফাটা বজ্রপাত ও বর্ষণ দ্বারা প্লাবন ঘটেছিল। মুষলধারে ব্যাপক বৃষ্টির ফলে সারাদেশ জুড়ে বন্যা দেখা দিয়েছিল এবং সাধারণত অতিবৃষ্টির ফলে যা ঘটে, ভূতল থেকে প্রবলবেগে পানি নির্গত হয়ে এবং ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়ে আকাশ এবং ভূগর্ভের পানি একত্র হয়ে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে ফেলেছিল। এক বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় যেখানে অসংখ্য পানির ঝর্ণা ছিল সেখানে নূহ্ (আঃ) বসবাস করতেন।

১৩১৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২। সে বললো, 'তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি এবং এর স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟ وَنَادٰى نُوحُ ۨ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর এটা তাদের নিয়ে পর্বতসম ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চললো। আর পৃথক এক স্থানে অবস্থানরত তার পুত্রকে নূহ্ ডেকে বললো, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ো না।'

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। সে বললো, 'আমি এখনই এক পাহাড়ে আশ্রয় (খুঁজে) নিব[১৩১৭] যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে বললো, 'আজ আল্লাহ্‌র (আযাবের) সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। তবে যার প্রতি তিনি দয়া করেন (সে-ই আজ রক্ষা পাবে)'। আর (ইতোমধ্যে) তাদের উভয়ের মাঝে একটি ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়ালো এবং সে নিমজ্জিতদের একজন হয়ে গেল।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। আর বলা হলো, 'হে মাটি! তুমি তোমার পানি গিলে নাও এবং হে আকাশ! তুমি (বারি বর্ষণে) ক্ষান্ত হও।' আর পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। আর (এভাবেই) বিষয়টির ইতি টানা হলো। আর নৌকা জূদী[১৩১৭-ক] পাহাড়ে এসে স্থির হলো। আর ঘোষণা দেয়া হলো, 'অপরাধী জাতির ধ্বংস অবধারিত।'

চতুর্থাংশ

১৩১৬। 'প্রত্যেকটির' বাক্যাংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জীবজন্তুকে বুঝায় না, বরং সেইসব জীবজন্তুকেই বুঝায় যা নূহ্ (আঃ) এর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আর তা ছাড়াও নৌকাটি এত বড় ছিল না যে তাতে সারা পৃথিবীর সকল জীবের একজোড়া করে রাখার স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল। আয়াতে 'দুই' শব্দটিও এই দিকেই ইঙ্গিত করছে যে নূহ্ (আঃ) এর জন্য যে সব প্রাণী আবশ্যকীয় ছিল শুধু সেগুলোকেই নৌকায় উঠাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

১৩১৭। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, নূহ্ (আঃ) ও তাঁর জাতি যে দেশে বাস করতেন তা পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 'জাবল' শব্দটি সাধারণ বিশেষ্য পদে ব্যবহৃত হয়ে ব্যক্ত করছে যে সেই অঞ্চল পর্বতপুঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যার উপরে নূহ্ (আঃ)এর পুত্র আশ্রয় গ্রহণ করে নিরাপদে থাকার আশা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকা পর্বতঘেরা এক উপত্যকা ছিল। তা এই রকম স্থান যে মুষলধারে অবিরাম বর্ষণের ফলে অতি দ্রুত প্লাবিত হবে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

১৩১৭-ক। 'আল-জূদী' পর্বত-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত্ আলহাম্ ওয়াই এর মতে জূদী হচ্ছে এক সুদীর্ঘ পর্বতমালা যা মোসুল প্রদেশের টাইগ্রিস বা দজলা নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত (জুমা'ম)। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মিঃ সেল বলেছেন যে 'আলজূদী' ঐ সকল পর্বত মালার অন্যতম যা দক্ষিণ আর্মেনিয়াকে মেসোপটেমিয়া থেকে পৃথক করেছে এবং তা আশিরিয়ার ঐ অংশ ছিল যেখানে ছিল প্রাচীন কার্ড্স্ (Cards) জাতির বসবাস। তাদেরই নামানুসারে পর্বতটির নাম কার্ডু (Cardu) বা গার্ডু (Gardu) রাখা হয়েছিল। কিন্তু গ্রীকরা একে গোড়্দোই (Gordyoei) নামে অভিহিত করেছে ....।

বহু প্রাচীন কাল থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বলে ধারণা করা হয় যে নূহের (আঃ) নৌকা এই জূদী পর্বতে ভিড়েছিল এবং এখানেই ঐ নৌকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। ক্যালডিয়ন বা ব্যাবিলনের অধিবাসীদেরও বিশ্বাস একই (Berosus Aqud Joseph Antiq.......)। এই অঞ্চলের প্রাচীন জনশ্রুতি রয়েছে যে ইপিফানিয়াস (Epiphanius) এর যুগে এখানে এই পর্বত মালার উপরে নূহ্ (আঃ) এর নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখা যেত এবং জানা যায় যে বাদশাহ হিরাক্লিয়াস্ থামানিন (Thamanin) শহর থেকে 'আল্ জূদী' পর্বত পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং নৌকার স্থানটি দেখেছিলেন। সেই স্থানে অতীতে একটি প্রসিদ্ধ মঠও ছিল, যা কিনা নৌকার মঠ নামে অভিহিত ছিল। এইসব পর্বতমালার কোন একটির উপরে সে কালে পুরোহিত এক ভোজ দিবসের আয়োজন করতেন, যেখানে নূহ্ (আঃ)এর নৌকাটি এসে লেগেছিল বলে তারা অনুমান করতো। কিন্তু ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই মঠটি বজ্রপাতে ধ্বংস হয়ে যায় (সেইল পৃঃ ১৭৯-১৮০)।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৬। আর নূহ্ তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আর তুমি বিচারকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

وَنَادٰى نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِیۡ مِنۡ اَهۡلِیۡ وَاِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَقُّ وَاَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِیۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৭। তিনি বললেন, 'হে নূহ্! সে[১৩১৮] কখনো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে সে ছিল সর্বতোভাবে অসৎকর্মপরায়ণ[১৩১৯]। অতএব তুমি আমার কাছে তা চেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্গত না হয়ে যাও।'

قَالَ یٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَیۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیۡرُ صَالِحٍ ٭ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنِّیۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার (যথাযথ) জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যেন আমি তোমাকে প্রশ্ন না করি এজন্য আমি তোমারই আশ্রয় চাই। আর[১৩২০] তুমি আমার প্রতি *দয়া না দেখালে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন (বলে) গণ্য হয়ে যাব।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَاِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَتَرۡحَمۡنِیۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ২৪।

.... জুদী (Djudi) পর্বতটি জাজিরা ইবনে ওমর থেকে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর পূর্বদিকে বোহ্তান জিলায় অবস্থিত। এটি একটি কঠিন প্রস্তরময় সুউচ্চ পাহাড়। .... এর খ্যাতির মূলে রয়েছে মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্যবাহী অধিবাসীদের স্বীকৃতি যে নূহ্ (আঃ)এর নৌকা এইখানেই অর্থাৎ জুদী পাহাড়েই এসে থেমেছিল, আরারাতে নয়। .... বাইবেলের পুরাতন ভাষ্যকারদের বর্ণনায় এই পর্বতকেই জুদী বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং খ্যাতনামা নির্ভরযোগ্য খৃষ্টান বর্ণনাকারীরা একেই গোর্দাইন (Gordyene) নামে আখ্যায়িত করেছে, যা ছিল প্লাবনের পরে নূহ (আঃ) এর অবতরণস্থল (এনসাইকো অব ইসলাম, ১ম খন্ড ১০৫৯ পৃঃ)। ব্যাবিলনীয় বর্ণনাতেও আর্মেনিয়ার অন্তর্গত জুদী পর্বতেরই উল্লেখ রয়েছে (যিউ এনসাইকো, আরারত অধ্যায়)। বাইবেল স্বীকার করে যে মহাপ্লাবনের পরে নূহ (আঃ) এর বংশধরেরা ব্যাবিলনেই বসবাস করতো (আদি পুস্তক-১১ঃ৯)।

১৩১৮। তফসীরাধীন আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায় যে শুধু তারাই নূহ্ (আঃ) এর পরিবারভুক্ত ছিল, যারা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। 'ইন্না-হু' শব্দের হু সর্বনামটি নূহ্ (আঃ) তাঁর অসাধু পুত্রের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল 'গায়ের সালেহ' অর্থাৎ তা স্থানোপযোগী ছিল না, এ অর্থেও হতে পারে।

১৩১৯। 'আমালুন্' (কর্ম) এখানে 'যু আমালিন্' অর্থাৎ কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ভাবের তীব্রতা বুঝাবার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সক্রিয় ক্রিয়া বিশেষণ পদে ব্যবহার করা আরবী ভাষার বাগ্ধারায় প্রচলিত রয়েছে। দেখুন সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে 'বির্র' (অর্থ পুণ্য) শব্দটি পুণ্যবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এক আরব কবি স্বীয় উটনী সম্বন্ধে বলেছেনঃ ইন্নামা হিইয়া ইক্বালুন ওয়া ইদবারু অর্থাৎ (নিজ শাবক হারিয়ে) সে এমনই অস্থির হয়ে পড়লো যেন উষ্ট্রী স্বয়ং সম্মুখে ও পশ্চাতে ধাবিত গতিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেল। এস্থলে 'মসদর' 'ইস্মে ফা'য়েল' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩২০। এই আয়াতে নবীগণের 'ইস্তিগফার' করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। এস্থলে হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর পুত্রকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে কোন পাপ করেননি। এটা শুধু মানব-সুলভ ভুল বিবেচনা মাত্র। এতদ্সত্ত্বেও নূহ্ (আঃ) 'ইস্তিগফার' করলেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'ইস্তিগফার' করাটা সর্বদাই পাপের প্রমাণ নয়। এর দ্বারা মানবীয় দুর্বলতা বা ভুল সিদ্ধান্তের কুফল থেকে বাঁচার জন্য বিনয় এবং দীনতার সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করা বুঝায়।

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। (তখন) বলা হলো, 'হে নূহ্! আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সেইসব কল্যাণসহ তুমি অবতরণ কর যা তোমাকে ও তোমার সাথে (আরোহী) জাতিগুলোকে[১৩২১] দেয়া হয়েছে। আর আমরা আরো কোন কোন জাতিকে অবশ্যই সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করবো। (কিন্তু) পরবর্তীতে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নেমে আসবে।'

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। এগুলো হলো অদৃশ্যের[১৩২২] সেইসব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করি। তুমি এবং তোমার জাতি এর পূর্বে এগুলো সম্পর্কে জানতে না। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

৪ [১৪] ৪

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। আর [ক]'আদ' (জাতির)[১৩২৩] প্রতি তাদের ভাই হূদকে (আমরা পাঠিয়েছিলাম এবং) সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই (এবং তাঁর সাথে শরীক বানিয়ে) তোমরা কেবল মিথ্যা রটনা করছ।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৬৬।

১৩২১। এই আয়াত থেকে জানা যায়, নূহ্ (আঃ) এর বংশধররা ছাড়াও বিশ্বাসীদের সন্তানসহ যারা নূহ্ (আঃ) এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তারা অনেক উন্নতি করেছিল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণে পন্ডিত ব্যক্তিগণও এই ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন যে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির অধিকাংশই নূহ্ (আঃ) এর বংশোদ্ভূত।

এই আকস্মিক মহাপ্লাবনের ঘটনার গল্পগাঁথা কিছু কিছু পরিবর্তিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও লোক-গাঁথায় বিদ্যমান রয়েছে (এনসাইকোঃ রিল এন্ড এথ, এনসাইকো বিব, এনসাইকো ব্রিট ডিলিউগ 'Deluge' অধ্যায়)। এই দৈব দুর্ঘটনা মানব সভ্যতার উষা লগ্নে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এটা সুবিদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে যখনই কৃষ্টি ও সভ্যতায় উন্নততর কোন জাতি কোন দেশে বা ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করতে গিয়েছিল তখনই তারা সেই দেশের অনুন্নত অধিবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে অথবা সম্পূর্ণ পরাভূত করে রেখেছে। এভাবেই বোধ হয় নূহ্ (আঃ) এবং তাঁর সাথীদের বংশোদ্ভূত জাতির লোকেরা মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতারূপে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ঐ সকল দেশে বসবাসরত অধিবাসীদের উপরে নূহের জাতি অধিকতর প্রবল ও শক্তিশালী ছিল। কারণ তারা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদেরকে হয় নির্মূল করে দিয়েছিল নয়তো গভীরভাবে আকৃষ্ট করে বশীভূত করেছিল। এভাবেই তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সভ্যতাকে বিজিত ও পরাভূত দেশগুলিতে প্রবর্তন করেছিল এবং এই কারণেই প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবনের ঘটনাবলী সেই সকল দেশের লোক-গাঁথায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। যা হোক সময়ের ব্যবধানে ঐ সব ছড়িয়ে-পড়া উপনিবেশ স্থাপনকারীরা মূল বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নূহ্ (আঃ) এর প্লাবনের ঘটনাবলী ঐ সব আঞ্চলিক ঘটনার নামে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ জন্যই সেই সকল স্থান ও মানুষের নামগুলোও আঞ্চলিক নামানুসারে পরিবর্তিত হয়ে মূল নামের স্থান দখল করে বসে। অতএব নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে নূহের (আঃ) মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী আযাবরূপে নিপতিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরম্পরাগত মতবাদ অনুযায়ী পৃথক পৃথক বন্যা বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

১৩২২। কুর্‌আনে বর্ণিত বিভিন্ন যুগের নবীগণের ঘটনাবলী নিছক কোন কেচ্ছা-কাহিনী বা গল্প-রূপে বর্ণনা করা হয়নি। বরং ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এগুলো কুরআন করীমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কারণ এই সকল ঘটনা সদৃশ ঘটনা যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে সংঘটিত হবে- এরই পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে।

১৩২৩। ইউরোপীয় কোন কোন সমালোচক 'আদ' নামের কোন জাতি কখনো ছিল বলে স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, এ পর্যন্ত আরবের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে এমন কোন উৎকীর্ণলিপি পাওয়া যায়নি যাতে সেই দেশে 'আদ' নামীয় কোন জাতির উল্লেখ আছে। তাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে আরবে প্রচলিত অতি জনপ্রিয় উপাখ্যানকেই কুরআনে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মাত্র। ভুল বুঝাবুঝির উপরে ভিত্তি করে এই আপত্তির উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানবজাতি দু'রকম নাম দ্বারা পরিচিত হয়। একটি জাতীয় নাম আর একটি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। হে আমার জাতি! [ক]আমি তোমাদের কাছে এ (কাজের) কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তাঁরই কাছে প্রাপ্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। আর হে আমার জাতি! [খ]তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল[১৩২৪] মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমাদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। তারা বললো, 'হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আননি। আর [গ]আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনতে যাচ্ছি না।

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ১২৮; খ. ১১ঃ৪, ৬২, ৭১ঃ১১; গ. ৭১ঃ২৪।

গোত্রীয় বা বংশীয়। 'আদ' কোন একটি একক নাম নয়, কতগুলো গোত্রের সমষ্টিগত নাম, যার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন যুগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শাখাগুলো তাদের শাখা সংক্রান্ত শীলালিপি রেখে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সকল গোত্রই 'আদ' জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তব ঘটনা যা প্রাচীন ভূগোলের পুস্তকাদি থেকে পাওয়া যায় তা হলো 'আদ' নামীয় এক জাতি অবশ্যই বাস করতো।

গ্রীকদের সংকলিত ভৌগলিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় যে খৃষ্টপূর্ব সময়ে ইয়ামেন রাজ্য 'আদরামিতাই' গোত্র দ্বারা শাসিত হতো। এরা 'আদ' ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তাদেরকেই কুরআন করীমে 'আদ্ এরাম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রীকভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার কারণে 'আদ্ এরাম' 'আদরাম' অপভ্রংশের রূপ নিয়াছে (আল্ আরাব কাবলাল ইসলাম)। কুরআন করীমে উল্লেখিত 'আদ' জাতিকেই বলা হতো এরাম। এই এরাম 'আদ' জাতিরই এক শাখা বা গোত্র, যা এক প্রতাপশালী রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল। তাদের রাজত্ব খৃষ্ট-পূর্ব পাঁচশ' অব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের ভাষা ছিল এরামাইক যা হিব্রু ভাষার সমজাতীয়। এরামাইক রাজ্য সেমেটিক রাষ্ট্রের পতনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা সমস্ত মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া এবং চ্যালদিয়া (Chaldia) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতাত্মিক গবেষণা দ্বারাও এই রাষ্ট্রের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

নূহ্ (আঃ) এর জাতির অব্যবহিত পরে 'আদ' এর উত্থান হয় (৭ঃ৭০)। তারা উচ্চ স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল (২৬ঃ১২৯)। আরবদেশে এই সকল বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই জাতির ইতিহাস এখন অস্পষ্টতায় ঢাকা পড়ে রয়েছে, শুধু তাদের স্থাপত্যের অট্টালিকাগুলোর ভগ্নাবশেষই নজরে পড়ে (৪৬ঃ২৬)। তারা যে অঞ্চলে বসবাস করতো তাকে 'আহ্কাফ' বলা হয় (৪৬ঃ২২)। আহ্কাফের শাব্দিক অর্থ সর্পিল আকারে আঁকাবাকা বালির পাহাড়সমূহ। এটি আরবের দু'টি অংশের নামঃ দক্ষিণাঞ্চলকে দক্ষিণ 'আহ্কাফ' এবং উত্তরাঞ্চলকে উত্তর 'আহ্কাফ' বলা হয়। এই ভূভাগদ্বয় খুবই উর্বর। কিন্তু মরুভূমির নিকটে অবস্থিত হওয়ায় মরু-ঝঞ্ঝাবাত্যাপূর্ণ ধূলিঝড় সৃষ্টি হয়েছিল যা "আদ" জাতির উপর আযাব রূপে পতিত হয়েছিল। তারা প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের তীব্র ঝড়ের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের বাত্যাবিধ্বস্ত প্রধান প্রধান শহরগুলোকে স্তূপীকৃত ধূলা ও বালুকারাশির টিলার নিচে ভূগর্ভস্থ সমাধি করে ফেলেছিল (৬৯ঃ৭-৮)।

১৩২৪। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে 'আদ' জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং তাদের জমিজমা চাষাবাদের জন্য তারা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতো। কারণ কূপ বা খালের মাধ্যমে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না।

৫৫। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি, 'আমাদের উপাস্যদের কেউ তোমার ওপর মন্দ উদ্দেশ্যে ভর করেছে।' সে বললো, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে আমি তাদের বিষয়ে দায়মুক্ত যাদেরকে তোমরা শরীক করছ

إِنْ نَّقُوْلُ إِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ إِنِّيْٓ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا أَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাঁকে বাদ দিয়ে। [ক]তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করছি। [খ]প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর ললাটের কেশগুচ্ছ তাঁরই মুঠোয়[১৩২৫] রয়েছে। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালককে সরলসুদৃঢ় পথে (পাওয়া) যায়।

إِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٧﴾

৫৮। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে [গ](জেনে রেখো) আমাকে যে (শিক্ষা) দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে) [ঘ]আমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক সবকিছুর সুরক্ষাকারী।'

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖٓ إِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর আমাদের সিদ্ধান্ত যখন এসে গেল তখন আমরা হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল আমাদের (নিজ) কৃপায় তাদের রক্ষা করলাম [ঙ]এবং আমরা এক কঠোর আযাব থেকে তাদের উদ্ধার করলাম।

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এই হলো 'আদ' (জাতি)। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাঁর রসূলদের অবাধ্যতা করেছিল এবং প্রত্যেক কঠোর স্বৈরাচারী (ও) উদ্ধত ব্যক্তির আদেশের অনুসরণ করেছিল।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৯৬, ১০ঃ৭২; খ. ১১ঃ৭; গ. ৭ঃ৬৯, ৪৬ঃ২৪; ঘ. ৪ঃ১৩৪, ৬ঃ১৩৪; ঙ. ৭ঃ৭৩।

১৩২৫। নাসিরাতুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ ললাট এবং ললাটের ঝুলন্ত কেশগুচ্ছ (আল্ মুনজিদ)। এটা আরবদের এক প্রাচীন প্রথার প্রতিও ইঙ্গিত করছে। যখন কোন যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ীর সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হতো তখন সেই বন্দীর মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে বিজয় গৌরব প্রকাশ করা হতো অথবা জয়োল্লাসের চিহ্নস্বরূপ বন্দীদের মাথা ন্যাড়া করে ছেড়ে দেয়া হতো।

৬১। [ক]আর ইহকালে এবং কেয়ামত দিবসেও অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। শুন! নিশ্চয় আদ (জাতি) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! 'আদ' (অর্থাৎ) হুদের (জাতির) জন্য ধ্বংস[১৩২৫-ক]।

৫
[১১]
৫

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦١﴾

৬২। [খ]আর সামূদ (জাতির) প্রতি[১৩২৬] তাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মাটি থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং এতে তোমাদের আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তার কাছে ক্ষমা চাইতে থাক এবং তওবা করে তাঁর দিকে বিনত হও। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি নিকটে (এবং তিনি দোয়া) কবুলকারী'।

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৪৩ খ. ৭ঃ৭৪

১৩২৫-ক। 'বু'দান' দ্বারা দূরত্ব, অভিশাপ বা অমঙ্গল প্রার্থনা বুঝায়। 'বাউদা' থেকে বু'দ উৎপন্ন, যার আভিধানিক অর্থঃ সে দূরে রইলো, নিপাত গেল; অভিশপ্ত হলো, যেমন বলা হয়ে থাকেঃ 'ব'দান-লাহু' অর্থাৎ সে অভিশপ্ত হোক। সে নিপাত যাক (লেইন)।

১৩২৬। 'সামূদ' শব্দটি আরবী হওয়াতে প্রতীয়মান হয়, এই জাতি আরব বংশোদ্ভূত এবং এক আরব উপজাতি। এটা এক অসার যুক্তি যে সালেহ কোন বিদেশী নামের অনুবাদ। কারণ কুরআন করীম সকল বিদেশী নাম অনুবাদ না করে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করেছে, যেমন মূসা (Moses), হারুন (Harun), ইউনুস (Jonah) এবং যাকারিয়া (Zachariah)। 'সামুদ' ছিল 'আদ' জাতির উত্তরাধিকারী (৭ঃ৭৫)। সুতরাং আদ্‌ও ছিল আরবীয়দের মধ্যেই একজাতি। আবার 'আদ্' জাতিও নূহের (আঃ) জাতির উত্তরাধিকারী। এতেই প্রমাণিত হয়, নূহ্ (আঃ) একজন আরব ছিলেন। অবশ্য নূহ্ (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল মেসোপটেমিয়াতে এবং এই অঞ্চল পূরাকালে আরবদের দ্বারা শাসিত হতো। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে 'সামূদ' জাতির অবস্থান খৃষ্টিয় যুগের কিছু পূর্বের কোন এক সময়ে ছিল। তাদের মতে হিজ্‌র বা আগ্‌রা এই জাতির বাসস্থান। তারা এদেরকে 'সামূদেনি' নামে অভিহিত করতো এবং হিজ্‌র এর নিকটবর্তী একটি স্থানেরও উল্লেখ করতো যাকে আরবের লোকেরা 'ফাজ্জ আন্-নাকাহ্' বলে থাকে। টলেমি (Ptolemy- ১৪০ খৃষ্টপূর্ব) বলেনঃ হিজ্‌র এর নিকটে 'বাদানাতা' নামে এক স্থান আছে। 'ফুতুহুশ শামের' প্রণেতা আবূ ইসমাঈল বলেনঃ সামূদ জাতি বসরা (সিরিয়া) এবং এডেন এর নিকটবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সেখানে তারা শাসন চালাতো। সম্ভবত তারা উত্তরদিকে দেশান্তরিত হয়েছিল। আল্ হিজ্‌র (যা মাদাইনে সালেহ নামেও পরিচিত) বোধ হয় এই জাতির রাজধানী ছিল যা মদীনা এবং তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই হিজ্‌র সেই উপত্যকার অন্তর্গত যাকে 'ওয়াদি কুরা' বলা হয়। এটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে কুরআন করীমের বহুস্থানে হূদ এবং সালেহ নবী (আঃ) এর বর্ণনা পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক স্থানে একই নিয়মের ক্রম-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন হূদ্ (আঃ) এর ঘটনাবলী প্রথমে এবং সালেহ্ (আঃ) এর কথা পরে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকৃতই কালানুক্রমিক বিন্যাস। এতে এই কথাই প্রমাণিত হয়, কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ও সঠিক ক্রমবিন্যস্ত ঐতিহাসিক ধারায় ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরেছে, যা কালের বিস্মৃতির তলে হারিয়ে গিয়েছিল এবং অস্পষ্টতায় ঢাকা ছিল।

কোন কোন লেখকের মতে 'সামূদ' হলো 'আদ এ সানীয়া' অর্থাৎ দ্বিতীয় 'আদের' আর একটি নাম। আবার অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় 'আদ' এর পরে তাদের আবির্ভাব। সামূদ জাতি পাহাড়ে-প্রান্তরে রাজত্ব করতো(৭ঃ৭৫) এবং সেই দেশ প্রচুর ঝর্ণা ও স্রোতস্বিনী ও বাগবাগিচাপূর্ণ ছিল। সেখানে অতি চমৎকার ও উত্তম জাতের খেজুর উৎপন্ন হতো। তারা জমিতে কৃষি কাজ করে শস্যাদি উৎপন্ন করতো (২৬ঃ১৪৮-১৪৯)।

কুরআন করীমের এই বর্ণনা সমর্থিত হয় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণলিপি দ্বারা। এগুলোর পাঠোদ্ধার করেছিল মুসলমানরা আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে। মনে হয় সালেহ্ নবীর যুগের পর এই জাতির পতন আরম্ভ হয়। কারণ তাঁর সময়ের মাত্র কয়েক শতাব্দী ব্যবধানেই বিজয়ী জাতিগুলোর মধ্যে তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আরব দেশ কোন এক এসিরিয়ান বাদশা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল (৭২২-৭০৫ খৃঃ পূর্ব) এবং পরাজিত উপজাতিগুলোর ফিরিস্তির মধ্যে সামূদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় খুদিত এক শীলালিপিতে, যা সেই রাজা তার বিজয়ের গৌরবময় স্মৃতি রক্ষার্থে খোদাই করিয়েছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডাইডোরাস (৮০ খৃঃপূঃ), প্লিনী (৭৯ খৃঃপূঃ) এবং টলেমী তাঁদের রচিত পুস্তকে সামূদ জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। রোম সম্রাট জাস্‌টিনিয়ান (JUSTINIAN) যখন আরবদেশ আক্রমণ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। তারা বললো, 'হে সালেহ্! নিশ্চয় তুমি এর পূর্বে আমাদের মাঝে আশাভরসার স্থল ছিলে। আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের উপাসনা করে এসেছে তুমি কি তাদের উপাসনা করা থেকে আমাদের বারণ করছ? আর তুমি আমাদের যে বিষয়ে আহ্বান করছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমরা এক অস্বস্তিকর সন্দেহে (পড়ে) আছি।'

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বললো, [ক]'হে আমার জাতি! বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি নিজ পক্ষ থেকে আমাকে এক বিশেষ কৃপায় ভূষিত করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি তাঁর অবাধ্যতা করলে আমাকে কে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে? তবে তোমরা ক্ষতি বৃদ্ধি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করবে না।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٤﴾

৬৫। আর হে আমার জাতি! [খ]আল্লাহ্‌র (পথে উৎসর্গীকৃত) এই উট্‌নী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। সুতরাং তোমরা এটাকে আল্লাহ্‌র যমীনে (অবাধে) চরে খেতে দাও। আর এটাকে কোন কষ্ট দিও না। নচেৎ তোমরা অত্যাসন্ন এক আযাবের কবলে পড়বে।'

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٥﴾

৬৬। তবুও [গ]তারা এর হাঁটুর রগ কেটে দিল। তখন সে বললো, 'তোমরা নিজেদের বাড়িঘরে তিন দিন[১৩২৭] যা ভোগ করার করে নাও। এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়।'

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব আমাদের আদেশ যখন এসে গেল তখন আমরা সালেহ্‌কে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা আমাদের বিশেষ কৃপায় উদ্ধার করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকেও (রক্ষা করলাম)। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই অতি শক্তিশালী (ও) মহাপরাক্রমশালী।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২৯,৮৯; খ. ৭ঃ৭৪, ১৭ঃ৬০, ২৬ঃ১৫৬, ৫৪ঃ২৮, ৯১ঃ১৪; গ. ৭ঃ৭৮, ২৬ঃ১৫৮, ৫৪ঃ৩০, ৯১ঃ১৫।

করেছিল তখন তার সৈন্য বাহিনীতে তিনশ' সামূদী সৈন্য ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই এই উপজাতির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

১৩২৭। তিন দিবসের অবকাশ দ্বারা অনুতপ্ত হওয়ার জন্য সর্বশেষ সুযোগ দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হতভাগা জাতি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি।

★ ৬৮। আর [ক]যারা যুলুম করেছিল এক বিকট শব্দকারী আযাব[১৩২৮] তাদের আঘাত হানলো। আর তারা প্রত্যুষে তাদের বাড়িঘরে মুখ থুব্‌ড়ে এমনভাবে পড়ে রইলো,

وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৬৯। [খ]যেন তারা এতে কখনো বসবাস করেনি। শুন! নিশ্চয় সামূদ (জাতি) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! সামূদ (জাতির)[১৩২৯] জন্য ধ্বংস।

৬ [৮] ৬

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

৭০। আর [গ]নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতরা[১৩৩০] সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের[১৩৩১] কাছে এল। [ঘ]তারা 'সালাম' জানালো। সে-ও বললো, 'সালাম'। আর সে অনতিবিলম্বে একটি ভুনা বাছুর নিয়ে এল।

وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۝

★ ৭১। কিন্তু [ঙ]সে যখন দেখলো তারা এর দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন সে তাদেরকে আগন্তুক বলে মনে করলো এবং তাদের দিক থেকে ভীতি অনুভব করলো। তারা বললো, 'ভয় করো না। কেননা আমরা লূতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি[১৩৩২]।'

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৯, ২৬ঃ১৫৯, ৫৪ঃ৩২; খ. ১০ঃ২৫; গ. ১৫ঃ৪২ ৫১ঃ২৫; ঘ. ১৫ঃ৫৩, ৫১ঃ২৬; ঙ. ৫১ঃ২৮-২৯।

১৩২৮। 'সামূদ' জাতির উপরে আপতিত শাস্তি প্রকাশের জন্য সাত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এবং শব্দমালা কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছেঃ তফসীরাধীন ও ৫৪ঃ৩২ আয়াতে "সায়হাহ্" (শাস্তি); ৭ঃ৭৯ আয়াতে রায্‌ফাহ্ (ভূমিকম্প); ২৬ঃ১৫৯ এর মধ্যে শুধু আযাব (শাস্তি); ২৭ঃ৫২ তে, 'দাম্‌মারনাহুম' (আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলাম); ৫১ঃ৪৫ এর মধ্যে 'সায়কাহ্' (বজ্রপাত অথবা অন্য কোন ধ্বংসাত্মক শাস্তি); ৬৯ঃ৬ তে 'তাগিয়াহ্' (অসাধারণ শাস্তি); এবং ৯১ঃ১৫ আয়াতের মধ্যে 'ফাদামদামা আলায়হিম্' (তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিলেন)। যদিও আল্লাহ্ তাআলার আযাব বুঝাবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়েছে তথাপি রাজ্‌ফাহ, সায়হাহ্, সায়েকাহ্ এবং তাগিয়াহ্ শব্দগুলো মনে হয় পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। যেহেতু শেষোক্ত শব্দত্রয় শাস্তি অর্থে প্রযোজ্য হয়, তাই অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নেই। মোটকথা সামূদ জাতি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। উপরোক্ত শব্দগুলোও একই অর্থে আকস্মিক মহা দুর্ঘটনাকেই বুঝায়।

১৩২৯। পূর্ববর্তী ৬১নং আয়াতে 'হূদের জাতি' শব্দগুলো 'আদ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই। কারণ 'আদ' প্রকতপক্ষে দু'টি গোত্রের নাম 'আদে উলা' বা প্রথম 'আদ' এবং 'আদে সানীয়া' বা দ্বিতীয় 'আদ' এবং 'হূদের জাতি' শব্দগুলো যুক্ত হওয়ায় এটাই বুঝায় যে তারা প্রথম গোত্রের, দ্বিতীয় 'আদ' নয়। কিন্তু এখানে যেহেতু 'সামূদ' একটি মাত্র উপজাতির নাম, সেই জন্য সালেহ্ (আঃ) এর জাতি, এই কথাগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলো যোগ হলেও বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হতো না।

১৩৩০। 'প্রেরিতরা' কারা ছিল– এ বিষয়ে তফসীরকারকদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে বলেন, তারা মানব ছিলেন। আবার কারো কারো মতে তারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন। পূর্ববর্তী মত প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে হয়। ইব্‌রাহীম এবং লূত (আঃ) উভয়ে সেই স্থানে বহিরাগত হওয়ার কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আল্লাহ্ তাআলা উক্ত অঞ্চলের কিছু ধর্মপরায়ণ লোককে তার জাতির উপরে আযাব পতিত হওয়ার পূর্বেই লূত (আঃ) কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাও স্মরণ রাখা দরকার, এই ' প্রেরিতরা' আযাবের প্রথম সতর্ককারীরূপে আগমন করেননি। লূত (আঃ) এর জাতিকে বহু পূর্বে 'আযাব' সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল (১৫ঃ৬৫)। সেই 'প্রেরিতরা' শুধু তাঁকে পূর্বের হুশিয়ারকৃত আযাবের নির্ধারিত সময় আগত হওয়ার সংবাদ দিতে এসেছিলেন।

১৩৩১। ইব্‌রাহীম (আঃ) এর আসল নাম ছিল 'আব্রাম'। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জন্মের পরে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তিনি আব্‌রাহাম নামে অভিহিত হলেন যার অর্থঃ মানব-সাধারণের পিতা বা বহু জাতির পিতা এবং আব্‌রাহাম থেকে আরবীতে ইব্‌রাহীম করা হয়েছে। তাঁর বংশের এক শাখা ইসরাঈলীরা কেনানে বসবাস করতো এবং অপর শাখা ইসমাঈলীরা আরবের বাসিন্দা ছিল।

১৩৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿۷۲﴾

★ ৭২। আর তার স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে মুখ টিপে হাসলো। তখন [ক]আমরা তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿۷۳﴾

৭৩। [খ]সে বললো, 'হায়রে আমার কপাল! আমি এক বৃদ্ধা এবং আমার এ স্বামী একজন বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি নাকি সন্তান জন্ম দিব! নিশ্চয় এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿۷۴﴾

৭৪। [গ]তারা বললো, 'তুমি কি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হচ্ছ? হে নবী পরিবার[১৩৩৩]! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কৃপা ও তাঁর আশিস বর্ষিত হোক। নিশ্চয় তিনি পরম প্রশংসাভাজন (ও) পরম মর্যাদাবান।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿۷۵﴾

৭৫। এরপর ইব্‌রাহীমের ভয় যখন কেটে গেল এবং তার কাছে সুসংবাদটি এসে গেলো তখন সে আমাদের[১৩৩৪] সাথে লূতের জাতির বিষয়ে বাক্‌বিতন্ডা শুরু করে দিল।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿۷۶﴾

৭৬। [ঘ]নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল অতি সহিষ্ণু, কোমলহৃদয় (এবং) সদাবিনত।

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿۷۷﴾

৭৭। 'হে ইব্‌রাহীম! এ (সুপারিশ করা থেকে) বিরত হও। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ বলবৎ হয়ে গেছে। আর তাদের ওপর অবশ্যই এক অটল আযাব আসতে যাচ্ছে'।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৭৩, ৫১ঃ২৯; খ. ৫১ঃ৩০; গ. ৫১ঃ৩১; ঘ. ৯ঃ১১৪।

১৩৩২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) 'প্রেরিতগণকে' প্রথমে সাধারণ পথিক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু যখন সামনে পরিবেশন করা রোষ্ট গো-বৎসের মাংস খেতে তাঁরা বিরত রইলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁরা বিশেষ কোন কার্যে প্রেরিত হয়েছেন, যা তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। 'তাদের দিক থেকে ভীতি অনুভব করলো' কথার অর্থ এই নয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অচেনা-অজানা লোক দেখে ভয় পাচ্ছিলেন, বরং তারা খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করায় তিনি এই ভয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে হয়ত আতিথেয়তার শিষ্টাচারে কোন ত্রুটি রয়েছে। অতিথিগণ সম্ভবত ইব্রাহীম (আঃ) এর চেহারায় অস্থিরতা লক্ষ্য করে তাঁর মনের বিচলিত অবস্থাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করবার জন্য বললেন, তাঁরা মোটেই অসন্তুষ্ট হননি এবং যে কারণে তাঁরা খাদ্যে অংশগ্রহণ করেননি তাহলো, যে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়োজিত তা এক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ বিষয় যা তাঁদের আহারে অরুচি এনে দিয়েছে। অতিথির এ জবাবেও দেখা যায়, তারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন না। নইলে তাঁরা এটাই বলতেন, তাঁরা মানব নয় বলে যমীনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

হযরত লূত (আঃ) 'ফিলিস্তিন', 'মেআব' এবং 'আম্মন' এর অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তিনি হারূনের পুত্র ও তেরাহ্‌র পৌত্র ছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে কেনানে মিলিত হয়েছিলেন।

১৩৩৩। এই আয়াতে 'হে নবী পরিবার' বলতে নিশ্চিতভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্ত্রীকেই বুঝাচ্ছে। কেননা তখন পর্যন্তও তাঁর কোন সন্তান হয়নি। প্রকৃপক্ষে কুরআনে ব্যবহৃত 'আহ্‌লাল্ বায়ত' শব্দদ্বয় সাধারণত নবীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে বুঝিয়েছে (২৮ঃ১৩; ৩৩ঃ৩৪)।

১৩৩৪। আদি পুস্তক-১৮ঃ২১-৩৩ দষ্টব্য।

৭৮। আর [ক]আমাদের প্রেরিতরা যখন লূতের কাছে এল সে তাদের দরুন চিন্তিত হলো এবং তাদের ব্যাপারে অসহায় বোধ করলো[১৩৩৫]। আর সে বললো, 'এ যে এক বড়ই কঠিন দিন।'

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝

★ ৭৯। আর তার জাতি তার দিকে ছুটে[১৩৩৬] এল। এর [খ]পূর্বেও তারা মন্দ কাজ করতো। সে বললো, 'হে আমার জাতি! [গ]এরা হলো আমার কন্যা। এরা তোমাদের কাছে অত্যন্ত সতীসাধ্বী[১৩৩৭]। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করোনা। তোমাদের মাঝে কি একজনও সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নেই?'★

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۭ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۭ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝

৮০। তারা (কথা ঘুরিয়ে) বললো, 'তুমি নিশ্চিতভাবে জান তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই এবং আমরা যা চাচ্ছি তুমি অবশ্যই তা খুব ভালভাবে জান[১৩৩৮]।'★★

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ৩৪; খ. ৭ঃ৮১; ২৯ঃ২৯; গ. ১৫ঃ৭২।

১৩৩৫। "যা-কা বিল আমরে যারআন" অর্থ সে অক্ষম, ক্ষমতাহীন বা কোন কিছু করতে অপারগ। "যারউন" অর্থ শক্তি সামর্থ্য অথবা এর দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয় তার নিকট কঠিন বা কষ্টকর হলো (লেইন)। তফসীরাধীন শব্দাবলীর অর্থ হলো– এই বিষয়ে তিনি [লূত (আঃ)] নিজেকে অসামর্থ্য এবং কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত মনে করলেন, অপরিচিতদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজেকে অসহায় বোধ করলেন।

১৩৩৬। 'সদোম' ও 'ঘমোরাহ' এই দু'শহরের অধিবাসীরা অপরিচিত পথচারী দেখলে দৌড়ে এসে লুঠ করতো (যিউ এনসাইকো, সদোম অধ্যায়)। স্বভাবতই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে বলে সর্বদা শঙ্কিত থাকতো, বিশেষত শহরের লোকের আগমন পছন্দ করতো না। আল্লাহ্‌ তাআলার সকল নবীর মতই হযরত লূত (আঃ)ও স্বাভাবিক কারণেই অতিথির আরামের প্রতি খেয়াল করতেন এবং তাদের জন্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করতেন (১৫ঃ৭১)। তাঁর জাতির লোকেরা লূত (আঃ)কে বারংবার অতিথি সেবার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। সুতরাং যখনই তিনি 'প্রেরিতদেরকে' তার বাড়ীতে স্বাগত জানালেন তখনই তাঁর শহরবাসী ক্রুদ্ধ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে ছুটে এল এবং তারা মনে করলো, তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে অপরিচিত লোককে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে লূত (আঃ)কে শাস্তি দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ (১৫ঃ৬৮-৭১)।

১৩৩৭। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, হযরত লূত (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের অতীতের মন্দ আচরণের কথা মনে করে এই ভেবে ভীত হয়েছিলেন যে এই সব লোক না জানি কোন্ অনিষ্ট করে বসে এবং মেহমানদের উপস্থিতিতে তাঁর অমর্যাদা করে, কোন বিশেষ অনিষ্টের কথা এখানে নির্দেশ করেননি। হযরত লূত (আঃ) এর জাতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন, তারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা যদি সন্দেহ্ করে থাক যে আমি অপরিচিত লোকদের সহায়তায় তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তবে তোমরা আমার কন্যাগণকে শাস্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন তোমাদের জন্য উত্তম হবে এবং এইভাবে তোমরা আমার মেহমানদের অপমান করার মত লজ্জাজনক কর্ম পরিত্যাগ করতে পারবে। অথবা এও হতে পারে যে হযরত লূত (আঃ) শহরের শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি তাদের স্ত্রীগণকে নিজের কন্যারূপে আখ্যায়িত করে বললেনঃ তারা তোমাদের জন্য পবিত্র।

★ [যেসব লোক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো না তাদেরকে বিরত করার ব্যাপারে এটা ছিল খুবই সঙ্গত ও সমুচিত জবাব। আসলে নারীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল সতীসাধ্বী। 'অত্যন্ত সতীসাধ্বী' কথাটি তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা (লূত আ:-এর) এ উত্তরকে বিকৃত করেছিল এবং এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন লূত (আ:) তাঁর অতিথিদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর কন্যাদের সতীত্ব হানির জন্য তাদের (অর্থাৎ দুষ্ট লোকদের) কাছে সমর্পণ করেছিলেন। আসলে এ উত্তর তাদের বিকৃত স্বভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩৮। হযরত লূত (আঃ) যখন শহরের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাদেরকে (আদি-১৯ঃ১৫) জামিনস্বরূপ পেশ করলেন, তারা এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললো, নারীদের জামিন গ্রহণ করা তাদের রীতি বিরুদ্ধ (এনসাইকোঃ ব্রিট)। 'তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, অধিকাংশ তফসীরকার কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যে তারা আসেনি। কারণ লূত (আঃ) এর জাতির লোক, যারা নৈতিকভাবে এরূপ লম্পট ও নীতি ভ্রষ্ট হয়েছিল, তারা তাদের কাম লোলুপ বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে হক্ না-হক্ বা ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তি উত্থাপন করতেই পারে না। 'আমরা যা চাচ্ছি তুমি অবশ্যই তা খুব ভালভাবে জান' এই বাক্য এটাই ইঙ্গিত করছে যে তুমি অপরিচিতদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, এটাই আমরা চাচ্ছি।

★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮১। সে বললো, 'হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু করার শক্তি আমার থাকতো বা আমি এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম[১৩৩৮-ক]!'

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨١﴾

★ ৮২। তারা (অর্থাৎ মেহমানরা) বললো, 'হে লূত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (প্রেরিত) দূত[১৩৩৯]। তারা কিছুতেই তোমার নাগাল পাবে না। সুতরাং তুমি [ক]রাতের কোন এক প্রহরে তোমার পরিবারপরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড় আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে তোমার স্ত্রীর কথা ভিন্ন। [খ](কেননা) তাদের জন্য আসন্ন শাস্তি তার ওপরও নেমে আসবে। নিশ্চয় [গ]তাদের (ধ্বংসের) প্রতিশ্রুত সময় হলো সকালবেলা। সকালবেলা কি খুবই নিকটে নয়?'★

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٢﴾

৮৩। [ঘ]সুতরাং আমাদের আদেশ যখন এসে গেল তখন [ঙ]আমরা এ (জনপদকেও) ওলটপালট করে দিলাম এবং এর ওপর শুক্‌নো মাটির পাথর[১৩৩৯-ক] ক্রমাগত বর্ষণ করলাম,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٣﴾

রুকু ৭ ১৫] ৭

৮৪। যা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে [চ]চিহ্নিত করে রাখা ছিল। আর এরূপ (আযাব এ যুগের) যালেমদের কাছ থেকে দূরে নয়।

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٤﴾

৮৫। [ছ]আর (আমরা) মিদিয়ানবাসীদের[১৩৪০] কাছে তাদের ভাই শোআয়্‌বকে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। [জ]আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্পদশালী দেখতে পাচ্ছি এবং আমি তোমাদের সম্পর্কে এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٥﴾

দেখুন ঃ ক.৭ঃ৮৪; ১৫ঃ৬১; ২৯ঃ৩৪; খ. ১৫ঃ৬৬; গ. ১৫ঃ৬৭; ঘ. ১৫ঃ৭৫; ঙ. ৫১ঃ৩৪; চ. ৫১ঃ৩৫; ছ. ৭ঃ৮৬; ২৯ঃ৩৭; জ. ২৬ঃ১৮২,১৮৩।

★★ [কোন কোন তফসীরকার বলে থাকেন, হযরত লূত (আ:) নিজ মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর কন্যাদের সম্ভ্রম বিসর্জন দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ কথা সঠিক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে লূতের জাতি তাঁকে অস্বীকার করে বলে মনে করেছিল তিনি সম্ভবত প্রতিশোধকল্পে বাইরের লোক ডেকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তাই হযরত লূত (আ:) তাদের এ কথা বলে লজ্জা দিলেন, আমার মেয়েরা তোমাদেরই বাড়ীর বৌঝি সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারি? (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩৮-ক। আমার মেহমানকে ঘরের বাইরে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্য তোমাদের জবরদস্তি-মূলক অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবো।

১৩৩৯। 'প্রেরিত দূত' কোন প্রতিবেশী অঞ্চলের ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন এবং তারা আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে লূত (আঃ) কে সতর্ক করে দিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁর গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে এসেছিলেন।

★ [আগত দূতদের এ উপদেশ ইঙ্গিত করে যে লূত ও তাঁর জাতির মাঝে নিভৃতে এ আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আরো ইঙ্গিত বহন করে যে লূত (আ:) বা তাঁর পরিবারে তাদের সরাসরি যাতায়াত ছিল না। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা বলপূর্বক তাঁর গৃহে প্রবেশ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। দূতদের পরামর্শে তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। রাতের শেষ প্রহরে তাঁর স্ত্রী ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার মাধ্যমে তা ব্যর্থ হয়েছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩৯-ক এবং ১৩৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৮৬। [ক]আর হে আমার জাতি! 'তোমরা ন্যায্যভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দিও, মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত করো না এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হয়ে তোমরা দেশে অশান্তি ছড়িও না।

وَ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৮৭। তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকলে (নিশ্চিত জানবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (ব্যবসায়) যা অবশিষ্ট[১৩৪১] থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা নই।'

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

৮৮। তারা বললো, 'হে শো'আয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে আমাদের পিতৃপুরুষরা যেসবের উপাসনা করে এসেছে তা আমরা পরিত্যাগ করি? অথবা (তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে) আমাদের ধনসম্পদ (যথেচ্ছভাবে) ব্যবহার করা থেকে (আমরা) বিরত থাকি? তুমি তো বড়ই সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (সেজে বেড়াচ্ছ)!'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

৮৯। সে বললো, [খ]'হে আমার জাতি! বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র রিয্‌ক[১৩৪২] দিয়ে থাকেন (তবুও কি আমি তোমাদের কথামত চলবো)? আমি এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি আমি নিজেই এর বিরুদ্ধে চলি। আমি কেবল আমার [গ]সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করতে চাই এবং আমার সামর্থ্য লাভ করা আল্লাহ্‌র (অনুগ্রহের) সাথে সম্পৃক্ত। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে বিনত হই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَ مَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৮৬; ২৬ঃ১৮৪; খ. ১১ঃ৬৪; গ. ৭ঃ৯৪।

১৩৩৯-ক। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে হযরত লূত (আঃ) এর জাতি ভয়ানক ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কারণে কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠ উলট-পালট হয়ে যায় এবং বিদীর্ণ ভূমি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে ও পুনঃ নিচে পড়তে থাকে।

১৩৪০। মিদিয়ান ছিলেন ইব্‌রাহীম (আঃ) এর তৃতীয় স্ত্রী কতুরা এর পুত্র (আদি-২৫ঃ১-২)। তার বংশধর সকলেই মিদিয়ান বা মাদইয়ান বলে অভিহিত। তাদের রাজধানীকেও মিদিয়ান বলা হতো। এই শহর আরব উপকূলবর্তী ছয় মাইল দূরত্বে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। মিদিয়ানের বংশধরেরা হেজাযের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করতো এবং তারাই এই শহরের নির্মাতা। এখানেই ফেরাউনের যুলুমের কারণে হিজরতের পর হযরত মূসা (আঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তা ছিল মিদিয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখানে লোহিত সাগর অতিক্রম করার পর তিনি ইসরাঈলীদের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। (আরও জানার জন্য ১০১০ টীকা দ্রষ্টব্য)

১৩৪১। এখানে 'বাকিয়া' অর্থ আল্লাহ্ তাআলার বিধান মেনে ন্যায্য এবং সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন বুঝাচ্ছে। এর এক অর্থ হতে পারে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ও সার্মথ্য (৩০৯ টীকা দ্রঃ)।

১৩৪২। হযরত শোআয়ব (আঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো যে তিনি তাদেরকে তাদের অভ্যাস থেকে বিরত রেখে নিজের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করবেন। আয়াতের এই কথাগুলো দ্বারা শোআয়ব (আঃ) তাদেরকে আশঙ্কামুক্ত করলেন।

৯০। আর হে আমার জাতি! আমার শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনো এমন কিছু করতে প্ররোচিত না করে, যার ফলে তোমাদের ওপর সেই বিপদ নেমে আসে যেমনটা নূহের জাতি অথবা হূদের জাতি কিংবা সালেহ্‌র জাতির ওপর নেমে এসেছিল[১৩৪৩]। আর লূতের জাতি তোমাদের কাছ থেকে মোটেই দূরে নয়।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٩٠﴾

৯১। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের [ক] কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (এবং) এরপর তওবা করে তাঁর কাছে বিনত হও। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক বার বার কৃপাকারী (ও) পরম প্রেমময়।'

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩١﴾

★ ৯২। তারা বললো, 'হে শোআয়্‌ব! তুমি যা বল এর অনেক কথাই আমরা বুঝি না। এ ছাড়া [খ]'আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের মাঝে অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করি। আর তোমার যদি কোন গোত্র থেকে না থাকতো তাহলে আমরা তোমাকে নির্ঘাৎ পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর তুমি তো আমাদের ওপর কোন ক্ষমতাই রাখ না।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি শক্তিশালী হলো? অথচ তোমরা তাঁকে উপেক্ষার বস্তু বানিয়ে রেখেছ! নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কার্যকলাপ ঘিরে রেখেছেন।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٣﴾

৯৪। আর [গ]হে আমার জাতি! তোমরা নিজ অবস্থানে থেকে যা পার কর[১৩৪৩-ক]। নিশ্চয় আমিও (যা পারি) করে যাব। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কে সে যাকে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব ধরে ফেলবে এবং (এটাও জেনে যাবে) কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা (পরিণতির) অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম'।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৪; খ. ৭ঃ৮৯; গ. ৩৯ঃ৪০।

১৩৪৩। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে হযরত নূহ, হূদ, সালেহ্ এবং লূত (আঃ) এর {এবং সে কারণেই হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর} পরবর্তী যুগে হযরত মূসা (আঃ)এর যুগের পূর্বে হযরত শো'আয়্‌ব (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ তিনি মূসা (আঃ) এর জাতির লোকদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলেননি, যদিও মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতি যে অঞ্চলে বসবাস করতো শোআয়্‌ব (আঃ) এর গোত্রও সেই এলাকারই অধিবাসী ছিল।

১৩৪৩-ক। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে থাকুক এবং তিনিও (হযরত শো'আয়্‌ব) তাঁর ঈমানের আলোকে কর্ম তৎপর থাকবেন। কর্মফলই প্রমাণ করবে, কে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা মাফিক চলছে এবং কে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যকে অমান্য ও ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫। আর আমাদের আদেশ যখন এসে গেল আমরা তখন আমাদের বিশেষ কৃপায় শো'আয়বকে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং [ক]যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে এক বিকট শব্দের আযাব আঘাত হানলো। অতএব তারা নিজেদের বাড়ীঘরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে রইলো,

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٦﴾

৯৬। [খ]যেন তারা এতে কখনো বসবাসই করেনি। শুন, মিদিয়ানবাসী সেভাবেই ধ্বংস হলো যেভাবে সামূদ (জাতি) ধ্বংস হয়েছিল।

৮ [১২] ৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾

৯৭। আর নিশ্চয় আমরা [গ]মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٨﴾

৯৮। [ঘ]ফেরাউন ও তার পারিষদদের প্রতি। যদিও ফেরাউনের আদেশ সঠিক ছিল না তবুও তারা ফেরাউনের আদেশ মেনে চললো।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٩﴾

★ ৯৯। কেয়ামত দিবসে সে তার জাতির আগে আগে থাকবে এবং (যেভাবে পশুপালকে পানির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবে) তাদেরকে আগুনের গহ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কত মন্দ সেই ঘাট এবং কত মন্দ তারা[১৩৪৩-খ] যাদেরকে এতে নিয়ে যাওয়া হবে!

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿١٠٠﴾

★ ১০০। আর এ (পৃথিবীতে) এবং কিয়ামত দিবসেও অভিশাপ [ঙ]তাদের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। এ দান অতি মন্দ (এবং এ দান) যাদের দেয়া হয়েছে তারাও অতি মন্দ[১৩৪৪]!

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠١﴾

১০১। [চ]এ হলো সেসব (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদের সংবাদগুলোর একটি যার বৃত্তান্ত আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। এদের কোন কোনটি বিদ্যমান রয়েছে এবং কোন কোনটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯২; ২৬ঃ১৯০; ২৯ঃ৩৮; খ. ৭ঃ৯৩; গ. ১৪ঃ৬; ৪০ঃ২৪; ঘ. ২৩ঃ৪৭; ৪০ঃ২৫; ঙ. ২৮ঃ৪৩; চ. ২০ঃ১০০।

১৩৪৩-খ। 'বেরদুন' এর উৎপত্তি 'ওরাদা' থেকে যার অর্থঃ সময়, পানি সিঞ্চনের স্থান এবং ঘাট, মানুষ অথবা গরু-মহিষের পাল, জলাধারে আসা বা নামা (আকরাব ও মুফরাদাত)।

১৩৪৪। রেফ্‌দ্‌ অর্থঃ উপহার বা সমর্থন বা সাহায্য (লেইন)। আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে ফেরাউন, যাকে তার অনুগত লোকেরা আল্লাহ্‌ তাআলার বিপরীতে সাহায্যকারী মনে করতো, সে তাদের জন্য তাদের শেষ দিনে বা পুনরুত্থানের দিনে ক্ষতিকর সাহায্যকারীরূপে প্রমাণিত হবে। কারণ সে কেবল তাদেরকেই দোযখে নামাবে না, বরং সে তাদের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করবে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿۱۰۲﴾

১০২। আর [ক]আমরা তাদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে[১৩৪৫]। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ যখন এসে গেল তখন তাদের সেইসব উপাস্য যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ডাকতো এরা তাদের কোন কাজে এল না। আর এরা তাদের ক্রমাগত ধ্বংসেরই কারণ হলো।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩। [খ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন জনপদগুলোকে তাদের অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় ধরেন (তখন তাঁর) শাস্তি এমনটিই হয়ে থাকে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক (ও) কঠোর।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿۱۰۴﴾

১০৪। পরকালের আযাবকে যে ভয় করে নিশ্চয় এতে [গ]তার জন্য এক মহা নিদর্শন[১৩৪৬] রয়েছে। এ-ই সেই দিন যার জন্য মানুষকে সমবেত[১৩৪৭] করা হবে এবং এ-ই সেই দিন যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿۱۰۵﴾

১০৫। আর আমরা একে হাতে গোণা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবো[১৩৪৮]।

দেখুন ঃ ক.৩ঃ১১৮; ১৬ঃ৩৪; খ. ৫৪ঃ৪৩; ৮৫ঃ১৩; গ. ১৪ঃ১৫।

১৩৪৫। কুরআন করীম পুনঃ পুনঃ জোর দিয়ে বলেছে, আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তারা নিজেদের দুষ্কর্মের ফলেই শাস্তি ভোগ করে থাকে। অদৃষ্টবাদ বা অন্ধ ভাগ্যের শিকার হওয়ার চিন্তাকে কুরআন অস্বীকার করে। 'আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃত কারণ ছাড়াই খামখেয়ালীভাবে জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন ঘটান'– এই যুক্তি বা দর্শনও কুরআন অস্বীকার করে। এ কারণেই কুরআনে যেখানেই শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেখানে ব্যক্ত হয়েছে যে শাস্তি অথবা পুরস্কার উভয়ই মানুষের নিজের কর্মফল।

১৩৪৬। 'আয়াতান' অর্থ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে।

১৩৪৭। মানব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বা আত্মনির্ভরশীল নয়। পরিবেশ, শিক্ষা এবং বংশ-গতি মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। কাজেই তার বিশেষ কোন কাজের সঠিক মূল্যায়ন বা বিচার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কার্য সংঘটিত হওয়ার মূলে যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী দ্বারা তা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। এ কারণেই মানুষের সম্পাদিত কর্মের নির্ভুল স্বরূপ ও প্রকৃতি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আলোকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং ব্যক্তি বিশেষের কর্মে প্রদত্ত স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হলেও এটা আবশ্যক ছিল যে কোন এক বিশেষ দিনে সকল মানব তাদের আমলানামাসহ সমবেত হবে যখন সকল পরিস্থিতি ও অবস্থা, যার মধ্যে তারা কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল এবং নানা প্রকার কারণ ও যুক্তি, যা সেই সব কাজে প্রয়োগে করেছিল তার উপস্থিত দৃশ্য (যার মধ্যে এই সব অবস্থার উদ্ভব ঘটে) একত্রে বিবেচনা করে তাদের শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারণ করে বিচার-নিষ্পত্তি চূড়ান্ত করা যাবে।

১৩৪৮। 'আজল' অর্থ মেয়াদ, সময় বা কাল এবং কালের শেষ সীমা বা সমাপ্তি। এটা দু'প্রকার, যথা ঃ (১) যা বাতিল যোগ্য বা পরিবর্তনশীল এবং (২) যা পরিবর্তন বা খণ্ডন হয় না। খণ্ডন-যোগ্য "সীমা"বা নিরূপিত কাল যা জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষের বয়সের সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে তার আয়ু কর্তিত বা দীর্ঘায়িত হতে পারে। কিন্তু এমন "সীমা" বা গণ্ডী আছে যা অখণ্ডনীয় এবং অপরিবর্তনীয়, যেমন সম্পূর্ণ জাতির ধ্বংস সম্পর্কিত মেয়াদ।

১০৬। [ক]যেদিন তা এসে পড়বে তাঁর অনুমতি ছাড়া (সেদিন) কেউই কথা বলতে পারবে না। এরপর তাদের কেউ হবে হতভাগা এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। অতএব যারা হতভাগা সাব্যস্ত হবে [খ]তারা থাকবে আগুনে। তারা সেখানে কখনো চিৎকার করবে এবং কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে[১৩৪৯]।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮। আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী[১৩৫০] [গ]থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে। তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান তা করেই ছাড়েন।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾

১০৯। [ঘ]আর যাদেরকে সৌভাগ্যবান সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা জান্নাতে থাকবে। আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে। তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। এ হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দান[১৩৫১]।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٩﴾

দেখুন ঃ ক.৭৮ঃ৩৯; খ. ২১ঃ১০১; গ. ৭৮ঃ২৪; ঘ. ১৫ঃ৪৯।

১৩৪৯। 'যাফীর' অর্থ দীর্ঘশ্বাস, গাধার চিৎকারের প্রারম্ভ এবং 'শাহীক' উহার শেষাংশ, ফোঁপানী (লেইন)। আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে ভীতু এবং বোকা পশু গাধার সঙ্গে তুলনা করে এই তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে যে তারা নিজেদের প্রত্যয় বা দৃঢ়-বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে সৎ সাহসী নয় এবং তারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।

১৩৫০। কুরআন মজীদের এই বর্ণনা একটি বাগ্‌ধারা বিশেষ যা দিয়ে অতি দীর্ঘ কালকে নির্দেশ করে। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী দোযখ্ বা জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়।

১৩৫১। হিন্দু-ধর্ম মতে স্বর্গ এবং নরক (পুরস্কার এবং শাস্তি) উভয়েই সীমাবদ্ধ কালের জন্য। মানুষকে তার কর্মফলস্বরূপ কিছু শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করার পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদী ধর্মমতে অ-ইহুদীরা বেহেশ্‌তে যাবে না এবং ইহুদীরা দোযখের আযাব মাত্র অল্প কিছু দিন ছাড়া ভোগ করবে না। খৃষ্টধর্মের মতে বেহেশ্‌ত ও দোযখ উভয়ই চিরস্থায়ী, যদিও তাদের ফেরকা বিশেষ এই বিশ্বাস রাখে যে শেষ পর্যন্ত স্বর্গ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে (তফসীরে কবীর দেখুন)।

ইসলাম এই সকল ধর্মমতের বিরুদ্ধে মৌলিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে। ইসলাম ধর্মের মতে জান্নাত বা বেহেশ্‌ত চিরস্থায়ী এবং জাহান্নাম বা দোযখ ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত কালের জন্য। ইমাম আহ্‌মদ বিন-হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর-বিন-আল্-আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ জাহান্নামের উপর এমন এক সময় আসবে যখন এর দরজাগুলো বাতাসে খট্ খটাতে থাকবে এবং এর মধ্যে কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না। এর অধিবাসীরা এতে বহু শতাব্দী থাকবার পর এইরূপ ঘটবে (মুসনাদ)।

এই হাদীস অনুযায়ী জাহান্নাম সম্বন্ধে 'খালেদীনা' শব্দ 'শত শত' বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্-বিন-উমর, হযরত জাবির (রাঃ) ও ইমাম হাম্বল (রহঃ)ও একমত প্রকাশ করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে (বুখারী)। বিখ্যাত ওলমায়ে কেরাম এর মধ্যে ইবনে তাঈমিয়া এবং ইব্‌নে কাইয়্যিম লিখেছেনঃ যদিও দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীদের চিরকাল জাহান্নামে থাকা উচিত, কিন্তু একদিন আল্লাহ্‌র অসীম করুণাবলে দোযখই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে এবং যখন জাহান্নামই থাকবে না তখন এর নিবাসীও থাকবে না (ফাতহ্)। কুরআন শরীফে বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে 'পুরস্কার যা কখনো শেষ হবে না' বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে (৪১ঃ৯; ৮৪ঃ২৬; ৯৫ঃ৭), কিন্তু দোযখ সম্পর্কে এই ধরনের কোন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়নি। অধিকন্তু ১০১ঃ১০-১২ আয়াতসমূহে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١١٠﴾

১১০। অতএব এরা যার উপাসনা করে থাকে এর (অসারতা) সম্বন্ধে তোমরা সন্দিহান হয়ো না। এরা ঠিক সেভাবেই উপাসনা করছে যেভাবে এদের পূর্বপুরুষরা আগে থেকে উপাসনা করে আসছে। আর নিশ্চয় আমরা এদেরকে এদের প্রাপ্য একটুও না কমিয়ে পুরো মাত্রায় দিব।।

৯
[১৪]
৯

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١١﴾

১১১। আর [ক]নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর যদি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পূর্ব থেকে দেয়া একটি (কৃপার প্রতিশ্রুতির) ঘোষণা না থাকতো তাহলে কবেই তাদের পাট চুকিয়ে দেয়া হতো[১৩৫২]। আর নিশ্চয় এ সম্পর্কে তারা এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে আছে।

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١٢﴾

১১২। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক এদের সবাইকে [খ]এদের কর্মফল অবশ্যই পুরোপুরি দিবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সদা অবহিত।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٣﴾

১১৩। [গ]অতএব তুমি এবং তোমার সাথে[১৩৫৩] যারা তওবা করেছে তাদের নিয়ে তুমি সেভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যেভাবে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ গভীরভাবে অবলোকন করে থাকেন।

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। আর যারা যুলুম করেছে[১৩৫৪] তোমরা তাদের প্রতি অনুরাগী হয়ো না, নচেৎ আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং (সেই সময়) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের বন্ধু হবে না। এরপর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৪৬; খ. ৩ঃ৫৮; ১৬ঃ৯৭; ৩৯ঃ১১; গ. ৪২ঃ১৬।

জাহান্নামকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যেমন অবিকশিত থাকে (যেই পর্যন্ত না গর্ভস্থ শিশুর দেহ গঠিত হয় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে), একই রূপে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতভাগ্য লোকেরা সেখানে থাকবে যে পর্যন্ত তাদের বৃত্তিগুলো পূর্ণ বিকশিত না হয়ে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং তাঁর দর্শনে সক্ষম হয়।

১৩৫২। মানুষের অপরাধ এতই গুরুতর ছিল যে যদি পূর্ব থেকে এই বিধান নির্ধারিত না থাকতো যে মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি করে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার ঐশী করুণার পাত্রে পরিণত হওয়া (৭ঃ১৫৭; ১১ঃ১২০; ৫১ঃ৫৭) তবে বহু পূর্বেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

১৩৫৩। হযরত রসূল আকরম (সাঃ) একা নিজের জীবনকেই ঐশী অভিপ্রেতের ছাঁচে গঠন করা তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেননি। তাঁকে এও দেখতে হয়েছিল যে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকেরাও যেন তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে চলে। এই উভয়বিধ গুরুদায়িত্বের গভীর উপলব্ধি-জনিত গুরুভার তাঁকে অকাল বার্ধক্যে উপনীত করেছিল (বায়হাকী)।

১৩৫৪। মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি দূষিত, নীতি-বিবর্জিত ও অসাধু হয় তবে সে আগে বা পরে উক্ত নৈতিক অবনতিতে অবশ্যই আক্রান্ত হবে। অতএব এই আয়াতে মু'মিনগণকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে দুর্নীতিপরায়ণ, পাপী এবং দুষ্টলোকের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, এমন কি তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হলেও।

★ ১১৫। আর [ক]তুমি দিনের উভয় প্রান্তে এবং দিনের কাছাকাছি রাতের বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় পুণ্য মন্দকে দূর করে দেয়। উপদেশদাতাদের জন্য এ এক বড় উপদেশ।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬। আর তুমি [খ]ধৈর্য ধর। কেননা আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭। অতএব তোমাদের আগেকার জাতিদের মাঝে (মানুষকে) নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়ার মত কিছু বুদ্ধিমান লোক কেন হলো না? তবে তাদের মাঝে গুটি কয়েক লোকের কথা ভিন্ন যাদের আমরা রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু যারা [গ]যুলুম করেছিল তাদেরকে যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছিল তারা তাতে মত্ত হয়ে অপরাধী হয়ে গেল।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮। আর তোমার [ঘ]প্রভু-প্রতিপালক কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে কখনো ধ্বংস করেন না যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনের (কাজে) রত থাকে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯। আর [ঙ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১২০। তবে তাদের কথা ভিন্ন যাদের ওপর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কৃপা করেন। আর এ (কৃপায় ভূষিত করার) জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। [চ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এ বাণী নিশ্চয় পূর্ণ হবে, 'আমি জাহান্নামকে অবশ্যই সব (অবাধ্য) জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দিব'।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২১। আর [ছ]তোমার হৃদয়কে আমরা দৃঢ়তা দান করার জন্যই রসূলদের সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর এসব (সংবাদের মাধ্যমে) তোমার কাছে সত্য ও উপদেশ এসে গেছে এবং (এতে) মু'মিনদের জন্য রয়েছে এক (বড়) শিক্ষণীয় উপদেশ।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২২। আর যারা ঈমান আনে না [জ]তুমি তাদের বল, 'তোমরা তোমাদের নিজ অবস্থানে থেকে[১৩৫৫] যা পার কর। নিশ্চয় আমরাও করে যাব।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৭৯; খ. ১২ঃ৯১; গ. ১৩ঃ৩৪; ঘ. ৬ঃ১৩২; ২০ঃ১৩৫; ২৬ঃ২০৯; ২৮ঃ৬০; ঙ. ২ঃ২১৪; ১০ঃ২০; ৪২ঃ৯; চ. ১৫ঃ৪৪; ৩২ঃ১৪; ৩৮ঃ৮৫, ৮৬ঃ; ছ. ২৫ঃ৩৩; জ. ৬ঃ১৩৬; ১১ঃ৯৪; ৩৯ঃ৪০।

১৩৫৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২৩। আর [ক]'তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।'

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। আর [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে এবং সব কিছু তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই ওপর ভরসা কর। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নন।

১০
[১৪]
১০

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٤﴾

দেখুন ঃ ক.১০ঃ১০৩; ৩২ঃ৩১.; খ. ১৬ঃ৭৮; ২৭ঃ৬৬; ৩৫ঃ৩৯।

১৩৫৫। 'মাকানা' শব্দের উৎপত্তি 'কানা' বা 'মাকানা' থেকে এবং এর অর্থ, অবস্থান বা ক্ষমতা (আক্‌রাব)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যদিও এই সূরায় বর্ণিত ইসলামের চরম বিজয় হওয়া ও অস্বীকারকারীদের অন্তিম পরাজয় ও ব্যর্থমনোরথ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াটা বর্তমান অবস্থায় অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয় তবুও আল্লাহ্ তাআলার নিকট কোন কাজই অসম্ভব নয় এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

সূরা ইউসূফ-১২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, প্রসংগ এবং বিষয়বস্তু

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অধিকাংশ সাহাবীর মতে এই সূরার সম্পূর্ণ অংশই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদার মতে সূরাটির ২ থেকে ৪ আয়াত হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সূরা ইউনুসে (১০ নম্বর সূরা) মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার ব্যবহারের উভয় দিক অর্থাৎ তাঁর শাস্তি ও দয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সূরা হূদে (১১ নম্বর সূরা) মূলত ঐশী শাস্তি বা আযাব প্রসংগেই অধিক বর্ণনা এসেছে এবং বর্তমান সূরায় (সূরা ইউসুফ) আল্লাহ্ তাআলার রহম ও অনুকম্পার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার আযাব প্রসঙ্গে আলোচিত পূর্বের সূরাটি (সূরা হূদ) আল্লাহ্ তাআলার দয়া সম্পর্কিত বর্তমান সূরার (সূরা ইউসুফ) আগে রাখা হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর শত্রুদেরকে তাদের অন্যায় ও খারাপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের পর তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল। যাই হোক কুরআন শরীফের সমস্ত সূরা থেকে আলোচ্য সূরাটির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন নবী অর্থাৎ হযরত ইউসূফ (আঃ) এর জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিক থেকে সূরা ইউসুফ অন্য সব সূরা থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্রের মূল কারণ হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবন, ছোট ছোট ঘটনার দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আলোচ্য সূরাটিতে হযরত ইউসূফ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার একটি বিশদ বর্ণনা এ জন্যই করা হয়েছে যাতে এটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অগ্রিম সঙ্কেত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। সূরা ইউনুসে ঐশী অনুগ্রহের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইউনুস (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল এবং বর্তমান সূরাতে আরো বিস্তারিতভাবে হযরত ইউসূফ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ঐশী রহমতের বিস্তৃত দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত দু'টি কারণ প্রণিধানযোগ্য ঃ (১) হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী মূলত উভয়ের জীবনের শেষের দিক থেকেই সামঞ্জ্যপূর্ণ। কিন্তু হযরত ইউসূফ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান, (২) হযরত ইউনূস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে সাদৃশ্য অনেকটা আংশিক। কেননা পরিণামে উভয়ের জাতিকেই আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পার ফলে ক্ষমা করা হয়েছিল। তবে যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্বজাতির সাথে ব্যবহার করেছিলেন, সাদৃশ্যের দিক থেকে তা ছিল অনেক ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। হযরত ইউনুস (আঃ)এর জাতির প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করা হয়েছিল তা আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যক্ষ মেহেরবানীর ফলেই করা হয়েছিল। এতে হযরত ইউনুস (আঃ) এর কোন হাত ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আঃ)এর ভ্রাতৃবৃন্দকে ক্ষমা করার ঘোষণা স্বয়ং ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন। ঠিক অনুরূপভবে মক্কা বিজয়ের দিন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর মুখ থেকেই মক্কার কুরায়েশদের নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন ক্ষমার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল।
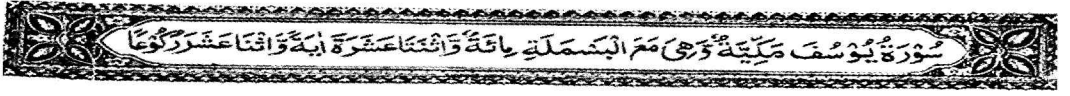
সূরা ইউসুফ-১২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ১১২ আয়াত ও ১২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। [খ]আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি[১৩৫৫-ক]। [গ]এসব হলো এক সুস্পষ্ট[১৩৫৬] কিতাবের আয়াত।	الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②
★ ৩। [ঘ]নিশ্চয় আমরা এটিকে কুরআনরূপে (অর্থাৎ বার বার পঠনীয় গ্রন্থরূপে) আরবীতে[১৩৫৭] (অর্থাৎ প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায়) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১০ঃ২, ১১ঃ২, ১৩ঃ২, ১৪ঃ২, ১৫ঃ২; গ. ১৫ঃ২, ২৬ঃ৩, ২৭ঃ২, ২৮ঃ৩; ঘ. ৪২ঃ৮; ৪৩ঃ৪, ৪৬ঃ১৩।

১৩৫৫-ক। ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৫৬। 'মুবীন' (স্পষ্ট), 'আবিনা' থেকে উৎপন্ন, সমাপিকা ক্রিয়া বিশেষণ । 'আবানা' সকর্মক এবং অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুবিন শব্দের অর্থঃ (১) যা সুস্পষ্ট নিদর্শন, (২) যা অন্যান্য বস্তুকে স্পষ্ট করে দেখায় এবং (৩) যা কোন বস্তুকে অন্যটি থেকে বিভক্ত করে এবং একে সুনির্দিষ্টরূপে পৃথক করে দেখায় (লেইন)। 'মুবিন' শব্দ কুরআন করীমের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যথাঃ (১) এটি (কুরআন) শুধু প্রকৃত ঘটনা খোলাখুলি বর্ণনা করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং নিয়ম-নীতি ও আদেশ ও অধ্যাদেশ নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু এটি যা বলে ও দাবী করে এর স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বাস্তবে তা প্রমাণ ও সমর্থন করেছে, (২) এটি শুধু নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই সুস্পষ্ট নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া ঐশী কিতাবসমূহে যেসব অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতা আছে সেগুলোকেও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, এবং (৩) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে হলে যা অত্যাবশ্যক, শরীয়তের বিধান, নীতি-তত্ত্ব ও ঈমান সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত, এই সকল বিষয়ই কুরআন সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৩৫৭। "আরবী" এর উৎপত্তি 'আরিবা' বা 'আরুবা' থেকে। 'আরিবাতুল্-বি'রু' এর অর্থ, এই কূপে অনেক পানি ছিল। 'আরুবার রাজুল এর অর্থ, লোকটি তার বক্তব্যের মাঝে রুঢ় হয়ে পরে খুব সহজ ও স্পষ্টভাবে কথা বলেছিল, সে সতেজ বা জীবন্ত হয়ে উঠলো। অতএব "কুরআনান্ আরারীয়ান"এর অর্থ হবেঃ (১) যে গ্রন্থ অত্যন্ত নিয়মিত এবং ব্যাপকভাবে পঠিত হয় এবং (২) যা তার অর্থকে বিশদ, বোধগম্য, প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারে (লেইন)। 'আরবী' শব্দটি সম্পূর্ণতা, প্রাচুর্য ও স্পষ্টতা, এই সকল ভাবপ্রকাশ করে। আরবী ভাষার এই নামকরণ করার কারণ হলো, এতে পূর্ণ অর্থবহ অসংখ্য মুল শব্দ রয়েছে এবং এটি অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ।

আরবী ভাষাতে যথোপযুক্ত শব্দ এবং শব্দ-গুচ্ছ রয়েছে। এর দ্বারা সব ধরনের ভাব, কল্পনা ও সর্বপ্রকার অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব। যে কোন বিষয়বস্তু যথার্থতা এবং সম্পূর্ণতার সাথে এই ভাষাতে আলোচনা করা যায় যা অন্য সব ভাষার তুলনায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে আরবী মূল শব্দ বা ভিত্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ভাষা। এটি শত সহস্র মূল শব্দ নিয়ে গঠিত এবং বিশাল বৈচিত্র্যময় অর্থে পরিপূর্ণ। বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে জিনি, অন্য আরেকজন প্রামাণ্য খ্যাতনামা ভাষাবিদ আবূ আলীর বরাত দিয়ে দাবী করেছেন, আরবী ভাষার প্রতিটি অক্ষর পর্যন্ত স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন মিম, লাম্ এবং কাফ্ অক্ষর একত্রে শক্তির ধারণা প্রকাশ করে। এই অর্থ কম বেশি এরূপ সকল শব্দে বিধৃত যা এই অক্ষরগুলোর সাহায্যে গঠিত অথবা এই মূল থেকে উৎপন্ন। পূর্ববর্তী আয়াতে কুরআনকে 'এক সুস্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে, যা এই ভবিষ্যদ্বাণী বহন করেছে, এটি সর্বকালে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হতে থাকবে। বর্তমান আয়াত 'এক সুস্পষ্ট কিতাব'কে 'এটিকে কুরআনররূপে' বলে আখ্যায়িত করে ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে এটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পঠিত হবে এবং খুব সুচিন্তিতরূপে এর চর্চা করা হবে। এই বাস্তব ঘটনাটি ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে অন্য কোন গ্রন্থ কুরআনের তুল্য ব্যাপক এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়

১৩৫৭ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ④

★ ৪। আমরা তোমার প্রতি এ কুরআন ওহী করার মাধ্যমে তোমার কাছে সর্বোত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, যদিও তুমি এর আগে অনবহিতদের একজন ছিলে[১৩৫৮]।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ⑤

৫। (স্মরণ কর) ইউসুফ[১৩৫৯] [ক] যখন তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি (এবং) এদেরকে আমি আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে[১৩৬০] দেখেছি।'

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑥

৬। সে বললো, 'হে আমার স্নেহের পুত্র! তুমি তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্ন বর্ণনা করো না, নইলে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন একটা ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় [খ] শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑦ ع

★ ৭। আর এভাবেই (হবে যেমনটি তুমি দেখেছ), তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে [গ] বর্ণিত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা শেখাবেন। আর তিনি তাঁর নেয়ামত তোমার ও ইয়াকুবের[১৩৬১] বংশধরদের ওপর পূর্ণ করবেন যেভাবে এর পূর্বে তিনি তা তোমার দুই পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের ওপর পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১ [৭] ১১

দেখুন ঃ ক.১২ঃ১০১ খ. ২ঃ১৬৯, ১৮ঃ৫১ ৩৫ঃ৭ গ. ১২ঃ২২,১০২।

না। অধ্যাপক নলডিকি বলেন, 'যেহেতু কুরআনের ব্যবহারকারীগণ উপাসনালয়ে, বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্যভাবে খৃষ্টান দেশসমূহে বাইবেল পাঠের তুলনায় সংখ্যায় অধিকতর সেহেতু এটা ঠিকই বলা হয়েছে, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থ হলো কুরআন' (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, নবম সংস্করণ)।

১৩৫৮। হযরত ইউসুফ (আঃ)এর ঘটনাবলী নবী করীম (সাঃ) এর নিকট বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, ঐ সকল ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের জন্যেও পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত। ঐ সব ঘটনা রসূল করীম (সাঃ) এর ব্যক্তি-জীবনে এবং তাঁর ভাই কুরায়েশদের ব্যাপাারে পুনঃ সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত ছিল।

১৩৫৯। হযরত ইয়াকুব (আঃ) (যিনি ইসরাঈল নামেও পরিচিত) এর বারজন পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন রাহেলের গর্ভজাত দু'পুত্রের মধ্যে বড়। 'ইউসুফ' নামের অর্থ 'বৃদ্ধি' অর্থাৎ 'সদা প্রভু আমাকে আরও এক পুত্র দিন' (আদি পুস্তক-৩০ঃ২৪)।

১৩৬০। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে যে প্রথমে সূর্য এবং চন্দ্র ও পরে এগারটি নক্ষত্র ইউসুফ (আঃ)কে সিজদা করেছিল (আদি-৩৭ঃ৯)। কিন্তু কুরআন একে উল্টা করে বর্ণনা করেছে এবং ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা কুরআনে উল্লেখিত বর্ণনাকেই সমর্থন করে। কারণ ইউসুফ (আঃ) এর এগার ভাইই (এগার নক্ষত্র) প্রথমে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিবাদন করেছিল এবং তাঁর পিতা-মাতা পরবর্তীতে এসে মিলিত হয়েছিলেন। এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে তাঁর মাতা-পিতা ও ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

১৩৬১। বাইবেলে ইয়াকুব নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (আদি-২৭ঃ৩৬)। অতি প্রচলিত অভিমত হলো, 'ইয়াকুব' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে 'ইয়াআকুবেল' থেকে সংক্ষেপিত এবং এর বিভিন্ন অর্থ হয় যথাঃ 'খোদা অনুসরণ করেন' বা 'খোদা পুরস্কার দেন।' হযরত ইয়াকুব (আঃ) হলেন হযরত ইসহাক (আইসাক) ও রেবেকার পুত্র এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পৌত্র। তিনি ছিলেন ইসরাঈল জাতির ঐতিহ্যগত পূর্বপুরুষ এবং তৃতীয় গোষ্ঠীপতি হিসাবে খ্যাত (এসসাইকো, বিব, এন্ড যিউ এনসাইকো,)।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় (সত্য) সন্ধানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৯। (স্মরণ কর) তারা যখন (একে অন্যকে) বলেছিল, 'আমরা একটি শক্তিশালী দল[১৩৬২] হওয়া সত্ত্বেও *ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে অবশ্যই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। নিশ্চয় আমাদের পিতা এক সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।

اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

১০। (কাজেই) ইউসুফকে হত্যা কর[১৩৬৩] অথবা তাকে কোন এক জায়গায় ফেলে আস। (তাহলে) তোমাদের পিতার মনোযোগ কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যাবে। আর এরপর তোমরা (আবার) ভাল মানুষ হয়ে যেও।'

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

১১। তাদের একজন[১৩৬৪] বললো, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করোনা। (আর কিছু যদি করতেই চাও তাহলে) চারণভূমির কাছে অবস্থিত কোন এক কুঁয়োর গভীর তলদেশে তাকে ফেলে দিও। কোন কাফেলা তাকে (দেখতে পেয়ে) তুলে নিয়ে যাবে।'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝

১২। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! তোমার কী হয়েছে, ইউসুফের বিষয়ে তুমি আমাদের ওপর কেন আস্থা রাখ না? অথচ আমরা অবশ্যই তার শুভাকাঙ্ক্ষী!

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

১৩। তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। সে খেয়েদেয়ে বেড়াবে এবং খেলাধূলা করবে। নিশ্চয় আমরা তাকে দেখেশুনে রাখবো।'

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝

১৪। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছ, এটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলছে। আর তোমরা তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে গেলে আমার ভয় হয় নেকড়ে না আবার তাকে খেয়ে ফেলে[১৩৬৫]!'

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৯৬।

১৩৬২। যেরূপে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতৃবৃন্দ এই কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে তারা হযরত ইউসুফ থেকে সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও (তাদের ধারণামতে) তিনি পিতার আদরের পাত্র এবং তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু। একইভাবে কুরায়শ নেতারা বলেছিল যে কুরআনতো অবশ্যই মক্কা বা তায়ফের জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট লোকদের নিকট অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল (৪৩ঃ৩২)। তারা নবী করীম (সাঃ) এর 'নবুওয়তের' মহান মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাঁকে অতি নগণ্য ব্যক্তি মনে করে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতো।

১৩৬৩। যেভাবে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তদ্রূপ মক্কার কুরায়শরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল (৮ঃ৩১)।

১৩৬৪। 'কায়েলুন' এক ব্যক্তি বললো, অর্থাৎ তাঁর ভাই রিউবেন বা রুবিন বললো (আদি-৩৭ঃ২২)।

১৩৬৫। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ভাইদের দ্বারা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা হযরত ইয়াকূব (আঃ) পূর্বাহ্নেই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। তারা বললো, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও নেকড়ে যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত হব।'

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٦﴾

★ ১৬। এরপর তারা তাকে যখন নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপের তলদেশে ফেলে দিতে একমত হলো তখন আমরা তাকে (এই বলে) ওহী করলাম, 'নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাদের এ বিষয়টি (সম্পর্কে) তাদেরকে অবহিত করবে। কিন্তু তারা (তোমার পরিচয়) জানতে পারবে না।'

وَ جَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। আর তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে (দূরে) চলে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিষপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন এক নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা যত সত্যবাদীই হই না কেন তুমিতো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না[১৩৬৬]।'

وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٩﴾

★ ১৯। আর তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল। [ক]সে বললো, 'বরং তোমাদের মন এ (জঘন্য পাপ) কাজ তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছে[১৩৬৭]। সুতরাং (এখন) উত্তম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়) এবং তোমরা যা বলছ এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।'

وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। আর (সেখানে) এক কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি উত্তোলনকারীকে পাঠালো। আর সে তার বাল্‌তি (কূপে) ফেললো। সে (কাফেলার লোকদের) বললো, 'সুসংবাদ! এ যে এক কিশোর বালক'! তারা তাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে[১৩৬৮] লুকিয়ে রাখলো। আর তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৮৪।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে অবহিত হয়েছিলেন। সুতরাং পূর্বেই অভিযুক্ত করে তিনি যেন অবিকল সেই কথাগুলোই বল্‌লেন, যা তারা পরে তাদের ঘৃণ্য অপরাধ স্খালনের জন্য বলেছিল।

১৩৬৬। তাদের বাহানা মনের দুর্বলতাকে ফাঁস করে দিল এবং অপরাধী-মনের চিহ্ন তাদের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

১৩৬৭। এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের বর্ণনাকে একটি বানাওট বা মিথ্যা বলে ধরে নিয়েছিলেন।

১৩৬৮। মরুযাত্রীদল হযরত ইউসুফ (আঃ)কে মহা মূল্যবান পণ্য হিসেবে সতর্কতার সঙ্গে নিয়ে চললো।

২ [১৪] ১২

২১। আর তারা তাকে কয়েক দিরহামের নগণ্য মূল্যে বিক্রী করে দিল এবং তাকে দিয়ে তারা বেশি লাভবান হতে আগ্রহী ছিল না[১৩৬৮-ক]।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢١﴾

★ ২২। আর মিশরের যে ব্যক্তি[১৩৬৯] তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, 'তুমি একে সম্মানের সাথে রাখ। সে আমাদের কোন উপকারেও আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।' [ক]আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে (মর্যাদায়) প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং (এ বিশেষ মর্যাদা এ জন্য দিলাম) যেন আমরা তাকে বর্ণিত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা শিখিয়ে দেই। আর আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নে) পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

★ ২৩। [খ]আর সে যখন তার পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হলো আমরা তাকে বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣﴾

২৪। আর যে (স্ত্রীলোকটির) বাড়ীতে সে থাকতো সে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (কুকর্মে) প্ররোচিত করতে চেষ্টা করলো[১৩৭০] এবং সে (ঘরের) সব দরজা বন্ধ করে দিল আর বললো, 'তুমি আমার দিকে আস[১৩৭১]।' সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'আল্লাহ্‌র আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তিনিই,[১৩৭২] যিনি আমার বাসস্থানকে খুব সুন্দর বানিয়েছেন।' নিশ্চয় যালেমরা সফল হয় না।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৫৭; খ. ২৮ঃ১৫।

১৩৬৮-ক। 'ফীহি' শব্দের অর্থ 'তাকে' অথবা 'এটা', যা ইউসুফ (আঃ) অথবা মূল্য উভয়কে ইংগিত করে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেনটারী দ্রষ্টব্য)।

১৩৬৯। মিশরের অধিবাসী, যিনি ইউসুফ (আঃ)কে ক্রয় করেছিলেন, ইহুদী সাহিত্যে তিনি পটিফার নামে খ্যাত (এনসাইকো, বিব, এবং আদি-৩৯ঃ১)। তিনি রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, যাকে প্রাচীন আমলে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কর্মকর্তা মনে করা হতো।

১৩৭০। 'রাওয়াদহু' অর্থ সে চেষ্টা করেছিল অথবা তাকে কোন কিছুর প্রতি বা কিছু থেকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করার জন্য খোসামোদ করে অথবা কপট কৌশলের মাধ্যমে ফিরাতে চেয়েছিল (লেইন)।

১৩৭১। 'হাইতা' অর্থ 'আস' বা 'আগে আস' অথবা তাড়াতাড়ি কর, এবং বাগ্‌ধারা 'হাইতা লাক' অর্থ 'তুমি আস' বা 'এখন আস'। এর আরো অর্থ হয়, 'আস আমি তোমার জন্য প্রস্তুত (অথবা) আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত' (লেইন, মুফরাদাত)।

১৩৭২। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীলোকটি ইউসুফ (আঃ)কে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) তার কুমন্ত্রণাকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইন্নাহু রব্বী-অর্থ 'তিনি আমার প্রভু' কথাগুলো আল্লাহ্ তাআলাকেই ইংগিত করে, ইউসুফ (আঃ)এর মিশরীয় প্রভুকে নয়, যেমন কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এই ভুল করেছেন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٥﴾

★ ২৫। আর নিশ্চয় সে (স্ত্রীলোকটি) তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে[১৩৭৩] পড়েছিল এবং সে (অর্থাৎ ইউসুফ) যদি তার প্রভু-প্রতিপালকের[১৩৭৪] নিদর্শন দেখে না থাকতো তাহলে সেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এমনটি (এজন্যই) হয়েছিল যেন আমরা তার থেকে মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের বাছাইকৃত বান্দাদের একজন[১৩৭৫]।★

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৬। আর তারা উভয়েই দরজার দিকে ছুটলো। আর সে (স্ত্রীলোকটি তাকে নিজের দিকে টানতে গিয়ে) পিছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেললো। আর তারা উভয়েই তার স্বামীকে দরজার পাশে দেখতে পেল। (তখন) সে (স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে) বললো, 'যে ব্যক্তি তোমার গৃহিণীর সাথে পাপে লিপ্ত হতে চায় তাকে বন্দী করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে'?

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'এ-ই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুসলানোর চেষ্টা করেছে।' আর তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির) পরিবারেরই একজন সাক্ষী (এই বলে) সাক্ষ্য দিল, তার (অর্থাৎ পুরুষটির) জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকলে এ (স্ত্রীলোকটি) সত্য বলছে এবং সে (অর্থাৎ পুরুষটি) অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। কিন্তু সে (পুরুষটির) জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকলে এ (স্ত্রীলোকটি) মিথ্যা বলছে এবং সেই (পুরুষটি) সত্যবাদী।

১৩৭৩। ইউসুফের (আঃ) মালিকের স্ত্রী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে মনস্থ করেছিল। ইউসুফও তার (স্ত্রীলোকটির) অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ করতে মনস্থ করেছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে যে তিনি (ইউসুফ) কোনরূপ মন্দ চিন্তা করেননি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর মালিকের স্ত্রীকে কুমতলব থেকে বিরত রাখা।

১৩৭৪। খোলাখুলি নিদর্শন অর্থ ঐশী-নিদর্শনসমূহ যা ইউসুফ পূর্বেই দেখেছিলেন অর্থাৎ আশ্চর্য স্বপ্ন যার মধ্যে তাঁর জন্য ভবিষ্যতে মর্যাদালাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল (আয়াত-৫)। কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যে ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাতে পরবর্তী সময় তাঁর উচ্চপদ লাভ, যশ ও খ্যাতি অর্জন সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল (আয়াত-১৬) এবং কূপ থেকে জীবন্ত উদ্ধার পাওয়ার ঘটনার মধ্যেও পরিষ্কার নিদর্শন ছিল।

১৩৭৫। ঠিক যেরূপে ইউসুফ (আঃ)কে খোদাভক্তি ও সাধুতার পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল, সেই ভাবেই মক্কার পৌত্তলিকেরা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক ও অদ্বিতীয় খোদার প্রচার পরিত্যাগ করলে তাঁকে তাদের বাদশাহ্ করবে অথবা তাঁকে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী করে দিবে অথবা আরবের সর্বোত্তম সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিবে বলে তারা প্রলোভন দেখিয়েছিল। এই প্রস্তাব আঁ হযরত (সাঃ) ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যখ্যান করেছিলেন একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে–'যদি তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দাও তবুও আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার প্রচার ত্যাগ করবো না' (হিশাম)।

★ [আলোচ্য আয়াতে হাম্মা বিহা এর অর্থ এই নয় যে হযরত ইউসুফ (আ:)ও কুকর্ম করতে মনস্থির করেছিলেন। বরং এ শব্দগুলোকে লাও লা আন রাআ বুরহানা রব্বিহী বাক্যাংশের সাথে একত্রে পড়তে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে, ইউসুফ (আ:) তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই যদি নিদর্শন দেখে না থাকতেন তাহলে তিনিও সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। কোন কোন তফসীরকার 'বুরহান' বলতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত এক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ 'বুরহান' দ্বারা এমন কোন নিদর্শন বুঝায় না যা হযরত ইউসুফ (আ:) সেই ঘটনার সময় তাৎক্ষণিকভাবে দেখেছিলেন। বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শৈশব থেকেই বহু ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে এসেছিলেন যা অবলোকনের পর তাঁর পক্ষে মন্দ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯। সুতরাং সে[১৩৭৬] (অর্থাৎ গৃহস্বামী) যখন দেখলো তার (অর্থাৎ ইউসুফের) জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে (তার স্ত্রীকে) বললো, 'নিশ্চয় এ (ঘটনাটি) তোমাদের (নারীদেরই) ছলচাতুরীতে ঘটেছে। তোমাদের ছলচাতুরী নিশ্চয় ভয়ঙ্কর[১৩৭৭]।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۲۹﴾

৩০। হে ইউসুফ! এ (স্ত্রীলোকটির ছলচাতুরী) উপেক্ষা কর এবং (হে স্ত্রীলোক!) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তুমিই দোষী।

৩০
[৩]
৯

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٜ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿۳۰﴾

৩১। আর শহরের মহিলারা বলাবলি করলো, 'আযীযের[১৩৭৮] স্ত্রী তার যুবক-দাসকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে (মন্দ কাজ) করাতে চাচ্ছে নিশ্চয় (ইউসুফের প্রতি) তার প্রেম তার হৃদয়কে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে[১৩৭৯]। নিশ্চয় আমরা তাকে এক সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় দেখতে পাচ্ছি।'

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۱﴾

৩২। আর সে (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রী) যখন তাদের কানাঘুষার কথা শুনতে পেল সে তাদের ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করলো। আর সে তাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দিল। এরপর সে (ইউসুফকে) বললো, 'এদের সামনে আস।' তারা তাকে দেখা মাত্রই তাকে মহামর্যাদাবান বলে বুঝতে পারলো[১৩৭৯-ক] এবং (বিস্ময়ে হতবাক হয়ে) [ক]নিজেদের হাত কেটে ফেললো[১৩৮০]। আর তারা বলে উঠলো, [খ]'আল্লাহ্ মহিমান্বিত। এ তো মানুষ নয়। এ যে এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা!'★

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۲﴾

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৫১ খ. ১২ঃ৫২।

১৩৭৬। এখানে 'সে' সর্বনাম বাড়ীর মালিককে ইঙ্গিত করছে, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাকে নয়।

১৩৭৭। স্ত্রীর দুর্নাম যতদূর সম্ভব ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্য পটিফার নারীদের শঠতাপূর্ণ চক্রান্তের কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়।

১৩৭৮। 'আল্ আযীয' শব্দ পটিফার এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি রাজার রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। মনে হয় নবী করীম (সাঃ) এর যুগে মিশরের প্রধান প্রধান উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে 'আযীয' উপাধিতে অভিহিত করা হতো।

১৩৭৯। আরবী পরিভাষায় বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি ভালবাসা উক্ত মহিলার অন্তরের অন্তস্তলে নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অথবা তার প্রতি ভালাবাসা তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল অথবা তার হৃদয়ের আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলেছিল (লেইন)।

১৩৭৯-ক। তারা তাঁকে পবিত্র, নিষ্পাপ, নির্দোষ ও গম্ভীর ব্যক্তিত্ব বলে মনে করলো।

১৩৮০। এর ব্যাখ্যা এই হতে পরে, যখন সেই রমনীকুল হযরত ইউসুফ (আঃ)কে দেখলো তারা তাঁর পবিত্র, নিষ্পাপ ও সৌম্যমূর্তি চেহারা দেখে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে অন্যমনস্কভাবে হস্তস্থিত ছুরি দ্বারা ফলের পরিবর্তে নিজেদের হাতটা কেটে বসলো। অথবা এই বাক্য মহিলাদের বিস্ময়াভিভূত হওয়ার অবস্থার চিত্রাংকণ বলা যেতে পারে। আরবী বাগ্‌ধারায় 'আয্‌যুল আনামেলে' (অর্থ দাঁতে আঙ্গুল কাটা) বিস্ময় বা হতবাক প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যেহেতু কোন কোন সময় বস্তুর নাম উহার অংশ বিশেষকেও বুঝায়, সেহেতু এখানে হাত শব্দ দ্বারাও হাতের আঙ্গুল বুঝায়। তালমুদ কিতাবে উল্লেখ রয়েছেঃ মেহমানদের কমলা লেবু দেয়া হয়েছিল এবং তারা (মহিলারা) যোসেফের (হযরত ইউসুফ-আঃ) প্রতি তাকিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে গেল এবং অন্যমনস্ক হয়ে তাদের অনেকে নিজের হাতের আঙ্গুল কেটে বসলো (যিউ এনসাইক ও তালমূদ)।

★ ['কাত্তা'না আয়দিয়া হুন্না' (অর্থাৎ তারা তাদের হাত কেটে ফেললো) শব্দগুলো যেভাবে কুরআন করীমে ব্যবহার করা হয়েছে এর আক্ষরিক বা রূপক অর্থ করা যেতে পারে বলে হযরত ইমাম রাগেব (রহ:) মত ব্যক্ত করেছেন। এ স্থলে এ শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ হবে, ধারাল কোন অস্ত্রের মাধ্যমে হাত কেটে ফেলা। বলা বাহুল্য আল্ কুরআন নিশ্চয় এ অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। আর ঘটনার

★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩। সে (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রী) বললো, 'দেখ, এ সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করেছ। আর নিশ্চয় আমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুসলানো সত্ত্বেও সে (পাপ কাজ থেকে) নিজেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি তাকে যে আদেশ দিচ্ছি সে যদি তা পালন না করে তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নির্ঘাত লাঞ্ছিতদের একজন বলে গণ্য হয়ে যাবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা আমাকে যে দিকে ডাকছে এর চেয়ে কারাবরণ করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি যদি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে মুক্ত না কর তাহলে আমি এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۵﴾

৩৫। সুতরাং তার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনলেন এবং তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾ ع

৩৬। এরপর তার সব লক্ষণ (অর্থাৎ ইউসুফের নির্দোষ হবার লক্ষণ) প্রত্যক্ষ করার পর (দুর্নাম থেকে বাঁচার) জন্য তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করাটাই তাদের (অর্থাৎ শাসকদের) কাছে সমীচীন বলে মনে হলো[১৩৮১]।

৪ [৬] ১৪

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর তার সাথে দু'জন যুবককেও কারাবন্দী করা হলো। তাদের একজন বললো, 'নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) মদ বানানোর জন্য (আঙ্গুর) নিংড়ে রস বের করছি বলে দেখেছি।' আর অপরজন বললো, 'আমি (স্বপ্নে) আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে[১৩৮২] বলে দেখেছি'। তুমি এর ব্যাখ্যা আমাদের জানিয়ে দাও। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি অবশ্যই একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক।

প্রেক্ষিতে এ ধরনের অবস্থাও অচিন্ত্যনীয়। এ অর্থের বিকল্পরূপে কোন কোন কুরআন বিশারদ 'হাত কাটার' ক্রিয়াটিকে সামান্য ও অল্পক্ষত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শব্দগুলোর আভিধানিক ব্যবহার কখনো এ কথাকে সমর্থন করে না। অতএব আক্ষরিক বা রূপক উভয় অর্থের কেবল একটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এ প্রেক্ষাপটে শব্দগুলোর রূপক অর্থ নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ প্রকাশভঙ্গীর অর্থ হলো, তারা তাঁকে তাদের নাগালের বাইরে মনে করলো এবং তারা নিজেদের পরাজয় মেনে নিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৮১। সেনা অধিনায়ক পটিফার এর স্ত্রীর দুর্নাম রটে যাওয়ায় তার লোকেরা হয়তো ভেবেছিলঃ এই কলঙ্কময় রটনাকে বন্ধ করতে হলে ইউসুফকে কয়েদীর বেশে জেলে পাঠানো উচিত এবং তাকে অপরাধী মনে করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে এবং এই স্ত্রীলোকটির অপবাদ ইউসুফের উপর বর্তাবে।

১৩৮২। মাদকদ্রব্য এবং রুটি প্রস্তুতকারীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানার জন্য আদি পুস্তক-৪০ দ্রষ্টব্য।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهٖ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। সে বললো, 'তোমাদের কাছে তোমাদের দু'জনের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদের জানিয়ে দিব। (স্বপ্নের ব্যাখ্যার) এ (জ্ঞান আমি সেই) জ্ঞান (থেকে লাভ করেছি) যা আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয় আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতবাদ পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা পরকালেও অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। [ক]আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের ধর্মের অনুসরণ করেছি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ (তৌহীদের শিক্ষা) আমাদের ও (বিশ্বাসী) মানুষদের ওপর আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (বল দেখি) ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রভু উত্তম, নাকি প্রবলপরাক্রান্ত এক আল্লাহ্‌ উত্তম?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

★ ৪১। [খ]তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে কেবল এমনসব নামের উপাসনা করছ যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা (কল্পিত উপাস্যদের) দিয়ে রেখেছ যার সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। [গ]সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। [ঘ]তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। [ঙ]এ হলো চিরস্থায়ী ও স্থিতিদানকারী ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।★

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো,) তোমাদের একজন তার মালিককে মদ পান করাবে। আর অন্যজনকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে এবং পাখি তার মাথা থেকে (ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে) খাবে। যে বিষয়ে তোমরা দু'জন আমার কাছে (ব্যাখ্যা) জানতে চেয়েছ এ (সম্পর্কে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হয়েছে।

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَأَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ ع ٥ ١٥

৪৩। আর তাদের দু'জনের মাঝে যে মুক্তি পাবে বলে সে (অর্থাৎ ইউসুফ) মনে করেছিল তাকে সে বললো, 'তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তার মালিককে (এ কথা) স্মরণ করাতে তাকে ভুলিয়ে দিল। সুতরাং কয়েক[১৩৮৩] বছর সে (অর্থাৎ ইউসুফ) কারাগারেই পড়ে রইল।

৫
[৭]
১৫

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৩৪ খ. ৭ঃ৭২; ৫৩ঃ২৪ গ. ৬ঃ৫৮; ১২ঃ৬৮ ঘ. ২ঃ৮৪; ১৭ঃ২৪; ৪১ঃ১৫ ঙ. ৩০ঃ৩১; ৯৮ঃ৬।

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ১৩৮৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪৪। বাদশাহ্ বললো, 'নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখছি, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ ও অন্য (সাতটি) শুক্নো শীষও (দেখছি)। হে পারিষদবর্গ! তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَٰيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তারা বললো, 'এসব হলো এলোমেলো স্বপ্ন এবং এ ধরনের উদ্ভট (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা কর'র জ্ঞান আমাদের নেই।'

قَالُوٓا أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। আর সেই দুই (কয়েদীর) মাঝে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের কথা যার) মনে পড়লো সে বললো, 'আমি এর ব্যাখ্যা (সম্পর্কে) তোমাদের জানাব। অতএব তোমরা আমাকে (ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।'

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٦﴾

৪৭। হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! স্বপ্নে দেখা সাতটি মোটা-তাজা গাভী, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা (গাভী) খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ এবং অন্য (সাতটি) শুক্নো শস্যের শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যেন তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) জানতে পারে।

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। সে বললো, 'তোমরা একাধারে সাত বছর চাষাবাদ করবে এবং যে ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে নিজেদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে বাকীটা শীষসহ সংরক্ষণ করবে।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এর পরপরই কঠিন সাতটি (বছর) আসবে[১৩৮৪], যা তোমাদের এ (বছর)গুলোর জন্য পূর্ব থেকে জমিয়ে রাখা (শস্যভান্ডার) নি:শেষ করে ফেলবে। তবে সেই সামান্য অংশের কথা ভিন্ন যা তোমরা (ভবিষ্যত চাষাবাদের জন্য) সংরক্ষণ করবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٩﴾

★ ৫০। এরপর (এমন) এক বছর আসবে যখন প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে লোকদের অনুগৃহিত[১৩৮৫] করা হবে এবং তারা এ (বছরে ফলমূল ও শস্যদানা থেকে রস ও তেল) নিংড়াবে[১৩৮৬]।

৬ [৭] ১৬

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٥٠﴾ ع

★ [কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী 'ক্বায়িম' শব্দটি প্রবল শক্তিশালী প্রভৃতি গুণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ শব্দটি বিষয়াবলীর সহজ ও সরলীকরণের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। অতএব সব ধর্মমতের অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোকে 'দীনুল কায়্যিম' হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই শব্দের জন্য সূরা বাইয়েনহ্ ৯৮:৬ দ্রষ্টব্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৮৩। "বিয্উন" সংখ্যা বুঝায়, কিন্তু এর দ্বারা সাধারণত তিন থেকে নয় সংখ্যা বুঝায় (লেইন)।

১৩৮৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আরব দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল যা সুদীর্ঘ সাত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তা এতই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ছিল যে লোকেরা মৃতের পচা গলিত মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল (বুখারী)।

১৩৮৫ ও ১৩৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১। আর বাদশাহ্ বললো, 'তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আস।' অতএব দূত যখন তার কাছে গেল সে বললো, 'তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে [ক]তাকে জিজ্ঞেস কর সেই মহিলাদের অবস্থা কী যারা নিজেদের হাত কেটেছিল[১৩৮৭]? নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।'*

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۲﴾

★ ৫২। সে (অর্থাৎ বাদশাহ্) বললো, '(হে মহিলারা!) তোমাদের (আসল) ব্যাপারটি কী ছিল যখন ইউসুফকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (পাপকাজে) তোমরা ফুসলাতে চেয়েছিলে?' [খ]তারা বললো, '(এরূপ মানুষ সৃষ্টি করার জন্য) আল্লাহ্ মহিমান্বিত![১৩৮৮] আমরা তার মাঝে কোন দোষ দেখতে পাইনি'। আযীযের স্ত্রী বললো, 'এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে (পাপকাজে) ফুসলাতে চেয়েছিলাম। আর নিশ্চয় সে-ই সত্যবাদী।'

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۳﴾

★ ৫৩। (ইউসুফ বলেছিল,) 'এ (কথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য) হলো, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং (সবাই যেন জানতে পারে) নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফল হতে দেন না।

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৩২; খ. ১২ঃ৩২।

১৩৮৫। 'ইউগাছু' শব্দের অর্থঃ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে বা তাদের দুর্দশা দূরীভূত করা হবে, অথবা তাদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করা হবে। কোন কোন খৃষ্টান লেখক অজ্ঞতার কারণে আপত্তি উত্থাপন করে লিখেছে যে মিশরে যেহেতু বৃষ্টি কদাচিত হয় এবং জমির উর্বরতা নীল নদের জোয়ারের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কুরআন শরীফের বর্ণনা সাধারণ ভৌগলিক বিষয়াদির বিরোধী। স্পষ্টত উল্লেখিত শব্দের দু'টি অর্থ কুরআনের উক্তির সাথে মিলে যায়। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা হয় তবুও আপত্তির কোন স্থান নেই। কারণ যদিও মিশরের ভূমির উর্বরতা নীল নদের প্লাবন-ভিত্তিক, তবু নীলের এই প্লাবনও নির্ভর করে এর উৎপত্তিস্থল পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণের উপর।

১৩৮৬। "ইয়াসিরুন" শব্দ 'আসিরা' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ঃ (১) সে বস্তুটিকে চাপ দিয়ে রস নিংড়ালে, (২) সে তাকে সহায়তা করলো বা উদ্ধার করলো বা রক্ষা করলো বা সংরক্ষণ করলো, (৩) সে কাউকে কিছু দিল বা কারো কিছু উপকার করলো (লেইন)।

১৩৮৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন সাধারণ ব্যক্তি নন – এটা উপলব্ধি করে বাদশাহ্ তাকে কয়েদখানা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত না তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনার আদ্যোপান্ত তদন্ত হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, সে পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) মুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর এই তদন্ত দাবী করার দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত বাদশাহ্ যেন জানতে পারেন যে তিনি নির্দোষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতে দুষ্ট লোকেরা যেন তাঁর শাস্তির অভিযোগের কারণ দেখিয়ে বাদশাহ্‌র মন বিষাক্ত করে তুলতে না পারে। দ্বিতীয়ত তাঁর উপকারী পটিফার যেন এই ভুল ধারণার বশবর্তী না থাকতে পারে যে ইউসুফ তার প্রতি অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছিল।

★ [এ সূরার ৩২ আয়াতে হুযূর রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

১৩৮৮। এই বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে যে মেহমান মহিলাদের হাত (আঙ্গুল) বাস্তবিকই কেটেছিল। নতুবা ইউসুফ (আঃ) এই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করতেন না। হয়ত হতভম্ব হয়ে অথবা আলাপে নিমগ্ন হয়ে অন্যমনস্কভাবে মহিলাদের অনেকে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। অর্থাৎ তারা অসাবধানতার মধ্যে পতিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতই যদি এরূপ না ঘটে থাকতো তবে হযরত ইউসুফ (আঃ) হাত কাটার কথা উল্লেখ করতেন না। 'হাশা লিল্লাহে' অর্থ আল্লাহ্ বাঁচান, বা আল্লাহ্ মহিমান্বিত! (লেইন)।

★ ৫৪। আর আমি নিজেকে দুর্বলতামুক্ত বলে দাবী করি না। কেননা মানবপ্রবৃত্তি নিশ্চয় মন্দের দিকে প্ররোচিত করে থাকে। তবে আমার প্রভু-প্রতিপালক যার প্রতি দয়া[১৩৮৯] করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

১৩তম পারা

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। আর বাদশাহ্ বললো, 'তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে নিজের (বিশেষ কাজের) জন্য বেছে নিব।' অতএব সে যখন তার সাথে আলাপ করলো তখন সে (ইউসুফকে) বললো, 'নিশ্চয় আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অতি মর্যাদাবান (ও) বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'তুমি আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত কর। নিশ্চয় আমি উত্তম রক্ষক[১৩৯০] (এবং এ বিষয়ে) জ্ঞানী।'

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٦﴾

৫৭। [ক]আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। সে যেখানে চাইতো সেখানে অবস্থান করতো। [খ]আমরা যাকে চাই আমাদের কৃপায় ভূষিত করে থাকি। আর আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান বিনষ্ট হতে দেই না।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৭ [৮] ১ ৫৮। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে পরকালের পুরস্কার তাদের জন্য (হবে) উত্তম।

وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٨﴾

★ ৫৯। আর ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদের চিনতে পারলো, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ২২ খ. ২ঃ১০৬; ৩ঃ৭৫ গ. ১২ঃ১৬।

১৩৮৯। এই খণ্ড বাক্য 'ইল্লা মা রাহিমা রাব্বী' (ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন) তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ঃ (ক) সেই নফস যার উপর আল্লাহ তাআলার দয়া আছে, 'মা' শব্দাংশ এখানে 'নাফস' অর্থে ব্যবহৃত; (খ) সে ছাড়া যার উপর আমার প্রভু দয়া করেন, এখানে 'মা' মানুষ বা লোক অর্থে ব্যবহৃত (গ) হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলারই করুণা যাকে পছন্দ করেন তাকে রক্ষা করে থাকেন। এই তিনটি অর্থ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিন প্রকারের অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যখন মানুষ আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা অর্জন করে যে অবস্থাকে 'নফসে মুতমা'ইন্নাহ' বা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা বলা হয় (৮৯ঃ২৮)। দ্বিতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য যে এখনো 'নফসে লাও ওয়ামাহ' বা পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার অবস্থায় রয়েছে (৭৫ঃ৩), অর্থাৎ যখন মানুষ তার পাপাচারের এবং স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ বা লড়াই করতে থাকে, কখনো এই কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে পারে, আবার কখনো এদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে যায়। তৃতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যার মধ্যে কুবৃত্তি বা পশুত্ব প্রবল থাকে বা প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। এই অবস্থাকে 'নফসে আম্মারাহ' বা বেশী বেশী মন্দ কার্যে আদেশ দানকারী আত্মা বলা হয়।

১৩৯০। ইউসুফ (আঃ) খাজাঞ্চিখানা বা অর্থ দপ্তরের কাজ পছন্দ করলেন। তাঁর উক্ত পছন্দ সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে ছিল যাতে তিনি এই দপ্তর পরিচালনায় একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করতে পারেন যার সাথে বাদশাহ্র স্বপ্ন সত্যে বাস্তবায়িত হওয়া গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٦٠﴾

★ ৬০। আর সে যখন তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে দিল তখন সে বললো, 'তোমাদের পিতার[১৩৯০-ক] দিক থেকে তোমাদের যে এক ভাই আছে তাকে নিয়ে আস। তোমরা কি দেখছ না, আমি (শস্য-বরাদ্দ) নিশ্চয় পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিসেবক?

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦١﴾

৬১। আর তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে এলে তোমাদের জন্য আমার কাছে (শস্যের) কোন পরিমাণ (বরাদ্দ) থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছে (আর) এসো না।'

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তারা বললো, 'আমরা তার পিতাকে তার ব্যাপারে অবশ্যই রাজী করাতে চেষ্টা করবো। আর নিশ্চয় আমরা এ (কাজ) করেই ছাড়বো।'

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। আর সে তার কর্মচারীদের বললো, 'তোমরা তাদের পূঁজি তাদের মালপত্রের মাঝে রেখে দাও যেন তাদের পরিবারপরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তারা এ (অনুগ্রহের বিষয়) জানতে পারে। সম্ভবত (এতে করে) তারা আবারো ফিরে আসবে।'

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। এরপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও যেন আমরা আমাদের (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ পেতে পারি। আর আমরা নিশ্চয় তার হিফাজত করবো।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। সে বলল, 'আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো যেভাবে ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম?' এক্ষেত্রে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং তিনিই দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ

৬৬। আর তারা যখন নিজেদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পূঁজি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৩৯০-ক। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর বারজন পুত্র ছিল। যোসেফ ও বেনজামিন এই দুই পুত্র তাঁর স্ত্রী রাহেলের গর্ভজাত এবং বাকী দশ জন পুত্র অন্য স্ত্রীদের সন্তান।

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾

তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের (আর) কী চাওয়ার আছে? এই দেখ আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে! আর (আমাদের ভাই আমাদের সাথে গেলে) আমরা আমাদের পরিবারের জন্য শস্যাদি নিয়ে আসবো এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাজত করবো। আর আমরা আরো এক উট বোঝাই[১৩৯১] (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বেশি পাব। এ (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ (পাওয়া) অতি সহজ।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾

৬৭। সে (অর্থাৎ ইয়াকূব) বললো, 'তোমরা তাকে আমার কাছে অবশ্যই (ফিরিয়ে) নিয়ে আসবে, এ মর্মে আমার কাছে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না। তবে তোমরা নিজেরাই (চরম বিপদে) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে সে কথা ভিন্ন। অতএব তারা যখন তাকে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করলো তখন সে বললো, 'আমরা যা-ই বলছি আল্লাহ্‌ এর পর্যবেক্ষক।'

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। আর সে বললো, 'হে আমার পুত্ররা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌র (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবো না। সিদ্ধান্ত দেয়া একমাত্র আল্লাহ্‌রই (হাতে)। ক তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর সব ভরসাকারীর ভরসা করা উচিত।'

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

★ ৬৯। আর তাদের পিতা যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল তারা যখন সেভাবে প্রবেশ করলো তখন তা আল্লাহ্‌র (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজেই এল না। তবে ইয়াকূবের অন্তরে এক স্বত:লব্ধ জ্ঞানের (দরুন) যে আকাঙ্খা ছিল তা সে এভাবে পূর্ণ করলো[১৩৯২]। আর নিশ্চয় সে (মহান) জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। কারণ আমরা তাকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

৮ [১১] ২

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৫৭, ৮৯; ১৪ঃ১২।

১৩৯১। "এক উট বোঝাই" এর অর্থ একটি উট্‌ যে পরিমাণ ভার বহন করতে পারে, সেই পরিমাণ বোঝা উটের পিঠের উপরে বহন করে আনা।

১৩৯২। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন অথবা ঐশী-বাণীর মাধ্যমে সম্ভবত সংবাদ পেয়েছিলেন যে মিশরের সেই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ) ছাড়া আর কেউ নয়। সেই জন্যই তিনি তাঁর পুত্রদের পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবশে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বেনজামিনের সাথে একা সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

৭০। আর তারা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো তখন সে তার (আপন) ভাইকে নিজের কাছে স্থান দিয়ে বললো, 'নিশ্চয় আমি তোমার ভাই। কাজেই তারা যা করে এসেছে এর জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧٠

৭১। অতএব সে যখন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তাদেরকে (বিদায়ের জন্য) প্রস্তুত করলো তখন সে (ভুলক্রমে) তার ভাইয়ের মালপত্রের মাঝে পানপাত্র রেখে[১৩৯৩] দিল। এরপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো, 'হে কাফেলার লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা চোর[১৩৯৪]।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝٧١

৭২। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) তাদের দিকে ফিরে বললো, 'তোমরা কী হারিয়েছ?'

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝٧٢

৭৩। তারা বললো, 'আমরা শস্য মাপার শাহীপাত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং যে-ই এটা (খুঁজে) নিয়ে আসবে তাকে (পুরস্কারস্বরূপ) এক উট বোঝাই (খাদ্যশস্য) দেয়া হবে। আর আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'★

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝٧٣

৭৪। তারা (উত্তরে) বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই জান আমরা এদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝٧٤

৭৫। তারা বললো, 'তোমরা যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও তাহলে এর শাস্তি কী হবে'?

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٧٥

১৩৯৩। 'জায়ালা' শব্দের অর্থ 'রাখলো'। এটি এই অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে যে ইউসুফ (আঃ) নিজেই পেয়ালাটি তাঁর ভাইয়ের থলের মধ্যে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে তার সফরে সেটা ব্যবহার করতে পারে, অথবা পেয়ালাটি হয়তবা ঘটনাক্রমে ইউসুফের অজান্তে বেনজামিনের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

১৩৯৪। এরূপ বললে ভুল হবে যে ইউসুফ (আঃ) নিজেই তাঁর ভাইদের থলেতে পেয়ালটি রাখার নির্দেশ দিয়ে পরে তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। এইরূপ কর্ম ইউসুফ (আঃ) এর মর্যদার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা পানপাত্র ছিল (সিকাইয়াহ্) যা ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইয়ের থলিতে রাখবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অথচ রাজকীয় ঘোষণাকারীর প্রচারানুযায়ী যা হারিয়েছিল তা ছিল 'সুওয়া'আ' অর্থাৎ পরিমাপ করার পাত্র, পান-পাত্র নয়। মনে হয় বহু বছরের বিচ্ছেদ অবসানের পর স্বল্পকালের সাক্ষাৎ শেষে ভাইদের ফিরতি সফরের প্রস্তুতি পর্বে সাহায্য করার উত্তেজনায় এবং ভাই বেনজামিনের আশু বিদায় ও বিয়োগ-ব্যাথায় হযরত ইউসুফ (আঃ) পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলেন। রাজকীয় পরিমাপ-পাত্রে তাঁর জন্য পানি আনা হয়েছিল। এই জাতীয় পাত্র সেই যুগে পরিমাপ এবং পানীয় পান করা উভয় কাজেই ব্যবহৃত হতো। পিপাসা নিবারণ করার পর ইউসুফ)আঃ) অন্যমনস্কভাবে পাত্রটি বেনজামিনের মালপত্রের মধ্যেই রেখেছিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে ও অজান্তে তাঁর ভাইয়ের মাল-পত্রের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন, কি প্রকারে এটি ঘটেছিল। কিন্তু তিনি মনে করলেন, আদ্যোপান্ত ঘটনাটি আল্লহ্ তালাআর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে — হয়ত বেনাজামিনের পিছনে থেকে যাওয়ার জন্যই। এটা ভেবে তিনি পরিণামদর্শী বিজ্ঞের মতই মরু-যাত্রীদের দল বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নীরব রইলেন।

★ [শাহীপাত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে রাখা হয়নি বরং ভুলক্রমে এমনটি হয়েছিল। নতুবা আল্লাহ্ তাআলা একথা বলতেন না 'আমরা এভাবেই ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম।' এ পরিকল্পনা যদি ইউসুফের নিজেরই হয়ে থাকতো তাহলে আল্লাহ্ এ ঘটনাটিকে নিজের প্রতি আরোপ করতেন না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٦

৭৬। তারা (উত্তরে) বললো, 'এর শাস্তি হলো, যার মালপত্রে এ (শাহীপাত্রে) পাওয়া যাবে সে নিজেই এ (কাজের) শাস্তির (দায়ভার গ্রহণ করবে)[১৩৯৫]। এভাবেই আমরা অন্যায়কারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।'

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝٧٧

৭৭। এরপর সে (অর্থাৎ ঘোষক)[১৩৯৬] তার (অর্থাৎ ইউসুফের) আপন ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্যদের বস্তা (তল্লাশি) আরম্ভ করলো[১৩৯৬-ক] (এবং) এরপর তার ভাইয়ের বস্তা থেকে সেই (শাহীপাত্র) বের করে আনলো। এভাবেই আমরা ইউসুফের[১৩৯৭] জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম। আল্লাহ্ যদি না চেয়ে থাকতেন তাহলে সে তার ভাইকে বাদশাহ্র আইন অনুযায়ী (নিজের কাছে) ধরে রাখতে পারতো না। [ক]আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানের অধিকারীর উর্ধ্বে একজন সর্বজ্ঞানী আছেন।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝٧٨

৭৮। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) বললো, 'এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে (অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ) তার এক ভাইও এর পূর্বে চুরি করেছিল[১৩৯৮]।' কিন্তু ইউসুফ এ (অভিযোগের প্রতিক্রিয়া) নিজের মনে লুকিয়ে রাখলো এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না। সে (কেবল মনে মনে) বললো, 'তোমরা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।'

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٧٩

৭৯। তারা বললো, 'হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা[১৩৯৯] আছে। অতএব এর স্থলে আমাদের কাউকে (আটক) রাখ। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।'

[ক] দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৮৪।

১৩৯৫। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা উত্তেজনা ও আক্ষেপে নিজেরাই বলে উঠলো যে যার থলিতে পরিমাপ-পাত্রটি পাওয়া যাবে তাকে তার আচরণের জবাবদিহি করার জন্য ধরে রাখা উচিত। এইভাবে ইউসুফ তাঁর ভাইকে চুরির অভিযোগে দায়ী না করে নিজের কাছে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৩৯৬। এখানে 'সে' সর্বনাম (পরিমাপ-পাত্র হারানো সম্বন্ধে) ঘোষণাকারীকে বুঝাচ্ছে এবং স্বভাবতই উক্ত ব্যক্তি তল্লাশী করতে এগিয়ে এসেছিল।

১৩০৬-ক। অন্যান্য যাত্রীদের থলে প্রথমে তালাশ করার পর শেষে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের থলে তল্লাশী করা হয়। এটা করা হয়েছিল এক বিশেষ বিবেচনার কারণে, যা তিনি তাঁর ভাই বেনজামিনের প্রতি দেখিয়েছিলেন।

১৩৯৭। এই সকল ঘটনাই আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা। এতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কোন হাত ছিল না। রাজকীয় বা সরকারী পরিমাপ পাত্রটি, যাতে তিনি ঘটনার সময় পানি পান করেছিলেন, সম্পূর্ণ আনমনা হয়ে তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখেছিলেন এবং তাঁর ভাইদের নিজেদের প্রস্তাব মতেই ইউসুফ (আঃ) বেনজামিনকে রেখে দিতে পেরেছিলেম। এভাবেই অবস্থার সাথে ঐশী ইচ্ছার সংযোগের ফলে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৩৯৮। এক পাপ অন্য পাপের পথ দেখায়। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা প্রথমে তাঁকে নিহত করতে চেয়েছিল, এখন তারা একেবারে নির্লজ্জভাবে তাঁর প্রতিই চুরির অভিযোগ আরোপ করে বসলো।

১৩৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮০। সে বললো, 'আমরা আমাদের জিনিষ যার কাছে পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক রাখার মত কাজ থেকে (আমরা) আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। (এমনটি করলে) নিশ্চয় আমরা যালেম বলে গণ্য হব।'

৯ [১১] ৩

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

★ ৮১। আর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা গোপন সলাপরামর্শ করে[১৩৯৯-ক] (সেখান থেকে) সরে গেল। তাদের বড় (ভাই)[১৪০০] বললো, "তোমাদের কি জানা নেই তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে নিশ্চয় আল্লাহ্র নামে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিল? আর (এর) পূর্বে ইউসুফের প্রতি তোমরা যে অন্যায়অবিচার করেছিলে (তা স্মরণ কর)। অতএব আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ্ আমার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত আমি কখনো এ দেশ ছেড়ে যাব না। আর বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বোত্তম।

فَلَمَّا اسْتَايْــَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۱﴾

৮২। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি এর বাইরে আমরা কোন সাক্ষ্য দিচ্ছি না আর অদৃশ্যে (ঘটে যাওয়া) বিষয়ের ওপর আমাদের কোন হাতও ছিল না।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۲﴾

৮৩। অতএব আমরা যেখানে ছিলাম[১৪০১] সেই জনপদ(বাসীকে) এবং যাদের সাথে আমরা এসেছি সেই কাফেলাকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

وَسْــَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۳﴾

১৩৯৯। বেনজামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা তাকে ত্যাগ করতে চললো, এমনকি বেনজামিনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করার ভঙ্গীতে বললো, "এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে।" অর্থাৎ সে যেন তাদের ভাই নয় তাদের এমন ভাব।

১৩৯৯-ক। নাজিয়া অর্থ ঃ (১) গোপন, (২) কোন ব্যক্তি যাকে গোপন ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয়, (৩) কারো সাথে গোপনে সলাপরামর্শ করা, (৪) গোপনে সলাপরামর্শের কাজ (আকরাব)।

১৪০০। বাইবেলের মতে তাদের চতুর্থ ভাই 'যুদা' বা ইহুদা'(সর্বজ্যেষ্ঠ রুবিন নয়) বেনজামীনকে ছেড়ে পিতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকার করলো। কুরআন করীমে 'কবীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বড় বা 'বয়োজ্যেষ্ঠ', 'আকবর' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যার অর্থ 'সর্বাপেক্ষা বড় বা সর্বজ্যেষ্ঠ'। অতএব যুদা বা ইহুদা ছিল ইয়াকুব (আঃ) এর চতুর্থ পুত্র এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাছাড়া কবীর অর্থ বড় বা জ্যেষ্ঠ, নেতা এবং সম্মানে বা মর্যাদায় বড় এবং শেষোক্ত অর্থেই এই আয়াতে শব্দটি (কবীর) ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটা ইহুদাকে বুঝাচ্ছে, রুবিনকে নয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দৃষ্টিতে ইহুদা যা যুদা রুবিনের তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল (আদি-৪০ঃ ৮-১০)।

১৪০১। এই আয়াতে 'কারীয়া' (জনপদ) অর্থে জনপদবাসী আহ্লে কারীয়াকে বুঝায় এবং 'ঈর' (উটের কাফেলা) আস্হাবুল ঈর–উটের কাফেলার লোকজনকে বুঝায়। আহ্ল এবং আস্হাব শব্দদ্বয় উহ্য থেকে উদ্দেশ্যকে জোর দিয়ে বুঝাচ্ছে।

★ ৮৪। [ক]সে (অর্থাৎ ইয়াকূব) বললো, 'বরং এটিকে সুন্দর রূপে উপস্থাপন করতে তোমাদের মন তোমাদের প্রতারিত করেছে। সুতরাং (এখন) উত্তম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়)। হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে[১৪০২] আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٤﴾

★ ৮৫। আর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললো, 'হায় আমার ইউসুফ!' তখন দুঃখে তার চোখ ছল ছল[১৪০৩] করে উঠলো। কিন্তু সে (তার দুঃখ) চেপে রাখলো।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٥﴾

★ ৮৬। তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি অসুখে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বা মরে[১৪০৪] না যাওয়া পর্যন্ত ইউসুফের কথা বলতেই থাকবে।'

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। সে বললো, 'আমি আমার বিপন্ন অবস্থা ও মনোবেদনা কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই নিবেদন করি। আর আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি সেই জ্ঞান রাখি, যে জ্ঞান তোমরা রাখ না[১৪০৪-ক]।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের[১৪০৫] অনুসন্ধান কর এবং [খ]আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না।'

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতএব তারা যখন তার (অর্থাৎ ইউসুফের) কাছে এল তারা বললো, 'হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! আমরা ও আমাদের পরিবার নিদারুন কষ্টে পড়ে গেছি। আর আমরা খুব সামান্য পূঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায়

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ১৯ খ. ১৫ঃ৫৭।

১৪০২। 'হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন' ইয়াকুব (আঃ) তাঁর এই বাক্য দ্বারা ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহূদাকে বুঝিয়েছেন।

১৪০৩। 'বাইয়াযাস্ সাকায়া'আ অর্থ সে পানি অথবা দুধ দ্বারা চামড়ার থলে পূর্ণ করেছিল। 'ইব্ইয়ায্যাত আইনাহু' তখন ব্যবহার হয় যখন কোন ব্যক্তির অতি দঃখ-কষ্ট বা ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং উক্ত আয়াত ব্যক্ত করছে যে দুঃখ-কষ্টে ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলো এবং চক্ষু-সজল হয়ে উঠলো (লেইন, রাযী, বিহার)।

১৪০৪। 'হারাযা' অর্থ সে রোগে বা অতিরিক্ত আসক্তিতে দুর্বল হয়ে গেল, নিজের অবস্থাকে নষ্ট করেছিল, দীর্ঘ স্থায়ী উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তার শরীর এত দুর্বল ও কৃশ হয়ে গেল যে সে নড়াচড়ার উপযুক্ত রইলো না বা মরণাপন্ন হলো (লেইন)।

১৪০৪-ক। এথেকে বুঝা যায় হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে ইউসুফ, ইহূদা এবং বেনজামিন জীবিত আছে।

১৪০৫। এই আয়াতও বলছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহূদা মিশর দেশে বেঁচে আছেন।

(শস্য বরাদ্দ) দাও এবং আমাদেরকে কিছু দান খয়রাতও কর[১৪০৫-ক]। নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ দানখয়রাতকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٩﴾

৯০। সে বললো, 'তোমরা যখন অজ্ঞ ছিলে[১৪০৬] তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যা করেছিলে তোমাদের কি তা স্মরণ আছে?'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٩٠﴾

★ ৯১। তারা বললো, 'তুমিই কি সেই ইউসুফ?' সে বললো, 'হাঁ, আমিই ইউসুফ। আর এ হলো আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের (উভয়ের ওপর) অনুগ্রহ করেছেন। যে-ই তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।'

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩١﴾

৯২। তারা বললো, 'আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং নিশ্চয় আমরাই দোষী ছিলাম।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বললো, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ[১৪০৭] নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর তিনি দয়ালুদের মাঝে সব চেয়ে বেশি দয়ালু।

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৫৭।

১৪০৫-ক। এখানে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের আচরণ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তারা নৈতিকভাবে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে তখন তাদের মিশর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ, বেনজামিন ও ইহূদার অনুসন্ধান করা। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করে নিজেদের জন্য খাদ্য শস্যের প্রার্থনা জানালো।

১৪০৬। এভাবে ভাইদেরকে ভিক্ষা করার হীনমন্যতার অতিরিক্ত সুযোগ না দিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মনস্থ করলেন এবং পরোক্ষভাবে সেই বিষয় উত্থাপন করলেন।

১৪০৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে না রেখে তাদের প্রতি ব্যবহার কীরূপ হবে সে সম্বন্ধে তাদেরকে ভীতি ও আশংকামুক্ত করে বললেন, তাঁর ক্ষমা শর্তহীন এবং অকপট। এইরূপ বিরাট অন্তঃকরণের অতুলনীয় মহৎ ও দয়াপূর্ণ ক্ষমা যা ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের প্রতি দেখিয়েছিলেন তার তুলনা কেবল নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইউসুফ (আঃ) এর মত আমাদের নবী করীম (সাঃ) মদীনায় দেশান্তরী হওয়ার পর সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর পর দশ হাজার সাহাবীর নেতারূপে যখন তাঁর মাতৃভূমির শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং যখন মক্কার কাফেররা তার পদতলে পতিত হয়েছিল তখন নবী করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদিগকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর নিকট কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। উত্তরে মক্কাবাসীরা বলেছিল, 'হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন'। তৎক্ষণাৎ রসূল করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।' পূর্বেকার রক্তপিপাসু জাত-শত্রু মক্কার কুরায়শরা যারা নবী করীম (সাঃ) এর জীবন নাশের এবং ইসলাম ধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেনি, আজ তাদেরই প্রতি মহানবীর (সাঃ) এইরূপ ক্ষমা-সুন্দর উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ব্যবহার মানব জাতির ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অনুপম হয়ে আছে।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তোমরা আমার এ জামাটি সাথে নিয়ে যাও এবং আমার পিতার সামনে এটি রেখে দিও (তাহলে) তিনি সব বুঝতে পারবেন। আর (পরবর্তীতে) তোমরা আমার কাছে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসো'।

১০ [১৪] ৪

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৫। আর কাফেলাটি যখন যাত্রা করলো (তখন) তাদের পিতা বললো, 'আমার মতিভ্রম ঘটেছে বলে তোমরা যতই মনে কর না কেন আমি কিন্তু নিশ্চয়ই ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি'[১৪০৮]।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

৯৬। [ক]তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চয় তোমার সেই পুরাতন ভ্রমের মাঝেই রয়ে গেলে।'

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। এরপর সুসংবাদদাতা যখন এসে পৌঁছলো (এবং) সে তার (অর্থাৎ ইয়াকূবের) সামনে সেই (জামাটি) রেখে দিল তখন সে সব কিছু বুঝতে[১৪০৯] পারলো। সে বললো, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে জ্ঞান রাখি তোমরা সেই জ্ঞান রাখ না?'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমরাই ছিলাম দোষী।'

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

৯৯। সে বললো, 'আমি অবশ্যই আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৯।

১৪০৮। তাদের দল (ইউসুফের ভাইয়েরা) বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পুর্বেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর লোকজনের কাছে বলেছিলেন, সকল প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর আশা, তিনি শীঘ্রই ইউসুফ (আঃ) এর দেখা পাবেন। তাঁর এই নিশ্চিত ধারণাকে জোর দিয়ে ব্যক্ত করবার জন্য তিনি বলেছিলেন, তোমরা যাতে বলতে না পার যে আমার মতিভ্রম ঘটেছে, (সেজন্য আমি বলবো) নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

১৪০৯। আল্লাহ্ তাআলা থেকে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবিত থাকার ব্যাপারে যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মনে ছিল তা এখন তাঁর নিকট তথ্যপূর্ণ জ্ঞানে পরিণত হলো যখন তাঁর সামনে ইউসুফের (আঃ) জামা এনে রাখা হলো। ফারতাদ্দা বাসীরান অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) অন্ধ হয়ে গিয়াছিলেন কুরআন এই কথা সমর্থন করে না। এই ধারণা আল্লাহ্ তাআলার এক নবীর মর্যাদার সাথে শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং কুরআনের বহু আয়াত এই কথা অস্বীকার করে। মনে হয়, এটাই ছিল সেই জামা যা ইউসুফ (আঃ)কে কূপে ফেলে দেয়ার সময় তাঁর পরিধানে ছিল।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এরপর তারা (সবাই) যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো সে তার পিতামাতাকে[১৪১০] তার নিজের পাশে স্থান দিল (অর্থাৎ তাদের স্বাগতম জানালো) এবং বললো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ কর।'

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠١﴾

১০১। আর সে তার পিতামাতাকে সসম্মানে সিংহাসনে[১৪১১] বসালো এবং তারা সবাই তার[১৪১২] জন্য (আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরে) সিজদায় পড়ে গেল। সে বললো, 'হে আমাদের পিতা! এ যে আমার সেই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই তা সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার[১৪১৩] হতে বের করে এনেছিলেন এবং (তিনি আমার ওপর তখনো অনুগ্রহ করেছেন যখন) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মরু অঞ্চল থেকে তিনি তোমাদেরকে (আমার কাছে) নিয়ে এলেন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান (তার প্রতি) অতি সদয় আচরণ করেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٢﴾

★ ১০২। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সার্বভৌম (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব দান করেছ এবং [ক]আমাকে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। হে [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা! ইহকালে ও পরকালে তুমিই আমার অভিভাবক! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যু দিও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করে নিও।'

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ৭, ২২ খ. ৬ঃ১৫; ১৪ঃ১১; ৩৫ঃ২; ৩৯ঃ৪৭।

১৪১০। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আপন মা রাহেল পূবেই ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু এই আয়াত 'আবাওয়ায়্‌হে অর্থ পিতা-মাতা' শব্দটি এটাই ব্যক্ত করছে যে, সৎ মাও গর্ভধারিণী আপন মায়ের সমান ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী রাখে।

১৪১১। এই বাক্যাংশের অর্থ এও হতে পারে যে ইউসুফ (আঃ) তাঁর মা-বাবাকে বাদশাহ্‌র সম্মুখে হাজির করলেন (আদি-৪৭ঃ২,৭) অথবা বাদশাহ্‌র অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজ সিংহাসনের উপরে বসালেন। প্রাচীনকালে বাদশাহ্‌র মন্ত্রীগণেরও নিজ নিজ সিংহাসন থাকতো।

১৪১২। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা ও পিতা-মাতা সিজদায় পড়ে সেই আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যাঁর দয়ায় ইউসুফ (আঃ) এরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এখানে ইউসুফ (আঃ) সিজদার লক্ষ্য ছিলেন না, উপলক্ষ্য ছিলেন মাত্র।

১৪১৩। 'যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে বের করে এনেছিলেন' এখানে মহান আল্লাহ্‌ তাআলার দয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে ইউসুফ (আঃ) শুধু কারা-মুক্তির কথাই প্রকাশ করছেন, কূপ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। কারণ এতে তার ভাইয়েরা লজ্জা বোধ করতো।

১০৩। [ক]এ হলো অদৃশ্যের সেসব সংবাদ[১৪১৪] যা আমরা তোমার কাছে ওহী করছি। আর তারা যখন (তোমাদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র[১৪১৫] করে নিজেদের পরিকল্পনায় একমত হয়েছিল তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। [খ]আর তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না।

وَ مَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১১ [১১] ৫

১০৫। আর তুমি এর জন্য তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না। [গ]এ যে জগদ্বাসীর জন্য এক উপদেশবাণী মাত্র।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। [ঘ]আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কত নিদর্শন রয়েছে যেগুলোর পাশ দিয়ে তারা উপেক্ষাভরে চলে যায়[১৪১৬]।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। আর তাদের বেশির ভাগ শুধু শির্কে লিপ্ত থেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে থাকে।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। [ঙ]তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহ্‌র আযাবের মাঝ থেকে কোন সর্বগ্রাসী (আযাব) তাদের কাছে আসবে না অথবা তাদের অজান্তেই সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত অকস্মাৎ এসে পড়বে না?

اَفَاَمِنُوْۤا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, [চ]এটা আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি। আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারাও এক সুস্পষ্ট জ্ঞানের[১৪১৭] ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ পরম পবিত্র। আর আমি আদৌ মুশরিক নই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৪৫; ১১ঃ৫০ খ. ১৮ঃ৭ গ. ৩৮ঃ৮৮; ৮১ঃ২৮ ঘ. ২১ঃ৩৩; ২৩ঃ৬৭ ঙ. ১০ঃ৫১; ২২ঃ৫৬; ৪৩ঃ৬৭ চ. ৬ঃ৫৮।

১৪১৪। এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে ইউসুফ (আঃ) এর এই ঘটনা কেবল কাহিনীমাত্র নয়। এটি নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে মহান ও শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী বহন করেছে।

১৪১৫। এখানে 'তারা' সর্বনামটি দ্বারা রসূল করীম (সাঃ) এর শত্রুদেরকে বুঝাচ্ছে।

১৪১৬। এই আয়াত মু'মিন এবং কাফিরের মৌলিক পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মু'মিন চোখ-কান খোলা রেখে চলে এবং সামান্যতম ঐশী ইঙ্গিতকেও আঁকড়ে ধরে। আর অবিশ্বাসীরা অন্ধলোকের মত প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট নিদর্শনাবলী থেকেও উপকৃত হওয়ার কথা অস্বীকার করে।

১৪১৭। অন্ধ ও চিন্তাহীন বা অন্যমনস্ক বিশ্বাস। যা যুক্তি এবং প্রত্যয়হীন তা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে কোন মূল্য বহন করে না।

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِيۡۤ اِلَيۡهِمۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡقُرٰى ؕ اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ وَلَدَارُ الۡاٰخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০। আর [ক]তোমার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মাঝ থেকে কেবল পুরুষদেরকেই আমরা রসূলরূপে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। এরা কি তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনি এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল? আর যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তবুও তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

حَتّٰۤى اِذَا اسۡتَيۡـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُوۡا جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنۡ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاۡسُنَا عَنِ الۡقَوۡمِ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿۱۱۱﴾

★ ১১১। অবশেষে[১৪১৭ক খ.] রসূলরা যখন নিরাশ হয়ে পড়লো এবং তারা বুঝতে পারলো মিথ্যাবাদী[১৪১৮] বলে তাদের (ধরে নেয়া হয়েছে) তখন তাদের কাছে সহসা আমাদের সাহায্য এসে গেল। তখন আমরা যাকে চাইলাম তাকে উদ্ধার করলাম। আর অপরাধীদের ওপর থেকে আমাদের শাস্তি টলানো হয় না।

لَقَدۡ كَانَ فِىۡ قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٌ لِّاُولِى الۡاَلۡبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيۡثًا يُّفۡتَرٰى وَلٰكِنۡ تَصۡدِيۡقَ الَّذِىۡ بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيۡلَ كُلِّ شَىۡءٍ وَّهُدًى وَّرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۱۲﴾ ع

১১২। এদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় বুদ্ধিমানদের জন্য অবশ্যই এক শিক্ষনীয় উপদেশ রয়েছে। [গ]এসব কথা বানিয়ে বলা হয়নি। বরং (এটা) এর সামনে যে ঐশী বাণী রয়েছে এর সত্যায়ন এবং সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর যারা ঈমান আনে [ঘ]সেইসব লোকের জন্য (এটা) হেদায়াত ও রহমত।

১২ [৭] ৬

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৪৪; ২১ঃ৮; খ. ২ঃ২১৫; গ. ১০ঃ৩৮; ঘ. ১৬ঃ৯০।

১৪১৭-ক। ‘হাত্তা’ কোন কোন সময় সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা ‘ওয়া’ অর্থ ‘এবং’ বা ‘এমনকি’। যেমন– আকাল্‌তু সামাকা হাত্তা রা’সাহা’ অর্থাৎ আমি মাছ খেলাম এবং এমনকি তার মাথাও খেলাম (লেইন)।

১৪১৮। নবীগণের শত্রুদের পাপাচার এবং বিরোধিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যখন নবীগণ ভাবতে শুরু করেন, যাদের অদৃষ্টে ছিল তারা পূর্বেই ঈমান এনেছে। তাঁর প্রতি অবশিষ্ট লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁরা নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্‌ তাআলার করুণা এবং সাহায্যের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হন না (১৫ ঃ ৫৭)। অপর দিকে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা ঐশী আযাব আসতে বিলম্ব দেখে নিরাপদ মনে করে ভাবতে আরম্ভ করে, কোন আযাবই তাদের উপর আসবে না এবং নবীদের চূড়ান্ত বিজয় ও শত্রুদের ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা আর রা'দ-১৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর বিষয়বস্তুও এই বক্তব্যের সমর্থন করে। অবশ্য কিছু কিছু আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন আতা'র মতে ৪৪নং আয়াত, কাতাদার মতে ৩২ নং আয়াত এবং অন্যান্য কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে ১৩-১৫ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ইউনুসে (১০ সূরা) বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যখনই কোন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটে তখন সমসাময়িক লোকেরা নবী-রসূলগণের অস্বীকারজনিত কারণে ঐশী শাস্তির সম্মুখীন হয়, অথবা তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে তাদের প্রতি ঐশী অনুকম্পা প্রদর্শিত হয়। সূরা হূদে (১১ সূরা) ঐশী শাস্তির বিষয়ে ও সূরা ইউসুফে (১২ সূরা) ঐশী অনুকম্পার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী তিন সূরাতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্থান ও বিজয় কীরূপে সম্পন্ন হবে এবং অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলাম কীভাবে প্রাধান্য লাভ করবে সেই সব বিষয়ে বর্তমান সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

[এ সূরায় 'আলিফ লাম মীম' ছাড়াও 'রা' অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে। 'আলিফ লাম মীম রা' এর পূর্ণ অর্থ হলো 'আনাল্লাহু আ'লামু ওয়া আরা' অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত এবং আমি দেখি।

এ সূরায় বিশ্বজগতের এরূপ গুপ্ত রহস্যাবলীর দ্বার উন্মোচন করা হচ্ছে, যার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা:) সরাসরি কিছুই জানতেন না। এতে এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর পূর্বে তোমার [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর] কাছে যেসব সংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও নিশ্চয় এক অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিশ্বজগতের রহস্যাবলীর মাঝ থেকে সবচেয়ে যে মৌলিক বিষয়টি এ সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। বলা হয়েছে, পৃথিবী ও আকাশ নিজে নিজেই ঘটনাক্রমে নিজেদের কক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না, বরং সমগ্র জ্যোতিষ্কমন্ডলীর মাঝে এরূপ একটি অন্তর্নিহিত শক্তি কাজ করে যাচ্ছে, যা তোমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ না। এ শক্তির ফলশ্রুতিতে সমগ্র জ্যোতিষ্কমন্ডলী নিজেদের কক্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যেন এগুলোকে স্তম্ভে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এ ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই।

এ সূরায় অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা স্বচ্ছ পানির মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছুর জীবন দান করেছেন। সমুদ্রের পানি যারপরনাই লবণাক্ত হয়ে থাকে। এ দিয়ে স্থলভাগে বসবাসকারী প্রাণীকূল এবং গাছপালা জীবন লাভ করার পরিবর্তে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সমুদ্রের পানি পরিশুদ্ধ করে বাষ্পাকারে উঁচু পাহাড়পর্বতে নিয়ে যাওয়া, এরপর সেখান থেকে এর বর্ষিত হওয়া এবং সমুদ্রের দিকে পুনরায় ফিরে যেতে যেতে চারদিকে জীবনের স্পন্দন লাভের প্রক্রিয়ার কথা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে আকাশের বিদ্যুতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা সমুদ্র থেকে জলীয়বাষ্প উঠার ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্যদিকে মেঘের মাঝে বিদ্যুতের গর্জন ছাড়া পানিও ফোঁটার আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হতে পারে না। এ বিদ্যুতের গর্জন কোন কোন সময় এত ভয়াবহ হয়ে থাকে যে কোন কোন মানুষের জন্য তা জীবনদায়ী হওয়ার পরিবর্তে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। এ জন্য বলা হয়েছে, এরূপ সময়ে ফিরিশ্তারা আল্লাহ্ তাআলার সমীপে থর্থর্ করে কাঁপতে থাকে। এর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা এ কথাও বলে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের সুরক্ষার জন্য তার সামনে ও পিছনে এরূপ গোপন সুরক্ষাকারী থাকে, যারা আল্লাহ্ তাআলার বিধান অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার আদেশে তার সুরক্ষা করে থাকেন। এটি এক গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু যার সামর্থ্য আছে সে এর গভীরে প্রবেশ করে প্রজ্ঞার মণিমুক্তা বের করে আনতে পারে।

এরপর এ সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে, আমরা সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। আরববাসীরা এতটুকুতো জানতো যে খেজুরের জোড়া হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য গাছপালা ও ফলফলাদি সম্পর্কে তাদের এ কল্পনাও ছিল না যে এগুলোও জোড়া জোড়া হয়ে থাকে। অতএব এটি একটি নুতন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, যা আজকের বিজ্ঞানীরা গভীরভাবে বুঝে গেছেন। তাদের বর্ণনানুযায়ী কেবল প্রত্যেক জীবিত উদ্ভিদেই জোড়া থাকে না, বরং 'মলিকিউল' ও 'এ্যাটম' এর মাঝেও জোড়া থাকে। Matter (পদার্থ) এর বিপরীতে Anti-Matter এরও এক জোড়া আছে। সমগ্র বিশ্বজগতকে যদি একীভূত করে দেয়া হয় তাহলে এর ইতিবাচক পদার্থ এর নেতিবাচক পদার্থের সাথে মিলে অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবে এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার দর্শনের সমাধানও এ আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এরপর এ সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে এই মহান নবী (সা:) ও তাঁর সাহাবাগণ কিভাবে পরাজিত হতে পারেন যেক্ষেত্রে তাঁদের জমিন বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং তাঁদের শত্রুদের জমিন সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে? এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সা:)কে এ বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তুমি নিজের চোখে ইসলামের বিজয় দেখ বা না দেখ অবশেষে নিশ্চয় তোমার ধর্মকে আমরা পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবো (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]

শিরোনাম

সূরাটির অন্তর্নিহিত মূলভাব প্রকৃতপক্ষে তা-ই যা উপরে উল্লেখ করা হলো। এই মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে আর রা'দ বা বজ্র। বৃষ্টির সাথে সাথে যেমন বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকবে, ঠিক তেমনি সঙ্গত কারণেই ঐশী বৃষ্টি বা কুরআনের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেও আধ্যাত্মিক বজ্র ও বিদ্যুতের আর্বিভাব ঘটেছে। ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিই সেই বজ্র-শক্তি। যারা একে তরবারি দিয়ে ধ্বংস করতে চায় তারা তরবারি দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আর যারা এর প্রতি আনুগত্য করে তারাই পরিণামে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।
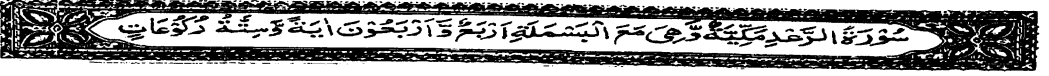
সূরা আর রা'দ-১৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আনাল্লাহু আ'লামু ওয়া আরা[১৪১৯] অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি সবচেয়ে বেশি জানি। আর আমি দেখি। [গ]এগুলো পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াত। আর তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ②

৩। তিনিই [ঘ]আল্লাহ্, যিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই আকাশসমূহ উঁচু করেছেন[১৪২০] যেভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এরপর তিনি আর্‌শে[১৪২০-ক] অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং [ঙ](তোমাদের) সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন। এদের প্রতিটি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে ভেসে) চলেছে। [চ]তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখ।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

৪। আর [ছ]তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পাহাড়পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন। আর এতে প্রত্যেক প্রকার [জ]ফল জোড়া জোড়া করে[১৪২১] দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। [ঝ]তিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَ هُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ২ঃ২; গ. ১৩ঃ২০; ৩২ঃ৩-৪; ঘ. ৩১ঃ১১; ঙ. ৭ঃ৫৫; ১৬ঃ১৩; ২৯ঃ৬২; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬; চ. ৩২ঃ৬; ছ. ১৫ঃ২০; ১৬ঃ১৬; ২১ঃ৩২ ; জ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ঝ. ৭ঃ৫৫; ৩৯ঃ৬।

১৪১৯। পূর্বের ১০,১১এবং ১২নং সূরার আরম্ভ 'আলিফ লাম রা'এই তিনটি বর্ণ দ্বারা। বর্তমান সূরার শুরু আলিফ লাম মীম্ রা এই চারটি বর্ণ দ্বারা। সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার এই পার্থক্য ইঙ্গিত করেছে যে পূর্ববর্তী তিন সূরার বিষয়বস্তু থেকে এই সূরার বিষয়বস্তু কিছুটা ভিন্নতর। এই চারটি বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে– আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। এখানে 'জ্ঞান' বা 'জানা' গুণবাচক বিশেষণটি পূর্ববর্তী সূরায় উল্লেখিত দেখা বা 'দর্শন' বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা গুণের সঙ্গে সর্বজ্ঞ গুণের সংযোজন করা হয়েছে।

১৪২০। এই আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ (১) তোমরা দেখতে পাও যে আকাশসমূহ স্তম্ভ ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে, (২) আকাশ এমন স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান নয় যা তোমরা দেখতে পার, অর্থাৎ ওদের অবলম্বন রয়েছে কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। শাব্দিক অর্থে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আকাশসমূহ বিনা স্তম্ভেই দণ্ডায়মান রয়েছে। আলংকারিক বা রূপক অর্থে নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে যথা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজি তা অবলম্বনের উপর দণ্ডায়মান, কিন্তু মানব-চক্ষে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা চুম্বক শক্তি বা গ্রহরাজির বিশেষ গতিবিধি বা অন্যান্য উপাদান বা উপকরণ যা বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করেছে বা ভবিষ্যতে যা করবে।

টীকা ১৪২০-ক ও ১৪২১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৫। [ক]আর পৃথিবীতে পাশাপাশি অবস্থিত (বিভিন্ন প্রকারের) ভূখন্ড রয়েছে এবং বহু আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত এবং খেজুর গাছও (রয়েছে)। (এগুলো) একই মূল থেকে গজিয়ে ওঠে এবং (অন্যগুলো) এভাবে গজায় না। (এ সবই) একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত। [খ]অথচ ফলের[১৪২২] দিক থেকে আমরা একটিকে আরেকটির চেয়ে উৎকৃষ্টতা দান করেছি। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّ
غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّ
نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٥

৬। [গ]আর (এদের অস্বীকার করায়) তুমি অবাক হয়ে থাকলে এদের এ কথা যে আরও বিস্ময়কর (যখন এরা বলে), 'আমরা মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদেরকে নতুন এক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করা হবে?' এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে। [ঘ]এদেরই গলায় থাকবে শিকল[১৪২৩] এবং এরাই হবে আগুনের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا
تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ أُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ
الْأَغْلٰلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٦

★ ৭। [ঙ]আর এরা (নিজেদের জন্য) তোমার কাছে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ চাইতে বেশি আগ্রহী, যদিও এদের পূর্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘটনা ঘটে গেছে। আর মানুষের যুলুম করা সত্ত্বেও তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি নিশ্চয় বড়ই ক্ষমাশীল। [চ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে নিশ্চয়ই কঠোর।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثُلٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ
لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১০০; ১৬ঃ১২ খ. ১৬ঃ১৪; ৩৯ঃ২২ গ. ২৭ঃ৬৮; ৩৭ঃ১৭; ৫০ঃ৪ ঘ. ৩৬ঃ৯; ৭৬ঃ৫ ঙ. ২২ঃ৪৮; ২৯ঃ৫৪,৫৫ চ. ৪১ঃ৪৪; ৫৩ঃ৩৩।

১৪২০-ক। আরশ্ অর্থ সিংহাসন। কুরআন করীমে এই শব্দ আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিধানের পূর্ণতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পার্থিব রাজা-বাদশাহ্দের প্রচলিত রীতির সঙ্গে এই প্রকাশভঙ্গির সাদৃশ্য রয়েছে। তারা (বাদশাহ্) গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সিংহাসনে বসেই দিয়ে থাকেন।

১৪২১। যদিও এই আয়াত শুধু ফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছে, অন্যত্র কুরআন করীম ব্যক্ত করেছে যে আল্লাহ্ তাআলা সকল বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন (৩৬ঃ৩৭,৫১ঃ৫০)।

এটা এমন এক বাস্তব সত্য যা সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআনই সর্বপ্রথম বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অজৈব পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ জোড়া আবিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। এই আয়াত এই বাস্তব ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে প্রাকৃতিক বিধান বা নিয়মের অধীনে সকল বস্তুরই যেমন জোড়া রয়েছে, তেমনি মানবের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। স্বর্গীয় জ্যোতি বা নূর যদি মানব বুদ্ধির উপর পতিত না হয় তবে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান পেতে পারে না। ইলহাম এবং মানবের বুদ্ধিশক্তি এই দুয়ের সংযোজন বা সম্মিলন নির্ভুল ও সত্য জ্ঞানের জন্ম দেয়।

১৪২২। এই বাক্য বুঝাচ্ছে যে একই পানি সিঞ্চিত বৃক্ষরাজি স্বাদে ও রঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) একই শহরে এবং একই জনগোষ্ঠীতে বাস করে কেন তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবেন না, বিশেষত তিনি যখন ওহী ইলহাম-ভিত্তিক জীবনীশক্তির দ্বারা প্রতিপালিত এবং বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের অধীনে লালিত?

১৪২৩। গলায় শৃঙ্খল অর্থাৎ তাদের মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্কর্মের শিকল।

৮। [ক]আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নিদর্শন[১৪২৪] অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?' (বলে দাও) [খ]তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে।

১ [৮] ৭

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑧ ع

৯। প্রত্যেক স্ত্রী-জাতীয় প্রাণী (গর্ভে) যা ধারণ করে এবং জরায়ু যে অপরিণত গর্ভপাত করে আর (জরায়ু) যা পরিবর্ধন করে তা [গ]আল্লাহ্ জানেন[১৪২৫]। [ঘ]আর তাঁর কাছে সবকিছুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ⑨

১০। [ঙ]তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, অতি মহান (ও) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑩

১১। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে (প্রকাশ্যে) চলা ফেরা করে (এরা সবাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে) সমান[১৪২৬]।

سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ⑪

১২। তাঁর পক্ষ থেকে এ (রসূলের) জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী[১৪২৭] (ফিরিশ্‌তাদের) এক দল নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার সুরক্ষা করে। নিশ্চয় [চ]আল্লাহ্ কখনো কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন না আনে। আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতির মন্দ পরিণামের সিদ্ধান্ত নেন তখন কোনভাবেই তা টলানো সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ⑫

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৮; ১০ঃ২১ খ. ১১ঃ১৩; ৩৫ঃ২৪ গ. ৩৫ঃ১২; ৪১ঃ৪৮ ঘ. ১৫ঃ১২ ঙ. ৬ঃ৭৪; ৯ঃ৯৪; ৫৯ঃ২৩; ৬৪ঃ১৯ চ. ৮ঃ৫৪।

১৪২৪। 'আয়াতুন' নির্দশন বা চিহ্ন। সর্বক্ষেত্রেই এর অর্থ শাস্তি বা আযাবের নিদর্শন, যদি না সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ ভিন্ন অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১৪২৫। পূর্বের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, বিশ্বের সকল বস্তুরই জোড়া রয়েছে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ বিশেষ ব্যক্তি পুরুষ-সুলভ প্রভাব বিস্তার করে এবং স্ত্রী-সুলভ ব্যক্তিরা সেই প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক পুরুষসত্তার আবির্ভাব ঘটে যার সমর্থন বা ছাপ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদার উন্নীত হতে পারে না। এই আয়াত আরো প্রকাশ করছে আল্লাহ্ তাআলাই ভালভাবে জানেন যে মক্কাবাসীদের প্রকৃতিগত সামর্থ্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতা স্বর্গীয় নেয়ামতের প্রভাব গ্রহণ করবে, না শয়তানী প্রভাবে পরিচালিত হবে এবং কোন্ প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর কোন্‌টি বিলুপ্ত হবে। যারা রসূল করীম (সাঃ)কে গ্রহণ করে এবং তাঁর ছাপ প্রাপ্ত হয় তারা উন্নতি করবে, প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হবে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমশ দূর্বল হয়ে লোপ পেতে থাকবে।

১৪২৬। আঁ হযরত (সাঃ) এর শত্রুদের প্রকাশ্য বা গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা, যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং তাদের সকলকে জানেন, তিনিই তাঁর সাহায্যকারী এবং আশ্রয়দাতা।

১৪২৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۳﴾

১৩। [ক]তিনি ভীতি ও আশা[১৪২৮] (সঞ্চার) করতে তোমাদেরকে বিদ্যুতের (চমক) দেখান এবং ঘন মেঘ (ওপরে) উঠান।

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿۱۴﴾

১৪। আর বজ্রধ্বনি তাঁর প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে [খ]এবং তাঁর ভয়ে ফিরিশ্তারাও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে)। [গ]আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে চান এর মাধ্যমে বিপদাপন্ন করেন। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক্বিতন্ডা করে থাকে, অথচ তিনি শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿۱۵﴾

★ ১৫। প্রকৃত দোয়া[১৪২৯] কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে। আর তাঁকে বাদ দিয়ে [ঘ]এরা যাদের ডাকে তারা এদের ডাকে কোন সাড়াই দেয় না। (এরা) ঠিক সেই ব্যক্তির মত, যে পানির জন্য দু'হাত বাড়ায় যেন তা নিজে নিজে তার মুখে পৌঁছে যায় কিন্তু তা কখনো তার কাছে পৌঁছাবার নয়[১৪৩০]। [ঙ]আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরতেই থাকে।

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۶﴾

সিজদা ৮

১৬। আর যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তারা এবং তাদের ছায়াও স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়[১৪৩১] হোক সকালসন্ধ্যায় আল্লাহ্কেই সিজদা করে।

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ২৫; খ. ১৬ঃ৫১; ৪২ঃ৬; গ. ২৪ঃ৪৪; ঘ. ৩৫ঃ১৪; ৪০ঃ২১; ঙ.৪০ঃ৫১।

১৪২৭। 'আল মুয়া'ক্কিবাতুন' অর্থ রাত এবং দিনের ফিরিশ্তারা, কারণ তারা ক্রমপর্যায়ে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বহুবচনে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হওয়ার কারণ হলো, একই কাজ তারা (ফিরিশতা) পুনঃ পুনঃ করছে। আরবী ভাষায় কোন কোন সময় স্ত্রীলিঙ্গসূচক শব্দ জোরালো ভাব প্রকাশ করার জন্য এবং বার বার সংঘটিত হওয়ার অবস্থা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই আয়াতে "সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী (ফিরিশতাদের) এক দল' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার অশরীরী ঐশী অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করেছে, অথবা নবী করীম (সাঃ) এর ফিদায়ী সাহাবারা যাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আঁ হযরত (সাঃ) এর নিরাপত্তায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তাঁদেরকে বুঝাচ্ছে।

১৪২৮। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মানুষের মনে ভয় এবং আশা উভয়েরই সঞ্চার হয়। ভয়ের উদ্রেক হয়, কারণ বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, এমনকি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও নষ্ট হয়, কোন কোন গাছ-পালা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়। এই বিদ্যুৎ আবার মানুষের জন্য আশাও নিয়ে আসে। কারণ তা উর্বরতা দানকারী বৃষ্টির আগমন ঘোষণা করে এবং নানা প্রকার রোগের জীবাণু ধ্বংসের সহায়ক হয় এবং মহামারী বিস্তার রোধ করার কাজ করে থাকে।

১৪২৯। 'দাওয়াতুল হক' অর্থাৎ প্রকৃত দোয়া কেবল তাঁরই অধিকার। এর অর্থ এভাবেও করা যায় ঃ (১) আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, (২) শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতই মানুষের জন্য উপকারী ও কার্যকর, (৩) একমাত্র আল্লাহ্রই আওয়াজ সত্যের সমর্থনে অগ্রসর হতে থাকে এবং (৪) কেবল তাঁর কথাই চিরস্থায়ী।

১৪৩০। জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সঠিক পথ হলো প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্তস্থানে স্থাপন করা, যথাঃ স্রষ্টাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া এবং সৃষ্টির সব কিছুর স্ব স্ব উপযুক্ত স্থান স্বীকার করে নেয়া। এটা হলো সফলতা ও শান্তির চাবিকাঠি।

১৪৩১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٧﴾

১৭। [ক]তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক কে'? তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ্ই'। তুমি আরো বল, 'তবে কি তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব বন্ধু বানিয়ে বসেছ [খ]যারা নিজেরাই নিজেদের কোন লাভক্ষতির ক্ষমতা রাখে না?' তুমি জিজ্ঞেস কর, [গ]'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক হতে পারে? কিংবা তারা কি আল্লাহ্র এমনসব অংশীদার বানিয়ে বসেছে, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে বলে সৃষ্টির বিষয়টি তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সব কিছুর স্রষ্টা। আর তিনি এক-অদ্বিতীয়[১৪৩২] (ও) প্রবল প্রতাপান্বিত।'

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٨﴾

১৮। [ঘ]তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এর ফলে উপত্যকাগুলো নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়। এ প্লাবনই এর (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনা বয়ে নিয়ে আসে। আর তারা অলংকার বা তৈজসপত্র বানানোর জন্য যে (ধাতু) আগুনে উত্তপ্ত করে তা থেকেও একই ধরনের ফেনা ভেসে ওঠে। এভাবেই আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার উপমা দিয়ে থাকেন। ফেনা তো বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু যা মানুষের উপকার করে তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। এভাবেই আল্লাহ্ দৃষ্টান্তসমূহ[১৪৩৩] বর্ণনা করে থাকেন।

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৮৭; খ. ২৫ঃ৪; গ. ১১ঃ২৫; ঘ. ৩৯ঃ২২।

১৪৩১। এই আয়াত এক মহান সত্য মূর্ত করে তুলেছে, যথা– সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যেমন জিহ্বা অবশ্যই স্বাদ গ্রহণের কাজ করবে এবং কর্ণ না শুনে পারে না। প্রকৃতির এই আইনের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষকে আবার বিশেষ স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে, যেখানে সে নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং পরিণামদর্শী বিবেক ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তবুও কার্যত যেখানে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও সে বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীন এবং তাকে আবশ্যকীয়ভাবে তার সব কাজে আল্লাহ্ তাআলার বিধান মেনে চলতে হয়, সে এটা পসন্দ করুক বা না করুক। 'স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়' শব্দাবলী দু'প্রকারের মানুষকেও বুঝাতে পারে, যথা– মু'মিন (বিশ্বাসী)যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ করে আর অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীরা তাঁর বিধান অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে চলতে বাধ্য হয়।

১৪৩২। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ বুঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ (১) আহাদ এবং (২) ওয়াহেদ। প্রথমোক্ত শব্দ পবিত্রতাসূচক এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র সম্পূর্ণ একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অতুলনীয়তা এবং অংশীহীনতা বুঝায়। 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রথম বা আরম্ভ বুঝায় এবং এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি অনুগামী রয়েছে। আল্লাহ্র গুণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ্ তাআলা হলেন প্রকৃত মূল উৎস যেখান থেকে সকল সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে এবং সকল বস্তু তাঁরই দিকে আভাস দেয়– যেমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের প্রতি আভাস দেয়। কিন্তু যেখানেই কুরআন অংশীবাদিতামূলক মিথ্যার খণ্ডন করেছে সেখানেই 'আহাদ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি এক এবং তিনি কোন সন্তানের জন্ম দেন নাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই (১১২ঃ২)।

১৪৩৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯। যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় (তাদের জন্য) রয়েছে কল্যাণ। আর যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় না যদি [ক]পৃথিবীতে যা আছে এর সবটাই তাদের হতো এবং এর সাথে এর সমপরিমাণ আরও (যদি তাদের থাকতো) তাহলে তারা এ (সব কিছু) দিয়েও (আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার) চেষ্টা করতো। এদেরই ভাগ্যে রয়েছে মন্দ হিসাবনিকাশ। আর এদেরই ঠাঁই হলো জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩﴾

২ [১১] ৮

২০। তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ কথা যে জানে সে কি তার মত হতে পারে যে অন্ধ? কেবল বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে,

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾

২১। (অর্থাৎ) [খ]যারা আল্লাহ্‌র সাথে (কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢١﴾

২২। এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালককে[১৪৩৪] ভয় করে এবং মন্দ হিসাবনিকাশকে ভয় পায়।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢٢﴾

২৩। আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে, নামায [গ]কায়েম করে, আমরা তাদের যা-ই দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং [ঘ]পুণ্যের[১৪৩৫] মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত করে। এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের উত্তম পরিণাম,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৩৭; ৩৯ঃ৪৮; খ. ৬ঃ১৫২; ১৬ঃ৯২; ১৭ঃ৩৫; গ. ২ঃ৪; ৮ঃ৪; ১৪ঃ৩২; ২৭ঃ৪; ঘ. ৪১ঃ৩৫।

১৪৩৩। এই আয়াতে দু'টি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে সত্যকে পানির সঙ্গে এবং মিথ্যাকে পানির উপরে ভাসমান ফেনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পানির উপরে সৃষ্ট ফেনা যেমন প্রথমদিকে বা শুরুতে পানিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, তেমনি মিথ্যাকেও প্রারম্ভে সত্যের উপর বিজয়ী বা শক্তিশালী বলে মনে হয়। কিন্তু পরিণামে ফেনা যেরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় এবং দেখতে দেখতে প্রবল স্রোতের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সকল আবর্জনা বিধৌত ও বিলীন হয়ে স্বচ্ছ পানির স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও ছিন্নভিন্ন হয়ে অবশেষে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সোনা বা রূপার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত ময়লা বের করে আলাদা করে ফেলে দেয়ার পর স্বর্ণ বা রূপার ঔজ্জ্বল্য এবং খাঁটি ধাতুর অস্তিত্ব ফুটে ওঠে।

১৪৩৪। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করার পর মু'মিন (বিশ্বাসী) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য সমাপন করে থাকে। এই দু'টি কর্তব্য সম্পাদনের উপরই ধর্মের সম্পূর্ণ কাঠামো স্থাপিত।

১৪৩৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৪। (অর্থাৎ) [ক]চিরস্থায়ী সব জান্নাত। এতে এরা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং এদের বাপদাদা, জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততিদের[১৪৩৬] মাঝে যারা সৎকর্মপরায়ণ হবে তারাও (প্রবেশ করবে)। আর ফিরিশ্‌তারা প্রত্যেক প্রবেশপথ[১৪৩৭] দিয়ে তাদের কাছে আসবে,

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِکَۃُ یَدۡخُلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ کُلِّ بَابٍ ﴿۲۴﴾

২৫। (এবং বলবে) [খ]'তোমাদের প্রতি 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি)। কেননা তোমরা ধৈর্য ধরেছিলে। অতএব কতই উত্তম পরকালের এ আবাস!

سَلٰمٌ عَلَیۡکُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَی الدَّارِ ﴿۲۵﴾

২৬। আর [গ]যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এদেরই জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিশাপ। আর এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِیۡنَ یَنۡقُضُوۡنَ عَهۡدَ اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مِیۡثَاقِهٖ وَیَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ یُّوۡصَلَ وَیُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ ۙ اُولٰٓئِکَ لَهُمُ اللَّعۡنَۃُ وَلَهُمۡ سُوۡٓءُ الدَّارِ ﴿۲۶﴾

২৭। [ঘ]আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য চান তা) সংকুচিতও করেন। আর [ঙ]তারা পার্থিব জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের তুলনায়[১৪৩৮] সাময়িক ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩ [৮] ৯

اَللّٰهُ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَیَقۡدِرُ ؕ وَفَرِحُوۡا بِالۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ؕ وَمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا فِی الۡاٰخِرَۃِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۷﴾

২৮। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, [চ]'তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয়নি?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট[১৪৩৯] সাব্যস্ত করেন। আর তিনি নিজের দিকে (কেবল) তাকেই পথ দেখান [ছ]যে (তাঁর প্রতি) বিনত হয়,

وَیَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَیۡهِ اٰیَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَهۡدِیۡۤ اِلَیۡهِ مَنۡ اَنَابَ ﴿۲۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৯; খ. ৩৯ঃ৭৪; গ. ২ঃ২৮; ঘ. ২৯৬৩; ৩০ঃ৩৮; ৩৯ঃ৫৩; ঙ. ১০ঃ৮; চ. ৬ঃ৩৮; ১০ঃ২১; ২৯ঃ৫১; ছ. ১৪ঃ৫; ৭৪;৩২।

১৪৩৫। মন্দের বা অনাচারের মূল্যোৎপাটনের জন্য মু'মিন বান্দারা যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তারা শাস্তি বা ক্ষমা উভয় পন্থা প্রয়োজনানুযায়ী অবলম্বন করে থাকে। শাস্তি দ্বারা যদি প্রয়োজনমত সংশোধনের কাজ হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনে যদি ইঙ্গিত সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তারা সেই পন্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশ্বাসীরা অবস্থাভেদে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে মন্দকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়।

১৪৩৬। এই আয়াত এক মহান নীতির কথা প্রকাশ করেছে। যে কোন সৎকর্ম কোন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং সেই নেক কাজের পুরস্কারের মধ্যে সহায়তাকারী সকলকে আনুপাতিক হারে অংশীদার করা হয়।

১৪৩৭। বিশ্বাসীদের নানা ধরনের সৎকর্ম পারলৌকিক জীবনে তাদের নিকট বিভিন্ন জান্নাতী দরজার মতো পরিদৃষ্ট হবে যার মধ্য দিয়ে ফিরিশতাগণ এসে তাদেরকে অভিবাদন বা সালাম পৌঁছাবেন।

১৪৩৮। এখানে 'ফী' আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তুলনামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৯। (অর্থাৎ) যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে[১৪৪০] স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٩﴾

৩০। [ক]যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং অতি উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।'

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এভাবেই আমরা তোমাকে এমন এক জাতির কাছে পাঠিয়েছি যাদের পুর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন তাদেরকে তুমি তা পড়ে শুনাও যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি যদিও [খ]তারা রহমান (আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করছে। তুমি বল, 'তিনি আমার প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করছি এবং তাঁর দিকেই আমার (বিনীত) প্রত্যাবর্তন।'

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣١﴾

৩২। আর কুরআন যদি এমনই হতো যা দিয়ে পাহাড়পর্বত[১৪৪১] স্থানচ্যুত করা যেত অথবা যা দিয়ে পৃথিবীকে খন্ডবিখন্ড[১৪৪২] করে দেয়া যেত কিংবা যার মাধ্যমে মৃতদের সাথে কথা[১৪৪৩] বলা যেত (তবুও তারা সন্দেহেই পড়ে থাকতো)। প্রকৃতপক্ষে সব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আল্লাহ্‌রই (হাতে)। অতএব [গ]যারা ঈমান এনেছে তারা কি অবগত নয়, আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তিনি সব মানুষকে হেদায়াত দিয়ে দিতেন? আর যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র (চূড়ান্ত) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের দরুন [ঘ]তাদের ওপর (হৃদয়ে আঘাতকারী) কোন না কোন ভয়ঙ্কর আযাব আসতে থাকবে অথবা এ (আযাব) তাদের বাড়ীঘরের ধারে কাছে[১৪৪৪] নেমে আসতে থাকবে। আল্লাহ্‌ নিশ্চয় প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।★

৪
[৫]
১০

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣٢﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৩:১৬,১৮,৩১,১০৮,৬৮: ৩৫,৯৮: ৮-৯; খ, ২৫: ৬১; গ,৩:১৫৫, ৩০:৫, ঘ. ২২:৫৬।

১৪৩৯। আল্লাহ্‌ তাআলার এক অপরিবর্তনীয় বিধান হলো যারা বা যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি রুজু বা আকৃষ্ট হয় আল্লাহ্‌ তাদেরকেই হেদায়াত দান করেন এবং যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিমুখ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেয় না, বরং হেদায়াত গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদেরকে তিনি তাদেরই মর্জির উপরে ছেড়ে দেন। ফলে তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়ে যায়।

১৪৪০। স্রষ্টার সন্ধান করা মানবাত্মার এক চিরন্তন প্রবল ইচ্ছা এবং এটাই মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখনই মানুষের মনে চরম শান্তি বিরাজ করে। কারণ সে তখন নিজে আল্লাহ্‌ তাআলার ক্রোড়ে বা তাঁর আশ্রয়ে আছে– এই প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করতে থাকে।

১৪৪১। জাবাল (পাহাড়) বহুবচনে জিবাল, যার আলঙ্কারিক অর্থ ঃ (১) গোত্র বা গোষ্ঠীর নেতা, (২) সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি, (৩) ভীষণ দুঃখ, ক্লেশ, দুর্যোগ (আকরাব)। এখানে তফসীরাধীন বাক্যাংশের অর্থ হতে পারে, সকল কঠিন সমস্যা, মানুষকে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, কুরআন করীম তার সমাধান দেয়। এও হতে পারে, এটি (কুরআন) সব পুরনো নিয়মাবলী রদ করেছে এবং নানা প্রকার মানবিক সমস্যা সমাধানে নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে।

১৪৪২, ১৪৪৩ ও ১৪৪৪ এবং ★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৩। আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু যারা অস্বীকার করেছিল [ক]আমি কিছু কালের জন্য তাদের অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদের ধরে ফেললাম। এখন দেখ! আমার শাস্তি কেমন (শিক্ষণীয়) ছিল!

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾

৩৪। অতএব যিনি প্রত্যেকের কৃতকর্মের পর্যবেক্ষক তিনি কি (তাদের হিসাব নিবেন না)? [খ]তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করেছে। তুমি বল, 'তোমরা তাদের নামতো[১৪৪৫] বল!' তোমরা কি তবে পৃথিবীর এমন কোন বিষয় তাঁকে জানাবে যা তিনি জানেন না, নাকি (এসব) কেবল কথার কথা? আসলে যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে তাদের প্রতারণা সুন্দর[১৪৪৬] করে দেখানো হয়েছে। আর [গ]আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। [ঘ]তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে শাস্তি এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরো কঠোর হবে। আর আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে (বাঁচানোর জন্য) তাদের কোন রক্ষকর্তা নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। মুত্তাকীদেরকে [ঙ]যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর দৃষ্টান্ত হলো (এমন যে) এর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়, এর ফলফলাদি[১৪৪৭] এবং এর ছায়া চিরস্থায়ী। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এ হলো তাদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে আগুন।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۗ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۗ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٦﴾

দেখুন : ক. ২২:৪৫; খ.৬:১০১; ১০:৬৭; ১৩:১৭; গ. ১৭:৯৮; ৩৯:২৪, ৩৭; ঘ. ৩৯:২৭; ৬৪:৩৪; ঙ. ২:২৬; ৪:৫৮; ৪৭:১৬।

১৪৪২। এই বাক্যের রূপক অর্থ হলো কুরআন দ্রুত গতিতে সারা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করবে। শাব্দিক অর্থে শত্রুর এলাকা হতে ভূখণ্ড কর্তন (বিচ্ছিন্ন) করে বিশ্বাসীর দখলে অর্পণ করা হবে।

১৪৪৩। আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিদেরকে কুরআনের সাহায্যে কেবল শীঘ্র নতুন জীবন দান করা হবে না, দেখতে দেখতে তারা তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানের কথাও বলবে এবং সারা পৃথিবীতে কুরআনের বাণী প্রচার করবে।

১৪৪৪। অবিশ্বাসীদের উপর বিপদের পর বিপদ নেমে আসতে থাকবে এবং একের পর এক বিপর্যয় তাদের উপর নেমে আসতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের দুর্গতুল্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রধান নগরী মক্কার পতনের মাধ্যমে তাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

★ [কুরআন করীম তেলাওয়াত করলে পাহাড়ও স্থানচ্যুত হয় না, পৃথিবীও খন্ডবিখন্ড হয় না এবং মৃতদের সাথেও কথা বলা যায় না। বরং এসব কিছুই আল্লাহ্‌র আদেশেই ঘটতে পারে। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে হযরত ঈসা (আ:) এর আদেশে পাহাড় স্থানচ্যুত হতো না, পৃথিবী খন্ডবিখন্ড হতো না এবং মৃতরাও জীবিত হতো না। বরং এসব আল্লাহ্‌র আদেশেই কার্যকর হতো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪৪৫, ১৪৪৬ ও ১৪৪৭ টীকাগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৭। আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা [ক] তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয় এতে আনন্দিত হয়। কিন্তু [খ] বিভিন্ন দলের[১৪৪৮] মাঝে এমন লোকও আছে, যারা এর কোন কোন অংশ অস্বীকার করে। তুমি বল, [গ] 'আমাকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাঁরই দিকে আমি তোমাদের আহ্বান জানাই এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۚ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٧﴾

৩৮। আর এভাবেই [ঘ] আমরা এটিকে এক প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী আদেশরূপে অবতীর্ণ করেছি। [ঙ] আর তোমার কাছে জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও তুমি যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার কোন বন্ধু বা কোন রক্ষাকারীও হবে না।

৫
[৬]
১১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٨﴾

ع

৩৯। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দিয়েছি। আর [চ] আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন রসূলের পক্ষে একটি নিদর্শনও উপস্থিত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি ঐশী বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٩﴾

★ ৪০। [ছ] আল্লাহ্ যা চান মুছে দেন এবং তিনি (যা চান তা) প্রতিষ্ঠিতও[১৪৪৯] করেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে [জ] সব বিধানের[১৪৫০] উৎস।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٤٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৫৩; খ. ২ঃ৫৩; গ. ১৮ঃ১১১; ৩৯ঃ১২; ৭২ঃ২১; ঘ. ১২ঃ৩; ২০ঃ১১৪; ৪৩ঃ৪; ঙ. ২ঃ১২১; ১৪৬ঃ৪২, ১৬; চ. ১৪ঃ১২; ৪০ঃ৭৯; ছ. ৪২ঃ২৫; জ. ৪৩ঃ৫।

১৪৪৫। এই কথা দ্বারা মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবদেবীর নাম বল দেখি, অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ড বা গুণাবলী কি? এই আয়াতে নাম শব্দটি ব্যক্তিগত নাম বুঝায় না, গুণবাচক নাম প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ তাদের কিছু দেবদেবীর ব্যক্তিগত নাম কুরআন উল্লেখ রয়েছে (৭১ ঃ ২৪)। 'নাম তো বল' শব্দত্রয় ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য ভাবের প্রকাশক অর্থাৎ অংশীবাদীর (মূর্তি পূজারীদের) দেবদেবী এতই তুচ্ছ যে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করতেও তাদের লজ্জায় পড়তে হয়।

১৪৪৬। প্রায়শ এইরূপ ঘটতে দেখা যায়, যখন কোন লোক পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তখন সে ক্রমশ নিজেই নিজের প্রতারণার শিকার হয়ে যায়।

১৪৪৭। এর অর্থ, ফল কখনো ফুরাবে না। অর্থাৎ বেহেশতের ফলসমূহে কখনো হেমন্ত আসবে না, ঋতু বিবর্ণ হবে না, কোন সুপ্তাবস্থাও বিরাজ করবে না। জান্নাতের সুখ এবং অনুগ্রহরাজিতে কখনো বিঘ্ন বা বিরতি আসবে না। 'ফল' এবং 'ছায়া' শব্দদ্বয় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মু'মিনরা বেহেশতে আল্লাহ্ তাআলার সকল প্রকার নেয়ামত তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আশিসসমূহ উপভোগ করতে থাকবে।

১৪৪৮-১৪৫০ টীকাগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪১। আর [ক]আমরা যেসব সতর্কীকরণমূলক প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছি এর কোন অংশ আমরা যদি তোমাকে পূর্ণ করে দেখাই অথবা তোমাকে আমরা যদি (এর আগেই) মৃত্যু দিয়ে দেই তবে (উভয় অবস্থায়) [খ]তোমার দায়িত্ব হলো কেবল সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেয়া এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ।

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪২। আর তারা কি লক্ষ্য করে না, নিশ্চয় [গ]আমরা পৃথিবীকে এর চারদিক[১৪৫১] থেকে সংকুচিত করে আনছি? আর সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌ই করেন। কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾

৪৩। আর [ঘ]তাদের পূর্ববর্তীরাও অবশ্যই পরিকল্পনা করেছিল। তবে সব পরিকল্পনা আল্লাহ্‌রই[১৪৫১-ক] কর্তৃত্বাধীন। প্রত্যেকে যা অর্জন করে তিনি তা জানেন। আর [ঙ]পরকালের উত্তম আবাস কার জন্য অস্বীকারকারীরা তা অবশ্যই জানতে পারবে।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, [চ]'তুমি (আল্লাহ্‌ কর্তৃক) প্রেরিত নও।' তুমি বলে দাও, [ছ]'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং যার কাছে এ কিতাবের[১৪৫১-খ] জ্ঞান আছে সে-ও (সাক্ষী)।'

৬ [৬] ১২

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٤﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৪৭; ৪০ঃ৭৮ খ. ৩ঃ২১; ৫ঃ৯৩; ১৬ঃ৮৩ গ. ২১ঃ৪৫ ঘ. ৩ঃ৫৫; ৮ঃ৩১; ১৪ঃ৪৭; ২৭ঃ৫১ ঙ. ২৮ঃ৩৮ চ. ২৫ঃ৪২ ছ. ৪ঃ১৬৭; ৬ঃ২০; ২৯ঃ৫৩; ৪৮ঃ২৯।

১৪৪৮। 'আহযাব' অর্থ দলসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দল যাদের নিকট নবী প্রেরিত হন কিন্তু তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌র নবীকে) গ্রহণ করে না।

১৪৪৯। এই আয়াতে ঐশী আযাব বা শাস্তি সম্পর্কে দু'টি নিয়ম নির্দেশ করছে ঃ (ক) আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে শাস্তি রদ করে থাকেন (সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে) অথবা আল্লাহ্‌ একে (শাস্তি) নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করে দেন।

১৪৫০। (ক) সকল অনুশাসনের মূল কারণ বা তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই সঠিক জানেন, (খ) শরীয়তের সকল বিধানের ভিত্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সিফ্‌ত বা গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব বিধান বা শরীয়তের মূল উৎস আল্লাহ্‌ তাআলা। উম্মুন অর্থ মাতা, উৎস, ভিত্তি, মূল, শিকড়, উপকরণ, অবস্থান বা ধরে রাখা (লেইন)।

১৪৫১। 'আতরাফ' অর্থ কোন বস্তুর শেষসীমা বা কিনারা, সাধু-সজ্জন এবং নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকও বুঝায়। এই আয়াতের অর্থ ঃ তারা কি দেখে না, আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীকে এর কিনারা থেকে সংকুচিত করে এনেছেন? অর্থাৎ ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে আরবের সকল স্থানে, প্রত্যেক গৃহে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং সর্বপ্রকার সমাজে বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, দাস এবং প্রভু প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে।

১৪৫১-ক। ইসলামের শত্রুদের সকল গোপন ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্‌ তাআলা ভালভাবে জানেন। কাজেই তাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের কোন পরিকল্পনাই তাঁর (আল্লাহ্‌) উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ ইসলামের চরম বিজয়কে ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৪৫১-খ। 'এ কিতাবের জ্ঞান' বাক্যাংশ দ্বারা নতুন ঐশী নিদর্শনাবলী এবং পূর্ববর্তী ধর্মের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নবী কারীম (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বুঝাতে পারে।

সূরা ইব্‌রাহীম-১৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর জের এই সূরাতেও জারি রয়েছে এবং আরো সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে এর বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যালোচনার জন্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত বিভিন্ন যুগের নবী-রসূলগণ, শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। কাজেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর বাহ্যিক উপকরণ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, পরিণামে তিনিই সফলতা লাভ করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা এবং মানুষ যখন অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরে তখন তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। হযরত (সাঃ) এর আবির্ভাব হয়েছে মানুষকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বেও বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম নবী ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। অতঃপর সূরাটিতে সত্যের বিজয় কেন অবশ্যম্ভাবী, এর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর সূরাটিতে আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ বাণীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করে উক্ত বাণীর সত্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেই মানদণ্ডের আলোকে বিচার করলে কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহ্ তাআলার বাণী, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। মুসলমানদেরকে এর পর উপদেশ দেয়া হয়েছে, কীভাবে তারা কুরআনের মহান শিক্ষা ও নীতি থেকে বেশি বেশি উপকৃত হতে পারে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের বাণীর মাধ্যমে আরবে যে পরিবর্তন সূচিত হতে যাচ্ছে তা পূর্ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ফারানের মরুপ্রান্তরে তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও বিবি হাজেরাকে রেখে গিয়েছেন এবং তা এই জন্য যে একদিন সেই মরুপ্রান্তর থেকেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, যার নজীর পৃথিবীতে আর অন্য কোথাও নেই। এই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই কারণেই অনুর্বর ও মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর করুণায় এই এলাকাবাসীর জন্য পর্যাপ্ত রিয্‌কের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)সহ মক্কায় ক'বার ঘর পুনর্নির্মাণ করছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন মক্কায় তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূলের আবির্ভাব ঘটান যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন বর্ণনা করবেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন (২ঃ১৩০)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর এই দোয়ার পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এই সূরা মু'মিনদেরকে তাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তো ইতোপূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ই বর্ণনা করে গেছেন, তা যেন তারা কিছুতেই বিস্মৃত না হয়। সূরাটি পরিশেষে অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ঘোষণা করেছে, যেহেতু মক্কা নগরীর উদ্ভবই হয়েছিল আল্লাহ্ তাআলার একত্বকে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে, সেহেতু আল্লাহ্‌র একত্বের প্রচারের সেই কেন্দ্রস্থল মক্কাতে তারা যেন মূর্তিপূজা পরিহার করে। কেননা ঐশী উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য তারা যা কিছুই করুক না কেন, পরিণামে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

[এ সূরায় একটি নতুন বিষয় এও দেখতে পাওয়া যায়, এখানে 'মুরতাদ'কে (অর্থাৎ ধর্মত্যাগীকে) হত্যা করার বিশ্বাস সম্পর্কিত বিতর্ক উঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মুরতাদকে হত্যা করার বিশ্বাস রসূলগণের অস্বীকারকারীদের সর্বসম্মত বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সব রসূলকে তাদের ধারণানুযায়ী মুরতাদ মনে করে ঘোষণা দেয় যে তারা অবশ্যই মুরতাদকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। তাকে তার দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় যতক্ষণ সে তাদের ধর্মে ফিরে না আসে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা রসূলগণের প্রতি এই বলে ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাদের ধ্বংস করার দাবীকারকদেরকেই ধ্বংস করে দেয়া হবে, এমনকি তারা যে দেশের মালিক সেজে বসেছে তাদের পরে তোমাদেরকেই তাদের উত্তরাধিকারী করে দেয়া হবে।

এ সূরায় 'কলেমা' শব্দটির একটি মহান ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একইভাবে 'সাজারাহ' (অর্থাৎ বৃক্ষ) শব্দটির অর্থও খুব সুন্দররূপে উদঘাটিত করা হয়েছে। 'সাজারাহ্ তায়্যেবা' এর (অর্থাৎ পবিত্র বৃক্ষের) দৃষ্টান্ত পবিত্র মানুষদের অর্থাৎ নবীগণের ন্যায়, যাদের শিকড় বাহ্যত মাটিতে প্রোথিত থাকে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক খাদ্য আকাশ থেকে পেয়ে থাকেন এবং ঋতু বসন্তই হোক বা ঋতু শরৎ হোক সর্বাবস্থায় এ খাদ্য তাদের দান করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে 'সাজারাহ্ খাবীসা' (অর্থাৎ অপবিত্র বৃক্ষ) বলতে নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের বুঝানো হয়েছে। যাদের এভাবে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হবে যেভাবে তীব্র বায়ু গাছপালাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলে এবং এগুলোকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে থাকে। অতএব নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের এ অবস্থাই হবে। তারা বার বার নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করবে এবং অবশেষে মাটিতে তাদের মিশিয়ে দেয়া হবে।

এরপর এ সূরায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর সেই দোয়ার কথাও রয়েছে, যা খানা কা'বার চারদিকে বসবাসকারীদের দূরদূরান্ত থেকে সব ধরনের ফলফলাদি দান করা হয়। এ ঘটনা এভাবেই সংঘঠিত হয়েছে, তাদেরকে জাগতিক ফলও দান করা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক ফলও দান করা হয়েছে এবং এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সূরা কুরায়শে করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক ফলফলাদির মাঝ থেকে সবচেয়ে বড় ফল রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর সত্তায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সা:) সেই 'কলেমা তায়্যেবা' হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যা মানবজাতিকে স্বর্গীয় ফল দান করেছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
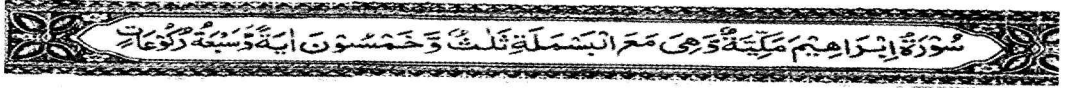
সূরা ইব্‌রাহীম-১৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ②

২। [খ]আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি[১৪৫২]। (এ) এক কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি এজন্য অবতীর্ণ করেছি যেন [গ]তুমি মানুষকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আস (এবং তাদের সেই পথে পরিচালিত কর) যা মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহ্‌র) পথ,

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ③

৩। (অর্থাৎ সেই) আল্লাহ্‌র (পথে), যাঁর অধিকারে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সবকিছু। [ঘ]আর এক কঠোর আযাবের মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস (নির্ধারিত) রয়েছে,

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ④

৪। (অর্থাৎ) [ঙ]যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে বেশি ভালবাসে, [চ]আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের বাধা দেয় এবং এ (পথকে) বক্র করতে চায়। এরাই ঘোর বিপথগামিতায় (মগ্ন)।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৫। আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির[১৪৫৩] ভাষাতেই (ওহীসহ) পাঠিয়েছি যাতে করে সে স্পষ্টভাবে (আমাদের কথা) তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে। [ছ]অতএব আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান পথ দেখান। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১০ঃ২; ১১ঃ২; ১২ঃ২; ১৩ঃ২; ১৫ঃ২; গ. ২ঃ২৫৮; ৫ঃ১৭; ১৪ঃ৬; ৬৫ঃ১২; ঘ. ১৯ঃ৩৮; ৩৮ঃ২৮; ৫১ঃ৬১; ঙ. ১৬ঃ১০৮; চ. ৩ঃ১০০; ৭ঃ৪৬; ১১ঃ২০; ছ. ১৩ঃ২৮; ৭৪ঃ৩২।

১৪৫২। 'আনাল্লাহু আরা' এর অর্থ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি। বিস্তারিত জানার জন্য ১৬ টীকা দেখুন।

১৪৫৩। এই আয়াতের অর্থ এটা নয় যে আঁ হযরত (সাঃ)এর পয়গাম কেবল আরববাসীর জন্যই সীমাবদ্ধ। এরূপ ধারণা কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনরূপে তাঁকে (সাঃ) সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসূল বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৭ঃ১৫৯; ৩৪ঃ২৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনের সার্বজনীনতা একমাত্র কুরআনেরই দাবী নয়, হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন ঃ "আমি লাল কাল অর্থাৎ সকল জাতীয় মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি" (মজমাউল বিহার)। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ "আমি বিশ্বমানবের জন্য আবির্ভূত হয়েছি" (বুখারী)। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল আরবী ভাষাতে। কারণ (তাঁর) সম্মুখস্থ আরবী ভাষা-ভাষী আরবজাতিকেই সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছিল এবং তাদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী এর বাণী (ইসলাম) প্রচার হওয়া নির্ধারিত ছিল। অতএব একথা ঠিক নয় যে কুরআনের বাণী শুধু আরববাসীদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার আরো কারণ হলো, সকল ভাষার তুলনায় আরবী অধিক ভাব প্রকাশে সক্ষম। এটি প্রাঞ্জল এবং ব্যাপক ভাষা। এর উপযোগিতা কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোত্তম।

৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও নিদর্শনাবলীসহ (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, ক.'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আন। আর আল্লাহ্‌র দিনগুলো[১৪৫৪] এদের স্মরণ করাও।' নিশ্চয় এতে একান্ত ধৈর্যশীল (ও) পরম কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑥

৭। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, খ.'তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি ফেরাউনের জাতির কবল থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন। তারা তোমাদের ভয়ানক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (তোমাদের জন্য) ছিল এক মহা পরীক্ষা।

১ [৭] ১৩

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑦ ع

৮। আর (স্মরণ কর) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছিলেন, গ.'তোমরা যদি কৃতজ্ঞ[১৪৫৫] হও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো দান করবো। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রেখো) নিশ্চয় আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑧

৯। আর মূসা (এও) বলেছিল, ঘ.'তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) আল্লাহ্ নিশ্চয় অমুখাপেক্ষি (ও) পরম প্রশংসাভাজন।'

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑨

দেখুন ঃ ক.১৪ঃ২; খ. ২ঃ৫০; ৭ঃ১৪২; ২৮ঃ৫; গ. ৩ঃ১১৬; ৪ঃ১৪৮; ঘ. ৩১ঃ১৩।

১৪৫৪। 'আইয়ামুল্লাহ্' আল্লাহ্‌র দিনগুলো অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এবং পুরস্কার (তাজ), যেমন বিখ্যাত আরবী প্রবাদ 'আইয়ামুল আরব' অর্থাৎ আরবদের লড়াই ও দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ-বিগ্রহ।

১৪৫৫। 'শোকর' অর্থ কৃতজ্ঞতা। শোকর তিন প্রকার ঃ (১) মন-প্রাণ দ্বারা উপকার বা এহসান প্রাপ্তির পূর্ণ উপলব্ধির স্বীকৃতি, (২) জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্য কথায় উপকারীর উচ্চ প্রশংসা করা এবং (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ উপকার সাধনকারীর উপকার যোগ্যতা অনুসারে পরিশোধ করা অর্থাৎ বিনিময়ে উপকার করা। বিষয়টি পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত ঃ (ক) উপকারী ব্যক্তির প্রতি উপকৃত ব্যক্তির বিনয়, (খ) তার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, (গ) উপকৃত ব্যক্তি কর্তৃক উপকারীর এহসান স্মরণ রাখা ও স্বীকৃতি দেয়া, (ঘ) এর জন্য প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করা এবং (ঙ) হিতসাধনকারীর পছন্দনীয় নয় এমনভাবে তার এহসানের ব্যবহার না করা। একেই বলা হয় মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা বা শোকর। আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতি 'শোকর' প্রকাশের অর্থ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা করা, ভাল আদেশ দেয়া, সন্তোষজনক শ্রদ্ধা দেখানো, তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা, শুভেচ্ছা-সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিবার্যরূপে বিনিময় ও প্রতিদান দেয়া (লেইন)। সে-ই প্রকৃত কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার দেয়া সকল নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে থাকে।

★ ১০। [ক]তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নূহের জাতির, আদ, সামূদ আর তাদের পরে যারা ছিল তাদের সংবাদ এসে পৌঁছেনি? আল্লাহ্[১৪৫৬] ছাড়া তাদেরকে কেউ জানে না। তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ যখনই তাদের রসূলরা এসেছিল তারা তখন (অহংকার ভরে) তাদের হাত তাদের মুখে[১৪৫৭] রেখে দিয়েছিল এবং বলেছিল, 'যে (শিক্ষা) সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অস্বীকার করছি। আর যে (শিক্ষার) দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই এক অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছি।'

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾

১১। তাদের রসূলরা বলেছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে, [খ]যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর[১৪৫৮] স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে এজন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেন। তারা বললো, [গ]'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সবের উপাসনা করে এসেছে তোমরা তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে আস।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

দেখুন ঃ ক.৯ঃ৭০; ৪০ঃ৩২; ৫০ঃ১৩-১৫; খ. ৬ঃ১৫; ১২ঃ১০২; ৩৫ঃ২; ৩৯ঃ৪৭; গ. ১১ঃ২৮; ২৩ঃ২৫।

১৪৫৬। এই বাক্যাংশ স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশ ছাড়াও অন্যান্য জাতিতে আল্লাহ্ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন, যেমন ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর পূর্বে 'আদ' ও 'সামুদ' জাতি এবং আরো ছিল অন্যান্য জাতি, যাদের অস্তিত্বের কথা আল্লাহ্ ছাড়া এখন আর কেউ জানে না। ইব্‌রাহীমি বংশধরের মধ্যে প্রেরিত নবীগণের উল্লেখ তো কুরআন এবং বাইবেল উভয়ে রয়েছে।

১৪৫৭। ★ ['ফারাদ্দু আইদীয়াহুম ইলা আফওয়াহিহিম' অর্থাৎ তারা (অহংকার ভরে) তখন তাদের হাত তাদের মুখে রেখে দিয়েছিল। এই অভিব্যক্তির একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ নিজ মুখে হাত রাখলে এর অর্থ দাঁড়ায় বাধা সৃষ্টি করা। আলোচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। নিশ্চয়ই এ কাজটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। তাই এর দু'টো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর একটা অর্থ হলো, তারা নবী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সব ধরনের আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানালো। এমন অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন প্রতিপক্ষের যুক্তির সামনে মানুষ নির্বাক ও পরাস্ত হয়। তখন তারা বয়কটের পথ বেছে নেয়। কারণ তখন তাদের কাছে বলার আর কিছু থাকে না।

এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, অস্বীকারকারীরা নবীগণের মুখে তাদের হাত রেখে দিয়েছিল। এ অভিব্যক্তিটি আলাপ আলোচনা প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেও এর ভিন্ন একটি আঙ্গিক রয়েছে। আলোচ্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, অস্বীকারকারীরা নবীগণকে প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য করে এবং বলে, তোমরা তোমাদের মুখ বন্ধ রাখ। আয়াতের শেষাংশও এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে, যেখানে অস্বীকারকারীদের বক্তব্য এভাবে দেয়া আছে: 'যে (শিক্ষা) সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা অস্বীকার করছি। আর যে শিক্ষার দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সে বিষয়ে আমরা এক অস্বস্তিকর সন্দেহে রয়েছি।' (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪৫৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১২। তাদের রসূলরা তাদের বলেছিল, [ক]'আমরা তোমাদের[১৪৫৯] মতই মানুষ, তবে [খ]আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মাঝ থেকে যার ওপর চান অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তোমাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।'

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾ ع

১৩। আর [গ]'আমরা আল্লাহ্‌র ওপর কেনইবা ভরসা করবো না যেক্ষেত্রে তিনি (নিজেই) আমাদেরকে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন? অতএব তোমরা আমাদেরকে যে দু:খযন্ত্রণা দিচ্ছ এতে আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধরবো এবং আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।'

২ [৬] ১৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

১৪। আর [ঘ]'অস্বীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলেছিল, 'হয় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ ছাড়া করবো, না হয় আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।' তখন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি (এই বলে) ওহী করলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের ধ্বংস করে দিব

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾

★ ১৫। এবং তাদের পরে [ঙ]'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করে দিব। এ (প্রতিশ্রুতি) তার জন্য, যে আমার[১৪৬০] উচ্চ মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সর্তকবাণীতে ভীত হয়।'

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾

১৬। আর তারা (আল্লাহ্‌র কাছে) বিজয় প্রার্থনা করলো এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল।

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾

১৭। এ (পার্থিব শাস্তির) পর (তার জন্য) জাহান্নামের (আযাবও নির্ধারিত) রয়েছে এবং (সেখানে) [চ]তাকে পূঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১১; ৪১ঃ৭; খ. ৩ঃ১৬৫; ৬ঃ১২৫; গ. ১১ঃ৫৭,৮৯; ১২ঃ৬৮; ঘ. ৭ঃ৮৯; ঙ. ২১ঃ১০৬; চ. ৬৯ঃ৩৭; ৭৮ঃ২৫,২৬।

১৪৫৮। নবীগণের শিক্ষার ঐশী উৎসের প্রমাণ রাখতে গিয়ে মহাকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা মানব সৃষ্টি করে তাদের হেদায়াত বা পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা না করেই ছেড়ে দিয়েছেন, এটা চিন্তা করাও অযৌক্তিক। এটাও অসামঞ্জস্য এবং পরস্পর বিরোধী বলে অযৌক্তিক মনে হয় যে আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবী সৃষ্টির মাধ্যমে মানবের পার্থিব মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করার জন্য যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন তখন তিনি তার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা দান উপেক্ষা করলেন কীভাবে?

১৪৫৯। আল্লাহ্ তাআলার কোন নবী, যিনি মানবের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আদর্শ ও নমুনারূপে প্রেরিত হন, তিনি তো আর সবার মত মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ কোন নবী নিজে মানবীয় সত্তার অধিকারী না হলে তিনি মানুষের জন্য নমুনা হতে পারেন না।

১৪৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১৮। সে অনিচ্ছাকৃতভাবে এর এক এক ঢোক গিলবে। কিন্তু সে তা সহজে পান করতে পারবে না। আর [ক]সবদিক[১৪৬১] থেকে তার কাছে মৃত্যু ধেয়ে আসবে। তবুও সে মরবে না। এছাড়াও (তার জন্য) রয়েছে এক কঠোর আযাব।

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ⑱

★ ১৯। [খ]যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের কৃতকর্মের[১৪৬২] দৃষ্টান্ত সেই ছাইভস্মের মত যাকে ঝঞ্ঝাবায়ুপূর্ণ দিনে বাতাস তীব্র বেগে (উড়িয়ে) নিয়ে যায়। [গ]তাদের কোন অর্জনই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এ-ই হলো চূড়ান্ত ধ্বংস।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑲

★ ২০। তুমি কি দেখনি, [ঘ]আল্লাহ্‌ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন? [ঙ]তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন★

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ⑳

২১। এবং তা [চ]আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ㉑

২২। আর তারা সবাই আল্লাহ্‌র[১৪৬৩] সামনে উপস্থিত হবে। [ছ]তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারীদের বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব তোমরা আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আযাবের কিছুটাও কি দূর করতে পার?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌ যদি আমাদের হেদায়াত দিতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের জন্য (এখন) বিলাপ করা বা ধৈর্য ধরা উভয়ই সমান। আমাদের[১৪৬৪] রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।'

৩ [৯] ১৫

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ㉒

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৭৫; ৮৭ঃ১৪ খ. ২৪ঃ৪০ গ. ২ঃ২৬৫ ঘ. ৬ঃ৭৪; ১৬ঃ৪; ২৯ঃ৪৫; ৩৯ঃ৬ ঙ. ৪ঃ১৩৪; ৬ঃ১৩৪; ৩৫ঃ১৭ চ. ৩৫ঃ১৮ ছ. ৬ঃ১২৯; ৭ঃ৩৯,৪০; ২৮ঃ৬৪; ৩৩ঃ৬৮,৬৯; ৩৪ঃ৩২,৩৩; ৪০ঃ৪৮,৪৯।

১৪৬০। কুরআন কারীম আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহার করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি ও মর্যাদা প্রকাশে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াকে জোর দেয়ার জন্য একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা যেমন কোন কোন মুসলমান সূফী বলেছেন যে আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে কোন কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেন তখন বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে স্থলে কোন কর্মবিশেষ ঐশী আদেশে নিষ্পন্ন হওয়া বুঝিয়েছে সেখানে এক বচন ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান আয়াতে উভয় প্রকার ব্যবহারই রয়েছে।

১৪৬১। "আর সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু ধেয়ে আসবে" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সকল অপরাধ ও পাপাচার বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর আকার ধারণ করে তাদের সম্মুখে আসবে।

★ ১৪৬২, ১৪৬৩ এবং ১৪৬৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৩। আর সব বিষয়ের যখন নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে (তখন) শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমিও সব সময় তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা ভঙ্গ করেছি। আর আমি (যখনই) তোমাদের ডাক দিয়েছিলাম তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। এ ছাড়া [ক] তোমাদের ওপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তাই (এখন) তোমরা আমাকে দোষারোপ না করে নিজেদেরকে দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধার করার কেউ নই এবং তোমরাও আমাকে উদ্ধার করার কেউ নও। তোমরা যে আগে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছিলে নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। (এসব অংশীবাদী) যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) রয়েছে।

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৪। আর [খ] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেখানে চিরকাল থাকবে। [গ] সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি)।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۴﴾

২৫। তুমি কি লক্ষ্য করনি, একটি পবিত্র বাণীর দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌ কিভাবে বর্ণনা করেন? এ এক পবিত্র বৃক্ষের মত যার শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার ডালপালা গগনচুম্বি[১৪৬৫]।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۵﴾

২৬। এটা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সব সময় ফল দেয়। [ঘ] আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

تُؤْتِيْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৩; ১৬ঃ১০০; ১৭ঃ৬৬; খ. ১০ঃ১০; ২২ঃ২৪; গ. ১০ঃ১১; ১৫ঃ৪৭; ৩৬ঃ৫৯; ৫০ঃ৩৫; ঘ. ১৩ঃ১৮; ২৯ঃ৪৪।

★ ১৪৬২। তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের কার্যকলাপ যা তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ★ [এখানে সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ চাইলে মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক নতুন ধরনের সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাতে পারেন। আর এ কাজটি তাঁর জন্য অতি সহজ (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৪৬৩। কোন জাতির প্রকৃত অপকর্মগুলো, যা কিনা তাদের অধঃপতনের কারণ হয়, এতটা অধিক মারাত্মক হয় না যতটা তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ফাঁস হয়ে গেলে হয়। তাদের দুর্বলতা লোক সমক্ষে প্রকাশ হওয়ার ফলে তাদের নিকট নিজেদের কার্যসম্পাদনেরও উর্ধ্বে তাদের মর্যাদা ও খ্যাতি, যা তাদের সফলতার প্রধান অবলম্বন, মরণাঘাতগ্রস্ত হয়। এতে তারা প্রতিপক্ষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের পতন আর অবক্ষয় তাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এটাই হলো, "তারা সকলেই আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে" বাক্যের মর্ম।

১৪৬৪। ধ্বংস যে জাতির নিয়তি তারা হতাশার মধ্যে গা ঢেলে দেয় এবং সহজেই নিজের নিকৃষ্ট অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করে বসে।

১৪৬৫। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র কালাম 'কুরআন'এর সাদৃশ্য এমন বৃক্ষের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী রয়েছে ঃ (ক) এটা উত্তম অর্থাৎ এটা এমন সব শিক্ষা থেকে দোষমুক্ত যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির জন্য পীড়াদায়ক এবং যা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিপরীত নয়, (খ) যা উৎকৃষ্ট, দৃঢ় ও শক্ত ফলবতী বৃক্ষের ন্যায়। এটা মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উৎস থেকে উপজীবিকা বা শক্তি রক্ষার উপায় আহরণ করে নতুন ও সবল জীবন ধারণ করে এবং

১৪৬৫ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٧﴾

২৭। আর অপবিত্র বাণীর[১৪৬৬] দৃষ্টান্ত এক অপবিত্র বৃক্ষের মত যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর জন্য (কোথাও) কোন স্থিতি নেই।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾ ع

২৮। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ যালেমদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন। আর আল্লাহ্‌ যা চান তা-ই করেন।

৪
[৬]
১৬

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٩﴾

২৯। [ক]তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অকৃতজ্ঞতায় বদলে দিল এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসের গৃহে (টেনে) নামালো,

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٣٠﴾

৩০। (অর্থাৎ) জাহান্নামে। তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান (স্থল)।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾

৩১। আর [খ]তারা আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ স্থির করেছে যেন তারা তাঁর পথ থেকে (লোকদের) বিচ্যুত করতে পারে। তুমি বল, [গ]'তোমরা সাময়িকভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। এরপর নিশ্চয় আগুনের দিকেই হবে তোমাদের যাত্রা।'★

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣٢﴾

৩২। আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বল, 'যেদিন কোন ক্রয়বিক্রয় হবে না এবং কোন বন্ধুত্ব (কাজে আসবে না) [ঘ]সেদিন আসার আগেই তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে [ঙ]ব্যয় করে।'

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ

৩৩। আল্লাহ্‌ তিনিই, যিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং [চ]আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিয্‌ক হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। আর [ছ]তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তা তাঁর আদেশে

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২১২; খ. ২ঃ২৩; ১৩ঃ৩৪; গ. ৪৭ঃ১৩; ৭৭ঃ৪৭; ঘ. ২ঃ২৫৫; ৪৩ঃ৬৮; ঙ. ২ঃ২৭৫; ১৩ঃ২৩; ১৬ঃ৭৬; চ. ২ঃ২৩; ২০ঃ৫৪; ২২ঃ৬৪; ৩৫ঃ২৮ ছ. ২২ঃ৬৬; ৪৩ঃ১৪; ৪৫ঃ১৩।

মজবুত বৃক্ষের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ সমালোচনার সশব্দ বিস্ফোরণের ঝাপ্‌টায় মাথা নত করে না এবং সকল বিরোধিতার ঝড়ের মুখে মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান থাকে। এর জীবন ও জীবিকা একই উৎস থেকে উৎসারিত ও প্রবাহিত বলে এর মূলনীতি এবং শিক্ষায় কোন বিরোধ বা গরমিল নেই, (গ) এর শাখাপ্রশাখাসমূহ বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছায়। এর আজ্ঞানুবর্তিতায় অর্থাৎ এর আমল করে মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করতে পারে, (ঘ) এটা স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল ঋতুতে সদা ফল দিয়ে থাকে অর্থাৎ কুরআন প্রচুর পরিমাণে সুফল প্রদান করে। এর আশিসসমূহের নিদর্শন সকল সময়েই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সর্বযুগের মানুষ এর শিক্ষার উপর আমল করে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে মিলনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সততা সমসাময়িক

১৬৬৫ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৪৬৬ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٣﴾

সাগরে চলাচল করে। আর তিনি তোমাদের সেবায় নদনদীকেও নিয়োজিত করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾

★ ৩৪। আর [ক]তিনি সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তিনি রাতদিনকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾ ع

৩৫। আর যা-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ এর[১৪৬৭] সব কিছুই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর [খ]তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম (ও) অকৃতজ্ঞ।

৫ [৭] ১৭

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٦﴾

৩৬। আর (স্মরণ কর) [গ]ইব্রাহীম যখন বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ শহরকে তুমি শান্তিধাম বানিয়ে দিও এবং প্রতিমা[১৪৬৮] পূজা থেকে [ঘ]আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করো।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! [ঙ]নিশ্চয় এগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমারই। আর যে আমার অবাধ্যতা করে (তুমি তাকেও ক্ষমা করো, কারণ) তুমি যে বড়ই ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

৩৮। [চ]হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের[১৪৬৯] কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! (আমার এমনটি করার কারণ হলো) তারা যেন নামায[১৪৭০] কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের[১৪৭১]

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৩৫; ১৩ঃ৩; ১৬ঃ১৩; ৩৯ঃ৬; খ. ১৬ঃ১৯; গ. ২ঃ১২৭; ঘ. ২ঃ১২৯; ঙ. ৭১ঃ২৫; চ. ২২ঃ২৭।

লোকদের উপরে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন মজীদে উপরোল্লিখিত সকল গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

১৪৬৬। সুবৃক্ষের বিসদৃশরূপে মিথ্যাচরণকারী কর্তৃক জালকৃত গ্রন্থ কুবৃক্ষের (সাজারায়ে খবীসার) ন্যায়। এর দৃঢ়তা, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নেই। এর শিক্ষাকে যুক্তি এবং প্রকৃতির নিয়ম সমর্থন করে না। এটা সমালোচনার মোকাবিলা করতে পারে না এবং এর নীতি ও আদর্শ মানুষের পরিস্থিতির ও অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর শিক্ষাসমূহ সন্দেহপূর্ণ উৎস থেকে গৃহীত জগাখিচুড়ি বিশেষ। এটা এমন মানুষ তৈরি করতে ব্যর্থ যারা দাবী করতে পারে যে তারা আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সত্য এবং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। এটা ঐশী উৎস থেকে নবজীবন লাভ করতে পারে না এবং অবক্ষয় ও অধঃপতনের বস্তুতে পরিণতি লাভ করে।

★ ['মাসীর' শব্দের এ অনুবাদের জন্য ইমাম রাগেবের মুফরাদাত দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দেখুন)]

১৪৬৭। "আর যাই-ই তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ "-বাক্যাংশটি মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করার কথা ব্যক্ত করে। আল্লাহ্ তাআলা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা বা প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

১৪৬৮। এই আয়াতে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া এটাই ব্যক্ত করছে যে তিনি জানতে পেরেছিলেন, এক সময় মক্কা এবং এর চতুষ্পার্শ্বের দেশগুলোতে মূর্তিপূজা বিরাজ করবে। অতএব তিনি তার ভবিষ্যত বংশধরদেরকে মূর্তিপূজার কবল থেকে রক্ষা করার

১৪৬৮ টীকার অবশিষ্টাংশ ও টীকা, ১৪৬৯, ১৪৭০ ও ১৪৭১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

দিকে আকৃষ্ট করো এবং তাদেরকে [ক]ফলফলাদির রিয্‌ক দান করো যেন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٩﴾

৩৯। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [খ]'আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি নিশ্চয় (সবই) তুমি জান। আর আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে কিংবা আকাশে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٤٠﴾

৪০। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি (আমার) বার্ধক্য সত্ত্বেও আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক দোয়া খুব বেশি শুনে থাকেন।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤١﴾

★ ৪১। [গ]হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! 'আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [ঘ]আর তুমি আমার দোয়া কবুল কর।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾ ع

৪২। [ঙ]হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! 'যেদিন হিসাবনিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকেও ক্ষমা[১৪৭২] করে দিও।'

৬ [৭] ১৮

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٣﴾

৪৩। আর তুমি যালেমদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে মোটেও উদাসীন মনে করো না। তিনি কেবল সেদিন পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিচ্ছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১২৭; ২৮ঃ৫৮; খ. ২ঃ৭৮; ৩ঃ৬; ২৭ঃ৬৬; গ. ২ঃ১২৯ ঘ. ২ঃ১২৮ ঙ. ৭১ঃ২৯।

জন্য শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট এই দোয়া করেছিলেন।

১৪৬৯। এই আয়াত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাঈল ও তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মরুভূমিতে বসবাস করা সম্পর্কিত। ইসমাঈল তখনো শিশু যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) ঐশী আদেশের আনুগত্যে এবং ঐশী পরিকল্পনার পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁকে ও তাঁর মাতা হযরত হাজেরাকে যে অনুর্বর জনশূন্য অঞ্চলে বসবাসের জন্য এনেছিলেন, সেখানে আজ বিরাট মক্কা নগরী দণ্ডায়মান। সেই সময়ে সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারণের কোন উপায় উপকরণ ছিল না (বুখারী)। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার পরিকল্পনা এমন যে সেই মরু অঞ্চল আজ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার শেষ বাণীর কর্মকাণ্ডের অপূর্ব প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমরূপে মনোনীত হয়েছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

১৪৭০। আয়াতে উল্লিখিত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দোয়া পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল আরবের অধিবাসীরাই তাদের পূজার নৈবদ্য অর্পণ করতে মক্কা আসতো। কিন্তু তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পরে বিশ্বের সকল স্থান থেকে দলে দলে লোক মক্কায় যিয়ারতে আসতে শুরু করেছে।

১৪৭১। এই প্রার্থনা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এমন এক সময়ে করেছিলেন যখন মক্কার চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলব্যাপী একটি তৃণও নজরে পড়তো না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়েছে। কারণ সব মৌসুমেই উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রচুর পরিমাণে মক্কায় আসে।

১৪৭২। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সর্বাবস্থায় শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার আশ্রয়ে থাকেন। এই বাস্তব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব এবং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করেন। এটাই মানবীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে বাস্তব উপলব্ধি যা তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট বিনীত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ أَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٤﴾

৪৪। তারা নিজেদের মাথা তুলে ভীত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি এদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ তারা কিছুই দেখতে পাবে না) এবং তাদের অন্তর হবে ভাবলেশহীন[১৪৭৩]।

وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর তুমি মানুষকে তাদের ওপর আযাব নেমে আসার দিন সম্পর্কে সতর্ক কর। [ক]যারা যুলুম করেছিল তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! অল্প কিছু দিনের জন্য আমাদের অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলদের অনুসরণ করবো।' (তাদের বলা হবে,) 'তোমাদের কোন অধ:পতন ঘটবে না বলে কি তোমরা এর পূর্বে কসম খেয়ে দাবী করতে না?

وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর তোমরা তাদেরই আবাসস্থলে বসবাস করছ যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। আর আমরা তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের কাছে আমরা সব দৃষ্টান্ত ভালভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম।'

وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٧﴾

★ ৪৭। আর [খ]তাদের সাধ্যানুযায়ী তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড়পর্বত টলানোর মত (শক্তিশালী) হয়ে থাকলেও তাদের ষড়যন্ত্রের (ফলাফল) আল্লাহ্‌র[১৪৭৪] কাছেই রয়েছে।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। অতএব তুমি [গ]আল্লাহ্‌কে তাঁর রসূলদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে কখনো মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী (ও) কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٩﴾

৪৯। (সেদিন নিশ্চয় আসবে) যেদিন এ পৃথিবীকে এবং আকাশসমূহকে[১৪৭৫] ভিন্ন এক পৃথিবীতে (ও ভিন্ন আকাশে) বদলে দেয়া হবে। আর তারা এক-অদ্বিতীয় মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র সমীপে (উপস্থিত হওয়ার জন্য) বেরিয়ে পড়বে।

দেখুন ঃ ক. ৬৩ঃ১১; খ. ৩ঃ৫৫; ৮ঃ৩১; ১৩ঃ৪৩; ২৭ঃ৫১; গ. ৩ঃ১৯৫; ১০ঃ১০৪; ৫৮ঃ২২।

প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন নিজ করুণা ও অনুকম্পায় তাঁদের দুর্বলতা ঢেকে দেন যাতে তাঁদের নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

১৪৭৩। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াত মক্কাবাসীদের ভীতি বিহ্বলতার সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক চিত্র যখন তারা অকস্মাৎ দেখলো যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে দশ হাজার সৈন্যসহ মক্কার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত।

১৪৭৪। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় ভালভাবেই জানেন এবং তা যত বড়ই হোক না কেন তা ব্যর্থ করে দেবেন।

১৪৭৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝٥٠

৫০। আর [ক]সেদিন অপরাধীদেরকে তুমি শিকলাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝٥١

৫১। তাদের পোষাকপরিচ্ছদ হবে আলকাতরার এবং [খ]আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করবে।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥٢

৫২। [গ]এর কারণ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে আল্লাহ্‌ যেন এর প্রতিদান তাকে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٥٣

★ ৫৩। [ঘ]এটা মানুষের কল্যাণার্থে সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত এক বাণী যেন এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা যায়, যেন (এর মাধ্যমে) তারা জানতে পারে তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যেন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা (এর মাধ্যমে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৭ [১১] ১৯

দেখুন ঃ ক.৩৮ঃ৩৯; খ. ১০ঃ২৮; ২৩ঃ১০৫; ৫৪ঃ৪৯; গ. ৪০ঃ১৮; ৪৫ঃ২৩; ৭৪ঃ৩৯; ঘ. ৫ঃ৬৮; ৬ঃ২০।

১৪৭৫। মক্কার পতনের সাথে আরবে ইসলাম প্রবল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং বিশ্ব এক নতুন বিশ্বের রূপধারণ করলো। এর আসমান ও জমীন নবরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। অর্থাৎ পুরনো সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে গেল এবং এর জায়গায় ভিন্ন এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হলো, এক নতুন সভ্যতা জন্মগ্রহণ করলো।

সূরা আল্ হিজ্‌র-১৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ পণ্ডিতের স্বীকৃত মতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরায় আলোকপাত করা হয়েছিল যে পূর্বে নবী-রসূলগণ বাহ্যিক উপকরণের দৈন্যতা সত্ত্বেও তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন সফল ও অগ্রগামী হয়েছিল। কেননা তাঁদের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌র বাণী তাঁদের সঙ্গে ছিল। একইভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। যেহেতু আল্লাহ্‌র বাণী, যা এই সূরার বর্ণনা মতে এক মহা ঐশীশক্তি বিশেষ, সে জন্য কোন জাগতিক শক্তিই সেই ঐশী শক্তির মোকাবিলা করতে পারে না। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া এক জঘন্য বিষয় এবং এটাকে কিছুতেই ছোট করে দেখা যায় না। যারা এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা শীঘ্রই তাদের যোগ্য পরিণাম ভোগ করবে অর্থাৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এরপর বলা হয়েছে, কুরআন আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী এবং এর ঐশী উৎস প্রমাণের জন্য বহু অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই সূরাটির মূল ভাবধারা হচ্ছে, কুরআনের অনুপম রচনাবলী, বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপনার সৌন্দর্যের দিক থেকে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থই এর মোকাবিলা করতে পারে না। এটা সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত এক ঐশী কিতাব। সব দিক থেকেই অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এর সৌন্দর্য ও উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী এত অধিক এবং ব্যাপক যে অবিশ্বাসীরাও কোন কোন সময় এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, এর মোকাবিলায় তাদের কিছুই করণীয় নেই এবং তারা আক্ষেপ করে বলতো, হায়, এর অনুরূপ তাদেরও যদি একটি কিতাব থাকতো! এই ধরনের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা এটা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে না এবং এই সত্যকে উপলব্ধি করে না, কুরআনকে অস্বীকার করার ফলে তারা শুধু সত্য থেকেই বঞ্চিত হবে এবং পরিণামে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টিজনিত ঐশী আযাব ডেকে আনবে। কুরআনের বাণী অবশ্যই সফল হবে এবং কেউই এর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। যারা এর শিক্ষাকে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হবে অথবা অস্বীকার করবে তারাই পরিণামে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করবে। সূরাটিতে এরপর এই কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে এরপরও যদি কুরআনের বাণীকে অবহেলা করা হয় বা একে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করা হয় তাহলে এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা ইতোপূর্বেও সমাগত নবী-রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ বাণীকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা এই চিরন্তন সত্যকে কখনই মনে রাখে না যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা সহজ নয়। এর পরিণতিতে তাদেরকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি হচ্ছে, তাঁর নামে মিথ্যা আরোপকারীকে তিনি সফল হতে দেন না এবং তাঁর অবতীর্ণ বাণী থেকে মিথ্যা আরোপিত বাণীকে অতি সহজেই চিহ্নিত করে দেন। আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণীর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা আছে এবং সাধু বা সৎ লোকের হৃদয়ে তিনি তা গ্রহণ করার মতো একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন এবং যারা তা গ্রহণ করে তাদেরকে খুব সামান্য নৈতিক অবস্থা থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ের নৈতিকতায় তিনি অধিষ্ঠিত করেন।

সূরা আল্ হিজ্‌র-১৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকু

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি। [গ]এগুলো (এক) পরিপূর্ণ কিতাবের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত[১৪৭৬]।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ②

৩। যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো[১৪৭৭]।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③

৪। [ঘ]তুমি তাদের ছেড়ে দাও যেন তারা খায়দায় ও সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নেয় এবং যেন বৃথা আশা আকাঙ্ক্ষা[১৪৭৮] তাদের ভুলিয়ে রাখে। তবে অচিরেই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ④

৫। আর আমরা কোন জনপদকে[১৪৭৯] এর জন্য (পূর্ব) নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত[১৪৭৯-ক] ছাড়া কখনো ধ্বংস করিনি।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ⑤

৬। [ঙ]কোন জাতি তাদের নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং (তা থেকে) পিছিয়েও থাকতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১০ঃ২; ১১ঃ২; ১২ঃ২; ১৩ঃ২; ১৪ঃ২; গ. ২৭ঃ২; ৩১ঃ৩; ঘ. ৪৭ঃ১৩; ঙ. ৭ঃ৩৫; ১০ঃ৫০; ১৬ঃ৬২।

১৪৭৬। কেবলমাত্র সূরা নামলের ২য় আয়াতে এবং এই তফসীরাধীন আয়াতে 'কিতাব' এবং 'কুরআন' শব্দদ্বয় এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আয়াতে 'কিতাব' শব্দ প্রথমে এবং 'কুরআন' শব্দ পরে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা নামলে শব্দদ্বয় উলটাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ 'কুরআন' প্রথমে এবং 'কিতাব' পরে ব্যবহৃত হয়েছে। কিতাব শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছে যে ইসলামের এই পবিত্র গ্রন্থ লিখিত আকারে প্রকাশ হতে থাকবে। আর কুরআন শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছে যে এটা ক্রমবর্ধিতভাবে পঠিত ও পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। এছাড়া কুরআনে 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কুরআন' শব্দদ্বয় মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কিতাব' শব্দ দু'টি কমপক্ষে ১২বার ব্যবহৃত হয়েছে। এ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, লিখিত বিবরণী বা প্রমাণ মৌখিক কথা-বার্তার আদানপ্রদান থেকে অধিকতর কার্যকর। অতএব মুসলমানদের শিক্ষার্জনের প্রতি এবং লিখিত জ্ঞান অন্বেষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা উচিত

১৪৭৭। লিখিত রয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেছিল।

১৪৭৮। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত অবিশ্বাসীদের যে ধারণা– তারা মুসলমান হয়ে গেছে– তা এক বৃথা আশা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব উপভোগ সাধন এবং বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা।

১৪৭৯। 'জনপদ' এখানে শহরের বাসিন্দা বা জাতি বা যাদের নিকট আল্লাহ্‌র নবী প্রেরিত হন তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর জনপদকে কুরআনে 'জনপদ জননী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (৬ঃ৯৩)।

১৪৭৯-ক। '(পূর্ব) নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংসের মেয়াদ বা 'নির্ধারিত সময়' যা যুগের নবী কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত হয়ে থাকে।

৭। আর তারা বললো, [ক]'ও হে! যার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি এক উন্মাদ[১৪৮০]।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٧

৮। [খ]'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নিয়ে আস না কেন?'

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٨

৯। [গ]আমরা কেবল যথার্থ প্রয়োজনেই ফিরিশ্‌তাদের অবতীর্ণ করে থাকি এবং সেই সময় তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মোটেও অবকাশ দেয়া হয় না[১৪৮১]।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٩

১০। নিশ্চয় [ঘ]আমরাই এ উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী[১৪৮২]।★

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝١٠

★ ১১। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে (রসূল) পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١١

১২। আর তাদের কাছে যে রসূলই আসতো তারা তার সাথেই হাসিবিদ্রূপ করতো।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٢

দেখুন ঃ ক.৩৭ঃ৩৭; ৪৪ঃ১৫; ৬৮ঃ৫২; খ. ৬ঃ৯; ১১ঃ১৩; ২৫ঃ৮; গ. ৬ঃ৯; ঘ. ৩৬ঃ৭০; ৬৫ঃ১১।

১৪৮০। 'মজনুন' অর্থ পাগল বা উম্মাদ। মজনুন এখানে জিন বা প্রেতাত্মার প্রভাব হওয়া অথবা সাধারণভাবে ভূতে পাওয়া ব্যক্তি বুঝায় না, পাগল কিংবা যার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিতান্ত দুর্বল হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়।

১৪৮১। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, যখন সত্য, ন্যায় ও প্রজ্ঞা (বিলহাক্ক) অনুযায়ী তারা ঐশী শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়, কেবল তখনই ফিরিশ্‌তা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হয় না।

১৪৮২। এই আয়াতে কুরআন করীমকে অবিকলরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে তা এমন সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে অন্য কোন প্রমাণ যদি নাও থাকতো, তবু এই সত্যই এর (কুরআনের) এলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো। এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবগণের (রাঃ) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্রুপক্ষ নতুন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। এইরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফিরদেরকে তাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ তাআলা ব্যর্থ করে দিবেন। কারণ তিনি স্বয়ং এর হেফাযতকারী। এই দাবী ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। কুরআনের বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মুইর পর্যন্ত বলেছেন, "আমরা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক রচিত (?) 'কুরআনের প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তিত, অবিকৃত এবং অকৃত্রিম রয়েছে।.... অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত মূলগ্রন্থ যা আমাদের নিকট রয়েছে তা-ই মুহাম্মদ (সাঃ), স্বয়ং প্রণয়ন (?) করেছিলেন এবং তা-ই প্রচার করতেন... তাদের গ্রন্থের অবিমিশ্র মূল রচনার সাথে আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পাঠের তুলনা করা আর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা একই কথা।" (Introduction to the life of Mohammet)। জার্মানীর খ্যাতনামা প্রাচ্য ভাষাবিদ অধ্যাপক নোলডিকি লিখেছিলেন, 'কুরআনের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে" (এনসাইক ব্রিট)। বেশ কয়েক বছর পূর্বে কুরআনের মূল পাঠের শুদ্ধতার মধ্যে ডাঃ মিন্‌গানা কর্তৃক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টার চরম ব্যর্থতা কুরআনের দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছে যে অবতীর্ণ হওয়া সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র পবিত্র কুরআনই সব রকম প্রক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১২৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

★ [আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)কে কুরআন শরীফ সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এ এক স্থায়ী প্রতিশ্রুতি। যখনই কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যা করা হয় বা ভুল অর্থ আরোপ করা হয় তখনই আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কোন না কোন আধ্যাত্মিক পুরুষকে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩। [ক]এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে এ[১৪৮৩] (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) সঞ্চার করে দেই।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۴﴾

১৪। [খ]তারা এ (রসূলের) প্রতি ঈমান আনবে না, অথচ পূর্ববর্তীদের (বিষয়ে আল্লাহ্‌র) বিধান ইতিহাস হয়ে আছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫। আর আমরা যদি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দিতাম এবং তারা (রসূলের সত্যতার নিদর্শন নিজ চোখে দেখে নেয়ার জন্য) এতে আরোহণ করতে থাকতো[১৪৮৪]

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿۱۶﴾ ع

১ [১৬] ১ ১৬। তবুও তারা অবশ্যই বলতো, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করে দেয়া হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত জাতি[১৪৮৫]।'

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

★ ১৭। আর নিশ্চয় [গ]আমরা আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছি এবং যারা দেখে তাদের জন্য এটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছি[১৪৮৬]।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿۱۸﴾

১৮। আর [ঘ]আমরা এটিকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান[১৪৮৭] থেকে রক্ষা করেছি।

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۹﴾

১৯। তবে [ঙ]যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে[১৪৮৮] এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে[১৪৮৮-ক]।

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ২০১; খ. ২৬ঃ২০২; গ. ৩৭ঃ৭; ৪১ঃ১৩; ৬৭ঃ৬; ঘ. ৩৭ঃ৮; ৪১ঃ১৩; ঙ. ৩৭ঃ১১; ৬৭ঃ৬।

১৪৮৩। এই সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'কাফিরদের দ্বারা পবিত্র নবীগণকে বিদ্রূপ করার বদ অভ্যাসের'প্রতি ইঙ্গিত করছে।

১৪৮৪। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনুকম্পার ও ক্ষমার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিতেন এবং শাস্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করে দিতেন তাহলে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে পার্থিব আরাম-আয়েশের মধ্যে আরও বেশি মগ্ন হতো।

১৪৮৫। অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে যদি সব অভিজ্ঞতার দু'একটি অভিজ্ঞতা তাদের থাকতো, যার মধ্য দিয়ে নবী করীম (সাঃ) অতিক্রম করেছিলেন এবং যে রূহানী উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন এর কিছু দৃশ্য তারা অবলোকন করতো তবুও তারা বিশ্বাস করতো না, বরং বলে উঠতো, তারা ভেল্কি বা যাদুর শিকার হয়েছে।

১৪৮৬। রাতের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সৌন্দর্যময় দৃশ্যই কেবল এখানে ব্যক্ত করা হয়নি, এদের মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে এবং পরবর্তী ১৬ঃ১৭ ও ৬৭ঃ৬ আয়াতেও তা বর্ণিত হয়েছে। সেই মহৎ লক্ষ্যের পূর্ণতার মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।

১৪৮৭। এই আয়াত নির্দেশ করছে যে জড় জগতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক যেমন কোন প্রকার শক্তি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে অন্যান্য লোকের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারে, কিন্তু তাদেরকে স্বর্গীয় কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি নক্ষত্র ইত্যাদির প্রভাবেও অনুরূপ ঘটতে পারে। সেইরূপে আধ্যাত্মিক জগতেও নবী এবং তাঁর সত্য অনুসারীর উপর শয়তানের কোন প্রভাব খাটে না (আয়ত-৪৩)। তফসীরাধীন আয়াতে "শয়তান" শব্দ সেই সকল অবিশ্বাসীর প্রতি ইঙ্গিত করছে যারা মনে করে, প্রেরিত নবীগণকে বাদ দিয়েই স্বাধীনভাবে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা যায় (আয়াত ১৪-১৬)। এইরূপ লোকের জন্য আধ্যাত্মিক আকাশসমূহ প্রহরারত রাখা হয়েছে এবং তাদের দ্বার রুদ্ধ রাখা হয়েছে।

১৪৮৮। আল্লাহ্‌র কথা শুনে ফেলা এই অর্থে হতে পারে যে ঐ সকল লোকের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কর্মকাণ্ড, যারা আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের পবিত্র শিক্ষাসমূহের নিজেরাই প্রবক্তা বলে ভান করে। তারা লোকদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে, নবীরা কোন নূতন শিক্ষা নিয়ে আসে না এবং তারাও সেই জ্ঞান আহরণে সক্ষম, যে জ্ঞানের দাবী আল্লাহ্‌র নবীগণ করে থাকেন। অথবা এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে মূল-পাঠের কিয়দংশ ছিন্ন করে তার ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত অর্থ করে তারা সরল-মনা জনসাধারণকে বিপথগামী

১৪৮৮ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৪৮৮-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২০। [ক]আর ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি[১৪৮৯] এবং [খ]এতে সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত[১৪৮৯-ক] সংস্থাপন করেছি এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সব কিছুই এতে উৎপন্ন করেছি।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿٢٠﴾

২১। আর তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিয্‌কদাতা নও তাদের জন্যও আমরা [গ]এতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ১৩ঃ৪; খ. ১৬ঃ১৬; ২১ঃ৩২; গ. ৭ঃ১১।

করার জন্য চেষ্টা করে। "যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে" বাক্যাংশটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে ১৭ আয়াতে উল্লেখিত 'আকাশ' শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগৎ বুঝিয়েছে , জড় আকাশ বুঝায়নি। কারণ 'লুকিয়ে ঐশী বাণীর কোন কথা শুনে ফেলা' এর সাথে জড় আকাশের কোন সম্পর্ক নেই।

১৪৮৮-ক। ১৭ আয়াতে আকাশের কক্ষপথসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে আল্লাহ্ তাআলার রসূলগণকে বুঝানো হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে 'শিহাবুম মুবীন' অর্থঃ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অথবা ৩৭ঃ ১১ আয়াতে জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা যুগের নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)কে নির্দেশ করছে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কর্তৃক শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন এটাই ব্যক্ত করে যে যতকাল ধর্মীয় শিক্ষা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ইলহাম-ভিত্তিক চলতে থাকে (আয্ যিকর-১০ আয়াত) এবং আলো দান করতে থাকে এবং পথ প্রদর্শন করতে থাকে ততকাল পর্যন্ত পবিত্র সংস্কারকগণও সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হতে থাকেন। পৃথিবীতে সংস্কারকের আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি হল পুনঃ পুনঃ উল্কাপাতের মত উজ্জ্বল ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার সংঘটন হতে থাকা, যাকে অতিমাত্রায় নক্ষত্রের পতন বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) এর যুগে এত অধিক সংখ্যায় উল্কাপিণ্ডের পতন ঘটেছিল যে কাফিররা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, এই বুঝি আকাশ ও পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় (কাসীর)। ইত্যাকার অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ হিরাক্লিয়াস অনুমান করেছিল, আরবদের বাদশাহ্-নবী অবশ্যই আবির্ভূত হয়ে থাকবেন (বুখারী, কিতাব বাদ উল ওহী)। ঈসা (আঃ) এর যুগেও অস্বাভাবিক রকম বহু সংখ্যক উল্কার পতন হয়েছিল (বিহার)। আমাদের যুগেও অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আকাশে এইরূপ নক্ষত্র পতনের খেলা দেখা গিয়েছিল। এইরূপে ইতিহাস এবং হাদীস উভয়ই দৃঢ়ভাবে এই বাস্তব ঘটনার সমর্থন করে যে বহু সখ্যায় অস্বাভাবিক রকমে উল্কাপতন পবিত্র সংস্কারক আবির্ভূত হওয়ার প্রকাশ্য নিদর্শন (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১২৭২-১২৭৬)।

১৮ আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের অর্থ হতে পারে ভাগ্যগণনাকারী বা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অনুমানকারী গণক। সেক্ষেত্রে 'শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার জন্য' (৬৭ঃ৬) কথাটি এই মর্ম প্রকাশ করে যে যখন পৃথিবীতে কোন ঐশী সংস্কারক থাকে না তখন জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সাময়িকভাবে সরলমনা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অধার্মিক বা পাপপঙ্কিল ব্যবসায় সফল হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পবিত্র সংস্কারকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিথ্যা গুমর ফাঁক হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তখন সহজেই নবীগণের সত্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বক্তাদের গণনা ও অনুমানের পার্থক্য বুঝতে পারে। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, যে যখন কিছু দুষ্টলোক ইলহামী পবিত্র বাণীর মৌলিক রচনার কিয়দংশ ছিঁড়ে নিয়ে এর বিকৃত অর্থ প্রচার করতে লিপ্ত হয় তখন এক নতুন উজ্জ্বল নিদর্শন আকস্মিকভাবে দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পায় এবং শয়তান-প্রকৃতির দুষ্টলোকদের সকল দুরভিসন্ধিপূর্ণ কৌশল এবং শয়তানী কার্যকলাপ সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

১৪৮৯। 'ওয়াল আরযা মাদাদনা-হা' অর্থ ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি বা আমরা যমীনকে উর্বরা বা সুশোভিত করেছি। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবীকে এত বৃহৎ বা বিস্তৃত করেছেন যে এটি গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এই কারণে কোন অসুবিধা বোধ করে না। অথবা এটি এই মর্ম ব্যক্ত করে যে আল্লাহ্ তাআলা যমীনকে সার দ্বারা উর্বর করে সম্পদশালী করেছেন অর্থাৎ সুজলা সুফলা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক উদঘাটিত বাস্তব ঘটনা হলো, নক্ষত্র থেকে নব নব শক্তি এবং উর্বরতা পৃথিবী লাভ করতে থাকে। নক্ষত্ররাজি থেকে জড় পদার্থের অণু-পরমাণু উল্কাপিণ্ডের ধূলি বা গুঁড়া আকারে পতিত হয় এবং তা পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে।

১৪৮৯-ক। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য মাটিতে প্রচুর পানি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করছেন, যা পানি সংরক্ষণে জলাধাররূপে কাজ করে, অর্থাৎ বরফ আকারে পানি জমা করে রাখে এবং নদনদীর প্রবাহের মধ্য দিয়ে মাটির বুকে তা বিতরণ করে।

২২। আর আমাদের কাছে [ক]সব কিছুরই (অফুরন্ত) ভান্ডার রয়েছে এবং আমরা তা কেবল এক নির্ধারিত পরিমাণেই[১৪৯০] অবতীর্ণ করে থাকি।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২৩। আর [খ]আমরা (জলীয়) বাষ্পে ভরা বায়ু সঞ্চালিত করেছি। এরপর আমরা আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ[১৪৯১] করেছি এবং তা দিয়ে আমরা তোমাদেরকে সিঞ্চিত করেছি, অথচ তোমরা নিজেরা তা জমা করে রাখতে পারতে না।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٣﴾

২৪। আর নিশ্চয় [গ]আমরাই জীবিত করি এবং আমরাই মৃত্যু দেই এবং [ঘ]আমরাই (সব কিছুর) একমাত্র উত্তরাধিকারী[১৪৯২]।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর তোমাদের মাঝ থেকে যারা এগিয়ে যায় আমরা অবশ্যই তাদেরকে জানি এবং যারা পিছিয়ে পড়ে তাদেরকেও আমরা জানি।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٥﴾

২
[১০]
২

২৬। আর নিশ্চয় [ঙ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের (সবাইকে) সমবেত করবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

★ ২৭। আর নিশ্চয় [চ]আমরা মানুষকে পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্‌নো খন্‌খনে[১৪৯৩] মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০: ১৪; খ. ৭:৫৮, ২৪:৪৪, ২৫:৪৯; গ. ৫০:৪৪; ঘ. ১৯:৪১; ঙ. ৬:১২৯, ২৫:১৮: ৩৪:৪১; চ. ৬:৩; ১৫:১৯; ৩৪; ৫৫:১৫।

১৪৯০। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক। কিন্তু তাঁর অসীম করুণায় তিনি মানুষের মন নির্দিষ্ট জিনিসের দিকে পরিচালিত করেন, যখনই প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশাল জড় জগতের ন্যায় পবিত্র কুরআন এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ যার অভ্যন্তরে নিদ্রিত রয়েছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেখান থেকেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় চাহিদা অনুযায়ী মানবের নিকট জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১৪৯১। এর অর্থ 'বোঝাবহন ও সংযোজনকারী'। 'লাওয়াকিহা' এমন এক বাতাস যা পুরুষ-বৃক্ষ থেকে পুষ্পরেণু বা পরাগ বহন করে স্ত্রী-বৃক্ষে নিয়ে যায় যাতে তা ফলোৎপাদনকারী বৃক্ষে পরিণত হয়। এই শব্দ দ্বারা এইরূপ বাতাসও বুঝায় যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উত্থিত বাষ্পকে বহন করে উপরে বায়ুমণ্ডলে নিয়ে যায় যেখানে তা মেঘমালার আকার ধারণ করে।

১৪৯২। কুরআনের শিক্ষা দ্বারা এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হবে, যার মাধ্যমে পুরনো ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়া হবে এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসীরা ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবাস করবে।

১৪৯৩। 'সালসাল' অর্থাৎ 'শুক্‌নো খনখনে মাটি' এই কথা ইঙ্গিত করে যে তাকে এমন এক জড়বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে বাক্‌শক্তির গুণাবলী সুপ্ত রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে ঐশী ডাকে সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন গুণাবলী দিয়ে মানুষকে বিভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু 'সালসাল'কে বাইরের কোন বস্তু দিয়ে কেবল আঘাত করলেই যেমন শব্দ নির্গত হয়, সেইরূপ এখানে 'সালসাল' শব্দ ইঙ্গিত করছে যে মানুষের প্রতিধ্বনি করার শক্তি ঐশী ডাক বা বাণীর অধীন বা তার ওপর নির্ভরশীল। এই গুণ বা ধীশক্তিই সমস্ত সৃষ্টজগতের উপর মানবের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'হামা' (পচা গলা কাদা) শব্দটি এটাই ব্যক্ত করছে যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পচাগলা কাদা মাটি থেকে। মাটি দেহের এবং পানি আত্মার উৎস। অন্যত্র কুরআন করীম স্বতন্ত্রভাবে 'মাটি' এবং 'পানি' থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করেছে (৩ঃ৬০; ২১ঃ৩১)। 'সালসাল' শব্দ 'হামা' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে কুরআন করীম এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি শুধু হামা অর্থাৎ মাটি ও পানি থেকে। এদেরও (প্রাণীকূল) এক প্রকার অপরিণত আত্মা রয়েছে। কিন্তু হামা এবং সালসাল সংযুক্ত হয়ে বাক্‌শক্তি গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে 'মাসনূন'ও (পূর্ণরূপে গঠিত হওয়া) বলা হয়েছে (৯৫ঃ৫)। এই আয়াত দ্বারা এটি বুঝায় না যে কাদা-মাটির বস্তুতে আল্লাহ্ তাআলা জীবন ফুঁকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ছাঁচে ঢালা জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। কুরআন বার বার ঘোষণা করেছে যে ক্রমবির্বতনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। বর্তমান

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ২৮। আর [ক]আমরা জিনকে এর পূর্বে জ্বলন্ত বায়ুর আগুন থেকে[১৪৯৪] সৃষ্টি করেছি।★

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৯। আর (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, [খ]'নিশ্চয় আমি পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্‌নো খন্‌খনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০। অতএব [গ]আমি যখন একে পরিপূর্ণতা দান করবো এবং এর মাঝে আমার রূহ (অর্থাৎ বাণী) ফুঁকে দিব তখন [ঘ]তোমরা তার আনুগত্যে সিজদাবনত হয়ে যেয়ো[১৪৯৫]।'

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। [ঙ]তখন ফিরিশ্‌তাদের সবাই সিজদা করলো

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। একমাত্র [চ]ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো[১৪৯৬]।

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৭:১৩, ৩৮:৭৭, ৫৫:১৬; খ. ৭:১৩, ৩৮:৭৭, ৩৫:১৫; গ. ৩২:১০, ৩৮:৭৩; ঘ. ২:৩৫, ৭:১২, ১৭:৬২, ১৮:৫১, ২০:১১৭; ঙ. ২:৩৫, ৭:১২, ১৭:৬২, ১৮:৫১, ২০:১১৭; চ. ২:৩৫; ৭:১২; ১৭; ৬২; ১৮৫১; ২০:১১৭।

আয়াত মানব সৃষ্টির কেবল প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে ব্যক্ত করেছে। অন্যান্য স্তর সম্পর্কে ৩০ঃ২১; ৩৫ঃ১২; ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৫ এবং ৪০ঃ৬৮ আয়াতসমূহে উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মানুষকে "মাটি" থেকে সৃষ্টি করার মর্ম দাঁড়ায় মানব সৃষ্টির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল 'মাটি' থেকে। এর সমর্থন বাস্তব ঘটনা থেকে পাওয়া যায়, যথাঃ আজও মানুষের খাদ্য মাটি থেকে পাওয়া যায়। এর কতগুলো প্রত্যক্ষভাবে এবং কতগুলো পরোক্ষভাবে মাটি থেকেই প্রাপ্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে। মাটিতে ধারণ করা জড় পদার্থই হলো মানব-জন্মের উপকরণ। তা যদি না হতো তবে সে (মৃত্তিকা) থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারতো না। কারণ একমাত্র সেই বস্তুই যা থেকে কোন সত্তা বা জীবের উৎপত্তি তা সেই উৎপন্ন সত্তার পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে, ভিন্ন বা অপরিচিত উপাদান এর ক্ষয় পূরণ করতে অক্ষম। (এই আয়াতের আরও ব্যাখ্যার জন্য 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব)।

১৪৯৪। কুরআনের রূপক উক্তি 'মানুষকে ত্বরাকরণ (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে' (২১ঃ৩৮) থেকে বুঝা যায় যে তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ 'জিন' অগ্নিময় স্বভাবের ধারক। এর অর্থ এ নয় যে জিন প্রকৃতই আগুনের তৈরি। এই জন্য কাদা মাটি দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থে প্রযোজ্য, যার অর্থ বিনয়ী এবং নমনীয় স্বভাব অথবা অগ্নিময় এবং প্রজ্জ্বলনীয় প্রকৃতির অধিকারী।

★ [২৭ থেকে ৩০ আয়াতে দু'টো বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত মানুষকে কেবল কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়নি বরং এমন কাদা মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে যার মাঝে পচন দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে সেটা শুকনো খনখনে মাটিতে পরিণত হয়েছিল। এটা এমন গভীর এক বিষয়বস্তু যা মহানবী (সা:) এর চিন্তা চেতনায় আপনাআপনি আসতেই পারতো না। অন্য কোন ঐশী গ্রন্থেও এরূপ মাটি থেকে মানব সৃষ্টির কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ রহস্য এযুগের বিজ্ঞানীরা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আকাশ থেকে বর্ষিত আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত বায়ু থেকে জিনকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। এই রহস্যাবৃত গভীর সত্যটিও অদৃশ্য-বিষয়ে জ্ঞাত খোদা মহানবী (সাঃ)এর সুদুর কল্পনায়ও না জানানো পর্যন্ত আসতে পারতো না।

নারুস সামুম (অর্থাৎ জ্বলন্ত বায়ুর আগুন) থেকে সৃষ্ট জিন দ্বারা BACTARIA বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে পচন ধরার রহস্যও উদঘাটিত হলো। যতক্ষণ ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব না থাকে কাদায় পচন ধরতেই পারে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমে উর্দূ অনুবাদ দ্রষ্টব্য)]

১৪৯৫। 'ফিরিশতারা' শব্দ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকেও বুঝায়। কারণ ফিরিশ্‌তারা সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রাথমিক সংযোজক এবং সে কারণেই তাদের প্রতি আদেশ বা নির্দেশ বিশ্বের সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতিও প্রযোজ্য। এরা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্যত্র কুরআন যেখানে আদমের অনুগত হওয়ার জন্য ফেরেশতাকুলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আদেশের কথা বলে সেখানে বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতসমূহে 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে কুরআনে উভয় শব্দ (আদম ও মানুষ) সমার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আদম সম্পর্কে ফিরিশ্‌তাদেরকে প্রদত্ত সকল আদেশ প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা রুহ ফুঁকে দেন এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে তাদের পরিচর্যার জন্য নির্দেশ দান করেন। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং সে তার নিজ ব্যক্তিসত্তায় 'ইলাহী সিফ্‌ত' (ঐশী গুণাবলী) প্রতিফলিত করে থাকে।

১৪৯৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৩। [ক]তিনি বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কী হয়েছে[১৪৯৬-ক], তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ۝٣٣

৩৪। [খ]সে বললো, 'আমি কখনও এমন এক মানুষের জন্য সিজদা করতে পারি না যাকে তুমি পচাগলা কাদা থেকে (রূপান্তরিত) শুক্‌নো খন্‌খনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ।

قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَٰلٍ مِّنۡ حَمَإٍ مَّسۡنُونٍ ۝٣٤

৩৫। [গ]তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে[১৪৯৭] বের হয়ে যাও। কেননা তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত।

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝٣٥

৩৬। [ঘ]আর (মনে রেখো) বিচার দিবস পর্যন্ত নিশ্চয় তোমার ওপর অভিসম্পাত থাকলো।'

وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٣٦

৩৭। [ঙ]সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহলে সেদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাদের (অর্থাৎ মানুষদের) পুনরুত্থিত করা হবে[১৪৯৮]।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۝٣٧

৩৮। [চ]তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ۝٣٨

৩৯। [ছ]নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়ার) দিন পর্যন্ত'[১৪৯৯]।

إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ ۝٣٩

৪০। [জ]সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ তাই আমি নিশ্চয় তাদের জন্য পৃথিবীতে (জীবনকে) সুন্দর করে দেখাবো এবং আমি নিশ্চয় তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো।

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ۝٤٠

দেখুন ঃ ক. ৭:১৩, ৩৮:৭৬; খ. ৭:১৩, ১৭:৬২, ১৮:৫১; গ. ৭:১৪, ১৯, ৩৮:৭৫; ঘ. ৩৮ ৩৮:৭৯; ঙ. ৭:১৫, ১৭:৬৩, ৩৮:৮০; চ. ৭:১৬. ৩৮:৮১; ছ. ৩৮:৮২; জ. জ:১৭, ১৮, ৩৮:৮৩।

১৪৯৬। আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে শাস্তি প্রদান করছিলেন (আয়াত ৩৫, ৩৬) ফিরিশ্‌তাদেরকে দেয়া তাঁর আদেশ পালন না করার অপরাধে (আয়াত ২৯, ৩০)। কারণ ফিরিশ্‌তাদেরকে দেয়া আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম স্বভাবতই ঐ সমস্ত জীবের উপরও প্রযোজ্য ছিল, যারা ফিরিশ্‌তাদেরর কর্তৃত্বাধীন ছিল। অন্যত্র কুরআন নিজেই এই বিষয়কে পরিষ্কার করে বলেছে যে ফিরিশ্‌তার প্রতি আদেশ ইবলীসের ওপরও কার্যকর (৭ ঃ ১২,১৩)।

১৪৯৬-ক। 'মা-লাকা' আরবী বাগ্‌ধারার অর্থ ঃ তোমার কি হয়েছে? তোমার যুক্তি কি ? মনক্ষুণ্নের কারণ কী ?

১৪৯৭। এখানে 'মিনহা' (বা জায়গা থেকে) শব্দের মধ্যে 'হা' (অর্থ এই, ইহা) মৃত্যুর পরে যে জান্নাত এর প্রতি নির্দেশ করে না। কারণ সেই জান্নাত এমন এক স্থানে যেখানে শয়তানের প্রবেশ করা এবং আদম (আঃ)কে প্ররোচিত করা সম্ভব নয় এবং যে স্থান (জান্নাত) থেকে কেউ কখনো বহিষ্কৃত হয়নি। (১৫ঃ৪৯)। এটা এই জগতের ঐ অবস্থাকে নির্দেশ করেছে যা আপাতঃদৃষ্টিতে পরম সুখ বা স্বর্গবাস বলে প্রতীয়মান হয়, এতে নবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মানুষ আপাতঃ সুখময় জীবন উপভোগ করতে থাকে। সেখানে যদিও তারা ভুল বিশ্বাসের শিকার হয়ে থাকে, তথাপি যুগ-নবীকে অস্বীকার না করলে, তারা ঐশী করুণা ও অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না, একে অর্থাৎ সেই অবস্থাকে জান্নাত (বাগান) নামে কুরআন করীমে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৪৯৮। 'যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে' এই বাক্য দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বুঝানো হয়েছে, যখন নফ্‌সে মুতমাইন্না (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা) লাভ করে শয়তানী প্রলোভন এবং আধ্যাত্মিক পতন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা এবং ইবলীসের মধ্যে এই বাক্যালাপ, যা এই আয়াত উল্লেখ রয়েছে তা রূপক মাত্র।

১৪৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪১। তবে [ক]তাদের মাঝ থেকে তোমার বাছাইকৃত বান্দাদের কথা ভিন্ন।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

৪২। তিনি বললেন, 'আমার দিকে (আসার) এটাই সরল-সুদৃঢ় পথ'।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর কখনো [খ]তোমার কর্তৃত্ব চলবে না। তবে [গ]পথভ্রষ্টদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের কথা ভিন্ন[১৫০০]।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আর নিশ্চয় [ঘ]জাহান্নামই তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এর রয়েছে সাতটি দরজা[১৫০১]। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের (অর্থাৎ বিপথগামীদের) মাঝ থেকে নির্ধারিত একটি অংশ থাকবে।

৩ [১৯] ৩

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। [ঙ]নিশ্চয় মুত্তাকীরা বাগান ও ঝরণা পরিবেষ্টিত জায়গায় (সমাসীন) থাকবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। 'তোমরা নিরাপত্তার সাথে প্রশান্তচিত্তে[১৫০২] (ও) নির্ভয়ে এতে প্রবেশ কর।'

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٧﴾

★ ৪৮। আর [চ]তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষই[১৫০৩] থাকুক আমরা (তা) দূর করে দিব (যাতে) তারা ভাইভাই হয়ে সামনাসামনি আসনে বসতে পারে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। কোন ক্লান্তি সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না[১৫০৪] এবং [জ]সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করেও দেয়া হবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৮:৮৪; খ. ১৭:৬৬, ৩৪:২২; গ. ৭:১৯, ১৭:৬৪, ৩৮:৮৬; ঘ. ১৭:৬৪, ৩৮:৮৬; ঙ. ৫১:১৬, ৫২:১৮, ৬৮:৩৫, ৭৭:৪২, ৭৮:৩৩; চ. ৭:৪৪; ছ. ৩৫:৩৬; জ. ১১;১০৯, ১৮:১০৯।

১৪৯৯। 'নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়ার) দিন পর্যন্ত' অর্থাৎ (যেমন পূর্ববর্তী ৩৭ আয়াত বর্ণিত) যখন নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীরা শত্রুদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং মিথ্যা ও তার উপাসকবৃন্দ চরমভাবে পরাজিত এবং নিষ্পেষিত হয়।

১৫০০। এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই পবিত্র। কেবলমাত্র যারা নিজেদের স্বভাবকে কলুষিত করে তারাই সত্য পথ হারায়। এই তত্ত্ব ৯১ঃ১১ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

১৫০১। আরবী ভাষায় সাত সংখ্যা সত্তর সংখ্যার মতই, শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যা অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ণতা অথবা প্রাচুর্য সম্বন্ধেও বুঝায়। এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে জাহান্নামের দ্বার অপরাধী ব্যক্তির কৃত নানান পাপের সংখ্যার অনুরূপ বড় সংখ্যক হবে। সাত সংখ্যাটি সপ্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় (যথা ঃ দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ, বেদনা এবং শীতলতা ও উষ্ণতা বোধক জ্ঞানেন্দ্রিয় যা দিয়ে মানুষ বাহ্য জগৎ থেকে ধারণা বা জ্ঞান আহরণ করে) প্রভৃতিকেও বুঝায়।

১৫০২। 'নিরাপত্তার সাথে প্রশান্ত চিত্তে' অর্থ অভ্যন্তরীণ অশান্তি যা মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায় তা থেকে শান্তি এবং বাহ্যিক বা দৈহিক যন্ত্রণা ও শাস্তির অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা।

১৫০৩। কেবলমাত্র সেসব লোকেরাই প্রকৃত স্বর্গীয় শান্তিময় জীবন ভোগ করতে পারে যাদের হৃদয় তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে মুক্ত।

১৫০৪। এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে জান্নাত অবিরাম কর্মের স্থান। সেখানে বিশ্বাসীগণ বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রমের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তা বোধ করবে না এবং কঠোর শ্রমের কারণে কোন অবনতি কিংবা অপচয়ের সম্মুখীন হবে না। এই আয়াতটি এও স্পষ্ট নির্দেশ করেছে যে জান্নাতবাসীকে জান্নাত থেকে আদৌ বের করা হবে না।

৫০। (হে নবী!) [ক]তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۰﴾

৫১। [খ]এবং (এ কথাও জানিয়ে দাও), নিশ্চয় আমার আযাবই হলো বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿۵۱﴾

৫২। আর [গ]তুমি ইব্‌রাহীমের মেহমানদের সম্বন্ধে এদের অবহিত করে দাও।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿۵۲﴾

৫৩। [ঘ]তারা যখন তার কাছে এসে বললো, 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি) সে বললো, [ঙ]'আমরা তোমাদের (আগমনে) ভীত'[১৫০৫]।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৪। [চ]তারা বললো, 'ভয় পেয়ো না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৫। সে বললো, [ছ]'আমাকে বার্ধক্যে জর্জরিত করে ফেলা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছো ? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে (এ) সুসংবাদ দিচ্ছ'?

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿۵۵﴾

★ ৫৬। তারা বললো, 'আমরা কেবল সত্যের ভিত্তিতেই তোমাকে সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না।'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿۵۶﴾

৫৭। সে বললো, [জ]'পথভ্রষ্ট ছাড়া নিজ প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে আর কে হতাশ হতে পারে?'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮। সে বললো, [ঝ]'হে প্রেরিতরা![১৫০৬] তোমাদের (আসল) উদ্দেশ্য কী?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯। তারা বললো, [ঞ]'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۵۹﴾

৬০। [ট]তবে লূতের অনুসারীদের কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তাদের সবাইকে আমরা উদ্ধার করবো,

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۗ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۶۰﴾

৪ [১৬] ৪ ৬১। [ঠ]তবে তার স্ত্রী বাদে। আমরা (তার পরিণাম) যাচাই করে দেখেছি, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন হবে।'

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۶۱﴾

দেখুন ঃ ক. ৫:৯৯; খ. ৫:৯৯; গ. ৫১:২৫; ঘ. ১১:৭০, ৫১:২৬; ঙ. ১১:৭১, ৫১:২৯; চ. ১১:৭১, ৫১:২৯; ছ. ১১:৭৩; জ. ১২:৮৮; ঝ. ৫১:৩২; ঞ. ৫১:৩৩; ট. ২৯:৩৩, ৫১:৩৬; ঠ. ৭:৮৪, ১১:৮১, ২৬:১৭২, ২৭:৫৮।

১৫০৫। সম্ভবত শোক-ব্যথার ছাপ আগন্তুক সংবাদবাহকদের মুখমণ্ডলের উপর দৃশ্যমান হয়েছিলো, কারণ তারা আসন্ন মহাদুর্যোগের সংবাদ নিয়ে এসেছিল। হযরত ইব্‌রামীম (আঃ) হয়ত তাদের বিষণ্ণ চেহারা দেখে অথবা তাদের সম্মুখে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতির কারণে ঐরূপ ভেবেছিলেন (১১ঃ৭১)।

১৫০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬২। এরপর [ক]প্রেরিতরা যখন লূতের পরিবারের কাছে এল,

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوۡطِ ۣالۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۶۲﴾

৬৩। সে বললো, [খ]'তোমরা অবশ্যই অপরিচিত লোক'[১৫০৭]।

قَالَ اِنَّکُمۡ قَوۡمٌ مُّنۡکَرُوۡنَ ﴿۶۳﴾

৬৪। তারা বললো, 'আসলে আমরা তোমার কাছে সেই (আযাবের) সংবাদ নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে আসছে।

قَالُوۡا بَلۡ جِئۡنٰکَ بِمَا کَانُوۡا فِیۡہِ یَمۡتَرُوۡنَ ﴿۶۴﴾

৬৫। আর আমরা তোমার কাছে এক নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।

وَ اَتَیۡنٰکَ بِالۡحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوۡنَ ﴿۶۵﴾

৬৬। [গ]অতএব তুমি রাতের কোন এক প্রহরে নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি তাদের[১৫০৮] পেছনে পেছনে থেকো। তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়[১৫০৯] এবং তোমাদেরকে যেদিকে (যাওয়ার) নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তোমরা সেদিকে এগুতে থেকো'।

فَاَسۡرِ بِاَہۡلِکَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّیۡلِ وَ اتَّبِعۡ اَدۡبَارَہُمۡ وَ لَا یَلۡتَفِتۡ مِنۡکُمۡ اَحَدٌ وَّ امۡضُوۡا حَیۡثُ تُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۶۶﴾

৬৭। আর [ঘ]নিশ্চয় ভোর হতেই এদের মূলোৎপাটন করা হবে বলে আমরা তাকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম।

وَ قَضَیۡنَاۤ اِلَیۡہِ ذٰلِکَ الۡاَمۡرَ اَنَّ دَابِرَ ہٰۤؤُلَآءِ مَقۡطُوۡعٌ مُّصۡبِحِیۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৮। আর [ঙ]সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দ করতে করতে (লূতের কাছে) এলো[১৫১০]।

وَ جَآءَ اَہۡلُ الۡمَدِیۡنَۃِ یَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৯। সে বললো, [চ]'এরা আমার সম্মানিত মেহমান। অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।

قَالَ اِنَّ ہٰۤؤُلَآءِ ضَیۡفِیۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِ ﴿۶۹﴾

দেখুন ঃ ক. ১১:৭৮, ২৯:৩৪; খ. ৫১:২৬; গ. ১১:৮২; ঘ. ৬:৪৬, ৭:৭৩, ৮৫; ঙ. ১১;৭৯; চ. ১১:৭৯।

১৫০৬। কুরআন করীম 'আল্‌মুরসালূন' শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে সংবাদবহনকারী ব্যক্তিগণ ছিলেন মানব। বাইবেল অবশ্য তাদেরকে কখনো মানুষ (আদি-১৮ঃ২, ১৬, ১২), আবার কখনো ফিরিশ্‌তা বলে অভিহিত করেছে (আদি-১৯ঃ১১, ১৫)।

১৫০৭। হযরত লূত (আঃ) ভেবেছিলেন এই আগন্তুকরা সাধারণ পথচারী এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্থানে গিয়েছিল।

১৫০৮। 'আদবারা-হুম' শব্দে ব্যবহৃত 'হুম' সর্বনামটি ব্যক্ত করছে যে লূত (আঃ) এর সঙ্গে যে দল শহর থেকে হিজরত করেছিল তাদের মধ্য কেবলমাত্র তাঁর দুই কন্যাই ছিল না যেভাবে বাইবেলে বর্ণিত আছে (আদি-২৯), বরং অন্যান্য বিশ্বাসীরাও ছিল যাদের মধ্যে পুরুষ লোক অবশ্যই ছিল। পুং লিঙ্গবাচক সর্বনামটি দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। এই মত বাইবেলের আদি ১৮ঃ৩২ শ্লোক দ্বারাও সমর্থিত।

১৫০৯। ' তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়' এই কথা রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যারা তোমাদের পিছনে রয়ে গেলো তাদের কথা তোমরা কেউ চিন্তা করবে না বা তাদের সম্বন্ধে তোমরা ভাববে না।

১৫১০। হযরত লূত (আঃ) এর লোকেরা তাঁকে অপরিচিত কোন লোক শহরে আনতে পূর্বেই নিষেধ করেছিল। অতএব যখন অতিথিরা তাঁর নিকট এলো তখন শহরবাসীরা প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এলো, এই বাহানায় যে লূত (আঃ) তাদের পূর্ব হুঁশিয়ারির প্রতি অবজ্ঞা করেছিলেন।

৭০। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না[১৫১১]।'

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ

৭১। তারা বললো, 'আমরা কি তোমাকে জগতজোড়া লোকদের (সাথে যোগাযোগ রাখতে) নিষেধ করি নি[১৫১২]?'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

★ ৭২। [ক]সে বললো, 'আমার মেয়েরা[১৫১৩] এখানে (রয়েছে)। তোমরা যদি কোন কিছু করতেই চাও (তবে এ বিষয়টি মনে রেখো)'।

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

৭৩। (আল্লাহ্ ওহী করে বললেন,) তোমার জীবনের কসম! নিশ্চয় এরা নিজেদের উন্মত্ততায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

৭৪। [খ]এরপর সকাল হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আযাব এদের ধরে ফেললো।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ

৭৫। [গ]অতএব আমরা এ (শহরকে) লন্ডভন্ড করে দিলাম এবং এদের ওপর কঙ্করজাত পাথর বর্ষণ করলাম।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ

৭৬। [ঘ]নিশ্চয় অনুসন্ধানীদের[১৫১৪] জন্য এ (ঘটনায়) রয়েছে অনেক নিদর্শন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ

৭৭। আর [ঙ]এ (জনপদটি) নিশ্চয় এক স্থায়ী[১৫১৫] মহাসড়কের পাশে (অবস্থিত) রয়েছে।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ

দেখুন ঃ ক. ১১:৭৯; খ. ১১:৮২; গ. ১১:৮৩; ঘ. ২৯:৩৬, ৫১:৩৮; ঙ. ৩৭:১৩৮।

১৫১১। হযরত লূত (আঃ) তাঁর শহরবাসীকে অপরিচিত মুসাফির লোকের আতিথেয়তার জন্য তাঁকে অসম্মান বা মর্যাদা না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

১৫১২। যেহেতু লূত (আঃ) এর লোক এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলোর মধ্যে মনোমালিন্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেই জন্য তারা লূত (আঃ)কে বাইরের কোন অচেনা লোক শহরে প্রবেশ না করানোর জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই অঞ্চলে সফর আরামদায়ক ও নিরাপদ না হওয়ায় হযরত লূত (আঃ) অচেনা অজানা মুসাফিরদেরকে তাঁর নিজ বাড়িতেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। লূত (আঃ) এর জাতি তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করতো। তাঁর সদুপদেশ ও প্রচারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার জন্য বাহানা খুঁজছিল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ অজুহাত দ্বারা তারা সেই সুযোগ পাচ্ছিল না। এখন দৃশ্যত তাদের নিষেধের বিরুদ্ধে লূত (আঃ) এর বাড়িতে আগন্তুকের আশ্রয় দেয়ার বাহানায় তারা তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করার সুযোগ পেলো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লূত (আঃ) এর লোকজন তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সমকামিতার (Sodomy) কুমতলবে ছুটে আসেনি, বরং তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার যুক্তিসিদ্ধ কারণ সৃষ্টির কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিতে এসেছিল। মনে হয় এটিই ছিল তাদের আনন্দোৎসবের কারণ।

১৫১৩। ১১ঃ৭৯ দ্রষ্টব্য।

১৫১৪। 'মুতাওয়াসসেমীন' মুতাওয়াস্‌সেমির বহু বচন। তাওয়াস্‌সামা মূল থেকে এর উৎপত্তি এবং এর অর্থ কোন ব্যক্তি কোন কিছু সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা-ভাবনা করে, এবং সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভের জন্য বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (আকরাব)।

১৫১৫। তখনই কোন রাস্তা 'মুকীম' বলে অভিহিত হয়, যখন তা পথচারীদের চলাচলের যোগ্য থাকে। এখানে ইঙ্গিতকৃত পথ, যা আরবকে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, তা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে এভাবে এ আয়াতে ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকাশ করেছে। এ পথ মৃত সাগরের বরাবর বা পাশাপাশি চলে গেছে, স্থানীয়ভাবে তা লূতের সাগর নামে পরিচিত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৮। [ক]নিশ্চয় মু'মিনদের জন্য এতে অনেক বড় এক নিদর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর [খ]অরণ্যবাসীরাও[১৫১৬] অবশ্যই যালেম ছিল।

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٩﴾

★ ৫ [১৯] ৫

৮০। অতএব [গ]আমরা তাদেরকেও শাস্তি দিয়েছিলাম। আর এ দু'টি (জনপদই) এক প্রসিদ্ধ মহাসড়কের পাশে (মাটিচাপা অবস্থায় পড়ে) রয়েছে[১৫১৭]।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٨٠﴾

৮১। আর হিজরবাসীরাও[১৫১৮] অবশ্যই (আমাদের) রসূলদেরকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾

৮২। আর আমরা তাদেরকেও[১৫১৯] আমাদের অনেক নিদর্শন দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করেছিল।

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর [ঘ]তারা নিশ্চিন্তে পাহাড় খোদাই করে ঘর[১৫২০]।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২৬:৯; খ. ২৬:১১৭, ৩৮:১:১৪, ৫০:১৫; গ. ২৬:১৯০, ৩৮:১৫, ৫০:১৫; ঘ. ৭:৭৫, ২৬:১৫০।

১৫১৬। কুরআন করীমের মতে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, 'আসহাবুল আইকাতে' 'অরণ্যবাসী' (২৬ঃ১৭৭, ১৭৮) এবং আহলে মাদিয়ান (মিদিয়ানবাসী' (১১ঃ৮৫) এই উভয় গোত্রের লোকদের প্রতি হযরত শোআয়ব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে এই জাতি উভয় নামেই অভিহিত হতো অথবা একই জাতির দুটি শাখা গোত্রের ভিন্ন নাম, যার দ্বারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন বোঝায়। এক দল বা গোত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, অপর গোত্র বনেজঙ্গলে উট-ভেড়া চরাতো। এই দু'গোত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয়বহনকারী সাক্ষ্যরূপে কুরআনে উভয়ের অভিন্ন চারিত্রিক ত্রুটির কথা উল্লিখিত হয়েছে (৭ঃ৮৬ এবং ২৬ঃ১৮২-৮৪)। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত জনপদে এই জাতির গোত্রসমূহ বসবাস করতো। তাদের এবং তাদের আবাসিক জনপদ উভয়ের নাম মিদিয়ান বলে প্রতীয়মান হয়। এই আকাবার অদূরে অবস্থিত ছিল জনশূন্য মরুঅঞ্চল 'আইকা' যে স্থান খর্বাকৃতি জাতের বন্য তাল গাছে ভরপুর ছিল, যার ছায়াতে তাদের উট, ভেড়া ও ছাগলের চারণভূমি ছিল (দি গোল্ড মাইনস অব মিদিয়ান, বাই স্যার রিচার্ড ফ্রানসিস বার্টন)।

১৫১৭। হযরত লূত (আঃ) এর জনপদের বেলায় উল্লেখিত রাজপথকে বলা হয়েছে সেই পথ যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে (আয়াত-৭৭)। এই কথায় এ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে ভবিষ্যতেও এই পথ এরূপভাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। জঙ্গলের বা সেই চারণভূমিতে জনবসতির লোকদের মধ্যে এই পথ উন্মুক্ত রাজপথ বলে পরিচিত। মিশরের সঙ্গে এশিয়াকে সংযোগকারী পুরনো রাস্তা এখন যদিও মরুযাত্রী দল কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু শব্দটি এখনো তার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

১৫১৮। তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তীস্থানে 'হিজর' অবস্থিত। মাসুদ সেখানেই জাতির লোকেরা বসবাস করতো যাদের নিকট হযরত সালেহ (আঃ) সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতির শহর অধিকাংশই পাথরে গড়া এবং প্রস্তর ও দেয়ালের দুর্গ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই জন্যই এর নাম হয়েছে 'হিজর'।

১৫১৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে- (১) লূত (আঃ) এর জাতি; (২) শো'আয় (আঃ) এর জাতি এবং (৩) সালেহ (আঃ) এর গোত্র (সামূদ বা আসহাবুল হিজর)। এদের উল্লেখ সময়ানুক্রমে হয়নি বরং মক্কা থেকে এদের জনপদগুলোর দূরত্বের ক্রমানুযায়ী হয়েছে। লূত (আঃ) এর গোত্রের জনপদটি তিনটির মধ্যে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে ছিল 'আইকা'-এর অধিবাসীরা। 'হিজর' তাবূক এবং মদীনার মধ্যবর্তী হওয়ায় সামূদ গোত্র এই তিনটির মধ্যে নিকটতম ছিল এবং এই জন্যই সর্বশেষে এর উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ক্রমের বিপরীত এই অস্বাভাবিক নিয়মের ক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য- কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়মে, বিবরণকে জোরদার এবং কার্যকর করার জন্য আরবদের নিকট অপ্রসিদ্ধ জাতির উল্লেখ প্রথমে এসেছে এবং যে জাতি বা গোত্র আরবদের নিকট উত্তমভাবে জানা ছিল তাদের উল্লেখ হয়েছে সবশেষে।

১৫২০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُصۡبِحِيۡنَ ﴿۸۴﴾

৮৪। এরপর ভোর হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আযাব [ক]তাদেরকেও ধরে ফেললো[১৫২১]।

فَمَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫। অতএব তাদের কোন অর্জনই তাদের কোন কাজে এল না।

وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ ؕ وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصۡفَحِ الصَّفۡحَ الۡجَمِيۡلَ ﴿۸۶﴾

★ ৮৬। আর [খ]আমরা আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে এবং এ দু'য়ের মাঝে যা-ই আছে (এর সব কিছু) কেবল যথার্থ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি[১৫২১-ক]। আর [গ]সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত অবশ্যই আসবে। অতএব তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে উপেক্ষা কর।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الۡخَلّٰقُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۸۷﴾

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই সুদক্ষ স্রষ্টা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَ لَقَدۡ اٰتَيۡنٰكَ سَبۡعًا مِّنَ الۡمَثَانِيۡ وَ الۡقُرۡاٰنَ الۡعَظِيۡمَ ﴿۸۸﴾

৮৮। আর [ঘ]আমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত (আয়াত)[১৫২২] এবং মহান কুরআন দান করেছি।★

لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ وَ لَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَ اخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۸۹﴾

★ ৮৯। [ঙ]আমরা তাদের কোন কোন শ্রেণীকে যেসব সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি তুমি সেগুলোর দিকে (কামনার) দৃষ্টি প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করো না[১৫২৩]। আর মু'মিনদের জন্য তোমার (করুণার) ডানা মেলে দাও।

দেখুন ঃ ক. ৭:৭৯, ১১:৬৮; খ. ৩:১৯২, ১৬:৪, ৩৮:২৮; গ. ২০:১৬, ৪০:৬০; ঘ. ৩৯:২৪; ঙ. ২০:১৩২।

১৫২০। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সামূদ জাতি খুব ধনী, শক্তিশালী ও সভ্য ছিল। তাদের পৃথক পৃথক গ্রীষ্মাবাস ও শীতাবাস ছিল। তারা নিরাপদে ও আরামে জীবনযাপন করতো। এমনকি গ্রীষ্মকালে যখন তারা অবসর বিনোদন ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যেত এবং তাদের শীতকালের আবাসস্থলসমূহ খালি ছেড়ে যেত তখনও তারা যে কোন আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করতো। এই আয়াত এও ইঙ্গিত করে যে সামূদ জাতি স্থাপত্যশিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

১৫২১। সূরা 'আল-আ'রাফ'এর ৭৯ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান আয়াতে বর্ণিত ছিল ভূমিকম্প।

১৫২১-ক। এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, এর বিস্ময়কর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশল এবং যে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা এতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে তা এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে মানব জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই এক অস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং মানুষকে শুধু এই জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি যে 'খাও, দাও, আনন্দ কর এবং তারপর চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ কর।'

১৫২২। "সাবআম মিনাল মাসানী" অর্থ বার বার পঠিত (আয়াত)। হযরত উমর, আলী, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাস'উদ (রাঃ)এর মত বিখ্যাত বুযুর্গানের মতে উক্ত শব্দাবলী (বাক্যাংশ) কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্-ফাতেহার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ এটা বার বার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে আবৃত্তি করা হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, "আল সাব আল মাসানী, কুরআন করীমের প্রথম পরিচ্ছেদ" (বুখারী)। এই সূরাকে কুরআনের জননী (উম্মুল কুরআন) এবং কুরআনের প্রথম অধ্যায় ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। হযরত যাজ্জাজ ও হযরত হাইয়ানের মতে এর এই নাম দেয়া হয়েছে এই কারণে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালার গুণ এবং প্রশংসা কীর্তন করে। সূরা ফাতিহার পরবর্তী বাকি সমগ্র অংশকে 'মহান কুরআন' (আল্ কুরআনুল আযীম) বলা হয়েছে। অবশ্য এই নাম প্রথম সূরার জন্যও প্রযোজ্য। কারণ কোন পুস্তকের কোন অংশকেও সেই পুস্তকের নামেও অভিহিত করা হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা হচ্ছে মহান পবিত্র কুরআন (মুসনাদ, ২য় খণ্ড পৃৎ ৪৪৮)। প্রকৃতপক্ষে এই সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনের সারমর্ম অথবা যেমন বলা হয়ে থাকে এটা কুরআনের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। কারণ সমুদয় কুরআনের চুম্বক বা সারাংশ এই সূরা ফাতিহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। 'মাস্‌না' বহু বচনে 'মাসানী'। মাস্‌না এর অর্থ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা। এই আয়াতের মর্ম হচ্ছেঃ সূরা ফাতিহাহ্ আল্লাহ্ তাআলার সকল সিফাত বা গুণের বিস্তারিত ও ব্যাপক বর্ণনাকারী। 'মাসানী' এর অর্থ উপত্যকার মোড় ঘুরা ও দিক পরিবর্তন করাও হয়। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল্ ফাতিহা মানুষের জীবনের মোড় আল্লাহ্‌র দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

★ চিহ্নিত টীকা ও ১৫২৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۝٩٠

৯০। আর তুমি বল, [ক]'আমি নিশ্চয় এক প্রকাশ্য সতর্ককারী'।

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۝٩١

★ ৯১। আমরা তাদের ওপর যথারীতি শাস্তি অবতীর্ণ করবো, যারা দলে উপদলে বিভক্ত[১৫২৪] হবে

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۝٩٢

★ ৯২। (এবং) যারা কুরআনকে খন্ডবিখন্ড[১৫২৫] করবে।★

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩٣

৯৩। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝٩٤

৯৪। তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝٩٥

৯৫। অতএব [খ]তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে তা তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۝٩٦

৯৬। [গ]নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٩٧

৯৭। অতএব যারা আল্লাহ্‌র সাথে ভিন্ন উপাস্য দাঁড় করিয়ে থাকে তারা শীঘ্রই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

দেখুন ঃ ক. ২২:৫০, ২৯:৫১, ৫১:৫১, ৫২, ৬৭:২৭; খ. ৫:৬৮; গ. ২:১৩৮।

★ ['সাবআন মিনাল মাসানী' এর দ্বারা সূরা ফাতিহার আয়াতগুলোকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া সব 'মুকাত্তায়াত' (কুরআনের কোন কোন সূরার প্রারম্ভে বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে শব্দ সংক্ষেপ করা হয়েছে। এগুলো হলো হুরুফে মুকাত্তায়াত যেমন আলিফ লাম মীম, আলিফ লাম রা ইত্যাদি) ও সূরা ফাতিহা থেকেই নেয়া হয়েছে। সমগ্র কুরআনের মুকাত্তায়াতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সব ক'টি সূরা ফাতিহার মাঝে বিদ্যমান। এগুলো ছাড়াও সূরা ফাতিহায় সাতটি এমন অক্ষর রয়েছে যা কোন মুকাত্তায়াতে ব্যবহৃত হয় নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদ দ্রষ্টব্য)]

১৫২৩। এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে ঃ নবী করীম (সাঃ) যাতে দুঃখিত না হন তজ্জন্য বলা হয়েছে যে কাফেরদের শাস্তি অত্যাসন্ন এবং তাদের সকল ধন-সম্পদ, উন্নতি ও গৌরব, যে সবের কারণে তারা এত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে তা তাদের কোনই উপকারে আসবে না।

১৫২৪। মক্কার কাফেররা তাদের বিভিন্ন দল গঠন করে তাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলো যাতে তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। অথবা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দল নিজেরা নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং তারা তাঁকে (অঁ- হযরত সাঃকে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। মুক্তাসেমীন এর অর্থ এও হয় যে তারা একে অন্যের প্রতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলো।

১৫২৫। 'এয-এর বহুবচন 'এযীন'। 'এয' অর্থ মিথ্যা কথা, দুর্নাম, যাদুমন্ত্র, কোন বস্তুর অংশ বা টুকরা বিশেষ, দল, সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী (লেইন)।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ۝

৯৮। আর [ক]নিশ্চয় আমরা জানি তাদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হয়[১৫২৬]।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ۝

৯৯। অতএব [খ]তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হও।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ۝

৬ [২০] ৬ ১০০। আর তোমার মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক[১৫২৭]।

দেখুন ঃ ক. ৬:৩৪, ১১:১৩; খ. ২০:১৩১, ৫০:৪০, ১১০:৪।

★ [আমরা এসব আয়াতের অনুবাদকালে অতীতকালের পরিবর্তে ভবিষ্যতকালে অর্থ করার বেশি পক্ষপাতী। কেননা এগুলোতে মুসলমানদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। প্রশ্ন হলো, অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কিভাবে এগুলো গণ্য হতে পারে? এর উত্তর হলো, যেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনিবার্যভাবে পূর্ণ হতে বাধ্য পবিত্র কুরআনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। অতীত অপরিবর্তনীয়। অতীতকালের ক্রিয়া পদ দিয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় সেগুলো নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হওয়ার প্রতি জোর দেয়। কাজেই এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হবে নিম্নরূপ:

"আর আমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত (আয়াত) ও মহান কুরআন দান করেছি।

আমরা তাদের কোন কোন শ্রেণীকে যেসব সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি তুমি সেগুলোর দিকে (কামনার) দৃষ্টি প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দু:খও করো না। আর মু'মিনদের জন্য তোমার (করুণার) ডানা মেলে দাও। আর তুমি বল, আমি নিশ্চয় এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী', । আমরা তাদের ওপর যথারীতি শাস্তি অবতীর্ণ করবো, যারা দলে উপদলে বিভক্ত[১৫২৪] হবে (এবং) যারা কুরআনকে খন্ডবিখন্ড করবে।

এই অনুবাদটির যৌক্তিকতা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় (এগুলোর প্রেক্ষাপট যাচাই করলে)। অলোচ্য আয়াতগুলোর সূচনা কুরআন শরীফের অতুলনীয় মাহাত্ম্য তুলে ধরে। যারা কুরআন শরীফের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবী করা সত্ত্বেও এর মূল শিক্ষা অর্থাৎ 'তওহীদের' বিষয়টিকে উপেক্ষা করে তারা পরবর্তীতে নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কুরআনকেই যেন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরা নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের কোন কোন আয়াতকে অবলম্বন আর অন্যরা তাদের সুবিধার্থে ভিন্ন কিছু আয়াতকে অবলম্বন করে বসে। এই বিভক্তি এত প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন বিবদমান বিভিন্ন দলের মাঝে আপস নিষ্পত্তির কোন সুযোগই বাহ্যত দেখা যায় না। এই বাস্তবতা একই উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর ফলে এরা যেন কুরআনকেও বহুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫২৬। রসূলে পাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপের কারণে ব্যথিত ছিলেন না বরং তিনি ব্যথিত ছিলেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর শরীক করার কারণে। তাঁর দুঃখের কারণ ছিল একদিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসা, অন্যদিকে তাঁর জাতির জন্য উৎকণ্ঠা ও চিন্তা।

১৫২৭। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর প্রেরিত হওয়ার মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ প্রতিষ্ঠা করা যা পূর্ণ হওয়ার পর্যায় ও সময় উপস্থিত, সেই জন্য আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কায়মনোচিত্তে কৃতজ্ঞ হয়ে সিজদায় প্রণত হতে হবে।

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য ইবনে আব্বাস ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮ নং আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর মতে এই তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রফেসর নলডিকিও মনে করেন, আয়াত নং৪৪, ১১২, ১২০, ১২১ এবং ১২৬ ছাড়া এই সূরাটির বাদ বাকি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সূরার ভূমিকায় কোন সংক্ষিপ্ত অক্ষরমালা বা 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' নেই। যেহেতু কোন সূরার বিষয়বস্তু উক্ত সূরার ভূমিকা বা শুরুতে বর্ণিত 'হুরূফে মুকাত্তায়াত'এর ভাবের সম্প্রসারণ এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বারা সার্বিকভাবে পরিবেশিত হয় তাই যদি কোন সূরার শুরুতে অনুরূপ অক্ষরসহ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু বর্তমান সূরাতেও আলোচিত হবে এবং বর্তমান সূরার ভাবধারা ও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার আলোকে হবে এবং পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু বর্তমান সূরাতেও আলোচিত হবে এবং এবং বর্তমান সূরার ভাবধারা ও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার আলোকে অনুসৃত হবে। সেই দিক থেকে বর্তমান সূরার বিষয়বস্তুকে মূলত পূর্ববর্তী সূরা 'আল হিজ্‌র' এর ধারাবাহিকতা ও ব্যাপ্তি হিসাবে মনে করতে হবে এবং পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে উদ্ধৃত 'হুরূফে মুকাত্তায়াত'-আলিফ, লাম, রাএর আলোকেই বর্তমান সূরার বিষয়বস্তু পরিবেশিত হবে। তবে উপস্থাপনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর অনুশীলনের দিক থেকে এতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিষয়বস্তু

অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বর্তমান সূরার শিরোনাম 'আন্ নাহল' (মৌমাছি) রাখা হয়েছে কেননা এই সূরার ৬৯নং আয়াতে বর্ণিত মৌমাছির স্ববাবজাত প্রবৃতিকে আল্লাহ্ তাআলা 'ওহী' হিসাবে অভিহিত করেছেন। এ স্থলে 'ওহী' শব্দটির ব্যবহার করে এই মহা সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে এই বিশ্বজগতের সুষ্ঠু ও সফল পরিচালনা পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলার 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের ওপর নির্ভরশীল– তা সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে শ্রেণীরই হোক না কেন। এই বিষয়টিই আলোচ্য সূরার কেন্দ্রবিন্দু বা সারমর্ম। তদুপরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে 'জেহাদের' প্রসঙ্গও এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 'জেহাদের' প্রসঙ্গটি যেহেতু বিভিন্ন মহল কর্তৃক আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে, তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ঐশী ইশারায় মৌমাছি যেভাবে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে তার মধুকে রক্ষা করে তেমনি পবিত্র কুরআন, যা ঐশী তত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস বিশেষ একে রক্ষা করার জন্যও মুসলমানদেরকে 'জেহাদে' অংশ গ্রহণ করতে হবে। মু'মিনদেরকে অতঃপর বলা হয়েছে, তারা যদি ইচ্ছা করে তাদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়বর্গ কুরআন তথা ইসলামের ডাকে সাড়া দিক তাহলে সর্বাগ্রে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা আনয়ন প্রয়োজন। কেননা হৃদয়ের পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহকে জানা অসম্ভব। বস্তুত ধর্মের ব্যাপারে যদি কোন বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে ধর্মের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

অতঃপর সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাতপূর্বক বলা হয়েছে, এই পৃথিবীর বুকেও জাতিসমূহকে পুনরুত্থিত করা হয় এবং তাদের এক নতুন জীবন লাভ ঘটে থাকে। বস্তুত হিজরতের সাথেই এই পুনরুত্থান শুরু হয়ে যায়। তদনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হবে। কেননা তাঁর অনুসারীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য কাফিরদের সংশ্রব থেকে আলাদা এক স্বতন্ত্র পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য এই পার্থিব জীবনেই যদি হিজরতের প্রয়োজন হয় তাহলে মানুষের চিরন্তন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তো এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক হিজরতের আরো অধিক প্রয়োজন এবং এবং মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক হিজরত। এই আধ্যাত্মিক হিজরত- পরবর্তী মনজিল মু'মিন ও কাফিরদের জন্য আলাদা হয়ে থাকে। কাফেররা দোযখে প্রবেশ করে এবং মু'মিনরা ঐশী অনুগ্রহের আলোকে স্নাত হয়ে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের ধাপগুলো অতিক্রম করতে থাকে। হিজরত প্রসঙ্গে আলোকপাত করে পরে বলা হয়েছে, মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হিজরত-পরবর্তী সময় মুসলমানদের জন্যেও মহান পরিণাম এবং সার্বিক কল্যাণকর বিষয় হিসাবে পরিণত হবে। এর পর সূরাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয়ে বলা হয়েছে তাহলো, কেন কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সত্য গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে কেন বাধ করা হয় না? তারপর অবিশ্বাসী কর্তৃক প্রতিবাদ আকারে পেশকৃত এই প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা হয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সত্যিকার রসূল হিসাবে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাহলে পূর্বেকার নবী-রসূলদের শিক্ষার সাথে তাঁর শিক্ষার এত পার্থক্য কেন? এই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে, পূর্বেকার নবী-রসূলদের সত্যিকার শিক্ষা সময়ের ব্যবধানে, মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে আর সঠিক অবস্থায় নেই। তাই তাঁদের আনীত আসল শিক্ষার সাথে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার অনেক পার্থক্য, যদিও এইসব পূর্বেকার নবী-রসূলের নামেই প্রচারিত হয়ে থাকে। বস্তুত কোন নতুন নবী-রসূল তখনই আবির্ভূত হন যখন পূর্বেকার ঐশী গ্রন্থাবলীর শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায় এবং সেগুলোর

ঐশী সংরক্ষণের ওয়াদাও আর বজায় থাকে না। আলোচ্য সূরাতে মৌমাছির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে মৌমাছি যেমন ঐশী অনুপ্রেরণায় ফুল ও ফল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে একে সুস্বাদু ও উপকারী মধুতে পরিবর্তন করে, ঠিক তেমনি মানুষেরও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার জন্য ঐশীবাণী বা প্রত্যাদেশের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য মধুও যেমন মানের দিক থেকে সকল ফুলেই এক প্রকার হয় না, তেমনি সকল মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও পার্থক্য থেকে যায়। মধুর বিভিন্ন রং ও গন্ধের মতো যুগে যুগে আগত নবী-রসূলদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বাণীর নমুনাও ভিন্নতর। ঐশ্যবাণীর প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাতে গিয়ে আরো একটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। তাহলো সময়ের ব্যবধানে মানুষ যখন কোন নবীর যুগ থেকে দূরে সরে পড়ে তখন ধীরে ধীরে কায়েমী স্বার্থ জন্মলাভ করে এবং মানুষ পুরুষানুক্রমে এই স্বার্থচক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের সহজাত উন্নতির সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় স্বাভাবিক নিয়মে একজন নবীকে প্রেরণ করেন, যিনি মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালান। সমসাময়িক সমাজের তথাকথিত দলপতি ও প্রধানরা, যারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে থাকে, তাদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে এবং নবীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। মানুষের বন্দীদশার মুক্তি ঘটে এবং তারা সত্যিকার স্বাধীনতার পরিবেশে শান্তির নিঃশ্বাস নেয়। অতঃপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, শীঘ্রই এই কুরআনের বদৌলতে ঐশী বিধান অনুযায়ী এক মহাপরিবর্তন সাধিত হবে। সময় সোচ্চার হয়ে এই পরিবর্তনের ঘোষণা দিচ্ছে এবং এই নতুন শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার সকল গুণ ও উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। এই নতুন শিক্ষা, তথা কুরআনের অনুসারীরা অচিরেই সফলতা লাভ করবে এবং সকল প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে চলে যাবে। সকল প্রকার অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই এক কঠোর সংগ্রাম পরিচালিত হবে এবং অসত্যের সকল নেতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সূরাটির শেষের দিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তাঁর প্রচারের ক্ষেত্র এখন উত্তরোত্তর প্রসারিত হবে, যার আওতায় খৃষ্টান ও ইহুদীরাও অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে নতুন উত্তেজনা ও বিরোধতা দেখা দেবে এবং মুসলমানরা বিভিন্ন দিক থেকে দুঃখ-কষ্টের শিকার হবে। কিন্তু ইসলামের ঐশী প্রতিশ্রুতি সর্বাবস্থায় বলবৎ থাকবে এবং বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তা ক্রমাগত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অপর দিকে ইসলামের যারা শত্রু তারা তাদের অন্যায় আচরণ অনুযায়ী অর্জিত ভাগ্যবরণ করবে অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

★ [এ সূরায় পাখিদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে, পাখিরা যে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এদের সম্পর্কে এ ধারণা করো না এরা দৈবক্রমে ডানা পেয়ে গেছে এবং এদের মাঝে উড়ার শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে। কেবল ডানা সৃষ্টির দরুনই পাখিদের মাঝে উড়ার শক্তি সৃষ্টি হতে পারতো না যতক্ষণ এদের ফোকলা হাড়গোড়, এদের বুকের বিশেষ গড়ন এবং বুকের দু'দিকে খুব শক্তিশালী মাংসপেশী বানানো না হতো, যা অনেক বড় বোঝা উঠিয়ে এদেরকে উর্ধ্বাকাশে উড়ার সামর্থ্য দান করে। এটি এরূপ একটি আশ্চর্যজনক অলৌকিক ব্যাপার যে ওজনে অত্যন্ত ভারী সারস পাখিও অনবরত কয়েক হাজার মাইল উড়ে চলে যায়। উড়ার সময় এদের যে অভ্যন্তরীণ গড়ন রয়েছে তা এমনটি হয়ে থাকে যেভাবে জেট বিমানের সম্মুখের অংশ বায়ুকে কেটে দু'দিকে সরিয়ে দেয়। এভাবেই এ বিশেষ গড়নের দরুন এদের ওপর বায়ুচাপ খুব কম পড়ে। আর যে সারস পাখি বায়ুর এ চাপ সবচেয়ে বেশি সহ্য করার জন্য অন্যান্য সারসদের সম্মুখে থাকে, কিছুক্ষণ পর পিছন থেকে অন্য একটি সারস এসে তার জায়গা নিয়ে নেয়। এ ছাড়া এ পাখিই জলজ পাখিতেও পরিণত হয় এবং পানিতে ডুবে যায় না, অথচ বেশি ওজনের দরুন এদের পানিতে ডুবে যাওয়ারই কথা ছিল। ডুবে না যাওয়ার কারণ হলো, এদের শরীরের ওপর ছোট ছোট পালক বাতাসকে চিমটে রাখে এবং পালকে বন্দী এ বায়ু ডুবে যাওয়া থেকে এদের রক্ষা করে। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতেই পারে না। কেননা এদের পালকের চারদিকে এরূপ কোন চর্বিযুক্ত পদার্থ থাকা প্রয়োজন যাতে করে পালক পানি শুষে নিতে না পারে। আপনারা দেখে থাকেন, পাখিরা নিজেদের ঠোঁট দিয়ে পালকসমূহের ভিতরভাগে ঘর্ষণ করে থাকে। অবাক কান্ড হলো, এ সময় এদের শরীর থেকে আল্লাহ্ তাআলা 'গ্রীজ' এর ন্যায় এমন পদার্থ বের করেন যা দিয়ে পালকের ওপর প্রলেপ দেয়া আবশ্যক। কিভাবে এ পদার্থ নিজে নিজেই সৃষ্টি হলো এবং কিভাবে তা এদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো আর কিভাবে এ পাখিরা বুঝতে পারলো শরীরকে পানি থেকে রক্ষা করতে হবে, নতুবা এরা ডুবে যাবে? (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
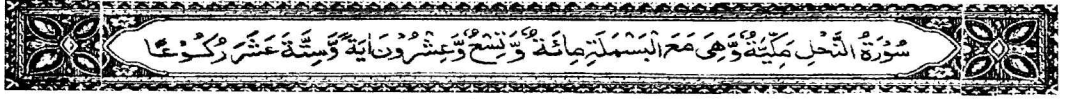
সূরা আন্ নাহ্ল–১৬

মক্কী সূরা বিস্মিল্লাহ্সহ ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। [খ]আল্লাহ্র আদেশ আসতে যাচ্ছে[১৫২৮]। তাই তোমরা এর জন্য তাড়াহুড়ো করো না। তিনি পরম পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে থাকে তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে।

اَتٰۤی اَمۡرُ اللّٰہِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡہُ ؕ سُبۡحٰنَہٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ②

★ ৩। তিনি বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার প্রতি স্বীয় আদেশে বাণীসহ ফিরিশ্তাদের[১৫২৯] অবতীর্ণ করেন, 'তোমরা (এই বলে লোকদের) সতর্ক কর নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর।'

یُنَزِّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃَ بِالرُّوۡحِ مِنۡ اَمۡرِہٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖۤ اَنۡ اَنۡذِرُوۡۤا اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوۡنِ ③

৪। [গ]তিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে[১৫৩০] সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শির্ক করে থাকে তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ④

৫। [ঘ]তিনি মানুষকে (এক তুচ্ছ) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর দেখ! সে (আমাদের সম্বন্ধে) বিতন্ডাকারী হয়ে যায়[১৫৩১]।

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَۃٍ فَاِذَا ہُوَ خَصِیۡمٌ مُّبِیۡنٌ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১:১; খ. ৫:৫৩; গ. ৩:১৯২, ১৪:২০, ১৫:৮৬, ২৯:৪৫, ৩৯:৬, ৬৪:৪; ঘ. ১৮:৩৮, ২২:৬, ২৩:১৩-১৪, ৩৫:১২, ৩৬:৭৮, ৪০:৬৮।

১৫২৮। 'আতাআমরুল্লাহে' অর্থ আল্লাহ্ তাআলার হুকুম এসে গেছে অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় আসন্ন অথবা নবযুগের সময় সূচিত হয়েছে।

১৪২৯। রূহ অর্থ আত্মা, ঐশীবাণী, কুরআন, জিবরাঈল ফেরেশতা এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি (মুফরাদাতা, লেইন) এই আয়াতে রূহ দ্বারা আল্লাহ্র জীবনদানকারী বাণী বুঝাচ্ছে। এই শব্দ দ্বারা নবীর মারফতে অবতীর্ণ হওয়া ঐশী সংবাদকেও বুঝায়। কারণ এর মধ্যে জীবন সঞ্চারী শক্তি রয়েছে।

১৫৩০। 'বিলহাক্কে' অর্থ প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক। এই কথার অর্থ এও হতে পারে যে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর জন্য মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কাজে নিজ নিজ দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে, যাতে তাদের সমন্বয়ে ইপ্সিত উদ্দেশ্য সফল হয়। অথবা এর এই মর্মও হতে পারে আল্লাহ্ তাআলা এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যে, তা মানবের মনোযোগ আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকর্ষণ করার কার্য সম্পাদন করে এবং মানুষ যেন উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আকাশসমূহের কার্য সম্পাদনের জন্য ভূপৃষ্ঠের বিদ্যমানতার প্রয়োজন রয়েছে এবং একইভাবে পৃথিবীও আকাশের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা বা হুকুমের অধীন। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানবের নিকট এই বাস্তব সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ংস্পূর্ণ নয়।

১৫৩১। এক অটল প্রাকৃতিক বিধানের অধীন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাআলা মানব সৃষ্টি করেন এবং তার ইহজীবনে চলার পথ প্রদর্শনের জন্য ঐশীবাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু যদিও বাহ্যত নিকৃষ্ট বস্তু থেকে মানুষের জন্ম, তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও সে (মানুষ) আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহপূর্ণ নির্দেশের অনুগত না হয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা এবং অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বসে।

★ ৬। আর [ক]গবাদি পশুও তিনি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে উষ্ণতা এবং আরো অনেক অনেক উপকারিতা। আর এগুলোর কোন কোনটি তোমরা খেয়ে থাক।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦﴾

৭। আর তোমরা যখন এগুলোকে চরিয়ে গোধূলি লগ্নে ফিরিয়ে আন এবং (সকালে) তোমরা যখন এগুলোকে চরবার জন্য (ছেড়ে দাও) তখন এর মাঝে তোমাদের জন্য থাকে এক মনোরম দৃশ্য।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٧﴾

৮। আর [খ]এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন সব (দূরবর্তী) জনপদে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা চরম কষ্ট স্বীকার না করে পৌঁছুতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

৯। আর (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর, গাধা [গ](সৃষ্টি করেছেন) যাতে করে এগুলোতে তোমরা আরোহণ করতে পার এবং (এগুলো যেন তোমাদের) শোভা বর্ধনের[১৫৩২] (কারণও হয়)। এ ছাড়া [ঘ]তিনি (তোমাদের জন্য) আরো (যানবাহন) সৃষ্টি করবেন যা তোমরা এখনো জান না[১৫৩২-ক]।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

১০। আর (বান্দাদের) সোজাপথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র, কেননা এ (পথ)-গুলোর মাঝে বাঁকা পথও রয়েছে। আর তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিয়ে দিতেন।

১ [১০] ৭

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾ ع

১১। [ঙ]তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এতে রয়েছে সুপেয় পানি। আর এ থেকেই (সেসব) গাছপালা (উৎপন্ন) হয় যেগুলোতে তোমরা (গবাদি পশু) চরিয়ে থাক।

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١١﴾

দেখুন ঃ ক.৬:১৪৩, ২৩:২২, ৩৬:৭২-৭৪, ৪০:৮০-৮১; খ. ৬:১৪৩, ৩৬:৭৩, ৪০:৮১; গ. ৩৬:৭৩, ৪০:৮১, ৭৩:১৩; ঘ. ৬:১৫০, ১০:১০০, ১১:১১৯; ঙ. ২:২৩, ৬:১০০, ১৩:১৮, ১৬:৬৬, ২২:৬৪।

১৫৩২। যখন আল্লাহ্ তাআলা মানবের দৈহিক এবং পার্থিব প্রয়োজনের উপকরণ সরবরাহ করার জন্য এত যত্নবান তখন এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা চিন্তা করা যায় না যে তিনি মানুষের আত্মার প্রয়োজনে অনুরূপ উপায় উপকরণ সরবরাহ না করে থাকতে পারেন বা উপেক্ষা করতে পারেন।

১৫৩২-ক। আয়তের এ অংশটুকু ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ্ তাআলা মানবের জন্য নতুন যানবাহনের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাবেন যা তখন পর্যন্ত মানবের অজানা ছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে রেলগাড়ী, জলযান, মটর গাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্ তাআলাই কেবল জানেন আরো নতুন কি কি যানবাহন ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধার জন্য উদ্ভাবিত হবে, যা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।

★ ১২। এ দিয়ে [ক]তিনি তোমাদের জন্য (সব ধরনের) ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সব ধরনের ফলফলাদিও উৎপন্ন করেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য এক নিদর্শন রয়েছে[১৫৩৩]।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑫

১৩। আর [খ]তিনি রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তাঁরই আদেশে তারকারাও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায়।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑬

১৪। আর [গ]বিভিন্ন ধরনের যেসব জিনিষ তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (সেগুলোও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে)[১৫৩৪]। নিশ্চয়ই এতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এক নিদর্শন রয়েছে[১৫৩৫]।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ⑭

১৫। আর [ঘ]তিনিই তোমাদের সেবায় সাগরকে নিয়োজিত করেছেন যেন তোমরা এ থেকে টাটকা মাংস খেতে পার এবং এ থেকে এমন সৌন্দর্য সামগ্রী বের করে আন যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি এতে নৌযানগুলোকে পানির বুক চিরে এগুতে দেখ যেন (এতে আরোহণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান[১৫৩৬] কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑮

দেখুন ঃ ক. ৬:১০০, ১৩:৫; খ. ৭:৫৫, ১৩:৩, ১৪:৩৪, ৩৫:১৪, ৩৯:৬; গ. ১৩:৫, ৩৯:২২; ঘ. ৩৫:১৩, ৪৫:১৩।

১৫৩৩। উদ্ভিদ ও গুল্মাদি গজাবার উৎপাদিকা শক্তি মাটিতে সুপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি পানির না পেলে সেই শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। একইভাবে মানুষ অতি উত্তম সহজাত বা স্বাভাবিক কার্যক্রমতা বা মনোবৃত্তির অধিকারী হলেও সে পবিত্র ওহী-ইলহামের সাহায্য ছাড়া ঐ সকল গুণকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবলমাত্র তার বুদ্ধিমত্তার উপরই নির্ভরশীল– এই কথা বলা, আর পানি ছাড়া মাটি থেকে গাছ-গাছড়ার উৎপাদন হতে পারে বলা, একই কথা।

১৫৩৪। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা অংশ হলো, কোন দু'টি বস্তু বা ব্যক্তি হুবহু এক রকম নয়। এই বৈসাদৃশ্য না থাকলে পৃথিবীতে এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হতো। এক বস্তু বা ব্যক্তি অন্য এক বস্তু বা ব্যক্তি হতে পৃথক করে চেনা বা জানা সম্ভব হতো না। একইরূপে মানুষের প্রকৃত ও মেযাজের মধ্যে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এটা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে যে, সে তার শিক্ষার জন্য এমন কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা করতে পারে যা সকল প্রকৃতি বা স্বভাবের জন্য সমভাবে উপযোগী বা প্রযোজ্য। এরূপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা যা প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে কোন মানুষেই পূর্ণ জ্ঞান নেই। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই এ সকল প্রভেদ ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন এবং এই কারণেই তিনিই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন যা সকলের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং উপকারী।

১৫৩৫। এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটি অর্থাৎ 'ইয়াতাফাক্কারুন', 'ইয়াকিলূন', ইয়ায্‌যাক্কারূন' যথাক্রমে ১২, ১৩ এবং ১৪নং আয়াতের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলোর চয়ন আয়াত বিশেষে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে শুধু বিশেষভাবে উপযোগীই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত সাধারণ প্রশংসার সম্পর্কও প্রযোজ্য। স্ব স্ব স্থানে এর বিশেষ ব্যবহার তাদের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারক। 'ইয়াতাফাক্কারুন' অর্থ ঃ (প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা) শব্দটি প্রথমে ব্যবহার হয়েছে, কারণ মানুষের নৈতিক পুনর্গঠন বা সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়ায় এটাই সকল নেতিক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম উপায় যাকে সর্বাগ্রে জাগ্রত করতে হয়। গভীর চিন্তাশীলতার অভ্যাস হতে

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৫৩৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১৬। আর তোমাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ[১৫৩৭] করতে [ক]তিনি ভূপৃষ্ঠে সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন এবং নদনদী ও পথঘাট (সৃষ্টি করেছেন)[১৫৩৮] যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑯

১৭। (তিনি) আরো (সৃষ্টি করেছেন) পথনির্দেশক চিহ্নাবলী। আর তারা (অর্থাৎ মানুষ) তারকাদের মাধ্যমেও পথের দিশা লাভ করে থাকে[১৫৩৯]।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ⑰

১৮। অতএব যিনি সৃষ্টি করেন আর যে (কিছুই) সৃষ্টি করে না তারা কি এক (হতে পারে)? তোমরা কি তবে উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ⑱

১৯। আর [খ]তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑲

২০। আর [গ]তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর (সবই) আল্লাহ্ জানেন।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ⑳

২১। আর [ঘ]আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ㉑

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৪; ২১ঃ৩২; খ. ১৪ঃ৩৫; গ. ২ঃ৭৮; ৬৪ঃ৫; ঘ. ৭ঃ১৯২; ২৫ঃ৪।

ধীশক্তি ও জ্ঞানের উদ্ভব হয় বা যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেকের সঠিক ব্যবহার হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত ইয়াকিলুন– স্তরে মানুষ নৈতিক সংশোধন বা সংস্কার সাধনে সাফল্য বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এর পরেই আসে তৃতীয় স্তর যেখানে কুপ্রবৃত্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং নৈতিক যুদ্ধ বা বিবাদ শেষ হয়ে যায় এবং 'ইয়াযযাক্কারুন' স্তরে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্বতঃ সতর্ককারী হয় এবং সৎকর্মশীলতা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

১৫৩৬। মানবজাতির জন্য পার্থিব সুবিধা ও উপকারার্থে সমুদ্র এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় উৎস। সমুদ্র হলো বিশাল জলভাণ্ডার যেখান থেকে সূর্য আমাদেরকে বৃষ্টির যোগান দেয়। সমুদ্র যাতায়াত এবং বাণিজ্যের জন্য এবং মানুষের খাদ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

১৫৩৭। ★ [অনেক পন্ডিত 'আন তামিদা বিকুম' শব্দসমষ্টি থেকে ভূমিকম্প অর্থ বের করেছেন। একথা মেনে নিলে এর অর্থ দাঁড়াবে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পাহাড় পর্বত সৃষ্টির কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন! এটা কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নমুনা? দুর্ভাগ্যবশত 'তামিদা' শব্দটি যে 'মাদা' ধাতু থেকে নির্গত–একথাটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 'মাদা' শব্দের অর্থ হলো খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'মায়েদা' শব্দটি একই ধাতু থেকে নির্গত। এ অর্থ গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আর আয়াতের এ অর্থটি মানব জাতিকে স্মরণ করায় যে সব প্রাণীজগতকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য আল্লাহ্ পাহাড়পর্বতকে অপরিহার্য করে সৃষ্টি করেছেন। হ্রদ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বাষ্পীয়করণের মাধ্যমে পানি উপরে তুলছে। পরবর্তীতে এ সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত রূপ দেয়ার জন্য একে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ জলীয়বাষ্পকে পুনরায় পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য পাহাড় পর্বতের ভূমিকা অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প ভারী মেঘে রূপান্তরিত হয়ে ভারী বর্ষণের কারণ হয়। আর এ বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের মূল উপকরণ হিসেবে কাজ করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে একমাত্র এ অনুবাদটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আয়াতের অবশিষ্টাংশের সাথেও এ অনুবাদটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এ সূরার ১৬ নম্বর আয়াতে কৃত অনুবাদটিই গ্রহণযোগ্য।

পানি ও খাদ্য পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নদনদী দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতায়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার এসব নদনদীর পাড় দিয়েই রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৩৮ ও ১৫৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২ [১২] ৮

২২। (তারা সবাই) মৃত, জীবিত নয়। আর তাদের কখন পুনরুত্থিত করা হবে এ বিষয়ে তাদের কোন চেতনাই নেই।

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। [ক]তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের অন্তর অবিশ্বাসপ্রবণ এবং তারা অহংকারী।

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। [খ]তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে নি:সন্দেহে আল্লাহ্ অবশ্যই (তা) জানেন। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন [গ]তারা বলে, '(এতো) পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী (মাত্র)।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। (এ প্রতারণার পরিণাম এই হবে) যে [ঘ]তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় বহন করার পাশাপাশি তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে তারা নিজেদের অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করতো। সাবধান, তারা যা বহন করছে তা অতি নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٦﴾

৩ [১২] ৮

২৭। তাদের পূর্ববর্তীরাও নিশ্চয় ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের প্রাসাদগুলোর ভিত উপড়ে ফেলেছিলেন। এর ফলে তাদের উর্ধ্ব থেকে তাদের ওপর ছাদ ভেঙ্গে পড়েছিল[১৫৪০]। আর তাদের কাছে আযাব এমন পথ দিয়ে এসেছিল যা তারা ভাবতেও পারেনি।

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এ ছাড়া কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় [চ]আমার সেইসব শরীক যাদের খাতিরে তোমরা (নবীদের) বিরোধিতা করতে?' যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয় কাফিরদের জন্য আজ লাঞ্ছনা ও অনিষ্ট (অবধারিত) রয়েছে।'

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬৪; ৫ঃ৭৪; ২২ঃ৩৫; ৩৭ঃ৫; খ. ১৬ঃ২০; গ. ৮ঃ৩২; ৬৮ঃ১৬; ৮৩ঃ১৪; ঘ. ২৯ঃ১৪; ঙ. ৩৯ঃ২৬; ৫৭ঃ৩; চ. ২৮ঃ৬৩, ৭৫।

১৫৩৮। এ স্থলে "সুবুলান" (অর্থ পথ) মানুষের তৈরি কৃত্রিম পথ বুঝায় না, বরং প্রাকৃতিক চলাচলের পথ বুঝায় যা নদনদী, উপত্যকা ও গিরিবর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং সবযুগে এগুলোই জনপথ বা রাজপথরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫৩৯। এ আয়াতে এই মর্মই ব্যক্ত হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল হতো এবং নদনদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতমালা উঁচু নিচু না হতো তাহলে মানুষের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমনের পথ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। ভূপৃষ্ঠে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিন্নতা সূচক প্রাকৃতিক গঠনশৈলী মানুষকে তার চলার পথে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে এ সব প্রাকৃতিক চিহ্নসমূহ আকাশযান চলাচলে খুবই সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রসমূহও জলে এবং স্থলে পথচারীকে পথ চিনতে সাহায্য করে।

১৫৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৯। [ক]নিজেদের ওপর যুলুমে রত থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তারা যাদের মৃত্যু দেয় [খ]তারা (এই বলে) সন্ধিপ্রস্তাব করবে, 'আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।' (তখন তাদের বলা হবে) 'অবশ্যই (করতে)। তোমরা যা করতে আল্লাহ্ নিশ্চয় তা ভালভাবে জানেন[১৫৪১]।

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। [গ]অতএব তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। আর অহংকারীদের ঠাঁই অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট।'

فَٱدْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। আর যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে তাদের (যখন) বলা হবে, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন' তখন তারা বলবে, 'সর্বতোভাবে কল্যাণ'। [ঘ]যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য ইহকালেও রয়েছে কল্যাণ আর নিশ্চয় [ঙ]পরকালের আবাসস্থল হবে (তাদের জন্য) আরো উত্তম। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উৎকৃষ্ট!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

৩২। তারা এমন সব চিরস্থায়ী [চ]বাগানে প্রবেশ করবে যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে[১৫৪২]। আল্লাহ্ এভাবেই মুত্তাকীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন,

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। (অর্থাৎ) পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তারা যাদের মৃত্যু দেয় (তাদেরকে) [ছ]এরা বলে, 'তোমাদের জন্য চির শান্তি! তোমাদের কৃতকর্মের দরুন তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। [জ]এ (কাফিররা) কি কেবল তাদের কাছে ফিরিশ্তাদের আগমনের অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায়[১৫৪৩] পথ চেয়ে আছে? এদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই করেছিল। আর [ঝ]আল্লাহ্ তাদের ওপর কোন অন্যায় করেননি,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৯৮; ৮ঃ৯১; ৪৭ঃ২৮; খ. ১৬ঃ৮৮; গ. ৩৯ঃ৭৩; ৪০ঃ৭৭; ঘ. ৩৯ঃ১১; ঙ. ৬ঃ৩৩; ১২ঃ১১০; চ. ৯ঃ৭২; ১৩ঃ২৪; ৩৫ঃ৩৪; ৬১ঃ১৩; ৯৮ঃ৯; ছ. ১০ঃ১১; ১৩ঃ২৫; ৩৬ঃ৫৯; ৩৯ঃ৭৪; জ. ২ঃ২১১; ৬ঃ১৫৯; ৭ঃ৫৪; ঝ. ৯ঃ৭০; ১৬ঃ১১৯; ২৯ঃ৪১; ৩০ঃ১০।

১৫৪০। অতীতের নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর যে আযাব এসেছিল তা কোন সাধারণ ধ্বংসলীলা ছিল না। তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের নির্মিত প্রাসাদ-সৌধগুলোর সম্পূর্ণ ভিত্তি দেয়াল ও ছাদসহ তাদের ওপর আছড়ে পড়েছিল, বলতে কি, তাদের নেতা বা অনুসারীরা কেউই রক্ষা পায়নি।

১৫৪১। অবিশ্বাসীরা আপত্তি করে বলবে, তারা যা কিছু করেছিল তা নির্দোষ মনে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই করেছিল এবং তারা শুধু ঐশী গুণাবলীর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর পূজা করেছিল। এই আয়াত কাফিরদের ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভংগীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১৫৪২ ও ১৫৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অন্যায় করতো।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। অতএব তাদের কৃতকর্মের মন্দ (ফল) তাদের ধরে ফেললো এবং [ক]তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরে ফেললো[১৫৪৪]।

৪ [৯] ১০

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٦﴾

৩৬। আর [খ]যারা শির্‌ক করে তারা বলে, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতাম না বা আমাদের পিতৃপুরুষরাও (করতো না) এবং তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই করেছিল। কিন্তু [গ]স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলদের আর কোন দায়িত্ব আছে কি?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর [ঘ]প্রত্যেক উম্মতে আমরা (কোন না কোন) রসূল অবশ্যই (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছি, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং প্রতিমা (পূজা) পরিহার কর।' অতএব [ঙ]তাদের কোন কোন লোককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাদের কারো কারো জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হলো। সুতরাং [চ]তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। [ছ]তুমি তাদের হেদায়াতের জন্য যতই আগ্রহী হও (না কেন, জেনে রাখ), যারা (লোকদের) পথভ্রষ্ট করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত দেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। আর তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, [জ] যে মারা যায় আল্লাহ্ তাকে কখনো পুনরুত্থিত করবেন না। [ঝ]অবশ্যই (করবেন)! এটা তাঁর পক্ষ থেকে এক অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বেশির ভাগ লোক (তা) জানে না।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১১; ২১ঃ৪২; ৩৯ঃ৪৯; ৪৫ঃ৩৪; খ. ৬ঃ১৪৯; ৪৩ঃ২১; গ. ৫ঃ৯৩, ১০০; ২৪ঃ৫৫; ২৯ঃ১৯; ৩৬ঃ১৮; ঘ. ১০ঃ৪৮; ১৩ঃ৮; ৩৫ঃ২৫ ; ঙ. ৭ঃ৩১; চ. ৩ঃ১৩৮; ৬ঃ১২; ছ. ১২ঃ১০৪; ২৮ঃ৫৭; জ. ২৩ঃ৩৮; ৪৫ঃ২৫; ঝ. ১০ঃ৫; ২১ঃ১০৫।

১৫৪২। মুত্তাকীর আকাঙ্ক্ষা যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন সেহেতু তারা কেবল সেই সকল জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই করবে যেগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হবে।

১৫৪৩। এখানে ফিরিশ্‌তার আগমন দ্বারা কাফিরদের এক এক ব্যক্তির ধ্বংস বুঝায় এবং আল্লাহ্ তাআলার আগমন বা হুকুম দ্বারা গোটা জাতির ধ্বংস বুঝায়।

১৫৪৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪০। (পুনরুত্থান এ জন্য হবে) যাতে করে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তিনি তাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন এবং অস্বীকারকারীরা যেন জানতে পারে নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী[১৫৪৫]।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤١﴾

৪১। আমরা যখন কোন কিছু করতে চাই তখন এ ব্যাপারে আমাদেরকে [ক]কেবল এ কথাই বলতে হয়, 'হও'[১৫৪৬] এবং তা হয়েই যায়।

৫ [৬] ১১

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২। [খ]আর নির্যাতিত হবার পর যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে[১৫৪৭] হিজরত করেছে আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে এক উত্তম স্থান দান করবো। আর পরকালের প্রতিদান নিশ্চয় সবচেয়ে বড়। হায়, তারা যদি (তা) জানতো!

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। (এ প্রতিদান তাদের জন্য) [গ]যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

★ ৪৪। [ঘ]আর আমরা তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরই (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। অতএব তোমাদের জানা না থাকলে ঐশী গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞেস কর।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

★ ৪৫। আমরা [ঙ]স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও ঐশী গ্রন্থাবলীসহ (তাদের প্রেরণ করেছিলাম)। আর তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দেয়ার জন্য [চ]আমরা তোমার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি এবং তারা যেন চিন্তাভাবনা করে।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬। [ছ]যারা (তোমার বিরুদ্ধে) হীন ষড়যন্ত্র করে আসছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ ভূমিধসে তাদের বিলীন করে দিবেন না বা তাদের কাছে এমন পথে আযাব আসবে না যা তারা অনুমানও করতে পারবে না,

---

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৮; ৩ঃ৪৮; ৩৬ঃ৮৩; ৪০ঃ৬৯; খ. ২ঃ২১৯; ৪ঃ১০১; ২২ঃ৫৯; গ. ২৯ঃ৬০; ঘ. ১২ঃ১১০; ২১ঃ৮; ঙ. ৩৫ঃ২৬; চ. ৩ঃ৫৯; ১৫ঃ৭; ১০; ২ঃ১০০; ছ. ৬ঃ৬৬; ১৭ঃ৬৯; ৩৪ঃ১০ ৬৭ঃ১৭, ১৮।

১৫৪৪। কুকর্ম বা পাপাচারের শাস্তি কোন বাইরের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মের স্বাভাবিক ফলাফল এবং এর সমানুপাতিকও বটে।

১৫৪৫। পুনরুত্থান দিবসে সত্যের উপলব্ধি এতই সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপ ধারণ করবে, কাফিররা স্বীকার করবে যে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনে বিশ্বাস না করাটা তাদের কত বড় বোকামি ছিল। অবশ্যই তা এখন পূর্ণ এবং সামগ্রিক বাস্তব উপলব্ধিতে পরিণত হবে।

১৫৪৬। 'কুন' শব্দ দ্বারা এটা বুঝায় না যে আল্লাহ্ তাআলা কোন বস্তুকে, যার অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে, হুকুম করেন। এটা শুধু কোন ইচ্ছার প্রকাশ বুঝায় এবং আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর কোন ইচ্ছার প্রকাশ করেন তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যের পূর্ণতা লাভের পথে কার্যারম্ভ হয়।

১৫৪৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৭। বা তাদের চলাফেরার[১৫৪৮] সময় তিনি তাদের ধরে ফেলবেন না? অতএব তারা (আল্লাহ্কে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অথবা তিনি ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলবেন না[১৫৪৯]? তবে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। তারা কি লক্ষ্য করে দেখেনি, আল্লাহ্ যা-ই সৃষ্টি করেছেন এর ছায়া কখনো ডানে ও কখনো বামে[১৫৫০] স্থানান্তরিত হয়ে তাঁরই সমীপে সিজদাবনত হয়ে থাকে এবং এরা বিনয় অবলম্বনকারীও হয়ে থাকে?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٩﴾

সিজদা-৭

৫০। আর [ক]আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যে প্রাণীই আছে আর ফিরিশ্তারা (সবাই) আল্লাহ্র সমীপে সিজদা করে এবং তারা কোন অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তারা তাদের ওপর (পরাক্রমশালী) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা তা-ই করে যা [খ]তাদের করতে বলা হয়।

৬ [১০] ১২

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥١﴾

৫২। আর আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা দুজনকে উপাস্য বানিয়ে বসো না। নিশ্চয়ই [গ]তিনি এক-অদ্বিতীয়[১৫৫১] উপাস্য। অতএব কেবল আমাকেই ভয় কর।'

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾

দেখুন ঃ ; ক. ১৩ঃ১৬; ২২ঃ১৯; খ. ৬৬ঃ৭ গ. ১৬ঃ২৩।

১৫৪৭। 'ফিল্লাহে' অর্থ ঃ (ক) আল্লাহ্ তাআলার জন্য, (খ) আল্লাহ্ তাআলার ধর্মের জন্য, অর্থাৎ ধর্মে বন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ স্বাধীন ধর্মচর্চা প্রয়োগ করার জন্য, (গ) আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে।

১৫৪৮। অবিশ্বাসীদের পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ এবং ভূপৃষ্ঠের অবাধ চলাফেরা মু'মিনদের মনে যেন এই ধারণার সৃষ্টি না করে যে কাফিরদের এহেন প্রতাপ অজেয় এবং তাদের এই গৌরব চিরস্থায়ী। তাদের এই অবাধ গতিবিধি শীঘ্রই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধ্বংসকারীতে পরিণত হবে।

১৫৪৯। 'আলাতাখাওওফেন' অর্থ ক্রমান্বয়ে ধৃত করা, হ্রাস করা (লেইন)। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কাফিরদের শক্তির প্রতাপ ক্রমশ লোপ পাবে। ইসলামের ক্রমোন্নত শক্তি এবং চূড়ান্ত বিজয়ের ভীতি তাদের চরম পরাজয়ের পূর্বেই তাদেরকে ধরে ফেলবে।

১৫৫০। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক বিশেষ পর্যায়ে বা অবস্থায় পৌছার পরে সঙ্কুচিত হয়। এতে এটাই প্রকাশিত হয়, তার ক্ষমতা, প্রতাপ ও মর্যাদা প্রায় শেষ বা প্রস্থানোদ্যত হয় এবং তা পুনরায় কমে বা সঙ্কুচিত হয়ে তার পূর্বেকার নিজস্ব অবস্থায় এক ক্ষুদ্র ছায়ারূপে পরিণত হয়। এইরূপে অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, ঐশী শাস্তি তাদের ছায়া বা প্রতিবিম্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে। অন্যদিকে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর ছায়া বা প্রতিবিম্ব ক্রমশই দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। কারণ বস্তুর প্রতিবিম্ব তখনই দীর্ঘ হয় যখন সূর্য তার আড়ালে থাকে। এস্থলে নবী করীম (সাঃ)এর পিছনে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের সূর্য।

১৫৫১। এই জগতের কার্যপদ্ধতির বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত যে এক অত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে মহাবিশ্ব। যদি একাধিক খোদা থাকতো তবে এই অভিন্ন সামঞ্জস্য তিরোহিত হয়ে যেত। তা ছাড়া যদি দুই খোদা থাকতো তাহলে একজন অন্যজনের অধীনস্থ থেকে তার আজ্ঞানুবর্তিতা করার আবশ্যক হতো। সেইরূপ অবস্থায় দুই এর মধ্যে একজন খোদা অতিরিক্ত হয়ে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

★ ৫৩। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই। আর সঠিক পথ (নির্ধারণ করার অধিকার) চিরন্তনভাবে [ক]তাঁরই। তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। আর [খ]যে কল্যাণই তোমাদের কাছে রয়েছে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এরপর দু:খকষ্ট যখন তোমাদের ওপর নেমে আসে তখন তোমরা (বিনত হয়ে) তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করে থাক।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। [গ]এরপর তিনি যখন তোমাদের কাছ থেকে সেই কষ্ট দূর করে দেন তোমাদের এক দল তখনই নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে শরীক করতে আরম্ভ করে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। [ঘ]এতে করে আমরা তাদের যা দিয়েছি তারা তা অস্বীকার করে। অতএব তোমরা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। এরপর তোমরা অবশ্যই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আর [ঙ]আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তারা এর একটি অংশ তাদের (সেইসব মিথ্যা উপাস্যদের) জন্য নির্ধারণ করে বসে যাদেরকে তারা চিনেও না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে মিথ্যা বানিয়ে বলছ সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর [চ]তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাসন্তান বানিয়ে নিয়েছে। তিনি পবিত্র। অথচ তাদের (নিজেদের) জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা পছন্দ করে[১৫৫২]।

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৪; খ. ৪ঃ৮০; ১০ঃ১৩; ২৩ঃ৬৫; ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯; গ. ১০ঃ১৩, ২৪; ২৯ঃ৬৬; ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯; ঘ. ২৯ঃ৬৭; ৩০ঃ৩৫; ঙ. ৬ঃ১৩৭; ;চ. ৬ঃ১০১; ৩৭ঃ১৫৩, ১৫৪; ৪৩ঃ১৭; ৫২ঃ৪০; ৫৩ঃ২২।

পড়তো। কিংবা যদি উভয়ই সমমর্যাদার অধিকারী হতো তাহলে প্রত্যেকের প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি ভিন্ন ভিন্ন হতো। এইরূপ অবস্থায় তাদের দুই এর মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য দেখা দিত এবং বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হতো। বস্তুত উভয় প্রকার কল্পনাই অসম্ভব। অতএব এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা নিঃসন্দেহে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্।

১৫৫২। এস্থলে আপত্তি এটি নয় যে কাফিররা আল্লাহ্ তাআলার জন্য কন্যাসন্তান কেন বানিয়ে নিয়েছে, পুত্রসন্তান কেন বানায়নি। কেননা পবিত্র কুরআন পুত্রসন্তান নির্ধারণকেও স্পষ্ট নিন্দা করেছে (১৯ঃ৯১-৯২)। তফসীরাধীন আয়াত শুধু কাফিরদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কন্যাসন্তান আরোপ করেছে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতি কন্যাসন্তান আরোপকে অবমাননাকর মনে করে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯। অথচ তাদের কাউকে [ক]যখন কন্যাসন্তান (জন্ম হওয়ার) সংবাদ দেয়া হয় তখন দু:খে তার মুখ কালো হয়ে যায়[১৫৫২-ক] এবং সে (তার) মনোকষ্ট চেপে রাখে।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۚ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। যে সংবাদ তাকে দেয়া হয়েছে এর কষ্টে সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (আর ভাবে) লাঞ্ছনার (সম্মুখীন হওয়া) সত্ত্বেও তাকে কি সে বাঁচিয়ে রাখবে নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে[১৫৫৩]? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা অতি জঘন্য।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦١﴾ ع

★ ৭ [১০] ১৩

৬১। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। [খ]শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য মহোত্তম দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰىٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। [গ]আর আল্লাহ্‌ যদি মানুষকে তার অন্যায় কাজের কারণে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দিতেন তাহলে কোন প্রাণীকেই তিনি এ (পৃথিবীতে জীবিত) ছাড়তেন না[১৫৫৪]। কিন্তু তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে (আত্মশুদ্ধির জন্য) অবকাশ দিয়ে থাকেন। [ঘ]তবে তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে পড়ে তখন তারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকতে পারে না এবং সামনেও এগুতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। আর তারা নিজেদের বেলায় যা অপছন্দ করে তা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে থাকে। আর তাদের মুখ মিথ্যা (দাবী করে) বলে, সব মঙ্গল তাদের জন্যই রয়েছে। নি:সন্দেহে তাদের জন্য আগুন (নির্ধারিত) রয়েছে। আর (সেখানে) পরিত্যক্ত অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ১৮; খ. ৩০ঃ২৮; গ. ১০ঃ১২; ১৮ঃ৫৯; ৩৫ঃ৪৬; ঘ. ৭ঃ৩৫; ১০ঃ৫০।

১৫৫২-ক। 'ইস্‌ওয়াদ্দা ওয়াজহুহু' অর্থ ঃ তার মুখ কালো হয়ে গেল, তার মুখমণ্ডল বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল, সে ব্যথিত, দুঃখিত বা হতবুদ্ধি হলো, সে অপমানিত হলো (লেইন)।

১৫৫৩। আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হতো। এই আয়াত সেই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানুষিক প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তারা (আরবরা) তাদের নারী গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করতো এবং চরম নিম্নস্তরে নারীর স্থান দিত। কুরআন করীম নারীর সম্মানজক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন অদ্বিতীয় ও অনুপম।

১৫৫৪। শাস্তি বিলম্বিত হয়ে থাকে। কারণ যদি আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রকার শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করতেন তাহলে দুনিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত এবং ভূপৃষ্ঠের সকল জীবজন্তু বিলুপ্ত হয়ে যেত। পাপের কারণে মানুষ অকালে শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তু ও পশুপাখি বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন থাকতো না। মানুষেরই দরকারে ও উপকারে এদের সৃষ্টি। অতএব মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে সেগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

৬৪। আল্লাহ্‌র কসম! [ক]তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মাঝেও আমরা অবশ্যই রসূল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু [খ]শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল। অতএব আজও সে-ই তাদের অভিভাবক (সেজে বসে আছে), অথচ তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। আর আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব কেবল এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি সেই বিষয়ে তাদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দাও যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে এবং (এ ছাড়াও) যারা ঈমান আনবে (এ কিতাব) যেন তাদের [গ]পথনির্দেশনা ও রহমতের কারণ হয়।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আর [ঘ]আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর এর মাধ্যমে জীবিত করে তুলেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য রয়েছে এক বড় নিদর্শন যারা (কথা) শুনে।

৮
[৫]
১৪

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع

৬৭। আর গবাদি পশুর মাঝেও নিশ্চয় [ঙ]তোমাদের জন্য এক বড় শিক্ষণীয়[১৫৫৫] নিদর্শন রয়েছে। এদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে সৃষ্ট এমন বিশুদ্ধ দুধ আমরা তোমাদের পান করিয়ে থাকি যা পানকারীর জন্য সুপেয় (ও) তৃপ্তিকর।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। [চ]আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকেও (আমরা তোমাদেরকে পান করাই)। এ থেকে তোমরা মাদক দ্রব্য[১৫৫৫ক] এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে থাক। নিশ্চয় এতে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৪৩; ২২ঃ৫৩; খ. ৬ঃ৪৪; ৮ঃ৪৯; গ. ৬ঃ১৫৮; ১২ঃ১১২; ১৬ঃ৯০; ঘ. ২ঃ১৬৫; ১৩ঃ১৮; ঙ. ২৩ঃ২২; চ. ১৩ঃ৫; ১৬ঃ১২; ২৩ঃ২০; ৩৬ঃ৩৫।

১৫৫৫। 'ইবরাতুন' অর্থ ঃ লক্ষণ, চিহ্ন বা সাক্ষ্য প্রমাণ, যার মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝায় (লেইন)। জীবজন্তুর পেটে যে জটিল প্রস্তুতপ্রক্রিয়া চলতে থাকে এটি সেই দিকে ইঙ্গিত করেছে। গো-মহিষাদি যে ঘাস এবং লতাপাতা খায় তা এদের পেটে প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুগ্ধে পরিণত হয়। এইরূপ দুগ্ধপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া নির্দেশ করছে, মানুষের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐগুলি ঐশী নিদর্শন বা ইলহাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

১৫৫৫-ক। আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ তার স্বাভাবিক ও খাঁটি এবং অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তারা বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং বলবান ও পুষ্টিকর খাদ্য হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যখনই তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে অযথা হস্তক্ষেপ করে তখন সে তাকে কলুষিত করে বসে। একইভাবে ঐশী শিক্ষা যতদিন অবিকৃত থাকে ততদিন পর্যন্ত তা আধ্যাত্মিক উপকারিতার উপায় হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে তখনই তা আপন প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা হারিয়ে ফেলে।

৬৯। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি (এই বলে) ওহী[১৫৫৬] করলেন, 'তুমি পাহাড়পর্বতে ও গাছপালায় এবং সেই (সব) মাচাতেও ঘর তৈরী কর, (যেগুলো মানুষ লতাগুল্মের জন্য) বানিয়ে থাকে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٩﴾

★ ৭০। এরপর সব (ধরনের) ফলমূল থেকে খাও এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশিত পথ ধরে সবিনয়ে এগিয়ে চল'। এদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় বের হয়ে থাকে। এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য[১৫৫৭]। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে এক নিদর্শন।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾

★ ৭১। আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর [ক]তোমাদের মাঝে (কোন কোন) ব্যক্তিকে হুশজ্ঞান হারিয়ে ফেলার বয়সে উপনীত করা হয়, (যার ফলে) সে যেন জ্ঞান অর্জনের পর জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

৯ [৫] ১৫

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾

৭২। আর [খ]আল্লাহ্ তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে কোন কোন ব্যক্তির ওপর রিয্‌কের ক্ষেত্রে অধিক সমৃদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু যাদের সমৃদ্ধি দেয়া হয়েছে তারা কখনো তাদের রিয্‌ক[১৫৫৮] তাদের অধীনস্থদেরকে[১৫৫৯] এমনভাবে দিতে চায় না যাতে এরা এক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে পড়ে। তবুও কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে (জেনে শুনে) অস্বীকার করবে?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৬; খ. ২৪ঃ২৩; ৩০ঃ২৯।

১৫৫৬। এখানে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা সকল প্রাণীকে আল্লাহ্ তাআলা যে স্বাভাবিক গুণ বা সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করেছেন তাকে বুঝাচ্ছে। এই আয়াত খুব সুন্দর ইঙ্গিত বহন করেছে যে এই বিশ্বচরাচর সহজ এবং সফল কার্যপদ্ধতির জন্য গোপন বা প্রকাশ্য ওহীর উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় সকল বস্তু ও প্রাণীকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জন্মগত কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং সহজাত গুণ ও প্রবৃত্তির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করতে হয়। মৌমাছিকে এখানে প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ এর অত্যাশ্চর্য সংগঠন ক্ষমতা, কর্মশৈলী একজন উদাসীন পর্যবেক্ষকের মনেও প্রভাব বিস্তার করে এবং খালি চোখেও তা দেখা যায়।

১৫৫৭। মৌমাছির বিষয়টি বর্তমান আয়াতে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মৌমাছিকে আল্লাহ্ তাআলা অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন ফলফুল থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করার জন্য এবং তারপর তারা দৈহিক গঠনশৈলী এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক শিক্ষা প্রণালী যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই সবের সমন্বয়ে সে তার সংগৃহীত খাদ্যকে মধুতে পরিবর্তিত করে। মধু বিভিন্ন রং ও গন্ধের হয়ে থাকে। কিন্তু সকল প্রকার মধুই মানবের জন্য অত্যধিক উপকারী। এই ঘটনা ইঙ্গিত করছে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়ে আসছে এবং এক নবীর শিক্ষা অন্য নবীর শিক্ষা থেকে কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে যদিও ভিন্নতর, তথাপি সকল শিক্ষাই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জাতির লোকের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

১৫৫৮। 'মালাকাত আয়মানুহুম' বাক্যাংশ স্পষ্টভাবে একের কর্তৃত্বাধীন এক ব্যক্তিকে– যথাঃ যুদ্ধ-বন্দী, ব্যক্তিগত কর্মচারী, অধীনস্থ শ্রমিক, রায়ত বা প্রজা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করছে।

১৫৫৯। প্রত্যেক যুগেই কোন ব্যক্তি বা জাতি নিজস্ব উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব অর্জন করে এবং শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটা অসম্মানজনক বা অন্যায় বা অনুচিতও নয়, যে পর্যন্ত এটা কম ভাগ্যবান লোকদেরকে তাদের নিজ জ্ঞানবুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে জীবনের ভাল দিক ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্জন করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা সর্বদাই দরিদ্রদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা এবং ধনশালীদের ক্ষমতা ও সুবিধাসমূহে ভাগ বসাবার সকল

টীকা অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩। আর [ক]আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝ থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবনসঙ্গী থেকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিয্ক দান করেছেন। [খ]তবুও কি তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে[১৫৬০]?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪। আর [গ]তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করছে যা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাদের রিয্ক দানের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃত্বই রাখে না এবং তারা (রিয্ক দানের কোন) সামর্থ্যই রাখে না।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বানিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না[১৫৬১]।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ

৭৬। আল্লাহ্ এমন এক পরাধীন[১৫৬২] কৃতদাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং (এর বিপরীতে আর এক জনের উদাহরণ দিচ্ছেন) যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম রিয্ক দিয়েছি এবং [ঘ]সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে[১৫৬৩]।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৪; ৭ঃ১৯০;৩০ঃ২২; ৩৯ঃ৭; খ. ২৯ঃ৬৪; গ. ১০ঃ১৯; ২২ঃ৭২; ২৯ঃ১৮; ঘ. ২ঃ২৭৫; ১৩ঃ২৩।

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে বসে। ক্ষমতার অধিকারী সুবিধাভোগী লোকদের অত্যাচার থেকে জগতের রক্ষাকল্পে এবং উৎকর্ষের প্রকৃত গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে মানবজাতির মধ্যে সাম্য এবং ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা সংস্কারক আবির্ভূত করে থাকেন। তাঁদের আবির্ভাব নবযুগের ঘোষণা করে এবং বঞ্চিত ও দরিদ্র লোকদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপস্থাপনা করেছে। 'রিয্কিহিম' অর্থাৎ 'তাদের ধনসম্পদ' শব্দগুলোর মধ্যে 'তাদের' শব্দটির ওপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করেছে। অন্যদিকে "তাদের রিয্ক" কথা দ্বারা সকল বস্তুতে সকল মানুষের যৌথ বা এজমালি মালিকানা নির্দেশ করছে। কারণ কোন বস্তু কেবল তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রত্যার্পণ করা হয় যাতে তার স্বত্ব থাকে। বস্তুতপক্ষে পবিত্র কুরআন সকল বস্তুর উপরে দ্বৈত মালিকানার নীতি স্বীকার করেছে এবং একই সঙ্গে সেই সম্পত্তিতে সকল মানবের অধিকার স্বীকার করেছে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় অবাধ বা লাগামহীন অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সম্পদ এবং এর উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপরও রাষ্ট্র কর্তৃক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ দখলের অধিকারও স্বীকার করে না। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়।

১৫৬০। এই আয়াত আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ বা একত্বের সমর্থনে ব্যক্তিগত অধিকার ভোগের সহজ প্রবৃত্তিকে যুক্তি হিসাবে নির্দেশ করছে।

১৫৬১। মানবের পক্ষে এটা দারুণ বাড়াবাড়ি যে আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্কে যে কোন নিয়মের বা আইনের কল্পনা করে বসে, অথচ সে তাঁর মহান এবং অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১৫৬২। অবিশ্বাসীরা সেই ব্যক্তির তুল্য, যে তার ইচ্ছা এবং কর্মের সকল স্বাধীনতা হারিয়েছে এবং নিজস্ব হীন মনোবৃত্তি ও নিচ বাসনার দাসে পরিণত হয়েছে।

১৫৬৩। এর অন্তর্নিহিত সূত্র সম্ভবত আল্লাহ্ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে ঃ (১) তিনি মানবজাতির জন্য গোপনে (রাতে তাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে) এবং প্রকাশ্যে বাস্তবজীবনে কল্যাণকর কার্য দ্বারা খেদমত করেছেন, (২) তিনি দিনরাত মানবজাতির সেবা করেছেন।

هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٧٦

এরা কি সমান হতে পারে? সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰـىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٧

৭৭। আল্লাহ্ আরো দুজনের উদাহরণ দিচ্ছেন। এদের একজন বোবা, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং সে তার মনিবের ওপর বোঝা হয়ে আছে। সে তাকে যেখানেই পাঠায় সে তার জন্য কোন কল্যাণ (বার্তা) বয়ে আনে না। এ ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে, যে ন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং সরলসুদৃঢ় পথে (প্রতিষ্ঠিত[১৫৬৪]) রয়েছে?

১০
[৬]
১৬

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٧٨

৭৮। [ক]আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের[১৫৬৫] অধিপতি আল্লাহ্‌ই। আর সেই [খ](প্রতিশ্রুত) মুহূর্তটি (আসার) বিষয় (তো) কেবল চোখের পলক ফেলার মত বরং এর চেয়েও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٩

৭৯। আর [গ]আল্লাহ্ তোমাদের এমন অবস্থায় তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং [ঘ]তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন[১৫৬৬] যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٨٠

★ ৮০। [ঙ]তারা কি মধ্যাকাশে (ঊর্ধ্বে) ধরে রাখা পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেনি? একমাত্র আল্লাহ্‌ই এদের (ঊর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন[১৫৬৭]। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১২৪; ১৮ঃ২৭; ৩৫ঃ৩৯; খ. ৭ঃ১৮৮; ৫৪ঃ৫১; গ. ৩৯ঃ৭.; ঘ. ২৩ঃ৭৯; ৬৭ঃ২৪; ঙ. ৬৭ঃ২০।

১৫৬৪। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াত দুই প্রকার কাফির দলের কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেই সকল কাফির সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধবিশ্বাস এবং পৌত্তলিক প্রথা ও অভ্যাসের দাসে পরিণত হয় এবং যদিও তারা কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার উপায় ও যোগ্যতার অধিকারী হয়, কিন্তু তাও করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। কারণ তারা কর্মের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং তারা অলসও। তফসীরাধীন আয়াতে সেইসব কাফির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যারা শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসের দাসই নয়, বরং তাদের মধ্যে বাস্তবে কোন ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং যোগ্যতারও সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।

১৫৬৫। অদৃশ্য বিষয় বলতে কুফরীর অনিবার্য ও চরম পরাজয়, চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং ইসলামের বিজয়কে বুঝায়।

১৫৬৬। মানবের জ্ঞানার্জনে তার সাহায্যকারী বৃত্তিগুলোর ক্রমবিন্যাসের ধারায় শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং উপলব্ধি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এক নবজাত শিশু সর্বপ্রথম তার শ্রবণশক্তি ব্যবহার করে। পরবর্তীতে তার দর্শন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সবশেষে সে উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করে।

১৫৬৭। মক্কার কাফিরদেরকে উপরে আসন্ন আযাবের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। "একমাত্র আল্লাহ্‌ই এদের (ঊর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন" বাক্যটি দ্বারা তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আযাব থেকে অবকাশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আরবী কবিতায় বহু ছন্দগাঁথা পাওয়া যায় যে বিজয়ীবাহিনীর পশ্চাতে পরিত্যক্ত পরাজিত শত্রুর মৃত দেহগুলোর উপর পাখিরা ঝাঁপটিয়ে পড়ে খেতে থাকে। আরবী বাগ্‌ধারায় পাখিদের চক্রাকারে আকাশে ঘুরে বেড়ানো জাতির পরাজয় বা ধ্বংসের লক্ষণ বলে মনে করা হয় (৬৭ঃ২০)। এই আয়াতে ঘোষণা করা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮১। আর আল্লাহ্ তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য প্রশান্তি রেখেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশুর চামড়া থেকেও এক ধরনের গৃহ তৈরী করেছেন যেগুলো যাত্রাকালে ও অবস্থানকালে তোমরা সহজে (বহন করতে) পার। আর তিনি এদের পশম, লোম ও কেশকে এক নির্দিষ্ট সময় (পর্যন্ত ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহ (তৈরীর মাধ্যম করেছেন)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

৮২। আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়াদানকারী উপকরণ বানিয়েছেন, পাহাড়পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, তোমাদের জন্য এমন পরিধান সামগ্রী তৈরী করেছেন যা তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে এবং এমন পরিধান সামগ্রীও (তৈরী করেছেন) যা যুদ্ধে তোমাদের সুরক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণ কর।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

৮৩। [ক]কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছানো তোমার দায়িত্ব।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

★ ৮৪। তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে ভাল করেই জানে (যেমনটি তারা তা প্রত্যক্ষও করছে), তবুও তারা তা অস্বীকার করে। আর তাদের বেশির ভাগই অকৃতজ্ঞ।

১১ [৭] ১৭

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ع

★ ৮৫। [খ]আর (স্মরণ কর) সেদিনকে যখন প্রত্যেক জাতি থেকে আমরা একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো[১৫৬৮]। তখন অস্বীকারকারীদের (আত্মপক্ষ সমর্থনের) অনুমতি দেয়া হবে না। আর [গ]তাদের কোন সাফাইও গ্রহণ করা হবে না।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

দেখুন ঃ ক.৩ঃ২১; ৫ঃ৯৩; খ. ৪ঃ৪২; ১৬ঃ৯০; গ. ৩০ঃ৫৮; ৪১ঃ২৫।

হয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বিরত রেখেছেন। কিন্তু যদি তাদেরকে একবার যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কাফিররা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে এবং আকাশে বিচরণকারী পাখিরা তাদের মৃতদেহগুলোকে ভক্ষণ করবে।

১৫৬৮। পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল জাতিতে আল্লাহ্ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন। সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কুরআন শরীফের চৌদ্দশত বছর পূর্বের এই দাবীর সত্যতা মানবজাতির উপরে এখন প্রতিভাত হতে চলেছে।

৮৬। [ক]আর যারা যুলুম করেছে তারা যখন আযাব দেখতে পাবে তখন তাদের জন্য তা লাঘব করা হবে না এবং তাদের অবকাশও দেয়া হবে না।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। আর [খ]মুশরিকরা যখন তাদের (কল্পিত) শরীকদের দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরা হলো আমাদের (সেইসব) শরীক যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।' তখন তারা এদের কথার পাল্টা উত্তরে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরাই মিথ্যাবাদী[১৫৬৯]।'

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর [গ]সেদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যা-ই নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। [ঘ]যারা অস্বীকার করেছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে তাদের জন্য আমরা আযাবের ওপর আযাব বাড়াতে থাকবো। কারণ তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। [ঙ]আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতিতে তাদেরই মাঝ থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং (হে রসূল!) তোমাকে আমরা এদের (সবার) ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো। [চ]আর সব বিষয়ে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, (সব মানুষের) পথনির্দেশনার জন্য, (তাদের প্রতি) কৃপার জন্য এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারীদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

১২ [৬] ১৮

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

★ ৯১। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ আচরণের ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন[১৫৭০]। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬৬; খ. ৩০ঃ১৪; গ. ১৬ঃ২৯; ঘ. ৭ঃ৪৬; ১১ঃ২০; ১৪ঃ৪; ঙ. ৪ঃ৪২; ১৬ঃ৮৫; চ. ১০ঃ৩৮; ১২ঃ১১২।

১৫৬৯। মুশরিকরা এবং তাদের মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যকার বিতণ্ডা প্রমাণ করে যে পাপচার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব হলে তা কখনই স্থায়ী হয় না।

১৫৭০। এই আয়াতে তিনটি আদেশ এবং তিনটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মানুষকে ন্যায়বিচার, অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং সকলের প্রতি আত্মীয়সুলভ সদয় ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে এবং অশ্লীল আচরণ, প্রকাশ্য পাপাচার এবং সীমালঙ্ঘনকে নিষেধ করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের মর্ম হলো ঃ একজন অপরের সাথে সেইরূপ আচরণ করবে যেরূপ আচরণ সে অপরের নিকট থেকে আশা করে। সে অপরের নিকট থেকে যে পরিমাণে উপকার অথবা অপকার লাভ করবে, প্রতিদানে সমতুল্য হিত বা অহিত সাধন করবে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯২। আর তোমরা যখন (আল্লাহ্‌র সাথে) অঙ্গীকার কর (তখন) [ক]তোমরা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিনরূপে গ্রহণ করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না[১৫৭১]। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ (তা) ভাল করেই জানেন।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর তোমরা সেই মহিলার মতো হয়ো না, যে মজবুত করে পাকানোর পর তার সূতা টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। একটি জাতি অপরটির চেয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে যায় (এই ভয়ে)[১৫৭২] [খ]তোমরা নিজেদের মাঝে তোমাদের শপথকে প্রতারণার[১৫৭৩] মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে সে বিষয় অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

দেখুন ঃ ক.৬ঃ১৫৩; ১৩ঃ২১; ১৭ঃ৩৫; খ. ১৬ঃ৯৫।

'আদল' (ন্যায়বিচার) এর উপরের স্তর (স্তর) হলো 'এহসান' (পরোপকার)। একে অন্যের হিত সাধনের বেলায় প্রতিদানের প্রত্যাশা করবে না, এমনকি দুর্ব্যবহারের মোকাবেলায়ও নয় এবং আচরণ কোন প্রকার প্রতিদান বা বিনিময়ের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

নৈতিক উন্নতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্তর হলো "ঈতাইযিল কুরবা" (জ্ঞাতি সুলভ দান)। এই পর্যায়ে একজন মু'মিনের নিকট থেকে এটাই প্রত্যাশা করা যায়, সে স্বাভাবিক মনের আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে পরোপকার করবে, যেমন অতি নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি করা হয়। সে অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপকারের বিনিময়ে পরোপকার করে না এবং প্রতিদানে তুলনামূলকভাবে বেশি উপকারের ধারণাতেও করে না। বরং তার অবস্থা হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের অবস্থা সদৃশ। একজন মু'মিন এই স্তরে পৌছলে তার নৈতিক উন্নতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নৈতিকতার এই তিনটি স্তর মানবের নৈতিক উন্নতির চূড়ান্ত ও নিশ্চিতাবস্থা গঠন করে। এর নেতিবাচক দিক স্পষ্ট রূপে চিত্রিত হয়েছে তিনটি শব্দে যথা ঃ 'ফাহ্‌শা' (অশ্লীলতা) 'মুনকার' (মন্দকাজ)' বাগাওত (সীমালঙ্ঘন)। 'ফাহ্‌শা' দ্বারা সেই কাজ বুঝায় যা শুধু পাপাচারী নিজেই জানে এবং 'মুনকার' সেই সকল অশ্লীলতা বা মন্দকে বুঝায় যা অন্য লোকেরাও দেখে এবং নিন্দা করে, যদিও এর মাধ্যমে তারা কোন ক্ষতির শিকার হয় না অথবা তাদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপও হয় না। 'বাগাওয়াত' ঐ সকল মন্দ, পাপ এবং অশিষ্টতাকে বুঝায় যা অন্যেরা দেখে ও অনুভব করে এবং কেবল ধিক্কারই দেয় না বরং সেইগুলো তাদের সুস্পষ্ট ক্ষতি সাধনও করে থাকে। প্রকাশ্য ও ক্ষতিকর সকল প্রকার পাপই এই শব্দটির আওতায় পড়ে।

১৫৭১। 'আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার' এই কথা দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মু'মিনদের দায়িত্বসমূহ বুঝায়। এ ছাড়া সমাজের অন্যান্য মানুষের দায়িত্বসমূহ বুঝাতে 'আয়মান' (অর্থ শপথ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫৭২। এই আরবী শব্দগুচ্ছ তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যথা ঃ (১) যেহেতু একদল (অমুসলিম) অন্যদল (মুসলিম) থেকে অধিক শক্তি ও সম্পদশালী, অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকতর শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পাহারার উদ্দেশ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করা যে পর্যন্ত না তারা সন্ধি ভঙ্গ করার মতো যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হয়, (২) পাছে এক দল (অমুসলমান) অন্য দল (মুসলমান) থেকে বেশি সম্পদ ও শক্তির অধিকারী না হয়ে যায় এই ভয়ে (সন্ধি করা), (৩) যেন এক দল (মুসলিম) অপর দল (অমুসলিম) থেকে অধিক শক্তি অর্জন করতে পারে। মোটকথা অমুসলমানদের সাথে মুসলমানরা এই উদ্দেশ্যে যেন সন্ধি স্থাপন না করে যে এই সন্ধির সুযোগে তারা নিজেদের শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধি করবে এবং যখন নিজেদেরকে অমুসলমানদের থেকে বেশি শক্তিশালী দেখবে তখন সন্ধি ভঙ্গ করবে।

১৫৭৩। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াতে বলা হয়েছে যে সকল প্রতিশ্রুতি সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অবশ্য পালনীয়।

৯৪। আর [ক]আল্লাহ্ যদি চাইতেন তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু যে (পথভ্রষ্ট হতে) চায় তিনি তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে (সঠিক পথ পেতে) চায় তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা-ই করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। আর তোমরা পরস্পরকে প্রতারণা করার জন্য নিজেদের কসমকে মাধ্যম বানিও না। নতুবা তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ়[১৫৭৪] হবার পর তোমাদের পদস্খলন ঘটবে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দেয়ার দরুন তোমরা মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর তোমাদের ওপর এক বড় আযাব (অবতীর্ণ) হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٥﴾

৯৬। [খ]আর তোমরা আল্লাহ্র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার নগণ্য মূল্যে[১৫৭৫] বিক্রি করো না। তোমরা যদি জ্ঞান রাখতে (তাহলে বুঝতে পারতে) আল্লাহ্র কাছে যা-ই রয়েছে তা নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

★ ৯৭। তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা (চির)স্থায়ী হবে। আর যারা ধৈর্য ধরেছে [গ]আমরা অবশ্যই তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিব।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। পুরুষ বা নারীর[১৫৭৬] মাঝে [ঘ]যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো। আর আমরা তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অতএব তুমি যখনই কুরআন পাঠ কর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে নিও।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৪৯; ১১ঃ১১৯; খ. ৩ঃ৭৮; গ. ১১ঃ১২; ৩৯ঃ১১; ঘ. ৩ঃ১৯৬; ৪ঃ১২৫; ২০ঃ১১৩।

১৫৭৪। তোমাদের এইরূপ আচরণ তোমাদেরকে দুর্বল করবে।

১৯৭৫। যখন কোন জাতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায় তখন তারা সাধারণত সকল প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়। তাদের শত্রুরা তখন তাদেরই মধ্য থেকে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং মোটা অঙ্কের ঘুষের প্রলোভন দ্বারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করতে চায়। এহেন অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "লা তাশতারু বেআহদিল্লাহে সামানান কালীলান" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।

১৫৭৬। এই আয়াতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের সমান অংশের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

১০০। [ক]যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর নিশ্চয় এর (অর্থাৎ শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٠

১৩ [১১] ১৯

১০১। [খ]এর আধিপত্য কেবল তাদেরই ওপর যারা এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং যারা তাঁর সাথে শরীক দাঁড় করায়।

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ١٠١

১০২। আর [গ]আমরা যখন একটি নিদর্শন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নিদর্শন নিয়ে আসি[১৫৭৭] তখন তারা (অর্থাৎ বিরোধীরা) বলে, 'তুমি যে কেবল এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী'। অথচ আল্লাহ্ কী অবতীর্ণ করবেন তা তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٢

১০৩। তুমি বল, [ঘ]রূহুল কুদুস এটিকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মু'মিনদের দৃঢ়তা দানের উদ্দেশ্যে এবং [ঙ]আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদরূপে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন।

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٣

১০৪। আর অবশ্যই আমরা জানি তারা বলে, 'একজন মানুষই তাকে শিখিয়ে থাকে'[১৫৭৮]। (কিন্তু) তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে তার ভাষা তো 'আজমী' (অর্থাৎ অস্পষ্ট ও দুর্বল), অথচ এ (কুরআনের ভাষা) যে এক সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ١٠٤

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৩; ১৭ঃ৬৬; ৩৪ঃ২২; খ. ২ঃ২৫৮; ৩ঃ১৭৬; ৭ঃ২৮; গ. ২ঃ১০৭; ঘ. ২ঃ৯৮; ২৬ঃ১৯৪; ঙ. ১২ঃ১১২।

১৫৭৭। "আর আমরা যখন একটি নিদর্শন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নিদর্শন নিয়ে আসি" এ বাক্যাংশের অর্থ এই, আমরা কোন জাতির ওপর থেকে তাদের সুমতি বা শুভ পরিবর্তনের কারণে তাদের ওপরে আসন্ন আযাবকে হটিয়ে দেই অথবা বিলম্বিত করি। এখানে কুরআনের কোন আয়াতকে মনসুখ (বাতিল) করার কথা নেই। কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যার সাথে এর অন্য আয়াতের অমিল রয়েছে, যে কারণে কোন আয়াতকে মনসুখ বা বাতিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। কুরআনের সব অংশ একে অন্যের সম্পূরক ও সমার্থক। তফসীরাধীন আয়াতে এমন কোন কথাই নেই যাতে মনসুখ বা বাতিলের কোন ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

১৫৭৮। কাফিরদের অভিযোগ অনুযায়ী প্রচলিত কথা-কাহিনীতে এমন কিছু লোকের নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে কুরআন রচনায় সাহায্য করতো-যেমন, জাবার নামক এক খৃষ্টান কৃতদাস, আইশ বা ইয়াইশ, আল হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্যা এর এক চাকর এবং আবূ ফুকাইহ, যে ইয়াসার ও আদাস বা আদ্দাস নামে পরিচিত ছিল, অউয বিন রাবীর এক কৃতদাস (মায়ানি ও ফাতহ্)। আম্মর , সুহাইব, সালমান, আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম এবং নেষ্টুরিয়ান সন্ন্যাসী সেরজিয়াসের নামও এ ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে, যাদের কাছ থেকে নবী করীম (সা:) কুরআন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করতেন বলে অভিযোগ করা হয়, যা ২৫ঃ৫-৭ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে এবং অপর অভিযোগটি হচ্ছে ইসলামে নবদীক্ষিত জনৈক খৃষ্টান কৃতদাসের কাছ থেকে আঁ হুযূর (সা:) বাইবেল শুনেছিলেন এবং তারই অংশবিশেষ কুরাআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে উথাপিত আপত্তির প্রতি এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে। এখন দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন হলোঃ সংশ্লিষ্ট খৃষ্টান কৃতদাসরা কি বাইবেলের আরবী অনুবাদ পড়েছিল, নাকি গ্রীক অথবা হীব্রু অনুবাদ? তিনি আরবীতে অনুবাদকৃত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫। যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত দিবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীতে যারা ঈমান রাখে না কেবল তারাই মিথ্যা আরোপ করে থাকে।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٧﴾

★ ১০৭। আর যার অন্তর ঈমান এনে পরিতৃপ্ত হওয়া সত্ত্বেও [ক]তাকে (অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে) অস্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে একমাত্র এমন ব্যক্তি ছাড়া যারা তাদের ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং তাদের হৃদয় অস্বীকারে সন্তুষ্ট[১৫৭৯] হয় তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধ অবধারিত। আর তাদের জন্য এক মহা আযাব নির্ধারিত।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। [খ]এর কারণ হলো, তারা পরকালের তুলনায় ইহকালকে (প্রাধান্য দিয়ে) ভালবেসেছে এবং (তাছাড়া) আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের কখনো হেদায়াত দেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। [গ]এদেরই হৃদয়ে, কানে ও চোখে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর এরাই উদাসীন।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৯১; ৪ঃ১৩৮; ৬৩ঃ৪; খ. ১০ঃ৮; ৮৭ঃ১৭; গ. ২ঃ৮; ৪ঃ১৫৬; ৭ঃ১৮০।

অনুবাদকৃত বাইবেল পাঠ করলে প্রমাণ করতে হবে, মহানবী (সা:) এর যুগে বাইবেল আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং তা সাধারণ্যে এত প্রচলিত ছিল যে কৃতদাসেরা পর্যন্ত দোকান-খামারে কাজ করার সময়ে তা পাঠ করতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সময় পর্যন্ত কোন ভাষাতেই বাইবেলের অনুবাদ করা হয়নি। এমন কি মদীনার ইহুদী গোত্রগুলো তখন পর্যন্ত তাদের তওরাতের অনুবাদও আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে পারেনি এবং যখনই নবী করীম (সা:) এই কিতাবের প্রয়োজন মনে করতেন তিনি বিখ্যাত হিব্রু ভাষাবিদ পন্ডিত আবদুল্লা বিন সালামের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ডক্টর আলেকজান্ডার সোটার এম,এ,এল এল, ডি তাঁর রচিত 'দি টেক্স্ট এ্যান্ড ক্যানন অব দি নিউ টেস্টামেন্ট' (২য় সংস্করণ-১৯২৫, পৃঃ ৭৪) পুস্তকের আরবী অনুবাদ শিরোনামের অধ্যায়ে লিখেছিলেন, 'সবচেয়ে প্রাচীন পান্ডুলিপিও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। আরবী ভাষায় দু'টি তরজমা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় করা হয়েছিল বলে জানা যায়।' রসূল করীম (সা:) কে যদি এক নবদীক্ষিত খৃষ্টান কৃতদাস হিব্রু কিংবা গ্রীক বাইবেল পড়ে শুনাতো তাহলে সেই পুস্তক শুনে তাঁর কি উপকারে আসতো যার ভাষা তিনি বুঝতেন না এবং সেই কল্পিত লোকটি [যার সাহায্যে তিনি (সা:) কুরআন রচনা করতেন বলে আপত্তি] ছিল একজন আজমী (ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণকারী বিদেশী ব্যক্তি)। সে আরবী ভাষায় (ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা) কুরআন মজীদের মহান ও চিরন্তন সত্যসমূহ কিরূপে রসূল করীম (সা:)কে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারতো, অথচ এ ধরনের তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন আরবী ভাষায় প্রগাঢ় ও সুগভীর জ্ঞান (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দ্রষ্টব্য)।

১৫৭৯। যে ব্যক্তি কঠিনতম পরীক্ষায় পড়ে এমন কথা বলে যা বাহ্যত কুফরী, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে সে হয়তো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরূপ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিরূপ ব্যবহার করবেন এ বিষয়ে বর্তমান আয়াত নীরব। এতে বোঝা যায়, এরূপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে এবং এদের ভবিষ্যত আচার-আচরণে নির্ধারিত হবে এরা আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার পাবে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০। নি:সন্দেহে [ক]পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۱۱﴾

১১১। আর [খ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করেছে, জেহাদ করেছে[১৫৮০] এবং ধৈর্য ধরেছে (হ্যাঁ) তোমার প্রভু-প্রতিপালক এরপরও নিশ্চয় তাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৪
[১০]
২০

یَوْمَ تَاْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰی كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২। (এ পুরস্কারের প্রকাশ সেদিন ঘটবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতন্ডা করতে করতে আসবে এবং [গ]প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْیَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَّاْتِیْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا یَصْنَعُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

★ ১১৩। [ঘ]আর আল্লাহ্ এমন এক জনপদের[১৫৮১] দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যা নিরাপদে ও শান্তিতে ছিল। সবদিক থেকে এর রিয্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আসতো, তবুও এ (জনপদবাসী) আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি অস্বীকার করলো। তাই আল্লাহ্ এদের কৃতকর্মের দরুন এ (জনপদকে) ক্ষুধা[১৫৮২] ও ভয়ের[১৫৮৩] আচ্ছাদনে জড়ানো এক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করালেন।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪। আর নিশ্চয় এদের কাছে এদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল এসেছে। কিন্তু এরা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব যুলুমে রত থাকা অবস্থায় এদেরকে আযাব ধরে ফেললো।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২৩; খ. ২ঃ২১৯; গ. ২ঃ২৮২; ঘ. ৩৪ঃ১৬-১৭।

১৫৮০। যেখানে ১০৯, ১১০ আয়াতে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুর্তাদ (কুফরীতের প্রত্যাবর্তনকারী) হয়ে যায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শত্রুদের দলে যোগদান করে, সেখানে বর্তমান আয়াতে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে (আয়াত-১০৭)। এদের ব্যাপারে বিচারে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে এরা যদি আল্লাহ্র জন্য হিজরত করে এবং সংগ্রাম করে এবং ইসলামের জন্য সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যসহকারে সহ্য করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের পূর্বকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তাহলেই কেবল প্রমাণিত হবে, তারা তাদের পূর্বকৃত ত্রুটিসমূহ সম্পূর্ণ সংশোধিত করে ফেলেছে। সেজন্য এ আয়াতে ব্যবহৃত জেহাদ শব্দের অর্থ 'তলোয়ারের যুদ্ধ' নয়, বরং ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা-সাধনা করে যাওয়া।

১৫৮১। এই আয়াতে বর্ণিত 'জনপদ' শব্দ দ্বারা মক্কাকে বুঝিয়েছে।

১৫৮২। এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী মক্কাকে ঘিরে রেখেছিল (২৬৯৪ টীকা দ্রঃ)।

১৫৮৩। 'ভয়ের আচ্ছাদনে' অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময় তারা এমন চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায় বাস করছিল যে যুদ্ধের ভীতি যেন তাদেরকে 'জুজুর' ভয়ের মতো পেয়ে বসেছিল। আরবী বাগধারায় 'আযাকা' আস্বাদ গ্রহণ শব্দ কখনো কখনো 'লেবাস' (আচ্ছাদন) এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ শ্লোক; কালু ইক্তারিহ্ শাইয়ান নুজিদ লাকা তাব্খাহ্, কুতলু ইত্বাখুলী জুব্বাতাঁ ওয়া কামিসা, অর্থাৎ তারা বললো, আপনার জন্য কি পাক করবো (মানে কি খাবেন)? আমি বললাম, আমার জন্য কোট এবং একটি সার্ট পাক করুন।

১১৫। [ক]অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্ক থেকে তোমরা হালাল (ও) পবিত্র[১৫৮৪] খাবার খাও। আর তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদতকারী হয়ে থাকলে তাঁর অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٥﴾

★ ১১৬। [খ]তিনি তোমাদের জন্য কেবল মৃতজীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং সেসব (খাবার) হারাম করেছেন যেগুলোর বেলায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে অবাধ্য বা সীমালংঘনকারী না হয়ে একান্ত অপারগতায় খেতে বাধ্য হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٦﴾

১১৭। আর [গ]তোমরা নিজ মুখে যে মিথ্যাচার করে থাক এর ওপর ভিত্তি করে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী হয়ে (একথা)বলো না, 'এটা হালাল, ওটা হারাম'। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারীরা কখনো সফল হয় না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

★ ১১৮। [ঘ]সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পর তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٨﴾

১১৯। আর যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্যও আমরা সেসব বস্তু হারাম করেছিলাম যার উল্লেখ আমরা তোমার কাছে পূর্বে করে এসেছি। [ঙ]আমরা তাদের ওপর কোন যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। [চ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত[১৫৮৫] মন্দ কাজ করে ফেলে (এবং) এরপর তওবা করে ও (নিজেকে) শুধরে নেয় (হ্যাঁ) তোমার প্রভু-প্রতিপালক এরপরও নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৫
৯
২১

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٠﴾

★ ১২১। ইব্রাহীম (নিজ সত্তায়) [ছ]আল্লাহ্র প্রতি সদা অনুগত ও বিনত (একাই) এক উম্মত ছিল[১৫৮৬]। আর সে আদৌ মুশরিক ছিল না।★

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢١﴾

দেখুনঃ ক. ২ঃ১৬৯; ৫ঃ৮৯; ৮ঃ৭০; খ. ২ঃ১৭৪; ৫ঃ৪; ৬ঃ১৪৬; গ. ৬ঃ১৪৫; ঘ. ৩ঃ১৯৮; ৪ঃ৭৮; ঙ. ১১ঃ১০২; ১৬ঃ৩৪; চ. ৪ঃ১৮; ৬ঃ৫৫; ছ. ২ঃ১৩৬; ৩ঃ৬৮; ৬ঃ৮০।

১৫৮৪। ২ঃ১৬৯, ১৭৪; ৫ঃ৪; ৬ঃ১১৯, ১২০ এবং ১৪৬ আয়াতের টীকাগুলো দ্রষ্টব্য।

১৫৮৫। 'জাহালাহ্' অর্থ জ্ঞানের অভাব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব-উভয় প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশক। এখানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার কোন অর্থই বহন করে না যদি সেই ব্যক্তি সে আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান না রাখে, যা পালন না করার অপরাধে সে শাস্তি পায়।

১৫৮৬। উম্মাহ্ অর্থঃ জাতি, গোত্র, সৎ কর্মশীল ব্যক্তি যিনি অনুকরণযোগ্য, এমন ব্যক্তি যিনি সব সদ্গুণের আধার, সব পুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক (লেইন)।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১২২। তাঁর অনুগ্রহরাজির জন্য (সে ছিল) চিরকৃতজ্ঞ। [ক]তিনি তাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেছিলেন।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾

১২৩। আর [খ]আমরা তাকে ইহকালে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং পরকালে সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এরপর আমরা তোমার প্রতি (এই বলে) ওহী করেছি, [গ]'তুমি সদা বিনত ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। আর সে কখনো মুশরিক ছিল না।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾

★ ১২৫। [ঘ]'সাবাত'[১৫৮৭] তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যারা তার বিষয়ে (অর্থাৎ ইবরাহীম ও তার ধর্মাদর্শের বিষয়ে) মতবিরোধ করেছিল এবং [ঙ]নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের মাঝে কিয়ামত দিবসে সেই বিষয়ে অবশ্যই মীমাংসা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো★।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তুমি প্রজ্ঞা[১৫৮৮] ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে [চ]তাদের সাথে বিতর্ক কর। [ছ]নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভাল জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভাল জানেন।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। [জ]আর তোমরা (অত্যাচারীদের) শাস্তি দিতে চাইলে (তোমরা তাদের) ততটুকুই শাস্তি দিও যতটুকু অন্যায় অত্যাচার তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর [ঝ]তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে অবশ্যই তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম হবে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। আর তুমি ধৈর্য ধর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। আর [ঞ]তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মুষড়ে পড়ো না।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٨﴾

দেখুনঃ ক. ২ঃ১৩১; খ. ২ঃ১৩১; ২৯ঃ২৮; গ. ২ঃ১৩৬; ৪ঃ১২৬; ২২ঃ৭৯; ঘ. ২ঃ৬৬; ৪ঃ৪৮, ১৫৫; ঙ. ৩ঃ৫৬; ২২ঃ৭০; চ. ৪১ঃ৩৫; ছ. ৬ঃ১১৮; জ. ৪২ঃ৪১; ঝ. ৪২ঃ৪৪; ঞ. ১৫ঃ৮৯, ৯৮; ২৭ঃ৭১।

★ ইব্‌রাহীম (নিজ সত্তায় একাই) এক উম্মত ছিল—এর অর্থ হলো তাঁকে (আ:) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তদনুযায়ী (তাঁর মাধ্যমে) এক মহান উম্মত (সৃষ্টি হওয়ার) বীজ ও সম্ভাবনা তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫৮৭। ইহুদীদের আকিদা মতে সাবাতের অবমাননাই তাদের জাতীয় অধঃপতন ও দুঃখের কারণ। এ আয়াত ব্যক্ত করে, তারা শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে, সাবাত পালনের মাধ্যমে নয়।

★ চিহ্নিত টীকাটি ও ১৫৮৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬ [৯] ২২ ১২৯। ★নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ[১৫৮৯]।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৫ঃ২০।

★ [এ আয়াতের প্রেক্ষাপট অতি সুস্পষ্ট। এখানে তৌহীদের প্রতি ইব্রাহীম (আ:) এর অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এ আয়াত ইব্রাহীম (আ:)এর প্রতি এবং তাঁর সত্য ধর্মবিশ্বাস ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মাঝে যে মতপার্থক্য ছিল এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের পৌত্তলিকতার শিকার হয়ে পড়েছিল। আর তাদের মাঝে প্রচলিত এ প্রথাটিকে তারা ইবরাহীমের (আ:) প্রতি আরোপ করে থাকতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সাব্বাত'কে কেবল বিশ্রামের দিন বলেই নয় বরং এটিকে পবিত্রকরণ ও প্রায়শ্চিত্তের দিন বলেও মনে করা যেতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৮৮। হিকমত অর্থঃ (১) প্রজ্ঞা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান, (২) সাম্যবাদিতা বা ন্যায়-বিচার, (৩) ধৈর্য বা ক্ষমাশীলতা, (৪) অবিচলতা, (৫) যা সত্যের সমার্থক বা সত্যসম্মত এবং যা অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী বিবেচিত, (৬) নবুয়তের দান বা নেয়ামত এবং (৭) যা বোকার মতো ব্যবহার করা থেকে কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখে (লেইন, মুফরাদাত)।

১৫৮৯। 'মুত্তাকী' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে এরূপ 'মজবুত' সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে আল্লাহ্ নিজেই তার রক্ষক হয়ে যান এবং তাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। 'মুহসিন' সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সৎকর্মশীল এবং সুন্দর ও উত্তম ব্যবহারের অধিকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসার পর অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহ্র আশ্রয়ে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এভাবে যিনি 'মুহসিন' তিনি 'মুত্তাকী' হতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন।

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরায় বনী ইসরাঈল এবং ইস্রাঈলীদের ইতিহাসের কোন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বনী ইসরাঈলকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে বনী ইসরাঈল। এ সূরাটি 'ইসরা' শিরোনামেও পরিচিত। কেননা এটা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে, যে ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় গমন করেন এবং এ আধ্যাত্মিক ভ্রমণবৃত্তান্ত এ সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর একজন প্রথম সারির সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদের মতে মক্কী জীবনের ৪র্থ থেকে ১১তম বছরের মধ্যে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। খৃষ্টীয় লেখকগণ অবশ্য এ সময়কালকে ষষ্ঠ থেকে ১২তম বছরের মধ্যে মনে করে থাকেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, শীঘ্রই তারা 'আহলে কিতাবের' পক্ষ থেকে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হবে, যেমন হয়েছিল তারা মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এতে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করেন। আলোচ্য সূরাতে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এবারকার বিরোধিতা মদীনা থেকে শুরু হবে যার পরিণতিতে 'আহলে কিতাব' সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবে এবং তাদের পবিত্র স্থানসমূহ মুসলমানদের হস্তগত হবে।

বিষয়বস্তু

শিরোনাম থেকে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়, এই সূরাটিতে ইহুদী জাতির ইতিহাস, বিশেষ করে তাদের দুটি সুবিদিত ঘটনা অর্থাৎ যেভাবে তারা আল্লাহ্র দুজন মহান নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছিল, এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী বর্ণনা রয়েছে। এ অস্বীকৃতির দরুন প্রথমে তারা ব্যবিলনীয় সম্রাট নেবুখদনিৎসর (বখতেনসর) কর্তৃক নিগৃহীত হয় এবং তাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস সাধিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোম সম্রাট টিটাস কর্তৃক তাদের বিনাশ ঘটে। ইহুদী জাতির এই দ্বিবিধ ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা একটি সতর্কতামূলক বিষয় হিসাবে মুসলমান জাতির কাছে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, তাদের অন্যায়, অপকর্ম ও বাড়াবাড়ির ফলে তাদের জাতীয় জীবনও দুটি বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। তবে এ সতর্কতার সাথে তাদেরকে আশা ও উৎসাহব্যঞ্জক সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা:) শেষ শরীয়তধারী নবী। তাই তাঁর বিধান ইহুদী বিধান গ্রন্থের মত কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, বরং প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এটা আরো অনেক দীপ্তি ও উজ্জ্বলতাসহকারে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। এ ছাড়া বর্তমান সূরাতে এমন কিছু বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যা পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর 'ইসরা' বা আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে, হযরত মূসা (আ:) এর উত্তরসূরী এবং সদৃশ নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর অনুসারীরা মূসা (আ:)এর কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পবিত্রভূমি (জেরুযালেম) লাভ করবে এবং হযরত মূসা (আ:) এর হিজরতের অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা:)কেও হিজরত করতে হবে। এর ফলে ইসলাম অত্যন্ত উন্নতি লাভ করবে এবং দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ:) এর জাতি তাদের মধ্যে আগত নবীদের সান্নিধ্যে থেকে বিপুল ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু পরিণামে ঐশী সতর্কতাকে উপেক্ষা করার ফলে তারা দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়। কিন্তু হযরত মূসা (আ:) এর বিধানগ্রন্থ তওরাত থেকে যেহেতু কুরআন সব দিক দিয়েই পরিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট, তাই এর অনুসারীরা তওরাতের অনুসারী থেকে নিজেদের মধ্যে অধিকতর উন্নত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে। ইহুদীদের উত্থান ও পতনের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে সাথেই মুসলমানদেরকে এ সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকেও তাঁর নেয়ামতের অধিকারী করবেন এবং ইহুদীদের মত তারাও জাগতিক উন্নতি ও গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু এ সম্পদ, প্রতিপত্তি ও যশ লাভের পর তারা যেন আল্লাহ্কে ভুলে না যায়। এরপর এমন কোন কোন কার্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার অনুসরণে একটি জাতি এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে এক অতি উন্নত পর্যায়ে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবিশ্বাসীরা উন্নতি লাভের এ কার্যবিধি থেকে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করে না, উপরন্তু তারা উদ্ধতভাবে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের মিথ্যা অহঙ্কার ও গর্ব তাদেরকে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় সে বিষয়ে তারা মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক বলা হয়েছে, সত্যের অস্বীকার কোন সময়ই শুভ পরিণতি প্রদান করে না বরং এর পরিণাম হয়ে থাকে ভয়াবহ ঐশী শাস্তি এবং তা বিশেষভাবে শেষ যুগে প্রতিভাত হবে যখন এ পৃথিবী আলো এবং অন্ধকারের শেষ মোকাবেলা প্রত্যক্ষ করবে এবং পরিণামে অন্ধকার তথা শয়তানী শক্তিসমূহ বিনষ্ট হবে।

অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর তিরস্কারপূর্বক বলা হয়েছে, তারা যদিও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ধ্বংস কামনায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না, তথাপি পরিণামে তিনিই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এক বিশেষ এবং মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর নাম প্রচারিত হবে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হবে। মানবতার সর্বোচ্চ পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসাবে পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর আনীত শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন শরীফও এক অনন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানভান্ডার হিসাবে প্রতিভাত হবে। সূরাটির শেষাংশে শেষ যুগের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর সেই সময় যেসব সামাজিক পাপাচার প্রাধান্য লাভ করবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে প্রার্থনা ও আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিবিড় এবং সত্যিকার সম্পর্কই যে মানুষকে পাপ ও ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করবে-এরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
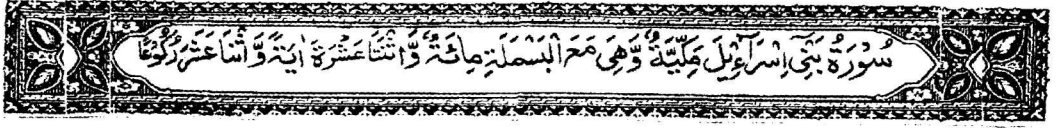
সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। মহিমা ও পবিত্রতা তাঁরই, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়[১৫৯০] নিয়ে[১৫৯১] গেলেন, [খ]যার চারপাশকে আমরা আশিসমন্ডিত করেছি। (আমরা তাকে সেখানে এ জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম) যেন আমরা তাকে আমাদের (কিছু) নিদর্শন[১৫৯১-ক] দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা। ★

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ②

দেখুনঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫ঃ২২; ৭ঃ১৩৮।

১৫৯০। এ আয়াতে হযরত রসূল করীম (সা:) এর এক কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) এর কথা ব্যক্ত হয়েছে যা অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে মে'রাজ (আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণ) বলে পরিচিত। সাধারণের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে আমাদের মতে এ আয়াতে নবী করীম (সা:) এর ইস্‌রা (রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সফর) সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে যাতে আঁ হুযূর (সা:) কাশ্‌ফে মক্কা থেকে জেরুযালেম পর্যন্ত সফর করেছেন। মে'রাজ সম্পর্কে সূরা আন্ নাজমে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আন্ নাজমে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের বর্ণনা রয়েছে আয়াত ৮-১৮তে। এ আয়াতসমূহ নবুওয়তের পঞ্চম বছরে রজব মাসে কিছু সংখ্যক সাহাবার (রা:) আবিসিনিয়াতে হিজরতের পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সা:) এর মে'রাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যুরকানীর মতে তা নবুওয়তের একাদশ বছরে সংঘটিত হয়েছিল এবং মূইর ও কোন কোন খৃষ্টান লেখকের মতে নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে ঘটেছিল। যা হোক ইবনে সা'আদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে হিজরতের ১ বছর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে এ 'ইসরার' ঘটনা ঘটেছিল (আল্ খাসাইসুল কুবরা)। বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন, হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস পূর্বে ইস্‌রা সংঘটিত হয়েছিল। এরূপে সব সংশ্লিষ্ট বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হিজরতের এক বছর বা ছয়মাস পূর্বে ইসরার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ে দশম বছরে হযরত খাদীজা (রা:) এর মৃত্যু হয়। তখন হযরত রসূলে করীম (সা:) তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর গৃহে বসবাস করছিলেন। অধিকাংশ পন্ডিতের মতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের পঞ্চম বছরে। অতএব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ের মধ্যেও ৬/৭ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই এ ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া সেইসব ঘটনা যা রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর মে'রাজের ঘটনা বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা ইস্‌রার ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনা দুটি আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর ব্যাপার। হযরত নবী করীম (সা:) সশরীরে ঊর্ধ্বগমন করেননি বা জেরুযালেমেও গমন করেননি।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তও এ মতের সমর্থন করে যে এ দু'টি ঘটনা একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, (ক) পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আন্ নাজমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মে'রাজ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইস্‌রা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ আলোচ্য আয়াতে তাঁর ইস্‌রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মে'রাজ সম্পর্কে কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। (খ) ইস্‌রা সংঘটিত হওয়ার রাতে রসূলে করীম (সা:) তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন এবং তিনি শুধু তাঁর জেরুযালেম সফরের কথাই বলেছেন, জান্নাত সফরের কোন কথাই বলেননি। তিনিই (উম্মে হানী) প্রথম মহিলা যাঁর নিকট আঁ হযরত (সা:) তাঁর জেরুযালেমে রজনীযোগে আধ্যাত্মিক ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং অন্ততপক্ষে সাত জন মোহাদ্দিস (হাদীস সংগ্রহকারী) উম্মে হানীর নাম উল্লেখের সাথে চারজন ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াতকারীর বরাত দিয়েছেন যাঁরা উম্মে হানীর কাছ থেকে উক্ত ঘটনা শুনেছেন। এই চার জন বর্ণনাকারী একই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম (সা:) যে রাতে জেরুযালেম ভ্রমণ করেছিলেন সেই রাতেই তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আঁ হযরত (সা:) তাঁর বেহেশ্‌তে আরোহণের কথা যদি বলতেন তাহলে উম্মে হানী তাঁর একাধিক বর্ণনার কোন একটিতে অন্তত এ বিষয়ে উল্লেখ না করে পারতেন না। কিন্তু তিনি তার কোন রেওয়ায়াতেই একথা উল্লেখ না করায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, যে রাতে নবী করীম (সা:) কেবল ইস্‌রা বা জেরুযালেমে আধ্যাত্মিক সফর করেছিলেন, সেই রাতে মে'রাজ সংঘটিত হয়নি। মনে হয় কোন কোন বর্ণনাকারী ইস্‌রা ও মে'রাজ–এ দু'টি বিষয়কে এক করে ফেলেছিলেন। এ গরমিল সম্ভবত ইস্‌রা' শব্দ

টীকার বাকী অংশ এবং ১৫৯১ ও ১৫৯১-ক টীকাদ্বয় এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। আর [ক]আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। আর আমরা এটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম,) [খ]'তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে (তোমাদের) কার্যনির্বাহকরূপে গ্রহণ করবে না।'

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٣

৪। (এরা ছিল) তাদের বংশধর, [গ]যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের একজন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٤

৫। আর আমরা সেই কিতাবে বনী ইসরাঈলকে একথা (সুস্পষ্টভাবে) জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে দু'বার[১৫৯২] নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। আর তোমরা অবশ্যই চরম ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয়ে (পৃথিবীতে) বিস্তার লাভ করবে।'

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٥

দেখুনঃ ক. ২ঃ৫৪, ৮৮; ২৩ঃ৫০; ৩২ঃ২৪; ৪০ঃ৫৪; খ. ১৭ঃ৬৯; ২৩ঃ২৮; গ. ১৯:৫৯, ২৩:২৮।

থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ শব্দটি 'ইস্রা' এবং মে'রাজ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইস্রা ও মে'রাজের বিবরণের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এ বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায় এবং বদ্ধমূল হয়ে যায়। (গ) যেসব হাদীস প্রথমে আঁ হযরত (সাঃ) এর জেরুযালেম সফর এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে তাঁর পরিভ্রমণের বিবরণ দিয়েছে, সেগুলোতে উল্লেখ রয়েছে যে মহানবী (সা:) জেরুযালেমে পূর্ববর্তী যে নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আদম, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ), কিন্তু বেহেশতেও পুনরায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অথচ সেখানে তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি। কাজেই প্রশ্ন জাগে, এই নবীগণ (আ:) যাঁদের সঙ্গে মহানবী (সা:) এর জেরুযালেমে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে তারা কিরূপে তাঁর পূর্বেই বেহেশ্তে পৌঁছে গেলেন এবং একই সফরে কিছুক্ষণ পূর্বে যাদেরকে দেখেছিলেন তাঁদেরকে তিনি কেন চিনতে পারলেন না? এটা কল্পনা করা যায় না যে উল্লেখিত সফরের মাঝে মাত্র আঁ হযরত (সা:) অল্পক্ষণ পূর্বেই যাঁদেরকে দেখেছিলেন, খানিক পরেই তিনি তাঁদেরকে চিনতে ব্যর্থ হলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী" পৃ: ১৪০৪-১৪০৯।

১৫৯১। মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) দিয়ে জেরুযালেমে হযরত সুলায়মান (আ:) এর ইবাদত গৃহের কথা বলা হয়েছে।

১৫৯১-ক। তফসীরাধীন আয়াতে বর্ণিত নবী করীম (সা:) এর 'কাশ্ফ' এর মধ্যে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে। দূরবর্তী মসজিদে তাঁর ভ্রমণ দ্বারা মদীনায় প্রত্যাবাসন এবং সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করার ইঙ্গিত বহন করেছে, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় মসজিদরূপে নির্ধারিত হবে। কাশ্ফে 'মহানবী (সা:) নামাযে অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করেছিলেন' এর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে নতুন ধর্ম ইসলাম এর জন্মস্থানেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকার জন্য প্রবর্তিত হয়নি, বরং এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এবং অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হবে। কাশফে জেরুযালেম গমন দিয়ে এও ব্যক্ত হতে পারে যে তাঁকে (সা:) সেই অঞ্চলের আধিপত্য দান করা হবে যেখানে জেরুযালেম অবস্থিত। এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত উমর (রা:)এর খিলাফতের সময় পূর্ণ হয়েছিল। এ কাশ্ফ দিয়ে ভবিষ্যতে কোন দূরবর্তী দেশে মহানবী (সা:) এর আধ্যাত্মিক সফরের ইঙ্গিতরূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর অর্থ যখন আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকার সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন নবী করীম (সা:) এর কোন অনুগামীর মাঝে তাঁরই আত্মিকরূপে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটবে-তাঁর প্রথম আবির্ভাবের ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরের কোন অঞ্চলে। মহানবী (সা:) এর এই দ্বিতীয় রূহানী আবির্ভাব প্রসঙ্গে সূরা জুমুআর ৩-৪ আয়াতে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

★ [কুরআন শরীফে রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর দু'টি আত্মিক সফরের উল্লেখ রয়েছে। একটিকে 'ইস্রা' আর অপরটিকে 'মে'রাজ' বলা হয়। 'ইস্রা'-র সফরে তাঁকে প্যালেস্টাইনের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' দেখানো হয়েছিল। এতে তাঁর প্যালেস্টাইনে দৈহিক সফর প্রমাণিত হয় না বরং এতে তাঁর আত্মিক সফর বুঝানো হয়েছে। তাই এক ব্যক্তি প্যালেস্টাইনের অমুক ভবনের আকৃতি কী রকম জানতে চাইলে হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী সেই মুহূর্তে মহানবী (সা:) এর চোখের সামনে সেই ভবনের দৃশ্য তুলে ধরা হয় আর তিনি (সা:) সেই দৃশ্য দেখে দেখে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী 'লাম্মা কায্যানী কুরাইশু কুমতু ফিল হিজরে ফা জাল্লাল্লাহু লী বায়তান মাকাদ্দিস ফাতফিকতু উখবিরুহুম আন আয়াতিহি ওয়া আনা আনযুরু ইলাহি (বুখারী কিতাবুত তফসীর, সূরা বনী ইসরাঈল)।

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।)]

★ ৬। অতএব দুটি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি[১৫৯৩] পূর্ণ হবার সময় যখন এল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বান্দাকে পাঠালাম যারা (ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে) জনবসতির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। আর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া (তো) অবধারিত ছিল।

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولٰـهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑥

৭। এরপর আমরা আবারো তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দান করলাম এবং আমরা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করলাম আর আমরা তোমাদেরকে (আগের চেয়ে)[১৫৯৪] এক বড় জনগোষ্ঠীতে পরিণত করলাম।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑦

১৫৯২। হযরত মূসা (আঃ) এর কিতাবে (দ্বিতীয় বিবরণ-২৮ঃ১৫, ৪৯-৫৩, ৬৩-৬৪ এবং ৩০ঃ১৫) ইসরাঈল জাতি কর্তৃক দুবার সীমালঙ্ঘন করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছিল তারা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) কর্তৃক দুবার অভিশপ্ত হয়েছিল (৫ঃ৭৯)। ফলে দুবারই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৫৯৩। হযরত দাউদ (আঃ) এর পরে ইসরাঈল জাতিকেও প্রথমে দৈব দুর্বিপাক গ্রাস করেছিল এবং দ্বিতীয়বার তাদের ওপর শাস্তি এসেছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর পরে। বাইবেল থেকে প্রতীয়মান হয়, ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ) এর পরে খুবই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দাউদ (আঃ) এর সময়ে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেও তারা ক্ষমতা ও গৌরবে উন্নতি করতে থাকে। পরবর্তীকালে এ রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে অবনতির শিকারে পরিণত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব ৭৩৩ অব্দে সামারিয়া বিজিত হয় অ্যাসিরিয়ানদের দ্বারা, যারা জেযরিলের উত্তর অংশের ইহুদী রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। খৃষ্টপূর্ব ৬০৮ সালে ফেরাউন নিকো এর মিশরীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্যালেস্টাইন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইসরাঈলীরা মিশরীয় শাসনাধীনে চলে যায় (যিউ এনসাইক, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৬৬৫)। তাদের পার্থিব শক্তির ক্ষয়, তাদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং তাদের উৎসাদন কোন কিছুই তাদেরকে তাদের সংশোধনের জন্য প্রবৃত্ত করতে পারেনি। তাদের অতীতের শয়তানী ক্রিয়াকলাপে তারা লেগেই ছিল। আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধাগ্নি প্রায় আসন্ন হওয়ায় বনী ইসরাঈলকে তাদের পাপাচার ত্যাগ করার জন্য যিরমিয় নবী সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা এ নবীর সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। জেহোয়াকিম এর শাসনকালে ব্যাবিলনের নেবুখদনিৎসর প্রথম আক্রমণে মিশরীয়দেরকে পরাজিত করে প্যালেস্টাইন দখল করে এবং অনেক ধর্মপ্রাণ গুণী ব্যক্তিকে ও ধনসম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু শহরটিকে বিজয়াক্রমণের ধ্বংসলীলা থেকে অব্যাহতি দেয়। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালেও প্যালেস্টাইন অবরুদ্ধ হয় এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সিদকিয়ার বিদ্রোহীরা নেবুখদনিৎসরের সাহায্যে প্যালেস্টাইন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে এবং অবরোধের দেড় বছর পরে আকস্মিক প্রচন্ড আক্রমণে শহরটি দখল করে নেয়। রাজা সিদকিয়া শহর ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু তাকে বন্দী করা হয়। তার পুত্রদের হত্যা করা হয় এবং তার চোখ উৎপাটিত করা হয় এবং বেড়ী লাগিয়ে তাকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মশালা, রাজপ্রাসাদ এবং শহরের বৃহৎ অট্টালিকাগুলোকে ভস্মীভূত করা হয়, প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করা হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় ('জেরুযালেম' অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৫৫ পৃঃ এবং ৭ম খন্ড ১২২ পৃঃ)।

১৫৯৪। নির্বাসনে ইহুদীরা উন্নতি করতে থাকে। তাদের অধিকাংশকে কেন্দ্রীয় ব্যাবিলনিয়াতে জাতীয় কাজে নিয়োগ করা হলো এবং তাদের অনেকেই পরিণামে স্বাধীনতা অর্জন করলো এবং মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুরাগ পুনর্জীবিত হলো, ইতিহাস থেকে জ্ঞানার্জন করলো, তা পুনঃ সম্পাদনা করলো এবং জাতীয় পুনর্জীবনের উপযোগী করে রচনা করলো এবং প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধারের আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ ও প্রচার করতে লাগলো। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৫৪৫ সালে তাদের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো নিশ্চিতরূপ পরিগ্রহ করলো। ইহুদীরা মিদিয়া ও পারশ্য সম্রাট সাইরাস (Cyrus) এর সাথে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করলো এবং তাকে ব্যাবিলন জয় করতে সাহায্য করলো। নগরবাসীরা বিনা বাধায় খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালের জুলাই মাসে আত্মসমর্পণ করলো। ইহুদীদের এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট সাইরাস তাদের জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন এবং তাদের ধর্মীয় ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করার জন্য সাহায্য করলেন (হিস্টরিয়ানস্ হিস্টরি অব দি ওয়ার্লড, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা; যিউ এনসাইকো, ৭ম খন্ড, 'জেরুযালেম' অধ্যায়, এনসাইক বিব 'সাইরাস' অধ্যায় এবং ২-বংশাবলী-৩৬ঃ২২-২৩)। জুডিয়া শেশ্বাজার (সাইরাসের অধীনস্থ শাসনকর্তা) সেইসব সম্পদ মন্দিরের ধর্মযাজকের কাছে ফিরিয়ে দিল যা নেবুখদনিৎসর নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজকোষের খরচে সব কিছু পুনঃস্থাপনের কাজ করে দিল। নির্বাসিতদের এক বৃহৎ দল জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করলো (ইস্রা-১ঃ৩-৫)। ইবাদখানা পুনর্নির্মাণের কাজ নিয়মিত এগিয়ে চললো এবং তা খৃষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে সম্পূর্ণ হলো। এ সব ঘটনা এবং ইহুদীদের পরবর্তী উন্নতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই আয়াতে বলা হয়েছে এবং এ সব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই এগুলো সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-৩০ঃ১-৫)।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑧

★ ৮। [ক]তোমরা সদাচরণ করলে তোমরা নিজেদের কল্যাণ সাধন করবে এবং তোমরা অসদাচরণ করলে তা তোমাদের (নিজেদেরই) বিরুদ্ধে যাবে। অতএব পরবর্তী যুগের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে তখন তারা তোমাদের লাঞ্ছিত[১৫৯৪-ক] করবে এবং তারা ঠিক সেভাবেই মসজিদে প্রবেশ করবে যেভাবে সেখানে তারা প্রথমবার করেছিল এবং যা কিছুর ওপরই[১৫৯৫] তারা বিজয় লাভ করবে তা (তারা) সম্পূর্ণরূপে ছারখার করে দিবে।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑨

৯। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের প্রতি হয়ত দয়া দেখাবেন। কিন্তু তোমরা (অসদাচরণের) পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো। আর জাহান্নামকে আমরা কাফিরদের জন্য পরিবেষ্টনকারী করে বানিয়েছি।★

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑩

১০। নিশ্চয় [খ]এ কুরআন সে (পথে) পরিচালিত করে যা সবচেয়ে অধিক স্থায়ী এবং যারা সৎকাজ করে সেইসব মু'মিনকে (এটি) এক মহা প্রতিদানেরও[১৫৯৬] সুসংবাদ দেয়।

দেখুনঃ ক. ৪ঃ১২৪-১২৫; ৬ঃ১৬১; ২৮ঃ৮৫; ৪১ঃ৪৭; ৯৯ঃ৮-৯; খ.১২ঃ১১২; ১৬ঃ১০৩; ১৮ঃ৩।

১৫৯৪-ক। এর এই অর্থও হয় ঃ 'তারা তোমাদের নেতাদেরকে অপমানিত করতে পারে।' 'উজুহুন' অর্থ নেতৃবৃন্দ (লেইন)।

১৫৯৫। এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বার পূর্ববর্তী পাপাচারের কুঅভ্যাসে পুনরায় লিপ্ত হওয়া এবং এর ফলে তাদের ওপর নিপতিত আযাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর ওপর নির্যাতন করেছিল এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তাঁর প্রচার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। অতএব আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিলেন যখন টাইটাসের রোমান সৈন্যবাহিনী ৭০ খৃষ্টাব্দে তাদেরকে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত করেছিল। তীব্র ঘৃণা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জেরুযালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ:) এর ইবাদতখানা ভস্মীভূত করা হয়েছিল (এনসাইক, বিব, এর 'জেরুযালেম' অধ্যায়)। এ আকস্মিক দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনো হযরত ঈসা (আ:) কাশ্মীরে বসাবাস করছিলেন। এরও উল্লেখ আছে হযরত মূসা (আ:) এর ভবিষ্যদ্বাণীতে (দ্বিতীয়-৩২ঃ১৮-২৬)। বাইবেলে যেখানে প্রথম শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় আযাব সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী এর পরেই লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্বিতীয়-২৮ অধ্যায়)। ভবিষ্যদ্বাণীর পরে এরও উল্লেখ রয়েছে যে ইহুদী জাতি জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করবে (দ্বিতীয়-৩০ঃ১-৫)। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, এ ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয়-৩২ঃ১৮-২৬) দ্বিতীয় আযাবের প্রতি নির্দেশ করছে, যার প্রতি কুরআন মজীদে ইঙ্গিত রয়েছে, যথাঃ 'অবশ্যই তোমরা দেশে দু'বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে' (১৭ঃ৫)। এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য এই সতর্কতার সঙ্কেত নিহিত রয়েছে যে তারা যদি অসৎ পথ পরিত্যাগ না করে তবে ইহুদীদের মতো তারাও দু'বার শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্কেত হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং অসদাচরণ থেকে বিরত না হওয়ার দরুন তারা প্রথম আযাবে পতিত হয়েছিল ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন বাগদাদের পতন ঘটেছিল। হালাকু খাঁর বর্বর তাতার যাযাবরদল মুসলমানদের ক্ষমতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ১৮ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছিল। যা হোক এ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ইসলাম বিজয়ীরূপে প্রকাশ লাভ করেছিল তখন যখন বিজয়ীগণ কালক্রমে পরাজিত হলো। হালাকুর পৌত্র (গজন খান) মোগল ও তাতার বাহিনীর এক বিরাট দলসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় আযাব আখেরী যমানাতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।

★ [৫ থেকে ৯ আয়াতে বলা হয়েছে, অমোঘ নিয়তি অনুযায়ী বনী ইসরাঈল অন্যায় অত্যাচারের সব সীমা ছাড়িয়ে গেলে বেবিলনের সম্রাট নবুখদনিৎসর তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জয়লাভ করে। সম্রাটের সেনাদল তাদের জনপদের সব স্থানে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাদের হয় বিপর্যস্ত করে দেয় নয় তো দেশান্তরিত হয়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে বাধ্য করে। এরপর আল্লাহ্

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৫৯৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১। আর (এ কুরআন আরো বলে) [ক]যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

১ [১১] ১

وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١١﴾

১২। আর [খ]মানুষ অকল্যাণকে এমনভাবে কামনা করে যেন সে কল্যাণ কামনা করছে[১৫৯৭]। আর মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াপ্রবণ।

وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١٢﴾

১৩। আর [গ]আমরা রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। আর রাতের নিদর্শনকে মুছে দেই (এবং এটিকে দিনে বদলে দেই) আর আমরা দিনের নিদর্শনকে আলোকোজ্জ্বল করি যাতে করে তোমরা (তোমাদের) প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং [ঘ]বছর গণনা ও হিসাব (বিজ্ঞান) শিখতে পার। আর[১৫৯৮] আমরা প্রতিটি বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَاۤ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَاۤ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٣﴾

১৪। আর আমরা প্রত্যেক মানুষের 'আমলনামা' [ঙ]তার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছি[১৫৯৯]। আর কিয়ামত দিবসে এটিকে আমরা তার জন্য এমন এক পুস্তকাকারে বের করে আনবো, যা সে একেবারে খোলা অবস্থায় দেখতে পাবে।

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٤﴾

দেখুনঃ ক. ১৬ঃ২৩; ২৭ঃ৫; ৩৪ঃ৯; খ. ১০ঃ১২; গ. ৩৬ঃ৩৮; ৪০ঃ৬২, ৪১ঃ৩৮; ঘ. ১০ঃ৬; ঙ. ৪৫ঃ২৯; ৮৩ঃ৭-১০।

তাআলা বনী ইসরাঈলকে পুনরায় প্যালেষ্টাইনে বিজয় দানের মাধ্যমে ধন ও জনবলে তাদের সমৃদ্ধি দান করলেন। আর তিনি তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা সদাচরণ করলে তা তোমাদের পক্ষেই যাবে। আর তোমরা পূর্ববর্তী অসদাচরণের পুনরাবৃত্তি করলে এর কুফলও তোমরাই ভোগ করবে। প্যালেষ্টাইনে বসবাসরত মুসলমানদের অপকর্মের কারণে ইহুদীদের শেষযুগে প্যালেষ্টাইনে তাদেরকে পুনরায় বিজয় দান করা হবে। এক্ষেত্রে ইহুদীদের আবার পরীক্ষায় ফেলা হবে। তারা বিজিত অঞ্চলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলে তাদের এ বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে অন্যায়অত্যাচার অব্যাহত রাখলে মুসলিম কোন শক্তি তাদের পরাজিত করবে না বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যার কারণে পরাশক্তিগুলো তাদের আর সমর্থন দিবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৯৬। আপন অনুসারীদের জন্য কুরআন করীম যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে তা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আদর্শ থেকে অধিকতর উদার এবং ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেককারী, মহিয়ান ও শ্রেষ্ঠ এবং তা খাঁটি মান্যকারীদেরকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকার কল্যাণে ভূষিত ও মহিমান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অতএব মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সেই মহোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছতে সব ধরনের চেষ্টা করা এবং শিথিলতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বিরোধী জীবন যাপন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রতিশ্রুত ঐশী অনুগ্রহ ও কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য নিজেদেরকে সব সময় উপযুক্ত বলে প্রমাণ করা।

১৫৯৭। এ আরবী বাচনভঙ্গী এখানে ব্যক্ত করেছে, মানুষের এমনই অবস্থা যে মুখের কথায় সে কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসৎ কর্ম দিয়ে সে তাঁর অসন্তুষ্টি ও আযাব আকর্ষণ করে। তার কর্ম তার কথাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। এ আয়াতের অর্থ এরূপও করা যেতে পারে, মানুষ অকল্যাণকে তেমনিভাবে ডেকে আনে যেমন করে কল্যাণকে তার ডেকে আনা উচিত। উভয় প্রকার অনুবাদই এই ভাবার্থ প্রকাশ করে। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি পার্থিব দিক থেকে সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী এবং প্রতাপশালী হয়ে ওঠে তখন তারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলাপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং এ অবস্থাধীনে ক্ষমতা ও প্রতাপের দিনগুলোতেই তারা নিজেদের পতন ও মৃত্যুর ভিত্তি রচনা করে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপও হতে পারে, মানুষ মন্দ ও অমঙ্গলকে সেরূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহের সাথে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে যেরূপে আল্লাহ্ তাআলা তাকে শুভ ও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করেন। এস্থলে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করার ক্রিয়াকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরোপ করতে হবে।

১৫৯৮ ও ১৫৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ، كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٥﴾

১৫। (আর তাকে বলা হবে,) [ক]'নিজের পুস্তক পড়ে দেখ। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾

১৬। [খ]যে হেদায়াত গ্রহণ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে। আর যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের অকল্যাণের[১৬০০] জন্যেই বিপথগামী হয়ে থাকে। আর [গ]কোন বোঝা বহনকারী[১৬০১] অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। আর [ঘ]আমরা কোন রসূল না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না[১৬০২]।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٧﴾

★ ১৭। আর [ঙ]আমরা যখন কোন জনপদকে[১৬০৩] ধ্বংস করতে চাই তখন আমরা এর সচ্ছল লোকদেরকে (তাদের খেয়াল খুশীমত চলার) অনুমতি দেই। তখন এ (জনপদের) ক্ষেত্রে দন্ডাদেশ প্রযোজ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে সব ধরনের পাপে লিপ্ত থাকে। এরপর আমরা এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ، وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿١٨﴾

১৮। আর [চ]নূহের পর আমরা কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি! আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের পাপের খবরাখবর রাখার ক্ষেত্রে (এবং) পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ج يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٩﴾

১৯। [ছ]যে কেবল ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা করে আমরা (এ ধরনের লোকের মাঝ থেকে) যার জন্য যতটুকু চাই তাকে এ জীবনেই তা শীঘ্র দিয়ে দেই। এরপর তার জন্য আমরা যে জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি এতে সে লাঞ্ছিত (ও) ধিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

দেখুন ঃ ক.১৭ঃ৭২; ৪৫ঃ৩০; ৫৯ঃ২০, ২৬, ২৭; খ. ১০ঃ১০৯; ৩৯ঃ৪২; গ. ৬ঃ১৬৫; ৩৫ঃ১৯; ৩৯ঃ৮; ৫৩ঃ৩৯; ঘ. ২৮ঃ৬০; ঙ. ২২ঃ৪৬; ২৮ঃ৫৯ ; চ. ২১ঃ১২; ৬৫ঃ৯; ছ. ৩ঃ১৪৬; ৪২ঃ২১।

১৫৯৮। রাত এবং দিন উভয়ের মাঝেই মানুষের জন্য উপকার এবং সুবিধা রয়েছে। কিন্তু রাতের উপকার সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট এবং দিনের উপকার ও সুবিধা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। এছাড়া দিন এবং রাতের পালাক্রমে আগমনের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো বছরের দিনপঞ্জী স্থির করতে সাহায্য করে। এ ঘটমান বিষয়াবলী মানুষকে গণিত বিজ্ঞানেও উন্নতি সাধনে পরিচালিত করে।

১৫৯৯। মানুষের আমলনামাকে ঘাড়ে বেঁধে দেয়ার অর্থ ঃ তার কর্ম এবং তার ফল তাকে আঁকড়ে রাখে যতদিন সে জীবিত থাকে। 'তায়ের' অর্থ পাখি। এর মর্ম হচ্ছে অভ্যাসগত কর্ম (আকরাব)। মানবকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, আমল বা কৃতকর্ম কখনো বিনাশ হয় না এবং এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, এমনকি মানব-চক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকলেও তা গ্রীবালগ্ন হয়ে থাকে এবং একে মুছে ফেলা অসম্ভব। আয়াতের ব্যাখ্যা এও হতে পারে, মানুষ বহির্জগৎ থেকে শুভ-অশুভের সূচনা করে। পক্ষান্তরে শুভ ও অশুভের পূর্বলক্ষণ তার অন্তর্জগৎ থেকে সৃষ্ট হয় যা অবিচ্ছেদ্যভাবে তার গ্রীবা সংলগ্ন হয়ে থাকে।

১৬০০। আযাব বা শাস্তি বাইরে থেকে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যন্তর থেকেই জন্ম নেয়। জাহান্নামের আযাব এবং জান্নাতের পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে মানবের ইহলোকে নিজের কৃত ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত মূর্তপ্রকাশ ও প্রতিরূপ। এরূপে মানুষ ইহকালে নিজেই নিজের ভাগ্যের রচয়িতা এবং পরকালে সে স্বয়ং, বলা যেতে পারে, নিজেই নিজের পুরস্কারদাতা বা শাস্তিদাতা।

১৬০১। প্রত্যেককেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখদুর্দশা নিজেকেই বহন করতে হবে। কারো বদলিস্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কারো কোন উপকারে আসবে না। এ আয়াত খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।

১৬০২ ও ১৬০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২০। [ক]আর মু'মিন হওয়া অবস্থায় যে পরকালের কল্যাণ চায় এবং এর[১৬০৪] জন্য যথোচিত চেষ্টা করে (সে ক্ষেত্রে মনে রেখো) এদেরই চেষ্টাপ্রচেষ্টার কদর করা হবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٠﴾

২১। আমরা এদের (অর্থাৎ ধার্মিকদের) এবং তাদের (অর্থাৎ দুনিয়াদারদের) সবাইকে তোমার[১৬০৫] প্রভু-প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান (কোন গোষ্ঠীর জন্য) সীমাবদ্ধ নয়।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢١﴾

২২। দেখ! আমরা কিভাবে (জাগতিক সম্পদের দিক থেকে) তাদের কোন কোন লোককে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর মর্যাদা (লাভের) দিক থেকে [খ]পরকালের (জীবন) অবশ্যই অনেক বড় এবং উৎকর্ষ (লাভের) দিক থেকেও অনেক বড়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢٢﴾

২ [১২] ২

২৩। তুমি [গ]আল্লাহ্‌র[১৬০৬] সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করাবে না। অন্যথা তুমি লাঞ্ছিত (ও) পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾

★ ২৪। [ঘ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং [ঙ]পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার[১৬০৭] করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার (জীবদ্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪৬; ৪২ঃ২১; খ. ৬ঃ৩৩; ১২ঃ৫৮; ১৬ঃ৪২; গ. ১৭ঃ৪০; ২৬ঃ২১৪; ২৮ঃ৮৯; ঘ. ২ঃ৮৪; ৪ঃ৩৭; ১২ঃ৪১; ৪১ঃ১৫; ঙ. ৬ঃ১৫২; ২৯ঃ৯; ৩১ঃ১৫; ৪৬ঃ১৬।

১৬০২। আমাদের বর্তমান যুগে পৃথিবী একের পর এক পুনঃ পুনঃ নজীরবিহীন ভয়াবহ প্লেগ-মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে চলেছে এবং মানবজীবনকে তিক্ততায় দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে নেমে আসার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন।

১৬০৩। 'কারইয়াতান' অর্থ জনপদ, শহর। এখানে 'কারইয়া' মানে নগর জননী বা রাজধানী শহর অর্থাৎ যে শহরকে কেন্দ্র করে জাতীয় কৃষ্টি, রাজনীতি ইত্যাদি অন্যান্য শহরগুলোতে বিস্তার লাভ করে।

১৬০৪। 'এর' সর্বনামটি পরকালকে ইঙ্গিত করেছে এবং এর অর্থ হলো কেবল সেইসব প্রচেষ্টা, যা পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। তা-ই প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হবে।

১৬০৫। ঐশী সাহায্য দু'প্রকার হয়ে থাকে ঃ (১) সাধারণ সাহায্য যার ফলে মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদি সব মানুষের সব ধরনের সুকর্মের ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্মের পরিধি ও প্রসার অনুযায়ী ফল লাভ করে, (২) আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিপদে সাহায্য, যা আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাকেই তা দান করা হয়ে থাকে, অবিশ্বাসীদেরকে নয়।

১৬০৬। 'শিরক' (আল্লাহ্ তাআলার সাথে মিথ্যা উপাস্যকে শরীক করা) করলে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটে। শিরকে ডুবে যাওয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় প্রকৃত নৈতিক বা জাগতিক উন্নতি সাধন করেছে বলে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সব অশুভের উৎপত্তি হয় শিরক থেকে।

১৬০৭। এ আয়াত দ্বারা সেসব নিয়মনীতি এবং আচরণবিধি সূচিত হয়েছে যা মেনে চললে জনগোষ্ঠী তাদের সংগঠনে বিশুদ্ধতা বা অখন্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে এবং বিচ্ছিন্নতা বিভক্তি এবং অবক্ষয় থেকে সংগঠনকে নিরাপদ রাখতে পারে। আল্লাহ তাআলার একত্বের বিশ্বাসকে গৌরবের স্থান দেয়া হয় এবং শিরককে নিন্দার স্থান। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার একত্বে বিশ্বাস হলো সেই বীজ যা থেকে সব নৈতিক উৎকর্ষের জন্ম হয় এবং যার অভাব সব পাপের মূল। এটাই অর্থাৎ তওহীদের উপর ঈমানই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীয়তের বিধান-উভয়ের বুনিয়াদ। ঐশী বিধানের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ বা তওহীদে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাশ্য বাস্তবতা যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। এমনকি প্রকৃতির বিধান এবং সব বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিত্তিও স্থাপিত এই বিশ্বাসের উপর। কারণ যদি ধরে নেয়া হয় যে একের অধিক সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছেন তাহলে একাধিক প্রাকৃতিক বিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একক প্রাকৃতিক নিয়মের অভাবে বিজ্ঞানে সব ক্রমোন্নতি অচল হয়ে যাবে। কারণ বিজ্ঞানের সব ধরনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মনীতি সুসমন্বিতভাবে সারা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ আয়াতের দ্বিতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মানবের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত বাধ্যবাধকতা এর অতি জরুরী অংশ। কারণ পিতামাতাই সর্বপ্রথম মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি পরিচালিত করে এবং পিতামাতার চরিত্র দর্শনে ঐশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হয়

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٤﴾

(বিরক্তিসূচক) 'উহ্'-ও[১৬০৮] বলো না এবং তাদেরকে বকাঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র (ও) সম্মানসূচক কথা বলো।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٥﴾

২৫। আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর (দোয়ার সময়) বলবে, [ক]'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর[১৬০৯] যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালনপালন করেছিল।'

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٦﴾

২৬। তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মশীল হলে (জেনে রেখো) তাঁর সমীপে সদা বিনত বান্দাদের প্রতি তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٧﴾

২৭। [খ]আর তুমি নিকটাত্মীয়কে তার পাওনা দিয়ে দিও এবং অভাবী ও পথিককেও (দান করো) এবং কোন রকম অপব্যয় করো না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٨﴾

২৮। [গ]নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ[১৬১০]।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

২৯। আর তুমি যদি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত কোন বিশেষ কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দেরকে) এড়িয়ে চল তবুও [ঘ]তাদের সাথে নম্রভাবে কথা[১৬১১] বলো।

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ৪২; ৪৬ঃ১৬; ৭১ঃ২৯; খ. ১৬ঃ৯১; ৩০ঃ৩৯; গ. ৬ঃ১৪২; ৭ঃ৩২; ২৫ঃ৬৮; ঘ. ৯৩ঃ১০-১১

এবং দর্পণ অনুযায়ী চেহারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কিত নির্দেশ নাবোধক, সেক্ষেত্রে পিতামাতা সম্পর্কিত আদেশ হাঁবোধক। তাই মানুষকে বলা হয়েছে, যেহেতু তার পক্ষে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়, সেহেতু সে যেন অন্ততপক্ষে শিরক থেকে বিরত থাকে এবং যেহেতু পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের স্নেহভালবাসার প্রতিদান দিতে সে অনেকাংশে সক্ষম, সেহেতু তাদের প্রতি উদার ও স্নেহশীল হওয়ার জন্য তাকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৬০৮। আরবী ভাষায় 'উফ' মুখের কথা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ বুঝায় এবং 'নাহ্র' শব্দ আচরণ বা কাজের মাধ্যমে বিরাগ প্রকাশ বুঝায়। উভয় শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমান আয়াতের মর্ম হচ্ছে, পিতামাতার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কর্কশ এবং রুক্ষভাবে কথা বলাও কারো উচিত নয়।

১৬০৯। সুন্দর উপমার পুনরাবৃত্তি দিয়ে এ আয়াত পিতামাতার প্রতি মায়ামমতা জানাচ্ছে। যেহেতু বাপমায়ের স্নেহভালবাসার পর্যাপ্ত প্রতিদান সম্ভব নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অপ্রতুলতা এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ দোয়া প্রমাণ করেছে, পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতি স্নেহমমতার ব্যবহার করা জরুরী যেরূপভাবে বাপমা শৈশবে তাঁদের সন্তানের লালনপালনের জন্য করে থাকেন।

১৬১০। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত দানের সদ্ব্যবহার করে না সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী এবং যে ব্যক্তি নিজের অর্থসম্পদের অপব্যয় করে সে প্রকৃতপক্ষে তার ওপরে সম্পাদনের জন্য অর্পিত কর্তব্য এড়িয়ে চলার পন্থা অবলম্বন করে।

১৬১১। আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব হলেও যদি সন্দেহ হয় যে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করলে তার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাহলে তাকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাহায্যপ্রার্থী পেশাদার ভিক্ষুক হলে বা অন্য কোন বদ অভ্যাসে আসক্ত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٣٠﴾

★৩০। [ক]আর তুমি তোমার হাত (চরম কার্পণ্যভরে) ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না, আবার (অমিতব্যয়ী হয়ে) এটি সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করে দিও না। নতুবা তুমি নিন্দিত (ও) অক্ষম[১৬১২] হয়ে পড়বে।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় [খ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান রিয্ক প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকুচিতও করেন। নিশ্চয় তিনিই নিজ বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (ও) পর্যবেক্ষণকারী।

৩ [৮] ৩

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

৩২। আর [গ]দারিদ্রের[১৬১৩] ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তাদের এবং তোমাদেরও রিয্ক দেই। তাদের হত্যা করা নিশ্চয় মহাপাপ[১৬১৪]।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

৩৩। [ঘ]আর তোমরা ব্যভিচারের[১৬১৫] কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٤﴾

৩৪। [ঙ]আর যাকে (হত্যা করতে) আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ নেয়ার) পূর্ণ অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন (হত্যাকারীকে) হত্যা (করার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত[১৬১৬]।

দেখুন ঃ ক.৯ঃ৩৪; ২৫ঃ৬৮ খ. ১৩ঃ২৭; ২৯ঃ৬৩; ৩০ঃ৩৮; ৩৯ঃ৫৩ গ. ৬ঃ১৫২ ঘ. ২৫ঃ৬৯ ঙ. ৬ঃ১৫২; ২৫ঃ৬৯।

হলে সেই ভিখারীকে সান্ত্বনাদায়ক কথায় ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে।

১৬১২। মু'মিনকে এমন কৃপণ হওয়া উচিত নয় যে প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে সে তার অর্থ খরচ করবে না বা কোন চিন্তা-ভাবনা না করে অপ্রয়োজনে টাকাপয়সা অপব্যয় করবে। ফলে যখন জাতীয় স্বার্থে অর্থসম্পদের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তার নিজস্ব অবদান রাখার মতো কোন সামর্থ্য থাকবে না। এতে তাকে মনোকষ্ট পেতে হয়।

১৬১৩। যেসব কৃপণ পিতামাতা সন্তানের জন্য উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না তারা প্রকৃতপক্ষে সন্তানের দৈহিক এবং নৈতিক উভয়ক্ষেত্রে হত্যার ইন্ধন যোগায়। এভাবে নির্দোষ শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত সুবিধার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ মানসিক ও নৈতিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করলে তারা সমাজের সত্যিকার উপযোগী কার্যকর সদস্যে পরিণত হবে। সন্তান হত্যার তাৎপর্য এও হতে পারে, অপ্রয়োজনে আপত্তিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যে সম্বন্ধে বর্তমান সমাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১৬১৪। 'খিতউন' এবং 'খাতাউন' এর অর্থে প্রভেদ রয়েছে। প্রথমোক্ত শব্দ ইচ্ছাকৃতবোধক এবং পরবর্তী শব্দ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় অর্থবোধক (আকরাব)। কুরআন শরীফ প্রথমোক্ত শব্দের ব্যবহার দ্বারা সন্তান হত্যা করার ব্যাপারকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছে যার বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতি বিদ্রোহ করে এবং একমাত্র মানবানুভূতি বিবর্জিত ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে।

১৬১৫। 'সন্তান হত্যার' নিষেধাজ্ঞার পরেই ব্যভিচার সম্পর্কে আরো একটি কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে। কারণ ব্যভিচারের মাধ্যমেও অসংখ্য শিশুর হত্যা বিভিন্ন আকারে ঘটে থাকে। বাইবেলের আদেশ-'তোমরা ব্যভিচার করবে না'। এর মোকাবেলায় কুরআন করীমে বলে, 'ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না' যা অধিক কার্যকর এবং বোধগম্য। কুরআন ব্যভিচারের কর্মকেই কেবল নিন্দা ও নিষিদ্ধ করেনি, বরং এর নিকটবর্তী হওয়ারও সব পথ রুদ্ধ করে।

১৬১৬। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে পরোক্ষ হত্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমান আয়াত প্রত্যক্ষ হত্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। যথাযথভাবে গঠিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের এই অধিকার রয়েছে যে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৫। [ক]আর তোমরা (এতীমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করে এতীমের ধনসম্পদের কাছে যেও না। সে পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্তও (তার ধনসম্পদের কাছে যেও না) এবং [খ]তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার[১৬১৭] পূর্ণ কর। (কেননা) অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٥﴾

৩৬। [গ]আর মেপে দেয়ার সময় তোমরা পূর্ণ মাপ দিও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল[১৬১৮]।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। [ঘ]আর যে বিষয় তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না★। [ঙ]নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়–এগুলোর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে (তোমাকে) জিজ্ঞাসাবাদ করা[১৬১৯] হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭, ১১; ৬ঃ১৫৩ খ. ৫ঃ২; ১৬ঃ৯২ গ. ৭ঃ৮৬; ১১:৮৫,৮৬, ২৬ঃ১৮২, ১৮৩; ৫৫ঃ১০ ঘ. ১১ঃ৪৭ ঙ. ২৪ঃ২৫; ৩৬ঃ৬৬; ৪১ঃ২১, ২৩।

আইন বলে হত্যাকারীর প্রাণ বধ কার্যকর করতে পারে অথবা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর বিনিময়ে তারা রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে। যা হোক ওয়ারিশকে রক্তের বদলে অর্থের খেসারত প্রদান যদি জনসাধারণের শান্তি অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী হয় অথবা ওয়ারিশদের রক্তপণ সম্বন্ধে দাবী যদি প্রকৃত প্রমাণিত না হয় তাহলে আদালত তাদের ঐচ্ছিক অধিকার নাকচ করে দিয়ে হত্যাকারীর প্রাণ দন্ডাদেশ কার্যকর করার রায় দিতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্র এবং নিহতের ওয়ারিশগণ উভয়ই দোষীকে ক্ষমা করে দেয়া অথবা দন্ড দেয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে। অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের এখতিয়ার প্রতিকার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতের প্রথমাংশে দোষী ব্যক্তির অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেমন 'হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে' বাক্যাংশে হত্যাকারীর পক্ষে সুপারিশের কথা নিহিত রয়েছে। এ কথায় ইশারা করা হয়েছে, যদিও সাধারণ নিয়ম 'খুনের বদলা খুন' তবুও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক এ আদেশ শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করার জন্য সর্ববস্থায় জিদ ধরা উচিত নয়। আইনের চরম শাস্তি হত্যাকারী তখনই পাবে যখন সমতা, সাধারণ শান্তি ও নৈতিকতার নিয়ম অনুরূপ অবস্থার দাবী করে। যদি ক্ষমার ফলে মনে করা যায়, অপরাধী নৈতিক সংশোধনের পথ গ্রহণ করবে তা হলে রক্তের বদলে অর্থ গ্রহণ করে তার জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

১৬১৭। হত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিধান প্রয়োগের ফলে দুটি পরিবারে অর্থাৎ নিহত এবং হত্যাকারী উভয়ের পরিবারে এতীম থেকে যেতে পারে। কুরআন মজীদ এরপর এতীমের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছে। এসব অধিকারের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার। 'অঙ্গীকার' (এখানে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা) শব্দটি এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এই বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য যে এতীমের সম্পত্তির সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং অঙ্গীকারের ন্যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য যা পূর্ণভাবে ও সততার সঙ্গে পালনীয়।

১৬১৮। কোন লোকের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের অগ্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসার লেন-দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও নির্দোষ ব্যবহারের মাধ্যমে।

★ [এ অর্থের জন্য দেখুন মুফরাদাত ইমাম রাগেব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬১৯। এ আয়াত সন্দেহের সব মূল কর্তন করে, যার অবলম্বন স্বভাবত 'কান, চোখ এবং হৃদয়'। 'কান' হলো প্রথম প্রবেশ পথ। এর মাধ্যমে অধিকাংশ সন্দেহ একজনের মনে প্রবেশ করে থাকে। বেশিরভাগ সন্দেহই অন্যের সম্বন্ধে শুনে তা অবিবেচনাপ্রসূত মন্দ বর্ণনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৎপরবর্তী উপায় বা মাধ্যম হলো দৃষ্টি। এক ব্যক্তি অন্যকে কোন এক বিশেষ কাজ করতে দেখে এর কদর্থ করে বসে এবং কর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে। সর্বশেষ এবং অতি নিকৃষ্ট প্রকারের সন্দেহ, যা কোন ব্যক্তি অন্য কারো সম্বন্ধে পোষণ করে, তা অপরের কাছ থেকে মন্দ কথা শোনার কারণেও নয়, সেই ব্যক্তিকে কোন মন্দ কর্ম করতে দেখার কারণেও নয়, বরং তা আসলে সম্পূর্ণ সন্দেহ পোষণকারীর ব্যধিগ্রস্ত মনের কুধারণাপ্রসূত উদ্ভাবন। এভাবে আয়াতটি শুধু মানুষের জীবন ও সহায় সম্পত্তিকেই নয় (যে বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পবিত্র ও অলজ্ঘনীয়) বরং তা মানবিক মর্যাদা এবং সম্মানকেও পবিত্র ও অলজ্ঘনীয় করেছে এবং ঘোষণা করেছে, কারো সম্মানের ওপর আঘাতের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৩৮। [ক]আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। কেননা তুমি কখনো পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়[১৬২০] পর্বতসমও হতে পারবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এগুলোর মাঝে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٩﴾

৪০। এসব সেই প্রজ্ঞার (একাংশ) যা তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করেছেন। [খ]আর তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে উপাস্য নির্ধারণ করো না। নতুবা তোমাকে লাঞ্ছিত (ও) ধিকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٤٠﴾

৪১। [গ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ফিরিশ্‌তাদের মাঝ থেকে (নিজের জন্য) কন্যাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন? নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়ানক কথা বলছ।

৪
[১০]
৪

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ ع

৪২। আর নিশ্চয় [ঘ]আমরা এ কুরআনে (আয়াতগুলো) বিভিন্ন আঙ্গিকে[১৬২১] বর্ণনা করেছি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এটা কেবল তাদের ঘৃণাকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'তাদের কথা অনুযায়ী তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকতো তাহলে এসব (মুশরিক সেইসব উপাস্যের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌঁছুবার) কোন পথ খুঁজে নিত।'

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। [ঙ]তারা যা বলে তিনি এ থেকে অতি পবিত্র এবং এর অনেক উর্ধ্বে।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সব কিছুই [চ]তাঁর প্রশংসাসহ[১৬২২] পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে। কিন্তু তোমরা এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করাকে বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু (ও) অতি ক্ষমাশীল।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩১ঃ১৯ খ. ১৭ঃ২৩; ২৬ঃ২১৪; ২৮ঃ৮৯ গ. ৩৭ঃ১৫১; ৪৩ঃ২০; ৫২ঃ৪০ ঘ. ১৭ঃ৯০; ১৮ঃ৫৫ ঙ. ৬ঃ১০১; ৩৯ঃ৬৮; চ. ২৪ঃ৪২; ৫৯ঃ২৫; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২।

১৬২০। অভীষ্ট সাধনে এবং কর্মের সফলতার জন্য অহঙ্কার করা এবং উল্লসিত হওয়া কেবল মূর্খতা এবং প্রগলভতার পরিচয়ই বহন করে না, বরং তা অহঙ্কারী ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি সাধনও করে থাকে। কারণ এরূপ মনোভাবের দরুন সে অর্জিত কৃতকার্যতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে এবং এভাবে উন্নতি বাধাগ্রস্ত এবং ব্যাহত হয়।

১৬২১। ঐশী-কিতাব, যাতে অত্যন্ত জরুরী বিষয়াবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে, এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু যা প্রদত্ত মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কোন বিষয়বস্তুকে যখন খোলাসা বা স্পষ্টভাবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে অথবা নতুন কোন আপত্তি খন্ডনের জন্য পুনরুল্লেখ করা হয় তখন বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান কোন লোক এর প্রতিবাদ করে না।

১৬২২। 'সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে' এ বাক্যটি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণ করে, সারা বিশ্ব আল্লাহ্‌ তাআলার একত্ব প্রকাশ করে চলেছে। 'আর সব কিছুই তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে' বাক্যটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সব বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে পবিত্র ঐশী সত্তার একত্বের প্রকাশক। প্রথমোক্ত বাক্যের মর্ম হলো বিশ্বজগতে বিদ্যমান শৃঙ্খলা ও চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, এর সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ হলো এ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অনুপমভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার বিভিন্ন প্রকার গুণের কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে।

৪৬। আর তুমি যখন কুরআন আবৃত্তি কর আমরা তখন তোমার এবং তাদের মাঝে যারা পরকালে ঈমান আনে না এক গোপন পর্দা সৃষ্টি করে দেই।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٦﴾

★ ৪৭। [ক]আর আমরা তাদের হৃদয়ে আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা[১৬২৩] সৃষ্টি করে দেই যেন এ (কুরআন) তারা বুঝতে না পারে। [খ]আর তুমি যখন কুরআন থেকে তোমার এক-অদ্বিতীয় প্রভু-প্রতিপালকের কথা উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

وَّجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٧﴾

৪৮। তারা যখন (বাহ্যত) তোমার কথা শুনতে থাকে তখন তারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে থাকে আমরা তা ভাল করেই জানি। (এ ছাড়া) তারা যখন গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে (তাও আমরা জানি)। (আর) যালেমরা যখন বলে, [গ]'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকেই অনুসরণ করছ' (তাও আমরা জানি)।

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٨﴾

চতুর্থাংশ

৪৯। [ঘ]লক্ষ্য কর, তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধরনের কথাবার্তা বানিয়ে বলছে। অতএব তারা পথ হারিয়েছে এবং তারা সরল পথ লাভ করতে সক্ষম হবে না।

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾

৫০। আর তারা বলে, [ঙ]'আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?'

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে গেলেও,

قُل كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২৬; ১৮ঃ৫৮; ৪১ঃ৬ খ. ১৭ঃ৪৯ গ. ২৫ঃ৯ ঘ. ২৫ঃ১০ ঙ. ১৭ঃ৯৯; ২৩ঃ৮৩; ৩৭ঃ১৭; ৫৬ঃ৪৮।

১৬২৩। এটা ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের পর্দা, অথবা মেকী সম্মানবোধ এবং বংশ-গৌরব, অথবা আয় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয় অথবা দীর্ঘকালের প্রথা এবং বিশ্বাসের আসক্তি প্রভৃতি দৃঢ়রূপে আঁকড়ে থাকার সংস্কার বা বাধা যা সত্য গ্রহণে অবিশ্বাসীদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এটা এক সূক্ষ্ম অস্পষ্ট পর্দা যা কাফিররা উপলব্ধি করতে পারে না।

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥٢﴾

৫২। কিংবা তোমাদের বিবেচনায় এর চেয়েও কঠিন সৃষ্টিতে পরিণত হলেও[১৬২৪] (তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী)। [ক]এতে তারা অবশ্যই বলবে, 'কে (পূর্বাবস্থায়) আমাদের ফিরিয়ে আনবে?' তুমি বল, 'যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই।' তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়িয়ে বলবে, 'এমনটি কখন ঘটবে'? তুমি বল, [খ]'এমনটি অতি শীঘ্রই ঘটতে পারে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾

৫৩। (এমনটি সেদিন হবে) যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান জানাবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, [গ]তোমরা (ইহকালে) অল্প কিছুক্ষণই অবস্থান করছিলে।'

৫ [১২] ৫

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٤﴾

৫৪। [ঘ]আর তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন সে কথাই বলে যা সবচেয়ে ভাল। [ঙ]নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٥﴾

৫৫। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের ভাল করেই জানেন। [চ]তিনি চাইলে তোমাদের ওপর কৃপা করবেন অথবা তিনি চাইলে তোমাদের আযাব দিবেন। [ছ]আর (হে রসূল!) আমরা তোমাকে তাদের ওপর অভিভাবক করে পাঠাইনি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٦﴾

★৫৬। যারা আকাশসমূহে ও যারা পৃথিবীতে আছে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ভাল করেই জানেন। [জ]আর কোন কোন নবীকে আমরা অবশ্যই অন্য কোন কোন (নবীর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর দাউদকে আমরা যবূর★ দিয়েছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৭। [ঝ]তুমি বল, 'তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (উপাস্য) মনে করছ তোমরা তাদের ডাক। আসলে তোমাদের দুঃখকষ্ট দূর করার অথবা (তা) পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তারা রাখে না।

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৭৯, ৮০ খ. ৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯; ৬৭ঃ২৬ গ. ২০ঃ১০৫; ২৩ঃ১১৪, ১১৫ ঘ. ১৬ঃ১২৬; ২৩ঃ৯৭; ৪১ঃ৩৫ ঙ. ৭ঃ২০১; ১২ঃ১০১; ৪১ঃ৩৭ চ. ২ঃ২৮৫; ৩ঃ১২৯; ৫ঃ৪১; ২৯ঃ২২ ছ. ৬ঃ১০৮; ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭ জ. ২ঃ২৫৪; ২৭ঃ১৬ ঝ. ২২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩৪ঃ২৩।

১৬২৪। এ আয়াতের তাৎপর্য এরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, কাফিরদেরকে বলা হচ্ছে, তাদের অন্তর তো লোহা বা পাথর বা অন্য কোন নিরেট বস্তুর মতো কঠিন হয়ে যায়। তবু আল্লাহ্ তাআলা তাদের মাঝে উন্নতি সাধনকারী পরিবর্তন আনয়ন করবেন যা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে হওয়া নির্ধারিত। অথবা এটা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত শেষ বিচারের দিনে মানবাত্মার পুনরুত্থান সম্বন্ধে অস্বীকারকারীদের সন্দেহের উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যদি লোহা বা পাথর বা অন্য কোন কঠিন বস্তুতেও রূপান্তরিত হয়ে যায় তথাপি তারা ঐশী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

★['যবূর' অর্থ চামড়ার ওপর লিখিত লিপি। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৮। এরা যাদের ডাকে[১৬২৫] তারাও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করতে (কোন না কোন) মাধ্যম অন্বেষণ করতে থাকে। (অর্থাৎ তারা এটা দেখতে থাকে,) তাদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী। আর তারা সবসময় তাঁর কৃপা লাভের আশায় থাকে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই ভয় করার মতই এক বিষয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٨﴾

৫৯। [ক]আর প্রতিটি জনপদকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে দিব অথবা অতি কঠোর আযাব[১৬২৬] দিব। এ বিষয়টি (ঐশী) বিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٩﴾

৬০। [খ]আর পূর্ববর্তী লোকদের এসব (নিদর্শন)[১৬২৭] প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণে বাধা দিয়েছে। আর আমরা সামূদ (জাতিকে) দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শনরূপে এক উট দান করেছিলাম। কিন্তু তারা এর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল। আর আমরা কেবল পর্যায়ক্রমে ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করে থাকি।

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٦٠﴾

৬১। আর (স্মরণ কর) তোমাকে যখন আমরা বলেছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন। [গ]আর আমরা তোমাকে যে স্বপ্ন[১৬২৭-ক] দেখিয়েছিলাম একে এবং কুরআনে বর্ণিত সেই অভিশপ্ত[১৬২৮] বৃক্ষটিকেও আমরা কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম। আর আমরা তাদের ক্রমাগতভাবে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তা কেবল তাদের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

৬ [৮] ৬

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ১২; ২২ঃ৪৬; ২৮ঃ৫৯ খ. ১৭ঃ৯৫; ১৮ঃ৫৬ গ. ১৭ঃ২।

১৬২৫। এ আয়াত সেইসব ফিরিশ্‌তা, নবী-রসূল এবং মহাপুরুষের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে যাঁদেরকে লোকেরা খোদা ভ্রমে পূজা করে থাকে।

১৬২৬। এটা বিশ্বময় সেই আযাবের পর আযাবের কথা ব্যক্ত করেছে, যেসব আযাব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দেয়া হয়, যার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র নবীগণ করে থাকেন এবং কুরআন করীমেও যার উল্লেখ রয়েছে।

১৬২৭। অথবা এর অর্থ এরূপও হতে পারে, পূর্বের জাতিগুলো আল্লাহ্‌র নবীগণকে অস্বীকার করেছিল, তাই আর কোন নিদর্শন পাঠানোর প্রয়োজন নেই, অথবা ঐশী নিদর্শন স্থগিত করার এটা কোন কারণ হতে পারে না।

১৬২৭-ক। এ সূরার ২ আয়াতে যে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেকে জেরুযালেমের উপাসনালয়ে (অর্থাৎ মসজিদুল আকসাতে) যা ইহুদীদের কিবলা ছিল, তাদের অন্যান্য নবীগণের নামাযের ইমামতি করতে দেখেছিলেন। এ দিব্যদর্শন বা কাশ্‌ফ ইঙ্গিত করে যে সেইসব নবীর উম্মত বা অনুসারীরা ভবিষ্যতে কোন এক সময় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। এটাই হচ্ছে 'নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন' বাক্যের মর্মার্থ। ইসলামের সাধারণ বিজয় বা প্রসার ঘটবে বিশ্বব্যাপী এক ধ্বংসকান্ডের অব্যবহিত পরে। এর উল্লেখ রয়েছে ৫৯ আয়াতে।

১৬২৮। 'অভিশপ্ত বৃক্ষটি' সম্ভবত ইহুদীজাতি, যাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদ বার বার উল্লেখ করেছে যে তারা আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক অভিশপ্ত (৫ঃ১৪, ৬১, ৬৫, ৭৯)। আল্লাহ্‌ তাআলার অভিশাপ এ দুর্ভাগা জাতির পিছনে লেগে রয়েছে হযরত দাউদ (আঃ) এর সময় থেকে শুরু করে বর্তমান যামানা পর্যন্ত। এ ব্যাখ্যা এ সূরার 'বনী ইসরাঈল' নামকরণে নিহিত আছে এবং এ সূরাতে বিশেষভাবে ইহুদী জাতির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াতের শুরুতে যে স্বপ্নের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এতে রসূল করীম (সাঃ) দেখেছেন, ইহুদী ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র জেরুযালেমে তিনি নামাযে ইসরাঈলী নবীদের ইমামতি করছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে আরো সমর্থন পাওয়া, 'অভিশপ্ত বৃক্ষ' ইহুদী জাতিকেই বুঝাচ্ছে। 'শাজারাহ্‌' শব্দের অর্থ এখানে জাতি বা গোত্র। তফসীরাধীন আয়াতে কাশ্‌ফ এবং ইহুদী জাতি (অভিশপ্ত বৃক্ষ) উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইহুদীদের প্রতি বিশেষভাবে 'মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম' কথাটি আরোপিত হয়েছে। ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে মুসলমান জাতির জন্য দুঃখদুর্দশার কারণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦٢﴾

৬২। [ক]আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের[১৬২৯] জন্য সিজদাবনত হও' তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে বললো, 'আমি কি তার জন্য সিজদা করবো যাকে তুমি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ?'

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٣﴾

৬৩। সে আরো বললো, 'বল, [খ]একেই কি তুমি আমার ওপর প্রাধান্য দান করে সম্মান দিয়েছ? তুমি আমাকে কিয়ামত[১৬৩০] দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলে [গ]আমি অবশ্যই অল্প ক'জন ছাড়া এর বংশধরের (সবাইকে) ধ্বংস করে ছাড়বো'[১৬৩১]।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٤﴾

৬৪। [ঘ]তিনি বললেন, 'দূর হও। তাদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তোমাদের সবার পুরোপুরি প্রতিফল।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٥﴾

৬৫। [ঙ]আর তাদের মাঝে যাকে পার তাকে তুমি তোমার কণ্ঠস্বর দিয়ে বিপথগামী কর। আর তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ তাদের ওপর চড়াও হও, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে[১৬৩২] (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।' আর [চ]শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যেই (দিয়ে থাকে)।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৩৫; ৭ঃ১২; ৩০-৩১; ১৮ঃ৫১; ২০ঃ১১৭; ৩৮ঃ৭৩-৭৫ খ. ৭ঃ১৩; ১৫ঃ৩৪, ৩৮ঃ৭৭ গ. ৭ঃ১৭, ১৮; ১৫ঃ৪০ ঘ. ৭ঃ১৯; ১৫ঃ৪৩-৪৪; ৩৮ঃ৮৬ ঙ. ৭ঃ১৮ চ. ৪ঃ১২১; ১৪ঃ২৩।

১৬২৯। অন্যান্য অর্থ ছাড়াও 'লাম' এর অর্থ 'সঙ্গে'। অতএব 'লে-আদামা' এর অর্থ হতে পারে আদমের সঙ্গে।

১৬৩০। 'পুনরুত্থানের' মর্ম এখানে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান, যার সম্বন্ধে প্রত্যেক মু'মিনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ হয় যখন তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন শয়তান তাকে আর কাবু করতে পারে না।

১৬৩১। মানবজাতির এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান যে ভীতি প্রদর্শন করেছিল তাতে সে কতটা সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর দেয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে শুভ ও অশুভ এর উপর আপাত ও দ্রুত দৃষ্টি ফিরালে কোন ব্যক্তি এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, অশুভ বা অসৎ কিংবা পাপী বা দুর্বৃত্তরা প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে সৎ, শুভ বা ধার্মিকের উপরে। এক কথায় কল্যাণের উপর অকল্যাণ টেক্কা মেরে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি সর্বপ্রধান মিথ্যাবাদীর সকল উক্তি পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তার সত্য কথাগুলোর সংখ্যা উৎকর্ষতায় তার মিথ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পৃথিবীতে দুষ্ট এবং অসৎ লোকের সংখ্যা সৎ এবং ধার্মিক লোকের তুলনায় অনেক কম। প্রকৃত অবস্থা হলো এই, দুষ্টামী বা পাপাচার এত ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তা নিজেই এই বাস্তব অবস্থার প্রমাণ যোগায়, মানবপ্রকৃতি জন্মগতভাবে ভাল এবং তা অমঙ্গলের সামান্যতম স্পর্শেও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অতএব এটা বলা ভুল, শয়তান তার ভীতি প্রদর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

১৬৩২। এই আয়াতে মানুষকে প্রলুব্ধ করে সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান-প্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) তারা দরিদ্র ও দুর্বলকে হিংস্রতার ভয় দেখিয়ে বশে আনতে চায়, (২) হিংস্রতার মৌখিক ভীতিপ্রদর্শনে যারা ভীত হয় না

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৬। [ক]নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন আধিপত্য[১৬৩৩] থাকবে না এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকই কার্যনির্বাহক হিসাবে যথেষ্ট।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٦﴾

৬৭। [খ]তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকই তোমাদের নৌযানগুলোকে সাগরে চালিয়ে থাকেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি বার বার কৃপাকারী।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٧﴾

৬৮। [গ]আর সমুদ্রে তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়ে তখন একমাত্র তিনি ছাড়া তোমরা অন্য যাদের ডেকে থাক তারা (তোমাদের মন থেকে) উধাও হয়ে যায়। এরপর তিনি যখন তোমাদের রক্ষা করে স্থলে নিয়ে আসেন তখন তোমরা (তাঁর দিক থেকে আবার) মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ[১৬৩৪]।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٨﴾

৬৯। [ঘ]তোমরা কি এ (ব্যাপারে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে তিনি স্থলভাগের কিনারায় তোমাদের পুঁতে দিবেন না অথবা তোমাদের ওপর এক প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কার্যনির্বাহক খুঁজে পাবে না।

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪১; ৩৮ঃ৮৪ খ. ১৪ঃ৩৩; ২২ঃ৬৬; ৪৫ঃ১৩ গ. ১০ঃ১৩; ১১ঃ১০, ১১; ২৩ঃ৬৫; ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯; ৪১ঃ৫০-৫২; ৭০ঃ২১,২২; ঘ. ৬৭ঃ১৭, ১৮।

তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে এবং (৩) তারা ক্ষমতাশালী এবং অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে ভিড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং যদি তারা শুধু সত্যের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে নেতা বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৬৩৩। মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান না ঘটা পর্যন্ত সে শয়তানী প্রলোভনের শিকার হতে পারে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত শয়তানের দল তাকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

১৬৩৪। মানুষের স্বভাব এমনই যে যখন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সে নম্র হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সৎ জীবনযাপন করবে বলে শপথ করে। কিন্তু একবার বিপদমুক্ত হয়ে গেলেই সে পূর্ববৎ অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে যায়।'

৭০। অথবা তোমরা কি এ (ব্যাপারেও) নিরাপদ হয়ে গেছ যে তিনি তোমাদের আরো একবার সেখানে (অর্থাৎ সাগরে) ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপর [ক]এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বইয়ে দিবেন না এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের ডুবিয়ে দিবেন না? তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী খুঁজে পাবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٧٠﴾

৭১। আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে[১৬৩৫] সম্মানে ভূষিত করেছি। আমরা এদেরকে জলেস্থলে[১৬৩৫-ক] বাহন দান করেছি, পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিয্‌ক দিয়েছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি[১৬৩৫-খ] করেছি তাদের অনেকের ওপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৭ [১০] ৭

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧١﴾ ع

৭২। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ ডাকবো। এরপর তাদের যাদের আমলনামা তাদের [খ]ডান[১৬৩৬] হাতে দেয়া হবে তারাই (আগ্রহভরে) নিজেদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি চুল পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৩। [গ]কিন্তু যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও[১৬৩৭] অন্ধ হবে এবং সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হবে।

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৭ঃ১৮ খ. ৬৯ঃ২০; ৮৪ঃ৮,৯ গ. ২০ঃ১২৫।

১৬৩৫। সকল আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তাআলা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম, বংশ ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মূর্খ ও বিচারবুদ্ধিহীন সকল ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সকল উপায় বা পথ সকল মানুষের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তার জন্য জলে ও স্থলে সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৩৫-ক। কুরআন করীমে সমুদ্র ভ্রমণের উপর জোর দেয়াকে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। সকল আরবের মধ্যে আঁ হযরত (সাঃ) এর সারা জীবনে সমুদ্র যাত্রার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন একজন আরববাসীর নিকট অবতীর্ণ হওয়া এক কিতাবে সমুদ্র ভ্রমণের গুরুত্বের উপর এত বেশি জোর দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে. কুরআন তাঁর রচনা হতে পারে না। কেননা তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণের উপকারিতা জানতেন না।

১৬৩৫-খ। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৬৩৬। ডান হাত আশীর্বাদের প্রতীক এবং বাম হাত শাস্তির প্রতীক। মানবদেহেও ডান দিক বাম দিকের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। কারণ ডান দিকের গ্রথিত কোষসমূহ বাম দিকের তুলনায় অধিক শক্ত। কারো কর্মের খতিয়ান তার ডান হাতে দেয়ার মর্মার্থ হলো, তা শুভ ও আশিসপূর্ণ আমলনামা (কর্মলিপি) হবে। 'ডান হাত' শক্তি এবং ক্ষমতাকে বুঝায় (৬৯ঃ৪৬) । বিশ্বাসীরা তাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করবে– এই কথার মর্ম, ইহজীবনে তারা পুণ্যকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ধরেছিল। সেই সময়ে অস্বীকারকারীদের কর্তৃক তাদের কর্মলিপি বাম হাতে ধারণ করার মর্ম, তারা পূর্বজীবনে যথার্থভাবে অধ্যবসায়ের সাথে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়নি।

১৬৩৭। যারা ইহকালে আধ্যাত্মিক চোখের সঠিক ব্যবহার করে না তারাই পরকালে আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করে, যারা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখে না এবং তা থেকে কোন উপকার লাভ করে না তারাই অজ্ঞ। তারা পরজীবনেও আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধই থাকবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪। ক·আর আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি এর দরুন তারা অবশ্যই তোমাকে (এমন) দু:খকষ্টে ফেলে দেয়ার উপক্রম করতো যাতে তুমি (ভীত হয়ে) এ (বাণীর) পরিবর্তে অন্য[১৬৩৮] কিছু বানিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপ কর। আর (তুমি যদি এমনটি করতে) তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত।

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾

৭৫। খ·আর আমরা যদি তোমাকে (কুরআন দিয়ে) দৃঢ়তা দান নাও করতাম তথাপি তুমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে না বললেই চলে[১৬৩৯]।

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। (এমনটি যদি হতো তাহলে) আমরা তোমাকে জীবনে এবং মরণেও দ্বিগুণ আযাব অবশ্যই ভোগ করাতাম। তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٧﴾

৭৭। আর তারা অবশ্যই তোমাকে এ দেশ থেকে বের[১৬৪০] করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চক্রান্ত করে চলেছে যেন তারা তোমাকে (ভয় দেখিয়ে) দেশান্তর করতে পারে। এমনটি (যদি হয় তবে) গ·তারাও তোমার পরে অল্প কিছু দিনই সেখানে (টিকে) থাকবে।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٨﴾ ع ٨

৭৮। ঘ·তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের এ রীতি প্রযোজ্য ছিল। আর তুমি আমাদের রীতিনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

৮ [৭] ৮

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ১৬; ৬৮ঃ১০ খ. ২৫ঃ৩৩ গ. ৮ঃ৩১; ৬০ঃ২ ঘ. ৩৩ঃ৬৩; ৩৫ঃ৪৪; ৪৮ঃ২৪।

১৬৩৮। কুরআন শরীফে স্পষ্ট প্রকাশিত ঐশী শিক্ষাসমূহ যা রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরিবর্তন করার জন্য এবং নানা দুরভিসন্ধি দ্বারা তাঁকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে চরম বাধাবিপত্তি সৃষ্টির জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। কাফিরদের এইসব অশুভ পরিকল্পনা যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, সে সম্বন্ধেই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৩৯। আঁ হযরত (সাঃ) এর স্বভাব এতই পবিত্র ও খাঁটি ছিল যে পবিত্র কুরআন যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ নাও হতো এবং তিনি তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার মহান অভিপ্রায় জ্ঞাত নাও হতেন তথাপি তিনি শিরক বা অংশীবাদিতার প্রতি ঝুঁকে পড়তেন না।

১৬৪০। নবী করীম (সাঃ) এর শত্রু পক্ষ তাঁর উপর কলঙ্ক আরোপ করে আইন বলে নির্বাসন দিয়ে তাঁকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল যাতে লোকচোখে তাঁর সকল সামাজিক মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে সেই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ থেকে রক্ষা করলেন, যা তাঁকে মক্কা নগরীর নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾

৭৯। সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত [ক]তুমি নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও। নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়[১৬৪১]।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٨٠﴾

৮০। [খ]আর রাতের এক অংশেও এ (কুরআন পাঠের) মাধ্যমে তুমি তাহাজ্জুদ পড়। এটা হবে তোমার জন্য নফল[১৬৪২] (অর্থাৎ অতিরিক্ত অনুগ্রহ) স্বরূপ। আশা করা যায় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায়[১৬৪৩] অধিষ্ঠিত করবেন।

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨١﴾

৮১। আর তুমি বল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে উত্তমভাবে প্রবেশ করাও এবং আমাকে উত্তমভাবে বের কর[১৬৪৪]। আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী দান কর।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ الْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨٢﴾

৮২। আর তুমি বল, [গ]'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা পালিয়েই[১৬৪৫] থাকে।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১১৫; ২০ঃ১৩১; ৩০ঃ১৮, ১৯; ৫০ঃ৪০ খ. ৫০ঃ৪১; ৫২ঃ৫০; ৭৩ঃ৩-৫; ৭৬ঃ২৭ গ. ২১ঃ১৯; ৩৪ঃ৫০।

১৬৪১। 'দালাকাশ্‌শামসু' অর্থ ঃ (১) সূর্য পৃথিবীর মধ্য রেখা থেকে সরে গেল অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য ঢলে পড়লো, (২) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলো, (৩) সূর্য অস্ত গেল। 'গাসাকা' অর্থ রাতের অন্ধকার, অথবা সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখনকার অবস্থা (লেইন, মুফরাদাত)। এই আয়াতে ইসলামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ণীত হয়েছে। 'দুলুক' শব্দটি তিন প্রকার অর্থে যোহর, আসর এবং মাগরিবের নামাযের সময় নির্দেশ করে। 'গাসাকিল্লায়লে' বাক্যাংশটি সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে, কিন্তু তা বিশেষভাবে রাতের নামায অর্থাৎ এশার নামাযের প্রতি নির্দেশ করছে। 'কুরআনাল্ ফাজরে' শব্দগুলো ফজরের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

১৬৪২। এই আয়াতে লিপিবদ্ধ 'নাফেলাতান' এর অন্য অর্থ বিশেষ অনুগ্রহ এবং তা এই মর্ম ব্যক্ত করছে, নামায ক্লান্তিকর বোঝা নয়, বরং তা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কারণ বিশেষ।

১৬৪৩। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত অধিক বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার এবং গালাগালি করা হয়নি এবং নিশ্চিতরূপেই এত বেশি ঐশী প্রশংসাও আর কোন মানব পায়নি এবং এত অধিক ঐশী আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষিত করার জন্য অনুসারীদের দুরূদ প্রেরণের পাত্রও অন্য কোন ব্যক্তি হয়নি। নীরব নিথর গভীর রাতে মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাজ্জুদ নামায সর্বোত্তম সাধনা। নির্জনে একাকী সে এতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গোপনে এক পবিত্র যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

১৬৪৪। আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সাঃ) এর মিনতিপূর্ণ দোয়া কবুল করেন এবং এই সূরার ২নং আয়াতে উল্লেখিত 'ইস্‌রা' সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন (১৭ঃ২). বাক্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এই সুসংবাদ দেন, তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য রসূল করীম (সাঃ) আদেশ প্রাপ্ত হন, তিনি যেন এরূপ আশা নিয়ে দোয়া করেন যে তাঁর মদীনায় প্রবেশ যেন দ্বিগুণ আশিসপূর্ণ হয় এবং বর্তমান বাসস্থান মক্কা থেকে তাঁর হিজরতও যেন নিরাপদ হয়।

১৬৪৫। কুরআন মজীদের রচনাশৈলী এমনি বিস্ময়কর যে কোন কোন সন্দেহাতীত বিষয়ে ভাব প্রকাশার্থে এমন বিশেষ শব্দ বেছে নেয়া হয়েছে যা ঘটনাবলীর সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেয়। এই নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত– 'মিথ্যা পালিয়েছে' ভাবটি অন্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ পেতে পারতো যথা ঃ 'হালাকা' (ধ্বংস), 'বাতেলা' (অনাবশ্যক বা অকর্মণ্য)। কিন্তু এই দুটি শব্দের কোনটিই ক্রমশ দুর্বল হতে হতে বিলোপ হয়ে যাওয়া ভাব প্রকাশ করতো না, যেই ভাব 'যাহাকা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। তফসীরাধীন আয়াত এই ইঙ্গিত বহন করে, নবী করীম (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করার পর তাঁর শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাঁর শত্রুদের ক্ষমতার পতন হতে হতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তদুপরি কুরআনের রচনাভঙ্গি এমন চমৎকার যে ছন্দবদ্ধ কবিতা না হয়েও এর আয়াতসমূহ কাব্যিক ছন্দে সুর ও ব্যঞ্জনা বহন করে, যা না হলে চরম আনন্দানুভূতি পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) যখন কা'বা শরীফ থেকে মূর্তিগুলোকে সরাচ্ছিলেন, যেগুলো দ্বারা বায়তুল্লাহ্‌কে অবৈধভাবে দখল করে অপবিত্র করা হয়েছিল, তখন তিনি মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার সাথে সাথে এই আয়াতে করীমা পুনঃ পুনঃ পাঠ করছিলেন।

৮৩। আর ক·আমরা কুরআনের (সেই শিক্ষা) অবতীর্ণ করি, যা আরোগ্য ও মু'মিনদের জন্য কৃপাবিশেষ। আর এটা কেবল যালেমদের ক্ষতিকেই বাড়িয়ে দেয়।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۳﴾

৮৪। খ·আর আমরা যখন মানুষকে পুরস্কার দেই তখন সে (তা) উপেক্ষা করে এবং (তা থেকে) সে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যায়। আর সে যখন কোন অনিষ্টের শিকার হয় তখন সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿۸۴﴾

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই তার সহজাত প্রবৃত্তি১৬৪৬ অনুযায়ী কাজ করে। গ·তবে যে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে পরিচালিত রয়েছে তাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন।

৯ [৭] ৯

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۸۵﴾ ع

৮৬। আর তারা তোমাকে রূহ১৬৪৭ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'রূহ' আমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি হয়েছে) এবং (এ সম্পর্কে) তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۸۶﴾

৮৭। আর আমরা যদি চাই তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই উঠিয়ে নিতে১৬৪৮ পারি। সেক্ষেত্রে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এ বিষয়ে কোন কার্যনির্বাহক পাবে না।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿۸۷﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৫৮; ১২ঃ১১২; ১৬ঃ৯০ খ. ১৭ঃ৬৮ গ. ২৮ঃ৮৬।

১৬৪৬। 'আলা শাকিলাতিহী' শব্দদ্বয়ের অর্থ তার মতলব, চিন্তাধারা, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য।

১৬৪৭। ইহুদী জাতি নিজেদের আত্মিক অধঃপতনের যুগে আধুনিক আধ্যাত্মবাদী, থিওসফিস্ট ও হিন্দু যোগীদের ন্যায় যাদুবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিল। আঁ হযরত (সাঃ) এর যমানায় মদীনাবাসী ইহুদীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি এই যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিল বলে মনে হয়। এই কারণেই নবী করীম (সাঃ)কে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য তারা মুশরিকদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল, তারা যেন নবী করীম (সাঃ)কে মানবাত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। পবিত্র কুরআন তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা তাদেরকে এই বলে উত্তর দিচ্ছে, আল্লাহ্‌র হুকুমে আত্মার উৎপত্তি হয় এবং এটা তাঁরই হুকুমে ক্রমশ বলীয়ান হয়। এছাড়া অন্য যা কিছু যাদুবিদ্যা বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক চর্চার বলে অর্জিত বলে দাবী করা হয় তা সমস্তই দমবাজি বা ভানমাত্র। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাঃ) এর মতে মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নটি মক্কাতে প্রথমে আঁ হযরত (সাঃ)কে করেছিল মক্কার কোরায়শরা এবং এর পরে মদীনাতে ইহুদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। আল্লাহ্‌ তাআলার সরাসরি হুকুমে আত্মার সৃষ্টি হয় বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজীদ অনুযায়ী সকল সৃষ্টি দুটি শ্রেণীভুক্ত ঃ (১) আদি সৃষ্টি যা পূর্ব থেকে সৃষ্ট কোন সত্তা বা পদার্থের অবলম্বন ছাড়া সৃজন করা হয়েছে, (২) পরবর্তী সৃষ্টি যা পূর্বে সৃজিত উপায়, উপকরণ এবং বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সৃষ্টি 'আম্‌র' অর্থাৎ হুকুমের পর্যায়ভুক্ত (২ঃ১১৮) এবং পরবর্তী সৃষ্টিকে বলা হয় খাল্‌ক (সৃজন করতে থাকা)। মানবাত্মা প্রথমোক্ত সৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত। রূহ শব্দের অর্থ ইলহাম বা ঐশীবাণীও হয় (লেইন)। পূর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গ এই অর্থকে সমর্থন করে।

১৬৪৮। মনে হয় এই আয়াত এক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং তাহলো, এক সময় আসবে যখন কুরআনের জ্ঞান পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। অনুরূপ একটি অভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রসূল করীম (সাঃ) থেকে মারদাওয়াই, বায়হাকী এবং ইবনে মাজাহ্‌ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এমন এক সময় আসবে যখন কুরআনের মর্মবাণী এবং মা'রেফাত ও প্রকৃত অর্থ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেই যুগের তথাকথিত সুফীগণ ও অতীন্দ্রিয়বাদীগণ ও তাদের আদিরূপী ইহুদীদের মতো অতিপ্রাকৃত শক্তির দাবীদাররা সকলে মিলে তাদের পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত পূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারাও তা অর্থাৎ কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। তবে [ক]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (বিশেষ) কৃপাই (তোমাকে রক্ষা করেছে)। নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। [খ]তুমি বল, 'সব মানুষ এবং জিনও যদি এ কুরআনের অনুরূপ (কিছু) নিয়ে আসার জন্য একত্র হয় তবুও তারা এর অনুরূপ[১৬৪৯] (কোন কিছু) আনতে পারবে না, এমনকি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও (তা আনতে পারবে না)।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٠﴾

৯০। আর [গ]আমরা মানুষের জন্য নিশ্চয় এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত[১৬৫০] বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন (তা) অস্বীকার করলো।

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩١﴾

৯১। আর তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে কোন ঝরণা উৎসারিত না করবে

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾

৯২। [ঘ]অথবা তোমার খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হবে এবং তুমি এর মাঝ দিয়ে নদনদী[১৬৫১] প্রবাহিত না করবে

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অথবা তোমার ধারণা অনুযায়ী আকাশ টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর না ফেলবে অথবা আল্লাহ্‌ ও ফিরিশ্‌তাদেরকে (আমাদের) সামনাসামনি এনে উপস্থিত না করবে

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৮৭ খ. ২ঃ২৪; ১০ঃ৩৯; ১১ঃ১৪; ৫২ঃ৩৫ গ. ১৭ঃ৪২; ১৮ঃ৫৫ ঘ. ২৫ঃ১১।

১৬৪৯। যারা তন্ত্রমন্ত্র বা যাদুবিদ্যাতে বিশ্বাস করে তাদেরকে প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয় যে তাদের সাহায্যের জন্য সমস্ত গুপ্ত আত্মা (প্রেত), যাদের নিকট থেকে তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়ার দাবী করে, তাদেরকে ডেকে আনা উচিত। এই চ্যালেঞ্জ কুরআন পাকের ঐশী উৎস হওয়ার অস্বীকারকারী সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৫০। মানুষের বৃত্তিসমূহ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সে শুধু সীমিতভাবেই তার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদ সেই সকল বিষয়েরই সামগ্রিক সমাধান দিয়েছে যা মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

১৬৫১। নিজেদের আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাবে মক্কার অধিবাসীরা কুরআনের যুক্তির সম্মুখে হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা তখন নবী করীম (সাঃ) এর নিকট দাবী উত্থাপন করে বললো, কুরআনে যদি সর্বপ্রকার জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটনে তাঁর সক্ষম হওয়া উচিত, যেমন ভূগর্ভ থেকে পানির ঝর্ণা নির্গত করা, উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করা, তাঁর নিজের জন্য স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ তৈরি করা, ইত্যাদি।

৯৪। অথবা তোমার সোনার কোন ঘর না হওয়া পর্যন্ত অথবা তুমি আকাশে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত (আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না)। কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) উঠার ব্যাপারটিও কখনো বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য এমন কোন কিতাব (সেখান থেকে) নামিয়ে না আনবে যা আমরা পড়তে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক (এসব থেকে) পবিত্র। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ-রসূল[১৬৫২]।'

১০
[৯]
১০

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾

৯৫। [ক]আর মানুষের কাছে যখন হেদায়াত এল তখন এতে তাদের ঈমান আনতে কেবল তাদের এ কথা বলাটাই বাধা দিল, 'আল্লাহ্ কি একজন মানুষকেই রসূল করে পাঠালেন?'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾

৯৬। তুমি বল, 'পৃথিবীতে যদি ফিরিশ্‌তারা (বসবাসরত অবস্থায়) নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো [খ]তবে নিশ্চয় আমরা আকাশ থেকে তাদের প্রতি কোন ফিরিশ্‌তাকেই রসূল[১৬৫৩] করে অবতীর্ণ করতাম।'

قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٦﴾

৯৭। তুমি বল, [গ]'আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সদা অবহিত (ও তাদের ওপর) গভীর দৃষ্টিদাতা।'

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٧﴾

৯৮। [ঘ]আর আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি যাদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁর বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী পাবে না। আর [ঙ]কিয়ামত দিবসে আমরা তাদের উদ্দেশ্য (ও নিয়্যত) অনুযায়ী অন্ধ, মূক এবং বধিররূপে তাদের একত্র করবো। তাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম। এ (জাহান্নাম) যখনই নিস্তেজ হতে থাকবে (তখনই) আমরা তাদের জন্য আগুন[১৬৫৪] বাড়িয়ে দিব।

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৬০; ২৩ঃ২৫; ৩৪ঃ৪৪ খ. ২৩ঃ২৫; ২৫ঃ২২; ৪৩ঃ৬১ গ. ১০ঃ৩০; ১৩ঃ৪৪; ২৯ঃ৫৩; ৪৬ঃ৯ ঘ. ৭ঃ১৭৯; ১৮ঃ১৮; ৩৯ঃ৩৭-৩৮ ঙ. ৬ঃ১২৯; ১৯ঃ৬৯।

১৬৫২। অস্বীকারকারীদের সব মূর্খতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে, তাদের এই সকল দাবী আসলে করা হয়েছে আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রে। প্রথমোক্ত দাবী ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তাআলা এইরূপ মূর্খতার ঊর্ধ্বে। শেষোক্ত দাবী যা রসূল করীম (সাঃ) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলো সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির অসাধ্য এবং আল্লাহ্ তাআলার নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

১৬৫৩। এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে ঃ (ক) ফিরিশ্‌তা কেবল ফিরিশ্‌তা-প্রকৃতির মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হতে পারে, বিপরীত চরিত্রের মানুষের উপর নয়। তবে কাফিররাও যদি তাদের জীবনে ফিরিশ্‌তাবৎ চারিত্রিক পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে তাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হবে, (খ) একই জাতীয় বস্তু বা সত্তা শুধু একে অন্যের নমুনা বা আদর্শ হতে পারে। এ জন্যই একজন মানুষই কেবল মানবজাতির নিকট নবীরসূল হতে পারেন। কারণ একমাত্র মানুষই অন্য মানুষের জন্য আদর্শ হতে পারে।

১৬৫৪। দীর্ঘকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কাফিরদের অনুভূতি যখন ভোঁতা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের অনুভূতি শক্তি তীক্ষ্ণ করে দিবেন এবং তারা পুনরায় পূর্বের মতো আগুনের দহনজ্বালা ভোগ করতে থাকবে।

৯৯। [ক]এ (আগুন) তাদেরই (কর্মের) প্রতিফল। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, '[খ]আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির[১৬৫৫] আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?'

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٩﴾

১০০। তারা কি জানে না, নিশ্চয় যে [গ]আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের[১৬৫৬] মত (মানুষ) সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি যে তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যালেমরা কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন অস্বীকার করলো।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿١٠٠﴾

১০১। তুমি বল, 'তোমরা যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপাভান্ডারের মালিক হতে তবুও তোমরা (তা) খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অবশ্যই (তা) আঁকড়ে ধরে রাখতে। আর মানুষ বড়ই কৃপণ।'

১১ [৭] ১১

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০২। আর [ঘ]আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন[১৬৫৭] দান করেছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে (সে অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে দেখ। সে (অর্থাৎ মূসা) যখন তাদের (অর্থাৎ মিশরবাসীদের) কাছে এসেছিল তখন [ঙ]ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। সে বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয় জেনে গেছ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-পতিপালকই এসব দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফেরাউন! আমি তোমাকে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে করি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০৭; ৩৪ঃ১৮ খ. ১৭ঃ৪৯; ২৩ঃ৮৩; ৩৬ঃ৭৯; ৩৪ঃ১৭; ৫৬ঃ৪৮ গ. ৩৬ঃ৮২; ৪৬ঃ৩৪; ৮৬ঃ৯ ঘ. ৭ঃ১৩৪; ২৭.১৩ ঙ. ২৭ঃ১৪; ২৮ঃ৩৭; ৪০ঃ২৫।

১৬৫৫। ধর্ম এবং সত্যের প্রতি সর্বপ্রকার অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পরের জীবনকে অগ্রাহ্য করা বা অসত্য বলে মনে করার ফলশ্রুতি। এই কারণেই পবিত্র কুরআন পরকাল সম্বন্ধে অনেক বেশি জোর দিয়েছে এবং অতি জরুরী সকল ব্যাপারে বার বার পারলৌকিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৬৫৬। এই আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব বা সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এক অকাট্য যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের এখানে সরাসরি বলা হয়নি যে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নতুন জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, সেহেতু তারা পুনর্জন্ম লাভ করবে। এই ধরনের কথা বলা হলে তা নিষ্ফল প্রমাণিত হতো। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে তারা যদি বিশ্বাস না করে তাহলে একইভাবে তারা এও অবিশ্বাস করতো, যদি তাদেরকে বলা হতো, তারা এখন যেসব দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদেরকে গুরুত্বহীন এবং তুচ্ছ মনে করে তাদের নিকটেই অবিশ্বাসীদের ক্ষমতা ও মর্যাদার চরম পরাজয় ঘটবে। তাদের নিজেদের ধ্বংস এবং দুর্বল মুসলমানদের বিজয় ও ক্ষমতা লাভ– এই ভবিষ্যদ্বাণী আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও যথাসময়ে যদি তা সত্য প্রমাণিত হয় তবে মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে দাবী আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

১৬৫৭। উক্ত নয়টি চিহ্ন বা নির্দশন কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা ঃ (ক) ছড়ি বা লাঠি (৭ঃ১০৮), (খ) শ্বেত হাত (৭ঃ১০৯), (গ) ও (ঘ) অনাবৃষ্টি এবং ফলসমূহের ঘাটতি ও দুষ্প্রাপ্যতা (৭ঃ১৩১), (ঙ) ঝড়তুফান, (চ) পঙ্গপাল, (ছ) উকুন বা তৎসদৃশ্য অন্যান্য কীট, (জ) ব্যাঙ এবং (ঝ) রক্তের শাস্তি (আমাশয় ইত্যাদি রোগ) (৭ঃ১৩৪)।

১০৪। সুতরাং দেশ থেকে তাদের উৎখাত করতে সে মনস্থ করলো। [ক]কিন্তু আমরা তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

فَأَرَادَ أَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٤﴾

★১০৫। আর তার (অর্থাৎ মূসার) পরে আমরা বনী ইসরাঈলকে বললাম, [খ]'তোমরা এ (প্রতিশ্রুত) দেশে বসবাস কর। পরবর্তীকালের[১৬৫৮] প্রতিশ্রুত (সময়) যখন আসবে তখন আমরা তোমাদের আবার একত্র করে নিয়ে আসবো।'

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। [গ]আর আমরা সত্যসহ এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং যথার্থ প্রয়োজনে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাকে আমরা কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করেই পাঠিয়েছি।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। আর [ঘ]আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে[১৬৫৯] বিভক্ত করেছি যেন তুমি তা ধীরে ধীরে লোকদের পড়ে শোনাতে পার। আর আমরা এটিকে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। তুমি বল, 'তোমরা এর প্রতি ঈমান আন বা না আন, যাদেরকে এর (অবতরণের) পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তাদেরকে যখন এটি পড়ে শোনানো হয় তখন তারা অবশ্যই অবনত মস্তকে [ঙ]সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।'

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ إِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৫১; ৭ঃ১৩৭; ৮ঃ৫৫; ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ২৮ঃ৪১ খ. ৭ঃ১৩৮ গ. ৪ঃ১০৬; ৫ঃ৪৯; ৩৯ঃ৩ ঘ. ২৫ঃ৩৩; ৭৩ঃ৫ ঙ. ১৯ঃ৫৯; ৩২ঃ১৬; ৩৮ঃ২৫।

১৬৫৮। এই আয়াত পরোক্ষভাবে প্রকাশ করছে, ইহুদী জাতির মতোই মুসলমান জাতিও দুবার আযাবের সম্মুখীন হবে। এই দুইয়ের প্রথম বিপদ মুসলমানদের উপর নেমে এসেছিল যখন হালাকু খানের তাতার বাহিনীর নিকট বাগদাদের পতন ঘটেছিল। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বারের মতো তাদের উপর ঐশীশাস্তি পড়বে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর যমানায়, ঠিক যেমন ইহুদী জাতি প্রথম মসীহ্ ঈসা (আঃ) এর যুগে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই আয়াত ব্যক্ত করেছে, মুসলমানরা দ্বিতীয়বার যখন আযাবের সম্মুখীন হবে, যার অর্থ পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা, সেই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইহুদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে (প্যালেস্টাইনে) ফিরিয়ে আনা হবে। 'বেলফোর ঘোষণা'র অধীনে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এবং তথাকথিত ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী অসাধারণভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। 'পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি' মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

১৬৫৯। কুরআন করীমকে দুই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাতে হয়েছিল ঃ (১) প্রত্যক্ষভাবে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল তাদের (মক্কাবাসী) অস্থায়ী আপত্তির উত্তর দিতে হয়েছিল এবং ইসলামে নবদীক্ষিত মুসলমানদের আধ্যাত্মিক চাহিদা জরুরীভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মিটাতে হয়েছিল, (২) একে সর্ব যুগের মানবের বহুসংখ্যক এবং বিবিধ সমস্যাবলীর পথনির্দেশের নীতিমালা প্রদান করতে হয়েছিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে, পৌত্তলিকদের আপত্তিসমূহের বিচারের উদ্দেশ্যে এবং প্রথম যুগের নও-মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিছু আয়াত স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে সকল আয়াত মানুষের স্থায়ী রূহানী প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সকল কারণে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখনই কোন বিশেষ আপত্তি কাফিররা উত্থাপিত করতো তখন সেইসব আপত্তির জওয়াবসম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো। এইরূপে যখন প্রাথমিক মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা দেয়ার জন্য উপদেশ দরকার হতো তখন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। আর তারা বলে, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। (এবং) [ক]আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।'

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١١٠﴾

সিজদাহ্-৪

১১০। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে অবনত মস্তকে লুটিয়ে[১৬৬০] পড়ে এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয়কে বাড়িয়ে দেয়।

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١١﴾

১১১। [খ]তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক বা রহমান বলে ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক, সব সুন্দরতম নাম[১৬৬১] তাঁরই। আর তুমি [গ]তোমার দোয়া অতি উঁচু স্বরেও করো না বা অতি নিম্ন স্বরেও (করো না), বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًۢا ﴿١١٢﴾

১১২। [ঘ]আর তুমি বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি কখনো কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। আর দুর্বলতার কারণে (যে) তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে এমন কখনো হতে পারে না।' আর তুমি অতি (উত্তমরূপে) তাঁর গৌরব ঘোষণা কর।

১২ [১১] ১২

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৯৯; ১৯ঃ৬২; ৪৬ঃ১৭; ৭৩ঃ১৯ খ. ৭ঃ১৮১; ২০ঃ৯; ৫৯ঃ২৫ গ. ৭ঃ৫৬, ২০৬ ঘ. ১৮ঃ৫; ১৯ঃ৩৬, ৯৩; ২৫ঃ৩; ৭২ঃ৪।

সেই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো। উক্ত পদ্ধতিতে মূলত কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু যেহেতু উপস্থিত লোকদের অস্থায়ী প্রয়োজন মানব জাতির সর্বসাধারণের জন্য স্থায়ী প্রয়োজন থেকে ভিন্নতর ছিল, সেইজন্য পরবর্তী সময়ে কুরআন করীম যেভাবে বিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে তা স্বাভাবিক কারণেই অবতীর্ণ হওয়া পদ্ধতি থেকে ভিন্ন।

১৬৬০। সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অত্যুচ্চ মহত্ত্বের গভীর অনুভূতি এবং নিজের দুর্বলতার উপলব্ধি আত্মিক চেতনাকে নম্র ও বিনত করে দেয়, এই আয়াত একজন মুসলমানের মনের সেই অবস্থাকে ব্যক্ত করেছে। মু'মিন সেই সব আয়াত তেলাওয়াত করার পর সিজদায় প্রণত হয়। সিজদায় পতিত হওয়ার জন্য যেখানে আদেশ রয়েছে নবী করীম (সাঃ) সেই সকল আয়াতের যে কোনটি তেলাওয়াত করার পর সিজদা করতেন।

১৬৬১। আল্লাহ্ তাআলা অসংখ্য গুণবাচক নামের অধিকারী এবং প্রার্থনা করার সময় একজন প্রার্থনাকারীর উচিত সেই বিশেষ গুণবাচক নামে মিনতিপূর্ণ সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তাআলাকে আহ্বান করা এবং প্রার্থনা করা যে বিশেষ গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কযুক্ত।

সূরা আল্ কাহ্ফ-১৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং প্রসঙ্গ

হযরত ইব্নে আব্বাস এবং যুবায়েরের মতে, এই সূরার সম্পূর্ণ অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে (মনসুর)। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকার এই মতকে সমর্থন করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত পোষণ করেন, কিন্তু খুব সম্ভব এই সূরাটি ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আনাসের বর্ণনানুযায়ী এই সমগ্র সূরাটি একবারে অবতীর্ণ হয় এবং ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফিরিশ্তা এর প্রহরী হিসাবে কাজ করে (মনসুর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০)। সূরা নাহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে ইহুদী এবং খৃষ্টান এই উভয় সম্প্রদায় থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। এই বিষয়টি সূরা বনী ইস্রাঈলে আরো বিষদভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, তিনি অচিরেই এমন এলাকায় গমন করবেন যেখানে তাঁকে ইহুদীদের মধ্যে বসবাস করতে হবে। তিনি তাদের সংস্পর্শে এসে নতুন করে যোগাযোগের সূত্র স্থাপন করবেন। পরিশেষে ইহুদী এবং খৃস্টান উভয় সম্প্রদায় থেকেই তাঁর সাথে তীব্র বিরোধিতা করা হবে। কিন্তু পরিণামে তিনিই বিজয়ী হবেন। সূরা বনী ইস্রাঈলে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইস্রা বা একটি আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, যার মধ্যে এই ভবিষ্যিদ্বাণী নিহিত ছিল যে তিনি ইহুদীদের পবিত্রভূমি জয় করবেন। প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদীদের দুবার জাতীয় বিপর্যয় সংঘটিত হবে। ইহুদীদের প্রথম বিপর্যয় ঘটে হযরত দাউদ (আঃ) এর পরবর্তী সময়ে, যার পরিণতিতে তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু তারা তাদের অন্যায় কর্মের জন্য অনুশোচনা করলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা আবার নিজ মাতৃভূমি ফিরে পায়। পরে তারা আবার পাপকার্যে রত হয়, আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর সময় দ্বিতীয়বারের মতো বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয়বারের বিদ্রোহ তাদের জন্য অধিকতর আযাবের কারণ হয়, যার ফলে তাদের পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংস করা হয় এবং তাদের প্রতিশ্রুত পবিত্রভূমি থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে বনী ইস্রাঈলের প্রথম অংশ অর্থাৎ ইহুদীরা কী অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে সেই বিষয়ের দুঃখজনক ইঙ্গিত রয়েছে। তাদের এই অবস্থা বিশ্লেষণে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত খৃস্টানরা, যারা মূসায়ী শরীয়তের দ্বিতীয় অংশ, তারা যদি ইহুদীদের সদৃশ ঐশী আযাব থেকে বেঁচে যায় তা তাহলে কি বুঝা যায় না যে ইহুদীদের কাছে প্রতিশ্রুত ঐশী অনুকম্পার যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছে তারাই অর্থাৎ খৃস্টান সম্প্রদায়? আর দ্বিতীয়ত মুসলমানদেরকে কেনইবা বারবার সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন ইহুদীদের অনুসরণ করে ঐশী কোপগ্রস্ত হয়ে না পড়ে? এই সতর্কবাণীর পশ্চাতে কী পটভূমি রয়েছে বা তাদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভেইবা কী নিহিত রয়েছে তা অবশ্যই গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বিষয়বস্তু

উল্লেখিত দুটি স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরই জবাব সুন্দরভাবে এই সূরাতে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মূসায়ী বিধানের দ্বিতীয় শাখা, অর্থাৎ খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রারম্ভ এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কেও সূরাটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মুসলমান জাতি ইহুদী জাতির সদৃশ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে কীভাবে আল্লাহ্ তাআলার কোপগ্রস্ত হবে তাও বলা হয়েছে। তারপর এই বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের ভূমিকা পেশ করা হয়েছে এবং তা হলো এই বিষয়গুলোর সাথে আস্হাবে কাহফের ঘটনা, যুল-কারনাইন, ইয়া'জূজ-মা'জূজ, দুটি বাগিচার প্রসঙ্গ এবং হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইস্রা' বা আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের সম্পর্ক কী? উত্তরে জানা দরকার, রূপকভাবে এইসব ঘটনার উল্লেখ বা দৃষ্টান্ত পেশ করে খৃস্টান জাতির উত্থানপতন, আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং এর দরুন মুসলমানদের সাথে বিরোধিতা ও খৃস্টান কর্তৃক মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সুদূরপ্রসারী বিষয়ের বর্ণনা এই সূরায় পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ ও সহজ অনুধাবনের জন্য হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইস্রা' বা আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের ঘটনাটি 'দুটি বাগানের' দৃষ্টান্তের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এর আধ্যাত্মিক ভ্রমণের মাধ্যমে রূপকভাবে বুঝানো হয়েছে, তাঁর অনুসারীরাও বিপুল জাগতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করবে, যেরূপে সূরা বনী ইস্রাঈলে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'ইসরার' মাধ্যমে মুসলমানদের অনুরূপ জাগতিক ও পারত্রিক উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছিল। অবশ্য মূসা (আঃ) এর 'ইসরার' বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন– কখন, কীভাবে এই যাত্রা শুরু হবে, কোথায় গিয়ে থামবে এবং কখন বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় ঐশী অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তা বনী ইস্মাঈলে স্থানান্তরিত হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, বনী ইসমাঈলে ঐশী অনুগ্রহ স্থানান্তরিত করা হলেও নিজেদের দোষে আল্লাহ্র বিধিবিধান অমান্য করার ফলে তারা ঐশী অসন্তোষে পড়বে ও ইয়া'জূজ-মা'জূজ কর্তৃক নিগৃহীত হবে। তখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাদের প্রাধান্য হবে। সূরাটির শেষ দিকে যুল-কারনাইনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, যিনি ইয়া'জূজ-মা'জূজের দুনিয়াজোড়া প্রভাব বিস্তারকে রোধ করার জন্য দণ্ডায়মান হবেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, সূরা কাহ্ফে খৃস্টানদের প্রথম ও শেষ উভয় যুগের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আসহাবে কাহ্ফ হচ্ছে তাদের প্রাথমিক

যুগের অবস্থার প্রতীকী বর্ণনা যখন তারা দুর্বল ছিল, আর ইয়া'জূজ-মা'জূজ হচ্ছে আখেরী যামানায় তাদের পার্থিব উন্নতি ও রাজনৈতিক গৌরবের চিত্র। সূরাটি ইসলামের অনুসারীদের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়ে পরিসমাপ্তি টেনেছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা শেষ যুগে ইয়া'জূজ-মা'জূজের অধার্মিকতা ও বিপর্যয় রোধ করার লক্ষ্যে একজন দ্বিতীয় যুলকারনাইনের আবির্ভাব ঘটাবেন। তিনি তৎকালীন মুসলমানদের ইয়া'জূজ-মা'জূজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। এই দ্বিতীয় যুলকারনাইন হচ্ছেন আহ্‌মদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর (সাঃ) পূর্ণ অনুগত অনুসারী।

সূরা কাহ্‌ফ যেহেতু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূরা, তাই প্রসঙ্গত এর বিষয়বস্তুর আরো কতিপয় দিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলোতে যে বক্রতা ঢুকে পড়েছে তা দূর করা যায়। এটা তাদের জন্য এক ভীষণ শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যারা বলে, আল্লাহ্‌ পুত্র গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত লোক ইসলামকে ঘৃণা করে এবং তাদের প্রারম্ভ এবং বর্তমান অবস্থা এক নয়। শুরুতে তারা খুবই দুর্বল ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি কৃপা করেন, তাদেরকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন এবং উন্নতি ও স্বচ্ছলতা লাভের পর তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অপরকে উপাস্য বলে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌মুখী না হয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এথেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের গৌরব ও প্রতিপত্তির সময় যেন আল্লাহ্‌কে ভুলে না যায়, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র ইবাদতে তারা যেন শিথিল হয়ে না পড়ে। তারা যেন পার্থিব সম্পদ, সুখসম্ভোগ এবং আরামআয়েশের প্রতি অধিক মাত্রায় লালায়িত না হয়। খৃষ্টান জাতির পার্থিব ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা অন্য দিকে মুসলমানদের দীনহীন অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র দুব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ধনী, অন্য জন দরিদ্র। ধনী লোকের দৃষ্টান্ত খৃষ্টান জাতি যারা তাদের ধনসম্পদের জন্য গর্বিত, কিন্তু গরীব লোক অর্থাৎ মুসলমান জাতি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে দেখা গেল, ধনী লোকটির উদ্যান একদিন সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র কোপে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তখন দেখা গেল, তার আর পূর্বের গৌরব নেই এবং সে নিজেই আফসোস আর ঘাট্‌তির মধ্যে আহাজারি করছে। এই পরিবর্তন কোন মানবীয় শক্তিতে নয়, বরং আল্লাহ্‌ কর্তৃক সম্পন্ন হবে। সূরাটিতে হযরত মূসা (আঃ) এর কাশ্‌ফে প্রদর্শিত একাধিক বিষয়ের রূপক বর্ণনায় বুঝানো হয়েছে যে মূসায়ী শরীয়তের জ্ঞান, শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতি পরবর্তী শরীয়তের জ্ঞান ও শিক্ষার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই পরবর্তী শরীয়ত 'ইসলাম' যার মাধ্যমে মূসায়ী শরীয়তের অপূর্ণ শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে এবং তা অধঃপতিত এবং ক্ষয়িষ্ণু খৃষ্টান জাতির ভস্মস্তূপ হতে বিজয়ীর বেশে উত্থিত হবে। খৃষ্টান জাতির উত্থানপতন এবং মুসলমানদের পুনর্জাগরণের এই ইঙ্গিত প্রদানের পর সূরাটিতে মুসলমানদের সাফল্য ও তৎপরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এক সময় আসবে যখন মুসলমানরা সত্যিকার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং শুধুমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার পিছনে সার্বিকভাবে ধাবিত হবে। তাদের তৎকালীন হীন অবস্থার শাস্তি প্রদানার্থে আল্লাহ্‌ তাআলা পুনরায় খৃষ্টান জাতিকে সাফল্য ও অগ্রগতি দান করবেন, যারা কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলসমূহে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত ছিল। সেই সময় পৃথিবীতে এক মহা বিপর্যয় উপস্থিত হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। পাপ এবং অনাচারে পৃথিবী ছেয়ে যাবে এবং অন্যায় ও বিদ্রোহ দ্রুত বর্ধিত হবে। অবস্থা যখন এইরূপ চরমে পৌঁছবে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যার ফলে এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ শুভ পরিণতির দিকে মোড় নিবে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, সেই সব লোক যারা তখন ইয়া'জূজ-মা'জূজ এর বিপ্লব প্রতিরোধ করে আল্লাহ্‌র যমীনে শান্তি স্থাপন করবেন তারা হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খাঁটি অনুসারী (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারীর ১৪৭৪-১৪৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
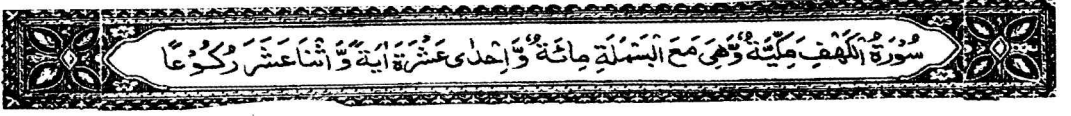
সূরা আল্ কাহ্ফ-১৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

★ ২। [খ]সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তার বা এর মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি।★

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰی عَبۡدِہِ الۡکِتٰبَ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡ لَّہٗ عِوَجًا ؕ②

৩। (তিনি তাকে বা এটিকে) তত্ত্বাবধায়করূপে[১৬৬২] (অবতীর্ণ করেছেন) যেন [গ]সে বা এটি তাঁর পক্ষ থেকে (মানুষকে) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদের সুসংবাদ দেয়। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এক উত্তম প্রতিদান।

قَیِّمًا لِّیُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡہُ وَ یُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا ③

৪। তারা এ (প্রতিদানের স্থানে) চিরকাল থাকবে।

مّٰکِثِیۡنَ فِیۡہِ اَبَدًا ④

৫। আর সে যেন তাদের সতর্ক করে [ঘ]যারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন[১৬৬৩]।'

وَّ یُنۡذِرَ الَّذِیۡنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا ⑤

৬। এ বিষয়ে তাদের [ঙ]কোন জ্ঞানই নেই এবং তাদের পূর্ব পূরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে যা বের হচ্ছে তা এক [চ]বড় (ভয়ঙ্কর) কথা। তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলছে না।

مَا لَہُمۡ بِہٖ مِنۡ عِلۡمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِہِمۡ ؕ کَبُرَتۡ کَلِمَۃً تَخۡرُجُ مِنۡ اَفۡوَاہِہِمۡ ؕ اِنۡ یَّقُوۡلُوۡنَ اِلَّا کَذِبًا ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৫ঃ২; ৫৭ঃ১০ গ. ১৭ঃ১০, ১১ ঘ. ১৭ঃ১১২; ১৯ঃ৩৬; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩৯ঃ৫; ৭২ঃ৪ ঙ. ২২ঃ৭২; ৪০ঃ৪৩ চ. ১৯ঃ১৯, ৯২।

★['লাহূ' এর 'হূ' সর্বনামটি এ কিতাবের বাহক আল্লাহ্‌র দাস মহানবী (সা:) আর এ কিতাব (কুরআন) উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এমন কোন সর্বনামের মাধ্যমে 'লাহূ' শব্দটির অনুবাদ করা যায় না যা উভয়ের ক্ষেত্রে একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। 'আল্লাহ্ এর মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি'—এরূপ অনুবাদ করলে মহানবী (সা:) উক্ত বিশেষত্ব থেকে বাদ পড়ে যান। আবার 'তিনি তার মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি'—এরূপ অনুবাদ করা হলে 'এ কিতাব' উক্ত বিশেষত্ব থেকে বাদ পড়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানে আয়াতটির এভাবে অনুবাদ করা হলো (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৬৬২। 'কায়য়েম' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়করূপে পবিত্র কুরআন দ্বৈত কর্তব্য পালন করে। এটা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে সেগুলোর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ভুলভ্রান্তিসমূহ সংশোধন করে এবং এটা ভবিষ্যত মানবজাতির উপরও তত্ত্বাবধায়করূপে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ এটা তাদের আত্মিক পরিচর্যার ব্যবস্থাও নিজের উপর ন্যস্ত করে এবং পরিচালিত করে সেই পথে যা মানব জীবনের সর্বোচ্চ ও মহোত্তম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার স্তরে পৌঁছে দেয়।

১৬৬৩। কুরআন মজীদকে প্রথমে সতর্কবাণী উচ্চারণকারী, তৎপর সুসংবাদদানকারীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত-৩) এবং পরে পুনর্বার বর্তমান আয়াতে, 'সে যেন তাদের সতর্ক করে' বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে দুবার সাবধান করা হয়েছে এবং দু' সতর্কবাণীর মধ্যখানে বিশ্বাসী বা মু'মিনদের শুভ সংবাদ দান করা হয়েছে। এই দ্বিভাগবিশিষ্ট সতর্কবাণীর মধ্যভাগে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদের ভিতরে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে ঃ (ক) মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পরাজয় এবং ধ্বংস, (খ) শক্তি ও গৌরবের সাথে মুসলমানের বিস্ময়কর উত্থান, এবং (গ) যশ ও গৌরবের বিলুপ্তির পর সেই জাতিসমূহের জন্য শাস্তি অবধারিত, যারা বলে 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন।'

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

৭। অতএব তারা এ (মর্যাদাপূর্ণ) বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে তুমি কি তাদের জন্য দুঃখ করে নিজেকে ক.বিনাশ করে[১৬৬৪] ফেলবে?

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৮। পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আমরা নিশ্চয় এর (অধিবাসীদের) জন্য সৌন্দর্যরূপে[১৬৬৫] সৃষ্টি করেছি খ.যাতে করে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখি তাদের মাঝে কর্মে কে সবচেয়ে উত্তম।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

৯। গ.আর এ (পৃথিবীতে) যা-ই রয়েছে নিশ্চয় আমরা তা (ধ্বংস করে) এটিকে (একদিন) বিরান ভূমিতে পরিণত করবো[১৬৬৬]।

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

১০। তুমি কি মনে কর, আমাদের নিদর্শনাবলীর মাঝে গুহাবাসীরা[১৬৬৬-ক] এবং শিলালিপির লেখকরা এক অদ্ভুত নিদর্শন[১৬৬৭] ছিল?★

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৪ খ. ৫ঃ৪৯; ৬ঃ১৬৬; ১১ঃ৮; ৬৭ঃ৩ গ. ১৮ঃ৪১।

১৬৬৪। 'বা-খেউন' (সকর্মক ক্রিয়া বিশেষ) 'বাখাআ' থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ, সে যথোপযুক্তভাবে এটা করলো। নিজের জাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য নবী করীম (সাঃ) এর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার একটি জোরালো প্রমাণ এই আয়াত। তারা যে ঐশীবাণী ও শিক্ষার বিরোধিতা করেছে এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছে সে জন্য তাঁর মর্মবেদনা তাঁকে প্রায় মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলার নবী ও রসূলগণ পরম স্নেহময়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষিনী মায়ের ন্যায় মানবের প্রতি অশেষ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁরা মানবজাতির জন্য নিদারুণ দুঃখ পান এবং আকুল ক্রন্দন করেন এবং মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ, যাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ নিদারুণ কষ্ট পেয়ে থাকেন, তারাই আল্লাহ্‌র নবীগণকে নির্যাতন, উৎপীড়ন করে এবং হত্যারও ষড়যন্ত্র করে থাকে।

১৬৬৫। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট অগণিত বস্তুসমূহের মধ্যে একটিও এমন নেই যার বিশেষ ব্যবহার বা কার্যকারিতা নেই অথবা যার কোন উপকারিতা নেই। সকল সৃষ্ট বস্তুই মানবজীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সর্বদাই তারা যেন এই আয়াতের সরল শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত মহান সত্যকে মনে রাখে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত মহান তত্ত্ব আবিষ্কারে গভীর গবেষণায় তাদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করে এবং এর (প্রকৃতির) উপাদান এবং উৎসের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে গবেষণা করে।

১৬৬৬। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত রয়েছে যে পাশ্চাত্যের খৃষ্টানজাতিগুলো অর্থসম্পদ, ক্ষমতা ও রাজ্য অর্জনের পর এবং বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বারা আল্লাহ্‌র যমীনকে কুরআন ও হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী এবং বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নবী-রসূলগণের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। ফলে সুদূর বিস্তৃত চরম দুর্দশাপূর্ণ বিপদাবলী পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং তাদের (খৃষ্টান জাতিগুলোর) উন্নতির অগ্রযাত্রা এবং তাদের সকল সৃষ্টি ও কর্ম, তাদের অত্যুচ্চ ইমারতসমূহ, তাদের দেশ এবং তাদের সমস্ত গৌরব, আত্মম্ভরিতা এবং সকল জাঁকজমক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৬৬৬-ক। 'আসহাবুল কাহ্ফ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে, যেমন– 'গুহাবাসী জাতি, 'পর্বত-গুহার লোক সকল', 'গুহার সঙ্গী বা সাথী', 'গুহার অধিকারী' এবং 'গুহার অধিবাসীগণ।'

১৬৬৭। এই আয়াত ঘোষণা করেছে যে গুহার অধিবাসীবৃন্দ কোন আশ্চর্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের সম্পর্কে এমন কিছুই ছিল না যাকে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তাদেরকে কেন্দ্র করে অনেক উদ্ভট কাহিনী রচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে "সেভেন স্লিপার্স" যা মিঃ গিবন প্রণীত "ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার" পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা গুহাবাসী সম্বন্ধে রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যোগান দেয়। গিবন লিখেছেন "যখন সম্রাট ডিসিয়াস খৃষ্টানদেরকে নির্যাতন করেছিল এফিসাসের সাত জন অভিজাত যুবক নিকটস্থ এক প্রশস্ত গভীর গিরিগুহাতে আত্মগোপন করেছিল। সেখানেই তারা যালেম কর্তৃক মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে হুকুম দিয়েছিল , গিরিগুহার প্রবেশ পথটি বিশাল পাথরের স্তূপ দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হোক। এটা এখন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানদের আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসের কারণে পৌত্তলিক রোমান সম্রাটদের হাতে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এই অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল কুখ্যাত রোম সম্রাট 'নীরু'র রাজত্বকালে, যার সম্বন্ধে কথিত আছে, সে রোম শহর আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সভ্যতার এবং জ্ঞানের পাদপীঠ রোম শহরে যখন আগুন জ্বলছিল নীরু তখন বাঁশি

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১। কয়েকজন যুবক যখন প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমারই কাছ থেকে আমাদেরকে (বিশেষ) কৃপা দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও'।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑪

★ ১২। অতএব আমরা কয়েক বছরের[১৬৬৮] জন্য তাদেরকে সেই প্রশস্ত গুহায় (বাইরের জগতের খবর) শুনা থেকে নিবৃত্ত রাখলাম।★

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ⑫

বাজাচ্ছিল। এই যুলুম ও নিপীড়ন সাময়িক বিরতির পর পর চলছিল। প্রায় চল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত অবকাশের পর এই নির্যাতন প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় নতুন করে পূর্ণোদমে শুরু হয়েছিল সম্রাট ডিসিয়াসের আমলে। সে প্রাচীন রোমের ধর্মীয় অনুশাসন পুনঃ স্থাপন করতে চেয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিতভাবে খৃষ্টানদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস বা নির্মূল করা আরম্ভ করেছিল। বিশেষত ৩০৩ খৃষ্টাব্দে ডাইওক্লিশিয়ানের (Diocletian) অনুশাসন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই অনুশাসনের বলে সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে খৃষ্টান উপাসনালয়গুলো (গির্জাসমূহ) ভেঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাদের পবিত্র কিতাবাদি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, গির্জার সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং খৃষ্টানদেরকে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় বহিষ্কার করা হয়েছিল (গিবনস্ রোমান এমপায়ার, এনসাইক্লো ব্রিট এন্ড স্টোরি অব রোম)। এই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতনের অসহায় শিকার খৃষ্টানরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য রোমের ভূগর্ভস্থিত সমাধিগুলোতে আত্মগোপন করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা ক্যাটাকম্বগুলোকে বিস্ময়করভাবে উপযোগী করে নিয়েছিল, বিভিন্নমুখী রাস্তার গোলক ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করেছিল এবং নানা স্থানে অসংখ্য ছোট ছোট কুঠরী লুকিয়ে থাকার স্থান তৈরি করে রেখেছিল যাতে অন্ধকারে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাদের অবস্থান ঠাহর করতে না পারে। ক্যাটাকম্বগুলোর সমাধিশিলাতে উৎকীর্ণ শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিক খৃষ্টানরা অবিচল একেশ্বরবাদী ছিল। শিলালিপিগুলোতে হযরত ঈসা (আঃ)কে একজন মেষপালক অথবা আল্লাহ্র পয়গম্বররূপে এবং তাঁর মাতা মরিয়মকে মাত্র একজন ধার্মিক স্ত্রীলোকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এও দৃষ্টিগোচর হয় যে খৃষ্টানরা 'ক্যাটাকম্বে' আশ্রয় নিয়েছিল তারা প্রবেশ পথের মুখে কুকুর রাখতো যেন সেগুলো আগন্তুকের আগমন বার্তা চিৎকার করে ঘোষণা করতে পারে। এরূপে গুহার অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানজাতির ইতিহাস তুলে ধরে এবং প্রমাণ করে, তৌহীদে বিশ্বাসের কারণে তারা কীরূপ অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করেছিল। ১৮ আয়াতে উল্লেখিত গিরিগুহার অবস্থান ও বিবরণ গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের। এটি অন্যান্য স্থানের গিরিগুহার তুলনায় রোমের ক্যাটাকম্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে, বিস্তারিতভাবে এবং যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য।

গুহাবাসীদের ঘটনা অ্যারিম্যথিয়া যোসেফ এবং তার সঙ্গীগণ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। মালমেসবারির উইলিয়ামের মতে সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক যোসেফ বৃটেনে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সমারসেট শায়ারে ছোট একটি দ্বীপ তাকে দেয়া হয়েছিল। সেখানে ক্ষুদ্র ডালপালা দিয়ে তিনি বৃটেনের প্রথম খৃষ্টান গির্জা তৈরি করেন, যা পরবর্তী সময়ে গ্লাসটনবারী মঠরূপে পরিণত হয়। অন্য এক বিবরণ মতে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করে যোসেফ ৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে পৌঁছেন। লোক-কাহিনী অনুযায়ী গ্লাসটনবারী (Glastonbury) এর প্রথম গির্জা (ডালপালা দ্বারা তৈরি দেয়াল ও ছাদের গৃহ) সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক গাউল (Gaul) হতে বৃটেনে প্রেরিত খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের নেতা এরিম্যাথিয়া (Arimathaea) যোসেফ নির্মাণ করেছিলেন (এনসাইক ব্রিট, ১০ম ও ১৩শ সংস্করণ, 'যোশেফ অব এরিম্যাথিয়া' এবং 'গ্লাসটনবারী' অধ্যায়)। সর্বশেষ তত্ত্ব মতে, যা 'ডেড সী স্ক্রল' বা মৃত সাগরে প্রাপ্ত, যেখানে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা আশ্রয় নিয়েছিল এবং যেখানে তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল– তা মৃত সাগরের নিকটবর্তী উপত্যকার গুহাগুলোকে নির্দিষ্ট করে।

'গুহা' এবং ' ফলক শিলালিপি' খৃষ্টীয় বিশ্বাসের দুটি বিশিষ্ট প্রতিরূপ প্রকাশ করে, অর্থাৎ আত্মত্যাগ এবং পার্থিব জগত থেকে প্রত্যাহারকে ধর্মরূপে গ্রহণ করার পর থেকে খৃষ্টধর্ম যাত্রা শুরু করেছিল এবং পরিণামে সমাপ্তি টেনেছে পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ধর্মরূপে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারীও দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৪৮৬-১৪৯০)।

★['আসহাবুর রকীম' এর অর্থ হলো 'শিলালিপির লেখকরা'। এরা তাদের গুহায় গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছেড়ে এসেছিল। এ বিষয়ে বর্তমান যুগে ইউরোপবাসীরা অনেক গবেষণা করেছে। এ আয়াতটিতে এক অলৌকিকতা রয়েছে। মহানবী (সা:) গুহাবাসীদের সম্পর্কে হয়ত জানতেন। কিন্তু শিলালিপির লেখক এ কথা বলা একমাত্র অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা না জানালে মহানবী (সা:) এর পক্ষে এ বিষয়টি জানা কখনো সম্ভব ছিল না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৬৬৮। আরবী বাক্য 'যারাবা আলা উযনিহী' অর্থ সে তাকে শ্রবণ করতে বাধা দিয়েছিল। কুরআনের বাক্য "অতএব আমরা কয়েক বছরের জন্য তাদেরকে সেই প্রশস্ত গুহায় (বাইরের জগতের খবর) শুনা থেকে নিবৃত্ত রাখলাম" এর অর্থ এরূপও হয়, 'কোন শব্দ তাদের কানে প্রবেশ করতে না দিয়ে যাতে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ হতে পারতো তাদেরকে আমরা নিদ্রিত রেখেছিলাম, (লেইন)। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ 'কোন শব্দ তাদের কানে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলাম বা কানে প্রবেশ করতে দেইনি, অর্থাৎ বহুকালব্যাপী তারা বহির্জগতের ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছিল এবং সেখানে কি ঘটেছিল কিছুই জানতো না বা শুনতো না।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٣﴾

১
[১৩]
১৩

১৩। এরপর আমরা তাদের উত্থিত করলাম যাতে কতকাল তারা (সেখানে) ছিল এ বিষয়ে উভয় দলের[১৬৬৯] মাঝে কারা বেশি সঠিক হিসাব রেখেছে তা আমরা জানতে পারি।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٤﴾

১৪। আমরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমরা হেদায়াতে ক.তাদের অগ্রগামী করলাম[১৬৭০]।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ﴿١٥﴾

১৫। আর তারা যখন (সংকল্পবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেল (তখন) আমরা তাদের হৃদয়কে দৃঢ়[১৬৭১] করে দিলাম। এরপর তারা বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালকতো আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে কখনো উপাস্যরূপে ডাকবো না। (এমনটি করলে) নিশ্চয় আমরা মারাত্মক এক অসঙ্গত কথা বলবো'।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ۗ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٦﴾

১৬। এরাই হলো আমাদের জাতি যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে[১৬৭২]। এরা কেন তাদের পক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব গ.যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে?

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩; ৪৭ঃ১৮ খ. ২১ঃ২৫; ২৫ঃ৪ গ. ১৪৫ঃ৭; ৭ঃ৩৮; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯।

★ [এখানে 'সিনীন' দ্বারা ৯ বছর বুঝায়। কেননা এটা 'সানাতুন' এর 'জমা কিল্লাত' (বহুবচন)। এটা ৩ থেকে ৯ সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের গুহায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার কাল ৩শ' বছর থেকে কিছুটা বেশি, তথাপি কার্যত তারা ৯ বছরের বেশি সময় গুহায় থাকেনি। কেননা ৩শ' বছরের বিভিন্ন সময় যখন বিরুদ্ধাচরণ কম করা হতো তখন তারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসতো। (হযরত খলীফতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৬৯। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা দুদলে বিভক্ত হয়েছিল ঃ (ক) যারা মনোভাব গোপন করা বা কপট আচরণের মাধ্যমে ভিন্ন অবস্থার ভান করা পছন্দ করতো না এবং কুফরী ও পৌত্তলিকার প্রতি আপোষহীন ছিল। তারা ঈমানের জন্য ধৈর্য এবং বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার সাথে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এবং একই পর্বত-গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, (খ) যারা বিচক্ষণতাকে সাহসিকতার চেয়ে শ্রেয় ও শুভ মনে করে তাদের ঈমানকে গোপন করেছিল এবং অত্যাচার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছিল। 'দুই দল' 'যালেম ও মযলুম' (অত্যাচারী ও অত্যাচারিত) এর প্রতিও ইশারা করতে পারে।

১৬৭০। এই আয়াত ব্যক্ত করছে, রসূল করীম (সাঃ) এর সময়ে গুহা বাসীদের সম্বন্ধে বহু কল্পনাসৃষ্ট উদ্ভট কাহিনী প্রচলিত ছিল। যাহোক তাদের সম্পর্কে আসল সত্য হলো, তারা (গুহার অধিবাসী) সচ্চরিত্র তরুণ ছিলেন, তারা তাদের প্রভুর খাতিরে জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখেছিলেন। যুলুম-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তাদের ঈমান দৃঢ়ভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৬৭১। যদিও তাদের জাতির লোকেরা তাদের বিরোধী ছিল এবং নির্মমভাবে তাদেরকে নির্যাতন করেছিল, তথাপি তারা আসহাবে কাহ্‌ফকে (গুহাবাসীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করে বশে এনে ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে পারেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের হৃদয়কে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে করেছিলেন অটল বিশ্বাসী।

১৬৭২। আসহাবে কাহ্‌ফের জাতির অন্যান্য লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। রোমবাসীরাও তা-ই ছিল।

১৭। 'আর তোমরা যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা যাদের উপাসনা করে (তাদের) পরিহার করেছ সেক্ষেত্রে তোমরা (এখন) আশ্রয় নেয়ার জন্য এ প্রশস্ত গুহার দিকে চলে যাও[১৬৭৩]। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর করুণার (কোন এক পথ) খুলে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ করে দিবেন।'

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗاۤ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۷﴾

★ ১৮। আর তুমি সূর্যকে যখন উঠতে দেখ তখন (তা) তাদের গুহা অতিক্রম করে ডান দিকে সরে যায় এবং যখন তা ডুবে যায় তখন (তা) তাদেরকে অতিক্রম করে বাম দিকে সরে যায়। তারা এর মাঝখানে এক প্রশস্ত জায়গায় ছিল[১৬৭৪]। এ হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। *আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী বন্ধু খুঁজে পাবে না।

২ [৫] ১৪

وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۸﴾

১৯। আর তারা জেগে আছে বলে তুমি মনে করছ, অথচ তারা ঘুমিয়ে আছে[১৬৭৫]।★ আর আমরা তাদেরকে ডানদিকেও

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّ

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৭৯; ১৭ঃ৯৮; ৩৯ঃ৩৭-৩৮।

১৬৭৩। এই আয়াত এই বাস্তব ঘটনাই প্রকাশ করে যে ঐ সকল একেশ্বরবাদী যুবক ছত্রভঙ্গ কিছু ব্যক্তি ছিল না বরং সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ধর্মীয় জামাতের সদস্য ছিল, যারা প্রায়ই গোপনে মিলিত হতো। এই আয়াত ব্যক্ত করে, এই সকল যুবক যখন নিজেদের মধ্যে গুহায় আশ্রয় নেয়ার কথা বলাবলি করতো তখন নির্দিষ্ট কোন গুহা তাদের মনে থাকতো। এই গুহা নির্দয় মালিকদের নিকট থেকে পালিয়ে আসা রোমীয় কৃতদাসগণ কর্তৃক পূর্বে আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। 'আর তোমরা যখন তাদেরকে পরিহার করেছ' ব্যক্ত করে যে তারা পূর্বেই কঠোর সামাজিক বয়কটের শিকার হয়েছিল এবং তারা তাদের গোত্র হতে পৃথকভাবে ঈমান এনেছিল যারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বাস করেছিল।

১৬৭৪। এ স্থলে উক্ত গুহার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে তা উত্তর-পশ্চিমমুখী ছিল। কারণ সূর্য প্রদক্ষিণের পথ অর্থাৎ সূর্য কিরণ পতিত হওয়ার স্থান গুহার ডানদিকে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তা গুহার বাম দিকে তখনই হতে পারে যখন গুহার মুখ উত্তর দিকে হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, গুহাটি এক সমতল স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল 'যা প্রশস্ত জায়গা' শব্দগুলো দ্বারা ব্যক্ত হচ্ছে। রোমে আজও বিদ্যমান 'ক্যাটাকম্বস' এই মতকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে। এগুলো এক বিশাল অঞ্চল পরিবেষ্টন করে আছে যা ৮৭০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা বলে অনুমান করা হয় (এনসাইক, ব্রিট)। এও অনুমান করা হয় যে ক্যাটাকম্বগুলোতে খুব কম আলো প্রবেশ করতো। এ গুহাকে এমনভাবে প্রশস্ত করা হয়েছিল যাতে তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সেন্ট জেরোমি ক্যাটাকম্বস পরিদর্শন ও পরীক্ষা করার পর বলেন, "এই গুলো এত অন্ধকার যে মনে হয় নবীর কথা (গীত সংহীতা-৫৫ঃ১৫) পূর্ণ হয়ে গেছে, যথা- "তারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক।" কখনো কখনো মাত্র সাময়িকভাবে বিষাদ ও হতাশার আতঙ্কের তীব্রতা হ্রাস করার মতো আলো প্রবেশ করতো, তাও জানালার মধ্য দিয়ে নয়, ছিদ্র দিয়ে" (এনসাইক, ব্রিট, ১১শ সংস্করণ)।

১৬৭৫। মহানবী (সাঃ) এর সময়ের মুসলমানদেরকে পূর্বেই সতর্ক করা হয়েছিল, উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান জাতিগুলো সুপ্তাবস্থায় নিষ্ক্রিয় রয়েছে, কিন্তু শীঘ্রই শত শত বর্ষের গভীর নিদ্রা থেকে তারা জেগে উঠবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীকে তাদের শাসনের প্রভাবাধীনে আনবে।

★['আর তারা জেগে আছে বলে তুমি মনে করছ, অথচ তারা ঘুমিয়ে আছে'-কুরআনের অনেক ব্যাখ্যাকারী এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন বাহ্যিক ঘুম। এ অর্থ সঠিক নয়। এর অর্থ হলো, তারা বাইরের জগতের কোন খবরাখবর সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। যেন এ সময়টি তাদের জন্য ঘুমের সময় ছিল। বাহ্যিকভাবে ঘুমিয়ে থাকা যদি এর অর্থ হতো তাহলে একথা বলা হতো না, তুমি তাদেরকে দেখলে ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে দেখলে কেউ ভীত হয় না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٩﴾

ফিরাবো এবং বামদিকেও ফিরাবো[১৬৭৫-ক]। আর দোরগোড়ায় তাদের কুকুর সামনের পা দুটি ছড়িয়ে রেখেছে[১৬৭৬]। তুমি যদি তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হও তাহলে নিশ্চয় তুমি পিঠ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে পালাবে এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে[১৬৭৭]।

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০। আর এভাবেই (অসহায় অবস্থা থেকে) আমরা তাদেরকে উত্থিত করলাম। এতে তারা (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো (এবং) তাদের মাঝে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা (এখানে) কতকাল ছিলে?' (তখন) তারা বললো, "[ক]আমরাতো একদিন বা এর একাংশ (এখানে) ছিলাম।' তারা (অর্থাৎ অন্যেরা) বললো, 'তোমরা[১৬৭৮] কতদিন ছিলে তা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের একজনকে তোমাদের এ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে শহরের দিকে পাঠাও[১৬৭৯]। এরপর সে দেখবে সবচেয়ে ভালো খাদ্য সামগ্রী কোন্‌টি[১৬৮০]? তখন তা থেকে সে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসবে এবং বিচক্ষণতার সাথে তাদের গোপন বিষয়াবলী জেনে নিবে। কিন্তু সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করে[১৬৮১]।

দেখুন ঃ ক.২ঃ২৬০; ২৩ঃ১১৩-১১৪।

১৬৭৫-ক। 'আমরা তাদেরকে ডানদিকেও ফিরাবো এবং বামদিকেও ফিরাবো' এই বাক্য ইঙ্গিত করছে যে তারা পণ্যদ্রব্যের চাহিদার নতুন নতুন বাজারের সন্ধানে এবং নব নব বিজয় বলে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

১৬৭৬। 'দোরগোড়ায় তাদের কুকুর সামনের পা দুটি ছড়িয়ে রেখেছে' এই কথা দ্বারা জানা যায় যে আসহাবে কাহফের খৃষ্টানরা পাহারার জন্য কুকুর পুষতো এবং এ থেকেই খৃষ্টান জাতির মধ্যে কুকুর পোষার প্রবণতা চলে এসেছে। এই শব্দগুলোর দ্বারা পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের কুকরাসক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়াও সেই সময়ের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়, যারা তখন মর্মর সাগরের (Sea of Mormora) উভয় তীরে পাহারা বসিয়ে ইউরোপের উপর নজর রাখতো এবং তা (সাগর) দেখতে সামনের পা দুটি দুদিকে প্রসারিত পাহারাদার কুকুরের মতোই।

১৬৭৭। এই শব্দগুলো সেই সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যখন পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করবে। কুরআন মজীদ বহু শত বছর পূর্বেই এই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যখন খৃষ্টান জাতিগুলো বহু শতাব্দীকালব্যাপী গভীর নিদ্রাভিভূত ছিল এবং তা অলীক কল্পনাতে আসাও অসম্ভব ছিল যে পরবর্তীকালে তারা এরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে। এই আয়াত পূর্ব এবং দক্ষিণের দেশগুলোর উপর পশ্চিমা জাতিসমূহের স্বৈরশাসনের বৈশিষ্ট্যমূলক চিত্র অঙ্কন করেছে, তাদের স্বতন্ত্র জীবনযাপন এবং ভয় ও আতঙ্ক যা এতদঞ্চলের লোকের মনে সঞ্চারিত করেছে– তারই দৃশ্য অঙ্কন করেছে।

১৬৭৮। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পরবর্তী অবস্থার দিকে এই আয়াত নির্দেশ করেছে বলে মনে হয়। 'আমরা তাদেরকে (অসহায় অবস্থা থেকে) উত্থিত করলাম' শব্দগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করছে যা এই জাতিসমূহের ভাগ্যে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ছিল। 'তাদের মাঝে একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমরা (এখানে) কতকাল ছিলে?' এই বাক্য ব্যক্ত করছে, খৃষ্টান জাতিগুলো সচেতন হয়ে অনুভব করতে আরম্ভ করবে যে নিজেদেরকে কর্মতৎপর করার এবং আলস্য ত্যাগ করার সময় এটাই। এই জাগরণ এসেছিল ক্রুসেডের সময়ে যখন ইংল্যান্ড, ফরাসী এবং জার্মানের নৃপতিগণ একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হলো এবং সমস্ত ইউরোপ একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি জবর দখল করার জন্য আক্রমণ করলো। আরবী ভাষার বাগ্‌ধারা অনুযায়ী তারা বললো, 'আমরা একদিন বা এর একাংশ (এখানে) ছিলাম' বাক্যটি অনির্দিষ্ট সময়কে বুঝায়। অন্যত্র কুরআন করীম (২০ঃ১০৩-১০৪) পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলোর নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় থাকার যুগকে ১০০০ (এক হাজার) বছর বলে নির্দিষ্ট করেছে। ২০ঃ১০৩ ঃ১০৪ আয়াতে "দশ দিন" শব্দদ্বয় দ্বারা দশ শতাব্দী এবং নীল চক্ষুবিশিষ্ট শব্দ দ্বারা পাশ্চাত্যের অধিবাসী বুঝায়, যারা সাধারণত নীল চক্ষুবিশিষ্টই। এটা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে প্রাচ্যের দেশসমূহে বৃটিশ শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (মার্চ অব ম্যান)। এই সময়টা মোটামুটিভাবে মহানবী (সাঃ) এর পরবর্তী এক হাজার বছর।

১৬৭৯। গুহাবাসীরা যখন দেখলো, তাদের বিরুদ্ধে যুলুম-অত্যাচার প্রশমিত হয়ে এসেছে তখন তারা তাদের একজনকে কিছু পুরান মুদ্রাসহ খাদ্য সংগ্রহ করতে এবং পরিস্থিতি কেমন তা জানতে শহরে পাঠিয়ে দিল। 'তাআম' এমন খাদ্যদ্রব্য বুঝায়, যেমন গম, বার্লি, জোয়ার, খেজুর ইত্যাদি (লেইন)। এটা পৃথিবীর সর্বত্র পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বাণিজ্যিক অভিযানের প্রতিও ইশারা করে।

১৬৮০ ও ১৬৮১ টীকা ত্রয় অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢١﴾

★ ২১। কেননা তারা যদি তোমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হ'তে পারবে না[১৬৮২]।

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢٢﴾

★ ২২। আর এভাবেই আমরা তাদের সম্পর্কে (মানুষকে) জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জেনে যায় [ক]আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর নিশ্চয় [খ]প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর (স্মরণ কর) তারা যখন নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল তখন তাদের (মাঝে কোন কোন লোক) বললো, 'তাদের ওপর একটি দালান নির্মাণ কর★। তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ভালো করেই জানেন। যারা নিজেদের যুক্তিতর্কে জিতে গেল তারা বললো, 'আমরা অবশ্যই তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো[১৬৮৩]।'

দেখুন ঃ ক. ৩১ঃ৩৪; ৩৫ঃ৬ খ. ১৫ঃ৮৬; ২০ঃ১৬; ২২ঃ৮।

১৬৮০। বাণিজ্যিক আচরণে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের এক বিশেষ রূপ রয়েছে। "বিচক্ষণতার সাথে তাদের গোপন বিষয়াবলী জানার" কথাগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এর অর্থ এরূপও হয়, 'সে যেন নম্র ও ভদ্র হয়।'

১৬৮১। 'সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করে', বাক্যটি প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের ধীরে সুস্থে ও সতর্কভাবে আধিপত্য বিস্তারের দিকে ইঙ্গিত করে।

১৬৮২। এ স্থলে বলা হয়েছে, যাদের নিকট তোমরা বণিক দল প্রেরণ করেছ তারা যদি তোমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে অথবা তাদের দেশে তোমাদের অবস্থান দৃঢ় হওয়ার পূর্বে কোন রাজনৈতিক কলহ বা বাণিজ্যিক মত-বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদেরকে হয় তাদের দেশ ত্যাগ করতে হবে, নয়তো তাদের বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। উভয় অবস্থাতেই তোমরা স্থায়ী অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং তাদের দেশে তোমাদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

★ ['তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো' এর অর্থ হলো তাদের গুহায় একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবো। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৮৩। 'আমরা অবশ্যই তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো' এর মধ্যে গুহাবাসীদের পার্থক্যসূচক এক চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের উত্তরাধিকারী বা পরবর্তী খৃষ্টান জাতিগুলো তাদের অতীত বা মৃত সাধু ব্যক্তিদের স্মরণে চার্চ এবং গির্জা নির্মাণ করবে। এটা আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার, এইরূপ বহু গির্জা ক্যাটাকম্বসে দেখা গেছে।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿۲۳﴾ ع ٣ ١٥

★২৩। তারা অবশ্যই বলবে, 'তারা ছিল তিনজন এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।' তারা না জেনে অনুমান করে বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন এবং ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর।' আর তারা বলবে, 'তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর[১৬৮৪]।' তুমি বল, 'তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত ছিল তা আমার প্রভু-প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন। আর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাদের সম্পর্কে জানে★। কাজেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না এবং তাদের কারো কাছ থেকেই তাদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ো না।'

৩
[৫]
১৫

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿۲۴﴾

২৪। [ক]আর তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনো বলো না, 'আমি নিশ্চয় এটা আগামীকাল করবো'[১৬৮৫]।

اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۲۵﴾

২৫। তবে (এ কথা বলো) আল্লাহ্ যেভাবে চাইবেন। আর তুমি যখন ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বলো, 'আশা করি আমার প্রভু-প্রতিপালক এর চেয়ে অধিক সঠিক বিষয়ের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।'

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿۲۶﴾

২৬। আর তারা তাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশ' বছর অবস্থান করেছিল এবং তারা (এতে আরও) নয় (বছর) বাড়িয়েছিল[১৬৮৬]।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৪০; ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১; ৮১ঃ৩০।

১৬৮৪। মনে হয় ক্যাটকম্বসগুলোর কোন কোন কুঠরীর দেয়ালে খচিত লেখার উপর ভিত্তি করে এই সকল অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক শিলা লিপির লেখা আলাদা বিশেষ পরিবার, দল বা উপদল সম্পর্কিত। গুহাগুলোতে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকের মোট সংখ্যা সর্বদাই অজ্ঞাত। শিলা লিপির লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্বাস্তু বা আশ্রয় প্রার্থী প্রত্যেক দলে একটি কুকুর-সঙ্গী থাকতো।

★ [গুহাবাসীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিন্তু সব স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে তাদের কুকুরেরও উল্লেখ রয়েছে। খৃষ্টান জাতি কুকুর ভালোবাসে। কিন্তু তারা জানে না কেন তারা কুকুর ভালোবাসে। বাইবেলে এর কোন বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় না। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, খৃষ্টানরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ধরে কুকুর ব্যবহার করে আসছে। এজন্য তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু কুকুরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

এদের সংখ্যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলা হয়েছে, 'গুহাবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান কাউকেই দেয়া হয়নি। অতএব এ ব্যাপারে তাদের সাথে ভাসা ভাসা কথা বলো, বিস্তারিত বিতর্কে যেয়ো না'। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৮৫। এই আয়াতের সম্ভাব্য অর্থ হলো, মুসলমানরা তাদের অবক্ষয় এবং অধঃপতনের সময়ে প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার উদ্যম হারিয়ে ফেলবে এবং দিবা-স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিবে এবং তাদের সকল কাজ-কর্ম কেবল ভবিষ্যতের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে এবং নিজেদের ভাগ্যের উন্নতিকল্পে বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই করবে না।

১৬৮৬। যে সময়কালের মধ্যে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা যুলুমের শিকার হয়েছিল এবং গিরি-গুহাতে উদ্বাস্তুরূপে আশ্রয় নিতে এবং অন্যান্য স্থানে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় ৩০৯ বছর ছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্যও এই হিসাব সমর্থন করে। সাধারণ বিশ্বাসমতে খৃষ্টানদের নির্যাতন শুরু হয়েছিল ২৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার সময় থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে (এনসাইক ব্রিট)– প্রায় ৩০৯ বছরের ব্যবধানে। কিন্তু কনস্ট্যান্টাইন ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হননি, বরং ৩০৯ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলেন। সুতরাং ক্রুশের দুর্ঘটনাটি সাধারণ বিশ্বাস মতের ২৮ বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল (ক্রোনোলোজি, বাই আর্ক বিশপ উসার্স এন্ড ডেইলী বাইবেল ইলাসট্রেশন, বাই ডাঃ কিটো)।

★২৭। তুমি বল, 'তারা কতকাল (সেখানে) অবস্থান করেছিল তা আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন[১৬৮৭]।' [ক]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী একমাত্র তাঁরই হাতে[১৬৮৭-ক]। [খ]তিনি কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের কোন বন্ধু নেই। আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকেও অংশীদার হবার অনুমতি দেন না।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৮। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিতাব থেকে তোমার কাছে যা ওহী করা হয় তা তুমি পড়ে শুনাও। [গ]তাঁর কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তুমি তাঁকে ছেড়ে কখনো কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۸﴾

২৯। [ঘ]আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে যুক্ত রাখ, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি চেয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। আর তুমি তাদেরকে পিছনে ফেলে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় এগিয়ে যেয়ো না। আর যার অন্তরকে আমরা আমাদেরকে স্মরণ করা থেকে উদাসীন করে রেখেছি এবং যে হীন বাসনার অনুসরণ করেছে আর যার বিষয়টি সীমা ছাড়িয়ে গেছে তুমি তার আনুগত্য করো না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۹﴾

৩০। আর [ঙ]তুমি বল, 'এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।' [চ]আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদের ঘিরে রেখেছে। আর তারা (পানির জন্য) আকুতি জানালে গলিত তামার ন্যায় পানি দিয়ে তাদের আকুতি পূরণ করা হবে, যা তাদের মুখমন্ডল ঝল্সিয়ে দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۰﴾

৩১। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে (তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার)। [ছ]যারা (নিজেদের) কর্মকে সুন্দর করে তোলে নিশ্চয় আমরা কখনো তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করবো না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۱﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১২৪; ১৬ঃ৭৮; ৩৫ঃ৩৯ খ. ১৯ঃ৩৯; ২৯ঃ৪৬ গ. ৬ঃ৩৫; ১০ঃ৬৫ ঘ. ৬ঃ৫৩; ৭ঃ২০৬ ঙ. ২ঃ২৫৭; ১৬ঃ১০০ চ. ২৫ঃ৩৮; ৪২ঃ৪৬ ছ. ৭ঃ১৭১; ৯ঃ১২০; ১২ঃ৫৭।

১৬৮৭। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অত্যাচারিত হয়েছিল, যথা রোম, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তারা পর্বত গুহা এবং ক্যাটাকম্বগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ক্যাটাকম্বগুলোতে তাদের অবস্থান কোন মজার কাহিনী নয়। এরূপ আশ্রয়ের অবস্থান ও সময় সম্পর্কে সঠিক বিষয়াদি শুধু আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

১৬৮৭-ক। 'তিনি কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা!' এই শব্দগুলোর মর্মার্থ– কত তীক্ষ্ন তাঁর (আল্লাহ্র) দৃষ্টি এবং কত প্রখর তাঁর শ্রবণ শক্তি অথবা তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন।

৩২। [ক]এদেরই জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ রয়েছে। এগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে এদেরকে সোনার কাঁকন পরানো হবে। আর এরা চিকন ও মোটা রেশমের সবুজ পোষাক পরবে। [খ]সেখানে এরা সুসজ্জিত পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসবে[১৬৮৮]। কত উত্তম পুরস্কার এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল!

৪
[৯]
১৬

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۲﴾

৩৩। আর তুমি তাদের কাছে সেই দুব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, যাদের একজনকে আমরা আঙ্গুরের দু'টি বাগান দান করেছিলাম এবং উভয় (বাগানকে) আমরা খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম। আর এ দুটির মাঝে আমরা শস্যক্ষেত বানিয়েছিলাম[১৬৮৯]।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿۳۳﴾

৩৪। বাগান দুটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করতো এবং এতে (অর্থাৎ উৎপাদনে) কিছুই কম করতো না। আর এ দুটির মাঝে আমরা একটি নদী[১৬৯০] প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّ فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿۳۴﴾

৩৫। আর তার (বাগানে) অনেক ফল ধরতো। তাই আলোচনাকালে সে তার সঙ্গীকে (গর্ব করে) বললো, 'তোমার চেয়ে আমি ধনসম্পদে অনেক বেশি প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অনেক বেশি শক্তিশালী[১৬৯০-ক]।

وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۵﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭২; ১৩ঃ২৪; ১৯ঃ৬২; ২০ঃ৭৭; ৩৫ঃ৩৪; ৩৮ঃ৫১; ৬১ঃ১৩; ৯৮ঃ৯ খ. ১৫ঃ৪৮; ৩৬ঃ৫৭; ৮৩ঃ২৪।

১৬৮৮। সোনার কাঁকন রাজপদের প্রতীক। তাই তফসীরাধীন আয়াতের মর্ম হতে পারে, মুসলমানরা বিশাল এবং প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অপরিমিত ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা সোনালী জরি ও বুটিদার সুন্দর রেশমী ভূষণ পরিধান করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তখন পূর্ণ হয়েছিল যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজভাণ্ডার সেই সকল মুসলমানের পদতলে সমর্পিত হয়েছিল যারা এক সময় পশুর মোটা চামড়া ও লোম দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করতো।

১৬৮৯। এই আয়াতে খৃস্টান এবং মুসলমান দুটি জাতির অবস্থা রূপক কাহিনীরূপে বর্ণিত হয়েছে। দুব্যক্তি দুটি জাতিকে উপস্থাপন করেছে এবং 'দুটি বাগান' খৃস্টান জাতিসমূহের দুটি উত্থানকালের প্রতিরূপ বর্ণনা করছে। এই আয়াত চিহ্নিত করে যে খৃস্টান জাতিগুলো তাদের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মধ্যে 'দুবার' প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিতে উত্থিত হবে। প্রথমবার ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার সপ্তদশ খৃস্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইউরোপের খৃস্টান জাতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিল। তারা অভাবনীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন করলো যা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

১৬৯০। 'নদী' শব্দ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যামানাকে নির্দেশ করে, যাঁর মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রকৃত শিক্ষার অংশসমূহ সংরক্ষিত হয়েছিল।

১৬৯০-ক। দরিদ্র এবং ক্ষমতাবিহীন মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্র্য ও পার্থিব উপায়-উপকরণের অভাবের জন্য ক্ষমতাশালী এবং উন্নত খৃস্টান জাতিগুলো উপহাস করবে এবং ঘৃণা করবে।

৩৬। আর সে নিজের প্রতি অন্যায়ে রত থাকা অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, 'এটি কখনো ধ্বংস হবে বলে আমি মনে করি না[১৬৯১]।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٦﴾

৩৭। আর সেই প্রতিশ্রুত (ধ্বংসের) মুহূর্ত কখনো আসবে বলেও আমি মনে করি না। আর আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হলেও আমি নিশ্চয় (সেখানেও) এর চেয়ে উত্তম আবাসস্থল পাব।'

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٧﴾

★৩৮। সে তার সাথে যখন আলোচনা করছিল তার সঙ্গী তাকে বললো, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ [ক]যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর বীর্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন) এবং এরপর তিনি তোমাকে মানুষ আকারে পূর্ণাঙ্গ করেছেন?'

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٨﴾

৩৯। কিন্তু (আমি বলি) [খ]আল্লাহ্‌ই আমার প্রভু-প্রতিপালক। আর আমি কাউকেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করি না।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٩﴾

৪০। আর তুমি তোমার বাগানে যখন প্রবেশ করেছিলে তখন তুমি কেন বললে না, 'আল্লাহ্ যা চাইবেন তা-ই হবে, (কারণ) আল্লাহ্‌র (সহায়তা) ছাড়া কোন শক্তি (অর্জিত) হতে পারে না। যদিও তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে হীন দেখছ,

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٤٠﴾

৪১। [গ]তথাপি এটা সম্ভব আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (বাগান) দান করবেন[১৬৯২] এবং (তোমার) এ (বাগানের) ওপর আকাশ থেকে[১৬৯৩] আগুনের গোলা বর্ষণ করবেন। এর ফলে তা উদ্ভিদশূন্য এক বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৩; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ খ. ১৩ঃ৩৭; ৭২ঃ২১ গ. ৬৮ঃ৩৩।

১৬৯১। পার্থিক উন্নতিতে অহঙ্কারমত্ত হয়ে পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলো অঢেল আরাম এবং বিলাসপূর্ণ জীবনে গা ঢেলে দিবে এবং অতিশয় আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যে এই ভুল ধারণা করবে যে তাদের ক্ষমতা, অগ্রগতি ও উন্নতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে এবং নিরাপত্তা ও আত্ম-প্রসাদের মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অপরাধ বৃত্তি ও পাপাচারে ডুবে যাবে।

১৬৯২। তফসীরাধীন আয়াত এবং ৩৬ ও ৪০নং আয়াতে মাত্র একটি বাগান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কারণ দুটি বাগানের (আয়াত ৩৩) একটি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খৃস্টানদের অহঙ্কারের সেই বাগানটি হচ্ছে তাদের বর্তমান উন্নতি এবং শক্তি– যা ইসলামের আবির্ভাবের পরে তারা লাভ করেছিল।

১৬৯৩। 'আকাশ থেকে আগুনের গোলা' এই মর্ম ব্যক্ত করে যে পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলোর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেয়া বা সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করা কোন জাগতিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যা তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। এই সেই ইয়া'জূজ ও মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) এর দুর্দম ও দুর্নিবার শক্তি যা খৃষ্টধর্মের পার্থিব গৌরব প্রকাশ করে, যার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে কোন শক্তি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না (মুসলিম, বাবুদ্‌দাজ্জাল)।

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝٤٢

৪২। অথবা এর পানির (স্তর) অনেক নিচে নেমে[১৬৯৪] যাবে। এরপর তুমি কখনো তা (ওপরে টেনে তোলার) ক্ষমতা রাখবে না।

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ۝٤٣

৪৩। [ক]আর এর (সব) ফল ধ্বংস করে দেয়া হলো। আর এ (বাগান) মাচাসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রইলো[১৬৯৫]। তখন সে এতে যা খরচ করেছিল সেজন্য (আক্ষেপ করে) নিজের দুহাত কচলাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, 'হায়, [খ]আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে আমি যদি কাউকেও শরীক না করতাম!'

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝٤٤

৪৪। [গ]আর তার কোন দলবল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে পারতো। আর সে কোন প্রতিশোধই নিতে পারলো না।

هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٥

★ ৪৫। [ঘ]এরূপ সময়ে সাহায্য কেবল প্রকৃত (উপাস্য) আল্লাহ্র কাছ থেকেই এসে থাকে। তিনিই পুরস্কার প্রদানে উত্তম এবং শুভ পরিণামে পৌছানোর ক্ষেত্রেও উত্তম।

৫ [১৩] ১৭

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٤٦

৪৬। [ঙ]আর তুমি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। এটি (হলো) সেই পানির ন্যায়, যা আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি। পরে এর সাথে পৃথিবীর উদ্ভিদ মিশে যায়। এরপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, যাকে বাতাস উড়াতে থাকে[১৬৯৬]। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝٤٧

★ ৪৭। [চ]ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা। কিন্তু স্থায়ী সৎকাজ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক থেকে উত্তম এবং আশা ভরসার দিক থেকেও খুব ভাল।

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ২০ খ. ৬৮ঃ৩২ গ. ২৮ঃ৮২ ঘ. ৪০ঃ১৭; ৮২ঃ২০ ঙ. ১০ঃ২৫; ৫৭ঃ২১ চ. ৩ঃ১৫; ৫৭ঃ২১।

১৬৯৪। তাদের বিশেষ দক্ষতা এবং মেধাগত সাফল্যের ঝর্ণা শুকিয়ে যাবে যার উপর তাদের পার্থিব উন্নতি প্রধানত নির্ভরশীল অথবা পবিত্র কুরআনের কথায়, যা তাদের বাগানকে তরু-তাজা রাখে, ফলে তাদের 'বাগান' বিনাশপ্রাপ্ত ও উচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাদের আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ ও কর্মক্ষম ঝর্ণা শুষ্ক হয়ে যাবে।

১৬৯৫। তাদের পার্থিক সম্পদের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য খৃষ্টান জাতির সকল উদ্যম ও সচেতন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাবে। প্রসঙ্গত এই আয়াত উল্লেখ করেছে যে এই আয়াতসমূহে ব্যবহৃত "বাগান" শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ বাগান কখনো মাচার উপর পতিত হয় না।

১৬৯৬। ইহলৌকিক জীবনের দ্রুত বিলীয়মান বা স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব সম্পর্কে কত তীক্ষ্ম এবং শক্তিশালী বর্ণনা!

৪৮। আর (স্মরণ কর) [ক]যেদিন আমরা পাহাড়পর্বতকে সরিয়ে দিব এবং তুমি পৃথিবী (বাসীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বেরিয়ে আসতে দেখবে আর আমরা (এ বিপদে) তাদের সবাইকে একত্র করবো[১৬৯৭] (এবং) তাদের একজনকেও ছাড়বো না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٨﴾

৪৯। [খ]আর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে (এবং তাদের বলা হবে,) [গ]'নিশ্চয় তোমরা আমার সামনে সেভাবে উপস্থিত হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম[১৬৯৮]। তোমরাতো বরং এ ধারণা করেছিলে আমরা তোমাদের জন্য কখনো কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্ধারণ করবো না।'

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾

৫০। [ঘ]আর (তাদের আমলনামার) কিতাব তাদের সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তাতে যা (লেখা) আছে সেজন্য তুমি এ অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবে। তারা বলবে, 'হায়! আমাদের জন্য দুর্ভোগ, এটা কেমন কিতাব যা ছোট বড় কোন কিছু বাদ দেয়নি! বরং এটি এসব কিছুকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।' আর [ঙ]তারা যা কিছু করে এসেছে তা তারা (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করেন না।

৬
[৫]
১৮

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٥٠﴾

ع ٦ ١٨

★ ৫১। [চ]আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও' তখন ইবলিস ছাড়া তারা (সবাই) সিজদা করলো। সে ছিল জিনদের একজন। সুতরাং সে তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় অতি মন্দ হয়ে থাকে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ؕ أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ১১; ৭৮ঃ২১; ৮১ঃ৪ খ. ৭৮ঃ৩৯ গ. ৬ঃ৯৫ ঘ. ৩৯ঃ৭০ ঙ. ৩ঃ৩১; ৯৯ঃ৮-৯; চ. ২ঃ৩৫; ৭ঃ১২; ১৫ঃ৩০-৩১, ১৭ঃ৬২; ২০ঃ১১৭; ৩৮ঃ৭০-৭৫।

১৬৯৭। 'জিবাল' অর্থ ঃ প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নায়ক বা সর্দার (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এই হতে পারে, পূর্ববর্তী কয়েক আয়াতে উল্লেখিত অশুভ বা শয়তানী শক্তিগুলো (গগ এন্ড ম্যাগগ) অর্থাৎ ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতালাভ করবে তখন, যখন বাইবেলের ভাষায়, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে (মথি-২৪ঃ৭)। 'হাশারনাহুম' এর মর্ম তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একত্রিত করা হবে, তারা একে অন্যের মুখোমুখি হবে এবং শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে।

১৬৯৮। এই আয়াত ব্যক্ত করে, তারা সকল কর্তৃত্ব হারাবে ও ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং তাদেরকে পূর্বের ন্যায় হীন, অমর্যাদার পাত্রে পরিণত করা হবে।

مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٢﴾

৫২। আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও তাদেরকে সাক্ষী করিনি[১৬৯৯]। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদের কখনো সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾

৫৩। আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি বলবেন, [ক]'যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে তোমরা তাদের ডাক।' তখন এরা তাদের ডাকবে। কিন্তু তারা এদের কোন উত্তর দিবে না। আর আমরা এদের (এবং এদের কল্পিত শরীকদের) মাঝে এক ধ্বংসের দেয়াল[১৭০০] দাঁড় করিয়ে দিব।

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾

৭ [৪] ১৯

৫৪। আর [খ]অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে তারা এতে পড়তে যাচ্ছে। আর তারা এ থেকে বেরিয়ে পালাবার কোন পথ খুঁজে পাবে না[১৭০১]।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٥﴾

৫৫। [গ]আর নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি এবং (এভাবে বর্ণনা করার কারণ হলো) [ঘ]মানুষ সবচাইতে বেশি ঝগড়াটে[১৭০২]।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৮; ২৮ঃ৬৩,৭৫; ৪১ঃ৪৮ খ. ২১ঃ৪০; ৩৮ঃ৬০; ৫২ঃ১৪ গ. ১৭ঃ৪২,৯০ ঘ. ১৬ঃ৫; ৩৬ঃ৭৮।

১৬৯৯। এই আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে, সেই সময় পৃথিবীতে নূতন সমাজ ব্যবস্থার কথা লোক মুখে চলতে থাকবে যা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার তথাকথিত নেতৃবৃন্দ তা প্রতিষ্ঠা করার দাবীদার বনে যাবে। কিন্তু তাদের কেউই এই প্রচেষ্টাতে সফলকাম হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজের জন্য এই মহত্তম কাজের পরমোৎকর্ষতা সংরক্ষিত রেখেছেন।

১৭০০। এই আয়াতে প্রতিভাত হয় যে এই জাতিসমূহ উচ্চ কর ও মাশুলের বাধা, দেয়াল বা লৌহযবনিকা সৃষ্টি করবে এবং একে অন্যের উপরে অর্থনৈতিক বাধা বা বয়কট পদ্ধতি আরোপ করবে। অথবা এর মর্ম এও হতে পারে, তারা মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।

১৭০১। পাশ্চাত্যের অধিবাসী জাতিসমূহ এক ভয়ানক যুদ্ধ নিকটবর্তী হতে দেখবে, তা এড়িয়ে যেতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু এই বিষয়ে তাদের সকল চেষ্টাচরিত্র ব্যর্থ হবে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ পূর্বেও দুটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যা জগতে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব প্রায় বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে।

১৭০২। আয়াতের মর্মঃ- (ক) আল্লাহ্ তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবকে বিবেক এবং বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণ কর্মক্ষমতা দিয়ে অনুগৃহীত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তার সকল দক্ষতা সত্য অস্বীকার করার কাজে এবং অন্যান্য অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, (খ) অথবা এর অর্থ হতে পারে, সে বহু পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কার এবং সংশয়ের শিকার হয়ে পড়ে, যে কারণে সে কদাচিৎ নিঃসন্দেহ বা সন্তুষ্ট হতে পারে।

★ ৫৬। [ক]আর লোকদের কাছে যখন হেদায়াত আসে তখন ঈমান আনতে ও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে তাদেরকে (তাদের) এ (চাওয়া) ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয়নি যে তাদের ক্ষেত্রেও যেন (একই পরিণতিসহ) পূর্ববর্তীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে অথবা তাদের ওপর যেন সরাসরি আযাব এসে যায়।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٦﴾

৫৭। [খ]আর আমরা রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়ে থাকি। আর যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করে থাকে যেন এর মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। আর তারা আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যেসব বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল (সেগুলোকে) হাসিঠাট্টার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٧﴾

৫৮। আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো সত্ত্বেও সে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে এবং তার কৃতকর্ম ভুলে গেছে? [গ]নিশ্চয় আমরা তাদের হৃদয়ে আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা[১৭০৩] সৃষ্টি করে দিয়েছি যেন তারা এ (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তুমি হেদায়াতের দিকে তাদের ডাকলেও তারা কখনো হেদায়াত পাবে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٨﴾

৫৯। [ঘ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) মহা কৃপার অধিকারী। তাদের (মন্দ) কৃতকর্মের জন্য তিনি [ঙ]যদি তাদের ধরতে চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের জন্য আযাবকে ত্বরান্বিত করতেন। কিন্তু তাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে যা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) তারা কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٩﴾

৬০। আর [চ]এ হলো সেইসব জনপদ, যেগুলোকে আমরা তাদের যুলুম করার দরুন ধ্বংস করেছিলাম। আর আমরা তাদের ধ্বংসের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম।

৮ [৬] ২০

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٦٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৯৫ খ. ২ঃ২১৪; ৪ঃ১৬৬; ৬ঃ৪৯; ১৭ঃ১০৬ গ. ২ঃ৮; ৬ঃ২৬; ১৭ঃ৪৭; ৪১ঃ৬; ৪৭ঃ১৭ ঘ. ৬ঃ১৩৪,১৪৮ ঙ. ১০ঃ১২; ৩৫ঃ৪৬. চ. ১১ঃ১০১।

১৭০৩। একগুঁয়েভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ্প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার না করার ফলে অবিশ্বাসীদের সদ্গুণবিশিষ্ট শক্তিগুলোতে মরিচা ধরে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধবৃত্তি ও পাপচারের মধ্যেই তারা নাকানি-চুবানি খেতে থাকে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦١﴾

৬১। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার যুবক (সঙ্গীকে) বললো, 'আমাকে যুগ যুগ ধরে চলতে হলেও দুটি সমুদ্রের সংযোগস্থলে[১৭০৪] না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না[১৭০৪-ক]।'

১৭০৪। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) এর ইস্‌রা (আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণ) এর বিষয় আরম্ভ হয়েছে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর শিষ্যরা প্রচুর পার্থিব ক্ষমতা ও উন্নতির অধিকারী হয়েছিল এবং তাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের অগ্রগতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে দুবার অমোচনীয় ছাপ ও প্রভাব রেখেছিল। খৃষ্টান জাতিসমূহের এই সাফল্য ৩৩নং আয়াতে উল্লেখিত "দুটি বাগান"এর উপমা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুযুগের প্রথমটির সূচনা হয়েছিল রোম সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে, যখন তা রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত হয়েছিল এবং তা ইসলাম ধর্মের নবী করীম (সাঃ) এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। এই দুই যুগের দ্বিতীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগটি বর্তমান যুগ। এ সময়ে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো এত বেশী ক্ষমতা ও গৌরব অর্জন করেছে যে এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ যেন দায়বদ্ধ কৃষক এবং কেনা গোলামের মত তাদের আদেশ ও অনুকম্পার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এই "দুটি বাগান" এর মধ্যবর্তী স্থানে নদীনালা প্রবাহিত (আয়াত-৩৪)। এই 'নদীনালা' ইসলামের জন্ম এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিদর্শন জ্ঞাপক যা এই দুটি যুগের মধ্যবর্তীকালে মানবজাতির ইতিহাসে এক গভীর ছাপ রেখেছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং একে সংযুক্ত ছিদ্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইসরা' বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান তফসীরাধীন এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতে দেয়া হয়েছে। মূসা (আঃ) তাঁর সদৃশ এক নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে কুরআন করীমের ৭৩ঃ১৬ আয়াতে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। খৃষ্টধর্মের সূচনা এবং এর পরবর্তী উন্নতি ও অগ্রগতি দুটি যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গুহাবাসীগণ এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ) এর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে মূসা (আঃ) এর আধ্যাত্মিক সফরের কথা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ তাঁর (মূসা-আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ইসলামের নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের ঘটনাকে নির্দিষ্ট করেছে, যিনি (সাঃ) মূসা (আঃ) এর অনুরূপ এবং উক্ত দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। এরূপে এ সকল ঘটনাপ্রবাহ এখানে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হয়েছে।

১৭০৪-ক। "হুকুব" বহুবচন, একবচনে "হুকবাহ্" অর্থঃ দীর্ঘকাল, অনির্দিষ্ট কাল, এক যুগ, সত্তর বছর বা ততোধিক সময় (মুফরাদাত, লেইন)।

হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইস্‌রা' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'ইসরা'র অনুরূপ ছিল (১৭ঃ২)। এই ভ্রমণ দৈহিক ছিল না, এ ছিল এক আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা, যার মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)কে রক্তমাংসের দেহ থেকে বিস্মৃত করে গভীর রূহানী মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। বাইবেল এবং কুরআন উভয়ই এই মতের সমর্থন করে। এই সমর্থনের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ (১) হযরত মূসা (আঃ) এর জীবন সম্পর্কে খৃষ্টানরা বাইবেলকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য দলীলরূপে মেনে থাকে। (২) আল্লাহ্ তাআলার নবীরূপে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং পরেও মূসা (আঃ) মাত্র একটি সফরই করেছিলেন এবং তা মিদিয়ানে। বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এই ভ্রমণের প্রতি নির্দেশ করেছে। উভয়ে এই বিষয়ে একমত যে হযরত মূসা (আঃ) কেবল মিদিয়ানের দিকেই ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে যে সফর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তাতে উল্লেখিত হয়েছে, এই সফরে মূসা (আঃ) এর সাথে তাঁর তরুণ সঙ্গী ছিল। (৩) পৃথিবীতে 'মাজমাআল বাহ্‌রাইন' নামে পরিচিত কোন স্থান নেই। এই কথার অর্থ 'দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল।' মূসা (আঃ) এর বাসস্থানের নিকটবর্তী এরূপ সংযোগ হচ্ছে "বাবুল মান্দাব" যা ভারত মহাসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে, দার্দানেল প্রণালী যা ভূমধ্যসাগরকে মর্মরসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং আল্- বাহ্‌রাইন যেখানে এসে পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলিত হয়েছে। এই সকল স্থানের মধ্যে একমাত্র দার্দানেল প্রণালীই এইরূপ একটি মিলন কেন্দ্র হওয়া সম্ভব ছিল। কারণ মিশর থেকে গতিপথের মধ্যে কেনান অবস্থিত, যা মূসা (আঃ) এর গন্তব্য স্থান ছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হননি। এই তিনটি কেন্দ্র বা অন্তরীপই হযরত মূসা (আঃ) এর বসতি থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরত্বে ছিল এবং সেই যুগে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যানবাহনের অভাব বিবেচনা করে বলা যায়, এরূপ সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে তার বহু মাস সময় লেগে যাওয়ার কথা এবং এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) এর পক্ষে তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল মারাত্মকভাবে বিপন্ন না করে এত দীর্ঘ কাল অনুপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষত তাদের সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে। 'মাজমাআল বাহ্‌রাইন' শব্দের দ্বারা মনে হয় দুটি বিধানের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র বুঝাচ্ছে, যথা–মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়তের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র।

এ ছাড়া অর্থাৎ এই বাহ্যিক প্রমাণ ছাড়াও অনেক অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ৬১-৮৩ নং আয়াতসমূহে রয়েছে যাতে প্রতিপন্ন হয়, মূসা (আঃ) এর সফর দৈহিক বা বাহ্যিক ঘটনা ছিল না বরং আধ্যাত্মিক ছিল। কেননা (ক) রাজা কর্তৃক জবরদখল থেকে রক্ষা করার জন্য 'সে (সেই বুযুর্গ) নৌকার মধ্যে এক বড় ছিদ্র করে দিলেন' (আয়াত ৭২)। কিন্তু ছিদ্র করার পরে কি নৌকাটি চলাচলের উপযোগী ছিল না? উপযোগী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৬২। এরপর তারা যখন দুটি (সমুদ্রের) সংযোগস্থলে পৌছলো তারা তাদের মাছের কথা[১৭০৫] ভুলে গেল এবং সেটি দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরলো।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩। এরপর তারা উভয়ে যখন (সে স্থান ছেড়ে) সামনে এগিয়ে গেল তখন সে তার যুবক (সঙ্গীকে) বললো, 'আমাদের সকালের খাবার[১৭০৬] আমাদের কাছে নিয়ে আস। নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরের দরুন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾

থাকলে রাজা তা বাজেয়াপ্ত করলো না কেন? না থাকলে তা ডুবে গেল না কেন ? এই জড় জগতে কোন নৌকার তলাতে বিরাট ছিদ্র করে দেয়ার পরে তা ভাসমান থাকতে পারে না। শুধু দিব্যদর্শন বা কাশ্ফের জগতেই এইরূপ ব্যাপার সম্ভব। (খ) আল্লাহ্ তাআলার কোন নবী দূরে থাক, সুস্থ মস্তিকের সচেতন ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া অপরের প্রাণ নাশ করতে পারে না, যেমনটি সেই বুযূর্গ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত-৭৫)। (গ) হযরত মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহ্ তাআলার এক মহান নবী এবং উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট উদারচেতা ব্যক্তি সেই বুযূর্গের অপরাধ সাব্যস্ত করলেন শুধু এ জন্য যে তিনি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক দুটির ভাঙ্গা দেয়াল মেরামতের জন্য মজুরী দাবী করলেন না, কারণ শহরের লোকেরা তাঁদেরকে আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল? এতীম বালক দুটি মূসা (আঃ) এর অসন্তুষ্টি অর্জনের মত কী করেছিল ? বালক দুটি নয় বরং শহরের লোকেরাই তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করেছিল। (ঘ) এটা কল্পনাও করা যায় না, হযরত মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহ্ তাআলার মহান নবীকে কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণে বের হতে হয়েছিল শুধু মাত্র এক 'আল্লাহ্র বান্দা'র সন্ধানে এবং তাঁর নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে কেমন করে ও কী কারণে নৌকার তলায় ছিদ্র করতে হয় বা এক যুবককে হত্যা করতে হয় অথবা কীরূপে দেয়াল মেরামত করে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে না হয়। এ ছাড়া বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ) যদি নীরব থাকতেন তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অদৃশ্যের বহু গোপন রহস্য আমাদের নিকট উদঘাটন করে দিতেন (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক কাজের মধ্যে তো গায়েবের কোন রহস্য থাকার কথা নয় যা "আল্লাহ্ তাআলার বান্দা" করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে। মাওয়ারদির মতে মূসা (আঃ) যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিনি কোন মানুষ ছিলেন না, আল্লাহ্ তাআলার ফিরিশ্তা ছিলেন (কাসীর)। এই সমস্ত ঘটনা একত্রিত করে বিবেচনা করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ মিলে যে হযরত মূসা (আঃ) এর সফর 'কাশ্ফ' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, যার প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হওয়ার জন্য তা'বিল বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। ৬১ নং আয়াতে 'যুবক সঙ্গী' শব্দটি 'নূন' এর পুত্র যশুয়ার প্রতি ইশারা হতে পারে, কিন্তু তা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি অধিকতর সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য। হযরত ঈসা (আঃ)ই ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এর তরুণ সঙ্গী (অনুগামী) যিনি তাঁর বিধানকে (শরীয়তকে) বিনষ্ট করার জন্য নয় বরং পূর্ণ করতে এসেছিলেন (মথি-৫ঃ১৭)। "আমি (যে পথে চলছি সে পথ চলায়) থামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছি" এই বাক্য প্রকাশ করছে যে মূসা (আঃ) এর যুবক সঙ্গী তাঁর ভ্রমণের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সফরের সূচনাতেই তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন বলে মনে হয় না। মূসা (আঃ) এর আবির্ভাবের ১৪শত বৎসর পরে ঈসা (আঃ) এর আগমন। "অন্যথায় আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব"-এই শব্দগুলো ব্যক্ত করেছে যে মূসায়ী শরীয়ত বহু শতাব্দী ব্যাপি চালু থাকবে। মূসা (আঃ) এর সময় থেকে আরম্ভ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব পর্যন্ত, যখন মূসা (আঃ) এর শরীয়তের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেল। এই সময় কালের ব্যাপ্তী দুই হাজার বৎসরের উর্ধ্বে।

১৭০৫। 'হূত' অর্থ মাছ। কাশ্ফে মাছ দেখার ব্যাখ্যা ধার্মিক লোকদের ইবাদতগৃহ (তা'তিরুল আনা'ম)। এই অর্থে 'যখন তারা দুটি (সমুদ্রের) সঙ্গমস্থলে পৌছলো তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল,' এই বাচনভঙ্গী বা অভিব্যক্তির মর্ম দাঁড়ায় যখন মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়ত মিলিত হবে, অর্থাৎ মূসায়ী বিধান যখন কার্যকর থাকবে না, উপেক্ষিত হবে এবং যখন ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হবে, সেই সময়ে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের নিকট থেকে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা উঠে যাবে এবং তখন থেকে নূতন শরীয়তের অনুসারীরা বিশেষরূপে চিহ্নিত হবে (৪৮ঃ৩০)।

১৭০৬। কাশ্ফে নাস্তা বা সকালের খাদ্য চাওয়ার অর্থ 'ক্লান্তি'(তাতীরুল আনাম) এবং আয়াতের দাবী যে, 'দুটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল'

১৭০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ؗ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۗ عَجَبًا ﴿٦٤﴾

★৬৪। সে বললো, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে আমরা যখন (বিশ্রামের জন্য) শিলাখন্ডে[১৭০৭] আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? আর (তোমার কাছে) এর কথা উল্লেখ করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۗ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾

৬৫। সে বললো, 'এটাই তো (সেই স্থান) যা আমরা খুঁজে ফিরছিলাম।' এরপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ফিরে গেল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾

৬৬। তখন (সেখানে) তারা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে এক মহান বান্দাকে[১৭০৮] দেখতে পেল, যাকে আমরা নিজ পক্ষ থেকে (বিশেষ) রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাকে (বিশেষ) জ্ঞানও দান করেছিলাম।

অতিক্রম করার পর এবং দীর্ঘকাল তাঁরা পৃথকভাবে ভ্রমণ করে এবং প্রতিশ্রুত নবীর জন্য (দ্বিতীয়-১৮ঃ১৮) প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবকসঙ্গী বিস্ময়ে ভাবতে শুরু করবে যে তিনি (প্রতিশ্রুত নবী) হয়ত পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। আয়াতের মধ্যে মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সফরসঙ্গী (ঈসা -আঃ) যথক্রমে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের প্রতীক।

১৭০৭। 'সাখরাহ্' অর্থ পাথর। কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নের ভাষায় এর অর্থ অধর্ম এবং পাপময় জীবন। অতএব 'আমরা যখন (বিশ্রামের জন্য) শিলাখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম' এই কথাটির মর্ম হলো, যখন দুই সমুদ্র মিলিত হবে, অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) এর শরীয়ত শেষ প্রান্তে পৌঁছবে এবং এক নূতন নবী এবং নূতন শরীয়ত প্রকাশিত হবে তখন ইহুদী ও খৃষ্টানজাতি অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারে নিমগ্ন থাকবে। 'আর সেটি অদ্ভুদভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল' বাক্যাংশটি প্রকাশ করছে, প্রকৃত সাধুতা এবং খোদা তাআলার ইবাদত এদের নিকট থেকে বিস্ময়করভাবে বিদায় নিবে।

১৭০৮। 'তখন (সেখানে) তারা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে এক মহান বান্দাকে দেখতে পেল।' কে এই 'আল্লাহ্‌র বান্দা' যার উপর আল্লাহ্ তাআলা রহমত দান করেছিলেন এবং যাকে তিনি বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কার সন্ধানে, ঐশী নির্দেশ অনুসারে হযরত মূসা (আঃ) এত দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করেছিলেন এবং কে এই বিখ্যাত কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র? তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কে? তাঁরই আত্মা দৈহিক রূপে মূসা (আঃ) এর কাশ্‌ফে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। এর যুক্তি সমূহ হচ্ছে ঃ (ক) তাঁকে 'আব্দ' (আল্লাহ্‌র বান্দা) বলা হয়েছে কুরআন করীমে (২ঃ২৪; ৮ঃ৪২; ১৭ঃ২; ১৮ঃ২; ২৫ঃ২; ৩৯ঃ৩৭; ৫৩ঃ১১; এবং ৭২ঃ২০) অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ও গুণে তিনিই আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দাস)। খ) তাঁকে রহমত (সারা বিশ্বের জন্য রহমত) দানকারী বলা হয়েছে। একমাত্র পবিত্র মহানবী (সাঃ) ছাড়া এই উপাধি -রহমাতুল্লিল আলামীন- ব্যবহৃত হয়নি। (গ) তাঁকে স্বেচ্ছায় বা সানুগ্রহে আধ্যাত্মিক ও অতুলনীয়ভাবে বর্ধিত ঐশীজ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল (৪ঃ১১৪; ২০ঃ১১৫ এবং ২৭ঃ৭)। (ঘ) মূসা (আঃ)কে 'আল্লাহ্‌র (এই) বান্দা' বলেছিলেন যে তিনি (মূসা) চুপ থাকবেন না (আয়াত ৬৮) এবং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মূসা কি ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছিলেন! যদি তিনি তা করতেন তাহলে আমরা অধিক পরিমাণে অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা অনুগৃহীত হতাম' (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। প্রকৃত ঘটনা হলো, মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রকাশ্য নিদর্শন দেখেছিলেন 'আগুনের মধ্যে' যখন মিদিয়ান থেকে মিশরের দিকে যাচ্ছিলেন (২৮ঃ৩০)। যাহোক পরবর্তী সময়ে তাঁকে (মূসাকে) আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছিলেন, বনী ঈসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে এক নবীর আবির্ভাব হবে যার মুখে আল্লাহ্ নিজের কথা (কালাম) প্রকাশ করবেন (দ্বিতীয়-১৮ঃ১৮ঃ২২)। ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলির মর্ম এটাই যে প্রতিশ্রুত নবী আল্লাহ্ তাআলার বৃহত্তর প্রকাশের স্থল ও নিদর্শনের লক্ষ্য হবেন। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বভাবতই তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কে হতে পারেন সেই নবী। তাঁর অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর কৌতুহল নিবারণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অনেক বেশী আধ্যাত্মিক শক্তিশালী 'সেই নবীকে' কাশ্‌ফে দেখিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) এর কাশ্‌ফে দর্শনলব্ধ এই মহাজ্ঞানী "আল্লাহ্‌র বান্দা" –যিনি সাধারণ্যে প্রচলিত 'খিজির' নামে পরিচিত– তিনি আমাদের মহান নেতা, পবিত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁরই পবিত্র আত্মা আধ্যাত্মিক জগতে এক অবয়ব ধারণ করেছিলেন (আরো দেখুন ৭ঃ১৪৪)।

১৭০৯। হযরত মূসা (আঃ)কে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়নি, যে মর্যাদা রসূলে আকরম (সাঃ) পেয়েছিলেন।

৬৭। মূসা তাকে বললো, 'আমি কি এ উদ্দেশ্যে তোমাকে অনুসরণ করতে পারি যাতে করে তোমাকে যা শিখানো হয়েছে সেই হেদায়াত থেকে আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিবে[১৭০৯]?'

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٧﴾

৬৮। সে (মহান বান্দা) বললো, 'তুমি তো আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না[১৭১০]।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৯। আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করনি সে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কিরূপে?'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٩﴾

★ ৭০। সে বললো, 'আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল দেখতে পাবে এবং আমি কোন বিষয়েই তোমার অবাধ্যতা করবো না।'

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٧٠﴾

৯ [১১] ২১

৭১। সে (মহান বান্দা) বললো, 'বেশ, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ কর তবে [ক]কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলি।'

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾

৭২। এরপর তারা উভয়ে রওয়ানা হলো। অবশেষে তারা একটি নৌকায় চড়লো। সে (মহান বান্দা পরবর্তীতে) এটিকে ছিদ্র[১৭১১] করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি কি এর আরোহীদের ডুবাবার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করলে? তুমি নিশ্চয় একটি খারাপ কাজ করেছ।'

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৪৭; ১৭ঃ৩৭।

১৭১০। আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুসারীদের মত ভয়াবহ অবস্থাধীনে কঠিন পরীক্ষার সময় মূসা (আঃ) এর অনুসারীরা ধৈর্য এবং অবিচলিত উচ্চ স্তরের কোন নমুনা পেশ করতে পারেনি (৫ঃ২২-২৫ এবং বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)। এই আয়াত মূসা (আঃ) এবং নবী করীম (সাঃ) এর স্বাভাবিক মেযাজেরও তুলনা করেছে। মূসা (আঃ) অধৈর্য হয়ে "আল্লাহ্র বান্দা"কে প্রশ্ন করেছিলেন সেই বিষয়ে যা তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না, কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছিলেন যে পর্যন্ত না হযরত জিব্রাঈল তাঁকে বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন যেসব তিনি নিজের মে'রাজের সময় দেখেছিলেন। এই দুই প্রসিদ্ধ নবীর প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রভেদ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্যদের আচরণেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় এবং নির্বোধ প্রশ্নবাণে ইহুদীরা যখন হযরত মূসা (আঃ)কে একটানাভাবে বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছিল তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের ব্যবহার ও আচরণ অত্যন্ত সংযম এবং মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। তাঁরা বিশেষ সতর্কতার সাথে নবী করীম (সঃ)কে কোন ধর্মীয় বিষয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন। নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উভয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ২০ঃ১১৫ আয়াতে প্রদত্ত বিশেষ উপদেশ রক্ষা করেছিলেন যে 'আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ যিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি, এবং তুমি কুরআন পাঠে তোমার প্রতি এর ওহী পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়া করো না।'

১৭১১। পূর্ববর্তী কতগুলো আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইস্রা' সম্পর্কে কেবল ভূমিকার কাজ করেছে। বর্তমান আয়াত দ্বারা মূসা (আঃ) কাশ্ফে যা দেখেছিলেন সে সকল প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুরু হয়েছে। 'সে এটিকে ছিদ্র করে দিল' বাক্যাংশের ব্যাখ্যা এরূপ দাঁড়ায় যে মহানবী (সাঃ) এমন হুকুম জারি করবেন ঠিক যেন নৌকায় ছিদ্র করে দেয়া, স্বপ্নের ভাষায় যার অর্থ পার্থিব ধন-সম্পদ অর্থাৎ তিনি এই দিকে নজর দিবেন যাতে অর্থসম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩। সে বললো, 'আমি কি (তোমাকে) বলিনি, তুমি আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না[১৭১২]?'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪। সে বললো, 'আমি যা ভুলে গেছি এর দরুন তুমি আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না। আর আমার ব্যাপারে কঠোর হয়ে তুমি আমাকে কষ্টেও ফেলো না।'

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫। তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো[১৭১৩]। অবশেষে তারা যখন এক বালকের[১৭১৩-ক] দেখা পেল তখন সে (অর্থাৎ মহান বান্দা) তাকে মেরে ফেললো। এতে সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, [ক]'তুমি কি এমন একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে, যে কাউকে হত্যা করেনি? নিশ্চয় তুমি এক অতি মন্দ কাজ করেছ।'

১৬তম পারা

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। সে বললো, 'আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?'

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'এরপর আমি তোমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না। কারণ তুমি আমার পক্ষ থেকে ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছ।'

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ

৭৮। এরপর তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো। অবশেষে তারা যখন এক জনপদে পৌঁছলো তখন তারা এর অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা এদের আতিথেয়তা[১৭১৪] করতে অস্বীকার করলো। তারা সেখানে এক পতনোন্মুখ দেয়াল দেখতে পেল। সে (অর্থাৎ মহান বান্দা)

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৩৩।

১৭১২। হযরত মূসা (আঃ) এর দিব্যদর্শনে আল্লাহ্‌র বান্দা মহানবী (সাঃ) তাঁকে বলছেন, মূসা তাঁর অনুগমন করতে পারবে না, অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর উম্মতের লোকেরা তাঁকে সহজে গ্রহণ করবে না ।

১৭১৩। 'ইনতালাকা' অর্থ 'তারা রওয়ানা হলো' যেভাবে এই শব্দটি সংশিষ্ট আয়াতসমূহে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, অবিকল সেইভাবে ফিরিশ্‌তা প্রধান জিব্‌রাঈল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ) এর জন্যেও এই শব্দ তাঁর মে'রাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭১৩-ক। কাশ্‌ফী ভাষায় যুবক বা তরুণের অর্থ অজ্ঞতা, শক্তি এবং পশুবৃত্তির তাড়না বা আকস্মিক উত্তেজনা। মূসা (আঃ) কর্তৃক কাশ্‌ফে দেখা কিশোর বালককে ধার্মিক আল্লাহ্‌র বান্দা কর্তৃক হত্যার ব্যাখ্যা হলো, ইসলাম ধর্ম তাঁর অনুসারীদেরকে যৌন বাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিগুলোর প্রকৃত সংযম এবং হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবে।

১৭১৪। এই আয়াতের মর্ম হতে পারে, মূসা (আঃ) এবং মহানবী (সাঃ) ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র পথে সহযোগিতা কামনা করবেন, কিন্তু উভয়েই উপেক্ষিত হবেন।

এটি ঠিকঠাক করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি চাইলে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে।'

فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বললো, 'আমার ও তোমার মাঝে এটাই বিদায়ের (সময়)। আমি এখন তোমাকে (সেইসব বিষয়ের) তাৎপর্য বর্ণনা করবো, [ক]যেসব বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরে রাখতে পারনি।'

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٩﴾

৮০। নৌকাটির বিষয় হলো, এটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির[১৭১৫], যারা সমুদ্রে কাজকর্ম করতো। আমি এ (নৌকাটিকে) ত্রুটিযুক্ত করতে চাইলাম। কেননা তাদের পেছনে এক (যালেম) বাদশাহ্ (ধেয়ে) আসছিল। সে বলপূর্বক সব নৌকা ছিনিয়ে নিচ্ছিল।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٨٠﴾

৮১। আর বালকটির[১৭১৬] বিষয় হলো, তার পিতামাতা উভয়ে ছিল মু'মিন। তাই আমরা আশংকা করলাম, সে (বড় হয়ে) বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা করে তাদেরকে যেন অসহনীয় কষ্টে ফেলে না দেয়।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨١﴾

৮২। অতএব আমরা চাইলাম এর বদলে তাদের প্রভু-প্রতিপালক যেন তাদেরকে পবিত্রতা ও দয়ামায়ার দিক থেকে এর চেয়ে উত্তম (পুত্র) দান করেন।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٢﴾

৮৩। আর দেয়ালটির বিষয় হলো, সেটা ছিল (সেই) শহরের দুই এতীম বালকের[১৭১৭]। আর এ (দেয়ালের) নিচে ছিল তাদের জন্য ধনভাণ্ডার। তাদের পিতা ছিল (এক) পুণ্যবান (ব্যক্তি)। সুতরাং তোমার প্রভু-প্রতিপালক চাইলেন

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৮; ১২ঃ২২।

১৭১৫। 'দরিদ্র ব্যক্তি' এখানে 'মুসলমান জাতির' প্রতীক হতে পারে। নৌকাটি ছিদ্র করা এর মর্ম হলো, ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তাআলার জন্য দান ও যাকাতের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা প্রকৃত উন্নতি এবং শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক দুর্বলতার উৎস বলে মনে হবে, কিন্তু আসল অবস্থা হবে তার বিপরীত। ইস্‌রার মধ্যে যালেম বাদশাহ্ ছিল বাইজেনটাইন এবং পারস্য সম্রাটরা, যারা আরবদেশকে গিলে ফেলতো যদি তারা একে দরিদ্র, অনুর্বর এবং কষ্ট করে জয় করার অনুপযুক্ত দেশ মনে না করতো। এইরূপে একে মহনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

১৭১৬। 'গুলামুন' (অর্থ কিশোর বা যুবক), স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে দেখলে অর্থ হয় অজ্ঞতা, শক্তি ও পশুবৃত্তি। আয়াতে 'তার পিতামাতা' হচ্ছে দেহ এবং আত্মা। কারণ উৎস (বা পিতামাতা) থেকেই সন্তান গুণাবলী প্রাপ্ত হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সদ্‌গুণের প্রতি অনুরক্ত। বিশ্বাসীগণ আকস্মিক শক্তি বা উত্তেজনার টানে পাপচারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যা কিশোরের প্রতিরূপ। ইসলাম এই সকল আকস্মিক উত্তেজনা সমূলে উৎপাটন করে এবং দেহ ও আত্মার মিলিত মানুষকে হিতকর পথে তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করার জন্য ছেড়ে দেয় এবং এভাবে মানবজীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৭১৭। দুই এতীম বালক হচ্ছে মূসা ও ঈসা (আঃ)। তাঁদের ধার্মিক পিতা হচ্ছেন ইব্‌রাহীম (আঃ)। তাঁদের শিক্ষারূপী ধনসম্পদ তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধররা অধার্মিক আচরণের কারণে তা হারিয়ে ফেলেছিল। এই সম্পদের ভাণ্ডার কুরআন মজীদে সংরক্ষিত হয়েছে, যেন তারা কুরআনের শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি এবং গ্রহণ করতে পারে।

يَبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٣﴾

যেন তারা উভয়ে পরিপক্ক (বয়সে) পৌঁছে যায় এবং নিজেদের ধনভান্ডার (নিজেরা) বের করে নেয়। (এ ছিল) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। আর এমনটি আমি নিজ থেকে করিনি[১৭১৭-ক]। এ হলো (সেইসব বিষয়ের) তাৎপর্য, যেসব বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি[১৭১৮]।

১০ [১২] ১

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٤﴾

৮৪। আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন[১৭১৯] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে তার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করবো।'★

১৭১৭-ক। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে এরূপ করা হয়েছিল।

১৭১৮। এটি হযরত মূসা (আঃ) এর কাশ্ফ এর ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা এমন নীতি বা বিধান সম্বলিত যার সঙ্গে মূসায়ী শরীয়তের কোন কোন নীতিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব ছিল। ৬১-৮৩ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃঃ-১৫১৭-১৫৩০ দেখুন।

১৭১৯। 'যুলকারনাইন' এর পরিচয় জানার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে তাঁর ঘটনা কেন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং কেন তা এত গুরুত্বপূর্ণভাবে এই সূরাতে স্থান পেয়েছে। ইতোপূর্বে এই সূরাতে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের কৃতিত্বপূর্ণ পার্থিব উন্নতির বিষয়ে বিবরণ দেয়া হয়েছে। গুহাবাসীদের উপর যুলুম-অত্যাচারের বর্ণনা এবং পরবর্তীকালে তাদের উত্তর সূরীদের অর্থাৎ পশ্চিমা খৃষ্টান জাতিসমূহের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির বর্ণনা দেয়ার পূর্বে হযরত মূসা (আঃ) এর 'ইস্‌রা' বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে খৃষ্টান জাতির পার্থিব উন্নতির ও অগ্রগতির প্রথম যুগ শেষ হয়ে যাবে, যদিও তাদের পক্ষে আরো উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকবে এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর আবির্ভাবের অনেক পরে তারা সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছুবে। খৃষ্টান জাতির এই দ্বিতীয় জাঁকজমকপূর্ণ অধ্যায়কে ঐশী গ্রন্থে ইয়া'জূজ-মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) এর বিস্ময়কর শক্তি বৃদ্ধির প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা বর্তমান সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। কারণ রাজনৈতিকভাবে ইয়া'জূজ-মা'জূজ এবং যুলকারনাইন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যুলকারনাইনের বিষয়ে দেয়া বিবরণ থেকে প্রতিভাত হবে। মনে হয়, যুলকারনাইন মাদীয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের (মেডোপারশিয়ান এমপায়ার) প্রতিষ্ঠাতা রাজা ছিলেন, যা দানিয়েল নবীর বিখ্যাত স্বপ্নে পরিদৃষ্ট ভেড়ার 'দুই শিং' এর প্রতীক। "আমি দেখিলাম ঐ মেষ পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে ঢুঁস মারিল, তাহার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কেহ ছিল না, আর সে স্বেচ্ছামত কর্ম করিত; আর আত্মগরিমা করিত।" "তুমি দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে, সে মাদীয় ও পারশীক রাজা" (দানিয়েল-৮ঃ৪,২০,২১। দানিয়েল নবীর স্বপ্নের উক্ত অংশের সাথে পুরোদস্তুর সঙ্গতি রেখে কুরআন করীম যুলকারনাইনের যে মাদিয়া এবং পারস্য রাজ্যের রাজার বর্ণনামূলক নাম ছিল তার জোর সমর্থন পাওয়া যায় এবং কুরআনের বর্ণনা সকল মেদো-পারস্য রাজাদের মধ্যে সাইরাসের প্রতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুলকারনাইনের চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন কুরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ (ক) তিনি বংশানুক্রমিকভাবে এক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন (আয়াত-৮৫,৮৯), (খ) তিনি একজন ধার্মিক বান্দা ছিলেন এবং ঐশীবাণী দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন (আয়াত ৯২.৯৯), (গ) তিনি পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বিরাট বিজয়ের পর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গমনস্থলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যা দেখতে ঝাপ্‌সা সরোবর বা নদীনালার গভীর অংশ এবং তখন তিনি পূর্বদিকে যাত্রা করলেন এবং এক বিরাট রাজ্য জয় করে বশীভূত করলেন (আয়াত-৮৭,৮৮), (ঘ) তিনি মধ্যাঞ্চলে উপস্থিত হলেন যেখানে অসভ্য বর্বর জাতি বাস করতো এবং সেখানে ইয়া'জূজ -মা'জূজ ব্যাপকভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। তিনি সেই প্রবেশ পথগুলো দেয়াল দ্বারা বন্ধ করে দিলেন (আয়াত-৯৪-৯৮)। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত শাসনকর্তা এবং প্রসিদ্ধ সামরিক সেনাপতিদের মধ্যে সাইরাস উপর্যুক্ত চারটি গুণের বিপুল পরিমাণে অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কুরআন শরীফে উল্লেখিত যুলকারনাইন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার উপর্যুক্ত ব্যক্তি হলেন ইতিহাসের 'সাইরাস দি গ্রেট'। (যিশাইয়-৪৫, ইস্রা-১৩২, ২-বংশাবলী৩৬ঃ ২২-২৩, হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অফ দি ওয়ালর্ড 'সাইরাস' অধ্যায়)।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৫। [ক]নিশ্চয় আমরা তাকে পৃথিবীতে (শাসনক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাকে সব কাজের উপকরণ দান করেছিলাম[১৭২০]।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾

৮৬। এরপর সে (কোন) এক পথে চলতে লাগলো।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾

৮৭। অবশেষে সে যখন সূর্যাস্তের স্থানে[১৭২১] পৌঁছলো তখন সে সেটিকে এক দুর্গন্ধময় কাদার উৎসে অস্ত যেতে দেখলো। আর সে এর কাছে একটি জাতিকে (বসবাসরত দেখতে) পেল। (তখন) আমরা বললাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি চাইলে (এদের) শাস্তি দিতে পার অথবা এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে পার।'

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। সে বললো, [খ]'যে-ই যুলুম করেছে আমরা অবশ্যই তাকে আযাব দিব। এরপর তাকে (যখন) তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে[১৭২২] তখন তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দিবেন।

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। [গ]আর যে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমরা নিজ আদেশে তার (বিষয়াবলী) সহজ করার সিদ্ধান্ত দিব[১৭২৩]।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾

৯০। এরপর সে (অন্য) এক পথে চলতে লাগলো।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯১। অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়স্থলে[১৭২৪] পৌঁছলো তখন সে এ (সূর্যকে) এমন এক জাতির ওপর উদয় হতে দেখলো, যাদের (এবং) এ (সূর্যের) মাঝে আমরা কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ২২,৫৭ খ. ৭ঃ১৬৬ গ. ২ঃ২৬; ৩ঃ৫৮; ৬ঃ৪৯; ১৯ঃ৬১; ২৫ঃ৭১; ৩৪ঃ৩৮।

★[৮৪ থেকে ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত 'যুলকারনাইন' বলতে প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সাঃ)কে বুঝায়। তিনি (সাঃ) একটি যুগ তো মূসার উম্মতদের পেয়েছিলেন এবং এক ভবিষ্যত যুগে তাঁর (সাঃ) নিজের উম্মতের পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ্ তাঁর (সাঃ) কোন অনুগত দাসকে পাঠাবেন। এভাবে এ দুটি যুগই মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু এ বিষয়টি যে রূপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে সম্ভবত সম্রাট সাইরাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে। তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন আর একেশ্বরবাদীও ছিলেন। তিনি যে পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন এর উল্লেখ আলোচ্য আয়াতগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। আর প্রাচীর নির্মাণের যে বর্ণনা রয়েছে তা একটি নয় বরং কয়েকটি প্রাচীর। প্রাচীনকাল থেকে এসব প্রাচীর আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং এমন সব জাতিকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল যারা সরাসরি নিজেদের রক্ষা করতে পারতো না। এগুলোর মাঝে একটি প্রাচীর রাশিয়ায় রয়েছে এবং একটি প্রাচীর রয়েছে চীনে। অর্থাৎ প্রাচীরের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা ছিল সে যুগের রীতি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৭২০। দেখুন ইস্রা-১ঃ১-২, যিশাইয়-৪৫ঃ১-৩ এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্লড।

১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩ এবং ১৭২৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯২। এভাবেই হলো। আর অবশ্যই আমরা তার সব বিষয়ই পুরোপুরি অবহিত।

كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯৩। এরপর সে (অন্য আর) এক পথে চলতে[১৭২৫] লাগলো।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾

৯৪। অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে[১৭২৬] পৌঁছলো তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল, যারা (তার) কথা বুঝতে পাচ্ছিল না[১৭২৭]।

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৫। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ[১৭২৮] এ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমরা কি এ শর্তে তোমাকে (কিছু) কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রতিবন্ধক[১৭২৯] স্থাপন করে দাও?'

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

১৭২১। 'সূর্যাস্তের স্থানে' শব্দগুচ্ছ সাইরাসের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অথবা এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম সীমানাকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ সাগরের প্রতি নির্দেশ করে। কারণ এটি তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত গঠন করেছিল। সাইরাস তাঁর পশ্চিমাঞ্চলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এই আয়াত তারই দিকে নির্দেশ করেছে (এনসাইক, ব্রিট এবং হিষ্টারিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্লড, 'সাইরাস' অধ্যায়)।

১৭২২। সাইরাস পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করতেন। তিনি যরাথুস্ত্র নবীর অনুসারী ছিলেন এবং ইসলামপূর্ব সকল ধর্মের মধ্যে যরাথুস্ত্রের ধর্মবিশ্বাসই মৃত্যুর পরের জীবনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সাইরাস এবং তাঁর পার্সী অনুসারীরা যরাযুস্ত্র নবীর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন এবং বিদেশী ধর্মবিশ্বাস বা পূজা পদ্ধতিকে খুব ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন (যিউ এনসাইক, ৪র্থ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

১৭২৩। দেখুন যিশাইয়-৪৫ঃ১-৩ এবং ২-বংশাবলী ৩৬ঃ২২-২৩।

১৭২৪। এই আয়াত সাইরাসের পূর্বদিকে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দিকে অভিযানের প্রতিই ইশারা করছে। এই এলাকা বৃক্ষহীন অনুর্বর। এখানে সূর্যের তাপ প্রচন্ডভাবে আঘাত হানে। এটি এইরূপ জনগোষ্ঠির প্রতিও প্রয়োগ হতে পারে যারা সমতল প্রান্তরের অধিবাসী ছিল, যা শত শত মাইল ব্যাপী সিস্তান এবং হিরাতের পূর্বদিকে এবং দুজদবের উত্তরে মেশেদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭২৫। এই আয়াত সাইরাসের তৃতীয় অভিযানের প্রতি নির্দেশ করছে, যা পারস্য দেশের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশীয় পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা রাজ্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

১৭২৬। 'দুই পাহাড়' দ্বারা দুই প্রতিবন্ধকতা বুঝাতে পারে। যেখানে দেয়াল নির্মিত হয়েছিল তার একদিকে কাস্পিয়ান সাগর অপরদিকে ককেশাস পর্বতমালা। এই দুটি প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজমান ছিল।

১৭২৭। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা সাইরাসের ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু পারস্যের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় এবং পারস্য ও মেদীয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তারা তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারত, যদিও যথেষ্ট অসুবিধা ও ভুল ভ্রান্তি হতো। যে এলাকায় দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল তা পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে পারস্য ভূখন্ডের অংশে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এটা রাশিয়ার ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত। যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তরিত জানার জন্য 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী,' পৃষ্ঠা ১৫৩১-১৫৪০ দেখুন।

১৭২৮। ইয়া'জূজ এবং মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) শব্দদ্বয় মূল শব্দ 'আজ্জা' থেকে উৎপন্ন এর অর্থ তার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নিশিখায় পরিণত হলো (লেইন) এবং এর দ্বারা নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন অনেকে বলেন, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী জাতিসমূহ (এনসাইক, ব্রিট এবং যিউ এনসাইক, 'গগ ও ম্যাগগ' অধ্যায় এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা, এবং যিহিস্কেল ৩৮ঃ২-৬ ও ৩৯ঃ৬)। এই শব্দগুলো পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তারা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ফুটন্ত জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছে এবং এই সমস্ত জড় বস্তুর ব্যাপক ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৭২৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬। সে বললো, 'এ (ধরনের কাজে) আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন তা অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল (জন)শক্তি দিয়ে[১৭৩০] সাহায্য কর। আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে একটি বড় প্রতিবন্ধক স্থাপন করে দিব।

তাদের সর্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অথবা এই জাতিগুলোর অস্থির আচরণ, যেমন তারা সর্বদা অধৈর্য এবং অস্থিরভাবে নূতন জয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, তা এই ইংগিতও বহন করতে পারে।

ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা পাশ্চাত্যের কোন খৃষ্টান শক্তির প্রতি আরোপিত বা সংশ্লিষ্ট। প্রথমত তারা বহু সংখ্যক শক্তিশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতাবানঃ 'কিন্তু তুমি উঠিবে, ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমিও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশ আচ্ছাদন করিবে" (যিহিস্কেল ৩৮ঃ৯,) (গগ এন্ড ম্যাগগ) ইয়া'জূজ মা'জূজ.... তাহাদের সংখ্যাসমূহের বালুকার তুল্য (প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৮)। 'তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবে' (যিহিস্কেল-৩৯ঃ১৮,১৯)। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এবং দীপাঞ্চল থেকে তাদের আগমন দেখান হয়েছেঃ 'আর তুমি আপন স্থান হইতে উত্তর দিকের প্রান্ত হইতে আসিবে এবং অনেক জাতি তোমার সংগে আসিবে তাহারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে' (যিহিস্কেল-৩৮ঃ১৫)। তৃতীয়ত তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বেঃ 'তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিলে, তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল' (প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৯)। চতুর্থত উত্তরাঞ্চলে তাদের আবাসস্থল থেকে দেশান্তরে চলে যাবে এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করবে এবং যুদ্ধ বাধলে তারা তাদের দূরবর্তী উপনিবেশগুলো থেকে এসে একত্রে মিলিত হবে। 'শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে তো পৃথিবীর চারিকোণস্থিত জাতিগণকে ও গগ ও ম্যাগগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে' (প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৮)। যিহিস্কেল নবীর গ্রন্থে ইয়া'জূজকে 'হে মনুষ্য সন্তান, তুমি রোশের, মেশকের ও তুবালের অধ্যক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে রোশ হচ্ছে রাশিয়া, মেশক মস্কো এবং তুবাল টবোলস্ক। গগ (ইয়া'জূজ) কে ম্যাগগ বা মা'জূজের দেশীও বলা হয়েছে (যিহিস্কেল ৩৮ঃ২) এবং বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীদের মতে ম্যাগগ বা মা'জূজ সেই এলাকা নির্দেশ করে যা প্রাচীন মতে 'সিদিয়া' (রাশিয়া এবং তাতারসহ) নামে পরিচিত, যে স্থান থেকে অতীত অনেক বর্বর যাযাবর দল উত্থিত হয়েছিল। রাশিয়া যেহেতু মা'জূজের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু রোশ, মেশ্ক এবং তুবালকে যথাক্রমে রাশিয়া, মস্কো এবং টবোলস্ক বলে ধরা যায়। ম্যাগগ বা মা'জূজকে এক জাতির নাম বলে যিহিস্কেল ৩৯ঃ৬-তে এবং প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৮-তে বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত যিহিস্কেল-৩৯ঃ৬ মা'জূজকে যারা 'উপকূল নিবাসী' তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ইয়া'জূজ এবং মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রাশিয়াসহ ইউরোপের কোন কোন বৃহৎ শক্তিকে নির্দেশ করে। কুরআন করীমে ১৮ঃ৯৫ আয়াতে আরানের উত্তর সীমান্তের রাজ্যসমূহে তাদের আক্রমণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এতে প্রতিপন্ন হয়, এই সকল উপজাতিরাই সাধারণত সিদিয়ান (Scythians) নামে পরিচিত ছিল। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে প্রাচীনকালে সিদিয়ানরা বড় বড় দলে রাশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে গিয়েছিল, তাদের গমন পথ ছিল ককেশাস পর্বতের উত্তরাঞ্চল (এনসাইক, ব্রিট, ১২ খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, ১৪শ সংস্করণ)। যখন ইউরোপে একদল অবস্থান স্থির করেছিল তখন নূতন নূতন দল পূর্বদিকে থেকে আসতে আরম্ভ করলো এবং তাদের পূর্বগামীদেরকে পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে সরিয়ে দিল। এরূপে ইউরোপের জাতিগুলোকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইয়া'জূজ এবং মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এটা যিহিস্কেল এবং প্রকাশিত বাক্যে প্রতিপন্ন হয় যে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর প্রকাশিত হওয়ার কথা শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) অর্থাৎ মসীহ্ (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে 'আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, উত্তরাকালে এইরূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে' (যিহিস্কেল-৩৮ঃ১৬ এবং প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৭-১০ ও দেখুন)। এই আয়াতসমূহ প্রতিপন্ন করে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন জাতির প্রতি ইশারা করছে যারা সেই সুদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে। যে যুগে ইয়া'জূজ ও ম'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) প্রকাশিত হবে সেই যুগে যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী এবং ভয়ানক দৈবদুর্বিপাক ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৭১৮ঃ১৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৭২৯। সিদিয়ানরা (Scythians) বা ইয়া'জূজ -মা'জূজ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করেছিল এবং এই সকল এলাকা থেকে দারবন্দ গিরিপথের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে পারস্য জয় করেছিল। সাইরাস তাদেরকে পরাস্ত করে পারশ্যবাসীকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করে ছিলেন (হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরী অব দি ওয়ালর্ড)। যে গিরিপথের মধ্য দিয়ে সিদিয়ানরা (Scythians) পারস্য দেশ আক্রমণ করেছিল, হিরোডোটাসের মতে ঠিক সেই স্থানে বিখ্যাত দারবন্দ (Derband) প্রাচীর দন্ডায়মান ছিল।

দারবেন্ড বা দারবন্দ (Derband) পারস্যের এক শহর দাঘেস্তান বা (Daghestan) প্রদেশের অন্তর্গত ককেশিয়া (Coucasia) কাস্পিয়ান উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী স্থান... এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে সমুদ্রাভিমুখে ৫০ মাইল দীর্ঘ ককেশাস প্রাচীরের দিগন্ত, যা কিনা আলেকজান্ডারের প্রাচীর নামেও খ্যাত, যা লৌহ দ্বার বা কাস্পিয়ান দ্বার এর সংকীর্ণ পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি আসল অবস্থায় উচ্চতায় ২৯ ফুট এবং প্রস্থে ১০ ফুট ছিল এবং প্রহরার জন্য উচ্চকক্ষ পারস্য সীমান্ত রক্ষায় যথার্থই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল (এনসাইক, ব্রিট, 'দারবন্দ' অধ্যায়)।

টীকার অবশিষ্টাংশ ও টীকা ১৭৩০ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৭। তোমরা আমাকে লোহার টুকরো[১৭৩১] এনে দাও।' অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান (ভরাট করে) সমান করে দিল[১৭৩১-ক] তখন সে বললো, 'তোমরা (এখন আগুনে) ফুঁ দাও।' অবশেষে সে যখন এ (লোহাকে) আগুনে পরিণত করলো তখন সে বললো, 'তোমরা আমাকে (গলিত) তামা এনে দাও যেন আমি তা এর ওপর ঢেলে দিই।'

اٰتُوۡنِیۡ زُبَرَ الۡحَدِیۡدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیۡنَ الصَّدَفَیۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَہٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِیۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَیۡہِ قِطۡرًا ﴿ؕ۹۷﴾

৯৮। সুতরাং (এ দেয়াল নির্মিত হবার পর) তারা (অর্থাৎ ইয়া'জূজ ও মা'জূজ) এটিকে ডিঙ্গাতে পারলো না আর এতে কোন ছিদ্রও করতে পারলো না[১৭৩২]।

فَمَا اسۡطَاعُوۡۤا اَنۡ یَّظۡہَرُوۡہُ وَ مَا اسۡتَطَاعُوۡا لَہٗ نَقۡبًا ﴿۹۸﴾

৯৯। সে বললো, 'এ (কাজ) আমার প্রভু-প্রতিপালকের বিশেষ কৃপায় (হয়েছে)। এরপর আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় যখন আসবে তখন তিনি এ (দেয়াল) চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন[১৭৩৩]। [ক]আর আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।'

قَالَ ہٰذَا رَحۡمَۃٌ مِّنۡ رَّبِّیۡ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّیۡ جَعَلَہٗ دَکَّآءَ ۚ وَ کَانَ وَعۡدُ رَبِّیۡ حَقًّا ﴿ؕ۹۹﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬২; ৪৬ঃ১৭; ৭৩ঃ১৯।

ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে লোক সাধারণ্যের প্রচলিত ধারণা হলো, উক্ত প্রাচীর সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্ণিবাত্যার মত ছিল, যে সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এইরূপ প্রকান্ড প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেয়া অসম্ভব ছিল। উপরন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এত বড় বিরাট দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। জনসাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানরা যুলকারনাইনকে আলেকজান্ডার বা সেকান্দার বাদশা বলে ভুল করেছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সাইরাস সেটি নির্মাণ করেছিলেন ঃ

(ক) সিদিয়ানদের ক্ষমতা খর্ব করে দেয়ার জন্য সাইরাসের পুত্রের মৃত্যুর পর দারিয়ূস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রীসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করেন। এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার যে তিনি (দারিয়ূস) এত দীর্ঘ ও সংকটময় পথে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিক থেকে, অথচ তারা উত্তর দিক থেকে তাঁর অতি নিকটবর্তী ছিল। অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হলো, সেই প্রকান্ড প্রাচীরের অস্তিত্ব (যা তার পূর্ববর্তী সাইরাসই কেবল নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন) তাঁর (দারিয়ূসের) জন্য আক্রমণকে অসম্ভব করে দিয়েছিল। নিজের দেশকে উত্তর থেকে আক্রমণের জন্য অরক্ষিত রেখে বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ অপরদিকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না যদি না তাঁর সামনে কোন বাধা বা প্রাচীর থাকতো।

(খ) সাইরাসের সময়ের পূর্বে সিদিয়ানরা পারস্যের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিজয়ের পরে এই সকল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যা এই সমস্ত অভিযান কার্যকরভাবে প্রতিহত করেছিল এবং সেই বাধা ছিল দারবন্দের দেয়াল যাকে ভুলক্রমে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৭৩০। সাইরাস উক্ত স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে শ্রমিক সরবরাহ করতে বলেছিলেন। 'কুওয়াহ্' অর্থ দৈহিক শক্তি অর্থাৎ কায়িক শক্তিসম্পন্ন শ্রমিক।

১৭৩১। শ্রমিক ছাড়াও সাইরাস স্থানীয় জনসাধারণের নিকট লৌহ এবং গলিত তামে চেয়েছিলেন। তাম্রের উপরে লোহার মত মরিচা ধরে না এবং যখন তা লোহার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এই মিশ্রণ অধিকতর কঠিন পদার্থে পরণত হয়, মরিচা এবং ক্ষয় থেকে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় প্রকৌশল ও যন্ত্র সাইরাসের দক্ষ শিল্পিরা সরবরাহ করেছিল।

১৭৩১-ক। এই দুর্গপ্রাচীর কাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশাস পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল।

১৭৩২। এই প্রাচীর নির্মাণ যখন শেষ হলো তখন উত্তর দিক থেকে ইয়া'জূজ মা'জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) এর আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। উক্ত প্রাচীর এত চওড়া ও উচ্চ ছিল যে তাকে ভাঙ্গা বা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এটি ২৯ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল (এনসাইক ব্রিট) এবং এতে লোহার দরজা ও প্রহরার জন্য উচ্চ কক্ষ ছিল। এটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে পারস্য সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ করতো।

১৭৩৩। সাইরাস নিশ্চয় ইলহামযোগে সংবাদ পেয়েছিলেন যে সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া'জূজ -মা'জূজ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তার লাভ করবে এবং তখন এই প্রাচীর তাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। 'তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন' কথার তাৎপর্য এটাই। ২১ঃ৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াজূজ-মা'জূজ সমগ্র পৃথিবীতে তাদের থাবা বিস্তার করবে। রূপক অর্থে 'প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া' ইসলাম ধর্মে বিশেষভাবে ইউরোপের তুর্কী জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতা ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করে দিয়েছিল।

১০০। আর সেদিন আমরা এদের এক (দলকে) অন্য (দলের) বিরুদ্ধে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত আঁছড়ে পড়তে দিব। [ক]আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন আমরা এদের সবাইকে একত্র করে দিব[১৭৩৪]।

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿۱۰۰﴾

১০১। আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের একেবারে সামনে নিয়ে আসবো[১৭৩৪-ক],

وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿۱۰۱﴾

১১ [১৯] ২

১০২। [খ]যাদের চোখ আমার 'যিক্‌র'[১৭৩৪-খ] থেকে (উদাসীনতার) পর্দায় (ঢাকা) ছিল এবং তারা শোনারও ক্ষমতা রাখতো না।

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿۱۰۲﴾ ع

১০৩। অতএব যারা অস্বীকার করেছে তারা কি মনে করে, তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারবে? [গ]আমরা নিশ্চয় কাফিরদের জন্য আপ্যায়নরূপে জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿۱۰۳﴾

★ ১০৪। তুমি বল, 'কাজের ক্ষেত্রে তাদের (মাঝ থেকে) সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে আমরা কি তোমাদের অবগত করবো?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿۱۰۴﴾

১০৫। (এরা হলো তারা) যাদের সব চেষ্টাপ্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের অন্বেষণে হারিয়ে গেছে[১৭৩৫] এবং তারা মনে করে তারা শিল্পকর্মে উৎকর্ষ দেখাচ্ছে।'

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۱۰۵﴾

১০৬। এরাই সেসব লোক, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টিকে) অস্বীকার করেছে। [ঘ]অতএব এদের সব কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং কিয়ামত দিবসে এদেরকে আমরা কোন গুরুত্ব দিব না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿۱۰۶﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ১০২; ৩৬ঃ৫২; ৩৯ঃ৬৯; ৫০ঃ২১; ৬৯ঃ১৪ খ, ২১ঃ৪৩; ৩৯ঃ৪৬ গ. ২৯ঃ৬৯; ৩৩ঃ৯; ৪৮ঃ১৪; ৭৬ঃ৫ ঘ. ২ঃ২১৮; ৩ঃ২৩; ৭ঃ১৪৮; ৯ঃ৬৯।

১৭৩৪। ইয়া'জূজ-মা'জূজের প্রতাপশালী হওয়ার যুগে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রিত হবে এবং সমস্ত বিশ্ব এক দেশের ন্যায় হবে এবং বাইবেল অনুযায়ী জাতি জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং ঈর্ষা, ঘৃণা ও অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচারের প্রাচুর্য হবে। এটা বর্তমান যুগকেই ইশারা করছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা ভেবে মানুষ চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যিহিস্কেল ৩৮ ও ৩৯ অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো ইয়া'জূজ (গগ) এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলো হলো মা'জূজ (ম্যাগগ)। এখন পর্যন্ত তারা জাতিসমূহের সর্বশেষ রণক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

১৭৩৪-ক। ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা ঐশী শাস্তি যা ইয়া'জূজ-মা'জূজের উপর নেমে আসবে তার জন্য সূরা আর্ রহমান দেখুন।

১৭৩৪-খ। 'যিক্‌র' দ্বারা কুরআন করীম বুঝায়।

১৭৩৫। এই সকল লোকের দৈহিক আরাম এবং পার্থিব স্বার্থই হলো জীবনের মূল লক্ষ্য। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার জন্য কোন ঠাঁই নেই।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এ হলো তাদের প্রতিফল (অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ তারা অস্বীকার করেছিল এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রসূলদের ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য আপ্যায়নরূপে রয়েছে ফেরদাউসের জান্নাতসমূহ।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। [ক]সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ থেকে তারা কখনো পৃথক হতে চাইবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١١٠﴾

১১০। তুমি বল, [খ]'আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সাগর কালিতে পরিণত হলেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগরের (পানি) শেষ হয়ে যাবে। এমনকি আমরা সাহায্যরূপে এরূপ আরো (সাগর) নিয়ে এলে (তাও শেষ হয়ে যাবে)[১৭৩৬]।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١١﴾ ١٢ ع

১১১। তুমি বল, [গ]'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (তবে পার্থক্য হলো,) আমার প্রতি ওহী করা হয়। তোমাদের উপাস্য কেবল একজনই উপাস্য। [ঘ]অতএব যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাত (লাভ করতে) চায় সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করে[১৭৩৭]।'

১২ [৭] ৩

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১০৯; ১৫ঃ৪৯ খ. ৩১ঃ২৮ গ. ১৪ঃ১২; ৪১ঃ৭ ঘ. ২ঃ৪৭,২২৪; ১১ঃ৩০; ২৯ঃ৬; ৮৪ঃ৭।

১৭৩৬। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো তাদের উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করে এবং তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভেবে পরিশ্রম করে যে তারা সৃষ্টির রহস্য উৎঘাটন করতে কৃতকার্য হয়েছে।

১৭৩৭। বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, এই সূরার প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের প্রচন্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এও প্রতীয়মান হয় যে দাজ্জাল, ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বর্তমান খৃষ্টান জাতিসমূহ। দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপক অনিষ্টকর ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজ নির্দেশ করে তাদের পার্থিব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে।

সূরা মারইয়াম-১৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবাগণের সর্ববাদীসম্মত অভিতম হলো, আলোচ্য সূরাটি মক্কী জীবনের গোড়ার দিকে, খুব সম্ভবত নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে এবং আবিসিনিয়ার হিজরতের পুর্বে, যা হিজরী ৫ম বৎসরের রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল–তার মধ্যবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা বনী ইস্রাঈল ও আল্ কাহ্ফের সাথে এই দিক দিয়ে বর্তমান সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে যে উল্লেখিত দুটি সূরাতেই ইহুদী এবং খৃষ্টানের উত্থান ও সাফল্যের কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতা আলোচ্য সূরাতেও বিদ্যমান। সূরা বনী ইস্রাঈলে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছিল, ইহুদীরা জাতীয় পর্যায়ে দুবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং দুবার তারা আবার সাফল্য ও ক্ষমতার অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল, মুসলমানরাও দুবার জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও সাফল্যের অধিকারী হবে এবং দুবার ইহুদীদের মত তারাও অবনতি এবং পতনের সম্মুখীন হবে। সূরা কাহ্ফে এই বিষয়টিই আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছিল যে মূসায়ী শরীয়তের মসীহ্ অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর অনুসারী কর্তৃক এক সময় মুসলমানরা জাতীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, যখন তারা ইসলামী শরীয়তের মসীহ্র নেতৃত্বে পুনরায় তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। বর্তমান সূরাতে পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই দিক থেকে আলোচ্য সূরাটি একই শ্রেণীর বক্তব্যসমৃদ্ধ তৃতীয় সংযোজন যার প্রথম দুটি সূরা বনী ইস্রাঈল ও সূরা কাহ্ফ। মূলত এই তিনটি সূরা একই বিষয়বস্তু আলোচনা করেছে এবং উপস্থাপনার দিকে থেকে একই ধরনের প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করেছে।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা বা "হুরূফে মুকাত্তায়াত" রয়েছে, তার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে খৃষ্টীয় বিধান ছিল মূলত ঐশী, কিন্তু পরবর্তীতে এর মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবাদ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এই সব প্রক্ষিপ্ত মতবাদ ঐশী গুণাবলীর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, তাই সেগুলো খন্ডন করার লক্ষ্যে হযরত ঈসা (আঃ) এর সংক্ষিপ্ত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর প্রসঙ্গেও কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসার পূর্বে এলীয় ভাববাদীর প্রেরিত হবার কথা (মালাকি-৪ঃ৫)। আর ইহুদীরা যখন এলীয় সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট জানতে চেয়েছিল, মনুষ্য-পুত্রের আগমন হওয়ার পূর্বেই যার আগমন আবশ্যক, তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও তবে জানিবে, যে এলীয়ের আগমন হইয়াছে তিনি এই ব্যক্তি, অর্থাৎ যোহনই এলীয়।" "এলীয়ের শক্তি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়ে যোহন এসেছেন" (মথি-১১ঃ১৪-১৫, ১৭ঃ১২ ও মার্ক ৯ঃ১৩)। তিনি ইহুদীদেরকে আরো বলেছিলেন, এলীয় স্বর্গ থেকে আসবেন না, বরং অন্যান্য সকল মানুষের মত তিনিও এক মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন অন্য একজন মানুষের আকৃতিতে এবং তিনিই যোহন (মথি-১১ঃ১১ ও লূক-৭ঃ২৮)।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রসঙ্গ বর্ণনায় এই সূরাটি তাঁর জন্ম যে এক অসাধারণ প্রক্রিয়ায় পিতার মাধ্যম ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে তার উল্লেখ করেছে। এই অতি অসাধারণ ঘটনা অবলম্বন করার পিছনে যে ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো, নবুওয়তের ধারা বনী ইস্হাক থেকে বনী ইস্মাঈলে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। কেননা বনী ইসহাক তথা ঈসরাঈল জাতির মধ্যে এমন কোন পুরুষ বর্তমান নেই যার ঔরসে আল্লাহ্র কোন নবী জন্ম লাভ করতে পারেন। অতঃপর সূরাটিতে হযরত ঈসা (আঃ) এর ঈশ্বরত্বের কথিত দাবীকে এই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে যে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) এর পূর্ব পর্যন্ত সকল নবীই যখন মানুষ ছিলেন তখন হযরত ঈসা (আঃ), যিনি নিজেও একজন নবী. তিনি কি করে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন এবং কেনই বা তাঁর প্রতি ঈশ্বরত্ব বা খোদার পুত্রের ঐশী গুণাবলী আরোপ করা যেতে পারে? যেহেতু খৃষ্টান জাতি কর্তৃক আখেরী যামানায় পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ পাবে এবং যেহেতু এই সূরাটিতে খৃষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, সেহেতু এই সুরার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। এই বিষয়ে সূরাটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যার মোকাবিলায় অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন মামুলি ও অসার যুক্তিসমূহ উন্মোচিত ও খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। সূরাটিতে বলা হয়েছে যে

অবিশ্বাসীরা তাদের জাগতিক সম্পদ, বস্তু-সম্ভার ও অধিক সংখ্যা দেখিয়ে এক ধরনের অমূলক আনন্দের মধ্যে থাকে এবং এইসব জিনিষকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাসজনিত মিথ্যা ধারণার অনুকূলে বলে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে থাকে, ইহজীবন ছাড়া আসলে আর কোন জীবন নেই। তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের আপাত সংখ্যাল্পতা ও সম্পদহীনতা এবং তাদের নিজেদের ইহজাগতিক প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও সম্পদ দেখিয়ে তারা যেন এই কপট ধারণার বশবর্তী হয়ে না পড়ে যে চিরকাল অবস্থা এমনই থাকবে। বরং আসল কথা হলো, সত্য ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং এটা অবধারিত, পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয়। পরিশেষে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দানের মাধ্যমে এই সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে আর প্রশ্নটি হলো–আরবী ভাষাকে কেন কুরআন শরীফের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তরে বলা হয়েছে, যেহেতু আরববাসীদের উদ্দেশ্যেই কুরআনের প্রথম সম্বোধন, সেহেতু এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে কোন বাণী সেই ভাষাতেই কোন সম্প্রদায়ের নিকট প্রচারিত হওয়া উচিত যার মাধ্যমে তারা নিজেরা ভাব বিনিময় করে। এতে তাদের পক্ষে উক্ত বাণীর বিষয়বস্তু অনুধাবন ও পারস্পরিক মত বিনিময় করা সহজ হয়ে পড়ে এবং এজন্যই কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা মারইয়াম-১৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আনতা কাফিন ওয়া হাদিন, ইয়া 'আলিমু ইয়া সাদিকু'[১৭৩৮] অর্থাৎ তুমি যথেষ্ট, সত্য পথনির্দেশক, হে জ্ঞানী, হে সত্যবাদী।

كٓهٰيٰعٓصٓ ②

৩। এ হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (সেই) কৃপার বর্ণনা, যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার[১৭৩৯] প্রতি করেছিলেন

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ③

৪। [খ]যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে নিভৃতে ডেকেছিল[১৭৪০]।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ④

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৩ঃ৩৯; ২১ঃ৯০।

১৭৩৮। উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছিলেন, সংযুক্ত বর্ণ 'কাফ হা ইয়া আইন সাদ' সমূহে 'কাফ' দ্বারা কাফিন (পর্যাপ্ত, যথেষ্ট), 'হা' দ্বারা হাদিস (সত্য পথ নির্দেশক), 'আইন' দ্বারা 'আলীম (সর্বজ্ঞ) এবং 'সাদ' দ্বারা সাদেক' (সত্যবাদী) বুঝায়। অতএব এই সংযুক্ত অক্ষরগুলোর পঠন হয়ঃ 'আনতা কাফীন আনতা হাদীন ইয়া আলীমু ইয়া সাদিকু' অর্থাৎ তুমিই যথেষ্ট, সকলের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম, তুমি সত্য পথপ্রদর্শক, হে সর্বজ্ঞ হে সত্যনিষ্ঠ! আল্লাহ্‌ তাআলার চারটি সিফ্‌ত, যা এই সংযুক্ত বর্ণমালায় পরিস্ফুটিত হয়েছে তা খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা উন্মোচন ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফলে এই মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এতে যীশুর ঈশ্বরত্ব তথা ত্রিত্ববাদী ধর্মমতের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। উক্ত চারটি গুণের মধ্যে আলীম এবং সাদিক এই দুটি প্রধান এবং মৌলিক গুণ এবং কাফী ও হাদী তাদের অধীন ও প্রথমোক্ত সিফত থেকে নির্গত এবং ওদেরই অবশ্যম্ভাবী বিকাশ এবং প্রতিফলন। যদি আল্লাহ্‌ তাআলা আলীম (সর্বজ্ঞ) হন তাহলে প্রায়শ্চিত্তবাদী মতের কোন স্থান থাকে না। কারণ এই মতবাদ পূর্বাহ্নেই মেনে নেয় যে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশ্ব সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এক বিশেষ কর্মসূচীর পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেই কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীর রক্ষাকল্পে তাঁর নিজ পুত্রকে কুরবানী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাঁর 'সর্বজ্ঞ' হওয়া গুণের বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ এবং যখন আল্লাহ্‌র জ্ঞানকে ক্রটিপূর্ণ দেখানো হয় তখন তিনি কাফী অর্থাৎ যথেষ্ট বা পরিপূর্ণ বলে দাবী করতে পারেন না। কারণ যে সত্তা সর্বজ্ঞ (আলীম) তিনি নিশ্চিত ও অনিবার্যভাবেই পর্যাপ্ত, পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট। একইরূপে সাদিক গুণ এবং এর অধীনস্থ হাদী (পরিচালক বা হেদায়াতকারী) প্রায়শ্চিত্তবাদ ধর্মমতকে চূর্ণ করে ফেলে। যদি আল্লাহ্‌ তাআলা প্রকৃতই হাদী বা পরিচালক না হন এবং পাপীদের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করলে নাজাত ও মুক্তি যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে, আল্লাহ্‌ তাআলার সকল নবী-রসূলই মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ তাঁরা খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত শিক্ষা দিতেন এবং প্রচার করতেন যে মুক্তি এবং নাজাত কেবল সত্য ঈমান এবং সৎকর্মের মাধ্যমেই সম্ভব এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবী-রসূলগণের সত্যবাদিতাই হাদী অর্থাৎ সত্য-পরিচালক হওয়া প্রমাণ করে। এরূপে উক্ত বর্ণমালাগুলোর সংক্ষিপ্ত সংযুক্তি এই ইংগিতই করে, খৃষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের সঠিক পর্যালোচনায় এটাই সাব্যস্ত হয়, এই সমস্ত অসমর্থিত মতবাদ যুক্তির ধোপে টিকে না এবং তা তাদেরকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার সিফতসমূহের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা, চিন্তা করা বিশেষভাবে উপরোক্ত চারটি গুণ সম্বন্ধে। মুকাত্তায়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৬ টীকা দেখুন।

১৭৩৯। ঈসা (আঃ) এর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ যাকারিয়া (আঃ) এর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) (ব্যাপ্টিস্ট যোহন) হযরত ঈসা (আঃ) এর অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ইহুদী জাতিকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের উদ্ধারকারীর আগমন আসন্ন প্রায় (মালাকি-৪ঃ৫)। মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর পূর্বে ইলিয়াস নবীর আগমনের কথা। কুরআন করীমে হযরত ঈসা (আঃ) এর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইলিয়াসরূপে আগমনকারী হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (যোহন) উল্লেখ বিষয়বস্তুর জন্য খুবই সমীচীন ও যথার্থ হয়েছে।

১৭৪০। আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবীগণকে বারবার প্রত্যাখ্যান করায় ইহুদী জাতির প্রতি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী-হুশিয়ারী থেকে

১৭৪০ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। সে বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় [ক]আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন আমার মাথার চুল উজ্জ্বল-শুভ্র হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরপরও তোমার কাছে দোয়া করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি।

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

৬। আর নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পর আমার আত্মীয়-স্বজনদের (আচরণ) সম্পর্কে ভয় করি। (অপরদিকে) [খ]আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি [গ]তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর[১৭৪১],

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

৭। যে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং ইয়াকূবের বংশধরদের উত্তরাধিকারীও হতে পারে। আর [ঘ]হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাকে তুমি (তোমার) অত্যন্ত সন্তোষভাজন করো'।

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

৮। (আল্লাহ্ বললেন,) 'হে যাকারিয়া! [ঙ]নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। এর পূর্বে আমরা [চ]তার নামে কারো নাম রাখিনি'[১৭৪২]।

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৯। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কিরূপে আমার পুত্র হবে [ছ]অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছি'[১৭৪৩]?

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

দেখুন ঃ ক.৩ঃ৪১ খ. ৩ঃ৪১; ২১ঃ৯১ গ. ৩ঃ৩৯; ২১ঃ৯০ ঘ. ৩ঃ৩৯ ঙ. ৩ঃ৪০; ২১ঃ৯১ চ. ১৯ঃ৬৬ ছ. ৩ঃ৪১; ২১ঃ৯১।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন, নবুওয়তের ধারা শীঘ্র ইসহাকের বংশ থেকে হযরত ইসমাঈলের বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। এজন্য তিনি (যাকারিয়া) তাঁর অনুভূতি প্রকাশে এক ধার্মিক পুত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন।

১৭৪১। হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর দোয়া ছিল পূর্ণ ও সফল প্রার্থনার সকল উপাদানে ভরপুর। গ্রহণযোগ্য দোয়া বিনয়ের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে, একাগ্রচিত্তে করা উচিত। প্রার্থনাকারীর নিজের অসহায় অবস্থা এবং দুর্বলতা স্বীকার করা উচিত। দোয়াকারীর অন্তরে অটল বিশ্বাস থাকতে হবে, আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করার ক্ষমতার অধিকারী। হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর প্রার্থনা এই শর্তগুলো পূরণ করেছিল।

১৭৪২। 'সামীয়া' অর্থ বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব বা মর্যাদায় প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী, সদৃশ্য বা সমতুল্য, অন্যের সমনামধারী ব্যক্তি (লেইন)। এই আয়াতের অর্থ এমন নয় যে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্য সমনামধারী কোন ব্যক্তি তাঁর পূর্বে ছিল না। বাইবেল থেকে প্রতিপন্ন হয়, তাঁর পূর্বে যোহন নামের বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল (২ রাজাবলী-২৫ঃ২৩,১-বংশাবলী-৩ঃ১৫, ইস্রা-৮ঃ১২)। এর অর্থ এমনও করা যায় যে তিনি সকল বিষয়ে তুলনাবিহীন এবং অসমকক্ষ ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, 'যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিয়াছেন, আমি হেঁট হইয়া তাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই" (মার্ক-১ঃ৭)। এই আয়াতের মর্ম কেবল এটাই যে হযরত ইয়াহ্ইয়া বা যোহন শুধু এই বিষয়ে অতুলনীয় ছিলেন যে তিনিই প্রথম নবী যিনি অন্য নবীর অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর অগ্রদূতরূপে আগমন করেছিলেন এবং তিনি তুলনাবিহীন ছিলেন এই ব্যাপারেও যে হযরত ইয়াহ্ইয়া প্রথম নবী যিনি অন্য এক নবীর (অর্থাৎ ইলিয়াস নবীর) আত্মিক শক্তি ও মেযাজের সাদৃশ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৭৪৩। আল্লাহ্ তাআলা যাকারিয়ার প্রতি যে মহা অনুগ্রহ করতে যাচ্ছেন, সেজন্য এই আয়াত তাঁর (আঃ) নির্দোষ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় প্রকাশ করার প্রতি নির্দেশ করছে। কোন ব্যক্তি যাকারিয়া (আঃ)এর ন্যায় অবস্থায় উপনীত হলে তার জন্য এইরূপ অস্বাভাবিক শুভ সংবাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়।

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿١٠﴾

১০। সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) বললো, [ক]'এভাবেই (হবে)'। তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, 'এ (কাজ) আমার জন্য সহজ। এর পূর্বে আমি তো তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম যখন তুমি কিছুই ছিলে না'।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١١﴾

১১। সে (অর্থাৎ যাকারিয়া) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে কোন নিদর্শন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন[১৭৪৪] হলো, তুমি লোকদের সাথে ক্রমাগত [খ]তিন রাত (ও তিন দিন) কথা বলবে না।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١٢﴾

১২। এরপর সে মেহ্‌রাব (অর্থাৎ ইবাদতকক্ষ) থেকে বের হয়ে তার জাতির সামনে এল এবং ইঙ্গিতে[১৭৪৫] তাদের বললো, 'তোমরা [গ]সকালসন্ধ্যা (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাক'।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٣﴾

১৩। (আল্লাহ্ বললেন,) 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! তুমি এই কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধর। আর আমরা তাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٤﴾

১৪। এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোমলতা আর পবিত্রতাও (দান করেছিলাম)। আর সে ছিল মুত্তাকী।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٥﴾

১৫। [ঘ]আর (সে) পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল এবং কখনো উগ্র (ও) অবাধ্য ছিল না।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٦﴾

১ [১৬] ৪ — ১৬। [ঙ]আর তার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) যেদিন সে জন্মেছিল এবং (সে দিনও তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে) যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে পুনরুত্থিত করা হবে'[১৭৪৬]।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৪১, ৪৮; ১৯ঃ২২; ৫১ঃ৩১ খ. ৩ঃ৩২ গ. ৩ঃ৪২; ৩৩ঃ৪৩ ঘ. ৬ঃ১৫২; ১৯ঃ৩৩; ২৯ঃ৯; ৩১ঃ১৫; ৪৬ঃ১৬ ঙ. ১৯ঃ৩৪।

১৭৪৪। কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে ও প্রশংসায় নিবিষ্ট থাকার জন্য যাকারিয়া (আঃ) এর প্রতি এই নির্দেশ তাঁর নিঃশেষিত দৈহিক শক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য এক আধ্যাত্মিক উপায়স্বরূপ ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখিত মতে খোদার কথায় অবিশ্বাস করার শাস্তিস্বরূপ তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছিল (লুক-১ঃ২০-২২)। কিন্তু তা ঠিক নয়।

১৭৪৫। 'আওহা ইলা ফুলানিন' অর্থ সে প্রকাশ করল বা আদেশ দিল বা অঙ্গভঙ্গি বা সঙ্কেত দ্বারা অনুরোধ করলো অথবা সে তাকে এমনভাবে বললো যে অন্যেরা শুনতে পারলো না (আকরাব)। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ৪২নং আয়াতে 'রাময' ওষ্ঠ সঞ্চালনে যোগাযোগ স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কণ্ঠ ব্যবহারে নয়।

১৭৪৬। ইসলাম তার অভ্যুত্থানের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে অতি দ্রুত উন্নতি করেছিল। প্রত্যেক ধর্মমতের লোকদের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক লোক–বিশেষভাবে খৃষ্টানদের বিরাট দল ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিল। তারা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্ম তখনো তারা উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি, সেহেতু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তীকালে তাদের মিথ্যা ধারণা ও ভুল বিশ্বাস মুসলিম সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে পরবর্তী কালে তা মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সকল বিশ্বাস বা ধারণা উদ্ভব করা হয়েছিল ঈসা (আঃ)কে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে-এমন ব্যক্তিত্বে যা মানবের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ এই সমস্ত বিশ্বাস কুরআন করীম তফসীরাধীন এই সূরায় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই সূরা এবং সূরা আলে ইমরান হযরত ইয়াহ্‌ইয়া এবং ঈসা (আঃ) এর মধ্যে তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছে,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿۱۷﴾

১৭। আর এ কিতাবে তুমি মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা কর। (স্মরণ কর) সে যখন তার পরিবারপরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে চলে গেল[১৭৪৭],

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۸﴾

১৮। এরপর সে নিজের ও তাদের মাঝে পর্দা টেনে দিল। তখন আমরা আমাদের *ফিরিশ্‌তাকে[১৭৪৮] তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে এক সুস্থসবল মানুষের আকার ধারণ করলো[১৭৪৯]।

قَالَتْ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿۱۹﴾

১৯। সে (অর্থাৎ মরিয়ম) বললো, 'তুমি তাকওয়াপরায়ণ হয়ে থাকলে আমি অবশ্যই তোমা থেকে রহমান (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করি[১৭৫০]।'

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৪৩।

হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে এমন কোন কিছুই ছিল না যা তাঁকে অন্যান্য সকল নবী থেকে পৃথক করে দিয়েছিল (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১৫৬৫)।

১৭৪৭। পরবর্তী কয়েক আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনার ভূমিকাস্বরূপ হযরত মরিয়ম সম্পর্কিত কুরআন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণিত কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গর্ভধারণের পূর্বে হযরত মরিয়মের জীবন সম্বন্ধে বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রকৃতপক্ষে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। মথি এবং লূক কর্তৃক বর্ণিত খৃষ্টের জীবন-কাহিনীতে তাঁর জীবনের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত ও অবান্তর বর্ণনা রয়েছে। মার্ক এবং যোহন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মথির মতে যোসেফের (ইউসুফের) সাথে বিয়ে হওয়ার সময় মেরী সন্তান-সম্ভাবা ছিলেন। যোসেফ তাকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এই চরম পন্থা অবলম্বনে ফিরিশ্‌তা স্বপ্নে যোসেফকে এই বলে নিবৃত্ত করেছিলেন, 'যোসেফ দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্ম নিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে।(মথি-১ঃ১৯-২০)।' যা হোক কুরআন করীম মেরীর পরিবার সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর মাতার মানত, উপাসনালয়ের কাজে মেরীর জীবন উৎসর্গকরণ এবং সর্বশেষে ঈসা (আঃ)কে তাঁর গর্ভে ধারণ সম্পর্কে (৩ঃ৩৬,৩৭,৪৮)। বর্তমান সূরা হযরত মরিয়ম সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেছে, যথাঃ ঈসা (আঃ)কে গর্ভে ধারণ এবং তাঁর জন্মের পর মরিয়ম ও ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে কি ঘটেছিল এবং ঈসা (আঃ) এর উপর নবুওয়তের দায়িত্বভার অর্পণের পর কি ঘটেছিল- তা সবই। এরূপে হযরত মরিয়ম সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবুওয়তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ইসরাঈলের বংশ থেকে ইসমাঈলের বংশে স্থানান্তরিত হওয়া নিকটবর্তী হয়েছিল, তা-ই বর্তমান সূরার প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে এই আয়াতে 'পূর্বদিকে এক স্থান' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত ইহুদীদের সম্মানিত প্রাচীন প্রথার প্রতি নির্দেশ করার জন্য। তারা পূর্ব দিককে পবিত্র মনে করতো। ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতি উভয়ে পূর্ব দিককে সম্মান করে থাকে। তারা তাদের উপাসনালয়সমূহ পূর্বমুখী করে নির্মাণ করে।

১৭৪৮। 'রূহ' এর বিভিন্ন অর্থের জন্য ৭২ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪৯। এই উক্তির মর্মার্থ হলো, হযরত মরিয়মের নিকট এক মহান পুত্র জন্ম হওয়ার ঐশী সুসংবাদ বাস্তব বাক্যালাপের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয়েছিল সত্যস্বপ্ন বা কাশ্‌ফের মাধ্যমে। কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনে একজন ফিরিশ্‌তা স্বাস্থ্যবান পুরুষরূপে মরিয়মের নিকট দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এক পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে ঐশী সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে কোন আত্মা বা রূহ প্রবেশ করেনি, বরং কাশ্‌ফে মানুষের আকৃতিতে কোন ফিরিশ্‌তা তাঁর নিকট এসে দেখা দিয়েছিলেন।

১৭৫০। যেমন পূর্ববর্তী আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মরিয়ম যা দেখেছিলেন তা কাশ্‌ফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না এবং সাধারণত এরূপ ঘটে থাকে যে কাশ্‌ফে যখন কেউ কিছু দেখে যদি জাগ্রত অবস্থায় সে তা দেখতে পছন্দ না করে তাহলে কাশ্‌ফে দেখলেও সে তা পছন্দ করে না। যখন হযরত মরিয়ম ফিরিশ্‌তাকে মানুষের আকৃতিতে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি যেহেতু সতী যুবতী ছিলেন সেহেতু স্বভাবতই ভীত ও বিব্রত হয়েছিলেন। এই কারণেই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তিনি সেই ব্যক্তি থেকে আল্লাহ্‌ তাআলার আশ্রয় চেয়েছিলেন।

২০। সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) বললো, 'আমি [ক]তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সন্তানের সুসংবাদ) দান করার জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এক বাণীবাহক মাত্র[১৭৫১]।'

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿۲۰﴾

২১। সে বললো, '[খ]কিরূপে আমার পুত্র হবে যেক্ষেত্রে কোন পুরুষই আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই[১৭৫২]'?

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿۲۱﴾

২২। [গ]সে বললো, 'এভাবেই (হবে)।' তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, 'এ কাজ আমার জন্য সহজ। (আর আমরা তাকে সৃষ্টি করবো)★ যেন আমরা তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন[১৭৫৩] এবং আমাদের পক্ষ থেকে কৃপার (কারণ) করে দেই। আর এ (হলো) এক স্থিরীকৃত বিষয়[১৭৫৪]।'

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۲۲﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৪৬ খ. ৩ঃ৪৮; ১৯ঃ৯ গ. ৩ঃ৪১, ৪৮; ১৯ঃ২২; ৫১ঃ৩১।

১৭৫১। 'বাণী-বাহক' শব্দ থেকে প্রতিভাত হয় যে ফিরিশ্‌তা কেবল মাত্র ঐশীবাণী বাহক ছিল এবং মরিয়মকে পুত্র দান করতে আসেনি, বরং এই পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতে এসেছিল। এই কথা কে না জানে যে এক মাত্র আল্লাহ্‌ই পুত্র দান করতে পারেন, কোন ফিরিশ্‌তা পারে না। ফিরিশ্‌তার কাজ শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুম বহন করা বা পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৭৫২। বর্তমান ও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা কাশ্‌ফে ঘটেছিল। কাশ্‌ফের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। স্বপ্নের মধ্যে তার অনুভূতি এবং কথা কখনো স্বপ্নেরই প্রভাব এবং তার ফলাফল বহন করে, আবার কখনো তা সেরূপ করে না, যেমন সে জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বপ্নে কোন লোক যদি তার পুত্রের মৃত্যুতে খুশী হয়, তার এই অনুভূতি স্বপ্নেরই আরোপিত প্রভাব-বলয় বুঝতে হবে, কারণ কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষ জাগ্রত অবস্থায় তার পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কাশ্‌ফে ফিরিশ্‌তাকে দেখে মরিয়ম যে কথাগুলো বলেছিলেন তা স্বপ্নের প্রভাবাধীন হয়েই বলেছিলেন। কেননা তাঁকে যখন শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল তখন তিনি আনন্দদায়ক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবলেন, খোদা কি এক পুত্র দান করে কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবেন? কিন্তু যদি এই কথাগুলো তাঁর স্বাভাবিক এবং বাস্তব অবস্থায় উক্তি হতো তাহলে পুত্র জন্মের এই সুসংবাদ শুনে তিনি সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এই চিন্তায় যে তাঁর মত এক কুমারীর এক পুত্র জন্ম হবে কি করে! মোট কথা প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কাশ্‌ফের অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত মরিয়মকে পুত্রসন্তান দানপূর্বক যে মহান অনুগ্রহে ভূষিত করতে যাচ্ছেন তাতে তাঁর আনন্দদায়ক বিস্ময় প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় তাঁর উক্তি মনের আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে নিঃসঙ্গবোধ করার ভাব প্রকাশ করে।

কিন্তু পক্ষান্তরে 'কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি' কথাটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হযরত মরিয়ম বুঝেছিলেন, উক্ত সংবাদটির মর্ম ছিল, বিয়ে ছাড়াই তিনি এক সন্তান লাভ করবেন, কারণ বৈবাহিক সূত্রে কোন পুরুষ মানুষকে না জানার কথা বলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই এবং 'আমি অসতীও নই' এই কথাগুলো বৈধ দাম্পত্য বহির্ভূত কোন মানুষকে জানার অস্বীকার বুঝাচ্ছে। ফিরিশ্‌তার কথায় তাঁর প্রতিউত্তরে দেখা যায়, মরিয়মের মনে ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল। পূর্বাহ্নেই চির কৌমার্যের শপথ তার সন্তান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। কুরআনের কোন কোন তফসীরকারকের ধারণা অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক পুত্রের জন্ম কোন এক ভবিষ্যৎ সময়ে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কের ফলস্বরূপ হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে মরিয়মের পক্ষে সেই সময়ে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ ছিল না।

★ [আল্লামা কুরতবী (রহঃ) এর মতে বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলো আয়াতটির অর্থে নিহিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৭৫৩। এই আয়াতে ঈসা(আঃ) এর বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যা ইসরাঈলীদের জন্য অবশ্যই এক বিরাট নিদর্শন ছিল। এতে ইংগিত ছিল যে ইসরাইলী বংশ থেকে ইসমাইলী বংশে নবুওয়ত স্থানান্তরিত হওয়া আসন্ন এবং ইহুদীদের জন্য এই সতর্ক সংকেত করেছিল, তারা আত্মিকভাবে এতই কলুষিত এবং নৈতিকতায় এতই অধঃপতিত হয়েছিল যে তাদের কোন পুরুষ আল্লাহ্ তাআলার নবীর পিতা হওয়ার মত যোগ্য ছিল না। এই অর্থেই কুরআনে হযরত ঈসা(আঃ)কে 'নির্ধারিত সময়ের একটা নিদর্শন' বলা হয়েছে (৪৩ঃ৬২) অর্থাৎ সেই সময়ের নিদর্শন যখন নবুওয়ত ইসরাঈলী বংশ থেকে ইসমাঈলী বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

টীকা ১৭৫৪ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৩। অতএব সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো[১৭৫৫] এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে সরে গেল[১৭৫৬]।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٣﴾

১৭৫৪। 'আর এ (হলো) এক স্থিরীকৃত বিষয়' উক্তির মর্ম এই যে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়মের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে এবং এই ঐশী সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্ তাআলার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশার্থে কুরআন করীমে তাকদির ও কাযা এই দুটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। প্রথমোক্ত শব্দে পরিকল্পনা বা নির্ধারণ এবং শেষোক্ত শব্দ ফয়সালা বা ডিক্রীদান করা বোঝায়। যখন কোন পরিকল্পনা বা স্কীম কার্যকর করার জন্য গ্রহণ করা হয় তখন তাকে 'কদর' বলা হয় এবং যখন তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে যায় যে তা কার্যে পরিণত করা হোক তখন তাকে 'কাযা' বলা হয়। ঈসা (আঃ) এর জন্ম পিতা ছাড়া হওয়া ছিল আল্লাহ্র একটি কাযা।

১৭৫৫। স্বামী সংসর্গ ছাড়াই হযরত মরিয়ম কীরূপে গর্ভধারণ করেছিলেন তা আল্লাহ্ তাআলার সেই সকল গোপন রহস্যের অন্যতম যা এখন পর্যন্ত মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিষয়টি এখনো পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তার অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ সকল প্রকার ঐশী গুপ্ত তথ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতির মধ্যে এমন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে যা মানুষ এখনো উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি, সম্ভবত সে কখনো সক্ষম হবে না। সে সবের মধ্যে পিতা ছাড়া ঈসা (আঃ) এর জন্মের বিষয়টি ধরে নেয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলার পদ্ধতি দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য এবং তাঁর শক্তি অসীম। কেবল 'কুন' (হও) শব্দ উচ্চারণে যে খোদা এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি জড় পদার্থে এরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন যা বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব। অধিকন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে প্রকৃতির বিশেষ অবস্থাধীনে যৌন সংসর্গ ছাড়া সন্তান জন্ম বা পুরুষের স্পর্শ ছাড়া নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাকে (parthenogenesis) নাকচ করা যায় না। চিকিৎসাবিদগণ নারীর শ্রোণীতে বা নিম্নাঙ্গের ভিতর সময় সময়ে প্রাপ্ত 'আরেনো ব্লাসটোমা' (Arrhenoblastoma) নামীয় এক বিশেষ প্রকার টিউমারের কারণে এই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সব টিউমার পুরুষ শুক্রাণু বা পুং-জননকোষ উৎপাদন করতে সক্ষম। যদি এই 'আরেনো ব্লাসটোমা' দ্বারা কোন নারীদেহে স্বক্রিয় বা জীবিত পুং-জননকোষ সৃষ্টি হয় তাহলে সেই নারী কুমারী হলেও তার গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ তার নিজ দেহে এরূপে ক্রিয়াশীল হবে যেন কোন পুরুষের দেহ থেকে শুক্রাণু সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাহায্যে তার দেহে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ইউরোপের এক দল স্ত্রীরোগ বিশারদ সন্তান প্রসবের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করতে এমন সব ঘটনা প্রকাশ করেছেন যেখানে প্রসূতি মাতার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ কোন পুরুষের সঙ্গেই ছিল না (Lancet)। ঈসা (আঃ) এর জন্ম পিতার সংযোগ ছাড়া হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। পিতা ছাড়া শিশুর জন্মের বহু ঘটনার প্রমাণ রয়েছে (এনসাইক ব্রিট এর 'ভারজিন বার্থ' অধ্যায় এবং 'এ্যানোমোলিস এন্ড কিউরিওসিটিস অব মেডিসিন, ডব্লিউ বি সাউনভারস কোং, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত)। যদি আমরা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দেই এবং অগ্রাহ্য করি তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম, নাউযুবিল্লাহ্ অবৈধ বিবেচিত হবে। খৃষ্টান এবং ইহুদী উভয়ে এক মত যে ঈসা (আঃ) এর জন্ম সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম – খৃষ্টানদের মতে এটা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত এবং ইহুদীদের মতে অবৈধ ছিল (যিউ এনসাইক)। এমন কি পারিবারিক কুষ্ঠি-নামাতেও ঈসা (আঃ) এর জন্ম এইরূপেই লিপিবদ্ধ রয়েছে (তালমুদ)। কেবল মাত্র এই বাস্তব ঘটনাটাই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে যে ঈসা (আঃ) এর জন্ম অসাধারণ ছিল। বাইবেলের নূতন নিয়মানুযায়ী মরিয়মের স্বামী যোসেফ ঈসা (আঃ) এর জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেনি (মথি-১:২৫)। অতএব 'সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো' বাক্যাংশ কোন পুরুষের সংসর্গ ছাড়া হযরত মরিয়মের অসাধারণভাবে গর্ভবতী হওয়ার প্রতি ইংগিত করছে।

১৭৫৬। 'এক দূরবর্তী স্থান' বুঝাতে নাযারেথ থেকে প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণে বৈথলেহেমের প্রতি ইশারা করছে। ঈসা (আঃ) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে যোসেফ মরিয়মকে বৈথলেহেম শহরে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

★২৪। এরপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের[১৭৫৭] কান্ডের দিকে যেতে বাধ্য করলো। সে বললো, 'হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম'।

فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰی جِذۡعِ النَّخۡلَۃِ ۚ قَالَتۡ یٰلَیۡتَنِیۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَ کُنۡتُ نَسۡیًا مَّنۡسِیًّا ﴿۲۴﴾

২৫। তখন সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) তাকে তার (অবস্থানস্থলের) নিচের দিক[১৭৫৮] থেকে ডেকে (বললো), 'তুমি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার পাদদেশ দিয়ে এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন।

فَنَادٰىهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِیۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّکِ تَحۡتَکِ سَرِیًّا ﴿۲۵﴾

২৬। আর খেজুর গাছের ডাল ধরে তুমি নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও। সেটা তোমার জন্য তাজা পাকা খেজুর ঝরাবে[১৭৫৯]।

وَ هُزِّیۡۤ اِلَیۡکِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَۃِ تُسٰقِطۡ عَلَیۡکِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۶﴾

১৭৫৭। বাইবেলের নূতন নিয়মে দেখা যায়, বৈথলেহেমে যে সরাইখানায় ঈসা (আঃ)ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেখানে কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না। যোসেফ এবং মরিয়ম বাধ্য হয়েই খোলা মাঠে অবস্থান করেছিলেন এবং মরিয়ম বিশ্রামের উদ্দেশ্য খেজুর গাছের কান্ডের নিকটে ছায়ার নিচে গেলেন, সম্ভবত প্রসব বেদনায় কিছু অবলম্বন গ্রহণের জন্যেও।

১৭৫৮। 'তাহ্‌ত' শব্দের অর্থ পাহাড়ের ঢালু স্থান এবং উতরাইও বুঝায় (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম হলো যে পাহাড়ের ঢালু দিক থেকে মরিয়মের নিকট আওয়াজ এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈথলেহেম শহর সমুদ্রতল থেকে ২৩৫০ ফুট উচ্চে পর্বতের উপর অবস্থিত এবং খুবই উর্বর উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ে বহু ঝর্ণা আছে। এগুলোর মধ্যে একটি 'সুলায়মানের ঝর্ণা' নামে পরিচিত। অন্য একটি ঝর্ণা শহরের দক্ষিণ পূর্বদিকে ৮০০ গজ দূরে অবস্থিত। এই সকল ঝর্ণা থেকে বৈথলেহেম শহরে পানি সরবরাহ হয়ে থাকে।

১৭৫৯। এই আয়াত অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন জুদাইয়াতে গাছে গাছে ছিল তাজা পাকা খেজুর। এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, সময়টা আগষ্ট -সেপ্টম্বর মাস যা সেখানকার খেজুরের মৌসুম। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রচলিত ধারণা মতে ঈসা (আঃ) এর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর। এই দিনটি খৃষ্টান জগতের সর্বত্র মহাসমারোহে প্রতি বৎসর 'বড় দিন' হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের এই বিশ্বাসকে কেবল কুরআন একাই ভুল প্রতিপন্ন করেনি, বরং ইতিহাস এমনকি বাইবেলের নূতন নিয়মও এই দিনটি সম্বন্ধে এক মত নয়। ঈসা (আঃ) এর জন্মের সময় সম্বন্ধে লূক লিখেছেন, 'ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থান করিতেছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল' (লূক-২ঃ৭-৮)। লুকের এই বক্তব্যের সমালোচনায় বিশপ বার্ণস তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি রাইজ অব ক্রিষ্টিয়ানিটি' এর ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তদুপরি যীশুর প্রকৃত এবং সঠিক জন্ম তারিখ যে ২৫শে ডিসেম্বর ছিল এই বিশ্বাসের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত দলীল নাই। বৈথলেহেমের নিকট খোলা মাঠে মেষপালক রাখালদের রাত্রিকালে পহারারত অবস্থা সম্বন্ধে লুকের বর্ণিত জন্ম-কাহিনী যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে যীশুর জন্ম শীতের মওসুমে হয় না, যখন জুদাইয়ার পাহাড়ী এলাকায় রাত্রের তাপমাত্রা এত নীচে নামিয়া যায় যে তুষারপাতই স্বাভাবিক। অনেক যুক্তি-তর্কের পরে মনে হয় আমাদের বড়দিন অর্থাৎ ক্রিসমাস বা খৃষ্টের জন্মদিন নির্ণীত হইয়াছে ৩০০ খৃষ্টাব্দে"। বিশপ বার্ণসের এই অভিমত এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা এবং চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়া 'ক্রিসমাস' অধ্যায় কর্তৃক সমর্থিতঃ "খৃষ্টের জন্মের সঠিক দিন তারিখ কখনই সন্তোষজনভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু গীর্জার পুরোহিতগণ ৩৪০ খৃষ্টাব্দ যখন এই ঘটনার স্মৃতি-তর্পণ উদ্‌যাপনের দিন স্থির করিল তখন তাহারা অতি বিজ্ঞজনোচিতভাবে মকরক্রান্তিতে সূর্যের অবস্থানের দিবসকে নির্ধারণ করিয়াছিল, যে দিনটি তাহাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনন্দোৎসবের দিন হিসাবে জনাসাধারণের মনে পূর্বাহ্নেই গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। মানব প্রণীত পঞ্জিকায় পরিবর্তনের কারণে নিরক্ষ রেখা হইতে সূর্যের দূরতম স্থানে অবস্থানকাল এবং ক্রিসমাস দিবসের মধ্যে পার্থক্য মাত্র অল্প কয়েক দিনের" (এনসাইক ব্রিট, ১৫শ সংস্করণ, ৫ম খন্ড-৬৪২ এবং ৬৪২-ক পৃষ্ঠা)। ... "দ্বিতীয়ত, মকরক্রান্তি সূর্যের জন্ম দিবস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল এবং রোমে ২৫ শে ডিসেম্বরে সূর্য-দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পৌত্তলিক উৎসব পালিত হইত। খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় এই জনপ্রিয় প্রচলিত আনন্দ-উৎসবকে বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়া ইহাকে আধ্যাত্মিকতার নামে ন্যায়পরায়ণ সূর্যে-দেবের উৎসব হিসাবে পালন করিতে শুরু করিল" (চার্চ্চ, এনসাইক)। এনসাইক্লোপেডিয়ার এই বর্ণনাসমূহ পিক (Peake) প্রণীত 'কমেন্টারী অব দি বাইবেল' দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় পিক বলেনঃ "(যীশুর জন্মের) মৌসুম ডিসেম্বর নহে, আমাদের বড় দিন (Christmas day) তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যে পরবর্তীতে প্রচলিত ঐতিহ্যে।" সাম্প্রতিককালে খৃষ্টান ধর্মমতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে, ঈসা (আঃ) ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেননি। ডঃ জন ডি, ডেভিস (Dr. John D. Davis) তাঁর রচিত ডিক্‌শনারী অব দি বাইবেল (Dictionary of the Bible) পুস্তকে 'বৎসর' (Year) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইহুদীদের ইলুল (Elul) মাসে খেজুর পাকে এবং 'পীকের কমেন্টারী অন দি বাইবেল' এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় আমরা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۚ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর তুমি কোন মানুষ দেখলে বলো, 'নিশ্চয় আমি রহমান (আল্লাহ্‌র) উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কোন কথা বলবো না[১৭৬০]।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

২৮। এরপর সে তাকে (অর্থাৎ ঈসাকে বাহনে) উঠিয়ে[১৭৬১] তার জাতির কাছে নিয়ে এল। তারা বললো, 'হে মরিয়ম! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছ[১৭৬২]।

দেখতে পাই, ইলুল মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই পড়ে। ডঃ জীক আরো বলেন, 'জে স্টুয়ার্ট তাদর প্রণীত 'হোয়েন ডিড আওয়ার লর্ড অ্যাকচুয়্যালী লিভ' (When did our lord actually live?) পুস্তকে, এংগোরা মন্দিরে রক্ষিত শীলালিপি এবং প্রাচীন চীনের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে খৃষ্টের জীবন কাহিনী সুদূর চীনে ২৫-২৮ খৃঃ অঃ সময়ে প্রাপ্ত বর্ণনার দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে যীশুর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৮ সনে (সেপ্টম্বর বা অক্টোবর) বলে নির্ধারণ করেছেন এবং ২৪ খষ্টাব্দের বুধ বারে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন।' দুটি এনসাইক্লোপেডিয়ার উপরোক্ত বর্ণনা 'কমেন্টারী অব দি বাইবেল' এর উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত হওয়া এই ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে ঈসা (আঃ) ইহুদীদেব ইলুল মাসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইলুল ইংরাজী মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের সময়কালে পড়ে, যে সময় জুদাইয়াতে খেজুর পাকার মওসুম এবং তা ২৫ ডিসেম্বরের নয় যেভাবে খৃষ্টান গীর্জগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চায়। পবিত্র কুরআনও এই মতই ব্যক্ত করে। প্রকৃত ঘটনাটি হবে, ঈসা (আঃ) এর জন্ম তারিখ নির্ধারণের সমস্ত গোলমাল সৃষ্টির কারণ মনে হয় হযরত মরিয়মের গর্ভধারণের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মরিয়ম গর্ভধারণ করেছিলেন বলে মনে হয়, চার্চের ইতিহাসবিদদের বিশ্বাস মতে মার্চ বা এপ্রিল মাসে নয়। চার-পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর গর্ভাবস্থাকে দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখা যখন আর সম্ভব ছিল না তখন মবিয়মকে নিয়ে পরের বৎসর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে যোসেফের বাড়ীতে চলে যাওয়ার জন্য যোসেফকে বুঝিয়ে রাজি করানো হলো। এভাবেই খৃষ্টান ঐতিহাসিকরা মার্চ বা এপ্রিল মাসকে– যখন মরিয়মকে যোসেফের বাড়ীতে নেয়া হয়েছিল–তাঁর গর্ভধারণের মাস বলে ভুল করেছিল যা কীনা চার-পাঁচ মাস পূর্বেই ঘটেছিল।

তফসীরাধীন আয়াত থেকে দেখা যায়, মরিয়ম পর্বতের উপরিভাগে কোন ছাউনি বা আবরণের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পাহাড়ের ঢালুতে খেজুর বৃক্ষ ছিল এবং এই জন্যই মরিয়ম সহজেই বৃক্ষের নিকট পৌছে তাতে নাড়া দিতে পেরেছিলেন। বৈথলেহেম অঞ্চল যে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তা বাইবেল থেকেও সুস্পষ্ট (বিচারক-১ঃ১৬) এবং ডঃ জন ডি, ডেভিস, ডি, ডি প্রণীত 'এ ডিকশনারী অব দি বাইবেল' থেকেও স্পষ্ট। এ ছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে মরিয়ম নিকবর্তী ঝর্ণাটিতে গিয়ে পানি পান করতে এবং নিজেকে ধৌত করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে, হযরত ঈসা (আঃ) আগষ্ট-সেপ্টম্বরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কারণ জুদাইয়ার বরফ জমানো আবহাওয়াতে মরিয়মের পক্ষে খোলা বাতাসে গোসল করা বা নিজেকে ধৌত করা সম্ভব ছিল না (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৫৭৩-১৫৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৭৬০। অযথা কথা বলা থেকে বিরত থাকার আদেশের অর্থ ছিল এক দিকে তাঁর দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখা, অপর দিকে বেশী সময় আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখার সুযোগ দেয়া।

১৭৬১।'তাহ্‌মিলুহু' এই অর্থের জন্য দেখুন ৯ঃ৯২। বাইবেলের নূতন নিয়মে দেখা যায়, বৈথলেহেমে ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর ঐশী নির্দেশে যোসেফ তাঁকে এবং মরিয়মকে নিয়ে মিশরে গেলেন এবং সেখানে তাঁরা কয়েক বৎসর কাটালেন এবং বাদশা হিরোদের মৃত্যুর পর তাঁরা নেযারথে ফিরে গেলেন এবং সেখাসেই বসবাস করতে থাকলেন (মথি-২ঃ১৩-২৩)। এই ব্যাপারে বাইবেলে উল্লেখিত এক ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে ঈসা (আঃ) এক গাধায় চড়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে স্বজাতির নিকট আসবেন (মথি-২১ঃ৪-৭)। ঈসা (আঃ) এবং মরিয়ম বাস্তবেই গাধার উপর যেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। 'তাহমিলুহু' উক্তি সম্ভবত বাইবেলের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইংগিত করে।তফসীরাধীন আয়াতে সেই সময়কেই নির্দেশ করে যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন এবং নববুওয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেমন ৩১-৩৪ আয়াত থেকে তা সুস্পষ্ট।

১৭৬২। 'ফারিয়্যা' শব্দের অর্থ মিথ্যা জালকারীও হয়ে থাকে (লেইন)। এই শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহুদী প্রধানরা কটাক্ষ ও বক্রোক্তি করেছিল যেন মরিয়ম ছিলেন অসতী নারী এবং ঈসা (আঃ) মিথ্যা জালিয়াত ও ভন্ড-নবী।

২৯। হে হারূনের বোন[১৭৬৩]! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ব্যভিচারিণী ছিল না'।

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٩﴾

৩০। তখন সে তার (অর্থাৎ ঈসার) দিকে ইঙ্গিত করলো[১৭৬৪]। তারা বললো, 'দোলনার এক শিশুর সাথে আমরা কিরূপে কথা বলবো'[১৭৬৫]?

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩১। সে (অর্থাৎ ঈসা) বললো, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র এক বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣١﴾

১৭৬৩। কুরআন করীমে মরিয়মকে হযরত হারূন (আঃ) এর ভগ্নীরূপে আখ্যায়িত করায় রসূল করীম (সাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে হুযূর পাক (সাঃ) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইসরাঈলীরা তাদের সন্তানদের নাম নবী এবং সাধু বুযুর্গগণের নামের অনুকরণে রাখতো, তা তিনি জানেন কিনা (বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৬, ও জারীর, ১৬শ খন্ড, পৃঃ ৫২)। এখানে মরিয়মকে হারূন এর ভগ্নী বলা হয়েছে, মূসা (আঃ) এর ভগ্নী বলা হয়নি, যদিও উভয়েই ছিলেন ভাই। কার্যত হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক এবং হারূন (আঃ) ছিলেন ইহুদী যাজক শ্রেণীর প্রধান (এনসাইক বিব এন্ড এনসাইক ব্রিট, 'আরোন' অধ্যায়) এবং হযরত মরিয়মও পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের এক ঘটনা তাবারী বর্ণনা করেছেন যা পাঠকবৃন্দকে তাব, 'আম, উখ্‌ত এইরূপ আরবী শব্দের মর্ম উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি দান করে। নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রী ইহুদী-বংশজাত হযরত সাফিয়া (রাঃ) একদিন আঁহযরত (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ করলেন যে তাঁর কোন কোন স্ত্রী তাঁকে ইহুদী নারী বলে কটাক্ষ করে। এতে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বিদ্রূপের প্রতিউত্তর এই কথা বলে দিতে বলেছিলেন যে হারূন (আঃ) তাঁর পিতা, মূসা (আঃ) তাঁর চাচা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বামী। এখন ঘটনা তো এই যে নবী করীম (সাঃ) নিশ্চয়ই জানতেন, না হারূন (আঃ) ছিলেন হযরত সাফিয়া (রাঃ) এর পিতা, না হযরত মূসা (আঃ) তাঁর চাচা। কুরআন শরীফের ৩৩ঃ৭০ আয়াতে এই অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। ইহুদীদের বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা ঈসা (আঃ) এর মাকে 'হারুন (আঃ) এর বোন' বলে হয়ত এ বুঝাতে চেয়েছিলেন যে হারুনের বোন মেরী যেমন হযরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে এক নারীকে অবৈধভাবে বিয়ে করার অভিযোগ এনে এক জঘন্য অপরাধ করেছিল (এই অভিযোগ সম্পর্কে ৩৩ঃ৭০ আয়াতে উল্লেখিত), তেমনি তিনিও তাঁর একই নামধারীর মত অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়ে এক জঘন্য পাপ করেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ৪০১ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৬৪। 'তখন সে তার (অর্থাৎ ঈসা) দিকে ইঙ্গিত করলো' এই উক্তির মর্ম হলো, হযরত মরিয়ম জানতেন, যদি ইহুদীদের বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁর নিকট প্রশ্ন রাখে তবে ঈসা (আঃ) কি উত্তর দিবেন। এই কথাগুলোর অর্থ এও হতে পারে যে মরিয়ম জানতেন, তিনি যদি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করেন তবে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করবে না। তাঁর নির্দোষিতার একমাত্র প্রমাণ তাঁর পুত্র। মরিয়ম বুঝাতে চেয়েছিলেন যে এমন পবিত্র ও সাধু সন্তান, যাকে আল্লাহ্ তাআলার এরূপ মহৎ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করেছেন সে কখনো অসৎ বা অবৈধ সংযোগের ফল হতে পারে না এবং তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও সদ্‌গুণসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মরিয়মের নির্দোষ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সত্যতা প্রতিপাদন করে। সেই জন্যই তিনি ঈসা (আঃ)কে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৭৬৫। এই আয়াত বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহুদী প্রধানদের বিদ্রূপ শুনে মরিয়ম তাদের মনোযোগ ঈসা (আঃ) এর দিকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তারা ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করলেও তাচ্ছিল্যপূর্ণভাবে বলে উঠলো, যে কিনা 'দোলনার এক শিশু' অর্থাৎ যে বালক তাদের চোখের সম্মুখে জন্ম ও প্রতিপালিত হয়েছে তার সঙ্গে কি কথা বলবো? বয়সে অনেক ছোট কারো নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা অভ্যস্ত নয়। কথাগুলো দ্বারা ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঘৃণাব্যাঞ্জক অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব প্রকাশের অবস্থাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আরো দেখুন ৩ঃ৪৭ আয়াত।

৩২। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে কল্যাণমন্ডিত করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত (আদায় করার) তাগিদ দিয়েছেন।

وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳۲﴾

৩৩। আর [ক]তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদাচারী (বানিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে উগ্র ও কঠোর বানাননি[১৭৬৬]।

وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۳۳﴾

৩৪। আর আমার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) [খ]যেদিন আমি জন্মেছিলাম। যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে (সেদিনও আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হবে)।'

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۴﴾

৩৫। এ হলো মরিয়মের পুত্র ঈসা[১৭৬৭]। (এটাই) সেই সত্য বিবরণ, যার সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছে[১৭৬৮]।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬। [গ]কোন পুত্র গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র মর্যাদার পরিপন্থী[১৭৬৯]। তিনি পরম পবিত্র। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি একে বলেন, 'হও'[১৭৭০]। এরপর তা (হতে আরম্ভ করে এবং) হয়েই যায়।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۳۶﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ১৫ খ. ১৯ঃ১৬ গ. ১০ঃ৬৯; ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ১৯ঃ৮৯; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩৯ঃ৫।

১৭৬৬। ইহুদী বয়োবৃদ্ধদের নিকট ঈসা (আঃ) যে কথাগুলো বলেছিলেন এবং যা ৩১-৩৪ আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো নিশ্চয়ই কোন শিশুর মুখের কথা হতে পারে না। দৃঢ়তা সহকারে এই সকল ঘোষণা এক বাচ্চার মুখ থেকে নিঃসৃত কতগুলো মিথ্যা উক্তির মত শুনায়। বয়স ও কথার মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকায় কেউ এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। সেই সময় ঈসা (আঃ) না নবী ছিলেন, না তখন তিনি ইবাদত করতেন বা যাকাত দিতেন, না তাঁকে তখন কিতাব দেয়া হয়েছিল। উপরন্তু এই অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ ৩ঃ৪৭ আয়াতে রয়েছে এইভাবে, ঈসা (আঃ) দেলনায় লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং পৌঢ় বয়সেও। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে মানুষের কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। 'প্রৌঢ় বয়সে' শব্দের সঙ্গে 'দোলনা' শব্দ যোগ করে কুরআন করীম পরোক্ষভাবে প্রকাশ করছে যে সাধারণ্যে প্রচলিত অর্থে ঈসা (আঃ) এর মধ্য বয়সে এবং দোলনায় কথা বলা কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না। কিন্তু তা অলৌকিক ব্যাপার ছিল এই অর্থে যে তিনি শৈশবে এবং প্রৌঢ়ত্বে ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিমত্তার কথা বলেছিলেন। এই অনুরূপ দুই শব্দ সমষ্টির সংযোজনে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) যৌবনে মৃত্যুবরণ করবেন না, বরং পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়স প্রাপ্ত হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীই প্রকৃত অলৌকিকত্ব প্রকাশ করেছিল। কিন্তু 'মাহদা' শব্দের অন্য অর্থ 'প্রস্তুতিকাল' যা এই শব্দের আর এক অর্থও বটে। যদি এই অর্থ নেয়া হয় তাহলে ৩ঃ৪৭ আয়াতের মর্ম হবে, ঈসা (আঃ) তাঁর বয়স এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ কথা বলবেন।

১৭৬৭। ঈসা (আঃ) এর বৈশিষ্ট্যসূচক নাম 'ইবনে মরিয়ম'। এর দ্বারা একদিকে বিনা পিতায় জন্মের ইঙ্গিত প্রতিভাত, অপরদিকে এর দ্বারা তাঁকে এমন এক নাম প্রদান করা হয়েছে যা অন্য কারো নামের সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে অক্ষম। বাইবেল ঈসা (আঃ) এর 'ইব্‌নে আদম' অর্থাৎ 'মনুষ্য পুত্র' বিশেষণও ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই শেষোক্ত বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তি অন্য লোকের জন্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইবনে মরিয়ম' বা মরিয়মের পুত্র সরসরি ঈসা (আঃ) এর পার্থক্যসূচক এবং বর্ণনামূলক এক নাম।

১৭৬৮। ধর্মের ইতিহাসে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এর মত সম্ভবত অন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই যার সম্পর্কে এত অধিক এবং সুদূরপ্রসারী মতভেদ বিদ্যমান। ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান জাতি সকলেই ঈসা (আঃ) এর জন্ম, তাঁর মৃত্যুর প্রকার বা অবস্থা এবং তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিরাট মতপার্থক্য পোষণ করে থাকেন।

১৭৬৯। খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হলো, বাইবেলে তাঁকে 'খোদার পুত্র' বলা

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৭৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৭। আর (ঈসা বললো), 'নিশ্চয় ক-আল্লাহ্ই আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এ-ই হলো সরলসুদৃঢ় পথ।'

وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল নিজেদের মাঝে মতভেদ করলো। সুতরাং একটি খ-বড় দিনে (আল্লাহ্র সামনে) উপস্থিত হওয়ার বিষয়কে যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য দুর্ভোগ অবধারিত।

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৩৯। যেদিন তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হবে (সেদিন) তাদের শুনার শক্তি ও দেখার শক্তি অতি তীক্ষ্ণ হবে[১৭৭১]। কিন্তু যালেমরা আজ প্রকাশ্য বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৪০। আর তুমি গ-পরিতাপের (সেই) দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর যখন সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু এখন তারা উদাসীনতায় পড়ে রয়েছে এবং তারা ঈমান আনে না।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২ [২৫] ৫

৪১। এ পৃথিবীর এবং এতে যারা রয়েছে নিশ্চয় ঘ-আমরা তাদের উত্তরাধিকারী[১৭৭২] হব। আর আমাদের দিকেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৫২; ৫ঃ৭৩; ৪৩ঃ৬৫ খ. ১৪ঃ৩; ৩৮ঃ২৮; ৫১ঃ৬১ গ. ২ঃ১৮; ৬ঃ৩২; ৩৯ঃ৫৭ ঘ. ১৫ঃ ২৪; ২৮ঃ৫৯।

হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে অন্যান্য লোককেও 'খোদার পুত্র' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতারং এই বিষয়ে ঈসা (আঃ) কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। যদি অন্যান্য আদম সন্তানকে 'খোদার পুত্র' বলার পরও তারা খোদার পুত্র না হয়ে থাকলে ঈসা (আঃ) কোন্ যুক্তি বলে খোদার পুত্র হবেন? অন্যান্যদের সম্বন্ধে বাইবেলের লুক-২০ঃ৩৬, যিরমিয়-৩১ঃ৯, মথি-৬ঃ৯, যোহন-৮ঃ৪১ এবং ইফিষীয়-৪ঃ৬ দ্রষ্টব্য। এমতাবস্থায় যাদেরকে একইভাবে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের মোকাবেলায় ঈসা (আঃ)ও খোদার পুত্র হন না।

১৭৭০। আরবী ভাষায় 'কুন' কোন বস্তুকে উপলক্ষ্যে করে বলা ছাড়াও গভীর ইচ্ছা প্রকাশনার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক অভিযানে রসূল করীম (সাঃ) এর খুবই অনুগত এবং অত্যন্ত সাহসী সাহাবী হযরত খায়সামাহ্ (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় তিনি অনেক দূরে দেখতে পেলেন, একজন অশ্বারোহী তাঁর দিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছে। আঁ-হযরত (সঃ) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন,'কুন্ আবা খায়সামাহ' অর্থাৎ 'খোদাকরুন তুমি আবূ খায়সামাহ্ হও'। অতএব 'কুন' শব্দের মর্ম হবে, আল্লাহ্ তাআলা যখন চান কোন জিনিস হোক তখন তা হয়ে যায়; অথবা আল্লাহ্ যখন যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তা সেইরূপ ধারণ করে। শব্দটি এই মতের সমর্থন করে না যে আত্মা এবং বস্তু আদি বা আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সমভাবে চিরন্তন।

১৭৭১। এই আয়াতের মর্ম এই বুঝায়, শেষবিচারের দিনে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও প্রখর হবে। কারণ সেইদিন তাদের চোখের ও কানের আবরণ তুলে নেয়া হবে এবং তারা বুঝতে পারবে, তারা ভুলের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই উপলব্ধি অতি বিলম্বে হওয়ার কারণে তা তাদের কোন উপকারে আসবে না।

১৭৭২। এই আয়াতে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঃ (ক) খৃষ্টান জাতি প্রথমে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাজত্ব করবে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা কর্তৃত্ব করতে থাকবে এবং (খ) তাদের অবিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে তারা শাসন-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে যা শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রদান করা হবে।

৪২। [ক]আর এ কিতাবে তুমি ইব্‌রাহীম সম্পর্কেও বর্ণনা কর[১৭৭৩]। নিশ্চয় সে এক অত্যন্ত সত্যবাদী (ও) নবী ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪৩। (স্মরণ কর) সে যখন তার পিতাকে বলেছিল, [খ]'হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেও আসে না তুমি কেন তার উপাসনা কর?

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪৪। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার কাছে সেই জ্ঞান এসে গেছে যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৫। হে আমার পিতা! [গ]তুমি শয়তানের উপাসনা করো না[১৭৭৪]। নিশ্চয় শয়তান রহমান (আল্লাহ্‌র) অবাধ্য[১৭৭৫]।

يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৬। হে আমার পিতা! আমি অবশ্যই ভয় করছি রহমান (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে তোমার ওপর না কোন আযাব নেমে আসে এবং (সে সময়) তুমি না আবার শয়তানের বন্ধু (সাব্যস্ত) হয়ে পড়'।

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৭। সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের পিতা) বললো, 'তুমি কি আমার উপাস্যদের অবজ্ঞা করছ? [ঘ]হে ইব্‌রাহীম! তুমি বিরত না হলে নিশ্চয় আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো[১৭৭৬]। আর তুমি দীর্ঘকালের জন্য আমাকে একা ছেড়ে দাও'।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৮ঃ৪৬; ৫৩ঃ৩৮ খ. ৬ঃ৭৫; ২১ঃ৫৩; ২৬ঃ৭১; ৩৭ঃ৮৬-৮৭ গ. ৬ঃ১৪৩; ২৪ঃ২২; ৩৬ঃ৬১ ঘ. ২১ঃ৬৯; ২৯ঃ২৫; ৩৭ঃ৯৮।

১৭৭৩। এই কিতাব হলো আল্ কুরআন। নবী করীম (সাঃ)কে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ ইব্‌রাহীম (আঃ) এর ব্যাপারে যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তা বর্ণনা করার জন্য, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নয়। কুরআন ইব্‌রাহীম (আঃ)কে সত্যবাদীরূপে বর্ণনা করেছে। বাইবেল তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছে (আদি পুস্তক-২০ঃ১৩)। ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সিদ্দীক অর্থাৎ পরম সত্যবাদিতার উপর কুরআন খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে, সম্ভবত এই কারণে যে ভবিষ্যতে কোন সময়ে কুরআনের কিছু সমালোচনাকারীও তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে বলে আশংকা রয়েছে।

১৭৭৪। 'আবাদা' ক্রিয়া পদ 'ইবাদাহ' থেকে উৎপন্ন। 'ইবাদাহ' (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ) কেবল আল্লাহ্ বা প্রতিমার সামনে সিজদা করাই বুঝায় না, অধিকন্তু স্থির মস্তিষ্কে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা না করে কোন ধারণা বা বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অন্ধের মত অনুসরণ করাও বুঝায়। শব্দের শেষোক্ত অর্থ এই আয়াত থেকেই সুস্পষ্ট। কারণ কেউ কোন দিন শয়তানের সম্মুখে সিজদাবনত হয়ে তার ইবাদত করতে দেখেনি।

১৭৭৫। তফসীরাধীন আয়াতে-প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ সূরাটিতেই 'শিরক'কে (মূর্তিপূজা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ ও নিন্দা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলার সিফ্‌ত 'আর্ রহ্‌মান' অর্থাৎ পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী হওয়ার উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। কারণ শির্‌ক যে কোন রূপে এবং যে কোন প্রকারেই হোক তা আল্লাহ্ তাআলার 'রহ্‌মানিয়ত' অর্থাৎ ঐশী অনন্ত অনুগ্রহরাজির অস্বীকৃতি থেকেই উদ্ভূত বা তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

১৭৭৬। 'রাজামাহু' শব্দের অর্থ, সে তাকে প্রস্তরাঘাত করতে করতে হত্যা করলো, সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা বা অভিযোগ করলো, সে তাকে গালি দিল বা অভিশাপ দিল, সে তাকে তাড়িয়ে দিল, সে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করলো (লেইন)।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৮। সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, 'তোমার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হোক)। আমি [ক]আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি পরম দয়ালু।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَأَدْعُوْا رَبِّيْ ۚ عَسٰى أَلَّا أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯। আর (হে পিতা!) [খ]আমি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তাদেরকেও ছেড়ে চলে যাব[১৭৭৭]। আর আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করবো। আশা করি আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করে বিফল হব না।'

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾

৫০। সুতরাং সে যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল তখন [গ]আমরা তাকে ইসহাক্ ও ইয়াকূব[১৭৭৮] দান করলাম এবং (তাদের) প্রত্যেককে আমরা নবী বানালাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥١﴾

৩ [১০] ৬

৫১। আর আমরা নিজ কৃপায় তাদের ভূষিত করলাম। আর [ঘ]আমরা তাদেরকে এক উঁচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান করলাম[১৭৭৯]।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ۚ إِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২। আর এ কিতাবে তুমি মূসা সম্পর্কেও বর্ণনা কর। নিশ্চয় তাকে [ঙ]নিষ্ঠাবান করা হয়েছিল। আর সে ছিল এক রসূল (ও) নবী[১৭৮০]।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১১৪; ২৬ঃ৮৭; ৬০ঃ৫ খ. ২৯ঃ২৭ গ. ১৪ঃ৪০; ২১ঃ৭৩ ঘ. ২৬ঃ৮৫; ঙ. ৩৩ঃ৭০।

১৭৭৭। এই আয়াতে মনে হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কেনান দেশে হিজরত সম্পর্কে ইশারা করেছেন। তিনি ইরাক ত্যাগ করে কেনান গমন করেন এবং সেখান থেকে মিশরে চলে যান। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর জাতিকে ইরাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

১৭৭৮। হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর কোন উল্লেখ এই আয়াতে করা হয়নি যদিও তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ) এর উল্লেখ এখানে কেবল অধীনস্থ নবীরূপে করা হয়েছে, অথচ ৫৫নং আয়াতে হযরত ইসমাঈলকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব থেকে হযরত ইসমাঈল আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৭৯। 'জা'য়াল্না লাহুম লিসানা সিদ্কীন আলিয়া' (আমরা তাদেরকে এক উঁচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান করলাম) এর মর্মঃ (১) তারা যথেষ্ট খ্যাতি বা সুনাম অর্জন করেছিল এবং তাদেরকে তাদের সমসাময়িক এবং ভাবী বংশধরেরা শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করতো। (২) তাদের কথাবার্তা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানপূর্ণ ছিল এবং তিক্ততা, অশ্লীলতা, মিথ্যা ও ঘৃণামুক্ত ছিল। (৩) তারা নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশে নির্ভীক ছিল, মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ছিল। (৪) তাদের প্রতিষ্ঠিত ভাল কর্মগুলোর সুনাম বা সুখ্যাতি বহু স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভরূপে বিরাজ করছিল।

১৭৮০। 'সে ছিল এক রসূল (ও) নবী' এই শব্দগুলো প্রচলিত এই ভুল ধারণার অপনোদন করে যে রসূল –যিনি নূতন শরীয়ত বা কিতাব নিয়ে আসেন এবং নবী –যিনি কেবল মানবের সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন, যদিও একজন রসূলের মতই এক নবীও ওহী-ইলহাম পেয়ে থাকেন, তথাপি তিনি নূতন বিধান বা আদেশ সম্বলিত কোন নূতন কিতাব নিয়ে আসেন না। সাধারণভাবে প্রচলিত এই ধারণানুযায়ী প্রত্যেক রসূলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নন। তফসীরাধীন আয়াত এই ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কারণ যদি একজন রসূল নতুন শরীয়ত বহন করার কারণে তিনি অবশ্যই নবী, তাহলো এখানে ও অন্যান্য আয়াতে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৩। আর আমরা তাকে তূর পর্বতের [ক]ডান পাশ[১৭৮১] থেকে ডাক দিলাম এবং একান্তে আলাপনের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দিলাম।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৪। আর আমরা তাকে নিজ কৃপায় [খ]তার ভাই হারূনকে নবী হিসাবে দান করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৫। আর এ কিতাবে ইসমাঈল[১৭৮২] সম্পর্কেও বর্ণনা কর। নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ। আর সে ছিল রসূল (ও) নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৬। আর [গ]সে তার পরিবারপরিজনকে নামায ও যাকাত (আদায় করার) নির্দেশ দিত। আর সে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে খুবই সন্তোষভাজন ছিল।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৭। আর এ কিতাবে তুমি ইদ্‌রীস সম্পর্কেও বর্ণনা কর[১৭৮৩]। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত সত্যবাদী (ও) নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৮১; ২৮ঃ৩১; খ. ২০ঃ৩০, ৩১; ২৫ঃ৩৬; ২৮ঃ৩৬; গ. ২০ঃ১৩৩; ৩৩ঃ৩৪।

রসূল শব্দের সঙ্গে 'নবী' শব্দের সংযুক্তি অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃত কথা হলো, প্রত্যেক রসূলই নবী এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। এই দুটি পদ অভিন্ন এবং একই পদের দুটি অবস্থা বুঝায় এবং একই ব্যক্তির দুটি কর্তব্য বুঝায়। একজন ঐশী সংস্কারক যখন আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে থাকেন তখন তিনি রসূল (রিসালাত অর্থ বাণী) এবং তিনিই নবী এই অর্থে যে প্রাপ্ত বাণীসমূহ তিনি তাঁর জাতির লোকের নিকট প্রচার করেন যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (নবুওয়ত অর্থ বাণী বহন করা)। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী। কারণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে ওহী পেয়ে তিনি তা তাঁর জাতি বা জনগণের নিকট প্রচার করেন এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। কেননা তিনি তাঁর জাতির নিকট সেই সব ওহী বা ঐশীবাণী পৌঁছে দেন যা তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে পেয়ে থাকেন। রেসালতের কাজ আগে নবুওয়তের কাজ পরে। রসূলের মর্যাদায় প্রথমে তিনি ঐশীবাণী লাভ করে থাকেন এবং নবীরূপে তিনি প্রাপ্ত বাণীসমূহ তাঁর জনগণের নিকট প্রচার করেন। অতএব এই আয়াত এবং কুরআন করীমের যেসব স্থানে রসূল এবং নবী শব্দদ্বয় একত্রে এসেছে সে সব স্থানেই অর্থাৎ প্রত্যেকবারই 'নবী' শব্দ 'রসূল' শব্দের পরে এসেছে। কেননা এটাই স্বাভাবিক বিন্যাস।

১৭৮১। এই আয়াতের এই শব্দগুলোর অর্থঃ-(ক) পর্বতের দক্ষিণ দিক (কিনারা) থেকে, (খ) পর্বতের আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রান্ত থেকে, (গ) পবিত্র বা মহিমান্বিত পর্বত থেকে।

১৭৮২। হযরত মূসা (আঃ) এর পরে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ওয়াযকুর' (এবং উল্লেখ কর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতিভাত হয়, ধর্মের ইতিহাসে একটি অধ্যায় অর্থাৎ ইসরাঈলী বংশধারার সমাপ্তি ঘটেছে এবং এক নূতন অধ্যায়ের অর্থাৎ ইসমাঈলী বংশধারার সূচনা হয়েছে।

১৭৮৩। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকারক এই অভিন্ন মত পোষণ করেন, হযরত ইদ্রীস (আঃ) বাইবেলে উল্লেখিত 'ইনোক' ছাড়া অন্য কেউ নন। হনুক (ইনোক) এবং ইদ্রীস শব্দদ্বয় অর্থে ও মর্মে পরস্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন ইদ্রীস শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বেশী পাঠ করে বা বেশী উপদেশ দান করে, আর 'হনুক' শব্দের অর্থ উপদেশ বা একান্ত নিয়োজিত বা উৎসর্জন (এনসাইক. বিব.)। অধিকন্তু ইনোক সম্পর্কে বাইবেল এবং ইহুদী ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যা বর্ণিত রয়েছে তা হযরত ইদ্রীস (আঃ) সম্বন্ধে কুরআন করীমের বর্ণনার সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। আরো দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' ১৫৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা।

৫৮। আর ক আমরা তাকে এক অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৯। এরাই সেইসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ খ পুরস্কৃত করেছিলেন। এরা আদমের বংশধরদের মাঝ থেকে নবী ছিল। আর (এরা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) উঠিয়েছিলাম। আর (এরা) ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের[১৭৮৪] বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর (এরা) তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম। রহমান (আল্লাহ্‌র) আয়াতসমূহ এদেরকে গ যখন পড়ে শুনানো হতো (তখন) এরা সিজদাহ্ করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়তো।

সিজদাহ্-৫

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٩﴾

৬০। কিন্তু এদের পরে ঘ এমন বংশধর (এদের) স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা নামায বিনষ্ট করে ফেললো[১৭৮৫] এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অবশ্যই বিপথগামিতার পরিণতির মুখোমুখী হবে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٦٠﴾

৬১। তবে ঙ যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে[১৭৮৬] তাদের কথা ভিন্ন। এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦١﴾

দেখুন : ক.২:২৫৪; ৪:১৫৯ খ. ১:৭; ৪:৭০; ৫:২১; ৫৭:২০ গ. ১৭:১০৮, ১১০; ৩২:১৬ ঘ. ৭:১৭০ ঙ. ৬:৪৯; ১৮:৮৯; ২৫:৭১; ৩৪; ৩৮।

১৭৮৪। কুরআন করীমের কোন কোন তফসীরকার মনে করেন 'আদমের বংশধরদের মাঝ থেকে' উক্তিটি হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে বুঝায় এবং 'যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়), উঠিয়েছিলাম' বাক্যাংশ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি ইশারা করে। এই শব্দগুলো যথা 'ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল', ইবরাহীমের বংশধর দ্বারা ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব (আঃ)কে ইংগিত করে এবং ইসরাঈল শব্দের পূর্বে বংশধর থেকে কথাগুলো উহ্য রয়েছে এবং তা হযরত মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া এবং ঈসা (আঃ)কে বুঝিয়েছে, যাদের সকলের সম্বন্ধে বর্তমান সূরায় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

১৭৮৫। প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ মানুষকে ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার তিমিরে ঠেলে দেয় এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে মেরে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে সে শয়তানের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। যখন ঐশী অনুগ্রহের সাহায্য পাওয়ার জন্য মিনতিতে এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনায় অবহেলা ও শৈথিল্য বিফলতা আনে তখন অসৎ বাসনা-কামনার অনুসরণ করার ফলে সত্য ও জ্ঞানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়, অশ্লীল ও অলস অভীষ্ট লাভের চেষ্টা প্রশ্রয় পায় এবং এই সমস্ত কিছু একত্রে যুক্ত হয়ে ব্যক্তির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে।

১৭৮৬। 'সৎকাজ' এই গুণবাচক উক্তি ভক্তিমূলক কাজের অপেক্ষা সেই কাজের জন্য অধিক প্রযোজ্য যা সঠিক স্থানে ও সময়োপযোগী এবং জরুরী অবস্থা অনুযায়ী করা হয়।

৬২। [ক]সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যেগুলো সম্পর্কে রহমান (আল্লাহ্) নিজ বান্দাদেরকে (এমতাবস্থায়) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যখন সেগুলো তাদের) দৃষ্টির অগোচরে[১৭৮৭] রয়েছে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকে।

جَنّٰتِ عَدْنِ ۣالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿۶۲﴾

৬৩। [খ]সেখানে তারা কেবল শান্তির (বাণী) ছাড়া কোন বাজে (কথা) শুনবে না। আর সেখানে সকালসন্ধ্যা তাদেরকে তাদের রিয্ক দেয়া হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۳﴾

৬৪। [গ]এ হলো সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে মুত্তাকীদের করবো।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۴﴾

৬৫। আর (ফিরিশ্তারা বলবে), 'আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশেই অবতরণ করে থাকি। আমাদের সামনে ও আমাদের পিছনে যা আছে এবং যা এর মাঝে আছে (সব কিছু) তাঁরই। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কখনো বিস্মৃত হন না।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۵﴾

৬৬। [ঘ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে (তিনিই) এর প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাক। তুমি কি তাঁর (সম) নামে অন্য কাউকে চিন?

৪ [১৪] ৭

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۶﴾ ع

৬৭। আর মানুষ বলে[১৭৮৮], [ঙ]'আমি মরে যাওয়ার পরও কি আবার আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে?'

وَ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿۶۷﴾

৬৮। মানুষ কি স্মরণ করে না, [চ]আমরা এর পূর্বেও তাকে এমন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই[১৭৮৯] ছিল না?

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿۶۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭২; ১৩ঃ২৪, ৬১ঃ১৩ খ. ৫২ঃ২৪, ৫৬ঃ২৬, ৭৮ঃ৩৬ গ. ৭ঃ৪৪, ৪৩ঃ৭৩, ৫২ঃ১৮ ঘ. ৩৭ঃ৬, ৩৮ঃ৬৭, ৪৪ঃ৮, ৭৮ঃ৩৮ ঙ. ২৩ঃ৩৮, ৩৬ঃ৭৯ চ. ১৯ঃ১০, ৭৬ঃ২

১৭৮৭। 'বিল গায়েব' উক্তির মর্ম এরূপও হতে পারে, মু'মিন 'চিরস্থায়ী জান্নাত বা বাগানের' অধিকারী হবে। কারণ তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এনেছিল, যা তারা দেখতে পায় নি−যথাঃ আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, পরকাল বা পারলৌকিক জীবন, ইত্যাদি।

১৭৮৮। 'আল্ ইনসান' বলতে সাধারণ অর্থে এখানে সকল মানুষ বুঝায় না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বুঝায়, যারা মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক লোকই আছে যারা পরলোকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, মুখের কথা দ্বারা নয়, বরং তাদের প্রকৃত আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা, অর্থাৎ একমাত্র পার্থিব অভীষ্ট লাভের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়া দ্বারা মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি সন্দেহ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

১৭৮৯। কোন বস্তুই, উল্লেখযোগ্য কিছুই, কোন মূল্যই বা কোন গুরুত্বই। এই অর্থ ৭৮ঃ২ আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

৬৯। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, [ক]আমরা তাদের এবং শয়তানদেরও অবশ্যই একত্র করবো। এরপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় আমরা তাদের অবশ্যই উপস্থিত করবো[১৭৯০]।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٩﴾

★৭০। তখন[১৭৯১] আমরা প্রত্যেক দল থেকে অবশ্যই তাদের টেনে বের করে আনবো, যারা রহমান (আল্লাহ্‌র) অবাধ্যতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিল।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১। আর[১৭৯২] তাদের মাঝে যারা আগুনে দগ্ধ হওয়ার বেশি যোগ্য[১৭৯৩] আমরাই তাদের ভালভাবে জানি।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧١﴾

৭২। আর [খ]তোমাদের (অর্থাৎ যালেমদের) প্রত্যেককেই[১৭৯৩-ক] এতে নামতে হবে। এ হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২৯, ১৭ঃ৯৮, ৩৪ঃ৪১ খ. ২১ঃ৯৯

১৭৯০। 'জাহান্নাম' শব্দ হিব্রু ভাষাতে 'জেহেন্না' রূপে ব্যবহৃত। আদিতে আরমীয় ভাষায় তা 'হিন্নোম' রূপে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে 'জি-হিন্নোমে' পরিবর্তিত রূপ নেয় (এনসাইক. বিব.) যার অর্থ মৃত্যু বা ধংসের উপত্যকা। এই শব্দ 'জাহান্না' (অর্থঃ সে নিকটে গেল) এবং 'জাহুমা' (অর্থঃ তার চেহারা কুঞ্চিত হলো) এই দুই শব্দের যুক্ত শব্দও হতে পারে। অতএব জাহান্নাম কোন বস্তু বা স্থানও বুঝাতে পারে যা কোন ব্যক্তি প্রথমে পছন্দ করে। কিন্তু যখন সে তার নিকটবর্তী হয় তখন তা অপছন্দ করে এবং ভ্রুকুঞ্চিত করে তার প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করে। এইরূপে জাহান্নাম শব্দের গঠন-শৈলীই দোযখের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণনা করে ।

১৭৯১। সুম্মা (অর্থঃ তখন 'অর্থাৎ, তৎপর) শব্দ একটি অব্যয় বা সংযোগমুলক অব্যয়, বিন্যাস এবং বিলম্ব বুঝাবার জন্য ব্যাবহৃত হয়, কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন আদেশের জন্য নয়। এর অর্থ এবং, সুতরাং হয়ে থাকে (লেইন)।

১৭৯২। এই আয়াতে 'সুম্মা' শব্দ ঘোষণামূলক আদেশ বুঝাতে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, হুকুম রূপে ব্যবহৃত হয়নি এখানে এর অর্থ হবে 'এবং'। এখানে এই শব্দের মর্ম এবং তার একটি বিষয় আমরা তোমাদেরকে বলবো যে..........

১৭৯৩। এই শব্দগুলোর মর্মার্থ হতে পারেঃ (ক) যারা বাইরে না থেকে আগুনের মধ্যেই দগ্ধ হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত, (খ) যারা অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্য বেশী উপযোগী, (গ) যারা অন্য কোন উপায় ছাড়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে বেশী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

১৭৯৩-ক। 'মিনকুম' শব্দের মধ্যে 'কুম' সর্বনাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়নি। বর্ণনার প্রসঙ্গানুযায়ী এটা অবিশ্বাসীদের এবং পরকালের অস্তিত্বে সন্দেহপোষণকারী যারা, কেবল তাদের প্রতি প্রযোজ্য। এই সকল লোকের বিষয়ই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস এবং ইকরামা (রাঃ) এর অন্য এক বর্ণনা 'মিনকুম্' (তোমাদের মধ্য থেকে) 'মিনহুম্' (তাদের মধ্য থেকে) রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মিনকুম্' উক্তি অবিশ্বাসীদের প্রতি করা হয়েছে (কুরতুবী)। সুতরাং ৬৭-৭১ আয়াতে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদের প্রতিই 'কুম্' (তোমরা বা তোমাদের) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। অপরপক্ষে কুরআন করীম সুস্পষ্ট এবং জোরের সাথে এই মতের সমর্থন করে, ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ কখনো দোযখে যাবেন না। তারা সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও অনুগ্রহের আলোতে অবগাহন করবে (২৭ঃ৯০;৩৯ঃ৬২;৪৩ঃ৬৯;ইত্যাদি) এবং জাহান্নাম থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে এবং তার ক্ষীণতম শব্দও তাদের কানে পৌছবে না (২১ঃ১০২-১০৩)। কিন্তু যদি মু'মিন এবং কাফির উভয়কে 'কুম্' (তোমাদের) এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তাহলে কাফিরদের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে এবং মু'মিনগণের ক্ষেত্রে আয়াতে ইশারাকৃত দোযখের মর্ম হবে ইহজীবনে যে পরীক্ষা ও মানসিক যন্ত্রণারূপ অগ্নির মধ্য দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে হয় এবং যা অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গ সহ্য করতে হয় এবং যার মধ্য থেকে পরিণামস্বরূপ তাদেরকে বের করে এনে শান্তি এবং জান্নাতের সুখের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন তা পরবর্তী আয়াতেও প্রতিভাত হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) নিজে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী হাফ্সা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা যখন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩। [ক]এরপর আমরা মুত্তাকীদের রক্ষা করবো এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় এতে ছেড়ে দিব।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٤﴾

৭৪। আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ[১৭৯৪] যখন তাদের পড়ে শুনানো হয় তখন যারা অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের বলে, 'উভয় দলের মাঝে কোন্‌টি পদমর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম এবং সঙ্গীসাথীর দিকে থেকে বেশি ভাল'?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٥﴾

৭৫। আর [খ]আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা সাজসরঞ্জাম ও বাহ্যিক আড়ম্বরের দিক থেকে (তাদের চেয়ে) অধিক (সঙ্গতিসম্পন্ন) ছিল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٦﴾

৭৬। তুমি বল, 'যারা বিপথগামিতায় পড়ে আছে রহমান (আল্লাহ্‌) তাদের কিছুটা অবকাশ দিয়ে থাকেন। [গ]অবশেষে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়ে থাকে তারা যখন তা দেখবে, তা আযাব হোক বা কিয়ামতের মুহূর্ত হোক[১৭৯৫], তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে মর্যাদার দিক থেকে কে অধিক নিকৃষ্ট এবং জনবলের দিক থেকে কে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিল।

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾

৭৭। [ঘ]আর যারা হেদায়াত পেয়েছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে হেদায়াতে আরও উন্নতি দিবেন। [ঙ]আর স্থায়ী সৎকাজসমূহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক থেকে উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকেও উত্তম।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ১০২, ৩৯ঃ৬২ খ. ৬ঃ৭, ১৭ঃ১৮, ১৯ঃ৯৯, ২১ঃ১২, ৩৬ঃ৩২, ৫০ঃ৩৭ গ. ৭২ঃ২৫ ঘ. ৯ঃ১২৪, ৪৭ঃ১৮, ৪৮ঃ৫ ঙ. ৮৭ঃ১৮

নবী করীম (সাঃ) বলছিলেন, তাঁর ঐ সকল সাহাবা দোযখে যাবেন না, যারা বদরের যুদ্ধে বা ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন আমি এই আয়াতের প্রতি আঁ হুযূর (সাঃ) এর মনোযোগ আকর্ষণ করলে এর ভুল অর্থ করার জন্য তিনি আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন এবং বললেন,'পরবর্তী আয়াত পাঠ কর' (মুসলিম, জামীউল বায়ানে উল্লেখিত)। রসূল করীম (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রী হাফ্‌সা (রাঃ)কে পরবর্তী আয়াত ৭৩ এর প্রতি নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায়, আঁ হুযুর (সাঃ)ও উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত সুম্মা অংশের অর্থ সংযোজনকারী 'এবং' বুঝেছিলেন এবং পরবর্তী আয়াতকে স্বাধীন ও পৃথক ধারা বলে জানতেন। নতুবা তিনি হযরত হাফ্‌সা (রাঃ)কে তফসীরাধীন আয়াতের ভুল অর্থ বুঝার কারণে তিরস্কার করতেন না।

১৭৯৪। 'নিদর্শন' কেবল কোন বস্তুর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিভিত্তিক বিচার দ্বারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' হলো সেই সব প্রতীক-চিহ্ন বা যুক্তি যা কেবল কোন কিছুর অস্তিত্বকেই নির্দেশ এবং প্রমাণ করে না, বরং তা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী এবং যুগ-সমস্যাবলীর প্রমাণে যথোচিত এবং যা সৎ ও মহিমান্বিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সেই সব উত্তমভাবে সমাধা করে থাকে।

১৭৯৫। এখানে 'আযাব' শব্দের দ্বারা শেষ ধ্বংসের পূর্বে কাফিরদের উপর সময় সময় মধ্যবর্তী শাস্তির কথা বুঝাতে পারে এবং 'আস্‌ সায়াত' দ্বারা কাফিরদের সম্পূর্ণ এবং সর্বশেষ ধ্বংসের কথা বুঝাতে পারে।

৭৮। তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যে আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং বলে, [ক]'আমাকে অবশ্যই প্রচুর ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি দেয়া হবে'[১৭৯৬]?

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٨﴾

৭৯। সে কি অদৃশ্যের সংবাদ পেয়েছে অথবা রহমান (আল্লাহ্‌র) কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে?

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٩﴾

৮০। এমনটি কখনো হবে না[১৭৯৭]। সে যা বলে আমরা তা অবশ্যই লিখে রাখবো এবং তার জন্য আযাব দীর্ঘায়িত করতে থাকবো।

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٨٠﴾

৮১। আর যা কিছুর কথা সে (সগর্বে) বলছে আমরা এর উত্তরাধিকারী হয়ে যাব[১৭৯৮] এবং [খ]সে আমাদের কাছে একাকীই আসবে।

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨١﴾

৮২। [গ]আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (অন্যদেরকে) উপাস্য বানিয়ে রেখেছে যেন এরা তাদের জন্য সম্মানের কারণ হতে পারে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨٢﴾

৮৩। এমনটি কখনো হবে না। [ঘ]এরা অবশ্যই তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে[১৭৯৯] এবং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

৫ [১৭] ৮

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٣﴾

৮৪। তুমি কি জান না [ঙ]আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে উস্কানী দিতে থাকে?

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৩৫, ৭৪ঃ১৩-১৪ খ. ৬ঃ৯৫, ১৮ঃ৪৯ গ. ২১ঃ২৫, ৩৬ঃ৭ ঘ. ৬ঃ২৪, ১০ঃ২৯ ঙ. ৮ঃ৪৯, ৪৭ঃ২৬, ৫৯ঃ১৭

১৭৯৬। অবিশ্বাসী ব্যক্তি তার ধনসম্পদ ও সন্তানদেরকেই বেশী মূল্য দেয়। এই সবের জন্য সে গর্ব বোধ করে এবং পাশ্চাত্যের গর্বিত জাতিগুলোও এইরূপ করে যাদের সম্বন্ধে বর্তমান সূরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছে।

১৭৯৭। 'কাল্লা' (এরূপ কখনো হবে না) এর অর্থ এও হতে পারে যেমনঃ প্রত্যাখ্যান, তিরস্কার, অসত্য বলার কারণে কোন ব্যক্তিকে মৃদু ভর্ৎসনা করা। এর মর্ম এরূপও হয়, পূর্বে যা বলা হয়েছে তা ভুল এবং পরবর্তীটি সঠিক (লেইন)। 'ইয়াকূলু' (অর্থ সে যা বলেছে) শব্দ অবিশ্বাসীদের প্রশ্রয় পাওয়া অহঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তার প্রতি ইংগিত করে যা তাদের ধনসম্পদ, শক্তি, প্রতাপ এবং সন্তানসন্ততির কারণে করা হয়।

১৭৯৮। 'আর যা কিছুর কথা সে (সগর্বে) বলছে আমরা এর উত্তরাধিকারী হয়ে যাব এবং সে আমাদের কাছে একাকীই আসবে' এই উক্তিটির অর্থ এও হতে পারেঃ তার সন্তান ও ধনসম্পত্তি সবই পিছনে ফেলে আসতে হবে, (ক) আমরা তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলো সংরক্ষিত করে রাখবো এবং তা তাকে তখন স্মরণ করাবো যখন সে আমাদের সমীপে আসবে এবং এই জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করবো এবং (খ) তার উত্তরাধিকারীরা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ আমাদের অর্থাৎ ইসলামের জন্য ব্যবহার করা হবে।

১৭৯৯। এই উক্তির অর্থ হতে পারে ঃ (ক) মিথ্যা প্রতীকগুলো অস্বীকার করবে, মূর্তি উপাসকরা কখনো তাদের ইবাদত করেনি, (খ) প্রতিমা পূজারীরা অস্বীকার করবে, তারা কখনো মূর্তিগুলোরা উপাসনা করতো না। 'ক' অর্থের জন্য দেখুন ২ঃ১৬৭; ১০ঃ২৯; ১৬ঃ৮৭; ২৮ঃ৬৪; এবং 'খ' অর্থের জন্য দেখুন ৬ঃ২৪; ৩০ঃ১৪ আয়াতসমূহ।

৮৫। সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমরাতো তাদের প্রতিটি ক্ষণ গুণে রাখছি[১৮০০]।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝٨٤

৮৬। (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন [ক]আমরা মুত্তাকীদের একত্র করে রহমান (আল্লাহ্‌র) দিকে একটি (সম্মানিত) দলরূপে নিয়ে যাব।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۝٨٥

৮৭। আর পশুপালকে যেভাবে পানির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবেই [খ]আমরা অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব[১৮০১]।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝٨٦

৮৮। রহমান (আল্লাহ্‌র) কাছ থেকে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে কেবল সে ছাড়া [গ]অন্য কেউ সুপারিশের অধিকার রাখবে না।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝٨٧

৮৯। [ঘ]আর তারা বলে, 'রহমান (আল্লাহ্‌) পুত্র গ্রহণ করেছেন।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝٨٨

৯০। নিশ্চয় তোমরা এক অতি জঘন্য কথা বলছ।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩

৯১। আকাশ ফেটে যাওয়ার, পৃথিবী টুকরো টুকরো হওয়ার এবং পাহাড়পর্বত খন্ডবিখন্ড হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম এ কারণে হয়েছে[১৮০২]

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠

৯২। যে তারা রহমান (আল্লাহ্‌র) প্রতি এক পুত্র আরোপ করেছে।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝٩١

৯৩। [ঙ]অথচ কোন পুত্র গ্রহণ করা রহমান (আল্লাহ্‌র) মর্যাদার পরিপন্থী[১৮০৩]।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৭৪ খ. ৩৯ঃ৭২ গ. ২ঃ৪৯, ২০ঃ১০০, ২১ঃ২৯, ৩৪ঃ২৪, ৩৯ঃ৪৫, ৪৩ঃ৮৭, ৫৩ঃ২৭, ৭৪ঃ৪৯, ঘ. ২ঃ১১৭, ৪ঃ১৭২, ৬ঃ১০১-২, ১০ঃ৬৯, ১৭ঃ১১২, ১৮ঃ৫, ১৯ঃ৩৬, ২১ঃ২৭, ২৫ঃ৩, ৩৯ঃ৫, ৪৩ঃ৮২ ঙ. ২ঃ১১৭, ৪ঃ১৭২, ১০ঃ৬৯, ৩৭ঃ১৫২-৫৫

১৮০০। এই আয়াতের মর্মঃ (ক) আমরা তাদের অসৎকর্মগুলোর পূর্ণ খতিয়ান রাখছি এবং (খ) আমরা হিসাব রাখছি কখন তাদের শাস্তির সময় আসবে।

১৮০১। 'আল্ বিরদ' এর অর্থঃ (ক) পানির নিকট আসা বা পৌছা, (খ) সেই পানি যার নিকট পান করার জন্য কেউ আসে, (গ) পানির নিকট আসার পালা বা পানির দিকে আসার মোড় এবং (ঘ) উটের সংখ্যা বা পিপাসার্ত উটের দল (আকরাব)। আরও দেখুন ১১ঃ৯৯।

১৮০২। 'ঈসা(আঃ) খোদার পুত্র'–এই ধর্মমত এরূপ ভয়ঙ্কর যে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহ এই ভয়ংকর কথার জন্য ধ্বসে পড়তে চায়। এই বিশ্বাস আসমানী সত্তাসমূহের বিরোধী। কারণ এটি ঐশী গুণাবলীর এবং তার দ্বারা যা কিছু সমর্থিত তাদের পরিপন্থী। (আল্ আরয) পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবের জন্য এই বিশ্বাস নিদারুণ ঘৃণা বা বিরক্তিপূর্ণ, কারণ তা মানববুদ্ধি বা মানবপ্রকৃতির উপরে আঘাত হানে এবং বিচার-বুদ্ধি এতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। উচ্চ ও মহৎ আদর্শবান ব্যক্তিরা, যেমন নবীগণ এবং আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত মহাপুরুষগণও (আর জিবাল) এই মত অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ কোন ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা এবং নাজাত প্রাপ্তির জন্য অপর ব্যক্তি বদলীস্বরূপ ত্যাগ স্বীকার করার ধারণা তাদের নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।

১৮০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৪। *আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে রহমান (আল্লাহ্‌র) সামনে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না[১৮০৪]।

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٤﴾

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং তাদেরকে পুরোপুরি গুণে রেখেছেন।

لَقَدْ أَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৬। আর কিয়ামত দিবসে তারা প্রত্যেকেই তাঁর সামনে একা উপস্থিত হবে।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে রহমান (আল্লাহ্) অবশ্যই তাদের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন[১৮০৫]।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ১০৯

১৮০৩। এই সূরা খৃষ্টান ধর্মমতের, বিশেষভাবে 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র' এই মূল মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যা থেকে তাদের অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসগুলো উদ্ভূত। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী চার আয়াত উক্ত মতের নিন্দা ও খন্ডন করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। ঈসা (আঃ) এর খোদার পুত্রত্ব এবং এর অনুগামী ধর্ম বিশ্বাস সমূহের মূল ভিত্তিরূপে প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ ঐশী গুণ 'আর রহ্‌মান' এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক এবং যেহেতু অত্র সূরার মূল বিষয়বস্তু উক্ত ধর্মমতের খণ্ডন সেহেতু এই সিফ্‌ত বা গুণ অপরিহার্যভাবে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তবাদের মধ্যে রয়েছে, খোদা ক্ষমা করতে পারেন না, অথচ 'আর্ রহ্‌মান' গুণের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তিনি ক্ষমা করতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শ মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন। এই কারণেই এই সূরাতে বার বার 'আর রহ্‌মান' এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

১৮০৪। আল্লাহ্ পরম করুণাময়, অযাচিত অসীম দাতা। তাই তার সাহায্যকারী বা উত্তরাধিকারী পুত্রের প্রয়োজন নেই। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক এবং তাঁর সর্বাধিপত্য সমগ্র বিশ্বময় বিস্তৃত এবং সকল মানব তার দাস এবং ঈসা (আঃ) তাদেরই একজন।

১৮০৫। এই আয়াতের অর্থ নিম্নলিখিত যে কোনটা হতে পারেঃ (ক) মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ভালোবাসা কীলকের ন্যায় প্রোথিত করে দিবেন, (খ) মু'মিনের জন্য তার অন্তরে প্রগাঢ় ভালাবাসা কীলকের ন্যায় গেড়ে দিবেন, (গ) আল্লাহ্ তাআলা মু'মিন লোকের অন্তরে মানবজাতির জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় গেড়ে দিবেন এবং (ঘ) তিনি মানুষের হৃদয়ে মু'মিন লোকদের জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় সৃষ্টি করবেন।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٨﴾

৯৮। সুতরাং নিশ্চয় আমরা [ক]এ (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ (করে অবতীর্ণ) করেছি যেন তুমি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দাও এবং ঝগড়াটে জাতিকে এর মাধ্যমে সতর্ক কর।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٩﴾

৬ [১৬] ৯

৯৯। [খ]আর আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করে দিয়েছি! তুমি কি তাদের একজনেরও অস্তিত্ব অনুভব কর অথবা তাদের পদধ্বনি শুনতে পাও[১৮০৬]?

দেখুন : ক. ৪৪:৫৯, ৫৪:১৮ খ. ১৭:১৮, ১৯:৭৫, ২১:১২, ৩৬:৩২, ৫০:৩৭

১৮০৬। এই আয়াত পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোর জন্য এক ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের কঠোর হুশিয়ারী, যদি তারা পাপের পথ পরিহার করে সত্য গ্রহণ না করে। তাদের পার্থিব শক্তি ও সম্পদের জন্য এবং তাদের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তারা গর্বিত। কিন্তু ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং পাপাচারী জীবন যে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে এই প্রকাশ্য সত্যকে তারা উপেক্ষা করে চলছে।

সূরা তাহা-২০
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি নবুওয়তের খুবই গোড়ার দিকে মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম দিককার সাহাবাদের অন্যতম, তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুতে খৃষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত যেসব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ধারাবাহিকতা আলোচ্য সূরাতেও বর্তমান। খৃষ্টীয় মতবাদের একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো, ধর্মীয় বিধান বা শরীয়ত একটি অভিশাপ। খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানসূচক এক জোরালো বক্তব্য দ্বারা বর্তমান সূরাটি শুরু হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শরীয়ত অভিশাপ তো নয়ই, বরং এক অপার ঐশী অনুগ্রহ ও কল্যাণ। এটা মানুষের উপরে কোন বোঝা বা কষ্টদায়ক কিছু নয়, বরং এর উদ্দেশ্য মানুষের দুঃখ প্রশমিত করা ও তাকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি প্রদান করা। বস্তুত পবিত্র কুরআনের এটা একটি প্রধান উদ্দেশ্যও বটে যা যথার্থভাবে এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলামের নবীকে তাই এই সুসংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের বোঝা লাঘব করার জন্যই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার অসুবিধা বাড়ানোর জন্য নয়। এটা মানুষের সকল বড় বড় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

বিষয়বস্তু

সূরাটিতে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে আরো বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত সত্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য তাদের উচিত সেই অবস্থা ও ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করা, যে অবস্থার মধ্য দিয়ে হযরত মূসা (আঃ) অতিক্রম করেছিলেন। বস্তুত আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে যখন হযরত মূসা (আঃ) এর শিক্ষা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করলো এবং একজন নবীর মহান দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করার যোগ্যতার মাপকাঠিতে তিনি যখন উপযুক্ত বিবেচিত হলেন তখনই হযরত মূসা (আঃ)কে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার ও ঐশীবাণী প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ফেরাউন আল্লাহ্র বাণীকে গ্রহণ করতে রাজি হলো না, বরঞ্চ হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি সে খুবই উদ্ধত ব্যবহার করলো এবং তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালালো। ফলে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে কেনানের পথে বের হয়ে পড়েন। ফেরাউন তা জানতে পেরে তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ হযরত মূসা(সাঃ) এর পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু ঐশী আযাবের শিকার হয়ে সে বনী ইস্রাঈলের চোখের সামনেই সাগরে নিমজ্জিত হলো। অতঃপর মূসা (আঃ) তূর পর্বতে আরোহণ করলেন যেখানে তাঁর নিকট বিধান অবতীর্ণ হলো। সূরাটিতে এরপর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে খৃষ্টানদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (সাঃ) এর পূর্বে বনী ইসরাঈলীরা তাদের বিধান মতে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং তৎপরবর্তী শরীয়ত অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষাতেও আল্লাহ্র একত্ব এবং বিধান বা শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা রয়েছে। তথাপি এটা কি করে সম্ভব, অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে ঘোষিত এই দুটি একত্ববাদী বিশ্বাসের মধ্যবর্তী স্থানে খৃষ্টানদের তথাকথিত ত্রিত্ববাদ ও 'বিধান মাত্রই অভিশাপ' জাতীয় বিপরীতমুখী ধারণার প্রবর্তন হতে পারে? তারপর খৃষ্টানজাতির উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হয়েছে, তাদের পাপ ও অন্যায় আচরণের প্রতিফল হিসাবে তারা এক ঐশী-শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা তাদের জাগতিক উন্নতি উপভোগের এক হাজার বৎসর পরে সংঘটিত হবে এবং প্রতীচ্যের খৃষ্টীয় জাতিসমূহ এই ভয়াবহ আযাবের শিকার হবে। যেমন বলা হয়েছে, "ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমার প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন" (আয়াত ১০৬ও১০৭)। এস্থলে পর্বতসমূহ দ্বারা পর্বতের মত সুউচ্চ ও শক্তিধর পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিসমূহকে বুঝানো হয়েছে। তারপর যে বিষয়বস্তু নিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবদের জাতীয় ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হযেছে, তাই এর বাণী ও তাৎপর্যকে সহজে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তদুপরি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের মত এতে রূপক ও উপমার আড়ালে আসল বিষয়বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করে পেশ করা হয় না। পক্ষান্তরে বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতার পরিবর্তে এর শিক্ষা সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। অতঃপর বিধান বা শরীয়তের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে পুনরায় অত্যন্ত শক্তিশালী ও জোরালো যুক্তির অবতারণা করে দেখানো হয়েছে যে বিধান কোন অভিশাপ নয়, বরং তা একটি মহান ঐশী অনুগ্রহ। এরপর 'জান্নাত' থেকে আদমের (আঃ) বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এই ঘটনার কাঠামোকে কেন্দ্র করেই খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তবাদকে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ আসল বিষয় বুঝতে খৃষ্টানরা হয় ভুল করেছে নয়তো উদ্দেশ্য

প্রণোদিতভাবে তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং ভুল বর্ণনা দিয়েছে। আসল কথা, এক নির্দিষ্ট ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম সংঘটিত হয়েছিল এবং ঐশী পরিকল্পনার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়,"ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে (অর্থাৎ আদমকে) সৃষ্টি করিলেন" (আদিপুস্তক-১ঃ২৭) এবং পরবর্তীতে এই আদমই বিবি হাওয়া কর্তৃক প্রতারিত হয়ে পাপ কাজ করে ফেললেন। পবিত্র কুরআন এই প্রসঙ্গের বর্ণনায় যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে।

বলা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট আদম (আঃ) এর পক্ষে এই ধরনের পঙ্কিলতায় নিপতিত হওয়া বে-মানান। বরং এটা ছিল হযরত আদমের (আঃ) এর একটি অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি যেমন বলা হয়েছে–আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং এই ব্যাপারে তার মধ্যে কোন অবাধ্যতার সংকল্প ছিল না (আয়াত -১১৬)। পরিশেষে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সূরাটিতে বলা হয়েছে, তাদের নিজস্ব কল্পনা বা অভিসন্ধি মোতাবেক কখনই কোন নিদর্শন বা মু'জিযা তাদেরকে দেখানো হবে না। তবে অনেক সুস্পষ্ট ঐশী নিদর্শন যার বর্ণনা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে তা অবশ্যই তাদেরকে দেখানো হবে। এইসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির পরেও যদি তারা ঐশীবাণীকে অস্বীকার করতে থাকে তাহলে সত্য-প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে পূর্ববর্তী রসূলদের অস্বীকারকারীদের মত তাদেরকেও ঐশী শাস্তি ভোগ করতে হবে।
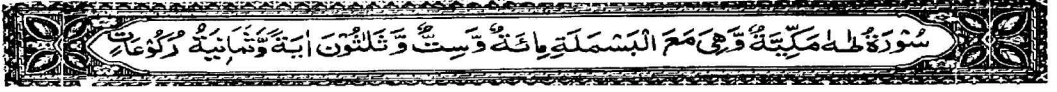
সূরা তাহা-২০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তাহা অর্থাৎ তাইয়্যেবুন হাদীউন। হে পবিত্র (রসূল), পূর্ণ হেদায়াতদাতা[১৮০৭]।	طٰهٰ ②
৩। আমরা তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যাতে তুমি কষ্টে পড়[১৮০৮]।	مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ③
৪। (এ তো) কেবল সেই ব্যক্তির জন্য [খ]উপদেশ, যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে।	اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ④
৫। (এর) অবতরণ তাঁরই পক্ষ থেকে, যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন।	تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ⑤
৬। (তিনি) [গ]রহমান, যিনি আরশে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত[১৮০৯]।	اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑥
৭। [ঘ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই রয়েছে এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে এবং ভিজা মাটির গভীরে যা রয়েছে (সব) তাঁরই।	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৭৩ঃ২০, ৭৪ঃ৫৫, ৭৬ঃ৩০, ৮০ঃ১২ গ. ৭ঃ৫৫, ১০ঃ৪ ঘ. ২ঃ২৮৫, ৩ঃ১৩০, ৫ঃ১৯

১৮০৭। 'ত' এবং 'হা' এই দুয়ের সংযোজন 'তা হা'। এটি আরবের 'আক্ক' গোত্রের আঞ্চলিক বচন, এর অর্থ 'হে আমার প্রিয়' অথবা 'হে কামেল বা পূর্ণ মানব।' কাশ্‌শাফ প্রণেতা এর অর্থ করেছেন, 'হে তুমি।' কারো কারো মতে এর অর্থ, 'তুমি শান্তিপ্রাপ্ত হও' (বায়ান এবং লিসান)। উক্ত বচন এই বাস্তব বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরিপূর্ণরূপে সকল মৌলিক, মানসিক শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত সহজাত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা একজন মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক গুণের উচ্চ অবয়ব গঠনে অবদান রাখে। আঁ হযরত (সাঃ) নিসন্দেহে একজন পূর্ণ বা কামেল মানব ছিলেন, প্রকৃত অর্থে মানুষের এক পূর্ণ নমুনা ছিলেন। টীকা ২৩৪৩ ও ৩০৯১ তে বিস্তারিত দেখুন।

১৮০৮। আয়াতটি নবী করীম (সাঃ) এর জন্য এবং মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও আশার বাণী বহন করে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সাথে এটা বেমানান যে এর প্রবর্তক তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হতে পারেন। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর প্রচারকার্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। এই আয়াত ক্রুশীয় এই মতবাদেরও খন্ডন করেছে যে বিধান বা শরীয়ত এক অভিশাপ। কুরআনে এমন কিছুই নাই যা মানব-প্রকৃতির প্রতিকূল এবং যার অনুশীলন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করে।

১৮০৯। সংক্ষেপে 'আল্ আরশ' দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অতিক্রান্ত (Transcendental) গুণকে বুঝায়, অর্থাৎ এসব গুণ যা পরিভাষাগতভাবে 'সিফ্‌তে তান্‌যিহীয়াহ্ নামে পরিচিত। এগুলো চিরন্তন, অতুলনীয় এবং আল্লাহ্ তাআলার অনন্য গুণ, যা তাঁর ঐসকল গুণের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে থাকে যেগুলো 'সিফ্‌তে তাশবিহীয়াহ্ নামে অভিহিত, অর্থাৎ ঐসব গুণ মানুষের মধ্যেও কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত সিফ্‌ত অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার অতিক্রান্ত গুণসমূহ 'আল্ আরশ'বা খোদার আসনরূপে অভিহিত এবং শেষোক্ত গুণাবলী হলো তাঁর আরশ বহনকারী। টীকা ৯৮৬ ও ১২৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮। [ক]আর তুমি যদি উঁচু স্বরে কথা বল (এতে কিছু আসে যায় না)। কেননা নিশ্চয় তিনি গোপন ও অতি গোপন (বিষয়ও) জানেন[১৮১০]।

وَاِنۡ تَجۡهَرۡ بِالۡقَوۡلِ فَاِنَّهٗ يَعۡلَمُ السِّرَّ وَاَخۡفٰى ۝

৯। আল্লাহ্। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সব সুন্দর [খ]নাম তাঁরই[১৮১১]।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى ۝

১০। [গ]আর তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে[১৮১২]?

وَهَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ مُوۡسٰى ۝

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৭৮, ৬ঃ৪, ১১ঃ৬, ৬৭ঃ১৪ খ. ৭ঃ১৮১, ৫৯ঃ২৫ গ. ১৯ঃ৫২, ৭৯ঃ১৬

১৮১০। 'সিররুন্' (গোপন চিন্তা) দ্বারা মানুষের মনে লুক্কায়িত গোপন চিন্তা বুঝায় যা কেবলমাত্র সে একাই জানে এবং 'আখফা' (অধিকতর লুক্কায়িত বা গোপন) শব্দ মানুষের সকল আদর্শ চিন্তা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝায় যা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত থাকে এবং কখনো তার মনে উদয় হয়নি।

১৮১১। তফসীরাধীন আয়াত উপরোক্ত তিন আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বিস্ময়কর ঐশীবাণীর কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশ বহন করে। সত্য এটাই, খোদা অস্তিত্ববান। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী এবং কল্পনাসাধ্য সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। সেইজন্যই একমাত্র তিনিই আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ইবাদতের অধিকারী বা তা কেবল তাঁরই প্রাপ্য।

১৮১২। ইতিহাসের সর্বপ্রকার স্বীকৃত নিয়মনীতির বিপরীতে ফ্রয়েড (Freud) তার 'মূসা এবং একেশ্বরবাদ' (Moses and Monotheism) গ্রন্থে এক সম্পূর্ণ অভিনব মতের অস্পষ্ট আভাষ দিয়েছেন এবং তা হলো হযরত মূসা (আঃ) ইসরাঈলী ছিলেন না, তিনি ইহুদী বংশীয় ছিলেন না এবং ইসরাঈলীরা কখনো মিশরে বসবাস করেনি। ফ্রয়েড তার এই অদ্ভুত দাবীর সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেছেনঃ (১) 'মূসা' এক মিশরীয় নাম, (২) আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ [একত্ববাদ] এর ধারণা মূলত মিশর দেশীয়, প্রাচীন মিশরীয় রাজা ইখনাতেন (বা আখেনাতেন) কর্তৃক প্রথমে তা কল্পিত এবং গৃহীত হয়েছিল, (৩) মূসা নিজে মিশরীয় ছিলেন বিধায় তিনি তা মিশরবাসীদের নিকট থেকে অনুকরণ করেছিলেন এবং ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। যেহেতু মূসা মিশরীয় ছিলেন, সেহেতু তিনি হিব্রু ভাষায় নিজেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারতেন না।

এই সকল যুক্তি বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়। 'মূসা' নিশ্চিতরূপে একটি হিব্রু শব্দ। এটি আরবী এবং হীব্রু উভয় ভাষা থেকে নির্গত। কিন্তু আদৌ যদি মূসা নামটি মিশরীয় হয়ে থাকে, তথাপি এটা প্রতিপন্ন হয় না যে মূসা মানুষটিও মিশরীয় ছিলেন। যেহেতু ইসরাঈলীরা মিশরে ফেরাউনের শাসনাধীন জাতি ছিল সেই কারণে মিশরীয় নাম অবলম্বন করা তাদের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। অধীনস্থ জাতির লোকেরা তাদের শাসকদের নাম এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন এবং প্রথা ইত্যাদি অনুকরণ করে গৌরব অনুভব করে থাকে। একেশ্বরবাদ ধারণার আদি উৎস মিশর, প্রাচীন মিশরীয় রাজা আখেনাতেন কর্তৃক তা প্রথম কল্পিত ও গৃহীত এবং তার দ্বারা ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, এই যুক্তিও সমভাবে ভ্রান্ত। কোন বিশেষ কল্পিত বিষয়বস্তু কোন জাতির একচেটিয়া বলে মনে করা অযৌক্তিক। বিচ্ছিন্ন লোক বা জনগোষ্ঠী একে অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে অভিন্ন ধারণা বা কল্পনা করতে পারে। কিন্তু এমনকি যদি ধরে নেয়া হয়, আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদের মতবাদ মূলত মিশরীয় তাহলেও মূসা (আঃ) মিশরের অধিবাসী ছিলেন, এই অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয় না। একজন আমেরিকান বা এক জার্মান যদি কোন ধারণা বা বিশ্বাস একজন ইংরেজ থেকে নিতে পারে তাহলে একজন ইহুদী কেন একজন মিশরবাসীর নিকট থেকে কোন ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে পারে না? সত্য কথা হলো, আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের ধারণা মিশর বা সিরিয়াবাসীদের দ্বারা কল্পিত নয়, না অন্য কোন জাতির লোকেরা তা কল্পনা করেছিল। এর উৎস আল্লাহ্ তাআলার বাণী বা ওহী-ইলহাম। হযরত মূসা (আঃ) হিব্রুভাষায় আস্তে আস্তে কথা বলতেন। পক্ষান্তরে কুরআন এবং বাইবেল দ্বারা সমর্থিত সম্পূর্ণ ঘটনা হলো, ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাঁর মিশন প্রচারের জন্য যখন আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিকট কাতর নিবেদন করেছিলেন এই কারণে যে জিহ্বার জড়তা হেতু তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। তর্কের খাতিরে এটাই যদি যুক্তি হয় যে মূসা (আঃ) ফেরাউনের ভাষায় অর্থাৎ মিশর দেশের ভাষায় স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না তাহলে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, হযরত মূসা (আঃ) মিশরীর ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আরবী এবং হীব্রু ভাষার দলীল-প্রমাণের সাথে ইহুদীজাতির ঐতিহাসিক এবং বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের দলীল-প্রমাণ মিলিতভাবে কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত মূসা (আঃ) এর সম্পর্কে ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব কিছু এই যুক্তিকে সত্য বলে সমর্থন করে ও প্রমাণ করে, হযরত মূসা (আঃ) মিশর দেশীয় ছিলেন না এবং তাঁর নাম মূলত মিশরীয় ছিল না (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী ১৬২১-১৬২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১১। [ক]সে যখন আগুন দেখলো তখন সে তার পরিবার পরিজনকে বললো, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমি আগুন (এর মত একটা কিছু) দেখেছি। আশা করি আমি এ থেকে তোমাদের জন্য কোন অঙ্গার আনতে পারবো, অথবা এ আগুনের কাছে আমি কোন দিকনির্দেশনা পাব[১৮১৩]।

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ⑪

★ ১২। [খ]সে যখন এর কাছে এল তখন তাকে আহ্বান করে বলা হলো, 'হে মূসা!

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ⑫

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তুমি তোমার জুতো জোড়া খুলে রাখ[১৮১৪]। [গ]নিশ্চয় তুমি তুওয়ার পবিত্র উপত্যকায় আছ★।

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑬

১৪। [ঘ]আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা (তোমার প্রতি) ওহী করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুন।

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ⑭

১৫। [ঙ]নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑮

★ ১৬। প্রতিশ্রুত মুহূর্ত [চ]নিশ্চয় আসবে। আমি শীঘ্রই তা প্রকাশ করবো[১৮১৫] যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চেষ্টানুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ⑯

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৮, ২৮ঃ৩০ খ. ২৭ঃ৯, ২৮ঃ৩১, ৭৯ঃ১৭ গ. ২০ঃ১৩, ২৮ঃ৩১, ৭৯ঃ১৭ ঘ. ২০ঃ৪২ ঙ. ২৭ঃ১০, ২৮ঃ৩১ চ. ৫ঃ৮৬, ৪০ঃ৬০

১৮১৩। এই আয়াত হযরত মূসা (আঃ) এর কাশ্‌ফ বা দিব্যদৃষ্টির প্রতি ইশারা করছে। কাশ্‌ফ দু'প্রকারঃ (ক) এক প্রকার কেবল ন সম্পর্কিত কাশ্‌ফ যা সেই নবীই দেখে থাকেন। এরূপ দিব্যদৃষ্টিতে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নবীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাবে (খ) দ্বিতীয় প্রকার কাশ্‌ফ যার মধ্যে ঐশী নিদর্শনের প্রকাশ নবীর জাতির লোকদের নিকটও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) বল চেয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্ট বিষয় যদি দ্বিতীয় প্রকারের হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জাতির জন্য নতুন শরীয়ত তাঁকে দেয়া হবে, কিন্তু তা প্রথমো শ্রেণীর হলে শুধু তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য কিছু নির্দেশ পাবেন।

১৮১৪। উপরে যেমন বর্ণিত হয়েছে–হযরত মূসা (আঃ) যা দেখেছিলেন তা এক কাশ্‌ফ ছিল এবং কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের ভাষায় 'জুতা' পার্থি সম্বন্ধ যথা স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি বুঝায়। 'তোমার জুতা জোড়া' এর মর্ম বুঝায়– তোমার পরিবারের সঙ্গে এবং তোমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। এইরূপে আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিবিড় মিলনের সময় মূসা (আঃ) তার মন থেকে স্ত্রী, সন্তান এ অন্যান্য পার্থিব চিন্তা-ভাবনা দূরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ হবে, যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) তা মন থেকে স্ত্রী, সন্তান এবং অন্যান্য পার্থিব চিন্তা-ভাবনা দূরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আঃ) এক পবিত্র স্থা ছিলেন সেই কারণে তার জূতা জোড়া খুলে ফেলার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

★[১০-১৩ আয়াতে বলা হযেছে, হযরত মূসা (আ:) আগুনের মত আলো দেখে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছিলেন, 'আশা ক এ আগুনের কাছে আমি কোন দিকনির্দেশনা পাব'। তা-ই সত্য প্রমাণিত হলো। কেননা তা এরূপ কোন আগুন ছিল না যার অঙ্গার নি তিনি ফিরে এসেছিলেন। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

১৮১৫। 'আখ্‌ফাশশাইয়্যা' অর্থ সে জিনিষটি গোপন করেছিল, সে আবরণ উন্মোচন করেছিল বা এটা প্রদর্শন করেছিল (লেইন)।

১৭। সুতরাং যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ কিয়ামতের) প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তা (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস) থেকে কখনো বিচ্যুত করতে না পারে। নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٧﴾

১৮। 'আর (আমরা বললাম) হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী?'

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٨﴾

১৯। সে বললো, 'এটা আমার লাঠি। আমি এর ওপর ভর দেই এবং এ দিয়ে আমার ছাগল ভেড়ার জন্য (গাছের) পাতা পাড়ি। এ ছাড়া এতে আমার জন্য আরো অন্যান্য উপকারও রয়েছে[১৮১৬]।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٩﴾

২০। তিনি বললেন, [ক]'হে মূসা! তুমি এটা নিক্ষেপ কর।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿٢٠﴾

২১। সুতরাং সে তা নিক্ষেপ করলো। সাথে সাথে তা যেন এক সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো[১৮১৬-ক]।

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢١﴾

২২। তিনি বললেন, 'তুমি একে ধর এবং ভয় করো না। আমরা অবশ্যই একে এর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٝ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢٢﴾

★ ২৩। [খ]আর তুমি তোমার হাত[১৮১৭] নিজ পার্শ্বে চেপে ধর[১৮১৮]। কোন দোষত্রুটি ছাড়াই তা সাদা হয়ে বের হবে। এ হবে অন্য একটি নিদর্শন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٣﴾

২৪। যেন (ভবিষ্যতে) আমরা তোমাকে আমাদের বড় বড় নিদর্শনের কোন কোনটি দেখাই[১৮১৯]।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১১৮, ২৬ঃ৩৩, ২৭ঃ১১, ২৮ঃ৩২ খ. ৭ঃ১০৯, ২৭ঃ১৩

১৮১৬। 'আরিবা' থেকে মা'আরিবা (একবচন), বহুবচনে মা'আরিব (অর্থ ব্যবহার)। আরবরা বলে, 'আরিবা ইলায়হে' অর্থাৎ 'সে এটা চেয়েছিল এবং পেতে ইচ্ছা করেছিল।' মা'রিব, অর্থ চাহিদা, ব্যবহার, প্রয়োজন, দরকার, উদ্দেশ্য (লেইন)।

১৮১৬-ক। লাঠিটি সাপে পরিণত হয়নি, কিন্তু সাপের মত দেখাচ্ছিল। সুতরাং এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত ছিল না। হযরত মূসা (আঃ) এর সমর্থনে এক শক্তিশালী প্রমাণ প্রদর্শন ছাড়াও এই অলৌকিক নিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মূসা (আঃ)কে আশ্বস্ত করা ও সান্ত্বনা দেয়া যে তাঁর জাতি প্রতিমা উপাসনায় এবং অন্যান্য অসৎ অভ্যাসের মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। কিন্তু যখন তারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসবে তখন তারা তাঁর সাধু ও খোদাভীরু সঙ্গীরূপে পরিণত হবে। 'আসা' সম্প্রদায় বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)। ১০২৩ টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৮১৭। 'ইয়াদ' (অর্থ হাত বা বাহু)। 'ইয়াদ' এর আক্ষরিক অর্থ অনুগ্রহ, বদান্যতা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সাহায্য, আশ্রয়, গোত্র, সম্প্রদায়, দল (আকরাব)।

১৮১৮। 'ইয়াদ' এর এক অর্থ দল বা জাতি বলে গ্রহণ করলে আয়াতের উক্তি মূসা (আঃ) এর জন্য এই আদেশ বহন করে, তাঁর জাতির লোকদেরকে লালন-পালনকারীর মত তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। এরূপ করলে তারা অত্যন্ত ধার্মিক লোক হবে, আধ্যাত্মিক আলো বিকিরণ করবে এবং সকল নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত হবে। 'ইয়াদে বায়যা' এর অর্থ স্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণও হতে পারে। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর স্বপক্ষে প্রমাণ ও শক্তিশালী যুক্তির দলীল দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। আরও দেখুন ৭ঃ১০৯ এবং ২৬ঃ৩৪।

১৮১৯। হযরত মূসা (আঃ)কে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐশী নিদর্শনসমূহের মধ্যে যষ্টির নিদর্শন অন্যতম। নবুওয়তের দায়িত্বভার প্রাপ্তির সাথে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১ [২৫] ১০ ২৫। 'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে'। — اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ ع

★ ২৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার অন্তর আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। — قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝

২৭। আর আমার বিষয় আমার জন্য সহজ করে দাও, — وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝

★ ২৮। [ক]আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, — وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝

২৯। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। — يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

৩০। আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী[১৮২০] বানিয়ে দাও, — وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝

৩১। [খ]আমার ভাই হারূনকে। — هٰرُوْنَ اَخِي ۝

৩২। তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় কর — اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۝

৩৩। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার বানিয়ে দাও, — وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۝

৩৪। যেন আমরা তোমার অনেক বেশি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি — كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অনেক বেশি স্মরণ করতে পারি। — وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদের (অবস্থার) প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে থাক।' — اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

৩৭। [গ]তিনি বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো। — قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

৩৮। আর (এর পূর্বেও) আমরা তোমার প্রতি নিশ্চয় আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম — وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۝

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ১৪, খ. ২৮ঃ৩৫ গ. ২৬ঃ১৬

মূসা (আঃ) এর যষ্টির নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল (২০ঃ১৯)। তিনি যখন ফেরাউনের নিকট তাঁর মিশন প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন ওটা যষ্টির অলৌকিক ঘটনাই ছিল যা কিনা ফেরাউন এবং যাদুকরদেরকে দেখান হয়েছিল (২০ঃ৭০-৭৪)। ইহুদীরা যখন পানি চেয়ে ছিল তখন মূসা (আঃ) তাঁর যষ্টি দ্বারা পাথরে আঘাত করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন (২ঃ৬১) এবং তাঁকে যখন সাগর অতিক্রম করতে হয়েছিল তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যষ্টি দিয়ে তাতে আঘাত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন (২৬ঃ৬৪)।

১৮২০। হযরত মূসা (আঃ) এর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তিনি নিজেকে তার যথাযোগ্য মনে করছিলেন না। তিনি একজন সাহায্যকারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অসাধারণ এবং অধিকতর কষ্টসাধ্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোন সাহায্যকারী পাওয়ার আবেদন তিনি কখনো করেননি। তিনি একা, কোন সহায়তাকারীর সাহায্য ছাড়াই চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিকতার গৌরবময় সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করার গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে এবং পূর্ণ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৯। যখন [ক]আমরা তোমার মায়ের প্রতি ওহী করেছিলাম, যা[১৮২১] (সেই সময়) ওহী করার (প্রয়োজন) ছিল।

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٩﴾

৪০। (এর বিবরণ হলো,) তুমি তাকে (অর্থাৎ শিশু মূসাকে) সিন্দুকে রাখ এবং তা নদীতে ফেলে দাও যেন এরপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয় যাতে করে তাকে [খ]আমার শত্রু ও তার শত্রু তুলে নেয়। আর আমি তোমাকে আমার ভালবাসায় সিক্ত করলাম (অর্থাৎ লোকদের হৃদয়ে তোমার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করলাম) এবং (এও ব্যবস্থা করলাম) যেন তুমি আমার চোখের সামনে লালিতপালিত হও[১৮২২]।

أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٤٠﴾

৪১। (মনে করে দেখ) [গ]তোমার বোন যখন (সাথে সাথে) হাঁটছিল এবং বলছিল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কারো সন্ধান দিব, যে একে লালনপালন করতে পারবে?' [ঘ]এভাবেই আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে। আর (হে মূসা!) [ঙ]তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু আমরা তোমাকে সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলাম এবং আমরা তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলাম। এরপর তুমি মিদিয়ান-বাসীদের মাঝে কয়েক বছর ছিলে। এরপর হে মূসা! তুমি (নবুওয়ত লাভের) যথোপযুক্ত বয়সে পৌঁছে গেলে[১৮২৩]।

إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤١﴾

৪২। আর [চ]আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করলাম।

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤٢﴾

৪৩। [ছ]তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমাকে স্মরণ করতে শিথিলতা দেখিও না।

ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৮-৯ খ. ২৮ঃ৯ গ. ২৮ঃ১২-১৩ ঘ. ২৮ঃ১৪ ঙ. ২৮ঃ১৬, ৩৪ চ. ১২ঃ৫৫; ছ. ২৮ঃ৩৬

সফলতার সাথে পালন করেছিলেন।

১৮২১। 'মা' মাস্‌দারিয়াহ্ হওয়াতে এর অনুগামী ক্রিয়াপদ, এর অর্থে গভীরতা প্রদান করে। সুতরাং 'মা ইউহা' এর অর্থ, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ওহী, অথবা সেই সময়ের জন্য ওহী করা অতি জরুরী ছিল।

১৮২২। 'আইনুন' অর্থঃ চক্ষু, বাড়ীর বাসিন্দা, আশ্রয় বা নিরাপত্তা, দৃষ্টি, স্বর্ণ, সূর্য, ঝর্ণা (মুফরাদাত, লেইন)। যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) এর উপর এক শক্তিশালী নিষ্ঠুর রাজার অধীনে দীর্ঘকালের দাসত্ব বন্ধন থেকে এক জাতিকে উদ্ধার করার এক মহান এবং কঠিন দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য এটা খুবই প্রয়োজন ছিল যে তিনি (মূসা) এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনের উদ্দেশ্যে রাজকীয় শিক্ষকের অধীনে লালিত ও আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। অতএব ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে শিশু মূসা (আঃ) এর প্রবেশ লাভের মাধ্যমে এই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৮২৩। মিদিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে মূসা (আঃ) এর সাময়িক বসবাস ছিল আল্লাহ্ তাআলার আরো একটি ঐশী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সিনাই উপত্যকার ভূমিতে এবং বনে-জঙ্গলে ইসরাঈলীদের সঙ্গে জীবনযাপন করা যেহেতু তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল, সেই জন্য মিদিয়ানে কয়েকটি বৎসর কষ্টকর জীবন ধারণে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য হযরত মূসা (আঃ)কে বাধ্য করা হয়েছিল।

৪৪। [ক]তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

إِذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٤﴾

★৪৫। আর তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো। [১৮২৪]হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৬। তারা উভয়ে বললো, [খ]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা ঔদ্ধত্য দেখাবে বলে আমরা আশংকা করছি'।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৭। তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের সাথে আছি। আমি (তোমাদের দোয়াও) শুনি এবং আমি (তোমাদের অবস্থাও) দেখি।'

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِىْ مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٧﴾

৪৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তার কাছে যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দুজন রসূল। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদের ওপর নির্যাতন করো না। নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বড় নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর যে-ই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তার জন্য রয়েছে শান্তি।'

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ۥ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۥ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۥ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٨﴾

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে) প্রত্যাখ্যান করবে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখবে তার ওপর অবশ্যই আযাব (বর্ষিত) হবে।"

إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَن كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٩﴾

৫০। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, [গ]'হে মূসা! কে তোমাদের দুজনের প্রভু-প্রতিপালক?'

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يٰمُوسٰى ﴿٥٠﴾

৫১। সে (অর্থাৎ মূসা) [ঘ]বললো, 'তিনিই আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, [ঙ]যিনি সব কিছুকে এর (যথাযথ) আকৃতি দিয়েছেন (এবং) এরপর পথনির্দেশনা দিয়েছেন[১৮২৫]।'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىٓ أَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥١﴾

৫২। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, 'তাহলে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা কী হবে[১৮২৬]?'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولٰى ﴿٥٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৯ঃ১৮ খ. ২৬ঃ১৩ গ. ২৬ঃ২৪ ঘ. ৮৭ঃ৩-৪

১৮২৪। তফসীরাধীন আয়াত একজন ধর্মের শিক্ষক বা প্রচারককে দুপ্রকার অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেছে। প্রচার করার সময় তাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত সেই সকল লোকের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পার্থিব সম্মানে ভূষিত করেছেন অথবা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

১৮২৫। আয়াতের মর্ম হচ্ছে: জগতে সর্বত্র শৃংখলা বিরাজমান এবং আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভূষিত করেছেন, যা তার বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক যথোপযুক্ত এবং যার সঠিক ব্যবহারে তা স্বীয় পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

১৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ফেরাউনের প্রশ্নে হযরত মূসা (আঃ) এর জওয়াব তাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়েছিল, কাজেই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٣﴾

৫৩। সে বললো, 'তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে। আমার প্রভু-প্রতিপালক ভুলও করেন না এবং [ক]বিস্মৃতও হন না[১৮২৭]।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٤﴾

৫৪। ([খ]তিনিই) এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানারূপে বানিয়েছেন এবং এতে তোমাদের জন্য অনেক পথও (তৈরী) করে দিয়েছেন। আর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٥﴾ ع

৫৫। (অতএব এ থেকে) [গ]তোমরা খাও এবং এতে তোমাদের গবাদিপশুকে চরাও। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে'।

২ [৩০] ১১

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٦﴾

৫৬। [ঘ]এ (পৃথিবী) থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এর মাঝেই আমরা তোমাদের ফিরিয়ে নিব আর এ থেকেই আমরা তোমাদের আবার বের করবো★।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٧﴾

৫৭। আর নিশ্চয় [ঙ]আমরা তাকে (অর্থাৎ ফেরাউনকে) আমাদের প্রত্যেক প্রকার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করলো এবং অস্বীকার করলো।

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٨﴾

৫৮। সে বললো, [চ]'হে মূসা! তোমার যাদুর মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ[১৮২৮]?'

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৫; খ. ৪৩ঃ১১ গ. ১০ঃ২৫; ২৫ঃ৫০; ৩২ঃ২৮ ঘ. ৭ঃ২৬; ৭১ঃ১৮-১৯ ঙ. ২৭ঃ১৩-১৫; ৪৩ঃ৪৮-৪৯; ৭৯ঃ২১-২২ চ. ২৬ঃ৩৬।

ফেরাউন স্বীয় প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছেড়ে মূসা (আঃ) এর প্রতি এক নূতন প্রশ্নের অবতারণা করলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তাঁর আল্লাহ্ অতীতের মৃত পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা, অর্থাৎ তাদের কি অবস্থা যারা মূসা (আঃ) এর উপদেশাবলী থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এইরূপে মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধ পরোক্ষ ইঙ্গিত দ্বারা ফেরাউন আকস্মিকভাবে তার জাতির লোকদেরকে এই মর্মে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল যে তিনি (মূসা) কটাক্ষ করেছিলেন তাদের পূর্বপুরুষরা ঐশী পথ-নির্দেশকবিহীন ছিল, সুতরাং তারা ঐশী শাস্তির যোগ্য ছিল।

১৮২৭। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের কৌশল এড়িয়ে যাওয়ার চালাকির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি ফেরাউনকে বলেছিলেন, পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে তার মাথা ঘামান উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং তাদের সম্পর্কে প্রত্যেক খুঁটিনাটি তাঁর জ্ঞানে সুরক্ষিত এবং বিচার দিবসে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে কর্মানুযায়ী সকলকে প্রতিফল দান করবেন।

★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, এ পৃথিবী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ থেকেই তোমাদের বের করা হবে। এ ব্যাপারে আপত্তি হতে পারে, আজকের যুগে যেসব লোক মহাকাশে রকেট ইত্যাদিতে মারা যায় তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে এ আয়াত প্রযোজ্য হতে পারে? এর উত্তর হলো, মানুষ যেখানেই যাক না কেন সে এ পৃথিবীর বায়ু, খাদ্য ইত্যাদি সাথে রাখে। আর কখনো সে এগুলো ছাড়া বাঁচতে পারে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮২৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৯। [ক]তাহলে আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ এক যাদু উপস্থাপন করবো। সুতরাং আমাদের ও তোমার জন্য এক নির্দিষ্ট (সময় ও) স্থান নির্ধারণ কর, যা আমরা লঙ্ঘন করবো না এবং তুমিও করবে না'। তা (হবে এমন এক) স্থান (যা উভয়ের জন্য) সমান।

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝٥٩

৬০। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, [খ]'তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন। আর (সেদিন) বেলা কিছুটা উঠলে লোকদের একত্র করা হোক[১৮২৯]।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝٦٠

★৬১। এরপর ফেরাউন চলে গেল এবং সে তার সব কলাকৌশল সংহত করলো[১৮৩০]। এরপর (নির্ধারিত সময়ে) সে ফিরে এল।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ أَتٰى ۝٦١

৬২। মূসা তাদের বললো, 'তোমাদের জন্য আক্ষেপ! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। নতুবা তিনি আযাব দিয়ে তোমাদের তছনছ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে অবশ্যই বিফল হবে[১৮৩১]।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝٦٢

৬৩। তখন তারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বাকবিতন্ডা করলো এবং গোপনে সলাপরামর্শ করলো।

فَتَنَازَعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوٰى ۝٦٣

৬৪। তারা বললো, [গ]'এ দুজন তো যাদুকর। এরা নিজেদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চায়[১৮৩১-ক]।

قَالُوْٓا إِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ أَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ۝٦٤

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত কর। এরপর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে আস এবং আজ যে জিতবে সে নিশ্চয় সফল হবে।'

فَأَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ۝٦٥

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১১২-১১৩; ২৬ঃ৩৭ খ. ২৬ঃ৩৯ গ. ৭ঃ১১০; ২৬ঃ৩৫-৩৬।

১৮২৮। এই আয়াতে ফেরাউনের সূক্ষ্ম প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়েছে। সে তার জাতিকে বলেছিল, এক বিদেশী (মূসা-আঃ) মিশরে প্রবাসী হয়ে তাঁর ধূর্ত কৌশলপূর্ণ পরিচালনা দ্বারা শাসক রাজবংশকে মিশর থেকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

১৮২৯। এখানে হযরত মূসা (আঃ) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে এক কৌতুহলোদ্দীপক সাদৃশ্য দেখা যায়। হযরত মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (যাতে তাদেরকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল) সংঘটিত হয়েছিল পূর্বাহ্ন বেলায়। নবী করীম (সাঃ) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন অনুরূপ পূর্বাহ্ন বেলায় যখন আরবে কুফরী ও প্রতিমা পূজার শেষ ও চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল।

১৮৩০। 'জামাআ কায়্‌দাহূ' এই উক্তির অর্থ আয়াতের মধ্যে নিহিত অর্থ ছাড়াও এরূপও বুঝায়ঃ সে তার সমস্ত পরিকল্পনা একত্র করলো, সে সর্বপ্রকার ফন্দি আঁটলো এবং সে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সব কিছু করলো।

১৮৩১। এই আয়াত ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির দাবীকারকের সত্যতা নিরূপণ করার জন্য এক অভ্রান্ত নীতি উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীকে আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক উন্নতি ও অগ্রগতি করতে দেখা গেলেও পরিণামে সে বিনষ্ট হয় এবং তার দুঃখজনক ও অসম্মানজনক সমাপ্তি ঘটে। এই সত্য সকল ধর্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহুল পরিমাণে স্পষ্টাক্ষরে রিখিত রয়েছে।

১৮৩১-ক। 'তরীকাহ্' অর্থ জীবনযাপনের পদ্ধতি, আদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য (লেইন)।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٦﴾

৬৬। [ক]তারা বললো, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করবো।'

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٧﴾

৬৭। [খ]সে বললো, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ কর[১৮৩২]। এরপর তাদের যাদুর দরুন তার কাছে (এমন) [গ]মনে হলো যেন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো সহসা ছুটাছুটি করছে[১৮৩৩]।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٨﴾

৬৮। এতে মূসা নিজ অন্তরে ভীতি অনুভব করলো[১৮৩৪]।

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٩﴾

৬৯। আমরা বললাম, 'ভয় করো না। নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে।

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٧٠﴾

৭০। আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা তুমি নিক্ষেপ কর। ফলে [ঘ]তারা যা (ছলচাতুরি) করেছে এটা তা গিলে ফেলবে[১৮৩৫]। নিশ্চয় তারা যা তৈরী করেছে তা কেবল যাদুকরের কলাকৌশল মাত্র। আর যাদুকর যে পথেই আসুক[১৮৩৫-ক] সে সফল হতে পারে না।'

فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧١﴾

৭১। তখন [ঙ]যাদুকরদের সিজদাবনত হতে বাধ্য করা হলো। তারা বললো, [চ]'আমরা হারূন ও মূসার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১১৬ খ. ৭ঃ১১৭; ২৬ঃ৪৪ গ. ৭ঃ১১৭ ঘ. ৭ঃ১১৮; ২৬ঃ৪৬ ঙ. ৭ঃ১২১; ২৬ঃ৪৭ চ. ৭ঃ১২২-১২৩; ২৬ঃ৪৮-৪৯।

১৮৩২। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ কখনই প্রথম আক্রমণ করেন না। আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকেন এবং তারপর তাঁরা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

১৮৩৩। যাদুকরদের দড়ি এবং লাঠিগুলো দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মূসা (আঃ) এর নিকট দৃষ্ট হয়েছিল। বাস্তবে সেগুলো এরূপ কিছুই করছিল না। অসৎ শক্তিসমূহ ক্ষণিকের জন্য প্রথমে মনে হয় জিতে গেল, কিন্তু শীঘ্রই তারা দুর্দশায় পতিত হয়।

১৮৩৪। যাদুকরদের দড়ি এবং লাঠিগুলোতে মূসা (আঃ) ভীত ছিলেন না। আল্লাহ্র নবীগণ পর্বত প্রমাণ নিশ্চয়তার উপর দণ্ডায়মান থাকেন এবং কোন কিছুতেই ভীত হন না। হযরত মূসা (আঃ) কেবল ভয় করেছিলেন, পাছে লোকেরা যাদুকরদের ভেল্কিবাজী দর্শনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

১৮৩৫। এই আয়াত স্পষ্ট করছে, মূসা (আঃ) এর যষ্টি অন্য আর কিছু নয়– যাদুকরদের অভিষ্ট সাধনের প্রচেষ্টাকে গিলে ফেলে তাদের যাদু ব্যর্থ করে দিয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর যষ্টিখানা এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র হুকুমে পরিচালিত হয়ে যাদুকরদের সমস্ত ভেল্কির প্রতারণা ফাঁস করে দিল, যা তারা দর্শকদের উপর কৌশলে প্রয়োগ করেছিল। কুরআনের অপর এক স্থানে যাদুকরদের দড়ি ও যষ্টিগুলিকে তাদের মিথ্যা কলাকৌশলরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে-(৭ঃ১১৮)।

১৮৩৫-ক। 'আতা-আশ্-শাইয়্যা' অর্থ সে এটা করেছিল (লেইন)।

৭২। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, [ক]'আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! নিশ্চয় সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। [খ]আমি নিশ্চয় তোমাদের হাতের বিপরীতে পা[১৮৩৫-খ] পর্যায়ক্রমে কেটে ফেলবো এবং অবশ্যই আমি খেজুর গাছের কান্ডে তোমাদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করবো। আর আমাদের মাঝে শাস্তি প্রদানে কে বেশি কঠোর এবং কে টিকে থাকবে তোমরা তা অবশ্যই জানতে পারবে।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى ﴿٧٢﴾

৭৩। তারা বললো, 'আমরা তোমাকে সেইসব সুস্পষ্ট নিদর্শনের ওপর কখনো প্রাধান্য দিতে পারি না, যা আমাদের কাছে এসেছে এবং তাঁর ওপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং [গ]তুমি যা করতে চাও তা-ই করে ফেল। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনটাই শেষ করে দিতে পার[১৮৩৬]।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾

৭৪। [ঘ]আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের পাপ এবং যাদুর যে কাজ করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।'

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَ مَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٤﴾

৭৫। নিশ্চয় যে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে অপরাধীরূপে আসবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম রয়েছে। এতে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না[১৮৩৭]।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٥﴾

৭৬। আর যারা মু'মিন হিসেবে সৎকাজ করা অবস্থায় তাঁর কাছে আসবে [ঙ]তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মর্যাদাসমূহ।

وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১২৪; ২৬ঃ৫০ খ. ৭ঃ১২৫; ২৬ঃ৫০ গ. ২৬ঃ৫১ ঘ. ৭ঃ১২৭; ২৬ঃ৫২ ঙ. ৪ঃ৯৬-৯৭; ৮ঃ৫।

১৮৩৫-খ। 'মিন' অব্যয়ের অর্থ এরূপও হয়ঃ এই কারণে, এই উদ্দেশ্যে। 'খেলাফ' শব্দের অর্থ বিরোধ, প্রতিবাদ বা প্রতিপক্ষ (লেইন)।

১৮৩৬। আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করুন, কীভাবে মানুষের মধ্যে ঈমান ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পূর্বেই পার্থিব লোভে যে সব যাদুকর ফেরাউনের নিকট অর্থ, সম্মান বা মর্যাদার পুরস্কার প্রার্থনা করেছিল (৭ঃ১১৪) তারাই এখন ফেরাউনের হুমকি এবং ভয়ানক মৃত্যুর প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করলোনা যখন তারা সত্য বুঝতে পারলো এবং সত্য গ্রহণ করলো।

১৮৩৭। মৃত্যু মানুষকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। অতএব পাপীরা নরকে মরবে না এবং তারা যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। না তারা তাতে মরবে না বাঁচবে। কারণ প্রকৃত জীবনের আনন্দ আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসার মধ্যে নিহিত এবং পাপীরা তা থেকে বঞ্চিত। অথবা আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, পাপীরা সকল প্রকার আরাম ও আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে এবং এরূপ অবস্থাকেই এখানে মৃত্যু থেকে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৭। (সেগুলো হবে) ক.চিরস্থায়ী বাগান, যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ প্রতিদান হলো তাদের যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।'

৩ [২২] ১২

جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَكّٰی ﴿۷۷﴾

৭৮। আর খ.আমরা মূসার প্রতি নিশ্চয় (এই বলে) ওহী করেছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদের রাতের বেলায় নিয়ে চল এবং গ.সাগরে তাদের জন্য এক শুক্‌নো পথ ধর। তোমার ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকবে না এবং (ডুবে যাওয়ারও) ভয় থাকবে না[১৮৩৮]।'

وَ لَقَدۡ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی ۬ۙ اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡ فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِیۡقًا فِی الۡبَحۡرِ یَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخۡشٰی ﴿۷۸﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭২; ১৮ঃ৩২; ১৯ঃ৬২; ৬১ঃ১৩; খ. ২৬ঃ৫৩; গ. ২৬ঃ৬৪।

১৮৩৮। ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে অকাট্য সব ঐতিহাসিক সূত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অভিনব যে তত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে তা হলোঃ (ক) তারা কখনই মিশরে বসবাস করেনি। কারণ পুরাতন মিশরীয় ইতিহাসের দলীলে তাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (খ) ফেরাউন মেরেনেপ্‌তাহ্ (Merenptah) এর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে যখন হযরত মুসা (আঃ) ইসরাঈলীদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন বলে বলা হয় সেই সময় কোন কোন ইহুদী উপজাতি বাস্তবেই কেনানে বাস করতো। অতএব এই মত যে মূসা(আঃ) কেনানে তাঁর রাজত্বকালে ইসরাঈলীদেরকে মিশর থেকে বের করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা পঞ্চাশ বৎসর পরে কেনানে আবাস স্থাপন করেছিল এইসব সম্পূর্ণ ভুল।

এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপস্থাপকরা মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন, ইসরাঈলীরা মিশর দেশে বিদেশী ছিল এবং এক পরাধীন জাতিরূপে তারা নির্দয় শাসকের অধীনে কৃতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষকের ও দাসত্বের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতো। এরূপ এক সম্প্রদায় কীভাবে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে? এমনকি এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন ইতিহাস রচনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষ থেকে কোন এক জাতি সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য মনে করেন না তখন দূর অতীতের ইতিহাসবিদদের জন্য আরো অধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল যে টুকরা টুকরা অসম্পূর্ণ বর্ণনা থেকে এমন এক জাতি সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলীল রচনা করা, যারা অতি প্রাচীনকালে বাস করতো এবং যারা তাদের শাসক কর্তৃক ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হতো। কোন কোন ইহুদী গোত্রকে ফেরাউন মেরেনেপ্‌তাহ্‌র রাজত্বকালের পঞ্চম বৎসরে কেনানে বাস করতে দেখা গিয়েছিল, এই সন্দেহপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয় অন্যান্য ইসরাঈলী গোত্রগুলো মিশরে বাস করছিল-এই বাস্তব ঘটনাকে এটি মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারে না। এটা কি সম্ভব নয়, মূসা (আঃ) কর্তৃক তাদের সকলকে উদ্ধার করার প্রাক্কালে কোন কোন গোত্র কেনানের পথে মিশর ত্যাগ করেছিল? আশ্চর্যের কথা যে এই সকল লোক একদিকে বলে, মূসা মিশরীয় নাম এবং কোন ইহুদীর নামও মিশরীয় নাম ছিল, অপরদিকে বলে যে তারা কখনো মিশরে গমন করেনি। উপরন্তু ইসরাঈলীরা মিশরে বাস করতো বলে বাইবেল বিশদ ও সঙ্গত বর্ণনা করেছে। বাইবেল রচয়িতার জন্য এইরূপ করার কোন বাধ্যকর কারণ ছিল না, বিশেষত যখন ইহুদীরা সেখানে কৃতদাস ও ভারবাহী পশুর চাইতে নিকৃষ্ট জীবনযাপন করতো। কোন জাতিই নিজেদের অপমান ও দুঃখের বেদনাদায়ক মিথ্যা এবং বানোয়াট দলীল আবিষ্কার করার গরজ বা গর্ববোধ করবে না। সেই সময়ের ফেরাউনদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বাইবেলের খুঁটিনাটি বর্ণনা আরো একটি বাস্তব প্রমাণ দেয় যে ইহুদী জাতি মিশরে বাস করতো। মিশরীয় ফেরাউন রাজবংশে বাইবেলের কোন স্বার্থ ছিল না, এই প্রকৃত বাস্তব ঘটনা ছাড়া যে তারা ইহুদীদের শাসক ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী মিশরীয়রা নিজেরাই স্বীকারোক্তি করেছিল যে ইসরাঈল জাতি দীর্ঘদিন মিশরে বসবাস করেছিল এবং পরবর্তী কালে সেখান থেকে হিজরত করেছিল। যাহোক পুরাকালে পরিচিত মিশর রাজ্য, যা উত্তর আরব নিয়ে গঠিত ছিল, তার সাথে বর্তমানকালের মিশর নিয়ে তালগোল পাকানো সমীচীন নয়।

মিশরত্যাগী ইসরাঈলীদের দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের তারিখটিও বহু বিতর্কিত এবং কেবলমাত্র বাইবেল থেকে তার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। ঐতিহাসিক সূত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং ইহুদী জাতির ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থনপুষ্ট এই ধারণা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যে উক্ত দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের ঘটনা (যাত্রা পুস্তক) পুরুষানুক্রমিক উনবিংশতম রাজ পুরুষ(১৩২১-১২০২খৃঃ পূর্ব) বা মেরেনেপ্‌তাহ্ ২য় (Merenptah II) (১২৩৪-১২১৪ খৃঃ পূর্ব) এর শাসনামলে সংঘটিত হয়েছিল এবং এখনো তা সর্বাধিক সম্ভাব্য বলে প্রতিপন্ন। এই যাত্রা ১২৩০ খৃঃ পূর্বাব্দে হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। অত্যাচারী ফেরাউন ছিল রামেসেস ২য় এবং তার উত্তরসূরী মেনেরেপতাহ্ ২য় ছিল মূসা (আঃ) এর যাত্রাকালের ফেরাউন। (পীকস্ কমেন্টারী অব দি বাইবেল পৃঃ ১১৯, ৯৫৫, ৯৫৬, আরও দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী পৃঃ১৬৪৬,১৬৪৭)।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٩﴾

৭৯। [ক]সুতরাং ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পিছু ধাওয়া করলো। এরপর সমুদ্রের (পানি) তাদের সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিল।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٨٠﴾

৮০। আর ফেরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল এবং সঠিক পথ দেখায়নি।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨١﴾

৮১। হে বনী ইসরাঈল! 'নিশ্চয় [খ]আমরা তোমাদের শত্রু থেকে তোমাদের রক্ষা করেছিলাম এবং [গ]তূর (পর্বতের) ডান পাশে আমরা তোমাদের কাছ থেকে এক অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম[১৮৩৯]।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨٢﴾

৮২। [ঘ]আমরা যে রিয্ক তোমাদের দান করেছি তা থেকে তোমরা পবিত্র জিনিষ খাও এবং এ ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না। তা না হলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে যাবে[১৮৪০]।

وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٣﴾

৮৩। আর [ঙ]যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকাজ করে (এবং) এরপর হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকে নিশ্চয়ই আমি তার বেলায় পরম ক্ষমাশীল।'

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٤﴾

৮৪। 'আর হে মূসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতির কাছ থেকে তাড়াহুড়া করে চলে আসতে বাধ্য করেছে?'

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯১; ২৬ঃ৬১ খ. ২ঃ৫১; ১৪ঃ৭; ৪৪ঃ৩১-৩২ গ. ১৯ঃ৫৩; ২০ঃ১৩; ২৮ঃ৩১; ৭৯ঃ১৭ ঘ. ২ঃ৫৮; ৭ঃ১৬১ ঙ. ৩ঃ১৩৬; ৩৯ঃ৫৪।

১৮৩৯। ইসরাঈলীরা অতি দীর্ঘকাল যাবৎ ফেরাউনদের অত্যাচারে শৃংখলাবদ্ধ থাকার পরিণতিতে পুরুষোচিত ঐ সকল গুণ হারিয়ে বসেছিল যা একটি জাতিকে পরিশ্রমী, নির্ভীক এবং শৌর্যপূর্ণ করে তোলে। ঐশী পরিকল্পনানুযায়ী তাদের জন্য কেনান জয় করে রাজত্ব করা নির্ধারিত ছিল। অতএব হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে মিশরের বাইরে নিয়ে আসার পর তাদেরকে সিনাই অঞ্চলের রৌদ্রদগ্ধ অনুর্বর অঞ্চলে বাস করতে হয়েছিল যাতে তারা উম্মুক্ত ও কষ্টসাধ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং এইরূপে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অন্য অত্যাবশ্যক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করে তারা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল দাসত্ব বন্ধনে থেকে তারা সর্বপ্রকার উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল এবং অস্বাভাবিক অনুদ্দীপক এবং নিস্তেজ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় তারা যখন দেখলো, মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে তাদেরকে বাস করতে হবে, যেখানে জীবনের কোন সুখসুবিধা পাওয়ার কোন অবস্থা ছিল না, এমনকি খাদ্যের অভাব ছিল, তখন তারা আতঙ্কিত ও অস্থির হয়ে উত্তেজিত হলো। তারা মূসা (আঃ) এর সঙ্গে এই বলে কলহে লিপ্ত হয়েছিল, "হায় হায়! আমরা মিশর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই ? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসিতাম, তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করিতাম। তোমরা তো এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ (যাত্রা-১৬ঃ৩)।" আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিড়বিড়ানি শুনলেন এবং এই অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে বলবার জন্য মূসা (আঃ)কে আদেশ করলেনঃ "আমি ইসরাঈল সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি, তুমি তাদেরকে বল, সায়ং কালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর।" ঐশী প্রতিশ্রুতি কীভাবে পুর্ণ হয়েছিল তা বাইবেলে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে (যাত্রা পুস্তক-১৬ঃ১২-১৫, আরো দেখুন টীকা ৯৮ এবং ৯৯)।

১৮৪০। ১৮৩৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٥﴾

★৮৫। সে বললো, 'তারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে এবং হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٦﴾

৮৬। তিনি বললেন, [ক]'আমরা নিশ্চয় তোমার জাতিকে তোমার অনুপস্থিতিতে এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী[১৮৪১] তাদের বিপথগামী করেছে।'

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٧﴾

৮৭। এতে [খ]মূসা ভীষণ রাগ (ও) আক্ষেপ নিয়ে তার জাতির কাছে ফিরে গেল। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক সদয় প্রতিশ্রুতি দেননি? তাহলে তোমাদের জন্য কি অঙ্গীকারের মেয়াদ খুব দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল অথবা তোমরা কি এটাই চেয়েছিলে যে তোমাদের ওপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ক্রোধ নেমে আসুক? সুতরাং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ।'

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٨﴾

৮৮। তারা বললো, 'তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। তবে আমাদের ওপর (ফেরাউনের) জাতির অলংকারাদির[১৮৪২] বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আমরা তা নামিয়ে ফেলেছি। আর এভাবে সামেরী (আমাদেরকে প্রতারণার ফাঁদে) ফেলেছিল।'

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ ۚ فَنَسِيَ ﴿٨٩﴾

★৮৯। এরপর সে তাদের জন্য [গ]একটি বাছুর তৈরী করেছিল। এটা ছিল একটি দেহ মাত্র যা হাম্বা ধ্বনি করতো। তখন তারা (অর্থাৎ সামেরী ও তার সাথীরা) বললো, 'এটা তোমাদেরও উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য[১৮৪৩]। কিন্তু সে (তোমাদের কাছে এর উল্লেখ করতে) ভুলে গিয়েছিল।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৪৯ খ. ৭ঃ১৫১ গ. ২ঃ৫২, ৯৩; ৪ঃ১৫৪; ৭ঃ১৪৯।

১৮৪১। 'সামিরাহ্' (সামারিটান) থেকে 'সামিরী' বিশেষ্যপদ হতে পারে। 'সামিরাহ্' ইসরাঈল বংশীয় একটি গোত্র বলে কথিত অথবা ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়। খুব সম্ভব তারা 'সামারিয়াহ্‌র' অধিবাসী ছিল। সামিরী নামটি এখন নাবলুসে বসবাকারী ছোট একটি উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তারা নিজেদেরকে 'বেনি ঈজরাইয়েল' (Benyisrael) বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। স্পষ্ট স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা দল হিসাবে তাদের ইতিহাসের সূচনা হয় ৭২২ খৃঃ পূর্বাব্দে, আসিরিয়ান কর্তৃক সামারিয়াহ্ দখল করে দেয়ার সময় থেকে (লেইন এবং যিউ এনসাইকো)।

১৮৪২। এই আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে, মিশরীয়রা স্বেচ্ছায় মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-রৌপ্য ইসরাঈলীদেরকে প্রদান করেছিল। অথচ বাইবেল বলে, তারা মিশরবাসীদের গহণাপত্র সম্পূর্ণ লুণ্ঠন করেছিল (যাত্রা পুস্তক-১২ঃ৩৬)। কিন্তু সাধারণত অন্যান্য ঘটনার মত এই বিষয়েও বাইবেল স্ববিরোধিতা করেছে। অন্য এক স্থানে (যাত্রা পুস্তক-১২ঃ৩৩) বলা হয়েছে, মিশরবাসীরা নিজেরাই ইসরাঈলীদেরকে গহণাপত্র দিয়ে নাছোড়বান্দার মত অনুরোধ করেছিল, অনতিবিলম্বে তাদের মিশর ত্যাগ করা উচিত। যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকেই সমর্থন করে।

১৮৪৩। ইসরাঈলীরা এক দীর্ঘ সময় দাসত্ববন্ধনে মিশরে অতিবাহিত করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের জীবনের চালচলনে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণে তাদের গরুপূজারী মিশরীয় শাসকদের অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল (এনসাইক, রিল, এণ্ড এথিক্স, ১ম খণ্ড, ৫০৭

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯০। তবে কি তারা দেখতে পায়নি, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না[১৮৪৪] এবং তাদের কোন অপকার করার ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

৪ [১৩] ১৩

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝٩٠ ع

৯১। অথচ হারূন (মূসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বেই তাদের বলেছিল, 'হে আমার জাতি! এ (বাছুরের) মাধ্যমে নিশ্চয় তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন 'রহমান' (অর্থাৎ পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী)। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান্য কর[১৮৪৫]।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَأَطِيْعُوْٓا أَمْرِيْ ۝٩١

৯২। তারা বলেছিল, 'মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা অবশ্যই এর সামনে বসে থাকবো।'

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسٰى ۝٩٢

৯৩। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'হে হারূন! তুমি যখন এদের বিপথগামী হতে দেখছিলে তখন কিসে তোমাকে বারণ করেছিল

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝٩٣

৯৪। যে, তুমি আমাকে অনুসরণ না কর? তাহলে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে?'

أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ ۝٩٤

★ ৯৫। সে (অর্থাৎ হারূন) বললো, *'হে আমার মায়ের পেটের ভাই! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথার চুল ধরো না। আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুমি না আবার বলে বস, তুমি বনী ইসরাঈলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করনি'★।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ ۚ إِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝٩٥

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৫১।

পৃষ্ঠা)। এই কারণে গরুর প্রতি তাদের বিশেষ আসক্তি জন্মেছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) এর অনুপস্থিতির সুযোগে সামিরী তাদেরকে গরুর উপাসনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৮৪৪। গো-বৎসরূপে প্রতিমা নিরর্থক ও অলীক হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। কারণ ওটা তার সেবাদাসদের সাথে কথা বলতে পারে না। উপাসনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেয় না যে, এমন খোদায় (দেবমূর্তী) লাভ কী (২১ঃ৬৬-৬৭) ? সে তো একটি গাছের গুঁড়ির মতই অসাড়। জীবনহীন উপাস্য এবং জীবন্ত উপাস্যের মধ্যে প্রভেদ হলো, জীবন্ত উপাস্য তাঁর দাসদের সাথে কথা বলেন ও তাদের কাতর প্রার্থনা শোনেন, পক্ষান্তরে অপরটি তেমন কিছুই করতে পারে না। ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ তাঁর ইবাদতকারীদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেননি। তিনি এখনো তাঁর সাধক ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন, যেরূপ হযরত আদম, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) এবং নবী করীম মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গে বলতেন। আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কথা বলার এই জ্বলন্ত নিদর্শনের যেরূপে পূর্বে প্রয়োজন ছিল সেরূপে এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব তাঁর বান্দাদের সাথে অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি কথা বলতে করতে থাকবেন।

১৮৪৫। কুরআন এখানে বাইবেলকে অস্বীকার করেছে এবং ইসরাঈলীদের উপাসনার জন্য ধাতুগলিত গো-বৎস বানিয়ে দেয়ার অভিযোগ থেকে হযরত হারূন (আঃ)কে নির্দোষ প্রতিপন্ন করেছে (যাত্রা পুস্তক-৩২ঃ৪)। এতে বলা হয়েছে, হযরত হারূন (আঃ) তাদের জন্য গো-বৎস তৈয়ার করাননি। উপরন্তু তিনি তাদেরকে তার উপাসনা করতে নিষেধ করেছিলেন যা সামিরী তাদের জন্য প্রস্তুত করেছিল। এই অভিযোগ খৃষ্টান লেখকরা নিজেরাই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে (এনসাইক ব্রিট, 'দি গোল্ডেন কাফ' অধ্যায়)।

★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৬। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'হে সামেরী! তাহলে তোমার কী বলার আছে[১৮৪৬]?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٦﴾

৯৭। সে বললো, 'আমি সেই বিষয় জেনে গিয়েছিলাম, যা এরা জানতে পারেনি[১৮৪৭]। তাই আমি এ রসূলের (অর্থাৎ মূসার) শিক্ষা থেকে কিছুটা গ্রহণ করেছিলাম। এরপর আমি তা পরিত্যাগ করলাম এবং আমার অন্তর এভাবে আমাকে (তা) সুন্দর করে দেখিয়েছিল'★।

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٧﴾

৯৮। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, "অতএব তুমি চলে যাও। নিশ্চয় তোমাকে সারা জীবন এ কথাই বলতে হবে, 'আমাকে কখনো স্পর্শ করো না[১৮৪৮]।' আর নিশ্চয় তোমার জন্য (শাস্তির) একটি নির্ধারিত সময়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর ব্যতিক্রম তোমার সাথে কখনো করা হবে না। আর তোমার সেই উপাস্যের দিকে তাকাও, যার সামনে (উপাসনায়) তুমি বসে থাকতে। আমরা অবশ্যই এটিকে পুড়িয়ে (ভস্ম করে) দিব। এরপর অবশ্যই এটাকে সাগরে ছিটিয়ে দিব★।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٨﴾

৯৯। 'নিশ্চয় তোমাদের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্ই। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি সবকিছুকে (তাঁর) জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।"

اِنَّمَاۤ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٩﴾

১০০। এভাবেই আমরা তোমার সামনে সেইসব সংবাদের কিছু বর্ণনা করছি, যা গত হয়ে গেছে। আর আমরা তোমাকে আমাদের কাছ থেকে উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) দান করেছি।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿١٠٠﴾

★['তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথার চুল ধরো না'–এ অভিব্যক্তিটি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এর সহজসরল অর্থ হলো, আমাকে অপমানিত করো না। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৪৬। 'খাতবুন' অর্থ, উদ্দেশ্য, মতলব, ঘটনা বা অজুহাত বা ওজর, বিষয়, ব্যাপার ইত্যাদি (লেইন)। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ 'তোমার বক্তব্য কী?'

১৮৪৭। এই উক্তির অর্থ এরূপও হতে পারে, 'আমার মানসিক চেতনা ইসরাঈলীদের চাইতে স্পষ্টতর ছিল।' সামিরী বলতে চেয়েছে, সে হযরত মূসা (আঃ)কে অনুসরণ করেছিল এবং তাঁর শিক্ষা বুদ্ধিমত্তার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মত অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু মূসা (আঃ) যখন সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন তখন সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কৌশলের খোলসটি পরিত্যাগ করেছিল এবং তাঁর শিক্ষার সামান্যতম যা গ্রহণ করেছিল তাও পরিহার করেছিল ('আসার' শব্দের মর্ম, পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা বা পাওয়া জ্ঞানের অবশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব-বংশীয় শিক্ষা) এবং ওতেই তার মন সায় দিয়েছিল।

★[সামেরী তার অজুহাত এভাবে উপস্থাপন করলো, 'নবুওয়ত সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হলো, এটা এক চালাকী। এজন্য আমি এটা পরিত্যাগ করলাম। আর আমার অন্তর আমার এ কাজকে সুন্দর করে দেখিয়েছিল।' (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৪৮। 'আমাকে কখনো স্পর্শ করোনা' এই উক্তির মর্ম হতে পারেঃ (ক) ইসরাঈলীদেরকে গো-বৎসের উপাসনা করতে বিভ্রান্ত করার জন্য সামিরীকে সক্রিয়ভাবে সামাজিক বয়কট বা একঘরে করার কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল, (খ) ছোঁয়াচে চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল, যে কারণে লোকেরা তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত, (গ) সে অমূলক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্নায়বিক রোগ বিশেষে (Hypochondria) ভুগেছিল, ফলে সে মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিল।

---

৯৮ আয়াতের ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০১। ক·যে কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করবে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠١﴾

১০২। এ (অবস্থায়) তারা দীর্ঘকাল থাকবে। আর কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য এ বোঝা খুবই মন্দ (সাব্যস্ত) হবে,

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۗ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। যেদিন খ·শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। আর সেদিন আমরা অপরাধীদেরকে একত্র করবো (যাদের অধিকাংশ) নীল চক্ষুবিশিষ্ট[১৮৪৯] হবে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٣﴾

১০৪। তারা পরস্পর চুপিসারে বলাবলি করবে, 'তোমরাতো কেবল দশ (দিন) অবস্থান করেছ'[১৮৫০]★।

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٤﴾

৫ [১৫] ১৪

১০৫। তারা যা বলবে তা আমরা ভাল করেই জানি (অর্থাৎ) যখন তাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল পথ অবলম্বনকারী ব্যক্তি বলবে, [১৮৫০-ক]'তোমরা কেবল এক দিনই অবস্থান করেছ।'

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। আর গ·তারা তোমাকে পাহাড়পর্বত সম্পর্কে[১৮৫১] জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক এগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং এগুলোকে তিনি (এমন) নিষ্ফলা ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। (যে) তুমি এতে কোন বক্রতা দেখবে না এবং কোন উচ্চতাও দেখবে না'[১৮৫২]।

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٨﴾

দেখুন : ক. ১৮:১০২; ৪৩:৩৭; ৭২:১৮ খ. ১৮:১০০; ২৭:৮৮; ৩৬:৫২; ৭৮:১৯ গ. ৫৬:৬; ৭০:১০; ১০১:৬।

★[হযরত মূসা (আ:) সামেরীর অপকর্মের শাস্তি হিসেবে তাকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমাকে সারা জীবন বলতে হবে, 'আমাকে কখনো স্পর্শ করো না।' এখেকে বুঝা যায়, সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আর মানুষকে তার এ রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য সে নিজেই চিৎকার করে বলতো,আমার কাছে এসো না এবং আমাকে স্পর্শ করো না। ইউরোপে কুষ্ঠ রোগীদের গলায় ঘন্টা বেঁধে পথ চলার জন্য আদেশ দেয়া হতো যাতে পথচারীরা বুঝতে পারে কুষ্ঠ রোগী যাচ্ছে। ইউরোপে এ রীতি গত শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৪৯। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত বিষয় হচ্ছেঃ পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহ যারা নীল চক্ষু বিশিষ্ট তাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ এবং তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি দারুণ ঘৃণা পোষণ করে থাকে।

১৮৫০। 'দশ (দিন)' বলতে এখানে দশ শতাব্দী বুঝায়। উল্লেখিত দশ শতাব্দী হিজরতের পরের দশ শতবর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যে সময় ইউরোপের জাতিগুলো প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্তাবস্থায় ছিল। প্রায় ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মিশন প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। এর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের জাতিসমূহ জড়তা কাটিয়ে বের হয়ে আসে এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং তা জয় করে।

★[তারা কিয়ামত দিবসে তাদের পার্থিব বিজয় অনেক দেরীতে ও দুর থেকে দেখতে থাকবে। তা দেখে তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করবে, তাদের প্রাধান্য দশের বেশি ছিল না। এতে দশ শতাব্দী বুঝায় অর্থাৎ হাজার বছরের বেশি। খৃষ্টানদের প্রাধান্যের ইতিহাস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, তারা হাজার বছরের প্রাধান্য লাভ করেছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রারম্ভিক তিন শতাব্দীর পরে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোর প্রায় এক হাজার বছরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আর এরপর তাদের পতনের লক্ষণাবলী সূচিত হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৫০-ক। 'তারীকাতুল কাওম' অর্থাৎ জাতির উত্তম এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ (আকরাব)। 'ইয়াওম' এর তাৎপর্য এখানে এক হাজার বৎসর, যেমন ২২:৪৮ আয়াতে উল্লেখিত এবং পূর্ববর্তী আয়াতের দশ দিনের সমান, অর্থাৎ দশ শতাব্দী বা এক হাজার বৎসর। 'ইয়াওম'

১৮৫০-ক টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৮৫১ ও ১৮৫২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★১০৯। সেদিন তারা সেই আহ্বানকারীর[১৮৫৩] অনুসরণ করবে, যে (ন্যায়পরায়ণ এবং) যার মাঝে কোন বক্রতা নেই। আর 'রহমান' (আল্লাহ্‌র) সামনে সব কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যাবে। তখন তুমি চাপা পদধ্বনি ছাড়া কিছুই শুনবে না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٩﴾

১১০। সেদিন কারো জন্য [ক]সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। তবে যার সম্পর্কে 'রহমান' (আল্লাহ্) অনুমতি দিবেন এবং যার পক্ষে কথা বলা তিনি পছন্দ করবেন (তার কথা ভিন্ন)।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١١٠﴾

১১১। [খ]যা-ই তাদের সামনে আছে এবং যা-ই তাদের পিছনে আছে (সবই) তিনি জানেন[১৮৫৪]। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে তাঁর নাগাল পাবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١١﴾

১১২। আর (সেদিন) চিরঞ্জীব-জীবনদাতা ও চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতার সামনে নেতারা[১৮৫৪-ক] অবনত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি যুলুমের কোন বোঝা বহন করবে সে অবশ্যই বিফল হবে।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١٢﴾

১১৩। আর [গ]মু'মিন হওয়া অবস্থায় যে (ব্যক্তি) সৎকাজ করে থাকবে সে (তার ওপর) কোন যুলুমের বা (তার কোন) অধিকার হরণের ভয় করবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٣﴾

★১১৪। আর এরূপে [ঘ]আমরা একে অতি প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি। আর আমরা এতে নিশ্চিত সব সতর্কবাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যেন তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে অথবা এ (কুরআন) যেন তাদের মাঝে (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করার (প্রেরণা) সৃষ্টি করে।

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٤﴾

১১৫। [ঙ]অতএব প্রকৃত অধিপতি আল্লাহ্ অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর (কুরআনের) ওহী তোমার কাছে সম্পূর্ণ করে দেয়ার পূর্বে তুমি কুরআন (পাঠের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না এবং একথা বলতে থাক, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও'[১৮৫৫]।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰى إِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٥﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ২৯; ৭৮ঃ৩৯ খ. ২ঃ২৫৬; ২১ঃ২৯ গ. ১০ঃ১০; ১৬ঃ৯৮; ২১ঃ৯৫ ঘ. ৪২ঃ৮; ৪৩ঃ৪; ৪৬ঃ১৩ ঙ. ২৩ঃ১১৭।

দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে যামানা এবং সময়ও বুঝায়। সেক্ষেত্রে 'ইয়াওম' শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝাবে, কাফিররা যখন ঐশী আযাবে নিপতিত হবে তখন বলবে, তাদের উন্নতি এবং অগ্রগতির সময় মাত্র একদিন ছিল অর্থাৎ স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল।

১৮৫১। 'আল্ জিবাল' (অর্থ-পর্বতগুলো) শব্দ দ্বারা এখানে পাশ্চাত্যের শক্তিধর খৃষ্টান জাতিগুলোকে ইশারা করেছে। এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্পর্কে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যের পতন পূর্বাহ্নেই আরম্ভ হয়েছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে ফেলেছে (স্পেংলার এর "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট" এবং টয়েনবির "এ ষ্টাডি অব হিষ্টরী")। আরও দ্রষ্টব্য ১৬৬৬ টীকা।

১৮৫২। পরোক্ষভাবে উল্লেখিত বিষয়টি মনে হয় সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উত্থান সম্পর্কিত যখন বিশাল এবং ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যগুলো ওদের স্রোতের মুখে ভেসে যাবে তখন মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রায় একই লেভেলে চলে যাবে।

১৮৫৩। ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ) কে বুঝাচ্ছে।

১৮৫৪, ১৮৫৪-ক, ১৮৫৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১৬। আর নিশ্চয় আমরা এর পূর্বে আদমের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আর (এটা ভঙ্গ করার) কোন সংকল্প আমরা[১৮৫৬] তার মাঝে দেখতে পাইনি।

৬ [১১] ১৫

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٦﴾

১১৭। (স্মরণ কর) [ক]আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও' তখন ইবলীস ছাড়া তারা সবাই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٧﴾

১১৮। তখন আমরা বললাম, 'হে আদম! [খ]নিশ্চয় এ (ইবলীস) হলো তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন এ বাগান[১৮৫৭] থেকে তোমাদের কখনো বের করে না দেয়। নতুবা তুমি দুঃখকষ্টে পড়বে।

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٨﴾

১১৯। নিশ্চয় তোমার জন্য নির্ধারিত রয়েছে যেন এতে তুমি ক্ষুধার্ত না থাক এবং উলঙ্গ না থাক

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তুমি এতে যেন পিপাসার্ত না থাক এবং রোদেও না পোড়[১৮৫৮]।

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৩৫; ৭ঃ১২-১৩;ঃ ১৫ঃ২৭-৩৪; ১৭ঃ৬২; ১৮ঃ৫১; ৩৮ঃ৭২-৭৫ খ. ৭ঃ২৩; ১৮ঃ৫১।

১৮৫৪। 'যা-ই তাদের পিছনে আছে' শব্দসমূহ দ্বারা তাদের অতীতে সম্পাদিত উত্তম কার্যাবলী বুঝায়, এবং 'যা-ই তাদের সামনে আছে' শব্দগুলো দ্বারা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ কৃতকার্যতা অর্জন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝায়।

১৮৫৪-ক। 'উজুহু' অর্থ বড় বড় নেতৃবৃন্দ (আকবাব)।

১৮৫৫। হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে 'জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি সুদূর চীন দেশেও যেতে হয়, (সগীর; ১ম খণ্ড)। কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে, জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার মহান অনুগ্রহ (২ঃ২৭০ এবং ৪ঃ১১৪)। জ্ঞান দুপ্রকার ঃ (ক) যে জ্ঞান ওহী-ইলহাম দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ করে মানবকে প্রদান করা হয়েছে, (খ) যে জ্ঞান মানুষ নিজ প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে।

১৮৫৬। আয়াতটি প্রতিপন্ন করে, হযরত আদম (আঃ) এর বিচ্যুতিটি ছিল মাত্র মূল্যায়ন বা বিচারের ত্রুটি। এটা অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং আদৌ স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। ভুল মানুষেরই হয়।

১৮৫৭। হযরত আদমকে সতর্ক করা হয়েছে, ইবলিসের চাটুবাক্যে যদি তুমি লোভের বশবর্তী হও এবং তার কথা গ্রহণ কর তাহলে তুমি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। 'আল্ জান্নাত' অর্থ পরম সুখ এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জীবন যা তিনি ইতোপূর্বে ভোগ করেছিলেন।

১৮৫৮। তফসীরাধীন এবং পূর্ববর্তী আয়াতের ইঙ্গিত বোধ হয় সভ্য জীবনের সুযোগ সুবিধা ও আরাম উপভোগের আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহের প্রতি করা হয়েছে। উক্ত দুআয়াত এই বাস্তব সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে, মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং আশ্রয় বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যে কোন সভ্য সরকারের প্রথম কর্তব্য এবং কোন সমাজকে কেবল তখনই সভ্য সমাজ বলা যায় যখন তার অধীনে সকল লোক এই চাহিদাগুলো পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হয়। মানবজাতি ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনে অশান্তিতে ভুগতে থাকবে এবং মানব সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অকৃত্রিম উন্নতি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এরূপ গুরুতর অর্থনৈতিক অসমতা, যেমন সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পদে গড়াগড়ি করে এবং অন্যরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে, এই অবস্থার অবসান করা হয়। এখানে হযরত আদম (আঃ)কে বলা হয়েছে তিনি এমন একস্থানে বসবাস করবেন যেখানে জীবনের সকল প্রয়োজন এবং সকল সুখসুবিধা তার বাসিন্দাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এই অবস্থা কুরআন করীমের অন্যত্র এইভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'এবং তা থেকে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তির সাথে আহার কর' (২-৩৬)। তফসীরাধীন আয়াতেও প্রতীয়মান হয়, হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকে এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছিল এবং তিনি এক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা মানবজাতির সামাজিক অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিল।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢١﴾

১২১। কিন্তু [ক]শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরন্তন বৃক্ষ[১৮৫৯] সম্পর্কে অবগত করবো এবং এমন রাজত্ব সম্পর্কে (অবগত করবো), যা কখনো লয়প্রাপ্ত হবে না?'

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢٢﴾

★১২২। এরপর [খ]তারা উভয়ে তা থেকে খেল। অতএব তাদের সহজাত দুর্বলতা তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল[১৮৬০]। সুতরাং তারা বাগানের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে শুরু করলো[১৮৬১]। আর আদম তার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলো এবং পথ থেকে ভ্রষ্ট হলো।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩। এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন[১৮৬২]। আর তিনি তার [গ]তওবা গ্রহণ করলেন এবং (তাকে) সঠিক পথ দেখালেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪। তিনি বললেন, [ঘ]'তোমরা উভয়ে সকল (সঙ্গীসাথী [ঘ]সহ)[১৮৬৩] এখান থেকে চলে যাও। (কেননা) তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে গেছ। এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের কাছে পথনির্দেশনা আসে তাহলে যে (ব্যক্তি) আমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখকষ্টেও পড়বে না।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৩৭; ৭ঃ২১ খ. ৭ঃ২৩; ২০ঃ১২২ গ. ২ঃ৩৮ ঘ. ২ঃ৩৭, ৩৯; ৭ঃ২৫।

১৮৫৯। 'চিরন্তন বৃক্ষ' নামে কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কুরআন করীমের বর্তমান আয়াতে এবং এর অন্যত্র উল্লেখিত 'এই বৃক্ষ' ছিল বিশেষ একটি পরিবার বা গোত্র যা থেকে হযরত আদম (আঃ)কে পৃথক হয়ে দূরে থাকতে ঐশী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ তার লোকেরা তাঁর শত্রু ছিল।

১৮৬০। হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক শয়তানের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরিণতিস্বরূপ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মগত মতভেদ বা দলাদলি আরম্ভ হয়েছিল যা তাঁর জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা এবং মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া পরে বুঝতে পেরেছিলেন, শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তাঁরা শোচনীয় ভুল করেছিলেন এবং নিজেদেরকে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়িয়ে ফেলেছিলেন। এই আয়াতের অর্থ এটা নয়, তাদের দুর্বলতা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল, বরং আদম (আঃ) এবং হাওয়া কেবল নিজেরাই এই বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন।

১৮৬১। 'ওয়ারাক' শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের তরুণ বা কিশোরবৃন্দ (লেইন)। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই মনে হয়, আদম (আঃ) এর গোত্রের লোকদের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি করতে শয়তান কৃতকার্য হয়েছিল এবং কোন কোন দুর্বল চরিত্রের সদস্য আওতার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং হযরত আদম (আঃ) তরুণদেরকে একত্র করেছিলেন এবং সম্প্রদায়ের সাধু ও সংলোকদের ঐক্যবদ্ধ সহায়তায় তাঁর গোত্রের লোকজনকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। বাইবেলের মতে হযরত আদম (আঃ) ডুমুর পাতা ব্যবহার করেছিলেন (আদি পুস্তক-৩ঃ৬-৭), কাশ্‌ফের ভাষায় যার অর্থ সৎলোক এবং ধার্মিক তরুণ।

★[অধিকাংশ অনুবাদক আক্ষরিকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। অথচ এ আয়াতে অর্থাৎ ১২২ আয়াতে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য রয়েছে, যা এরূপ আক্ষরিক প্রয়োগকে নাকচ করে দেয়। এ আয়াতে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে স্খলনের সাথে সম্পৃক্ত। এ আত্মিক স্খলনের ব্যাপারটি সম্পর্কে আয়াতের আত্মিক 'সাওয়াতুহুমা' (দুর্বলতা) প্রকাশ পেয়ে গেল' অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা যদি দৈহিক নগ্নতা হতো তাহলে তাদের জন্ম থেকে এ ঘটনার সময় পর্যন্ত কিভাবে তারা তাদের নগ্নতা সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারতো?

কাজেই এটা সুস্পষ্ট, এ আক্ষরিক অর্থ ভুলক্রমে কুরআনের প্রতি আরোপ করা হয়। 'সাওয়া' শব্দটি প্রাথমিকভাবে লজ্জাস্কর কাজ ও মন্দ প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্খলনের সময় স্খলিত ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে নিজের গোপন দুর্বলতা আবিষ্কার করে। এ দুর্বলতা মনস্তাত্বিক ও আত্মিক। এটা মন ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। দেহে গাছের পাতা জড়িয়ে এটাতো ঢাকা যায় না। আদম ও হাওয়া যে ভুলই করে থাকুন না কেন তা ঢাকার অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর আশ্রয় চাওয়া। অতএব 'জান্নাত' (বাগান) এর পাতার অর্থ রূপকভাবে বুঝতে হবে। এর অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আদম ঠিক তা-ই করেছিলেন। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ নিজেই তাকে এ সব দোয়ার বাক্য শিখিয়েছিলেন। এতে তাঁর ভুলের মন্দ পরিণাম দূর হয়ে

★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৮৬২ ও ১৮৬৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٥﴾

১২৫। আর [ক]যে-ই আমাকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে নিশ্চয় তার জীবন হবে কষ্টদায়ক এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাকে অন্ধরূপে উঠাবো[১৮৬৪]।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾

১২৬। তখন সে বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে কেন অন্ধরূপে উঠালে, অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম?'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭। তিনি বলবেন, 'এভাবেই (হবে)। তোমার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ এসেছিল। কিন্তু তুমি তা অবজ্ঞা করেছিলে[১৮৬৫]। সুতরাং আজ তোমাকে সেভাবেই অবজ্ঞা করা হবে'।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮। আর যে-ই সীমালঙ্ঘন করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান আনে না আমরা তাকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। আর পরকালের আযাব অবশ্যই আরো কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٩﴾ ع

১২৯। [খ]তাদের পূর্বে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি যাদের বসতিতে তারা চলাফেরা করছে। অতএব এ (বিষয়টি) কি তাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয়নি? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

৭ [১৩] ১৬

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٠﴾

★ ১৩০। আর [গ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যদি একটি ঘোষণা পূর্ব[১৮৬৬] থেকে জারি না হয়ে থাকতো এবং এক মেয়াদ (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত না থাকতো তাহলে (তাদের ওপর আযাব) অবশ্যই স্থায়ী হয়ে যেত।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০২ খ. ১৭ঃ১৮; ৩৬ঃ৩২ গ. ৮ঃ৬৯; ১০ঃ২০।

গেল। আর আল্লাহ্ দয়া ও ক্ষমার সাথে তাঁর তওবা গ্রহণ করলেন। [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক মাওলানা শের আলী সাহেবের কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্টে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৬২। এই আয়াত প্রতিপন্ন করে, আদম (আঃ) কর্তৃক হুকুম পালন না করাটা ছিল অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক, কারণ কোন ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতাপূর্ণ কর্ম আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত ও সম্মানিত মানুষের দ্বারা কখনো সম্পাদিত হতে পারে না।

১৮৬৩। 'তোমরা উভয়' শব্দের অর্থ দুটি দলকে বুঝায়, অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) এর অনুসারীরা এবং শয়তানের অনুসারী লোকেরা। 'কুমা' (তোমরা– দুয়ের অধিক) এবং 'জামিয়ান' (তোমরা সকলে) এই শব্দদ্বয়ও প্রতিপন্ন করে, তফসীরাধীন আয়াত দুজন লোককে বুঝায় না বরং লোকদের দু' শ্রেণী বা দু' দলকে বুঝায়। ৭ঃ২৫ আয়াতটি স্পষ্ট করেছে, সেখানে 'ইহবেতা' (তোমরা উভয়ে বের হয়ে যাও) এর পরিবর্তে 'ইহবেতূ' বহু বচন ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ 'তোমরা সকলে বের হয়ে যাও'। খুব সম্ভব হযরত আদম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি ইরাক থেকে প্রতিবেশী কোন দেশে হিজরত করেছিলেন। এই হিজরত সম্ভবত স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং নাতিদীর্ঘকাল পরে তিনি মাতৃভূমিতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে থাকবেন। 'মাতাউন ইলা হীন' (৭ঃ২৫), অর্থ-'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের উপকরণ' এই উক্তির মধ্যেই অস্থায়ী হিজরতের প্রতি ইংগিত রয়েছে।

১৮৬৪। যে ব্যক্তি ইহজীবনে আল্লাহ্কে বিস্মৃতির অতলে ছেড়ে দেয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহতকারী জীবনযাপন করতে থাকে এবং এইভাবে নিজেকে ঐশী আলো থেকে বঞ্চিত রাখে সে ব্যক্তি পরকালের জীবনে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এটা এই কারণে হবে, তার ইহজীবনের আত্মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যা পারলৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নততর আত্মার জন্য দেহের কাজ করবে, কারণ সে ইহজগতে পাপাচারীর জীবনযাপন করেছিল।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩১। সুতরাং তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর [ক]সূর্য উঠার পূর্বে এবং তা ডুবার পূর্বে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাতের বিভিন্ন সময়ে ও দিনের সব অংশেও[১৮৬৭] (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যাতে তুমি (তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে) সন্তুষ্ট হতে পার।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣١﴾

১৩২। আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে (উপকরণ) আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দান করেছি এর প্রতি তুমি [খ]লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না[১৮৬৮]। (কারণ) আমরা তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রিয্‌কই অতি উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٣٢﴾

১৩৩। আর [গ]তুমি তোমার পরিবারপরিজনকে নামাযের তাগিদ করতে থাক এবং তুমি নিজেও এতে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমরা তো তোমার কাছে কোন রিয্‌ক চাই না, (বরং) আমরাই তোমাকে রিয্‌ক দান করে থাকি। আর তাক্‌ওয়ার পরিণামই উত্তম (হয়ে থাকে)।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٣﴾

★১৩৪। আর তারা বলে, 'কেন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনে না?' তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট নিদর্শন আসেনি, যা পূর্ববর্তী ঐশী পুস্তকসমূহে (বর্ণিত) রয়েছে?

وَ قَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَ لَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٤﴾

১৩৫। আর আমরা যদি এ (রসূলের) পূর্বেই আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতাম তাহলে নিশ্চয় তারা বলতো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কেন রসূল পাঠাওনি যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতাম?'

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَ نَخْزٰى ﴿١٣٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৭৯-৮০;৩০ঃ১৮-১৯;৫০ঃ৪০-৪১ খ.১৫ঃ৮৯;২৬ঃ২০৬-২০৮,২৮ঃ৬১-৬২ গ. ১৯ঃ৫৬,৩৩ঃ৩৪।

১৮৬৫। কেন তাকে অন্ধরূপে উত্থিত করা হলো, অথচ সে পূর্বজীবনে দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল– অবিশ্বাসীর এই আপত্তির উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন, পার্থিব জীবনে পাপের জীবনযাপন করার ফলে আধ্যাত্মিকভাবে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু পরজীবনে অন্য একটি সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক আত্মার দেহরূপে তার পার্থিব-আত্মা নির্ধারিত, সেহেতু সে পরকালে অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করবে। এই আয়াতের মর্ম এইরূপও হতে পারে, অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসীর মধ্যে ঐশী গুণাবলী বিকশিত হয় না এবং এই সবের সঙ্গে সে অপরিচিত থেকে যায়। সুতরাং কিয়ামত দিবসে যখন সেই সকল ঐশী গুণ জাঁকজমক ও গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হবে তখন সে অজ্ঞতাহেতু এই সকল মহিমা চিনতে পারবে না। এহেন অবস্থায় সে অন্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

১৮৬৬। এই প্রসঙ্গ ৭ঃ১৫৭ আয়াতে 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে' ঐশী ঘোষণার প্রতি নির্দেশ করছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নির্ভুল এবং ক্রটিমুক্ত জ্ঞানবলে বিধান জারি করেছেন যে তাঁর অনুকম্পা বা ক্ষমাশীলতার গুণ তাঁর অন্যান্য সকল গুণকে অতিক্রম করে যেতে থাকবে।

১৮৬৭ ও ১৮৬৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই (তার নিজের পরিণামের জন্য) অপেক্ষমান রয়েছে। অতএব তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক। এরপর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে কারা সরল সুদৃঢ় পথে রয়েছে এবং কারা হেদায়াত পেয়েছে।'

৮ [৭] ১৭

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدٰى ۝

ع

দেখুন ঃ

১৮৬৭। আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা কীর্তনের সময় দ্বারা দৈনিক পাঁচবার নামাযের সময়কে বুঝাতে পারে। 'সূর্য উঠার পূর্বে' শব্দগুলো ফজরের নামায বুঝায়। 'তা ডুবার পূর্বে' কথাটি অপরাহ্নের শেষাংশ অর্থাৎ আসর নামায বুঝায়। 'রাতের বিভিন্ন সময়ে মাগরিব এবং এশার নামাযের প্রতি ইশারা এবং 'দিনের সব অংশেই পবিত্রতা ঘোষণা কর' শব্দসমূহ অপরাহ্ন অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর যুহর নামাযের সময় নির্দেশ করে।

১৮৬৮। সকল আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা যার পরিণতিতে যুদ্ধ এবং মানবিক দুর্দশা ও রক্তক্ষয় সংঘটিত হয়-সবই পার্থিব সম্পদের এই দৈহিক ভোগ-বিলাসের জন্য উন্মত্ত বাসনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল। মুসলমানদেরকে অন্যের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল্ আম্বিয়া–২১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মতই নবুওয়তের খুব গোড়ার দিকে মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইব্‌নে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে নবুওয়তের ৫ম বৎসরের পূর্বে সূরা তাহা, আল্ কাহ্‌ফ এবং মারইয়াম অবতীর্ণ হওয়ার সময় বর্তমান সূরাটিও অবতীর্ণ হয়। সূরা মারইয়ামের প্রথম দিককার আয়াতসমূহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রাঃ) পাঠ করে শুনিয়েছিলেন যখন তাঁরা ঐ বৎসর হিজরত করে সেখানে পৌঁছান। সূরা তাহা'র সাথে আলোচ্য সূরাটির যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে তা হলো, সূরা তাহা'র শেষ দিকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবিলা করেন। উক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে আলোচ্য সূরাটিতে কাফিরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক বলা হয়েছে, তাদের শাস্তির সময় সমাসন্ন। এই সময়ে যদিও তাদের কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, কিন্তু উদাসীনতা ও অবিশ্বাসে এখনো তারা মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। এই সতর্কবাণীর মাধ্যমেই পূর্ববর্তী সূরার সাথে আলোচ্য সূরাটির ধারাবাহিক সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বর্তমান সূরাটির সাথে এর পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার সত্যিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টানদের কয়েকটি ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ঈসা (আঃ) এর ঐশী গুণাবলী, ঈসা (আঃ) কর্তৃক বিধানকে রহিত করা এবং শরীয়ত মাত্রই অভিশাপ এই ঘোষণা দেয়া, মানুষের মুক্তি সৎ কাজের দরুন হবে না বরং প্রায়শ্চিত্তবাদ মানার মাধ্যমে হবে–এই জাতীয় ভুল বিশ্বাসগুলো ওতে আলোচনা হয়েছিল। সূরা তাহা'তেও এই জাতীয় ভ্রান্ত-আকিদা খণ্ডনের লক্ষ্যে হযরত মূসা (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল। বস্তুত খৃষ্টান ধর্ম মূসায়ী বিধানেরই একটি অংশবিশেষ। তাই খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, স্বয়ং মূসা (আঃ) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, বিধানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলো পালন করে ভ্রান্ত খৃষ্টীয় মতবাদ প্রত্যাখানের ভিত্তি রচনা করে গিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) এর গৌরবের বিষয়তো হলো, তিনি একজন বিধান বা শরীয়ত-দাতা নবী। যদি বিধান মাত্রই অভিশাপ হয় তাহলে খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে হযরত মূসা (আঃ)কে শ্রদ্ধা ও গৌরবের পরিবর্তে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা উচিত। তারপর সূরা 'তাহা'তে আদম (আঃ) কর্তৃক অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রসঙ্গ আলোচনা সাপেক্ষে খৃষ্টানদের আদি-পাপজনিত তত্ত্বের মূলকেও খণ্ডন করা হয়েছিল। উক্ত সূরাতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে কেউই পাপ অর্জন করে না, বরঞ্চ মানুষ তার নিজস্ব অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। অতঃপর বলা হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষেই যদি পাপ-বর্জন করা সম্ভবপর না হয় তাহলে ঐশী শাস্তি প্রদানের বিষয়টিই নস্যাৎ হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণকে সতর্ক করার পরিবর্তে বরং পাপীদেরকে এই কথা বলতে হবে যে মানুষ তো অবস্থার শিকার মাত্র, তাদের না আছে কোন ইচ্ছা-শক্তি, না আছে ভাল-মন্দ যাচাই করার কোন বিচক্ষণতা। তাই তাদের কাজের জন্য তারা দায়ী নয়। বর্তমান সূরাতে এই বিষয়টিই ব্যাপক পরিসরে আলোচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বিশেষ কোন নবী বা রসূলের শত্রুপক্ষই শুধু নয়, বরং হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ), এমনকি তৎপরবর্তী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত, সার্বিকভাবে সকল নবী-রসূলের বিরুদ্ধপক্ষকেই বিনা ব্যতিক্রমে তাদের অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং নবী-রসূলের সাহায্যকারী দলকে তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। মানুষ যদি উত্তরাধিকার সূত্রেই পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কোনভাবেই এই পাপ থেকে মুক্তি না পায় তাহলে তো পাপীদের শাস্তি বা পুণ্যবানদের পুরস্কার কোন কিছুই অর্থবহ হয় না। কাজেই আদিপাপ-জনিত খৃষ্টানদের এই ধর্ম বিশ্বাস একটি ভিত্তিহীন উদ্ভাবনা বা অলীক বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

বিষয়বস্তু

অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সূরাটিতে বলা হয়েছে, ঐশী শাস্তি দ্রুত তাদের নিকটবর্তী হচ্ছে, অথচ তারা এক মিথ্যা নিরাপত্তার খেয়ালে নিজেদেরকে এখনো উদাসীন রাখছে। অতঃপর বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশী-বাণী বাহকের আবির্ভাব হয়েছে তখনই সমসাময়িক লোক তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করেছে। কিন্তু নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের লোকদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সহানুভূতির তাগিদে আল্লাহ্‌র রসূলগণ সর্বদাই তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা সত্য গ্রহণপূর্বক ধ্বংস থেকে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। যদি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপী হতো তাহলে এই ধরনের আহ্বানের কোন যৌক্তিকতা থাকতো না। তারপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের আরোপিত কতগুলো আপত্তির উল্লেখ করে সেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তারপর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভেবে দেখতে বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন এমন কি নূতন বোঝা তাদের উপর অর্পণ করছে যার ফলে তারা এর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাদেরকে নৈতিকতার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। আর যেহেতু পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র নিজস্ব বাণী, কাজেই এর অস্বীকারকারীরা তাঁর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, তারা কি ভেবে দেখে না, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ কোন্ মহান উদ্দেশ্যে এই বিশ্বের বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন! কাজেই যারা আল্লাহ্‌র এই মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

অতঃপর সূরাটি আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্ব যা সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, সেই বিষয়ের আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে,, সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যখন একই নিয়মের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে তখন বহু-ঈশ্বরবাদীরা কি করে এক আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে? আল্লাহ্ যদি একাধিক হতো তাহলে এই বিশ্ব-জগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। অথচ এটা সুস্পষ্ট, বিশ্ব-পরিচালনার নীতি ও নিয়ম একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই বিশ্ব-জগতের একই স্রষ্টা ও একই পরিচালক রয়েছে এবং এমন অদ্বিতীয় যে সত্তা, তাঁর তো কোন পুত্রের দরকার নেই। কেননা পুত্র তখনই প্রয়োজন হয় যখন পিতার ক্ষয় বা মৃত্যুর আশংকা থাকে এবং যখন পিতা এককভাবে অন্যের সাহায্য ছাড়া তাঁর কর্ম সম্পাদনে অপারগ হন। কাজেই আল্লাহ্র অংশীদার সম্পর্কিত সমস্ত ধারণাই অপবিত্র ও ভিত্তিহীন। অতঃপর সূরাটিতে অন্য একটি ঐশী নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পৃথিবী যখন আধ্যাত্মিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন এর বুকে সত্যিকার পুণ্যাত্মা লোকের বড়ই অভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে পুনরায় তাঁর কৃপা ও আশিসের বারি বর্ষণ করেন, যা ওহী-ইল্হামের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত পৃথিবীকে আরেকবার নূতন জীবন দান করে। এইভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আলো এবং অন্ধকারের আবর্তন হয় যেরূপে পৃথিবীতেও দিন এবং রাত্রির আবর্তন ঘটে থাকে। অতঃপর সূরাটিতে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, এই ওজর পেশ করে অবিশ্বাসীরা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে না। এটা তাদের জন্য বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা ঐশী-বাণীর বাহক হিসাবে তাঁর মান, মর্যাদা বা প্রতিপত্তিই বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, কে তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। পরিণামে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যক্রমই যে সফল হবে এই সত্য অনুধাবনের জন্য সূরাটিতে পূর্ববর্তী সময়ের একাধিক নবী-রসূলের জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ইদ্রীস (আঃ) এবং আরো কতিপয় নবী-রসূল যাঁরা সমসাময়িক কালের তীব্র বিরোধিতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন সত্ত্বেও পরিণামে সফল হয়েছিলেন। এই সকল নবী-রসূল হযরত ঈসা (আঃ) এর মত স্ব স্ব যুগে ন্যায় ও পুণ্য কর্মের আদর্শ-দৃষ্টান্ত ছিলেন এবং ঈসা (আঃ) এর মত তাঁরাও আল্লাহ্র পথে বড়ই বাধা-বিপত্তি ক্লেশ ভোগ করেছিলেন। তাহলে তাঁদের সকলের মধ্যে একমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)কেই কেন ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে বিবেচনা করা হবে, ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে তাঁরা সকলেই কেন গণ্য হবেন না? এই সমস্ত নবী-রসূলের ঘটনা উল্লেখের পর সূরাটিতে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতার প্রসঙ্গও বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও পূর্ববর্তীদের মতই ব্যবহার করা হয়েছিল। এমনকি হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যতিক্রমী জন্মের দিক বিবেচনা করেও তাঁকে বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদা বা সত্তার অধিকারী বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) এর জন্মও অত্যন্ত ব্যতিক্রমী অবস্থার মধ্যে হয়েছিল। ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করে ছিলেন কোন পিতার মাধ্যম ছাড়া। এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও নিশ্চিতভাবে সত্য, ইয়াহ্ইয়া (আঃ) এর জন্ম হয়েছিল তখন যখন তাঁর পিতা অত্যন্ত বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মাতা ছিলেন বন্ধ্যা ও সন্তান উৎপাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তদ্রূপ সত্যের জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর কষ্ট করাও অভিনব কোন বিষয় নয়। যদিও তাঁকে ক্রুশে লটকানো হয়েছিল, তথাপি পরে জীবিতাবস্থায় তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)কে জীবন দান করতে হয়েছিল। তাহলে শুধু ঈসা (আঃ) এর রক্তই কেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে? সূরাটির শেষাংশে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তি তথা ইয়া'জূজ-মা'জূজের অসাধারণ উন্নতি, ইহজাগতিক প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এই জাতিগুলো যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্ষমতা ও খ্যাতির উচ্চপদসমূহে আরোহণ করবে এবং অন্যান্য জাতিসমূহ তাদের নিকট বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে তখনই তাদের ধ্বংসের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। তাদের উপর এমন হঠাৎ করে ও ত্বরিৎ গতিতে ঐশী শাস্তি নেমে আসবে যে তারা সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। তাদের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, জাগতিক প্রাচুর্যের বিভিন্ন উপকরণ, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিভিন্ন উৎস-উপকরণ সবই এই বিপর্যয়ের ফলে ভস্মীভূত ও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

★ [এ সূরায় বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আরো অনেক পবিত্র বান্দা রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অব্যবহিত পরেই এ সূরায় এরূপএকটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা বিশ্বজগতের রহস্যাবলীর দ্বার এরূপে উন্মোচন করেছে যা সে যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণাতেও আসতে পারতো না। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এ সময় বিশ্বজগত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে দেয়া একটি গোলাকার বলের আকারে ছিল, যা থেকে কোন কিছু বাইরে যেতে পারতো না। এরপর আমরা একে ফেড়ে দিলাম এবং অকস্মাৎ গোটা বিশ্বজগত তা থেকে বেরিয়ে এল। এরপর আমরা পানির মাধ্যমে প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। পানির অব্যবহিত পরেই পাহাড়ের সাথে এ পানির অবতীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, আকাশ কিভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীকে সুরক্ষা করে থাকে। এরপর পৃথিবী ও আকাশ এবং গোটা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবিরাম প্রদক্ষিণের কথা বলা হয়েছে এবং যেভাবে পৃথিবী ও আকাশ চিরস্থায়ী নয় সেভাবে এ কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, মানুষও চিরস্থায়ী নয়। বলা হয়েছে, হে রসূল! কাউকেই স্থায়ীত্ব দান করা হয়নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
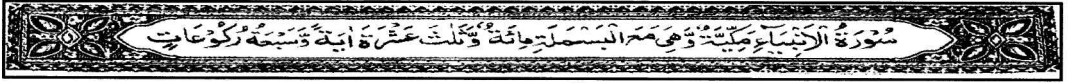
সূরা আল্ আম্বিয়া-২১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ

১৭তম পারা

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]মানুষের জন্য তাদের হিসাবনিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবুও তারা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ②

৩। [গ]তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যখনই তাদের কাছে কোন নতুন উপদেশবাণী আসে[১৮৬৯] তারা যেন তা তামাশাচ্ছলে শুনে।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ③

★ ৪। (আর) তাদের অন্তর অমনোযোগী। আর যারা অন্যায় করে তারা তাদের সলাপরামর্শ গোপন রাখে। (এরপর তারা বলে) 'এ (লোকটি) তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কি আর কিছু? তবুও কি তোমরা জেনেশুনে যাদু মেনে নিবে'[১৮৭০]?

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ④

৫। সে (অর্থাৎ এ রসূল) বললো, 'যা আকাশে ও পৃথিবীতে আছে আমার প্রভু-প্রতিপালক (এর) সব কথাই জানেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ[১৮৭১]।

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৬। এর বিপরীতে তারা বলে, 'এ (বাণী) হলো (কেবল) এলোমেলো স্বপ্ন। বরং সে (নিজে) এটি বানিয়ে নিয়েছে। আসলে সে [ঘ]একজন কবি[১৮৭২]। অতএব সে যেন আমাদের

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৪ঃ২-৩ গ. ২১ঃ৪৩; ২৬ঃ৬ ঘ. ৫২ঃ৩১।

১৮৬৯। স্টাইল বা রীতির দিক থেকে প্রত্যেক নবীর বার্তাই এক নূতন বাণী, কিন্তু বিষয়বস্তুর মর্ম এক ও অভিন্ন। কুরআন শরীফে নবী করীম (সাঃ)কে এইভাবে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নই' (৪৬ঃ১০)।

১৮৭০। প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে কাফিরদের প্রধান আপত্তি একই রকম যে তিনি তাদেরই মত মরণশীল এক সাধারণ মানুষ (১৪ঃ১১; ২৩ঃ২৫, ৩৪; ২৬ঃ১৫৫; ৩৬ঃ১৬ এবং ৬৪ঃ৭)। এই আপত্তির উত্তর ১২ঃ১১০, ১৪ঃ১২, ১৬ঃ৪৪-৪৫ এবং ১৭ঃ৯৬ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। এই সূরার ৮ আয়াতে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে অবিশ্বাসীরা বলে, রসূল (সাঃ) এর মধ্যে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন কিছুই নেই। অপর দিকে তারা বলে, তিনি একজন যাদুকর, অর্থাৎ তিনি একজন শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে যাদুকর আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কারণ শ্রবণকারীদের উপর তাঁদের বাণী ম্যাজিক বা মন্ত্রবৎ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই আয়াতের মধ্যে অবিশ্বাসীদের এই স্বীকারোক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে যে কুরআনের আকর্ষণকারী শক্তি রয়েছে এবং এর শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা একজন নিরপেক্ষ ও ন্যায়-বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য সত্যিই কষ্টসাধ্য।

১৮৭১। ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের সকল গোপন এবং প্রকাশ্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ তাআলা জানেন এবং তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর অনুগৃহীত বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং তিনি অবিশ্বাসীদের সমস্ত কুপরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।

১৮৭২। তফসীরাধীন আয়াতে কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আপত্তির উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি হলো, কুরআন তালগোল-পাকানো স্বপ্ন বা অলীক কল্পনার সংমিশ্রণ। কিন্তু যেহেতু এতে সুন্দর এবং সুষ্ঠু বিন্যাস প্রণালী বিদ্যমান এবং যেহেতু এটা সংশ্লিষ্ট বিষয় সামগ্রীকভাবে উপস্থাপন করে এবং অতুলনীয় শিক্ষা বহন করে, সেহেতু এর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের ব্যর্থ যুক্তির নিষ্ফল অবস্থা তারা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٦

কাছে কোন বড় নিদর্শন নিয়ে আসে যেভাবে পূর্ববর্তী রসূলদেরকে (নিদর্শনসহ) পাঠানো হয়েছিল।'

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

৭। এদের পূর্বে যে জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি তারা ঈমান আনেনি। তাহলে এরা কি ঈমান আনবে?

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨

★ ৮। [ক]আর তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষদেরই আমরা (রসূলরূপে) পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। সুতরাং তোমরা না জেনে থাকলে (ঐশী পুস্তক) বিশারদদের জিজ্ঞেস কর।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٩

৯। [খ]আর আমরা তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করে বানাইনি, যারা খাবার খেত না আর তারা চিরকাল বেঁচেও থাকতো না[১৮৭৩★]।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝١٠

১০। এরপর আমরা তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছিলাম। অতএব আমরা তাদের ও যাদের আমরা চেয়েছিলাম (তাদেরও) রক্ষা করেছিলাম। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١١ ع

★ ১১। তোমাদের প্রতি আমরা এখন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের জন্য (প্রয়োজনীয়) উপদেশবাণী রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না[১৮৭৪]?

১ [১১] ১

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ১১০; ১৬ঃ৪৪ খ. ২৫ঃ১১।

গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। তাই তারা পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করে নূতন যুক্তির অবতারণা করে বলে, তিনি (নবী করীম-সাঃ) নিজে এটা রচনা করেছেন। কিন্তু পুনরায় তারা উপলব্ধি করে, জীবনব্যাপী আঁ হযরত (সাঃ) সার্বজনীনভাবে 'বিশ্বস্ত' এবং 'সত্যবাদী' বলে খ্যাত ও বিবেচিত ছিলেন। তাই তারা এই আপত্তিও পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে কবি এবং যাদুকর আখ্যায়িত করতে থাকে। এই সকল অভিযোগ ও আপত্তি ক্রমান্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে এবং কাফিরদের বার বার পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করে নূতন যুক্তির অবতারণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের এই স্বীকারোক্তি যে আপত্তিগুলো নির্বোধ, স্ববিরোধী এবং বিচারের ধোপে টিকে না। কাজেই কুরআন করীম এগুলোকে এখানে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৮৭৩। যদিও অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত সকল নবীকেই সাধারণ মরণশীল মানুষ মনে করতো তথাপি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একই আপত্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে বারংবার উত্থাপিত হয়েছিল যে সাধারণ মরণশীল মানুষের মতই তিনি পানাহার করেন এবং তিনি রাস্তায় চলাফেরা করেন এবং সকল মানবীয় দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনের অধীন (২৫ঃ৮)। আত্মপক্ষ সমর্থনে এই মাপকাঠির উপর ভিত্তি করেই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখানে কাফিরদের এই স্ববিরোধী মনোভাবের প্রতি পরোক্ষ ইংগিত করা হয়েছে। তারা এই সকল সহজ বাস্তবকে বুঝতে চায় না। আয়াতটির মর্ম হলো, নবীগণ আবির্ভূত হয়ে থাকেন মানবের জন্য নমুনাস্বরূপ এবং কীরূপে তাঁরা আদর্শ হিসাবে কাজ করতেন যদি তাঁরা তাদের মত মানুষ না হতেন এবং যদি তাদের মত বস্তু-জগতের দৈহিক প্রয়োজনের অধীন না হতেন? মানব-সত্তা হয়ে রক্ত-মাংসের চাহিদা, ক্ষয় বা মৃত্যু থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না।

★[এ আয়াত থেকে জানা যায়, খাবার না খেয়ে জীবিত থাকতেন এমন কোন নবীই পৃথিবীতে ছিলেন না। অতএব কোন নবী, যিনি খাবার খেতেন, অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২। আর [ক]কত জনপদকেই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যারা যুলুম করতো এবং তাদের পরে আমরা অন্য লোকদের উত্থান ঘটিয়েছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١٢﴾

১৩। এরপর তারা যখন আমাদের আযাবের আভাস পেল, তৎক্ষণাৎ তারা সেখান থেকে পালাতে লাগলো।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٣﴾

★ ১৪। 'তোমরা পালিও না, বরং যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে তোমরা মহানন্দে ছিলে তাতে এবং তোমাদের বসত বাড়ীর দিকে ফিরে যাও যাতে তোমাদের জবাবদিহি করতে হয়'।

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫। তারা বললো, 'হায়! আমাদের জন্য আক্ষেপ! আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٥﴾

১৬। আর এভাবেই তাদের এ আর্তনাদ চলতে থাকলো। পরিশেষে আমরা তাদের এক কর্তিত বিরান শস্যক্ষেতের মত করে দিলাম[১৮৭৫]।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٦﴾

১৭। [খ]আর আমরা আকাশকে ও পৃথিবীকে এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি[১৮৭৫-ক]।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٧﴾

১৮। আমরা যদি কোন কিছু বিনোদনরূপে গ্রহণ করতে চাইতাম (আর) তা যদি করারই হতো তবে অবশ্যই আমাদের নিজ সত্তায় (তা) করে নিতাম[১৮৭৬]।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫; ২২ঃ৪৬; ২৮ঃ৫৯; ৫০ঃ৩৭; ৬৫ঃ৯. খ. ১৫ঃ৮৬; ৩৮ঃ২৮; ৪৪ঃ৩৯।

১৮৭৪। এই আয়াতের মর্ম কেবল এটাই নয় যে কুরআনের অস্বীকারকারীরা দুর্দশায় পড়বে এবং এর অনুসারীরা অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করবে এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব গৌরবের নিম্নতম ধাপ থেকে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হবে। পক্ষান্তরে এই বাস্তব ঘটনা এক নির্ভুল প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করবে যে কুরআন বানোয়াট নয়, কবিতার ছন্দ কিংবা অলীক স্বপ্নের কাহিনী নয়, পরন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য কালাম।

১৮৭৫। যে সব জাতির উপরে ঐশী-আযাব নেমে আসে তাদের স্পষ্ট চিত্র এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুল বাসনা নির্বাপিত হয়। বাঁচার ইচ্ছা শক্তি পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিনাশ হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং তাদের সকল উদ্যম শেষ হয়। এইরূপে সেই জাতি মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৮৭৫-ক। এই বিশ্ব-জগৎ আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়াচ্ছলে সৃজিত হয়নি। এর সৃজন সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা এর সৃষ্টির অন্তরালে মহাজ্ঞানের রহস্য উদঘাটন করে। সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু এই মানবকেও অবশ্যই এক মহান ও পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিনিধিত্বকারী। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দর্পণ-স্বরূপ, স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া মানবের নিজ সত্তায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে (২ঃ৩১)।

১৮৭৬। এটা আল্লাহ্‌-রব্বুল আলামীনের মহত্ব, মর্যাদা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী যে তিনি এক মহৎ অভীষ্ট লক্ষ্য ছাড়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু করেছেন।

১৯। বরং [ক]আমরা সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি। তখন তা এর মাথা ভেঙ্গে ফেলে[১৮৭৬-ক] এবং তৎক্ষণাৎ তা (অর্থাৎ মিথ্যা) বিলীন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা (আল্লাহ্‌র প্রতি) আরোপ কর এর দরুন তোমাদের জন্য (রয়েছে) দুর্ভোগ।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾

২০। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। [খ]আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে থাকে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার দেখায় না এবং ক্লান্তও হয় না।

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। তারা দিনরাত (তাঁরই) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে (এবং) তারা এতে কোন শৈথিল্য দেখায় না[১৮৭৭]।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢١﴾

২২। তারা কি পৃথিবী থেকে এমন উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা সৃষ্টি(ও) করে[১৮৭৮]?

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢٢﴾

★ ২৩। (আকাশ ও পৃথিবী) এ দুয়ের মাঝে যদি আল্লাহ্ ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো তাহলে নিশ্চয় দুটোই (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী) বিশৃঙ্খলায় ধ্বংস হয়ে যেত[১৮৭৯]। অতএব তারা যা আরোপ করে আরশের মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ্ এর উর্ধ্বে।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, অথচ তাদের জবাবদিহী করতে হবে[১৮৮০]।

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৮২; ৩৪ঃ৪৯,৫০ খ. ৭ঃ২০৭; ৪১ঃ৩৯; ২১ঃ২০।

১৮৭৬-ক। 'দামাগাহু' অর্থ সে তার মাথা ভেঙ্গে দিল যাতে জখম তার মস্তিষ্কে পৌছুলো, সে তাকে বশ করলো (লেইন)।

১৮৭৭। আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাসগণের কতিপয় চিহ্ন এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে এবং মানবের সেবায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। তারা ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক ভাবাবেগে প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে না এবং তারপর কষ্ট ও বঞ্চনার চাপের মুখে নিরুৎসাহিত হয় না। একবার সত্য গ্রহণ করলে তারা সকল বাধা-বিপত্তির মুখেও ঈমানে অটল থাকে। তাদের উৎসাহ ও উদ্যম সত্যের সেবায় কখনো নিস্তেজ হয় না। আল্লাহ্‌র ইবাদত তাদের নিকট স্ফুর্তির উৎস এবং দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মুক্তির উপায় (১৩ঃ২৯)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা নিহিত' (নিসাঈ)।

১৮৭৮। সৃষ্টি করা অথবা মৃতকে জীবন দান করা কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার অনন্য গুণ এবং বিশেষ অধিকার। ঈসা (আঃ) বা অন্য কোন ব্যক্তি-সত্তা আল্লাহ্‌র এই গুণের অংশীদার হতে পারে না। এই গুণের প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষভাবে যীশুর ঈশ্বর-ত্বকে চূরমার করে দেয়া। এই আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু এটাই।

১৮৭৯। বর্তমান আয়াত একাধিক খোদা বা বহু-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী ও চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। একজন কট্টর নাস্তিক এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে এক ত্রুটিহীন শৃংখলাপূর্ণ নিয়ম সারা বিশ্বকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। উক্ত বিন্যাস ও পরিচালন এই বাস্তব ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে, এক অবিচল নিয়ম একে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের এই সুসঙ্গতি নিখিল সৃষ্টির সৃজন-কর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকারী এক ও অভিন্ন হওয়া প্রমাণ করে। যদি অধিক খোদা থাকতো তাহলে একাধিক বিধান ও নিয়ম সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কারণ একেক জন খোদার জন্য নিজস্ব বিশেষ আইনের অধীন জগৎ সৃষ্টি করা হতো এবং এইরূপ অবস্থায় বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো। ফলে এই বিশ্ব খন্ড-বিখন্ড হয়ে যেত। অতএব এই কথা বলা যে তিন খোদা সর্ববিষয়ে সমভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে একত্রে এই বিশ্বের স্রষ্টা এবং পরিচালক, স্পষ্টতই অসম্ভব।

১৮৮০। এই আয়াত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে শৃংখলাপূর্ণ নিয়মের নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং সেজন্যই এর স্রষ্টা এবং পরিচালকেরও পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ করে এবং তাঁর এক-অদ্বিতীয় হওয়ার প্রতিও ইশারা করে। আয়াতের মর্ম এও যে আল্লাহ্ তাআলার

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। [ক]তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? তুমি বল, 'তোমাদের অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে আস। এ (কুরআন) তাদের জন্য মর্যাদার কারণ যারা আমার সাথে আছে এবং তাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যারা আমার পূর্বে ছিল[১৮৮০-ক]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬। আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি (এই বলে) ওহী করতাম, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। [খ]আর তারা বললো, 'রহমান (আল্লাহ্‌) পুত্র গ্রহণ করেছেন।' তিনি তো পবিত্র, বরং তারা (অর্থাৎ যাদের তারা পুত্র বলছে) তাঁর সম্মানিত বান্দা।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। আর কথা বলার ক্ষেত্রে তারা[১৮৮১] তাঁর আগে বেড়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁরই আদেশে কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে যা-ই আছে (তা) [গ]তিনি জানেন[১৮৮২]। আর যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তাকে ছাড়া অন্য কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না। আর তারা তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ ع

২ [১৯] ২

৩০। আর তাদের মাঝে যে বলে, 'নিশ্চয় তিনি ছাড়া আমি উপাস্য' সেক্ষেত্রে তাকেই আমরা জাহান্নামের প্রতিফল দিব। এভাবেই আমরা যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি[১৮৮৩]।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১৬; ২৩ঃ১১৮; ২৭ঃ৬৫ খ. ২ঃ১১৭; ৪ঃ১৭২; ১০ঃ৬৯; ১৯ঃ৮৯-৯০ গ. ২ঃ২৫৬; ২০ঃ১১১।

কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ এবং অন্যান্য সকল সত্তা ও বস্তু তাঁর মহান আধিপত্যের অধীন। এটি বহু-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করে।

১৮৮০-ক। এ মহান কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের জন্যও সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। কারণ এটি তাদের বিরুদ্ধে সেসব আপত্তি ও অপবাদ খন্ডন করে তাঁদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করে, যা তাঁদের সমকালীন জাতিগুলো মিথ্যারূপে উত্থাপন করেছিল।

১৮৮১। আয়াতে 'তারা' সর্বনাম দ্বারা নবীগণকে বুঝায়। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেরিত পয়গম্বরগণ অবাধ্যতা, নৈতিক অপরাধ এবং পাপ করতে পারেন না। এই আয়াত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ।

১৮৮২। 'তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে যা-ই আছে (তা)' এই উক্তির অর্থ এরূপ হতে পারেঃ তারা যা করেছিল এবং যা করেনি বা যা করতে পারেনি। অথবা এমনও বুঝাতে পারেঃ যে প্রভাবের অধীনে তারা ছিল বা যে সকল পরিবর্তন তারা সাধন করেছিল।

১৮৮৩। এটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যে ক্ষেত্রে খোদায়ী দাবীকারকের মিথ্যা দাবীর অপরাধে কেবল পরলোকে শাস্তি প্রাপ্ত হবে, সে ক্ষেত্রে ভন্ড নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ইহলোকেই শাস্তি পেয়ে থাকে। তারা অকাল মৃত্যুবরণ করে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাদের সমস্ত সংগঠন নিজেদের জীবদ্দশাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (৬৯ঃ৪৫-৪৮)। এই দু'শ্রেণীর ভন্ড দাবীকারকের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩১। যারা অস্বীকার করেছে তারা কি দেখেনি, আকাশ ও পৃথিবী উভয়ে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল[১৮৮৪], এরপর আমরা এ দুটোকে ফাটিয়ে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তু সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

৩২। [ক]আর আমরা পৃথিবীতে পাহাড়পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে সেগুলো তাদের খাদ্য সরবরাহ করে[১৮৮৫]। আর আমরা এতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানিয়েছি যাতে তারা সঠিক পথের নির্দেশ পেতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوٰسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۠ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর আমরা সুরক্ষিত ছাদরূপে আকাশ বানিয়েছি[১৮৮৬]। তথাপি তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৪; ১৫ঃ২০; ১৬ঃ১৬; ৩১ঃ১; ৭৭ঃ২৮।

কারণ হলো, খোদায়ী দাবীর অসম্ভাব্যতা স্বপ্রমাণিত। 'সুতরাং এইরূপ দাবীকারকের শাস্তি ইহজগতে হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু নবুওয়তের একজন মিথ্যাদাবীদার সরলমনা মানুষকে প্রতারণা করে তার মিথ্যা দাবী গ্রহণ করাতে সফল হতে পারে যদি না তাকে শাস্তি দেয়া হয়। অতএব তাকে পরাজয়, ব্যর্থতা এবং ধ্বংসের পরিণাম ইহজীবনেই ভোগ করতে হয় এবং দীর্ঘকাল তাকে বাঁচতে দেয়া হয় না এবং তার প্রচারের অগ্রগতিকে রুখে দেওয়া হয়।

১৮৮৪। এই আয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় এতে বিশ্বের ভৌতপূর্ব অবস্থার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব, বিশেষত সৌর জগৎ এক অসংবদ্ধ অবয়বহীন অবস্থা অথবা নীহারিকাবৎ পদার্থ-পিন্ড থেকে বিবর্তন লাভ করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করেছিলেন সেই অনুযায়ী বস্তুপিন্ডকে বিযুক্ত করে দিলেন এবং এর বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলো সৌর জগতের অংশ হিসাবে রূপ নিল (The Universe Surveyed by Harold Richar & The Nature of the Universe by Fred Hoyle)। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা পানি থেকে সকল জীবনের সৃষ্টি করলেন। তফসীরাধীন আয়াতের এই পরোক্ষ অর্থ হয় বস্তু-জগতের মত এক আধ্যাত্মিক জগৎও বিশৃংখল ধারণা এবং হাস্যকর বিশ্বাসের অবয়বহীন অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা যেমন তাঁর ক্রটিমুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং অভিষ্ট্য লক্ষ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্তুপিন্ডকে বিভক্ত করেছেন এবং এর বিযুক্ত টুকরাগুলো সৌর জগতের অংশে পরিণত করেছেন, ঠিক সেইরূপেই তিনি নৈতিক অধঃগতির মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া বিভ্রান্তিকর ধারণার জগতে এক নূতন আধ্যাত্মিক সুশৃংখল অবস্থা ঘটিয়ে থাকেন। যখন মানবজাতি নৈতিক পতনের সূচীভেদ্য অন্ধকারে ডুবে যায় এবং আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল গভীরভাবে কলুষিত হয়ে উঠে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রেরিত পবিত্র মহাপুরুষের সত্তায় নূর (জ্যোতি) আবির্ভূত করেন, যিনি মনকে নৈতিক অসচ্চরিত্রতা ও আত্মিক অধঃপতনের অসার অবস্থা থেকে মুক্ত করে সক্রিয় করে তোলেন। ফলে এক আধ্যাত্মিক জগতের জন্ম হয় যা এর কেন্দ্র থেকে সম্প্রসারিত হতে আরম্ভ করে এবং অন্তরালবর্তী প্রেরণার তাগিদে প্রাণবন্ত জীবনের পথ-নির্দেশ লাভ করে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে।

১৮৮৫। 'আন তামিদা বিহিম' উক্তির অর্থ আরো হতে পারে যে পাছে তা এদেরকে নিয়ে দুলে না উঠে, ওদেরকে সহ কম্পমান না হয়ে পড়ে, ওদের উপকারে আসে। মাদা এর অর্থ এও যে সে ফায়দা ও মঙ্গল দান করেছিল (আকরাব)। আয়াতটি আরো এক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর আলোকপাত করে। ভূবিদ্যা বাস্তবে প্রমাণ করেছে, পর্বতগুলো বহুল পরিমাণে ভূমিকম্প থেকে নিরাপদ করেছে। শুরুতে ভূগর্ভ বা পৃথিবীর অভ্যন্তর অতি উত্তপ্ত ছিল। প্রচন্ড উত্তাপের ফলে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে গ্যাসের সৃষ্টি হলো তখন তা নির্গমনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং এইরূপে প্রচন্ড আলোড়নে আগ্নেয়গিরির আকার ধারণ করলো (মার্ভেলস এন্ড হিস্টরী অব সায়েন্স, বাই আলিসন হক্স এবং এনসাইক ব্রিট, জিয়োলজী অধ্যায়)। আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, পৃথিবীর আপন কক্ষের উপর অটলভাবে আবর্তন করার জন্য পর্বতশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। পৃথিবী স্থির নিশ্চল নয় বরং সূর্যের চতুর্দিকে আপন কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্বেই কুরআন করীম প্রকাশ করেছিল, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান(২৭ঃ৮৯ এবং ৩৬ঃ৩৯-৪১)।

১৮৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৪। আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন[১৮৮৬-ক]। [ক]প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে নির্বিঘ্নে ভেসে চলেছে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৩৫। আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন) দান করিনি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল (এখানে বেঁচে) থাকবে[১৮৮৭]?★

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝

৩৬। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং আমরা মন্দ ও ভাল অবস্থার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৭। [খ]আর যারা অস্বীকার করেছে তারা যখনই তোমাকে দেখে তারা তোমাকে কেবল হাসিবিদ্রূপের পাত্র বানায়। (আর তারা বলে,) 'এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে (বিরূপ) মন্তব্য করে[১৮৮৭-ক]?' আর [ঘ]এরাই রহমান (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করতে [গ]অস্বীকার করে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৮। মানুষকে তাড়াহুড়ার (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে[১৮৮৮]। আমি আমার নিদর্শনাবলী নিশ্চয় তোমাদের দেখাবো। অতএব তোমরা আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৪১ খ. ২৫ঃ৪২ গ. ১৩ঃ৩১।

১৮৮৬। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জসহ এই সৌর-জগৎ এমন এক সুশৃংখল এবং সুদৃঢ় নিয়মের অধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, যা লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী বিদ্যমান রয়েছে। কখনো এক পলকের জন্যেও এই সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিতে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটেনি। এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলের উপর এবং এতে বিচরণকারী বাসিন্দাদের দেহ, রুচি, নৈতিক-চরিত্রও অবস্থার উপর অত্যন্ত সুপ্রভাব বিস্তার করে থাকে। ঘরের ছাদ যেমন গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারীর জন্য রৌদ্র. বৃষ্টি ও শীত থেকে বাঁচার উপকরণ, ঠিক তেমনভাবেই নভোমণ্ডল নিম্নের পৃথিবীর জন্য আশ্রয়ের কাজ করে থাকে এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী মানবজাতির উপরে তাদের হিতকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১৮৮৬-ক। রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র সবই আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং এদেরকে মানবের প্রয়োজনে ও সেবায় নিয়োজিত করেছেন। বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরা অপরিহার্য।

১৮৮৭। ইসলামের মহানবী (সাঃ) এর পূর্বের ধর্মীয় পদ্ধতি এবং বিধানসমূহের আধ্যাত্মিক পতন এবং বিলুপ্তি নির্ধারিত ছিল। নবী করীম (সাঃ) প্রদত্ত ইসলামের একমাত্র বিধান যা জীবিত থাকা এবং শেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকা অবধারিত ছিল। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এও হতে পারে, কোন মানুষই মৃত্যু থেকে মুক্ত নয় এমন কি নবী করীম (সাঃ) ও নন। চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত নিজস্ব গুণ।

★[মহানবী (সা:)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন) দান করিনি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল (এখানে বেঁচে) থাকবে'? এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ:) এর স্বাভাবিক মৃত্যু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় (হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ রাবে রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

১৮৮৭-ক। আরবের প্রচলিত প্রবাদঃ 'লাইন যাকারতানী লাতানদামান্না' অর্থাৎ তুমি যদি আমার কুৎসা গাও তবে তোমাকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে (লেইন)।

১৮৮৮। 'খুলিকাল ইনসানু মিন আজাল' অর্থ 'মানুষকে তাড়াহুড়ার (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে' উক্তির মর্ম হলো, চঞ্চলতা মানব-সত্তার এক অংশ এবং এটা তার চরিত্রের এত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য যে বলা যায় তাকে ঠিক যেন অস্থিরতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সে প্রকৃতিগতভাবেই তাড়াহুড়া প্রিয়। কারো চরিত্রের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশার্থে আরববাসীরা বলে থাকে 'খলিকা মিনহু' অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে ওটা (সেই প্রকৃতি) দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। একইরূপ প্রকাশ ভঙ্গি কুরআন শরীফের অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে (৭ঃ১৩, ৩০ঃ৫৫)।

৩৯। [ক]আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। যারা অস্বীকার করেছে, হায়! তাদের যদি (এ) জ্ঞান থাকতো যখন তারা তাদের মুখমন্ডল থেকে এবং তাদের পিঠ থেকে আগুন[১৮৮৯] সরাতে পারবে না এবং তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না (তাদের তখন কিছু করার থাকবে না)।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। [খ]আর এ (শাস্তির মুহূর্ত) তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে পড়বে এবং তা তাদের হতভম্ব করে ফেলবে[১৮৯০]। সুতরাং তারা (নিজেদের ওপর থেকে) এটিকে সরিয়ে দেয়ার কোন সামর্থ্য রাখবে না এবং তাদের অবকাশও দেয়া হবে না।

بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। [গ]আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে হাসিবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতএব [ঘ]যারা এসব (রসূলের) সাথে হাসিবিদ্রূপ করতো সেইসব বিষয়ই তাদের ঘিরে ফেললো যা নিয়ে তারা হাসিবিদ্রূপ করতো।

৩ [১২] ৩

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'রহমান (আল্লাহ্‌র) শাস্তি থেকে[১৮৯১] কে তোমাদের রাতে ও দিনে রক্ষা করতে পারে?' বরং [ঙ]তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাদের কি এমন কোন উপাস্য আছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে (দাঁড়িয়ে) তাদের রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং আমাদের পক্ষ থেকেও তাদের সহায়তা দেয়া হবে না।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। বরং আমরা তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের কিছু সুখসাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, [চ]যার দরুন তাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়ে গেল। সুতরাং তারা কি দেখে না, [ক]আমরা পৃথিবীকে

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

দেখুন ঃ ক.৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯; ৬৭ঃ২৬ খ. ৩৬ঃ৫০; ৬৭ঃ২৮ গ. ৬ঃ১১; ১৩ঃ৩৩ ঘ. ১১ঃ৯; ৪৬ঃ২৭ ঙ. ১৮ঃ১০২; ২১ঃ৩; ২৬ঃ৬ চ. ৫৭ঃ১৭।

১৮৮৯। এখানে আগুন অর্থ যুদ্ধের আগুন যা কাফিররা নিজেরাই প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং তাতে তারাই ধ্বংস হয়েছিল। তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি উঠিয়েছিল এবং তরবারী দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছিল। 'তাদের মুখমণ্ডল থেকে' শব্দগুলোর মর্ম হলো, শাস্তি এসে তাদেরকে অতর্কিতে ধরে ফেলবে। অধিকন্তু শাস্তি তাদের সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে– তাদের নেতাগণকে এবং সাধারণ জনগণকে (উজুহ্ শব্দের অন্য অর্থ সর্দারগণ-লেইন)।

১৮৯০। আয়াতের ইশারা মক্কা নগরের পতনের প্রতিও হতে পারে, যখন কুরায়শরা অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়েছিল।

১৮৯১। 'মিন' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধে, হতে, পরিবর্তে (আকরাব)।

أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٥﴾

এর চারদিক থেকে সংকুচিত করে চলেছি?[১৮৯২] তবুও কি তারাই বিজয়ী হবে?

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদের সতর্ক করছি।' কিন্তু বধিরদের [খ]যখন সতর্ক করা হয় (তখন) তারা ডাক শুনতে পায় না।

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭। [গ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আযাবের কোন ঝাপ্‌টা তাদের আঘাত হানলে নিশ্চয় তারা বলবে, 'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮। আর আমরা কিয়ামত দিবসের জন্য ন্যায়বিচারের এমন দাড়িপাল্লা স্থাপন করবো যার দরুন কোন [ঘ]আত্মার ওপর একটুও যুলুম করা হবে না[১৮৯৩]। আর এক সরিষা বীজ পরিমাণও কিছু (কর্ম) থাকলে আমরা তা উপস্থিত করবো। আর হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯। [ঙ]আর নিশ্চয় মূসা ও হারূনকে আমরা ফুরকান (অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী নিদর্শন) ও আলো এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশবাণী দান করেছিলাম,

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। (অর্থাৎ) তাদের জন্য [চ]যারা অদৃশ্যেও তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধেও ভীত থাকে।

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥١﴾

চতুর্থাংশ ৪ [৯] ৪

৫১। আর এ (কুরআন) এক আশিসমন্ডিত[১৮৯৪] উপদেশবাণী, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটিকে অস্বীকার করছ?

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৪২ খ. ৩০ঃ৫৩ গ. ৭ঃ৬ ঘ. ৪ঃ৪১; ১৮ঃ৫০ ঙ. ২ঃ৫৪ চ. ৬৭ঃ১৩।

১৮৯২। কোন জাতির উন্নতির কাল যখন দীর্ঘ হয় তখন তারা এই ভুল ধারণার কারণে কষ্টে পতিত যে তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি কখনো অধঃগতির মুখ দেখবে না। এর ফলশ্রুতিতে তারা উদ্ধত হয় এবং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। এইভাবে তাদের উন্নতির সুদীর্ঘ সময় তাদের পতনের কারণ হয়। এই আয়াত অবিশ্বাসীদেরকে কল্পিত বিষয় ও মিথ্যা আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে, তাদের উন্নতি ও সাফল্য অনির্দিষ্টভাবে চলবে না এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে এই প্রকৃত ঘটনার প্রতি চক্ষু বন্ধ না করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে দুনিয়াকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত ও ছোট করে আনছেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সমাজের প্রতি গৃহে, সকল অংশে এবং স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করে চলছে।

১৮৯৩। এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে, জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। সামান্যতম সৎকর্মও যদি কোন মানুষ করে সে তার পুরস্কার পাবে। তারপর এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন আযাব শেষ হয়ে যাবে এবং সৎকাজের সুফল ও পুরস্কার আরম্ভ হবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা হলো, জান্নাতই চিরস্থায়ী, জাহান্নাম নয়। আরও ১৩৫১ টীকা দেখুন।

১৮৯৪। 'মুবারাকুন' (মঙ্গল, ভাল) শব্দ এইসকল ভাব প্রকাশ করে যেমনঃ স্থিরতা, দৃঢ়তা, মঙ্গল, উন্নয়ন এবং সংগ্রহ ইত্যাদি (লেইন)। এ শুধু কুরআনের জন্যই সংরক্ষিত এক বিশেষ বিশেষণ বা গুণাবাচক কথা(৬ঃ৯৩) এবং এই নামের মধ্যে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'মুবারাকুন' অর্থ মঙ্গলপূর্ণ হওয়ায় কুরআন করীম সকল সদ্‌গুণ নিজের মধ্যে একত্রিভূত করেছে, যার অধিকারী হওয়াই এক ঐশী-গ্রন্থের পক্ষে সমীচীন। এমন কোন মঙ্গল নেই যা প্রচুর পরিমাণে কুরআন ধারণ করে না এবং যা তুলনায় অন্যান্য গ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠতর নয়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। আর নিশ্চয় আমরা ইব্‌রাহীমকে পূর্ব থেকেই তার সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা দান করেছিলাম এবং আমরা তার সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতাম।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩। [ক]সে যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, 'এ প্রতিমাগুলো আবার কী,[১৮৯৫] যেগুলোর সামনে তোমরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছ?'

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪। [খ]তারা বললো, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এগুলোর উপাসনা করতে দেখে আসছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। [গ]সে বললো, 'তাহলে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) রয়েছ।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের কাছে কোন সত্য নিয়ে এসেছ, না কি তুমি আমাদের সাথে হাসিঠাট্টা করছ?'

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে বললো, 'বরং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকই (হলেন) আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমিও একজন সাক্ষী[১৮৯৬]।

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা ফিরে যাওয়ার পর অবশ্যই তোমাদের প্রতিমাগুলোর ব্যাপারে আমি কোন একটা পরিকল্পনা করবো।'

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯। [ঘ]এরপর সে তাদের প্রধান (প্রতিমা)টি ছাড়া অন্য (প্রতিমা) গুলো টুকরো টুকরো করে ফেললো যেন তারা এর (অর্থাৎ প্রধান প্রতিমার) দিকে ফিরে আসে[১৮৯৭]।

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

৬০। তারা বললো, 'আমাদের উপাস্যদের সাথে এমনটি কে করলো? সে নিশ্চয়ই যালেমদের একজন।'

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭৫; ১৯ঃ৪৩; ২৬ঃ৭১ খ. ২৬ঃ৭৫; ৪৩ঃ২৪ গ. ৬০ঃ৫ ঘ. ৩৭ঃ৯৪।

১৮৯৫। 'মা' উক্তি এখানে ঘৃণা-সূচক, প্রশ্ন-সূচক নয়। প্রতিমা উপাসকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সাধারণভাবে বিদ্রূপের ব্যবহার করেছিলেন (দেখুন ৬ঃ৭৭, ৭৮, ৭৯)। মনে হয় তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, 'কীরূপ নিষ্ফল এবং তুচ্ছ এই মূর্তিগুলো, যে সবের তোমরা উপাসনা কর।' হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যেখানে শ্লেষপূর্ণভাব ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে হযরত ঈসা (আঃ) রূপকে কথা বলেছিলেন।

১৮৯৬। আয়াত এই পরম সত্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে, নবীগণ যখন আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কথা বলেন তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান শুধু এই কারণে করেন না যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের চাহিদা মানবের স্বভাবেই নিহিত, বরং তাঁরা পূর্ণ আস্থা এবং অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গেই এরূপ করে থাকেন (১২ঃ১০৯)।

১৮৯৭। 'ইলায়হে' উক্তিতে 'হে' সর্বনাম আল্লাহ্‌ তাআলাকে বা প্রধান প্রতিমাকে অথবা স্বয়ং ইব্‌রাহীম (আঃ)কে বুঝাতে পারে।

৬১। তারা বললো, 'আমরা ইব্‌রাহীম নামে এক যুবককে এগুলো সম্পর্কে (বিরূপ) মন্তব্য[১৮৯৮] করতে শুনেছি।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦١﴾

৬২। তারা বললো, 'তাহলে তাকে জনসমক্ষে নিয়ে আস যেন তারা (তার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে[১৮৯৯]।

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তারা বললো, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এমনটি করেছ?'

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٣﴾

★ ৬৪। সে বললো, 'এমনটি অবশ্যই কেউ করেছে। এই তো সন্দেহভাজন প্রধান (প্রতিমাটি)। এগুলো যদি কথা বলার সামর্থ্য রেখে থাকে তবে এগুলোকে জিজ্ঞেস করে দেখ[১৯০০]★।

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তখন তারা তাদের নিজেদের সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বললো, 'নিশ্চয় তোমরাই যালেম।'

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। অতএব তাদের মাথা নত করে দেয়া হলো[১৯০১] (এবং তারা ইব্‌রাহীমকে বললো,) 'এগুলো যে কথা বলে না তুমি ভালো করেই তা জান।'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বললো, '[ক]তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তার উপাসনা কর, যে তোমাদের সামান্যতম কল্যাণ সাধন করতে পারে না এবং তোমাদের কোন অকল্যাণ সাধনও করতে পারে না?

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ১৮; ৩৭ঃ৯৬।

১৮৯৮। 'যাকারাহু' এর অর্থ সে তার সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিল বা মন্দ বলেছিল, তার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করেছিল (লেইন)।

১৮৯৯। জনসমক্ষে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)কে হাজির করা হয়েছিল। এর দুটি কারণ হতে পারে, যারা তাঁকে প্রতিমা সম্বন্ধে কুৎসা করতে শুনেছিল তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা অথবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর তাঁকে কি শাস্তি দেয়া উচিত সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই শাস্তির দৃশ্য অবলোকন করা যা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)কে প্রদান করার উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০০। আয়াতে উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিমা উপাসকদের সাথে সচারাচর কথা বলার অভ্যাসগত শ্লেষাত্মক ভঙ্গি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শব্দগুলোর অর্থ এরূপ কিছু হবেঃ আমি কেন এটা করবো? তাদের বড়টি করলে করতে পারে। অর্থাৎ ঘটনার সত্যতা কোন প্রশ্নের বা আমার কৈফিয়তের প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না যে আমিই এই কাজ করেছি। যদি আমি না করে থাকি তাহলে এই প্রাণহীন অচেতন প্রস্তর খন্ডগুলো কি এই কাজটি করতে পারে? হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মনে হয় তাঁর জাতির লোকদেরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তাদের প্রতিমা-উপাসনা-ভিত্তিক ধর্মের অসারতা তাদেরকে অবহিত করেছিলেন,প্রথমে মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলে এবং তারপর প্রতিমাগুলোকে জিজ্ঞাসা করার জন্য ভক্তদেরকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ করে যে ওরা যদি কথা বলার শক্তি রাখে তবে তাদেরকে বলে দিতে বল কে ওদেরকে ভেঙেছে।

★ [কোন কোন অনুবাদক এ আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ করতে পাশ কাটিয়ে যায়। তাদের ভয় হলো, এমনটি করলে ইবরাহীম (আ:)কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে। প্রধান প্রতিমাটি অবশ্যই ছোট ছোট প্রতিমাগুলো ভাঙ্গেনি। ইব্‌রাহীমই (আ:) এটা করেছিলেন। অতএব 'এইতো সন্দেহভাজন প্রধান'–এ উক্তিটি ইবরাহীমের (আ:) প্রতি আরোপ করলে তাঁকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। যাহোক স্মরণ রাখতে হবে, এটা একটি ভুল উক্তি ছিল না। এটা ছিল যুক্তি উপস্থাপন করার এক শক্তিশালী ধরন যা বিশেষভাবে হযরত ইব্‌রাহীমকে (আ:) দান করা হয়েছিল। কোন কোন সময় একটি বিষয় এতই সুস্পষ্ট যে তা যে কেউ বিশ্বাস করে। আর এ মর্মে একটি উক্তি প্রদান করার উদ্দেশ্য জেনেশুনে কাউকে বিভ্রান্ত করা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, পরিষ্কারভাবে পরিস্থিতির অযৌক্তিকতা সবার সামনে তুলে ধরা। আমরা বিশ্বাস করি, কোনভাবে তাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দোশ্য ইবরাহীম (আ:) এ উক্তি করেননি। বরং তাদের বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যেই তিনি এ ধরনের শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। তারাও ঠিক সেভাবেই এটা গ্রহণ করেছিল।

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ এবং ১৯০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৮। ধিক্ তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্যও যাদের তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে উপাসনা কর! অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?'

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৯। [ক]তারা বললো, 'তোমরা যদি একটা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেল এবং নিজেদের উপাস্যদের সাহায্য কর।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۶۹﴾

★৭০। আমরা বললাম, 'হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং ইব্‌রাহীমের জন্য শান্তির উৎস হয়ে যাও'[১৯০২★]।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۷۰﴾

৭১। [খ]আর তারা তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে তাদের ব্যর্থ করে দিলাম।

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿۷۱﴾

৭২। আর আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশের দিকে (নিয়ে গেলাম) যেখানে আমরা সারা বিশ্বের জন্য বরকত রেখেছিলাম[১৯০৩]।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۲﴾

৭৩। [গ]আর আমরা তাকে ইসহাক ও পৌত্ররূপে ইয়াকূব দান করেছিলাম। আর আমরা তাদের সবাইকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۷۳﴾

৭৪। [ঘ]আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম। তারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং আমরা তাদের প্রতি সৎকাজ করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে ওহী করতাম। আর তারা সবাই আমাদের ইবাদত করতো।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿۷۴﴾

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ২৫; ৩৭ঃ৯৮ খ. ৩৭ঃ৯৯ গ. ১১ঃ৭২; ১৯ঃ৫০; ২৯ঃ২৮; ৩৭ঃ১১৩; ৫১ঃ২৯ ঘ. ২ঃ১২৫; ৩২ঃ২৫।

ইব্‌রাহীমের (আ:) এর একথা শুনে কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেনি। কিন্তু কুরআন করীম অনুযায়ী এতে তারা তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তি অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছিল। ৬৫ থেকে ৬৮ আয়াতে এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। স্মরণ করা প্রয়োজন, এ ঘটনার পূর্বে ইব্‌রাহীম (আ:) নিজেই জনসমক্ষে বলেছিলেন, তিনি তাদের প্রতিমাগুলো টুকরো টুকরো করে দিবেন (৫৮ আয়াত দেখুন)। (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯০১। এই আরবী প্রকাশ ভঙ্গীর অর্থঃ (ক) তারা পূর্বের কুফরীর অবস্থায় ফিরে গেল, অথবা তাদের পূর্বেকার অসদাচরণে ফিরে গেল, (খ) সঠিক পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তারা বাদানুবাদে প্রত্যাবর্তন করলো, (গ) তারা লজ্জায় মস্তক অবনত করলো এবং সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেল (লেইন এবং মায়ানী)।

১৯০২। আগুন কীভাবে শীতল হয়েছিল তা বলা হয়নি। সময় মত বৃষ্টি অথবা ঝঞ্ঝা হয়ত তা নিভিয়ে দিয়েছিল। যেভাবেই হোক আল্লাহ্ তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যা ইব্‌রাহীম (আঃ)কে রক্ষা করেছিল। অলৌকিক বিষয় সর্বদাই রহস্যাবৃত হয় এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক রহস্য। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এটা কেবল ইহুদীদের দ্বারাই স্বীকৃত নয়, প্রাচ্যের খৃষ্টানরাও এতে স্বীকৃতি দেয়। উক্ত ঘটনার স্মৃতি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য সিরীয় পঞ্জীতে দ্বিতীয় কেনুন বা জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের দিনটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা আছে (Hyde, De Rel. Vet Pers,P.73); See also Mdr. Rabbah on Gen. par 17; Schalacheleth Hakabala, 2; Maimon de ldol. Ch 1; and jad Hachazakah vet, 6).

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ১৯০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৫। আর লূতকে আমরা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর ক-আমরা তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা জঘন্য কাজ করতো। নিশ্চয় তারা এক অতি মন্দ কাজে লিপ্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক ছিল।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٥﴾

৫ [২৫] ৫ ৭৬। আর আমরা তাকে আমাদের রহমতের আওতাভুক্ত করলাম। নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭। খ-আর (স্মরণ কর) নূহকেও, সে যখন এর (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের ঘটনার) পূর্বে (আমাদের) ডেকেছিল তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারকে এক চরম অস্থিরতা থেকে উদ্ধার করেছিলাম[১৯০৪]।

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾

৭৮। আর আমরা তাকে সেইসব লোকের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিশ্চয় তারা ছিল অতি মন্দ লোক। অতএব গ-আমরা তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর (স্মরণ কর) দাউদ এবং সুলায়মানকেও, যখন তারা দুজন এমন এক শষ্যক্ষেত সম্পর্কিত (বিবাদের) মীমাংসা করছিল, যে (শস্যক্ষেত)টি লোকদের ছাগল ভেড়া রাতের বেলা খেয়ে ফেলেছিল[১৯০৫]। আর আমরা তাদের মীমাংসার তত্ত্বাবধান করছিলাম।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٩﴾

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম[১৯০৬]। আর আমরা (তাদের) প্রত্যেককে সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা ও জ্ঞান

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৮৪; ২৭ঃ৫৮; ২৯ঃ৩৪ খ. ২৬ঃ১১৮-১২০; ৩৭ঃ৭৬-৭৭; ৫৪ঃ১১ গ. ২৬ঃ১২১; ৩৭ঃ৮৩; ৫৪ঃ১২-১৩; ৭১ঃ২৬।

★-[এখানে আগুন বলতে বিরোধিতার আগুনকেও বুঝায় আর প্রকৃত আগুনকেও বুঝাতে পারে। অতএব এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌সালামের প্রতি এ ইলহাম হয়েছিল, 'আমাকে আগুনের ভয় দেখিও না। কেননা আগুন আমার দাস, বরং আমার দাসেরও দাস' (আরবাঈন নং ৩, রূহানী খাযায়েন খন্ড ১৭, পৃষ্ঠা ৪২৯)। আগুন শীতল হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, এর দাহিকা শক্তি তাঁকে জ্বালাতে সক্ষম হবে না। বরং সেই আগুন নিজেই শীতল হয়ে যাবে (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯০৩। হযরত ইব্‌রাহীম 'উর' (মেসোপটেমিয়া) থেকে 'হারান' পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তিনি সে স্থান থেকে কেনান গিয়েছিলেন, যে দেশ তাঁর পরবর্তী বংশধরগণকে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এই ভ্রমণের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ঐশী-পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী অনুসরণে পবিত্র নবীগণ অথবা তাঁদের অনুসারীগণকে কোন না কোন সময়ে নিজেদের মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছে।

১৯০৪। এটা উল্লেখযোগ্য যে এই সূরা পরীক্ষা এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে যার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ নবীকে তাঁদের নিজ নিজ যুগে অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং সেই পথেও চলতে হয়েছিল যেজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, অন্যান্য নবীগণের মত ইসলাম ধর্মের পবিত্র নবী করীম (সাঃ)কেও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং তিনিও সকল কঠোর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন।

১৯০৫। বাচনভঙ্গির সৌন্দর্য সাধনকল্পে বর্তমান এবং পরবর্তী কিছু আয়াতে আলংকারিক ভাষার ব্যবহার হয়েছে। 'আল্ হারস' (ফসল,শস্য) শব্দ সুলায়মান (আঃ) এর দেশকে এবং 'গানামুল কওম' (লোকদের ভেড়ার পাল) শব্দসমূহের দ্বারা প্রতিবেশী লুণ্ঠনজীবী বন্য উপজাতিকে বুঝাতে পারে, যারা সুলায়মান (আঃ) এর দেশ আক্রমণ করেছিল। এই সূত্র সেই কর্মপন্থা সম্পর্কিত, যা হযরত দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) সেই সকল হিংস্র উপজাতিগুলোর লুণ্ঠন প্রতিহত এবং তাদেরকে পরাজিত করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। হযরত

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৯০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

حُكْمًا وَّعِلْمًا ۡ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٨٠﴾

দান করেছিলাম। [ক]আমরা পাহাড়পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের সাথে সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম[১৯০৭]। তারা সবাই (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর আমরা সবকিছু করতে ক্ষমতাবান।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম[১৯০৮] বানানোর কৌশল শিখিয়েছিলাম যেন তা তোমাদের যুদ্ধ (ক্ষেত্রে) তোমাদেরকে (আঘাত) থেকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। [খ]আর (আমরা) প্রবল বায়ুকেও সুলায়মানের (নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলাম), যা তার আদেশে সেই দেশের দিকে বয়ে যেত যেখানে আমরা বরকত রেখেছিলাম[১৯০৯]। আর আমরা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে ভালো করেই জানি।

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ১১; ৩৮ঃ১৯-২০ খ. ৩৪ঃ১৩।

দাউদ (আঃ) খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কাজেই তিনি কঠোর শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতি ছিলেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) কোমল পন্থা অনুসরণ করতে চাইতেন এবং উপজাতিগুলোর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে চুক্তিবদ্ধ করে তাদেরকে জয় করতে চেয়েছিলেন।

১৯০৬। এই উক্তির মর্ম হলো, সুলায়মান (আঃ) এর মধ্যপন্থী এবং আপোষ মনোভাবের কর্মপন্থা সেই সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সঠিক এবং উপযুক্ত ছিল। কোন কোন ইহুদী লেখক তাঁর বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করেছিল, দুর্বল-পন্থা অনুসরণ করায় তাঁর রাজ বংশের পতন ঘটেছিল, এটা ভিত্তিহীন। কিন্তু সুলায়মান (আঃ) এর পক্ষ সমর্থন এই অর্থে নেয়া সঙ্গত হবে না যে দাউদ (আঃ) এর অনুসৃত সমকালীন কঠোর পন্থা ভ্রান্ত ছিল। 'তাদের প্রত্যেককে সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছিলাম' এই বাক্যাংশ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) উভয়ের কর্মপন্থাই স্থান, কাল ও অবস্থানুযায়ী সঠিক ও উত্তম ছিল।

১৯০৭। 'আমরা পাহাড়পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের সাথে সেবায় নিয়েজিত করেছিলাম। তারা সবাই (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।' এই বাক্য দুটির আক্ষরিকভাবে অনেকে এই অর্থ করেন যে পর্বত ও পক্ষীকুল দাউদ (আঃ) এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং যখন তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ করতেন তখন তারাও তাঁর সঙ্গে সেই সৎকর্মে যোগদান করতেন। উক্ত বাক্য দুটির কেবল এই অর্থ হয় যে ধনীলোকেরা (পর্বতমালা) এবং উচ্চমার্গের রূহানী ব্যক্তিরা (পক্ষীকুল) দাউদ (আঃ) এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসা-গীত গাইতো। কুরআন করীমের বহু স্থানে কেবল পর্বতমালা ও পক্ষীকুল নয়, বরং আকাশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সবকিছু-সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, দিন এবং রাত্রি, পশু, পাখি, নদী, সমুদ্র, বাতাস মেঘমালা ইত্যাদি সকলকেই মানুষের অধীন করা হয়েছে বলে বর্ণিত আছে (২ঃ১৬৫; ৭ঃ৫৫; ২২ঃ৩৮ এবং ৪৫ঃ১৩-১৪)। 'জিবাল' শব্দের অর্থ এও হতে পারে যে পাহাড়ের আদিবাসীগণ, যেমন কখনো বাসস্থানের নামানুযায়ী জাতির নামও হয়ে থাকে (১২ঃ৮৩)। এইরূপে পর্বতশ্রেণী হযরত দাউদ (আঃ) এর অধিনস্থ হওয়ার অর্থ এও হতে পারে, তিনি পর্বতে বসবাসকারী জংলী ও হিংস্র উপজাতিদেরকে জয় করে নিজ শাসনাধীনে এনেছিলেন। তিনি পাহাড়ী বন্য উপজাতিগুলোকে পরাস্তকারী এবং দমনকারী ছিলেন। পার্বত্য জাতিগুলোকে দাউদ (আঃ) কর্তৃক বশে আনার কথা বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে (২ শমুয়েল-৫)। অনুরূপভাবে পক্ষীকুল কর্তৃক আল্লাহ্ তাআলার মহিমা কীর্তন কোন বিস্ময়ের ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। কুরআনের অন্যত্র আমরা পাঠ করে থাকি সমস্ত জিনিস সজীব অথবা নিষ্প্রাণ, ফিরিশ্‌তা, পশু, পাখি, আকাশ এবং পৃথিবী এমনকি প্রকৃতির শক্তি-নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা গেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের মহিমা কী তা বুঝাতে পারে না (১৩ঃ১৪; ১৭ঃ৪৫; ২১ঃ২০-২১; ২৪ঃ৪২; ৬৯ঃ২, ৬৪ঃ২)। বস্তুত তারা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক অর্পিত আপন আপন দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং এইভাবে তারা প্রমাণ করছে, আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি, ক্ষয় এবং অক্ষমতা থেকে মুক্ত। 'পাখিরা' শব্দ প্রকৃত পাখিকেও বুঝাতে পারে। এই অর্থে এর মর্ম হবে, হযরত দাউদ (আঃ) পাখিদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় সংবাদ বহনের কাজে লাগাতেন। এর মর্ম এইরূপও হতে পারে, পাখির ঝাঁক হযরত দাউদ (আঃ) এর বিজয়ী সৈন্য বাহিনীর পশ্চাতে আসতো এবং তাঁর পরাজিত শত্রু-সৈন্যের লাশগুলোর উপর ভোজ উৎসব করতো।

১৯০৮। হযরত দাউদ (আঃ) এর সমর শক্তি সম্বন্ধে আবারো এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমরাস্ত্র এবং বর্ম নির্মাণ কাজে তাঁর কৌশলপূর্ণ দক্ষতার কথাও এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দাউদ (আঃ) বিভিন্ন প্রকারের সমরাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন য দিয়ে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ইসরাঈলী রাজত্ব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ইসরাঈলী ইতহাসে এটাই ছিল সুবর্ণ যুগ।

১৯০৯। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুলায়মান (আঃ) এর সওদাগরী জাহাজ বা বড় নৌকাগুলো পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরে সচরাচর চলাচল করতো এবং পারস্য উপসাগর ও উক্ত দুই সাগরের চারদিকে অবস্থিত দেশসমূহ এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে নিয়মিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাতো (১ রাজাবলী-১০ঃ২৭-২৯)। তিনি তাইর (Tyre) এর রাজা হিরাম (Hiram) এর সাথে যৌথ মালিকানায় সমুদ্রগামী জাহাজের এক বহর চালাতেন। এই জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করতো এবং

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৩। আর বিদ্রোহপরায়ণদের মাঝে এমন (লোকও) ছিল, যারা তার জন্য ক-ডুবুরীর কাজ করতো[১৯১০] এবং এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করতো। আমরাই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। খ-আর (স্মরণ কর) আইউবকেও[১৯১১], সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডাকলো, 'ভয়ানক যন্ত্রণা আমাকে কাতর করে ফেলেছে। আর তুমি কৃপাকারীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি কৃপাকারী'।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। সুতরাং আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং তার যে কষ্টই ছিল তা দূর করে দিলাম। আর আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তাকে গ-তার পরিবারপরিজন দান করলাম এবং কৃপারূপে তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আরো (দান করলাম)। আর এ (ঘটনায়) ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ১৩; ৩৮ঃ৩৭; ৩৮ঃ৩৮-৩৯ খ. ৩৮ঃ৪২ গ. ৩৮ঃ৪৪।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, বানর এবং ময়ূর নিয়ে আসতো (১ রাজাবলী -১০ঃ২২; ১০ঃ২৭-২৯; ২ রাজাবলী-৮ঃ১৮, এনসাইক, ব্রিট 'সালোমান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখানে বাতাসের জন্য ব্যবহৃত বিশেষণ 'আসেফাহ্' (প্রবল বায়ু), এবং ৩৮ঃ৩৭ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'রুখাআ' (মৃদু বায়ু) যাতে প্রতীয়মান হয়, যদিও বাতাস প্রচন্ড বেগে বয়েছিল তথাপি তা মৃদুই ছিল এবং সুলায়মান (আঃ) এর জাহাজগুলোর কোন ক্ষতি সাধন করেনি।

১৯১০। 'শয়তান' অর্থ অবাধ্য বা বিদ্রোহপরায়ণ লোক এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকেও বুঝায় (২ঃ১৫)। এইরূপ উক্তির অভিপ্রায় হলো, হযরত সুলায়মান (আঃ) এর আদেশে সেই সকল বশীভূত অইসরাঈলী লোকদেরকে বিভিন্ন কষ্ট-সাধ্য কাজে লাগান হয়েছিল। তারা সুতার, কামার, ডুবুরী ইত্যাদির কাজ করতো (১-রাজাবলী-৯ঃ২১-২২)। 'যারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করতো' শব্দগুলো বাইরাইন ও মস্কটের ডুবুরীদের প্রতি ইশারা করে, যারা পারস্য উপসাগরের মণি-মুক্তা আহরণ করতো। হযরত সুলায়মানের (আঃ) সময়ে অনুরূপ কাজের জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হতো।

১৯১১। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, সিরিয়া এবং আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী আরবের উত্তরে অবিস্থত 'উয' নামক অঞ্চলে হযরত আইউব (আঃ) বাস করতেন। বর্ণিত হয়েছে, ইসরাঈলীরা মিশর ত্যাগ করার পূর্বে হযরত আইউব (আঃ) উক্ত স্থানে বাস করতেন। কোন কোন ইহুদী লেখকের মতে হযরত মূসা (আঃ) এর প্রায় দুশত বৎসর পূর্বে আইউব (আঃ) বাস করতেন। অন্যান্য লেখকের মতে আইউব (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ) এর স্বদেশবাসী। কিন্তু তিনি ইসরাঈল বংশীয় নবী ছিলেন না। তিনি হযরত ইসরাঈল (আঃ) এর বড় ভাই ইসাও এর বংশধর ছিলেন। পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আইউব (আঃ) এর গ্রন্থটিই এই ব্যাপারে একমাত্র কিতাব যার মধ্যে 'যেহোবা' (ইহুদী কর্তৃক খোদার নাম রূপে ব্যবহৃত) শব্দটি বাদ দিয়ে মূসায়ী শরীয়তের এবং ইহুদী ধর্মের সমস্ত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। হযরত আইউব (আঃ) (Job) সম্পর্কে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা উল্লেখের মধ্যেই কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দা ছিলেন এবং তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, যার ফলে তিনি তাঁর পরিবার এবং অনুসারীগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, যারা পরবর্তী সময়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর সাথে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। হযরত আইউব (আঃ) এর কথা ৪ঃ১৬৪; ৬ঃ৮৫ এবং ৩৮ঃ৪২ আয়াতের মধ্যে হযরত দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ) এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, এই দুজন গৌরবপূর্ণ নবীর মত তিনিও একজন প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধিশালী মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের মতই বহু পরীক্ষা এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাঁকেও অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা তিনি অনুকরণীয়ভাবে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করেছিলেন। ভয়ানক অত্যাচার ও দুদর্শাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেও হযরত আইউব (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সাহস ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা কিংবদন্তীর প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে। ('যব' অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক এবং 'আইউব' অধ্যায়ের অধীন 'এনসাইক অব ইসলাম' দ্রষ্টব্য)।

৮৬। আর (স্মরণ কর) ক·ইসমাঈল ও ইদরীস এবং খ·যুলকিফ্‌লকেও[১৯১২]। (এরা) সবাই ছিল ধৈর্যশীল।

وَ إِسْمٰعِيْلَ وَ إِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৮৭। আর আমরা তাদেরকে আমাদের কৃপার আওতাভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মশীল ছিল।

وَ أَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

★ ৮৮। গ·আর (স্মরণ কর) মাছওয়ালাকে, সে যখন রাগ করে চলে গেল। আর সে মনে করলো আমরা তার ওপর কঠিন

وَ ذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৮৭; ৩৮ঃ৪৯ খ. ৩৮ঃ৪৯ গ. ৩৭ঃ১৪০-১৪১; ৬৮ঃ৪৯।

১৯১২। যুল-কিফ্‌ল্ এর পরিচয় অনিশ্চয়তার তিমিরে আচ্ছাদিত। কুরআনের মুসলিম ভাষ্যকাররা পৃথক পৃথক একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি সম্পৃক্ত করেছেন, বিশেষত বাইবেলে উল্লেখিত কয়েকজন নবীর সঙ্গে। কিন্তু এই নামে পরিচিত নবী মনে হয় যিহিস্কেল (Ezekiel) যাকে আরবরা যুল-কিফ্‌ল নামে অভিহিত করে থাকে। যুল-কিফ্‌ল (Hizqel) এবং যিহিস্কেল (Ezekiel) এই দুই শব্দের মধ্যে উভয়ের আকার এবং অর্থে অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ, প্রচুর অংশের অধিকারী এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ আল্লাহ্ শক্তি দান করেন। রডওয়েল বলতেন, আরবরা যিহিস্কেলকে যুল-কিফ্‌ল বলে থাকে। কারস্টেন নিবুহর (Karsten Niebuhr) এর মতে, নাযাফ এবং হিল্লা (বেবিলন) এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিফ্‌ল নামে পরিচিত ছোট শহরে যিহিস্কেলের সামাধি রয়েছে, যা আজও ইহুদী তীর্থযাত্রীদের দর্শনীয় স্থান। তিনি মনে করেন, যিহিস্কেলের আরবী শব্দরূপ যুল্-কিফ্‌ল। ইহুদীরা যিহিস্কেলকে যুল-কিফ্‌ল বলে বিশ্বাস করে থাকে (যুল-কিফ্‌ল অধ্যায়–এনসাইক, অব ইসলাম এবং নিসবুহারর্ক ট্রাভেল, ২য় খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৬২২ অব্দে যাজক পরিবারে তাঁর জন্ম। যুল-কিফ্‌ল তাঁর জীবনের প্রথম ২৫ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন যোধায়। ৫৯২ খৃঃ পূর্বাব্দে ত্রিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তাঁর জাতির মূর্তিপূজা, অবিচার এবং অসচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় অ্যাসিরিয়ার স্থলে ব্যাবিলন ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যোধা তার উর্ধ্বতম কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যোধার রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim), তার অসৎ পারিষদবর্গের পরামর্শের প্রভাবাধীনে ব্যাবিলনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এইভাবে নিজের উপরে নেবুখদনিৎসরের প্রতিহিংসা ডেকে আনে। সে ৫৯৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সফলতার সঙ্গে যেরুজালেম অবরোধ করে এবং এর অনেক নেতৃস্থানীয় নাগরিককে বন্দী করে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে যিহিস্কেল এবং যেহোইয়াকিমের পুত্র, মাত্র ৩ মাসের অন্তবর্তী কালে রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim)কেও বন্দী করে নিয়ে যায়। যেহোইয়াকিমের চাচা সিদিকিয়া (Zedekieah) তার স্থলাভিষিক্ত রাজা হন। কিছুকালের জন্য সে ব্যবিলনের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু মিশরের সাহয্যের উপর নির্ভর করে সে ব্যাবিলনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এই কাজে যিহিস্কেল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং একে ইয়াহ্ওয়েহ (Yahweh) এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। ফলশ্রুতিতে নেবুখদনিৎসর কর্তৃক যেরুজালেম অধিকৃত হয় এবং আঠার মাস অবরোধের পর এক অবর্ণনীয় আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে একে ধ্বংস করা হয়। যে উপাসনালয়ের উপরে শ্রদ্ধা-ভক্তির গভীর আবেগ অর্পিত ছিল একে ভস্মস্তূপে পরিণত করা হয় এবং এর লোকদেরকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয় (৫৮৬ খৃঃ অব্দ)। এই ছিল অবস্থা যা যিহিস্কেলকে সংগ্রামের মুখোমুখি করেছিল। পতনের পাঁচ বৎসর পূর্বে ৫৯২ খৃঃ পূঃ তিনি দিব্য-জ্ঞানে কিছু জানতে পেরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ইহুদী জাতিকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়াছিলেন। ৫৯৭ খৃঃ ব্যাবিলন কর্তৃক প্রথম প্রচন্ড আঘাতেই রাজনৈতিকভাবে ইহুদী জাতির আসন্ন অবলুপ্তির সম্ভবনা সম্বন্ধে বোধোদয় ঘটেনি– যে সম্ভবনা যিহিস্কেলের নিকট ছিল দ্বিপ্রহরের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু যেমন তিনি ইহুদী জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনি তাদের পুনঃস্থাপনের আগাম সংবাদও দিয়েছিলেন। তার জাতির অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কঠোর ছিল, তেমনই তাদের ভাগ্যে মুক্তির এক মহান উজ্জ্বল চিত্রও তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর উদ্ধার এবং যেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী কাশ্‌ফ-ভিত্তিক ছিল, (যিহিস্কেল-৩৭) এবং এ সম্বন্ধে কুরআনেও ২ঃ২৬০ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দেখে যেতে তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন না। কারণ বন্দী অবস্থায় খৃঃ পূঃ ৫৭০ সনে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। যিহিস্কেল এবং দানিয়েলকে নির্বাসিত নবী বলা হয়ে থাকে (The Holy Bible, edited by Rev. Sc.-1. Cofield & Peaks Commentary of the Bible')।

أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

চাপ প্রয়োগ করবো না[১৯১৩]। অতএব ক.সে গভীর অন্ধকার হতে ডাকলো, 'তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালেমদের একজন।'★

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। খ.সুতরাং আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা মু'মিনদের উদ্ধার করে থাকি।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

৯০। গ.আর (স্মরণ কর) যাকারিয়াকেও, সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডাকলো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে একা ছেড়ো না। আর তুমিই উত্তরাধিকারীদের মাঝে সর্বোত্তম।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। অতএব আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করলাম। আর আমরা তার স্ত্রীকে তার নিমিত্তে সুস্থ করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মে অগ্রবর্তী হয়ে অংশ নিত, ঘ.আশা ও ভয়ের সাথে আমাদের ডাকতো এবং আমাদের সামনে বিনয়ের সাথে অবনত হতো।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

★৯২। ঙ.আর (স্মরণ কর) তাকেও, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। সুতরাং আমরা তার মাঝে আমাদের বাণী ফুঁকে দিলাম[১৯১৪]। আর আমরা তাকে ও তার পুত্রকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করে দিলাম।

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

৯৩। চ.নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক[১৯১৫]। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ১৪৪ খ. ৬৮ঃ৫০-৫১ গ. ৩ঃ৩৯; ১৯ঃ৩-৭ ঘ. ৩২ঃ১৭ ঙ. ৬৬ঃ১৩ চ. ২৩ঃ৫৩।

১৯১৩। আয়াতে ইউনুস (আঃ) এর ক্রোধের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আসলে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে তিনি রাগান্বিত হননি এবং রাগ করতেও পারেন না। অবশ্যই তাঁর জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় তাঁর জাতির একগুঁয়েমী তাকে ক্রোধান্বিত করেছিল। কারণ আল্লাহ্‌র সঙ্গে একজন নবীর ক্রোধান্বিত হওয়া কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্ তাআলার নির্বাচিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করেন না, এমনকি কোন কথাও বলেন না (২১ঃ২৮)। 'লান্নাক্দিরা আলায়হে' শব্দগুলোর অর্থ 'আমরা তাকে কখনো সংকটে ফেলবো না', তার জন্য আমরা কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ নির্ধারিত করবো না (লিসান, আকরাব)।

★[হযরত ইউনুস (আ:) যখন দেখলেন শাস্তি সম্পর্কিত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি তখন তিনি রাগ করে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। কেননা কান্নাকাটির ফলে শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তাআলা যে সরিয়ে দেন একথা তাঁর জানা ছিল না। সমুদ্রে তাঁকে মাছ প্রথমে গিলে ফেললো এবং পরে জীবিতই উগলে দিল। এ অন্ধকারে তাঁর হৃদয় থেকে এ দোয়া বেরিয়েছিল, 'হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয় আমি ছিলাম যালেমদের একজন। [(হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯১৪। এই আয়াত মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ খন্ডন করেছে যা ইহুদীরা মরিয়মের বিরুদ্ধে আরোপ করেছিল। এটা যেকোন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য। ৬৬ঃ১৩ আয়াতে এক বিশেষ শ্রেণীর নিরপেক্ষ বিশ্বাসীকে মরিয়মের অনুরূপ বলে তুলনা করা

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১১৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬ [১৮] ৬

৯৪। [ক]আর (পরবর্তীতে) তারা (অর্থাৎ নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা) নিজেদের (ধর্মের) বিষয় টুকরো টুকরো করে ফেললো[১৯১৬], অথচ সবাই আমাদের দিকে ফিরে আসবে।

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٤﴾

★ ৯৫। [খ]অতএব যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিনও হয়, তার প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না। আর নিশ্চয় আমরা তা লিখে রাখবো।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। [গ]আর আমরা যে জনপদকে (একবার) ধ্বংস করে দিয়েছি এর জন্য এটা নিশ্চিত যে তারা আর ফিরে আসবে না[১৯১৭]।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অবশেষে [ঘ]ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে[১৯১৮] যখন ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে (ও সাগরের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে) ছুটে চলে আসবে[১৯১৯]★

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং (আল্লাহ্‌র) অটল প্রতিশ্রুতি যখন এসে যাবে[১৯২০] তখন [ঙ]অস্বীকারকারীদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে[১৯২০-ক] (এবং তারা বলবে) 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে অবশ্যই আমরা উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা তো যালেম ছিলাম।'

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৫৪ খ. ৪ঃ১২৫; ১০ঃ১০; ১৬ঃ৯৮; ২০ঃ১১৩ গ. ২৩ঃ১০০, ১০১; ৩৬ঃ৩২ ঘ. ১৮ঃ৯৫ ঙ. ১৪ঃ৪৩।

হয়েছে। এইরূপ সাধু বিশ্বাসীদের প্রত্যেককেই 'মরিয়ম' বলা যায় এবং আল্লাহ্‌ তাআলা যখন এহেন লোকদের অন্তরে রূহ বা আদেশ (১৭ঃ৮৬) ফুঁকে দেন তখন সে 'মরিয়ম-পুত্র' হয়, অর্থাৎ সে ঈসা (আঃ) এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যায়।

১৯১৫। পূর্ববর্তী কিছু আয়াতে আল্লাহ্‌র কোন কোন নবী ও কোন কোন সৎ ব্যক্তির উল্লেখ একত্রে করা হয়েছে। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এই সকল নবীর একই স্থানে যুগপৎ উল্লেখ বিশেষ উদ্দেশ্য-সম্বলিত। তাদের সকলের মধ্যেই একটি মিল আছে। তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে দুঃখ-কষ্ট ও চরম দুর্দশা ভোগ করেছিলেন এবং কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যেও উচ্চতর ও মহত্তম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারা সকল ধর্মের একই মূলনীতি–আল্লাহ্‌র তৌহীদের (একত্ববাদ) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯১৬। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌র এক শ্রেণীর ন্যায়পরায়ণ বান্দার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে অন্য এক প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণকে প্রত্যাখান করে, ফলে তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের শিকারে পরিণত হয় এবং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এবং মতবাদ আঁকড়ে ধরে।

১৯১৭। এটা এক অলংঘনীয় ঐশী-বিধান যে মৃতদেরকে কখনো এই পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠানো হয় না। ইহলোক থেকে যারা চলে যায় তারা চিরকালের জন্যই চলে যায় (২৩ঃ১০০, ১০১)।

১৯১৮। ১৭১৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯১৯। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করে পড়লে বর্তমান আয়াতের অভিপ্রায় এটাই মনে হয়, প্রকৃতির নিয়ম এমনভাবে কাজ করে যে কোন জাতির গৌরবময় জাঁকজমকের তুঙ্গ অবস্থার পরে একবার যখন তা মৃত এবং ধ্বংসের শিকারে পরিণত হয় তখন তা লুপ্ত-গৌরব কখনো পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এমনকি ইয়া'জূজ-মা'জূজ তাদের পার্থিব গৌরব ও মর্যাদা সত্ত্বেও একই নিয়মের শিকার হবে। তাদের পতন হবে এবং কখনো তারা সেই মর্যাদা পুনরায় অর্জন করতে পারবে না। ইয়া'জূজ ও মা'জূজ অর্থাৎ পশ্চিমা খৃষ্টান জাতিগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইতোপূর্বেই রাজনৈতিক শক্তির সর্বোচ্চে উঠেছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কুরআনের উক্তির মর্ম অনুযায়ী তারা প্রত্যেক অনুকূল অবস্থান দখল করবে এবং সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব করবে।

★[৯৬ ও ৯৭ আয়াতে উল্লেখিত 'কারিয়্যা' (জনপদ) অর্থ জনপদবাসী বুঝায়। কোন জাতিকে যখন ধ্বংস করে দেয়া হয় তারা এ পৃথিবীতে ফিরে আসে না। 'হাত্তা' এর অর্থ এ নয়, ইয়া'জূজ ও মা'জূজের যুগে মৃত জাতিগুলো ফিরে আসবে বরং 'হাত্তা' এর অর্থ হলো, ইয়া'জূজ ও মা'জূজের যুগেও মৃতদের কখনো ফিরে আসার সামর্থ্য হবে না। অতএব বাহ্যিকভাবে এসব লোক এ ধরনের কারসাজি দেখায় যেন তারা মৃতকে জীবিত করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত মৃতদের তারা কখনো জীবিত করতে পারবে না (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯২০ ও ১৯২০-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৯। 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা করতে (সবাই) জাহান্নামের জ্বালানী হবে। ক·তোমরা এতে প্রবেশ করবে।'

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٩﴾

১০০। এরা যদি প্রকৃত উপাস্য হতো তবে এরা কখনো এতে প্রবেশ করতো না। আর (এদের) সবাই এতে দীর্ঘকাল পড়ে থাকবে।

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১। খ·সেখানে এদের জন্য রয়েছে চিৎকার ও আর্তনাদ। আর সেখানে এরা (কিছুই) শুনতে পাবে না[১৯২১]।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾

১০২। গ·নিশ্চয় যাদের জন্য পূর্ব হতে আমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ অবধারিত করা হয়েছে এ (জাহান্নাম) থেকে তাদের দূরে রাখা হবে।

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তারা এর সামান্যতম[১৯২২] শব্দও শুনবে না। ঘ·আর তাদের মন যেভাবে থাকতে চায় (সেই অবস্থায়) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। মহা আতঙ্ক তাদের অস্থির করবে না এবং ঙ·ফিরিশ্তারা তাদের সাথে (এই বলে) সাক্ষাৎ করতে থাকবে, 'এটা তোমাদের সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।'

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। (স্মরণ কর) চ·'যেদিন আমরা আকাশ[১৯২৩] গুটিয়ে ফেলবো যেরূপে খাতাপত্র লেখা গুটিয়ে নেয়।' আমরা ছ·যেভাবে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম (সেভাবে) এর পুনরাবৃত্তি করবো[১৯২৪]। এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা (পূর্ণ করা) আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। আমরা অবশ্যই এটা করেই ছাড়বো।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৭২ খ. ১১ঃ১০৭; ২৫ঃ১৪; ৬৭ঃ৮ গ. ১৯ঃ৭৩ ঘ. ৪১ঃ৩২ ঙ. ৪১ঃ৩১ চ. ৩৯ঃ৬৮ ছ. ২০ঃ৫৬; ২৯ঃ২০; ৩০ঃ১২।

১৯২০। ইয়া'জূজ ও মা'জূজের স্বৈর শাসনের ফলে পৃথিবীতে সর্বনাশা ঘটনাসমূহের উদ্ভব হবে এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় হবে (৬১ঃ১০)। ইয়া'জূজ ও মা'জূজ প্রদর্শিত মিথ্যা এবং জড়বাদের শক্তি পরাভূত হবে।

১৯২০-ক। ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর ইসলাম ধর্ম যখন তার পূর্ব-মর্যাদা ও গৌরব পুনরাধিকার করবে তখন যারা ইসলামের পুনরুদ্ধারের সকল আশা হারিয়ে বসেছিল তারা নিজেদের চক্ষুকে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

১৯২১। তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়ার মত কিছুই তারা শুনবে না, অথবা জাহান্নামের এত বেশি ক্রন্দনরোল ও তীব্র চিৎকার ও বিলাপ উঠবে যে তার বাসিন্দারা পরস্পরের আওয়াজও শুনতে পাবে না।

১৯২২। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ্র সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে রাখা হবে, এমনকি তার ক্ষীণতম আওয়াজও তাদের কানে যাবে না, তাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা (যা ১৯ঃ৭২ আয়াত থেকে সাধারণত ভুল বুঝা হয়ে থাকে)।

১৯২৩। 'আমরা আকাশ গুটিয়ে ফেলবো যেররূপে বই-খাতা লেখা গুটিয়ে নেয়' উক্তির মর্ম এও হতে পারে, বিশাল সাম্রাজ্যসমূহকে ঝেঁটিয়ে দূর করা হবে, শক্তিশালী জতিগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের স্থলে অন্যান্য জাতি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। অথবা এরূপ অর্থও হতে পারে, বিশ্ব-নবী আঁ-হযরত (সাঃ) এর মাধ্যমে এক মহান রূপান্তর ঘটবে এবং পুরাতন আকাশ গুটানো হবে। পুরাতন নিয়ম লোপ পাবে এবং পরিবর্তে শ্রেষ্ঠতর এক নতুন নিয়ম জন্ম লাভ করবে। পৃথিবী কোন জাতির জীবনে এরূপ পরিবর্তন কখনো দেখেনি যেমনটি দেখেছিল নবী করীম (সাঃ) এর যুগে।

১৯২৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১০৬। আর নিশ্চয় আমরা দাউদের প্রার্থনা সঙ্গীতে উপদেশবাণীর পর লিখে দিয়েছি, আমার পুণ্যবান বান্দারা প্রতিশ্রুত দেশের উত্তরাধিকারী হবে'[১৯২৫]।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ١٠٦

★ ১০৭। নিশ্চয় এতে ইবাদতকারীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٧

১০৮। [ক]আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠিয়েছি[১৯২৬]।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨

১০৯। [খ]তুমি বল, 'আমার প্রতি নিশ্চয় এই ওহী করা হয়, তোমাদের উপাস্য একজনই উপাস্য। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?'

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩

১১০। অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তুমি বল, 'আমি তোমাদের সবাইকে সমভাবে সতর্ক করে দিয়েছি। আর [গ]যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কি নিকটে না দূরে[১৯২৭] (তা) আমি জানি না।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠

১১১। [ঘ]নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথা জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ২৯; ৭ঃ১৫৯ খ. ৮ঃ১১১; ৪১ঃ৭ গ. ৭২ঃ২৬ ঘ. ২ঃ৩৪; ২০ঃ৮; ৮৭ঃ৮।

১৯২৪। 'সেভাবে এর পুনরাবৃত্তি করবো,' বাক্যাংশের মর্ম হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে পাশ্চাত্যের অধার্মিক যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্ট পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানগণের জীবনে বিপত্তি ডেকে আনবে। কিন্তু এই অবনতি ক্ষণস্থায়ী হবে এবং ইসলাম এক নবজাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং পুনর্বার বিজয়ীরূপে উত্থিত হবে।

১৯২৫। 'প্রতিশ্রুত দেশের' দ্বারা প্যালেষ্টাইন বুঝায়। খৃষ্টান লেখকরাও প্রার্থনা-সঙ্গীতে এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রতিশ্রুত দেশের উত্তরাধিকারী' অর্থে কেনানের উত্তরাধিকারী হওয়া। 'দাউদের কিতাব' শব্দের সূত্র বাইবেলের অন্তর্গত 'গীত সংহিতা' ৩৭ঃ৯, ১১, ২২ এবং ২৯ শ্লোক বা প্রার্থনা সঙ্গীতের প্রতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বিবরণ-২৮ঃ১১ এবং ৩৪ঃ৪ তেও এক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে প্যালেষ্টাইন ইসরাঈলীদেরকে দেয়া হবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে মুসলমানদের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্যালেষ্টাইন খৃষ্টানদের অধিকারে ছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তফসীরাধীন আয়াতে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর এই প্যালেষ্টাইন বিজয়ের প্রতিও ইশারা রয়েছে। ৯২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময় বাদে প্যালেষ্টাইন প্রায় ১৩৫০ বৎসর মুসলিম অধিকারে ছিল। তারপর ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় তা হাত বদল হয়েছিল। আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক খৃষ্টান-শক্তিগুলোর অসাধু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্যালেষ্টাইন নামীয় দেশটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত এবং এর ধ্বংসাবশেষের উপরে গঠিত হয়েছে ইসরাঈল রাষ্ট্র। বিচ্ছিন্ন ইহুদী জাতি ২০০০ (দুহাজার) বৎসর লক্ষ্যহীনভাবে বনে জংগলে ঘুরে আবার তাদের স্বস্থানে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই জ্বলন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটিও ঘটেছে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পূর্ণ করতে (১৭ঃ১০৫)। যাহোক ওটা এক স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়। এর পূর্ণ বিজয় মুসলিম জাতির জন্য নির্ধারিত আছে। একদিন না একদিন-বিলম্বে নয় বরং শীঘ্রই প্যালেষ্টাইন মুসলিমদের পুনর্দখলে আসবে। এটা ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী। এই ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

১৯২৬। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমতস্বরূপ। কেননা তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। কারণ পূর্বে কখনো তাঁদের উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয়নি।

১৯২৭। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে দিনে-ক্ষণে সীমাবদ্ধ বা বাধ্য নন। তিনিই ভাল জানেন কখন কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

وَ اِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۱۱۲﴾

১১২। আর আমি জানি না, তা (অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত বিষয়) হয়তো তোমাদের জন্য হবে এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সাময়িক সুখভোগ।'

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩। [ক]সে (অর্থাৎ এ রসূল) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা কর[১৯২৮]। তোমরা যা বল এর বিরুদ্ধে যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তিনিই হলেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক রহমান (আল্লাহ্‌)।

রুকু ৭ [১৯] ৭

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯০।

১৯২৮। শেষ যুগে পৃথিবীতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের আকারে যে শয়তানী শক্তিগুলোকে অবাধে ছেড়ে দেয়া অবধারিত ছিল তার বিরুদ্ধে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করার জন্য আঁ হযরত (সাঃ)কে ঐ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে। বাইবেল থেকে এটা স্পষ্ট, ইয়া'জূজ ও মা'জূজের সময়ে কেবলমাত্র জাগতিক ও বাহ্যিক শক্তিই ইসলামের বিপদের কারণ হবে না, বরং অন্যান্য অনেক বিষয়েরও উদ্ভব হবে যা এর জন্য অধিকতর বিপদের উপকরণ সৃষ্টির কারণ হবে। আয়াতের দ্বারা নবী করীম (সাঃ)কে দোয়া করার জন্য আদেশ দেয়ার অর্থ এও হতে পারে, ইহুদীদের প্যালেস্টাইন দখলের স্থিতিকাল যাতে স্বল্পতম হয় এবং যাতে এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ মুসলমানরা তা ফিরে পায়।

সূরা আল্ হাজ্জ্-২২

(আংশিক হিজরতের পূর্বে ও আংশিক হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংঙ্গ

পণ্ডিতদের মতে এই সূরাটির কিছু অংশ হিজরতের পূর্বে এবং কিছু অংশ হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'জাহাক' অবশ্য এই অভিমত পোষণ করেন, সূরাটির সম্পূর্ণ অংশই হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা আল্ আম্বিয়াতে বলা হয়েছিল, অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে তাদের উপর ক্রমাগত ঐশী শাস্তি নিপতিত হবে। এমনকি উক্ত সূরার শেষ আয়াতে রসূলে পাক (সাঃ)কে বিরুদ্ধবাদীদের অপরিবর্তিত শত্রুতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ঐশী-শাস্তি প্রেরণের প্রার্থনা করতেও বলা হয়েছিল। আলোচ্য সূরার শুরুতেই সেই প্রার্থনার জবাব প্রদান করা হয়েছে। সূরা আল্ আম্বিয়ার সাথে বর্তমান সূরাটির এটাই প্রত্যক্ষ সংযোগ। কিন্তু এর পূর্ববর্তী কতিপয় সূরার সাথে বর্তমান সূরাটির বিষয় বস্তুগত আরো গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা মারইয়াম শুরু হয়েছিল এবং যা পরবর্তীতে 'সূরা তাহা' এবং 'সূরা আম্বিয়াতে' আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছিল, তা বর্তমান সূরাটিতে অনেকটা পূর্ণতা লাভ করেছে। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করে তার ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসসমূহকে খণ্ডন করা হয়েছিল। কেননা এইসব ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস খণ্ডন করা না হলে অন্য একটি নূতন ঐশী বাণীর প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্য এক নূতন ঐশী বাণী ও ব্যবস্থাসহ অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করেছেন। এমতাবস্থায় যদি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা এখনো অভ্রান্ত, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য বলে বর্তমান থাকে তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আনীত নূতন শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাই খৃষ্টধর্মের মূল ধর্ম-বিশ্বাসই যে ভ্রান্ত ও বাতিলযোগ্য তা প্রথমে প্রমাণ করে দেখানো দরকার। সূরা মারইয়ামে এই বিষয়টি নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা(আঃ) এর জন্মের ঘটনাকে বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে তা আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য নবী-রসূলগণের জীবনের ঘটনা থেকে পৃথক বা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হওয়ার মত কোন ঘটনা নয়। 'সূরা তা- হা'তে 'বিধান মাত্রই অভিশাপ' এই জাতীয় খৃষ্টীয় মতবাদের ভ্রান্তি অত্যন্ত সার্থকভাবে অপনোদন করা হয়েছে। অতঃপর সূরা আম্বিয়াতে উক্ত বিষয়টিই একটি ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করে দেখানো হয়েছে, আদি-পাপজনিত খৃষ্টীয় বিশ্বাস কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা আদি-পাপের বিষয়টিই যদি সত্য হয় তাহলে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে পাপ-মুক্ত করার ঐশী পরিকল্পনার কোন অর্থই থাকে না। কারণ উত্তারাধিকার সূত্রে যে পাপ মানুষের ঘাড়ে চেপেছে তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার তার কোন উপায় নেই এবং এইভাবে মানুষের নিজ ভাল-মন্দ যাচাই করার ইচ্ছাশক্তি রহিত হয়ে পড়ে এবং তার কৃত ভাল-মন্দ কাজের জন্য তাকে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। অতঃপর বর্তমান সূরাটিতে বলা হয়েছে, যদি হযরত ঈসা(আঃ) প্রকৃতই আধ্যাত্মিক পবিত্রতম সোপানে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে নূতন করে কোন বিধান বা রসূল প্রেরণের প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি নূতন বিধানসহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্র রসূল হওয়ার ঘোষণা করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, খৃষ্টানদের দাবীর মোকাবিলায় তাঁর এই ঘোষণাটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়বস্তু পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত ঃ (১) যেহেতু অবিশ্বাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবী বর্জন করে চলছে, সেহেতু তাদেরকে ঐশী শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সূরাটিতে একাধিক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যেমন, (ক) তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিহার্য। এই শিক্ষা সত্য এবং প্রজ্ঞাভিত্তিক। এর উপযোগিতা প্রমাণার্থে এতে দৃঢ় প্রমাণ ও যুক্তির সমাবেশ বিদ্যামান এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর অসারতা প্রদর্শনেও সম্পূর্ণরূপে সামর্থ্যের অধিকারী, (খ) ঐশী নিদর্শনও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবীর অনুকূলে প্রদর্শিত হচ্ছে। কেননা তাঁর অনুসারীরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই উন্নতি লাভ করছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ববর্তী নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের মতই তাঁর নিকট পরাভূত হচ্ছে, (গ) ঐশী পুরস্কার বা আশিসধারা এক অস্বাভাবিক পরিমাণে হযরত রসূল করীম (সাঃ)কে প্রদান করা হবে, (ঘ) তাঁর আনীত শিক্ষা অচিরেই সারা পৃথিবীতে শান্তি, শৃংখলা ও শুভ এর ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (ঙ) খৃষ্টান ধর্মসহ যাবতীয় ভ্রান্ত ধর্মমত ও বিশ্বাস ইসলামের এই অপারাজেয় অগ্রগতির মোকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করবে এবং পরিণামে পুরাপুরি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। (২) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণ সকল যুগেই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং এই সকল লোক তাদের পথে সর্বদাই বিভিন্ন অসুবিধা ও প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে ঐ সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে পরিণামে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৩) হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভাব সেই ঐশী উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করেছে যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন, যখন তিনি মক্কার নির্জন ও তরুলতা-হীন প্রান্তরে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ও স্ত্রী হযরত হাজেরাকে রেখে আসেন। (৪) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক দীর্ঘ ও দুর্বিষহ শত্রুতাকে গভীর দৃঢ়তা ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দ্বারা মোকাবিলা করেছেন এবং এখন সময় এসেছে যখন তাদের সাথে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুধু যে অনুমতিই দেয়া হলো তাই নয়, বরং বলা হলো, সত্য যখন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একটি প্রশংসনীয় কাজ।

আল্লাহ্র সাহায্য তাদের উপর বর্ষিত হয় যারা এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করে। যদি সত্যের খাতিরে এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি না দেয়া হতো তাহলে মানুষ বিবেকের স্বাধীনতা, যা তার একটি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহ্য, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়তো। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্র ইবাদতও প্রকারান্তরে বন্ধ হয়ে যেত এবং পাপ ও অনাচার সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়তো। (৫) ঐশী শিক্ষার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে মৃত পৃথিবীতে পুনরায় সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে এবং তা অবধারিতভাবে সফল হয়। পুরাতন ঐশী-বাণীর স্থলে নূতন ঐশী-বাণী প্রেরিত হয় এবং এইভাবেই এর নির্ধারিত মেয়াদ ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। তখন অন্য ঐশী শিক্ষা এর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং এর মাধ্যমে পুনরায় ঐশী পরিকল্পনা ও ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে থাকে। ঐশী প্রতিশ্রুতির এই ধারাবাকিহতায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব হয়েছে। পরিশেষে সূরাটিতে এই আশ্বাস বাণী শুনানো হয়েছে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই প্রতিশ্রুত শিক্ষক, তাই তিনি সর্বদাই ঐশী সাহায্যে সমৃদ্ধ হতে থাকবেন। সেই জন্য তাঁর অনুসারীদের উচিত, তাঁকে সর্বতোভাবে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদান করা। কেননা সাফল্য ও বিজয়ের এটাই সর্বোত্তম পথ।
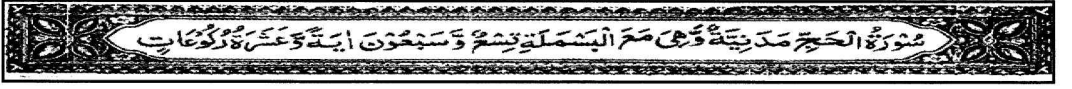
সূরা আল্ হাজ্জ্-২২

মাদানী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

★২। হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় প্রতিশ্রুত মুহূর্তের ভূমিকম্প[১৯২৯] এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ②

★৩। যেদিন তোমরা এটা দেখবে (সেদিন) প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মা তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটবে। আর তুমি লোকদের মাতাল অবস্থায় দেখবে, অথচ তারা মাতাল[১৯৩০] হবে না। তবে আল্লাহ্‌র আযাব হবে অত্যন্ত কঠোর।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ③

৪। [খ]আর লোকদের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে না জেনে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে এবং প্রত্যেক উদ্ধত শয়তানের অনুসরণ করে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ④

৫। তার জন্য এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, [গ]তার[১৯৩১] সাথে যে-ই বন্ধুত্ব করবে সে নিশ্চয় তাকেও বিপথগামী করে দিবে এবং তাকে লেলিহান আগুনের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৩ঃ১৪; ২২ঃ৯; ৩১ঃ২১; ৪০ঃ৭০ গ. ৪ঃ৩৯, ১২০।

১৯২৯। 'আস্ সাআহ্' (সময়, ক্ষণ) বা 'আল্ কিয়ামাহ্' তিন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (ক) গুরুত্বপূর্ণ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু, (আস্‌সাআতুস্ সুগরা- ছোট কিয়ামত), (খ) জাতীয় বিপর্যয় (আস্‌সাআতুল ওস্‌তা- মধ্যম কিয়ামত), এবং (গ) বিচার দিবস (আস্‌সাআতুল কুবরা- সর্ববৃহৎ কিয়ামত)। কুরআন শরীফে এই শব্দের ব্যবহার শেষ দুই অর্থে হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়, এখানে এই শব্দের ব্যবহার জাতির আসল ভিত্তি টলিয়ে দেয়া বুঝায়। আরবজাতির আসন্ন সর্বনাশের প্রতিও এর বিশেষ ইঙ্গিত হতে পারে যখন তাদের রাজনৈতিক শক্তির নিরাপদ দূর্গ মক্কা নগরের পতন নির্ধারিত ছিল এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক রীতি-নীতি ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাওয়া নির্ধারিত ছিল। এ দিয়ে সেই মুহূর্তও বুঝাতে পারে যখন শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা মানব জাতিকে বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে অতর্কিতে পাকড়াও করবে এবং তার পিছনে চরম-দুর্দশাপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে। তফসীরাধীন আয়াত ২ঃ২১৩ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এই ধারণার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে 'আস্ সাআত'বা 'আল্ কিয়ামাহ্' কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় দ্বারা সাধারণত চরম জাতীয় বিপর্যয় বা দুর্দশা বুঝায়, যা সমগ্র জাতিকে অতর্কিতে পাকড়াও করার ভাব প্রকাশ করে।

১৯৩০। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'ভূমিকম্প' ভয়ানক দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশার্থে তিন প্রকার উপমা বা অলংকার এই আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছেঃ (এক) মায়ের নিকট তার স্তন্যপায়ী সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কিছুই হতে পারে না, (দুই) অধিকতর আতংক এথেকে আর হতে পারে না যার ভয়াবহতার ফলে নারীর গর্ভপাত হয়ে যায়, এবং (তিন) যার আতংক মানুষকে মাতালপ্রায় করে ফেলে। এই আয়াত বর্ণনা করে, আতংকের ভয়াবহ ঘটনাসমূহের আকস্মিকতা ও তীব্রতা এমন হবে, মা স্তন্যপায়ী বুকের শিশুকে ত্যাগ করবে এবং গর্ভবতী নারীরা গর্ভপাত করবে এবং লোকেরা আকস্মিক ভয়ে উন্মাদ হয়ে যাবে এবং মদোম্মত্ত লোকের মত তাদের নিজেদের কর্মের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

১৯৩১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ رَيۡبٍ مِّنَ الۡبَعۡثِ فَاِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنۡ مُّضۡغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيۡرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡ ؕ وَنُقِرُّ فِى الۡاَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوۡۤا اَشُدَّكُمۡ ۚ وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّتَوَفّٰى وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۡۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَيۡـًٔا ؕ وَتَرَى الۡاَرۡضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡهَا الۡمَآءَ اهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَاَنۡۢبَتَتۡ مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍۢ بَهِيۡجٍ ⑥

★৬। হে মানবজাতি! তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাকলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আমরা মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাটরক্ত থেকে, এরপর মাংসপিন্ড থেকে, যা বিশেষ সৃজন প্রক্রিয়ায় বা সাধারণ সৃজন প্রক্রিয়ায়★ বানানো হয়েছে যেন আমরা তোমাদের কাছে (সৃষ্টিরহস্য) উদ্‌ঘাটন করে দেই। [ক]আর আমরা যা চাই (তা) জরায়ুতে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত রাখি। এরপর আমরা এক শিশুরূপে তোমাদের প্রসব করাই যাতে (পরবর্তীতে) তোমরা তোমাদের পরিপক্ক বয়সে পৌঁছে যাও। আর তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যারা মারা যায় [খ]এবং তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যাদের চরম বার্ধক্যে নিয়ে যাওয়া হয়।★★ (এর ফলে) তারা জ্ঞান লাভের পর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে। আর তুমি পৃথিবীকে নিষ্প্রান দেখতে পাও। এরপর [গ]আমরা যখন এর ওপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে ও ফেঁপে ফুলে ওঠে★★★ এবং প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদের সবুজ শ্যামল শোভামন্ডিত জোড়া উৎপন্ন করে[১৯৩২]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ⑦

৭। এর কারণ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই চির সত্য এবং [ঘ]তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৯; ৩৫ঃ১২; ৪১ঃ৪৮ খ. ১৬ঃ৭১; ৩৬ঃ৬৯ গ. ১৬ঃ৬৬; ২৭ঃ৬১; ৩০ঃ৪৯-৫১; ৩৫ঃ৩৮; ৪৫ঃ৬ ঘ. ২ঃ৭৪; ৩০ঃ৫১; ৩৫ঃ১০; ৪১ঃ৪০; ৪২ঃ১০; ৫৭ঃ১৮।

১৯৩১। কেবলমাত্র তারাই শয়তান কর্তৃক বিপথে পরিচালিত হয়ে থাকে যারা শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে অনুসরণ করে। কুরআন করীম বর্ণনা করে, আল্লাহ্‌ তাআলার ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেবল সেইসব লোকই বিপথগামী হয়, যারা তার কুপরামর্শ গ্রহণ করে (১৬ঃ১০০০-১০১;১ঃ৬৬)।

★[এ আয়াতে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রথমে উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানব সৃষ্টির ক্রমবিতবর্তনের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি মায়ের গর্ভে ভ্রূণের যেসব পরিবর্তন হতে থাকে তাও ধারাবাহিকভাবে ঠিক সেভাবে বর্ণিত হয়েছে যেভাবে বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন। এ আয়াত এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ, মহানবী (সা:) এর এসব বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা ছাড়া আর কোন সত্তা তাঁকে এসব বিষয় জ্ঞাত করতে পারতো না (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★[নিয়ে যাওয়া হয়' বাক্যাংশে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে শিশু যেভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে অসহায় ও নিজের যত্ন নিতে অক্ষম থাকে চরম বার্ধক্যে পৌঁছে একজন লোক অনুরূপ অবস্থায় ফিরে যায়। এ গুঢ় অর্থটি 'মান্ নুয়াম্মিরহু নুনাক্‌কিসহু ফিল খলকি' (সূরা ইয়াসীন: ৬৯-অর্থাৎ আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করতে থাকি) আয়াত দ্বারা সমর্থিত (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, শুকনো মাটির ওপর পানি বর্ষণ করে আমরা পৃথিবীকে জীবন দান করেছিলাম। বিজ্ঞানীরাও অনুসন্ধান করে বিস্ময়কর এ তথ্য জেনেছেন, শুষ্ক মাটিতে যখন পানি বর্ষিত হয় তখন প্রকৃতপক্ষে এতে জীবনের লক্ষণাদি সৃষ্টি হয়ে যায়। এখানে প্রকৃত ইঙ্গিত এ দিকে করা হয়েছে, মহানবী (সা:) এর প্রতি যে স্বর্গীয় পানি অবতীর্ণ হয়েছে তা এক মৃত ভূমিতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত এক জাতিকে জীবিত করে দিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। [ক]আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অবশ্যই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যারা কবরে আছে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٨﴾

৯। [খ]আর মানুষের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে কোনও জ্ঞান, হেদায়াত এবং উজ্জ্বল কিতাব ছাড়া[১৯৩৩] আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٩﴾

১০। (অহংকারভরে) পাশ ফিরিয়ে রাখে, যাতে সে আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) বিপথগামী করতে পারে। তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাকে আগুনের আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো[১৯৩৪]।

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾

১ [১১] ৮

১১। [গ]এমনটি তোমাদের কৃতকর্মের কারণে (হবে)। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর আদৌ কোন অবিচার করেন না।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١١﴾

★১২। আর লোকদের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে (ঈমানের) শেষ প্রান্তে (দাঁড়িয়ে) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে[১৯৩৫]। অতএব [ঘ]তার কোন কল্যাণ সাধিত হলে তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর তার কোন পরীক্ষা এলে সে (আল্লাহ্) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে ইহকালও হারালো এবং পরকালও (হারালো)। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِۨطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِۨنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

১৩। [ঙ]সে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাকে ডাকে, যে তার কোন অপকারও করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এ-ই হলো চরম পর্যায়ের বিপথগামিতা।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৮৬; ১৮ঃ২২; ২০ঃ১৬; ৪০ঃ৬০; ৪৫ঃ৩৩ খ. ২২ঃ৪ গ. ৩ঃ১৮৩; ৮ঃ৫২; ৪১ঃ৪৭ ঘ. ৭০ঃ২১-২২ ঙ. ৬ঃ৭২; ১০ঃ১০৭; ২১ঃ৬৭; ২৫ঃ৫৬।

১৯৩২। মানবের সৃজন এবং দেহের পরিবর্ধন 'মৃত্যুর পরে জীবন' এর সমর্থনে এক জোরদার যুক্তি । এই সৃষ্টি ক্রমবিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এক বিবর্তন , এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি, অচেতন পদার্থ থেকে এক বীজে রূপান্তর, তৎপর তা এক ডিম্বকোষে এক ভ্রূণের আকারে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, অতঃপর তা এক পরিপূর্ণ মানবাকৃতির জন্মের ভিতর দিয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া, যাই হউক না কেন মানুষের জন্মের সাথেই বন্ধ বা শেষ হয়ে যায় না, চলতে থাকে। এক অচেতন পদার্থ থেকে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক মানব-সত্তার এই বিস্ময়কর দৈহিক ক্রমোন্নতি এক অকাট্য দলীল যে মানবের স্রষ্টা এবং তার ক্রমবর্ধনের এই সকল স্তর বিন্যাসের নির্মাতা মানুষের মরে যাওয়ার পরেও নূতন জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন। এতে আরো প্রতিভাত হয়, মানুষের সৃষ্টি এবং দৈহিক পরিবর্ধন যেমন তার ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও ঠিক সেই রূপেই কাজ করে থাকে। আরো একটি যুক্তি বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- বন্ধ্যা বা নিষ্ফলা, নীরস বা বিরান ভূপৃষ্ঠে নতুন জীবনের স্পন্দন জাগে তখন যখন এর উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপারও এই অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, যে খোদা মৃত এবং বন্ধ্যা ভূমিতে নূতন জীবনের সঞ্চার করার শক্তি রাখেন, মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করার শক্তিও তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

১৯৩৩। 'ইল্‌ম'(জ্ঞান) অর্থ বুদ্ধিগত প্রমাণ এবং যুক্তির দলীল। 'হুদান' ঐশী পথ-নির্দেশ এবং 'কিতাবুম্ মুনীর' 'অর্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং উজ্জ্বল কিতাব'।

১৯৩৪। সত্যের অস্বীকারকারীদের অদৃষ্টে দুই প্রকার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, যথাঃ ইহজীবনের পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা এবং পারলৌকিক লাঞ্ছনা। ইহজীবনের শাস্তি পরজীবনের প্রমাণ বহন করে।

১৯৩৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। সে তাকে ডাকে, যার উপকার করার তুলনায় অপকার করার সম্ভাবনা বেশি[১৯৩৬]। কত মন্দ পৃষ্ঠপোষক ও কত মন্দ সাথী!

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ⑬

১৫। [ক]যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আল্লাহ্ নিশ্চয় এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ⑮

১৬। যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ্ এ (রসূলকে) ইহকালে ও পরকালে কখনো সাহায্য করবেন না, তাহলে তার উচিত সে যেন আকাশের দিকে একটি রাস্তা তৈরী করে নেয় এবং এ (ঐশী সাহায্য) বন্ধ করে দেয়। এরপর সে দেখুক তার কৌশল তা (অর্থাৎ ঐশী সাহায্য) দূর করে দিতে পারে কি না যা (তাকে) রাগিয়ে তোলে[১৯৩৭]।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑯

১৭। আর এভাবেই আমরা এ (কুরআনকে) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে অবতীর্ণ করেছি। আর যে (হেদায়াত) চায় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দেন।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ⑰

১৮। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে এবং (যারা) সাবী[১৯৩৮], খৃষ্টান ও মাজূসী এবং যারা শিরক করেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে[১৯৩৯] তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑱

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৭৮; ৪ঃ১৭৬; ১০ঃ১০; ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪।

১৯৩৫। আবরবাসীরা বলে থাকে, 'ফুলানুন আ'লা হারফিন মিন আস্‌রিহী' অর্থাৎ এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি দেখে লাভজনক তবে এর প্রতি মনোযোগী হয়, আর যদি দেখে তা তার পছন্দ নয় তাহলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (লেইন)। কুরআনের 'আ'লা হারফিন' উক্তির মর্ম, যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে কিনারায় দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে সৈন্য-বাহিনীর পশ্চাদভাগের সেই সৈন্যের মত যে বিজয় ও লুণ্ঠনের নিশ্চয়তা দেখলে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যথায় পিছন থেকে পালিয়ে যায়। 'আ'লা হারফিন' (কিনারায়) উক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে, যথাঃ যদি তার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে সে সোজা প্রত্যাবর্তন করে। অথবা উক্তির মর্ম এরূপও হতে পারে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা সর্বদাই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলতে থাকে। সত্যগ্রহণ করার পর যদি তারা পার্থিব কিছু উপকার লাভের আশা করে তাহলে তারা অবিশ্বাসীদের মতই ব্যবহার করে চলতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস করার ফলশ্রুতি যদি পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বহন করে আনে তাহলে তারা পালিয়ে যায়।

১৯৩৬। মিথ্যা খোদার উপাসনা ভক্তবৃন্দের যে নৈতিক ক্ষতি সাধন করে তা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। কেননা তারা অচেতন বস্তুর সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এরূপে তারা নিজেদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানে বিরাট আঘাত হানে। অথচ যেকোন উপকার তারা তা থেকে আশা করে তা শুধু অলীক এবং মিথ্যা কষ্ট-কল্পিত ও অস্বাভাবিক।

১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯। তুমি কি দেখনি, যা-ই আকাশসমূহে ও যা-ই পৃথিবীতে আছে এবং চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, পাহাড়পর্বত এবং গাছপালা, বিচরণশীল সব প্রাণী এবং মানুষের মাঝে অনেকেই একমাত্র ক.আল্লাহ্‌কেই সিজদা করছে[১৯৪০]? কিন্তু এমন অনেক (মানুষও) আছে, যাদের ওপর তাঁর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।

সিজদা-৭

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٩﴾

২০। এ হলো দুই বিবদমান[১৯৪১] (দল) যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালক সম্বন্ধে বিবাদ করেছে। অতএব যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হবে এবং খ.তাদের মাথার ওপর প্রচন্ড গরম পানি ঢালা হবে।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿٢٠﴾

২১। গ.তা দিয়ে তাদের পেটে যা আছে তা গলানো হবে এবং (তাদের) চামড়াও (গলানো হবে)।

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢١﴾

২২। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢٢﴾

২৩। ঘ.দুঃখকষ্টের দরুন যখনই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইবে সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং (তাদের বলা হবে), ঙ.'তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ ভোগ কর!'

২ [১২] ৯

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٣﴾

দেখুন : ক. ১৩ঃ১৬; ১৬ঃ৪৯-৫০; ৫৫ঃ৭ খ. ৪৪ঃ৪৯; ৫৫ঃ৪৫; ৫৬ঃ৪৩-৫৪ গ. ৪৪ঃ৪৬ ঘ. ৫ঃ৩৮; ৩২ঃ২১ ঙ. ৮ঃ১৫; ৩৪ঃ৪৩।

১৯৩৭। এই আয়াত অবিশ্বাসীদের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে যে তারা নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যতদূর পারে তাদের চরম শত্রুতা করে দেখুক তারা তাঁর প্রতি ঐশী সাহায্য বন্ধ করতে পারে কিনা, যা তিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবিরাম পেয়ে আসছেন এবং পেতে থাকবেন। আকাশে নির্ধারিত রয়েছে, ইসলাম ধর্ম নিয়মিত এবং অব্যাহত গতিতে উন্নতি করতে থাকবে এবং কেউ এই ঐশী-নিয়মের পরিবর্তন করতে পারবে না এবং ইসলামের দ্রুত অগ্রগতি দেখে কাফিরকুলের দৃষ্টিতে এই কষ্টদায়ক ও অপমানজনক দৃশ্য থেকে একমাত্র মৃত্যুই তাদেরকে রক্ষা করবে। 'সামাউন' শব্দের ব্যাখ্যা ঘরের সিলিং বা ছাদ করা হলে (লেইন) আয়াতের অর্থ হবে, 'রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর মিশনের সফলতার কারণে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে দিক এবং তা কেটে দিক, তা সত্ত্বেও ঐশী সাহায্য আসা বন্ধ হবে না।' এই অর্থ ৩ঃ১২০ আয়াত দ্বারা সমর্থিত যাতে অবিশ্বাসীরা এই ভাষায় নিন্দিত এবং কঠোরভাবে তিরস্কৃত হয়েছে যেমন,' তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরে যাও, নিশ্চয় তোমাদের বক্ষে যা কিছু নিহিত আছে তা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'।

১৯৩৮। পরবর্তীতে রচিত আরবী সাহিত্যেও শব্দটি উত্তর ইউরোপের লোকদেরকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (এনসাইক অব ইসলাম)।

১৯৩৯। ২ঃ৬৩, ৫ঃ৭০ আয়াতসমূহে ও তফসীরাধীন এই আয়াতে এই অর্থ বুঝায় না যে খৃষ্টান, ইহুদী ও সাবীরা বিশ্বাসীদের সাথে সমভাবে মুক্তি পাওয়ার উপযুক্ত। কুরআন শরীফ এইরূপ কোন বিশ্বাস সমর্থন করে না। কুরআনের মতে আল্লাহ্ তাআলার গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (৩ঃ২০,৮৬)। বর্তমান আয়াত বিভিন্ন ধর্মের সত্যত্যা নিরূপণের জন্য একটি মান ও নীতি নির্ধারণ করেছে মাত্র - এমন নয় যে সকল ধর্মকেই সেগুলোর বর্তমান অবস্থায় সত্য বলে বিবেচনা করে। প্রকৃত মাপকাঠি হলো 'মীমাংসার দিন' সত্য ধর্ম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে প্রবল হবে। অথবা আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, ব্যক্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করে না যে ইহজীবনেই তার শাস্তি পাওয়া উচিত। বিষয়টি বিচার দিবসে মীমাংসা করা হবে।

১৯৪০ ও ১৯৪১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৪। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। [ক]সেখানে তাদের সোনার কাঁকণ ও মণিমুক্তা পরানো হবে [খ]এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে[১৯৪২] রেশমের।

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ
اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ
لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٤﴾

★২৫। আর পবিত্র কথার দিকেই তাদের পরিচালিত করা হবে এবং পরম প্রশংসার অধিকারী (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে তাদের পরিচালিত করা হবে।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚۖ
وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٥﴾

২৬। যারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে ও মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত সেই [গ]মসজিদুল হারাম থেকে লোকদের বাধা দেয় যেখানে (আল্লাহ্‌র জন্য) অবস্থানকারী ও মরুবাসী (সবাই) সমান এবং যে-ই যুলুম করার মাধ্যমে এ (মসজিদুল হারামে) বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে নিশ্চয় আমরা তাদের (সবাইকে) যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো।

৩
[৩]
১০

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ
فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ
بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾ ع

২৭। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ইব্‌রাহীমের জন্য (কা'বা) গৃহের স্থান[১৯৪৩] বানিয়েছিলাম[১৯৪৩-ক] (এবং বলেছিলাম)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّ

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৩২; ৩৫ঃ৩৪; ৭৬ঃ২২ খ. ৭৬ঃ১৩ গ. ৮ঃ৩৫; ১৬ঃ৮৯; ৪৩ঃ৩৮ ৪৮ঃ২৬।

১৯৪০। আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতির অটল নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা চেতন এবং অচেতন সকল বস্তুই মেনে চলতে বাধ্য। এই বিধানের বাইরে আর কোন পথ খোলা নেই। তদ্‌সত্ত্বেও নিশ্চিত আর এক কানুন বা বিধান –শরীয়তের বিধান রয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা মানবের পথ প্রদর্শনের জন্য ওহী দ্বারা প্রকাশ করেছেন। শরীয়তের এই কানুন মানার বা না মানার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে এবং এই অস্বীকৃতির ফলাফল সে ভোগ করবে। আল্লাহ্ তাআলাকে ছেড়ে প্রাকৃতিক বস্তুকে ইবাদতের জন্য গ্রহণ করার মত মূর্খতাকে তফসীরাধীন আয়াতে প্রতিমা উপাসকদের নিকট আরো সন্দেহাতীতরূপে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, এ সকল বস্তুর আপন অস্তিত্বও আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরশীল। এরা তাঁর দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের অনুগত এবং এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে টিকতে পারে না। অতএব যে সকল বস্তু ও সত্তা নিজেরাই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কানুনের অধীনে রয়েছে তাদেরকে ভক্তি এবং পূজা করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

১৯৪১। 'হাযানে' শব্দ দু' শ্রেণীর লোককেই বুঝায়- মু'মিন এবং কাফির।

১৯৪২। বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের দু'টি স্রোতস্বিনী হলো নীল (Nile) এবং ফোরাত (Euphrates) নদী (মুসলিম, বাবুল জান্নাত)। আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা কেরাম (রাঃ) জানতেন, শুধু পারলৌকিক জীবনেই তাদেরকে 'জান্নাত' (বাগান) এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এমন নয়, বরং ইহজীবনেও দেয়া হয়েছিল। তারা এও জানতেন, ইহজগতে জান্নাতের অর্থ সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমি বা দেশকে বুঝায় যা এক সময় পারস্য এবং রোম সম্রাটগণের শাসনাধীনে ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে মুসলিম সৈন্য বাহিনী দুই সীমান্তে যুদ্ধ করেছিল -মেসোপটেমিয়া এবং সিরীয়া সীমান্তে এবং যখন কয়েকজন আরব সর্দার তাঁর (হযরত উমর) নিকট নিজেদেরকে খেদমতের জন্য পেশ করেছিল তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'দুটি প্রতিশ্রুত দেশ' (মেসোপটেমিয়া অথবা সিরিয়া) এর কোন্‌টিতে যাওয়া তারা পছন্দ করে। ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল তখন, যখন হযরত উমর (রাঃ) সুরাক্বাহ্- বিন- মালিককে স্বর্ণ বলয় পরিধান করতে আদেশ দান করেছিলেন, যা ইরানের বাদশাহ্‌গণ বিশেষ রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতে পরিধান করতেন।

১৯৪৩। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সময়ের বহু পূর্ব থেকেই কা'বা ঘরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, কা'বা ঘর হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এটাই প্রথম উপাসনালয় যা এই পৃথিবীর বুকে নির্মিত হয়েছিল (৩ঃ৯৭)। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর যুগ পর্যন্ত কালের আবর্তনে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ ওহীর দ্বারা তাঁর নিকট

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৯৪৩-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٧﴾

'কারো সাথে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং [ক]আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখ, যারা এতে তাওয়াফ[১৯৪৪] করবে, (নামাযে) দাঁড়াবে, রুকূ করবে, সিজদা করবে[১৯৪৫]।'

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٨﴾

২৮। [খ]'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও[১৯৪৬]। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে এবং প্রত্যেক এমন বাহনেও (আসবে) যা দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির দরুন জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। এগুলো দূরদূরান্ত থেকে গভীর (গর্ত হয়ে যাওয়া) রাস্তা দিয়ে আসবে,

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾

২৯। যেন [গ]তারা (সেখানে) তাদের কল্যাণসমূহ[১৯৪৭] প্রত্যক্ষ করে এবং যে রিয্‌ক তিনি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মাধ্যমে তাদের দান করেছেন এ (অনুগ্রহের) জন্য তারা যেন [ঘ]নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। সুতরাং এ থেকে তোমরা (নিজেরাও) খাও এবং দুর্গত ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী অভাবীদেরও খাওয়াও।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٠﴾

৩০। এরপর তারা যেন নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন এ গৃহটির তাওয়াফ করে[১৯৪৮]।'

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১২৬ খ. ২ঃ১৯৮; ৩ঃ৯৮ গ. ২ঃ১৯৯; ৫ঃ৩ ঘ. ২ঃ২০৪।

এর স্থান প্রকাশ করলে তিনি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) যিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর পূর্ব-পুরুষ, এই ঘর পুনর্নিমাণ করেছিলেন। আরো দেখুন টীকা ১৪৬।

১৯৪৩-ক। কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে কা'বার উল্লেখ রয়েছে যেমন 'আমার গৃহ' (২ঃ১২৬এবং ২২ঃ২৭); 'পবিত্র গৃহ' (১৪ঃ৩৮); 'সম্মানিত মসজিদ' (২ঃ১৫১); 'এই গৃহ' (২ঃ১২৮;১৫৯;৩ঃ৯৮;৮ঃ৩৬;ঃ৭); 'প্রাচীন গৃহ' (ঃ৩০,৩৪); এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের (৫ঃ৫)। এই সমস্ত পৃথক পৃথক আখ্যা কা'বার বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে এটি মানবজাতির জন্য উপাসনার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র।

১৯৪৪। এই সূরার মূল বিষয় বস্তু হলো 'হজ্জ'এবং তফসীরাধীন আয়াত হজ্জের ব্যাপারে ভূমিকার কাজ করেছে। হজ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কা'বাগৃহ বা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা। অতএব কা'বার পবিত্রতা এবং গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হজ্জের বিষয়ে এক যথার্থ ভূমিকা।

১৯৪৫। 'আমার গৃহকে পবিত্র রাখ' উক্তি আদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রকাশ করে। আদেশটি হলো কা'বা ঘর মূর্তিপূজার মাধ্যমে কলুষিত না করা। কেননা এটি নির্মিত হয়েছিল এক-অদ্বিতীয় সত্য খোদার উপাসনার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে উক্ত আদেশ অমান্য করা হবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হবে, কিন্তু পরিণামে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা হবে।

১৯৪৬। হজ্জ যাত্রার প্রবর্তন 'আবুল আম্বিয়া' হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সময়ে শুরু হয়েছিল। তা প্রতীয়মান হয় এই কথা দ্বারাঃ 'তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও'। কোন কোন খৃষ্টান লেখকের ধারণা, হজ্জ্‌ হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আরবদের প্রতিমা উপাসকদেরকে বশীভূত করবার জন্য ইসলামে প্রতিমা পূজা-ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে আরম্ভ করে হজ্জ-ব্রত অব্যাহতভাবে চলে আসছে। দূর-দূরান্তের দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মক্কাতে এই সমাবেশ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার অখন্ডনীয় সত্যতা বহন করে।

১৯৪৭। একজন মুসলমানের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ছাড়াও হজ্জ-ব্রত সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এটা বিভিন্ন জাতির মুসলমানদেরকে এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা বৎসরে একবার মক্কায় একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক গুরুত্বহ বিষয়াদির উপর মত বিনিময় করতে পারে, পুরাতনকে নবায়ন এবং নূতন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তারা অন্যান্য দেশের মুসলিম ভাইদের সম্মুখে আপন আপন সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বা করার সুযোগ লাভ করে, একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করবার উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের কেন্দ্র মক্কার হজ্জ মুসলিম বিশ্বের জন্য জাতিসংঘ সংস্থারূপে কাজ করতে পারে।

১৯৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩১। এটাই (আল্লাহ্‌র আদেশ)। আর ক-যে-ই সেইসব বস্তুর সম্মান করবে যেগুলোকে আল্লাহ্ মর্যাদা দান করেছেন সেক্ষেত্রে তা হবে তার জন্য তার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে উত্তম। আর খ-তোমাদের জন্য গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে কেবল তা বাদে যা তোমাদের জন্য (কুরআনে হারাম বলে) বর্ণিত হয়েছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর,

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣١﴾

৩২। আল্লাহ্‌র প্রতি সদা বিনত থেকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করে। আর যে-ই আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করবে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। সেক্ষেত্রে হয়তো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় ছুঁড়ে ফেলবে[১৯৪৯]।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এটাই (গুরুত্বপূর্ণ কথা)। আর গ-যে-ই আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের সম্মান করবে, নিশ্চয় (তার এ কাজকে) অন্তরের তাক্‌ওয়া বলে গণ্য করা হবে[১৯৫০]।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ৩ খ. ৫ঃ২; ৬ঃ১৪৬ গ. ২ঃ১৫৯।

১৯৪৮। 'আল্ বায়তুল আতীক' এর অর্থ উন্মুক্ত, পরমোৎকৃষ্ট এবং অতি প্রাচীন গৃহ (লেইন)। 'উন্মুক্ত' বিশেষণে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে কোন বিরোধী শক্তিই একে জয় করতে সক্ষম হবে না। সর্বদাই এই গৃহ মুক্ত থাকবে। গুণবাচক উক্তি 'পরমোৎকৃষ্ট' এর মর্ম হলো, পৃথিবীতে কা'বা শরীফ সর্বকালেই এক সম্মানজনক স্থান দখল করে থাকবে। পৃথিবীতে প্রাচীনতম ইবাদত গৃহ এই 'কা'বা'এর সত্যতার দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় কুরআনের অন্য একটি আয়াতে (৩ঃ৯৭)। এর অস্তিত্ব বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার রৌদ্র-দগ্ধ, ধূসর ও অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করতে এনেছিলেন (১৪ঃ৩৮)। কারো কারো বিশ্বাসমতে হযরত নূহ (আঃ) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করেছিলেন (তাবারী- এনসাইক অব ইসলামে উদ্ধৃত)। প্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত ইতহাসবিদরাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, স্মরণাতীত কাল থেকে কা'বা পবিত্র বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বর্তমানে হিজায নামে খ্যাত এই অঞ্চল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ডিওডরাস সিকুলাস (Deodorus Siculus) বলেছেনঃ এই দেশের এই স্থানে সমগ্র আরববাসী কর্তৃক অতি পবিত্র বিবেচিত এক উপাসনালয় আছে, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে চতুর্দিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা দলে দলে ভীড় জমায়। স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, এই কথাগুলো নিশ্চয় মক্কার পবিত্র গৃহটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কেননা আরবের সার্বজনীন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দাবী করে এমন অন্য কোন কিছু আছে বলে আমরা জানতে পারি না। ---- আরব জাতির ঐতিহ্য আরবের সকল অঞ্চল থেকে হজ্জ যাত্রীর দৃশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে কা'বার চিত্রই মূর্ত হয়ে ওঠে। ----এত বেশী ব্যাপক একটি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অবশ্যই এক অতি প্রাচীন যুগে শুরু হয়ে চলে এসেছে (Muir, P.C. iii)। এতে প্রতিপন্ন হয়, কা'বা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) কৃর্তক নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে সর্বনাশা প্লাবনে এটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের সহায়তায় একে পুনর্নির্মাণ করেন।

১৯৪৯। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা হচ্ছে মানুষ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পৃথিবী, মহাসাগর, পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি সবই মানবের সেবার জন্য সৃজন করা হয়েছে। মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণের এত উচ্চ মার্গে উঠতে পারে যে তার ব্যক্তি-সত্তায় ঐশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হতে পারে। অতএব যদি অচেতন বস্তুর উপাসনা করার মত অমর্যাদাকর অবস্থায় সে নিজেকে নামিয়ে ফেলে তাহলে সে আধ্যাত্মিক মহত্বের উচ্চ মার্গ হতে নৈতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক অসম্মানের অতল তলে পতিত হয়।

১৯৫০। ইসলামের সকল আদেশ ও অধ্যাদেশের মৌলিক উদ্দেশ্যে হচ্ছে, বারংবার আবৃত্তির মাধ্যমে অন্তরে ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার ধারণা জন্মিয়ে দেয়া। এটাই তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম। ইসলামী ইবাদতের সকল নিয়ম-প্রণালী হলো মাত্র উপকরণস্বরূপ, যেগুলো উক্ত চরম লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

৩৪। এ (কুরবানীর পশু)গুলোর মাঝে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য উপকার[১৯৫১] রয়েছে। [ক]এরপর এগুলোকে প্রাচীন গৃহ (কা'বা) পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।

৪
[৮]
১১

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর একটা নিয়মপদ্ধতি[১৯৫২] নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন [খ]তারা সেইসব গবাদি পশুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদের দান করেছেন। [গ]অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই[১৯৫৩]। সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর। আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾

★৩৬। [ঘ]যাদের হৃদয় সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় এবং যারা দুঃখকষ্টে পড়লে ধৈর্য ধরে, নামায কায়েম করে এবং যা-ই আমরা তাদের দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৯৭; ৪৮ঃ২৬ খ. ৫ঃ৫; ৬ঃ১১৯ গ. ৫ঃ৭৪; ১৬ঃ২৩; ৩৭ঃ৫ ঘ. ২৩ঃ৬১।

১৯৫১। কুরবানীর উদ্দেশ্যে যে সকল পশু মক্কাতে আমদানী করা হয় সেগুলোকে আরোহণের জন্যে বাহনরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ভার বহনের কাজে অথবা কুরবানী করার পূর্বে তাদের দুধ ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেও সেগুলো লাগতে পারে।

১৯৫২। 'নাসাকা লিল্লাহে'অর্থ সে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অবিরাম সৎকর্ম করেছিল। 'মানসাকা' শব্দের অর্থ ত্যাগের পদ্ধতি বা নিয়ম-প্রণালী, যে স্থানে এরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় (আকরাব)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়বস্তু সূচিত হয়েছে (তিনটি মূল বিষয়বস্তুর একটি যার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করেছে)। অপর দুটি হলো হজ্জ্ এবং জেহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্ন করে, কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামেই সীমাবদ্ধ নয়, সকল ধর্মেই সার্বজনীন। কারণ এ এক অভিন্ন ঐশী সূত্র থেকে উদ্ভূত। আয়াতে আরো প্রমাণিত হয়, এ ছিল পশুরই কুরবানী যা আদিকাল থেকেই সকল ধর্মের অনুসারীদের উপর নির্দেশ করা হয়েছিল। মানুষ বলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন। এতদৃষ্টে মূল শব্দ 'নাসাকা' বিভিন্ন অর্থে (লেইন) প্রকৃত ও অকৃত্রিম কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীঃ (ক) এটি স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত, (খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং (গ) এটি পার্থিব বিবেচনাপ্রসূত কুরবানী হলে চলবে না।

১৯৫৩। আয়াতটি দু' প্রকার অর্থ বহন করে ঃ (১) কুরবানীর নিয়ম-প্রণালী সর্ব ধর্মে সার্বজনীন, যদিও তা একে অপর থেকে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক থেকে বহুবহু ব্যবধানে পৃথক পৃথক। এই বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে, আদিতে তারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস থেকে উদ্ভূত এবং সকল জাতির খোদা এক ও অভিন্ন খোদা, (২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উচ্চাভিলাস, আমাদের সর্বপ্রকার ধারণা , কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ্ তাআলার জন্য ত্যাগ করে তাঁর তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং তা ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয় অথবা কারো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নয়, বরং আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহর পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা।

أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। যারা ঈমান এনেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সুরক্ষা করেন[১৯৫৬]। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক (ও) অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

রুকু ৫ [৫] ৮/১২

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাক্ওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাক্ওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন– আমাদের পার্থিব সহায় সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

১৯৫৬। এই আয়াত দ্বারা জেহাদ সম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থাপনা আরম্ভ হয়েছে। কুরবানীর বিষয়বস্তু জেহাদের সাথে অতি গুরত্বপূর্ণ ভাবে জড়িত। তাই এখানে কুরবাণীর বিষয়টিকে ভূমিকারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পূর্বাহ্নে কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছিল। এই আয়াত ইসলাম ধর্মে জেহাদের ধারণাকে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করেছে। আয়াত প্রতিপন্ন করে যে জেহাদ হচ্ছে সত্যের জন্য যুদ্ধ করা। কিন্তু কার্যত ইসলাম ধর্ম আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। পক্ষান্তরে কারো সম্মান, দেশ বা ঈমান রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে ইসলাম সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। মানুষ আল্লাহ্ তাআলার মহোত্তম সৃষ্টি। সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং শেষ পরিণতি। মর্তলোকে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সেরা (২ঃ৩১)। এটাই ইসলাম ধর্মে মানবের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক, ধর্ম মানুষকে এই রূপ উচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে, তা সঙ্গতরূপেই মানব জীবনের প্রতি মহান গুরুত্ব এবং পবিত্রতা সংযুক্ত করেছে। কুরআন করীমের মতে, সব কিছুর মধ্যে মানবের জীবন সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং সম্মানিত। কুরআন করীমে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত পরিস্থিতির অধীন ছাড়া জীবন হরণ করা বা পবিত্রকে অপবিত্র করা নিষিদ্ধ (৫ঃ৩৩;১৭ঃ৩৪)। এটা মানুষের অমূল্য সম্পদ। এটাই সম্ভবত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান। মানব জীবনের সঙ্গে কুরআন সর্বোচ্চ পবিত্রতা সংযোজন করেছে। তাই কুরআন মানুষের অমূল্য অধিকার , নৈতিক চেতনা বা নীতিবোধের স্বীকৃতি প্রদানে এবং এর পবিত্রতা এবং অলংঘনীয়তা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হতে পারে না। এই অমূল্য অধিকার সংরক্ষণ করার জন্যই মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

৪০। যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে[১৯৫৭]। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক'[১৯৫৮]। [ক]আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর এক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্নাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হতো) যেখানে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়[১৯৫৯]। [খ]আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫২ খ. ৪৭ঃ৮।

১৯৫৭। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে একমত যে এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে আত্ম-রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এই আয়াত নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, অবস্থা বিশেষে মুসলমান আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের পাশাপাশি তা ঘোষণা করেছে, কি কারণে অস্ত্রহীন জাগতিক উপায় উপকরণ বিহীন অল্প সংখ্যক মুসলমান আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মক্কার জীবনে অনেক বৎসর অনবরত কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর মদীনায় হিজরত করলো। সেখানেও শত্রু তীব্র ঘৃণায় তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদেরকে হয়রানি ও ব্যতিব্যস্ত করেছিল। এই আয়াতে প্রথম কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, তারা নির্যাতিত হয়েছিল।

১৯৫৮। এই আয়াত দ্বিতীয় যে কারণ উত্থাপন করেছে তাহলো মুসলমানরা কোন ন্যায়সম্মত ও বৈধ কারণ ছাড়াই তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বৎসরের পর বৎসর মক্কায় মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছিল, তারপর তারা সেস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং মদীনায় হিজরতের পরে সেখানেও শান্তিতে থাকতে পারলো না। মদীনার চারিদিকের আরব উপজাতিগুলোর সমন্বিত আক্রমণ দ্বারা ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা হলো। কুরায়শরা কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ায় তাদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং মদীনাও তখন ছিল বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। নবী করীম (সাঃ) এর দেশত্যাগের ফলে ঐক্যবদ্ধ ইহুদীদের বিরোধিতা হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা নিজেদের জীবন, ঈমান এবং রসূল (সাঃ)কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন মানুষের যদি কখনো যুদ্ধ করার যথার্থতা ও ন্যায়সম্মত কোন কারণ থেকে থাকে, তা সর্বাংশেই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা কেরামের (রাঃ)। তথাপি ইসলামের অযৌক্তিক সমালোচনাকারীরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ দ্বারা জবরদস্তিপূর্বক অনিচ্ছুক মানুষের উপর তাঁর (সাঃ) ধর্মের বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

১৯৫৯। মুসলমানরা কেন যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, এই যুক্তি প্রদর্শন করার পর তফসীরাধীন আয়াত ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। উদ্দেশ্য কখনো এরূপ ছিল না যে অপর জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করে বিদেশী শক্তির গোলামী করতে বাধ্য করা। এটা না ছিল বাজার আবিষ্কার করা, না নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা, যেরূপ পশ্চিমা শক্তিগুলো করে থাকে। এ ছিল আত্মরক্ষার জন্য এবং ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ এবং বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধ। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের স্থানগুলোকে রক্ষা করা যথা, গীর্জা, সিনাগগ , মন্দির, মঠ বা আশ্রম ইত্যাদি (২ঃ১৯৪;২ঃ২৫৭;৮ঃ৪০ এবং ৮ঃ৭৩)। কাজেই ইসলামে যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সর্বদাই ভবিষ্যতেও থাকবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইবাদতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিনা কারণে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ, সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যুদ্ধ করা। যুদ্ধ করার জন্য এর চেয়ে অধিকতর সঙ্গত উদ্দেশ্য আর কিছু হতে পারে কি ?

৪২। এরা (অর্থাৎ মুহাজিররা) সেইসব লোক, যাদের আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে[১৯৬০]। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই হাতে।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۲﴾

৪৩। [ক]আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (জেনে রেখো) তাদের পূর্বে অবশ্যই নূহের জাতি, আদ ও সামূদ(ও) (নবীদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْدُ ﴿۴۳﴾

৪৪। আর ইব্‌রাহীমের জাতি এবং লূতের জাতিও

وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوْطٍ ﴿۴۴﴾

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীরাও (তা-ই করেছিল)। আর মূসাকেও মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু আমি অস্বীকারকারীদের কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদের ধরেছিলাম। সুতরাং কত (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

وَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَ كُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۵﴾

৪৬। [খ]আর কত জনপদই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে সেগুলো (আজও বিধ্বস্ত অবস্থায়) নিজেদের ছাদের ওপর পড়ে রয়েছে। আর কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ, সুদৃঢ় প্রাসাদও (আমরা ধ্বংস করেছি)!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿۴۶﴾

৪৭। অতএব [গ]তারা কি পৃথিবীতে ঘুরে দেখে না যাতে তাদের সেই হৃদয় লাভ হয় যা দিয়ে তারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় অথবা সেই কান লাভ হয় যা দিয়ে তারা শুনতে পায়? আসলে চোখ অন্ধ হয় না, বরং বক্ষে অবস্থিত হৃদয়ই অন্ধ হয়ে থাকে[১৯৬১]।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿۴۷﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৫; ৩৫ঃ২৬; ৪০ঃ৬; ৫৪ঃ১০ খ. ৭ঃ৫; ২১ঃ১২; ২৮ঃ৫৯; ৬৫ঃ৯-১০ গ. ১২ঃ১১০; ৩০ঃ১০; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ২২; ৪৭ঃ১১।

১৯৬০। এই আয়াতে মুসলমানদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে তখন তা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সমীচীন হবে না, বরং দরিদ্র ও অবহেলিত লোকদের ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যগুলোতে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উক্ত ক্ষমতা নিয়েজিত করতে হবে এবং ইবাদত বা উপাসনার স্থানসমূহকে রক্ষা করা ও সম্মান করা তাদের কর্তব্য হবে।

১৯৬১। এই আয়াতে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত এই প্রকারে মৃত, অন্ধ এবং বধির বলতে ঐ সকল লোককে বুঝিয়েছে যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, অন্ধ এবং বধির।

৪৮। ক.আর তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন না। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এমন দিনও আছে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর[১৯৬১-ক]।

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৯। আর কত জনপদকেই আমি অবকাশ দিয়েছি, অথচ তারা যালেম ছিল। এরপর আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং আমারই দিকে (সবাইকে) ফিরে আসতে হবে।

৬ [১০] ১৩

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۴۹﴾

৫০। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! খ.আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾

৫১। সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে গ.তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫২। আর ঘ.যারা আমাদের নিদর্শনাবলী ব্যর্থ করার চেষ্টায় অনেক ছুটাছুটি করেছে তারাই (হবে) জাহান্নামের অধিবাসী।

وَ الَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۵۲﴾

৫৩। আর আমরা তোমার পূর্বে যখনই কোন রসূল ও নবী পাঠিয়েছি সে যখনই কোন (কিছুর) ইচ্ছা করেছে তখনই শয়তান তার ইচ্ছার পথে (বাধা) সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শয়তানের[১৯৬২] সৃষ্ট (বাধা) আল্লাহ্ দূর করে দেন। এরপর তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۳﴾

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ২০৫; ২৭ঃ৫২; ২৯ঃ৫৪-৫৫; ৩৭ঃ১৭৭; ৫১ঃ১৫ খ. ২৬ঃ১১৬; ২৯ঃ৫১; ৫১ঃ৫১; ৬৭ঃ২৭ গ. ৮ঃ৭৫; ২৪ঃ২৭; ৩৪ঃ৫ ঘ. ৩৪ঃ৬, ৩৯।

১৯৬১-ক। বর্ণিত আছে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী এর সর্বোত্তম সময় তারপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে এবং এক অন্ধকার যুদ্ধের বাতাস বইতে আরম্ভ করবে যা এক হাজার বৎসর কাল ব্যাপি চলতে থাকবে (তিরমিযী)। উক্ত এক হাজার বৎসর সময় একদিনের অনুরূপ বলা হয়েছে (৩২ঃ৬)। এই সময়ের মধ্যে নীল চক্ষুবিশিষ্ট এক জাতির উত্থান হবে এবং তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে (২০ঃ১০৩-১০৪) । তারাই নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোকরূপে চিত্রায়িত হয়েছে যারা জাগতিক গৌরব ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে অতিশয় আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য সহকারে নবী করীম (সাঃ)কে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। তাঁর ঘোষণাকৃত শাস্তি যেন শীঘ্র নেমে আসে তা কামনা করছি, যা তাদেরকে নির্ধারিত এবং প্রতিশ্রুত সময়ে পাকড়াও করবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

১৯৬২। পক্ষপাতদুষ্ট খৃষ্টান লেখক এই আয়াতের স্বেচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিকৃত অর্থ করেছে। তারা বলে, মক্কায় একদিন নবী করীম (সাঃ) সূরা আন্ নজমের ২০ এবং ২১ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, "এখন তোমরা আমাকে লাত' এবং উয্‌যা'র অবস্থা শুনাও, এবং আরো একটি তৃতীয় মানাতের অবস্থাও শুনাও" তখন শয়তান তাঁর জিহ্‌বাতে -'তিল্‌কাল্ গারানী কাল উলা, ওয়া ইন্না শাফায়াতাহুন্না লাতুর তাজা' (এরা গৌরবময় দেবী এবং এদের শাফায়াত বা সুপারিশ আশা করা যায়) শব্দগুলো ঢেলে দিয়েছিল। তারা এটাকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিচ্যুতি বা 'প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ' বলে অভিহিত করেছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) কখনো প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ করেননি। কখনই কোন বিচ্যুতি তাঁর পক্ষে ঘটেনি। এই অভিযোগ স্রেফ কল্পিত। এই

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৪। (এর কারণ হলো,) তিনি যেন শয়তানের (পক্ষ থেকে) সৃষ্ট (প্রতিবন্ধকতাকে) সেইসব লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি[১৯৬৩] আছে এবং যাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে। আর নিশ্চয় যালেমরা চরম বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত (রয়েছে)।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۙ﴿۵۴﴾

৫৫। আর (এর আরো কারণ হলো), ক.যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ কুরআন) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। অতএব তারা যেন এতে ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি তাদের হৃদয় বিনত হয়। আর আল্লাহ্ সরলসুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় মু'মিনদের পরিচালিত করে থাকেন।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৬। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা এ (কুরআন) সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত খ.সন্দেহে পড়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত[১৯৬৪] তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে না পড়বে, অথবা এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আযাব তাদের ধরে না ফেলবে[১৯৬৫]।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۶﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২০; ৩৪ঃ৭; ৩৫ঃ৩২; ৪৭ঃ৩; ৫৬ঃ৯৬ খ. ১১ঃ৪৮।

সমালোচকরা সর্বদা নবী করীম (সঃ) এর দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যখন কিছু পাওয়া যায় না তখন তারা একটা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাঁর প্রতি আরোপ করে। এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াত (৫৩ঃ২০,২১) এর ব্যাখ্যায় করবো। এখানে শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে, সমস্ত কাহিনীটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা দ্বারা যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সর্বসম্মত মতে সূরা নজম আঁ হুযূর (সাঃ) এর প্রতি নবুওয়তের পঞ্চম বৎসরে অবতীর্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সূরা মদীনায় নবুওয়তের এয়োদশ বৎসরে অথবা হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে অবতীর্ন হয়েছিল। এটা কল্পনাতীত ব্যাপার যে আল্লাহ্ তাআলাকে বর্তমান সূরার মধ্যে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করার জন্য আট বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অধিকন্তু কুরআনের সকল বিজ্ঞ তফসীরকার কর্তৃক এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এ ছাড়া আয়াতের কোন শব্দে এরূপ কিছুই নেই যার কারণেএকটা ডাহা মিথ্যার আবশ্যক হতে পারে। আয়াতের অর্থ একেবারেই সুস্পষ্ট। এই আয়াতের অভিপ্রায় হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ তাআলার নবী-রসূল তাঁর লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন অর্থাৎ যখনই তিনি সত্যের বাণী প্রচার করেন এবং আকাংখা করেন যে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ যেন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই শয়তানী শক্তিতে পরিচালিত লোকেরা তাঁর পথে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সত্যের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। এরা তাঁর মিশন বা প্রচার কার্যকে ব্যর্থ দেখতে চায়। কিন্তু তারা কখনো ঐশী-পরিকল্পনাকে ব্যাহত করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার বাধা দূর করে দেন এবং সত্যকে প্রাধান্য দিয়ে বিজয়ী করেন। এ ছাড়া শয়তানের পক্ষ এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে সে কুরআনের পবিত্র ওহীতে দখল দিতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং একে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ থেকে হেফাযত ও সরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন (১৫ঃ১০;৭২ঃ২৭-২৯)। এমনকি খৃষ্টান পন্ডিতগণও কুরআনের এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৬৩। আমরা পূর্ববর্তী আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি তা এই আয়াতও সমর্থন করে। ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী যা কতিপয় নির্বোধ ব্যাখ্যাকারী উক্ত আয়াত সম্পর্কে জালিয়াতি করার দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিল, তা ন্যায়নিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই আয়াতের অভিপ্রায় হচ্ছে, শয়তানী চরিত্রের লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণের মিশন প্রচারে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তারা এরূপ লোক যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারাই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এরূপ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন এবং প্রাথমিক ও স্বল্প-স্থায়ী বাধা- বিপত্তির পরে সত্য নিয়মিত গতিতে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৭। ক·সেদিন আধিপত্য হবে একমাত্র আল্লাহ্রই[১৯৬৬]। তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। সুতরাং খ·যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে থাকবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۵۷﴾

৫৮। আর গ·যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্যই লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

৭ [৯] ১৪

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۵۸﴾

৫৯। ঘ·আর যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে, এরপর তারা নিহত হয় অথবা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়[১৯৬৭] নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর রিয্কদাতাদের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বোত্তম।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۵۹﴾

৬০। তিনি অবশ্যই এমন স্থানে তাদের প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾

৬১। এটা এভাবেই (হবে)। আর যে ব্যক্তি সেই পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে,যে পরিমান কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন[১৯৬৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿۶۱﴾

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ২৭ খ. ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪; ১৮ঃ৩১; ৩০ঃ১৬; ৬৮ঃ৩৫; ৭৮ঃ৩২-৩৭ গ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭; ৩০ঃ১৭; ৫৭ঃ২০; ৬৪ঃ১১; ৭৮ঃ২২-২৭ ঘ. ৩ঃ১৯৬; ৮ঃ৭৫; ৯ঃ২০-২২; ১৬ঃ৪২।

১৯৬৪। '(ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত' শব্দগুলো দ্বারা ইসলামের শেষ বিজয়কে বুঝায়। এর অর্থ মক্কা বিজয়ও হতে পরে, যে সময়ে অবিশ্বাসী কুরায়শদের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। এই পতন অকস্মাৎ ঘটেছিল। মুসলমান সৈন্য-বাহিনীর মক্কা শহরের দ্বার দেশে এসে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্তেও কুরায়শরা তাদের আগমন সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারেনি।

১৯৬৫। 'ইমরাআতুন আক্বীমুন' এর অর্থ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। 'ইয়াওমিন আক্বীমিন' অর্থ বিষাদপূর্ণ দিবস, এক ধ্বংসাত্মক দিবস, কঠিন যুদ্ধের দিবস। বলা হয়ে থাকে, বহু নারী এই যুদ্ধে তাদের পুত্রদেরকে হারিয়ে 'আক্বীম' (বন্ধ্যা) হয়ে গিয়েছিল (মুফরাদাত, লেইন)।

১৯৬৬। সাধারণ প্রয়োগ ছাড়াও এই আয়াত বিশেষভাবে মক্কার পতন সম্পর্কে প্রযোজ্য। সেদিন আরবে আল্লাহ্ তাআলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিমা-উপাসনা তাদের শক্তির কেন্দ্র থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিল এবং আল্লাহ্র পবিত্র সিদ্ধান্ত এই শব্দগুলোতে উচ্চারিত হয়েছিল 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়' (১৭ঃ৮২)।

১৯৬৭। যারা আল্লাহ্ তাআলার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী এবং সমস্ত প্রিয় বিষয়াদি ত্যাগ করে তাঁরই পথে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁরই জন্য নিত্য দিন কার্যে ব্যাপৃত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তারা ঐ সকল লোকের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্য যারা প্রকৃতই আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অভ্রান্ত জ্ঞানে তাদের জীবনকে ধরে রাখেন। এটাই হলো, 'অথবা মারা যাওয়ার' মর্মার্থ।

১৯৬৮। এই আয়াত দ্বৈত অর্থবোধক। এতে মুসলমানদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও নিহিত রয়েছে। প্রথমোক্ত অর্থের অভিপ্রায় হলো,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬২। (শাস্তি ও পুরস্কারের) এ (বিধান রাখার) কারণ হলো, (এ কথা সাব্যস্ত করা), [ক]আল্লাহ্‌ই রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান[১৯৬৯]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝٦٢

৬৩। এটা এভাবেই (হয়ে থাকে), কেননা [খ]আল্লাহ্‌ই চিরসত্য এবং তাঁকে ছাড়া তারা যাকে ডাকে সেটা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই অতি উঁচু (ও) অতি মহান।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝٦٣

★৬৪। তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় [গ]আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন যার ফলে পৃথিবী সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে?[১৯৭০] নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি সূক্ষ্মদর্শী (ও) সর্বজ্ঞ।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝٦٤

৮ [৭] ১৫ ৬৫। [ঘ]আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসার অধিকারী।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦٥ ع

★৬৬। তুমি কি দেখনি, [ঙ]পৃথিবীতে যা-ই আছে সেগুলোকে এবং তাঁরই আদেশে সাগরে ভেসে বেড়ানো জলযানগুলোকে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন? আর জ্যোতিষ্কমন্ডলী যেন তাঁর অনুমতি★ ছাড়া পৃথিবীতে পড়ে না যায় তা থেকে তিনি সেগুলোকে বিরত রেখেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٦٦

৬৭। [চ]আর তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন (এবং) আবার তিনি তোমাদের জীবিত করবেন[১৯৭১]। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝٦٧

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২৮; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪; ৫৭ঃ৭ খ. ২০ঃ১১৫; ২৩ঃ১১৭; ২৪ঃ২৬ গ. ২২ঃ৬; ৩০ঃ৫১; ৩৫ঃ২৮; ৩৯ঃ২২; ৪৫ঃ৬ ঘ. ২ঃ২৫৮; ১০ঃ৫৬; ৩১ঃ২৭ ঙ. ১৬ঃ১৫ চ. ২ঃ২৯; ১৬ঃ৭১; ৩০ঃ৪১; ৪০ঃ৬৯।

মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করা হয়েছে। মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই প্রতিশোধ গ্রহণে ন্যায়ের সীমাতিক্রম করা উচিত হবে না। শত্রুর ক্ষতিসাধন এতটুকু করতে পারবে যতটুকু ক্ষতি তাদের করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ মতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তারা শত্রুদেরকে নিজ শক্তির অধীনে পাবে, কিন্তু যতটুকু আঘাত তারা পেয়েছিল ততটুকু আঘাত করা ন্যায়-সঙ্গত হবে। তবে উত্তম হবে যদি তারা তাদের সফলতা ও বিজয়ের মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তাআলার পবিত্র করুণা ও ক্ষমাশীলতার গুণের অনুকরণে পরাজিত শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

১৯৬৯। 'নাহারুন' (দিবস) শব্দ এই আয়াতে ক্ষমতা ও উন্নতি বুঝায় এবং 'লায়ল' (রাত্রি) শব্দ অধোগতি ও অধঃপতনের মধ্যে জাতির শক্তিহীনতার অর্থ প্রকাশক। আয়াতের এই আলংকারিক ব্যবহার দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহের প্রতি নির্দেশ করছে যে নিদারুন দুঃখের রজনী ও নির্যাতন যার মধ্যে দিয়ে মুসলমানরা এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে যাবনিকাপাত হতে চলেছে এবং তাদের গৌরবময় ক্ষমতার দিনগুলোর প্রভাত এখন আসন্ন।

১৯৭০। এই আয়াত প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মের প্রতি কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যা তাদের চক্ষুর সম্মুখে উন্মীলিত রয়েছে। এ কথা বলার অভিপ্রায় হলো, তারা কি দেখতে পায় না, আরবের বন্ধ্যা ও উষর মরুভূমি এবং আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ভূমির উপর ঐশী রহমতের

১৯৭০ টীকার অবশিষ্টাংশ, ★চিহ্নিত টীকাটি এবং ১৯৭১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছি[১৯৭২]। তারা সে অনুযায়ী কুরবানী করে থাকে। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ বিষয়ে কোন তর্কবিতর্ক না করে। তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ডাক। নিশ্চয় তুমি হেদায়াতের সরলসুদৃঢ় পথেই রয়েছ।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾

৬৯। আর তারা তোমার সাথে তর্কবিতর্ক করলে তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। [ক]আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মাঝে সেই বিষয়ের মীমাংসা করবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করতে।'

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। তুমি কি জান না, [খ]আকাশে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন? নিশ্চয় এ (সব কিছু) এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে। নিশ্চয় এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧١﴾

৭২। [গ]আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যার সম্পর্কে তিনি কোন অকাট্য প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোন প্রকার জ্ঞানও নেই[১৯৭৩]। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٢﴾

৭৩। [ঘ]আর তাদের সামনে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীদের চেহারায় তুমি অসন্তোষ দেখে থাক। তারা সেইসব লোকের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, যারা তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়। তুমি বল, [ঙ]'আমি কি এর চেয়ে মন্দ বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবো? (তা হলো) আগুন! যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ তাদের সাথে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এটা অতি মন্দ ঠাঁই!'

৯ [৮] ১৬

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১১৪; ৪ঃ১৪২ খ. ২০ঃ৮; ২৭ঃ৬৬; ৪৯ঃ১৭ গ. ৭ঃ৭২; ১২ঃ৪১; ৫৩ঃ২৪ ঘ. ১৭ঃ৪৭; ২৩ঃ৬৭-৬৮; ৩৯ঃ৪৬; ৩৫ঃ৬১;ঙ:৫ঃ৬১।

বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে এবং তাতে নব জীবনের স্পন্দন শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র তাজা ও সবুজ গাছপালা বিরাজ করছে? অর্থাৎ দেশের সর্বত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ইসলাম গভীরভাবে আপন শিকড় গেড়ে বসেছে।

★'অনুমতি' শব্দটি সম্ভবত উল্কা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমন্ডলীর পতনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেগুলো অনবরত পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনূদিত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৭১। জীবন এবং মৃত্যুর বিস্ময়কর ব্যাপার যুগপৎ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেক মৃত্যু এক নতুন জীবনানুসরণ করে এবং প্রত্যেক মৃত্যু নিয়ে আসে এক নবজীবনের আশা। বদর এবং উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক মুসলমানের মৃত্যু আরবের সর্বত্র আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের সঞ্চার করেছিল।

১৯৭২। সকল জাতি এবং গোষ্ঠীর মধ্যেই কোন ঐশী ইবাদত পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত বাস্তব ঘটনা এই সত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

১৯৭২ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৯৭৩ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٤﴾

৭৪। হে মানবজাতি! একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন। ক-নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকছ তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই এ উদ্দেশ্যে একত্র হোক না কেন। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা তাও এর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। যে (কল্যাণ) চায় এবং যার কাছে (কল্যাণ) চাওয়া হয় তারা (উভয়ে) কতই অসহায়[১৯৭৪]।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। যেভাবে খ-আল্লাহ্‌র [১৯৭৫]কদর করা উচিত ছিল সেভাবে তারা তাঁর কদর করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমতাবান (ও) মহা পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٦﴾

★ ৭৬। আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের মাঝ থেকে এবং মানুষের মাঝ থেকেও (তাঁর) রসূলদের মনোনীত করে থাকেন★। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٧﴾

★ ৭৭। গ-তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। আর আল্লাহ্‌র দিকেই (সব) বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٨﴾ ۩

সিজদা

৭৮। হে যারা ঈমান এনেছ! ঘ-তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং ভাল কাজ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২১ খ. ৬ঃ৯২; ৩৯ঃ৬৮ গ. ২ঃ২৫৬; ২৭ঃ৬৬; ৪৯ঃ১৭ ঘ. ৩ঃ৪৪; ৪১ঃ৩৮; ৯৬ঃ২০।

সকল ধর্মমতের মধ্যে ইসলাম ধর্মই সর্বপ্রথম এই সত্য প্রকাশ ও ঘোষণা করেছে, সমগ্র জানবজাতির মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার উপাসনা শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর নিকট থেকে নবী-রসূল আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯৭৩। এই আয়াতে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ (ক) মূর্তিপূজার অনুকূলে কোন ঐশী গ্রন্থেই কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না, (খ) মানবীয় যুক্তি এবং বিবেক এর প্রতিকূলে এবং প্রতিমা উপাসকেরা এর সমর্থনে তাদের ব্যক্তিগত ও পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি দিতে পারে না এবং (গ) যুগযুগ ব্যাপি মূর্তি-পূজারী এবং বিশ্বাসীদের এই দ্বন্দ্বে মু'মিনরা নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হয়েছে। অতএব ওহী-ইলহাম, মানবীয় যুক্তি এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সমস্তই প্রতিমা উপাসনার বিপক্ষে।

১৯৭৪। তফসীরাধীন আয়াত অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের উপাস্যগুলোর শক্তিহীনতা ও অসহায়তা এবং তাদের উপাসনা করার মূর্খতাপূর্ণ বিষয়কে বিশদভাবে ব্যক্ত করেছে।

১৯৭৫। কাঠের এবং পাথরের নির্মিত প্রতিমাগুলোর উপাসনা করে পৌত্তলিকরা নিজেদেরকে এত নীচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে এই ঘটনাই প্রমাণ করে, মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শক্তি ও গুণাবলী সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে

১৯৭৫ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৯। আর তোমরা [ক]আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর, যেভাবে তাঁর জন্যে জেহাদ করা উচিত[১৯৭৬]। তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই ছিল [খ]তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ। (এর) পূর্বেও এবং এ (কুরআনেও)[১৯৭৭] তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান[১৯৭৭-ক গ]যেন এ রসূল তোমাদের সবার ওপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায় এবং যেন তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যাও। অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের প্রভু। অতএব তিনি কতই উত্তম প্রভু এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী!★

১০
[৬]
১৭

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ڏ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ ښ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৪১ খ. ২ঃ১৩৬; ১৬ঃ১২৪ গ. ২ঃ১৪৪; ১৬ঃ৯০।

বহু-ঈশ্বরবাদের বিশ্বাস এবং প্রতিমা উপাসনার ধারণা জন্ম নেয় এই অজ্ঞতা থেকে যে আল্লাহ্‌ তাআলার শক্তি এবং গুণাবলী মানুষের শক্তি ও গুণাবলীর মতই সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ।

★[এ আয়াতে এক ঐশী রীতিকে এক অটল বিধান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর রহিত হওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই। আর অটল বিধানটি হলো, আল্লাহ্‌ তাআলা ফিরিশ্‌তা ও মানুষকে সদাসর্বদা তাঁর রসূলরূপে মনোনীত করে থাকনে [হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৭৬। জেহাদ দুই প্রকারঃ (ক) জেহাদ অর্থাৎ আপন কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং (খ) সত্যের বিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও অন্তর্ভুক্ত । প্রথম শ্রেণীর জেহাদকে 'আল্‌ জিহাদ ফিল্লাহ্‌' আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য জেহাদ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জেহাদকে 'আল্‌ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্‌' আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ বলা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) প্রথমোক্ত জেহাদকে সর্বাপেক্ষা বড় জেহাদ এবং শেষোক্ত জেহাদকে সর্বপেক্ষা ছোট জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯৭৭। 'এবং এ (কুরআনেও)' এই পরোক্ষ উল্লেখ কুরআন করীমে উদ্ধৃত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সেই দোয়ার প্রতি ইশারা, যে দোয়া হচ্ছেঃ 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যও তোমার উদ্দেশ্যে একটি আত্মসমপর্ণকারী উম্মত সৃষ্টি করো' (২ঃ১২৯)।

১৯৭৭-ক। '(এর) পূর্বেও এবং এ (কুরআনেও) তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান'-এ উক্তি 'যিশাইয়তে' উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছেঃ এবং তোমাকে এক নতুন নামে ডাকা হবে, যা সদা প্রভুর মুখ আখ্যা দিবে ....

★[এ আয়াতে গভীর বিবেচ্য বিষয়টি হলো, 'মুসলিম' শব্দটিতে কারো একচ্ছত্র অধিকার নেই। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর জাতিকে 'মুসলিম' বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এরপর মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব মুসলমানের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া উল্লেখ রয়েছে এবং মুসলমানদের অন্যান্য সব জাতির তত্ত্বাবধায়ক হওয়ারও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যে অর্থে মহানবী (সা:) তাঁর যুগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঠিক তাঁরই অনুসরণ করে মুসলমানেরা অন্যান্যদের তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার অর্থ এ নয়, অন্যদের বলপূর্বক নিজেদের পছন্দের মুসলমান বানাতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সা:) তত্ত্বাবধায়ক হয়েও কখনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে বলপূর্বক মুসলমানও করেননি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ মো'মেনূন-২৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

বহু অভ্যন্তরীণ সাক্ষী-প্রমাণ পেশপূর্বক দেখানো হয় যে বর্তমান সূরাটি (সূরা আল্ মো'মেনূন) হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী-জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম সুয়ুতীর মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্য এটাই সর্বশেষ সূরা। তবে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা না হলেও এটা যে শেষ মক্কী সূরাগুলোর অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্র সমীপে প্রণত হয়ে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেননা এতেই তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রগতির গুঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। তাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের জেহাদ করতেও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যারা তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠিয়েছিল, যারা অস্ত্র ধারণ করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে এসেছিল, তাদেরকে তলোয়ার দ্বারাই প্রতিরোধ করা যায়। তাদেরকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেন তারা কুরআনের আলোকে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং এই প্রতিশ্রুতিও তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যদি তারা তাদের সেই কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করে তাহলে তারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে সাফল্য ও বিজয় দান করবেন। এই প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। তবে আলোচ্য সূরাতে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে একটি নিশ্চয়তা এভাবে দেয়া হয়েছে যে মু'মিন একটি সম্প্রদায় অবশ্যই জন্মলাভ করবে, যারা পূর্ব-বর্ণিত অবস্থা পুরাপুরি মেনে চলার ফলশ্রুতিতে অবশ্যই সফল হবে। কাজেই এই বিষয়টি যা পূর্ববর্তী সূরাতে একটি অনুমানের আকারে পেশ করা হয়েছিল তা বর্তমান সূরাতে একটি বাস্তব- ভিত্তিক সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

মু'মিনদের বিজয় ও সফলতার সময় উপস্থিত হয়েছে- এই শুভ সংবাদ দিয়ে বর্তমান সূরাটির শুরু। অতঃপর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ পরিচয় চিহ্নের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যা বস্তুত তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষতার পরিচায়ক। এই বর্ণনার পরপরই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে মানুষের সৃষ্টি-পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, বাহ্যিকভাবে প্রত্যেক মানব জন্মের শেষে যেমন মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঘটবে, তেমনি জাতি বা সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও উত্থান-পতনের ঘটনা একটি স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই একটি জাতির মধ্যে এক সময় যদিও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ঘটে, পরবর্তীতে সেই জাতির মধ্যেই পুনরায় আত্মিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং যথাসময়ে অন্য একটি জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। বস্তুত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উৎকর্ষ একে অপরের সাথে গভীর সাদৃশ্য রাখে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা সাতটি পর্যায় অতিক্রম করে পরিপূর্ণতায় ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। অতঃপর সূরাটিতে এই প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে সব কিছুই একটি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রেরিত হয় থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় এবং সেগুলো লয়প্রাপ্ত হয়। একইভাবে পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী ধর্ম-বিধানগুলো তাদের নিজ নিজ সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিল এবং কুরআন অবতীর্ন হওয়ার পর এখন সেগুলো অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কাজেই শুধু মাত্র ঐশী হওয়ার কারণেই যে কোন ধর্ম চিরকাল অবিকৃত থেকে যাবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। শুধু মাত্র পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, এর শিক্ষা শাশ্বত ও চিরন্তন এবং কেয়ামত কাল পর্যন্ত তা সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে থাকবে। তারপর সূরাটিতে মানবকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তাআলার একাধিক অনুগ্রহের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা তার পার্থিব জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তাহলো, মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যেখানে আল্লাহ্ তাআলা এত কিছুর আয়োজন করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাবার জন্য নিশ্চয় তিনি এর সমান বা ততোধিক কার্যকরী ব্যবস্থা রেখেছেন। তারপর বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য এক অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদের প্রতি বিশ্বাস এবং এই তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পৃথিবীর আদি থেকে বিভিন্ন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত নূহ (আঃ)ও এই তওহীদের বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা প্রচার করেছেন। তাঁর পরে আগত বহু ঐশী-শিক্ষকও একই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছেন। কিন্তু যারা অন্ধকারের অনুসারী তারা সব সময়ই এই সব নবী- রসূলের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। সত্য এবং মিথ্যার এই মোকাবিলায় পরিণামে মু'মিনরাই বিজয়ী হয়েছে এবং যারা নবী-রসূলদের অস্বীকারকারী ছিল তারা পরাজিত ও হতাশ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার পুণ্যবান বান্দারা তাঁদের প্রভুকে ভয় করে, তাঁর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে, আল্লাহ্র তওহীদের ব্যাপারে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী , তাঁদের সাধ্যমত তাঁরা সৎ কাজ করে এবং এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা ভীত

থাকে যে সম্ভবত তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেনি। সৎ কাজ সম্পাদনে তাঁরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। অতঃপর কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে , যদি তারা ঐশী-বাণীকে ক্রমাগত অস্বীকার করতে থাকে তবে পরিণামে তারা ঐশী শাস্তিতে নিপতিত হবে। কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না, বরং পাপাচারে তারা আরো বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় সত্য সত্যই একদিন ঐশী আযাবের সময় এসে উপস্থিত হয়। তখন তারা মিনতি করতে থাকে, অন্তত তাদের সংশোধনের জন্য একবার হলেও তাদেরকে শেষ সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে যায়। তাদের কৃত-কর্মের শেষ সীমায় তারা উপনীত হয়। তাই সেই আযাব তাদের ভোগ না করে আর উপায় থাকে না। সেই অবস্থায় তারা উপলব্ধি করে, সারা জীবন ভোগ-বিলাস সত্ত্বেও অল্প সময়ের ঐশী আযাব কতই না কষ্টকর! পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ করে সূরাটি শেষ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। মানব জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই ঐশী অনুশাসন, নবী-রসূলের মিশন, ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। কেননা একদিন তার প্রভুর সমীপে তাকে তার কৃত-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।
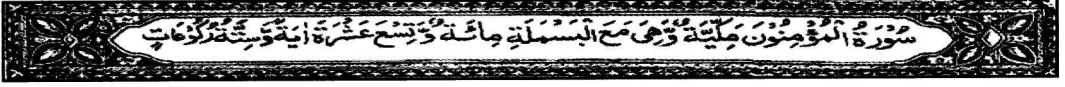
সূরা আল্ মো'মেনূন-২৩

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ

১৮শ পারা

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। মু'মিনরা নিশ্চয় সফল হয়েছে[১৯৭৮],

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٢

৩। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে[১৯৭৯]

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٣

৪। এবং [খ]যারা বৃথা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[১৯৮০]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٤

৫। এবং [গ]যারা (নিয়মিত) যাকাত[১৯৮১] দেয়

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٥

৬। এবং [ঘ]যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٦

৭। [ঙ]তবে নিজেদের স্ত্রী কিংবা নিজেদের অধিকারভুক্তদের[১৯৮১-ক] ক্ষেত্রে এটা (প্রযোজ্য) নয়। এ জন্য নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না।

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٧

৮। [চ]কিন্তু যারা এ থেকে সরে গিয়ে অন্য (কোন পথ অবলম্বন করতে) চায় তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٨

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৫ঃ৭৩ গ. ৫ঃ৫৬; ৯ঃ৭১ ঘ. ৭০ঃ৩০ ঙ. ৭০ঃ৩১ চ. ৭০ঃ৩১ চ. ৭০ঃ৩২।

১৯৭৮। এই আয়াত অতি উচ্চ স্তরের মু'মিনদের প্রতি ইশারা করছে, যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল বিশ্বাসী কেবল নাজাতই (মুক্তি) লাভ করবে না, উপরন্তু সফলতাও অর্জন করবে। কারণ নাজাত-প্রাপ্তি অপেক্ষা 'ফালাহ্' (সফলতা) অর্জন অধিকতর আধ্যাত্মিক উচ্চ স্তর বা মর্যাদা বিশেষ।

১৯৭৯। এই আয়াত থেকে সেই অভিপ্রেত অবস্থা বা পূর্ব শর্তের বর্ণনা শুরু হয়েছে যা একজন মু'মিনকে জীবনের অভিষ্ট, পরম কৃতকার্যতা লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করার পূর্বেই উক্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, যেজন্য আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অবস্থা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বহু সোপান বা স্তর রূপে বিবেচিত হতে পারে। মানবাত্মার এই সফরে প্রথম স্তর বা ধাপ হলো, একজন বিশ্বাসী সম্পূর্ণ বিনয়াবনত অবস্থায় ঐশী মহত্ত্ব ও মহিমার ভয়ে ভীত হয় এবং তার কৃত পাপের জন্য সে অনুতপ্ত হৃদয়ে তার অবনমিত ও নিরহংকার আত্মাকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি রুজু ও প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৮০। দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয় অসার দম্ভ ও চিন্তা এবং বৃথা ও মূল্যহীন কর্মকান্ড ত্যাগের মাধ্যমে। জীবন এক কঠোর বাস্তব এবং একজন মু'মিনের বা বিশ্বাসীর অবশ্যই জীবনকে এই রূপেই নেয়া উচিত। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা আবশ্যক এবং সকল অসার ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অনুসরণ বর্জন করা উচিত।

১৯৮১। চরম দুর্দশাগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য প্রদান করা, অথবা অর্থনৈতিকভাবে জাতির অনগ্রসর ভাগ্য-বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে সাহায্য করাই কেবল যাকাতের উদ্দেশ্য নয়। অধিকন্তু অর্থ এবং দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ বা জমা করাকে নিরুৎসাহিত করাও যাকাতের মহৎ উদ্দেশ্য। এইরূপে উভয়ের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করাও যাকাতের উদ্দেশ্য যার ফলে সুষ্ঠু ও সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে।

১৯৮১-ক। ৫৬১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। ক.আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ⑨

★১০। খ.এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের নামাযের তত্ত্বাবধান করে[১৯৮২],

وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑩

১১। এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী,

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ⑪

১২। গ.যারা হবে ফিরদৌসের উত্তরাধিকারী[১৯৮৩]। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ⑫

১৩। আর নিশ্চয় ঘ.আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি[১৯৮৪]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسٰنَ مِن سُلٰلَةٍ مِّن طِينٍ ⑬

১৪। এরপর ঙ.আমরা তাকে বীর্যরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে রাখলাম।

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑭

১৫। এরপর আমরা এ বীর্যকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করলাম, এরপর এ জমাট রক্তপিন্ডকে মাংসসদৃশ জমাট রক্তে পরিণত করলাম, এরপর এ মাংসসদৃশ জমাট রক্তকে হাড়গোড়ে পরিণত করলাম। এরপর এ হাড়গোড়ে আমরা মাংসের (আবরণ) পরালাম। এরপর এটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত করলাম[১৯৮৫]। অতএব যিনি সব স্রষ্টার চেয়ে উত্তম সেই এক আল্লাহ্ই আশিসের অধিকারী প্রতীয়মান হলেন।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنٰهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِينَ ⑮

দেখুন ঃ ক. ৭০ঃ৩৩ খ. ৬ঃ৯৩; ৭০ঃ৩৫ গ. ১৮ঃ১০৮; ৭০ঃ৩৬ ঘ. ৩২ঃ৮-৯ ঙ. ২২ঃ৬।

১৯৮২। এই আয়াত আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম এবং শেষ স্তর চিহ্নিত করেছে, যে স্তরে আল্লাহ্কে স্মরণ করা মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে বা অভ্যাসে পরিণত হয়, যা তার সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। এই স্তরে মু'মিন সম্মিলিত ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, জাতীর হিতাকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দেয়।

১৯৮৩। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন উল্লেখিত হয়েছে যে যেহেতু মু'মিনগণ সর্বপ্রকার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করেন সেইজন্য তাদেরকে ফিরদৌস নামক জান্নাতে বাস করতে দেয়া হবে। যে কোন বাগানের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা যেখানে বিদ্যমান (লেইন)। যেহেতু তারা তাদের জীবনের বাসনা- কামনার মৃত্যু ঘটিয়েছিল, সেই কারণে বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অমর বা চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন এবং তারা তাদের সমস্ত কিছুই লাভ করবেন (৫০ঃ৩৬)।

১৯৮৪। তফসীরাধীন সূরার প্রথম দশ আয়াতে মানবের আধ্যাত্মিক বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের উল্লেখ করার পর কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী কতিপয় আয়াতে তার দৈহিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করছে এবং এইভাবে মানষের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক জন্ম ও ক্রমবর্ধনের মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য স্থাপন করেছে। জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রযুক্তি ছাড়াও এই সূরা স্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় এই বর্ণনা দিয়েছে। জীব- বিজ্ঞান এমন কিছু আবিষ্কার করেনি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবে কুরআন মজীদের বিবৃতির বিরুদ্ধে যায়। 'আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি' এ বাক্য দ্বারা প্রাথমিক স্তর থেকে মানব সৃষ্টির প্রণালী বা প্রক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মানুষ মৃত্তিকাকারে সুপ্ত থাকে এবং পৃথিবীর অজৈব বা অসংগঠিত মৌলিক অংশ পর্যায়ক্রমে অতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের ভিতর দিয়ে জৈব প্রাণ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই স্তরে এর পর সেই এ হাড়গোড়ে আমরা মাংসের (আবরণ) পরালাম, (২৩ঃ১৫) অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থা থেকে ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১৯৮৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿۱۶﴾	১৬। এরপর ক.তোমরা অবশ্যই মারা যাবে[১৯৮৬]।
ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿۱۷﴾	১৭। খ.এরপর অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে[১৯৮৭]।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿۱۸﴾	১৮। গ.আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের ওপর সাতটি পথ বানিয়েছি[১৯৮৮]★ এবং আমরা (আমাদের) সৃষ্টি সম্বন্ধে কখনো উদাসীন নই।
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۱۹﴾	১৯। ঘ.আর আমরা আকাশ থেকে এক পরিমাপ অনুযায়ী[১৯৮৯] পানি অবতীর্ণ করি। এরপর আমরা তা পৃথিবীতে সংরক্ষিত করি এবং নিশ্চয় আমরা তা উঠিয়ে নিতেও সক্ষম।
فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۲۰﴾	২০। ঙ.এরপর আমরা এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। এগুলোতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলফলাদি (ধরে) এবং তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৩১ খ. ৩৯ঃ৩২ গ. ৭৮ঃ১৩ ঘ. ১৫ঃ২৩ ঙ. ১৬ঃ১২,৬৮; ৩৬ঃ৩৫।

১৯৮৫। 'এরপর এটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত করলাম'-এই উক্তি থেকে সুস্পষ্ট যে মানব-দেহে আত্মা বাইরে থেকে আসে না, বরং মাতৃগর্ভে ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় দেহের অভ্যন্তরেই আত্মা জন্ম লাভ করে। প্রথমে দেহ থেকে আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু মাতৃগর্ভে দেহ ক্রমবর্ধন ও পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তা দেহ থেকে যে নাজুক সত্তা নির্যাসিত করে তাকেই বলে আত্মা। যখনই আত্মা এবং দেহের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে সুসমন্বিত হয়ে যায় তখন হৃৎপিন্ড কাজ করতে আরম্ভ করে। অতঃপর আত্মা আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে এবং তখন থেকে দেহ আত্মার আবরণরূপে কাজ করতে থাকে (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী', ১৭৮৭-১৭৯০ পৃষ্ঠা)।

১৯৮৬। মানব ক্রমবর্ধনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌছে গেলে ক্রমান্বয়ে ক্ষয়-প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যার সমাপ্তি ঘটে তার মৃত্যুতে। এটা প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম যে সকল জীবনের অবসান হবে ক্ষয়, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুতে। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা চিরঞ্জীব ও চিরন্তন।

১৯৮৭। মৃত্যুর পরে মানুষকে এই উদ্দেশ্যে পুনরায় জীবিত করা হবে, যেন সে সীমাহীন পারলৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে। ইহজীবনে মানুষ যে অগ্রগতি সাধন করে থাকে তা কেবল প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। এখানে সে মাতৃগর্ভের শিশুসদৃশ। মৃত্যুর পর মানুষ এক নূতন এবং পূর্ণতর জীবনে জন্ম লাভ করে, যা সীমাহীন ক্রমোন্নতির সূচনা।

১৯৮৮। এই সূরার প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির ছয়টি স্তর সাতটিতে পরিণত হয়, যদি "ফিরদৌস" (আয়াত-১২) আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ স্তর রূপে গণনা করা হয়। অনুরূপভাবে শুক্রাণু (আয়াত-১৩) স্থাপনের পূর্ববর্তী প্রারম্ভিক স্তরকে ভ্রূণ সংক্রান্ত ক্রম-বিবর্তনের ছয়টি স্তরের সঙ্গে যদি যোগ করা হয়, এই সংখ্যাও সাতটি হয়। আয়াতের মধ্যে এইরূপ 'সাতটি পথ' এর উল্লেখ ১৩-১৫ আয়াতে বর্ণিত মানবের দৈহিক ক্রমোন্নতির সাতটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

★[এখানে মানুষের জন্য সাতটি স্বর্গীয় পথের উল্লেখ রয়েছে। সাত সংখ্যা বলতে এরূপ সংখ্যা বুঝায় যার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটানো হয়, যেভাবে প্রতি সাত দিন পর পর সপ্তাহের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। অতএব 'সাবা'আ ত্বারায়েক্ব' অর্থ হলো অগণিত স্বর্গীয় পথ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৮৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★২১। আর সিনাই[১৯৯০] পাহাড়ে (এমন) এক গাছ জন্মায়, যা থেকে তেল ও আহারকারীদের জন্য প্রচুর আচার ও চাট্নী উৎপাদিত হয়।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢١﴾

২২। [ক]আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মাঝে এক শিক্ষা রয়েছে। এগুলোর পেটে যা আছে তা থেকে আমরা তোমাদের পান করাই। (এ ছাড়াও) এগুলোতে তোমাদের জন্য আরো অনেক[১৯৯১] উপকার রয়েছে এবং এগুলোর কোন কোনটি তোমরা খেয়েও থাক

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٢﴾

১ [২৩] ১ ২৩। এবং [খ]এগুলোতে আর নৌযানেও তোমাদের চড়ানো হয়।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ ع

২৪। [গ]আর আমরা নিশ্চয় নূহ্কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। তখন সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٤﴾

★২৫। [ঘ]এতে তার জাতির যেসব প্রধান অস্বীকার করেছিল তারা বললো, 'সেতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়[১৯৯২]। সে তোমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে চায়। আর [ঙ]আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করতেন। আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে এরূপ (কিছুই) শুনিনি।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৪৩; ১৬ঃ৬; ৩৬ঃ৭২-৭৩; ৪০ঃ৮০-৮১ খ. ১৬ঃ৮-৯; ৩৬ঃ৪২-৪৩; ৪৩ঃ১৩ গ. ৭ঃ৬০; ১১ঃ২৬; ৭১ঃ২ ঘ. ৭ঃ৬১; ১১ঃ২৮; ১৭ঃ৯৫; ৩৪ঃ৪৪ ঙ. ১৭ঃ৯৬।

১৯৮৯। কীরূপে আল্লাহ্ তাআলা মানবের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন তার এক দৃষ্টান্ত তফসীরাধীন আয়াতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সকল জীবন পানির উপর নির্ভরশীল, যা বৃষ্টিরূপে এবং তুষার বা শিলারূপে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। একইভাবে ওহী-ইলহামরূপে আধ্যাত্মিক বারি বর্ষিত হয় যা ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচতে পারে না।

১৯৯০। 'সিনাই পাহাড়' শব্দটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় বাইবেলের মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি– 'সদা প্রভু সিনাই হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, পারাণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি দশ হাজার পবিত্র সঙ্গীসহ আসিলেন, তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল' (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২; এইচ এফ প্রেস কোট প্রণীত 'ওয়ানস্ টু সিনাই' দ্রষ্টব্য)।

১৯৯১। 'ইবরাহ্' (শিক্ষণীয় বিষয়) অর্থ যখন কেউ অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে পৌছে (লেইন)। শব্দটি ইন্দ্রিয়ের অগোচরে ঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য এবং এস্থলে গৃহপালিত পশুর পেটের মধ্যে সংঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাদের ভক্ষিত ঘাস-পাতাকে সুস্বাদু দুগ্ধে পরিণত করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে একজন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার মহান শক্তি সম্পর্কে এবং ঐশী নিয়মের ক্রিয়াশীলতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

১৯৯২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ٢٦

২৬। [ক]সে তো কেবল একটি মানুষ যাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। সুতরাং তার (পরিণতির) জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧

২৭। [খ]সে (অর্থাৎ নূহ্) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর। কেননা এরা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٢٨

২৮। অতএব আমরা তার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, [গ]আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা তৈরী কর। [ঘ]এরপর আমাদের আদেশ যখন এসে যাবে এবং (ভূ-পৃষ্ঠে পানির) উৎসসমূহ প্রবল বেগে নির্গত হবে তখন তুমি এ (নৌকায়) প্রত্যেক (প্রয়োজনীয় প্রাণী) থেকে জোড়া জোড়া তুলে নিও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও (তুলে নিও), কেবল তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে (আগেই) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার সাথে কোন কথা বলো না। নিশ্চয় তাদের ডুবিয়ে দেয়া হবে[১৯৯৩]।

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

২৯। [ঙ]এরপর তুমি ও তোমার সাথীরা যখন নৌকায় উঠে বসবে তখন বলো, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি অত্যাচারী জাতির (কবল) থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন।'

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٣٠

৩০। আর বলো, [চ]'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবতরণ করাও এক বরকতপূর্ণ অবতরণস্থলে এবং তুমি অবতারণকারীদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣١

৩১। [ছ]নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী। আর আমরা অবশ্যই সবসময় (মানুষের) পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٣٢

৩২। [জ]তাদের পরে পরবর্তীতে আমরা অন্য এক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি[১৯৯৪]।

দেখুন ঃ ক. ৫৪ঃ১০ খ. ২৬ঃ১১৮-১১৯; ৫৪ঃ১১ গ. ১১ঃ৩৮ ঘ. ১১ঃ৪১; ৫৪ঃ১৩-১৪; ঙ. ১১ঃ৪২; ৪৩ঃ১৪ চ. ১১ঃ৪৯ ছ. ২৯ঃ১৬ জ. ২৩ঃ৪৩; ২৫ঃ৩৯।

১৯৯২। অবিশ্বাসীরা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতায় ভুগে থাকে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে এই বলে প্রত্যাখান করে যে 'সেতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়'। কাফিররা এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে, স্মরণাতীত কাল থেকে ফিরিশ্‌তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করা হতো। হযরত নূহ (আঃ) এর যুগেও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের উপর ফিরিশ্‌তা অবতীর্ন করে দেখাবার জন্য নূহ (আঃ)কে আহ্বান জানিয়েছিল।

১৯৯৩ ও ১৯৯৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর আমরা তাদের মাঝেও তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল পাঠিয়েছিলাম। (সে বলতো,) 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে না?'

২ [১০] ২

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর এ (নুতন রসূলের) জাতির সেসব প্রধান, যারা অস্বীকার করেছিল এবং পরকালে (আল্লাহ্‌র সাথে) সাক্ষাতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং এ পার্থিব জীবনে [ক]আমরা যাদের স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলাম তারা বলেছিল, 'এতো কেবল তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমরা যা খাও [খ]সেও তা-ই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে ।

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। [গ]আর তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য করলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। [ঘ]সে কি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি দেয়, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন নিশ্চয় তোমাদের (জীবিত করে) বের করা হবে?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭। [ঙ]তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা (সত্য থেকে) দূরে, বহু দূরে[১৯৯৫]।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٨﴾

★ ৩৮। [চ]একমাত্র এখানেই আমরা জীবন যাপন করি। এখানেই আমরা মারা যাই এবং (এখানেই) বেঁচে থাকি। আর আমাদের কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এ এমনই এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলেছে এবং আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনবো না।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٤٠﴾

৪০। সে (অর্থাৎ রসূল) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর। কেননা এরা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

দেখুন ঃ ক.১৭ঃ১৭ খ. ২১ঃ৯; ২৫ঃ৮ গ. ২৩ঃ৪৮ ঘ. ১৭ঃ৫০; ৩৮ঃ৭৯; ৫০ঃ৪ ঙ. ৫০ঃ৪ চ. ৬ঃ৩০; ১৯ঃ৬৭; ৩৬ঃ৭৯; ৪৪ঃ৩৬; ৪৫ঃ২৫।

১৯৯৩। ১৩১৫ ও ১৩১৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৯৪। 'অন্য এক প্রজন্ম' দ্বারা হযরত হূদ (আঃ) এর জাতি 'আদ'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতে অন্য এক প্রজন্ম সম্পর্কে বর্ণিত অবস্থাসমূহ ৭ঃ৬৬-৭০ আয়াতগুলোতে বিবৃত 'আদ' জাতির অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৯৫। 'হায়হাতা' অর্থ কোন বিষয়কে দূরে বহু দূরে বা অস্বাভাবিক এবং হতাশাব্যঞ্জক মনে করা বুঝায়। বা'উদা জিদ্দান (এটা বা সে বহু দূরে সরে গেল), অথবা মা আব্ 'আদাহু (ইহা কত দূরে), বহু বহু দূরবর্তী হওয়ার অবস্থা প্রকাশ করে (লেইন)।

৪১। তিনি বললেন, 'অচিরে তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيۡلٍ لَّيُصۡبِحُنَّ نٰدِمِيۡنَ ﴿٤١﴾

৪২। [ক]অতএব এক বিকট শব্দের (আযাব) ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের আঘাত হানলো এবং আমরা তাদেরকে খড়কুটায়[১৯৯৬] পরিণত করে দিলাম। সুতরাং যালেম জাতির ওপর অভিসম্পাত[১৯৯৭]!

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ بِالۡحَقِّ فَجَعَلۡنٰهُمۡ غُثَآءً ۚ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। [খ]এরপর আমরা তাদের পরে অন্যান্য যুগের লোকদের সৃষ্টি করেছি।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قُرُوۡنًا اٰخَرِيۡنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। [গ]কোন জাতি তাদের নির্ধারিত মেয়াদকাল অতিক্রম করতে পারে না এবং (এ থেকে) পিছনেও রয়ে যেতে পারে না[১৯৯৮]।

مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রসূল পাঠিয়েছিলাম। [ঘ]কোন জাতির কাছে যখনই তাদের রসূল আসতো তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো। অতএব আমরা তাদেরকে একের পর এক (ধ্বংসের মুখে) ঠেলে দিলাম এবং আমরা তাদেরকে (অতীতের) কাহিনীতে[১৯৯৯] পরিণত করে দিলাম। সুতরাং যারা ঈমান আনে না সেই জাতির ওপর অভিসম্পত!

ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوۡلُهَا كَذَّبُوۡهُ فَاَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ بَعۡضًا وَّ جَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এরপর [ঙ]আমরা মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট (ও) অকাট্য প্রমাণসহ পাঠালাম

ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى وَ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক উদ্ধত জাতি।

اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَ كَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তখন তারা বললো, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো, অথচ এ দুজনের জাতি আমাদেরই দাস?

فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَ قَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ ﴿٤٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯২; ১১ঃ৬৮ খ. ২৩ঃ৩২ গ. ১৫ঃ৬ ঘ. ২ঃ৮৮; ৩৬ঃ৩১ ঙ. ২০ঃ৩০।

১৯৯৬। 'গুসাআন' শব্দের অর্থ প্রবল খরস্রোতের উপরিভাগে ফেনিয়ে উঠা বহনকৃত পচা বৃক্ষ-পত্রাদি এবং পরিত্যক্ত ময়লা ও আবর্জনা। 'গুসাআন্-নাস' এর অর্থ, মানুষের মধ্যে হীন, অপবিত্র ও ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্তদেরকে বুঝায়(লেইন)।

১৯৯৭। 'বোদ' শব্দের অর্থ অভিসম্পাত, সর্বনাশ বা মৃত্যু, ধ্বংসের অভিশাপ ইত্যাদি (লেইন)।

১৯৯৮। কোন জাতি বা মানব-গোষ্ঠী তাদের জন্য নির্ধারিত নিয়মকে ব্যর্থ করতে পারে না এবং প্রেরিত নবীগণকে প্রত্যাখান করলে কখনো শাস্তি থেকে রেহাই পায় না। তবে অবিশ্বাসীদের উপর শাস্তি প্রয়োগের সময় ও প্রকৃতি আল্লাহ্ তআলাই নির্ধারণ করে থাকেন।

১৯৯৯। তারা এমন মারাত্মকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে তাদের পরবর্তী মানব-গোষ্ঠী তাদের সম্বন্ধে বলাবলি করতো, অমুক জাতি একদা এ পৃথিবীতে বাস করতো, এখন তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী নেই।

৪৯। এতএব তাদের উভয়কে তারা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হয়ে গেল।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। ক*আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম যেন তারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

★৫১। আর মরিয়মের পুত্র ও তার মাকে আমরা এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম। আর আমরা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে নিরাপদ ও ঝরণাবহুল এক উঁচু জায়গায় (পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলাম)[২০০০]।

৩ [১৮] ৩

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮৮; ১৭ঃ৩; ৩২ঃ২৪; ৪০ঃ৫৪।

২০০০। যেহেতু ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু তাঁর জন্মের মতই বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে এবং কোথায় এবং কীভাবে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি অতিবাহিত করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি এবং সন্দেহ বিদ্যমান এবং যেহেতু তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিভ্রান্তিকর এই ধর্মীয় প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে কিছু ব্যাখ্যার দাবী রাখে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রমাণিত সত্যতার নতুন সংযোজনসহ কুরআন মজীদ এবং বাইবেল এই মতের প্রতি অত্যন্ত জোরালো সমর্থন দান করে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি।এই যুক্তি নিম্নবর্ণিত বিশ্লেষণে সমর্থিত এবং সাব্যস্তঃ

(১) রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ যিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁর রচিত "ঈসার অজানা জীবন" (দি আননোন লাইফ অব জিসাস) গ্রন্থে লিখেছেন, ঈসা (আঃ) কাশ্মীরে এবং আফগানিস্তানে এসেছিলেন। নিকোলাস নটোভিচ যখন কাশ্মীর পরিভ্রমণে আসেন সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজার কোর্টে কার্যরত বৃটিশ নাগরিক স্যার ফ্রানসিস ইয়ং হাসব্যান্ড (Sir Francis younghusband) এর সঙ্গে যজিলা গিরিপথের নিকট তার সাক্ষাৎ হয়। ঈসা (আঃ) এর প্রাচ্য ভ্রমণ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা নটোভিচ-প্রণীত পুস্তকের জোরালো সমর্থন দান করে। অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর রচিত "হার্ট অব এশিয়া" (Heart of Asia) পুস্তকে লিখেছেন, আমরা সর্বপ্রথম শ্রীনগরে এসে খৃষ্টের সেইস্থানে আগমনের কৌতূহলপূর্ণ লোক কাহিনীর সম্মুখীন হলাম। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম কীরূপে ব্যাপকভাবে ভারতের লাদ্দাখ এবং মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে যীশু খৃষ্টের আগমনের গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্য এশিয়ার সর্বত্র, কাশ্মীর, লাদ্দাখ, তিব্বত এবং আরো উত্তরাঞ্চলে এই দৃঢ়-বিশ্বাস বিদ্যমান যে যিশু এই সকল অঞ্চলে আগমন করেছিলেন" (গ্লিম্পসেস অব ওয়ালর্ড হিষ্টরী : পন্ডিত জওহরলাল নেহরু)।

কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি নটোভিচের গ্রন্থের কিছু কিছু অস্পষ্ট ঘটনাবলীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এই বলে যে ঈসা (আঃ) প্রাচ্যে আগমন করেছিলেন নবুওয়তের দাবীর পূর্বে, পরে নয়। কিন্তু যেমন বলা হয়েছে ঈসা (আঃ) যখন মাত্র ১৩/১৪ বৎসর বয়সের বালক ছিলেন তখন তিনি হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। সেই বয়সে তিনি এত দূরদেশে কষ্টকর ও দীর্ঘ যাত্রার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না এবং দুর্গম পথে-প্রান্তরে তিনি নিজেকে প্রাণঘাতী বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতে পারতেন না। মোটকথা, ঈসা (আঃ) এর এরূপ অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আসার কি এমন আকর্ষণ বা উদ্দেশ্য ছিল? সেই সময় তিনি যদি আদৌ ভারতবর্ষে এসে থাকতেন তাহলে সেক্ষেত্রে ভারত ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের এমন কি স্বার্থ ছিল, যে কারণে ১৩/১৪ বৎসর বয়সের এক বালকের কর্মকান্ড , ইতস্তত ঘুরে বেড়াবার কাহিনী প্রচার ও লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল? ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক প্রকৃত ঘটনা হলো, ইহুদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং প্যালেষ্টাইনেই তাঁর জীবন বিপজ্জনক হয়ে উঠবার পর ঈসা (আঃ) সেই দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রাচীন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর 'হারিয়ে যাওয়া ইসরাঈলের দশটি গোত্র'কে' খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে ঈসা (আঃ) ভারত ও কাশ্মীরে এই দীর্ঘ ও বিপদ-সংকুল সফর করেছিলেন এবং একশ' কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন-যাপন করেছিলেন (কঞ্জুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড)। এভাবে সেই সময়ে তাঁর কর্মজীবনের ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আসিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসী ইহুদীদেরকে সর্বদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে এই সকল ইসরাঈলী হারানো গোত্রগুলো ইরাক এবং ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে দরিউস্ এবং সাইরাসের রাজত্বকালে ইরানীরা যখন তাদের রাজ্য আরো পূর্বদিকে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল তখন এই গোত্রগুলো স্বদেশ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে ঐ সকল দেশে এসেছিল।

(২) কাশ্মীরের অধিবাসীরা এবং আফগানরা 'হারানো ইসরাঈলীগণের' বংশধর। এ দুটি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং লিখিত দলীল-প্রমাণ এর বাস্তব সাক্ষী। তাদের শহর এবং উপ জাতিগুলোর নাম, তাদের চাল-চলন, জীবন-যাপনের রীতি-নীতি, আকৃতি-প্রকৃতি এবং

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫২। হে রসূলরা! ক·তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ[২০০১] থেকে খাও এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা-ই কর আমি নিশ্চয় তা উত্তমভাবে জানি।

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۚ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۵۲﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৩৩

আচার-আচরণ, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দৈহিক গঠন ইত্যাদি সমস্তই ইহুদীদের সাদৃশ্য বহন করে। তাদের পূরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিও এই ধারণার সমর্থন করে। তাদের লোক-কাহিনী ইহুদী ঐতিহ্যপূর্ণ। কাশ্মীর নামটিও প্রকৃত পক্ষে 'কাশির' যার অর্থ 'সিরিয়ার মত' অথবা মনে হয় নূহ (আঃ) এর প্রৌত্র 'কাশ বা কুশ' এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী এই মতেরই নিশ্চিত সমর্থন দান করে, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের অধিবাসীর অধিকাংশই 'ইসরাঈলী দশটি হারানো গোত্র' এর বংশধর।

(৩) এই সমস্ত প্রামাণিক তথ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এই বাস্তব সত্যিই প্রতিষ্ঠিত করে, ঈসা (আঃ) নিশ্চয় কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীরা ইসরাঈলী 'হারানো দশটি গোত্রের' বংশধর। কিন্তু তাঁর কাশ্মীরে আগমন, তথায় বসবাস এবং সেখানেই পরলোকগমন করার প্রধান ও অকাট্য প্রমাণ হলো, কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খানইয়ার স্ট্রীটে রয়েছে তাঁর সমাধি-সৌধ, যা আজও বিশ্বের বড় বড় পর্যটক, পন্ডিত এবং খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতেই তীর্থস্থান এবং দর্শন-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। রওযাবল নামে খ্যাত এ স্মৃতি সৌধ 'ইউস-আসফ' এর কবর, নবী সাহেবের কবর, সাহেবযাদা নবীর কবর এবং এমনকি ঈসা সাহেবের কবর, এরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক প্রথানুযায়ী ১৯০০ বছরের অধিক পূর্বে এই ইউস আসফ কাশ্মীর আগমন করেছিলেন এবং উপদেশমূলক গল্প বা রূপকের ভাষায় প্রচার কার্য করেছিলেন এবং এইরূপ বহু রূপকের উল্লেখ ইঞ্জিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইতহাসের কোন কোন গ্রন্থে তিনি নবী বলে বর্ণিত হয়েছেন। অধিকন্তু 'ইউস-আসফ' বাইবেলে উল্লেখিত একটি নাম যার মর্ম 'ইয়াসু', অর্থ যে খুঁজে খুঁজে একত্রিত করে। এটি হযরত ঈসা (আঃ) এর বর্ণনামূলক নাম। কেননা ইসরাঈলের হারানো গোত্রগুলোকে খুঁজে প্রভুর আনুগত্যে একত্রিত করাই ঈসা(আঃ) এর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, যেমন তিনি বলেছিলেন, "আমার আরো মেষ আছে। সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়। তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে। এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক পালক হইবে" (যোহন-১০ঃ১৬)

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিসমূহ এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে ঃ
"এই সমাধি কোন নবীর বলিয়া পরিচিত। তিনি একজন রাজকুমার ছিলেন যিনি অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীদিগের নিকট প্রচার করিতেন। তাঁহার নাম ছিল 'ইউস আসফ' (Yuz Asaf)" (তারিখে আজমী পৃষ্ঠা ৮২-৮৫)। 'ইউস আসফ' বিভিন্ন ভূখন্ডে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাশ্মীর বলিয়া কথিত দেশটিতে পৌছিয়াছিলেন। তিনি এ স্থানের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই দেশেই বাস করিয়াছিলেন (ইকমালুউদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯) .... আমি শুনিয়াছি যে, কাশ্মীরের লোক-কাহিনীতে এক নবীর উল্লেখ রহিয়াছে যিনি সেখানে বাস করিতেন এবং ছোট ছোট কাহিনীর দ্বারা রূপকের ভাষায় শিক্ষা দিতেন, ঈসা (আঃ) যেরূপ করিতেন। সেগুলো এখনো কাশ্মীরে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে (John Noel's article in Asia Oct.1930)......অতএব ঈসা (আঃ) এর ভারতবর্ষে পালাইয়া আসা এবং শ্রীনগরে পরলোক গমন করা বিচার-বুদ্ধিপূর্ণ যুক্তিতে এবং ঐতিহাসিক মতে সত্যের বিরুদ্ধে যায় না (তফসীর আল্ মানার, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

যাহোক এই বিষয়ে ভালভাবে আলোচনা করার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত আহমদ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ' পাঠ করুন। সুপ্রসিদ্ধ 'Naszarene Gospel Restored' গ্রন্থখানাও দেখুন, যার প্রণেতা লিখেছেন, 'যদিও সরকারীভাবে ৩০ খৃষ্টাব্দে হযরত ঈসা (আঃ)কে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে কবর হইতে পুনর্বার উঠাইবার ২০ বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।'

ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা যে স্থানে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেছিলেন এবং চিরস্থায়ী বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান সম্বন্ধে কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে উপত্যকায় এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম যা বসবাসের যোগ্য এবং ঝর্ণা বিধৌত ছিল।' এটি প্রাকৃতিক শোভাময় কাশ্মীর উপত্যকার এক যথাযথ বর্ণনা। নিকোলাস নাটোভিচও কাশ্মীরকে চিরস্থায়ী স্বর্গসুখে'র উপত্যকারূপে আখ্যায়িত করেছেন।

২০০১। একজন মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এবং তার যে ভাল-মন্দ কর্ম-এই দুয়ের মধ্যে যে এক গভীর ও সূক্ষ্মসম্পর্ক বিদ্যমান-এই বাস্তব সত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ইসলাম ১৪০০ বৎসর পূর্বেই খাদ্য সম্পর্কিত নির্দেশাবালী প্রদান করেছিল যা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। এই বিষয়ে উপস্থাপিত ইসলামের মৌল-নীতি হলো, যেহেতু তার সকল প্রাকৃতিক সহাজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি অবশ্যই বিকশিত করতে হবে, তাই তার দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনিষ্টকর ছাড়া সকল প্রকার খাদ্য থেকেই অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশুদ্ধ ও ভাল খাদ্যের ব্যবহারে সুস্থ মানসিক অবস্থার জন্ম হয়, যা সৎ এবং সুকর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

★ ৫৩। আর (জেনে রাখ) [ক]তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়[২০০২]। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা (কেবল) আমাকেই ভয় কর।

وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٣﴾

★ ৫৪। কিন্তু তারা তাদের মাঝে নিজেদের বিষয়কে বহু খন্ডে খন্ডিত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে[২০০৩]।

فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব [খ]তুমি তাদেরকে তাদের অজ্ঞতায় কিছুকালের জন্য পড়ে থাকতে দাও।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আমরা যে তাদের সাহায্য করি তাতে কি তারা মনে করে,

أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আমরা কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? কখনো না, বরং তারা মোটেও উপলব্ধি করতে পারছে না[২০০৪]।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। নিশ্চয় [গ]যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ভয়ে (পাপ থেকে বাঁচার জন্য) সব সময় সতর্ক থাকে

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করে না

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নিশ্চয় ফিরে যাবে বলে [ঘ]তারা তাদের হৃদয় ভীত থাকা অবস্থায় (আল্লাহ্‌র দেয়া ধনসম্পদ থেকে সাহায্য লাভের যোগ্য লোকদের) দিয়ে থাকে,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এরাই ভাল কাজে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়।

أُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৯৩ খ. ৭০ঃ৪৩; ৭৩ঃ১২ গ. ৭৯ঃ৪১ ঘ. ২২ঃ৩৬।

২০০২। আল্লাহ্ তাআলার সকল নবী-রসূল একই ভ্রাতৃত্ব গঠন করেছিলেন। কারণ তাঁরা একই ঐশী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষাসমূহ কমবেশী একইরূপ ছিল। তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন- পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ এবং মানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা।

২০০৩। নবীর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুসারীরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভ্রান্ত।

২০০৪। মানব-প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে সে স্বগোত্রের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সম্পদের প্রাচুর্যকে কৃতকার্যতার মাপকাঠি বলে গণ্য করে থাকে এবং এইগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য সহায়তা পাওয়ারও মানদন্ডরূপে মনে করে। এই সাধারণ ভ্রান্তি তফসীরাধীন এবং পূর্ববর্তী আয়াতে দূর করে দেয়া হয়েছে।

৬৩। আর [ক]আমরা প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব ন্যস্ত করি[২০০৫]। [খ]আর আমাদের কাছে এক কিতাব আছে যা সত্য বলে[২০০৬] এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। আসলে [গ]তাদের হৃদয় এ (কুরআন) থেকে উদাসীন। আর এ ছাড়াও তাদের আরো অনেক (মন্দ) কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। অবশেষে [ঘ]আমরা যখন তাদের সচ্ছল লোকদেরকে আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেলি তারা তৎক্ষণাৎ (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করতে থাকে।

حَتّٰىٓ اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। (আমরা তখন বলি,) [ঙ]'আজ তোমরা (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করো না। আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কখনো সাহায্য করা হবে না।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। নিশ্চয় [চ]আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পড়ে শুনানো হতো। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে চলে যেতে

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অহংকারভরে[২০০৭] (এবং) এ ব্যাপারে তোমরা রাতে আসর বসিয়ে [ছ]অহেতুক কথাবার্তা বলতে।

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। অতএব এরা কি এ বাণী (অর্থাৎ কুরআন) সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেনি অথবা এদের কাছে কি এরূপ কোন (প্রতিশ্রুতি) এসেছে যা এদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। অথবা এরা কি এদের রসূলকে[২০০৮] চিনেনি, যে জন্য এরা তার অস্বীকারকারী হয়ে গেল?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٧٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৮৭; ৭ঃ৪৩ খ. ১৭ঃ১৪-১৫; ৪৫ঃ৩০; ৬৯ঃ২০ গ. ২১ঃ৪ ঘ. ১০ঃ২৩; ১৬ঃ৫৪; ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯ ঙ. ২১ঃ১৪ চ. ২২ঃ৭৩; ৩৯ঃ৪৬ ছ. ৮৩ঃ১৪।

২০০৫। মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে এরূপ নীতিনিয়ম স্থাপন করেছেন যা তার দক্ষতা ও কর্মশক্তির অন্তর্ভুক্ত। সকল অবস্থা, পরিস্থিতি, মেযাজ ও প্রকৃতির জন্য এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০০৬। এই আয়াতগুলোর মর্ম এরূপও হতে পারে, কুরআনের শিক্ষা জ্ঞান-ভিত্তিক এবং সর্বপ্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতিতে যথার্থ এবং বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির লোকের জন্য যথাযোগ্য, তদুপরি জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের সাথে সংগতি-পুর্ণ। এটাই 'ইয়ানতিকু বিল হাক' অর্থাৎ 'যা সত্য বলে' উক্তির মর্মার্থ।

২০০৭। 'মুস্তাকবিরীন' শব্দ দ্বারা এরূপও বুঝায়, কুরআনের মত বিশাল গুরুত্বপুর্ণ ওহী দুর্বল মানুষের উপর অর্পণ করার মত নয় বলে অবিশ্বাসীরা মনে করে, অথবা এরূপ বুঝায় যে কাফিররা যখন কুরআন তেলাওয়াত শুনে তখন তারা অহংকার করে অবাধ্য হয়ে ফিরে যায়।

২০০৮। এই আয়াতে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীদের বিবেকের নিকট এক মর্মস্পর্শী আবেদন রাখা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবন তাদের সম্মুখে এক খোলা-গ্রন্থের মত বিরাজ করছে। তারা তাঁর সকল স্তরের সঙ্গে সুপরিচিত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭১। অথবা [ক]এরা কি বলে, 'তাকে পাগলামিতে পেয়েছে?' কখনো না, বরং সে এদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। আর এদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧١﴾

★ ৭২। আর সত্য যদি এদের কামনাবাসনার অনুসরণ করতো তাহলে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যা-ই আছে (সবই) বিশৃংখল হয়ে পড়তো। আসলে [খ]আমরা এদের কাছে এদের উপদেশবাণী নিয়ে এসেছি। কিন্তু (এখন) এরা নিজেদের উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। [গ]অথবা তুমি কি এদের কাছে কোন প্রতিদান চাও[২০০৯]? অতএব (এরা স্মরণ রাখুক) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান অতি উত্তম। আর তিনি রিয্‌কদাতাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। আর নিশ্চয় সরলসুদৃঢ় পথের দিকে তুমি এদের ডাকছ।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। আর নিশ্চয় যারা পরকালে ঈমান আনে না তারা সরলসুদৃঢ় পথ থেকে অবশ্যই সরে যাবে।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। [ঘ]আর আমরা যদি তাদের প্রতি দয়া করতাম এবং যে দুঃখকষ্টে তারা রয়েছে তা দূর করে দিতাম তবুও তারা অবশ্যই তাদের ঔদ্ধত্যে দিশেহারা থাকতো।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। [ঙ]আর নিশ্চয় আমরা আযাবের মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলেছি, তবুও তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনয় অবলম্বন করেনি এবং তারা আকুতিমিনতিও করেনি।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٧﴾

8 [২৭] 8

৭৮। [চ]অবশেষে আমরা যখন তাদের জন্য এক কঠোর আযাবের দুয়ার খুলে দিলাম তখন তারা এতে একেবারে হতাশ হয়ে গেল[২০১০]।

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৮৫; ৩৪ঃ৪৭ খ. ২১ঃ৩ গ. ৫২ঃ৪১; ৬৮ঃ৪৭ ঘ. ৭ঃ১৩৬; ৪৩ঃ৫১ ঙ. ৬ঃ৪৪ চ. ৬ঃ৪৫।

তা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। বহু বৎসর পর্যন্ত তারা তাঁকে আল্ আমীন ও সাধু সজ্জন বলে জানে, ন্যায়পরায়ণতা ও সদ্‌গুণাবলীর এক আদর্শ নমুনাস্বরূপ দেখেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাঁর (আঁ হযরত-সাঃ) প্রতি অপবাদ দেয়ার দুঃসাহস করে। ১২৪৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

২০০৯। আঁ হযরত (সাঃ) এর স্নেহশীল চাচা আবূ তালেব প্রতিমা উপাসকদের সঙ্গে আপোষ করে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রচার না করার জন্য নবী করীম (সাঃ) এর নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উত্তরে আঁ হযরত (সাঃ) যা বলেছিলেন তা-ই তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান গ্রহণের প্রতি পূর্ণ অবজ্ঞার এবং তাঁর উদ্দেশ্যের সততার উত্তম সাক্ষ্য। সেই অবিস্মরণীয় জবাবটি ছিলঃ 'যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং প্রতিমা উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করতে বলে তাহলেও আমার মিশন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই প্রচেষ্টায় আমি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না' (তাবারী, ৩য় খন্ড)।

২০১০। মানব প্রকৃতি এরূপে গঠিত, যখন আরামে ও সহজ অবস্থায় থাকে তখন সে সকল সতর্কতা পরিস্থিতির অনুকূলে ছেড়ে দেয় এবং অবাঞ্ছিত আচার-আচারণকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু যখন তার পাপকর্মসমূহ এবং দুষ্ট-বৃত্তিগুলো কুফল প্রকাশ করে তখন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৭৯। আর তিনিই [ক]তোমাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না বললেই চলে[২০১১]।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

৮০। আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের (বীজরূপে) বপন করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৮১। আর তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। আর পালাক্রমে [খ]রাত ও দিনের আগমন তাঁরই হাতে। তবুও কি তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটাবে না[২০১২]?

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৮২। আসলে তারা তাদের পূর্ববর্তী (লোকদের) মতই কথা বলে।

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

৮৩। তারা বলতো, [গ]'আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হব তখনো কি আমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে?

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

৮৪। [ঘ]এর পূর্বে আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটা পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৮৫। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'তোমরা যদি জান তাহলে (বল) এ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার?'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮৬। তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্রই'। তুমি বল, 'তাহলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৮৭। তুমি (জিজ্ঞেস কর), 'সাত আকাশের প্রভু-প্রতিপালক এবং মহান 'আরশ' এর প্রভু কে?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৭৯; ৬৭ঃ২৪ খ. ২ঃ১৬৫; ৩ঃ১৯১; ১০ঃ৭ গ. ১৭ঃ৯৯; ২৭ঃ৬৮; ৩৭ঃ১৭; ৫৬ঃ৪৮ ঘ. ২৭ঃ৬৯।

২০১১। কৃতজ্ঞতার এক অর্থ দান বা প্রদত্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার (১৪ঃ৮)। এই আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তঃকরণ দান করেছেন যাতে এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করে আমরা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উপকার সাধন করি, তাঁর নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, ঐশী-বাণীসমূহ শ্রবণ করি এবং সঠিক চিন্তা-ভাবনা করি।

২০১২। তফসীরাধীন আয়াত জাতির উত্থান-পতনের ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছে। এক সময় কোন জাতি ক্ষমতা অর্জন করে এবং অগ্রগতি ও উন্নতির সূর্য তাদের উপরে দীপ্তিমান বলে প্রতিভাত হয়। আবার অন্য এক সময়ে তাদের দুষ্কর্মের ফলে অধঃপতন ও ধ্বংস তাদেরকে অতর্কিতে ধরে ফেলে।

★ ৮৮। তারা বলবে, '(এগুলো) আল্লাহ্‌রই'। তুমি বল, 'তাহলে তোমরা কি ত্‌াক্ওয়া অবলম্বন করবে না?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'তোমরা যদি জান (তবে বল) [ক]তিনি কে যার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দেন, কিন্তু যাঁর (আযাবের) বিরুদ্ধে (কেউ) আশ্রয় দিতে পারে না?

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। তারা বলবে, '(এসব কিছু) আল্লাহ্‌রই'। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'তাহলে ধোঁকা দিয়ে তোমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। বরং আমরা তাদের কাছে সত্য এনেছি এবং তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২। [খ]আল্লাহ্ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্যও নেই। এমনটি হলে [গ]প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টিকে নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেত এবং তারা একে অন্যের ওপর অবশ্যই চড়াও হতো। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র[২০১৩]

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

৫ [১৫] ৫ ৯৩। [ঘ]যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তারা যা শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তুমি বল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে (তা) আমাকে দেখিয়ে দাও (এটাই আমার মিনতি)।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো না[২০১৪]।'

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। আর [ঙ]আমরা তাদের যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা তোমাকে দেখাতে আমরা অবশ্যই সক্ষম।

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৮৪ খ. ১৮ঃ৫; ১৯ঃ৩৬; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ৮২; ৭২ঃ৪ গ. ২১ঃ২৩; ঘ. ৬ঃ৭৪; ৩২ঃ৭; ৩৪ঃ৪; ৫৯ঃ২৩; ৬৪ঃ১৯ ঙ. ৪০ঃ৭৮।

২০১৩। 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র' এই মতবাদ যে অসার এবং ভ্রান্ত তা এই আয়াত অত্যন্ত কার্যকরভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, কাজ-কর্মে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য মানুষ পুত্রের প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনকারী এবং সমগ্র বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী সেই কারণে কোন সাহায্যকারী বা কোন পুত্রের প্রয়োজন তাঁর নেই। তদুপরি সমগ্র বিশ্ব এক অবিচল নিয়মের অধীন এবং এই পরিকল্পনার একত্ব এর উদ্দেশ্য এবং এর পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর একত্বকেই নির্দেশ করে। পরিচালনা ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে দ্বৈত্ব ক্ষমতা বিভ্রান্তি এবং বিশৃংখলার ইংগিত বহন করে।

২০১৪। আঁ হযরত (সাঃ) এর মক্কী-জীবনের শেষের দিকে এই সূরা অবতীর্ন হয়েছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) এর মক্কা ত্যাগ নিকটবর্তী হয়ে কুরায়শদের উপর ঐশী আযাব অত্যাসন্ন হয়েছিল। তাঁকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল সেই ভীতিপ্রদ আযাব যখন তাদেরকে (কুরায়শদেরকে) ধরে ফেলবে তখন তিনি যেন তাদের মধ্যে মক্কায় উপস্থিত না থাকেন।

৯৭। যে (পন্থা) সবচেয়ে উত্তম[২০১৫] [ক]তুমি তা দিয়ে মন্দকে দূর কর। তারা যা বলে বেড়ায় আমরা তা ভাল করেই জানি।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। আর তুমি বল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি শয়তানদের সব কুপ্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই[২০১৬]

وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা আমার ধারে কাছে আসুক এ থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই।'

وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٩﴾

১০০। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে যখন কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন হয় [খ]তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿١٠٠﴾

১০১। যাতে করে আমি যে (পৃথিবী) ছেড়ে এসেছি সেখানে সৎকাজ করতে পারি।' কখনো না! এটা তো একটা কথার কথা যা সে বলছে। [গ]আর তাদের পুনরুত্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তাদের পেছনে এক প্রতিবন্ধক থাকবে[২০১৭]।

لَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। এরপর শিঙ্গায় [ঘ]যখন ফুঁকা হবে সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার[২০১৮] কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞেসও করবে না।

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। অতএব [ঙ]যাদের (সৎকাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। আর [চ]যাদের (সৎকাজের) পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা জাহান্নামে দীর্ঘকাল থাকবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৩; ১৬ঃ১২৬; ৪১ঃ৩৫ খ. ৩৯ঃ৫৯ গ. ২১ঃ৯৬; ৩৬ঃ৩২ ঘ. ১৮ঃ১০০; ৩৬ঃ৫২; ৫০ঃ২১; ৬৯ঃ১৪ ঙ. ৭ঃ৯; ১০১ঃ৭-৮ চ. ৭ঃ১০; ১০১ঃ৯-১০।

২০১৫। এখানে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতদিন তিনি মক্কায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাকবেন ততদিন তিনি যেন সমস্ত গালি ও নির্যাতন ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করেন এবং মন্দের বিনিময়ে কল্যাণ করেন।

২০১৬। 'শয়তানদের' শব্দ নবী করীম (সঃ) এর শত্রুদের সর্দারদেরকে বুঝায় এবং 'কুপ্ররোচনা' দ্বারা মিথ্যা রটনা ও মানহানি এবং জঘন্য কারসাজি ও প্রচার কার্য বুঝায়, যার মাধ্যমে তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতো।

২০১৭। 'বরযখ' অর্থ পর্দা. প্রতিবন্ধক, অথবা এমন জিনিস যা যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী বাধা, মৃত্যুর দিন থেকে বিচার দিন পর্যন্ত সময় বা অবস্থা বুঝাতে এই শব্দের প্রয়োগ (লেইন)। এটি বেহেশ্‌ত এবং দোযখের পুরস্কার ও শাস্তির অস্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যবর্তী অবস্থা। কুরআন মজীদ একে অবিকশিত ভ্রূণের অবস্থার সাথে তুলনা করেছে এবং বিচারদিবসকে পূর্ণ বিকশিত আত্মার জন্মের সঙ্গে তুলনা করেছে।

২০১৮। কোন মানব গোষ্ঠীর উপর যখন আযাব নেমে আসে তখন বংশ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসে না। শেষ বিচার দিনে কেবল মাত্র সৎকর্মই মানুষের উপকারে আসবে এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অন্য কারো আনুকুল্য তার কোন উপকারে আসবে না।

★১০৫। [ক]আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং সেখানে তারা (ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায়) বিকৃত হাসি হাসবে।

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। (তাদের বলা হবে,) [খ]'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হতো না এবং তোমরা এগুলো প্রত্যাখ্যান করতে না'?

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের কাবু করে ফেলেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিপথগামী জাতি।

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [গ]এ থেকে আমাদের বের কর। এরপর আমরা পুনরায় এরূপ করলে নিশ্চয় আমরা যালেম (বলে সাব্যস্ত) হব ।'

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

★১০৯। তিনি বলবেন, দূর হও! সেখানেই (পড়ে থাক)[২০১৯] এবং আমার সাথে কথা বলো না।'

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٩﴾

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাদের মাঝে এমন একদলও ছিল যারা বলতো, [ঘ]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। আর তুমি দয়ালুদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। কিন্তু তোমরা এদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপের[২০২০] পাত্র বানিয়েছিলে। এদের (সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করাটা) অবশেষে আমাকে স্মরণ করা থেকে তোমাদের উদাসীন করে দেয়ার কারণ হলো এবং তোমরা এদের সাথে হাসিঠাট্টা করতেই থাকলে।

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। এদের ধৈর্য ধরার দরুনই আজ আমি এদের পুরস্কার দিয়েছি। নিশ্চয় এরাই সফল হবে।'

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২৮; ১৪ঃ৫১; ৫৪ঃ৪৯; ৮০ঃ৪২ খ. ৪০ঃ৫১; ৪৫ঃ৩২; ৬৭ঃ৯ গ. ৬ঃ২৮ ঘ. ৩ঃ১৭,১৯৪।

২০১৯। বিচার দিবসে আল্লাহ্র প্রেরিতদের অস্বীকারকারী ও অবজ্ঞাকারীদেরকে ঘৃণ্য এবং লাঞ্ছিতভাবে দোযখে টেনে নেয়া হবে। ইহজীবনে তাদের অপকর্মের কোন কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলাই তাদের কর্মকান্ডের সম্যক খবরা-খবর রাখেন।

২০২০। আরবী 'সাখ্খারাহু' শব্দের অর্থ সে অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা বিনিময় ছাড়াই কিছু করতে বাধ্য হয়েছিল (লেইন)। অতএব তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থও হয় যে মু'মিনগণ দরিদ্র এবং দুর্বল হওয়ার কারণে কাফিররা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতো, তাদেরকে শোষণ করতো এবং তাদের কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা ক্ষতি পূরণ না দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক কাজ আদায় করতো।

১১৩। তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে?'

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তারা বলবে, 'আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ[২০২১] (পৃথিবীতে) ছিলাম। তুমি (না হয়) গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করে দেখ।'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। তিনি বলবেন, 'তোমরা অতি অল্প সময়ই ছিলে। (ভাল হতো) তোমরা যদি জানতে।

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। অতএব তোমরা কি মনে করেছিলে, আমরা অনর্থক তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং আমাদের দিকে তোমাদের কখনো ফিরিয়ে আনা হবে না'[২০২২]?

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٦﴾

★ ১১৭। অতএব অতি উচ্চ মহিমান্বিত ক.আল্লাহ্, হলেন প্রকৃত অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (তিনি) সম্মানিত আরশের প্রভু।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٧﴾

১১৮। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে যার কোন প্রমাণ তার কাছে নেই, সেক্ষেত্রে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় তার হিসাব তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। নিশ্চয় কাফিররা সফল হয় না।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٨﴾

৬ [২৬] ৬ ১১৯। আর তুমি বল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং তুমি দয়ালুদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٩﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ১১৫; ২২ঃ৬৩; ২৪ঃ২৬।

২০২১। আরাম-আয়াসে অতিবাহিত জীবনের ফলস্বরূপ যন্ত্রণা এবং শাস্তির কারণে সমস্ত জীবনটা অতি স্বল্পস্থায়ী মনে হয়, এমন কি মনস্তাপ ও অনুশোচনার উপকরণে পরিণত হয়। আয়াতে অবিশ্বাসীদের উত্তর এটাই প্রতিপন্ন করে, ইহজীবনের আরাম-আয়াস কীরূপ বৃথা এবং ক্ষণস্থায়ী!

২০২২। এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার সত্তায় আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী বিকশিত এবং প্রতিফলিত করার জন্য। মানবের ব্যক্তি-সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে এবং সন্দেহাতীতভাবে সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু বা মধ্য-মণিরূপে গণ্য করা হয়েছে, অন্তত সৃষ্টির সেই অংশের জন্য যা আমাদের এই বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে সেহেতু ইহজগৎ থেকে এবং জড় আবাস থেকে চলে গেলেও মানুষের জীবনের অবসান হবে না। তার আত্মা নূতন আকৃতিতে এবং নূতন দেহে এক নূতন জগতে অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে। 'দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদই মানবাত্মার মৃত্যু' এই ধারণা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের বিরোধী, তাঁর নিখিল-বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের বিরোধী।

সূরা আন্ নূর-২৪

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

বিভিন্ন পণ্ডিতদের ঐক্যমত হলো, বর্তমান সূরাটি হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মাদানী জীবনে অবতীর্ন হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র সহধর্মিণী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অপবাদজনিত দুঃখজনক ঘটনা, যা এই সূরাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হিজরী ৫ম সনে সংঘটিত হয়েছিল। হিজরী ৫ম সনে যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচলনা করে ফিরে আসেন তার পরে সেই বৎসরের রমযান মাসে উক্ত ঘটনা ঘটে। পূর্ববর্তী সূরা আল্ মো'মেনূনের সাথে বর্তমান সূরাটির এই দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে যে পূর্বের সূরাতে বলা হয়েছিল, ইসলাম ধর্মে মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক সর্বদাই থাকবে যাঁরা তাঁদের তাক্ওয়া ও পূণ্য কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সহায়তা লাভ করবেন। কী প্রকারে বা পদ্ধতিতে আল্লাহ্র সেই সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তা বর্তমান সূরাতে আলোচিত হয়েছে এবং একটি নির্ধারিত নীতি হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে ন্যায় ও পুণ্য কর্মাদি সম্পাদন, জাতীয় পর্যায়ে উন্নত নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণ, পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত ভাবে কঠোর শৃংখলা পালন ইত্যাদি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। এর জন্য বর্তমান সূরাটির শুরুতেই কীভাবে জাতীয় পর্যায়ে উন্নতি ও নৈতিকতা সংরক্ষণ করা যায় তার প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ সহ নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার-মূলক কী বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে তার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পূর্ববতী সূরাতে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছিল, এ সব বিশ্বাসী যাদেরকে আল্লাহ্র সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাদের একটি গুণ হচ্ছে, তারা তাদের কাম-পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান। বর্তমান সূরার বিষয় বস্তুতে পূর্ববর্তী প্রসংগের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নতি ও সফলতা লাভ করতে হলে এবং তা বাজায় রাখার জন্য একটি জাতির প্রজ্ঞা, নীতি ও আদর্শ পবিত্র হওয়া জরুরী, সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রশংসনীয় সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে কঠোর শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান করা একান্তভাবে দরকার। তদুপরি প্রয়োজনে ব্যক্তি-স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়-স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও জাতীয় প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা বাঞ্ছনীয়।

বিষয়বস্তু

আলোচ্য সূরা কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে। যে সকল বিষয় একটি সমাজের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি এবং একটি জাতির নৈতিক অগ্রগতিকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া যেগুলোর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, সেই আদর্শ ও পবিত্রতার প্রতি এ সূরাতে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু নারী পুরুষের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক একটি সমাজের শৃংখলা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় এবং এর সাথে জড়িত মন্দ প্রভাব যেহেতু সমাজের নৈতিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে সেহেতু নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে অকারণে সন্দেহ পরিহার করার জন্য এই সূরাটিতে জোরালো নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাগিদ দেয়া হয়েছে, একটি সমাজে কতিপয় লোকের যৌন-নীতি বহির্ভূত বিপথগামিতায় যেন গোটা সমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কেননা এই ধরনের কতিপয় অন্যায় কাজের দরুন হয়ত সমাজের অন্যান্য সবাই সচেতন ও সাবধান হবে এবং পরিণামে তা সমাজের জন্য মঙ্গল বলে বিবেচিত হবে। এই প্রসংগকে আরো বিস্তৃতি প্রদানপূর্বক মিথ্যা অপবাদ রটানোকে গভীর নিন্দনীয় কাজ হিসাবে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা যদি মিথ্যা সন্দেহ অথবা এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য যার সততা সম্পর্কে আপত্তির কারণ বিদ্যমান, এর উপর ভিত্তি করে যদি একে অপরের নীতিহীনতা সম্পর্কে অপবাদ ছড়ায় তাহলে যৌন-কেলেংকারী সমাজে বরং অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং বিশেষ করে সমাজের অল্পবয়স্ক নারী-পুরুষ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়বে যে অবাধ মেলা-মেশাতে কোন অপরাধ নেই। অতঃপর বিশ্বাসীদেরকে কঠোরভাবে জাতীয় নৈতিকতা রক্ষা ও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা যেন এই নৈতিকতা রক্ষা ও হেফাযতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকে। এই বিষয়ে সতর্কতার অভাব হলে জাতীয় পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদিও যৌন-বিষয়ক নীতিহীনতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে সার্বিকভাবে পুরো সমাজের অধঃপতন ঘটে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তবুও এ বিপথগামিতার জন্য দায়ী বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করে কঠোরভাবে শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। বস্তুত সকল সমাজে শিথিল চরিত্রের কিছু লোক বিদ্যমান থাকে যাদেরকে সাময়িকভাবে কিছুটা উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে, যারা ক্রমাগত তাদের পাপচার ও অনিষ্টকারী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং অশ্লীল কথা-বার্তা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িত রাখবে তারা ইহকালে ও পরকালে উভয় জগতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের অনাচার ও

পাপকার্যকে প্রকাশ করে দেবেন যার ফলে তারা লজ্জিত ও অপমানিত হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষ স্বীয় অসতর্ক কাজ-কর্মের ফলেই এই ধরনের সন্দেহজনক ও কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এই ধরনের অসতর্ক কাজ-কর্মের জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। কাজেই এই ধরনের পরিস্থিতি, যার ফলে মিথ্যা সন্দেহ ও অপবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আলোচ্য সূরাটিতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা পূর্ব-অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ না করে। মুসলমান নর-নারীকে উদ্দেশ্য করে সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, যখন তারা একে অপরের সম্মুখীন হবে তখন তাদের দৃষ্টিকে আনত করবে এবং এমন সব পথ পরিহার করবে যা পাপ এবং পদস্খলনের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত রক্ষাকবচ হিসাবে মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যা হোক না কেন, ঐসব পুরুষদের প্রদর্শন না করে যারা গয়ের-মোহ্‌রাম অর্থাৎ যারা তাদের সাথে বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের বাহিরের লোক (আয়াত ৩২)। অবশ্য তাদের শরীরের এমন কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে যেমন তাদের গঠন, উচ্চতা ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত নয়। এই উদ্দেশ্যে তারা মাথার কাপড় বা ওড়না-চাদর এমনভাবে পরিধান করবে যাতে বক্ষ পর্যন্ত ঢাকা থাকে (পর্দা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশদ অবগতির জন্য ৩২ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য)। জাতীয় পর্যায়ে নৈতিকতা রক্ষার আরেকটি রক্ষাকবচ হচ্ছে বিধবা-বিবাহ। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, বিধবারা যেন অবিবাহিতা না থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনীদের মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে যদি কোন যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনী মুক্তির শর্তাবলী পূর্ণ করতে অপারগ হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে সে যেন তার মুক্তিপণ প্রদান করতে পারে এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সূরাটির শেষাংশ মুসলমানদেরকে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, জাতিগতভাবে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এই ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ যা গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করতে হবে তা হচ্ছে, যেসব যুদ্ধ-বন্দী যারা গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করে তারা (এমনকি ঐসব নাবালক ছেলে-মেয়েরাও) তাদের গৃহের মালিক অথবা তাদের পিতামাতার শয়ন কক্ষে সকাল হওয়ার পূর্বে, দুপুরে এবং রাত্রিকালে প্রবেশ করবে না। অন্য সময় অবশ্য বাড়ীর সকল সদস্যই গৃহাভ্যন্তরে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারবে। আর ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের সাবালক অবস্থায় উপনীত হবে তখন তাদেরও পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। যারা বৃদ্ধা মহিলা এবং বিয়ের কামনা এবং প্রয়োজন যাদের নেই, ইচ্ছা করলে তারা পর্দার বিধান শিথিল করতে পারে। কিন্তু অপরিচিতদের নিকট তারাও নিজ নিজ সৌন্দর্য বা ভূষণ প্রদর্শন করতে পারবে না। পারিবারিক ব্যবস্থাপনার এই নির্দেশাবলীর পর সূরাটি সামগ্রিকভাবে সমাজের সংশোধন যা পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে এবং জাতীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন ব্যাপার যাতে সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নীতিমালা পেশ করেছে। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তারা যদি ঐশী নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী তাদের জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই এই পৃথিবীর নেতা বলে পরিগণিত হবে এবং তাদের ধর্মও এই পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যখন তাদের শাসন আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যের উপরে তাদের ধর্ম বিজয়ী হবে তখন তারা যেন সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, গরীব এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে এবং তাদের রসূলের (সাঃ) আদেশ- নির্দেশ মেনে চলে।
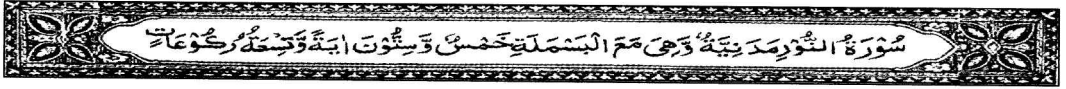
সূরা আন্ নূর-২৪

মাদানী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, (ও) বার বার কৃপাকারী।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ②

২। (এ) একটি মহান সূরা[২০২৩] যা আমরা অবতীর্ণ করেছি এবং একে (অর্থাৎ এর ওপর আমল করাকে) অবশ্যপালনীয়[২০২৪] করেছি। আর এতে আমরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর[২০২৫]।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ③

★ ৩। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর[২০২৫-ক] (অপরাধ প্রমাণিত হলে) তোমরা তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত[২০২৬] কর। আর তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখলে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করতে কোন কোমলতা যেন এদের উভয়ের পক্ষে তোমাদের প্রভাবিত না করে এবং মু'মিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

২০২৩। কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এই সূরাটিকে বিশেষভাবে 'সূরাতুন' অর্থাৎ একটি সূরা' বলে অভিহিত করা হয়েছে এই মর্মে যে 'সূরা' শব্দের অর্থ যেহেতু পদ বা মর্যাদা এই জন্য মুসলমানরা এই সূরার অন্তর্ভুক্ত বিধান ও অধ্যাদেশ পালন করে উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্বে উন্নীত হতে পারে।

২০২৪। 'যা আমরা অবতীর্ন করেছি এবং একে (অর্থাৎ এর ওপর আমল করাকে) অবশ্য পালনীয় করেছি' এই উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব এই সূরাতে সন্নিবিষ্ট আদেশগুলোর বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে, যদিও কুরআনের অন্যান্য সূরাও আল্লাহ্ তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐগুলোর মধ্যকার আদেশসমূহও ফরয বা অবশ্য পালনীয়।

২০২৫। এটা দুঃখজনক যে অন্য জাতির আচার -আচরণ ও রীতি -নীতির দাস-সুলভ অনুকরণের ফলে মুসলমানেরা কুরআন-করীমের অন্যান্য সূরাতে বর্ণিত অধ্যাদেশ অপেক্ষা তফসীরাধীন সূরার অধ্যাদেশ ও নিষেধগুলো অধিকতর লংঘন ও অমান্য করেছে।

২০২৫-ক। 'আয্‌যানীয়াতু' এবং 'আয্‌যানী' অর্থে যথাক্রমে বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী বুঝায়।

২০২৬। ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়কারী নিয়মাবলীর মধ্যে নৈতিক গুণরূপে সতীত্ব ও সাধুতা অতি উচ্চ মার্গের গুণ বলে স্বীকৃত । একে রক্ষা করার ব্যাপক আদেশ-নিষেধ এই সূরাতে প্রবর্তিত হয়েছে। এই নিয়মের সামান্যতম লংঘন ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে অননুমোদিত। সতীত্ব সম্বন্ধে ইসলামের অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধির বিষয় এই স্থলে ব্যক্ত হয়েছে যা উভয় অবস্থায় ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শাস্তি একশত বেত্রাঘাত- অপরাধী বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত, একজন বিবাহিত এবং অপরজন অবিবাহিত হোক তাতেও কোন পার্থক্য নেই। এই আয়াত মতে ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নয়। কুরআনে কোথাও ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডের উল্লেখ নেই। এমন কি ব্যভিচার অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য অপরাধ যা পরিকল্পিত হত্যা, ডাকাতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্যও ইসলাম অপরিহার্যভাবে বা শর্তহীনভাবে হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করেনি। যদিও এই সমস্ত অপরাধের চরম শাস্তি মৃত্যুদন্ড, তথাপি হত্যার রক্ত-পণ বা খেসারত আদায় (২ঃ১৭৯) এবং অন্যান্য অপরাধগুলোর জন্য কারাবাস অথবা নির্বাসন (৫ঃ৩৩-৩৪) বিকল্প শাস্তি রূপে নির্ণিত হয়েছে। কুরআন করীমের অন্যত্র বিবাহিতা কৃতদাসীর ব্যভিচারের জন্য শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে সে বিবাহিতা স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ভোগ করবে। (৪ঃ২৬) স্পষ্টতই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডকে অর্ধেক করা সম্ভব নয়।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। এক ব্যভিচারী (স্বাভাবিকভাবে) কেবল কোন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে থাকে এবং এক ব্যভিচারিণীকে (স্বাভাবিকভাবে) কেবল কোন ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে থাকে[২০২৬-ক]। আর এ[২০২৭] (ঘৃণ্য কাজ) মু'মিনদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।

اَلزَّانِیۡ لَا یَنۡکِحُ اِلَّا زَانِیَۃً اَوۡ مُشۡرِکَۃً ۫ وَّالزَّانِیَۃُ لَا یَنۡکِحُہَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوۡ مُشۡرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ④

কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যভিচারের শাস্তিরূপে বেত্রাঘাতকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত অপরাধীর মধ্যে দন্ডাজ্ঞার বিষয়ে কোন প্রকারে বৈষম্য করেনি। কারণ আরবী 'যানী' অর্থ বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় যৌন-অপরাধী। এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক যে কোন ন্যায্যতা বা ভাষাবিদ্যাগত ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ছাড়াই কোন কোন মুসলিম মহলে এই ভুল ধারণা চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তফ্সীরাধীন আয়াতটি এই ব্যাপারে কেবল অবিবাহিতের শাস্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত এবং বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। মনে হয় হাদীসে লিপিবদ্ধ কয়েকটি ঘটনা থেকে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছিল যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নির্দেশে বিবাহিত ব্যক্তিরা যৌন অপরাধে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। এই কয়েকটি ঘটনার একটি ছিল এক ইহুদী পুরুষ এবং এক ইহুদী নারী যারা মুসায়ী শরীয়ত অনুযায়ী প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল (বুখারী)। তাঁর নিকট নূতন ঐশী নির্দেশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তওরাতের বিধান মেনে চলা মহানবী (সাঃ) এর নিয়ম ছিল। অপর দু'একটি বর্ণিত ঘটনায় প্রস্তরাঘাতে দন্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। তবে তা প্রমাণিত নয় যে তফসীরাধীন আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পূর্বে অথবা পরে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় প্রতিভাত হয়, অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। কিন্তু বর্ণনাকারীর কিছু ভুল হিসাবের দরুন ধারণা করা হয়েছিল, এই আয়াত অবতরণের পরবর্তীতে তা ঘটেছিল। হাদীস- গ্রন্থে ঐতিহাসিক কালনির্দেশে ভুল পাওয়া যায় অথবা ব্যভিচার ছাড়া এমন কিছু উত্যক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে, যে জন্য আঁ হযরত (সাঃ) দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুদন্ডের মত চরম শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন , যা ঘটনা বর্ণনাকারী ধর্তব্যের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নচেৎ এটা অভাবনীয়, পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ঐশী নির্দেশ লংঘন করে থাকতে পারেন।

ব্যভিচারের দন্ড সম্বন্ধে ভুল বুঝার আরো একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে খলীফা হযরত ওমর এবং আলী (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত কিছু বর্ণনা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবে 'রজম' (পাথর মারা) সম্বন্ধে একটি আয়াত ছিল। নবী করীম (সাঃ) ব্যভিচারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন এবং আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরেছিলাম। আমি লিখে রাখতে পারতাম। কিন্তু লোকেরা তখন কি বলতো যে ওমর আল্লাহ্‌র গ্রন্থে যা ছিল না তা সংযোজন করেছিল (কাশফুল গুম্মাহ্ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১১১)। এই সম্পূর্ণ হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা উদ্ভাবন বলে প্রতিভাত হয়, অথবা বড় জোর তা হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রকৃত বর্ণনা ভুল বুঝার ফলশ্রুতি। যা কুরআনের অংশ ছিল তা কুরআনে লিপিবদ্ধ করলে কেমন করে তা সংযোজন বলা যেত পারতো এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর মত ব্যক্তিত্ব সঠিক কর্ম করতে কার ভয়ে ভীত হতে পারতেন। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত করার পর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দিয়ে বলেছিলেন , 'আমি তাকে বেত্রাঘাত করেছি ঐশী কিতাবের হুকুম মানতে এবং পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দিয়েছি পবিত্র রসুল (সাঃ) এর প্রথানুযায়ী' (বুখারী)। এই বর্ণনাগুলো থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টত উদ্ভূত ঃ (১) ব্যভিচারের শাস্তির বিষয়ে রসুল করীম (সাঃ) এর রীতি কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী, কিন্তু তা অসম্ভব, (২) হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত বর্ণনানুযায়ী কুরআন মজীদে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আদেশ ছিল। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রাঃ) এর কথিত মতে এরূপ কোন হুকুম ছিল না। কিন্তু তা কেবল নবী করীম (সাঃ) এর প্রথা ছিল। যে কারণে তিনি (আলী-রাঃ) ব্যভিচারের জন্য অপরাধী লোকদেরকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিবৃতি কেবল পরস্পর বিরোধীই নয় বরং এগুলো প্রকাশ্য ঐশী বিধানের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। অতএব এগুলো নির্জলা মিথ্যা উদ্ভাবন এবং অবশ্যই বাতিল (আরো দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' ১৮৩৬-১৮৩৮ পৃষ্ঠা)।

২০২৬-ক। 'নিকাহ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিয়ের মাধ্যমে অথবা বিয়ে ছাড়া যৌন সংসর্গ এবং যৌন সহবাসহীন বিয়ে (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অর্থাৎ যখন এক পুরুষ কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে রতি ক্রিয়া করে, যে তার বৈধ বা বিবাহিতা স্ত্রী নয় তখন সে যেমন ব্যভিচারী বলে গণ্য হয়, তেমনি ঐ স্ত্রীলোকটিও ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হয়। এখানে 'নিকাহ্' শব্দ উক্ত আভিধানিক অর্থে যৌন-সহবাস বুঝায় এবং বিয়ে বুঝায় না। কিন্তু এই স্থানে 'নিকাহ্' শব্দের মর্ম যদি বিয়ে ধরে নেয়া হয়, যেমন কোন কোন ব্যক্তি এরূপ

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ২০২৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। আর ক·যারা সতীসাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, এরপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না সেক্ষেত্রে তোমরা তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করো না। আর এরাই দুষ্কৃতকারী[২০২৮]।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٥

৬। খ·তবে যারা এরপর তওবা করে এবং (নিজেদের) শুধ্রে নেয় তাদের কথা ভিন্ন। (এদের ক্ষেত্রে) নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও)[২০২৯] বার বার কৃপাকারী।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٦

দেখুন ঃ ক. ২৪ঃ২৪ খ. ৪ঃ১৮।

বলেছেন তাহলে এর অর্থ হবে, একজন 'যানী ' অর্থাৎ এরূপ অসৎ লোক যে স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ ব্যভিচারে প্রশ্রয়ী, সে একজন বিশ্বাসী সতী-সাধ্বী নারীকে তার সাথে বিয়ে কখনো সম্মত করাতে পারবে না। একমাত্র তারই মত দুষ্ট ও নীচমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী এক নারীই তাকে বিয়ে করতে রাজি হতে পারে।

২০২৭। সর্বনাম 'এ' (ঘৃন্য কাজ) শব্দটি ব্যভিচার করার প্রতি ইংগিত করছে। ইসলাম ধর্ম সকল সামাজিক হীন পাপকর্মের অন্যতম পাপ ব্যভিচারকে নিকৃষ্টতম হিসাবে গণ্য করে এবং সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি বিস্তারের সমস্ত প্রধান পথ রুদ্ধ করতে চায় এবং একে কঠোর শাস্তি প্রদান করে এবং দোষীপক্ষগুলোকে সমাজে পতিত অস্পৃশ্য করে নিন্দা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের জন্য শাস্তির অংশ ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান আয়াত তাদেরকে সামাজিক কুষ্ঠরোগীরূপে চিহ্নিত করেছে, যাদের সাথে সকল সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করা উচিত।

২০২৮। ব্যভিচারের পরেই অপর জঘন্য সামাজিক ব্যাধি যা মানব সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ফেলে তাহলো নির্দোষ ব্যক্তির সম্বন্ধে অপবাদ দেয়া। ইসলাম এই সামাজিক ব্যাধিকে চরম অপছন্দনীয় গণ্য করে (যা তথা-কথিত আধুনিক সভ্য সমাজে প্রায় সার্বজনীন রূপ নিয়েছে) এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অভিযোগকারীর কঠোর শাস্তি বিধান করে। আয়াতটি অপবাদ রটনাকারীর জন্য পর্যায়ক্রমে তিন প্রকার শাস্তির বিধান দিয়েছে ঃ (ক) দৈহিক বেত্র-দন্ড, (খ) মিথ্যা বর্ণনাকারী ও মিথ্যা হলফকারীরূপে অপমানিত করা, যা তাদের সাক্ষ্য দানকে বাতিল করে দেয় এবং (গ) ঐশী বিধান লংঘনকারীরূপে বিচারপূর্বক আধ্যাত্মিক কলংক-চিহ্ন স্থির করা। লক্ষণীয় যে অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা এর কোন উল্লেখ এখানে করা হয়নি। সুতরাং যে পর্যন্ত না অভিযোগকারী তার অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, সে পর্যন্ত সেই নালিশ মিথ্যা সাব্যস্ত হবে এবং প্রতিফলে অভিযোগ উত্থাপনকারী নিজেই নিজেকে নির্ধারিত শাস্তি-যোগ্য বলে দায়ী করবে। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন, অভিযোগে বর্ণিত অভিযুক্ত স্ত্রীলোক নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে যে পর্যন্ত না শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অপবাদ ও কুৎসা রটনার অপরাধ শক্ত হাতে দমন করাই শরীয়তের লক্ষ্য। এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হুকুম পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, যদিও ব্যবহৃতশব্দ 'মুহ্সেনাত' যার অর্থ সতী-সাধ্বী নারী। আরবী ভাষায় যখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তখন পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা হয়। এই খানে অপবাদ রটনার শাস্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এই নির্দেশ, এই মিথ্যা কলংকের শিকার পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, কিন্তু যেহেতু স্ত্রীলোকই সাধারণত এই জাতীয় অপবাদের শিকারে পরিণত হয়ে থাকে সেহেতু আয়াতটিতে 'সতী-সাধ্বী নারী' বলা হয়েছে। এইরূপে 'আল্লাযীনা' (তারা) শব্দ যদিও পুংলিঙ্গ, তবু পুরুষ এবং নারী উভয় অপবাদকারীকে বুঝায়।

২০২৯। অপবাদ রটনাকারী অনুতাপ করলে এবং নিজের সংশোধন করার পরে মিথ্যা কলংক রটনার জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে কোন্টা লাঘব করা যাবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রথম শাস্তি সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে না। কারণ দোষী ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক- দন্ড কার্যকর করা হয়। শেষের দুটি শাস্তি হ্রাস করা যেতে পারে কেবলমাত্র প্রকৃত অনুশোচনা প্রমাণিত হওয়ার পরেই।

৭। আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ[২০৩০] করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে 'নিশ্চয় সে সত্যবাদী' (এ কথা বলে) চার বার সাক্ষ্য দিতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾

৮। আর পঞ্চমবারের (সাক্ষ্যে) সে (বলবে,) '(সে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক'!

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾

৯। আর সে (অর্থাৎ স্ত্রী) যদি চারবার আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে এ সাক্ষ্য দেয়, 'নিশ্চয় সে (অর্থাৎ স্বামী) মিথ্যাবাদী', তবে এটা তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) শাস্তি থেকে রেহাই দিবে।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٩﴾

১০। আর পঞ্চমবারের (সাক্ষ্যে) সে (বলবে,) '(সে অর্থাৎ স্বামী) সত্যবাদী হলে তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) ওপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক[২০৩১]'!

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠﴾

১১। আর তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা না হতো এবং আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় না হতেন (তাহলে তোমরা কষ্টে পড়ে যেতে)।

১ [১১] ৭

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١١﴾ ع

১২। নিশ্চয় যারা এ মিথ্যা রটনা করেছিল তারা তোমাদেরই এক দল[২০৩২]। তোমরা এ (বিষয়)টিকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য ভাল (কেননা এর দরুন তোমরা এক প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছ)। তাদের প্রত্যেকের

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا

২০৩০। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ যেহেতু পরিবারের সার্বিক সম্পর্কের উপর পরস্পর অবিশ্বাসপূর্ণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে, সেহেতু তফসীরাধীন আয়াতে এক বিশেষ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যাতে করে এরূপ অশুভ অবস্থার উদ্ভব হলে মোকাবিলা করা যায়।

২০৩১। অভিযুক্ত স্ত্রী তার স্বামীর মিথ্যা অভিযোগে চারবার শপথের মাধ্যমে নিজের পাপ-শূন্যতা প্রতিপাদন করলে এবং যদি স্বামীর অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চম শপথ তার নিজের উপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপের কসম উচ্চারণ করলে কোন শাস্তি স্ত্রীর উপর বর্তাবে না এবং স্বামীও স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার দায়ে শাস্তিযোগ্য থাকবে না। কিন্তু এহেন গুরুতর ফাটল ধরার পর এই দম্পতি স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে বিরত থাকবে। কারণ এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কোন সম্ভাবনা বাকী থাকবে না।

২০৩২। এই আয়াতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটেছিল। বনী মুস্তালিকের বিরুদ্ধে রসূল করীম (সাঃ)এর যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার অনতিদূরে কোন এক স্থানে মুসলমান সৈন্য বাহিনীকে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। এই অভিযানে আঁ হযরত (সাঃ) এর সঙ্গিণী ছিলেন মহান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এবং বিশেষ কর্মক্ষমতা -সম্পন্ন তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাবু থেকে কিছু দূরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর গলার হার খানা কোথাও পড়ে গেছে। গলার হার এমন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল না। কিন্তু যেহেতু তা ছিল এক বান্ধবীর নিকট থেকে ধার করে আনা সেই কারণে আয়েশা (রাঃ) তা খোঁজ করতে আবার বাইরে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তন করে অত্যন্ত দুঃখ ও বিবশ মনে দেখলেন, সৈন্য বাহিনী তাঁর বাহনের উষ্ট্রীসহ অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছে। পরিচর্যারত তাঁর সঙ্গীরা ভেবেছিল, হালকা-পাতলা ওজনের অল্প বয়স্কা আয়েশা (রাঃ) উটের পিঠে ডুলার মধ্যেই আছেন। তিনি অসহায় অবস্থায় বসে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। সাফওয়ান নামক মুহাজের যিনি পশ্চাৎভাগে আসছিলেন তিনি তাঁকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑫

ততটুকু (শাস্তি) হবে যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে এবং তাদের মাঝে যে এর মুখ্য ভূমিকায়[২০৩৩] ছিল তার জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে এক মহা আযাব।

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑬

১৩। তোমরা যখন তা শুনেছিলে তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা কেন নিজেদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করেনি এবং কেন বলেনি, 'এটা তো ডাহা মিথ্যা'?

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑭

১৪। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে এল না? অতএব তারা যখন সাক্ষী আনেনি সেক্ষেত্রে তারাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী[২০৩৪]।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑮

১৫। [ক]আর ইহকালে ও পরকালে তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা না হতো তাহলে যে (পরীক্ষায়) তোমরা পড়ে গিয়েছিলে এর ফলশ্রুতিতে এক মহা আযাব অবশ্যই তোমাদের ওপর নেমে আসতো

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ⑯

★১৬। তোমরা যখন এ (মিথ্যা) কথা পরস্পর মুখে মুখে ছড়াতে থাকলে এবং নিজেরাই এমন কথা বলতে আরম্ভ করলে, যে সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না এবং তোমরা এটিকে গুরুত্বহীন মনে করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ ছিল এক গুরুতর (অপরাধ)।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৬৫; ৪ঃ৮৪।

কেননা পর্দা সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশাকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের উটে চড়িয়ে নিজে উটের পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে মদীনায় নিয়ে এলেন (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ)। এই ঘটনাকে সম্বল করে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের প্ররোচনায় মদীনার মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অপবাদ রটনা করেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মধ্যেও কয়েকজন এতে জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার ওহীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা এই মিথ্যা অভিযোগ উদ্ভাবনে ও রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল এবং কুৎসারটনাকারী ও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঐশী-নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল।

২০৩৩। "যে এর মুখ্য ভূমিকায় ছিল" শব্দগুলো মদীনার মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর প্রতি ইঙ্গিতে বুঝায়, যে এই মিথ্যার উদ্ভাবন করেছিল এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। মদীনার বাদশাহ্ হওয়ার উচ্চাভিলাষ ও ব্যাকুল বাসনায় ইসলামের বিরুদ্ধে তার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল এবং সে এক কলংকময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

২০৩৪। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পুরুষ বা মুসলমান নারীকে ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত করে এবং তার সেই অভিযোগ প্রমাণে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং সেই কারণে ইসলামী বিধানের অধীনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে একজন, দুইজন এমনকি তিনজনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হাজির করলেও। এই অসৎ কর্ম করতে দেখার বাস্তব ঘটনা জনসাধারণ্যে প্রচার করার অধিকার ইসলাম কাউকেও প্রদান করে না।

১৭। আর তোমরা যখন এটা শুনেছিলে তখন তোমরা কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করার আমাদের কোন অধিকার নেই। (হে আল্লাহ্)! তুমি পবিত্র। এ এক অনেক বড় অপবাদ'।

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮। আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দেন, তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে এরূপ কাজ পুনরায় কখনো করো না।

يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আদেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٩﴾

২০। মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক এটা যারা চায়, নিশ্চয় তাদের জন্য ইহকালে এবং পরকালে[২০৩৫] যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

২১। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি তোমাদের ওপর না হতো এবং আল্লাহ্ (যদি) অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী না হতেন (তাহলে অশ্লীলতা তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো)।

রুকূ ২ [১০] ৮

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

২২। হে যারা ঈমান এনেছ! [ক]তোমরা শয়তানের[২০৩৬] পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে-ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে (অর্থাৎ শয়তান) অশ্লীলতার ও অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৪৩; ১৯ঃ৪৫; ৩৬ঃ৬১।

২০৩৫। ইসলামের দৃষ্টিতে সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের রটনা এবং অপপ্রচার অসৎ কর্মের সমতুল্য জঘন্য অপরাধ। ইসলাম উভয় অপরাধের নিন্দা করেছে এবং শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছে। কুৎসা রটনার জন্য কঠোরতর দন্ডবিধান রয়েছে। কারণ এটা আকস্মিক যৌন ব্যভিচার অপেক্ষা যৌন অসততাকে ব্যাপকভাবে ছড়ায় এবং সংশ্লিষ্ট সমাজে অধিকতর শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কুৎসা রটনা যদি কোন সমাজে অবাধে প্রশ্রয় লাভ করে তাহলে আতংক ও ঘৃণা সহকারে তা পরিহার করার সকল অনুভূতি লোপ পাবে। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় লাগামহীন হয়ে যাবে এবং সেই জাতিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা বিরাজ করবে। এই কারণে নৈতিকতার সমস্ত ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

২০৩৬। যেহেতু মানব প্রকৃতিতে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অসৎ কর্ম করতে দ্বিধা এবং আতংকানুভূতি জন্মগতভাবে রোপিত , সেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় শয়তান তার প্রতারণার শিকারকে প্রকাশ্যে অসৎ কর্ম করতে প্রলুব্ধ করা এড়িয়ে চলে। সে তাকে ধাপে ধাপে ক্রমশ নৈতিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। অন্যায়ভাবে অপরাধের নামে কৌশলে বা গোপনে অপবাদ দেয়া আরম্ভ করে অবশেষে ব্যক্তিটি নিজেই সেই অপরাধটি করে বসে।

★ ২৩। আর তোমাদের মাঝে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন তাদের আত্মীয়স্বজন, অভাবী[২০৩৭] এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না বলে কসম না খায়, বরং তারা যেন (তাদের) ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যারা সতীসাধ্বী (ও) সাদাসিদা[২০৩৮] মু'মিন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে এবং পরকালে অভিশপ্ত হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। (আর স্মরণ কর সেদিনকে) ক.যেদিন তাদের জিহ্বা ও তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে[২০৩৯]।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, নিশ্চয় খ.আল্লাহ্ই সুপ্রকাশিত সত্য[২০৪০]।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٦﴾

২৭। অপবিত্র বিষয়গুলো অপবিত্র লোকদের জন্য এবং অপবিত্র লোকেরা অপবিত্র বিষয়গুলোর জন্য এবং পবিত্র বিষয়গুলো পবিত্র লোকদের জন্য এবং পবিত্র লোকেরা পবিত্র বিষয়গুলোর জন্য[২০৪১]। এরা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) যা বলে সেসব বিষয়ে তারা (অর্থাৎ পবিত্র লোকেরা) নির্দোষ। গ.তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

৩ [৬] ৯

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾

দেখুন ঃ ক..১৭ঃ৩৭; ৩৬ঃ৬৬; ৪১ঃ২১-২৩ খ. ২০ঃ১১৫; ২২ঃ৬৩; ২৩ঃ১১৭ গ. ৮ঃ৭৫; ২২ঃ৫১।

২০৩৭। হতে পারে, এই ইঙ্গিত হযরত আবুবকর (রাঃ) এর প্রতি করা হয়েছে। তিনি মিস্তাহ্ নামীয় তার এক দরিদ্র আত্মীয়কে বরাদ্দকৃত ভাতা বন্ধ করেছিলেন, যে দুর্ভাগ্যবশত হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় জড়িত ছিল।

২০৩৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিষয়ে 'গাফেলাৎ' নিরীহ শব্দ তাঁর সম্পূর্ণ নির্দোষিতা সাব্যস্ত করে এটাই বুঝাচ্ছে যে সেই সততা এবং ধার্মিকতার পরমোৎকর্ষের আদর্শস্থানীয়ার কোন অন্যায় করার চেতনাই ছিল না।

২০৩৯। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। বিজ্ঞান এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে যার ব্যবহার কোন ব্যক্তির কথাকে সুরক্ষিত করতে পারে, এমনকি তার হাত, পা অথবা তার দেহের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের শব্দ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। এই সকল যন্ত্রপাতি চোর এবং অন্যান্য অপরাধী থেকে সচেতন হতে এবং কৈফিয়ৎ নিতে পুলিশকে অনেক সাহায্য করছে। এই সকল যন্ত্রের সহায়তায় একজন দোষী ব্যক্তির জিহ্বা, হাত ও পা কেমন অবস্থায় ছিল তা সাক্ষ্যরূপে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করতে পারে। বিজ্ঞান এই বাস্তব অবস্থাও প্রতিপাদন করেছে যে বায়ুমন্ডলে প্রতিটি ব্যক্ত কথা, অবস্থা বা ক্রিয়া তার ছাপ রেখে যায়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী এই ছাপসমূহ পরজীবনে বাস্তবে মূর্ত করা হবে এবং এইরূপে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে।

২০৪০ ও ২০৪১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! [ক]তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না দিয়ে ঢুকবে[২০৪২] না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। আর তোমরা এসব (ঘরে) কাউকে না পেলে তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা এতে ঢুকবে না। আর তোমাদের ফিরে যেতে বলা হলে তোমরা ফিরে যেও। এটা তোমাদের জন্য বেশি পবিত্রতার কারণ হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। যেখানে তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে তোমরা এমন বসতিহীন ঘরে ঢুকলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর [খ]আল্লাহ্ (তা) জানেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। তুমি মু'মিনদের বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে[২০৪৩] এবং তাদের লজ্জাস্থানের[২০৪৩-ক] সুরক্ষা করে। তাদের জন্য এটা হবে বেশি পবিত্রতার কারণ। তারা যা করে সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভাল করেই অবগত আছেন।

দেখুন ঃ ক. ২৪ঃ৬২ খ. ২ঃ৩৪; ২১ঃ১১১; ৮৭ঃ৮।

২০৪০। সকল সত্যই আপেক্ষিক। একটি বিষয় এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক হতে পারে, কিন্তু অপর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নাও হতে পারে। একমাত্র আল্লাহ্ই সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত সত্য এবং সকল বিষয়ের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত। অতএব তিনিই একমাত্র সঠিক এবং পূর্ণ প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়ার অধিকারী।

২০৪১। 'আল্-খাবিসাতু' শব্দের এক অর্থ অসৎ কর্ম বা অশ্লীল কথা। এই অর্থে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় দুষ্ট লোকেরা অসৎ কর্ম রটনার প্রশ্রয় নিয়ে থাকে, অথচ সাধু এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ থেকে সৎকর্ম এবং পবিত্র ও মহৎ কথা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

২০৪২। কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বা অফিসে তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে নিজের পরিচয়পত্র পাঠাবার রীতি একটি সঠিক পন্থা। এতে করে জানা যায়, সেই ব্যক্তি উক্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দানে রাজী আছে কিনা। এটা কুরআনের উক্ত নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০৪৩। উপরে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন করীম কোন বিষয়ে ভাসা-ভাসাভাবে দেখেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এর মূল উৎসে পৌঁছে যায়। কুরআন অনুযায়ী প্রত্যেক ভাল বা মন্দ নিশ্চিত এক মূল উৎস থেকে উৎসারিত হয়। সদ্গুণের ব্যাপারে একে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা সমীচীন বলে কুরআন নির্দেশ প্রদান করে এবং মন্দ বিষয়ে কুরআনের লক্ষ্য হলো একে সমূলে উৎপাটন করা ও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং এইভাবে এর সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া। যেহেতু চক্ষুর মাধ্যমে সর্বাধিক মাত্রায় কুচিন্তা মনের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে সেহেতু তফ্সীরাধীন আয়াতে মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীকে পরস্পরের সাক্ষাতের সময়ে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

২০৪৩-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

★৩২। আর তুমি মু'মিন নারীদের বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায় এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়, তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী[২০৪৩-খ] অথবা তাদের অধিকারভুক্তরা অথবা এরূপ পুরুষ পরিচারক যারা দুষ্কর্মপ্রবণ নয় অথবা অল্পবয়স্ক শিশুরা যারা এখনো নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করেনি, এরা ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন এমন ভঙ্গীতে না হাঁটে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হও যেন তোমরা সফল হতে পার[২০৪৪]।

২০৪৩-ক। 'ফুরূজ' অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও হতে পারে।

২০৪৩-খ। সম্ভ্রমশীল ও ভদ্র স্ত্রীলোক।

২০৪৪। যেহেতু ইসলামী পর্দা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং অতি মাত্রায় ভুল বোঝাবুঝি (এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও) রয়েছে সেহেতু বহু বিতর্কিত এই বিষয়টির কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। নিম্নে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ঃ

(১) আর তুমি মু'মিন নারীদের বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের সুরক্ষা করে..." (২৪ঃ৩২ অর্থাৎ তফসীরাধীন আয়াত)।

(২) হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের পত্নীদের বল, যেন তারা তাদের মাথার কাপড়কে নিজেদের উপর (মাথা থেকে টানিয়ে মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়। এর মাধ্যমে তাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না" (৩৩ ঃ ৬০)।

এই আয়াতে (৩৩ ঃ ৬০) আরবী শব্দ 'জালাবীব্' এক বচনে 'জিলবাব' যার অর্থ বহিরাবরণ বা চাদর (লেইন)।

(৩) "হে নবী পত্নীরা! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে চল। অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলো না, নতুবা যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে এবং সদা ন্যায়-সঙ্গত কথা বলো এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না... (৩৩ঃ৩৩-৩৪)।

(৪) "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অধিকার ভুক্তদের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছায়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করার), ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খোল এবং এশার নামাযের পর;...... (২৪ঃ৫৯)।

(ক) মুসলমান নারী যখন বাইরে যায় তাদেরকে 'জিলবাব' অর্থাৎ বহিরাবরণ পরিধান করা আবশ্যক, যার দ্বারা মাথা থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত সমস্ত দেহ ঢেকে যায়। এটাই কুরআন মজীদে বর্ণিত 'ইউদ্‌নীনা আলায়হিন্না মিন জালাবীবিহিন্না' (৩৩ঃ৬০)। বাহ্যিক দেহাবরণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুসলমান স্ত্রীলোককে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের কাম-লোলুপ দৃষ্টি বা উত্যক্ত করা অথবা অন্য কোন ঝামেলাপূর্ণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করা।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(খ) মুসলমান পুরুষ এবং নারী পরস্পরের সাথে সাক্ষাতে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে।

(গ) তৃতীয় আদেশটি, আপাত দৃষ্টিতে যদিও নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি প্রযোজ্য তবু তা কুরআন মজীদের রীতি অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমান স্ত্রীলোকদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। 'এবং তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে, (৩৩ঃ৩৪) কথাগুলোর পরোক্ষ প্রকাশ হলো, প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে তাদের প্রধান ও মুখ্য কর্মক্ষেত্র হলো গৃহাভ্যন্তর।

(ঘ) উল্লিখিত তিনটি সময়ে এমনকি শিশুদেরও তাদের পিতামাতার একান্ত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ পারিবারিক ভৃত্য বা কৃতদাসীরও মালিকের শয়ন কক্ষে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশের অনুমতি নেই।

প্রথম আদেশ স্ত্রীলোকদের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তারা দেহের বহিরাবরণ (বোরকা বা চাদর ইত্যাদি) পরিধান করবে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে যায়। দ্বিতীয় আদেশ 'পর্দা' সম্পর্কে বুনিয়াদিভাবে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে যখন নিকট পুরুষ আত্মীয়গণ বার বার আসা-যাওয়া করে। সেই ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীকে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক এবং নারীর জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন যাতে তাদের 'যিনাত' অর্থাৎ দেহের পোশাকের ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য প্রকাশ করা না হয়। সেই সময় তাদেরকে 'জিল্‌বাব' (বোরকা ইত্যাদি) পরিধান করা আবশ্যকীয় নয়। কারণ খুবই নিকট স্বগোত্রীয় লোকজনের অবাধ এবং সচরাচর গমনাগমনের মধ্যে এরূপ করা বিরক্তিকর এবং অসম্ভবও। বর্ণনার প্রসঙ্গে এটাই মনে হয়,এই হুকুম বাসগৃহের অভ্যন্তরের 'পর্দা' সম্পর্কিত। কারণ তফসীরাধীন আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিকটতম আত্মীয়, যারা তাদের জ্ঞাতি লোকদের বাড়িতে সাধারণত যাওয়া-আসা করে। নিকট আত্মীয় ছাড়া এতে চার প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে, যথা শালীন মহিলা, বৃদ্ধ চাকর, কৃতদাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। তাদের বিশেষ উল্লেখ এই অনুমানের উপরেই অতিরিক্ত জোর দেয় যে আয়াতের নির্দেশ বাড়ির চার দেয়ালের ভিতরের পর্দা সম্পর্কযুক্ত। প্রথমোক্ত আদেশ বাড়ির বাইরের 'পর্দা' বুঝায় এবং দ্বিতীয় আদেশ মূলত অভ্যন্তরের 'পর্দা' বুঝায়। এটা সংশ্লিষ্ট আয়াত অর্থাৎ ৩৩ঃ৬০ এবং তফসীরাধীন আয়াতসমূহে দুই প্রকার 'পর্দার' জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। কার্যত ৩৩ঃ৬০ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীলোক বাড়ির বাইরে গেলে তাকে জিলবাব্ (বহিরাবরণ) পরিধান করতে হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে গৃহাভ্যন্তরে যখন নিকট আত্মীয়রা আসা-যাওয়া করে তখন তাকে 'খিমার' (মাথার ঘোমটা) ব্যবহার করতে হয়। তদুপরি ৩৩ঃ৬০ আয়াতে যেখানে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হচ্ছে 'ইউদ্‌নীনা আলায়হিন্না মিন যালাবিবিহিন্না' অর্থাৎ তাদের বহিরাবরণ আলম্বিত করতে বলা হয়েছে (জিলবাব্ এবং ইউদ্‌নীনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ৩৩ঃ৬০), এখানে তফসীরাধীন আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়াযরিব্‌না বিখুমুরিহিন্না আলা জুয়ূবিহিন্না', অর্থাৎ তাদের ওড়নাগুলোকে বক্ষদেশের ওপর দিয়ে প্রলম্বিত করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে প্রথমোক্ত ব্যাপারে যখন পোশাক মাথা, মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ঢেকে দিবে তখন দ্বিতীয়টিতে কেবল মাথা ও বক্ষদেশ ঢাকা পড়বে এবং মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখতে পারবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এটাই উল্লেখ্য, যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে যে বাইরে যাওয়ার সময় একজন মহিলাকে যে ধরনের লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করা আবশ্যক যা তার সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে তার গঠন এবং আকার-আকৃতি মুসলমান সমাজের রীতি, অভ্যাস, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন রূপ হতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে 'পর্দা' সম্পর্কিত নির্দেশ দোকান-পাট, মাঠ-ঘাট ইত্যাদির বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। যেখানে মুসলিম সমাজের কোন শ্রেণীর নারীদেরকে নিজেদের জীবিকা অর্জনের কাজ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোককে মুখ ঢেকে রাখার প্রয়োজন হবে না। সে কেবল নিজের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তার 'যীনাত' অর্থাৎ দেহের গহণাদি ও অন্যান্য সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে, যেমন ঘরের ভিতরে নিকট পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতে করতে হয়।

তৃতীয় নির্দেশ মতে অপরিচিতি পুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারীর পক্ষে গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করা আবশ্যক এবং তাদের জন্য এটাই আবশ্যক যে তারা নিজ জাতির হিত সাধনে এবং গৃহস্থালী বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়াদির ওপর নজর রাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিবে। চতুর্থ হুকুম স্বামী এবং স্ত্রীকে নির্দেশ দান করে যে তাদের শয়নকক্ষ যতদূর সম্ভব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে পৃথক রাখা, যেখানে ৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত সময়ে এমনকি নাবালেগ ছেলেদেরও প্রবেশের অনুমতি নেই।

তফসীরাধীন আয়াতে ব্যবহৃত 'যীনাত' শব্দ স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় সৌন্দর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে–দৈহিক সৌন্দর্য, পোশাক ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য। 'তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায়' উক্তিটি ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যা একজন মহিলার পক্ষে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, যেমন তার কণ্ঠস্বর, তার চলনভঙ্গি অথবা তার দৈহিক উচ্চতা এবং তার শরীরের অংশ বিশেষও, যা তার সামাজিক পদমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য, তার পেশা ও সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী তাকে খোলা রাখতে হয়। দেহের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখার যে অনুমতি তা বিশেষ অবস্থা সাপেক্ষ। অতএব 'তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' কথাগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন অংশের স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব প্রকাশক এবং জাতির প্রথা ও জীবনযাত্রার প্রণালী এবং পেশার পরিবর্তনের সঙ্গে এর অর্থেও পরিবর্তন ঘটবে। তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেন 'সজোরে পা দিয়ে আঘাত না করে' (৪ঃ৩) উক্তিটি প্রতিপন্ন করে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর তোমরা তোমাদের বিধবা[২০৪৫] এবং তোমাদের (বিবাহযোগ্য) সদাচারী দাস ও দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

★ ৩৪। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযমী হয়ে চলে যতক্ষণ আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সচ্ছল করে না দেন। আর তোমাদের দাসদের মাঝে যারা মুক্তি লাভের জন্য চুক্তিপত্র[২০৪৬] সম্পাদন করতে চায় তাদের মাঝে তোমরা (সম্ভাবনাময়) ভাল কিছু দেখতে পেলে তাদের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন কর এবং আল্লাহ্‌র সেই ধনসম্পদ থেকে তোমরা তাদের দাও যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। আর তোমাদের দাসীরা বিয়ে করতে চাইলে (বাধা দিয়ে) তোমরা পার্থিব জীবনের সুযোগসুবিধা লাভের আশায় তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য করো না। কিন্তু কেউ যদি তাদের বাধ্য করে সেক্ষেত্রে তাদের অসহায় হতে বাধ্য হওয়ার পর নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদের প্রতি হবেন) অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ع

৩৫। [ক]আর আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ অবতীর্ণ করেছি।

৪ [৮] ১০

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ১৭; ৫৭ঃ১০; ৫৮ঃ৬।

যে জনসাধারণ্যে প্রকাশ্য নাচ, যা কোন কোন দেশে অত্যধিক প্রচলিত, এর অনুমতি ইসলাম কোন মতেই দেয় না। এটাই হলো 'পর্দা' সম্বন্ধে ইসলামী ধারণা। এই ধারণা মতে মুসলমান নারী তার যুক্তিসম্মত প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে কিন্তু তাদের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য তাদের বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যা বাইরে পুরুষের কাজের ন্যায় প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি পুরুষের পেশা গ্রহণ করে তাহলে তারা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে এবং প্রকৃতি কোন প্রকারেই তার বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় না।

২০৪৫। 'আইয়ামা' বহুবচন, একবচনে 'আঈম' অর্থ ঃ সে কুমারী হোক বা না হোক, বা সে পূর্বে বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিতা, স্বাধীন স্ত্রীলোক (লেইন), এমন পুরুষ যার কোন স্ত্রী নেই (মুফরাদাত)। বিধবা ও কুমারীদের বিয়ের ওপর শক্তভাবে জোর দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অবিবাহিত অবস্থাকে খুব বেশি অপছন্দ করে এবং বিবাহিত অবস্থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসম্মত বলে বিবেচনা করে। হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, "বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে কেউ আমার সুন্নতের খেলাফ করে এবং অমান্য করে সে আমা থেকে নয়" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

২০৪৬। 'মুকাতাবা' একটি লিখিত চুক্তিনামা যার মাধ্যমে একজন কৃতদাস বা দাসী তার দাসত্বের বন্ধন থেকে স্বাধীনভাবে মালিকের পছন্দ বা অপছন্দকে গ্রহণ না করে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি কৃতদাসের মুক্তির বিনিময়ে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা শ্রম ধার্য করা যায়।

৩৬। আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর নূর[২০৪৬-ক]। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত একটি[২০৪৬-খ] তাকের ন্যায় যেখানে রয়েছে একটি প্রদীপ[২০৪৬-গ]। সে প্রদীপটি রয়েছে গোলাকার কাঁচের চিমনিতে। সে কাঁচ এমনই (জ্বলজলে) যেন তা একটি উজ্জ্বল তারকা। সে (প্রদীপটি) এমন এক বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তেল) দিয়ে প্রজ্জ্বলিত, যা প্রাচ্যেরও নয় এবং পাশ্চাত্যেরও নয় (বরং সেটি সারা বিশ্বের)। এ (বৃক্ষের) তেল এমন যে আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে। নূরের ওপর নূর! আল্লাহ্ যাকে চান নিজের নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত-সমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়েই সর্বজ্ঞ[২০৪৭]।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۳۶﴾

২০৪৬-ক। 'নূর' অর্থ আলো, অন্ধকারের বিপরীত। এর মর্ম 'যিয়া' অপেক্ষা ব্যাপক, অধিক গভীর এবং স্থায়ী (লেইন)।

২০৪৬-খ। 'মিশকাত' অর্থ দেয়াল-গাত্রের কোটর, অর্থাৎ দেয়ালের গায়ের তাক যাতে প্রদীপ রাখলে অন্য স্থানে রাখা অপেক্ষা অধিক আলো দান করে, বাতি রাখার থাম (লেইন)।

২০৪৬-গ। 'যুজাজাহ্' অর্থ কাঁচ, কাঁচের চিমনি বা গোলক (লেইন)।

২০৪৭। আয়াতটি একটি চমৎকার রূপক। এটি তিনটি বিষয়ের প্রকাশক– প্রদীপ, কাঁচের চিমনি এবং দেয়াল গাত্রস্থ কোটর বা তাক। ঐশী পবিত্র আলো এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা রূপকে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো একত্রিত হলে এর ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'প্রদীপ' হলো আলোর যথার্থ উৎস, কাঁচের চিমনি যা প্রদীপের ঢাকনাস্বরূপ বাতাসের ঝাপ্টায় নিভে যাওয়া থেকে এর আলোকে রক্ষা করে এবং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে এবং দেয়াল-গাত্রের ফোঁকর আলোককে সুরক্ষিত করে। এই উপমা বৈদ্যুতিক টর্চের সঙ্গে যথাযথভাবে তুলনীয়, যার অপরিহার্য অংশগুলো হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার যা আলো প্রজ্বলিত করে,বাল্ব একে সুরক্ষিত করে এবং প্রতিফলক আলোকে বিস্তৃত ও বিকীর্ণ করে এবং পরিচালনা করে। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তিনটি বস্তু– 'প্রদীপ', 'কাঁচের চিমনি' এবং 'দেয়াল গাত্রস্থ কোটর'– যথাক্রমে প্রদীপ অর্থাৎ ঐশী নূর বা আলো, আল্লাহ্ তাআলা প্রেরিত নবী রসুলগণ হচ্ছেন কাঁচের চিমনিস্বরূপ যাঁরা সেই নূরকে বিলুপ্তি থেকে সুরক্ষিত করেন এবং আলোর বিস্তার ও ঔজ্জ্বল্যকে বৃদ্ধি করেন এবং মিশকাত অর্থাৎ দেয়াল-কোটর হচ্ছে নবীগণের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ, যারা এই ঐশী আলো বিকীর্ণ করেন ও প্রচার করেন এবং জদদ্বাসীকে পথ-প্রদর্শনের জন্য এবং আলোকিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা করেন। এই আয়াত আরো ঘোষণা করে, প্রদীপ জ্বালাতে ব্যবহৃত তেল (যয়তুন) এরূপ নির্ভেজাল ও সহজ দাহ্য যে না জ্বললেও এতে (তেলে) অকস্মাৎ শিখা বিস্ফোরিত হয়। এই তেল এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাস থেকে প্রস্তুত। সেই বৃক্ষ না প্রাচ্যের না পাশ্চাত্যের। তা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির পক্ষে বা বিপক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

এই আয়াতের অন্য এক ব্যাখ্যাও হতে পারে। আয়াতে বর্ণিত নূর বা আলো পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এর জন্য ব্যবহৃত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ কুরআনে তাঁকে নূর হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে (৫ঃ১৬)। এই অর্থে দেয়াল গাত্রস্থ কোটরীর মর্ম হবে নবী করীম (সাঃ) এর হৃদয় এবং প্রদীপ হলো তাঁর সর্বাধিক বিশুদ্ধ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক স্বভাব যা সর্বোৎকৃষ্ট ও মহত্তম সদ্গুণাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ এবং কাঁচের মর্মার্থ হলো, পবিত্র আলো যা দিয়ে তাঁর চরিত্র বিভূষিত করা হয়েছে তা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। যখন আল্লাহ্ তাআলার ওহীর নূর নবী করীম (সাঃ) এর স্বভাবের আলোর ওপর নেমে আসতো তখন তা দ্বিগুণ আলোর বন্যা হয়ে উদ্ভাসিত হতো, যাকে কুরআনের ভাষায় 'নূরুন আলা নূর' অর্থাৎ আলোর ওপরে আলো বলে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) এর এই নূর পরিপূর্ণ হতো এক প্রকার তেল দ্বারা যা পবিত্র বলে ঘোষিত এক প্রকার বৃক্ষ থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ) এর নূর কেবল উজ্জ্বল ও দীপ্তমানই ছিল না, অধিকন্তু প্রচুর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অনন্ত ছিল (যেমন 'মুবারাকা' শব্দে বুঝায়) এবং লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়কে আলোকিত করা। তদুপরি মহানবী (সাঃ) এর হৃদয় এতই পবিত্র ছিল এবং তাঁর প্রকৃতি এরূপ সহজাত মহৎ গুণসম্পন্ন ছিল যে পবিত্র ওহীর নূর তাঁর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মহৎ প্রচার কার্যের দায়িত্ব পালনে তিনি উপযুক্ত ছিলেন। এটাই হচ্ছে 'এ (বৃক্ষের) তেল এমন যে আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি নিজে নিজেই জ্বলে উঠবে' উক্তিটির অন্তর্নিহিত মর্ম। এই রূপকের আরো একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আয়াতের 'দেয়াল কোটর' মানুষের শরীরকে বলা যায়। মানবদেহ আপন অভ্যন্তরে সাহস বা কর্মশক্তি ধারণ করে যা দেহের ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে নিজকে সৃষ্টি করে প্রকাশ করে। দেয়াল-কোটরীর মতোই মানুষের দেহ আলোরূপ শক্তিকে সংরক্ষিত করে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۳۷﴾

★৩৭। (এই নূর) এমন সব গৃহে রয়েছে যেগুলোকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সকালে ও সন্ধ্যায় সেগুলোতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[২০৪৭-ক]

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿۳۸﴾

★৩৮। [ক]এমন লোকেরা, যাদেরকে কোন ব্যবসাবাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয়ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে[২০৪৮] ভুলিয়ে রাখে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন (উৎকণ্ঠায়) অন্তর ও চোখ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে,

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۹﴾

৩৯। এর ফলে [খ]আল্লাহ্ তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের(তা) আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্ যাকে চান (তাকে) অপরিমিত রিয্‌ক দেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾

★৪০। আর যারা অস্বীকার করেছে [গ]তাদের কর্ম এক মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় যেটিকে পিপাসার্ত ব্যক্তি এর কাছে না আসা পর্যন্ত পানি মনে করে থাকে। অবশেষে সে দেখতে পায় এটা কিছুই নয় এবং সে সেখানে আল্লাহ্‌কে দেখতে পায়, যিনি তাকে তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

দেখুন ঃ ক.৬৩ঃ১০; খ. ৯ঃ১২১; ১৬ঃ৯৮ গ. ১৪ঃ১৯।

এবং এর অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ মানবদেহ 'মিসবাহ্' বা আত্মার প্রদীপটি ধারণ করে যা মানবের অন্তরকে আলোকিত করে এবং একে আল্লাহ্ তাআলার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এই প্রদীপটি একটি 'যুজাজাতে' (কাঁচের গ্লোব বা চিমনিতে) রক্ষিত, যা একে ক্ষতি এবং অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে এবং এর উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত করে। এই 'যুজাজাহ্' বা কাঁচরূপী মানব মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী এতই নিখুঁত যে কোন কোন দার্শনিক এরূপ চিন্তাও করেছেন, এটাই ঐশী আলোর চরম উৎস। 'এক বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তেল) দিয়ে অর্থাৎ ঐ সমস্ত মৌলিক এবং পরম সত্য দ্বারা এই আলো জ্বলন্ত থাকে, যেগুলো প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কারও একচেটিয়া নয়। এই চিরসত্যগুলো কারো একচেটিয়া নয়। এই চিরসত্যগুলো মানবের প্রকৃতির মধ্যেই রোপিত এবং এমন কি আল্লাহ্ তাআলার ওহী-ইলহামের সাহায্য ছাড়াই ঐগুলো প্রায় প্রকাশমান হয়ে থাকে।

২০৪৭-ক। এই আয়াতটি প্রমাণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী দুই-ই বহন করে। এর ভবিষ্যদ্বাণী হলো, কুরআনের আলোতে আলোকিত ঘরগুলোকে মহিমান্বিত করা হবে এবং তার বাসিন্দারা সদা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা গাইবে। এটাই প্রমাণস্বরূপ হবে যে তারা আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত।

২০৪৮। এই আয়াত হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের সাধুতা, ধর্মপরায়ণতা এবং তাঁদের ঐশী-প্রেমের এক প্রামাণ্য দলিল। আয়াত বর্ণনা করে যে তাঁরা হাড়-মাংসে গড়া মানুষ। তাঁদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, পেশা ও বৃত্তি আছে। তাঁরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী নন। এতদ্‌সত্ত্বেও পার্থিব সকল অভীষ্ট এবং আকর্ষণের মধ্যে থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তাআলা এবং মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা করেন না।

৪১। অথবা (তাদের কাজকর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে (বিস্তৃত) এমন ঘোর অন্ধাকারের ন্যায়, যাকে ঢেউ এর পর ঢেউ ঢেকে ফেলেছে এবং এর ওপর রয়েছে মেঘ। এ এরূপ অন্ধকার যার একাংশ অন্য অংশকে ছেয়ে ফেলেছে। সে যখন তার হাত বের করে তখন সে চেষ্টা করেও তা দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যার জন্য কোন নূর বানাননি তার জন্য কোন নূর নেই[২০৪৯]।

৫ [৬] ১১

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤١﴾

৪২। তুমি কি দেখনি, যারা আকাশসমূহে[২০৫০] ও পৃথিবীতে[২০৫০ক] আছে (তারা) এবং ডানামেলা পাখীরাও[২০৫০-খ] [ক]আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে? তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাসনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জেনে গেছে[২০৫১]। আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। [খ]আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই। আর (সবাইকে) আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যেতে হবে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৪৫; ৫৯ঃ২৫; ৬১ঃ২ খ. ৩ঃ১৯০; ৫ঃ১২১।

২০৪৯। পূর্ববর্তী ৩৭-৩৯ আয়াতে এক শ্রেণীর লোকের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। তারা ঐশী আলোর প্রেমিক এবং আল্লাহ্‌র ধর্মপরায়ণ বান্দা। বর্তমান এবং ঠিক এর পূর্ববর্তী আয়াত অন্য একশ্রেণীর লোকের কথা বলে যারা অন্ধকারের অধিবাসী। একশ্রেণীর মানুষ পবিত্র আলো আলিঙ্গন করে তাতে বিচরণ করে এবং ঈর্ষা জাগায়। তাদের অবস্থা এরূপ যা 'আলোর উপরে আলো' উপমার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। অপর শ্রেণীটি ঐশী আলো প্রত্যাখ্যান করে সন্দেহের অন্ধকারে পথ হাতড়াতেই পছন্দ করে। তাদের সকল কর্মকাণ্ড মরীচিকার মতো প্রতারণাপূর্ণ এবং অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। তারা অন্ধকার ভালবাসে, অন্ধকারের পিছনে চলে এবং অন্ধকারেই বাস করে। কাজেই তাদের অবস্থা অতি সঙ্গতভাবে এবং স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলোতে-'অথবা (তাদের কাজ কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে (বিস্তৃত) এমন ঘোর অন্ধকারে ন্যায়, যাকে ঢেউ এর পর ঢেউ ঢেকে ফেলেছে এবং এর ওপর রয়েছে মেঘ। এ এরূপ অন্ধকার যার একাংশ অন্য অংশকে ছেয়ে ফেলেছে'।

২০৫০। আকাশের ফিরিশ্‌তাগণ।

২০৫০-ক। পৃথিবীর সব সজীব এবং নিষ্প্রাণ বস্তু, যথা ঃ মানুষ, পশু, শাক-সবজি এবং খনিজ পদার্থ।

২০৫০-খ। পাখিরা যারা বাতাসে উড়ে। আধ্যাত্মিকভাবে প্রকাশ ভঙ্গি তিনটির মর্ম ঃ (ক) অতি উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোকজন, (খ) পার্থিব মনের লোকেরা যাদের সমস্ত মনোযোগ ও প্রচেষ্টা এই জাগতিক অভীষ্ট লাভে সীমাবদ্ধ এবং যাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য কোন চিন্তা বা সময় নেই এবং (গ) ঐ সকল লোক যাদের আত্মিক অবস্থা উপরোল্লিখিত দুই প্রকার অবস্থার মধ্যবর্তী।

২০৫১। 'যারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে (তারা) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে', কথাটি যেমন সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ এবং পবিত্রতার একক পরিচয় বহন করে, সেইরূপ 'তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাসনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জেনে গেছে', 'শব্দগুলো এই সাক্ষ্য বহন করে যে প্রক্যেক বস্তু এককভাবে এবং পৃথকভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত নিজ নিজ কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে তাঁর একত্ব, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। 'উপাসনা' এর অর্থ কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খোদা তাআলার সম্বন্ধে ব্যবহার হলে এর অর্থ ঐশী করুণা, ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে ব্যবহার হলে তা মানুষের জন্য খোদার নিকট ক্ষমতা-প্রার্থনা বুঝায় এবং মানুষের উদ্দেশ্যে 'উপাসনা' শব্দ ব্যবহৃত হলে নির্ধারিত রকমের ইবাদত বুঝায় (লেইন)।

৪৪। তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ মেঘকে ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, এরপর একে একত্র করে দেন, এরপর একে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন, এরপর তুমি এ থেকে বৃষ্টি ঝরতে দেখ? আর তিনি উঁচু থেকে অর্থাৎ উচ্চে অবস্থিত পাহাড় (তুল্য মেঘ) থেকে শিলা অবতীর্ণ করেন। এরপর [খ]যার জন্য চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন এবং যার জন্য চান তার কাছ থেকে এর দিক পরিবর্তন করে দেন। এর বিদ্যুত-ঝলক (তাদের) দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে[২০৫২]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৫। আল্লাহ্ পালাক্রমে রাত (ও) দিনের আগমন ঘটান[২০৫৩]। নিশ্চয় এতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

★৪৬। আর [গ]আল্লাহ্ সব প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের কোন কোনটি পেটে ভর দিয়ে চলে, এদের (কোন কোনটি) দুপায়ে চলে এবং এদের (কোন কোনটি) চার পায়ে চলে[২০৫৪]। আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى أَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٦﴾

৪৭। নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ্ যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ أَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও এ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি।' এর পরেও তাদের এক দল মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আসলে এরা মু'মিন নয়।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ৪৯ খ. ১৩ঃ১৪ গ. ২৫ঃ৫৫।

২০৫২। তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ হলো, অবতরণকৃত বিধান কারো কারো জন্য সময়োপযোগী বৃষ্টির ন্যায় কাজ করে যা অত্যন্ত হিতকর হয় এবং অন্য লোকের জন্য শিলা-বৃষ্টি ও ঝড়ের আকারে তা ধ্বংস বয়ে আনে।

২০৫৩। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতি সার্বক্ষণিকভাবে এক অবস্থায় থাকে না। কখনো তা খুবই দ্রুত, কখনো মন্থর, আবার কখনো বা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানবের আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকে, এই জোয়ার ভাঁটাকে 'কাব্য' (সংকোচন) এবং 'বাস্ত' (সম্প্রসারণ) অথবা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় যেমন দিন এবং রাত্রির পালাক্রম বলা হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তু উত্থান এবং পতনের নিয়মাধীন এবং এইরূপেই মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন হয়ে থাকে।

২০৫৪। এই আয়াত আধ্যাত্মিক ময়দান অতিক্রমকারীর অবধারিত লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রকার-প্রকৃতি বর্ণনা করেছে। তাদের মধ্যে কারো প্রগতি খুবই মন্থর। তারা তাদের গন্তব্য স্থলের দিকে খুঁড়িয়ে বা হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে। অন্যেরা দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে চলার জন্তুর ন্যায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলে, আবার তাদের অনেকেই চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়। এখানে যা আভাস দেয়া হয়েছে তাহলো চলার গতি, পদ্ধতি নয়। চতুষ্পদ জন্তু সচরাচর দ্বিপদ প্রাণী অপেক্ষা গতিতে দ্রুততর। আধ্যাত্মিক সফরকারীদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। [ক] আর তাদের যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে এ জন্য ডাকা হয় যাতে সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মাঝে মীমাংসা করে, তৎক্ষণাৎ তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। আর (রায়) তাদের অনুকূলে হলে তারা তৎক্ষণাৎ একান্ত আনুগত্যের ভান করে তার (অর্থাৎ রসূলের) দিকে ছুটে আসে।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? অথবা তারা কি সন্দেহে পড়ে আছে? অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন বলে কি তারা ভয়[২০৫৫] পায়? আসলে এরা নিজেরাই যালেম।

৬ [১০] ১২

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। মু'মিনদের যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় যেন সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয় তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয়ে থাকে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'[২০৫৬]। আর এরাই সফল হবে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। আর [খ] যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য হবে।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে তুমি তাদের আদেশ করলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খেও না। [গ] ন্যায় সঙ্গতভাবে আনুগত্য (কর)। তোমরা যা-ই কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালভাবে অবহিত।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ

৫৫। তুমি বল, [ঘ] 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এ রসূলের আনুগত্য কর'। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে এই (রসুলের) ওপর কেবল ততটুকু (দায়দায়িত্ব বর্তাবে) যা তার

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২৪ খ. ৪ঃ১৪ গ. ৫ঃ৯৩; ৬৪ঃ১৩ ঘ. ৪ঃ১৪; ৩৩ঃ৭২; ৪৮ঃ১৮।

২০৫৫। এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝায় যে অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক তিনটি ব্যাধির মধ্যে একটিতে বা সব ক'টিতে ভোগে, অথবা অনেকে একটি রোগে ভোগে এবং অন্যেরা অন্য ব্যাধিগুলোতে পীড়িত থাকে। বাস্তব ঘটনা হলো, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে তিনটি প্রধান বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, উন্নতি বিলম্বিত করে এবং প্রতিহত করে ঐগুলো হচ্ছে সন্দেহ, ভয় এবং হিংসা।

২০৫৬। তফসীরাধীন এবং সন্নিহিত আয়াতসমূহ ইসলামের মূল সত্য এবং অপরিহার্য নীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ ইসলাম শরীয়তের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী এবং এর আদেশ-নিষেধ মানবজীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী।

عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এর জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌছানোই কেবল *ক রসূলের দায়িত্ব।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী[২০৫৭]।★

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আর *খ তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের ওপর কৃপা করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

৫৮। যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে (মু'মিনদের) ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে তুমি কখনো মনে করো না। আর তাদের ঠাঁই হলো আগুন এবং তা অবশ্যই মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

৭ [৭] ১৩

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩৭; ২৯ঃ১৯; ৩৬ঃ১৮ খ. ২২ঃ৭৮।

২০৫৭। যেহেতু খিলাফতের বিষয়বস্তুর ভূমিকার ক্ষেত্রে এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর বার বার জোর দেয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান এবং মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মাঝে স্পষ্টরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখন মানবজাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক, সেই কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর ওপর আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বর্তমান জামানায় আঁ হযরত (সাঃ) এর এই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক 'খিলাফত' কায়েম হয়েছে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারি' পৃষ্ঠা-১৮৬৯-১৯৭০)।

★[এ আয়াতকে 'আয়াতে ইস্তিখলাফ' বলা হয়। এতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে, যেভাবে আল্লাহ্ পূর্ববর্তী নবীগণের পর খিলাফত ব্যবস্থা জারী করেছিলেন সেভাবেই মহানবী (সা:) এর পরও তা জারী রাখবেন। আর সেই খিলাফত নবীর (সা:) নূর নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। যখন কোন খলীফা গত হয়ে যাবেন তখন প্রত্যেক বার জামাত এক ভয়ভীতির অবস্থায় পতিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে খিলাফতের বরকতে তা নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হবে। অতএব প্রকৃত খিলাফতের চিহ্ন হলো, তা মু'মিনদের জামাতকে নিরাপত্তাহীনতা থেকে নিরাপত্তার দিকে নিয়ে আসবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) আল্ অসীয়্যত পুস্তকে একথাই বলেছেন, একজন নবী বা খলীফা গত হওয়ার পর সাময়িকভাবে এটাই অনুভূত হয়, এখন শত্রুরা এ নূরকে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু 'আয়াতে ইস্তিখলাফে' এ

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অধীনস্থ এবং তোমাদের মাঝে যারা এখনো সাবালক হয়নি তারা যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের শোবার ঘরে ঢোকার পূর্বে) তোমাদের অনুমতি নেয় (অর্থাৎ) ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দুপুর বেলায় যখন তোমরা তোমাদের (বাড়তি) পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর[২০৫৮]। এ তিনটি (সময় হলো) তোমাদের জন্য পর্দা অবলম্বনের সময়। এ (সময়) বাদে (বিনা অনুমতিতে যাতায়াতে) তোমাদের ও তাদের কোন পাপ হবে না। (কারণ) তোমরা প্রায়ই একে অন্যের কাছে যাওয়া আসা করে থাক। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬০। আর তোমাদের শিশুরা যখন সাবালক হয়ে যায় তখন তারাও যেন সেভাবে অনুমতি নেয় যেভাবে তাদের পূর্বে (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি নিত। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

★৬১। আর যেসব বয়স্কা মহিলার বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে[২০৫৮-ক] তারা স্বেচ্ছায় তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যদি (বাড়তি) পোষাক খুলে রাখে, সেক্ষেত্রে তাদের কোন পাপ হবে না। আর তারা যদি (তাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য) অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে তা তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, শত্রুরা প্রত্যেক বার ব্যর্থ হবে। তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করাই নবীর আগমনের উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রকৃত খিলাফতেরও এ চিহ্নই রাখা হয়েছে, এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হবে তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

২০৫৮। পূর্ববর্তী ৩২নং আয়াতে বর্ণিত 'পর্দা' সম্বন্ধে কুরআন মজীদের চার জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যত ৪ঃ৩ আয়াত যখন প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহাভ্যন্তরে 'পর্দা'র কথা বলে, তখন ৩৩ঃ৬০ আয়াত বাড়ির বাইরে এবং জনসাধারণ্যে যাতায়াতের পথে 'পর্দা' সম্পর্কে আলোচনা করে. একইভাবে ৩৩ঃ৩৩-৩৪ আয়াত সীমাবদ্ধ 'পর্দা'র কথা প্রকাশ করে, বিশেষভাবে আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে এবং সে কারণেই সকল মুসলমান নারীর ক্ষেত্রেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে একজন স্ত্রীলোকের ক্রিয়াকর্মের প্রধান কেন্দ্র হলো তার বাসগৃহ এবং এটাই বাস্তবতা। যা হোক তফসীরাধীন আয়াত আরেক প্রকার 'পর্দা'ও পেশ করে, অর্থাৎ পারিবারিক কর্মচারী বা চাকর এবং নাবালক শিশুদের পক্ষেও তাদের মালিক এবং পিতামাতার একান্ত নিবাসে আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ তিনটি সময়ে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। 'যাহীরা' অর্থ, গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের দাবদাহ, গ্রীষ্মের দুপুর সময়ের কিছু পূর্বে ও কিছু পরে (লেইন)।

২০৫৮-ক। কাওয়াইদ' এর বহুবচন 'কাইদ' অর্থ, সন্তান-ধারণ ক্ষমতা যার শেষ হয়ে গেছে এবং মাসিক বন্ধ হয়েছে বা যার কোন স্বামী নেই, অথবা বয়সে অতি প্রবীণ এমন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বুঝায় (লেইন)।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। যে ব্যক্তি অন্ধ তার কোন দোষ হবে না, যে ব্যক্তি খোঁড়া তারও কোন দোষ হবে না, যে ব্যক্তি রুগ্ন তারও কোন দোষ হবে না এবং তোমাদেরও (কোন দোষ হবে না) যদি তোমরা সবাই নিজেদের ঘরে খেয়ে নাও। (একইভাবে) তোমাদের বাপ দাদার ঘরে বা তোমাদের মায়ের ঘরে বা তোমাদের ভাইয়ের ঘরে বা তোমাদের বোনের ঘরে বা তোমাদের চাচার ঘরে বা তোমাদের ফুফুর ঘরে বা তোমাদের মামার ঘরে বা তোমাদের খালার ঘরে বা সেসব ঘরে যেগুলোর চাবি তোমাদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে বা তোমাদের বন্ধুর ঘরে কিছু খেলেও (তোমাদের কোন দোষ হবে না)। তোমরা একত্রে অথবা আলাদা আলাদাভাবে[২০৫৯] খেলেও তোমাদের কোন পাপ হবে না। অতএব *তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিজেদের লোকদের এক বরকতপূর্ণ ও পবিত্র সালাম উপহার দাও। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

৮ [8] ১৪

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٣﴾

★ ৬৩। নিশ্চয় প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা যখন তার (অর্থাৎ এ রসূলের) সাথে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ[২০৫৯-ক] ব্যাপারে একত্র হয় তখন তারা তার অনুমতি না নিয়ে উঠে যায় না[২০৬০]। নিশ্চয় যারা তোমার অনুমতি নেয় তারাই (আসলে) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। অতএব তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তখন তুমি তাদের মাঝে যাকে চাও অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ২৪ঃ২৮।

২০৫৯। এই আয়াত সামাজিক আচার-আচরণের কিছু রীতিনীতি পর্যালোচনা করেছে যার প্রাদুর্ভাব মানব সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ঘটে এবং যা ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে সামাজিক মেলামেশাতে বাধা সৃষ্টি করে। সেই সকল অন্ধ কুসংস্কারকে নাকচ করে দিয়ে ইসলাম পূর্ণ সামাজিক সমতার নির্দেশ দান করে এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সংযোগবিহীন শ্রেণীবিভক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ঘোষণা করে। এখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের মুক্ত মেলামেশা ও আদান-প্রদান এবং সমবেতভাবে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে এমন বাধাসমূহ দূরীকরণার্থে যৌথভাবে আহার করা ইসলাম পছন্দ করে এবং উৎসাহ যোগায়, যদিও পৃথকভাবে খাওয়া-দাওয়া করা ইসলাম নিষেধ করে না। ভারতের হিন্দুরা যেমন ইদানীংকালেও 'অস্পৃশ্য' লোকদের সঙ্গে বসে না বা খায় না, সেইরূপে আরববাসী ও ইহুদীদেরও অন্ধ অথবা সামাজিকভাবে কিছু অক্ষম লোকের সাথে আহার করতে দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। এইরূপ প্রথাকে ইসলাম নিন্দার দৃষ্টিতে দেখে এবং সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকের সমবেত হয়ে একত্রে আহার গ্রহণ করা এবং নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করাকে উৎসাহ প্রদান করে। 'হারাজ' অর্থ পাপ, আপত্তি, দোষ অথবা অনুযোগ।

২০৫৯-ক। 'আমরিন জামেইন' এর অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যে কারণে জনগণ একত্রে মিলিত হয় যেন ব্যাপারটি স্বয়ং তাদেরকে একত্রিত করে (লেইন)।

২০৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَا تَجۡعَلُوۡا دُعَآءَ الرَّسُوۡلِ بَیۡنَکُمۡ کَدُعَآءِ بَعۡضِکُمۡ بَعۡضًا ؕ قَدۡ یَعۡلَمُ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ یَتَسَلَّلُوۡنَ مِنۡکُمۡ لِوَاذًا ۚ فَلۡیَحۡذَرِ الَّذِیۡنَ یُخَالِفُوۡنَ عَنۡ اَمۡرِہٖۤ اَنۡ تُصِیۡبَہُمۡ فِتۡنَۃٌ اَوۡ یُصِیۡبَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۶۴﴾

৬৪। তোমরা রসূলের ডাকাকে তোমাদের একে অপরকে ডাকার ন্যায় মনে করো না[২০৬১]। তোমাদের মাঝে [ক]যারা দৃষ্টি এড়িয়ে (পরামর্শ সভা থেকে) চুপিসারে সরে পড়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জানেন। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন (এ) ভয় করে, (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তাদের (জন্য) কোন পরীক্ষা এসে না যায় বা তাদের ওপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে না পড়ে।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ قَدۡ یَعۡلَمُ مَاۤ اَنۡتُمۡ عَلَیۡہِ ؕ وَ یَوۡمَ یُرۡجَعُوۡنَ اِلَیۡہِ فَیُنَبِّئُہُمۡ بِمَا عَمِلُوۡا ؕ وَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿۶۵﴾

★ ৬৫। মন দিয়ে শুন! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা কী তা তিনি অবশ্যই জানেন। আর যেদিন তাঁর দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আর আল্লাহ্ সব কিছু পুরোপুরি জানেন।

৯ [৩] ১৫

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১২৭ খ. ২ঃ২৮৫; ১০ঃ৫৬; ৩১ঃ২৭।

২০৬০। পূর্ববর্তী কতগুলো আয়াতে মুসলমানদের জন্য নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সামাজিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদেরকে কীরূপ আচরণ করতে হবে। তফসীরাধীন আয়াত অতি জরুরী জাতীয় বিষয়ে কীভাবে আচরণ করতে হবে সেই ব্যাপারে আলোকপাত করেছে। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যখন তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রসুল করীম (সাঃ) এর সঙ্গে কার্যসম্পাদনে রত থাকেন তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া সভা ত্যাগ করা সমীচীন নয়। এই আয়াত থেকে এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে, জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তি তার কর্ম-স্বাধীনতা হারায়। নবী করীম (সাঃ) অথবা তাঁর খলীফা অথবা তাঁদের স্বীকৃত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে মুসলমানদের সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তকে প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

২০৬১। আল্লাহ্র নবীর (সাঃ) বা ইমামের আহ্বানকে হালকাভাবে গণ্য করা চলবে না। একে অবশ্যই যোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে হবে। কারণ এটা সর্বদা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, নবী করীম (সাঃ) এর অথবা খলীফার প্রাইভেসি বা গোপনীয়তার অনধিকার চর্চা করা উচিত নয়, তাঁর অমূল্য সময়ের উপরে অপ্রয়োজনীয় দাবি করাও উচিত নয় এবং সম্বোধন করার সময় তাঁর মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

সূরা আল্ ফুর্কান-২৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকসংখ্যক পণ্ডিতের মতানুসারে এই সূরাটি মক্কী সূরা এবং রসূলে পাক (সাঃ) এর মক্কী জীবনের শেষের দিকে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক অবশ্য এই অভিমত ব্যক্ত করে, রসুল করীম (সাঃ) এর নবুওয়তের প্রথম দিকেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু সূরাটিতে কুরায়্শ কর্তৃক মুসলমানদেরকে অত্যাচার করার কোন ঘটনার উল্লেখ নেই, যা কিনা তাদের মতে মক্কী জীবনের কিছুকাল পরে শুরু হয়েছিল, তাই তাঁরা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় তাদের এই অভিমত খুবই দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। এটা অনেকটা ঐ ধরনের কথার মতো মূল্যহীন উক্তি, যেহেতু কোন কোন মদনী সূরাতে কাফিরদের কোন কথা বা প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই সেহেতু ধরে নেয়া চলে মদনী জীবনে মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহই সংঘটিত হয়নি।

পূর্ববর্তী সূরা আন্ নূরের শেষাংশে ইসলামী সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজন ও গুরুত্বের ওপরে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে এই কথাও বলা হয়েছিল, কোন কোন মুসলমান নিজেই তাদের মহান সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত নয়, অন্যদিকে তাদের অনেকে কাফিরদের সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে ভীত, যদিও তা অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ছিল নিতান্তই অসার। বর্তমান সূরাটিতে এইসব দুর্বলচিত্ত লোকের উদ্বিগ্নতা ও ভয় যে একান্তই ভিত্তিহীন ও অলীক এবং বাস্তবে ঐসবের যে কোনই অস্তিত্ব নেই, সেই বিষয়ে যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সুনিশ্চিতভাবে কুরআনের বাণী সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য প্রেরিত– এই ঘোষণাসহ সূরাটি শুরু হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যিনি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে এক-অদ্বিতীয়। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অধিপতি এবং এই বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর তিনিই স্রষ্টা। তাই তাঁর বাণী নিশ্চিতভাবেই প্রকৃতির আইন-কানুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং একে মানা বা না মানা শুধুমাত্র একটি ঐশী বিধানকে গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীকে গ্রহণ বা বর্জন করারই শামিল। অতঃপর বলা হয়েছে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা পবিত্র কুরআনের চরম উৎকর্ষতা ও এর শিক্ষার উৎকৃষ্ট দিকগুলো অস্বীকার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাই তারা এই অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলে বেড়ায় যে কুরআন কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, বরং বহু লোক একত্র হয়ে একে রচনা করেছে। তারা কুরআনের ব্যাপারে এই দোষারোপও করে, কুরআন তো আসলে পূর্বের ধর্ম-গ্রন্থসমূহের শিক্ষা চুরি করে তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু তাদের এইসব অপপ্রচার প্রকৃত প্রস্তাবে অসার বাক্য ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা কুরআন যদি মানুষের রচিত হতো তাহলে এতে এমন শিক্ষার সন্নিবেশ কিছুতেই থাকতে পারতো না যা কোন মানুষের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব নয়। আর যদি এটি পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থের কথা থেকে নকল করে তৈরি করা হতো তাহলে এতে যে শিক্ষা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান, তা ঐসব গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই সেরূপ নয়। অতঃপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের তরফ থেকে পেশকৃত কতিপয় খেলো ও গুরুত্বহীন বিষয়ের জবাব দেয়া হয়েছে যা আপত্তি হিসাবে তারা উপস্থাপন করেছে। এদের মধ্যে একটি হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন মানুষ মাত্র এবং একজন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁকে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটাতে হয়। এমতাবস্থায় তিনি কীভাবে আল্লাহ্র রসূল হতে পারেন? এর পর সূরাটিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতন সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে এবং কাফিরদেরকে সতর্ক করে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অধঃপতন ও পরাজয় এবং মুসলমানদের উন্নতি, প্রগতি ও বিজয়ের সময় এখন সমুপস্থিত। প্রসঙ্গত অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা পানির দুটি ধারা সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তিক্ত ও অপরটি মিষ্ট। উভয়েই পাশাপাশি বয়ে চলেছে। তাদের চলার পথে তারা নিজস্ব সমান্তরাল গতিপথের পরিবর্তন

ঘটায় না এবং একে অপরের সাথে মিশে যায় না। ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাও সমান্তরাল গতিপথের পরিবর্তন ঘটায় না এবং একে অপরের সাথে মিলে যায় না। ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শিক্ষাও পাশাপাশি বিদ্যমান থাকবে, যাতে মানুষ এদের মধ্যে তুলনা করে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, অথবা কোন্‌টি তিক্ত এবং কোন্‌টি মিষ্ট, তা নিজেরাই যাচাই করতে পারে। সূরাটির শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলার ঐসব নেক বান্দার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করবে। তারপর বিশেষভাবে এই কথার উল্লেখ করে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের উচিত সব সময় আল্লাহ্‌কে ডাকা ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। যারা এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আশিস থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।
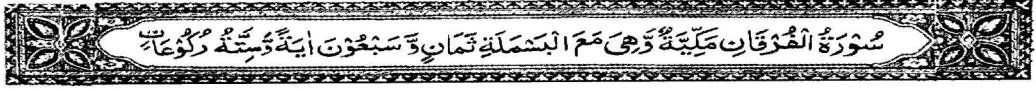
সূরা আল্ ফুর্কান-২৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকূ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

১। ক.আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

تَبٰرَکَ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰی عَبۡدِہٖ لِیَکُوۡنَ لِلۡعٰلَمِیۡنَ نَذِیۡرَا ②

২। একমাত্র তিনিই কল্যাণের অধিকারী[২০৬২] সাব্যস্ত হলেন, যিনি নিজ বান্দার প্রতি 'ফুরকান'[২০৬৩] অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।

الَّذِیۡ لَہٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لَمۡ یَتَّخِذۡ وَلَدًا وَّ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ شَرِیۡکٌ فِی الۡمُلۡکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ فَقَدَّرَہٗ تَقۡدِیۡرًا ③

৩। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই। আর খ.তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর আধিপত্যে কোন অংশীদার নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ (সবের) জন্য এক উত্তম পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন[২০৬৪]।

وَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِہٖۤ اٰلِـہَۃً لَّا یَخۡلُقُوۡنَ شَیۡئًا وَّ ہُمۡ یُخۡلَقُوۡنَ وَ لَا یَمۡلِکُوۡنَ لِاَنۡفُسِہِمۡ ضَرًّا وَّ لَا نَفۡعًا وَّ لَا یَمۡلِکُوۡنَ مَوۡتًا وَّ لَا حَیٰوۃً وَّ لَا نُشُوۡرًا ④

৪। তবুও গ.তারা তাঁকে ছেড়ে এমন সব উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, ঘ.যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর তারা নিজেদের কোন অপকারের বা উপকারের ক্ষমতাও রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের কোনটিই তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই[২০৬৫]।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২ঃ১১৭; ১০ঃ৬৯; ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ১৯ঃ৮৯; ২১ঃ২৭; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ৮২ গ. ১৭ঃ৫৭; ১৮ঃ১৬; ২১ঃ২৫ ঘ. ৭ঃ১৯২; ১৬ঃ২১।

২০৬২। 'তাবারাকা' অর্থ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। প্রত্যেক ত্রুটি, অপবিত্রতা, অপূর্ণতা এবং সকল ক্ষতি থেকে মুক্ত। সকল মঙ্গলের অধিকারী (৬ঃ১৫৬ ও ২১ঃ৫১)। কুরআন মজীদের গুণাবলী ও সৌন্দর্য এই শব্দের মধ্যে নিহিত। এটা কেবল সর্বপ্রকার ত্রুটি এবং অভাব থেকেই মুক্ত নয়, পরন্তু ধারণা করা সম্ভব এমন সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলী যা মানবজাতির জন্য শেষ ঐশী জীবন-বিধানে (শরীয়তে) থাকা বাঞ্ছনীয় তা সমস্তই কুরআনে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং পূর্ণ পরিমাণেই আছে।

২০৬৩। 'ফুরকান' অর্থ এমন কিছু যা সত্য এবং মিথ্যাকে পৃথক করে, যুক্তি, দলিল অথবা প্রমাণ। কেননা যুক্তি ও প্রমাণ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেখায়। এটা প্রভাত কালকেও বুঝায়। কারণ উষাকাল রাত থেকে দিনকে পৃথক করে। কুরআন মহত্ত্ব পার্থক্যকারী। বহু সংখ্যক সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব যেগুলো কুরআনকে অন্যান্য ঐশী-কিতাব থেকে আলাদা করে দেখায় এবং যা ঐ সমস্ত কিতাবের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তন্মধ্যে দুটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো ঃ (১) কুরআন এমন কিছু বলে না, বা দাবি করে না, যার সমর্থনে এর যুক্তিপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করে না এবং (২) কুরআন সত্যকে মিথ্যা থেকে এরূপ স্পষ্ট করে দেখায় যেমন আলো দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখায়।

২০৬৪। 'এবং এ (সবের) জন্য এক উত্তম পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন' বাক্যাংশটির মর্ম হলো, প্রত্যেক বস্তুরই সীমারেখা, শক্তি এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া বা বিকাশের সর্বশেষ পর্যায় আছে যাকে তা অতিক্রম করতে পারে না। এই সমস্ত সীমারেখা সেই অভিন্ন নিয়মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা বিশ্ব-জগতে সক্রিয় রয়েছে এবং সে জন্য একই পরিকল্পনাকারী, সৃজনকারী এবং একই নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতি অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্দেশ করে যাঁর ক্ষমতা সীমাহীন এবং যিনি সকল বস্তুকে আপন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

২০৬৫। প্রত্যেক বস্তুকেই বিকশিত হওয়ার জন্য তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয় ঃ (খ) অচেতন অবস্থা (খ) সুপ্ত জীবনাবস্থা, যখন কোন বস্তুকে ক্রমোন্নতির উপাদান ও শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় এবং (গ) প্রকৃত জীবনের স্তর। সকল জীবনের সৃজনকারী আল্লাহ্ তাআলা এই সকল স্তর বা অবস্থার পূর্ণ এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী।

৫। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং [ক]এ ব্যাপারে তাকে অন্যান্য লোকেরা সাহায্য করেছে।' অতএব নিশ্চয়[২০৬৬] তারা ভয়ানক যুলুম করেছে এবং জঘন্য মিথ্যা বানিয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚۛ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ ۵

৬। আর তারা বলে, '(এতো) [খ]পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা সকালসন্ধ্যায় তাকে পড়ে শুনানো হচ্ছে।'

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۶

৭। তুমি বল, [গ]'তিনিই এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রতিটি রহস্য জানেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۷

৮। আর তারা বলে, 'এ আবার কেমন রসূল[২০৬৬-ক], যে খাবার খায় এবং হাটেবাজারেও চলাফেরা করে? [ঘ]তার প্রতি কোন ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হয়নি যাতে সে তার সাথে থেকে (লোকদের জন্য) সতর্ককারী হতো?

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۸

৯। অথবা [ঙ]তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কোন বাগান থাকতো যা থেকে সে (ফলফলাদি) খেতো।' আর যালেমরা বলে, [চ]'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলছ।'

اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۹

১০। [ছ]দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধরনের কথাবার্তা বানিয়ে বলছে[২০৬৭]! অতএব তারা বিপথগামী হয়ে গেছে এবং কোন পথ (খুঁজে) পাওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই।

১
[১০]
১৬

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۱۰ ع

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১০৪ খ. ৮ঃ৩২; ১৬ঃ২৫; ৬৮ঃ১৬; ৮৩ঃ১৪ গ. ৬ঃ৪; ১১ঃ৬; ৬৭ঃ১৪ ঘ. ১১ঃ১৩; ১৫ঃ৮; ১৭ঃ৯৩ ঙ. ১১ঃ১৩; ১৭ঃ৯৪ চ. ১৭ঃ৪৮ ছ. ১৭ঃ৪৯।

২০৬৬। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী আয়াত হযরত রসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কাফিরদের দুটি অভিযোগের উল্লেখ করে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেছে। প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) একটি মিথ্যা রচনা করেছেন। এর জবাব হলো, তাদের পক্ষে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা ছিল অন্যায়। মহানবী (সাঃ) পূর্বে এক দীর্ঘ আয়ুষ্কাল তাদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন এবং তারা নিজেরাই তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার সর্বসম্মত প্রমাণিক সাক্ষ্য বহন করতো। এখন তারা কীরূপে মিথ্যা রচনায় তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারে? দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর হলো, রসূল করীম (সাঃ) এর তথাকথিত সাহায্যকারী কেউ থাকলে তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন মতবাদে বিশ্বাস পোষণ করতো। কিন্তু কুরআন সকল ভ্রান্ত-বিশ্বাস খণ্ডন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে এবং সেগুলো বাতিল করে দেয়। এটা কীরূপে ধারণা করা সম্ভব যে সেই সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আঁ হযরত (সাঃ)কে এমন এক গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল যা তাদের অতি প্রিয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল?

২০৬৬-ক। এ কেমন রসূল যিনি সাধারণ মানুষের মতোই চাল-চলন এবং আচার-আচরণ করে থাকেন?

২০৬৭। জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণের সত্যতা নিরূপণে তারা স্বকল্পিত মানদণ্ড নির্ণয় করে নেয়। এর ফলে সত্য পথের সন্ধান লাভের পরিবর্তে তারা অন্ধের ন্যায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে পথ হাতড়াতে থাকে।

১১। অতএব তিনিই একমাত্র কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি যদি চাইতেন তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু সৃষ্টি করতেন, অর্থাৎ এমন [ক]বাগানসমূহ যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যেত এবং তিনি তোমার জন্য তৈরী করে দিতেন প্রাসাদসমূহ[২০৬৮]।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١١﴾

১২। বরং তারাতো প্রতিশ্রুত মুহূর্তকেই প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। আর যে-ই প্রতিশ্রুত মুহূর্তকে প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য আমরা লেলিহান আগুন তৈরী করে রেখেছি[২০৬৯]।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

১৩। এ (আগুন) যখন দূরবর্তী স্থান থেকে তাদেরকে দেখবে তখন [খ]তারা এর তীব্র রোষ ও গর্জন শুনতে পাবে[২০৭০]।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٣﴾

১৪। আর এর এক সঙ্কীর্ণ স্থানে তাদের যখন [গ]শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ফেলা হবে তখন তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٤﴾

১৫। (তাদের বলা হবে,) 'আজ তোমরা কেবলমাত্র একবার মৃত্যু কামনা করো না, বরং বার বার মৃত্যু কামনা কর'।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٥﴾

১৬। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'এ (পরিণতি) উত্তম, না কি চিরস্থায়ী জান্নাত, [ঘ]যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে? এটা হবে তাদের জন্য প্রতিদান এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৯২ খ. ১১ঃ১০৭; ২১ঃ১০১; ৬৭ঃ৮ গ. ১৪ঃ৫০ ঘ. ২১ঃ১০৪; ৪১ঃ৩১।

২০৬৮। আয়াতটির মর্ম হলো, একজন পবিত্র নবী কীরূপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে কাফিরদের ধারণা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে এবং নবীগণের (আঃ) আবির্ভূত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে অস্বীকার এবং সন্দেহ থেকে নিশ্চিত আলো এবং আধ্যাত্মিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার জন্য নবী-রসূলগণ প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন, পার্থিব ধন-সম্পদ জমা করা এবং তাতে গড়াগড়ি করে আনন্দোৎসব করার পথপ্রদর্শনের জন্য নয়। যদিও অবিশ্বাসীদের স্বকল্পিত মানদণ্ড, যেমন নবী করীম (সাঃ)কে ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, উদ্যানরাজি এবং অট্টালিকাসমূহের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে– এর কোন মূল্য বা বা সারবত্তা নেই, তথাপি তাদের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা তাদেরকে উপলব্ধি করাবার জন্য এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কাফিরদের দাবি অপেক্ষাও অধিকতর ধন-সম্পদ, বৃহত্তর এবং উৎকৃষ্টতর বাগান এবং অট্টালিকাসমূহ দান করবেন। বস্তুত রসূল (সাঃ) এর অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ইরান এবং বাইজেনটাইন সম্রাটদের প্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ দিয়েছিলেন।

২০৬৯। মু'মিনদের পরিণাম যেমন মহত্ত্ব এবং গৌরব অর্জন করা, তেমনি অস্বীকারকারীদের ভাগ্যে রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের শাস্তি আসন্ন। বস্তুত এটা তাদের একেবারে দ্বার দেশে উপস্থিত। কিন্তু তারা তা দেখতে পায় না। কাজেই তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে।

২০৭০। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের অর্থ হলো, নির্ধারিত শাস্তি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অবিশ্বাসীদের এই অবমাননার যন্ত্রণা ও অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি করার জন্য, পূর্ণ এবং ব্যাপক করার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে অনুভব করতে বাধ্য করা হবে। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা এইরূপ ইচ্ছা করবে যেন মৃত্যু দ্রুত এসে তাদের এই কষ্টের সমাপ্তি ঘটায়।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

১৭। সেখানে ক-সদা বসবাসকারীরূপে তারা যা চাইবে[২০৭১] তা-ই পাবে। এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা (পূর্ণ করা) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দায়িত্ব।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٨﴾

১৮। খ-আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা উপাসনা করতো তাদেরও একত্র করবেন। এরপর তিনি বলবেন, 'তোমরা কি আমার এ বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে, না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল'?

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٩﴾

১৯। গ-তারা বলবে, 'তুমি পবিত্র। তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানিয়ে নেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তুমি তাদের ও তাদের পিতৃপুরুষদের (পার্থিব) সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলে। অবশেষে তারা (তোমাকে) স্মরণ করতে ভুলে গিয়েছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।'

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২০। অতএব (কাফিরদের বলা হবে) তোমরা যা বলছ তারা (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যরা) তা অবশ্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং (আজ) তোমরা (আযাব) টলানোর এবং কোন প্রকার সাহায্য (লাভের) সামর্থ্য রাখবে না। আর তোমাদের মাঝে যে-ই যুলুম করে তাকে আমরা এক বড় আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢١﴾

২১। আর আমরা তোমার পূর্বে যত রসূলই পাঠিয়েছি ঘ-তারা অবশ্যই খাবার খেত এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করতো। আর আমরা তোমাদের একদলকে অন্য দলের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছি (এটা দেখার জন্য যে) তোমরা ধৈর্য ধর কি না। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ১৭

১৯তম পারা

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾

২২। ঙ-আর যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, আমাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয়নি কেন[২০৭১-ক]? অথবা আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালককে দেখি না কেন?' তারা অবশ্যই নিজেদের অনেক বড় মনে করেছে এবং অনেক বেশি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ৪১ঃ৩২ খ. ১০ঃ২৯; ১৫ঃ২৬; ৩৪ঃ৪১ গ. ৩৪ঃ৪২ ঘ. ২১ঃ৯ ঙ.১০ঃ৮,১২।

২০৭১। পরকালে মু'মিনদের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। অতএব স্বভাবতই তাদের বাসনা পূর্ণ হবে।

২০৭১-ক। ২৫২ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। (লোকেরা কি জানে না) যেদিন [ক]তারা ফিরিশ্‌তাদের দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর তারা (আযাবের ফিরিশ্‌তাদের) বলবে, 'আমাদের কাছ থেকে দূরে[২০৭২] থাক'।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٣﴾

★২৪। আমরা তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো এবং একে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো[২০৭৩]।

وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٤﴾

২৫। স্থায়ী আবাসস্থলের দিক থেকে জান্নাতবাসীরা সেদিন সবচেয়ে ভাল থাকবে এবং সাময়িক বিশ্রামাগারের দিক থেকেও (তারা) সবচেয়ে উত্তম (অবস্থায়) থাকবে।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬। আর (স্মরণ কর) যেদিন আকাশ [খ]মেঘের (গর্জনের) দরুন ফেটে যাবে এবং ফিরিশ্‌তাদের দলে দলে নামানো হবে,

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৭। [গ]সেদিন সত্যিকার আধিপত্য হবে[২০৭৪] রহমান (আল্লাহ্‌র) এবং কাফিরদের জন্য সেদিনটি হবে অত্যন্ত কঠিন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٧﴾

★২৮। (সাবধান হও) সেদিন সম্পর্কে যেদিন যালেম (চরম অসহায়ত্বের দরুন) নিজের হাত কামড়াবে। সে বলবে, [ঘ]'হায়, আমি যদি এ রসূলের সাথে একই পথ ধরতাম!

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯। আমার দুর্ভাগ্য! হায়, আমি যদি অমুককে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٩﴾

৩০। আমার কাছে (আল্লাহ্‌র) উপদেশবাণী আসার পর সে তা থেকে অবশ্যই আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছে।' আর শয়তান তো মানুষকে সাহায্যবিহীন অবস্থায় একা ছেড়ে চলে যায়।

لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٣٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯, ১৫৯; খ. ২ঃ২১১; গ. ৬ঃ৭৪; ২২ঃ৫৭; ঘ. ৩৩ঃ৬৭; ৬৭ঃ১১।

২০৭২। একজন আরববাসী যখন তার অপছন্দ বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন বলে থাকে 'হিজরান মাহ্‌জূরান' অর্থাৎ এটা আমা থেকে দূরে থাকা ভাল যেন আমাকে এ জন্য কষ্ট পোহাতে না হয় (লেইন এবং মুফরাদাত)। পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত অস্বীকারকারীদের প্রথম উদ্ধত উত্তরে তাদেরকে বলা হয়েছে, ফিরিশতারা নিশ্চয় অবতীর্ণ হবেন, কিন্তু তারা হবেন শাস্তির ফিরিশ্‌তা এবং তাঁরা যখন আসিবেন তখন তাঁদেরকে দেখা মাত্রই কাফিররা এই দৃশ্যকে ঘৃণা করবে এবং ফিরিশ্‌তা ও তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করবে।

২০৭৩। অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বাতিল করে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে বাতাসে ধূলিকণার মতো ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে তাদের দ্বিতীয় দাবির মোকাবিলা করা হবে।

২০৭৪। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের জন্য সত্যই এক চরম দুর্দশার দিন ছিল। এটাই ছিল সেই দিন যখন ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল এবং কুরায়েশরা তাদের বেদনাদায়ক মনস্তাপ এবং পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, ইসলাম ধর্ম টিকে থাকার জন্যই এসেছে।

৩১। আর (এ) রসূল বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত (বস্তু) বানিয়ে ছেড়েছে'[২০৭৫]।★

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣١﴾

৩২। আর [ক]এভাবে অপরাধীদের মাঝ থেকে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে থাকি এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক হেদায়াতদানকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣٢﴾

৩৩। [খ]আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বললো, 'তার প্রতি পুরো কুরআনকে একবারেই অবতীর্ণ করা হলো না কেন?' এভাবেই (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায় এর অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল) [গ]যাতে আমরা এর মাধ্যমে তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করতে পারি এবং আমরা এটিকে উত্তমরূপে সাজিয়েছি[২০৭৬]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۛ كَذٰلِكَ ۛ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٣﴾

৩৪। আর তোমার কাছে তারা যে আপত্তিই নিয়ে আসে (তা খণ্ডন করার জন্য) আমরা তোমার কাছে প্রকৃত সত্য এবং সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করে দেই[২০৭৭]।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১১৩ খ. ১৭ঃ১০৭; ৭৩ঃ৫ গ. ১১ঃ১২১।

২০৭৫। এই আয়াত যথোপযুক্তভাবে তথাকথিত সেই সকল মুসলমানের প্রতি আরোপিত হতে পারে, যারা কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং একে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছে। বিগত চৌদ্দশত বছরে কুরআন কখনো এত বেশি উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়নি যেমন হয়েছে এই যুগের মুসলমান কর্তৃক। নবী করীম (সাঃ) থেকে এই সম্পর্কে এক হাদীস বর্ণিত আছে ঃ 'আমার উম্মতের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না এবং কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না' (বায়হাকী, 'শোয়াবুল ঈমান' অধ্যায়)। বর্তমান যুগই হচ্ছে সেই যুগ।

★[এ আয়াত অবশ্যই সাহাবা কেরাম (রা:) এর প্রতি আরোপিত হতে পারে না। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বরং এরপর ৩ শতাব্দী পর্যন্ত সাহাবীগণ, তাবেঈন ও তাবা-তাবেঈন কুরআন পরিত্যাগ করেননি। এটা অবশ্যই একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যতকালে এটা পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, মহানবী (সা:) এর জাতি কার্যত কুরআন পরিত্যাগ করবে এবং রসূলে করীম (সা:) তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২০৭৬। কুরআন খণ্ড-খণ্ডভাবে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য মিটাবার জন্যই এরূপ করা হয়েছিল, যেমন ঃ (১) কুরআনের বিভিন্ন অংশ কিছু দিন অন্তর অন্তর অবতীর্ণ হয়ে সেগুলোর মধ্যে নিহিত কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করার জন্য মু'মিনদেরকে সুযোগ দিয়েছিল, ফলে তাদের ঈমান শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়েছিল। অধিকন্তু এই বিরামকালে অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দানের জন্য এর প্রয়োজন ছিল, (২) যখন মুসলমানদের বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে পথনির্দেশের আবশ্যক হতো তখনই প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো, (৩) বছর কালব্যাপী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রসূল করীম (সাঃ) এর সঙ্গীগণ একে স্মরণ রাখতে, শিখতে এবং আয়ত্ত করতে যেন সক্ষম হতে পারে। যদি একে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা হতো তাহলে অবিশ্বাসীরা বলতে পারতো, নবী করীম (সাঃ) কোন লোক দ্বারা একে প্রস্তুত করেছিলেন। কাজেই এসব সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর নিহিত ছিল এর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এবং বহু রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে। কুরআন খণ্ডে খণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিল যাতে তা মুখস্থ করে রাখা যায়। এছাড়া টুকরো টুকরোভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়ে বাইবেলের নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিল ঃ "সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে? কাহাকে বার্তা বুঝাইয়া দিবে? কি তাহাদিগকে, যাহারা দুধ ছাড়িয়াছে ও স্তন্যপানে নিবৃত্ত হইয়াছে? কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি, পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি, এখানে একটুকু সেখানে একটুকু। শুন! তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও অন্য ভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্তা কহিবেন" (যিশাইয়-৮ঃ৯-১০)।

২০৭৭ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৫। [ক]অধঃমুখী অবস্থায়[২০৭৭-ক] যাদের জাহান্নামের দিকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে [খ]এরাই হবে অবস্থার দিক থেকে অতি নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে পথভ্রষ্ট।

৩ [১৪] ১

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম এবং তার সাথে [গ]তার ভাই হারূনকে আমরা (তার) সহকারী বানিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٦﴾

৩৭। আর আমরা বলেছিলাম, [ঘ]'তোমরা উভয়ে সেই জাতির কাছে যাও, যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে।' অতএব আমরা সম্পূর্ণরূপে তাদের ধ্বংস করে দিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٧﴾

৩৮। আর নূহের জাতিকেও আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যখন তারা রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর মানবজাতির জন্য আমরা তাদেরকে এক নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। [ঙ]আর যালেমদের জন্য আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٨﴾

৩৯। আর আদ, সামূদ, 'রাস'বাসী[২০৭৮] এবং এদের মধ্যবর্তী আরো অনেক প্রজন্মকেও (আমরা [চ]ধ্বংস করে দিয়েছি)।

وَّعَادًا وَّ ثَمُوْدَاۡ وَ اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٩﴾

★৪০। আর (এদের) প্রত্যেকের কাছে আমরা (পূর্ববর্তীদের) দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম। আর আমরা এদের সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَ كُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٤٠﴾

★৪১। আর এরা [ছ]সেই শহরে অবশ্যই আসাযাওয়া করে থাকবে[২০৭৯] যার ওপর এক ক্ষতিকর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। তারা কি এটা দেখেনি? আসলে তারা (মৃত্যুর পর) পুনরুজ্জীবনের আশা রাখে না।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৯৮ খ. ৫ঃ৬১ গ. ২০ঃ৩০-৩৩; ২৬ঃ১৪; ২৮ঃ৩৫ ঘ. ২০ঃ৪৪; ২৮ঃ৩৫-৩৬ ঙ. ১৮ঃ৩০ চ. ৯ঃ৭০; ৩৮ঃ১৩; ৫০ঃ১৩-১৫ ছ. ৭ঃ৮৫; ২৭ঃ৫৯।

২০৭৭। কুরআনের এক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা সকল ঐশীগ্রন্থের মধ্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়। যখনই কুরআন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা, বা এর ঐশী ভিত্তি, অথবা ধর্মীয় অন্য কোন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কোন দাবি উত্থাপন করে তখন অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার ওপর নির্ভর করে না।

২০৭৭-ক। তাদের সর্দারদের সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। উযুহু শব্দের অর্থ, নেতা বা সর্দারও হয়।

২০৭৮। তফসীরকারদের কারো কারো মতে 'ইয়ামামাহ্'র অন্তর্গত একটি শহরের নাম 'রাস' যেখানে সামূদ জাতির একটি গোত্র বসবাস করতো। অন্যান্যদের মতে তাদেরকে এরূপ বলা হতো, কারণ তারা তাদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তারা ছিল সামূদ জাতিরই অবশিষ্টাংশ।

২০৭৯। হযরত লূত (আঃ) এর শহর সদোম, যা আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল।

৪২। [ক]আর তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র বানায় এবং (এ কথা বলে), 'এই কি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে পাঠিয়েছেন?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এ তো আমাদের উপাস্যগুলো থেকে আমাদের বিপথগামী করেই ছাড়তো যদি আমরা এগুলোকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম।' আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা নিশ্চয় জানতে পারবে, কে সবচেয়ে বেশি বিপথগামী ছিল।

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। [খ]তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে নিজের কামনাবাসনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তারও তত্ত্বাবধায়ক হতে পার?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٤﴾

৪৫। তুমি কি মনে কর, তাদের অধিকাংশ লোক শুনে বা বুঝে? [গ]তারা একেবারে গবাদি পশুর ন্যায়[২০৮০], বরং তারা (এগুলোর চেয়েও) বেশি বিপথগামী।

৪
[১০]
২

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য করনি, [ঘ]কিভাবে তিনি ছায়াকে লম্বা করে[২০৮১] দেন? আর তিনি যদি চাইতেন তবে একে স্থির করে দিতেন। এরপর আমরা সূর্যকে এর ওপর নির্দেশক বানিয়েছি[২০৮২]।

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٦﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৩৭ খ. ৪৫ঃ২৪ গ. ৭ঃ১৮০ ঘ. ১৬ঃ৪৯।

২০৮০। মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে তার কামনা, পূর্ব ধারণা ও অসার কল্পনাকে এবং এটাই তার সত্য গ্রহণে প্রধান বাধা। মেধাগতভাবে মানবের হয়তো অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সে জন্য সে পাথর এবং নক্ষত্রের সামনে মাথা নত করে না। কিন্তু তার মিথ্যা আদর্শ, কুসংস্কার এবং পূর্ব ধারণার পূজা থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সেই প্রতিমাগুলো, যারা মানুষের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে, যাদেরকে ভক্তি ও উপাসনা করা নিন্দিত হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, খোদা প্রদত্ত শ্রবণ-শক্তি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি (যা মানুষকে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে) ব্যবহার করার পরিবর্তে সে অন্ধকারে হাতড়াতে পছন্দ করে এবং গরু-ভেড়ার স্তরে নেমে যায়, এমনকি তা থেকেও নিম্নতর পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা গবাদি পশুকে বিচার-বুদ্ধি এবং ভাল-মন্দ পার্থক্য করার সহজাত গুণাবলী দান করা হয়নি, যা দিয়ে মানবকে ভূষিত করা হয়েছে।

২০৮১। এই আয়াত ইসলাম ধর্মের উত্থান, অগ্রগতি এবং মর্যাদা আলঙ্কারিক ভাষায় উল্লেখ করেছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বাস্তব সত্য বর্ণিত হয়েছে। সূর্য কোন বস্তুর আড়ালে যতই হেলতে তাকে ততই তার ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকে। সেইরূপে আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক সেহেতু এর ছায়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে এবং ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং বিশ্বের জাতিসমূহ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে দুর্দশামুক্ত এবং শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতে উল্লিখিত সূর্য বলতে বুঝায় ইসলাম অথবা মহানবী (সাঃ)কে বুঝানো হয়েছে।

২০৮২। সূর্যের অবস্থান ছায়ার পরিমাণ ও আকার নির্ধারণ করে।

৪৭। এরপর এ (ছায়াকে) আমরা আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটাতে থাকি[২০৮২-ক]।	ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٧﴾
৪৮। [ক]আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে পোষাকরূপে[২০৮৩] বানিয়েছেন, ঘুমকে বিশ্রাম লাভের কারণ (করেছেন) এবং দিনকে (কাজে) ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন।	وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٨﴾
৪৯। [খ]আর তিনিই তাঁর কৃপা (বর্ষণের) পূর্বে বায়ুকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান। আর আমরা আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি,	وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٩﴾
৫০। যেন আমরা এর মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবিত করি এবং বিপুল সংখ্যায় যেসব গবাদি পশু ও মানুষ আমরা সৃষ্টি করেছি এ (পানি) দিয়ে তাদের সিঞ্চিত করি।	لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٥٠﴾
৫১। আর নিশ্চয় আমরা এ (কুরআনকে) তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বর্ণনা করে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতা (প্রকাশ) করেই অস্বীকার করলো।	وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥١﴾
৫২। আর আমরা যদি চাইতাম তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী পাঠাতাম।	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥٢﴾
★৫৩। অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের আনুগত্য করো না। আর তুমি এ (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বড় জিহাদ করতে থাক[২০৮৪]।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯৭; ৭৮ঃ১১ খ. ৭ঃ৫৮; ১৫ঃ২৩।

২০৮২-ক। সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছার পর মুসলমানদের পড়ন্ত অবস্থার প্রতিও আয়াতটি নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী আয়াতের ছায়া যখন প্রভাব ও মর্যাদার প্রতীক তখন বর্তমান আয়াতে ‘গুটাতে থাকি’ কথাটি ইসলামের অবক্ষয় এবং পতনের অবস্থা বুঝায়।

২০৮৩। আয়াতের মধ্যে ‘রাত’ আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত সংস্কারকের আবির্ভূত হওয়ার পূর্বের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগ বুঝায় এবং ‘দিন’ ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবের পরবর্তী আধ্যাত্মিক প্রভাতের উপমা।

২০৮৪। এই আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ জেহাদ হচ্ছে কুরআনের বাণী প্রচার করা। অতএব ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভের জন্য সংগ্রাম করা এবং এর শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রচেষ্টার নামই জেহাদ, যা সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অব্যাহত রাখার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। এই জেহাদের কথাই রসূল করীম (সাঃ) এক যুদ্ধের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ 'আমরা ক্ষুদ্রতর জেহাদ থেকে বৃহত্তর জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি” (রাদ্দুল-মুহ্তার)। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫৪। আর [ক] তিনিই দুটি সাগরকে মিলিয়ে দিবেন। (এর) একটির (পানি) খুব মিষ্টি এবং অন্যটির (পানি) খুব লোনা (ও) তিতা। আর তিনি এ দুটির মাঝে এক প্রতিবন্ধক ও এমন বিভক্তি[২০৮৫] সৃষ্টি করে রেখেছেন, যা অতিক্রম করা যায় না।★

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٤﴾

৫৫। [খ] আর তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাকে পৈত্রিক ও বৈবাহিক সূত্রে বেঁধেছেন। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। [গ] আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যার উপাসনা করে, তা তাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং কোন অপকারও করতে পারে না। আর অস্বীকারকারী সবসময় (তাদের সমর্থনে) কাজ করে (যারা) তার প্রভু-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে (সংগ্রাম করে)।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭। [ঘ] আর আমরা তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٧﴾

৫৮। [ঙ] তুমি বল, 'আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না[২০৮৬]। তবে যে চায় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٨﴾

৫৯। [চ] আর তুমি সেই চিরঞ্জীব (সত্তার) ওপর ভরসা কর যাঁর মৃত্যু নেই এবং প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। আর তাঁর বান্দাদের পাপ সম্বন্ধে পুরোপুরি খবর রাখার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ১৩; ৫৫ঃ২০, ২১ খ. ৩২ঃ৯ গ. ৬ঃ৭২; ১০ঃ১০৭; ২১ঃ৬৭; ২২ঃ১৩ ঘ. ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ১১ঃ৩; ৩৫ঃ২৫ ঙ. ৩৮ঃ৮৭; ৪২ঃ২৪ চ. ২৬ঃ২১৮; ২৭ঃ৮০; ৩৩ঃ৪৯।

২০৮৫। আয়াতের মধ্যে দু'টি সাগরকে সত্য এবং মিথ্যা ধর্মের প্রতীকরূপে ধরে নিলে এই আয়াতের মর্মার্থ হয়, সত্য ধর্ম ইসলাম এবং বিকৃত ধর্ম উভয়ে পাশাপাশি চলমান থাকবে। প্রথমটি সুমিষ্ট ফল প্রদান করবে এবং আধ্যাত্মিক পথচারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং শেষোক্তটি নিষ্ফল ও বিস্বাদ হবে, কোনরূপ ভাল ফল দিতে অসমর্থ হবে। "দুটি সাগর" অর্থ সাগর-সলিল এবং নদীর জলরাশিও হতে পারে। প্রথমোক্ত পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, কিন্তু শেষোক্ত পানি সুপেয় ও সুস্বাদু। নদীর সুস্বাদু পানি যখন সাগরে প্রবাহিত হয়ে লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায় তখন নদীর সুপেয় পানিও বিস্বাদ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই পানি পৃথক থাকে ততক্ষণ তাদের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। একইভাবে সত্য ধর্মের শিক্ষার সাথে যখন মিথ্যা ধর্মের শিক্ষা জড়িয়ে পড়ে তখন তা আপন সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা হারায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এমনইভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে মিথ্যা ধর্মগুলোর কাছাকাছি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম কখনো এর তৃপ্তিদায়ক গুণ হারাবে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা একে রক্ষা করা এবং অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব নিজের ওপরে রেখেছেন (১৫ঃ১০)। দুটির মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা রয়েছে, যা তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে।

★[এতে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের উল্লেখ রয়েছে। লোহিত সাগরের পানি তুলনামূলকভাবে মিষ্টি এবং ভূমধ্যসাগরের পানি তিতা। আর এদের উভয়ের মাঝে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধক। এ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, এ প্রতিবন্ধক দূর করে দেয়া হবে এবং এ দুটি সাগরকে মিলিয়ে দেয়া হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২০৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৬০। [ক]যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে (সব) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি রহমান (আল্লাহ্)। অতএব যিনি উত্তমরূপে অবহিত[২০৮৭] তুমি তাঁকেই জিজ্ঞেস কর।

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ٦٠

৬১। আর তাদের যখন বলা হয়, 'তোমরা রহমান (আল্লাহ্কে) সিজদা কর' তখন তারা বলে, 'রহমান' আবার কে? আমরা কি তাকে সিজদা করবো যাকে (সিজদা করতে) তুমি আমাদের আদেশ দিচ্ছ?' আর এ (কথা) তাদের ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۚ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ٦١

সেজদা-৭ ৫ [১৬] ৩

★ ৬২। কল্যাণের অধিকারী তিনিই, [খ]যিনি আকাশসমূহে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে জ্যোতির্ময় সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন[২০৮৭-ক]।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ٦٢

৬৩। [গ]আর যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য তিনিই রাত ও দিনকে[২০৮৮] একটির পর অন্যটিকে আগমনকারী করে সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ٦٣

৬৪। আর রহমান (আল্লাহ্র) বান্দা তারাই, [ঘ]যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা [ঙ]যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'[২০৮৯]

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ٦٤

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৫; ১১ঃ৮; ৩২ঃ৫; ৫৭ঃ৫ খ. ১৫ঃ১৭; ৮৫ঃ২ গ. ৩৬ঃ৩৮-৪১ ঘ. ১৭ঃ৩৮; ৩১ঃ১৯ ঙ. ২৮ঃ৫৬।

২০৮৬। এই আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম তার সম্প্রসারণে শক্তি প্রয়োগকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে।

২০৮৭। (১) আল্লাহ্ তাআলা, (২) হযরত নবী করীম (সাঃ)।

২০৮৭-ক। আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যারা ওদেরকে অলঙ্কৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তাদের সৃষ্টির প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা এই আয়াত আধ্যাত্মিক আকাশের প্রতি মনোযাগ আকর্ষণ করে যার নিজস্ব সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি আছে। হযরত নবী করীম (সাঃ), প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং রসূল করীম (সাঃ) এর সাহাবাগণ যাদের সম্বন্ধে তাঁর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের মতো, তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করবে তোমরা সত্য পথনির্দেশ পাবে' (রাযীন)।

২০৮৮। জড়জগতে রাতকে যেমন দিন অনুসরণ করে, ঠিক একই রূপে আধ্যাত্মিক জগতেও যখন অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে আল্লাহ্ তাআলা তখন একে জ্যোতির্ময় করার জন্য সংস্কারক আবির্ভূত করেন।

২০৮৯। এই আয়াত দিয়ে সেই গৌরবোজ্জ্বল নৈতিক বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরম্ভ হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মহাকাশের সেই সূর্য অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাতির মধ্যে সংঘটিত করেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে তারা দয়াময় খোদা তাআলার দাসে পরিণত হয়েছিল। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার ন্যায়পরায়ণ দাসগণের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, যা কিনা নবী করীম (সাঃ) এর জাতির লোকেরা পূর্বে যে সকল দোষে দুষ্ট ছিল সেই সমস্ত নীতি বিগর্হিত অভ্যাসগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫। [ক]এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয়

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাব সরিয়ে দাও, নিশ্চয় এর আযাব হবে সর্বনাশা।

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭। নিশ্চয় এ (জাহান্নাম) অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে অতি মন্দ এবং স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও (অতি মন্দ)।'

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮। আর (সেই রহমান আল্লাহ্‌র বান্দারা এমন) যারা খরচ করার সময় [খ]অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এ (দুয়ের) মাঝে মধ্যপন্থা (অবলম্বন করে),

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٩﴾

★ ৬৯। এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যাকে (হত্যা করা) হারাম করেছেন [গ]এমন কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারও করে না[২০৯০] তবে যে-ই এরূপ করবে সে পাপের শাস্তির সন্মুখীন হবে,

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ﴿٧٠﴾

৭০। [ঘ]কিয়ামত দিবসে তার জন্য আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১। কিন্তু যে তওবা করে,[২০৯১] [ঙ]ঈমান আনে [ঙ]এবং সৎ কাজ করে তার কথা ভিন্ন। অতএব এরাই সেইসব লোক যাদের মন্দ কাজগুলো আল্লাহ্ উত্তম কাজে বদলে দিবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾

৭২। আর [চ]যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয় সে তওবা করার (মাধ্যমে) পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হয়।

দেখুন ঃ ক. ৪১ঃ৩৯; ৭৩ঃ২১ খ. ৭ঃ৩২; ১৭ঃ২৮ গ. ৬ঃ১৫২; ১৭ঃ৩৩, ৩৪ ঘ. ৪ঃ১৫ ঙ. ৩ঃ৫৮; ৬ঃ৪৯; ১৮ঃ৮৯; ১৯ঃ৬১; ৩৪ঃ৩৮ চ. ৫ঃ৪০; ২০ঃ৮৩; ২৮ঃ৬৮।

২০৯০। পৌত্তলিকতা, খুন ও ব্যভিচার এই তিনটি মূল পাপাচার ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতি, সামাজিক এবং যৌন অসচ্চরিত্রতার আদি উৎস। কুরআন মজীদ বার বার এই সমস্ত পাপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

২০৯১। 'তওবা' (অনুশোচনা) এর অর্থ– অতীতের সমস্ত নৈতিক ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিকভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলার স্থির সংকল্পের সাথে অনুতাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা। ব্যক্তির জীবনে এ হচ্ছে অতীতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে পিঠ ফিরিয়ে পূর্ণ পরিবর্তন সাধন।

৭৩। আর (তারাও রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[২০৯২] এবং [ক]তারা যখন অযথা বিষয়ের সন্মুখীন হয় তখন তারা গাম্ভীর্যের সাথে পাশ কাটিয়ে যায়,

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না যখন তাদেরকে (এগুলো) স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়,[২০৯২-ক]

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٤﴾

★ ৭৫। এবং যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততি হতে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।'

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾

★ ৭৬। এরাই সেইসব লোক, ধৈর্য্যশীল হওয়ার কারণে যাদেরকে (জান্নাতে) উঁচু [খ]মর্যাদা দান করা হবে। আর অভিবাদন ও সালামের মাধ্যমে তাদের সেখানে স্বাগত জানানো হবে।

أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٦﴾

৭৭। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে এবং স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও তা অতি উত্তম।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٧﴾

৭৮। তুমি বল, 'তোমরা দোয়া না করলে তাহলে আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য[২০৯৩] করবেন না। যেহেতু তোমরা (এ বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদের পিছু লেগে থাকবে।

চতুর্থাংশ ৬ [১৭] ৪

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٨﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৪; ২৮ঃ৫৬ খ. ৩৪ঃ৩৮।

২০৯২। 'যূর' অর্থ একটি মিথ্যা, মিথ্যা সাক্ষ্য, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও এমন স্থান যেখানে মিথ্যা বলা হয় এবং লোকেরা বৃথা বা অসার চিত্তবিনোদন উপভোগ করে, বহু ঈশ্বরবাদীদের সমাবেশ, ইত্যাদি (লেইন)।

২০৯২-ক। তারা উন্মিলিত চোখে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলী সযত্নে মেনে চলে। তাদের বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, জনশ্রুতির ওপর নয়।

২০৯৩। 'মা ইয়া'বাউবিহী' অর্থ– আমি (তাকে) পরওয়া করি না, কিছুই মনে করি না, গ্রাহ্য করি না বা তাকে কিছুই জ্ঞান করি না অথবা আমি তাকে কোন মূল্যই দেই না বা তার কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না অথবা আমি তাকে কোনরূপ সম্মান করি না (লেইন এবং মুফরাদাত)।

সূরা আশ্ শো'আরা-২৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের অভিমত অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি একটি মক্কী সূরা। এর শিরোনাম 'আশ্ শো'আরা' বা কবিবৃন্দ। এই নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। আর উক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন জাতি তখনই সাফল্য লাভ করে যখন তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে এবং কবিদের মতো শুধুমাত্র বাক্সর্বস্ব হওয়াতে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর নয়। এই সূরার বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ধারা পূর্ববর্তী ষোলটি সূরা থেকে ব্যতিক্রম-ধর্মী। কেননা সূরা ইউনূস থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুখ্যত ইহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত সূরাগুলোর বক্তব্য কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু আলোচ্য সূরা থেকে মু'মিনদের উদ্দেশ্যেই বেশিরভাগ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ফলে সম্ভাষণের স্বরূপ, রীতি ও কার্যক্ষেত্র পাল্টে গেছে। এমনকি সূরাটির শুরুতে উপস্থাপিত "হুরূফে মুকাত্তায়াত" এর ব্যাপারেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাতে এই প্রসঙ্গ তুলে সমাপ্তি টানা হয়েছিল, এমন ধারণা করা নিতান্তই বোকামী যে প্রাচীনকাল থেকে চিরাচরিত ঐশী নিয়ম যেভাবে নবী-রসূলের মাধ্যমে কার্যকরী ছিল তা আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংস করে দিবেন। পরন্তু আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যাতে সে আল্লাহ্ তাআলার মহান গুণাবলী দ্বারা নিজেকে ভূষিত করে এবং ঐশী আহ্বানে সাড়া দেয়। মানুষ যদি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য না বুঝে এবং তা পূর্ণ না করে তাহলে তার জীবনের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নেই এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্র দ্বিধা করারও কোন কারণ নেই। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, মানবতার প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও উদ্বেগের কারণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যথিত চিত্তে সর্বদা এই আশঙ্কা করতেন, মানুষ যেন তার কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে না পড়ে। তিনি ব্যাকুলভাবে কামনা করতেন যাতে মানুষ সম্ভাব্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। আর মানুষের ধ্বংস সাধন তো আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রেত ও পরিকল্পনার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তো চান, মানুষকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির পথের সন্ধান করুক, অতঃপর সে তাঁর নৈকট্য অর্জন করুক। কিন্তু সে যদি তা করতে অস্বীকার করে তাহলে অস্বীকারজনিত পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষকে যদি স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষমতা না দেয়া হতো তাহলে সে শুধুমাত্র একটি যন্ত্র বা যন্ত্রমানবে পরিণত হতো এবং সেই অবস্থায় সে তার স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হিসাবে যে মর্যাদায় ভূষিত তা থেকে বঞ্চিত হতো। সুতরাং মানুষের উচিত ঐশী পরিকল্পনার আলোকে তার জীবনকে পরিচালিত করা। এটা না করলে মানুষ কিছুতেই সত্যিকার মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই এই দাবী করা হয়েছে, কুরআন স্বয়ং এর সত্যতার প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট এবং এর সমর্থনে বাইরের কোন সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন নেই। অতঃপর বলা হয়েছে, পার্থিব জগতে মানুষের প্রয়োজন ও অভাব মিটাবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন সেই জন্য এটাই যুক্তিসঙ্গত, আধ্যাত্মিক জগতেও আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করবেন। তারপর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত উপায়ে সূরাটিতে কয়েকজন নবী-রসূলের জীবনের কিছু বিবরণী দেয়া হয়েছে। প্রথমেই হযরত মূসা (আঃ) এর কাহিনী বর্ণনাপূর্বক দেখানো হয়েছে, কীভাবে ঐশী আদেশের অনুসরণে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে নিতে সক্ষম হন। সত্যই পরিণামে বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত হয়– এই শাশ্বত বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যার লক্ষ্যে সূরাটিতে এরপর সংক্ষিপ্তভাবে হযরত ইব্রাহীম, নূহ, হূদ, সালেহ, লূত এবং শোআয়ব (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির কাছে প্রতিমা পূজার অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণিত করেন। তারপর হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনায় দেখা যায়, কীভাবে তাঁর জাতি তাঁকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করেছিল যে তিনি সমাজের সকল উচ্চ ও নীচুর ব্যবধান বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। এর পর হযরত হূদ এবং সালেহ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঐশী বাণী বাহক এই উভয় নবীই তাঁদের স্বজাতিকে এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন যে সত্যিকার সফলতা জাগতিক উপকরণ ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্মল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁদের জাতি এই শিক্ষা

এবং সতর্কবাণীকে নিতান্ত অবহেলাভরে বর্জন করেছিল। হযরত লূত এবং শোআয়ব (আঃ) এর স্বজাতিও তাঁদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার করেনি। হযরত লূত (আঃ) এর সম্প্রদায় এক অস্বাভাবিক পাপকার্যে নিজেদেরকে জড়িত রাখে। আর শোআয়ব (আঃ) এর জাতি বাণিজ্যিক লেন-দেনে বড়ই অসাধুতার পরিচয় দেয়। যে বিষয় নিয়ে সূরাটির শুরু হয়েছিল, সেটিই শেষাংশে পুনরায় আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী, এর সত্যতা ও দাবীর প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থ নিজেই যুক্তিপূর্ণ নিদর্শন পেশ করে। শুধু তাই নয়, অতীতের নবী-রসূলগণও এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে গেছেন। এমনকি শিক্ষিত বনী ইসরাঈলীদের অনেকেই তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে, কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অতঃপর সূরাটিতে অবিশ্বাসীদেরকে কুরআনের শিক্ষার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, তারা কি অনুধাবন করে না কুরআনের মতো এমন অনুপম শিক্ষা কি কোন শয়তানের কাজ হতে পারে? কিংবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো একজন মানুষ কর্তৃক রচিত হতে পারে? এতে আরো বলা হয়েছে, কুরআনের অনেক বিষয় বা শিক্ষাই পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই শয়তান প্রকৃতির মানুষের এইসব ধর্মগ্রন্থের ঐশী উৎসের মধ্যে তো হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোন সুযোগ ছিল না। শয়তান তো কেবল তাদের ওপরই অবতীর্ণ হয় যারা পাপী, মিথ্যাবাদী এবং তাদের কাজই হচ্ছে অসত্যের সমর্থন করা এবং নির্জলা মিথ্যার উদ্ভাবন করা। যারা কবি তারা এই ধরনের মিথ্যার সমর্থন ও ভক্তবৃন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে। তদুপরি তাদের অনুসারীরা সাধারণভাবে দুর্বল নৈতিকতার অধিকারী হয় এবং কোন নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে না। এছাড়া কবি এবং তাদের অনুসারীরা অর্থহীন বাগাড়ম্বর-প্রিয় হয়। আসলে তারা যা বলে তা কখনো কাজে পরিণত করে দেখায় না। অতঃপর সূরাটিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কতিপয় নির্দেশ প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে, তিনি যেন তাঁর লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র তওহীদ ও একত্বের বিষয় প্রচার করতে থাকেন এবং ইসলামের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাঁকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। কেননা তাঁরই নিরাপত্তা ও সাহায্যের আশ্রয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। পরিশেষে এই আশ্বাস বাণীসহ সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরসন ঘটাবেন এবং এমন এক স্থানে তাদেরকে একত্রিত করবেন যেখানে তারা সুখে-শান্তিতে অবস্থান করবে এবং পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে।

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ مِائَتَانِ وَثَمَانٍ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَحَدَ عَشَرَ رُكُوْعًا
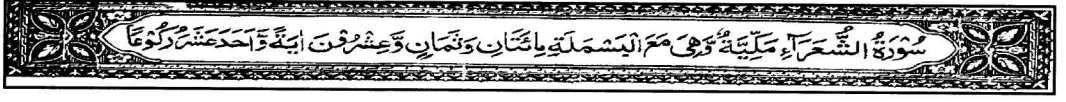
সূরা আশ্ শো'আরা-২৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৮ আয়াত এবং ১১ রুকূ

মঞ্জিল-৫

১। ক·আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। ত্বায়্যেবুন, সামী'উন 'আলীমুন অর্থাৎ পবিত্র, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২০৯৪]।

طٰسٓمّٓ ②

৩। খ·এগুলো এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[২০৯৪-ক]।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৪। তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে গ·তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে[২০৯৪-খ]?

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ④

৫। আমরা চাইলে তাদের ওপর আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারি, যার সামনে তাদের ঘাড়[২০৯৫] নত হয়ে যাবে।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ⑤

৬। ঘ·আর 'রহমান' (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে তাদের কাছে যখনই কোন নতুন[২০৯৬] উপদেশবাণী আসে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑥

৭। তারা ঙ·যেহেতু (প্রত্যেক নতুন নিদর্শন) প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই যেসব বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো সেইসব (বিষয় পূর্ণ হওয়ার) সংবাদ তারা অবশ্যই পাবে।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১২ঃ২; ১৫ঃ২; ২৭ঃ২; ২৮ঃ৩ গ. ১৮ঃ৭ ঘ. ২১ঃ৩,৪৩ ঙ.৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৩৫ঃ২৬; ৪০ঃ৬।

২০৯৪। 'ত্বা সীন্ মীম্' এগুলো 'হুরূফে মুকাত্তাআত' (সাংকেতিক বা সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা)। এখানে প্রতীকরূপে 'তাহের' (পবিত্র) এর তা, 'সামী' (সর্বশ্রোতা) এর 'সীন্' এবং 'মজীদ' (মর্যাদাবান) এর 'মীম' ইঙ্গিত করে, সূরাটি এই উপায়ে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন, দোয়ার গ্রহণীয়তা এবং মর্যাদা লাভের শিক্ষা দেয়। তফ্সীরাধীন এবং পরবর্তী ত্বা সীন মীম মুকাত্তাআত-বিশিষ্ট দুটি সূরা একই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুতে পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন করে। এগুলো প্রায় একই সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু এই সূরাগুলো বিশেষভাবে হযরত মূসা (আঃ) এর ঘটনাসমূহ কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে, সেহেতু কোন কোন তফসীরকার এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালাসমূহকে 'সীনাই' পর্বত এবং মূসা (আঃ) এর স্থলে গ্রহণ করেছেন–তা সীনকে তূরে সীনীন (সীনাই পর্বত) এবং মীমকে মূসা (আঃ) এর প্রতীকরূপে নিয়েছেন।

২০৯৪-ক। দেখুন টীকা ১৩৫৬।

২০৯৪-খ। দেখুন টীকা ১৬৬৪।

২০৯৫। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর মর্মবেদনা বৃথা যাবে না। যদি তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর বিরোধিতায় ক্ষান্ত না হয় তাহলে শাস্তির নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করবে, যা তাদের প্রধানদেরকে অবমানিত এবং পর্যুদস্ত করবে। আ'নাক অর্থ প্রধানগণ (লেইন)।

২০৯৬। 'নতুন' শব্দটি দ্বারা 'এক নতুন আকারে' অথবা 'নতুন বিবরণ সহকারে' অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটন হলো, সকল ধর্মের মৌলিক বিষয় এবং বুনিয়াদী শিক্ষাসমূহ পরস্পর সদৃশ এবং অভিন্ন, কেবল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐগুলো বিসদৃশ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। [ক]তারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, আমরা এতে (উদ্ভিদের) কতই উন্নত জাতের জোড়া উৎপন্ন করেছি?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

৯। নিশ্চয় এতে এক মহা নিদর্শন রয়েছে। অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১ [১০] ৫

১০। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী[২০৯৭]।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১১। [খ]আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন মূসাকে ডেকে (বলে)ছিলেন, 'তুমি যালেম জাতির কাছে যাও,

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

১২। (অর্থাৎ) ফেরাউনের জাতির কাছে (এবং তাদের বল,) 'তারা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?'

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝

১৩। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় [গ]আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

১৪। এবং আমার অন্তর সংকুচিত[২০৯৮] হচ্ছে আর আমার কথা(ও) [ঘ]জড়িয়ে যায়। তাই তুমি [ঙ]হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝

★ ১৫। [চ]আর কোন এক অপরাধে (অভিযুক্ত হওয়ার দরুন) তারা আমাকে খুঁজছে[২০৯৯]। অতএব আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।'

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৩৪-৩৭ খ. ২০ঃ২৫; ৭৯ঃ১৭-১৮ গ. ২০ঃ৪৬; ২৮ঃ৩৫ ঘ. ২০ঃ২৮ ঙ. ২৬ঃ১৪ চ. ২৮ঃ৩৪।

অথবা নতুন বিধান রূপান্তরিত এবং উন্নত আকারে অবতীর্ণ হয় যাতে তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় জাতির অবস্থা, ধ্যান-ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও অভাব মিটানোর দিক দিয়ে বিশেষ সময়োপযোগী হতে পারে। কোন কোন নবী শরীয়ত নিয়ে আসেন, যদিও অন্যান্য অনেকে তাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসরণে কাজ করে থাকেন মাত্র।

২০৯৭। 'নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রতিপালকই মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী' বাক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, এই সূরাতে বর্ণিত অন্যান্য নবীর অবস্থার সঙ্গে আঁ হযরত (সাঃ) এর অবস্থা সদৃশ হবে। কিন্তু যেখানে এই সকল নবীর বিরুদ্ধবাদীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পাকড়াও করেছিলেন ও ধ্বংস করেছিলেন, সেখানে নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে পরাক্রমশালী খোদা তাঁকে বিজয় ও উন্নতি প্রদান করে এবং তাঁর জয়ের আনন্দ সৃষ্টি করে কেবল তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতার নিদর্শনই প্রকাশ করবেন না, অধিকন্তু তাঁর জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন। সে জন্য তাদের এক ক্ষুদ্র অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে বটে, কিন্তু এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা এবং করুণা লাভ করবে এবং অবশেষে তারা ঈমান আনবে।

২০৯৮। হযরত মূসা (আঃ) বোধ হয় মনে করেছিলেন, বিরাট গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল, তিনি তা বহন করার জন্য সম্পূর্ণ সক্ষম নন। নবুওয়তের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর গুরুভার। প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে মহান নবী করীম (সাঃ)ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন।

২০৯৯। এই শব্দ প্রতীয়মান করে, ফেরাউনের লোকেরা একজন মিশরীয়কে হত্যার অভিযোগে হযরত মূসা (আঃ)কে অভিযুক্ত করেছিল। এই ঘটনা যাত্রা-পুস্তকের ২ঃ১১-১৫ এর মধ্যে বর্ণিত আছে এবং কুরআনেও ৮ঃ১৬-২১ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বর্ণিত আছে যে এটা পরিকল্পিত বা স্বেচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না। মূসা (আঃ) একজন ইসরাঈলীকে রক্ষা করেছিলেন যাকে একজন মিশরীয় মারছিল এবং এই এলোপাতাড়ি হাতাহাতির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিহত হয়েছিল।

১৬। [ক]তিনি বললেন, 'কখনো না! অতএব তোমরা উভয়ে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ যাও। নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের দোয়া) শুনবো।'

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, 'নিশ্চয় আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের রসূল[২১০০]

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। (এবং) তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।'

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٨﴾

১৯। (এতে) সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, 'আমরা কি তোমাকে শৈশব থেকে আমাদের মাঝে লালনপালন করিনি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছিলে।

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। আর তুমি তোমার কাজটিই করেছ, যা করা তোমারই সাজে এবং তুমি অকৃতজ্ঞ[২১০১]।'

وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। সে বললো, 'আমি তো এ কাজ তখন করেছিলাম যখন আমি প্রকৃত অবস্থা জানতাম না[২১০২]।

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢١﴾

★ ২২। [খ]অতএব তোমাদেরকে ভয় পেয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে কর্তৃত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন[২১০৩]।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৩৬ খ. ২৮ঃ২২।

২১০০। এই আয়াতের 'রসূল' শব্দ এক বচন, অথচ কর্তা 'ইন্না' এবং ক্রিয়া দ্বিবচনে রয়েছে। আরবী ভাষায় কখনো কখনো দ্বিবচনে অথবা বহু বচনে কর্তার জন্য এক বচন ব্যবহার সিদ্ধ (বায়ান)। আরো দেখুন ২৬ঃ৭৮।

২১০১। মনে হয় হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক একজন মিশরীয় নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতি এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে। ফেরাউন নিজেকেও তার জাতি মিশরীয়দেরকে ইসরাঈলীদের 'মোহসেন' অর্থাৎ মহা উপকারী বলে মনে করতো এবং একজন মিশরীয়কে হত্যার দরুন হযরত মূসা (আঃ)কে অকৃতজ্ঞরূপে অভিযুক্ত করেছিল।

২১০২। 'যাল্লুন' থেকে 'যাল্লা' গঠিত, যার অর্থ সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, সে হতবুদ্ধি হলো, সে ভালবাসায় ডুবে গেল (লেইন)। যখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি হযরত মূসা (আঃ)কে তার সাহায্যার্থে আহ্বান করেছিল তখন তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না কি করতে হবে এবং অস্থির হয়ে অসহায় ইসরাঈলী ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য (৮ঃ১৬-২১) মূসা (আঃ) মিশরীয়কে এক মুষ্টাঘাত করলেন যা তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল। এই মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল। কারণ এক মুষ্টির আঘাতে কোন লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে না। অথবা এই আয়াতের মর্ম এরূপও হতে পারে, তাঁর জাতির লোকের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে মূসা (আঃ) ইসরাঈলী লোকটির সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মিশরীয় লোকটিকে ঘুষি মেরেছিলেন যার ফলে লোকটি মারা গিয়েছিল, যা ইচ্ছাকৃত ছিল না। এই অর্থও হতে পারে, ব্যাপারটি যে এত দূর গড়াবে তা তিনি জানতেন না।

২১০৩। মিশরীয় ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) এর পলায়নের পরবর্তী সময়ে তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির ঐশী অনুগ্রহের ঘটনাই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে, হযরত মূসা (আঃ) যা করেছিলেন তা অনিচ্ছাকৃত এবং ক্ষণিকের উত্তেজনার মুহূর্তে ঘটেছিল।

২৩। আর তুমি কি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে[২১০৪] আমাকে তোমার অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ'?

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿٢٣﴾

২৪। ফেরাউন বললো, '[ক]বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! সে আবার কে[২১০৫]'?

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে বললো, (তিনি হলেন) '[খ]আকাশসমূহের, পৃথিবীর[২১০৬] এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই রয়েছে (এর) প্রভু-প্রতিপালক। (ভাল হতো) তোমরা যদি বিশ্বাসী হতে।'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে তার চারপাশের লোকদের বললো, 'তোমরা কি শুনছ না[২১০৭] (মূসা কী বলে!)?'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, '(তিনি) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক[২১০৮]।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۤئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, [গ]'তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রসূল নিশ্চয় পাগল[২১০৯]।'

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٨﴾

২৯। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, [ঘ]'(তিনিই) পূর্ব ও পশ্চিমের[২১১০] এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে (সব কিছুর) প্রভু-প্রতিপালক। (ভাল হতো) যদি তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটাতে।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫০ খ. ৪৪ঃ৮ গ. ৪৪ঃ১৫ ঘ. ২ঃ১১৬; ৫৫ঃ১৮।

২১০৪। ফেরাউনের উদ্ধৃত মন্তব্যের প্রতিবাদে হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, তাঁর দলের লোকদের কোন মঙ্গল করেছিল এরূপ ভেবে সেই উপকারের প্রতি ইঙ্গিত করতে যাওয়ায় তার (ফেরাউন) নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ সে (ফেরাউন) বংশ পরম্পরায় তাদেরকে হীন দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যার ফলশ্রুতিতে ইসরাঈলীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সর্বপ্রকার মর্যাদার অনুভূতি মরে গিয়েছিল।

২১০৫। মনে হয় পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হযরত মূসা (আঃ) এর এই প্রতি-উত্তরে ফেরাউন শোচনীয়ভাবে হতভম্ব হয়ে তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ফিরিয়েছিল এবং সে আল্লাহ্ তাআলার সিফ্ত, পবিত্র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রীয় আলোচনায় হযরত মূসা (আঃ) এর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিল।

২১০৬। 'আকাশসমূহের ও এই পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক' এই শব্দগুলো আল্লাহ্ তাআলার সাম্রাজ্যের অসীম পরিব্যাপ্তি বুঝায়।

২১০৭। হযরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে ফেরাউন তার লোকদেরকে এই বলে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে তাদের উপাস্যগুলোকে অপমান করেছিলেন। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের খোদাগুলোই সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করছে।

২১০৮। ২৫নং আয়াতে বর্ণিত উক্তিতে মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের আয়তনের অসীম ব্যাপ্তি বুঝিয়েছিলেন। বর্তমান আয়াতে তিনি আল্লাহ্‌র আধিপত্যে সময়ের অসীম ব্যাপ্তি বুঝিয়েছেন।

২১০৯। ফেরাউন ভেবেছিল, মূসা (আঃ) কারো কথা শুনবেন না, বরঞ্চ পাগলের মতো নিজের কথা বলতেই থাকবেন এবং সে এভাবেই এতগুলো কথা বলেছিল।

২১১০। এই আয়াত আল্লাহ্ তাআলার সাম্রাজ্যের অসীমতা, এর গতিপথ এবং বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত অবস্থা বুঝায়।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

৩০। ক.সে বললো, 'তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাবন্দী করে ছাড়বো।'

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

৩১। সে বললো, 'আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট কিছু নিয়ে এলেও কি?'

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

৩২। খ.সে বললো, 'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে আস।'

فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

৩৩। তখন সে (অর্থাৎ মূসা) তার লাঠি ছুঁড়ে দিল। গ.আর তৎক্ষণাৎ তা একটা দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হয়ে গেল।

وَّنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ

২ [২৪] ৬ ৩৪। ঘ.এরপর সে তার হাত বের করলো, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে[২১১১] ধবধবে সাদা বলে মনে হলো।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ

৩৫। ঙ.সে তার চারপাশের প্রধানদের বললো, 'নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ যাদুকর।

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

৩৬। চ.সে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়। অতএব তোমরা কী পরামর্শ দিতে চাও?'

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ

৩৭। ছ.তারা বললো, 'তাকে ও তার ভাইকে (কিছুটা) অবকাশ দাও এবং (উপযুক্ত লোকদের) সমবেত করার জন্য শহরগুলোতে (লোক) পাঠাও।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

৩৮। জ.তারা তোমার কাছে সব শ্রেণীর সুদক্ষ যাদুকর নিয়ে আসবে।'

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

৩৯। ঝ.এরপর এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হলো।

وَّقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ

৪০। ঞ.আর লোকদের বলা হলো, 'তোমরাও কি সমবেত হবে,

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হলে আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি?'

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৩৯ খ. ৭ঃ১০৭ গ. ৭ঃ১০৮ ঘ. ৭ঃ১০৯; ২০ঃ২৩ ঙ. ৭ঃ১১০ চ. ৭ঃ১১১; ২০ঃ৫৮,৬৪ ছ. ৭ঃ১১২; ১০ঃ৮০ জ. ৭ঃ১১৩ ঝ. ৭ঃ১১৪; ২০ঃ৫৯ ঞ. ২০ঃ৬০।

২১১১। ১০২৪ টীকা দ্রষ্টব্য

৪২। এরপর যাদুকরেরা যখন এসে গেল তারা ফেরাউনকে বললো, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য কি কোন পুরস্কার থাকবে[২১১২]?'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٢﴾

★ ৪৩। ক·সে বললো, 'হাঁ। সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই (আমার) অনুগৃহীতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। খ·মূসা তাদের বললো, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।'

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তখন তারা তাদের দড়ি ও লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ করলো এবং বললো, 'ফেরাউনের সম্মানের কসম! নিশ্চয় আমরাই বিজয়ী হব।'

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। গ·তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ তা সেই মিথ্যাকে গিলতে লাগলো, যা তারা বানিয়েছিল[২১১৩]।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। ঘ·অতএব যাদুকরদের সিজদাবনত করে দেয়া হলো।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তারা বললো, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। ঙ·মূসা ও হারূনের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি।'

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। চ·সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এ-ই তোমাদের গুরু। সে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। অতএব তোমরা অচিরেই (এর পরিণতি) জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও তোমাদের পা[২১১৩-ক] পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করবো।

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾

দেখুন ঃ ক.৭ঃ১১৫ খ. ৭ঃ১১৭; ১০ঃ৮১; ২০ঃ৬৭ গ. ৭ঃ১১৮; ২০ঃ৭০ ঘ. ৭ঃ১২১; ২০ঃ৭১ ঙ. ৭ঃ১২৩; ২০ঃ৭১ চ. ৭ঃ১২৪-১২৫; ২০ঃ৭২।

২১১২। এই যাদুকরেরা যাদুবিদ্যার পেশাদার ব্যবসায়ী ছিল বলে মনে হয়, যাদের নৈতিকতা অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল।

২১১৩। এ আয়াত এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলোকে গিলে ফেলেনি, বরং তাদের সমস্ত মিথ্যা ভেল্‌কিবাজীকে গিলে ফেলেছিল। অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর লাঠি তাদের সকল ভণ্ডামী ও প্রতারণা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। অধিকন্তু এটা মাত্র একটা লাঠি ছিল এবং কোন 'অজগর' বা সাপ ছিল না। এটা যাদুকরদের ধোঁকাবাজির মুখোশ খুলে ফেলেছিল, যা দর্শকদেরকে প্রতারিত করেছিল। যাদুবিদ্যার প্রভাবে দর্শকরা যে ভুয়া বস্তুগুলোকে বাস্তবে সাপ মনে করেছিল সেইগুলোকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

২১১৩-ক। 'মিন' অর্থ কারণও হয় (লেইন)।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। [ক]তারা বললো, '(এতে) কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাব[২১১৪]।'

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। আমরা আশা রাখি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক [খ]নিশ্চয় আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।'

৩ [১৮] ৭

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। [গ]আর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'রাতের কোন এক (প্রহরে) আমার বান্দাদের এখান থেকে নিয়ে যাও। নিশ্চয় তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।'

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। অতএব (লোক জড়ো করার জন্য) ফেরাউন বিভিন্ন শহরে সমবেতকারীদের পাঠালো

اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। (এ ঘোষণা দিয়ে) 'নিশ্চয় এরা সংখ্যায় অল্প একটি তুচ্ছ দল

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاۤئِظُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং (এমনটি) সত্ত্বেও এরা আমাদের রাগিয়ে তুলেছে[২১১৫],

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অথচ আমরা নিশ্চয়ই এক চৌকষ (সংঘবদ্ধ) দল।'

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٨﴾

৫৮। [ঘ]অতএব আমরা এদেরকে বাগান ও ঝরণাবিশিষ্ট (স্থান) থেকে বের করে দিলাম

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং ধনভান্ডার ও সম্মানজনক স্থান থেকেও (বের করে দিলাম)।

كَذٰلِكَ ۗ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬০। [ঙ]এভাবেই (হয়েছে)। আর আমরা বনী ইসরাঈলকে এ (ভূখন্ডের) উত্তরাধিকারী করে দিলাম[২১১৬]।

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১। [চ]অতএব তারা সূর্য উদয়কালে এদের পিছু ধাওয়া করলো।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১২৬; ২০ঃ৭৩ খ. ৫ঃ৮৫ গ. ২০ঃ৭৮ ঘ. ৪৪ঃ২৬,২৭ ঙ. ৪৪ঃ২৯ চ. ১০ঃ৯১ ২০ঃ৭৯; ৪৪ঃ২৪।

২১১৪। পূর্বের পেশাজীবী যাদুকররা কয়েক মিনিট আগেই ধন-দৌলত লাভের জন্য যে কোন নোংরা কৌশল অবলম্বনে প্রস্তুত ছিল। তারাই এখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ঈমান আনতে এগিয়ে এল।

২১১৫। কোন এক জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীর আবির্ভাব সেই জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত জামিন, যদি তারা কেবল তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে চলে। নবী তাদের মধ্যে এক নতুন জীবন সঞ্চার করেন, যা তাদের জীবনের সকল দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে দেয়। হযরত মূসা (আঃ) এর আবির্ভাবের পর ফেরাউন ইসরাঈল জাতির লোকদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল এবং তা তাকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিয়েছিল।

২১১৬। তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থ নয়, মিশরীয় জাতির এবং ফেরাউনের পানির ফোয়ারাসমূহ, উদ্যানরাশি এবং ধনভাণ্ডারগুলো ইসরাঈলীদেরকে অর্পণ করা হয়েছিল। ইসরাঈল জাতি মিশর ত্যাগ করেছিল প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড কেনানের উদ্দেশ্যে, 'যেখানে দুধ এবং মধু প্রবহমান' ছিল। সেখানেই তাদেরকে সেই সমস্ত বস্তুগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে প্যালেস্টাইন ছিল উদ্যান ও ঝর্ণাসমূহের প্রাচুর্যে মিশরের সদৃশ।

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝٦٢

৬২। এরপর দুদল যখন একে অপরকে দেখতে পেল তখন মূসার সাথীরা বললো, 'আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম[২১১৭]!'

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ۝٦٣

৬৩। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'কখনো নয়। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার সাথে আছেন (এবং) অবশ্যই তিনি আমাকে (সঠিক) পথ দেখাবেন।'

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝٦٤

৬৪। [ক]অতএব আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর।' তখন (সাগর) ফেটে (দুভাগ হয়ে) গেল এবং প্রত্যেক টুকরো উঁচু টিলার মত হয়ে গেল[২১১৭-ক]।

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝٦٥

★ ৬৫। আর আমরা অন্যদের (অর্থাৎ ফেরাউনের দলকে) সেই স্থানের কাছে আসতে দিলাম।

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۝٦٦

৬৬। [খ]আর আমরা মূসাকে এবং যারা তার সাথে ছিল তাদের সবাইকে উদ্ধার করলাম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝٦٧

৬৭। [গ]এরপর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٦٨

৬৮। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন ছিল। (তবুও) তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦٩ ع

৪ [১৭] ৮

৬৯। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী[২১১৮]।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۝٧٠

৭০। আর তুমি তাদের কাছে ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٧١

৭১। [ঘ]সে যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা কার উপাসনা কর?'

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۝٧٢

৭২। [ঙ]তারা বললো, 'আমরা প্রতিমাসমূহের উপাসনা করি এবং এগুলোর (সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে) বসে থাকি।'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۝٧٣

★ ৭৩। সে বললো, 'তোমরা এগুলোকে যে ডাক এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়?

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৭৮ খ. ২০ঃ৪১; ৪৪ঃ৩১-৩২ গ. ২ঃ৫১; ৭ঃ১৩৭; ১৭ঃ১০৪; ২০ঃ৭৯ ঘ. ৬ঃ৭৫; ১৯ঃ৪৩; ২১ঃ৫৩; ৩৭ঃ৮৬-৮৭ ঙ. ২১ঃ৫৪; ২৬ঃ৭২।

২১১৭। হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গীরা দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল বলে প্রতিভাত হয়। এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ থেকেও তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় ঃ ৫ঃ-২২-২৩; ৭ঃ১৪৯; ২০-৮৭-৯২।

২১১৭-ক। এই শব্দগুলোর মর্ম 'তোমার জাতিকে সাগরে নিয়ে চল' এরূপও হয়। 'আসা' অর্থ গোত্র বা সম্প্রদায় (লেইন)।

২১১৮। কুরআনের সর্বাংশে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রচারাভিযানের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনিই প্রথম প্রতিমা-পূজা-বিরোধী আপোসহীন ব্যক্তি যার কার্যকলাপ ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে।

৭৪। অথবা (এগুলো) কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে?'

أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। [ক]তারা বললো, 'তবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এমনটিই করতে দেখেছি।'

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। [খ]সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, 'তোমরা কিসের উপাসনা করে আসছ, তোমরা কি (তা) ভেবে দেখেছ,

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। (অর্থাৎ) তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা?

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতএব নিশ্চয় এরা (সবাই) আমার শত্রু কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ছাড়া,

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখান।

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٩﴾

★ ৮০। আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٨٠﴾

৮১। আর আমি যখন পীড়িত হই তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন[২১১৯]।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨١﴾

৮২। আর তিনিই আমাকে মৃত্যু দিবেন[২১২০]। এরপর তিনিই আমাকে জীবিত করবেন।

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর তাঁর কাছেই আমি আশা রাখি, বিচার দিবসে তিনি আমার পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٣﴾

৮৪। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। [গ]আর পরবর্তীদের মাঝে আমার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা কর[২১২১]।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৫৪; ৪৩ঃ২৪ খ. ২১ঃ৬৭; ৩৭ঃ৮৬-৮৭ গ. ১৯ঃ৫১।

২১১৯। এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সকল পীড়া ও ব্যাধি নিজের প্রতি আরোপিত করেন এবং সকল প্রতিকার এবং রোগমুক্তি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্য যা মানুষের ওপর নেমে আসে, তা তারই দ্বারা প্রকৃতির বিশেষ নিয়মাদি লঙ্ঘনের প্রতিফল। অতএব সে নিজেই এর জন্য দায়ী। ৪ঃ৮০ আয়াত দেখুন।

২১২০। এ স্থলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি আরোপ করেছেন এবং মৃত্যুকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরোপ করছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তাঁর মতে মৃত্যু কোন আতঙ্কের বিষয় বা এড়িয়ে চলার বিষয় নয় এবং বাস্তবিকই মৃত্যু এরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু সকল জীবনেরই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য পরিণতি এবং জীবনের মতই মৃত্যুও আল্লাহ্ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ।

২১২১। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর এমনই সুনাম রেখে গেছেন যে পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের অনুসারী– ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলামের অনুসারীরা তাকে তাদের বংশের আদিপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক পুরুষরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

৮৬। আর আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৭। [ক]আর আমার পিতাকেও ক্ষমা কর। নিশ্চয় সে ছিল বিপথগামীদের একজন।

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না[২১২২] যেদিন তাদের (সবাইকে) পুনরুত্থিত করা হবে

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। (এবং) যেদিন কোন ধনসম্পদ এবং পুত্ররাও কাজে আসবে না।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾

★ ৯০। [খ]কিন্তু যে অনুগত হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে কেবল তাকেই (উদ্ধার করা হবে)।

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾

৯১। আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী[২১২৩] করে দেয়া হবে।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾

★ ৯২। আর বিপথগামীদের সামনে জাহান্নামকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। আর তাদের বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদের তোমরা উপাসনা করতে

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। আল্লাহ্ ছাড়া? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা (নিজেরা) প্রতিশোধ নিতে পারে?'

مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব [গ]তাদের এবং বিদ্রোহীদেরও এতে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। [ঘ]এবং ইবলীসের গোটা দলবলকেও (ফেলে দেয়া হবে)।

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তারা সেখানে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করতে করতে বলবে,

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় ছিলাম

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٨﴾

৯৯। যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম।

إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১১৪; ১৯ঃ৪৮; ৬০ঃ৫ খ. ৩৭ঃ৮৫ গ. ২৭ঃ৯১ ঘ. ৭ঃ১৯; ৩৮ঃ৮৬।

২১২২। পুনরুত্থানকে বা'স বলা হয়। কারণ মৃত্যুর পরে মানুষকে নতুন এবং উন্নত মৌলিক মানসিক শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হবে এবং তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য নতুন পথ খুলে দেয়া হবে।

২১২৩। এই উক্তির মর্ম, ধার্মিক লোককে পরম স্বর্গ-সুখ উপভোগের জন্য নতুন ও উৎকৃষ্টতর মানসিক শক্তি প্রদান করা হবে।

وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০। আর অপরাধীরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল।

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠١﴾

১০১। অতএব আমাদের জন্য (এখন) কোন সুপরিশকারী নেই

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। [ক]হায়! আমাদের যদি একবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ হতো তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এতে নিশ্চয় এক বড় নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

৫ [৩৬] ৯

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾

১০৫। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। নূহের জাতি রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٨﴾

১০৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٩﴾

১০৯। সুতরাং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর[২১২৪]।

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١١٠﴾

১১০। [খ]আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾

১১১। অতএব আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২। তারা বললো, 'আমরা কি (ভাবে) তোমার কথা মানবো, [গ]যেক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচ শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে?'

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১৬৮; ৬ঃ২৮; ২৩ঃ১০০; ৩৯ঃ৫৯ খ. ১০ঃ৭৩; ১১ঃ৩০ গ. ১১ঃ২৮।

২১২৪। এই সূরায় সমসাময়িক জাতির লোকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নবীর মুখ থেকে উচ্চারিত 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর' এই বাণী প্রমাণ করে, পবিত্র ঐশী-বাণীর অন্তর্ভুক্ত সার্বজনীন আদেশাবলী ছাড়াও মু'মিনদেরকে তাদের নিজ নিজ নবীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছিল।

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। সে বললো, 'তারা কী করে সে সম্বন্ধে আমি কি জানি?

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। তাদের হিসাবনিকাশ কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ন্যস্ত। হায়! তোমরা যদি বুঝতে[২১২৫]।

وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। [ক]আর আমি মু'মিনদের তাড়িয়ে দিতে পারি না[২১২৫-ক]।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٦﴾

১১৬। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র ।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭। তারা বললো, 'হে নূহ! তুমি বিরত না হলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের একজন হবে।'

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٨﴾

১১৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। অতএব আমার ও তাদের মাঝে এক চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও যেসব মু'মিন আমার সাথে রয়েছে তাদেরও উদ্ধার কর।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٢٠﴾

১২০। [খ]অতএব আমরা তাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে এক বোঝাই করা নৌকার মাধ্যমে উদ্ধার করলাম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। [গ]এরপর যারা বাকী রয়ে গেল আমরা তাদের ডুবিয়ে দিলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٣﴾

৬ [১৮] ১০ ১২৩। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৩০ খ. ২১ঃ৭৭; ৩৭ঃ৭৭ গ. ৩৭ঃ৮৩; ৫৪ঃ১২-১৩; ৭১ঃ২৬।

২১২৫। কুরআন করীম এর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অবস্থায় উপযোগী অর্থ প্রকাশ করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। সাধারণভাবে এগুলো সবই একরূপ। কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থের দিক দিয়ে এরা ভিন্ন ভিন্ন। শব্দগুলো হচ্ছে 'শুউর' অর্থ কোন বস্তুর বিশেষ ক্ষুদ্রতম অংশ জানার জন্য যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করা (২১ঃ১৫৫); 'আক্ল' অর্থ যে কোন ব্যক্তিকে অসৎ পথ অবলম্বনে বিরত রাখা (১২ঃ৩); 'ফিক্র' অর্থ যেকোন বিষয়ে অনুধাবন করা এবং গভীরভাবে বিবেচনা করা (৬ঃ৫১); 'তাফক্কুহ্' অর্থ জ্ঞান অর্জনে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করা এবং তাতে বিশারদ হওয়া (৯ঃ১২২); এবং 'তাদাব্বুর' অর্থ কোন কিছুতে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য বিবেচনা করা, বিচার-বিশ্লেষণ বা অধ্যয়ন করা (৪ঃ৮৩)।

২১২৫-ক। জীবনের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নবী-রসূলগণের এবং দুনিয়াদার লোকদের বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ একজন মানুষের মূল্য এবং যোগ্যতা বিচার করে তার ক্রিয়া ও কর্ম দ্বারা, শেষোক্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করে তার পার্থিব সম্পদ এবং তার সামাজিক মর্যাদা দ্বারা।

১২৪। [ক]আদ (জাতিও) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে রসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল,

كَذَّبَتْ عَادٌ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ۝١٢٤

১২৫। যখন তাদের ভাই হূদ তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٢٥

★ ১২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٢٦

১২৭। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٢٧

১২৮। [খ]আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٢٨

১২৯। তোমরা কি (নিজেদের গৌরব প্রকাশের জন্য) প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছ?

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝١٢٩

★ ১৩০। আর তোমরা দূর্গ ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলছ, যাতে তোমরা চিরস্থায়ী হতে পার[২১২৬]।

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝١٣٠

১৩১। আর তোমরা যখন কাউকে ধর, তোমরা পরাক্রমশালীর ন্যায় (তাকে) ধরে থাক।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝١٣١

১৩২। অতএব আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٣٢

১৩৩। আর তাঁরই তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদের সেইসব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যেগুলোকে তোমরা ভালো করেই জান।

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝١٣٣

দেখুন ঃ ক.৭ঃ৬৬-৬৭ খ. ১১ঃ৫২।

২১২৬। এই আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত প্রমাণ করে, আদ জাতির লোকেরা এক শক্তিশালী এবং সভ্য জনগোষ্ঠী ছিল। সে যুগে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছিল। তারা দূর্গ ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এবং বিরাট জলাধার নির্মাণ করতো। তাদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পৃথক পৃথক বাস ভবন ছিল, কারখানা ছিল এবং যান্ত্রিক পারদর্শিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড ছিল। তারা বিশেষভাবে স্থাপত্যে উন্নত ও সুদক্ষ ছিল। তারা নতুন সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী উদ্ভাবন করেছিল এবং বিরাট বিরাট সৌধ নির্মাণ করতো। সংক্ষেপে তারা বর্তমানের পশ্চিমা জাতিসমূহের মতো এক অতি উন্নতমানের সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিল। জ্ঞানে তারা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল, কিন্তু ইতিহাসের চরম শিক্ষা ভুলে বিস্মৃতির কোলে সমর্পিত হয়েছিল। কেননা কোন জাতি তাদের প্রকৃত শক্তি পার্থিব বিষয়বস্তু থেকে আহরণ করতে পারে না, বরং উচ্চ আদর্শ এবং সৎ নৈতিকতা থেকে আহরণ করে থাকে। যেহেতু তারা নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে সংশোধন করণার্থে যুগ-নবীর সতর্ক বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি, সেহেতু তারা সেই ভয়াবহ নিয়তির শিকারে পরিণত হয়েছিল, যা ঐশী সতর্কবাণী উপেক্ষাকারীর অনিবার্য পরিণতি হয়ে থাকে। আরো দেখুন ১৩২৩ টীকা।

১৩৪। তিনি গবাদি পশু ও সন্তানসন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন	اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ۝
১৩৫। এবং বাগান ও ঝরণা দিয়েও (সাহায্য করেছেন)।	وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝
★ ১৩৬। 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের ভয় করছি'।	اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
১৩৭। তারা বললো, 'তুমি আমাদের উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।	قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝
১৩৮। এতো কেবল পূর্ববর্তীদের আচারআচরণ[২১২৭] (যা তুমি আমাদের শিখাচ্ছ)	اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
১৩৯। এবং আমাদের কখনো আযাব দেয়া হবে না'।	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝
১৪০। [ক]অতএব তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমরা তাদের ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
৭ [১৮] ১১ ১৪১। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ ع
১৪২। [খ]সামূদ (জাতিও)[২১২৮] রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
১৪৩। যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৩; ৫০ঃ১৫ খ. ৭ঃ৭৪; ১১ঃ৬২-৬৩; ২৭ঃ৪৬।

২১২৭। 'খুলুক' অর্থ অভ্যাস বা স্বভাব, প্রথা বা আচার-আচরণ, ধর্ম, মিথ্যা (লেইন)।

২১২৮। বর্তমান এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াত সামূদ জাতির প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছে। 'ফুতহুশ-শাম্' এর বর্ণনানুযায়ী তারা খুবই শক্তিশালী জাতি ছিল। তাদের শাসন এবং রাজ্য সিরিয়ার বস্‌রা শহর থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষি এবং স্থাপত্য-শিল্পে তারা অত্যন্ত উন্নতি করেছিল এবং তারা উচ্চস্তরের সুসভ্য জাতি ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই উপজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা খৃষ্টীয় সাল গণনার কিছু পূর্বে তাদের সময় নির্ধারণ করেন। তাদের বাসস্থানের নাম দিয়েছিল তারা হিজরা বা আগ্রা। 'আল্ হিজর', যা 'মাদায়েনে সালেহ্' (সালেহ্‌র শহরগুলো) নামে পরিচিত ছিল এবং সম্ভবত মদীনা ও তাবূকের মধ্যে এই সকল জনগোষ্ঠীর রাজধানী অবস্থিত ছিল এবং যে উপত্যকায় অবস্থিত ছিল তাকে 'ওয়াদী কুরা' বলা হয়। কুরআন করীম ঐ সকল উপজাতিকে আদ জাতির অব্যবহিত উত্তর-পুরুষরূপে উল্লেখ করেছে (৭ঃ৭৫)। এটা উল্লেখযোগ্য যে হযরত নূহ, হযরত হূদ এবং হযরত সালেহ (আঃ) এর বিবরণ কুরআনের কয়েক স্থানে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই একই বর্ণনাক্রম রক্ষিত হয়েছে, অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ) এর বিবরণ হযরত সালেহ্ (আঃ) এর বিবরণের পূর্বে এসেছে এবং এটাই সঠিক কালক্রম-ভিত্তিক বিন্যাস। এতে প্রতিপন্ন হয়, ইতিহাসের ঘটনাবলী যা অতীতে বিস্মৃতির কোলে বিলীন এবং অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত তাকে কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে প্রকাশ করেছে। আরো টীকা ১৩২৬ দেখুন।

★ ১৪৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। সুতরাং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। [ক]আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। তোমাদের কি এখানে এভাবেই নিরাপদে বসবাসরত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। বাগান ও ঝরণার মাঝে

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٨﴾

★ ১৪৯। এবং শস্যক্ষেত ও এমনসব খেজুর গাছের মাঝে, যার কাঁদিগুলো যেন (ফলভারে) ভেঙ্গে পড়ছে?

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٩﴾

১৫০। [খ]আর তোমরা দক্ষতার সাথে পাথর কেটে পাহাড়পর্বতে ঘর নির্মাণ করছ[২১২৮-ক]।

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥١﴾

১৫২। আর সীমালজ্ঘনকারীদের আদেশের অনুসরণ করো না,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। [গ]যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না।'

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। তারা বললো, 'তুমি তো কেবল যাদুগ্রস্ত লোকদের একজন[২১২৯]।

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে কোন নিদর্শন নিয়ে আস।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৫২ খ. ৭ঃ৭৫; ১৫ঃ৮৩ গ. ২৭ঃ৪৯।

২১২৮-ক। 'ফারেহীন' এর অর্থ অতি দক্ষতার সঙ্গেও হয় (লেইন)।

২১২৯। যেখানে হযরত নূহ এবং হযরত হূদ (আঃ) এর জাতি তাদের নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও জালিয়াতের অভিযোগ এনেছিল সেখানে হযরত সালেহ্ (আঃ) এর সততা ও নির্মল চরিত্রের প্রামাণিক সাক্ষ্য তাঁর জাতির লোকেরা নিজেরাই বহন করেছিল (১১ঃ৬৩)। এ জন্য তাঁকে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে 'মুসাহ্‌হার' রূপে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রবঞ্চিত, প্রতারিত, ভ্রান্তপথে পরিচালিত, যাদুপীড়িত, কৌশলে পরাভূত বা পরিবেষ্টিত (লেইন)। কারণ হযরত সালেহ (আঃ) এর সরলতা, সততা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি স্বীকৃতিদানের সাথে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫৬। [ক]সে বললো, 'এটি এক উটনী। এর পানি পানের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হলো এবং তোমাদের জন্যও নির্ধারিত দিনে পানি (পানের) পালা থাকবে।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٦﴾

★ ১৫৭। [খ]অতএব ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করবে না। তাহলে তোমাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাব নেমে আসবে'।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। [গ]তবুও তারা এর হাঁটুর রগ কেটে দিল। (এরপর) তারা খুব লজ্জিত হলো।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। [ঘ]তখন তাদের ওপর আযাব নেমে এল। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٩﴾

৮ [১৯] ১২ ১৬০। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৬১। [ঙ]লূতের জাতিও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। যখন তাদের ভাই লূত তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦٢﴾

★ ১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। অতএব আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। [চ]তোমরা কি বিশ্বজগতে কেবল পুরুষদের কাছেই গমন কর

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। এবং তাকে পরিত্যাগ কর? যাকে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করেছেন? আসলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। [ছ]তারা বললো, 'হে লূত! তুমি বিরত না হলে তুমি (এ জনপদ থেকে) নিশ্চয় নির্বাসিতদের একজন হবে।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٨﴾

দেখুন ঃ ক.৭ঃ৭৪; ১১ঃ৬৫; ১৭ঃ৬০; ৫৪ঃ২৮; ৯১ঃ১৪. খ. ২৬ঃ১৫৬. গ.৭ঃ৭৮;১১ঃ৬৬; ৫৪ঃ৩০; ৯১ঃ১৫. ঘ. ৭ঃ৭৯; ১১ঃ৬৮;৫৪ঃ৩২. ঙ. ৭ঃ৮১-৮৩; ৫৪ঃ৩৪. চ. ৭ঃ৮২; ২৭ঃ৫৬; ২৯;২৯-৩০. ছ. ৭ঃ৮৩; ২৭ঃ৫৭।

তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারতো না। 'মুসাহ্হার' এবং 'মাসহূর' শব্দদ্বয় দ্বারা এমন ব্যক্তিকেও বুঝায়, যে অন্য লোকের খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত।

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٩﴾

★ ১৬৯। সে বললো, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কুঅভ্যাসকে ঘৃণা করি।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা যা করছে তা থেকে তুমি আমাকে ও আমার পরিবারপরিজনকে উদ্ধার কর।'

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১। [ক]সুতরাং আমরা তাকে ও তার পরিবারপরিজন সবাইকে উদ্ধার করলাম

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। [খ]এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থান করেছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। [গ]এরপর আমরা অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٤﴾

★ ১৭৪। [ঘ]আর আমরা তাদের ওপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর যাদের সতর্ক করা হয় তাদের (ওপর বর্ষিত) বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾ ع

৯ [১৬] ১৩ ১৭৬। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

كَذَّبَ أَصْحَابُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। [ঙ]অরণ্যে বসবাসকারীরাও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। যখন [চ]শো'আয়ব তাদের বলেছিল, 'তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٩﴾

★ ১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একান্ত এক বিশ্বস্ত রসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٨٠﴾

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨١﴾

১৮১। আর আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। [ছ]তোমরা মাপ পুরোপুরি দিও এবং যারা কম করে দেয় তাদের দলভুক্ত হয়ো না[২১৩০]।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৬০; ২৯ঃ৩৩; ৩৭ঃ১৩৫; ৫১ঃ৩৬ খ. ৭ঃ৮৪; ১১ঃ৮২; ১৫ঃ৬১; ২৭ঃ৫৮; ৩৭ঃ১৩৬ গ. ৩৭ঃ১৩৭ ঘ. ৭ঃ৮৫; ২৫ঃ৪১ঃ; ২৭ঃ৪৯ ঙ. ১৫ঃ৭৯; ৩৮ঃ১৪; ৫০ঃ১৫ চ. ৭ঃ৮৬; ১১ঃ৮৫ ছ. ১১ঃ৮৫; ১৭ঃ৩৬; ৫০ঃ১০; ৮৩ঃ২-৪।

২১৩০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১৮৩। [ক]আর তোমরা সঠিক দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করো।

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿۱۸۳﴾

★ ১৮৪। আর তোমরা [খ]লোকদেরকে দ্রব্যের ন্যায্য মূল্যের কম দিও না এবং অমঙ্গল সাধন করে পৃথিবীতে পাপ করে বেড়িও না।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۱۸۴﴾

★ ১৮৫। আর তোমরা তাঁকে ভয় কর যিনি তোমাদের এবং প্রাচীন গড়নের প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন'।

وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৬। তারা বললো, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৭। আর তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।

وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৮। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আকাশ থেকে কোন একটি টুকরা আমাদের ওপর ফেলে দেখাও (তো দেখি)।'

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৯। সে বললো, 'তোমরা যা করছ আমার প্রভু-প্রতিপালক তা ভাল করেই জানেন'[২১৩১]।

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৯০। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। [গ]এরপর এক ছায়া সৃষ্টিকারী মেঘের দিনের বিধ্বংসী আযাব তাদের ধরে ফেললো। নিশ্চয় তা ছিল এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাব।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۹۰﴾

১৯১। নিশ্চয় এতে এক বড় নিদর্শন ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার মত লোক ছিল না।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৮৫ খ. ৭ঃ৮৬; ১১ঃ৮৬ গ. ৭ঃ৯২; ১১ঃ৯৫; ২৯ঃ৩৮।

২১৩০। কুরআনের একাধিক স্থানে (৭ম এবং ১১শ সূরা) এবং বর্তমান সূরাতেও পাঁচজন নবীর– হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালেহ্, হযরত লূত এবং হযরত শোআয়ব (আলায়হিমুস্সালাম) এর নাম এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই অনু ক্রমে উল্লিখিত হয়েছে এবং অভিন্ন বাণী তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। সকল ধর্মের দুটি মৌলিক শিক্ষা– আল্লাহ্র তৌহীদ এবং যুগ-নবীর আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রে তাঁর লোকেরা যে ধরনের রোগ-ব্যাধি এবং অনৈতিকতায় বিশেষভাবে ভুগছিল তার ওপরে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির লোকেরা সংযোগবিহীন স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ও সচ্ছল লোকেরা মিথ্যা মর্যাদার অহমিকায় ভুগছিল। তাদের ধনী ব্যক্তিরা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে মিশতো না। হযরত সালেহ্ (আঃ) এর গোত্রের লোকজন তাদের শক্তি, সম্মান এবং ধন-সম্পদের বড়াই করতো। হযরত লূত (আঃ) এর গোত্রের লোকেরা এক অতি অস্বাভাবিক, নীতি-বিগর্হিত এবং কলঙ্কময় যৌন কদাচারকে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিল। শো'আয়ব (আঃ) এর জাতি ব্যবসায় লেন-দেনে অসাধু ছিল। এই দোষগুলোর প্রত্যেকটির পৃথকভাবে সেই যুগ-নবীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যার গোত্রের লোকেরা যে দুশ্চরিত্রতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের এটাই পন্থা, ধর্মের মূলনীতিসমূহের ওপর জোর দেয়া ছাড়াও যে সকল কলুষতায় তাদের জাতির জনগোষ্ঠী লিপ্ত হয় তাঁরা সেই সমস্ত বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকেন।

২১৩১। হযরত শো'আয়ব (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের ওপর ঐশী শাস্তি (কিসাফান' অর্থ ঐশী আযাব) অবতরণের উদ্ধত আহ্বানের জবাবে বলেছিলেন, মানুষ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলে এটা জানা তাঁর কাজ নয় যে কখন কীরূপে শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কেবল তাদের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ যিনি তাদের সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সর্বজ্ঞাত তিনিই জানেন তাদের দাবি অনুযায়ী প্রাপ্য শাস্তির উপযোগী দুষ্কর্ম তারা করেছিল কিনা।

১০
[১৬]
১৪

১৯২। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। [ক]আর নিশ্চয় এ (কুরআন)[২১৩২] বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ,

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। যা নিয়ে [খ]'রূহুল আমীন'[২১৩৩] অবতীর্ণ হয়েছে

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। তোমার হৃদয়ের ওপর[২১৩৪] যেন তুমি সতর্ককারী হও।★

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। এ (কুরআন) [গ]সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ করা হয়েছে)।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٦﴾

১৯৭। এবং নিশ্চয় (এর উল্লেখ) পূর্ববর্তীদের[২১৩৫] ঐশী পুস্তকসমূহেও ছিল।

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। তাদের জন্য কি এ এক বড় নিদর্শন নয় যে বনী ইসরাঈলের আলেমরাও এ (কুরআন সম্পর্কে) জানে?

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٨﴾

★ ১৯৯। আর আমরা যদি এ (কুরআনকে) এক অনারবের প্রতি অবতীর্ণ করতাম

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٩﴾

দেখুন ঃ ক.২০ঃ৫; ৫৬ঃ৮১ খ. ২ঃ৯৮; ১৬ঃ১০৩ গ. ১৬ঃ১০৪; ৪১ঃ৪৫; ৪৬ঃ১৩।

২১৩২। এই আয়াতের অভিপ্রায় এইরূপ যে কুরআনের নুযূল (অবতীর্ণ হওয়া) নতুন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নয়। উপরে বর্ণিত নবীগণের নিকট প্রেরিত ঐশী-বাণীর মতো কুরআনের বাণীসমূহও আল্লাহ্ তাআলারই প্রত্যাদেশ। কিন্তু পার্থক্য কেবল এই যে পূর্ববর্তী নবীগণ নিজ নিজ জাতির জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন করীম পৃথিবীর সমগ্র মানুষ জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এই গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

২১৩৩। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ যে ফিরিশ্তা বহন করেছিলেন তাঁকে এই আয়াতে 'রূহুল আমীন' অর্থ এক পরম বিশ্বস্ত আত্মারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যত্র তাঁকে 'রূহুল কুদুস' অর্থ পবিত্র আত্মা বলা হয়েছে (১৬ঃ১০৩)। পরবর্তী বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তির দ্বারা কুরআন প্রত্যেক ভুল-ত্রুটি থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত বলে ব্যক্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিশেষণ 'রূহুল আমীন' এর ব্যবহার করে এই ইঙ্গিত করে যে এর পাঠ্যসূচী ও বিষয়বস্তু সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐশী আশ্রয়ে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এই গুণবাচক উক্তি একমাত্র কুরআনের বাণী সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে চিরস্থায়ী ঐশী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি এবং সময়ের ব্যবধানে সেগুলোর পাঠ্যাংশ মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপে কলুষিত হয়েছে। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজেই মক্কায় 'আল্ আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্তরূপে পরিচিত ছিলেন। এটা কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কী মহান এবং সপ্রশংস সমর্থনসূচক ঐশী উপহারবাণী! কী পবিত্র ঐশী সাক্ষ্য যে কুরআনের ওহী এক 'আমীন' কর্তৃক আর এক 'আমীন' এর নিকট নিয়ে আসা হয়েছিল!

২১৩৪। 'আলা ক্বালবেকা' অর্থ তোমার হৃদয়ের উপর, শব্দগুলো যোগ হয়ে এটাই স্পষ্ট করেছে যে কুরআনের ওহী হযরত নবী করীম (সাঃ) এর মনের অনুপ্রাণিত এবং নিজস্ব শব্দে প্রকাশিত বাণী নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলার স্ব-উচ্চারিত শব্দ যা জিব্রাঈল ফিরিশ্তার মাধ্যমে আঁ হযরত (সাঃ) এর হৃদয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

★[১৯৩ থেকে ১৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত জিব্রাঈল (আ:) এর মাধ্যমে কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাঁর অপর নাম 'রূহুল আমীন'। আর এ কুরআন মহানবী (সা:) এর হৃদয়ে ওহীর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৩৫। পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহে ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ) এর আবির্ভাব এবং কুরআনের ওহী সম্পর্কে পূর্বাভাস রয়েছে। এই বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক ধর্মের কিতাবগুলোতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআনের পূর্বে ঐশী কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ২০০। এবং সে তাদের তা পড়ে শুনাতো তবুও তারা কখনো এর প্রতি ঈমান আনতো না।

فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০১। এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে[২১৩৬] এ (বিষয়টি) ঢুকিয়ে দিয়েছি।

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠١﴾

২০২। (অতএব) তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে না নিবে।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। আর এ (আযাব) তাদের কাছে অকস্মাৎ তাদের অজান্তে আসবে।

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। তখন তারা বলবে, 'আমাদের কি কোন অবকাশ দেয়া হবে?'

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫। [ক]তারা কি আমাদের আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬। [খ]তুমি কি ভেবে দেখনি, আমরা যদি কয়েক বছরের জন্য তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতাম,

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭। এরপর যে (আযাব) সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হতো তা তাদের ওপর এসে পড়তো

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮। তাহলে যে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তাদের দেয়া হতো তা তাদের কোন কাজে আসতো না।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٨﴾

২০৯। [গ]আর কোন জনপদে সতর্ককারী না (পাঠিয়ে) আমরা একে ধ্বংস করিনি[২১৩৭]।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٩﴾

২১০। (এ হলো) এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমরা আদৌ যালেম নই।

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢١٠﴾

২১১। আর শয়তান এ (কুরআন) নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١١﴾

দেখুন ঃ ক.২২ঃ৪৮; ২৭ঃ৭২-৭৩; ৫১ঃ১৫ খ. ২০ঃ১৩২; ২৮ঃ৬২ গ. ৬ঃ১৩২; ১১ঃ১১৮; ২০ঃ১৩৫; ২৮ঃ৬০।

ও সর্বাপেক্ষা বেশি পঠিত বাইবেল, এর মৌলিক অনাবিলতা ঐশী বিধানের সম্পূরক অংশরূপে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সর্বাধিক সংখ্যক বাণী বহন করে। দেখুন বাইবেলের পুরনো নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮ এবং ৩৩ঃ২, যিশাইয় ২১ঃ১৩-১৭; সোলায়মান (আঃ) এর গীত সংহিতা-১ঃ৫-৬, হবক্কুক ৩ঃ৩-৫, মথি ২১ঃ৪২-৪৫ এবং যোহন-১৬ঃ১২-১৪।

২১৩৬। অবিশ্বাসীদের এই বদভ্যাস (অস্বীকার) বহিরাগত নয় এবং এর শিকড় তাদের নিজ অন্তরেই প্রোথিত। অসচ্চরিত্রতা ও পাপের প্রশ্রয় থেকে এর জন্ম। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত এক সাধারণ সত্য বর্ণনা করেছে, যখন কোন মানুষ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তখন এর সম্বন্ধে তার সচেতনতা ভোঁতা হয়ে যায় এবং কালক্রমে সে এই পাপের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এরূপেই পাপ 'পাপীর হৃদয়কে' ক্রমশ ক্ষয় করে এবং অপবিত্র করে ফেলে।

২১৩৭। এই আয়াত আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র নিয়মের প্রতি ইশারা করেছে যে নবী এসে সতর্ক না করা পর্যন্ত কোন জাতিকে শাস্তি প্রদান করা হয় না। প্রথমে নবী প্রেরিত হন এবং তাঁর বিরোধিতা করে ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে যখন তারা নিজদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে তখন তাদের ওপর আযাব নেমে আসে (আরো দেখুন ১৭ঃ১৬; ২৮ঃ৬০; ২৮ঃ৩৮)।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١٢﴾

★ ২১২। আর এর যোগ্যতা তাদের নেই এবং তারা (এমনটি করার) সামর্থ্যও রাখে না[২১৩৮]।

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৩। [ক]নিশ্চয়ই (ঐশীবাণী) শুনা থেকে তাদের দূরে রাখা হয়েছে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৪। [খ]অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সাথে[২১৩৯] অন্য কোন উপাস্যকে ডেকো না। নতুবা তুমি আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৫। আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়স্বজনদের সতর্ক কর[২১৪০]।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬। [গ]আর মু'মিনদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার (মমতার) ডানা মেলে ধর।

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭। এরপর তারা তোমার অবাধ্যতা করলে তুমি বল, 'তোমরা যা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত[২১৪০-ক]।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٨﴾

২১৮। [ঘ]আর তুমি মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী (আল্লাহ্‌র) ওপর ভরসা কর,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٩﴾

২১৯। [ঙ]যিনি তোমাকে তখনো দেখেন যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও

وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢٢٠﴾

২২০। এবং সিজদাকারীদের মাঝেও তোমার ব্যাকুলতা (তিনি দেখেন)[২১৪১]।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২১ খ. ১৭ঃ২৩,৪০; ২৮ঃ৮৯ গ. ১৫ঃ৮৯ ঘ. ২৫ঃ৫৯; ঙ. ৭৩ঃ২১।

২১৩৮। কুরআন মজীদে শয়তানের কোন হস্তক্ষেপ থাকতে পারে না, এই দাবির সমর্থনে তফসীরাধীন আয়াত তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেছে ঃ (ক) কুরআনের শিক্ষা সর্বাংশে কার্যকর এবং সমস্ত শয়তানী কার্যকলাপের প্রতি আপোসহীন নিন্দা জ্ঞাপন করে, (খ) এটা এমনই উচ্চ গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যময় এবং মহিমান্বিত সত্য বহনকারী যে অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা শয়তানের সকল ক্ষমতার উর্ধ্বে (১৭ঃ৮৯), (গ) কুরআন করীম ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে মহাগৌরবময় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে। শয়তানেরা এই রূপ করতে পারে না। কেননা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা জ্ঞাত নয়।

২১৩৯। কুরআন শয়তানের কর্ম হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলার একত্বের উপর কুরআন মজীদ এত বেশি জোর দিয়েছে যে, শয়তানের তৈরি কোন কিছু কখনো এরূপ করতে পারে না।

২১৪০। বর্ণিত আছে, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন নবী (সাঃ) 'সাফা' পর্বতে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কুরায়শদের প্রত্যেক দলকে এবং গোত্রের লোকদেরকে ডাকলেন এবং ঐশী শাস্তি সম্বন্ধে হুশিয়ার করে বললেন, যদি না তারা অসৎ পথ ত্যাগ করে তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি তাদেরকে ধরে ফেলবে।

২১৪০-ক। তোমরা যা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত, তোমরা যা কর আমি সেই সব থেকে পৃথক, তোমাদের কৃতকর্মের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি।

২১৪১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢١﴾

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢٢﴾

২২২। আমি কি তোমাদের জানাবো, কার প্রতি শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٣﴾

২২৩। এরা প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী (ও) পাপীর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪। তারা (এদের কথায়) কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٥﴾

২২৫। আর কবিদের (কেবল) বিপথগামীরা অনুসরণ করে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٦﴾

২২৬। তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় তারা লক্ষ্যহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়।

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٧﴾

২২৭। আর তারা তা-ই বলে, যা তারা করে[২১৪২] না,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٨﴾

২২৮। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, খুব বেশি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হবার পর তারা এর প্রতিশোধ নেয়। আর যারা যুলুম করেছে অচিরেই তারা জানতে পারবে কোন্ প্রত্যাবর্তনস্থলে তাদের ফিরে যেতে হবে।

১১
[৩৬]
১৫

২১৪১। তফসীরাধীন আয়াত আঁ হযরত (সাঃ) এর সাহাবাগণের মহত্ত্ব এবং ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উজ্জ্বল সপ্রশংস সমর্থন। 'সাজেদীন্' শব্দ তাঁদেরকেই (সাহাবা কেরাম) বুঝায়। এইরূপ আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) মহিমান্বিত ছিলেন। এরূপ আর একজন মহান নেতার উদাহরণ পেশ করতে মানবেতিহাস ব্যর্থ হয়েছে, যাঁর প্রেমিক অনুসারীরা অনুরূপ আত্মোৎসর্গকারী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

২১৪২। 'আঁ হযরত (সাঃ) একজন কবি ছিলেন' (২১:৬), এই আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে এবং এ জন্য তিনটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, (১) কবিদের অনুগামী সঙ্গী-সাথীরা উচ্চ মার্গের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীরাগণ অত্যন্ত মহৎ আদর্শ এবং অত্যুচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, (২) কবিদের কোনরূপ স্থির আদর্শ থাকে না বা জীবনের কোন কর্মসূচী থাকে না। তারা ঠিক যেন প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর জীবনে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে এক অতি মর্যাদাপূর্ণ এবং মহত্তম লক্ষ্য ছিল, (৩) কবিরা যা প্রচার করেন তা নিজেরা বাস্তবে পালন করেন না। কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) কেবল শিক্ষা-গুরুই ছিলেন না, পরন্ত তিনি সর্বোৎকৃষ্ট কর্মী এবং আদর্শ নমুনা ছিলেন।

সূরা আন্ নাম্ল-২৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছিল, তাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন কবি এবং তাঁর ওপর শয়তান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করে বলা হয়েছিল, শয়তান তো কেবল মিথ্যাবাদী, পাপী এবং প্রতারকদের ওপরই অবতীর্ণ হয়, আর যারা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায় তাদের ওপরেও। বাস্তবক্ষেত্রে অল্প কিছু সত্যের সাথে যখন প্রচুর মিথ্যার জগাখিচুড়ি ঘটে তখন তার পরিণামও কখনো ভাল হয় না। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছিল, কবিরা কোন নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলে না, তাদের জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যও থাকে না। তারা ভ্রান্তবুদ্ধির শিকার হয়ে একেকবার একেক ধরনের মত ও পথের অনুসারী হয় এবং তারা যা বলে তা কখনো করে না। উক্ত বিষয়বস্তুটি আরো বিস্তৃতি প্রদান ও এর ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে আলোচ্য সূরাটি এই দৃঢ় ঘোষণা সহকারে শুরু হয়েছে, পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্র অবতীর্ণ বাণী। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও প্রয়োজনকে এটা বিশদ ও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এর অন্তর্নিহিত নীতি ও আদর্শকে সাব্যস্ত করে। হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে যোবায়রের (রাঃ) মতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যান্য মুসলিম বিশেষজ্ঞগণও এই মতের সমর্থন করেন।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাটি 'তা সীন মীম্' এই হরফে মুকাত্তায়াত সহকারে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সূরাটির শুরুতে রয়েছে 'তা সীন', এখানে মীম্ হরফটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, বর্তমান সূরাটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেই অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও কিছুটা ভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা এতে বিদ্যমান। সূরাটির প্রথম দিকেই হযরত মূসা (আঃ) এর একটি কাশ্ফের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি ঐশী জ্যোতির বিকাশ অবলোকন করেন। এর পর হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) এর শাসনকালীন কিছু ঘটনার উল্লেখও সূরাটিতে আছে, যাঁদের রাজত্বকালে ইসরাঈলীদের বিজয়, ক্ষমতা ও ইহজাগতিক যশ-সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে উপনীত হয়েছিল। এর পর সূরাটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের দুটি বুনিয়াদী বিষয় ঃ (১) আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও (২) মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রথম বিষয়টির সমর্থনে সূরাটিতে প্রকৃতি, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা ও মানুষের সম্মিলিত জীবনধারা থেকে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তাআলার অপার ক্ষমা প্রকৃতির পরিচালন নীতির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়–এই সত্যকে উপস্থাপন করার পর মানুষের ডাকে আল্লাহ্ যে জবাব দেন একে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের এক জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি অকাট্য যুক্তি এইভাবে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রেরিত নবী-রসূল ও নেক বান্দাদের নিকট সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁদেরকে অদৃশ্যের সংবাদাদি প্রদান করেন। এর দৃষ্টান্ত সর্বকালেই পরিদৃষ্ট হতে থাকবে। অতঃপর সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে প্রাসঙ্গিক কতিপয় যুক্তির উল্লেখের পর পরকালের সমর্থনে সূরাটিতে একটি অখণ্ডনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষার ফলে তাঁর স্বজাতির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এর বিস্তারিত বর্ণনা। এই অকাট্য যুক্তির অবতারণা ও বিস্তৃতি প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবকালীন সময়ে সমগ্র আরব জাতি তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তারা চরমভাবে পাপ-পঙ্কিলতায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। সেই অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানে তারা সাড়া তো দিলই না, বরং এই বিশ্বাস পোষণ করতেও অস্বীকার করলো যে তাদের ইহজীবনের কৃতকর্মের জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার বিবেচনায় তারা আসলেই ছিল একটি মৃত জাতি। কিন্তু পরবর্তীতে কুরআনের মাধ্যমে তারা এক নতুন জীবন লাভ করলো। ঐশী-বাণীর সুমিষ্ট ধারা যখন আরবের তরুলতাহীন শুষ্ক ভূখণ্ডে বর্ষিত হলো তখন আরবের সেই বিবর্ণ ভূমিই এক পুষ্পিত নতুন জীবন-স্রোতে স্পন্দিত হয়ে উঠলো। কুরআনের শিক্ষায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করে পূর্বেকার সেই আরব জাতি, যারা প্রকৃত অর্থেই ছিল মানবতার কলঙ্ক এবং তলানিস্বরূপ, তারাই আবার নিজেদেরকে মানবজাতির নেতা ও শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো। এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের ঘটনাকে এই কথার অনুকূলে একটি জোরালো প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে, সেই আল্লাহ্, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতিকে নতুন জীবনদান করতে পারেন তিনি অবশ্যই শারীরিকভাবে মৃতদেরকেও পুনর্জীবন দানে সক্ষম। অতঃপর এই প্রসঙ্গের উল্লেখপূর্বক এই বলে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বাণীর সর্বশেষ প্রকাশস্থলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মক্কা নগরীকে বেছে নিয়েছেন এবং এই নগরী থেকে এমন এক ঐশী আলো নির্গত হবে যা অচিরেই সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে ফেলবে।

সূরা আন্ নাম্ল-২৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]ত্বায়্যেবুন, সামী'উন, অর্থাৎ পবিত্র (ও) সর্বশ্রোতা[২১৪৩]। [গ]এগুলো হলো কুরআন এবং এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত,[২১৪৪]

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ②

৩। যা মু'মিনদের জন্য [ঘ]হেদায়াত ও সুসংবাদ,

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৪। [ঙ]যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

৫। [চ]যারা পরকালে ঈমান আনে না নিশ্চয় আমরা তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য সুন্দর করে দেখাই[২১৪৫]। সুতরাং তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ⑤

৬। এদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আযাব। আর পরকালে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৬ঃ২; ২৭ঃ২; ২৮ঃ২ গ. ১৫ঃ২; ২৬ঃ৩; ২৮ঃ৩ ঘ. ২ঃ৩; ১০ঃ৫৮; ১২ঃ১১২; ৩১ঃ৪ ঙ. ২ঃ৪; ৮ঃ৪; ১৪ঃ৩২; ৩১ঃ৫ চ. ১৬ঃ২৩; ১৭ঃ১১; ৩৪ঃ৯।

২১৪৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার (হরফে মুকাত্তায়াত) সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন টীকা ১৬ এবং ১৭৩৮ এবং 'তা সীন' সম্বন্ধে ২০৯৪ টীকা দ্রষ্টব্য। এটা অর্থবহ যে ২৬ ও ২৮ সূরার প্রারম্ভে যেখানে তা সীন মীম্ সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা 'এগুলো সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত' দ্বারা শুরু হয়েছে, সেখানে বর্তমান সূরার শুরুতে তা সীন যুক্ত হয়ে 'এগুলো হলো কুরআন এবং এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত' দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রথমোক্ত দুটি সূরাতে হযরত মূসা (আঃ) এর কিতাবে কুরআন সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সূরাতে সেই কিতাবের (কুরআন) নামও উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তফসীরাধীন আয়াতে এবং এই সূরারই ৭ ও ৯৩ আয়াত দুটিতে।

২১৪৪। 'আল্ কুরআন' এবং 'এই কিতাব' গুণবাচকরূপে ব্যবহারের মধ্যে এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে, ইসলামের এই পবিত্র কিতাব সর্বকালের জন্য গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হতে থাকবে এবং ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হবে। 'কুরআন' শব্দের অর্থ একটি পুস্তক বা গ্রন্থ যা বেশি বেশি পাঠ করা হয়। 'যেহেতু জনসাধারণের ইবাদতে, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে কুরআনের ব্যবহার ও পাঠ অধিকাংশ খৃষ্টানদেশে বাইবেল পাঠ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, সেহেতু এই মন্তব্য খুবই সঠিক যে গ্রন্থাবলীর মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে পঠিত হয়।' (এনসাইক ব্রিট, ৯ম সংস্করণ, ১৬শ' খণ্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)।

২১৪৫। ৬ঃ৪৪ এবং ৮ঃ৪৯ আয়াত দুটি থেকে এটা সুস্পষ্ট, অসৎ লোকদের মন্দ এবং অকল্যাণকর কর্মগুলোকে শয়তান তাদের চোখে সুন্দর করে দেখায়। কিন্তু তফসীরাধীন আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা অবিশ্বাসীদের কুকর্মগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেখান। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে কোন ব্যক্তি যখন মন্দ কাজে অবাধে চলতে থাকে, যেন তাকে এই কুকর্মের জবাবদিহি করতে হবে না, তখন সে তার এই আচরণকে ভাল এবং সঠিক সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করতে থাকে এবং এটা তার দৃষ্টিতে তদ্রূপই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তার আপন কর্মেরই ফল। কিন্তু যেহেতু এটা ঐশী নিয়মের অধীনেই সংঘটিত হয় সেহেতু এটাও আল্লাহ্ তাআলার প্রতিই আরোপিত হয়েছে।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑦

৭। আর পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে[২১৪৬] নিশ্চয় তোমাকে কুরআন দান করা হচ্ছে ।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑧

৮। ক.(স্মরণ কর) মূসা যখন তার পরিবারপরিজনকে বললো, 'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখেছি[২১৪৭]। আমি এথেকে তোমাদের কাছে শীঘ্রই কোন সংবাদ আনবো অথবা তোমাদের জন্য কোন জ্বলন্ত অঙ্গার আনবো যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑨

৯। এরপর সে যখন এ (আগুনের) কাছে এল তখন তাকে ডেকে (বলা) হলো, 'এ আগুনে যে আছে এবং এর আশেপাশে যে আছে তাকেও কল্যাণ দেয়া হলো[২১৪৮]। আর বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌ পরম পবিত্র।

يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑩

১০। হে মূসা! খ.নিশ্চয় মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আমি আল্লাহ্‌ই (একথা বলছি)★।

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ⑪

১১। গ.আর তুমি তোমার লাঠি ছুঁড়ে দাও। এরপর সে যখন এটাকে এভাবে নড়া চড়া করতে দেখলো যেন এটি একটি সাপ[২১৪৮-ক] তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল এবং ফিরেও তাকালো না। (তখন আমরা বললাম,) হে মূসা! ভয় করো না। নিশ্চয়ই আমি সেই সত্তা, যাঁর উপস্থিতিতে রসূলরা ভয় পায় না।

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ১১; ২৮ঃ৩০ খ. ২০ঃ১২-১৩; ২৮ঃ৩১ গ. ৭ঃ১১৮; ২০ঃ২০; ২৮ঃ৩২।

২১৪৬। আঁ হযরত (সাঃ) এর নিজস্ব ধ্যান-ধারণাসমূহ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে সংকলিত পুস্তকের নাম দেয়া হয়েছে 'কুরআন'– এই অভিযোগ খণ্ডনের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এই আয়াতে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, এই কুরআন তাঁর ওপর সরাসরি অবতীর্ণ করা হয়েছে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট থেকে।

২১৪৭। হযরত মূসা (আঃ) যা দেখেছিলেন, বাস্তবে তা অগ্নি ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে তিনি 'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখেছি' এর পরিবর্তে বলতেন, 'আমি আগুন দেখেছি।' প্রকৃতপক্ষে কাশ্‌ফে বা দিব্যদৃষ্টিতে মূসা (আঃ) 'আগুন' দেখেছিলেন, যা আল্লাহ্‌ তাআলার ভালবাসার প্রতীক। এটা লক্ষণীয় যে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কিত অধিকাংশ ঘটনাবলী, যেগুলো কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে, এই জড়জগতে বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। পরন্তু সেগুলো আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি এবং নবুওয়তের মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কাশ্‌ফ বা দিব্য-দৃষ্টি ছিল। লাঠি সম্বন্ধে কাশ্‌ফ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাশ্‌ফের কথাও কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে (৭ঃ১৪৪)। তফসীরাধীন আয়াতে এরূপ একটি উদাহরণই পেশ করা হয়েছে।

২১৪৮। এই উক্তির অর্থ হতে পারে ঃ (ক) যে ব্যক্তি আগুনের অনুসন্ধানে আছে এবং যে এর নিকটে আছে, (খ) যে প্রকৃত আগুনের মধ্যে আছে এবং যে এতে প্রবিষ্ট হতে উদ্যত। আগুন আল্লাহ্‌-প্রেমের প্রতীক অথবা কষ্টের পরীক্ষা বা মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক। আগুন আল্লাহ্‌ ছিল না, আল্লাহ্‌ও আগুনের মধ্যে ছিলেন না। এটা কেবল ঐশী নিদর্শন ছিল, যার ঔজ্জ্বল্য নিকটবর্তী সকল বস্তুর ওপরে পতিত হয়েছিল।

★[৮-১০ আয়াতে হযরত মূসার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যখন তিনি তাঁর (আ:) পরিবার পরিজন নিয়ে মিদিয়ান থেকে হিজরত করে মিশরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। এ সময়টি ছিল শীতকাল। তাঁর আগুনের প্রয়োজন ছিল। তিনি তূর পর্বতের ওপর আগুনের মত একটি উজ্জল শিখা দেখলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন তখন সেখানে কোন আগুন ছিল না, বরং গাছের একটি অংশ অসাধারণভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর (আ:) প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, 'তুমি যা আগুনের মত উজ্জ্বল দেখছ তা আগুন নয়, বরং আমার নূর (জ্যোতি) চমকাচ্ছে। এটা এক প্রতীকী দৃশ্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৪৮-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২। অন্যায় করার পর যে-ই মন্দকাজকে সৎকাজে বদলে দেয় (সেক্ষেত্রে) নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

★ ১৩। [ক]আর তোমার (জামার) বুকের খোলা অংশ দিয়ে তুমি হাত ঢুকাও, এটা দোষত্রুটিমুক্ত ধবধবে সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে। এটা ফেরাউন ও তার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের একটি[২১৪৯]। নিশ্চয় তারা ছিল এক অবাধ্য জাতি।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এরপর তাদের কাছে যখন আমাদের অন্তর্দৃষ্টিদানকারী নিদর্শনসমূহ এল[২১৫০] তারা বললো, '[খ]এ তো সুস্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৫। [গ]আর তারা যুলুম ও অবাধ্যতা করে এসব অস্বীকার করলো, অথচ তাদের হৃদয় এসবের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এনেছিল। অতএব দেখ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়ে থাকে!

১ [১৫] ১৬

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٥﴾ ع

১৬। আর নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে[২১৫১] জ্ঞান দান করেছিলাম। আর তারা উভয়েই বললো, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। আর সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো এবং সে বললো, 'হে লোকেরা! পাখিদের ভাষা[২১৫২] আমাদের শিখানো হয়েছে এবং আমাদের (আবশ্যকীয়) সবকিছুই দান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ হলো (আল্লাহ্‌র) প্রকাশ্য অনুগ্রহ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১০২; ২০ঃ২৩,২৪ খ. ৪৩ঃ৩১; ৬১ঃ৭ গ. ২ঃ৮৮।

২১৪৮-ক। টীকা ১০২৩ দেখুন।

২১৪৯। 'নয়টি নিদর্শন' এর জন্য দেখুন ১৭ঃ১০২। সংক্ষেপে এই নিদর্শনগুলো ছিল ঃ (১) লাঠির, (২) ধবধবে সাদা হাতের ৭ঃ১০৮-১০৯, (৩) উকুনের, (৪) ব্যাঙের (যাতে অস্বাভাবিক মূষল ধারায় বৃষ্টির ইঙ্গিত নিহিত ছিল), (৫) পঙ্গপালের, (৬) রক্তের অর্থাৎ এক প্রকার প্লেগ রোগ যার আক্রমণে নাসিকা থেকে রক্তক্ষরণ হতো, (৭) তুফানের (যা ইসরাঈলীরা নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার পর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পার হওয়ার সময়ে সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা ডুবিয়ে মারা হয়েছিল) এবং (৭ঃ১৩৪), (৮) খরার এবং (৯) ফল-ফসলাদি ধ্বংসের নিদর্শন (৭ঃ১৩১)।

২১৫০। 'মোবসেরা' অর্থ স্পষ্টত প্রতীয়মান, দ্যুতিমান, ইন্দ্রিয় গোচরীভূত, মানসিকভাবে প্রত্যক্ষকরণ বা জ্ঞানার্জন (লেইন)।

২১৫১। হযরত দাউদ (আঃ) একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি যুডিয়ান (ইহুদী) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহুদী (হিব্রু) রাজ্যের প্রকৃত স্থপতি ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে 'ড্যান' থেকে 'বীরসেবা' পর্যন্ত সকল ইসরাঈল গোত্রগুলো একত্রিত এবং সংগঠিত হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের রাজ্য ইউফ্রেটিস (ফোরাত) থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য পুনর্বিন্যস্ত করে সুদৃঢ় করেছিলেন। তিনিও একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং উত্তম নৃপতি ছিলেন। স্বদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য তিনি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং উন্নীত করেছিলেন। ইসরাঈল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান নির্মাতা এবং যেরুজালেমের বিখ্যাত উপাসনালয় নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। এই উপাসনালয়ই ইসরাঈলীদের কিবলা'তে (উপাসনার কেন্দ্রস্থলে) পরিণত হয়েছিল।

২১৫২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮। [ক]আর সোলায়মানের সামনে জিন[২১৫৩], মানুষ এবং পাখিদের[২১৫৪] মাঝ থেকে তার সেনাদল একত্র করা হলো এবং পৃথক পৃথকভাবে তাদের সারিবদ্ধ করা হলো[২১৫৫]।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৮ঃ১৯,২০।

২১৫২। 'মানতিক্ব' (ভাষা) এর উৎপত্তি নাতাক্বা থেকে, যার অর্থ, সে শব্দ এবং বর্ণমালা দ্বারা কথা বললো যা তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলো। অতএব 'নুতক্ব' বোধগম্য এবং অসংলগ্ন বা অস্পষ্ট উভয় প্রকারের কথা প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য এবং বিষয়ের এমন অবস্থার প্রতিও এটা প্রযোজ্য হয় যা স্পষ্ট উক্তিসূচক। এটা বাহ্যিক অর্থাৎ উচ্চারিত কথা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পশু-পাখি সম্পর্কেও কথা বা উক্তির অর্থে ব্যবহার হয় যখন এই প্রয়োগ রূপকে হয় (মুফরাদাত)। কীট-পতঙ্গের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য তাদের নিজস্ব উপায় রয়েছে। যাযাবর পাখিরা মৌসুম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়। এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে এবং সুশৃঙ্খলভাবে উড়ে। পিপীলিকা দল বেঁধে বাস করে এবং মৌমাছিদের খুব সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও নিয়ম রয়েছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগের উপায়-উপকরণ ছাড়া এরূপ কিছুতেই সম্ভব হতো না। যোগাযোগের এই উপায়কে তাদের ভাষা বলা যেতে পারে। হযরত দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ)কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে, তিনি পক্ষীকুলকে তাঁর কাজে ব্যবহার করার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ-বাহকের কাজে পাখিকে ব্যবহার করার কৌশল হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল এবং তাঁর শাসনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় এর ঘন ঘন ব্যবহার করা হতো।

২১৫৩। এখানে 'জিন' এর মর্ম পাহাড়ী অথবা বন্য জাতি বুঝাতে পারে। তফসীরাধীন আয়াত ২১ঃ৮৩, ৩৪ঃ১৩ এবং ৩৮ঃ৩৮ আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়া উচিত। এটা হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে হয়। 'জিন' (বন্য জাতি), 'ইন্‌স' (মানুষ) ও 'তায়ের' (পাখি) তিনটি শব্দ তাঁর সামরিক বাহিনীর তিন শাখার প্রতীকী নাম হতে পারে। বর্তমান আয়াতে এবং ৩৪ঃ১৩ আয়াতে জিন শব্দ সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ২১ঃ৮৩ এবং ৩৮ঃ৩৬ আয়াতদ্বয়ে 'শায়াতীন' শব্দ একই শ্রেণীকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, সোলায়মান (আঃ) কোন কোন বন্য জাতিকে দমন করে বশে এনেছিলেন। উভয় শব্দের এই আনুমানিক অর্থে 'জিন' এবং 'শায়াতীন' তাঁর সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং তাঁর জন্য অন্যান্য কতিপয় কঠিন কার্য সম্পাদন করতো। 'তায়ের' শব্দের অপর অর্থ দ্রুতগামী অশ্ব। সেই অর্থে 'তায়ের' সোলায়মান (আঃ) এর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীকে বুঝাতে পারে। শব্দের এই অর্থের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় ৩৮ঃ৩৩-৩৪ আয়াতে যেখানে অশ্বের প্রতি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর গভীর ভালবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব যেখানে 'জিন' এবং 'ইন্‌স' সোলায়মান (আঃ) এর পদাতিক বাহিনীর দুই শাখাকে বুঝায়, সেখানে 'তায়ের' শব্দের অর্থ প্রকৃতই পাখি করলে এই শব্দ দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ) যে সকল পাখিকে সংবাদ বহনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তাদের বুঝাবে। অতএব তারাও তাঁর সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই তিনটি শব্দ রূপকে ব্যবহৃত হলে এগুলোর অর্থ হতে পারে যথাক্রমে 'বড়লোক', 'সাধারণ মানুষ' এবং 'অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক মানুষ।'

২১৫৪। 'তায়ের' শব্দটি পাখি ছাড়াও দ্রুতগামী পশু যেমন অশ্ব ইত্যাদির জন্য প্রয়োগ করা হতে পারে। তায়্যার' শব্দটি 'তায়ের' শব্দের গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপ, যার মর্মার্থ হচ্ছে, খুব তেজস্বী এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্ব, যা এত দ্রুত দৌড়ায় যে মনে যেন উড়ে চলেছে (লেইন ও লিসান)।

২১৫৫। 'ওযাআ' অর্থ সে সৈন্যদলের অগ্রভাগকে থামিয়ে দিয়েছিল, যাতে তাদের শেষ অংশ এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। হুয়া ইয়া যাউল জায়শা– অর্থ সে সৈন্যদেরকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করলো এবং শ্রেণীবদ্ধ করলো (আকরাব)। কুরআন করীমের উক্তির অর্থ হচ্ছে ঃ (১) তারা পৃথকভাবে দলবদ্ধ হলো, (২) তারা সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত দুর্বার অগ্রযাত্রা করলো, (৩) তাদের অগ্রভাগকে রুখে দেয়া হলো যাতে তাদের পশ্চাদভাগ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, হযরত সোলায়মান (আঃ) এর এক সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছিল, যার পৃথক পৃথক এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখা ছিল।

★ ১৯। অবশেষে তারা যখন নামলদের উপত্যকায়[২১৫৬] এল তখন এক নামলীয় মহিলা বললো, 'হে নামলীয়রা! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড় যেন সোলায়মান ও তার সেনাদল তাদের অজান্তে তোমাদের পিষে না ফেলে[২১৫৭]।'

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑱

★ ২০। এতে সে (অর্থাৎ সোলায়মান) তার (অর্থাৎ মহিলার) কথায় হেসে[২১৫৮] বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যেসব অনুগ্রহ করেছ সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন সৎ কাজ করার সামর্থ্য আমাকে দাও। আর তুমি নিজ কৃপায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ⑲

★ ২১। আর সে পাখিদের পরিদর্শন করলো[২১৫৯] এবং বললো, 'ব্যাপার কী, আমি যে হুদ্‌হুদকে দেখছি না? সে কি অনুপস্থিত?

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ⑳

২১৫৬। 'নমল' শব্দ যেহেতু নামবাচক বিশেষ্য সেহেতু 'আন্ নামল' এর উপত্যকা অর্থ পিপীলিকার দেশ বুঝায় না, যেমনটি সাধারণতভাবে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়ে থাকে, বরং এটা ছিল সেই উপত্যকা যেখানে 'নামলা' নামীয় এক উপজাতি বাস করতো। 'কামুস' এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই, 'আল আব্‌রিক্কাতু মিন্ মীইয়াহিল নামলাতি,' অর্থাৎ 'আবরিকা' নাম্‌লাদের এক বংশধর। সুতরাং 'নামলা' একটি গোত্রের নাম, ঠিক যেমন এক আরববাসীর নাম ছিল 'মাযিন' (হামাসাহ্) যার অর্থ পিপীলিকার ডিম। আরব দেশে সাধারণভাবে জীব-জন্তুর নামে উপজাতি বা গোত্রের নাম রাখা হতো, যথা- বনু আসাদ, বনু কাল্‌ব, বনু নমল ইত্যাদি। এ ছাড়া আয়াতে 'উদ্‌খুলু' (প্রবেশ কর), এবং 'মাসাকিনাকুম' (তোমাদের গৃহে) ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী উক্তিও (তোমাদের বাসগৃহে) কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে একমাত্র মানুষের বাসস্থানের জন্য (২৯:৩৯ ও ৩২:২৭)। অতএব নামলাহ্ অর্থ আননামল উপজাতির এক ব্যক্তি অর্থাৎ এক নমলবাসী। উল্লিখিত এই নাম্‌লবাসী সম্ভবত তাদের নেতা ছিল, যে সোলায়মান (আঃ) এর সৈন্যবাহিনীর গতিপথ থেকে সরে যাবার জন্য এবং তাদের গৃহে প্রবেশ করবার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল। কোন কোন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতের মতে এই উপত্যকা সীনাই এর নিকটবর্তী গাজার বার মাইল উত্তরে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর আস্‌কালান এবং জিবরীন এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (তাকভীমুল বুলদান)। জিবরীন শহর দামেশকের ভিলাইয়াহ্ থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। এতে প্রতীয়মান হয়, নম্‌ল উপত্যকা সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী জেরুযালেমের অদূরে অথবা বিপরীতে দামেশক্ থেকে হেজাযের পথে একশ' মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সময় পর্যন্ত দেশের এই অংশে আরব এবং মিদীয়ানীরা বাস করতো (দেখুন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের প্রাচীন এবং আধুনিক মানচিত্র)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, নম্‌ল ইয়েমেনে অবস্থিত। শেষের অভিমতটি অধিকতর বাস্তবসম্মত। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বুঝা যায়, এই উপত্যকাকে কেন্দ্র করে রচিত বহু কাহিনী অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা হচ্ছে, সাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন তখন সেখানে নামল উপজাতির লোকেরা বসবাস করতো।

২১৫৭। এটা সুস্পষ্ট যে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সৈন্যরা তাদের ধার্মিকতা ও সততার জন্য চতুর্দিকে বিখ্যাত ছিল। তারা জ্ঞাতসারে কোন লোকের ক্ষতি বা অপকার করতো না। মনে হয় 'হুম্ লা ইয়াশউরূন' (অর্থ, তাদের না জানা অবস্থায়) এই উক্তির অন্তর্নিহিত মর্ম এটাই। পরবর্তী আয়াত থেকেও স্পষ্ট বুঝায় যায়, সোলায়মান (আঃ) এ কারণে খুব খুশি হয়েছিলেন।

২১৫৮। 'যাহিকা' অর্থ সে অবাক হলো অথবা সে খুশী হলো (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হলো, হযরত সোলায়মান (আঃ) বিস্মিত হলেন এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও তাঁর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও সাধুতা সম্বন্ধে নমলবাসী মহিলাটির সুধারণা প্রকাশে খুশী হলেন।

২১৫৯। 'তাফাক্কাদা' (সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো' শব্দের উৎপত্তি ফাক্কাদা' থেকে, অর্থা সে এটা হারালো, সে তার নিকট উপস্থিত হলো না। 'তাফাক্কাদাতহু' অর্থ সে মনোযোগ সহকারে অথবা বারবার এটাই চেয়েছিল। কেননা এটা তার কাছে অনুপস্থিত ছিল, (মুফরাদাত)। সোলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে এবং হুদ্‌হুদ্‌কে নিরীক্ষণ করলেন। রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, সম্ভবত প্রধান সেনাপতি হুদ্‌হুদ্ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনুপস্থিত ছিল, এ জন্য তিনি তার সম্বন্ধে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

★ ২২। সে যদি (তার অনুপস্থিতির জন্য) সুস্পষ্ট কারণ না দর্শায় আমি তাকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি[২১৬০] দিব অথবা আমি তাকে হত্যা করবো।'★

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

২৩। এরপর তাকে (অর্থাৎ সোলায়মানকে) বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি (ইতোমধ্যে হুদ্‌হুদ এসে গেল) এবং বললো, 'আমি সেই বিষয় জেনে এসেছি যা তুমি জান না। আর আমি সাবা (জাতির এলাকা) থেকে তোমার জন্য এক নিশ্চিত সংবাদ এনেছি[২১৬১]।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

২৪। আমি এক রমণীকে তাদের ওপর রাজত্ব করতে দেখতে পেয়েছি এবং তাকে সব কিছু দান করা হয়েছে[২১৬২] এবং তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে।

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৫। আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করতে দেখতে পেয়েছি[২১৬৩] এবং ক.শয়তান তাদের

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৪৯; ১৬ঃ৬৪; ৩৫ঃ৯।

২১৬০। হুদ্‌হুদ্ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভিত্তিহীন উপকথা এবং অলীক কাহিনী প্রচলিত আছে যা যুক্তি-প্রমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধি কোন দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য নয়। হুদ্‌হুদ্ হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক নিয়োজিত কোন সংবাদ বাহক পাখি ছিল না। কেননা ঃ (ক) একজন ক্ষমতাশালী বাদশাহ এবং আল্লাহ্‌র নবী সোলায়মান (আঃ) এর একটি তুচ্ছ পাখির প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়াটা তাঁর উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, (খ) মনে হয় হুদ্‌হুদ্ রাষ্ট্রীয় কানুন সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলার একত্বের সম্বন্ধে জ্ঞান বিশারদ ছিল (পরবর্তী আয়াত ২৫-২৬) যা কোন পাখির পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, (গ) হুদ্‌হুদ্ পাখি অধিক উড্ডয়নশীল ও যাযাবর পাখিসমূহের অন্তর্গত নয়, এ জন্য সে সুদীর্ঘ দূরত্বে উড়তে পারে না। অতএব 'সাবা দেশ' পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য তাকে নিয়োজিত করা যেতে পারতো না (আয়াত-২৩)। এই সমস্ত কারণ থেকে প্রতিভাত হয়, হুদ্‌হুদ্ আসলে পাখি ছিল না, বরং মানুষ ছিল। সে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা অথবা সেনাপতি ছিল, যার ওপর হযরত সোলায়মান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। মনে হয় সোলায়মান (আঃ) এর সময়ে দূত বিনিময় বেশ প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু এও প্রমাণিত, পাখি পশুর নামানুকরণে মানুষের নাম রাখা হতো। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর জনগণের মধ্যে হুদ্‌হুদ্ একটি খুবই প্রচলিত জনপ্রিয় নাম ছিল। মনে হয় বাইবেলে উল্লিখিত 'হদদ' নামের আরবীয় অনুকরণ এই হুদ্‌হুদ্ শব্দ। অনেক ইডোমাইট রাজার নাম এইরূপ ছিল। ইসমাঈল (আঃ) এর এক পুত্রেরও এই নাম ছিল। অনুরূপভাবে এক ইডোমাইট রাজপুত্র, যে ইয়াকুব (আঃ) এর নির্বিচার হত্যার ভয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও এই নামে পরিচিতি ছিল (১-রাজবলী-১১ঃ১৪)। হুদ্‌হুদ্ নামটি এতই জনপ্রিয় ছিল এবং বাইবেলের পুরনো নিয়মে এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন বিশেষণ ছাড়া ব্যবহারে এর অর্থ হয় 'ইদোমতি পরিবারের এক ব্যক্তি' (যিউ এন সাইক)। সাবার রাণী বিলকিসের পিতার নামও হুদ্‌হুদ্ বলে কথিত আছে (মুন্‌তাহালইরাব)।

★ [হিব্রু ভাষায় 'হুদহুদ'কে 'হুদাদ' বলা হয়। সে ছিল হযরত সোলায়মান (আ:) এর সেনাদলের এক সেনাপতি (যিউস ইনসাইকো)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৬১। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হুদ্‌হুদকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সে হযরত সোলায়মানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এক সংবাদ বহন করে এনেছিল। সাবা'কে বাইবেলে উল্লিখিত শিবা'রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে (১-রাজবলী-১০)। সানা শহর থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে এটি ছিল ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি শহর এবং এখানে সাবার রাণীর রাষ্ট্রীয় সদর দপ্তর ছিল। অধিকন্তু কাহ্‌তানি উপজাতির এক বিখ্যাত গোত্রের নামও সাবা।

২১৬২। এই আয়াত প্রমাণ করে, সাবার রাণী এক অতি উন্নত জাতিকে শাসন করতেন, যারা সভ্যতার এক উচ্চশিখরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এও প্রমাণ করে যে তাঁর আয়ত্তে ঐ সমস্ত উপকরণ ছিল যা তাকে এক শক্তিশালী রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

২১৬৩। সাবার অধিবাসীরা সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজা করতো, যা ইরাক থেকে ইয়েমেনে আমদানিকৃত ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ ছিল। কারণ ইয়েমেনবাসীরা পারশ্য উপসাগর ও সমুদ্র পথে ইরাকবাসীদের নিকটতর সংসর্গে ছিল। ২ঃ৬৩; ৫ঃ৭০ এবং ২২ঃ১৮ আয়াতে উল্লেখিত সাবীয়ানদের সাথে সাবাবাসীদেরকে এক মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। সাবীয়ানরা বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে, যেমন (১) ইরাকে বসবাসকারী নক্ষত্র-পূজারী এক জনগোষ্ঠী, (২) যরাথুস্ট্রীয়, খৃষ্টীয় এবং ইহুদী ধর্মমতের মিশ্রণে সৃষ্ট গোঁজামিল দেয়া মতবাদে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়, (৩) ইরাকের অন্তর্গত মোসুলের অধিবাসী, যারা একেশ্বরবাদী ছিল, কিন্তু তাদের শরীয়ত বা কোন ধর্মীয় বিধান ছিল না, (৪) অন্য একজাতি যারা ইরাকের কাছাকাছি বসবাস করতো এবং নবীদের ওপর ঈমান রাখতো বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতো।

أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٥﴾

কাজকর্মকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছে। অতএব সে তাদের (সত্য) পথ থেকে বিরত রেখেছে। তাই তারা হেদায়াত পাচ্ছে না।

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। (শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে) যেন তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা না করে, যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই গোপনীয় আছে তা প্রকাশ করেন। আর যা-ই *তোমরা গোপন কর এবং যা-ই তোমরা প্রকাশ কর (তা) তিনি জানেন।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾ ۩

সিজদা-৮

২৭। 'আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা আরশের প্রভু।'

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। সে (অর্থাৎ সোলায়মান) বললো 'আমরা যাচাই করে দেখবো, তুমি সত্য বলছ নাকি মিথ্যাবাদীদের একজন[২১৬৪]।

ٱذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

২৯। তুমি আমার এ পত্রটি নিয়ে যাও এবং এটা তাদের সামনে রেখে দাও। এরপর তাদের কাছ থেকে সরে (দাঁড়িয়ে) থাক এবং দেখ তারা কী উত্তর দেয়[২১৬৫]।'

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾

৩০। (এ পত্রটি দেখে) সে (অর্থাৎ রাণী) বললো, 'হে প্রধানরা! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র পাঠানো হয়েছে।

إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় এটি সোলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তা হলো: 'আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[২১৬৬]।'

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৭৮; ১৬ঃ২০; ৬৪ঃ৫।

২১৬৪। পাখিরা কখনো সত্য বা মিথ্যা বলে বলে কারো জানা নেই। এই আয়াত আরো একটি প্রমাণ দেয় যে হুদ্‌হুদ্ পাখি ছিল না বরং হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল।

২১৬৫। যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখিদের ভাষা বুঝতে পারতেন তাহলেও কুরআনে এমন প্রমাণ নেই যে সাবার রাণীও তাদের ভাষা বুঝতে পারতো। অথচ তাঁর নিকট হযরত সোলায়মান (আঃ) এর পত্র বহন করে নেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিরূপে বাক্যালাপ করার জন্য হুদ্‌হুদ্‌কেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

২১৬৬। প্রাচ্য-ভাষাবিদ কোন কোন খৃষ্টান পণ্ডিত তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুরআনে 'বিসমিল্লাহ্' বাক্য পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ থেকে ধার করা হয়েছে বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় কুরআন করীমের ঐশী ভিত্তির সত্যতা অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। হুয়েরী তার 'কমেন্টারি' পুস্তকে লিখেছেন, এটা যেন্দা-আভেস্তা কেতাব থেকে ধার করা হয়েছে। সেল সাহেব অনুরূপ মত বক্ত করেছেন, যদিও রডওয়েলের মতে ইসলাম-পূর্ব আরবরা ইহুদীদের নিকট থেকে এটা অনুকরণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে তা আঁ-হযরত (সঃ) কর্তৃক কুরআনে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া হয়, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে যেহেতু এরূপ অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, সেহেতু সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির অনুকরণ কুরআন করেছে (অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন), তথাপি এটা তো কোন আপত্তির কারণ হতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয়, কুরআন সেই উৎস থেকেই এসেছে যে উৎস থেকে অপরাপর সকল ধর্মীয় গ্রন্থ এসেছে। অধিকন্তু কোন ধর্মগ্রন্থই একে এমন এক গুণাবলী ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করেনি, যেমন করে কুরআন করেছে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রাক-ইসলাম যুগের আরবরা তা কখনো ব্যবহার করেনি। বরং আল্লাহ্ তাআলার সিফ্ত 'আর্ রহমান' (২৫ঃ৬১) যা বিসমিল্লাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অংশ তার ব্যবহারে তারা বিশেষ বিরোধী ছিল। আরও দেখুন ১ঃ১ আয়াত।

২ [১৭] ১৭

৩২। (এতে বলা হয়েছে) 'তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে আস[২১৬৭]।'

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝٣٢ ع

৩৩। সে বললো, 'হে প্রধানরা! তোমরা আমাকে আমার বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দাও। কারণ তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনো সিদ্ধান্ত নেই না।'

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۝٣٣

★ ৩৪। তারা বললো, 'আমরা অতি শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কিন্তু আদেশ দেয়া তোমারই কাজ। সুতরাং চিন্তা করে দেখ, তুমি কী আদেশ দিবে[২১৬৮]।'

قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝٣٤

৩৫। সে বললো, 'বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন নিশ্চয় তারা একে ধ্বংস করে দেয় এবং এর অধিবাসীদের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। আর তারা এমনটিই করে থাকে।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝٣٥

৩৬। আর আমি অবশ্যই তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো এবং দেখবো আমার দূতরা কী উত্তর নিয়ে ফিরে আসে।'

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝٣٦

৩৭। এরপর তারা (অর্থাৎ দূতরা) যখন সোলায়মানের কাছে এল তখন সে বললো, 'তোমরা কি আমাকে ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? অথচ আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন তা তাথেকে উত্তম যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। কিন্তু তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে গর্ববোধ করছ[২১৬৯]।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝٣٧

২১৬৭। সোলায়মান (আঃ) এর পত্রখানা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক উদ্দেশ্যকে অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা ভাষা-বর্জিত ও বাগাড়ম্বরহীন অল্প কয়টি কথার মধ্যে কীরূপে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে তার এক চমৎকার নমুনা। সেই সময়ে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে সম্ভাব্য বিদ্রোহ করার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ এই পত্র সরাসরি এক হুঁশিয়ারি ছিল এবং অযথা রক্তক্ষয় এড়াতে হযরত (সোলায়মান-আঃ) এর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্যেও ছিল এই পত্রে আমন্ত্রণ।

২১৬৮। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সাবার রাণী অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র-শাসনকর্ত্রী ছিলেন এবং প্রভূত পার্থিব সম্ভাবনার অধিকারী ছিলেন, তার প্রজাদের ভালবাসা, সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের ওপর কর্তৃত্ব রাখতেন এবং তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ নাগাদ সাবার ক্ষমতা এবং গৌরব শীর্ষে ছিল। রাণীর শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ সাল পর্যন্ত চলেছিল। সেই সময়কে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর নিকট তার বশ্যতা স্বীকার-কাল বলা হয়। তার এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল ঃ- শিবা ও সাবার রাজাগণ উপহার দিবেন' (গীত সংহিতা-৭২ঃ১০)।

২১৬৯। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, রাণীর উপহার পাঠাবার ব্যবহারে হযরত সোলায়মান (আঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এতে অপমানিত বোধ করেছিলেন। তিনি রাণীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন, আর উত্তরে তুচ্ছ উপহার প্রদান করা হয়েছিল। সাবার অধিবাসীরা প্রথমে হয়তো হযরত সোলায়মান (আঃ) এর রাজ্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল অথবা কোনভাবে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাণী তাদেরকে পরামর্শ দিল যে প্রথমে আক্রমণ করে যুদ্ধ সূচনা করা উচিত নয়। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিব। সেই কারণে রাণী কর্তৃক উপহার প্রেরণ তাঁকে ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত করেছিল। সাধারণ অবস্থায় উপঢৌকন পাঠালে হয়তো তিনি খুশি হতেন। কিন্তু এই উপঢৌকন থেকেতো হযরত সোলায়মান (আঃ) এর প্রতি লোভ-লালসার দোষারোপ করার গন্ধ আসছিল।

ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُمۡ بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ۝٣٨

৩৮। (হে হুদ্‌হুদ্) তাদের কাছে ফিরে যাও। (আর তাদের বলে দাও) আমরা অবশ্যই তাদের কাছে এমন সেনাবাহিনীসহ আসবো যাদের প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়[২১৭০]। আর আমরা তাদেরকে অবশ্যই এ (জনপদ) থেকে লাঞ্ছিত করে বের করে দিব এবং তারা অসহায় হয়ে যাবে।'

قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَؤُاْ أَيُّكُمۡ يَأۡتِينِي بِعَرۡشِهَا قَبۡلَ أَن يَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ ۝٣٩

★ ৩৯। সে বললো, 'হে প্রধানরা! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার পূর্বেই তোমাদের মাঝে কে তার সিংহাসনটি[২১৭১] আমার কাছে নিয়ে আসবে?★

قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَۖ وَإِنِّي عَلَيۡهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٞ ۝٤٠

৪০। জিনদের মাঝে 'ইফরীত' বললো[২১৭২], 'তুমি (এ) স্থান থেকে তোমার ছাউনী গুটিয়ে নেয়ার আগেই আমি এটা তোমার কাছে নিয়ে আসবো। আর নিশ্চয় আমি এ (কাজে) যথেষ্ট ক্ষমতাবান (ও) বিশ্বাসযোগ্য'[২১৭৩]।★★

২১৭০। 'ক্বিবাল' অর্থ ক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব। বলা হয়ে থাকে 'মালী বিহী ক্বিবালুন', অর্থাৎ মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই (আকরাব)।

২১৭১। 'বি-আরশেহা' উক্তির মর্ম মনে হয় সিংহাসন, যা সাবার রাণীর জন্য হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় সেই যুগে প্রচলিত প্রথা ছিল, যখন এক রাষ্ট্রের শাসনকর্তা আর এক রাষ্ট্রের শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখন রাজকীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য একটি পৃথক সিংহাসন নির্মাণ করা হতো। হযরত সোলায়মান (আঃ)ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য এক সিংহাসন নির্মাণের জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। একে তার (স্ত্রীলিঙ্গে) 'সিংহাসন' বলা হয়েছে। কারণ এটি বিশেষভাবে রাণীর ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। এই প্রকাশ ভঙ্গির অর্থ এরূপও হতে পারে 'তার (স্ত্রীলিঙ্গে) সিংহাসনের মত' এবং 'ইয়া'তানী' অর্থ, 'আমার জন্য প্রস্তুত করবে' এরূপও বুঝাতে পারে।

★[পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, সোলায়মান (আ:) রাণীর সিংহাসনটির প্রতিই ইঙ্গিত করছেন না। তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন, রাণীর সিংহাসনের অবিকল প্রতিরূপ একটি সিংহাসন তাঁর (আ:) কাছে নিয়ে আসতে হবে। সোলায়মান (আ:) এর দরবারে রাণীর আসার পূর্বে তিনি তাকে অবাক করে দিতে চেয়েছেন যে তিনি দেখবেন তার সিংহাসনের অনুরূপ একটি সিংহাসন সোলায়মানের (আ:) রয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে দেখা যাবে, তাঁর (আ:) দরবারের প্রত্যেক প্রধান চেয়েছিল একাজ যেন তাকে দেয়া হয়। প্রত্যেকের ধারণা ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে সে দ্রুততা ও বেশি দক্ষতার সাথে একাজ সম্পাদন করবে। অবশেষে তার কাছে যখন সিংহাসনের অবিকল প্রতিরূপ উপস্থাপন করা হলো তিনি এর জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। কিন্তু তিনি এ সিংহাসনটির আরো গুণগত পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন, যাতে এটা সাবার রাণীর সিংহাসনের আরো সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং যাতে তার কাছে যে অসাধারণ সিংহাসন রয়েছে তার সে অহংকার যেন চূর্ণ হয়। 'নাক্‌ফিরুলাহা আরশাহা' –এ অভিব্যক্তিটি সুস্পষ্টভাবে এ অর্থই সমর্থন করে। এ অভিব্যক্তিটি থেকে আরও বুঝা যায়, যখন সে তার নিজের সিংহাসনের অনুরূপ একটি সিংহাসন দেখবে সে স্বাভাবিকভাবে অনুমান করবে তার সিংহাসনটি তো তেমন অসাধারণ নয় যেমনটি সে ভাবতো। অতএব এ প্রেক্ষিতে 'নাকফিরু' এর অর্থ হবে তার সিংহাসনটি আসলেই সাধারণ। সোলায়মান (আ:) এর কারিগরদের দ্বারা নির্মিত সিংহাসনটি সে যখন দেখলো তখন তার সিংহাসনটি অতি সম্প্রতি চুরি হয়ে গেছে বলে এমন প্রতিক্রিয়া সে দেখায়নি। তার এমন প্রতিক্রিয়াও ছিল না যে সে তার নিজ সিংহাসনটি চিনতে পারেনি। কারণ কারিগরেরা তার সিংহাসনটি এভাবেও নির্মাণ করেনি যাতে সিংহাসনটি তার কাছে অচেনা লাগতো। তার প্রতিক্রিয়া কেবল এটাই ছিল, তার সিংহাসনটি এ সিংহাসনটির অনুরূপ। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, আমরা যে দৃশ্য বিবরণী উপস্থাপন করেছি তা বাস্তবসম্মত। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৭২ ও ২১৭৩ টীকাদ্বয় এবং ★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪১। যেব্যক্তির কিতাবের জ্ঞান★ ছিল সে বললো, 'তোমার চোখের পলক পড়ার আগেই[২১৭৪] আমি এটি তোমার কাছে নিয়ে আসবো।' এরপর সে (অর্থাৎ সোলায়মান) যখন এটা নিজের কাছে রাখা দেখলো সে বললো, এটি কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহে হয়েছে যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন আমি তাঁর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করি নাকি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। আর যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে তার (নিজ) কল্যাণের জন্যই তা করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে সেক্ষেত্রে আমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম দাতা।

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿۴۱﴾

★ ৪২। সে বললো, 'তোমরা তার (অর্থাৎ রাণীর) সিংহাসনকে তার জন্য অতি সাধারণ[২১৭৫] করে দেখাও। আমরা দেখতে চাই সে হেদায়াত পায় নাকি সেইসব লোকের দলভুক্ত হয় যারা হেদায়াত পায় না।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۴۲﴾

২১৭২। 'ইফ্‌রীত' এর উৎপত্তি 'আফারা' থেকে যার অর্থ সে তাকে ভূমিসাৎ করেছিল বা অবনমিত করেছিল। এটি মানুষ এবং জিন উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর মর্ম ঃ (১) শক্ত ও ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি, (২) কোন বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি দ্বারা সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে কঠোর, সবল এবং সক্ষম হওয়া, (৩) প্রধান ব্যক্তি ইত্যাদি (লেইন)।

২১৭৩। এই শব্দগুলো ইঙ্গিত দেয় যে উক্ত 'ইফরীত' এক অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল, যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং সেই কারণে সে পূর্ণ আস্থাবান ছিল যে সে সন্তোষজনকভাবে মালিকের হুকুম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করতে পারবে। সাবার যাত্রাপথে হযরত সোলায়মান (আঃ) যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন সেই স্থানকে 'মাকামিকা' বলা হয়েছে এবং সেখানেই তিনি সাবার রাণীকে প্রেরিত তাঁর পত্রের উত্তর নিয়ে দূতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন।

★★ [এ আয়াতে জিন বলে অভিহিত 'ইফরীত' সেই ধরনের কোন জিন ছিল না, যাকে প্রচলিত ধারণায় জিন বলা হয়। পাহাড়ী জাতির উদ্ধত প্রধানদেরও জিন বলা হয়। এদেরকে হযরত সোলায়মান (আ:) এর অধীন করে দেয়া হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ [এ আয়াতে কিতাবের জ্ঞান বলতে বাইবেলের জ্ঞান বুঝানো হয়নি। বরং বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান বুঝানো হয়েছে, যেমন মহানবী (সা:) বলেছেন, জ্ঞান দুপ্রকারের ঃ ইলমুল আদইয়ান (ধর্মীয় জ্ঞান) ও ইলমুল আবদান (পার্থিব জ্ঞান)। এটি এর একটি দৃষ্টান্ত। সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে খুব দক্ষ ছিল এবং নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে কঠিন থেকে কঠিনতর বস্তুরও নকল করতে পারতো। সাবার রাণীর সিংহাসনের মত সিংহাসন নির্মাণ করাও খুব এক কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ে সে সিংহাসন বানিয়ে দেয়ার দাবী করলো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৭৪। 'তারফু' অর্থ এক নজর, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সরকারী রাজস্ব, ইয়েমেনের সংবাদবাহক (লেইন)। এই অর্থে উক্তির মর্ম ঃ (১) আপনার দূত ইয়েমেন থেকে আপনার নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই, (২) চোখের পলকে, (৩) খাজাঞ্চিখানায় সরকারী রাজস্ব জমা হওয়ার পূর্বে। শেষোক্ত অর্থে এই উক্তির মর্মার্থ, আমার অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হবে না, সরকারী রাজস্বে জমাকৃত টাকা রাণীর সিংহাসন তৈরি করার খরচের জন্য যথেষ্ট হবে। 'যে ব্যক্তির কিতাবের জ্ঞান ছিল', উক্তিটি মনে হয় এমন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করেছে যিনি অর্থনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবত তিনি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন।

বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর নির্দেশে সিংহাসন তৈরি করার দুটি প্রস্তাবের উল্লেখ রয়েছে, (এক) 'ইফরীত' কর্তৃক যিনি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর তাঁবুগলো প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সিংহাসন খানা প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেছিলেন। অপর প্রস্তাবটি সেই ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল 'যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন'। শেষোক্ত ব্যক্তির প্রস্তাব অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আঃ) এর দূত সাবার রাণীর নিকট থেকে তাঁর পত্রের জবাব নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সিংহাসনটি প্রস্তুত করার প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর ছিল। বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, হযরত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। কেননা সাবার রানীর তাঁর সম্মানে সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্য আসার পূর্বেই সিংহাসনটির নির্মাণ শেষ করতে চেয়েছিলেন। কারণ সাবার রাণী সেস্থানে এসে সমারোহ-পর্যবেক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই শিবিরেই অবস্থান করা স্থির করেছিলেন। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এও বোঝায় যে হযরত সোলায়মান (আঃ) সর্বপ্রকার লোক-নিয়োগ করেছিলেন– বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক, কারিগর এবং প্রকৌশলী।

২১৭৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৩। এরপর সে (অর্থাৎ রাণী) যখন এল তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তোমার সিংহাসন কি এমনটিই?' সে বললো, 'এটা যেন সেটাই এবং আমাদের এর পূর্বেই জ্ঞান দেয়া হয়েছিল আর আমরা (পূর্বেই তোমার) অনুগত হয়ে গিয়েছিলাম[২১৭৬]।'

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪৪। আর সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার উপাসনা করতো সে (অর্থাৎ সোলায়মান) তাকে তা থেকে বিরত করলো। নিশ্চয় সে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۴۳﴾

★ ৪৫। তাকে বলা হলো, 'তুমি এ প্রাসাদে প্রবেশ কর।' সে যখন তা দেখলো তখন এটাকে সে গভীর পানি মনে করলো এবং তার হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় উঠিয়ে নিল[২১৭৭]। সে (অর্থাৎ সোলায়মান) বললো, 'এটি একটি কাঁচ খচিত প্রাসাদ।' তখন সে (অর্থাৎ রাণী) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম করেছি। আর (এখন) আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।'★

৩ [১৩] ১৮

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৬। [ক]আর নিশ্চয় আমরা সামূদ (জাতির) কাছেও তাদের ভাই সালেহ্‌কে (এই বলে) পাঠিয়েছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।' কিন্তু (এটা শুনা মাত্র) তারা তৎক্ষণাৎ দুদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করে দিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৪; ১১ঃ৬২; ২৬ঃ১৪২; ৫৪ঃ২৪।

২১৭৫। 'নাক্কারাহু' অর্থ সে একে এমনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিল যে এটা দেখে চিনতে পারা যায় না, সে এটাকে দেখতে অতি সাধারণ করেছিল (লেইন)। অতএব এই উক্তির অর্থ এরূপ হতে পারে, 'এই সিংহাসনটিকে তার (সুলায়মানে) সিংহাসনটির তুলনায় অতি সাধারণ বলে মনে হয়।' তফসীরাধীন আয়াত এটাই বুঝাতে চেয়েছে, হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসন নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে সিংহাসনটিকে এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত করে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে রাণী দেখে এর কারিগরী দক্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে নিজের সিংহাসনকে অপছন্দ করেন এবং রাণী বুঝতে পারেন যে হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির অধিকারী। 'যারা হেদায়েত পায় না', বাক্যের মর্মার্থ মনে হয় এটাই। হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর বিরোধিতা বা প্রতিবন্ধকতায় রাণীর ব্যর্থতার কথা তাকে তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রাণী এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গর্ববোধ করতো বলে ধারণা হয় (৭ঃ৩৪) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন (২৭ঃ৩৪)। 'তার (রানীর) সিংহাসনকে' শব্দদ্বয় যদি হযরত সোলায়মান (আঃ)কে উপহারস্বরূপ রাণীর প্রেরিত সিংহাসন অর্থে নেয়া হয় তাহলে 'নাক্কিরু' শব্দের অর্থ হবে, সিংহাসনটি এমন সুন্দর ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এর ওপর খচিত কোন প্রতিমা যদি থাকে তা সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে মুছে ফেলা উচিত যাতে তিনি (রাণী) এটাকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

২১৭৬। 'আমাদের এর পূর্বেই জ্ঞান দেয়া হয়েছিল' কথাগুলোর মর্মার্থ হলো, রাণী পূর্বাহ্নেই হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর বিশাল শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য মন স্থির করেছিলেন।

২১৭৭। বিখ্যাত আরবী বাগ্‌ধারা 'কাশাফা আন সাক্বেহী' এর অর্থ সঙ্কটের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া অথবা বিব্রত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। 'কাশাফাত আন সাক্বায়হা' অর্থ ঃ (১) সে (রাণী) হাঁটুর নিচের অংশের কপড় উঠিয়ে নিল, (২) সে অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, (৩) সে উদ্বিগ্ন বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল (লেইন এবং লিসান)। হয়রত সোলায়মান (আঃ) চেয়েছিলেন, রাণী প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগ করুক এবং সত্যের প্রতি ঈমান আনুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞতার সাথে এমন উপায় অবলম্বন করেছিলেন যাতে অভিজাত এবং বিচক্ষণ এই রাণী আপন পথ-ভ্রান্তি বুঝতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হয়রত

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৭। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? তোমরা ক·কেন আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়?'

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۷﴾

★ ৪৮। তারা বললো, 'আমরা তোমার ও তোমার সাথে যারা আছে তাদের দিক থেকে অশুভ কিছুর আভাস পাচ্ছি[২১৭৭-ক]। সে বললো, 'তোমাদের দুর্ভাগ্যের (কারণ) আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বরং তোমরা এমন এক জাতি যাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৯। আর (এ জাতির) প্রধান শহরে নয় জন (এমন) ব্যক্তি ছিল, খ·যারা[২১৭৮] দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতো এবং সংশোধনমূলক কাজ করতো না।

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿۴۹﴾

৫০। তারা বললো, "তোমরা সবাই মিলে (এই বলে) আল্লাহ্‌র কসম খাও, 'নিশ্চয় আমরা তাকে ও তার পরিবারকে রাতের বেলায় অতর্কিতে আক্রমণ করবো। এরপর অবশ্যই তার অভিভাবককে বলবো[২১৭৮-ক], 'আমরা তার পরিবারের লোকদের হত্যার (ঘটনা) ঘটতে দেখিনি এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী।"

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۵۰﴾

★ ৫১। গ·আর তারা ষড়যন্ত্রের এক জাল বুনলো এবং আমরাও এক পাল্টা কৌশল অবলম্বন করলাম। কিন্তু তারা তা জানতো[২১৭৯] না।

وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۱﴾

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৪৭; খ. ২৬ঃ১৫৩ গ. ৩ঃ৫৫; ৮ঃ৩১; ১৩ঃ৪৩; ১৪ঃ৪৭।

সোলায়মান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসনটি নির্মাণ করেছিলেন। তার নিজ সিংহাসন যার জন্য রাণী গর্ববোধ করতেন, তা থেকে এটিকে সর্বতোভাবে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং উৎকৃষ্টতর করা হয়েছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) সে জন্য এরূপ করেছিলেন যাতে রাণী উপলব্ধি করতে পারেন তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত ছিলেন এবং তাঁকে রাণী অপেক্ষা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকতর প্রাচুর্যে ভূষিত করা হয়েছিল। আয়াতে বর্ণিত রাজপ্রাসাদও একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। আয়াতে প্রতিপন্ন হয় যে প্রাসাদের প্রবেশপথ কাঁচের আস্তরণ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল, যার তলদেশ দিয়ে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। যখন রাণী প্রাসাদে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন স্বচ্ছ কাঁচকে পানি ভ্রমে হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় উঠিয়ে নিলেন এবং পানির এই দৃশ্য তাকে হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। এই পরিকল্পিত কৌশল দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণীর মনোযোগ এই বাস্তব ঘটনার প্রতি পরিচালিত করেছিলেন যে কাঁচের আস্তরণকে সে যেমন পানি বলে ভুল করেছিল, ঠিক সেইরূপ সূর্য এবং অন্যান্য আসমানী অস্তিত্বসমূহ যেগুলোকে সে পূজা করতো সেগুলো আলোর প্রকৃত উৎস নয়। সেগুলো কেবল আলো বিকিরণ করে, কিন্তু ঐগুলো নির্জীব পদার্থ। সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা সেগুলোকে আলো দ্বারা বিভূষিত করেছেন যা তারা বিকীর্ণ করে। এইভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পরিকল্পিত লক্ষ্যে কৃতকার্য হয়েছিলেন। সাবার রাণী তার ভ্রম স্বীকার করেছিলেন এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমার উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র তৌহীদে ঈমান এনেছিলেন।

★ [এ প্রাসাদের মেঝে অতি উচ্চ উন্নতমানের উজ্জ্বল কাঁচের ফলক দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এরূপ কাঁচ পানির অবস্থিতির ধারণা দিয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল। অসাধারণ বুদ্ধিমতি রাণীকে এর মাধ্যমে যে শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছিল তা হলো, কোন কোন সময় কোন কোন বস্তু যে ধারণা দিয়ে থাকে তা থেকে সেই বস্তুগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এগুলোর গুণ এবং বৈশিষ্ট্যও এদের নিজস্ব নয়। তেমনিভাবে সূর্য নিজের যে বৈশিষ্ট্য ও শক্তির ধারণা দেয় তা এর নিজস্ব নয়। একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা এসব বৈশিষ্ট্য ও শক্তির মালিক। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৭৭-ক ও ২১৭৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এবং ২১৭৮-ক ও ২১৭৯ টীকা ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫২। [ক]অতএব তুমি চিন্তা করে দেখ তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কী হয়েছিল! নিশ্চয় আমরা তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٢﴾

★ ৫৩। আর (দেখ!) এইতো তাদের ঘর দুয়ার, যা তাদের যুলুমের কারণে বিরান হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয় জ্ঞানী লোকদের জন্য এতে বড় নিদর্শন রয়েছে।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর আমরা তাদের রক্ষা করেছিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং তারা ছিল তাক্‌ওয়াপরায়ণ।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। [খ]আর লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম) যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, তোমরা কি অশ্লীল কাজ করে চলেছ, অথচ তোমরা (এর পরিণাম) ভাল করেই জান[২১৭৯-ক]?

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। [গ]তোমরা কি কাম চরিতার্থে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে আস? আসলে তোমরা এক অপরিণামদর্শী জাতি।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

★ ৫৭। কিন্তু (লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে) এ কথা বলা ছাড়া তার জাতির অন্য কোন উত্তর ছিল না যে, [ঘ]'তোমাদের শহর থেকে লূতের অনুসারীদের তাড়িয়ে দাও। তারা অবশ্যই এমন লোক, যারা পবিত্র হওয়ার ভান করে[২১৮০]।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। [ঙ]অবশেষে তার স্ত্রী ছাড়া আমরা তাকে এবং তার পরিবারপরিজনকে রক্ষা করলাম। তাকে (অর্থাৎ লূতের স্ত্রীকে) আমরা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মাঝে গণ্য করে রেখেছিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫ [১৪] ১৯

৫৯। [চ]আর আমরা তাদের ওপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর যাদের সতর্ক করা হয় তাদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٩﴾

★ ৬০। তুমি বল, [ছ]সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। আর তাঁর সেসব বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ উত্তম নাকি (তাঁর সাথে) এরা যাদের শরীক করে তারা[২১৮১] (উত্তম)?

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৯; ২৬ঃ১৭৩; ৩৭ঃ১৩৭ খ. ৭ঃ৮১; ২৯ঃ২৯ গ. ৭ঃ৮২; ২৬ঃ১৬৬-১৬৭; ২৯ঃ৩০ ঘ. ৭ঃ৮৩; ২৬ঃ১৬৮ ঙ. ৭ঃ৮৪; ২৯ঃ৩৪ চ. ৭ঃ৮৫; ২৫ঃ৪১; ২৬ঃ১৭৪ ছ. ৩৭ঃ১৮২-১৮৩।

২১৭৭-ক। 'তাত্বাইয়ারবিহী' অর্থ সে এর বা তার অশুভ পূর্বাভাস সূচনা করেছিল, সে তাকে বা একে অশুভ পূর্ব লক্ষণ মনে করেছিল (লেইন)।

২১৭৮। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নয়জন ঘোরতর শত্রুর প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। তাদের আটজন বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং নবম জন কুখ্যাত আবূ লাহাব বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে মক্কাতে মারা গিয়েছিল। উক্ত আট ব্যক্তি ছিল– আবূ জাহ্‌ল, মুত'ইম বিন্ আদী, শাইবাহ বিন রবীয়াহ্, উত্‌বা বিন রবীয়াহ্, ওলীদ বিন উতবাহ্, উমাইয়া বিন খাল্‌ফ, নাযর বিন হারেস এবং আক্‌বাহ বিন আবী মুয়াইত। তারা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। পরিকল্পনা ছিল কোরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করে নিয়ে তাদের পরস্পরের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধভাবে খুনের আক্রমণ রচনা করা, যাতে কোন বিশেষ গোত্র তাঁর হত্যার জন্য এককভাবে দায়ী না হয়। এই কুচক্রী দলের সর্দার আবূ জাহ্‌ল ছিল এই ষড়যন্ত্রের নেতা।

২১৭৮-ক, ২১৭৯, ২১৭৯-ক, ২১৮০ এবং ২১৮১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَ إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। অথবা (বল দেখি) তিনি কে, [ক]যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন? এর মাধ্যমে আমরা সুদৃশ্য বাগানসমূহ উদ্গত করেছি[২১৮২]। এ (বাগানগুলোর) গাছ উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। (অতএব) আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? (কখনো না) বরং [খ]তারা এমন লোক যারা অবিচার করছে।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَ إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। অথবা তিনি [গ]কে, যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থলরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাঝ দিয়ে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং যিনি এর পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন আর [ঘ]দুই সমুদ্রের মাঝে এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন[২১৮৩]? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য কোন উপাস্য আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ ءَ إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। অথবা তিনি [ঙ]কে, যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁর সমীপে দোয়া করে[২১৮৪] ও (তার) কষ্ট দূর করে দেন [চ]এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَ إِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। অথবা তিনি কে, যিনি স্থলের ও জলের ঘোর অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান? আর তিনি কে, যিনি নিজ কৃপা (বর্ষণের) আগে সুসংবাদরূপে বায়ু বইয়ে দেন[২১৮৫]? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

দেখুন ঃ ক. ৩১ঃ১১; ৫০ঃ১০ খ. ৬ঃ২ গ. ২০ঃ৫৪; ৭৮ঃ৭ ঘ. ২৫ঃ৫৪; ৫৫ঃ২০-২১ ঙ. ২ঃ১৮৭; ৭ঃ৫৬ চ. ১০ঃ১৫।

২১৭৮-ক। 'ওয়ালী' অর্থ উত্তরাধিকারী, এমন ব্যক্তি যে হত্যার শাস্তিমূলক প্রতিশোধ দাবি করে, রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী (লেইন)।

২১৭৯। হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মক্কা ত্যাগের ফলে কোরাইশদের শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, আঁ হযরত (সাঃ) কে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করে নিজেরাই ধ্বংসের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

২১৭৯-ক। এই শব্দগুলোর অর্থ 'তোমাদের চোখ খোলা রেখে'ও হতে পারে।

২১৮০। ইয়াতাত্বাহ্হারূন' অর্থ, তারা অতিরিক্ত সৎ বা সাধুরূপে নিজেদেরকে জাহির করে বেড়ায়, তারা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অহঙ্কার করে (লেইন)।

২১৮১। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা, দাউদ, সোলায়মান, সালেহ্ এবং লূত (আঃ) এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলগণের প্রতি ঐশী শক্তি এবং আশীর্বাদ কামনা করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে যাদের কাছে মানব প্রকৃতি পৃথিবীর সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং নৈতিক উৎকর্ষের জন্য ঋণী। অতঃপর এই সূরা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর মহান ক্ষমতা এবং একত্বের সমর্থনে যুক্তি পেশ করেছে।

২১৮২। পূর্ববর্তী আয়াতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রথম যুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃতি থেকে, আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে, বৃষ্টিবর্ষণ থেকে যা নির্জীব পৃথিবীকে সজীব করে, এবং পর্বতশ্রেণী ও নদীসমূহ থেকেও।

২১৮৩। পূর্বগামী আয়াতে সূচিত যুক্তি-প্রমাণ আরো সম্প্রসারিত ও বিশদ করা হয়েছে।

২১৮৪। প্রকৃতির নিয়মের বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপে যেমন আল্লাহ্ তাআলার মহান শক্তিসমূহের প্রকাশ (পূর্ববর্তী আয়াত) সেইরূপে সেগুলো মানুষের অন্তরাত্মা ও বিবেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে যখন সে তার আত্মার নিদারুণ যন্ত্রণায় আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ্ তার এই কান্না শ্রবণ করে থাকেন।

২১৮৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫। অথবা তিনি [ক]কে, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন[২১৮৬]? আর [খ]আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের কে রিয্ক দেন? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তুমি বল, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আস।'

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তুমি বল, [গ]'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে, আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কেউই অদৃশ্য বিষয় জানে না। আর তারা এটাও জানে না কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।'

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٧﴾ ع

৫ [৮] ১

৬৭। বস্তুত পরকাল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায় রয়েছে। বরং তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে আছে। আসলে তারা এ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ[২১৮৭]।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। [ঘ]আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের (জীবিত করে) বের করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯। [ঙ]নিশ্চয় এ প্রতিশ্রুতি তো আগেও আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের দেয়া হয়েছিল। এটি শুধু পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি বল, [চ]'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল?'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧١﴾

৭১। [ছ]আর তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করছে এর দরুন একটুও মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭২। [জ]আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল, আযাবের) এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

দেখুন : ক. ১০:৩৫; ২৯:২০; ৩০:১২, ১৮ খ. ১০:৩২; ৩৪:২৫; ৩৫:৪ গ. ১১:১২৪; ১৬:৭৮; ৩৫:৩৯ ঘ. ১৩:৬; ৩৭:১৭; ৫০:৪ ঙ. ২৩:৮৪ চ. ১৬:৩৭; ৩০:৪৩; ৪০:৮৩ ছ. ১৫:৮৯; ১৬:১২৮ জ. ১০:৪৯; ২১:৩৯; ৩৪:৩০; ৩৬:৪৯।

২১৮৫। 'রীহ' (বাতাস) যখন একবচনে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ সাধারণভাবে ঐশী শাস্তি বুঝায় (১৭:৭০; ৫৪:৭; ৬৯:৭ ইত্যাদি)। কিন্তু যখন তা বহু বচনে ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ ঐশী দান বা আশীর্বাদ বুঝায়।

২১৮৬। 'কে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন' কথাগুলোর মর্মার্থ, আদি সৃষ্টি এবং পুনঃ সৃষ্টি।

২১৮৭। মানুষের জ্ঞান এবং বুদ্ধি যে পরিমাণই হোক না কেন, তা এক মানবাত্মার আকুল কামনাকে না সন্তুষ্টি, না স্বস্তি দান করতে পারে, না তা পারে ধর্মীয় দুটি মৌলিক বিষয়– আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব এবং পরকালে সম্বন্ধে নানা সংশয় থেকে মুক্তিদান করতে। কারণ এদের পূর্ণ উপলব্ধি মানুষের জ্ঞান-সীমার বাইরে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ওহীর মাধ্যমে অর্জিত পবিত্র ঐশী জ্ঞানই এদের সম্বন্ধে মানব-মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে করেও থাকে। মানুষের জ্ঞান বড় জোর এ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করতে পারে যে একটি ঐশ্বরিক সত্তা এবং পরকাল বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ওহী-ইলহামই এই 'থাকা উচিত' ধারণাকে 'নিশ্চিতই আছে' এই বিশ্বাসে পরিবর্তন করতে পারে।

★ ৭৩। তুমি বল, ক.'তোমরা (উদ্ধত হয়ে) যে (প্রতিশ্রুত শাস্তি) শীঘ্র চাচ্ছ সম্ভবত এর কোন কোনটি তোমাদের পিছু ধেয়ে আসছে।'

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৪। আর খ.তোমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৫। গ.আর তাদের অন্তর যা গোপন করছে এবং যা তারা প্রকাশ করছে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (তা) ভাল করেই জানেন।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৬। আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা-ই গুপ্ত আছে তা এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

৭৭। নিশ্চয় এ কুরআন বনী ইসরাঈলের কাছে অধিকাংশ সেইসব বিষয় বর্ণনা করে যা নিয়ে তারা মতভেদ করে[২১৮৮]।★

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৮। আর নিশ্চয়ই এ হলো মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক নিজ সূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾

৮০। ঘ.সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

★ ৮১। নিশ্চয় তুমি মৃতদের শুনাতে পারবে না এবং ঙ.বধিরদেরও (তোমার) আহ্বান শুনাতে পারবে না যখন তারা পিট্ টান দিয়ে চলে যায়[২১৮৯]।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾

★ ৮২। চ.আর তুমি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের দিকে আনতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরই শুনাতে পারবে যারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। অতএব তারাই অনুগত হয়ে থাকে।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৪৮; ২৬ঃ২০৫; ২৯ঃ৫৫ খ. ১০ঃ৬১; ৪০ঃ৬২ গ. ২ঃ৭৮; ১৬ঃ২৪; ২৮ঃ৭০; ৩৬ঃ৭৭ ঘ. ১১ঃ১২৪; ২৫ঃ৫৯;, ৩৩ঃ৪৯ ঙ. ১০ঃ৪৩; ৩০ঃ৫৩ চ. ১০ঃ৪৪; ৩০ঃ৫৪।

২১৮৮। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হযরত সোলায়মান (আঃ) এর প্রতি হতে পারে, যাঁর প্রতি ইহুদীরা সাবার রাণীর অনুভূতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে 'শিরকের' (প্রতিমা পূজার) আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে দোষারোপ করেছিল। যেহেতু ইহুদীদের মধ্যে সাবার রাণীর প্রতি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর আচরণ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, সে জন্য কুরআন মজীদ এই প্রচ্ছন্ন ঘটনার পর্দা উন্মোচিত করেছে।

★ [অতীত কালের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাইবেলে অদ্ভুত ধরনের কিচ্ছাকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন করীম প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করেছে। অথচ এসব কিচ্ছাকাহিনীকে বনী ইসরাঈল বাস্তবে ঘটেছিল বলে মনে করতো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৮৯ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৮৩। আর তাদের বিরুদ্ধে যখন (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে যাবে[২১৯০] তখন আমরা তাদের জন্য মাটি থেকে এক প্রকার জীব[২১৯১] বের করে আনবো, যা তাদের জখম করবে। কারণ মানুষ আমাদের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করেনি।

৬ [১৬] ২

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন [ক]এমনসব জাতি থেকে আমরা একটি দল একত্র করবো যারা আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করতো। এরপর (জবাবদিহির জন্য পৃথক) পৃথকভাবে তাদের সারিবদ্ধ করা হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٤﴾

★ ৮৫। অবশেষে তারা যখন (আল্লাহ্‌র সামনে) উপস্থিত হবে তিনি বলবেন, "[খ]তোমরা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করেই কি (তাড়াহুড়া করে) সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে? (তা না হলে) তোমরা আর কী করছিলে?

حَتّٰى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

★ ৮৬। আর তাদের অন্যায় করার দরুন যখন তাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) আদেশ কার্যকর হয়ে যাবে তখন তারা কোন কথা বলতে (সমর্থ) হবে না[২১৯২]।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। [গ]তারা কি দেখেনি, নিশ্চয় আমরা রাত সৃষ্টি করেছি যেন এতে তারা বিশ্রাম করে এবং আলো দানকারীরূপে দিনকে (সৃষ্টি করেছি)? নিশ্চয় এতে ঈমান আনয়নকারীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ১৮; ৬৭ঃ৯ খ. ১০ঃ৪০ গ. ১০ঃ৬৮; ১৭ঃ১৩; ২৮ঃ৭৪; ৩০ঃ২৪।

২১৮৯। 'যখন তারা পিট্ টান দিয়ে চলে যায়' এই শব্দগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে, এখানে উল্লেখিত 'মৃতরা' হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিরা। অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতে ঠিক যেমন 'অন্ধরা' হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ লোকেরা।

২১৯০। 'ওয়া ক্বা'আল্-ক্বাওলু আলায়হিম্' অর্থ, দণ্ডাদেশ বা রায় তাদের প্রাপ্য হলো অথবা বিরুদ্ধে জারি হলো, তারা নিজেদেরকে ঐশী শাস্তিযোগ্য বা ঐশী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তির যোগ্য করলো (আকরাব)।

২১৯১। এটি শেষ যমানায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা নবী করীম (সাঃ) নিজেই করেছিলেন। কিন্তু যদি 'দাব্বাহ্' শব্দ 'স্থূলভাবে জড়বাদী' লোক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশের জন্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ (৩৪ঃ১৫) তাহলে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জাতিসমূহের প্রতি আয়াতটি নির্দেশ করে বলে ধারণা করা যায়। তাদের সকল পরিশ্রম হইজীবনের সমস্ত পার্থিব বিষয়ের সন্ধানে অপব্যয়িত (১৮ঃ১০৫) এবং তারা সকল বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসহ পৃথিবীতে অভিযান শুরু করেছে।

২১৯২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। [ক]আর (স্মরণ কর), যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে[২১৯৩] যারা আকাশসমূহে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা (সবাই) সেদিন ভয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ্ যাদের (নিরাপত্তা দিতে) চাইবেন তাদের কথা ভিন্ন। আর প্রত্যেকেই তাঁর সামনে বিনত হয়ে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾

★ ৮৯। আর তুমি পাহাড়পর্বত দেখে সেগুলোকে স্থির ও নিশ্চল মনে কর। অথচ মেঘের[২১৯৪] ভেসে চলার ন্যায় সেগুলো ভেসে চলছে। এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি সব কিছু সুদৃঢ় করে বানিয়েছেন। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তা ভাল করেই জানেন।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٩٠﴾

৯০। [খ]যে-ই সৎকাজ করবে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান) হবে এবং তারা সেদিন (উপরোল্লিখিত) ভয়ভীতি থেকে নিরাপদে থাকবে।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾

৯১। আর যারা মন্দ কাজ করবে [গ]তাদের মুখমন্ডল উপুড় করে আগুনে ফেলে দেয়া হবে। (এবং তাদের বলা হবে,) তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল কি তোমাদের দেয়া হচ্ছে না?

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯২। (তুমি বল) 'আমাকে কেবল এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ[২১৯৫] শহরের (অর্থাৎ মক্কার) প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং সব কিছু তাঁরই (কর্তৃত্বে রয়েছে)। আর আমাকে (আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩। আর (এ আদেশও দেয়া হয়েছে) আমি যেন কুরআন পড়ি। অতএব যে [ঘ]হেদায়াত পাবে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাবে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে তুমি (তাকে) বল 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন।'

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০০; ২০ঃ১০৩; ৩৬ঃ৫২; ৭৮ঃ১৯ খ. ৪ঃ৪১; ৬ঃ১৬১; ২৮ঃ৮৫ গ. ২৬ঃ৯৫ ঘ. ১০ঃ১০৯; ৩৯ঃ৪২।

২১৯২। তাদের দুষ্কর্মগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে তারা সক্ষম হবে না। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রকাশ্য হওয়ার কারণে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে তারা জবাব দানের অযোগ্য হবে এবং তখন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি হবে।

২১৯৩। 'যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে' শব্দগুলো শেষ বিচার-দিবসকে বুঝান ছাড়াও নবযুগের প্রতি ইঙ্গিত করে যার আগমন-বার্তা রসূল করীম (সাঃ) যেন ঢাক বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন।

২১৯৪ ও ২১৯৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। আর বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনি অচিরেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখাবেন। তখন তোমরা এগুলো চিনতে পারবে।' আর তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অমনোযোগী নন।

৭ [১১] ৩

২১৯৪। পুরাতন প্রথা ও বিধানসমূহ যা পাহাড়ের মতো শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল বলে মনে হতো, নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভাবে সেই সমস্ত নিয়ম মেঘের মতো গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী রোম এবং পারশ্য সাম্রাজ্যকেও বুঝাতে পারে, যেগুলো দুর্নিবার বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে খড়কুটার মতো উড়ে গিয়েছিল।

২১৯৫। মক্কাবাসীরা ভয় করেছিল, আরবদেশ থেকে যদি প্রতিমা-পূজা অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে তাদের প্রখ্যাত মূর্তিগুলোর আধার কা'বা এর গুরুত্ব হারাবে এবং এতদ্‌সঙ্গে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক রূপে তারা নিজেদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তিও হারিয়ে ফেলবে। এই আয়াত তাদের মনকে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে এবং ঘোষণা করে, বিশ্বমানবের জন্য মুক্তি বাণীর কেন্দ্র তথা সেই লক্ষ্যে বিশ্ব-আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে মক্কা এর গুরুত্ব হারানো দূরে থাকুক, বরং এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এর সম্মান এবং শ্রদ্ধা কেয়ামত কাল পর্যন্ত বেড়েই চলবে।

সূরা আল্ কাসাস্-২৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে সকলের সম্মিলিত অভিমত হলো, বর্তমান সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে মুহাম্মদ এর মতে, নবী করীম (সাঃ) হিজরতের সময় যখন মদীনার পথে ছিলেন তখন এটি অবতীর্ণ হয়। সূরাটির এই আয়াত, "নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনের (ওপর আমল করা) বাধ্যতামূলক করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে (সেই) স্থানে ফিরিয়ে আনবেন" (আয়াত ৮৬)– থেকে প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সাঃ) তখনো মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল, প্রথমে বিজিতের মতো তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু অবশেষে বিজয়ীর বেশে তিনি আবার এখানে প্রত্যাবর্তন করবেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছিল, "অতএব যে হেদায়াত পাবে সে তার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাবে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে তুমি (তাকে) বল, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন" (নাম্‌লঃ ৯৩)। উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, কুরআনের শিক্ষা প্রচার করার জন্য কোন বলপ্রয়োগ করা বৈধ নয়। কুরআনের এই দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বর্তমান সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

বিষয়বস্তু

'তা সীন মীম্' দ্বারা যে সব সূরা শুরু হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বর্তমান সূরাটি তৃতীয় এবং সর্বশেষ। যেহেতু এই তিনটি সূরা একই ধরনের "হুরূফে মুকাত্তায়াত" দ্বারা শুরু হয়েছে, তাই এদের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকটির শুরুতে এবং সমাপ্তিতে কুরআনের ঐশী অবতরণ এবং এর অন্যান্য শিক্ষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ২৬ নং সূরার হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক ফেরাউনের নিকট ঐশী-বাণী প্রচারের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। ৭ নং সূরায় হযরত মূসা (আঃ) কাশ্‌ফের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার মহান শান ও গৌরবের যে জ্যোতির্বিকাশ অবলোকন করছিলেন এবং আশিসমণ্ডিত 'তূয়া' উপত্যকায় তাঁর যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। বর্তমান সূরায় হযরত মূসা (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন– অলৌকিকভাবে তাঁকে সাগরবক্ষ থেকে উদ্ধার, তাঁর শৈশব, যৌবন, হিজরত এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, এককভাবে অন্য কোন সূরায় তেমনটি হয়নি। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), যিনি হযরত মূসা (আঃ) সদৃশ একজন নবী, তাঁর জীবনেও হযরত মূসা (আঃ) এর অনুরূপ অনেক ঘটনা সংঘটিত হবে, যদিও সেই সব ঘটনা হবে ভিন্ন অবস্থায় ও তা সময়ের ব্যাপার।

ফেরাউনের রাজত্বে বনী ইসরাঈলের কী করুণ অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনাসহ বর্তমান সূরাটি শুরু হয়েছে। বস্তুত ফেরাউন তার নিষ্ঠুর শোষণ এবং দমন-নীতির মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের পুরুষোচিত সমস্ত গুণাবলী ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এভাবে ফেবাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলের অবমাননা নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে প্রেরণ করেন এবং তাদের চোখের সামনে ফেরাউন এবং তার শক্তিশালী সেনাদলকে সাগরে ডুবিয়ে মারেন। হযরত মূসা (আঃ) এর জীবনের এই ঘটনার বর্ণনার পর সূরাটিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব সংক্রান্ত যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে দেখতে পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরায়শদের উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মেনে নেবার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে, যদি তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে স্বীকার করে নেয় তাহলে তারা পূর্ব-নির্ধারিত সকল ঐশী অনুগ্রহ ও জাগতিক কল্যাণের অধিকারী হবে এবং অচিরেই মক্কা নগরী এক নতুন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু তারা যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে অস্বীকার করে তাহলে এর পরিণতিতে তারা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকৃতির ফলে যখন ঐশী আযাবে নিপতিত হয় তখন তারা তাদের নেতাদেরকে দোষারোপ করতে থাকে এবং বলে, তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার এবং তাদের সর্বনাশ করার জন্য ঐসব নেতাই দায়ী। অন্যদিকে নেতারা তাদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে, এমনকি অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য এসব লোকদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে। তবে ঐশী-বাণীকে অস্বীকার করার পিছনে প্রকৃত যে কারণ তা হলো, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী লোকজন এই জাগতিক ঐশ্বর্য ও উপকরণে গর্বিত থাকে এবং এই জড় সম্পদকে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চিত অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করে। এই মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্ তাআলার নবী-রসূলগণকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে, তাঁদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে এবং তাঁদেরকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করে। অথচ

ইতিহাসের এই মহান শিক্ষাকে তারা ভুলে যায় যে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীরা সর্বদাই ঐশী আযাবে নিপতিত হয়েছে এবং সত্যের অস্বীকার করার ব্যাপারে যারা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে পরিণামে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সূরাটির শেষাংশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) যেভাবে মিসর থেকে হিজরত করে মিদিয়ান গমন করেছিলেন, সেখানে দশ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং পুনরায় মিদিয়ান থেকে মিসর গিয়ে ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করেছিলেন, অনুরূপ ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনেও ঘটবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কেও তাঁর মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে এক নতুন জায়গায় (মদীনা) দশ বছর অবস্থান করতে হবে। এরপর সেখান থেকে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে (মক্কা) ফিরে আসবেন এবং মক্কা বিজয় করে ইসলামকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। সূরাটির শেষ কয়টি আয়াতে এর বিষয়বস্তুকে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই বিষয়ে সামান্য ধারণাও ছিল না যে তাঁকে ঐশী-বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এখন যেহেতু এই মহান দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই তাঁর উচিত সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা। পরিশেষে আল্লাহ্‌র ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে নিরুৎসাহিত না হয়ে নির্ভীক ও একাগ্রতার সাথে তিনি যেন এই দায়িত্ব পালন করে যান– সেই নির্দেশ সহকারে সূরাটি শেষ হয়েছে।
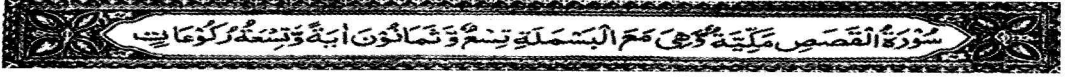
সূরা আল্ কাসাস্-২৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। [খ]তায়্যেবুন, সামী'উন 'আলীমুন অর্থাৎ পবিত্র, সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ[২১৯৫-ক]।	طٰسٓمّٓ ②
৩। [গ]এগুলো এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③
★ ৪। যারা ঈমান আনে তাদের (কল্যাণের) উদ্দেশ্যে আমরা তোমার কাছে মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শুনাচ্ছি।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ④
৫। [ঘ]নিশ্চয় ফেরাউন দেশে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল এবং এর অধিবাসীদের দলে উপদলে বিভক্ত করেছিল[২১৯৬]। সে তাদের একটি দলকে অসহায় করে দিত। (সে) [ঙ]তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো। নিশ্চয় সে ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের একজন।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑤
৬। আর দেশে যাদের অসহায় মনে করা হয়েছিল আমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে (জাতির) নেতা বানাতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিতে চাইলাম	وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৬ঃ২; ২৭ঃ২ গ. ১২ঃ২; ১৫ঃ২; ২৬ঃ৩; ২৭ঃ২ ঘ. ১০ঃ৮৪ ঙ. ২ঃ৫০; ৭ঃ১৪২; ১৪ঃ৭।

২১৯৫-ক। টীকা ২১৪৩ দ্রষ্টব্য।

২১৯৬। এই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো কর্তৃক 'ডিভাইড এন্ড রুল' (বিভক্ত কর এবং শাসন কর) নীতি যেমন মারাত্মক পরিণতির সাথে অনুসৃত হয়েছে তেমনি ফেরাউনও অনুরূপ নীতি সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করেছিল বলে প্রতিপন্ন হয়। ফেরাউন মিসরবাসীদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করেছিল এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তাদের কাকেও সে সুবিধা দিত এবং অন্যান্যকে শোষণ করতো এবং দাবিয়ে রাখতো। হযরত মূসা (আঃ) এর জাতি ছিল শেষোক্ত দুর্ভাগা শ্রেণীর। 'তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো' উক্তি থেকে বুঝা যায়, ফেরাউন বাহ্যিকভাবে ইসরাঈলীদেরকে স্থায়ীভাবে বশে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের পুত্র সন্তান ও পুরুষদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। এই অর্থ বহন করা ছাড়াও এর মর্মার্থ এরূপও হতে পারে, তার এই শোষণ এবং নিষ্ঠুর দমন নীতি দ্বারা ফেরাউন তাদের পুরুষোচিত গুণাবলী ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে নারী জাতির মতো দুর্বল করে দিতে চেয়েছিল।

وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۞

৭। [ক]এবং দেশে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে[২১৯৭] চাইলাম যাতে আমরা ফেরাউন ও হামান[২১৯৮] এবং উভয়ের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেই[২১৯৯], যে সম্পর্কে তারা তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) কাছ থেকে আশঙ্কা করতো।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِيْ وَ لَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

৮। [খ]আর আমরা মূসার মায়ের প্রতি ওহী করেছিলাম, ‘তুমি তাকে দুধ পান করাও। আর তুমি যখন তার সম্বন্ধে আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর তুমি ভয় করো না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। আমরা নিশ্চয় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের মাঝ থেকে (এক রসূল) বানাবো।’

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۚ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۞

★ ৯। আর [গ]সে (অর্থাৎ মূসা) যে তাদের এক শত্রু[২২০০] হবে এবং দুর্দশার কারণ হবে, (এ বিষয়ে অনবহিত) ফেরাউনের পরিবার তাকে তুলে নিল। নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাদের সেনাদল ছিল পাপী।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞

১০। আর ফেরাউনের স্ত্রী বললো, ‘(এ যে) আমার ও তোমার জন্য চোখ জুড়ানোর (কারণ হবে)! একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি।’ অথচ তারা (এর পরিণতি) আঁচ করতে পাচ্ছিল না[২২০১]।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩৮; ২৬ঃ৬০; ৪৪ঃ২৯ খ. ২০ঃ৩৯ গ. ২০ঃ৪০।

২১৯৭। মিসরে ইসরাঈলীদের চরিত্র হনন যখন নিম্নতর বিন্দুতে পৌঁছেছিল এবং ফেরাউন ও তার লোকদের অবিচারের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অব্যর্থ সুবিজ্ঞ নিয়মে এই আদেশ জারি করলেন, অত্যাচারীদের শাস্তি হওয়া উচিত এবং যারা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি হযরত মূসা (আঃ)কে আবির্ভূত করলেন। এই অবস্থা, যা প্রত্যেক প্রেরিত নবী-রসূলের যুগেই ঘটেছিল, তা সর্বাপেক্ষা পূর্ণভাবে এবং লক্ষণীয়ভাবে সংঘটিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যকালে।

২১৯৮। 'অ্যামন' দেবতার প্রধান পুরোহিতের উপাধি ছিল ‘হামান’। মিসরীয় ভাষাতে ‘হাম’ এর অর্থ উচ্চ মর্যাদার পুরোহিত। মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী অ্যামন দেবতা অপর সমস্ত মিশরীয় দেব-দেবীকে নিয়ন্ত্রণ করতো। হামান ছিল রাজকোষ এবং শস্যভাণ্ডার উভয়ের পরিচালক এবং সৈন্যদলের এবং থীবসবাসী সকল কারিগরদেরও পরিচালক। তার নাম ছিল নেবুন্নেফ এবং সে রাজা দ্বিতীয় রামেসিস এবং তার পুত্র মেরেনেপ্তার অধীনে প্রধান পুরোহিত ছিল। দেশের সমস্ত যাজকবর্গের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী যাজকীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়ার কারণে তার ক্ষমতা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ করতো, এমন কি তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীও ছিল (এ স্টোরী অব ইজিপ্ট বাই জেমস্ হেনরী ব্রেস্টেড, পি,এইচ,ডি)। পারস্য সম্রাট আহাস্যুরাস, যিনি হযরত মূসা (আঃ) এর অনেক যুগ পরে বাস করতেন, তারও এক মন্ত্রীর নাম ‘হামান’ ছিল বলে কথিত আছে। একই নামের দুব্যক্তি ভিন্ন দুসময়ে থাকা কোন আশ্চর্য বা আপত্তিকর কিছু নয়।

২১৯৯। শোষণ এবং নির্যাতন তার সত্তার মধ্যে প্রতিশোধের বীজ জন্ম দেয় এবং শোষণকারীরা ও অত্যাচারীরা কখনো নিজেদেরকে সেই সমস্ত লোকের বিদ্রোহ থেকে নিরাপদ মনে করে না, যাদেরকে তারা শোষণ করে, দাবিয়ে রাখে এবং নির্যাতন করে। অত্যাচারীর অত্যাচার যত অধিক, তত অধিক তাদের ভয় থাকে অত্যাচারীতদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের। ফেরাউনকেও এই ভয় পেয়ে বসেছিল।

২২০০ ও ২২০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১১। আর মূসার মায়ের হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হয়ে গেল। আমরা যদি তার অন্তর সুদৃঢ় করে না দিতাম তবে সম্ভবত সে তার (অর্থাৎ মূসার) পরিচয় প্রকাশ করে দিত। (তাই আমরা এরূপ করেছি) যাতে সে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়[২২০২]।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

★ ১২। আর সে (অর্থাৎ মূসার মা) তার (অর্থাৎ মূসার) বোনকে বললো, 'তুমি তার অনুসরণ কর।' সে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু তারা (অর্থাৎ ফেরাউনের লোকেরা) কিছুই জানতো না।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

★ ১৩। আর এর আগেই আমরা স্তন্য দাত্রীদেরকে তার (অর্থাৎ মূসার) কাছে অগ্রহণযোগ্য করে দিলাম। অতএব সে (অর্থাৎ মূসার বোন) বললো, [ক]'আমি কি এমন এক পরিবারের কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যারা তোমাদের পক্ষে তাকে লালনপালন করবে এবং তার অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী হবে?'

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ﴿١٣﴾

★ ১৪। এভাবেই আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানতে পারে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

১ [১৪] ৪

فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ ع

১৫। [খ]আর সে যখন পরিপক্ক বয়সে পৌঁছলো এবং (উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আমরা তাকে সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি[২২০৩]।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

দেখুন ঃ ক.২০ঃ৪১ খ. ১২ঃ২৩; ৪৬ঃ১৬।

২২০০। 'লিইয়াকুনা' (যার পরিণাম হলো) শব্দে 'লাম'কে বলা হয় লামে 'আকেবা' যা ফলাফল ও পরিণতি বুঝায়।

২২০১। আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম-কানুন বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্যজনক। ফেরাউন কি জানতো, যার ওপর সে আদর-যত্ন ঢেলে দিচ্ছে সেই শিশুই একদিন তার জন্য নিয়তির হাতে শাস্তির উপকরণ বলে প্রমাণিত হবে। কারণ ফেরাউন ঐশী আদেশের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা ও বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করেছিল, ইসরাঈল জাতিকে এক সুদীর্ঘকালের জন্য দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল।

২২০২। হযরত মূসা (আঃ) এর মা তার নিকট মূসাকে ফিরিয়ে দেয়াতে এত বেশি খুশী হয়েছিলেন যে আনন্দাতিশয্যে তিনি ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনিই ঐ সন্তানের অধিকারী। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে পূর্বাহ্নে সংযত না করতেন তাহলে তিনি লোকদেরকে সম্পূর্ণ ঘটনা বলেই দিতেন, কীরূপে তিনি ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তদনুসারে কীরূপে শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি।

২২০৩। হযরত মূসা (আঃ) পার্থিব এবং ঐশী জ্ঞানে পূর্ণ পরিপক্ক ছিলেন। সেই যুগে এক ক্ষমতাশালী বাদশাহের গৃহ-শিক্ষকের নিকট তৎকালীন বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর দৈহিক বিকাশও সুঠাম ছিল, যা পরবর্তী আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি সৎ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা এক মহান ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে পূর্বাহ্নেই মনোনীত করেছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁকে গভীর বিচক্ষণতায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত মূসা (আঃ) পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। তিনি পরোপকারী ছিলেন এবং সর্বদা সৎকর্মশীল ছিলেন।

★ ১৬। আর লোকদের ঘুমন্ত অবস্থায় সে শহরে প্রবেশ করলো। আর সেখানে সে দুজনকে মারামারি করতে দেখলো। (এদের) একজন ছিল তার স্বগোত্রীয় এবং অন্যজন ছিল তার শত্রুপক্ষের। আর যে তার স্বগোত্রীয় ছিল সে তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তার (অর্থাৎ মূসার) সাহায্য চাইল[২২০৪]। তখন [ক]মূসা তাকে ঘুষি মারলো এবং (এতে) তার মৃত্যু ঘটলো। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'এটা শয়তানের কাজ[২২০৫]। সে অবশ্যই এক শত্রু, প্রকাশ্য এক প্রতারক।'

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۟ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۟ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶﴾

১৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের ওপর যুলুম করেছি[২২০৬]। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۷﴾

১৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাই আমি ভবিষ্যতে কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না'[২২০৭]।

قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۸﴾

দেখুন ঃ ক.২০ঃ৪১; ২৬ঃ২০।

২২০৪। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতিবশত এবং অতি উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় হযরত মূসা (আঃ) সর্বদা দুর্বল এবং অত্যাচারিতদের সাহায্যে প্রস্তুত থাকতেন। এমতাবস্থায় একজন তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে মূসা (আঃ) তাকে রক্ষা করতে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়েছিলেন।

২২০৫। আরবী ভাষার বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'এটা শয়তানের কাজ' উক্তির অর্থ হলো, এক মন্দ ব্যাপার ঘটে গেছে। হযরত মূসা বলছেন, শয়তান এক মিসরবাসী এবং একজন ইহুদীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল এবং আমি অত্যাচারিত ইহুদীর সাহায্যার্থে এসেছিলাম, যার ফলে একটি অনুচিত ঘটনা ঘটে গেল অর্থাৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। অথবা হতে পারে, এই উক্তি মিসরবাসীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল এই অর্থে যে, 'এটা তোমার শয়তানী কর্মের ফল' অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু তোমার আপন দুষ্কর্ম ও পাপের পরিণাম।' ঘটনাটি এই ছিল যে হযরত মূসা (আঃ) কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেননি এবং মিসরীয়কে শুধু প্রতিহত করেছিলেন বা তাকে মুষ্টাঘাত করেছিলেন। এতে এটাই প্রমাণিত হবে, শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ছিল এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা মাত্র। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, তাকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্য হযরত মূসা (আঃ) এর ছিল না। পবিত্র কুরআন মিসরীয় লোকটির দুষ্কর্মের উল্লেখ করেনি, তবে এই আয়াতে মূসা (আঃ) এর কথার মধ্যে এর ইঙ্গিত রয়েছে। এক ইসরাঈলী স্ত্রীলোককে মিসরীয় লোকটি কর্তৃক জবরদস্তি তার সঙ্গে ব্যভিচারে বাধ্য করার কথা বর্ণিত আছে। বাহ্যত এটাই ছিল আয়াতে উল্লেখিত কলহের সূত্রপাত এবং পরিশেষে হযরত মূসা (আঃ) এর হস্তক্ষেপ এবং মিশরবাসী ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটে (যিউ এনসাইক 'মোজেস' অধ্যায়)।

২২০৬। 'যালামাহু' অর্থ সে তার ওপর গুরুভার চাপিয়েছিল যা বহনে সে অক্ষম ছিল, সে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করেছিল (লেইন এবং মুফরাদাত)। হযরত মূসা (আঃ) উপলব্ধি করেছিলেন, বেচারা ইহুদীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে মিসরীয় লোকটিকে মেরে ফেলেছিলেন এবং এর ফলে নিজেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করেছিলেন এবং নিজের ওপরে এমন বোঝা চাপিয়ে ছিলেন যা বহন করতে তিনি বাহ্যত অক্ষম ছিলেন। অতএব হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিকট মন্দ পরিণতি থেকে (যা শাসক জাতির এক ব্যক্তিকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার কারণে উদ্ভবের আশঙ্কা ছিল) রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন।

২২০৭। তফসীরাধীন আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)কে বলতে দেখা যায়, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, সেহেতু আমি ভবিষ্যতে কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।' অথবা এরূপ বুঝাতে পারে, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু সর্বদা তুমি আমার প্রতি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল, আমি কীরূপে অত্যাচারীর সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী হতে পারি।'

★ ১৯। আর সে শঙ্কিত হয়ে সতর্ক অবস্থায় শহরে হাঁটতে হাঁটতে তার দিন শুরু করলো। আর দেখ! যে ব্যক্তি গতকাল তার সাহায্য চেয়েছিল সে (আবার) সাহায্যের জন্য চিৎকার করে তাকে ডাকলো। মূসা তাকে বললো, তুমি অবশ্যই এক প্রকাশ্য সীমালঙ্ঘনকারী[২২০৮]।

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٩﴾

২০। এরপর মূসা যখন সেই ব্যক্তিকে ধরতে মনস্থ করলো, যে তাদের উভয়ের শত্রু,[২২০৯] তখন সে বললো, 'হে মূসা! তুমি গতকাল যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাও? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচার করে বেড়াতে চাও এবং তুমি শান্তিকামীদের অন্তর্গত হতে চাও না।'

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ۙ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٢٠﴾

২১। আর এক ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এল। সে বললো, 'হে মূসা! (রাজ্যের) প্রধানরা তোমাকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করছে। সুতরাং তুমি পালিয়ে যাও। নিশ্চয় আমি তোমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী'।

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

২২। ক তখন সে ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার কর।'

২ [৮] ৫

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾ ع

২৩। এরপর সে যখন মিদিয়ানের দিকে রওনা হলো তখন বললো, 'আমি আশা করি আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٣﴾

২৪। অবশেষে সে যখন মিদিয়ান (শহরের) পানির ঘাটে এল তখন সে এক দল লোককে সেখানে (তাদের পশুপালকে) পানি পান করাতে দেখতে পেল এবং তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে দুজন রমণীকে দেখতে পেল, (যারা) তাদের পশুপালকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের সমস্যা

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ২২।

২২০৮। মনে হয় হযরত মূসা (আঃ)কে যে ইহুদী লোকটি সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল তাকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন এভাবে, তুমি এক নির্বোধ লোক এবং তোমার কাজের পরিণতি উপলব্ধি করতে না পেরে তুমি সরাসরি ঝঞ্ঝাটে জড়াও। কথাগুলো দ্বারা এই অর্থ বুঝায় না যে হযরত মূসা (আঃ) লোকটিকে দোষী ভেবেছিলেন, যে ভুল ধারণাটি সাধারণত করা হয়ে থাকে।

২২০৯। 'উভয়ের শত্রু' কথাগুলোতে প্রতিফলিত হয়, উল্লেখিত লোকটি মিসরবাসী ছিল। কিন্তু যদি সে একজন ইহুদী হতো যেমনটি বাইবেল বলে, তাহলে মিসরীয় লোকটির সাথে নিশ্চয়ই তার যোগসাজশ ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বদিনের ঘটনাটি নিশ্চয়ই বলে দিয়েছিল এবং এরূপে সেই সাহায্যপ্রার্থী লোকটি মূসা (আঃ) এবং ঈসরাঈল জাতি উভয়ের শত্রু হয়েছিল।

কী?'[২২০৯-ক] তারা উত্তর দিল, 'রাখালরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

★ ২৫। অতএব সে তাদের পক্ষ থেকে (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করালো। এরপর সে এক ছায়ার দিকে সরে গেল এবং বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যে কল্যাণেই আমাকে ভূষিত কর আমি অবশ্যই এর ভিখারী।'

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন তাদের দুজনের একজন লজ্জায় জড়সড় হয়ে তার কাছে এল (এবং) বললো, 'তুমি আমাদের পক্ষে (পশুপালকে) যে পানি পান করিয়েছ এর বিনিময় দেয়ার জন্য আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন। অতএব সে যখন তার (অর্থাৎ মেয়ের পিতার) কাছে এল এবং পুরো ঘটনা তার কাছে বর্ণনা করলো তখন সে বললো, 'ভয় করো না, তুমি যালেম জাতির (কবল) থেকে রক্ষা পেয়ে গেছ[২২১০]।'

فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাদের দুজনের একজন বললো, 'হে আমার পিতা! তুমি একে কর্মচারী হিসেবে রেখে নাও। তুমি যাদের কর্মচারী রাখবে তাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে উত্তম হবে, যে বলিষ্ঠ (ও) বিশ্বস্ত।'

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٧﴾

২৮। সে (মূসাকে) বললো, 'নিশ্চয় আমি আমার এ দুটি মেয়ের একজনকে তোমার সাথে এ শর্তে বিয়ে দিতে চাই, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। আর তুমি যদি দশ বছর পূর্ণ কর তবে তা হবে তোমার (অনুগ্রহ)[২২১১]। আর আমি তোমাকে কোন কষ্টে ফেলতে চাই না। আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাবে।'

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٢٨﴾

২২০৯-ক। তোমাদের কী অসুবিধা, অথবা তোমাদের কী হয়েছে?

২২১০। 'তুমি যালেম জাতির কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেছ' এই উক্তি প্রমাণ করে, মূসা (আঃ) এর বক্তব্য শুনে ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ লোকটির দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল, হযরত মূসা (আঃ) হত্যাকারী ছিলেন না এবং মিসরবাসী লোকটির মৃত্যু এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এছাড়াও সেই বৃদ্ধটি মিসরবাসী লোকদেরকে এক অসৎ জাতিরূপে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে দোষারোপ করেছিলেন।

২২১১। এই আয়াত থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত সাধারণত যা বিবেচিত হওয়া উচিত এর গঠন প্রণালী তা সমর্থন করে না, অর্থাৎ শোআয়ব বা জেথ্রো তাঁর কন্যাদের মধ্য থেকে একজনকে হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে আট বা দশ বছরের কাজের বিনিময়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটি অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে শো'আয়ব অধিক বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন সৎলোকের প্রয়োজন ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) এর মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকায় তাঁকে তিনি (শো'আয়ব) তাঁর কন্যার পরামর্শমতে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। চাকরির মেয়াদ আট অথবা দশ বছর ধার্য হয়েছিল। শো'আয়ব আল্লাহ্ওয়ালা (ধার্মিক)

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★২৯। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তোমার ও আমার মাঝে এটাই (স্থির হলো)। দুটি মেয়াদকালের যে কোনটিই আমি পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন অবিচার করা যাবে না। আর আমরা যা বলছি আল্লাহ্ এর সাক্ষী।'

৩ [৭] ৬

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿۲۹﴾

৩০। এরপর মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পূর্ণ করলো এবং তার পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুনের মত (কিছু) দেখলো। সে তার পরিবারকে বললো, 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর।[২২১২] [ক]আমি আগুনের মত (কিছু) দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন সংবাদ অথবা আগুনের কোন অঙ্গার নিয়ে আসবো যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۳۰﴾

★৩১। আর সে যখন এ (আগুনের) কাছে এল [খ]তখন কল্যাণমন্ডিত উপত্যকার[২২১৩] প্রান্তে অবস্থিত গাছের একটি আশিসপূর্ণ অংশ থেকে তাকে (এই বলে) ডাকা হলো, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমিই বিশ্বগজতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্।'

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩২। [গ]আর (বলা হলো), 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' এরপর সে যখন এটাকে নড়াচড়া করতে দেখলো (তার মনে হলো) এটা যেন একটা সাপ। তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল এবং ফিরেও তাকালো না। (তখন তাকে বলা হলো,) হে মূসা! তুমি অগ্রসর হও, ভয় করো না। তুমি নিশ্চয় নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের একজন।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿۳۲﴾

দেখুন ঃ ক.২০ঃ১১; ২৭ঃ৮ খ. ১৯ঃ৫৩; ২০ঃ৮১; ৭৯ঃ১৭ গ. ৭ঃ১১৮; ২০ঃ২০; ২৬ঃ৪৬।

লোক ছিলেন। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অথবা ইলহাম দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জানিয়েছিলেন, হযরত মূসা (আঃ) এর জন্য এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। অতএব তিনি তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজনকে হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর জামাতা কিছুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করবে এবং সৎসংগে উপকৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে বিয়ের একটি শর্ত এরূপ আরোপ করেছিলেন, মূসা (আঃ)কে তাঁর (শো'আয়ব) সঙ্গে আট অথবা দশ বছর বসবাস করতে হবে। সুতরাং এটি সঠিক নয় যে শো'আয়ব তাঁর কন্যাকে আট অথবা দশ বছরের কাজের বিনিময়ে হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শো'আয়বের নিকট থেকে হযরত মূসা (আঃ) কাজের পারিশ্রমিক যা পেয়ে থাকুন না কেন তার সাথে বিয়ের-প্রস্তাবের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

২২১২। গভীর ধ্যান এবং আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা অত্যাবশ্যক। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর পরিবার থেকে প্রকৃতপক্ষে সকল পার্থিব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছিলেন এই প্রত্যাশায় যে তিনি ঐশী সম্ভাষণে অনুগৃহীত হতে পারেন।

২২১৩। হযরত মূসা (আঃ) আশীর্বাদপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপত্যকার কিনারায় ছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে প্রবেশ করেছিলেন (৫৩ঃ১৪,১৫)। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে সেই উচ্চ স্তরে পৌছতে পারেননি, যা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

৩৩। [ক]তুমি তোমার (জামার) বুকের খোলা অংশ দিয়ে হাত ঢুকাও, এটা দোষত্রুটিমুক্ত ধবধবে সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে। এরপর ভয় (দূর করার জন্য) তোমার বাহু নিজের (দেহের) সাথে চেপে ধর। অতএব ফেরাউন ও তার প্রধানদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এ দুটি হলো অকাট্য প্রমাণ। নিশ্চয় তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক।'

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। [খ]সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম[২২১৪]। অতএব আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর আমার ভাই হারূন কথা বলার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি পটু। অতএব সাহায্যকারীরূপে[২২১৫] [গ]তাকে আমার সাথে পাঠাও যাতে সে আমার সত্যায়ন করে। নিশ্চয় আমি এ আশঙ্কা(ও) করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে।'

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٥﴾

৩৬। [ঘ]তিনি বললেন, 'আমরা অবশ্যই তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার হাত[২২১৬] শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে বিজয়ের এক নিদর্শন দান করবো। অতএব আমাদের নিদর্শনাবলী থাকার (কারণে) তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা উভয়ে এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তারাও বিজয়ী হবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। [ঙ]অতএব মূসা যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের কাছে এল তখন তারা বললো, 'এটা কেবল এক বানানো যাদু। আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এমন কথা কখনো শুনিনি।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٧﴾

দেখুন ঃ ক.৭ঃ১০৯; ২০ঃ২৩; ২৭ঃ১৩ খ. ২০ঃ৪১; ২৬ঃ১৫ গ. ২০ঃ৩০-৩৩; ২৬ঃ১৪ ঘ. ২০ঃ৪৩ ঙ. ২৯ঃ৪০।

২২১৪। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর দ্বারা আকস্মিকভাবে একটি লোকের নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করার অভিযোগে নিজেকে দোষী মনে করেছিলেন।

২২১৫। 'রিদ' অর্থ অবলম্বন বা এমন অবলম্বন যা দিয়ে দেয়াল শক্তিশালী করা হয়, এমন কিছু যা দিয়ে কেউ সাহায্য বা সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়, সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি। আরবরা বলে, 'ফুলানুন রিদ্উ ফুলানিন', অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুকের সাহায্যকারী (লেইন)।

২২১৬। 'আয়ুদা' অর্থ বাহুর উপরিভাগ বা বাহুর উপরের অর্ধাংশ, সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি (লেইন)।

৩৮। আর মূসা বললো, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং পরকালের ঘর কার ভাগ্যে জুটবে। নিশ্চয় যালেমরা কখনো সফল হয় না।

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٨﴾

★ ৩৯। আর ফেরাউন বললো, 'হে প্রধানরা! [ক]আমি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য (কোন) উপাস্য আছে বলে আমি জানি না। [খ]অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ভিজা মাটির (ইটের) ওপর আগুন জ্বালাও (অর্থাৎ ইট বানাও) এবং আমার জন্য একটি উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি মূসার উপাস্যকে[২২১৭] এক পলক দেখকে পারি, যদিও আমি তাকে (অর্থাৎ মূসাকে) মিথ্যাবাদীদের একজন বলে মনে করি।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى ۚ فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। [গ]আর সে ও তার সেনাদল দেশে অযথা অহঙ্কার করে বেড়ালো এবং ধারণা করলো আমাদের দিকে তাদের কখনো ফিরিয়ে আনা হবে না।

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। [ঘ]অতএব আমরা তাকে ও তার সেনাদলকে ধরে ফেললাম এবং সাগরে তাদের নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, যালেমদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল!

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

৪২। আর আমরা তাদের এরূপ নেতা বানিয়েছিলাম, [ঙ]যারা (লোকদের) আগুনের দিকে ডাকতো। আর কিয়ামত দিবসে তাদের সাহায্য করা হবে না।

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। [চ]আর এ পৃথিবীতেই আমরা তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত হবে[২২১৭-ক]।

৪ [১৪] ৭

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٣﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৩০ খ. ৪০ঃ৩৭ গ. ৭ঃ১৩৪; ২ঃ৫১; ৭ঃ১৩৭; ১৭ঃ১০৪; ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ৭৯ঃ২৬ ঙ. ১১ঃ৯৯ চ. ১১ঃ৬১,১০০।

২২১৭। আয়াতটির দুটি ব্যাখ্যা হয় ঃ ১) ইসরাঈলীরা এর আগেই মৃৎপাত্র, চুনাপাথর, ইট প্রভৃতির ভাটিতে দিনমজুরের কাজ করছিল। তাদের এই অসম্মানজনক অবস্থার প্রতি পরোক্ষ উল্লেখপূর্বক ফেরাউন বোধহয় উপহাস করে হামানকে বলেছিলেন, এই লোকগুলোর হাতে মনে হয় করার মত যথেষ্ট কাজ নেই। পর্যাপ্ত অবসর পাওয়ার কারণে তারা নবুওয়তের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগাতে হবে। তহলে তাদের হুঁশ হবে এবং খোদা ও নবুওয়ত সম্বন্ধে অলীক মোহ পরিত্যাগ করবে। (২) মিসরবাসীরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই পণ্ডিত ছিল। তারা নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য উঁচু মানমন্দির নির্মাণ করেছিল। সেই কারণে ফেরাউন বিদ্রূপাত্মকভাবে হামানকে তার জন্য এক অত্যুচ্চ মানমন্দির নির্মাণ করতে বলেছিল। সেখান থেকে সে মূসা (আঃ) এর খোদাকে এক নজর দেখতে পারবে।

২২১৭-ক। 'মাক্বূহ্' অর্থ শুভ বা ভাল থেকে বঞ্চিত বা বিতাড়িত, ভাল কিছু থেকে কুকুরের মতো বিতাড়িত হওয়া, জঘন্যরূপে অঙ্কিত (লেইন)।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। [ক]আর আমরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার পর নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম। এটা লোকদের জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী হেদায়াত ও কৃপা ছিল, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পাশে ছিলে না যখন আমরা মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি (চাক্ষুস) সাক্ষীদের (দলেও) ছিলে না[২২১৮]।

وَلَٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۙ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতির উত্থান ঘটিয়েছিলাম এবং তাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল[২২১৯]। আর তুমি মিদিয়ানবাসীদের কাছেও[২২১৯-ক] আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনানোর জন্য তাদের মাঝে ছিলে না। অথচ আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭। আর তুমি তূর (পর্বতের) পাশে ছিলে না [খ]যখন আমরা (মূসাকে) ডেকেছিলাম (এবং তার কাছে তোমার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী[২২২০] করেছিলাম)। কিন্তু (তোমাকে) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা কৃপারূপে (পাঠানো হয়েছে) [গ]যেন তুমি এরূপ জাতিকে সতর্ক কর, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৫৫; ৪৬ঃ১৩ খ. ২০ঃ১২-১৩; ৭৯ঃ১৭ গ. ৩২ঃ৪; ৩৬ঃ৭।

২২১৮। এই আয়াতের অভিপ্রায় হলো, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভাব সম্বন্ধে হযরত মূসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮) এত বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ) এর সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২১৯। শত শত বছর পার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) এর পরবর্তীকালে নবীদের এক সুদীর্ঘ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো এবং তাঁরা নিজ নিজ বাণী প্রচার করে গেলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮ শ্লোকে উল্লেখিত [যাঁদের সম্বন্ধে হযরত মূসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন] 'মূসার মত নবী' হওয়ার দাবি ঐ সকল নবীদের মধ্যে কেউই করলেন না। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়ে দাবী উপস্থাপন করলো, হযরত মূসা (আঃ) এর মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে (৭৩ঃ১৬)। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী প্রামাণ্যরূপে ঐশী-ভিত্তিতেই ছিল এবং তা মূসা (আঃ) এর বহু শতাব্দী পরে আবির্ভূত নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক তাঁর মুখে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। হযরত মূসা (আঃ) এর জাতির লোকেরা কালের ব্যবধানে পবিত্র নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীসহ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

২২১৯-ক। এই কথাগুলো হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে রসূল করীম (সাঃ) এর লক্ষণীয় সাদৃশ্যের প্রতি নির্দেশ করে। হযরত মূসা (আঃ) যেমন মিদিয়ানে অপরিচিত লোকদের মধ্যে দশ বছর বাস করার পর তাঁর জাতির নির্যাতিত লোকদেরকে ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন করতে মিসরে ফিরে গিয়েছিলেন, সেরূপ আঁ হযরত (সাঃ) মদীনায় দশ বছর বাস করে বিজয় অভিযানে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

২২২০। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে প্রথমে তাঁর সম্পর্কে মূসা (আঃ) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করানো (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮) এবং পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বলে দাবী করা।

★ ৪৮। আর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর যখন কোন দুর্দশা নেমে আসে তখন কেন তারা বলে না,★ [ক]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি কেন আমাদের কাছে তোমার রসূল পাঠাওনি যাতে আমরা তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতে এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম?'

وَلَوْلَآ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

★ ৪৯। কিন্তু তাদের কাছে যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য এল তারা বললো, [খ]'মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল★★ সেরূপ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মদকে) কেন দেয়া হলো না?' তারা কি তা অস্বীকার করেনি, এর পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল? তারা এ কথা বলেছিল, 'এ দুজন বড় যাদুকর, যারা একে অপরকে সাহায্য করে।' তারা বলেছিল, 'আমরা প্রত্যেককেই অস্বীকার করি'।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۚ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُونَ ﴿٤٩﴾

★ ৫০। তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ দুটির (অর্থাৎ তওরাত ও কুরআনের) চেয়ে অধিক উত্তম পথ প্রদর্শনকারী[২২২১] একটি কিতাব নিয়ে আস যাতে আমি এর অনুসরণ করতে পারি।'

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। [গ]অতএব তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া না দিলে জেনে রাখ, তারা কেবল নিজেদের কামনাবাসনারই অনুসরণ করছে। আর তার চেয়ে অধিক বিপথগামী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র হেদায়াত ছেড়ে দিয়ে নিজ কামনাবাসনার অনুসরণ করে? আল্লাহ্ কখনো যালেম লোকদের হেদায়াত দেন না।

৫ [৮] ৮

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

৫২। আর নিশ্চয় আমরা তাদের কাছে উত্তমরূপে বাণী পৌঁছে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এর পূর্বে আমরা যাদের কিতাব[২২২২] দিয়েছিলাম তাদের (অনেকে) এ (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে।

اَلَّذِينَ ءَاتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ১৩৫ খ. ৬ঃ১২৫ গ. ১১ঃ১৫।

★ [এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নেই নিহিত রয়েছে। আর কেন তারা আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করতে পারে না এর কারণ হলো, মানুষের অপকর্মের জন্য শাস্তি দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ সব সময় তাদের কাছে সতর্ককারী পাঠিয়ে থাকেন (৬:১৩২ আয়াত দেখুন) (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★ [ইহুদী, খৃষ্টান ও প্রতিমা পূজারী এরা হলো ইসলামের বিপক্ষে তিন প্রধান বিরোধী শক্তি। এ আয়াতে ইহুদীদের সম্বোধন করা হয়েছে। এ বিবৃতি একমাত্র ইহুদীরাই দিতে পারতো। কুরআন করীম যখন বলে, 'এর পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা তা অস্বীকার করেছিল' এর অর্থ এ নয় যে ইসলামের মহানবী (সা:) এর যুগের লোকেরা মূসাকে (আ:) অস্বীকার করেছিল।
আলোচ্য আয়াতে 'ইন্না বিকুল্লি কাফিরূন' (আমরা প্রত্যেককেই অস্বীকার করি) অংশের আরও অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র নামে তথাকথিত নিদর্শনাবলীসহ যারাই এসেছে আমরা তাদের সবাইকে অস্বীকার করি। এটা সেইসব লোকের সাধারণ ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করে, যারা

★★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২২২১ ও ২২২২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا آمَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪। আর তাদের কাছে যখন এ (কুরআন) পড়া হয় তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। এটি আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিশ্চয় সত্য। অবশ্যই আমরা এর পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।'

أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এরাই সেইসব লোক, ধৈর্য ধরার[২২২৩] দরুন যাদেরকে তাদের প্রতিদান দুবার দেয়া হবে। তারা [ক]সৎ কাজ দিয়ে মন্দ কাজকে প্রতিহত করে এবং যা-ই [খ]আমরা তাদের দান করেছি তারা এথেকে খরচ করে।

وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। [গ]আর তারা যখন বাজে কথা শুনে তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ পছন্দ করি না।'

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। [ঘ]নিশ্চয় তুমি যাকে চাও হেদায়াত দিতে পার না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারেন। আর তিনি হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ভাল করেই জানেন।

وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর তারা বললো, 'আমরা তোমার সাথে এই হেদায়াতের অনুসরণ করলে দেশ থেকে আমাদের বের[২২২৪] করে দেয়া হবে।' (তুমি বল) 'আমরা কি তাদের নিরাপদ 'হারামে' আবাসন দান করিনি, [ঙ]যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের ফলমূল রিয্ক হিসেবে নিয়ে আসা হয়?' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৩; ২৩ঃ৯৭; ৪১ঃ৩৫ খ. ২৩ঃ৫ গ. ২৫ঃ৬৪,৭৩ ঘ. ১২ঃ১০৪; ১৬ঃ৩৮ ঙ. ২ঃ১২৭; ১৪ঃ৩৮।

তাদের যুগনবীকে অস্বীকার করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২২১। ঐশী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন এবং তওরাতের উচ্চমার্গের পরোক্ষ উল্লেখ করেছে এই আয়াত। ঐশী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন মজীদ পরম উৎকর্ষের মানদণ্ডে উৎকৃষ্টতম এবং তাওরাত কিতাব দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

২২২২। 'আল্ কিতাব' বিশেষভাবে তওরাতের প্রতি অথবা প্রত্যেক ঐশী গ্রন্থের প্রতি নির্দেশ করে। এই আয়াত হয়তো এই অর্থ বুঝাতে পারে ঃ (১) যাদেরকে এই তওরাত কিতাবের সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং যারা এর ওপর চিন্তাভাবনা করে তারা নিশ্চয়ই কুরআনের ওপর ঈমান আনতে বাধ্য, অথবা (২) প্রত্যেক ঐশী কিতাবের অনুসারীদের মধ্যে এক বৃহৎ শ্রেণী যুগে যুগে কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

২২২৩। তওরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐ সকল লোক যারা কুরআনে ঈমান রাখে, তাদেরকে উভয় কিতাব অর্থাৎ তওরাত এবং কুরআনে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং সত্যের খাতিরে ধৈর্যের সাথে যন্ত্রণা ভোগ করার প্রতিদানস্বরূপও তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

২২২৪। আয়াতের মর্মার্থ হলো, নতুন বাণী যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে লোকেরা মক্কার ওপর আকস্মিক ছোঁ মেরে বসবে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবে–এই ভীতি অমূলক। আয়াতটির অভিপ্রায় হলো, স্মরণাতীত কাল থেকে মক্কা (যা এখন নতুন ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে) এক নিরাপদ পবিত্র স্থানরূপে বিদ্যমান ছিল এবং যারা এর পবিত্র বৈশিষ্ট্যে যখনই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৫৯। [ক]আমরা কত জনপদই ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা নিজেদের জীবিকার (প্রাচুর্যের) কারণে অহংকার করতো! অতএব (দেখ) এগুলো হলো তাদের বাসস্থান, যেখানে তাদের পরে (খুব কমই) বসতি স্থাপিত হয়েছিল[২২২৫]। আর নিশ্চয় আমরাই (তাদের) উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। [খ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যতক্ষণ কোন (জনপদের) কেন্দ্রে এরূপ রসূল না পাঠান[২২২৬], যে তাদের কাছে আমাদের আয়াত পড়ে শুনায়, ততক্ষণ পর্যন্ত জনপদগুলোকে (তিনি) ধ্বংস করেন না। আর আমরা জনপদগুলো ধ্বংস করি না যতক্ষণ এগুলোর অধিবাসীরা যালেম না হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظٰلِمُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। [গ]আর যা-ই তোমাদের দেয়া হয়ে থাকে তা কেবল পার্থিব জীবনের সাময়িক ধনসম্পদ এবং এ (পৃথিবীর) সৌন্দর্য। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

৬ [১০] ৯

وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। তবে যার সাথে আমরা উত্তম (পুরস্কার দানের) অঙ্গীকার করেছি এবং যা [ঘ]সে পেয়েও যাবে সে কি তার মত হতে পারে যাকে আমরা পার্থিব জীবনের সাময়িক ধনসম্পদ দিয়েছি, এরপর কিয়ামত দিবসে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের (জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হবে?

أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং বলবেন, '[ঙ]কোথায় আমার সেইসব শরীক যাদের তোমরা (শরীক) মনে করতে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। যাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে যাবে (তারা) বলবে, [চ]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরাই সেইসব লোক, যাদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। আমরা তাদের ঠিক সেভাবে বিপথগামী করেছিলাম যেভাবে আমরা (নিজেরা) বিপথগামী হয়েছিলাম। (তাদের সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করে (এখন) আমরা তোমার দিকে আসছি। [ক]তারা কখনো আমাদের উপাসনা করতো না।'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫; ২১ঃ১২; ২২ঃ৪৬; ৬৫ঃ৯ খ. ৬ঃ১৩২; ১১ঃ১১৮; ২০ঃ১৩৫; ২৬ঃ২০৯ গ. ৩ঃ১৫; ৯ঃ৩৮; ১০ঃ৭১; ১৬ঃ১১৮; ৪০ঃ৪০ ঘ. ২০ঃ১৩২; ২৬ঃ২০৬-২০৮ ঙ. ২৮ঃ৭৫; ৪১ঃ৪৮ চ. ৭ঃ৩৯,৪০; ১৪ঃ২২; ৩৩ঃ৬৮-৬৯; ৩৪ঃ৩২-৩৩; ৪০ঃ৪৮-৪৯।

২২২৫। মক্কাবাসীরা যাদের ভয়ে ভীত ছিল তাদের অপেক্ষা অতীত লোকদের মধ্যে এমন জাতি বাস করতো যারা অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিল এবং উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা যখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অহঙ্কারপূর্ণ আচরণ করলো তখন তারা পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন তারা কখনো এই দেশে বাস করেনি এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো।

২২২৬। বিগত পাঁচ-ছয় দশকে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও মহামারীর আকারে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের বার বার সংঘটন বর্তমান যুগে এক ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবকেই প্রতিপন্ন করে।

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। আর তাদের বলা হবে, [খ]'তোমাদের (বানানো) শরীকদের ডাক।' এরপর তারা এদের (অর্থাৎ শরীকদের) ডাকবে। কিন্তু এরা তাদের কোন উত্তর দিবে না এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। হায়, তারা যদি হেদায়াত পেয়ে যেত!

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, [গ]'তোমরা রসূলদের কী উত্তর দিয়েছিলে?'

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٧﴾

★ ৬৭। এরপর সেদিন তাদের কাছে সব বিষয়[২২২৭] অস্পষ্ট হয়ে যাবে[২২২৮]। আর তারা একে অপরকে প্রশ্ন করবে না।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। [ঘ]অতএব যে তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে সে অচিরেই সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে[২২২৯]।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যাকে চান) মনোনীত করেন। আর (এ ক্ষেত্রে) তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পরম পবিত্র এবং যাকে তারা শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। [ঙ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাও জানেন যা তাদের বক্ষ গোপন করে এবং তাও (জানেন) যা তারা প্রকাশ করে।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২৯; ১৬ঃ৬৭ খ. ১০ঃ২৯-৩০; ১৬ঃ৮৭ গ. ৫ঃ১১০; ৭ঃ৭ ঘ. ২০ঃ৮৩; ২৫ঃ৭২ ঙ. ২ঃ৭৮; ১১ঃ৬; ১৬ঃ২৪; ৩৬ঃ৭৭।

২২২৭। 'আন্‌বা' (রেহাই পাওয়ার জন্য ওজর) বহুবচন, এক বচনে 'নাবা' যার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, যুক্তি-প্রমাণ, বাণী, ওজর (লেইন এবং কুল্লিইয়াত)। শেষ বিচারের দিন অবিশ্বাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতাশ হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সমস্ত ওজর-আপত্তির যুক্তিহীনতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার দরুন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাদেরকে একে অন্যের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয়া হবে না।

২২২৮। 'আমেয়া আলায়হিল আমরু' অর্থাৎ বিষয়টি তার নিকট প্রচ্ছন্ন বা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল (লেইন)।

২২২৯। ইসলাম ধর্ম মতে অনুশোচনার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। পাপী ব্যক্তি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তওবা ও অনুতাপ করতে পারে। সে কখনো মুক্তির অতীত নয়, যদি না সেই ব্যক্তি বার বার সত্যের অস্বীকৃতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুশোচনার দ্বার নিজের জন্য নিজেই বন্ধ করে দেয়।

৭১। আর তিনিই আল্লাহ্। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সূচনাতে এবং পরকালেও প্রশংসা তাঁরই। আর তাঁর আদেশই চলে এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧١﴾

★ ৭২। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ করে দেন তাহলে বলতো দেখি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন্ উপাস্য আছে, যে তোমাদের কাছে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧٢﴾

★ ৭৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের জন্য দিনকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ করে দেন তাহলে বলতো দেখি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন্ উপাস্য আছে, যে তোমাদের কাছে রাত এনে দিতে পারে যাতে তোমরা স্বস্তি লাভ কর?[২২৩০] তবুও কি তোমরা ভেবেচিন্তে দেখবে না?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। [ক]আর তিনি নিজ কৃপায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন এজন্য সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এতে স্বস্তি লাভ কর এবং তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং বলবেন, 'কোথায় [খ]আমার সেইসব শরীক যাদের তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে?'

وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। [গ]আর আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী এনে উপস্থিত করবো এবং বলবো, 'তোমাদের যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে আস।' অতএব তারা জেনে যাবে, প্রকৃত সত্য আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে এবং যা-ই তারা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

৭ [১৫] ১০

وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৬৮; ১৭ঃ১৩; ২৭ঃ৮৭; ৩০ঃ২৪ খ. ১৬ঃ২৮; ১৮ঃ৫৩; ২৮:৬৩; ৪১ঃ৪৮ গ. ৪ঃ৪২; ১৬ঃ৮৫।

২২৩০। যেহেতু অবিরাম পরিশ্রম এবং একটানা বিশ্রাম মানবের দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেহেতু রাতের ঘুম এবং দিনের বেলায় কাজ আল্লাহ্ তাআলার মহা অনুগ্রহ। পরিশ্রান্ত এবং অবসন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাতে বিশ্রাম পায় আর আমরা নতুন উদ্যমে পরবর্তী দিনের কাজ করতে সক্ষম হই এবং দিনের বেলায় পরিশ্রম করি ও জীবিকা অর্জন করি। অতএব দিন-রাতের পর্যায়ক্রম আল্লাহ্ তাআলার এক অসীম করুণা।

★ ৭৭। [ক]নিশ্চয় কারূন[২২৩১] ছিল মূসার জাতির লোক। কিন্তু সে তাদের সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করলো। আর আমরা তাকে এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে[২২৩২] শক্তিশালী লোকদের একটি দলকেও এর চাবিগুলোর ভার নুইয়ে দিত। (স্মরণ কর) তার জাতি তাকে যখন বলেছিল, 'অহঙ্কার করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। আর আল্লাহ্ তোমাকে যা-ই দান করেছেন এর মাধ্যমে পরকালের ঘর অর্জনের আকাঙ্ক্ষা কর, পার্থিব জীবনে (তোমার জন্য নির্ধারিত) যে অংশ তুমি পেয়েছ সেটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, সদয় আচরণ কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমার সাথে সদয় আচরণ করেছেন এবং দেশে নৈরাজ্য (ছড়াতে) চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।'

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَآ أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। [খ]সে (অর্থাৎ কারূন) বললো, 'আমার অর্জিত জ্ঞানের কারণেই আমাকে এসব কিছু দেয়া হয়েছে।' সে কি জানতো না নিশ্চয় আল্লাহ্ তার পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তিতে তার চেয়ে প্রবল ও ধনসম্পদের (দিক থেকে) অধিক (সম্পদশালী) ছিল? আর অপরাধীদের (শাস্তি দেয়ার সময়) তাদের পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় না[২২৩৩]।

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। এরপর সে তার জাতির সামনে তার জমকালো বেশে বের হলো। (এতে) যারা পার্থিব জীবন চাইতো তারা বললো, 'হায়, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি (তা দেয়া) হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٨٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ ৪০; ৪০ঃ২৫ খ. ৩৯ঃ৫০।

২২৩১। কারূন (কোরা) অবিশ্বাস্য রকমের ধনী ছিল। সে ফেরাউনের অতি উচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদে পুষ্ট ছিল, খুব সম্ভব তার কোষাধ্যক্ষ ছিল। মনে হয় সে ফেরাউনের স্বর্ণ-খনির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিল এবং খনি খুঁড়ে স্বর্ণ বের করার একজন বিশেষজ্ঞ ছিল। মিসরের দক্ষিণাঞ্চলে 'কারু' এলাকা স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সংযুক্ত 'আন' অথবা 'অন' (অর্থাৎ 'স্তম্ভ' অথবা 'কিরণ') মিলিত 'কুর-অন' শব্দের মর্মার্থ, 'কারূর থাম বা স্তম্ভ' এবং এটা ছিল ফেরাউনের খনিজসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীর উপাধি। সে একজন ইসরাঈলী ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)কে বিশ্বাস করতো বলে বর্ণিত আছে। ফেরাউনের নিকট থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য কারূন স্বগোত্রীয় লোকদের ওপর নির্যাতন করতো এবং তাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করতো। এর ফলে ঐশী আযাব তার ওপর নেমে এসেছিল এবং সে ধ্বংস হয়েছিল।

২২৩২। 'মাফাতিহ্'– 'মাফ্তা' এবং 'মফ্তা' উভয় শব্দের বহুবচন। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ গুপ্ত ভাণ্ডার, সঞ্চিত সম্পদ এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ চাবি (লেইন)।

২২৩৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বললো, 'তোমাদের জন্য আক্ষেপ! যে ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্‌র (দেয়া) পুরস্কারই অতি উত্তম। ধৈর্যশীলদেরই কেবল এ (তত্ত্বজ্ঞান) দেয়া হয়।'

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨٢﴾

★ ৮২। ক.এরপর আমরা তাকে ও তার ঘরবাড়ী মাটিতে গেড়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার কোন দল তার ছিল না। আর সে (আল্লাহ্‌র নিয়তি) ব্যর্থ করতে পারলো না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। আর যারা একদিন পূর্বেও তার (অর্থাৎ কারূনের) অবস্থান (লাভের) আকাঙ্ক্ষা করেছিল এমন অবস্থায় (তাদের) ভোর হলো যে তারা বলতে লাগলো, 'হায় আক্ষেপ! খ.আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মাঝে যার জন্য চান রিয্‌ক প্রসারিত করে দেন এবং (যার জন্য চান) সংকুচিত করে দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করে থাকতেন তাহলে আমাদেরও (মাটিতে) গেড়ে দিতেন। হায় আক্ষেপ! কাফিররা কখনো সফল হয় না।'

৮ [৭] ১১

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। গ.এটি হলো পরকালের ঘর। পৃথিবীতে যারা বড়াই এবং বিশৃঙ্খলা (সৃষ্টি) করতে চায় না আমরা (এটি) তাদের জন্য নির্ধারিত করে থাকি। আর মুত্তাকীদের জন্যই উত্তম পরিণাম।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। ঘ.যে-ই কোন পুণ্য নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান) থাকবে। আর যে পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে সেক্ষেত্রে যারা পাপ করে থাকবে তাদের কৃতকর্মের সমপরিমাণ প্রতিফলই কেবল (তাদের) দেয়া হবে[২২৩৪]।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٦﴾

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনের (ওপর আমল করা) বাধ্যতামূলক করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে (সেই) স্থানে ফিরিয়ে আনবেন[২২৩৫] (যেখানে লোকেরা) বার বার গমন করে থাকে। তুমি বল, ঙ.'আমার প্রভু-প্রতিপালক (তাকে) ভালভাবে জানেন, যে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (তাকেও ভালভাবে জানেন) যে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।'

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ৪১ খ. ১৩ঃ২৭; ২৯ঃ৬৩; ৩৪ঃ৩৭ গ. ৭ঃ১৭০; ১৬ঃ৩১ ঘ. ৪ঃ১২৫; ৬ঃ১৬১; ১৭ঃ৮; ৪১ঃ৪৭; ৯৯ঃ৮-৯ ঙ. ১৭ঃ৮৫।

২২৩৩। কাফিরদের অপরাধ এতই স্পষ্ট হবে যে তা প্রমাণ করার জন্য আর কোন অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হবে না। অথবা এর অর্থ হলো, পাপিষ্ঠদের পাপসমূহ এবং দুষ্কৃতিসমূহ স্পষ্ট ও উন্মুক্ত বলে তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আর কোন সুযোগ দেয়া হবে না।

২২৩৪। ক্ষতিপূরণের ঐশী-বিধান এরূপে কাজ করে যে কার্যত সৎ কাজের পুরস্কার বহুগুণে বেশি হয় এবং মন্দ কর্মের শাস্তি দোষী ব্যক্তির প্রাপ্য শাস্তি অপেক্ষা কম হয় অথবা খুব বেশি হলে তার সমপরিমাণ হয়।

২২৩৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৭। আর তোমাকে কিতাব দান করা হোক, এমন কোন আকাঙ্ক্ষা তুমি করতে না। ক-কিন্তু (এ দান) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। অতএব তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর এর (অনুসরণ করা) থেকে তারা যেন তোমাকে কখনো বিরত করতে না পারে। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (মানব জাতিকে) ডাকতে থাক এবং তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। খ-আর তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল[২২৩৬]। আধিপত্য তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৯ [৬] ১২

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৮৮; খ. ১০ঃ১০৭; ১৭ঃ৪০; ২৬ঃ২১৪।

২২৩৫। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল নবী করীম (সাঃ) এর মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে।

এতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল, একদিন তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে হবে এবং পরে তিনি বিজয়ীর বেশে এতে প্রত্যাবর্তন' করবেন। আয়াতটি এই সূরার উপযুক্ত পরিশিষ্ট। এই সূরা আঁ হযরত (সাঃ) এর সদৃশ মূসা (আঃ) এর জীবনেতিহাসের কিছুটা বৃত্তান্ত দিয়েছে। মূসা (আঃ) মিসর থেকে হিজরত করেছিলেন এবং মিদিয়ানে দশ বছর বসবাস করে ছিলেন–ঐ বছরগুলো ছিল তাঁর সম্মুখে অপেক্ষমান মহান কর্মের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। তারপর তিনি ঐশী-বাণী নিয়ে মিসর ফিরে গেলেন এবং ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন থেকে ইসরাঈলীদেরকে মুক্ত করতে কৃতকার্য হলেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন এবং তাঁর জীবনের অতি মূল্যবান দশটি বছর মদীনায় অতিবাহিত করেছিলেন। সে সময়কাল ছিল তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং আশ্রয়স্থল মক্কা বিজয়ের মহান লক্ষ্যে প্রস্তুতির সময়। তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে গেলেন। তাঁর জীবনের ব্রত সম্পূর্ণভাবে সফল হলো।

২২৩৬। 'ওয়াজহুন্' অর্থ সত্তা স্বয়ং, চেহারা, দলনেতা, কোন উদ্দেশে কারো লেগে থাকা, কারো কোন স্থানে যাওয়া বা মনোযোগ দেয়া, খুশী, অনুগ্রহ, নিমিত্ত, ইত্যাদি (লেইন)।

সূরা আল্ আন্কাবূত-২৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে এই সূরাটি নবী করীম (সাঃ)এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অথবা শেষ পর্যায়ের মধ্যমভাগে অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরাটির নামকরণ এর ৪২নং আয়াতে বর্ণিত অংশবিশেষ থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে বহু ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণাকে একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং ঐসব বিশ্বাস কোন যথার্থ সমালোচনার মোকাবিলা করতে অক্ষম। পূর্ববর্তী সূরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক শেষ হয়েছিল যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মাতৃভূমি থেকে একদিন যে বন্ধুহীন ও অসহায় অবস্থায় বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং যাঁকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তিনিই একদিন বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন। বর্তমান সূরাটি মু'মিনদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যসহকারে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা জীবনে সফলতা লাভ করার জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই মূলভাবসহ শুরু হয়েছে যে মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ ও সফলতা, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রেই তাদেরকে অর্পণ করার কথা, তা ততক্ষণ পর্যন্ত তারা লাভ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ঈমানের যথার্থতাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হবে। সেই সফলতা লাভ করতে হলে তাদেরকে এক অগ্নি ও রক্ত-সাগর পাড়ি দিতে হবে। বস্তুত মানুষের জীবনের সার্থকতার জন্য তাকে নির্মল ও পবিত্র হৃদয়ে, গভীর অনুতাপের সাথে আল্লাহ্মুখী হতে হবে এবং তার জীবনে স্থায়ী ও যথার্থ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাহলেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ আল্লাহ্র ক্ষমা, আশিস ও ঐশী পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হবে। বিশ্বাসীদের উৎপীড়ন প্রসঙ্গে সূরাটিতে আবার বলা হয়েছে, সত্যের খাতিরে তাদের দুঃখ-কষ্ট যত নিদারুণ হোক না কেন তা তাদেরকে সহ্য করতে হবে। আর আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলা হয়, সর্বাবস্থায় সকলের ওপরে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এমনকি কখনো যদি তুলনামূলকভাবে পিতামাতা ও আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তাহলে তখন পিতামাতার আনুগত্যের ওপর আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আনুগত্যকে অগ্রগণ্য করতে হবে। তারপর সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম)আঃ), লূত (আঃ) এবং আরো কয়েকজন আল্লাহ্-প্রেরিত পুরুষের জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে দেখনো হয়েছে, অত্যাচার-উৎপীড়নে সত্য ধর্মের প্রসারকে কখনো বন্ধ করা যায় না আর ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করে কোন শুভ ফল লাভ হয় না। তদুপরি একটি জাতির ওপর কোন ধারণা বা মতবাদকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চাপিয়ে রাখা যায় না। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাস মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনার মোকাবিলায় এসব বিশ্বাস কখনো দাঁড়াতে পারে না। অতএব কুরআনের মতো ঐশী গ্রন্থ মানুষের নৈতিক সকল প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং এটি মানুষকে নৈতিকতার উচ্চতম সীমায় উন্নীত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এর অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের আর পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি বা কারণ থাকতে পারে না। সূরাটিতে অতঃপর কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে, যে আপত্তিটি তারা প্রায়ই করে থাকে। তাদের আপত্তিটি হলো, পবিত্র কুরআন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রচনা করেছেন। কুরআন সম্পর্কিত এই আপত্তির উত্তরে এবং অবিশ্বাসীদের দ্বারা নিদর্শন ও মু'জেযা প্রদর্শনের দাবীর মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনকেই এক সর্বোচ্চ ঐশী মু'জেযো হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সূরাটির শেষের দিকে মু'মিনদেরকে এই আশ্বাস-বাণী শোনানো হয়েছে, তারা যদি অবিশ্বাসীদের কঠোর নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তাদের সামনে রয়েছে এক মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অতঃপর সূরাটি এই প্রসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে শেষ হয়েছে যে কাফিরদের তলোয়ারের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তলোয়ার হাতে নিতে হবে এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে কঠোর জেহাদ করে যেতে হবে। কিন্তু প্রকৃত জেহাদ শুধুমাত্র অন্যকে হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠিন সাধনা করা এবং কুরআনের বাণী প্রচার করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেহাদ।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعَةُ رُكُوْعَاتٍ
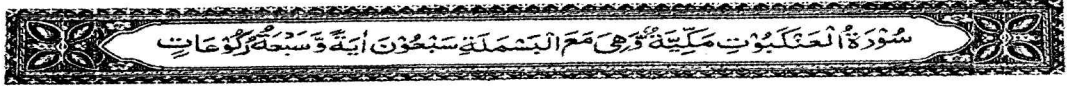
সূরা আল্ আন্কাবূত-২৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١)

২। [খ]আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি[২২৩৬-ক]।

الٓمّٓ (٢)

★ ৩। 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বলার দরুন [গ]লোকেরা কি মনে করেছে, তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (٣)

৪। অথচ যারা তাদের পূর্বে ছিল আমরা নিশ্চয় তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। অতএব যারা সত্যবাদী তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই স্বতন্ত্র করে দিবেন[২২৩৭] এবং মিথ্যাবাদীদেরও অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (٤)

৫। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে, তারা আমাদের (শাস্তি থেকে) পালিয়ে যাবে? তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই মন্দ!

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٥)

৬। [ঘ]যে-ই আল্লাহ্র সাক্ষাৎ চায়[২২৩৮] (তার জন্য) আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসবে। আর তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦)

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ২ঃ২; ৩ঃ২; ১৩ঃ২; ৩০ঃ২; ৩১ঃ২; ৩২ঃ২; গ. ৩ঃ১৮০; ৯ঃ১৬; ঘ. ১১ঃ৩০; ১৮ঃ১১১; ৮৪:৭।

২২৩৬-ক। দেখুন টীকা ১৬।

২২৩৭। 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) দু' প্রকার ঃ (ক) কোন কিছু অস্তিত্ববান হওয়ার পূর্বেই জানা। এই প্রকার জ্ঞান এই স্থানে ব্যক্ত হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তাআলাই দৃশ্য এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত (৫৯ঃ২৩), (খ) কোন কিছু সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর জানা। এটি দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানকেই এ স্থলে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক জ্ঞান বাস্তবে সংঘটিত জ্ঞানে রূপায়িত হবে। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলা মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করবেন, যেভাবে 'ইলম' শব্দটি দুই বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করণের ধারণাও জ্ঞাপন করে, বিশেষত যখন 'ইল্‌ম' শব্দের পরে 'মিন' (থেকে) যোগ হয়। দেখুন ২ঃ১৪৪ এবং ৩ঃ১৪১)।

মু'মিনদেরকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং তাদের ঈমান কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এহেন অবস্থার পরেই তারা অগ্নিপরীক্ষা থেকে কৃতকার্যতার সাথে বের হয়ে আসে। তখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, তারা আল্লাহ্ তাআলার নিষ্ঠাবান সত্য বান্দা। এভাবে মুনাফিক এবং ভ্রান্ত-বিশ্বাসের দাবীদার থেকে তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

২২৩৮। 'ইয়ারজূ' (আকাঙ্ক্ষা) 'রাজা' থেকে উৎপত্তি। 'রাজা' অর্থাৎ সে এটি পাওয়ার আশা করলো অথবা সে একে ভয় করলো। আশা অর্থে শব্দটি ঐ সকল অবস্থায় ব্যবহার হয় যখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

★ ৭। আর যে চেষ্টাসাধনা করে[২২৩৯] সে নিজেরই জন্য চেষ্টাসাধনা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের অমুখাপেক্ষী।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ⑦

৮। আর [ক]যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আমরা তাদের পাপ অবশ্যই তাদের কাছ থেকে দূর করে দিব। আর তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী অবশ্যই আমরা তাদের প্রতিদান দিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ⑧

★ ৯। [খ]আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক সাব্যস্ত করানোর জন্য কলহবিবাদ করে যার সম্বন্ধে তোমার কোন[২২৪০] জ্ঞান নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে সম্বন্ধে জানাব যা তোমরা করতে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَ
اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑨

১০। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে [গ]তাদের অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ⑩

★ ১১। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি'। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তাদের কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত মনে করে। [ঘ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য এলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আমরাতো তোমাদের সাথেই ছিলাম'[২২৪১]। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা-ই আছে সে সম্পর্কে কি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত নন?

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۚ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ
مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ
اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ
الْعٰلَمِيْنَ ⑪

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮৩; ৩ঃ৫৮; ১৩ঃ৩০; ২২ঃ৫৭; ৩০ঃ১৬; ৩৫ঃ৮; ৪২ঃ২৩; ৪৭ঃ১৩ খ. ২ঃ৮৪; ৪ঃ৩৭; ৬ঃ১৫২; ১৭ঃ২৪; ৩১ঃ১৫; ৪৬ঃ১৬ গ. ১৭ঃ২৪ ঘ. ৪ঃ১৪২।

২২৩৯। আয়াতটি 'মুজাহিদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পথে কঠোরভাবে সংগ্রামকারীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই সঙ্গত বর্ণনা দিয়েছে। দৃঢ় এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চ ও মহান আদর্শের প্রকৃত অনুশীলন করার নামই ইসলামী পরিভাষায় 'জেহাদ' এবং যে ব্যক্তি এই সকল মহান আদর্শের অধিকারী এবং এগুলো জীবনে পালন করে চলে, সত্যিকার অর্থে সে-ই একজন 'মুজাহিদ'।

২২৪০। সকল ধর্মের শিক্ষার আদ্যন্ত আল্লাহ তাআলার একত্ব। মানবের প্রথম এবং শেষ আনুগত্য তাঁরই প্রতি। অন্যান্য সকল বিশ্বস্ততা এর ফল এবং এরই অধীন। এমনকি পিতামাতার প্রতি মানুষের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যকে ক্ষুণ্ন করার অনুমতি দেয়া হয় না।

২২৪১। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ভয়ানক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অটল বিশ্বাস প্রদর্শন করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুগে প্রকৃত মু'মিনগণ সত্য ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন। এর তুলনায় দুর্বল ঈমানের লোকও পাওয়া যাবে যারা সাধারণত কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা বরং ঈমানের দাবী পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। তবে তারা যখন দেখে, বিশ্বাসীদের জন্য ঐশী সাহায্য নেমে আসছে এবং সত্যের ভিত্তি দৃঢ় হচ্ছে তখন মু'মিনদের সাথে অন্তরঙ্গতার দাবি করার জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

১২। [ক]আর আল্লাহ্ অবশ্যই মু'মিনদের স্বতন্ত্র করে দিবেন এবং অবশ্যই মুনাফিকদেরও প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿۱۲﴾

১৩। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের বলে, 'তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, [খ]আমরাই তোমাদের পাপ বহন করবো।' অথচ তারা এদের পাপের কিছুই বহন করতে পারবে না[২২৪২]। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۳﴾

★ ১৪। আর তারা অবশ্যই নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝা ছাড়া অন্য বোঝাও বহন করবে। আর তারা যা মিথ্যা বানিয়ে বলতো কিয়ামত দিবসে তাদের অবশ্যই এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

১ [১৪] ১৩

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۴﴾

★ ১৫। আর নিশ্চয় আমরা নূহকে তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আর সে তাদের মাঝে পঞ্চাশ[২২৪৩] কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। এরপর মহাপ্লাবন তাদের ধরে ফেললো এবং তারা ছিল যালেম ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৬। [গ]সুতরাং আমরা তাকে ও (তার সাথে) নৌকায় আরোহীদের উদ্ধার করলাম এবং এ (নৌকাকে) বিশ্বজগতের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

★ ১৭। আর (স্মরণ কর) ইব্‌রাহীম যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (হায়!) তোমরা যদি জানতে।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۷﴾

দেখুন ঃ ক.৩ঃ১৪২; ৪৭ঃ৩২ খ. ১৪ঃ২২; ৪০ঃ৪৮ গ. ১০ঃ৭৪; ১১ঃ৪২।

২২৪২। মুনাফিক ছাড়াও এক প্রকার লোক আছে যারা অবিশ্বাসী আগ্রাসনকারী সর্দার। তারা সমাজে উচ্চ মর্যাদার সুযোগ নিয়ে অন্যান্য লোকদেরকে (যারা জীবনে তত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নয়) এই বলে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস চালায় যে এই সর্দারদের নেতৃত্বে নতুন সত্য-ধর্ম প্রত্যাখ্যান করলে তাদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ তারা (সর্দারগণ) বহন করবে।

২২৪৩। এখানে হযরত নূহ (আঃ) এর বয়স বা জীবনকাল ৯৫০ বছর বলে উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলে ৯৫২ বছর বলা হয়েছে। প্রাচীন কালের নবীগণ যথা– হযরত নূহ, হূদ, সালেহ এবং অপরাপর নবী (আলায়হিমুস্ সালাম) কখন ছিলেন এবং কতদিন বেঁচে ছিলেন তার সম্বন্ধে নিশ্চিত তারিখ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআন (১৪ঃ১০) বলে, 'আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরকে আর কেউ জানে না।' নয়শত পঞ্চাশ বছর সময় হযরত নূহ (আঃ) এর ব্যক্তিগত দৈহিক জীবনের পরমায়ু ছিল বলে মনে হয় না। বোধহয় এ ছিল তার শরীয়তের সময়কাল। এ মতে এই সময় প্রথমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর কার্যকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নূহ (আঃ) এরই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (৩৭ঃ৮৪) এবং তারপর হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কার্যকাল থেকে হযরত মূসা (আঃ) এর সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রকৃতপক্ষে একজন নবীর বয়স দ্বারা তাঁর দায়িত্বকাল ও তাঁর শিক্ষাকালের সময়সীমাও বুঝায়। হযরত নূহ (আঃ) এর বয়সের সীমারেখার বর্ণনা করতে 'সানাত' (বছর) এবং 'আমান' (সাল) শব্দ দুটির ব্যবহার হয়েছে। কার্যত প্রথমোক্ত শব্দ যখন মূল অর্থে মন্দ ধারণা রাখে তখন শেষোক্ত শব্দটি মৌলিক অর্থে সুধারণা প্রকাশ করে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, হযরত নূহ (আঃ) এর বিধানকালের প্রথম পঞ্চাশ বছর ছিল সর্বদিক থেকে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং পুনর্জাগরণের সময় এবং অধঃপতন আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর জাতি ক্রমান্বয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে নয়শ' বছরে অধঃপতনের চরমে পৌঁছেছিল।

১৮। [ক]আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা কেবল প্রতিমাগুলোর উপাসনা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ তারা তোমাদের আদৌ কোন রিয্ক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কাছেই রিয্ক চাও, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾

১৯। আর তোমরা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলে (এটা কোন নতুন কথা নয়)। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরাও (তাদের রসূলদের) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। [খ]আর (বাণী) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই হলো রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٩﴾

২০। [গ]তারা কি দেখেনি কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করে থাকেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন[২২৪৪]? নিশ্চয় এ (কাজ) আল্লাহ্র জন্য একেবারে সহজ।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾

★ ২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর[২২৪৫] এবং ভেবে দেখ [ঘ]কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, এরপর আল্লাহ্ পরবর্তীকালে ★অন্য এক সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

২২। [ঙ]তিনি যাকে চান আযাব দেন এবং যার প্রতি চান কৃপা করেন[২২৪৫-ক]। তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। [চ]আর তোমরা পৃথিবীতে এবং আকাশেও (আল্লাহ্র পরিকল্পনা) ব্যর্থ[২২৪৬] করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

২ [৯] ১৪

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৭২ খ. ১৬ঃ৩৬; ২৪ঃ৫৫; ৩৬ঃ১৮ গ. ১০ঃ৩৫; ২১ঃ১০৫; ২৭ঃ৬৫; ৩০ঃ১২, ২৮ ঘ. ১০ঃ৫; ৩০ঃ২৮; ঙ. ৩ঃ১২৯; ৫ঃ৪১; ১৭ঃ৫৫ চ. ১০ঃ৫৪; ১১ঃ৩৪; ৪২ঃ৩২।

২২৪৪। আয়াতটির মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির এবং পুনঃ সৃষ্টির নিয়ম এরূপে কাজ করবে যে আল্লাহ্ তাআলা আঁহযরত (সাঃ) এর মাধ্যমে পুরাতন ধ্বংসস্তূপের ওপরে এক নতুন মানবজাতি এবং এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবেন।

২২৪৫। 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর' এই কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে (৬ঃ১২; ১২ঃ১১০; ৩০ঃ১০; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ৮৩) উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই এই কথাটির পরে এমন একটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যা এক মানবগোষ্ঠীর ধ্বংস এবং তাদের স্থলে অন্য এক মানবজাতি সৃষ্টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এর দ্বারা মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহের কবর থেকে পুনরুত্থান বুঝায় না, বরং জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার বুঝায়।

★[একটি শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া অনুরূপ অন্য এক আয়াতেও (আন নাজম ৫৩:৪৮) একই দৃশ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে 'আখিরা' শব্দের পরিবর্তে 'উখরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আখিরা' শব্দটি কেবল 'পরবর্তীকাল' অর্থে অনুবাদ করা যেতে পারে। 'উখরা' শব্দের অর্থ হবে 'অন্য এক'। অতএব এটা সুস্পষ্ট, 'উখরা' এবং 'আখেরা' শব্দদ্বয় যখন এক সাথে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে:- 'পরবর্তীকালে অন্য এক সৃষ্টি।' (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

২২৪৫-ক ও ২২৪৬ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪। [ক]আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাক্ষাৎ (লাভ করার বিষয়টি) অস্বীকার করে তারাই আমার কৃপা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। এরপর তার জাতির কেবল এ কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না, [খ]'তাকে হত্যা কর অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল।' অতএব আল্লাহ্ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে[২২৪৭]।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। আর সে বললো, 'তোমরা পার্থিব জীবনে কেবল তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার[২২৪৮] ভিত্তিতে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে প্রতিমাগুলোকে আঁকড়ে ধরেছ। এরপর কিয়ামত দিবসে [গ]তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে। আর তোমাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৭। অতএব লূত তার (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের) প্রতি ঈমান আনলো। আর সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম) বললো, [ঘ]'আমি নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করবো। নিশ্চয় তিনিই মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। [ঙ]আর আমরা তাকে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূব দান করলাম এবং তার বংশধরের মাঝে নবুওয়ত ও কিতাবের (ধারা জারী) করে দিলাম। আর আমরা [চ]তাকে পৃথিবীতেও তার প্রতিদান দিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের একজন হবে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। আর লূতকেও (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে তার জাতিকে বলেছিল, 'নিশ্চয় [ছ]তোমরা অশ্লীলতার দিকে (ছুটে) এসে থাক। তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কখনো কেউ তা করেনি।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০৬; ৩০ঃ১৭; ৩২ঃ১১ খ. ২১ঃ৬৯; ৩৭ঃ৯৮ গ. ১৬ঃ৮৭ ঘ. ১৯ঃ৪৯ ঙ. ১৯ঃ৫০; ২১ঃ৭৩; ৩৭ঃ১১৩; চ. ২ঃ১৩১; ১৬ঃ১২৩ ছ. ৭ঃ৮১; ১১ঃ৭৯।

২২৪৫-ক। কুরআনের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা খামখেয়ালীভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, অপরিহার্য শাস্তির যোগ্য হওয়ার পরেই কেবল শাস্তি দেন। আয়াতটি শুধু এই ব্যাপারেই জোর দিয়েছে।

২২৪৬। কাফিরদেরকে অত্যন্ত জোরের সাথে সতর্ক করা হয়েছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। কেননা ঐশী হুকুম জারি হয়ে গেছে যে ইসলাম ধর্ম অগ্রগতি এবং বিজয় লাভ করবেই।

২২৪৭। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বর্ণনা ১৭ আয়াত থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং (১৮ আয়াতে) তিনি শির্‌কের (অংশীবাদিতার) বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি রেখেছেন। ১৯ থেকে ২৪ আয়াত কুরআনের রচনা-শৈলী ও রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য-বর্ধনকারী এক প্রসঙ্গান্তর যা নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কিত এক মহান ধর্মীয় নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আলোচিত নীতি হলো, ঐশী-বাণী প্রত্যাখ্যান করার ফলে যখন একজাতি নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয় তখন অপর এক জাতি তার স্থলাভিষিক্ত হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর ঘটনার সূত্রপাত এখান থেকেই।

২২৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৩০। [ক]তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের কাছে আস ও রাহাজানি করে থাক[২২৪৯] এবং নিজেদের আসরে অতি জঘন্য কাজ কর[২২৫০]?' তখন তার জাতির কেবল এ কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না, 'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র আযাব নিয়ে আস।'

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সে বললো, '[খ]হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।'

৩ [৮] ১৫

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾

ع

৩২। [গ]আর আমাদের বার্তাবাহকরা যখন ইব্‌রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এল তখন তারা এও বললো, 'নিশ্চয় আমরা (লূতের) এই জনপদ ধ্বংস করে দিব। (কেননা) এর অধিবাসীরা অবশ্যই যালেম★।'

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। সে বললো, 'সেখানেতো লূতও আছে।' তারা বললো, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল করেই জানি। [ঘ]আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারপরিজনকে উদ্ধার করবো। তবে [ঙ]তার স্ত্রীর কথা ভিন্ন। কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন।'

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আর আমাদের বার্তাবাহকরা যখন লূতের কাছে এল [চ]সে তাদের (উপস্থিতির কারণে) ব্যথিত হলো এবং মনে মনে[২২৫১] অস্বস্তি বোধ করলো। এতে তারা বললো, 'তুমি ভয় করো না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। নিশ্চয় [ছ]আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবারপরিজনকে রক্ষা করবো কেবল তোমার স্ত্রীকে ছাড়া । সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের একজন।

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৮২; ১১ঃ৭৯; ২৬ঃ১৬৬ খ. ২৬ঃ১৭০ গ. ১১ঃ৭০-৭১ ঘ. ১৫ঃ৬০; ৫১ঃ৩৬ ঙ. ৭ঃ৮৪; ১৫ঃ৬১; ২৬ঃ১৭২; ২৭ঃ৫৮ চ. ১১ঃ৭৮ ছ. ৭ঃ৮৪; ২৭ঃ৫৮।

২২৪৮। 'মাওয়াদ্দাতা বায়নিকুম্' উক্তির সম্ভাব্য অর্থ ঃ (১) সামাজিক আত্মীয়তা বা একে অন্যের ভালবাসা জয় করার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিস্বরূপ তোমাদের প্রতিমা-উপাসনার আদর্শ ও প্রথা, (২) প্রতিমা পূজার বিশ্বাস এবং রীতি-নীতিকে তোমরা একে অপরের প্রতি ভালবাসার ভিত্তি করেছ, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোত্রীয় পরিচয়ের অভিন্নতা অক্ষুণ্ন রাখতে বেছে নিয়েছ প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাসকে।

২২৪৯। 'ক্বৃতা আত্ তরীক্বা' অর্থ সে পথচারীদের চলার পথকে বিপজ্জনক করলো এবং এটি ব্যবহার করতে বারণ করলো। কুরআন করীমের উক্তির মর্মার্থ ঃ (ক) তোমরা রাজপথে মুসাফিরদেরকে লুণ্ঠন কর (হযরত লূত-আঃ এর জাতির লোকেরা রাস্তাঘাটে লোক-সম্মুখে নির্লজ্জ কাজ করতো), (খ) তোমরা প্রকৃতিগত যৌন নিয়ম লঙ্ঘন কর এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপরাধ কর।

২২৫০। এই আয়াতে লূত (আঃ) এর জাতির তিনটি কলঙ্কের কথা বলা হয়েছে ঃ (১) অস্বাভাবিক দোষ, (২) রাজপথে ডাকাতি, (৩) খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে তাদের জন-সমাবেশে পাপ করা।

★ [হযরত লূত (আ:) এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যেসব ফিরিশ্তা এসেছিলেন তারা এর পূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বিধায় তিনি এই জাতির ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে অনেক অনুনয়বিনয় করেছিলেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৫১। 'যাক্বা বিহী যার 'আন' অর্থ সে এটি করতে অক্ষম হলো (লেইন)। আয়াতে বর্ণিত সংবাদবাহকরা কারা ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তা ১১ঃ৭০-৭১ এবং ১৫ঃ৬৮-৭২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের আগমন হযরত লূত (আঃ)কে অসহায় এবং ব্যথিত করেছিল। কারণ তাঁর জাতির লোকেরা প্রকাশ্যে কুকর্ম করতে অভ্যস্ত ছিল বলে তারা তাদের শহরে অপরিচিত লোকের আগমন পছন্দ করতো না। সেই কারণে তারা হযরত লূত (আঃ)কে বহিরাগত লোককে অভ্যর্থনা করতে নিষেধ করেছিল। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁর লোকেরা তাঁর অতিথিদের সামনে তাঁকে অপমানিত করতে পারে।

৩৫। নিশ্চয় [ক]আমরা এই শহরবাসীর ওপর আকাশ থেকে এক আযাব অবতীর্ণ করবো। কারণ এরা দুষ্কর্ম করছে।

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। [খ]আর নিশ্চয় আমরা বিবেকবান লোকদের জন্য (শহরবাসীর) এ (ঘটনায়) এক উজ্জ্বল নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি'।

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। [গ]আর (আমরা) মিদিয়ানবাসীদের কাছেও তাদের ভাই শো'আয়্‌বকে (পাঠিয়েছিলাম)। তখন সে তাদের বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, পরকালের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অশান্তি ছড়িও না।'

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। অতএব তারা (যখন) তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো [ঘ]তখন এক ভূমিকম্প তাদের ধরে ফেললো। সুতরাং তারা তাদের বাড়িঘরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে রইলো।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٨﴾

★ ৩৯। আর [ঙ]আদ ও সামূদকেও (আমরা ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলাম) এবং এ বিষয়টি তাদের বাসস্থানের (ধ্বংসাবশেষ) থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল। আর তাদের (সত্য) উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে (অর্থাৎ শয়তান) আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাদের বিরত রেখেছিল[২২৫২]।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। আর কারূন, ফেরাউন ও হামানকেও (আমরা তাদের বিপথগামিতার শাস্তি দিয়েছিলাম)। আর [চ]মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এসেছিল। তবুও তারা দেশে অহঙ্কার করে বেড়িয়েছিল। কিন্তু তারা (আমাদের শাস্তি থেকে) পার পায়নি।

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। সুতরাং আমরা তাদের প্রত্যেককেই তার পাপের দরুন শাস্তি দিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদের ওপর আমরা কাঁকর বর্ষণকারী এক ঝড় পাঠিয়েছিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদেরকে ভয়াবহ গর্জনের (আযাব) আঘাত হেনেছিল। আর [ছ]তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদেরকে আমরা মাটিতে গেড়ে দিয়েছিলাম। আর তাদের মাঝে এমন দলও ছিল যাদের আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম[২২৫৩]। [জ]আর আল্লাহ্ তাদের ওপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫৯ খ. ১৫ঃ৭৬; ৫১ঃ৩৮ গ. ৭ঃ৮৬; ১১ঃ৮৫ ঘ. ৭ঃ৯২; ১১ঃ৯৫; ২৬ঃ১৯০ ঙ. ৯ঃ৭০ চ. ২৮ঃ৩৭ ছ. ২৮ঃ৮২ জ. ১৬ঃ৩৪; ৩০ঃ১০।

২২৫২। কুরআনের এই অভিব্যক্তির অর্থ ঃ (১) তারা স্পষ্ট বুঝেছিল, তারা যে পন্থা অবলম্বন করেছিল তা ভুল ছিল, (২) পরিণতি কি হবে তা জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় তারা এক পথ বেছে নিয়েছিল।

২২৫৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। এটি নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করে বটে, কিন্তু সব ঘরের মাঝে মাকড়সার ঘর হলো সবচেয়ে অধিক দুর্বল[২২৫৪]। হায়! তারা যদি তা জানতো।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٣﴾

৪৩। তাঁকে ছেড়ে তারা যা কিছুকে ডাকে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। [ক]এগুলো হলো দৃষ্টান্ত, যা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করছি। কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٥﴾

★ 4 [18] ১৬

৪৫। [খ]আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী যথাযথভাবে[২২৫৫] সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।

২১তম পারা

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। [গ]এই কিতাবের যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা তুমি পড়ে শুনাও[২২৫৬] এবং নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে সবচেয়ে বড় (যিক্‌র)। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন[২২৫৬-ক]।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ১৮; ১৪ঃ২৬ খ. ৬ঃ৭৪; ১৬ঃ৪; ৩৯ঃ৬ গ. ১৮ঃ২৮।

২২৫৩। কুরআন মজীদ বিভিন্ন যুগে নবীগণের সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আপতিত শাস্তির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ এবং বাচন ভঙ্গি ব্যবহার করেছে। 'আদ' জাতির ওপর পতিত শাস্তি প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ রূপে বর্ণিত হয়েছে ৪১ঃ১৭; ৫৪ঃ২০ এবং ৬৯ঃ৭)। সামূদ জাতিকে যা অতর্কিতে পাকড়াও করেছিল সেটিকে ভূমিকম্প (৭ঃ৭৯), প্রবল ঝঞ্ঝা (১১ঃ৬৮); ৫৪ঃ৩২), বজ্রপাত (৪১ঃ১৮) এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (৬৯ঃ৬) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যা হযরত লূত (আঃ) এর জাতিকে ধ্বংস করেছিল তাকে বলা হয়েছে মৃৎশিলা (১১ঃ৮৩; ১৫ঃ৭৫), শিলাবৃষ্টি (৫৪ঃ৩৫) এবং যে শাস্তি হযরত শোআয়্ব (আঃ) এর জাতি মিদিয়ানবাসীকে অতর্কিতে ধরে ফেলেছিল সেটিকে ভূমিকম্প নামে (৭ঃ৯২; ২৯ঃ৩৮), প্রবল বায়ু (১১ঃ৯৫) এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবসের আযাব (২৬ঃ১৯০) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অবশেষে যে ঐশী শাস্তি ফেরাউনকে এবং তার শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও অমাত্যবর্গ হামান ও কারূনকে ধরে ফেলেছিল এবং সমূলে ধ্বংস করেছিল সেটিকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে– "আমরা.... ফেরাউনের দলবলকে ডুবিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম" (২ঃ৫১; ৭ঃ১৩৭ এবং ১৭ঃ১০৪) এবং আমিই তাকে ও তার বার্তা বাহককে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিলাম" (২৮ঃ৮২)।

২২৫৪। সূরাটি এর মুখ্য আলোচনায় আল্লাহ্ তাআলার একত্বের বিষয়টিকে এই আয়াত দ্বারা অতি সুন্দরভাবে এক রূপকের মাধ্যমে সমাপ্তি টেনেছে, যা বহু-ঈশ্বরবাদীদের প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাস ও প্রথার মূর্খতা, ব্যর্থতা এবং ভ্রান্তিকে উত্তমরূপে তুলে ধরেছে। এগুলো মাকড়সার জালের মতো নিতান্ত দুর্বল এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সমালোচনার সামনে টিকতে পারে না।

২২৫৫। 'বিলহাক্কে' শব্দের মর্মার্থ হলো, এটি স্বতঃই প্রমাণিত যে আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির পিছনে এক সুনিপুণ পরিকল্পনা ও মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এক নিগূঢ় ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ সমস্ত ঐশী ও পার্থিব জগতে কাজ করছে।

২২৫৬। 'উত্‌লু' অর্থ ঘোষণা কর, প্রচার কর, পড়, উচকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি কর, অনুসরণ কর (লেইন)।

২২৫৬-ক। এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা– প্রচার ও কুরআন পাঠ, নামায এবং যিকরে এলাহি। এই তিনের একই উদ্দেশ্য– মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে সাহায্য করা। সকল ধর্মের মূলনীতি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৭। আর আহ্‌লে কিতাবের সাথে তোমরা কেবল সবচেয়ে উত্তম ক.(যুক্তিপ্রমাণ) দিয়ে বিতর্ক করো। তবে এদের মাঝে যারা যুলুম করে তাদের কথা ভিন্ন। আর (তাদের) বল, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একজনই[২২৫৭] এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيۡ هِيَ اَحۡسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيۡٓ اُنۡزِلَ اِلَيۡنَا وَاُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمۡ وَاحِدٌ وَّنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮। আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। খ.অতএব আমরা যাদের (এ) কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে। আর এসব (আহ্‌লে কিতাবের) মাঝেও (এমন দল আছে) যারা এতে ঈমান আনে। আর কেবল কাফিররাই আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنَآ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ ۚ وَمِنۡ هٰٓؤُلَآءِ مَنۡ يُّؤۡمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجۡحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৯। গ.আর তুমি এ (কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার) পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না এবং তোমার ডান হাত দিয়ে তা লিখতেও না। এমনটি যদি হতো তাহলে প্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই (তোমার সম্পর্কে) সন্দেহে পড়ে যেত[২২৫৮]।

وَمَا كُنۡتَ تَتۡلُوۡا مِنۡ قَبۡلِهٖ مِنۡ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيۡنِكَ اِذًا لَّارۡتَابَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৫০। বরং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে[২২৫৯] এ (কুরআন) তো তাদের (অর্থাৎ ইহুদী থেকে যারা মুসলমান হয়েছে) অন্তরে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী (রূপে অঙ্কিত রয়েছে)। কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

بَلۡ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيۡ صُدُوۡرِ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ ؕ وَمَا يَجۡحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۵۰﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১২৬; ২৩ঃ৯৭; ৪১ঃ৩৫ খ. ১১ঃ১৮ গ. ৪২ঃ৫৩।

হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্তায় জীবন্ত-বিশ্বাস। কারণ এ এমন এক প্রত্যয় যা মানবের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে প্রবলভাবে এবং কার্যকরভাবে বাধা দান করে। এই কারণেই কুরআন করীম বার বার আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা বলে এবং ইসলামী ইবাদতের আকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার ওপর সর্বাপেক্ষা জোর দেয়। ইসলামের এই ইবাদত যদি সকল প্রয়োজনীয় শর্তানুযায়ী পালন করা হয় তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ের ও কর্মের পবিত্রতা অর্জিত হবে।

২২৫৭। এই আয়াত অন্যান্যের নিকট আমাদের ধর্মমত প্রচার করার সময় আমাদের জন্য এক বিচক্ষণ নীতির পথ-নির্দেশ দান করেছে। প্রচার করার শুরুতে সেই সকল ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের ওপর আমাদের জোর দেয়া উচিত, যেগুলো বিরুদ্ধবাদীদের এবং আমাদের মধ্যে অভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদেরকে বলা হয়েছে, 'কিতাবের অনুসারী' বা 'আহ্‌লে কিতাব' লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধর্মের দুটি মৌলিক নীতি– আল্লাহ্‌ তাআলার একত্ব (তৌহীদ) এবং ঐশী-বাণীর (ওহী-ইলহাম) আলোচনার মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত।

২২৫৮। যে ব্যক্তি পড়তে ও লিখতে জানতেন না, যে ব্যক্তি এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা সভ্য মানবজাতির সকল প্রকার সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই জাতির মধ্যে বসবাস করায় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থাকা যার পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল সেই ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যা ঐ সকল কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিই কেবল ধারণ করে না, পরন্তু এটি বিশ্বজনীন সর্বপ্রকার শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার যা সকল যুগের মানবজাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। তদুপরি এটি এখন অতীত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবলীর বাহক যা পূর্ববর্তী কোন ঐশী কিতাবে বা ঐতিহাসিক পুস্তকে উল্লেখিত নেই। বস্তুত এসব বিষয় কুরআনের ঐশী-ধর্মগ্রন্থ এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ঐশী-শিক্ষাগুরু হওয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

২২৫৯। কুরআন আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী হওয়ার সমর্থনে পূর্ববর্তী আয়াত যখন বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি নির্দেশ করে তখন তফসীরাধীন এই আয়াত নিজস্ব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে যারা কুরআনের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের অন্তর থেকে পবিত্র আলোর ফোয়ারা উৎসারিত হয়।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۱﴾

৫১। আর তারা বলে, ‘তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক.তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয়নি?’ তুমি বল, ‘নিদর্শনাবলীতো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আমি তো কেবল একজন খ.প্রকাশ্য সতর্ককারী।’

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ ع

৫
[৭]
১

৫২। আমরা তোমার প্রতি যে এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের পড়ে শুনানো হয় তা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয়? নিশ্চয় এতে ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্য বিশেষ কৃপা ও বড় উপদেশ রয়েছে[২২৬০]।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩। তুমি বল, গ.‘আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। যা-ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তিনি তা জানেন। আর যারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪। ঘ.আর তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। আর একটি সময় যদি নির্ধারিত না থাকতো তাহলে নিশ্চয় তাদের কাছে আযাব এসে যেত। আর নিশ্চয় তাদের ওপর আযাব অকস্মাৎ (এভাবে) এসে পড়বে[২২৬১] যে তারা (তা) টেরও পাবে না।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫। তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে[২২৬১-ক]। অথচ ঙ.জাহান্নাম কাফিরদের অবশ্যই ঘিরে ফেলবে।

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬। (স্মরণ কর সেদিনকে) চ.যেদিন (আল্লাহ্‌র) আযাব তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকেও[২২৬২] তাদের ঢেকে ফেলবে। আর তিনি বলবেন, ‘তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ কর।’

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৮; ১৩ঃ২৮ খ. ২২ঃ৫০; ২৬ঃ১১৬; ৫১ঃ৫১; ৬৭ঃ২৭ গ. ৪ঃ১৬৭; ৬ঃ২০; ১৩ঃ৪৪; ৪৮ঃ২৯ ঘ. ২২ঃ৪৮; ২৬ঃ২০৫; ২৭ঃ৭২-৭৩; ৩৭ঃ১৭৭-১৭৮ ঙ. ৯ঃ৪৯; ১৩ঃ৩৬; ১৭ঃ৯; চ. ৬ঃ৯।

২২৬০। আযাবের নিদর্শনের (পূর্ববর্তী আয়াত দ্রষ্টব্য) জন্য অবিশ্বাসীদের আহ্বানে বর্তমান আয়াত বড়ই করুণা উদ্রেককারী এক জবাব দান করছে। এটি তাদেরকে প্রশ্ন করেছে, কেন তারা শাস্তির নিদর্শন দাবি করে যখন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের আকারে তাদেরকে এক কৃপার নিদর্শন দান করেছেন, যার ওপর অনুশীলন করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং পৃথিবীতে সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতিরূপে পরিগণিত হতে পারে।

২২৬১। এই আয়াত অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তির জন্য নিদর্শনের দাবীর সরাসরি উত্তর প্রদান করেছে এবং ব্যক্ত করেছে, কুরআনের আকারে অনুগ্রহের যে নিদর্শন তাদেরকে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে এই সমস্ত হতভাগ্য লোক তাদের আযাবের দাবীতে জিদ করছে। অতএব তারা এই নিদর্শন দেখতে পাবে এবং তাদের ওপর শাস্তি আসবে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

২২৬১-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা ইহজগতে অবিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুত শাস্তি বুঝায় এবং এই আয়াতে উল্লেখিত আযাব দ্বারা তাদের জন্য নির্ধারিত পরলোকের আযাব বুঝায়।

২২৬২। যখন ঐশী আযাব আসে তখন তা দ্রুত এবং অকস্মাৎ আসে এবং তা চোখের ছানির মতো কাফিরদেরকে চতুর্দিক থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

২২৬১-ক ও ২২৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। হে আমার মু'মিন বান্দারা! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। [ক]প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে অবশ্যই [খ]আমরা জান্নাতে তাদের এরূপ বালাখানায় থাকতে দিব[২২৬৩] যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই উত্তম!

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। (এরা সেইসব লোক) [গ]যারা ধৈর্য ধরেছিল এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করেছিল।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১। আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কতই প্রাণী রয়েছে যারা নিজেদের রিয্‌ক (অর্থাৎ খাদ্য) বহন করে বেড়ায় না! [ঘ]আল্লাহ্‌ই এদের এবং তোমাদেরও রিয্‌ক দান করেন[২২৬৪]। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

★ ৬২। (আর) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন [ঙ]এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় নিয়োজিত করেছেন?'[২২৬৫] তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্‌।' তবুও তাদের কিভাবে উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩। [চ]আল্লাহ্‌ই নিজ বান্দাদের মাঝে যার জন্য চান রিয্‌ক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য চান) তার জন্য (রিয্‌ক) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৮৬; ২১ঃ৩৬ খ. ২৫ঃ৭৬; ৩৪ঃ৩৮ গ. ১৬ঃ৪৩ ঘ. ১১ঃ৭ ঙ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬ চ. ১৩ঃ২৭; ৩০ঃ৩৮; ৩৪ঃ৩৭; ৩৯ঃ৫৩; ৪২ঃ১৩।

২২৬৩। এখানে মু'মিনদেরকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্‌র পথে যারা হিজরত করে এবং এরপর তারা তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং সৎকর্ম করে এর জন্য তাদেরকে এর চাইতে অনেক বেশি পুরস্কার দেয়া হয় যা তারা আল্লাহ্‌র পথে হারায়।

২২৬৪। যখন পশু-পাখিও অনাহারে থাকে না তখন এটি কীভাবে কল্পনা করা যায় যে আল্লাহ্‌ তাআলার সৃষ্টির সেরা মানুষ না খেয়ে থাকবে?

২২৬৫। আল্লাহ্‌ তাআলা সৃজনকারী এবং সকল জীবনের উৎস এবং তার স্থায়িত্বের জন্য তিনি প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

৬৪। আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশ থেকে কে পানি অবতীর্ণ করেন (এবং) এরপর জমিকে এর মৃত্যুর পর এ (পানির) মাধ্যমে (কে) জীবিত করেন' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) বুঝে না।

৬ [১২] ২

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। আর [ক]এ পার্থিব জীবন কেবল উদাসীনতা ও খেলা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর নিশ্চয় পরকালের আবাসই চিরস্থায়ী জীবনের আবাস। হায়, তারা[২২৬৬] যদি জানতো!

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। [খ]আর তারা যখন নৌকায় ওঠে তখন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম (ও) ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। এরপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন তৎক্ষণাৎ তারা শির্ক করতে আরম্ভ করে,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। যেন আমরা তাদের যা দান করেছি [গ]এর প্রতি তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যেন তারা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নেয়। কিন্তু অচিরেই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। আর তারা কি দেখেনি, নিশ্চয় আমরা 'হারাম'কে (অর্থাৎ মক্কাকে) নিরাপদ করে দিয়েছি, অথচ তাদের চারপাশ থেকে লোকদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়?[২২৬৭] তবে কি [ঘ]তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। আর [ঙ]যে-ই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা সত্য যখন তার কাছে আসে সে তখন তা প্রত্যাখ্যান করে, সেক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? [চ]এরূপ কাফিরদের ঠাঁই কি জাহান্নাম নয়?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِينَ ﴿٦٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৩; ৪৭ঃ৩৭; ৫৭ঃ২১ খ. ১০ঃ২৩; ৩১ঃ৩৩ গ. ১৬ঃ৫৬; ৩০ঃ৩৫ ঘ. ১৬ঃ৭৩ ঙ. ৬ঃ২২; ১০ঃ১৮; ৩৯ঃ৩৩ চ. ১৮ঃ১০৩; ৩৩ঃ৯; ৪৮:১৪

২২৬৬। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও আরামের উপকরণাদি থেকে বঞ্চিত অবস্থা বরণ করে নেয়া ছাড়া এবং আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া যে জীবন তা কেবল আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক' তা এক তুচ্ছ এবং লক্ষ্যহীন অস্তিত্ব। অভীষ্ট সাধনে নিয়োজিত জীবন সেটাই যা মহোত্তম উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয় এবং যাতে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেয়া হয়, যেজন্য আল্লাহ্ তাআলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন।

২২৬৭। কা'বা আল্লাহ তালার নিজ পবিত্র গৃহ হওয়া সম্বন্ধে এই আয়াত জ্বলন্ত ও স্থায়ী সাক্ষ্য দান করে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যখন একে মানবজাতির চিরস্থায়ী 'কিবলা' বলে ঐশী ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং এমনকি জাহেলিয়তের যুগেও যখন আরবজাতির মধ্যে মানব জীবনের জন্য কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না তখনো কা'বার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান 'হারাম' (পবিত্র) রূপে অভিহিত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭০। আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টাসাধনা করে[২২৬৮] নিশ্চয় আমরা আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

৭
[৬]
৩

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

হতো এবং এই পবিত্র স্থানটি নিরাপত্তার স্বর্গ বলে গণ্য হতো। বাইরে যখন কোন নিরাপত্তা থাকতো না, এর ভিতরে তখন পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা এবং শান্তি বিরাজ করতো।

২২৬৮। ইসলাম ধর্মে নির্ধারিত 'জেহাদ' এর মর্ম হত্যা করা এবং নিহত হওয়া বুঝায় না, বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কঠোর চেষ্টা-সাধনা করা বুঝায়। 'ফীনা' শব্দের অর্থ আমাদের সাথে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়া।

সূরা আর্ রূম-৩০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যদিও এর অবতীর্ণ হওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একে অবশ্য নবুওয়তের ষষ্ঠ বা ৭ম বছরের দিকে অবতীর্ণ সূরা বলে মনে করেন। কেননা সেই সময়েই পারশিকদের বিজয় অভিযান, যার প্রতি এই সূরায় ইঙ্গিত রয়েছে, এর উচ্চতম শিখরে উপনীত হয়েছিল। পারস্য সৈন্যরা তখন কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে পৌছে আঘাত হানে এবং রোমানদের গ্লানি ও অপমান নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছিল, এই পৃথিবীর জীবন ক্রীড়া-কৌতুক করতেই শেষ হয়ে যায়। তাই সত্যিকার ও মহৎ উদ্দেশ্যে যদি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করা না যায় তাহলে মানুষ কখনো সেই অনন্ত জীবন, যে জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিরাজমান, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হতে পারে না। আলোচ্য সূরাটি এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা শুরু হয়েছে, মু'মিনদেরকে এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তারা অবশ্য সাফল্যের সাথে এই নির্যাতন ও উৎপীড়নের কাল অতিক্রম করবে এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে তাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার খুলে দেয়া হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে অসত্য ও অবিশ্বাসী শক্তির পরাজয় এবং ইসলামের উত্থান ও অগ্রগতির ঘোষণা। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও সন্দেহাতীতরূপে সূরাটিতে বলা হয়েছে, অতীতের সব ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর ধ্বংসাবশেষ থেকেই পুনরায় একটি নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। অত:পর রোমানরাই পারসিকদের ওপর বিজয়ী হবে– এই ভবিষ্যদ্বাণী সহকারে সূরাটি শুরু হয়েছে। বস্তুত এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন এক সময়ে করা হয়েছিল যখন পারস্য বাহিনী অপ্রতিরোধ্য গতিতে সম্মুখে ধাবমান এবং রোমানরা গ্লানি ও পরাজয়ের শেষ সীমায় উপনীত। তখন এই কথা চিন্তা করাও মানব বুদ্ধি-বিবেচনা এমন কি কল্পনাতেও কঠিন ছিল যে তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং যে পারসিকরা আজ বিজয়ী তারাই পরাস্ত হবে। অথচ অত্যন্ত অসাধারণ ও অভূতপূর্বভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা আরো একটি গভীর তাৎপর্যময় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাহলো বাহ্যিকভাবে দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের মোকাবিলায় কাফিরদের শক্তি ও সামর্থ্য যদিও অত্যন্ত প্রবল তবুও তারাই একদিন মুসলমানদের নিকট পরাজিত হবে এবং ইসলাম ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এরপর সূরাটিতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও ক্ষমতার ধারণা দিতে গিয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-তত্ত্ব, দিন-রাত্রির পালাক্রমে আগমন, বিশ্ব জগতের মধ্যে বিরাজিত ঐক্যসূত্র ও নির্ভুল পরিকল্পনার প্রকাশ এবং অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় এই কথা বুঝাবার জন্যই এক অনিবার্য ও অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে যে সেই আল্লাহ্, যিনি এমন অপার ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অবশ্যই ইসলামকে এক ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বীজ হতে এক মহা মহীরূহে পরিণত করতে সক্ষম, যার সুশীতল ছায়াতলে একদিন সমগ্র বিশ্ব-মানবতা আশ্রয় লাভ করবে। বস্তুত ইসলাম অবশ্যই সফলকাম হবে। কেননা এ হচ্ছে 'দীনে ফিতরত' বা প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম। ইসলাম মানুষের বিবেক, যুক্তি ও স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি আহ্বান জানায়। এভাবেই একদিন আরবের বুকে ইসলাম এক মহান ও আশ্চর্য বিপ্লব সাধন করবে। একটি জাতি যারা নৈতিকতার বিচারে আজ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তারাই একদিন দীর্ঘ যুগের গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রস্রবণের পানি পান করে আধ্যাত্মিক জগতের মশালবাহী হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণীকে বহন করে নিয়ে যাবে। সূরাটির শেষের দিকে এই মন্তব্য করা হয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে এর অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব নয়। পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও অপমানিত হয়। এই চিরন্তন নিয়ম সকল নবী-রসূলের যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়েও এই কথা বলা হয়েছে, তিনি যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও হাসি-ঠাট্টাকে সহ্য করে যান। কেননা তাঁকে অচিরেই আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও বিজয় দান করা হবে।

সূরা আর্ রূম-৩০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি[২২৬৯]।

الٓمّٓ ②

৩। রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ③

৪। নিকটবর্তী দেশে[২২৬৯-ক]। আর তাদের পরাজয়ের পর তারা অবশ্যই (আবার) বিজয়ী হবে

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ④

৫। তিন থেকে নয় বছরের[২২৭০] মাঝে। [গ](এ ঘটনার) পূর্বেও এবং পরেও আল্লাহ্‌রই আদেশ (কার্যকর) হয়ে থাকে। আর সেদিন মু'মিনরা (নিজেদের বিজয়েও) খুব খুশী হবে[২২৭১],

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৯ঃ২ গ. ৩ঃ১৫৫; ১৩ঃ৩২।

২২৬৯। ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৬৯-ক। প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন)।

২২৭০। 'বিযউন' শব্দটি আরবী ভাষায় বেশ কয়েকটি সংখ্যাকে বুঝিয়ে থাকে, যেমন পাঁচ, সাত, দশ ইত্যাদি। তবে সাধারণত বুঝায় তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে।

২২৭১। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য বুঝতে হলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবদেশ ও আশপাশের দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের– পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম-সাম্রাজ্যের– রাজনৈতিক অবস্থাবলীর দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এই দুটি বিশাল সাম্রাজ্য পরস্পর যুদ্ধরত ছিল। ৬০২ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাটের বন্ধু ও হিতৈষী মোরিস পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় খসরু ফোকাসের হাতে মারা গেলে যুদ্ধের সূচনা হয়। সূচনা পর্বে পারস্য-সম্রাটের জয় জয়কার শুরু হয়ে গেল। প্রায় বিশ বছর ধরে পারস্য বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যকে তছনছ করতে লাগলো। এমনটি পূর্বে আর কখনো ঘটেনি। পারস্য-সেনারা সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর লুণ্ঠিত ও পদদলিত করলো এবং ৬০৮ খৃষ্টাব্দে চ্যালসেডন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেল। ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেস্ক দখল করে নিল। এমন কি দামেস্ক এলাকার আশপাশের দেশগুলোতে ঐ সময় পর্যন্ত যে ভূমিতে পারস্য সন্তান কখনো পা রাখতেও সাহস পায়নি, সেসব রোমীয় দেশগুলোও পারসিকদের পদানত হলো। তারপর ৬১৪ খৃষ্টাব্দে জেরুযালেমও পারস্য-সম্রাটের করতলগত হলো। সমগ্র খৃষ্টান-বিশ্ব ভীত-বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে এই খবর শুনলো যে পারসিকেরা খৃষ্টের ক্রুশকাষ্ঠ সহ পেট্রিয়ার্ককে (সর্বোচ্চ খৃষ্টান ধর্মযাজক) ধরে নিয়ে গেছে। খৃষ্টধর্ম অপমানিত ও ভূলুণ্ঠিত হলো। জেরুযালেম দখল করেও পারস্য-বাহিনী থামলো না। তারা মিসর জয় করলো, এশিয়া মাইনর পুনর্বার লুণ্ঠন করলো এবং তারপর কনস্টান্টিনোপলের সিংহদ্বারে এসে হানা দিল। রোমানরা আত্ম-কলহে বিভক্ত থাকার ফলে শত্রুকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতে সক্ষম ছিল না। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অসহায়তা ও অপমান এতই হীনতম পর্যায়ে পৌঁছুল যে 'সম্রাট' (খসরু) তাকে তার সিংহাসনের পায়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করার হুকুম দিলেন। এমন কি ক্রুশবিদ্ধ খোদার প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সূর্যের উপাসনা অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাকে রেহাই দেয়া হবে না বলে শাসিয়ে দিলেন। (হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্লড্ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪-৯৫ এবং এনসাইক বৃট, 'খসরু' ২য় ও হেরাক্লিয়াস')। তখনকার এই অস্থির অবস্থা মুসলমানদের মনকেও কষ্ট দিল। কেননা রোমীয়দের সাথে মুসলমানদের কতকটা ধর্মীয় মিল ছিল, যেহেতু তারা কিতাবধারী (আহলে কিতাব)। কিন্তু মক্কার কুরায়শরা যারা পারস্যবাসীরই মতো মূর্তি-উপাসক ছিল, খৃষ্টান সেনাবাহিনীর পতনের মধ্যে আনন্দিত হয়ে মনে করেছিল, উদীয়মান ইসলামও খৃষ্টানদের মতোই অচিরে বিনষ্ট ও পদদলিত হবে। রোমান বাহিনী এইভাবে পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হওয়ার পরে পরেই হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ৬১৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হলো যা আলোচ্য

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। (যা) আল্লাহ্‌র সাহায্যে (হবে)। তিনি যাকে চান সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۟

৭। (এটি) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি[২২৭২] (এবং) [ক]আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। অথচ অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

وَعْدَ اللّٰهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۟

৮। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটাই[২২৭৩] জানে এবং তারাই পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۟

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৯৫; ৩৯ঃ২১।

আয়াত ও পূর্ববর্তী দুটি আয়াতের বিষয়বস্তু। এই আয়াতগুলোর দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। এই আয়াতগুলোতে সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, আগামীতে মাত্র ৮/৯ বছরের মধ্যে (বিয্‌উন অর্থ ৩ থেকে ৯ বছর) চলতি অবস্থা একেবারেই উল্টে যাবে। বিজয়ী পারস্য-বাহিনী এই পর্যুদস্ত, পরাজিত ও পদদলিত রোমীয়দের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করবে। ভবিষ্যদ্বাণীটির গভীরতর অপর তাৎপর্য হলো, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তি রচিত হয়ে যাবে এবং সংশয়, অন্ধকার ও অবিশ্বাসের শক্তিসমূহের পরাজয় ও বিনাশের করুণ বাঁশী বেজে উঠবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মানুষের কল্পিত হিসাবের সম্পূর্ণ বিপরীতে মানব-বুদ্ধিকে হতচকিত করে কল্পনাতীত অবস্থায় পূর্ণ হলো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "পারস্য বাহিনীর বিজয়ের মধ্যে তিনি (মুহাম্মদ -সাঃ) কি নির্দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন যে বেশি সংখ্যক বছর গত হবে না, বিজয় রোমানদের পাতাকায় প্রত্যাবর্তন করবে।....যে সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল তখন এর পূর্ণ হওয়ার দূরতম অবস্থাও বিদ্যমান ছিল না। কেননা বারোটি বছর যাবত হেরাক্লিয়াসের ক্রমাগত পরাজয় ও বিপর্যয় এটাই ঘোষণা করে আসছিল, তার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি অত্যাসন্ন" (রাইজ, ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান ইম্পায়ার,– গীবন, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৭৪)।

বহু বছরের পরাজয়ের গ্লানির পর ৬২২ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস পারস্য-বাহিনীর মোকাবিলায় নব-উদ্যোগে মাঠে নামলেন। এটা ছিল মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের বছর। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস উত্তর মেডিয়ায় অগ্রসর হলেন এবং সেখানকার 'গাওজাক' এর সুবৃহৎ অগ্নি উপাসনালয় ভূলুণ্ঠিত করে জেরুযালেম ধ্বংসের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ঠিক ৯ম বছরেই এই ঘটনা সংঘটিত হলো। ভবিষ্যদ্বাণীটিকে অধিকতর শক্তিশালী ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটলো, ঐ বছরই মক্কার গৌরবশালী কুরায়শদের শৌর্য বীর্য অল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে বদরের যুদ্ধে চিরতরে ভূলুণ্ঠিত হলো। এতে বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী–'কেদরের শৌর্য ভূলুণ্ঠিত হইবে'– পূর্ণ হলো (যিশাইয়-২১ঃ১৬-১৭)। অতঃপর ৬২৭ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস নীনেভায় পারস্য সৈন্যকে পরাভূত করে সেসিফনের দিকে অগ্রসর হলো। খসরু (পারস্য সম্রাট) তার অতি প্রিয় প্রাসাদ 'দস্তগর্দ' (বাগদাদের কাছে) থেকে পলায়ন করলো। এই অবস্থার অপমানজনক অজ্ঞাত জীবন অতিবাহিত করার পর ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারি স্বীয় পুত্র সিরোসের হাতে নিহত হলো। এভাবে যে পারস্য সাম্রাজ্য কয়েক বছর পূর্বেও দৃশ্যত শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধারণ করেছিল তা নৈরাশ্যজনক অরাজকতার শিকার হয়ে গেল (এনসাই বৃট)।

এই আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও উজ্জ্বলতা এতই কল্পনাতীত যে ঈর্ষাপরায়ণ খৃষ্টান লিখকরা এর অপব্যাখ্যা করতেও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। রডওয়েল বলেন, এই আয়াতের শব্দগুলোতে জের-জবর-পেশ কিছুই দেয়া ছিল না। তাই শব্দগুলোকে যে কোনভাবে উচ্চারণ করা যেত। 'সাইয়াগলিবুন পড়লে অর্থ দাঁড়াতো' 'তারা বিজয়ী হবে' আর 'সাইউগলাবুন' উচ্চারণ করলে অর্থ দাঁড়াতো 'তারা পরাজিত হবে'। তিনি আরো বলেন, এই দ্ব্যর্থবোধকতা ইচ্ছাকৃত ছিল। এই পাদ্রী ভদ্রলোক জেনে না জানার ভান করেছেন। এ তো জানা কথাই যে অবতীর্ণ হবার পরে এই আয়াতগুলো পাঁচবারের দৈনিক নামাযে শত শত বার পঠিত ও উচ্চারিত হয়েছিল। তাই উচ্চারণ ও পঠন অনির্ধারিত থাকার প্রশ্নই উঠে না। মিঃ হুয়েরী আরও আজব কথা শুনিয়ে নূতনভাবে গোপন ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন, 'আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলোও তো প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পূর্বাভাস দিয়ে থাকে'। হুয়েরী সাহেবদের এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াস দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যাখ্যা ও খর্বতা সাধন যে কোন মতেই সম্ভব নয়, গীবনের উপরোক্ত ঐতিহাসিক উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২২৭২। এই প্রতিশ্রুতি ৮ঃ৪৩ আয়াতে রয়েছে।

২২৭৩। অবিশ্বাসীদের জ্ঞান ঘটনাগুলোর বাহ্যিক ও জাগতিক কারণসমূহের মধ্যে সীমিত। কিন্তু পারস্যবাহিনীর পরাজয় এবং কুরাইশ বাহিনীর পরাজয় বাহ্যিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই পরাজয়গুলোর পিছনে নিগূঢ় ও গভীরতর কারণ রয়েছে, যা জাগতিক বা প্রাকৃতিক নয় বরং আধ্যাত্মিক।

৯। [ক]তারা কি মনে মনে ভেবে দেখেনি, আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে আল্লাহ্ (তা) যথাযথভাবে[২২৭৪] এবং এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? [খ]বরং অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টি) অস্বীকার করে থাকে।

اَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُوۡا فِيۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ ۟ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمۡ لَكٰفِرُوۡنَ ﴿٩﴾

১০। [গ]তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তারা ভেবে দেখতো? তারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তারা (ব্যাপকভাবে) চাষাবাদ করতো। আর এরা যতটা বসতি এতে স্থাপন করেছে তারা এর চেয়ে বেশি (বসতি) এতে স্থাপন করেছিল। আর তাদের কাছেও তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। [ঘ]আল্লাহ্ তো এমন নন যে তিনি তাদের ওপর যুলুম করতেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের ওপরই যুলুম করতো।

اَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ كَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الۡاَرۡضَ وَعَمَرُوۡهَاۤ اَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوۡهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلٰكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿١٠﴾

১১। এরপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত মন্দ। কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতো এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ(ও) করতো।

১ [১১] ৪

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيۡنَ اَسَآءُوا السُّوۡۤاٰى اَنۡ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوۡا بِهَا يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿١١﴾ ع

১২। [ঙ]আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির সূচনা করেন, অত:পর এর পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَللّٰهُ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿١٢﴾

১৩। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে [চ](সেদিন) অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে।

وَيَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ يُبۡلِسُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿١٣﴾

১৪। আর তাদের (বানানো) শরীকদের কেউ-ই তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং [ছ]তারা তাদের (বানানো) শরীকদেরকে (নিজেরাই) অস্বীকার করবে।

وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهُمۡ مِّنۡ شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوۡا بِشُرَكَآئِهِمۡ كٰفِرِيۡنَ ﴿١٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৮৬ খ. ১০ঃ৪৬; ২৯ঃ২৪; ৩২ঃ১১ গ. ১২ঃ১১০; ২২ঃ৪৭; ৩৫ঃ৪৫; ৪৭ঃ১১ ঘ. ৪ঃ৪১; ১০ঃ৪৫ ঙ. ২৯ঃ২০ চ. ৬ঃ৪৫ ছ. ১০ঃ২৯।

২২৭৪। অবিশ্বাসীরা যদি ভেবে দেখতো মানুষকে কত অফুরন্ত শক্তি, কত উদ্ভাবনী গুণাবলী ও কত মহিমায় ভূষিত ও মহিমান্বিত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যদি এও ভেবে দেখতো মানুষের এই পার্থিব জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী তাহলে তারা নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, কেবলমাত্র ইহলৌকিক জীবনেই মানুষের সব কিছু নিঃশেষে পর্যবসিত হবার নয়, বরং মরণের পরপারেও বিস্তৃততর, পূর্ণতর ও মহত্তর জীবন রয়েছে, যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির অগণিত স্তর মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। চিন্তা-ভাবনা করে তারা এও উপলব্ধি করতে পারতো ইহজীবন হচ্ছে মৃত্যু-পরবর্তী সেই মহত্তর জীবনেরই প্রস্তুতির ক্ষেত্রবিশেষ।

১৫। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা (একে অপর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٥

১৬। আর ক.যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য একটি আড়ম্বরপূর্ণ বাগানে আনন্দের আয়োজন করা হবে[২২৭৫]।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٦

১৭। আর খ.যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতের (বিষয়টিকে) প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকেই আযাবের সম্মুখীন করা হবে।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝١٧

১৮। গ.অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ কর এবং ভোরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝١٨

১৯। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে[২২৭৬] সব প্রশংসা তাঁরই। আর রাতেও এবং তোমরা যখন দুপুরে প্রবেশ কর তখনো (প্রশংসা তাঁরই)।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝١٩

২০। ঘ.তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরও (জীবিত করে) বের করা হবে।

২ [৯] ৫

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝٢٠ ع

২১। আর মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করাও তাঁর নিদর্শনাবলীর (একটি)। এরপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়তে লাগলে[২২৭৭]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢١

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৭৬; ১৩ঃ৩০; ১৪ঃ২৪; ২২ঃ৫৭; ৪২ঃ২৩; ৬৮ঃ৩৫ খ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭; ৫৭ঃ২০; ৬৪ঃ১১; ৭৮ঃ২২-২৯ গ. ১৭ঃ৭৯; ২০ঃ১৩১; ৫০ঃ৪০ ঘ. ১০ঃ৩২।

২২৭৫। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত হয়ে রয়েছে, কেমন করে একটি অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নগণ্য জাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে ইসলামের যাদুস্পর্শে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শীর্ষে উঠে গেল। চরম অধঃপতিত আরব জাতি উন্নীত হলো সুসভ্যদেরও সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে।

২২৭৬। মানব-জীবনের সুমহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়টির প্রতিও নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যাবে, নৈতিকতার পাতালে নিপতিত সকলের অবহেলার পাত্র ঐ আরবজাতি মহানবী (সাঃ) এর অনুসরণের ফলে অল্পকালের ব্যবধানে আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষ মার্গে উপনীত হলো– এই দুটি কথা যুগপৎ ভাবলে মন বিস্ময়াভিভূত হয়ে উচ্চ নিনাদে বলে উঠে, 'আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব প্রশংসা তাঁরই।'

২২৭৭। এই আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে মাটি (তুরাব) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে 'তীন' বা কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (৬ঃ৩, ১৭ঃ৬২, ২৩ঃ১৩, ৩২ঃ৮, ৩৭ঃ১২, ৩৮ঃ৭২)। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি বলতে তার সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বা অবস্থার ঐ স্তরকে বুঝায় যখন সে কর্দমাবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। এটি কর্দমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বস্তর। এর দ্বারা একথাও বুঝায় যে মানুষ মাটি থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে যা দ্বারা সে প্রথম থেকে শেষাবধি বেঁচে থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অস্তিত্বের তিনটি যুক্তি পেশ করেছেন। (ক) আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অথবা এই মাটির সাথে জীবনের বাহ্যত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নিদর্শন), [ক]তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি (লাভের) জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেমপ্রীতি ও দয়ামায়া[২২৭৮] সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। [খ]আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে[২২৭৯]।★

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। [গ]আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে তোমাদের রাতের ও দিনের ঘুম এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের পরিশ্রমও। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা (কথা) শুনে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নিদর্শন), [ঘ]তিনি ভয় ও আশার (উৎসরূপে) তোমাদের বিদ্যুৎ ঝলক দেখান[২২৮০] এবং [ঙ]মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন। অত:পর তিনি এর মাধ্যমে পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবান মানুষের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২; ৭ঃ১৯০; ১৬ঃ৭৩; ৩৯ঃ৭ খ. ৪২ঃ৩০ গ. ১০ঃ৬৮; ২৭ঃ৮৭; ২৮ঃ৭৪; ঘ. ১৩ঃ১৩ ঙ. ৪০ঃ১৪; ৪২ঃ২৯।

কোনও সম্পর্ক নেই, এতে প্রাণ সৃষ্টির কোন বাহ্যিক উপকরণও দেখা যায় না। (খ) তিনি মানুষকে সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং মানুষের প্রকৃতিতে উন্নতির ও প্রগতি সাধনের বিরাট বাসনা ও প্রেরণা প্রোথিত করে দিয়েছেন। মানুষের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যেসব শক্তি ও গুণাবলীর ব্যবহার প্রয়োজন সেইসব শক্তি ও গুণাবলী তার মধ্যে মজুদ রেখেছেন। (গ) তিনি মানুষের মনের গহীনে বিস্তৃতি লাভ, খ্যাতি লাভ ও বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব লাভের পিপাসা রেখে দিয়েছেন এবং এসব লাভের উপযোগী প্রয়োজনীয় শক্তিসমূহও তাকে দান করেছেন।

২২৭৮। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসা প্রজননে সাহায্য করে এবং পৃথিবীর বুকে মানবতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। এতে বুঝা যায়, মানব সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য কাজ করে যাচ্ছে এবং একজন পরিকল্পনাবিদ সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এতে আরো উপলব্ধি করা যায়, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর পরেও জীবনের প্রবহমানতা থাকা প্রয়োজন।

২২৭৯। মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সাথে তার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশমালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটে চলেছে। কিন্তু তবুও এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রয়েছে একটি বিরাট একতা– মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সৃষ্টিকর্তাও একজনই।

★ [এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে, মানবজাতির সূচনালগ্নে ভাষা ছিল একটিই এবং তা ছিল ইলহামী ভাষা। এরপর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই সূচনাতে মানুষের রংও ছিল একই রকম। এরপর গ্রীস্ম, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অনুযায়ী তার রঙ্গেরও পরিবর্তন হতে থাকে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৮০। আকাশে বিদ্যুৎ-চমকানোর মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। এটি বৃষ্টির আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যা জমিতে উর্বরতা ও ফসল উৎপাদন করে মানুষকে সম্পদশালী করে। বিদ্যুত চমকানো দ্বারা বহু প্রকারের রোগ-জীবাণু মারা পড়ে এবং ফসল বিনাশকারী পোকা-মাকড় ধ্বংস হয়। তাই ভীতি-উৎপাদক হলেও এতে মানুষের বহু উপকারও সাধিত হয়। এভাবে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ঐশী পরিকল্পনা মোতাবেক এর স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে চলেছে এবং সেই সুবাদে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা ঘোষণা করে যাচ্ছে।

২৬। [ক]আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নিদর্শন), আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে[২২৮১]। এরপর তিনি যখন পৃথিবী থেকে তোমাদের একটি ডাক দিবেন তখন অকস্মাৎ তোমরা বেরিয়ে আসবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। [খ]আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই (এবং) প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত[২২৮২]।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। [গ]আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন (এবং) এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন। আর এটি তাঁর জন্য অতি সহজ। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সবচেয়ে মহান মর্যাদা তাঁরই। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

রুকূ ৩ [৮] ৬

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি তোমাদের (বুঝানোর) জন্য তোমাদেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। (তা হলো) তোমাদের অধীনস্থদের মাঝে এমনও কি কেউ আছে, যে আমাদের দানকৃত তোমাদের সেই রিয্‌কে সমভাবে অংশীদার হয়েছে আর এভাবে তোমরা (অর্থাৎ মালিক ও অধীনস্থ) এ (ধনসম্পদে) সমান হয়ে গেছ?[২২৮৩] (আর তোমরা) তাদের (অর্থাৎ অধীনস্থদের) সেভাবে ভয় পাও যেভাবে নিজেদের লোকদের ভয় পেয়ে থাক। এভাবেই আমরা বিবেকবান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। আসলে যারা যুলুম করেছে তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের কামনাবাসনার অনুসরণ করেছে। অতএব আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তাকে [ঘ]কে হেদায়াত দিতে পারে? আর এদের (মত লোকদের) কোন সাহায্যকারী হবে না।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ৪২ খ. ১৬ঃ৫৩; ২০ঃ৭; ২১ঃ২০; ২২ঃ৬৫ গ. ১০ঃ৩৫; ২৭ঃ৬৫; ২৯ঃ২০ ঘ. ৭ঃ১৮৭; ১৩ঃ৩৪; ৩৯ঃ৩৭; ৪০ঃ৩৪।

২২৮১। কোটি কোটি যুগ পূর্বে সৌরমণ্ডল অস্তিত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু আজও তা সামান্য বিকল হয়নি। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল এমন যে দৃশ্যত কোন কিছুর ওপর ভর না দিয়েই শূন্য পথে নিজ নিজ কক্ষ পথে যাত্রারত রয়েছে অগণিত গ্রহ-তারা ও নক্ষত্ররাজি।

২২৮২। এটি মানুষের জ্ঞানের ও ধারণারও বাইরে যে কোন সুদূর অতীতে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই অজানা-অজ্ঞেয় অতীতকাল থেকে এই সূর্য তার গ্রহগুলোকে সাথে নিয়ে নিজ গতিপথে একইভাবে অবিরাম চলছে। কোথাও নিয়ম-ভঙ্গ নেই, ত্রুটি নেই, বিচ্যুতি নেই। কী অনুপম! এরূপ কোটি কোটি সৌরজগৎ মহাশূন্যে ভেসে চলেছে। কোথাও দ্বন্দ্ব নেই, নেই সংঘর্ষ। নিয়ম-শৃঙ্খলার কি অপূর্ব সমাবেশ! পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার কি অচিন্তনীয় রূপায়ন! 'তারা প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত' বাক্যটির অর্থ এটাই।

২২৮৩। এই আয়াতে বলা হয়েছে, একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রভু এবং তার ভৃত্য যেমন সমান বা সম-অধিকারী হয় না এবং তার নিজের সম্পদ ভৃত্যের সাথে বণ্টন করে সমান অংশীদারিত্ব বরণ করে না, তেমনি আল্লাহ্ যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা, তিনি এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কারো সাথে ভাগাভাগি করেন না। তিনি অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾

★৩১। [ক]অতএব সদা (সত্যের প্রতি) অনুরাগী হয়ে তুমি তোমার মনোযোগ ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির[২২৮৪] (অনুরসরণ কর), যার আদলে তিনি গোটা মানবজাতিকে গঠন করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। [খ]সেটাই প্রকৃত ধর্ম যা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত (এবং যা) অন্য সবাইকে ন্যায়পরায়ণ হতে সহায়তা করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।★

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২। সদা তাঁরই প্রতি বিনত হয়ে (চল), তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নামায কায়েম কর[২২৮৫] এবং তোমরা মুশরিক হয়ে যেও না,

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩। [গ]যারা নিজেদের ধর্মকে খন্ডবিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।[২২৮৬] প্রত্যেকটি দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উল্লাস করছে।

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। [ঘ]আর কোন মানুষের ওপর যখন কষ্ট নেমে আসে তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়ে তাঁকে ডাকে। এরপর তিনি যখন তাদেরকে নিজ কৃপার স্বাদ গ্রহণ করান তৎক্ষণাৎ তাদের এক দল নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ٙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। [ঙ]যাতে আমরা তাদের যা দিয়েছি তারা এর অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে। সুতরাং তোমরা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। অচিরেই তোমরা এর পরিণতি জানতে পারবে।

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। তাঁর সাথে তারা যা শরীক সাব্যস্ত করে আমরা কি এর সমর্থনে এমন কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ[২২৮৭] তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি?

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ১০৬; ৩০ঃ৪৪ খ. ৯৮ঃ৬ গ. ৬ঃ১৬০ ঘ. ১০ঃ১৩; ৩৯ঃ৯, ৫০ ঙ. ১৬ঃ৫৬; ২৯ঃ৬৭।

২২৮৪। আল্লাহ্ যেমন এক, মানবজাতিও তেমনি এক। এরই নাম ফিৎরাতুল্লাহ্ বা প্রকৃতির ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের প্রকৃতিতে রয়েছে। মানুষের মনের মণিকোঠায় এটা সাড়া জাগায়। মন এতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সায় দেয়। মানব-শিশু এই ধর্ম-প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতা, তার পিতামাতার ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস, তার পরবর্তী শিক্ষা-দীক্ষা তাকে ইহুদী, ম্যাজিয়ান অথবা খৃষ্টান বানায় (বুখারী)।

★ [এখানে 'আল্লাহ্‌র প্রকৃতি' বলতে তাঁর গুণাবলীকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র গুণাবলী অনুকরণ করার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে ক্রমোন্নতি করতে পারে। মানুষের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য প্রাণী কখনো অংশ নিতে পারে না। অন্য কথায় আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলী অর্জন করতে পারলেই তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। যা হোক একথা স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্ অসীম কিন্তু মানুষ সসীম। অতএব মানবীয় সীমাবদ্ধতার মাঝে থেকেই সে তাঁর অনুসরণ করতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৮৫। আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন যদিও ধর্মীয় মূল-নীতি তথাপি কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। সত্য-ধর্ম মানেই এর কিছু আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ থাকতে হবে যার মধ্যে সর্বোচ্চে থাকবে আল্লাহ্‌র ইবাদত।

২২৮৬ ও ২২৮৭ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٧﴾

★ ৩৭। [ক]আর আমরা যখন মানুষকে কৃপার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা এতে উল্লাস করে এবং দেখ, তাদের (নিজেদের) কৃতকর্মের ফলে তাদের কোন ক্ষতি হলে তারা নিরাশ হয়ে যেতে আরম্ভ করে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তারা কি দেখেনি, [খ]আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন? নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯। [গ]অতএব তুমি নিকটাত্মীয়, অভাবী এবং মুসাফিরকেও তার ন্যায্য পাওনা[২২৮৮] দাও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এটা তাদের জন্য উত্তম। আর এরাই সফল হবে।

وَمَآ آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَآ
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٠﴾

৪০। [ঘ]মানুষের ধনসম্পদ একীভূত হয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে যে (অর্থ) তোমরা সুদ লাভের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাক সে (অর্থ) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাড়ে না। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেইসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধন সম্পদ) বহুগুণে বাড়াতে থাকে[২২৮৯]।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن
شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن
شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪১। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের রিয্ক দান করেছেন, এরপর [ঙ]তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন (এবং) এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন[২২৯০]। তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের মাঝেও কি (এমন) কেউ আছে, যে এসবের কোনটিই করতে পারে? তিনি অতি পবিত্র এবং (তাঁর সাথে) তারা যা শরীক করে তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে।

৪ [১৩] ৭

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২২; ৪১ঃ৫১-৫২; ৪২ঃ৪৯ খ. ২৯ঃ৬৩ গ. ১৬ঃ৯১; ১৭ঃ২৭ ঘ. ২ঃ২৭৬-২৭৭ ঙ. ২ঃ২৯; ২২ঃ৬৭; ৪০ঃ৬৯; ৪৫ঃ২৭।

২২৮৬। অতীতে দেখা গেছে, সত্য-ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মানুষকে বিভক্ত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ একটি জঘন্য তৎপরতা।

২২৮৭। পূর্বের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি জোর দেয়ার পর এই আয়াতসহ পরবর্তী তিনটি আয়াতে 'শিরক্' বা 'আল্লাহ্‌র অংশীবাদিতা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ খাড়া করার যৌক্তিকতা নেই। বহু-ঈশ্বরবাদের যুক্তিযুক্ত কোন ভিত্তিই নেই। এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। তাই মানব-প্রকৃতি, বুদ্ধি ও যুক্তি সবকিছুই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

২২৮৮। 'তার ন্যায্য পাওনা দাও' এই কথাটির মধ্যে একটি আদর্শ নীতি নিহিত রয়েছে। নীতিটা হলো, ধনীরা সমাজের গরীব লোকদেরকে সদকা, যাকাত, দান-খয়রাতরূপে যা দিয়ে থাকেন তা গরীবদের ন্যায্য পাওনা। এই ন্যায্য পাওনা দাবীস্বরূপ। কেননা গরীবেরা স্বীয় পরিশ্রম ও কাজকর্মের মাধ্যমে ধনবানদের ধন-সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে (৫০ঃ২০)। তাই দেখা যায়, কুরআন যেখানেই বিশ্বাসীদের প্রতি দরিদ্র-অভাবীদেরকে দান করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানেই 'ইতে' (দান কর) শব্দটি ব্যবহার না করে 'আতে' (আদায় কর) শব্দটি ব্যবহার করেছে। এই রূপ শব্দ ব্যবহারের লক্ষ্য এটিই যে দরিদ্র-অভাবী শ্রেণীর লোকের মনে 'দয়ার দান' গ্রহণজনিত কোন অপমানবোধ বা হীনতা যেন না জাগে এবং তাদের মাথা নত না হয় (কাশ্‌শাফ)।

২২৮৯ ও ২২৯০ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪২। মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে[২২৯১]। এর পরিণামে তিনি তাদের কোন কোন কর্মের (শাস্তির) স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন যাতে তারা (আল্লাহ্‌র দিকে) ফিরে আসে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, [ক]'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং ভেবে দেখ, পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।'

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾

★ ৪৪। [খ]আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই অপ্রতিরুদ্ধ দিন আসার পূর্বেই তোমার মনোযোগ সেই ধর্মের প্রতি নিবদ্ধ কর যা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যদের ন্যায়পরায়ণ হতে সাহায্য করে। সেদিন তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩৭; ২৭ঃ৭০; ৪০ঃ৮৩ খ. ১০ঃ১০৬; ৩০ঃ৩১।

২২৮৯। এই আয়াতে যাকাত ও সুদের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত পদ্ধতির দান অভাবী-দরিদ্রদের আত্মসম্মান ও মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে তাদের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য ক্লেশ মিটিয়ে থাকে। অপর পক্ষে সুদের লগ্নি গরীবের অভাবমোচন তো করেই না, বরং তার দারিদ্রকে বাড়িয়ে দেয়, একদিকে অভাবীর অভাব বাড়ায়, অন্যদিকে ধনীদের ধন বাড়ায়। মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠই দারিদ্রের যুপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী সম্পদের পাহাড় গড়ে তার ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে, এর মূলে রয়েছে 'সুদ'। সুদের কাঠামো আর সুদের প্রতিষ্ঠানই এই মহা বৈষম্যের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী। এই আয়াতে ব্যাংক বা অন্যান্য সংস্থায় টাকা রেখে সুদ গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে বিশেষভাবে।

২২৯০। আল্লাহ্‌ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিয্‌কদাতা ও পালনকর্তা। আমাদের জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তাও তিনিই। এই অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী এককভাবে যার মধ্যে আছে, আমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই।

২২৯১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে মূল বক্তব্য রাখা হয়েছে তা হলো, আমরা যেন এই 'বিশ্বাসে' নিশ্চিতভাবে উপনীত হই যে আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী ও সর্বশক্তিমান, যিনি সব কিছুর সৃষ্টি ও জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, যখন মানুষ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং প্রকৃত আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজের মনগড়া খোদার পূজায় গা ভাসিয়ে দেয় তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করে বিভ্রান্ত ও হারানো মেষগুলোকে পথ দেখিয়ে পুনরায় নিজের খোঁয়াড়ে নিয়ে আসেন। 'সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভটা ছিল জাতীয় ও সমাজ জীবনে এক মহাপচনের যুগ। নৈতিক জীবনে তখন ধর্মের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম কেবল অর্থহীন কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের বড় বড় ধর্মগুলো তাদের অনুসারীদের জীবনে সুস্থ প্রভাব ফেলতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। যরথুস্ত্র, মূসা ও ঈসার প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা মানুষের রক্তে নির্বাপিত হয়ে গেল,....পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্যজগত উচ্ছৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার দ্বার-প্রান্তে উপনীত হলো। মনে হলো চার হাজার বছর পূর্ব থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠা সভ্যতা এই বুঝি ভেঙ্গে পড়লো।... যে সভ্যতা মহাবৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখা ও পল্লব-পুষ্প দ্বারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছিল, যে সভ্যতার স্পর্শ কারু-কার্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সুবর্ণ ফলের মতো সাজিয়ে তুলেছিল, তা এখন টলটলায়মান হয়ে গেল। সেই বৃক্ষের কাণ্ডগুলোর ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-আকর্ষণী শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে পচে গেল' (ইমোশন এ্যাজ দি বেসিস অব সিভিলাইজেশন' এবং 'স্পিরিট অব ইসলাম)।

এই ছিল মানুষের অবস্থা যখন বিশ্ব-মানবতার পরম শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের ধর্ম-মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কাছে পূর্ণতম ও সর্বশেষ ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ হলো কুরআন শরীফের আকারে। পূর্ণতম বিধান বা শরীয়ত তখনই অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত সময় ছিল যখন সর্বপ্রকার পাপরাশির অধিকাংশই কোন না কোনরূপে পৃথিবীর বুকে আত্ম প্রকাশ করেছিল।

'স্থলে ও জলে' শব্দ দু'টি দ্বারা বুঝাতে পারে ঃ (ক) স্থল দ্বারা ঐ জাতিগুলো বুঝায় যারা কেবল যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল এবং জল দ্বারা ঐ জাতিগুলোকে বুঝায় যারা ঐশী-বাণীর ওপর ভিত্তি করে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়েছিল, (খ) যারা মূল ভূখণ্ডগুলোতে বাস করে এবং যারা দ্বীপগুলোতে বাস করে।

মোট কথা 'জলে ও স্থলে' বলতে এই আয়াতে বিশ্বের সকল জাতিকেই বুঝিয়েছে। তারা সকলেই রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সর্বোপরি নৈতিকভাবে চরম অধঃপতনে নিপতিত হয়েছিল।

৪৫। যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের (কুফল) তার ওপরই বর্তাবে এবং যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই (কল্যাণের) ক্ষেত্র প্রস্তুত করে,

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। [ক]যেন তিনি নিজ অনুগ্রহে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের পছন্দ করেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এও একটি নিদর্শন), তিনি সুসংবাদ বহনকারীরূপে[২২৯২] বায়ু পাঠান। আর (এটা এজন্য করেন) যেন তিনি তাঁর কৃপার কিছু স্বাদ তোমাদের ভোগ করান ও [খ]নৌযানগুলো যেন তাঁর আদেশে চলে এবং তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর। আর এতে সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসূলকে তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। এরপরও যারা অপরাধ করেছিল আমরা (তাদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। [গ]আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তিনিই [ঘ]আল্লাহ্, যিনি বায়ু পাঠান। এরপর এ (বায়ু) মেঘের আকারে জলীয়বাষ্প বহন করে। এরপর তিনি যেভাবে চান একে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তিনি একে বিভিন্ন টুকরায় পরিণত করেন। এরপর তুমি এর মাঝ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেখ। আর তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যখন যাকে ইচ্ছা এ (কল্যাণ) পৌঁছিয়ে দেন। তারা তৎক্ষণাৎ আনন্দিত হয়ে ওঠে,

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যদিও এ (বৃষ্টি) তাদের ওপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা এর আসার ব্যাপারে★ নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٥٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৫; ৩৪ঃ৫ খ. ১৭ঃ৬৭; ৩১ঃ৩২; ৪৫ঃ১৩ গ. ১০ঃ১০৪; ৪০ঃ৫২; ৫৮ঃ২২ ঘ. ২৪ঃ৪৪।

২২৯২। এই আয়াতের শব্দগুলো নির্দেশ করে, একই ঐশী-নীতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীতে যেভাবে কার্যকরী হয় ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতেও একইভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টি আসার পূর্বে মেঘের সৃষ্টি হয় ও বাতাস বইতে থাকে। তেমনি ঐশী সংস্কারকের আগমনের পূর্বাভাসস্বরূপ তাঁর শিক্ষার প্রচারোপযোগী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি আগেই হয়ে থাকে এবং নেক ও পবিত্র ধর্মপরায়ণ লোকেরা আগেভাগেই তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তাঁর পথ সুগম ও সহজ করে যান।

★ ['কাবলিহী' এর অর্থের জন্য আল্ মুনজিদ এবং আল্ মু'জিমূল ওয়াসিত দেখুন। সুতরাং লেখা আছে 'ক্বাবালা' 'ইয়াক্ববুলু' 'ক্বাবলান'; আতা আক্ববালা অর্থাৎ সে এল বা সে আসলো! (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫১। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র কৃপার চিহ্নাবলীর দিকে দৃষ্টি দাও, কিরূপে [ক]তিনি পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই মৃতদের জীবিত করবেন[২২৯৩]। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।★

فَانْظُرْ اِلٰٓى اَثَرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥١﴾

৫২। আর [খ]আমরা যদি এরূপ কোন বাতাস পাঠাই, যার ফলে তারা এই (সবুজ ক্ষেত খামারকে) হলুদ হয়ে যেতে দেখে তখন তারা এ (দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার) পর অবশ্যই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর নিশ্চয় তুমি (তোমার) এ আহ্বান মৃতদের শুনাতে পার না এবং [গ]বধিরদেরও শুনাতে পার না যখন তারা পিট্‌টান দিয়ে চলে যায়।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। [ঘ]আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পথনির্দেশনা দিতে পার না। আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি যারা ঈমান আনে তুমি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পার। অতএব তারাই হলো আত্মসমর্পণকারী[২২৯৪]।

৫ [১৩] ৮

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٤﴾ ع

৫৫। [ঙ]আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে এক দুর্বল (অবস্থায়) সৃষ্টি[২২৯৫] করেছেন, আর দুর্বলতার পর শক্তি দিয়েছেন এবং শক্তি (দানের) পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দিয়েছেন। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٥﴾

৫৬। আর যেদিন কিয়ামত[২২৯৬] সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে, [চ]তারা এক মুহূর্তের বেশি (পৃথিবীতে) থাকেনি। এভাবে (পূর্বেও) তাদের (পথ) ভ্রষ্ট করে দেয়া হতো।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ڏ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৬৬; ২২ঃ৬; ৩৯ঃ২২; ৪৫ঃ৬ খ. ৫৬ঃ৬৬; ৫৭ঃ২১ গ. ১০ঃ৪৩; ২১ঃ৪৬; ২৭ঃ৮১ ঘ. ১০ঃ৪৪; ২৭ঃ৮২ ঙ. ৪ঃ৬৮ চ. ১০ঃ৪৬; ৪৬ঃ৩৬।

২২৯৩। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে প্রাকৃতিক নিয়মেই অতিমাত্রার শুষ্কতার পরে বৃষ্টির আগমন হয় এবং শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত পৃথিবী এর মাধ্যমে এক নবজীবন লাভ করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও কলুষিত মানুষের পুনরুজ্জীবনের জন্য সেই একই ঐশী নিয়ম কার্যকরী করা হয়ে থাকে। মৃতপ্রায় জাতিগুলো আল্লাহ্‌র নবীর আগমনে নব জীবন লাভ করে থাকে।

★ [সমুদ্র থেকে জলীয়বাষ্পরূপে বিশুদ্ধ পানি উঠার, এরপর তা উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বিশুদ্ধ পানির আকারে নিম্নভূমির দিকে প্রবাহিত হওয়ার কথা ৪৯-৫১ আয়াতে বলা হয়েছে। এর দরুন ভূমি সজীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থাপনা যদি অব্যাহত না থাকতো তবে পৃথিবীতে কোন প্রকারের জীবনের চিহ্নই থাকতো না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৯৪। কোন নবী কিংবা কোন ঐশী-বাণীই মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে আনতে পারে না, যদি না সে স্বেচ্ছায় সত্যের বাণী শুনতে চায় ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়। নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তবেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সুফল আসে এবং এভাবেই মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, নয়তো ভাঙ্গে।

২২৯৫। 'যূফ' শব্দটা এই আয়াতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'যূফ' অর্থ দুর্বলতা। এটা মানব জীবনে অন্তত তিনবার দেখা দেয়– ভ্রূণের অবস্থায়, শৈশবাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়।

২২৯৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৭। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র হিসাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে এবং এটাই হলো পুনরুত্থান দিবস[২২৯৭]। কিন্তু তোমরা জ্ঞান রাখ না।'

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

★৫৮। [ক]সুতরাং যারা যুলুম করেছিল সেদিন তাদের ওজর আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং (তাঁর) দোরগোড়াতেই তাদের আসতে দেয়া হবে না[২২৯৮]।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর নিশ্চয় [খ]আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি[২২৯৯]। আর তুমি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এলে অস্বীকারকারীরা নিশ্চয় বলবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছু নও।'

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। যারা জ্ঞান রাখে না আল্লাহ্ তাদের অন্তরে [গ]এভাবেই মোহর মেরে দেন[২৩০০]।

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে না তারা যেন তোমাকে ধোঁকা দিয়ে আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

৬ [৭] ৯

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦١﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮৫; ৪১ঃ২৫; ৪৫ঃ৩৬ খ. ১৭ঃ৯০; ৩৯ঃ২৮ গ. ৯ঃ৯৩; ১৬ঃ১০৯; ৪৭ঃ১৭।

২২৯৬। 'সাআত'– এখানে ইসলামের বিজয় মুহূর্ত বোঝায়।

২২৯৭। এখানে 'পুনরুত্থান' কথাটি দ্বারা মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানকে বুঝায়নি, বরং আধ্যাত্মিক সংস্কারকের আগমনে যে আধ্যাত্মিক নব-জীবনের সূচনা হয় তাকেই বুঝিয়েছে।

২২৯৮। 'ইউসতা'তাবুন' অর্থঃ (ক) ঐশী দ্বারে অগ্রসর হবার অনুমতি তারা পাবে না, (খ) তারা যে সব পাপাচার করেছে তা শুধরাবার অনুমতি পাবে না, (গ) তাদের সমর্থনমূলক কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না এবং (ঘ) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের গণ্ডীর ভিতরে গৃহীত হবে না। এই সকল অর্থই মূল ধাতু 'আতাবা'র মধ্যে বিদ্যমান।

২২৯৯। 'মাসাল' শব্দের অর্থ বর্ণনা, যুক্তি, আলোচনা, শিক্ষা, প্রবাদ, চিহ্ন, উপদেশপূর্ণ ছোটগল্প বা উপমা (লেইন)।

২৩০০। কেবলমাত্র তাদের হৃদয়েই সীলমোহর মারা হয় যারা ঐশী সংস্কারকগণের মাধ্যমে আগত ঐশী-জ্ঞানকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে। অস্বীকারকারীর হৃদয়ের দ্বার বন্ধকরণ ক্রিয়াটি আপনাপনি সংঘটিত হয়ে থাকে, যখন ঐশী-জ্ঞানকে তার সম্মুখে বার বার যুক্তি সহকারে তুলে ধরা সত্ত্বেও সে তা অবহেলা করে ও প্রত্যাখ্যান করতে থাকে।

সূরা লুক্‌মান-৩১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে সকলের অভিমত হলো, আলোচ্য সূরাটি নবী করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে অথবা যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন, ষষ্ঠ কি ৭ম বছরের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা 'আর্ রূম' এই মন্তব্যসহ শেষ হয়েছিল যে পবিত্র কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাই বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু কাফিরদের সত্য দর্শন করার মতো দৃষ্টিশক্তি নেই এবং তাদের হৃদয়ও মোহরাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও এসব কাফির বার বার উল্লেখ করে চলেছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছাড়া অন্য কিছু নয়। বর্তমান সূরাটি পবিত্র ও দৃঢ় উক্তিসহকারে শুরু হয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন মিথ্যাবাদী বা প্রতারক নন এবং এই ঐশী কিতাব অর্থাৎ কুরআন সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং এটি সত্যান্বেষী যে কোন ব্যক্তিকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকে। পূর্ববর্তী সূরাতে এও বলা হয়েছিল, ইসলাম ক্রমাগত সাফল্য ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং কাফিররা পরাজয়, গ্লানি ও অপমানের সম্মুখীন হবে। বর্তমান সূরাটিতে সেইসব বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে, যেসব নৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ও যেগুলোর সত্যিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতি স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারে এবং মহত্ব ও খ্যাতির অধিকারী হতে পারে।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই সফলতা লাভ করার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত হিসাবে সত্যিকার বিশ্বাস ও সঠিক কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং হযরত লুকমান (আঃ) এর মুখনিঃসৃত কিছু উক্তির মাধ্যমে কতিপয় বিশ্বজনীন নৈতিকতার মূল-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হলো, আল্লাহ্ এক এবং অন্যান্য নৈতিক আদর্শ এই মূল বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। ঐশী একত্ববাদের পর দ্বিতীয় যে উল্লেখযোগ্য বিষয় তা হচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ, যার মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য। এই দুটি মৌলিক অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে একজন মুসলমানকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো প্রতি আনুগত্য না দেখায়, এমনকি পিতামাতাও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আনুগত্য করতে বলেন তাহলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের আনুগত্যের বাস্তব রূপ নামায আদায়ের মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব পালন, ভাল কাজে অংশগ্রহণ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, যখন একজন মু'মিন সত্য প্রচারের কঠিন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং মানুষকে সৎভাবে জীবনযাপন করার আহ্বান জানায় তখন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিপত্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং তাকে বিভিন্ন অত্যাচার, নিপীড়ন ও অপমান সহ্য করতে হয়। কাজেই এসব প্রতিকূলতায় ভীত না হয়ে মু'মিনদের উচিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এই অবস্থার মোকাবিলা করা। বস্তুত একজন বিশ্বাসী যখন তার ওপর ন্যস্ত সত্য ও মহৎ কর্তব্য সম্পাদনে অসত্যের প্রবল বিরোধিতাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মোকাবিলা করে তখনই সাফল্য তার নিকট এসে ধরা দেয় এবং দলে দলে লোক তার নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে। তবে একজন মু'মিনকেও এই সময়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই সময়ে তার সম্পর্কে যে উচ্চ প্রশংসা ও জয়ধ্বনি করা হতে থাকে তাতে প্রভাবান্বিত না হয়ে এবং অহমিকা ও আত্মশ্লাঘার শিকার না হয়ে তাকে মানসিক ভারসাম্য ও সাবধানতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ইসলামের অনুকূলেই কাজ করছে। সূরাটি অস্বীকারকারীদে প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক শেষ হয়েছে যে তাদের জন্য ফয়সালার দিন খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে যখন তাদের মান-সম্মান, সম্পদ এবং প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসবে না। তখন তাদের সন্তান-সন্ততিরাও ইসলাম কবুল করবে এবং এর উন্নতিকল্পে নিজ সম্পদরাজি ব্যয় করবে।

★ [এ সূরায় মানুষকে বিনয় অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চল এবং নিজেদের কণ্ঠস্বরকেও নিচু রাখ। এরপর মানুষকে কৃতজ্ঞতার দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। এটা এ সূরার এক মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত লুকমান (আ:) তাঁর পুত্রকে বার বার কৃতজ্ঞতার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। অতএব হযরত লুকমান (আ:)কে যে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে এর মূল বিষয় হলো, 'আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন'। এ বিষয়টি দিয়েই তাঁর উপদেশ শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজীর কোন সীমাপরিসীমা নেই। তিনি পৃথিবী ও আকাশ এবং এতে যেসব গুপ্ত শক্তি রয়েছে তা মানুষের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়োজিত করেছেন। এমনকি বিশ্বজগতের প্রান্তে অবস্থিত ছায়াপথসমূহ (Galaxies) মানুষের মাঝে নিহিত গোপন শক্তি সামর্থের ওপর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এমন সব মানুষও রয়েছে, যারা এ বিশ্বজগত সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না এবং নিজেদের অজ্ঞানতা সত্ত্বেও আগ বাড়িয়ে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে বানিয়ে কথা বলে থাকে। এদের কাছে কোন হেদায়াতও নেই আর কোন জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থও নেই যাতে শিরকের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় 'কিতাবে মুনীর' (অর্থাৎ উজ্জ্বল কিতাব) বলে এই ভুল ধারণার সংশোধন করা হয়েছে যে প্রতিমা পূজারীরা নিজেদের বিকৃত শিক্ষার সত্যতার প্রমাণরূপে কোন কোন কিতাব উপস্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তারা বেদের রেফারেন্স দিয়ে থাকে। কিন্তু বেদেতো কোন প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ নেই, বরং বেদ মানুষকে আরো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

বিশ্বজগতে আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও কুদরতের যেসব রহস্য ছড়িয়ে আছে কোন হিসাব বিজ্ঞানই এর নাগাল পাবে না। এমনকি সব সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় এবং সব বৃক্ষ কলম হয়ে যায় তবুও সমুদ্র শুকিয়ে যাবে এবং কলম শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের রহস্যাবলীর বর্ণনা বাকী থেকে যাবে।

এরপর এ সূরায় এমন একটি আয়াত (২৯ আয়াত) রয়েছে, যা মানুষ সৃষ্টির রহস্যাবলীর দ্বার অদ্ভুতভাবে উন্মোচন করছে। এ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে যদি মায়ের জরায়ুতে আকারপ্রাপ্ত ভ্রূণের প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে সে বুঝতে পারবে তাকে সৃষ্টির সীমাহীন স্তর অতিক্রম করতে হয়। তখন তার প্রথম সৃষ্টির রহস্যাবলীর প্রজ্ঞা সম্পর্কেও সে সামান্য কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বর্ণনা করে থাকে, গর্ভধারণের সূচনা থেকে শুরু করে ভ্রূণের পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত ভ্রূণে সেসব পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, যা জীবনের (প্রথম) সূচনা থেকে শুরু করে বিবর্তনের সব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। এটি এক অত্যন্ত বিস্তৃত গভীর বিষয়বস্তু। এ ব্যাপারে সব প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীরা একমত। এ সূরায় বলা হয়েছে, এটা হলো তোমাদের প্রথম সৃষ্টি। যেভাবে এক তুচ্ছ কীট থেকে উন্নতি লাভ করে তোমরা মানবীয় শক্তিসামর্থ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছ সেভাবেই তোমরা নিজেদের নূতন সৃষ্টিতে কিয়ামত পর্যন্ত এতটা উন্নতি করতে থাকবে যে এই পরিপূর্ণতা লাভকারী আকারের তুলনায় মানুষ সেই শক্তি-সামর্থ্যই লাভ করবে যেভাবে মানুষের তুলনায় এই শক্তি-সামর্থ্যহীন কীটের ছিল যা থেকে জীবনের সূচনা করা হয়েছিল।

এই বলে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে, মানুষকে যখন মৃতদের মাঝ থেকে চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণ আকারে পুনরায় উঠানো হবে এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে তা কখন কিভাবে হবে। এ প্রসঙ্গে সেসব অন্যান্য কথাও বলা হয়েছে, যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। এ জ্ঞানে মানুষের কোন অংশ নেই। এ সূরাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো বলা হয়েছে, আকাশ থেকে পানি কখন ও কিভাবে বর্ষিত হবে, মায়ের জরায়ুতে কী বস্তু রয়েছে যা লালিতপালিত হচ্ছে, মানুষ ভবিষ্যতে কী অর্জন করবে এবং পৃথিবীতে তার মৃত্যু কোন্ স্থানে সংঘটিত হবে।

এখানে একটি সন্দেহের অবসান হওয়া প্রয়োজন। আজকের উন্নত যুগে এ দাবী করা হচ্ছে, নিত্য নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে মায়ের পেটে কী আছে তা জানা যেতে পারে। এমনকি এ দাবীও করা হচ্ছে, সন্তান সুস্থ হবে না কি জন্মগতভাবে রুগ্ন হবে এবং সে কি ছেলে হবে না কি মেয়ে হবে তাও জানা যেতে পারে। কিন্তু এ নিশ্চিত দাবী সত্ত্বেও তারা নিশ্চিতভাবে কখনো বলতে পারে না, মায়ের পেটে লালিতপালিত সন্তান কি প্রতিবন্ধী না কি প্রতিবন্ধী নয়। তারা কেবল এক জোরালো সম্ভাবনার কথা বলে থাকে। এভাবে তাদের এ ভবিষ্যদ্বাণীও বার বার ভুল প্রমাণিত হয়েছে, যে সন্তানের জন্ম হবে সে কি পুত্র হবে বা কন্যা হবে। মানুষ বহুবার এটি প্রত্যক্ষ করে আসছে, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শীরা একটি শিশুর জন্মগত খুঁতের কথা নিশ্চিতভাবে বলে, কিন্তু শিশুর যখন জন্ম হয় তখন দেখা যায় সে এ খুঁত থেকে মুক্ত। এভাবেই কোন কোন সময় তারা নিশ্চিতভাবে বলে, কন্যার জন্ম হবে, কিন্তু দেখা যায় পুত্রের জন্ম হয়ে গেছে এবং এর বিপরীতটিও হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারতো আমরা দৈনন্দিন জীবনে বার বার প্রত্যক্ষ করছি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
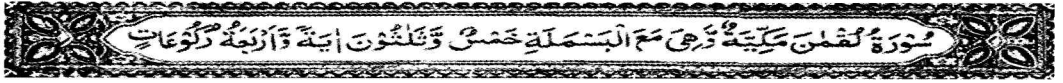
সূরা লুক্মান-৩১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি।

الٓمّٓ ②

৩। [গ]এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত[২৩০১],

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ③

৪। (যা) [ঘ]সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হেদায়াত এবং রহমত,

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ④

৫। [ঙ]যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালেও দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ⑤

৬। [চ]এরাই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত। আর এরাই সফল হবে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑥

৭। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা জ্ঞানের কোন ভিত্তি ছাড়াই (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করার জন্য কল্পকাহিনীর বেসাতি করে[২৩০২] এবং একে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথকে) ঠাট্টাবিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানায়। এদেরই জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑦

৮। আর (এরূপ) লোকের কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন সে অহঙ্কারভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতেই পায়নি। তার উভয় কানে যেন বধিরতা রয়েছে। অতএব তুমি (এবং) তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও!

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৩০ঃ২ গ. ১০ঃ২ ঘ. ১৬ঃ৯০; ২৭ঃ৩ ঙ. ২ঃ৪; ৫ঃ৫৬; ৯ঃ৭১; ২৭ঃ৪ চ. ২ঃ৬।

২৩০১। কুরআন একটি অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ। এতে বর্ণিত এমন কোন তথ্য, নীতি-আদর্শ ও তত্ত্ব নেই, যা প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা কিংবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদঘাটন ও আবিষ্কারাদির দ্বারা ভুল ও অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে সহস্রাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এতে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি নব নব যুগের নব নব চাহিদার প্রেক্ষিতেও এতে কোন অপূর্ণতা ধরা পড়েনি। কুরআন চিরসত্যের পবিত্র গ্রন্থ।

২৩০২। মানব-জীবন খুবই অর্থপূর্ণ বিরাট উদ্দেশ্য ও মহান লক্ষ্য পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু দুর্বল-চেতা হীনমন্য ব্যক্তিরা তাদের মহামূল্য সময়কে অপব্যয় করে এবং তাদের শক্তি-নিচয়কে হেলায় খেলায় ও অপকর্মে কাটিয়ে ফিরে (২৩ঃ১১৬)।

৯। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

১০। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (এটা) আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠﴾

১১। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ক·তিনি স্তম্ভ ছাড়াই আকাশসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। খ·তোমাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য তিনি পৃথিবীতে পাহাড় বানিয়েছেন[২৩০৩] এবং এ (পৃথিবীতে) প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে আমরা পানি অবতীর্ণ করেছি এবং এ (পৃথিবীতে) গ·সব ধরনের উত্তম জোড়া উৎপন্ন করেছি।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

১২। এ হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অতএব আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে? আসলে যালেমরা সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।

১ [১২] ১০

هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

১৩। আর নিশ্চয় আমরা লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (এবং তাকে বলেছিলাম,) 'আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার স্মরণ রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) প্রশংসার অধিকারী।'

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٣﴾

১৪। আর (স্মরণ কর) লুক্‌মান[২৩০৪] যখন তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করো না। নিশ্চয় শির্‌ক এক অনেক বড় যুলুম[২৩০৫]।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৩ খ. ১৩ঃ৪; ১৫ঃ২০; ১৬ঃ ১৬; ৭৭ঃ২৮ গ. ৫০ঃ৮।

২৩০৩। কুরআনের অন্যত্র (১৩ঃ৪) 'আল্‌কা' (তিনি স্থাপন করলেন) এর স্থলে 'জাআলা' (তিনি তৈরী করলেন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, পর্বতমালা পৃথিবীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, বাইরে থেকে এনে পৃথিবীর বুকে স্থাপিত হয়নি।

২৩০৪। হযরত লুক্‌মান অনারব বলে মনে হয়। খুব সম্ভবত তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়া) লোক ছিলেন। তিনি মিসর বা নূবিয়ার অধিবাসী বলে কথিত আছে। অনেকে তাঁকে এবং গ্রীসের ঈশপকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত লুক্‌মান তাঁর পুত্রকে যে সব হিতোপদেশ দিয়েছেন তা দৃষ্টে মনে হয়, হযরত লুক্‌মান আল্লাহ্‌র একজন নবী ছিলেন (আলায়হিস্ সালাম)।

২৩০৫। ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মৌলিক শিক্ষা হলো, আল্লাহ্ এক। এই মূল মতবাদ থেকেই ধর্মের অন্যান্য ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিমালা উৎসারিত হয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে উপাসনা করে মানুষ কেবল নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করে, নিজের সত্তার বিকাশে ও সম্প্রসারণে নিজেই বাধা প্রদান করে।

১৫। [ক]আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে (সদাচরণ করার) তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি[২৩০৬]। তার মা তাকে (এক) দুর্বল অবস্থার পর আরেক দুর্বল অবস্থায় (গর্ভে) বহন করে থাকে। আর তার [২৩০৬-ক]দুধ ছাড়ানো দুবছরে (সম্পন্ন) হয়। (তাকে আমরা এই তাগিদপূর্ণ আদেশও দিয়েছি,) আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তোমার পিতামাতারও (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর)। (মনে রেখো) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

১৬। আর যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাকে আমার শরীক সাব্যস্ত করতে তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা) তোমাকে পীড়াপীড়ি করলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গত রীতিনীতি[২৩০৭] অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ে সদাচরণ অব্যাহত রাখবে এবং সেই ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে, যে আমার দিকে বিনত হয়। এরপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করবো।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র! সরিষা বীজ পরিমাণ কোন (কর্ম) কোন পাথরে (চাপা পড়ে) থাকলে তা আকাশসমূহে বা পৃথিবীতে যেখানেই পড়ে থাকুক আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন[২৩০৮]। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী (ও) সবিশেষ অবহিত।

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কায়েম কর, উত্তম কাজের আদেশ দাও, মন্দ বিষয়ে নিষেধ কর এবং তোমার কোন (বিপদ) এলে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫২; ২৯ঃ৯; ৪৬ঃ১৬।

২৩০৬। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত একটি মধ্যবর্তী বাক্যমাত্র। এতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যের পরে পরেই নির্ধারিত করা হয়েছে তার দ্বিতীয় প্রধান কর্তব্য–মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য যার সূচনা ঘটে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের মাধ্যমে।

২৩০৬-ক। এই আয়াত এবং ৪৬নং সূরার ১৬নং আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক তফাৎ দেখা যায়। তবে সত্য এটাই যে অনেক সন্তান সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। তাদেরকে অধিক দিন মাতৃস্তন্য পান করাতে হয়। দুর্বল শিশুদেরকে দীর্ঘতর সময় ধরে মাতৃস্তন্য পান করাতে হয়।

২৩০৭। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, এই দুই কর্তব্যের মধ্যে যদি কখনো দ্বন্দ্ব বাধে তাহলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যকে সে প্রাধান্য দিবে। কেননা এ ক্ষেত্রে এটাই হবে তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি এই কর্তব্য করতে গিয়ে যদিও তাকে পিতা-মাতার অবাধ্য হতে হয়, তথাপি এ অবাধ্যতার মধ্যেও সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, শালীনতা ও নম্রতার ব্যবহারই করতে হবে। পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ে তাদের অবাধ্যতা বা অশালীন ঔদ্ধত্য নিষিদ্ধ। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের নম্রতা, কোমলতা, দয়া-ভালবাসা ও শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

২৩০৮। ভাল হোক, মন্দ হোক, কোন কাজই বিফলে যায় না। তা চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই সত্যের প্রতিই ৫০ঃ১৯ আয়াত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯। আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না[২৩০৯] [ক]এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾

২০। আর তোমার চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর স্বর হলো গাধার স্বর।

২
[৮]
১১

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٢٠﴾

২১। তোমরা কি ভেবে দেখনি, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি তাঁর নেয়ামতসমূহ তোমাদের জন্য বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবেও পূর্ণ করেছেন?[২৩১০] আর এমন অনেক মানুষ আছে, [খ]যারা কোন জ্ঞান বা হেদায়াত বা জ্যোতির্ময় কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে[২৩১১]।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢١﴾

২২। আর এদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা এর অনুসরণ কর' তখন এরা বলে, [গ]'এর পরিবর্তে আমরা সেই পথের অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের (দেখতে) পেয়েছি[২৩১২]।' শয়তান জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে এদের ডাকলেও কি (এরা তা-ই করবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾

২৩। [ঘ]আর যে-ই তার সব মনোযোগ আল্লাহ্তে সমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয় সে এক মজবুত হাতল ধরে ফেলেছে। আর সব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে (ফিরে) যায়[২৩১৩]।

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৩৮; ২৫ঃ৬৪ খ. ১৩ঃ১৪; ২২ঃ৪৯ গ. ৫ঃ১০৫; ১০ঃ৭৯; ২১ঃ৫৪ ঘ. ২ঃ১১৩।

২৩০৯। 'স'অ্যারা খাদ্দাহু' অর্থ সে ঘৃণা ও অহঙ্কারে নিজের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নিল, নিজ গাল ফুলালো (লেইন, মিফতাহ্)।

২৩১০। বাক্যটির তাৎপর্য এই হয়, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়োজন– তা সে জাগতিক হোক আর আধ্যাত্মিক হোক, বৈষয়িক হোক আর মানসিক হোক, কিংবা জানা বা অজানা হোক, সকল প্রকারের প্রয়োজন মিটাবারই ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলা করেছেন।

২৩১১। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি, মানুষের অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র বাণী, সব কিছু একত্রিতভাবে এটাই সাক্ষ্য দেয়, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও নির্বোধ বিশ্বাস মাত্র। 'জ্ঞান বা হেদায়াত বা জ্যোতির্ময় কিতাব ছাড়াই' কথাগুলো দ্বারা এ তাৎপর্য ও অর্থ প্রকাশ পায়।

২৩১২। মানুষ এমনইভাবে সৃষ্ট যে সে তার পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কোন মতেই ছাড়তে চায় না, তাকে যতই তা বুঝোনো হোক না কেন। আল্লাহ্র নবীগণের সকলেই এরূপ সুনির্দিষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যে অবিশ্বাসীরা তাদের পূর্বপুরুষের মত ও পথ, বিশ্বাস ও ধারণা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, অবিশ্বাস ইত্যাদি সহজে মরে না।

২৩১৩। একমাত্র আল্লাহ্ই প্রত্যেক কর্মের প্রতিফল সৃষ্টি করেন।

২৪। আর [ক]যে অস্বীকার করে তার অস্বীকার যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। অতএব তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমরা তাদের অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৫। আমরা এদের কিছুটা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিব। এরপর আমরা এদের অসহায় করে কঠোর শাস্তির দিকে নিয়ে যাব।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٥﴾

২৬। [খ]আর তুমি যদি এদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[২৩১৪]।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। [গ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহ্‌রই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) প্রশংসার অধিকারী।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٧﴾

২৮। [ঘ]আর পৃথিবীতে যত গাছ আছে সব যদি কলম হয়ে যায় এবং সাগর (কালি হয়ে যায় এবং) এ ছাড়াও সাত[২৩১৫] সাগরও যদি এর সহায়ক হয় তবুও আল্লাহ্‌র কথা শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) ন্যায়ই[২৩১৫-ক]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৭৭ খ. ২৯ঃ৬২; ৩৯ঃ৩৯ গ. ২ঃ২৮৫; ১০ঃ৫৬; ২৪ঃ৬৫ ঘ. ১৮ঃ১১০।

২৩১৪। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-পরিকল্পনায় যে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা দৃষ্ট হয় এবং এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিচালনার যে অনবদ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা যদি বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সাথে অনুধাবন করা যায় তাহলে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে এ অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, এই বিশ্বজগতের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। বাচন-ভঙ্গি 'লাইয়াকূলুন্না'র তাৎপর্য এটাই, অবিশ্বাসীদের একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে আল্লাহ্ তাআলাই এই বিশ্ব জগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

২৩১৫। আরবী ভাষায় 'সাত' এবং 'সত্তর' বহু সংখ্যক অর্থে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; 'সাত' ও 'সত্তরের' সংখ্যাগত মান হিসাবে নয়।

২৩১৫-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, সকল মানুষই এক প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। এর দ্বারা এ কথাও বুঝায় যে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি-অবনতি যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে, জাতিসমূহের উত্থান-পতনও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই ঘটে থাকে।

৩০। তুমি কি ভেবে দেখনি, নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান[২৩১৬]। আর তিনি [খ]সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধাবমান রয়েছে। আর (মনে রেখো) তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালোভাবেই অবহিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣٠

৩১। এর কারণ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তাঁকে ছেড়ে তারা যাকেই ডাকে তা অবশ্যই মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (ও) মহান।

৩ [১১] ১২

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝٣١

৩২। তুমি কি ভেবে দেখনি, আল্লাহ্‌র নেয়ামত নিয়ে সাগরে [গ]নৌযান চলে[২৩১৭] যেন তিনি তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাদের দেখান? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٣٢

৩৩। আর ঢেউ যখন ছায়ার ন্যায় তাদের ঢেকে ফেলে তখন [ঘ]তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। এরপর [ঙ]তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন তখন তাদের একাংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে[২৩১৮]। আর ভয়ানক ধোঁকাবাজ (ও) অতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝٣٣

৩৪। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং [চ]সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার পুত্রের কাজে আসবে না আর পুত্রও তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কখনো ধোঁকায় ফেলে না দেয় এবং ধোঁকাবাজ (শয়তান)ও যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমাদের কখনো ধোঁকা দিতে না পারে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝٣٤

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ৬২; ৩৫ঃ১৪; ৫৭ঃ৭ খ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬ গ. ১৭ঃ৬৭; ৩০ঃ৪৭; ৪৫ঃ১৩ ঘ. ১০ঃ২৩; ১৭ঃ৬৮; ২৯ঃ৬৬ ঙ. ১০ঃ২৪; ১৭ঃ৬৮ চ. ২ঃ১২৪; ৮২ঃ২০।

২৩১৬। রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়, জাতি ও ব্যক্তির ভাগ্যও সেভাবেই একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়ে থাকে।

২৩১৭। বড় বড় নৌযানগুলোর সমুদ্র গমন আল্লাহ্‌রই আশীর্বাদ বিশেষ। মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতির ক্ষেত্রে এর অবদান অনেক বেশি। যে জাতির সমুদ্রগামী শক্তি যত বেশি, সে জাতিই বিশ্বের মাঝে তত বেশি ধনী ও তত বেশি শক্তিশালী। নেয়ামত শব্দ দিয়ে পণ্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

২৩১৮। এই আয়াতে মুশরিকদের (বহু-ঈশ্বরবাদীদের) সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তারা অতি ক্ষণ-ভঙ্গুর বিশ্বাসের অধিকারী হয় এবং কুসংস্কারের বশবর্তী থাকে। সামান্য ভাগ্য বিপর্যয়েই তারা ভীত ও মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কেননা শুনা-কথা, মনগড়া-বিশ্বাস ও কুসংস্কার হলো তাদের বিশ্বাসের উপাদান।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। [ক]তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর গর্ভাশয়ে যা-ই আছে তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) ভালোভাবেই অবহিত[২৩১৯]।

৪ [৪] ১৩

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ২৫; ৪২ঃ২৯।

২৩১৯। ইসলামের বিজয়ের মূল বিষয়টিতে ফিরে সূরাটি শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (১) ইসলামের বিজয় ও অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাভব কখন হবে, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে, (২) মানুষের অবস্থাবলীর কোন্ পর্যায়ে বাণী প্রেরণ আবশ্যক তাও একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। সঠিক সময় বুঝেই তিনি 'কুরআন' অবতীর্ণ করেছেন। (৩) একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন, অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করবে, না অবিশ্বাসের মধ্যেই পড়ে থাকবে অর্থাৎ যেসব অবিশ্বাসী নেতারা এই মুহূর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদের পুত্র-পৌত্ররা ইসলাম গ্রহণপূর্বক এর সংরক্ষণ ও বর্ধনের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিবে কিনা এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে এবং (৪) অবিশ্বাসীরা মোটেই অবগত নয় যে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অবিশ্বাসীদের নেতৃবৃন্দ যারা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে নিজ নিজ জন্মভূমি ও গৃহ থেকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়েছে তারা নিজেরাই দেশান্তরে মৃত্যুবরণ করবে।

সূরা আস্ সাজ্দা-৩২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা এই মন্তব্যসহ শেষ হয়েছিল, একটি জাতির উত্থান ও পতন সম্পর্কিত সত্যিকার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষের বাহ্যিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকেন। বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণাসহ শুরু হয়েছে, আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর হাতেই ব্যক্তি ও জাতিসমূহের উত্থান ও অগ্রগতির কারণসমূহ যেমন বিরাজমান, ঠিক তেমনি ব্যক্তি ও জাতিসমূহের ধ্বংস ও পরাজয়ের কারণসমূহ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় অবিশ্বাসীদের আরোপকৃত একটি মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডনপূর্বক সূরাটি শুরু হয়েছে। আর সেই অভিযোগ হচ্ছে, কুরআন একটি মিথ্যা রচনা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভণ্ড। এর জবাবে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি দ্রুত অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনও কোন প্রতারণা নয়। কেননা যথাসময়ে সত্য এবং ন্যায়ের সমর্থনে এবং মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিও কুরআনের বাণী প্রচারিত হওয়ার অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর মূল প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে সূরাটিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ইসলামের প্রাথমিক অগ্রগতির পর প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এর ঔজ্জ্বল্য অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং এই সাময়িক অন্ধকারের পর পুনরায় ইসলাম এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হবে। তখন ইসলাম এর মৌলিক মহিমা ও সৌন্দর্যসহ অবারিত উত্তরণের পথে এগিয়ে যাবে। এই বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাবার জন্য এই সূরাটিতে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, মানুষ যেভাবে এক নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য বস্তু তথা কাদা থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির এক পূর্ণতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তেমনি ইসলামও নিতান্ত অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করবে, সম্প্রসারিত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এক বিরাট শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। শেষের দিকে সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব কোন অভিনব বিষয় নয়। পার্থিব জগতে যেভাবে মাটি উত্তপ্ত ও বিশুষ্ক হবার পর আল্লাহ্ তাআলা মেঘ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং পৃথিবী নতুন জীবন সম্ভারে আন্দোলিত হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও মানুষ যখন অন্ধকারে পথ-হারা হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় তখন এক ঐশী-বাণী-বাহককে আল্লাহ্ তাআলা (ঐশী বারিসহ) প্রেরণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত মানব-মণ্ডলী এক নবজীবন লাভ করে।
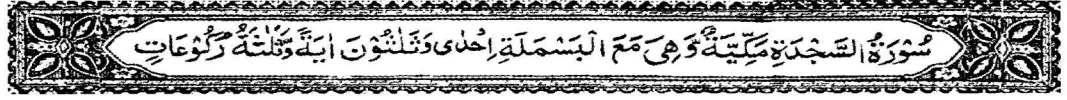
সূরা আস্ সাজ্দা-৩২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

الٓمّٓ ②

২। [খ]আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ③

৩। [গ]বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই যে এ পরিপূর্ণ কিতাবের অবতরণ এতে কোন সন্দেহ নেই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ④

৪। তারা কি বলে, 'সে নিজেই এটা বানিয়ে নিয়েছে'? বরং এ তো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (কিতাব), [ঘ]যেন তুমি (এর মাধ্যমে) এরূপ এক জাতিকে সতর্ক কর যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (এবং এতে করে) তারা হেদায়াত পেয়েও যেতে পারে[২৩২০]।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ⑤

৫। [ঙ]আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে সবই ছয় কালে[২৩২১] সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে[২৩২২] অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সুপারিশকারীও নেই। অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑥

৬। তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান[২৩২৩]।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৩০ঃ২ গ. ২০ঃ৫; ৪০ঃ৩; ৪৬ঃ৩ ঘ. ২৮ঃ৪৭; ৩৬ঃ৭ ঙ. ৭ঃ৫৫; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০।

২৩২০। 'আলিফ লাম মীম' গ্রুপের চারটি সূরার মধ্যে এটাই শেষ সূরা। এই সূরা চারটির মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হলো, নৈতিক অধঃপতনের অতলগর্ভে নিপতিত একটি জাতির পুনর্জাগরণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে এই জাতিটিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়ে মহিমান্বিতকরণ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতির এই মহাজাগরণকে মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তিরূপে দেখানো হয়েছে। এই চারটি সূরাতেই বিশ্ব-সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করে মূল বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

২৩২১। দেখুন ৯৮৪ টীকা।

২৩২২। দেখুন ৫৪ টীকা।

২৩২৩। এই আয়াতটি ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাসের একটি মহাসঙ্কটময় ক্রান্তিকালের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। ইসলামের প্রথম তিন শ' বছর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর একটি হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "আমি যে শতাব্দীতে আছি তা-ই সর্বোত্তম শতাব্দী, তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী, তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী" (তিরমিযী, বুখারী-কিতাবুশ্ শাহাদাত)। তিন শ' বছরের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ইসলাম অধঃমুখী হতে লাগলো। অতঃপর এক হাজার বছর ধরে ইসলামের অধঃপতন ও অধঃমুখিতা চলতে লাগলো। এই অধঃপতনের হাজার বছরের কথাই আলোচ্য আয়াতটিতে এভাবে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭। [ক]তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী,

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ ﴿٧﴾

৮। যিনি তাঁর সৃষ্ট সব কিছুই অতি নিখুঁত করে বানিয়েছেন এবং [খ]কাদামাটি দিয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ﴿٨﴾

৯। এরপর তিনি এক তুচ্ছ পানির [গ]নির্যাস থেকে তার প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ ﴿٩﴾

★ ১০। [ঘ]এরপর তিনি তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং তার ভিতর নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন[২৩২৪]। আর তিনি তোমাদের কান ও চোখ এবং হৃদয়★ দিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। আর তারা বলে, 'আমরা মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের অবশ্যই এক নতুন সৃষ্টিতে (পরিণত) করা হবে?' [ঙ]বরং তারাতো নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টিতেই) অস্বীকারকারী।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١١﴾

১ [১২] ১৪

১২। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাই তোমাদের মৃত্যু দিবে। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٢﴾ ع

১৩। আর তুমি যদি দেখতে, অপরাধীরা যখন তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে নিজেদের মাথা নত করে থাকবে (এবং বলবে), 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (যা কিছু তুমি বলেছিলে তা) আমরা দেখলাম ও শুনলাম। অতএব [চ]তুমি (এখন) আমাদের ফেরৎ পাঠাও, যাতে আমরা সৎকাজ করতে পারি। নিশ্চয় (এখন) আমরা (তোমার কথা) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ৪; ৫৯ঃ২৩ খ. ৬ঃ৩; ১৫ঃ২৭; ৩৭ঃ১২ গ. ৭৭ঃ২১ ঘ. ১৫ঃ৩০; ৩৮ঃ৭৩ ঙ. ১৮ঃ১০৬; ২৯ঃ২৪; ৩০ঃ১০ চ. ২৩ঃ১০০, ১০১; ৩৫ঃ৩৮; ৩৯ঃ৫৯।

বলা হয়েছে ঃ "এরপর তা এরূপ একদিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।" মহানবী (সাঃ) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, "ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যাবে এবং পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি একে সেখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আগমনে এই অধঃপতনের গতি রুদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামের নবজাগরণ পুনরায় আরম্ভ হয়েছে।

২৩২৪। 'রূহ' শব্দের অর্থ 'মানবাত্মা' এবং 'ঐশী-বাণী' (লেইন)। অতএব এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে ঃ (ক) মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিপূর্ণ পরিপুষ্টি লাভের পর তাতে আত্মার উদ্ভব ঘটে, (খ) মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি পরিপূর্ণতা লাভ করলে তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্তি ঘটে।

★[কুরআন করীমে ব্যবহৃত 'ফুয়াদ' শব্দটি কেবল হৃদয় বুঝায় না। কিন্তু এটি বুদ্ধিমত্তার পরম অবস্থাকেও বুঝায়। দেখুন ২৮:১১, ৫৩:১২, ৪৬:২৭ এবং ১৪:৩৮। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ য়াবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪। আর আমরা যদি চাইতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা অবশ্যই তার (অবস্থা অনুযায়ী) হেদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্য সাব্যস্ত হলো যে ক.আমি অবশ্যই সব জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব'[২৩২৫]।	وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫। অতএব তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) ভুলে যাওয়ার দরুন (আযাবের) স্বাদ ভোগ কর। নিশ্চয় আমরাও তোমাদের ভুলে গেছি। এ ছাড়াও তোমাদের কৃতকর্মের দরুন চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ ভোগ কর।	فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬। নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এসব (নিদর্শন) সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখনই তারা সেজদায় খ.লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা অহংকার করে না।	اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٦﴾ ۩
১৭। তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে এবং) গ.তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয়ের সাথে ও (তাঁর কৃপা লাভের) আশা নিয়ে ডাকতে থাকে। আর আমরা তাদের যা-ই দান করেছি এ থেকে তারা খরচ করে।	تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮। অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানরূপে চোখ জুড়ানো কত কী যে তাদের জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না[২৩২৬]!	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

সিজদা-৫

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১২০; ১৫ঃ৪৪; ৩৮ঃ৮৬ খ. ১৭ঃ১০৮, ১১০; ১৯ঃ৫৯ গ. ২১ঃ৯১।

২৩২৫। এই আয়াতটি পূর্বে অবতীর্ণ ১৫ঃ৪৩,৪৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'যারা পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে তোমার (শয়তানের) অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান।' এতে বোঝা যায়, 'ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারীরাই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।'

২৩২৬। বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, কোন চোখ তা (বেহেশ্‌তের আশীর্বাদসমূহ) দেখেনি, কোন কর্ণ তাদের সঠিক বর্ণনা শুনেনি, এমনকি মানুষের মন ঐসব ঐশী আশিস ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না (বুখারী, কিতাব বা'দাল খাল্‌ক)। এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরকালীন জীবনের আশীর্বাদসমূহ পার্থিব বস্তুর মতো কিছু নয়। ধর্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ইহজীবনের প্রতিটি সৎ কাজ ও পুণ্য কর্ম বিভিন্ন ধরন-ধারণের আধ্যাত্মিক তৃপ্তিদায়ক আশীর্বাদরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। কুরআনের ঐসব আশীর্বাদের যে বর্ণনামূলক বিবরণ আছে তা উপমাস্বরূপ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে, পরকালে ধার্মিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ওপর যে সকল ঐশী অনুগ্রহ, দান, আশীর্বাদ ও পুরস্কার বর্ষণ করা হবে সেগুলো গুণে, মানে ও পরিমাণে এতই উচ্চ পর্যায়ের হবে যে মানুষ ইহজীবনে তা কল্পনাও করতে পারবে না। ঐসব উচ্চাঙ্গীণ ঐশী আশীর্বাদসমূহ হবে মানুষের কল্পনাতীত।

১৯। অতএব [ক]যে মু'মিন হয়ে থাকে সে কি তার মত হতে পারে, যে দুষ্কর্মপরায়ণ? এরা কখনো সমান হতে পারে না।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٩﴾

২০। [খ]যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের কৃতকর্মের দরুন আতিথেয়তারূপে তাদের জন্য থাকবে (মর্যাদানুযায়ী) বসবাসের বাগান।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। আর যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের ঠাঁই হবে আগুন। [গ]তারা যখনই তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাতে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, 'এখন তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে।'

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

★ ২২। আর [ঘ]আমরা নিশ্চয়ই বড় আযাবের পূর্বে তাদের ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো যাতে তারা (অনুতাপের সাথে আমাদের দিকে) ফিরে আসে[২৩২৭]।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব।

২ [১১] ১৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। [ঙ]আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দান করেছিলাম। অতএব তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে সন্দেহ পোষণ করো না। আর আমরা সেই (কিতাবকে) বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের কারণ করেছিলাম।★

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٤﴾

২৫। [চ]আর তারা যখন ধৈর্য ধরলো তখন আমরা তাদের মাঝ থেকে এমন ইমাম নিযুক্ত করলাম যারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং তারা আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৫৯ খ. ৩০ঃ১৬; ৩৫ঃ৮; ৪২ঃ২৩; ৪৫ঃ৩১ গ. ৫ঃ৩৮; ২২ঃ২৩ ঘ. ৫২ঃ৪৮ ঙ. ২ঃ৮৮; ১৭ঃ৩; ২৩ঃ৫০ চ. ২১ঃ৭৪।

২৩২৭। 'ছোট আযাব' ও 'বড় আযাব' বলতে যথাক্রমে ঃ (১) ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তি বুঝাতে পারে, (২) বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের পরাজয় ও মক্কা পতন বুঝাতে পারে, (৩) অবিশ্বাসী জাতিসমূহকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ দ্বারা সতর্ক করা হয়, কিন্তু তারা সতর্ক না হয়ে দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকলে শেষাবধি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।

★ [এ আয়াতের একটি অর্থ এও হয়, মূসার (আ:) সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না। সম্ভবত এতে মি'রাজের সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন মহানবী (সা:) হযরত মূসা (আ:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং এরপর বার বার সাক্ষাতের সুযোগও হয়েছিল। এস্থলে হযরত মূসা (আ:) এর কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেভাবে তূর পর্বতে আল্লাহ্‌র সাথে হযরত মূসা (আ:) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এর চেয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে মহানবী (সা:) এর দর্শন অনেক বেশি হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝٢٥

২৬। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই ক.কিয়ামত দিবসে তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝٢٦

২৭। আর আমরা তাদের পূর্বে কত যুগের লোককেই ধ্বংস করে দিয়েছি যাদের (পরিত্যক্ত) ঘর দুয়ারে তারা চলাফেরা করছে। এটা কি তাদের হেদায়াত দেয়নি? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এরপরও তারা কি শুনছে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝٢٧

সিজদাহ্ ১৮

২৮। তারা কি দেখেনি, আমরা অনুর্বর ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে নিয়ে যাই, এরপর এ (পানির) মাধ্যমে আমরা খ.শস্য উৎপাদন করি। এ থেকে তাদের গবাদি পশু খায় এবং তারা নিজেরাও খায়। তবুও কি তারা দেখে না?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٢٨

২৯। আর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল দেখি), এ বিজয় কবে আসবে?'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝٢٩

৩০। তুমি বল, 'যারা অস্বীকার করেছে বিজয়ের[২৩২৮] দিনে তাদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে না।'

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ۝٣٠

৩১। অতএব তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং (খোদার সিদ্ধান্তের) অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারাও কোন কিছুর অপেক্ষায় বসে আছে।

৩ [৮] ১৬

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১৪২; ২২ঃ৭০; ৩৯ঃ৪. খ. ১০ঃ২৫; ২০ঃ৫৫; ২৫ঃ৫০.

২৩২৮। বদরের যুদ্ধ দিবস, যাকে 'ফুরকান দিবস' (ফয়সালার দিন) নামেও অভিহিত করা হয়েছে (৮ঃ৪২)।

সূরা আল্ আহ্যাব-৩৩

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হিজরতের ৫ম বছর থেকে শুরু করে ৭ম বছর, এমনকি কারো কারো অভিমত অনুযায়ী হিজরী ৮ম ও ৯ম বছর পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিও বর্তমান রয়েছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরায় বারবার অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, ইসলাম ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত হবে এবং এর বর্তমান দুর্বলতা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করবে। আর এই অগ্রগতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত আরবে ইসলামের বাণীকে গ্রহণ করা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌত্তলিকতার বিলুপ্তি এমনভাবে ঘটবে যে তা যেন আর কখনোই ফিরে আসতে না পারে। আলোচ্য সূরার অব্যবহিত আগের সূরা 'আস্ সিজ্দায়' বলা হয়েছিল, অচিরেই মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পদ ও বস্তুগত উন্নতির উপকরণাদি দেয়া হবে। অতঃপর উক্ত সূরার শেষের দিকে কাফিরদের বিদ্রূপাত্মক একটি প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তারা জানতে চেয়েছিল, ইসলামের বিজয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এর পূর্ণতা কখন হবে? এর উত্তরে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বর্তমান সূরাটিতে জানানো হয়েছে যে ইসলামের বিজয় ও সাফল্য সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইতোমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ইসলাম একটি বিরাট শক্তি হিসাবেও ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের উত্তরণের পর শরীয়তের বিধি-বিধান বেশ দ্রুত হারে একটির পর একটি অবতীর্ণ হতে থাকে, যেন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া যায়। বর্তমান সূরাটিতে এই ধরনের একাধিক বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুরুতেই এটি আরব সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিনের একটি কুপ্রথাকে রহিত করেছে। এই বদ্ধমূল প্রথাটি ছিল, অন্যের পুত্রকে একেবারে নিজের পুত্র হিসাবেই গ্রহণ করা। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের স্বরূপ কী এবং বাস্তব ক্ষেত্রেই তা কতটুকু গভীর ও যথার্থভাবে বিদ্যমান তা বুঝানো হয়েছে। বস্তুত নবী হিসাবে তিনি তাঁর উম্মতের নিকট আধ্যাত্মিক পিতা এবং সেই দিক দিয়ে তাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্তা তাদের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তাঁর স্ত্রীগণ হচ্ছেন মু'মিনদের আধ্যাত্মিক মাতা। সূরাটিতে অতঃপর খন্দক-যুদ্ধের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধ ছিল সেই সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সমস্ত আরব যেন এক ব্যক্তি হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ এর মতো এক সুসজ্জিত ও শক্তিশালী বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য (১২০০ এর মতো), যদিও কোন কোন লেখকের বর্ণনানুযায়ী নারী-পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে যারা পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল ৩০০০ এর কাছাকাছি। কাজেই সৈন্য-সংখ্যার বিবেচনায় এই যুদ্ধ ছিল খুবই অসম। তদুপরি মুসলমানরা ছিল নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত। কিন্তু আল্লাহ্ নিজ সৈন্যদল অর্থাৎ ফিরিশ্তাদেরকে প্রেরণ করলেন এবং শত্রুপক্ষের শক্তিশালী বাহিনী ছত্রভঙ্গ ও পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করলো। পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ একনিষ্ঠ অনুসারীরও অভাব থাকে না, তেমনি কিছু কিছু দুর্বলচেতা বিশ্বাসী এবং মুনাফিক লোকও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এসব মুনাফিকরা বেশ জোর গলায় নিজেদেরকে খাঁটি অনুসারী বলে ব্যক্ত করে, কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে যখন মদীনা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলো তখন এসব মুনাফিকরা অত্যন্ত বাজে ওজর দেখিয়ে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকলো। তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। এদের মধ্যে বনু কোরায়যা গোত্রই ছিল প্রথম যারা তাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে এবং মুসলমানরা যখন চারদিক দিয়ে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত এবং ইসলামের ভবিষ্যতও অনেকটা অনিশ্চিত তখন তারা মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে। শত্রুর সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নের পর নবী করীম (সাঃ) এ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

খন্দকের যুদ্ধ যখন শেষ হলো এবং বনু কোরায়যা গোত্রকে যখন নির্বাসন দেয়া হলো তখন মুসলমানদের হাতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ এসে জমা হলো। এক নিতান্ত অসহায় ও আর্থিকভাবে দরিদ্র অবস্থা থেকে মুসলমানরা হঠাৎ ধনী, শক্তিশালী ও এক উন্নতিশীল জাতিতে পরিণত হলো। বস্তুগত প্রাচুর্যের স্বাভাবিক পরিণতি হলো এর ফলে মানুষ পার্থিব মনোভব-সম্পন্ন হয় এবং আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পূর্বে তার মধ্যে সেবা ও ত্যাগের যে প্রবণতা থাকে তাতে অনেকটা অনীহা দেখা দেয়। এটা এমন ধরনের একটা বিষয় যার মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত যে কোন সংস্কারককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়। সাধারণত এই ধরনের আরাম-প্রিয়তা পারিবারিক পরিসরে প্রথম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে নবী করীমের (সাঃ) পরিবারের সদস্যগণকে যেহেতু সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করতে হবে, তাই এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বিষয় যে প্রথমেই জীবনযাপনের ব্যাপারে

তাদের পক্ষে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর পত্নীগণকে (রাঃ) আহ্বান জানানো হয়েছিল যে একদিকে পার্থিব আরাম-আয়েশ এবং অন্যদিকে নবী করীম (সাঃ) এর সহজ, সাদামাটা এবং কষ্টকর জীবনের মধ্যে কোন্‌টিকে তারা বরণ করে নিবেন। অত্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবেই নবী করীম (সাঃ) এর পত্নীগণ এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং নবীজী (সাঃ) এর সাহচর্যকেই তারা পছন্দ করে নেন। নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে তাই বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে দয়া ও ধার্মিকতার কাজে তাঁরা এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নবীর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁদের জন্য যথাযোগ্য এবং তাঁদের সম্মান ও সুউচ্চ পদমর্যাদা রক্ষা এবং মুসলমানদের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদি শিক্ষা দেবার জন্য একান্ত জরুরী। অতঃপর সূরাটিতে হযরত যায়েদের (রাঃ) সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিয়ের ব্যর্থতা ও পরবর্তী পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিয়ের মাধ্যমে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বিবি যয়নব (রাঃ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ফুফাত বোন এবং জন্মসূত্রে এক অতি সম্ভ্রান্ত আরব মহিলা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কৌলীন্য ও উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার ব্যাপারে বেশ গর্বিত থাকার কথা আর অন্যদিকে যায়েদ (রাঃ) ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস। এই বিয়ের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ঘৃণ্য সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী-বিভেদ প্রথার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। কেননা ইসলামী মতে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান। তারপর সূরাটিতে একটি অমূলক আশঙ্কার নিরসন করা হয়েছে, যা দত্তকপুত্র গ্রহণ প্রথা নিরসন করায় বিরুদ্ধবাদীদের মনে সংক্রমিত হয়েছিল। তা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) এর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি অপুত্রক হিসাবে মারা যাবেন এবং তাঁর কোন উত্তরসূরী না থাকাতে ইসলামও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করবে। সূরাটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব পরিকল্পনা এটাই ছিল যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৈহিক কোন পুত্র সন্তান থাকবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি নিঃসন্তান থাকবেন। কেননা বিশ্ব-নবী হিসাবে তিনি সকল মানবজাতির আধ্যাত্মিক পিতা। এই দাবির বাস্তব প্রমাণ হিসাবে সকল যুগেই তাঁর (সাঃ) অনুগত এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আল্লাহ্-ভীরু সম্প্রদায় থাকবে, যাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান হবেন। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক পিতা, সেই হিসাবে তাঁর স্ত্রীগণও তাঁদের আধ্যাত্মিক মাতা। সুতরাং নবীজী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করা এক জঘন্য পাপের কাজ। অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তিনি তাঁর বর্তমান স্ত্রীগণের কাউকেও তালাক না দেন এবং নতুন কোন স্ত্রীও গ্রহণ না করেন। নবী করীম (সাঃ) এর পত্নীগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁরা 'বিশ্বাসীদের মাতা' (উম্মুল (মুমিনীন) হিসাবে নিজেদের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখার দিকে খেয়াল রাখেন এবং ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় তাদের বহিরাবরণ ও দেহের পরিধেয় পোশাকের ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি মেনে চলেন। এ বিষয়টিই হলো নারীদের পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ এবং যদিও নবীজী (সাঃ) এর পত্নীগণকে সম্বোধন করে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তথাপি সকল মুসলিম নারীর জন্যও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সূরাটির শেষের দিকে মানুষের সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্য-মণি ও মুকুট হিসাবে মানুষের দায়িত্বও অত্যন্ত মহান। এজন্য মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। বস্তুত সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষেরই এই ক্ষমতা রয়েছে যে সে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতে এবং একমাত্র মানুষই নিজ সত্তায় আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত করতে সক্ষম।
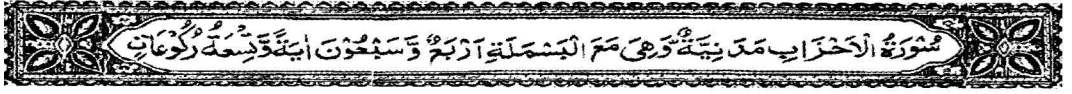
সূরা আল্ আহ্যাব-৩৩

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭৪ আয়াত এবং ৯ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। হে নবী![২৩২৯] আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ②

৩। [খ]তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ওহী করা হয়, তুমি এরই অনুসরণ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ③

৪। [গ]আর তুমি আল্লাহ্র ওপর ভরসা কর এবং কার্য-নির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ④

★ ৫। আল্লাহ্ কোন মানুষের বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। এভাবে তোমাদের স্ত্রীদের তোমরা 'মা' ডেকে[২৩৩০] তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পরিহার করে চলার দরুন তিনি তাদের (অর্থাৎ সেই স্ত্রীদের) তোমাদের মা বানিয়ে দেন না। তেমনি তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রকে[২৩৩১] তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেন না। এটা (কেবল) তোমাদের মুখের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনি (সঠিক) পথে পরিচালিত করেন।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১০ঃ১১০ গ. ৩ঃ১৬০; ২৬ঃ২১৮।

২৩২৯। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)কে আয়াতে 'আন্ নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও তাঁকে 'আন্ নবী' (সেই নির্দিষ্ট নবী) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য কোন নবীকে কুরআনে কিংবা অবতীর্ণ অন্য কোন গ্রন্থে এরূপভাবে 'আন্নবী' বলে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের নিজস্ব নামেই ডাকা হয়েছে। এই সম্বোধন-বৈশিষ্ট্য এটাই প্রমাণ করে, মহানবী (সাঃ) সত্যিই 'আন্নবী' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। 'আন্নবী' বলার অন্য অর্থ এও হতে পারে, মহানবী (সাঃ)ই 'সেই নবী' যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে (যোহন-১ঃ২৪,২৫)।

২৩৩০। 'যিহার' বা মুযাহারা' বলতে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে 'মা' বলে পৃথক রাখা বুঝায়, (লেইন)।

২৩৩১। 'দাঈ', শব্দের বহুবচন 'আদইয়াউ'। 'দাঈ' অর্থ পুত্ররূপে গৃহীত ব্যক্তি, পুত্র নয় অথচ পুত্ররূপে গৃহীত ব্যক্তি, যাকে স্বীয় পিতা নয় এমন ব্যক্তি পুত্ররূপে বরণ করে নেয়। পোষ্য-পুত্র, এমন ব্যক্তি যার পিতৃপরিচয় বা বংশ পরিচয় নেই। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে পিতারূপে পরিচয় না দিয়ে অন্য পিতৃপরিচয় গ্রহণ করে (লেইন)। মহানবী (সাঃ) এর সময়ে আরবদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত দুটি বদ্ধমূল কুসংস্কারকে এই আয়াতের সাহায্যে নির্মূল করা হয়েছে। এই দুটির মধ্যে জঘন্যতর হলো 'যিহার'– স্বামী তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় 'মা' ডেকে ফেলতো। ফলে স্ত্রী স্বামীসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যেত, স্ত্রীর দাবি খাটাতে পারতো না অথচ স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতেও পারতো না। নারী-স্বাধীনতার পুরোধা ইসলাম এরূপ অসহনীয় একটি বর্বর রীতিকে মোটেই সহ্য করতে পারলো না। অন্য রীতিটি হলো অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করা এবং এটাকেই কার্যত সত্য সত্যই রক্ত-সম্পর্ক বলে গণ্য করা। এই রীতি একেতো মিথ্যার প্রশয় দেয়

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★৬। তাদের পিতার (পরিচয়ে) তাদের ডেকো। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তোমরা যদি তাদের পিতাদের (পরিচয়) না জান, সেক্ষেত্রে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর তোমাদের হৃদয় যে ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প করেছে তা ছাড়া অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তোমাদের দোষারোপ করা হবে না। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٦

★৭। এ নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক আপন এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা (তুল্য)[২৩৩২]। আর আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরদের তুলনায় কোন কোন [ক]রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় একে অপরের অধিক আপন। তবে তোমাদের বিশেষ বন্ধুদের[২৩৩৩] প্রতি যদি তোমরা স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ কর সে কথা ভিন্ন। এটাই (প্রকৃতির) কিতাবে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧

৮। আর (স্মরণ কর) [খ]আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গীকার নিয়েছিলাম)। আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম[২৩৩৪],

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٨

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৭৬ খ. ৩ঃ৮২।

দ্বিতীয়ত রক্তের সম্পর্কের মধ্যে নানা প্রকার ফাটলের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি করে। এরূপ করাটা ছিল নিরর্থক বোকামী। এই কুরীতিগুলো উঠিয়ে দেয়ার কারণস্বরূপ এই যুক্তি দেখানো হয়েছে, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।' মানুষের হৃদয়ই তার আবেগ ও অনুভূতির উৎসস্থল। একই সময়ে একই হৃদয় দুধরনের অনুভূতি ধারণ করতে পারে না। বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ একই সঙ্গে সেখানে স্থান পায় না। তদুপরি মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবাবেগ উদ্রেক করে। স্ত্রীকে মা ডাকলেই কিংবা পর-পুত্রকে পুত্র ডাকলেই যথার্থ ভাবাবেগের উদ্রেক হতে পারে না। স্ত্রী কখনো মা হতে পারে না। অজানা-অচেনা ব্যক্তি কখনো পুত্র হতে পারে না। কেবল মুখের বুলিতে মনের অবস্থা বদলাতে পারে না, দৈহিক সম্পর্কের সত্যতাকেও পরিবর্তন করতে পারে না।

২৩৩২। ৬নং আয়াতের আদেশ সম্বন্ধে সম্ভাব্য দ্ব্যর্থতা ও ভুল বুঝাবুঝির অবসানকল্পে আলোচ্য ৭নং আয়াত কাজ করছে। ৬নং আয়াতে বলা হয়েছিল, 'তাদের পিতার পরিচয়ে তাদের ডেকো' আর সপ্তম আয়াতে প্রকারান্তরে নবী করীম (সাঃ) কে মু'মিনদের পিতা গণ্য করা হয়েছে। অতএব এখানে নবী করীম (সাঃ) ও মু'মিনদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হয়েছে।

২৩৩৩। মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক পিতৃত্বে যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হলো এতে কেউ কেউ এরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হতে পারতো যে মুসলমানরা পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এই আয়াতে ঐ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হলো এবং বলা হলো, কেবল রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কযুক্তরাই পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। তবে কাফিররা মু'মিন আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে না। এই আয়াত দ্বারা প্রবর্তিত উত্তরাধিকারের আইন মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে প্রবর্তিত উত্তরাধিকারমূলক ভ্রাতৃত্ববাদেরও অবসান ঘটলো, যার আওতায় মক্কা থেকে আগত মুহাজিররা মদীনাবাসী আনসারবৃন্দের সাথে এমনি প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে মুহাজিররা স্বীয় আনসার ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্যন্ত লাভ করেছিলেন। এখন স্থায়ী আইন দ্বারা ঐ অস্থায়ী ব্যবস্থারও অবসান হলো। কেবলমাত্র রক্ত-সম্পর্কেই উত্তরাধিকারের মূল-ভিত্তি গণ্য করা হলো। তা সত্ত্বেও ইসলামের মহত্তর ও বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বে কোন ভাটা পড়েনি। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে ভাইয়ের মতোই সমাদর করে।

২৩৩৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑨ ع

১
[৯]
১৭

৯। যাতে তিনি সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। আর *ক কাফিরদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ⑩

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন তোমাদের ওপর সেনাবাহিনী (চড়াও হয়ে) এসেছিল[২৩৩৫] তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে এক বায়ু পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সেনাবাহিনীও[২৩৩৬] (পাঠিয়েছিলাম) তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিলে না। তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ তা খুব ভাল করেই দেখেন।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ⑪

★ ১১। (স্মরণ কর) তারা যখন তোমাদের ওপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকেও[২৩৩৭] তোমাদের ওপর (চড়াও হয়ে) এসেছিল তখন (তোমাদের) চোখ ভয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল, (তোমাদের) প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানা রকম সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিলে।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০৩; ৪৮ঃ১৪; ৭৬ঃ৫।

২৩৩৪। এই আয়াতে হযরত নূহ্, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) এই চারজন বিশিষ্ট নবীর নাম এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁরা অতি উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নূহ (আঃ) প্রকৃত অর্থে প্রথম শরীয়তদাতা নবী ছিলেন। তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বপুরুষ হিসাবে মূসায়ী শরীয়ত ও ইসলামী শরীয়তের মিলন ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতই মূসা (আঃ) শরীয়তবাহী-নবী ছিলেন। আর ঈসা (আঃ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের অগ্রদূত ও বার্তা-বাহক। তাঁদের অঙ্গীকার বলতে ঐ নবীগণ কর্তৃক তাঁদের উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে দিয়েছিলেন তা বুঝায়। ৪৩৩ টীকাও দেখুন।

২৩৩৫। এই আয়াত থেকে খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনা শুরু। হিজরী পঞ্চম বছরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতোপূর্বে মুসলমানরা কাফিরদের সাথে যত যুদ্ধ করেছে সেইগুলো থেকে এই যুদ্ধ ছিল অতিশয় ভয়ানক, বিপজ্জনক ও হিংসাত্মক। যুদ্ধে আরবের সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো। মক্কার কুরায়শ ও তাদের মিত্রবর্গ, গাৎফান গোত্র, আমজাহ্ ও মুররাহ্ গোত্র, ফারারাহ্ ও সুলাইম গোত্র, বনু সাদ ও বনু আসাদ গোত্র এবং মধ্য-আরবের মরু-গোত্রসমূহ সকলে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে একত্রিত হলো। পাপিষ্ঠ ইহুদীরা এবং মদীনার মুনাফিকরাও তলে তলে ঐ সম্মিলিত শত্রুদের দলে যোগ দিল। এইভাবে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার সুদক্ষ শত্রুসৈন্য মাত্র বারো শ', কারো করো মতে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ মোট ৩০০০ মুসলমান খন্দক বা পরিখা কাটার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। নাম-মাত্র অস্ত্রে সজ্জিত প্রস্তুতিহীন মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হলো। তারা চতুর্দিক থেকে মদীনাকে ঘেরাও করে ফেললো। এই ঘেরাও অবস্থায় পনরো দিন থেকে এক মাস থাকার পর মদীনা মুক্ত হলো। এই মহা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। অতঃপর অবিশ্বাসী কুরায়শরা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে আর কখনো পা বাড়াতে সাহস পায়নি।

২৩৩৬। প্রকৃতির শক্তিসমূহ যথা ঝড়, বৃষ্টি ও শৈত্য প্রবাহ এসে কাফিরদের ওপর ঝাঁপটে পড়লো, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিবিয়ে দিল এবং তারা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। 'জুনুদ' বলতে এখানে ফিরিশ্‌তার দলকেও বুঝাতে পারে, যারা কাফিরদের মনে ভীতি ও মু'মিনদের মনে সাহস যোগাচ্ছিল। উইলিয়াম মুইর বলেন, "তাদের পশু-খাদ্য যোগান ভীষণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। নিজেদের খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিল। প্রতিদিন বহু উট ও ঘোড়া মরতে লাগলো। তাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে রাত এসে উপস্থিত হলো। অরক্ষিত তাঁবুগুলোর ওপর শীত, তুফান ও বৃষ্টি নিষ্ঠুরভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ঘূর্ণিঝড় উত্থিত হলো। এমনকি তাদের আগুন নিভে গেল। তাঁবুগুলো উড়ে গেল। বাসন-কোসন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল" (লাইফ অব মোহাম্মদ)।

২৩৩৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২। সেখানে মু'মিনদের এক (কঠিন) পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল [ক]এবং ভীষণভাবে তাদের প্রকম্পিত করা হয়েছিল।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١٢﴾

১৩। [খ]আর (স্মরণ কর) মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা যখন বলতে লাগলো, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٣﴾

১৪। আর তাদের এক দল যখন বলছিল, 'হে ইয়াসরিব-বাসী![২৩৩৭-ক] তোমাদের (এখন) আর কোন ঠাঁই নেই। অতএব তোমরা ফিরে যাও[২৩৩৮]। আর তাদের এক দল এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাচ্ছিল, 'নিশ্চয় আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত।' অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। তারা কেবল পালাতে চেয়েছিল।

وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَ يَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾

১৫। আর তাদের ওপর যদি এর (অর্থাৎ মদীনার) প্রত্যেক দিক থেকে (সেনাদলকে) চড়াও করিয়ে দেয়া হতো (এবং) এরপর (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য তাদের বলা হতো তাহলে অবশ্যই তারা তা করতো। কিন্তু (এরপরও) সেখানে (অর্থাৎ মদীনায়) তারা অতি অল্প সময়ই থাকতে পারতো[২৩৩৯]।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٥﴾

★ ১৬। আর তারা পিট্‌টান দিবে না বলে নিশ্চয় ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে তারা অঙ্গীকার করেছিল[২৩৪০]। আর আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ১৮ খ. ৮ঃ৫০।

২৩৩৭। অবিশ্বাসীরা চতুর্দিক থেকে মদীনার উচ্চভূমি এবং চারদিকের সমভূমি থেকে দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী রুদ্ররোষে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানা রকম সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিলে'– এই কথাগুলো মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে নয় (দেখুন পরবর্তী ১৩ আয়াত)।

২৩৩৭-ক। হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াস্‌রিব।

২৩৩৮। বাক্যটির অর্থ ঃ তোমরা পূর্ব-ধর্মে ফিরে যাও অথবা তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাও।

২৩৩৯। এই আয়াত বলে দিচ্ছে, শত্রুরা যদি কোনও দিক দিয়ে ফাঁক পেয়ে মদীনায় প্রবেশ করতে পারতো এবং মুনাফিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে তাদের (শত্রুদের) পক্ষে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানাতো তাহলে মদীনার ঐ মুনাফিকরা স্বেচ্ছায় তা-ই করতো।

২৩৪০। মদীনার ইহুদীরা রসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে কেউ মদীনাতে এসে মুসলমানদের আক্রমণ করলে মদীনার ইহুদীরা তাঁর (সাঃ) পক্ষে ও আক্রমণকারীর বিপক্ষে যুদ্ধ করবে। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

১৭। তুমি বল, ক'তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পালাতে চাইলেও (তোমাদের) পালানো কখনো তোমাদের কাজে আসবে না এবং এমনটি হলেও তোমাদের কেবল সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।'

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٧﴾

১৮। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র হাত থেকে খকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোন শাস্তি দিতে চান? অথবা তিনি যদি তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান (তবে কে এ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করতে পারে)? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক বা কোন সাহায্যকারীও (খুঁজে) পাবে না।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿١٨﴾

১৯। আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে তাদের খুব ভাল করেই জানেন, যারা (জেহাদ করা থেকে অন্যদের) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদের বলে, 'আমাদের দিকে এসে পড়'। অথচ তারা যুদ্ধে কমই অংশগ্রহণ করে।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٩﴾

২০। তোমাদের ব্যাপারে (এরা) ভীষণ কৃপণ। আর কোন ভয়ের (অবস্থা) যখন আসে তখন তুমি এদেরকে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাতে দেখবে যেন এদের চোখ মৃত্যুর ঘোরে আচ্ছন্ন করে দেয়া ব্যক্তির (চোখের ন্যায় আতঙ্কে) ঘুরছে। এরপর ভয় দূর হতে থাকলে এরা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তোমাদের জর্জরিত করে। আসলে এরা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ[২৩৪১]। এরাই সেইসব লোক, যারা (সত্যিকার অর্থে) ঈমান আনেনি। অতএব আল্লাহ্ এদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা (করা) অতি সহজ।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٢٠﴾

★ ২১। এরা মনে করে (আক্রমণকারী) দলগুলো এখনও চলে যায়নি। আর দলগুলো যদি (আবার) আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রে এরা বেদুঈনদের সাথে মরুভূমিতে থেকে তোমাদের খোঁজখবর নিতে চাইবে। আর এরা তোমাদের মাঝে থাকলেও এরা যুদ্ধ করতো না বললেই চলে[২৩৪২]।

২ [১২] ১৮

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَ لَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢١﴾

ع ٢ ١٢ ١٨

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭৯; ৬২ঃ৯ খ. ৩৯ঃ৩৯।

২৩৪১। 'শুহ্' অর্থ কৃপণতা ও লোভ। অতএব বাক্যটির অর্থঃ (ক) মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করে. (খ) মুনাফিকরা বড় অর্থলোভী। তাদের ঐ লোভ না মিটলে তারা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করে।

২৩৪২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَۃٌ حَسَنَۃٌ لِّمَنۡ كَانَ یَرۡجُوا اللّٰهَ وَ الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِیۡرًا ﴿ؕ۲۱﴾

২২। নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে *উত্তম আদর্শ[২৩৪৩] রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি স্মরণ করে।

*দেখুন ঃ ক. ৩৪৩২।

২৩৪২। ১৩নং আয়াতে মুনাফিকদের মনের বিচিত্র অবস্থার বর্ণনা শুরু হয়েছিল, বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এসে সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হলো। মুনাফিকরা ভীরু ও হীনমনা। তারা মিথ্যাবাদী এবং শপথ ও চুক্তি পালনে বিমুখ। তারা বিশ্বাস-ঘাতক, নিমকহারাম। তারা কৃপণ, হীনমনা ও লোভী। অল্প কথায়, তারা মু'মিনদের সম্পূর্ণ উল্টারূপ।

২৩৪৩। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠোর পরীক্ষা ছিল এই খন্দকের যুদ্ধ। এই কঠোরতম পরীক্ষা থেকে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তাঁর নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, এর মাহাত্ম্য বা নীচতা তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয় অথবা যখন সে নিজের শত্রুকে স্বীয় পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখে কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এই কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণে ভরপুর, মহানবী (সাঃ) স্বীয় সঙ্কট মুহূর্তে যেমন মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও হুনায়নের যুদ্ধ তাঁর সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে যেমন ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাত করে, তেমনি মক্কা-বিজয় তাঁর চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সঙ্কট ও বিপদ তাঁকে হতাশ বা মুহ্যমান করেনি, আবার কৃতকার্যতা ও বিজয় তাঁকে গর্বিত করেনি। হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি প্রায় একাকী রণাঙ্গনে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটে যাওয়ার উপক্রম হলো তখনো তিনি নির্ভয়ে নিদ্বির্ধায় শত্রুব্যূহে একা প্রবেশ করেন, আর তাঁর পবিত্র মুখে বীরত্বভরে উচ্চারিত হলো– 'আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।' আর যেদিন মক্কা-বিজয়ের সাথে সারা আরব ভূমি তাঁর পদতলে প্রণত হলো তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হলেন না। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন।

মহানবী (সাঃ) এর চরিত্র-মাহাত্মের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য এটাই যে যারা তাঁর নিত্যসাথী ছিলেন এবং তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর দাবির সাথে সাথে তাঁকে সত্যনবী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী হযরত খদীজা (রাঃ), তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধু হযরত আবুবকর (রাঃ), তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। মহানবী (সাঃ) ছিলেন উচ্চতম মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি (সাঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহত্তম আদর্শ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনিই সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত ইতিহাসের মতো পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি হলেন তাদের সকলের কাছে 'আল্ আমীন' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পাণিগ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই শপথপূর্বক তাঁর বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্য দান করলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল, বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুদায়িত্বের বোঝা যখন তার কাঁধে চাপলো এবং এই কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হলেন তখন তিনি মোটেই দমলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য, স্থৈর্য ও মর্যাদার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেছেন, আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করেছেন। তিনি পরাজয় বরণ করেছেন, বিজয়ীও হয়েছেন। তিনি আইন-প্রণয়ন করেছেন, আবার বিচারকের কাজও করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। "রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং কিছুই তাঁর ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, কিন্তু সীজারের রাজদণ্ড তাঁর ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজস্ব ও রাজপ্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলার অধিকার থাকে যে তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করেছেন, তবে সেই অধিকার একমাত্র

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۙ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২৩। আর মু'মিনরা যখন (আক্রমণকারী) দলগুলোকে দেখতে পেল তখন তারা বললো, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন[২৩৪৪] এ তো তা-ই। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছিলেন।' আর এ (ঘটনাটি) তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের (মাত্রা) আরো বাড়িয়ে দিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪। মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল[২৩৪৫]। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করেছে)। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা এখনো অপেক্ষা করছে এবং তারা কখনো (নিজেদের সংকল্পের) কোন পরিবর্তন করেনি।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

২৫। (এর ফলে) [ক]আল্লাহ্ এমন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার প্রতিদান দিবেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আযাব দিবেন অথবা কৃপাভরে তাদের তওবা গ্রহণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

২৬। আর আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদেরকে তাদের ক্রুদ্ধ অবস্থায় (মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন[২৩৪৬] (এবং) তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্‌ই মু'মিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ অতি ক্ষমতাবান (ও) মহা পরাক্রমশালী।

দেখুন ঃ ক. ৪৮ঃ৬,৭।

মুহাম্মদ (সাঃ) এরই রয়েছে। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খেতেন। সারা দিনব্যাপী নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর রাতের প্রহরগুলো তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এমন কি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দোয়া করতে করতে পায়ের পাতা দুটি ফুলে যেত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নি।" (মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মদানিজম ঃ বসওয়ার্থ স্মীথ)।

২৩৪৪। অবিশ্বাসীদের জোটবদ্ধ বাহিনীগুলোর পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি এই আয়াত অঙ্গুলি নির্দেশ করছে (৩৮ঃ১২ এবং ৫৪ঃ৪৬)।

২৩৪৫। এই আয়াতটি নবী করীম (সাঃ) এর শিষ্যগণের স্থৈর্য, ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও একাগ্রতা এবং তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এক স্মরণিকা বিশেষ। অন্য কোন নবীর অনুসারীরা বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মশীলতার এত বড় প্রশংসাপত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাননি। প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন নবীগণের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয়, তাঁর সাহাবীগণও তেমনি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে অতুলনীয়।

২৩৪৬। দুর্ধর্ষ কাফিরদের সম্মিলিত আক্রমণ আল্লাহ্ তাআলা ব্যর্থ করেছিলেন। তারা অবরোধ তুলতে বাধ্য হলো। তাদের এই অপবিত্র ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে তারা রাগে, ক্ষোভে নিজেরা ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগলো। তারা এমন শিক্ষালাভ করলো যে আর কখনো মদীনা আক্রমণের চিন্তা তাদের মনে স্থান পায়নি। এখন থেকে যুদ্ধ করা না করার

২৩৪৬ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٧﴾

২৭। আর আহলে কিতাব থেকে যারা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সাহায্য করেছিল ক. তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। (তখন) তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করছিলে[২৩৪৭]।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٨﴾ ع ١٩

২৮। আর তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূসম্পত্তি, তাদের বাড়ীঘর ও তাদের ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এমন অঞ্চলেরও (উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন) যেখানে তোমরা এখনো পা রাখনি[২৩৪৮]। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।★

৩ [৭] ১৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٩﴾

২৯। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর শোভাসৌন্দর্য চাও তাহলে আস আমি তোমাদেরকে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে দেই এবং তোমাদের সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই[২৩৪৯]।

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং পরকালের ঘর চাও তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

দেখুন ঃ ক. ৫৯ঃ৩।

এখতিয়ার মুসলমানদের হাতে চলে গেল। খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দুর্বল, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত সংখ্যালঘুর অবস্থান থেকে মুসলমানরা আরবদেশের এক মহাশক্তিতে পরিগণিত হলো।

২৩৪৭। বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়যা গোত্র মহানবী (সাঃ) এর সাথে শপথ করে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে শত্রুরা মদীনায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করলে তারা মুসলমানদের সাথে থাকবে ও সাহায্য করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় দেখা গেল, বনু নাযীর গোত্রের নেতা হুয়্যি এর প্ররোচনায় বনু কুরায়যা গোত্র স্বীয় অঙ্গীকার ও চুক্তিভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কাফিরদের সঙ্গে যোগদান করলো। যখন এই সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো মহানবী (সাঃ) তখন বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং তাদের ঘাঁটিতেই তাদেরকে অবরোধ করলেন। এই অবরোধ ২৫ দিন স্থায়ী ছিল। অতঃপর তারা অস্ত্র সংবরণ করে মহানবী (সাঃ) এর স্থলে আউস গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মুআযের 'মধ্যস্থতা' মেনে নিল। সা'দ মূসায়ী বিধান (দ্বিতীয় বিবরণ-২০ঃ১০-১৫) অনুযায়ী বনু কুরায়যাকে শাস্তি প্রদান করলেন।

২৩৪৮। এখানে খয়বারের ভূমির প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে অথবা ইঙ্গিত রয়েছে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি বা আরো দূরবর্তী কোন দেশের প্রতি যাতে মুসলমানরা তখনো পদার্পণ করেনি, কিন্তু যা অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের অধিকারে এসে যাবে।

★[এতে এমন সব এলাকা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেখানে এখনো মুসলমানদের পা রাখার সুযোগ হয়নি। আসলে এতে ভবিষ্যদ্বাণীর এক দীর্ঘ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৪৯। যেহেতু মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ (রাঃ) নৈতিক ও সামাজিক সদ্ব্যবহারের আদর্শ নমুনা ছিলেন, সেহেতু এটাই তাঁদের পক্ষে শোভনীয় ছিল তাঁরা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এমন নয় যে অর্থ বা ভোগ তাদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তবু সংযম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উচ্চতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনই ছিল তাঁদের কাজ। পার্থিব জীবনের সুযোগ-

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২তম পারা

৩১। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মাঝে যে-ই প্রকাশ্যভাবে অসদাচরণ করবে[২৩৪৯-ক] তাকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে[২৩৫০]। আর আল্লাহ্‌র জন্য এমনটি (করা) সহজ।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣١

৩২। আর তোমাদের মাঝে যে-ই[২৩৫১] আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা দুবার পুরস্কার দিব। আর আমরা তার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্‌ক প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝٣٢

৩৩। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা যদি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে থাক তাহলে তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও। অতএব তোমরা কোমল সুরে কথা বলো না[২৩৫২]। তাহলে যার মনে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে। আর তোমরা (লোকদের সাথে) ন্যায়সঙ্গত কথা বলো।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٣٣

★ ৩৪। আর তোমরা (মানমর্যাদার সাথে) নিজেদের ঘরেই থেকো[২৩৫৩]। আর তোমরা অজ্ঞ যুগের সাজগোজের ন্যায় সাজগোজ করো না, তোমরা [ক]নামায কায়েম করো, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বায়ত (অর্থাৎ নবী পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চান।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝٣٤

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৫৬; ২০ঃ১৩৩।

সুবিধা ভোগ, সম্পদশালী সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে বিসর্জন দিয়ে উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনকে বেছে নেয়াতেই উচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ প্রকাশ পায়। নবী-সহধর্মিণীদের এরূপ ত্যাগের মহিমায় দীপ্ত হওয়া উচিত। এই আয়াতে ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে নবী-সহধর্মিণীদের বলা হয়েছে, তাঁরা হয় নবী করীম (সাঃ) এর চির-সঙ্গিণী থেকে সংযম ও ত্যাগের পথ বরণ করবেন, নতুবা (নবীকে ছেড়ে) ভোগ-বিলাসের জীবনকে বেছে নিবেন।

২৩৪৯-ক। সেই ব্যবহারিক জীবন যা বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশক নয়।

২৩৫০। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাহিশা' শব্দটির তাৎপর্য হলো, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ (লেইন)। নবী-পত্নীরা (রঃ) যদি পার্থিব-সম্ভোগে লালায়িত হন তাহলে তাঁরা অন্যান্য স্ত্রীলোকের জন্য অতি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক নবী-পত্নীদের আদর্শ অনুসরণ করতে বাধ্য। অতএব নবী-পত্নীদের দায়িত্ব খুব বেশি। ঐ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে নবী-পত্নীরা দ্বিগুণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। অপরদিকে যদি তাঁরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর অনুরক্ত ভক্ত থাকেন, আত্মত্যাগের মহতী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সংযত ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেরণাস্থল হন তাহলে তাঁরা দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী হবেন।

২৩৫১। 'ইয়াক্‌নুৎ' ক্রিয়া পদটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ 'মান' শব্দটি এই ক্রিয়ার কর্তা। 'মান' (যে কেউ) শব্দটির সঙ্গে সর্বদাই ক্রিয়াপদের পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

২৩৫২। যদিও রসূলে পাক (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে (রাঃ) এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরা যেন নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত ভদ্রতা, শালীনতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেন, তবু সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই এই অধ্যাদেশের আওতায় আসে।

২৩৫৩। এই কথাগুলো দ্বারা বোঝা যায়, স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজের গন্ডি তার গৃহ। এর অর্থ এই নয় যে সে চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে না। ন্যায্য কার্য সমাধার জন্য কিংবা ন্যায্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য সে যতবার চায় বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রিত সমাজে মুক্তভাবে চলাফেরা করা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۟﴿٣٥﴾ ع

৩৫। আর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞার[২৩৫৪] যেসব কথা তোমাদের ঘরে পড়ে শোনানো হয় তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী (ও) ভালো করেই অবহিত।

৪
[৭]
১

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٦﴾

৩৬। *মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও সুরক্ষাকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী, এদের সবার জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন[২৩৫৫]।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১১২।

কিংবা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে কোন প্রকারের কাজ-কর্মে, পেশায় বা চাকুরী-বাকুরীতে অবাধে পুরুষের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করতে ইসলাম বাধা আরোপ করে। এরূপ করা ইসলামে স্ত্রীলোকের মর্যাদার যে ধারণা তার বিপরীত। বিশেষ করে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ 'বিশ্বাসীদের মাতা' (উম্মুল মু'মিনীন) রূপে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তারই প্রেক্ষিতে তাঁদের নিজেদের গৃহে থাকা প্রয়োজন ছিল। কেননা মুসলমানরা প্রায়শ তাঁদেরকে সালাম ও শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করার জন্য তাদের কাছে আসতেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের নিকট প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পথ-নির্দেশ চাইতে আসতেন। এসব নির্দেশ সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআনের বাগ্‌ধারাই অনেকটা এরূপ যে যেখানে মহানবী (সাঃ)কে আহ্বান করে কোন কথা, উপদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে ঐ আহ্বান সমভাবে সকল মুসলমানের ওপরই বর্তেছে। সেরূপে যেসব নির্দেশ নবী-পত্নীগণের ওপরে প্রযোজ্য তা সমভাবে সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের ওপরও প্রযোজ্য।

'আহ্‌লুল বায়ত' শব্দগুলো দ্বারা প্রধানত ও প্রথমত মহানবী (সাঃ) এর পত্নীগণকে বুঝায়। প্রসঙ্গ থেকেও তা-ই বুঝায়। এছাড়া ১১নং সূরার ৭৪নং আয়াত এবং ২৮নং সূরার ১৩নং আয়াতেও এ কথাই বুঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা একটি পরিবারের পুত্র-কন্যা-নাতী-নাতনীসহ বাড়ীর সকল সদস্যকেও বুঝায়। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে 'আহ্‌লে বায়ত' এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। মহানবীর প্রসিদ্ধ হাদীস আছে, "সালমান আমার (আহলে বায়ত) পরিবারের সদস্য" (সগীর)।

২৩৫৪। মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গিণী হিসাবে তাঁর মহিয়সী স্ত্রীগণের কর্তব্য ছিল তাঁরা মু'মিনদের জন্য সদগুণ, পুণ্য, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার প্রতীক ও দৃষ্টান্ত হবেন। তদুপরি ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও নীতিমালা, যা তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকে নিজেরা শিখেছেন তা বিশ্বাসীগণকেও শিখাবেন।

২৩৫৫। ইসলামের শত্রুরা এই অপবাদ দেয়, ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের মর্যাদা থেকে কম। এই আয়াত এরূপ অপবাদকে কার্যকরীভাবে রদ করেছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নারীরা পুরুষের মতই সমমর্যাদাশীল। পুরুষেরা যে সব আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করতে পারে, স্ত্রীলোকেরা সেই সকল মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। পুরুষ মানুষ যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও সমভাবে সেই অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে। তবে তাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে ব্যবধান আছে বলেই তাদের কর্তব্যেও বিভিন্নতা আছে। কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতার কারণে ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছা করেই ইসলামের শত্রুভাবাপন্ন সমালোচকরা মনে করেন, ইসলাম স্ত্রীলোককে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয় না। মনে রাখা উচিত, কার্যক্ষেত্র ও দায়িত্বাবলীর বিভিন্নতাকে মর্যাদার বিভিন্নতা মনে করা ঠিক নয়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٧

৩৭। আর *আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে মীমাংসা করে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর তাদের নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করার অধিকার খাটানো সমীচীন নয়[২৩৫৬]। আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٣٨

৩৮। আর (স্মরণ কর) যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছিলে[২৩৫৭] তাকে যখন তুমি বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখ (অর্থাৎ তাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।' আর আল্লাহ্‌র যা প্রকাশ করার ছিল তা তুমি নিজ অন্তরে গোপন করছিলে এবং তুমি মানুষকে ভয় করছিলে। অথচ আল্লাহ্ এ বিষয়ে বেশি অধিকার রাখেন যেন তুমি তাঁকেই ভয় কর। অতএব যায়েদ যখন তার (স্ত্রীর) সম্বন্ধে (তালাক দেয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করলো[২৩৫৭-ক] তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম যেন মু'মিনদের জন্য তাদের পালিত পুত্রের স্ত্রীকে (বিয়ে করার ব্যাপারে) কোন সংকোচ না থাকে, যখন এরা (অর্থাৎ পালিত পুত্ররা) তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সম্বন্ধে ইচ্ছা পূর্ণ করে (অর্থাৎ তালাক দিয়ে দেয়)। আর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েই থাকে[২৩৫৭-খ]।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৬৬।

২৩৫৬। মহানবী (সাঃ) এর বহুদিনের পোষিত ইচ্ছা এটাই ছিল যে নিজের পুত্রবৎ পালিত মুক্ত-দাস হযরত যায়েদের সাথে ফুফাত বোন যয়নাবের বিয়ে দিবেন। কিন্তু যয়নাব এতে ইতস্তত করছিলেন। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এটাই। তবে যয়নাবের প্রশংসা করতে হয় যে মহানবী (সাঃ) এর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের বিরুদ্ধে তিনি যায়েদকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। অবশ্য নবী করীম (সাঃ) যয়নাবকে এ বিষয়ে মোটেই কোন পীড়াপীড়ি করেননি। নবী করীম (সাঃ) এর প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই যয়নাব এ বিয়েতে নিজে থেকে সম্মত ছিলেন।

২৩৫৭। যায়েদ ইবনে হারিস ছিলেন রসূলে পাক (সাঃ) এর কৃতদাস যাকে তিনি মুক্তি দিয়ে পোষ্য-পুত্ররূপে লালন-পালন করেছিলেন। ইসলামে পোষ্যপুত্র গ্রহণ অবৈধ হবার অনেক পূর্বে তিনি তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

২৩৫৭-ক। তাকে তালাক দিল। 'ওয়াতারা' অর্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, অভাব, অভাবের বস্তু (মুফরাদাত, লেইন)।

২৩৫৭-খ। নবী করীম (সাঃ) এর ফুফুর কন্যা ছিলেন যয়নাব। এ হিসাবে তিনি ছিলেন পূর্ণ রক্তের আরব মহিলা। তিনি ছিলেন গৌরবের অধিকারিণী, মর্যাদাশালিনী মহিলা। ইসলাম বিশ্বকে এমন একটা অভিনব সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিতে এসেছিল যেখানে শ্রেণীভেদ, বংশ মর্যাদা, কায়েমী স্বার্থ ইত্যাদির স্থান রইলো না। সকল মানুষই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে সমান। এই সুমহান ইসলামী আদর্শকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিজের পরিবারেই তা প্রথমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেন। তিনি যয়নাবকে যায়েদের সাথে বিয়ে দিতে চাইলেন। যায়েদ যদিও তখন মুক্ত মানুষ, তথাপি তার অতীতের কৃতদাসত্ব অনেকের মনে তখনো জাগরূক ছিল। কৃতদাসত্বের এই চিহ্ন তথা 'মুক্ত' ও 'কৃতদাস' এর মধ্যকার অসঙ্গত এই ব্যবধান দূর করার জন্যই মহানবী (সাঃ) যয়নাবের সাথে যায়েদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যয়নাব এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য পূরণ হলো। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিয়ে স্থায়ী হলো না। তবে এ বিয়ে স্থায়ী না হওয়াতে যায়েদ ও যয়নাবের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বৈষম্যকে মোটেই দায়ী করা যায় না। কারণ দুজনের মধ্যে এরূপ বৈষম্যের কথা কখনো উত্থিত হয়নি। তবে দুজনের চাল-চলন ও মেজায-মর্জির মধ্যে মিল ছিল না এবং যায়েদ সর্বদাই নিজেকে হেয় মনে করতেন যা যয়নাবের মনকে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৯। নবীর জন্য সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হতে পারে না যা আল্লাহ্‌ তার জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন[২৩৫৮]। পূর্ববর্তী লোকদের বেলায়ও আল্লাহ্‌র একই বিধান ছিল। আর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত অনড় অটল হয়ে থাকে।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴿۳۹﴾

৪০। (আল্লাহ্‌র এ বিধান সেইসব নবীর ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে গেছে) যারা আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিত, *তাঁকে ভয় করতো এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করতো না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۴۰﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৭ঃ১৩।

পীড়া দিত। এই বিয়ের অকৃতকার্যতায় নবী করীম (সাঃ) এর মনে সাধারণভাবেই কষ্টের উদ্রেক হলো। কিন্তু এতে আরেকটি উপকার সাধিত হলো। এই আয়াতেরই শেষাংশে বর্ণিত আল্লাহ্‌র এক আদেশে মহানবী (সাঃ) স্বয়ং যয়নাবকে বিয়ে করে আরবদের বহু পুরনো একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করলেন। কুসংস্কারটি ছিল, পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা মহা অন্যায় ও পাপ। ফলে পোষ্যপুত্রকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের অধিকার ও স্থান দিয়ে লালন-পালন করার রীতি বাতিল হয়ে গেল এবং এরূপ ধারণাও উঠে গেল। এরূপে যয়নাবের সাথে যায়েদের বিয়ে সম্পাদনের মাধ্যমে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলো এবং এই বিয়ের অস্থায়িত্ব আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের উপলক্ষ্যও হলো।

'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর' এই উপদেশ-বাক্যের তাৎপর্য হলো, যায়েদ যয়নাবকে তালাক দিতে চাচ্ছিলেন। যেহেতু ইসলামের শিক্ষানুযায়ী 'তালাক দান' আল্লাহ্‌র কাছে একটি ঘৃণ্য কাজ, সেইজন্য মহানবী (সাঃ) যায়েদকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। 'তুমি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর' বাক্যাংশটি যায়েদের প্রতিও আরোপিত হতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিও আরোপিত হতে পারে। যায়েদের প্রতি আরোপিত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে ঃ যয়নাবের সাথে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ও কারণ যায়েদ লুকাতে চাচ্ছিলেন। কারণ 'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়াত অবলম্বন' কথাটিতে বুঝা যায়, দোষ যয়নাবের চাইতে যায়েদেরই ছিল বেশি। বাক্যাংশটিকে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আরোপ করলে অর্থ দাঁড়াবে ঃ যেহেতু যায়েদের সাথে যয়নাবের বিয়ে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্যোগে হয়েছিল, সেহেতু তিনি এই বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য সাব্যস্ত হওয়ায় দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা বিব্রত ও মানসিক চাঞ্চল্যবোধ করবে। 'তুমি মানুষকে ভয় করছিলে' বাক্যটিতে এ কথাই বলা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়েকে কেন্দ্র করে ইসলামের সমালোচক কোন কোন খৃষ্টান মিথ্যা অপবাদ ও হীন আক্রমণ রচনা করেছে। তারা বলে, মহানবী (সাঃ) ঘটনাচক্রে যয়নাবকে দেখতে পেয়ে তার সৌন্দর্যে আত্মহারা ও বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি (সাঃ) যয়নাবকে বিয়ে করতে চান এ কথা যায়েদ টের পেয়ে যয়নাবকে তালাক দিতে চাইলেন। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের চরম শত্রুরা যাদের চোখের সামনে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তারা পর্যন্ত তাঁর (সাঃ) সম্বন্ধে এমন কুৎসিৎ ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করতে সাহস করেনি যা বহু শতাব্দী পরে এই খৃষ্টান সমালোচকরা নিজ থেকে আরোপ করেছে। সমসাময়িক শত্রুরাও যখন তাঁর প্রতি এরূপ অপবাদ আবিষ্কার করেনি তখন শত শত বছর পরে খৃষ্টান সমালোচকদের আরোপিত এই অপবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন ও কল্পিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যয়নাব ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর ফুফাত বোন এবং এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে তিনি তাঁকে পর্দা প্রথার নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বহুবার দেখেছিলেন। তা ছাড়া মহানবী (সাঃ) এর পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ইচ্ছার সম্মান রক্ষার্থে যয়নাব যায়েদকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন। একথাও প্রকাশিত সত্য যে যায়েদের সাথে বিয়ের পূর্বে যয়নাব ও তার ভ্রাতা মহানবী (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়ের প্রস্তাব নিজেরাই দিয়েছিলেন। যখন যয়নাব অবিবাহিত অবস্থায় নিজেই নবী করীম (সাঃ)কে বিয়ে করার ইচ্ছা স্বীয় ভাইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তখন এমন কি বাধা ছিল যে মুহাম্মদ (সাঃ) তা করলেন না? অতএব এই উদ্ভট কাহিনী যে মহানবী (সাঃ) এর শত্রুপক্ষীয় সমালোচকদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই কল্প-কাহিনী বিশ্বাস করা মানব-বুদ্ধির অবমাননার শামিল।

২৩৫৮। এই বাক্যটিতে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে যয়নাবের বিয়ের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত থেকে দেখা যায় যে ঐশী-নির্দেশ অনুযায়ী এই বিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল।

৫ [৬] ২

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নয়। কিন্তু (সে) আল্লাহ্র রসূল ও নবীদের মোহর[২৩৫৯]। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤١﴾

২৩৫৯। 'খাতাম' শব্দটি 'খাতামা' থেকে উৎপন্ন। 'খাতামা' অর্থ হলো ঃ সে মোহর মারলো, সে মোহরাঙ্কিত করলো, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারলো। এগুলো হলো 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ। এর গৌণ অর্থ হয় ঃ সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌঁছলো, বস্তুটি ঢেকে দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখার ওপরে কাদা বা আঁঠা লেপে দিল বা মোহর মেরে রাখলো। 'খাতাম' মানে মোহর মারার আংটি, মোহর, অফিস-সীল বা স্ট্যাম্প, চিহ্ন দেবার যন্ত্র, শেষ প্রান্ত, কোন বস্তুর অন্তিম ফল। 'খাতাম' শব্দ দ্বারা অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা, সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায়। খাতিম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরাদাত, ফাত্হ এবং যুরকানী)। অতএব 'খাতামান্ নাবীঈন' এর অর্থ হবে ঃ নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার। গৌণ অর্থে, নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়তের ও শরীয়তের কামালিয়ত ও পূর্ণতার দিক দিয়ে, সার্বিক উন্নতির দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী। তবে আরবী ব্যাকরণে 'খাতাম' শব্দটি যা ইসমে আলা'র (যন্ত্রবোধক বিশেষ্য) পদে ব্যবহৃত, যখন বহুবচনের দিকে 'মুযাআফ' হয় তখন তা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ)কে নবী করীম (সাঃ) 'খাতামুল আওলিয়া' (তফসীর সাফী, আয়াত 'খাতামান্ নাবীঈন' প্রসঙ্গে) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে 'খাতামুল মুহাজিরীন' বলেছেন (কান্যুল উম্মাল, ৬ পৃঃ)। মক্কায় থাকাবস্থায় যখন মহানবী (সাঃ) এর সকল পুত্রই শৈশবে মারা গেলেন তখন শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' (অপুত্রক বা আটকুড়া) বলে বিদ্রূপ করতো এবং মনে করতো তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ না থাকার কারণে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম শীঘ্রই হোক আর দেরীতে হোক নিঃশেষ হয়ে যাবে (মুহীত)। শত্রুদের এই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে 'সূরা কাওসারে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) অপুত্রক নন বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে যাবে। সূরা কাওসার অবতীর্ণ হবার পর প্রাথমিক মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মায় মহানবী (সাঃ) এর এমন পুত্র সন্তান জন্ম নেবেন যারা দীর্ঘজীবী হবেন। আলোচ্য আয়াত এই ধারণাকে নাকচ করে ঘোষণা করলো, মহানবী (সাঃ) এর কখনো যুবক-পুত্রের ('রিজাল' অর্থ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) পিতা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। বাইরে যদিও মনে হয় এই আয়াত ও সূরা কাওসারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত কথা রয়েছে, তথাপি এই আয়াতটি আসলে ঐ অনুমিত বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্ট সংশয়কে দূর করেছে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) হলেন 'রসূলুল্লাহ্' (আল্লাহ্র রসূল), যাতে এটাই বুঝায় তিনি সারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। শুধু তাই নন, তিনি খাতামুন্নবীঈনও বটে। অর্থাৎ তিনি সকলের আধ্যাত্মিক পিতা। অতএব তিনি যখন সকল মু'মিন ও সকল নবীর আধ্যাত্মিক পিতা তখন তাঁকে কীভাবে 'আবতার' বলা যায়? 'খাতামুন্নাবীঈন' এর অর্থ যদি শেষ নবী বলা হয়, যার পরে আর কখনো কোন নবী আসবেন না তাহলে প্রসঙ্গের সাথে এর কোন সঙ্গতি থাকে না এবং খাপছাড়া হয়ে পড়ে। কেননা অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ এটাই ছিল, মহানবী (সাঃ) একজন 'আবতার' বা অপুত্রক লোক। খাতামুন্নবীঈনের অর্থ উপরোক্তভাবে করলে তা এই বিদ্রূপের খণ্ডন না হয়ে বরং এই বিদ্রূপের শক্তিশালী সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'খাতামের' উপরোল্লিখিত অর্থগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে 'খাতামান্নবীইন' এর চারটি সম্ভাব্য অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়, যথা ঃ (১) হযরত নবী করীম (সাঃ) নবীগণের মোহর অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর সত্যায়নের মোহর ছাড়া কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রত্যেক অতীত নবীর নবুওয়াত মহানবী (সাঃ) এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সাঃ) এর পরে তাঁর সত্যিকার অনুসারী ছাড়া কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারবে না, (২) মহানবী (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ (যুরকানী, শারাহ মাওয়াহিব আল্-লাদুন্নিয়া)। (৩) মহানবী (সাঃ) ছিলেন শরীয়ত-বাহী নবীগণের শেষ। এই অর্থ করেছেন মুসলিম উম্মতের প্রখ্যাত বুযুর্গান, ওলামা এবং পণ্ডিতগণ, যথা ইবনে আরাবী, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্, ইমাম আলী ক্বারী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী এবং আরও অনেকে। এই ইসলাম-বিশারদ, মহাজ্ঞানী বুযুর্গানে দীন ও ওলী আল্লাহ্গণের মতে মহানবী (সাঃ) এর পরে এমন কোন নবী আসবেন না, যিনি তাঁর মিল্লাত বা শরীয়তকে উঠিয়ে দিবেন অথবা তাঁর উম্মতের বাইরে থেকে হবেন (ফতুহাত, তাফহিমাত, মকতুবাত এবং ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির)। মহানবী (সাঃ) এর প্রতিভাময়ী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা তাঁকে (সাঃ) 'খাতামান্ নাবীঈন' বল, কিন্তু এই কথা বলিও না যে তাঁর পরে কোন নবী নাই" (মনসুর), এবং (৪) মহানবী (সাঃ) এই অর্থেই শেষ নবী ছিলেন যে নবওয়তের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁর মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আরবীতে সাধারণ ব্যবহারেও, 'খাতাম' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষ সীমা বুঝায়। এতদ্ব্যতীত কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, মহানবী (সাঃ) এর পরেও উম্মতী নবী আসবেন (৪ঃ৭০; ৭ঃ৩৬)। মহানবী (সাঃ) নিজের মনেও পরবর্তীকালে উম্মতী নবীর আগমন হবে বলে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তিনি বলেছিলেন, ইব্রাহীম (মহানবী (সাঃ) এর পুত্র) যদি জীবিত থাকতো তবে নিশ্চয়ই নবী হতো (মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয)। তিনি আরো বলেছিলেন, "এই উম্মতে আবুবকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যিনি নবী হবেন" (কানযুল উন্মাল)।

৪২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা [ক]আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি স্মরণ কর

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤٢﴾

৪৩। [খ]এবং সকালসন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও (তোমাদের জন্য দোয়া করে[২৩৫৯-ক]) যাতে তিনি ঘোর অন্ধকার থেকে তোমাদের বের করে [গ]আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি বার বার কৃপা করে থাকেন।

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৫। [ঘ]যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। আর তিনি তাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٥﴾

৪৬। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٦﴾

★ ৪৭। [ঙ]এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে[২৩৬০]।

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٧﴾

৪৮। আর তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় অনুগ্রহ।

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٨﴾

★ ৪৯। [চ]আর তুমি কাফিরদের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না এবং তাদের দেয়া দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে চল আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর। কেননা কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ১০৪; ৮ঃ৪৬; ৬২ঃ১১ খ. ৩ঃ৪২; ১৯ঃ১২ গ. ২ঃ২৫৮; ১৪ঃ৬; ৫৭ঃ১০; ৬৫ঃ১২ ঘ. ১০ঃ১১; ৩৬ঃ৫৯ ঙ. ২৫ঃ৫৭; ৩৫ঃ২৫; ৪৮ঃ৯ চ. ১৮ঃ২৯; ২৫ঃ৫৩।

২৩৫৯-ক। 'ইউসাল্লি' মানে রহমত ও আশীর্বাদ বর্ষণ করা ও প্রার্থনা করা উভয় অর্থই হয়।

২৩৬০। সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু যেমন সূর্য, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য তেমনি মহানবী (সাঃ)। নবীগণ ও ঐশী সংস্কারগণের জন্য আকাশ-মণ্ডলের সূর্য তিনিই। নবী ও সংস্কারকগণ মহানবী (সাঃ)কে ঘিরে তাঁরই চারদিকে আবর্তিত হন এবং তাঁরই কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে থাকেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার সাহাবীগণ প্রত্যেকেই এক একটি নক্ষত্র। তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করলে তোমরা সঠিক পথ পাবে (সগীর)।

★ ৫০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন মু'মিন নারীদের বিয়ে কর (এবং) এরপর ক-স্পর্শ করার পূর্বে তাদের তালাক দাও সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষাকাল (অর্থাৎ ইদ্দত) নির্ধারণ করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। অতএব তোমরা তাদের কিছু বৈষয়িক উপকার কর এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দাও[২৩৬১]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٥٠﴾

৫১। হে নবী! আমরা তোমার জন্য তোমার সেইসব স্ত্রীকে বৈধ করেছি যাদের তুমি তাদের 'মহরানা' দিয়ে দিয়েছ এবং সেইসব মহিলাকেও (বৈধ করেছি) যারা তোমার অধীনস্থ অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে যাদেরকে আল্লাহ্ তোমায় দান করেছেন। আর (তোমার জন্য বৈধ করেছি) তোমার চাচাত বোন, তোমার ফুফাত বোন, তোমার মামাত বোন এবং তোমার খালাত বোন যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। আর কোন মু'মিন মহিলা নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করলে (এবং) নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে (তাকেও বৈধ করেছি)। (এ আদেশ) বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) স্ত্রীদের ব্যাপারে এবং তাদের অধীনস্থ মহিলাদের ব্যাপারে যে কর্তব্য তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি তা আমরা অবশ্যই জানি। (এ সব বুঝিয়ে বলা হচ্ছে) যেন (তাদের কথা চিন্তা করে) তোমার কোন সংকোচ না হয়। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী[২৩৬২]।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥١﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩৭।

২৩৬১। "এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দাও" বাক্যটির তাৎপর্য হলো ঃ (১) তালাক প্রাপ্তির কারণে স্ত্রীলোকের কোন বদনাম কিংবা অপমান হয়েছে বলে যেন মনে করা না হয়, (২) তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী তার কাবিনের ন্যায্য পাওনা থেকে যেন বেশিই পেয়ে যায়, (৩) তালাকের পর স্ত্রীলোকটি যাতে নিজেকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ স্বাধীনতায় কোনভাবে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

২৩৬২। এ আয়াতটি ২৯ ও ৩০ নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা উচিত। শেষোক্ত দুটি আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর মহিয়সী বিবিগণকে (রাঃ) তাঁর সঙ্গিনী হিসাবে থেকে কষ্ট-সাধ্য জীবন-যাপন করা নতুবা তাকে ছেড়ে পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করা, এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো এবং মহিয়সী স্ত্রীগণ সকলেই মহানবী (সাঃ) এর চিরসঙ্গিণী হিসাবে থেকে যাওয়ার পক্ষে নিজেদের মত ব্যক্ত করলেন। এই আয়াত পরোক্ষভাবে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণের মতামত ও সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও উত্তর ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে, কিন্তু কুরআনের কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হয়নি। তাঁদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক অনেকটা শূন্যে ঝুলে থাকার মতো ছিল। মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা ও বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তাঁর চিরসঙ্গিণী হয়ে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, মহানবী (সাঃ)ও তেমনি যাকে পছন্দ রাখতে এবং যাকে অপছন্দ ছেড়ে দিতে পারেন (আয়াত-৫২)। এ সুযোগ পেয়েও তাঁদের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল হয়ে তিনি (সাঃ) সকলকেই স্ত্রীরূপে রেখে দিলেন।

মহানবী (সাঃ) এর বহু বিবাহ বড়ই সুমহান ও সু-উচ্চ বিবেচনার ফল। এ ব্যাপারে মূর্খ ও হীনমনা সমালোচকরা তাঁর প্রতি যেসব নীচ উদ্দেশ্য আরোপ করে, তিনি তার বহু বহু উর্ধ্বে ছিলেন। একমাত্র হযরত আয়েশার সাথে বিবাহ ছাড়া (পরবর্তী অবস্থাবলী এ বিয়ের ন্যায়সঙ্গতা প্রমাণ করেছে) তাঁর সকল বিয়েই বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তাদের সাথে হয়েছিল। তিনি বিধবা হাফসাকে বিয়ে করেন, যাঁর স্বামী বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি যয়নাব বিনতে খোজাইমাহকে বিয়ে করলেন, যাঁর স্বামী উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং উম্মে সালমাহ যাঁর স্বামী ৪র্থ হিজরীতে মারা গেলেন, আবূ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥٢﴾

★ ৫২। তুমি চাইলে তাদের যে কারো সাথে (বৈবাহিক সম্পর্ক) ছিন্ন করতে পার এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছ তাদের কাউকে তুমি (ফিরিয়ে নিতে) চাইলে তোমার কোন পাপ হবে না। সম্ভবত এতে তারা প্রশান্তি লাভ করবে এবং তারা দুঃখও পাবে না। আর তুমি তাদের যা দিয়েছ এতে তারা সন্তুষ্ট হবে[২৩৬৩]। তোমার হৃদয়ে যা আছে আল্লাহ্‌ তা জানেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা, যাঁর স্বামী ৫ম বা ষষ্ঠ হিজরীতে আবিসিনিয়াতে মারা গেলেন, বিধবা জুওয়ায়রীয়া ও বিধবা সফিয়াকে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও ৭ম হিজরীতে নিজেদের গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে বিয়ে করেন। এটি বড়ই প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার, মহানবী (সাঃ) জুয়াইরীইয়াকে বিয়ে করার ফলে মুসলমানগণ বনি মুস্তালিক গোত্রের একশত পরিবারকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে দিলেন। ময়মুনাহ একজন সুশিক্ষিতা বিধবা ছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর পাণি গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে মুসলমান মহিলাগণের শিক্ষা-দীক্ষার খাতিরে তিনি তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। পঞ্চম হিজরীতে তিনি যায়েদের তালাকপ্রাপ্তাস্ত্রীকে বিয়ে করে আরব ভূমির একটি পুরনো কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করলেন। সাথে সাথে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার তালাকপ্রাপ্তিজনিত মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। সপ্তম হিজরীতে কৃতদাসত্ব থেকে সদ্যমুক্ত মারিয়া কিবতিয়াকে বিয়ে করে তাঁকে 'বিশ্বাসীগণের মাতার' (উম্মুল মু'মিনীনের) মর্যাদায় উন্নীত করলেন এবং কৃতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হানলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাগণের সাথে বিয়ের পিছনে এসব সৎ প্রবৃত্তি ও সমাজ হিতৈষণার মহান উদ্দেশ্যই কার্যকরী ছিল। নতুবা ঐ বয়সে গত-যৌবনা, অখ্যাত সুন্দরীদের বিয়ে করার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনই তাঁর ছিল না। তাঁর সমালোচকেরা এই সমুজ্জ্বল সত্যের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না যে এই মহামানব পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্মল চরিত্রের পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পরিচিত সকলের কাছে তিনি নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, আল্‌ আমীন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চল্লিশ বছরের এক বিধবাকে বিয়ে করে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সাথে অতি সুখের দাম্পত্য জীবন কাটান। প্রথমা স্ত্রীর ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। এরপর তিনি সওদাকে বিয়ে করেন। স্ত্রী সওদাও ছিলেন বৃদ্ধা রমণী। মহানবী (সাঃ) এর অন্য সব বিয়ে যা নিয়ে ছিদ্রানেষীরা সমালোচনা করেন তা দ্বিতীয় হিজরী সন থেকে ৭ম হিজরী সনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এই কয়েকটি বছর মহানবী (সাঃ) সদা-সর্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর জীবন অনবরত সঙ্কটের পর সঙ্কটে আবর্তিত হচ্ছিল। ইসলামের ভাগ্য তখন শূন্যে ঝুলছিল। আর অনিশ্চয়তা ছিল তার নিত্য সাথী। এমতাবস্থায় বিপদের পর বিপদ আর অনিশ্চয়তার পর অনিশ্চয়তার মধ্যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের পর বিয়ে করতে থাকবে, এটা ভাবাই যায় না। একমাত্র মোহাচ্ছন্ন, ঈর্ষান্ধ ব্যক্তিরাই এরূপ বিকৃত ধারণা পোষণ করতে পারে। সপ্তম হিজরীর পরে মহানবী (সাঃ) এর জীবনে স্বস্তি আসে। জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি সারা আরবের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। আরবের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু এই সুখ-শান্তির সময়ে তিনি তো একটি বিয়েও করেননি। এতে কি প্রমাণিত হয় না, পূর্ববর্তী বিয়েগুলোর পশ্চাতে সৎ, নিষ্ঠাবান ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী নিহিত ছিল?

"কোন মু'মিন মহিলা নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করলে" বাক্যাংশটি ময়মুনার প্রতি প্রযোজ্য। কেননা ময়মুনাই মহানবী (সাঃ) এর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। "এই আদেশ (বিশেষভাবে) তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়" বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, এতগুলো বিয়ে এবং এক সাথে সব স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা মহানবী (সাঃ) এর জন্য একটি একক সুবিধা ও ব্যক্তিক্রমধর্মী ব্যবস্থা, যা তাঁর কর্মকাণ্ডের বহুমুখিতার জন্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল। সূরা নিসার ৪ আয়াতে একজন মুসলমানের পক্ষে চারজনের অতিরিক্ত স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মহানবী (সাঃ)কে এই নিষেধের বাইরে রাখা হয়। মহানবী (সাঃ) এর নিজের এবং তাঁর স্ত্রীগণের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং অন্যান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কারণে এই আয়াতের প্রথমেই মহানবী (সাঃ)কে সাধারণ মুসলমান থেকে আলাদা ও ব্যক্তিক্রম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২৩৬৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৩। এর পরে (অন্যান্য মহিলাকে বিয়ে করা) তোমার জন্য বৈধ হবে না এবং এদের (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীদের) পরিবর্তে আরো স্ত্রী গ্রহণ করে নেয়াও বৈধ হবে না[২৩৬৪] যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। তবে তোমার অধীনস্থ মহিলাদের কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সব কিছুর পর্যবেক্ষক।

৬ [১২] ৩

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝

★ ৫৪। হে যারা ঈমান এনেছ! খাওয়ার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ না দেয়া হলে তোমরা নবীর ঘরে ঢুকবে না। আর খাবার প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় কখনো বসে থাকবে না[২৩৬৪-ক]। কিন্তু (খাবার তৈরী হওয়ার পর) তোমাদের যখন ডাকা হয় তখন ঢুকবে। আর তোমরা যখন খাওয়া শেষ কর তখন তোমরা চলে যেও এবং (সেখানে) কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে (বসে) থেকো না[২৩৬৫]। এ (ব্যাপারটি) নবীর জন্য কষ্টদায়ক। কিন্তু সে তোমাদের কাছে (একথা প্রকাশ করতে) লজ্জা পায়। আর আল্লাহ্ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পান না। আর তোমরা যদি তাদের (অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের) কাছে কোন কিছু চাও[২৩৬৬] তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য বেশি পবিত্র। আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তার (মৃত্যুর) পরে তাঁর স্ত্রীদের কাউকে কখনো বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অতি গর্হিত কাজ[২৩৬৭]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

২৩৬৩। একদিকে মহানবী (সাঃ) এর বিবিগণকে তাঁর সঙ্গে থাকার অথবা ধনদৌলত ও আরাম-আয়েসে থাকার– এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো (৩৩ঃ২৯-৩০)। অপরদিকে মহানবী (সাঃ)কেও তাঁর ইচ্ছামতো কোন বিবিকে রাখার আর কোন বিবিকে ছেড়ে দেবার সুযোগ দেয়া হলো। কালবিলম্ব না করে সকল স্ত্রী-ই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, মহানবীর জীবনের সাথে তাঁদের জীবন চিরদিনের জন্য এক সাথে গ্রথিত হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অতিশয় সুবিবেচনা দেখালেন এবং জানালেন, তিনিও সকল স্ত্রীকে রাখার ইচ্ছাই পোষণ করেন। মহানবী (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত তাঁদের সকলকেই সন্তুষ্ট করলো এবং তাঁদের হৃদয় নতুনভাবে জয় করলো। এ কথাই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য এই বাক্যে-'তুমি তাদের যা দিয়েছ, এতে তারা সন্তুষ্ট হবে।'

২৩৬৪। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। এরপর মহানবী (সাঃ) আর কোন বিয়ে করেননি। কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারও তাঁর রইলো না। স্ত্রী-তালাক তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হলো। মু'মিনগণের মাতারূপে তাঁদের যে মর্যাদা সম্ভবত সেজন্য এবং তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর পারিবারিক অভাব-অনটন ও কৃচ্ছ্রতাকে নিজেদের আরাম-আয়েস ও স্বাচ্ছন্দ্যের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন বলেও মহানবী (সাঃ) এর ওপরে এ নিষেধ আরোপিত হলো। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের ত্যাগকে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে পুরস্কৃত করলেন।

২৩৬৪-ক। খাদ্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত।

২৩৬৫। অনিমন্ত্রিতভাবে কারো পক্ষে অন্যের গৃহে প্রবেশ নিষেধ, নিমন্ত্রিত হলে ঠিক নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। নির্ধারিত সময়ের বেশি পূর্বে আসা যেমন অন্যায়, বেশি পরে আসাও তেমনি অন্যায়। নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরে পরেই বিদায় নেয়া উচিত। অলস-গল্পে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

২৩৬৬। এ নির্দেশ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ও মাখামাখি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সর্বনাম 'হুন্না' (তাদেরকে) বলতে পরোক্ষভাবে সকল স্ত্রীলোককেই বুঝিয়েছে।

২৩৬৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৫। [ক]তোমরা যদি কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর তাহলে (জেনে রেখো) প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ্‌ ভাল করেই জানেন।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٥﴾

৫৬। তাদের (অর্থাৎ নবীর স্ত্রীদের) কোন পাপ হবে না (তারা যদি) তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাতিজা, তাদের ভাগিনা, তাদের নিজেদের সমশ্রেণীর মহিলা এবং তাদের অধীনস্থদের সাথে (পর্দা না করে)। (হে নবীর স্ত্রীরা!) তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ এবং অনেক সালাম পাঠাও।★

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। [খ]যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়[২৩৬৮] নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইহকালেও এবং পরকালেও তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٨﴾

৫৯। আর যারা নিরপরাধ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে নেয়।

৭ [৬] ৪

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٩﴾ ع

★ ৬০। [গ]হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বল, তারা (বাইরে যাওয়ার সময়) যেন তাদের চাদর নিজেদের ওপর (মাথা থেকে বুক পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়[২৩৬৯]। এতে খুব সম্ভব তাদেরকে চিনতে পারা যাবে এবং তাদের উত্যক্ত করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৩০; ৪ঃ১৫০ খ. ৯ঃ৬১ গ. ৪ঃ১১৩; ২৪ঃ২৪।

২৩৬৭। মহানবী (সাঃ) এর পরে তাঁর বিধবা পত্নীগণকে বিয়ে করা মহাপাপ বলে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'মু'মিনদের মাতা রূপে তাদের যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা রয়েছে, 'আধ্যাত্মিক পুত্রগণের' সাথে বিয়ে হলে সেই মর্যাদার অবমাননা হতে বাধ্য।

★[হযরত আকদস মসীহ্‌ মাওউদ (আ:) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রসূলে আকরাম সল্লল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কার্যাবলী এরূপ ছিল, এগুলোর প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যে সীমারেখা টানার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেননি। শব্দ তো পাওয়া যেত। কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বয়ং তা ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ তাঁর (সা:) কর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সীমাতীত। এ ধরনের আয়াত আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য কোন নবী (আ:) এর সম্মানে ব্যবহার করেননি। তাঁর (সা:) আত্মায় এমন সত্যতা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর (সা:) কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে আল্লাহ্‌ তাআলা পরবর্তী লোকদের চিরকালের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর (সা:) প্রতি দুরূদ পাঠাতে থাকে (মলফূযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪, রাবওয়া হতে মুদ্রিত)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৩৬৮ ও ২৩৬৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۱﴾

★৬১। মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবো[২৩৭০]। এরপর তারা এ (শহরে) তোমার প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকতে পারবে।

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿۶۲﴾

৬২। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় তাদের ধরা হোক এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হোক[২৩৭১]। (কারণ) তারা অভিশপ্ত।★

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۶۳﴾

চতুর্থাংশ

৬৩। (তোমাদের) পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের সম্পর্কেও [ক]আল্লাহ্‌র (এ) বিধানই (কার্যকর) ছিল। আর তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿۶۴﴾

৬৪। [খ]লোকেরা তোমাকে প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে।' আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যে সম্ভবত নিকটে তা তোমাকে কিসে বুঝাবে?

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۶۵﴾

৬৫। [গ]নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফিরদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿۶۶﴾

৬৬। তারা এতে দীর্ঘকাল থাকবে। (সেখানে) তারা কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না।

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৭৮; ৩৫ঃ৪৪; ৪৮ঃ২৪।

২৩৬৮। 'আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়া' দ্বারা সত্যের অবমাননা ও সত্যকে বাধা দান করা বুঝায়। আর 'তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়া' দ্বারা মহানবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন বুঝায়।

২৩৬৯। 'জিলবাব' (মাথায় কাপড়, চাদর, ওভারকোট) এর বহুবচন 'জালাবিব'। জিলবাব অর্থ : (ক) মেয়েদের শরীর ঢাকার বড় চাদর বা বোরকা জাতীয় কোট, (খ) সমস্ত দেহ ঢাকার পোশাক, (গ) স্ত্রীলোকের এমন ধরনের বাহ্যাবরণ যা পরিধানে হাত পর্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে (লেইন)। ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এর দ্বারা গোপনীয়তা রক্ষা পায় এবং শালীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবাধ মেলামেশা স্ত্রীলোকের জন্য নিষিদ্ধ। বাড়ির বাইরে যেতে হলে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদেরকে কিছু নিয়মনীতি পালন করতে হয়। বিশদ ব্যাখ্যা ২০৪৪ টীকায় দেখুন।

২৩৭০। মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা ইসলামের উন্নতির পথে সকল ধরনের বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ কাজে তাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র ছিল ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ ও মিথ্যা কথা প্রচার করা। যখন কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পলায়ন করলো এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্মান ও শক্তি অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পেল তখন তাদের এই মিথ্যাচারিতার কাজেও ভাটা পড়ে গেল। 'লানুগরিয়ান্নাকা বিহিম' এর অন্য অর্থ, আমরা তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলতাম অথবা তাদের ওপরে তোমাকে ক্ষমতা দান করতাম।

২৩৭১। যুগ যুগ ধরে হতভাগা ইহুদীরা অপমান ও অসম্মানের মধ্যেই দিন কাটিয়েছে। প্যালেস্টাইনে তাদের আগমন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পত্তন একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

★[৬১-৬২ আয়াতে মুনাফিক ও ইহুদীদের মাঝে সেইসব অরাজকতা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা মদীনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মনগড়া কথা ছড়িয়ে বেড়াতো। মহানবী (সা:)কে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তুমি এদের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং এরা তোমার শহর ছেড়ে চলে যাবে। এ সময় এরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের কবলে থাকবে এবং এমন হবে, যেখানেই পাওয়া যাবে এদের শাস্তি দেয়া ও হত্যা করা বৈধ হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৭। সেদিন তাদের মুখমন্ডল জাহান্নামে উপুড় করে ফেলা হবে (এবং) তারা বলবে, ক.'আমাদের জন্য আক্ষেপ, আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম এবং এ রসূলেরও আনুগত্য করতাম!'

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۶۶

৬৮। খ.আর তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম। এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে[২৩৭২]।

وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۶۷

৮
[১০]
৫

৬৯। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এদের দ্বিগুণ আযাব দাও এবং এদের অনেক বড় অভিশাপ দাও।'

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۶۸

★ ৭০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে[২৩৭৩] কষ্ট (এবং অপবাদ) দিয়েছিল[২৩৭৩-ক]। তার সম্পর্কে তারা যা বলেছিল আল্লাহ্‌ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন। আর গ.সে ছিল আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মানিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۶۹

৭১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সহজসরল কথা বল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۷۰

★ ৭২। (তাহলে) তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর ঘ.যে-ই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে থাকে।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۷۱

★ ৭৩। নিশ্চয় আমরা আমানতকে (অর্থাৎ শরীয়তকে) আকাশসমূহের, পৃথিবীর এবং পাহাড়পর্বতের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু এরা তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভয় পেল। কিন্তু পূর্ণমানব তা বহন করলো। নিশ্চয় সে পরিণতির কথা না ভেবেই (নিজের প্রতি) অতি নির্দয় ছিল[২৩৭৪]।★

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۷۲

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ২৮; খ. ৭ঃ৩৯; ১৪ঃ২২; ২৮ঃ৬৪; ৩৪ঃ৩২-৩৩; ৪০ঃ৪৮-৪৯ গ. ১৯ঃ৫২-৫৩ ঘ. ৪ঃ১৪; ২৪ঃ৫৩; ৪৮ঃ১৮।

২৩৭২। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের নেতাদের কথা বলা হয়েছে। 'উজূহ' শব্দের এক অর্থ নেতাগণ। এখানে বড়-ছোট, নেতা-অনুসারী সকলের কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রবৃত্তি এটাই যে নিজের অপকর্মের দোষ সে পরের ঘাড়ে চাপাতে চায়।

২৩৭৩। হযরত মূসা (আঃ)কে ভয়ানক মিথ্যা দুর্নামের শিকার বানানো হয়েছিল ঃ (১) একজন মেয়েলোককে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য প্ররোচিত করা হলো যে মূসা (আঃ) তার সাথে অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত ছিলেন, (২) হারূনের প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মূসা (আঃ) তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, (৩) মূসা (আঃ) কুষ্ঠরোগ ও সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন, (৪) সামিরী তাঁকে পৌত্তলিকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল, (৫) তাঁর ভগ্নীও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল।

২৩৭৩-ক। 'আযাও' মানে সে তার সাথে ঘৃণ্য কাজ করলো, বিরক্তিকর কিছু করলো, তাকে বিরক্ত করলো, দুঃখ দিল বা তার বদনাম করলো।

২৩৭৪। 'হামালাল আমানাতা' অর্থ আল্লাহ্‌র দেয়া আইন-কানুন, যা মহামূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, তা সংরক্ষণের ও সঠিকভাবে বণ্টনের দায়িত্ব সে (মানুষ) নিজের কাঁধে তুলে নিল। সে গচ্ছিত বিশ্বাস ভঙ্গ করলো। 'যালেম' এর মাত্রাধিক্য বুঝাতে 'যালুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۴﴾

৭৪। (শরীয়ত বহনের দায়িত্ব অর্পণের) মাধ্যমে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ এবং মুশরিক নারীদের আযাব দিবেন এবং আল্লাহ্ *ক*মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের (তওবা গ্রহণ করে) তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯ [৫] ৬

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২৮; ৯ঃ১০৪।

যার অর্থ অতিমাত্রায় অত্যাচারকারী। 'যালাম' এর (কর্তৃবাচ্য হলো যালেম)। অর্থ ঃ সে জিনিসটি ভুল স্থানে রেখেছিল। আর 'যালামাহু' অর্থ সে নিজের ওপরে এমন বোঝা চাপাল যা বহন করার শক্তি তার নেই। 'জাহেল' শব্দ দ্বারা অবহেলাকারী, বোকা, উদাসীন বুঝায়। আর 'জাহূল' দ্বারা অতিশয় অবেহলাকারী, অতিরিক্ত মাত্রায় উদাসীন ও হদ্দ বোকা বুঝায় (লেইন)।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই বিরাট মেধা ও বিপুল সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যাতে সে ঐশী গুণাবলী নিজের মধ্যে আহরণ করে তা বিকাশ ও প্রকাশ করতে পারে এবং নিজেকে সৃষ্টি-কর্তার প্রতিভূ বানাতে পারে (২ঃ৩১)। এটা এমনই এক মহান আমানত ও দায়িত্ব যা বিশ্বচরাচরের মধ্যে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কেউ সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে না। অন্যান্য জীব বা বস্তু, ফিরিশ্‌তা, আকাশমালা, পৃথিবী এবং পর্বতমালা এই দায়িত্বের বোঝা বহনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই এটা বহন করতে তারা যেন অস্বীকার করলো। তবে মানুষ তা বহন করতে রাজি হলো। কেননা এটা বহনে কেবলমাত্র মানুষই সক্ষম। সে 'যালূম' (নিজের প্রতি অধিক অত্যাচারকারী) ও জাহূল (নিজের প্রতি অবহেলাকারী) হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ সে তার সৃষ্টিকর্তার খাতিরে যে কোনও ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে পারে (যালূম) এবং সে নিজের প্রতি উদাসীন ও অবহেলাকারী (জাহূল) হতে পারে এই অর্থে যে দায়িত্ব ও আমানতের বোঝা বহন করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে সক্ষম।

'আল্ আমানাতা' বলতে কুরআনী শরীয়ত ধরে নিলে এবং 'আল্ ইনসান' বলতে পূর্ণতম মানব মহানবী (সাঃ)কে বুঝালে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ঃ আকাশমালা ও পৃথিবীর মাঝে প্রাণী-অপ্রাণী যা কিছু আছে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)ই হলেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যাঁর ওপর পূর্ণতম ও শেষ বিধান কুরআন অবতীর্ণ হলো। কারণ অন্যান্য মানুষই বলুন বা অন্যান্য অস্তিত্বের কথাই বলুন, তাদের কারো এত বেশি মহৎ গুণাবলী ছিল না, যা এই মহান ও গুরুভার দায়িত্ব পালনের ও সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

'হামালা'র অর্থ বিশ্বাস ভঙ্গ ধরলে এই আয়াতটির অর্থ ঃ ঐশী-বিধানের আমানত (বিশ্বাসপূর্ণ গচ্ছিত দায়িত্ব) মানুষের ওপরে, পৃথিবীর প্রাণী-অপ্রাণী সকলের উপরে এবং আকাশস্থ সকলের ওপরেই ন্যস্ত করা হলো। মানুষ ছাড়া সকলেই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে অস্বীকার করলো। কারণ তাদেরকে যে সব বিধানের অধীন করা হলো, তারা সেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চললো। সমগ্র প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি বিশ্বস্ত রইলো, ফিরিশ্‌তারাও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবনত মস্তকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করতে লাগলো (১৬ঃ৫০-৫১)। তবে মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাকে ইচ্ছাশক্তি ও বিবেচনাশক্তি দেয়া হয়েছে বলে একমাত্র সে-ই ঐশী বিধানকে অমান্য করে। কেননা সে অন্যায়কারী এবং নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি অবেহলাকারী ও উদাসীন। আয়াতটির এই অর্থ ৪১ঃ১২ দ্বারা সমর্থিত।

★[এ আয়াতে মহানবী (সা:) অন্যান্য নবীগণের তুলনায় যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কুরআনী শিক্ষারূপে যে 'আমানত' অবতীর্ণ করা হচ্ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর পূর্বে অন্য কোন নবীর এ বোঝা বহন করার শক্তি ছিল না। অতএব 'আমানত' বলতে কুরআনকেই বুঝায়।

কোন কোন তফসীরকার 'যালুমান জাহুলা'র সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ করেন। 'যালুমান' দিয়ে অন্য কারো ওপর নয়, বরং নিজের ওপর যুলুমকারী বুঝায়, যে এত বড় বোঝা বহন করছে। আর 'জাহুলা' বলতে অনেক বড় জাহেল বুঝায় না। বরং এ সেই ব্যক্তি যে পরিণতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এত বড় দায়িত্ব সামাল দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর ওপর যত অত্যাচার হয়েছে তা কুরআন করীম অবতরণের পর থেকে শুরু হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা সাবা-৩৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে ঠিক কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল তার সঠিক তারিখ নিরূপণ করা কঠিন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এটি মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়কার সূরা। আবার রডওয়েল এবং নলডিকির মতো কোন কোন পণ্ডিত একে আরো পরে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরায় অন্য ধর্মের ওপরে ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে এই সূরার অব্যবহিত পূর্বের সূরা 'আল্ আহযাবে' এ বিষয়টি বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছে কীভাবে অন্ধকারের সম্মিলিত শক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার জঘন্য পরিকল্পনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কীভাবে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকেও কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইসলাম এর সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। বর্তমান সূরাটিতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা খারাপ আচার-আচরণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। কেননা ইহজাগতিক সম্পদে যখন কোন জাতি প্রাচুর্য অর্জন করে তখন সাধারণভাবে তারা আয়েসী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেহেতু কোন জাতির সঙ্গেই সর্বকালের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকে না তাই মুসলমানরাও যদি তাদের ইহজাগতিক উন্নতি ও প্রাচুর্যের সুষমার মধ্যে পাপ-পঙ্কিল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সেবিয়ান বা সুলায়মান (আঃ) এর পরবর্তী বনী ইসরাঈল জাতির যে অবস্থা হয়েছিল মুসলমানদেরকেও সেই একই দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি প্রথমেই আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক বাণী দ্বারা শুরু হয়েছে, যেমন 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই'। এর তাৎপর্য এটাই যে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা মহান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাই যারা তাঁর এই আধিপত্যকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে যাবে। তারপর বলা হয়েছে , অস্বীকারকারীরা এই প্রতারণাপূর্ণ ধারণায় বিশ্বাসী যে ইসলামের বাণীকে অস্বীকারজনিত কোন শাস্তিতেই তারা পতিত হবে না। যেমন তারা বলে থাকে, 'আমরা কখনই কিয়ামতের সম্মুখীন হব না'। তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের বর্তমান মান-সম্মান সব লুপ্ত হবে এবং তাদের শক্তিও খর্ব হবে, যা বাস্তব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে প্রতিভাত হবে। তারপর সূরাটিতে হযরত দাউদ (আঃ) এর রাজত্বকালীন কিছু ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁরা উভয়েই নতুন রাজ্য জয় করে তাঁদের রাজ্য-সীমাকে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন এবং বিদ্রোহী অনেক গোত্রকে বশীভূত করেছিলেন। বস্তুত তাঁদের সময়েই বনী ইসরাঈলীরা তাদের শক্তি ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তির গর্বে তারা ক্রমে ক্রমে খারাপ আচার-আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পাপ-পঙ্কিল জীবনযাপন করতে থাকে। বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ উল্লেখের পর সূরাটিতে সেবিয়ান জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা বনী ইসরাঈলের মতোই কৃষ্টি ও সভ্যতায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। কিন্তু তারাও বনী ইসরাঈলীদের মতো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে, ফলে ঐশী আযাবে পতিত হয় এবং প্রবল বন্যার পানিতে ভাসিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। প্রথমত হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) এর রাজত্বকালীন বনী ইসরাঈলে অগ্রগতি এবং তারপরে সেবিয়ান জাতির ইহজাগতিক উন্নতির প্রসঙ্গ বর্ণনা এবং পরবর্তীতে উভয়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার ঘটনাকে পেশ করে সূরাটিতে আসলে মুসলমানদেরকে এই সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে, মুসলমানদেরকেও ইহজাগতিক উন্নতির বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের এই উন্নতির শিখরে পদার্পণ করে তারা যদি বনী ইসরাঈল ও সেবিয়ান জাতির মতো নিজেদেরকে আরাম-আয়েসের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তাহলে ঐ জাতি দুটির মতো তাদেরকেও ঐশী শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়ে অর্থাৎ কীভাবে ইসলামের বাণী দিন দিন প্রসার লাভ করবে আর মূর্তি-উপাসকরা এবং তাদের মিথ্যা দেবতারা কীভাবে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে তা বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের দেব-দেবীর সাহায্যে ইসলামের ক্রমোন্নতিশীল ধারাকে প্রতিহত করে এবং তাদের নিজস্ব মিথ্যা ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে ক্রমাবনতি শুরু হয়েছে একে ঠেকিয়ে রাখে। অবশ্য তাদেরকে জানানো হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা এই চলমান অবস্থার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাধা দিতে সক্ষম। তারা যেন বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঘটমান অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়, অর্থাৎ তাদের পরাজয় এবং ইসলামের বিজয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তাদেরকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে, যার সবকিছুই ইসলামের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। অবিশ্বাসীদের এই প্রশ্ন যে, 'কখন ইসলামের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সংঘটিত হবে?' এর উত্তরে সূরাটিতে একটি সম্ভাব্য তারিখও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিদর্শন হিসাবে উক্ত তারিখ শুরু হবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদীনায় হিজরত করার এক বছর পরে যখন মক্কার কুরায়শরা নবী করীম (সাঃ)কে নিজ মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করার শাস্তি হিসাবে এ ঐশী আযাবের সম্মুখীন হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব হয় তখন সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী তাদের কায়েমী-স্বার্থ রক্ষার্থে ঐশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। তারা এই ধারণার বশবর্তী হয় যে নতুন আন্দোলনের ফলে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ওপরে তাদের যে আধিপত্য রয়েছে এর ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। কেননা এসব লোক ঐশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আর কিছুতেই তাদের ওপরে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো যাবে না। কাজেই ঐশী আন্দোলন

যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, সে জন্য এসব লোক চেষ্টার কোন ক্রটি করে না এবং যারা শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাদের দলে থাকতে বাধ্য করে, যাতে তাদের সাথে থেকে ঐশী সংস্কারকের বিরোধিতা করা যায়। সূরাটির শেষের দিকে একটি সাধারণ মানদণ্ড তুলে ধরে বলা হয়েছে যে এর সাহায্যেই ফয়সালা করা যায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন প্রতারক বা উন্মাদ ব্যক্তি নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র একজন সত্য নবী। কেননা একজন প্রতারক কখনই তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে না, বরং পরিণামে তার আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্মীয় আন্দোলন দিন দিনই সাফল্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্যদিকে একজন উন্মাদ লোকের পক্ষে এটা কখনো সম্ভবপর নয়, সে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনে কোন বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করবে, যেরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নবী করীম (সাঃ) তাঁর জাতির জীবনে সম্পন্ন করেছিলেন।

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةُ رُكُوْعَاتٍ
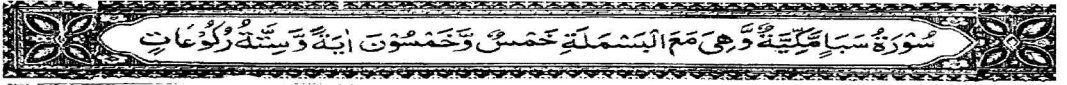
সূরা সাবা-৩৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ②

২। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে[২৩৭৫] যা-ই আছে সব তাঁরই এবং পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই[২৩৭৬]। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান (ও) ভালোভাবেই অবহিত।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ③

৩। [খ]যা-ই ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা-ই তা থেকে বের হয় এবং যা-ই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা-ই এতে উঠে যায় সবই তিনি জানেন। আর তিনি বার বার কৃপাকারী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ④

৪। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'আমাদের ওপর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আসবে না।' তুমি বল, 'কেন নয়? অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, তা অবশ্যই তোমাদের ওপর (নেমে) আসবে। [গ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কোন কিছুই অথবা তা থেকে ছোট বা তা থেকে বড় কোন বস্তুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। বরং (এসব) এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে[২৩৭৭]।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৫৭ঃ৫ গ.১০ঃ৬২।

২৩৭৫। কুরআনের পাঁচটি সূরা যথা ১ম, ষষ্ঠ, ১৮তম, ৩৫তম ও বর্তমান আলোচ্য সূরা, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই' বাক্য দ্বারা সূচিত হয়েছে। এই সূরাগুলোর প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষভাবে কিংবা আকার-ইঙ্গিতে, আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব, সর্বশক্তিমানতা ও মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করেছে।

২৩৭৬। 'পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই' বাক্যটি দ্বারা ইসলাম এর সাময়িক পতনের পরে পুনরায় যখন বিজয় মাল্যে ভূষিত হবে সেই সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। সূরা 'সাজদাহ্'র আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য, কোন নির্দিষ্ট যুগে কী ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জ্ঞাত আছেন। তেমনিভাবে তাঁর প্রেরিত শিক্ষা মানুষের হাতে পড়ে গ্লানিপ্রাপ্ত ও বিকৃত হয়ে গেলে তা কখন আকাশে উঠিয়ে নেয়া প্রয়োজন তাও তিনি ভালভাবে জানেন। যেরূপভাবে পৃথিবীর দূষিত পানিকে বাষ্পের আকারে আকাশে উত্তোলন করে পরিশ্রুত করে পুনরায় বৃষ্টির আকারে তিনি তা আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি তদ্রূপই করে থাকেন। 'যা-ই ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা-ই তা থেকে বের হয়' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য এরূপও হতে পারে– মানুষ যা বপন করে তা-ই ফসল হিসাবে কাটে। ভাল কাজ ভাল ফলোৎপাদন করে, আর মন্দ কাজ মন্দ পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াতের আরো একটি তাৎপর্য হতে পারে– আল্লাহ্ বিশেষ বিশেষ ও সাধারণ ঘটনাবলীর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞাত, কোন্ জাতির কখন উত্থান হবে আর কখন পতন ঘটবে এ সবকিছুই তাঁর জানা আছে।

২৩৭৭। পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়টি এই আয়াতে আরো উন্নত ও বিস্তৃত আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি হলো ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোন কাজই ফলহীন হয় না। তাই অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, ইসলামের প্রতি তাদের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচারের শাস্তি তাদেরকে ভুগতেই হবে।

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

৫। (প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এজন্য আসবে) [ক]যেন তিনি তাদের প্রতিদান দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক।'

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

৬। [খ]আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে (আমাদের) ব্যর্থ করার চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদেরই জন্য এক নিকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَ يَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

৭। [গ]আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা দেখতে পাবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা-ই সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে পরিচালিত করে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

৮। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব, যে তোমাদের এ সংবাদ দেয়, তোমাদের যখন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে তখন নিশ্চয় তোমরা এক নতুন সৃষ্টির ধারায় (প্রবেশ) করবে'?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝

৯। সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছে না কি তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে? না, [ঘ]আসলে যারা পরকালে ঈমান আনে না তারা আযাবে ও ঘোর বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ ع

★ ১০। আকাশ ও পৃথিবীর (ঘটমান নিদর্শনাবলীর) যা তাদের সামনে রয়েছে এবং যা তাদের পূর্বে ঘটে গেছে তারা কি তা দেখে না? [ঙ]আমরা চাইলে মাটিতে তাদের গেড়ে দিতে পারতাম অথবা আকাশ থেকে কিছু টুকরা তাদের ওপর ফেলে দিতে[২৩৭৮] পারতাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক অনুতপ্ত বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১ [১০] ৭

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৫; ৩০ঃ৪৬ খ. ২২ঃ৫২; ৩৪ঃ৩৯ গ. ১৩ঃ২০; ২২ঃ৫৫; ৩৫ঃ৩২; ৫৬ঃ৯৬ ঘ. ১৭ঃ১১; ২৭ঃ৫ ঙ. ৬ঃ৬৬; ১৭ঃ৬৯; ৬৭ঃ১৭,১৮।

২৩৭৮। ''আমরা চাইলে মাটিতে তাদের গেড়ে দিতে পারতাম''– বাক্যটি পার্থিব নিদর্শনের জন্য এবং ''অথবা আকাশ থেকে কিছু টুকরা তাদের ওপর ফেলে দিতে পারতাম'' ঐশী নিদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

★ ১১। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাউদকে অনুগ্রহে ভূষিত করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), ক.'হে পাহাড়পর্বত![২৩৭৮-ক] পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তার সাথে[২৩৭৮-খ] (আল্লাহ্‌র) দিকে বিনত হও এবং হে পাখীরা! তোমরাও (বিনত হও)।' আর আমরা তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম[২৩৭৯]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿۱۱﴾

১২। (আর দাউদকে বলেছিলাম,) 'তুমি এমন বর্ম বানাও যা দেহকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়★ এবং (এর) আংটাগুলো ছোট রাখ। আর তোমরা সবাই সৎকাজ কর। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আমি তা গভীর দৃষ্টিতে দেখে থাকি।'

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۲﴾

১৩। খ.আর আমরা বায়ুকে সুলায়মানের (সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম)। এর সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান হতো এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হতো। আর আমরা তার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। আর জিনদের (অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রমী পাহাড়ী জাতিদের) মাঝ থেকে এক দলকে (সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম), যারা তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে তার জন্য পরিশ্রমের কাজ করতো[২৩৮০]। এদের মাঝে যে-ই আমাদের আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আমরা তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۳﴾

১৪। সে (অর্থাৎ সুলায়মান) যা চাইতো তারা তার জন্য সেটাই নির্মাণ করতো (অর্থাৎ) বড় বড় দুর্গ, প্রতিমূর্তি, পুকুরের ন্যায় বড় বড় গামলা[২৩৮১] এবং একই স্থানে পড়ে থাকে (এমন ভারী) ডেগ। গ.হে দাউদের বংশধর! '(আল্লাহ্‌র প্রতি) কৃতজ্ঞ হয়ে (কৃতজ্ঞতার মান উপযোগী) কাজ কর।' কিন্তু আমার বান্দাদের মাঝে অল্পই আছে যারা (সত্যিকার অর্থে) কৃতজ্ঞ।★

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۴﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৮০; ৩৮ঃ১৯-২০ খ. ২১ঃ৮২; ৩৮ঃ৩৭ গ. ২১ঃ৮১।

২৩৭৮-ক। এখানে 'পাহাড়-পর্বত' বলতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রগুলোকে বুঝিয়েছে। এরূপ প্রকাশভঙ্গির জন্য ১২ঃ৮৩ দেখুন।

২৩৭৮-খ। ১৯০৭ টীকা দেখুন।

২৩৭৯। "আর আমরা তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম"—বাক্যটি দ্বারা এ কথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে লোহা গলিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করার শিল্প হযরত দাউদ (আঃ) এর সময় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। বর্ম বানাতে তিনি তা মুক্তভাবে ব্যবহার করতেন, একথা পরবর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায়।

★ [লোহার আংটা দিয়ে তৈরী বর্মের প্রচলন হযরত দাউদ (আ:) এর সময় থেকে হয়েছিল। হযরত দাউদ (আ:)কে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন বর্মের আংটাগুলো ছোট রাখেন। তাঁর (আ:) সময়ের পূর্বেও যদি বর্ম বানানো হয়েও থাকে তবুও ছোট আংটার বর্মের প্রচলন তাঁর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৮০। হযরত সুলায়মানের রাজ্য একদিকে উত্তরে সিরিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূল বইয়ে একেবারে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং অপরদিকে আরব সাগর থেকে পারস্য-উপসাগর পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বস্তুত ইসরাঈলী সাম্রাজ্য হযরত সুলায়মানের সময়ে সম্পদে- শক্তিতে, ধনে-জনে ও মানে-মর্যাদায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'রীহ্‌' শব্দটির অর্থ হলো ক্ষমতা ও বিজয় (লেইন)। এই আয়াত দ্বারা এও বুঝা যায় যে হযরত সুলায়মানের বিরাট সমুদ্রগামী বাণিজ্য বহর ছিল (১ রাজাবলি-৯ঃ ২৬-২৮ এবং যিউ এনসাই ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭); শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা তাঁর আনুকূল্যে অনেক প্রসার লাভ করেছিল। তিনি জংলী বিদ্রোহী পার্বত্য জাতিগুলোকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে তাদেরকে রাজ্যের অনেক কাজ কর্মে নিয়োজিত করেছিলেন (২ বংশাবলী-৪ঃ১-২ এবং ২ঃ১৮)।

২৩৮১ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٥﴾

★ ১৫। অতএব আমরা যখন তার (অর্থাৎ সুলায়মানের) জন্য মৃত্যুর আদেশ জারী করলাম তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে মাটির একটি কীট[২৩৮২] (অর্থাৎ তার অযোগ্য পুত্র) যে তার (রাজ) দন্ডটি খেয়ে ফেলছিল সে ছাড়া অন্য কেউ তাদের (অর্থাৎ পাহাড়ী জাতিগুলোকে) খবর দেয়নি। এরপর যখন এ (সাম্রাজ্যের) পতন হলো তখন জিনদের (অর্থাৎ পাহাড়ী জাতিগুলোর) কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তাদের যদি অদৃশ্যের জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাজনক আযাবে পড়ে থাকতো না[২৫৮৩]।★★

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٦﴾

১৬। 'সাবা' (জাতির) জন্য তাদের নিজ আবাসভূমিতে নিশ্চয় এক বড় নিদর্শন ছিল[২৩৮৩-ক]। (এর) ডানে ও বামে দুটি বাগান ছিল। (হে সাবা জাতি!) 'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের (দেয়া) রিয্‌ক থেকে খাও এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সাবার কেন্দ্র) একটি উত্তম শহর ছিল। আর (এ শহরের) একজন ক্ষমাশীল প্রভু-প্রতিপালক ছিলেন।

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٧﴾

★ ১৭। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলো। তখন আমরা তাদের ওপর এক ভাঙ্গাবাঁধ (থেকে এক) প্রচন্ড[২৩৮৪] প্লাবন পাঠালাম। তাদের বাগানগুলোর পরিবর্তে আমরা তাদের এমন দুটি বাগান দিলাম যেগুলোতে তিতা ফল এবং ঝাউ ও কিছু কুল গাছ ছিল।

২৩৮১। একজন সম্পদশালী, শক্তিধর, সুসভ্য, রাজ্যাধিপতি হওয়া ছাড়াও হযরত সুলায়মান ছিলেন ইসরাঈলী শাসকদের মধ্যে একজন অনুপম নির্মাণবিদ্। নির্মাণশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণশিল্প খুব উন্নতি সাধন করেছিল। জেরুজালেমের উপসনালয়টি স্থাপত্যক্ষেত্রে তাঁর অত্যুচ্চ রুচিবোধের পরিচয় বহন করে।

★[১৩-১৪ আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ:) এর বায়ুকে অধীনস্থ করার যে উল্লেখ রয়েছে এর অর্থ এই নয়, তিনি কোন উড়ন্ত খাট আবিষ্কার করেছিলেন যেভাবে কোন কোন তফসীরকার এ গল্প বানিয়ে থাকেন। বরং এখানে সমুদ্রতীর বরাবর বয়ে যাওয়া তীব্র বায়ুকে বুঝানো হয়েছে। এ বায়ু এক মাস পর গতি পরিবর্তন করতো এবং এ বায়ুর সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজের তীব্র বেগে চলা আবার ফিরে আসার কথাই এ আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

হযরত দাউদ (আ:)কে লোহার ব্যবহার ও এর প্রযুক্তি সম্পর্কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। অন্য দিকে হযরত সুলায়মান (আ:)কে এক উন্নতমানের ধাতব পদার্থের অর্থাৎ খনি থেকে তামার উত্তোলন এবং বিভিন্নভাবে এর ব্যবহারের কৌশল শিখানো হয়েছিল। এখানে যে জিন এর উল্লেখ করা হয়েছে এর পূর্বে হযরত দাউদ (আ:) এর বেলায়ও এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা কঠোর পরিশ্রমী পাহাড়ী জাতিগুলোকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা পরিশ্রমের এত ভারী কাজ সম্পাদন করতো, যা সাধারণ সভ্য জাতিগুলোর পক্ষে সম্ভব হতো না। এর বিস্তারিত বর্ণনায় প্রথমে বড় বড় দূর্গের কথা বলা হয়েছে। এরপর প্রতিমূর্তি এবং পুকুরের মত বড় বড় গামলা এবং বড় বড় ভারী ভারী ডেগের কথা বলা হয়েছে। এগুলো এক স্থানেই বসানো থাকতো। এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেয়ার শক্তি কারো ছিল না। এসব ডেগে সম্ভবত তাঁর (আ:) বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য খাবার তৈরী করা হতো।

এসব অনুগ্রহের উল্লেখের পর কেবল হযরত দাউদ (আ:)কেই নয়, বরং তাঁর বংশধরকেও কৃতজ্ঞ হওয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে ততদিন এসব অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেয়া হবে না। এরপর হযরত সুলায়মান (আ:) এর পুত্রের আমলে এসব অনুগ্রহ হাতছাড়া হতে লাগলো। কেননা তার মাঝে কোন আধ্যাত্মিকতা এবং শাসন করার কোন যোগ্যতাও ছিল না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৮২। হযরত সুলায়মানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রহবিয়াম, যার দুর্বল ও অযোগ্য শাসনের ফলে হযরত সুলায়মানের এত বড় ও এত শক্তিশালী রাজ্য টুকরা টুকরা হয়েছিল (১ রাজাবলী-১২-১৪, এবং এনসাই, 'রহবিয়াম' বিষয়)।

২৩৮৩। হযরত সুলায়মানের রাজ্য রহবিয়ামের সময়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

★★['দাব্বাহ্' শব্দটি সব ধরনের জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব অনুবাদে 'মাটির কীট' শব্দটি আক্ষরিকভাবে নয় বরং রূপকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এটি সুলায়মান (আ:) এর পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। সে তার প্রখ্যাত পিতা সুলায়মান (আ:) এর কোন আধ্যাত্মিক গুণ বা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেনি। তার শাসনকালে সুলায়মান (আ:) এর কাছে তাঁর পরাভূত ও তাঁর অধীনস্থ শক্তিশালী গোষ্ঠী অর্থাৎ জিনদের কাছে এটা পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেল, সুলায়মান (আ:) এখন কার্যত মৃত। তারা সফলতার

★★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৩৮৩-ক ও ২৩৮৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۸﴾

১৮। আমরা তাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর আমরা কেবল চরম অকৃতজ্ঞদেরই এরূপ প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯। আর আমরা তাদের ও আমাদের দ্বারা বরকতমন্ডিত জনপদগুলোর মাঝে আরো উল্লেখযোগ্য জনপদ বানিয়েছিলাম। আর আমরা এগুলোর মাঝে[২৩৮৫] (সহজে) চলাফেরা করা সম্ভবপর করে দিয়েছিলাম। (এর উদ্দেশ্য ছিল যেন) তোমরা রাতে ও দিনে এতে নিরাপদে চলাফেরা কর।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۲۰﴾

২০। এরপর (তারা যখন অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল তখন) তারা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের সফরের দূরত্ব বাড়িয়ে দাও।' আর তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করলো। সুতরাং আমরা তাদের কিচ্ছাকাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলাম[২৩৮৬]। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল (ও) পরম কৃতজ্ঞ।

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۱﴾

২১। আর তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয় ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণিত করলো[২৩৮৭]। সুতরাং [ক]মু'মিনদের একটি দল ছাড়া তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার অনুসরণ করলো।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৩; ১৬ঃ১০০।

সাথে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে দিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৩৮৩-ক। ২৭ঃ২৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে সানা থেকে প্রায় তিন দিনের পথ দূরে ইয়েমেনের একটি শহর ছিল সাবা। সানাকে মাআরিবও বলা হতো। পুরনো বিধানে এবং গ্রীক, রোমান ও আরবী সাহিত্যে, বিশেষভাবে দক্ষিণ আরবের খোদিত লিপিগুলোতে এ শহরের নামটির উল্লেখ প্রায়শ দৃষ্ট হয়েছে। সাবার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বহু বহু আশীর্বাদে ভূষিত করেছিলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের জীবন পূর্ণ ছিল। তারা উন্নত ও সভ্য ছিল। সেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ নির্মাণ দ্বারা নদ-নদীর সদ্ব্যবহার করে সারা দেশকে তারা বাগানে পরিণত করেছিল। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য এই খাল ও বাঁধের মধ্যে 'মাআরিবের বাঁধ' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (এনসাই অব ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬)। ফারওয়াহ বিন মালিকের বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করে তিরমিযী বলেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাবা কোন দেশের বা কোন মেয়েলোকের নাম কিনা। মহানবী (সাঃ) বললেন, এটা কোন দেশেরও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকের নামও নয়। এটা ইয়েমেনের একজন লোকের নাম যার দশজন পুত্র ছিল। ছয়জন পুত্র ইয়েমেনেই থেকে গেল আর চারজন সিরিয়াতে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেল (তাজ)।

২৩৮৪। 'আরিম' অর্থ উপত্যকায় স্রোতধারার ওপর নির্মিত বাঁধ, একটি বহমান জলস্রোত যার গতি রোধ করা হয় না, ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টি (লেইন)। প্রবল বন্যা এসে মাআরিবের বাঁধকে ভাসিয়ে নিল। বহুদূর ব্যাপী চতুর্দিকের সব কিছু বন্যার তোড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। অথচ সাবাবাসীদের উন্নতির মূলে ছিল এই বাঁধই। সুন্দর সুন্দর কুঞ্জবন, মনোরম বাগান, মনমাতানো স্রোতস্বিনী ও মহান শিল্পকর্মগুলো পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপে পরিণত হলো। এই বাঁধটি ছিল দুমাইল দীর্ঘ এবং এক শত বিশ ফুট উঁচু। প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এই ধ্বংস লীলা সংঘটিত হয়েছিল (পামার)।

২৩৮৫। 'বরকতমন্ডিত জনপদগুলো' বলতে জেরুযালেমের শহরগুলোকে বুঝিয়েছে। হযরত সুলায়মানের শাসনকার্যের কেন্দ্রস্থল ছিল ঐ শহর-গুচ্ছ। এগুলোর সাথে সাবাবাসীদের অর্থনৈতিক লেনদেন ও লাভজনক ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো। 'আরো উল্লেখযোগ্য জনপদ বানিয়েছিলাম' বলতে বুঝা যায়, শহরগুলো এমন কাছাকাছি ছিল যে একটি থেকে অপরটি দৃষ্টিগোচর হতো। এই বাক্যাংশের মর্মার্থ 'বড় বড়, সুপ্রসিদ্ধ শহরাদি'ও হতে পারে, যেগুলো ইয়েমেন থেকে সিরিয়া ও জেরুযালেম পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই পথে যাতায়াত ও চলাফেরা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ও নিরাপদ। মূইর এর মতে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যাত্রাপথে হাযরামাউত থেকে আইলা নামক স্থান পর্যন্ত ৭০টি সুন্দর ও উপযুক্ত থামবার স্থান ছিল। এই সুদীর্ঘ সড়ক পথটি ছিল দুপাশে বৃক্ষ-রাজি দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া-ঘেরা নিরবচ্ছিন্ন চলার নিরাপদ রাস্তা।

২৩৮৬ ও ২৩৮৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। [ক]আর তাদের ওপর তার (অর্থাৎ শয়তানের) কোন আধিপত্য ছিল না[২৩৮৮]। কিন্তু পরকালে ঈমান আনয়নকারীদেরকে এতে (অর্থাৎ পরকালে) সন্দেহ পোষণকারীদের থেকে আমরা স্বতন্ত্র করে দিতে চেয়েছিলাম। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

২ [১২] ৮

وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۲﴾

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তোমরা (একটা কিছু বলে) মনে করে বসেছ তোমরা তাদের ডাক। তারাতো আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এক অণুর সমানও কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দুটোতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউই তাঁর সাহায্যকারী নয়[২৩৮৯]।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿۲۳﴾

২৪। [খ]আর তাঁর কাছে (কারো) সুপারিশ কারো পক্ষে কাজে আসবে না[২৩৮৯-ক]। কেবল তার (সুপারিশ কাজে আসবে) যার পক্ষে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। অবশেষে তাদের হৃদয়[২৩৯০] থেকে যখন ভয় দূর করে দেয়া হবে তখন তারা[২৩৯১] (তাদের সুপারিশকারীদের) জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের (এখন) কী বললেন'? তারা[২৩৯২] বলবে, 'সত্য' (বলেছেন)। আর তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী (ও) অতি মহান।

وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۲۴﴾

২৫। তুমি (কাফিরদের) জিজ্ঞেস কর, [গ]'আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের রিয্‌ক দান করেন? তুমি (নিজেই) বলে দাও, 'আল্লাহ্'। আর (একথাও বলে দাও), হয় আমরা না হয় তোমরা হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত অথবা সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় নিপতিত[২৩৯৩]।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۵﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ২২ খ. ২ঃ২৫৬; ২০ঃ১১০; ৭৮ঃ৩৯ গ. ১০ঃ৩২; ২৭ঃ৬৫; ৩৫ঃ৪।

২৩৮৬। সাবাবাসীদের মুখের এ কথাগুলো ঐশী আদেশাবলীর প্রতি তাদের উদাসীনতা ও অবাধ্যতাকে চিত্রিত করেছে। কৃতজ্ঞতাকে ছেড়ে কৃতঘ্নতার পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে তাদের দুর্দিন ও দুর্দশা ঘনিয়ে এল। সম্পদ আহরণের ও অহোরাত্র চলার এই দীর্ঘ পথ পরিত্যক্ত ও জনহীন হয়ে গেল। 'আমাদের সফরের দূরত্ব বাড়িয়ে দাও' এই বাক্যটির তাৎপর্য হলো, পথি-পার্শ্বে বহু শহর-বন্দর ও মঞ্জিল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে থামার এক মঞ্জিল থেকে অন্য মঞ্জিলের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল ও নিরাপত্তা কমে গেল।

২৩৮৭। সাবার অধিবাসীরা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা শয়তানের ধারণাকে সত্যায়িত করলো। শয়তান সাবার লোকদের সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করেছিল যে সে তাদেরকে বিপথগামী করতে পারবে। দুষ্ট লোক ও তাদের দুষ্কর্মের সম্বন্ধে শয়তানের এ ধারণার উল্লেখ ১৭ঃ৬৩ আয়াতে আছে। সেখানে শয়তানকে এ কথা বলতে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক ছাড়া (আদমের) বংশধরকে সে ধ্বংস করে ছাড়বে।

২৩৮৮। মানুষের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই। মানুষ স্বীয় ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অসৎ কাজের দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক ধ্বংস ডেকে আনে।

২৩৮৯। অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে, তারা তাদের সকল দেব-দেবীকে ইসলামের বিরুদ্ধে আহ্বান করেও ইসলামের উন্নতি ও প্রসার রোধ করতে পারবে না। ইসলামের অগ্রগতি ও বিস্তৃতির গতি রোধ করা তাদের সাধ্যাতীত। সত্য কথা হলো, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ইসলামের সম্প্রসারণ ঠেকাতে পারে।

২৩৮৯-ক। হযরত নবী করীম (সাঃ)ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'শাফায়াতকারী'। বাক্যটির অর্থ এরূপও হতে পারে, ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে শাফায়াত করার অনুমতি আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন।

২৩৯০। শাফায়াতকারীদের হৃদয়।

২৩৯১। শাস্তিযোগ্য পাপীরা।

২৩৯২। শাফায়াতকারীরা অথবা নবীরা।

২৩৯৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে আমাদেরও জিজ্ঞেস করা হবে না।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৭। তুমি বল, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের একত্র করবেন। এরপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সাথে আমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন[২৩৯৪]। আর তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী (ও) সর্বজ্ঞ।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি বল, [ক]'তোমরা তাঁর সাথে যাদের শরীকরূপে সংযুক্ত করেছ আমাকে তাদের দেখাওতো দেখি। (তোমরা) কখনো (তা করতে পারবে) না। বরং তিনিই আল্লাহ্ (যিনি) মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। আর আমরা তোমাকে [খ]সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি[২৩৯৫]। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। [গ]আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), 'এ প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে?'

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾

অর্ধাংশ ৩ [৯] ৯

৩১। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য এক (নির্ধারিত) দিনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে[২৩৯৬] যা থেকে [ঘ]তোমরা এক মুহূর্তও পেছনে থাকতে পারবে না এবং সামনেও এগুতে পারবে না।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনের প্রতি কখনো ঈমান আনবো না এবং সেইসব (ভবিষদ্বাণীর) প্রতিও (ঈমান আনবো না) যা এর সামনে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) রয়েছে।' আর হায়! তুমি যদি দেখতে পেতে [ঙ]যালেমদের যখন তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। যাদের অসহায় করে দেয়া হয়েছিল তারা অহঙ্কার প্রদর্শনকারীদের বলবে, তোমরা যদি না থাকতে তাহলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম[২৩৯৭]।

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ৪১; ৪৬ঃ৫ খ. ২১ঃ১০৮; গ. ২১ঃ৩৯; ৩৬ঃ৪৯; ৬৭ঃ২৬ ঘ. ৭ঃ৩৫; ১০ঃ৫০ ঙ. ৭ঃ৩৯; ১৪ঃ২২; ২৮ঃ৬৪; ৩৩ঃ৬৮; ৪০ঃ৪৮।

২৩৯৩। আমরা (বিশ্বাসীরা) যেমন সৎপথ প্রাপ্ত, তোমরা (হে অবিশ্বাসীরা) তেমনি ভ্রান্তিতে নিপতিত।

২৩৯৪। এই আয়াতটিতে মক্কা-বিজয়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে সাধারণত মনে করা হয়। মক্কা-বিজয়ে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল, মুসলমান ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে কোন্ দল 'সত্য পথে পরিচালিত' আর কোন্ দল 'মিথ্যা পথাবলম্বী'। এ মহা বিজয়ের পরেই মুসলমান ও প্রতিপক্ষ এই উভয়দলের মধ্যে মনের মিলন সম্পন্ন হয়েছিল।

২৩৯৫। কুরআনে এ কথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ)কে পৃথিবীর বিলুপ্তি সময় পর্যন্ত সর্বমানবের জন্য 'রসূল' (প্রেরিত পুরুষ) রূপে পাঠানো হয়েছে। ২১ঃ১০৮, ২৫ঃ২ দেখুন। ইসলামের বাণীই শাশ্বত বাণী, যা সর্বমানবের জন্য এসেছে এবং কুরআনই আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যাতে সর্বকালের সর্বমানবের জন্য হেদায়াত রয়েছে।

২৩৯৬। 'এক (নির্ধারিত) দিন' বলতে বদরের যুদ্ধের দিনকে বুঝাতে পারে। অথবা ৩২ঃ৬ আয়াতে বর্ণিত দিনকে বুঝাতে পারে যা এক হাজার বছরের সমান বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই হাজার বছর অতিক্রমের পর ইসলাম সত্য ও বিশ্ব-ধর্মরূপে পরিচিত ও গৃহীত হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

২৩৯৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৩। [ক]যাদের অসহায় করে দেয়া হয়েছিল অহঙ্কার প্রদর্শনকারীরা তাদের বলবে, 'আমরা কি তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পর তা থেকে তোমাদের বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। [খ]আর যাদের অসহায় করে দেয়া হয়েছিল তারা অহঙ্কার প্রদর্শনকারীদের বলবে, 'বরং (তোমাদের) রাতদিনের প্রতারণাই (আমাদের অপরাধী বানিয়েছিল) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই।' আর তারা যখন আযাব দেখতে পাবে তখন [গ]তারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করবে[২৩৯৮]। যারা অস্বীকার করেছিল আমরা তাদের গলায় শিকল পরাবো[২৩৯৮-ক]। তাদের কেবল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেয়া হবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

★ ৩৫। আর আমরা যে জনপদেই কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি এর বিত্তশালী লোকেরা এ কথাই বলেছিল, [ঘ]'তোমাদের যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি[২৩৯৯]।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। আর তারা বলে, '(তোমাদের চেয়ে) আমরা অধিক ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততির অধিকারী এবং আমাদের কখনো আযাব দেয়া হবে না।'

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

৪ [৬] ১০

৩৭। তুমি বল, [ক]'নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান রিয্‌ক সম্প্রসারিত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ২২; ২৮ঃ৬৪; ৪০ঃ৪৮ খ. ১৪ঃ২২; ৪০ঃ৪৮; গ. ১০ঃ৫৫ ঘ. ৬ঃ১২৪; ১৭ঃ১৭।

২৩৯৭। মানব-প্রবৃত্তি এমনই যে যখন দোষী ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হয় তখন সে নিজের দোষের ও কুকর্মের দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াত দুটিতে মানুষের প্রবৃত্তির এই দিকটার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২৩৯৮। 'আসার্‌রাহু' মানে সে এটি লুকিয়েছিল (লেইন)।

২৩৯৮-ক। 'আনাক' এর অন্য অর্থ হলো দলনেতা অথবা ধনী লোক (লেইন)।

২৩৯৯। আল্লাহ্‌র নবীরা আসেন নির্যাতিত, নিপতিত, আশাহত মানবতাকে সমাজের সঠিক স্থানে উন্নীত করে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তাদের জন্য নিশ্চিত করার জন্য। আর এ কারণেই সকল যুগে প্রত্যক্ষ করা গেছে নতুন ঐশী-বাণী আসার সাথে সাথে ধনী, সম্পদশালী, শক্তিধর ও প্রতিপত্তিশালীরা তথা কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নবীর বিরুদ্ধে লেগে গেছে।

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ (٣٨)

৩৮। আর তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করে দিবে। [ক]তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে সে-ই (নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়)[২৪০০]। এদেরই কৃতকর্মের দরুন এদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে এবং [খ]এরা উঁচু প্রাসাদে শান্তিতে থাকবে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ أُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ (٣٩)

৩৯। [গ]আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ ব্যর্থ করার চেষ্টায় ছুটে বেড়াচ্ছে এদেরকেই আযাবের[২৪০১] সম্মুখীন করা হবে।

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٤٠)

৪০। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মাঝে যার জন্য চান রিয্‌ক সম্প্রসারিত করে দেন এবং (কখনো কখনো) তার জন্য (রিয্‌ক) সংকুচিতও করে দেন। আর তোমরা যা-ই খরচ কর তিনিই এর বিনিময় দিয়ে থাকেন। আর তিনি রিয্‌কদাতাদের মাঝে সর্বোত্তম।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ أَهٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ (٤١)

★ ৪১। আর (স্মরণ কর সেদিনকে), যেদিন [ঙ]তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন। এরপর তিনি ফিরিশ্‌তাদের বলবেন, 'এরা কি (বিশেষভাবে) তোমাদেরই ইবাদত করতো?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ (٤٢)

৪২। তারা বলবে, [চ]'তুমি পবিত্র। তাদের পরিবর্তে তুমিই আমাদের বন্ধু। বরং তারা তো জিনদের ইবাদত করতো। তাদের অধিকাংশ এদেরই প্রতি ঈমান রাখতো'।★

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ (٤٣)

৪৩। সুতরাং (কাফিরদের বলা হবে), 'আজ তোমাদের কেউ একে অপরের উপকার এবং অপকারও করতে পারবে না।' আর যারা যুলুম করেছিল আমরা তাদের বলবো, 'তোমরা যা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে [ছ]সেই আগুনের আযাব ভোগ কর।'

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৭; ২৯ঃ৬৩; ৩৯ঃ৫৩; ৪২ঃ১৩ খ. ৩ঃ৫৮; ৬ঃ৪৯; ১৮ঃ৮৯; ১৯ঃ৬১ গ. ২৫ঃ৭৬ ঘ. ২২ঃ৫২ ঙ. ১০ঃ২৯; ১৭ঃ৯৮; ১৯ঃ৬৯ চ. ২৫ঃ১৯ ছ. ৮ঃ১৫; ১০ঃ৫৩; ২২ঃ২৩।

২৪০০। ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও মর্যাদা ইত্যাদি দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় নয়। বরং এগুলো মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়। সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মই মানুষের প্রকৃত সম্পদ যা মানুষের জন্য পরিত্রাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বহন করে আনে।

২৪০১। সত্য ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে ঠেকাবার জন্য অবিশ্বাসীরা যত প্রচেষ্টা এবং যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তারা কখনই সফলতার মুখ দেখবে না, বরং তাদের এ হীন দুষ্কৃতি তাদেরই মাথায় ভেঙ্গে পড়বে।

★[৪১-৪২ আয়াতে সেইসব মুশরিকের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাদের বড় বড় নেতাদেরকে কার্যত খোদা বানিয়ে বসেছিল। এখানে 'জিন' বলতে এসব সর্দারদের বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা কোন কোন ফিরিশ্‌তার নামও নিয়ে থাকে যে তারা এদের ইবাদত করে। এটা ফিরিশ্‌তাদের বিরুদ্ধে নিছক অপবাদ। কিয়ামত দিবসে ফিরিশ্‌তারা এ দোষ থেকে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা দিবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۖ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٤﴾

৪৪। আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যখন তাদের পড়ে শুনানো হয় তারা বলে, ক.‘এ কেবল এক নগণ্য মানুষ, যে তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্যদের (উপাসনা থেকে) তোমাদের বাধা দিতে চায়।’ আর তারা বলে, ‘এ (কুরআন) তো মনগড়া এক মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।’ আর তাদের কাছে যখন সত্য এসে গেল তখন অস্বীকারকারীরা বলে উঠলো, ‘এ তো কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু!’

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٥﴾

৪৫। আর আমরা (পূর্বে) তাদের এমন কোন কিতাব দেইনি যা তারা পড়তো ও পড়াতো এবং আমরা তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারীও পাঠাইনি।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর তাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলদের) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ আমরা তাদের যা দান করেছিলাম এরা এর দশভাগের এক ভাগেও[২৪০২] পৌঁছুতে পারেনি। তথাপি এরাও (যখন) আমার রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো তখন (এরা দেখে নিক) কিরূপ (কঠোর) হয়ে থাকে আমার শাস্তি!

৫ [৯] ১১

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭। তুমি বল, ‘আমি তোমাদের শুধু একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা দু দুজন করে এবং এক একজন করে আল্লাহ্‌র খাতিরে দাঁড়িয়ে যাও (এবং) এরপর চিন্তা কর (তাহলে বুঝতে পারবে) খ.তোমাদের সাথীর মাঝে[২৪০৩] কোন পাগলামি নেই। সেতো কেবল এক কঠোর আযাবের পূর্বে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী (হয়ে এসেছে)।’

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٨﴾

৪৮। তুমি বল, গ.‘আমি তোমাদের কাছে যে প্রতিদানই চাই তা তোমাদেরই কল্যাণের জন্য (চেয়ে থাকি)। আমার প্রতিদানতো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী।’

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৯৫; ২৩ঃ২৫ খ. ৭ঃ১৮৫; ২৩ঃ৭১ গ. ৩৮ঃ৮৭; ৪২ঃ২৪; ৫২ঃ৪১; ৬৮ঃ৪৭।

২৪০২। মি'শার অর্থ এক-দশমাংশ, শততম অংশ, অনেকের মতে হাজার ভাগের এক ভাগ (লেইন)।

২৪০৩। এই আয়াত মহানবী (সাঃ) এর দাবীকে বাস্তবতার নিরীখে, নিরপেক্ষভাবে ভাবাবেগ মুক্ত হয়ে পরীক্ষা বা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে। বলা হয়েছে, অস্বীকারকারীরা যদি বিদ্বেষ ও কুসংস্কারমুক্ত মনে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার প্রভাবমুক্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহলে তারা দেখতে পাবে তিনি (সাঃ) পাগল কিংবা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নন।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٩﴾

৪৯। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক সত্যের মাধ্যমে (মিথ্যাকে) আঘাত করেন। ক.(তিনি) সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।'

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾

৫০। তুমি বল, খ.'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা (কোন কিছুর) সূচনাও করতে পারে না বা (এর) পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না[২৪০৪]।'

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমি বিপথগামী হয়ে গেলে আমি স্বয়ং নিজের (স্বার্থের) প্রতিকূলে বিপথগামী হব। আর আমি হেদায়াত পেয়ে গেলে (তা) আমার প্রতি আমার প্রভু-প্রতিপালকের ওহী করার দরুনই (হবে)। গ.নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা (ও) অতি নিকটে অবস্থানকারী।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾

৫২। হায়, তুমি যদি দেখতে পেতে তারা যখন (আযাবের দরুন) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ও (তাদের) পালানোর কোন পথ থাকবে না এবং তারা নিকটবর্তী স্থান থেকে (অর্থাৎ শীঘ্রই) ধরা পড়বে

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

★৫৩। (তখন) তারা বলবে, 'আমরা এ (বাণীর) প্রতি ঈমান আনলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তাদের (ঈমান) লাভ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে[২৪০৫]?★

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

★৫৪। নিশ্চয় তারা একে এর পূর্বে এক দূরবর্তী স্থান থেকে অযৌক্তিক অনুমানের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٥﴾ ع

৫৫। আর তাদের মাঝে এবং তারা যা কিছু চাইবে এর মাঝে সেভাবে বাধা সৃষ্টি করা হবে যেভাবে ইতোপূর্বে তাদের সমশ্রেণীর লোকদের সাথে করা হয়েছিল[২৪০৬]। নিশ্চয় তারা সদা অস্থিরতা সৃষ্টিকারী এক সন্দেহে পড়ে আছে।

৬
[৯]
১২

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১১৭ খ. ১৭ঃ৮২; ২১ঃ১৯ গ. ২ঃ১৮৭; ১১ঃ৬২।

২৪০৪। 'পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না' বাক্যাংশটির অর্থ হলো, আরবদেশে পৌত্তলিকতার পুনরাবৃত্তি কখনো ঘটবে না। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আরব দেশ থেকে পৌত্তলিকতার চির অবসান ঘটবে কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী মহাগৌরবে পূর্ণ হয়েছে।

২৪০৫। 'মিম্ মাকানিম বায়ীদ' (এক দূরবর্তী স্থান থেকে) শব্দগুলো দ্বারা 'মৃত্যুর পরে' বুঝাতে পারে। এতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে, অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর পরে নিশ্চয় বুঝতে পারবে, তারাই ভ্রান্ত ছিল। তারা নবী করীম (সাঃ) এর এ উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার কথা নিজ নিজ মনে পোষণ করে ও ধারণা করে নেয় যে তিনি (সাঃ) (তাদের শক্তির মোকাবিলায়) ব্যর্থ হবেন। তাদের এ ধারণা সত্যের উৎস থেকে, বাস্তবতা থেকে, যুক্তি ও সত্য থেকে বহু বহু দূরের বিষয়। তারা মূর্খতা ও ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী।

★[এ আয়াতের সহজ সরল অর্থ হলো, পূর্বে এ থেকে (অর্থাৎ ঈমান থেকে) নিজেদের দূরে রেখে শাস্তির সময় তারা ঈমান লাভ করতে পারবে না। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪০৬। ইসলামের শত্রুদেরকে এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হচ্ছে, পূর্ববর্তী নবীদের শত্রুরা তাঁদের ব্যর্থতা দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র করেও কখনো সফল হয়নি। সেরূপে মহানবী (সাঃ) এর ব্যর্থতা দেখার আশা নিয়ে যে সকল শত্রু দিনাতিপাত করেছে তারাও নিজেদের ব্যর্থতাকে চরমাকারে দেখতে পাবে।

সূরা আল্ ফাতের-৩৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সম্ভবত এটি পূর্ববর্তী সূরাটির সমসাময়িক। পূর্বের সূরাতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছিল, বনী ইসরাঈলের মতো তাদেরকেও জাগতিক সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী করা হবে। কিন্তু যদি তাদের প্রাচুর্যের ও খ্যাতির সোনালী দিনগুলোতে তারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হয় এবং সব কিছু ভুলে ভোগ-বিলাসের জীবনে নিজেদেরকে কার্যত জড়িত রাখে তাহলে বনী ইসরাঈলের মতো তারাও ঐশী গযব ডেকে আনবে। বর্তমান সূরাতে পুনরায় তাদেরকে সম্মান ও খ্যাতির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তারা কুরআনের অনুশাসনকে যথাযথভবে মেনে চলে এবং এর নির্দেশাবলী পালনে কখনো নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন না করে তবেই তারা সেই সম্মান ও খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই ঘোষণাসহ শুরু হয়েছে, "সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা।" এই ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়েছে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ শুধু মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজনই পূরণ করেননি, বরং তিনি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাবার দিকেও যথাযথ খেয়াল রেখেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফিরশ্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব-জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মানুষের নিকট তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটান। এতে আরো বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির প্রথমাবস্থা থেকেই তিনি যুগে যুগে নবী-রসূলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে আসছেন এবং এখন চূড়ান্তভাবে মানুষের নিকট তাঁর নেয়ামত প্রদানের লক্ষ্যে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর মানুষ যেন এই মহান নেয়ামতকে অস্বীকার না করে। তাহলে এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদেরকে দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হবে। এ কথা জানিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন। অতঃপর সূরাটিতে মানুষের সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে একটি নৈতিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ইসলামও অনুরূপভাবে একটি সামান্য অবস্থা থেকে একদিন এক শক্তিশালী আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে। ইসলামকে একটি সুমিষ্ট পানির সাগরের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তৃষাতুর পথিকের তৃষ্ণা মিটাবার জন্যই এর আবির্ভাব। তারপর জানোনা হয়েছে, ইসলামের আবির্ভাব কোন অভিনব ঘটনা নয়। পৃথিবীর বুকে যেমন দিনের পর রাত আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও অন্ধকারের পর আলোর আবির্ভাব হয়। দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগে যখন আল্লাহ্র ওহী-ইলহাম প্রেরণ বন্ধ ছিল, সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন পুনরায় ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে, যার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী আলোকিত হবে এবং আল্লাহ্র অভিপ্রায় এটাই, ইসলামের মাধ্যমে তিনি এখন এক নতুন সৃষ্টি ও এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করবেন। বস্তুত কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ এবং মৃতকে নতুন জীবন দান করবেন। কিন্তু যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের হৃদয়ের অর্গল বন্ধ রাখবে এবং ঐশী ডাকে সাড়া দিবে না তারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বলে পরিগণিত হবে। অতঃপর সূরাটিতে পার্থিব জগতের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এসব অবস্থার সাথে আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। পৃথিবীর শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে যখন বারিবর্ষণ হয় তখন তা এক নতুন জীবন-সম্ভারে স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রকারের ফসল, ফুল ও ফলের উদ্ভব হয় যাদের রং, স্বাদ ও আকৃতি কতই না বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৃষ্টির আকারে যে পানি অবতীর্ণ হয় তাতো একই থাকে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে ফসল ও ফলের সমাহারে থাকে বিভিন্নতা। একইভাবে আধ্যাত্মিক বারি যদিও একই থাকে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতার হের-ফের হেতু ঐশী-বারি অর্থাৎ ওহী-ইলহাম প্রেরণের ফলও বিভিন্ন হয়ে থাকে। একদিকে তখন যেমন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ্ভীরু মানুষের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও জন্ম দেয় যারা সত্যের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাতে থাকে। তবে সত্যের অনুসারী ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব এর একটি পরিসমাপ্তি আছে আর তা হচ্ছে, মিথ্যার ওপরে সত্যের বিজয়। সূরাটির শেষের দিকে পৌত্তলিকদের অযৌক্তিক বিশ্বাস ও তজ্জনিত তাদের পরিণামের প্রতি সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাস মিথ্যা এবং আচার-আরাধনা ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি তারা তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকার জিদ বজায় রাখে তাহলে তাদের ওপর ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হবে। অবশ্য এটা ঠিক যে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর এবং তিনি পাপীদেরকে অবকাশ দেন যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করে। কিন্তু তাদের বিপথগামিতায় তারা যখন আরো ব্যাপকতার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করে তখন তাদের নিজেদের অপকর্মের ফলেই ঐশী অনুকম্পার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

★[এ সূরার ২ নম্বর আয়াতে সেসব ফিরিশ্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানাবিশিষ্ট। এ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়নি যে ফিরিশ্তাদের কোন বাহ্যিক ডানা থাকে। বরং এর মাধ্যমে পদার্থের চারটি মৌলিক (রাসায়নিক) মিশ্রণ ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে সব ধরনের অদ্ভুত রাসায়নিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে খোদাভীরু বিজ্ঞানীগণ এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে কার্বনের চার (রাসায়নিক) মিশ্রণ ক্ষমতার সাথে অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই জীবন অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাকে বিজ্ঞানীগণ 'কার্বনভিত্তিক জীবন' বলে থাকেন। কুরআন করীমের এ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, এর চেয়ে বেশি ডানাবিশিষ্ট ফিরিশ্তারাও রয়েছে, যাদেরকে তোমরা এখনো জান না এবং তাদের প্রভাবাধীনে অনেক মহান রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমানে মানুষ এদের সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না।

এ সূরায় আরো একবার এরূপ দুটি সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে, যার মাঝে একটির পানি লবণাক্ত এবং অন্যটির পানি মিষ্টি। কিন্তু এটি আল্লাহ্ তাআলার এক আশ্চর্যজনক শিল্পকর্ম, লবণাক্ত পানিতে প্রতিপালিত প্রাণীর মাংসও মিষ্টিই হয়ে থাকে এবং মিষ্টি পানিতে প্রতিপালিত প্রাণীর মাংসও মিষ্টিই হয়ে থাকে। অনবরত লবণাক্ত পানি পানকারী মাছের মাংস এ পানির লবণাক্ততার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব হলো? (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
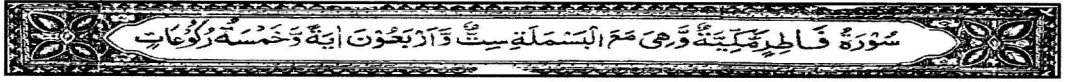
সূরা আল্ ফাতের-৩৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ

১। ক·আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, খ·যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানাবিশিষ্ট (অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট) ফিরিশ্‌তাদের বার্তাবাহকরূপে নিযুক্তকারী। সৃষ্টিতে তিনি যত চান বাড়ান[২৪০৭]। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

৩। গ·আল্লাহ্ মানুষের জন্য রহমতের (যে দুয়ার) খুলে দেন[২৪০৮] তা কেউ বন্ধ করতে পারে না এবং তিনি যা বন্ধ করে দেন এর পর কেউ তা জারী করতে পারে না। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৪। হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। ঘ·আল্লাহ্ ছাড়াও কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের রিয্‌ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব উল্টোদিকে কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ④

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৬ঃ১৫; ১২ঃ১০২; ১৪ঃ১২; ৪২ঃ১২ গ. ৩৯ঃ৩৯ ঘ. ১০ঃ৩২; ২৭ঃ৬৫; ৩৪ঃ২৫।

২৪০৭। প্রকৃতির সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ভার ফিরিশ্‌তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে (৭৯ঃ৬)। ফিরিশতাদের কর্তব্যের মধ্যে এও একটি। তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী ও ইচ্ছা বহন করে এনে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া। বাণী-বাহী ফিরিশ্‌তাগণ একই সঙ্গে দুই, তিন বা চারটি গুণ প্রকাশ করে থাকেন। অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদের আরো বেশি বেশি সংখ্যক গুণাবলী রয়েছে। 'আজ্‌নেহা' অর্থ শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক (লেইন)।

অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, ফিরিশ্‌তাগণ বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের শক্তি ও গুণ রাখেন। যে কার্য তাদেরকে করতে দেয়া হয়, সেই কার্যোপযোগী শক্তি ও গুণ সঠিক পরিমাণে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ফিরিশ্‌তাকে অন্যান্য ফিরিশ্‌তা থেকে অধিকতর শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সকলের প্রধান হলেন হযরত জিব্‌রাঈল। তাই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র বাণী নবীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছে। এ গুরুদায়িত্ব তাঁরই তদারকি ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২৪০৮। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আকাশমালা ও বিশ্ব সৃষ্টি করার পর মানুষের ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদি মিটাবার সর্বাত্মক ব্যবস্থা করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত করেছেন, তিনি মানুষের ওপর অপার করুণা বর্ষণ করবেন, কুরআনের মতো মহাআশীর্বাদপুষ্ট গ্রন্থ দ্বারা মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করবেন।

৫। [ক]আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (জেনে রাখবে) তোমার পূর্বেও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আর সব বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ⑤

৬। হে মানবজাতি! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন কখনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে এবং কোন ধোঁকাবাজ যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑥

৭। [খ]নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু বলেই জেনো। সে নিজের দলবলকে শুধু এ জন্যই ডাকে যেন তারা লেলিহান আগুনের অধিবাসী হয়ে যায়।

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑦

১
৮]
১৩

৮। যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অনেক বড় পুরস্কার।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑧ ع

★ ৯। অতএব যে ব্যক্তির কাছে [গ]তার মন্দকাজ সুন্দর করে দেখানো হয় এবং সে নিজেও তা সুন্দর বলে দেখে, সে কি (তার মত হতে পারে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান বিপথগামী হতে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দেন। সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন বিনাশ হয়ে না যায়[২৪০৯]। তারা যা করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ⑨

১০। আর আল্লাহ্‌ই বায়ু পাঠান যা মেঘমালাকে ওপরে উঠায়। এরপর আমরা তা কোন মৃত অঞ্চলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। আর [ঘ]আমরা তা দিয়ে ভূমিকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করে তুলি। এভাবেই পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা (নির্ধারিত)[২৪১০]।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ⑩

ক, ৬:৩৫; ২২:৪৩; ৪০:৬, ৫৪:১০, খ.২:১৬৯; ১২:৬; ১৮:৫১; ২০:১১৮, গ. ১৬:৬৪, ২৭:২৫; ২৯:৩৯, ঘ.২২:৭; ৫৭:১৮।

২৪০৯। নিজের জাতির লোকজনের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর ভালবাসা, হিতৈষণা ও শুভেচ্ছার এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রমাণ এই আয়াতটি। তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর (সাঃ) হৃদয় উদ্বেলিত ছিল। তাই তাঁর আনীত সত্যের প্রতি তাদের বিরোধিতা তাঁর মনকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল (১৮ঃ৭ দ্রষ্টব্য)।

২৪১০। 'নুশূর' (পুনরুত্থান) বলতে এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত, মৃতবৎ একটি জাতির আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানকে বুঝিয়েছে। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, বৃষ্টির পানি পাওয়ার সাথে সাথে যেমন শুষ্ক-মৃত পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে, তেমনি ঐশী-বাণী-রূপ জীবন-প্রদায়ী পানি পেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শুষ্ক ও মৃতবৎ মানবজাতি নতুন জীবন লাভ করে জেগে ওঠে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿۱۱﴾

★ ১১। যে-ই সম্মান চায় (সে জেনে রাখুক) সব সম্মান আল্লাহ্‌রই হাতে। পবিত্র কথা তাঁরই দিকে উঠে যায় এবং সৎকাজ একে উন্নীত (করতে সাহায্য) করে। আর [ক]যারা মন্দ কৌশল আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব এবং তাদের কৌশল ব্যর্থ হবে।★

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۲﴾

১২। [খ]আর আল্লাহ্‌ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর বীর্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন), এরপর তিনি তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন। আর যে কোন নারীই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান প্রসব করে তা কেবল তাঁর জ্ঞান অনুযায়ীই করে। আর কোনও দীর্ঘায়ু (ব্যক্তির) যে আয়ু বাড়ানো হয় এবং তার যে আয়ু কমানো হয় তা (এক) কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে[২৪১১]। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য এটি অতি সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَاۗىِٕغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩। আর দুটি সমুদ্র[২৪১২] একই রকম হতে পারে না। এটির পানি খুব মিষ্টি, সুস্বাদু (ও) সুপেয়। আর সেটির পানি খুব লোনা (ও) তিতা। [গ]আর তোমরা প্রত্যেকটি থেকে তাজা মাংস খাও এবং সাজগোজের সেইসব উপকরণ বের কর, যা তোমরা পরিধান করে থাক। আর তুমি এতে নৌযানগুলোকে পানির বুক চিরে চলতে দেখ। (এ ব্যবস্থাপনার কারণ হলো,) তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ

১৪। [ঘ]তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান[২৪১৩] এবং [ঙ]তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (এ দুটোর) প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধেয়ে চলছে। ইনিই হলেন আল্লাহ্‌,

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫১; ৩৫ঃ৪৪ খ. ১৮ঃ৩৮; ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৩-১৪; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ গ. ১৬ঃ১৫; ৪৫ঃ১৩ ঘ. ২২ঃ৬২; ৩১ঃ৩০; ৫৭ঃ৭ ঙ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ৩১ঃ২১।

★[কোন কোন লোক সমাজে বড় লোকদের সাথে মিলামেশাকে নিজ নিজ সম্মানের কারণ মনে করে। কিন্তু মু'মিনদের এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সম্মান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা পৃথিবীতে তাদের লাঞ্ছিত করতে যে চেষ্টাই করবে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪১১। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলে মনে হয়। অতি সামান্য এক-বিন্দু বীর্য থেকে যেমন সুসমন্বিত, সুগঠিত, পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়ে ওঠে, তেমনি দরিদ্র ও নগণ্য মুসলমানরা একদিন এক বিরাট জাতিতে পরিণত হবে। 'যে কোন নারীই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান প্রসব করে তা কেবল তাঁর জ্ঞানানুযায়ীই করে। আর কোনও দীর্ঘায়ু (ব্যক্তির) যে আয়ু বাড়ানো হয় এবং তার যে আয়ু কমানো হয়' কথাগুলোর মাঝে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের বংশ লোপ পাবে আর মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করবে।

২৪১২। সত্য-ধর্ম ও মিথ্যা-ধর্ম, এ দুটিকে রূপকভাবে দুটি সমুদ্র বলা হয়েছে। ২০৮৫ টীকা দেখুন। রূপক বর্ণনা অব্যাহত রেখে বলা হচ্ছে যে যদিও লোনা পানি পানের ও সেচ কাজের অযোগ্য, তথাপি এর অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্য থেকে মাছ ও অলঙ্কার আসে। তেমনভাবে ইসলামের বর্তমান শত্রুরা লোনা পানির মতো ঝাঁঝাল ও অপেয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঔরসে এমন বংশাবলীর জন্ম হবে যারা ইসলামের বাণীর প্রতি অনুগত ও অতি উৎসাহী বাহক হবে।

২৪১৩। পূর্ববর্তী আয়াতের উপমার ভাষা এ আয়াতেও স্থান পেয়েছে। 'আন্‌ নাহার' (দিনে) দ্বারা শক্তি, উন্নতি ও প্রগতিকে বুঝিয়েছে এবং 'আল্‌ লায়ল' (রাত) দ্বারা জাতীয় দীনতা, হীনতা ও অধঃপতনকে বুঝিয়েছে।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٤﴾

তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই এবং [ক]তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাদের ডাক তারা খেজুরআঁটির ঝিল্লিরও মালিক নয়[২৪১৩-ক]।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٥﴾

১৫। [খ]তোমরা এদের ডাকলে এরা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর কিয়ামত দিবসেও (আল্লাহ্‌র সাথে) তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করাকে এরা অস্বীকার করবে। আর এক মহান সংবাদদাতার ন্যায় অন্য কেউ তোমাকে (উত্তমরূপে) অবহিত করতে পারে না।

রুকু ২ [৭] ১৪

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٦﴾

★ ১৬। হে মানবজাতি! [গ]তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। [ঘ]তিনি চাইলে তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং (এর পরিবর্তে) এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٨﴾

১৮। [ঙ]আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়[২৪১৪]।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। [চ]আর কোন ভার বহনকারী (প্রাণী) অন্য কারো ভার বহন করবে না। আর কোন ভারগ্রস্ত ব্যক্তি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকলেও তার (বোঝা) থেকে কিছুই বহন করা হবে না, এমন কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (সে তা বহন করবে না)। [ছ]তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা অদৃশ্যে থাকা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে-ই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজের জন্যই পবিত্রতা অবলম্বন করে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

২০। [জ]আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না।

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২১। আর অন্ধকার ও আলো (সমান হতে পারে না)।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২২। আর ছায়া ও রোদ (সমান হতে পারে না)।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ১৫; ৪০ঃ২১ খ. ৭ঃ১৯৪ গ. ৪৭ঃ৩৯ গ. ৪ঃ১৩৪; ১৪ঃ২০ ঙ. ১৪ঃ২১ চ. ৬ঃ১৬৫; ৩৯ঃ৮; ৫৩ঃ৩৯ ছ. ৩৬ঃ১২ জ. ১১ঃ২৫; ১৩ঃ১৭; ৪০ঃ৫৯।

২৪১৩-ক। 'কিৎমীর' অর্থ খেজুর-বীজের পশ্চাৎভাগের দৃষ্ট ছোট শ্বেতবিন্দু, অতি তুচ্ছ, হেয়, মূল্যহীন, অবজ্ঞার বস্তু (লেইন)।

২৪১৪। আল্লাহ্ তাআলা সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে এক নবসৃষ্টির পত্তন করবেন, নতুন নিয়ম চালু করবেন। আর এইরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

২৩। এভাবেই জীবিত এবং মৃতও সমান হতে পারে না[২৪১৫]। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান শুনিয়ে থাকেন। আর যারা কবরে পড়ে আছে তুমি কখনো তাদের শুনাতে পারবে না[২৪১৬]।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٣﴾

২৪। [ক]তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ [খ]সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আর [গ]প্রত্যেক জাতিতেই কোন না কোন সতর্ককারী এসেছে[২৪১৭]।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٥﴾

২৬। [ঘ]আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (স্মরণ রাখবে) নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলদের) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলরা [ঙ]সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং বিভিন্ন ঐশী পুস্তক ও উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিল।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٦﴾

৩ [১২] ১৫

২৭। এরপর আমি অস্বীকারকারীদের ধরে ফেললাম। অতএব (তারা দেখে নিক) কিরূপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১৩;, ১৩ঃ৮ খ. ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ১১ঃ৩; ২৫ঃ৫৭; ৪৮ঃ৯ গ. ১০ঃ৪৮; ১৩ঃ৮; ১৬ঃ৩৭ ঘ. ৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৪০ঃ৬; ৫৪ঃ১০ ঙ. ১৬ঃ৪৫।

২৪১৫। বিশ্বাসীদেরকে এখানে 'জীবিত' এবং অবিশ্বাসীদেরকে 'মৃত' বলা হয়েছে। কেননা সত্য গ্রহণ করার ফলে বিশ্বাসীদের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। আর চিরস্থায়ী জীবনের স্পর্শমণি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অস্বীকারকারীরা আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে তাদের নিজ হাতে বরণ করে নিয়েছে।

২৪১৬। যারা ইচ্ছা করেই নিজেদের কর্ণকে এবং হৃদয়কে ঐশী-বাণী শ্রবণ ও গ্রহণে বন্ধ করে রাখে মহানবী (সাঃ) এর সাধ্য নেই তিনি তাদের হৃদয় ও কর্ণ সত্য গ্রহণের পক্ষে খুলে দেন। এ শ্রেণীর লোকেরা কবরে প্রোথিতদেরই মতো মৃত ও অপাংক্তেয়।

২৪১৭। এ আয়াত এমন একটা মহান সত্যকে জগতের সামনে তুলে ধরেছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই সত্যটি হলো, অতীত জাতিগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষদের আগমন হয়েছে, যারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজ নিজ যুগে একই আল্লাহ্র বাণী, একই সত্য ও ধর্মপরায়ণতার কথা প্রচার করেছিলেন। এই মহান সত্য ও বিরাট তথ্য অন্যান্য ধর্মের ঐশী উৎপত্তিকে সাব্যস্ত করে এবং ধর্মগুলোর প্রবর্তকগণকে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষরূপে প্রমাণ করে। এটা মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গবিশেষ যে তারা অন্যান্য ধর্মের সংস্থাপককে সমভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করবে। বিশ্বমানবের কাছে এই মহাসত্যকে উপস্থাপন করে ইসলাম বিভিন্ন বিশ্বাস-অবলম্বী জাতির মধ্যে শুভেচ্ছা ও সমঝোতার ভিত্তি রচনা করেছে। বিভিন্ন ধর্মবলম্বী ও বিভিন্ন বিশ্বাসধারী জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষি বিদ্যমান রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য এ পবিত্র সত্য অতি সুমহান অবদান রাখতে পারে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ۢ بِيضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٨﴾

২৮। [ক]তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রঙ্গের ফলফলাদি উৎপন্ন করি। আর বিভিন্ন রঙ্গের পাহাড়পর্বত রয়েছে। এর কোন কোনটি সাদা, কোনটি লাল, কোনটি বিচিত্র রঙ্গের এবং কোন কোনটি নিকষ কালো[২৪১৮]।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٩﴾

২৯। আর এভাবেই মানুষ ও ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী এবং গবাদি পশুর মাঝেও প্রত্যেকেরই রং ভিন্ন ভিন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে[২৪১৯]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٠﴾

৩০। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে, নামায কায়েম করে [খ]এবং তাদের আমরা যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে[২৪২০] তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা রাখে যা কখনো বিনাশ হবে না।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّهٗ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣١﴾

৩১। [গ]কেননা তিনি তাদের প্রতিদান তাদের পুরোপুরি দিবেন, বরং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বাড়িয়ে দিবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম গুণগ্রাহী।

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ৩৩; ২২ঃ৬; ৪৫ঃ৬ খ. ১৪ঃ৩২; ১৬ঃ৭৬ গ. ৩ঃ৫৮; ৩৯ঃ১১।

২৪১৮। এ আয়াতের বর্ণিত বিষয়বস্তু হলো, যখন শুষ্ক চৌচির মাটির ওপর বৃষ্টি পড়ে তখন কত রং বেরংয়ের শস্য, ফুল, ফল এই মাটিতে জন্মে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে এই ফল-ফুলগুলো, অথচ এগুলো সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত ও উৎপাদিত হয়েছে। ফুল-ফলের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা, বীজের ও মৃত্তিকা গুণের বিভিন্নতাই এর স্বাভাবিক কারণ। ঠিক তেমনিভাবে যখন মানুষের ওপর ঐশী-বাণী-রূপ পানি বর্ষিত হয় তখন মানুষভেদে এই পানির ক্রিয়াও ভিন্ন ফল প্রকাশ করে। কেননা মানুষের হৃদয়-মৃত্তিকার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় তারা একই ঐশী-বাণীকে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণ করে থাকে।

২৪১৯। আয়না বা দূরবীণের মধ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের আকৃতি, রং ও বেরং এর সমাহার, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা যে কেবল ফুলে, ফলে ও পর্বতমালায় দৃষ্ট হয় এমন নয়, বরং এ দৃশ্যাবলী মানুষ, জন্তু ও গবাদি পশুর মাঝেও দেখা যায়। 'আন্ নাস' (মানুষ), 'আদ্ দাওয়াব' (জন্তু) এবং 'আল্ আন্'আম' (পশু) শব্দগুলো দ্বারা বিভিন্ন শক্তির, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেজাযের মানুষকেও বুঝাতে পারে। 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে' এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, উপরোক্ত শব্দ তিনটি তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে যে শ্রেণী জ্ঞান-প্রাপ্ত সেই শ্রেণীর লোকই আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে ভয় করে। জ্ঞান বলতে এখানে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝিয়েছে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এখানে বরং প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞানকেও বুঝিয়েছে। প্রকৃতির বিধান ও নিয়ামবলীকে অনুধাবন সহকারে, ভক্তিসহকারে পাঠ করলে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আল্লাহ্‌র শক্তি কতই সীমাহীন। এই উপলব্ধি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভক্তি-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকাতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

২৪২০। পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব 'উলামা' (জ্ঞানীরা) এর উল্লেখ আছে, এ আয়াতে সেই সব উলামার গুণাবলীও বর্ণিত হয়েছে।

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣٢﴾

৩২। আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) থেকে যা ওহী করেছি তা-ই [ক]সত্য। (এ কিতাব) তা সত্যায়ন করে যা এর সামনে রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন (এবং তাদের) পুরোপুরি দেখেন।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٣﴾

৩৩। এরপর আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে যাদের মনোনীত করেছি তাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি। অতএব তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা নিজেদের প্রাণের ওপর যুলুমকারী, তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা মধ্যপন্থী এবং তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কাজে অগ্রগামী[২৪২১]। এটাই হলো (আল্লাহ্‌র) বড় অনুগ্রহ।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। (তাদের প্রতিদান হবে) [খ]চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ। [গ]এতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের সোনার কাঁকণ ও মুক্তার (অলঙ্কার) পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর তারা বলবে, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদের সব দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম গুণগ্রাহী।

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٦﴾

৩৬। তিনি নিজ অনুগ্রহে এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ গৃহে আমাদের বসবাস করিয়েছেন। সেখানে [ঘ]কোন দুঃখ আমাদের স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের স্পর্শ করবে না[২৪২২]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٧﴾

★ ৩৭। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। [ঙ]তারা মারা যাবে, এমন (কোন) সিদ্ধান্ত তাদের জন্য কার্যকর হবে না যাতে এবং তাদের জন্য (আগুনের) আযাবও কমানো হবে না। এভাবে আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

দেখুন ঃ ক.২২ঃ৫৫, ৪৭ঃ৩, ৫৬ঃ৯৬ খ. ৯ঃ৭২, ১৩ঃ২৪, ১৬ঃ৩২, ৬১ঃ১৩, ৯৮ঃ৯, গ. ১৮ঃ৩২, ২২ঃ২৪, ৭৬ঃ২২ ঘ. ১৫ঃ৪৯ ঙ. ২০ঃ৭৫, ৮৭ঃ১৪

২৪২১। একজন মু'মিনকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শৃঙ্খলার বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করতে হয় এবং সর্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে থাকে এবং গতি বৃদ্ধি করতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে আত্মত্যাগ ও প্রবৃত্তি দমন তার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং নৈতিক উন্নতির চরম স্তরে সে পৌঁছে যায়। এখান থেকে জীবনের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হওয়ার চেষ্টা ও গতি তীব্রতর ও বিরামহীন হয়ে থাকে।

২৪২২। আলোচ্য আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায়, মু'মিনদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যে সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি কুরআনে দেয়া হয়েছে এর স্বরূপ হলো, সকল প্রকারের ভীতি ও আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ, মনের পূর্ণতম প্রশান্তি প্রাপ্তি, হৃদয়ে পরম সন্তোষ সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ছায়ায় আশ্রয় লাভ।

৩৮। আর তারা সেখানে চিৎকার করবে (আর বলবে), 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের (এ জাহান্নাম থেকে) বের কর। ক.আমরা যা করতাম এর পরিবর্তে আমরা সৎকাজ করবো। (আল্লাহ্ বলবেন,) 'আমরা কি তোমাদের এতটা আয়ু দেইনি যাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? এছাড়াও তোমাদের কাছে এক সতর্ককারীও এসেছিল। অতএব (এখন) তোমরা (তোমাদের কৃতকর্মের) স্বাদ ভোগ কর। কারণ যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'

৪ [১১] ১৬

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۸﴾

৩৯। খ.নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথাও ভাল করে জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۳۹﴾

৪০। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অতএব যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের (প্রতিফল) তার ওপরই বর্তাবে। আর অস্বীকারকারীদের অস্বীকার কেবল তাদের প্রতি তাদের প্রভু-প্রতিপালকের অসন্তুষ্টিই বাড়িয়ে দেয় এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকার শুধু তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿۴۰﴾

৪১। তুমি জিজ্ঞেস কর, গ.'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের দেখেছ, যাদের তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ডেকে থাক? তোমরা আমাকে দেখাওতো দেখি, তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা (কেবল) আকাশসমূহেই কি তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে? অথবা আমরা কি তাদের কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যার ভিত্তিতে তারা সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে?' বরং যালিমরা একে অপরের সাথে শুধু ধোঁকার প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۴۱﴾

৪২। ঘ.নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন যেন এরা টলে যেতে না পারে। আর এ দুটো যদি (একবার) টলে যায় তিনি ছাড়া এরপর কেউই এদের ধরে রাখতে পারবে না[২৪২৩]। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু (ও) অতি ক্ষমাশীল।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۴۲﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৪, ২৬ঃ১০৩, ৩২ঃ১৩, ৩৯ঃ৫৯ খ. ১১ঃ১২৪, ১৬ঃ৭৮, ২৭ঃ৬৬ গ. ৩৪ঃ২৮, ৪৬ঃ৫ ঘ. ২২ঃ৬৬

২৪২৩। ঐশী ও পার্থিব নিয়ম-পদ্ধতির সুসংবদ্ধ বিন্যাস অনবরত সক্রিয় অবস্থায় থেকে সুসমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে, নিজ নিজ গতিপথে স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এতে বিরোধ বা ব্যতিক্রম নেই। এই সুদৃঢ় মধুর সমন্বয় ও ঐক্য জোরালোভাবে প্রকাশ করে, এর পিছনে এক সর্বশক্তিময়, বিজ্ঞানী-সত্তা কার্যরত রয়েছেন। দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেই সর্বশক্তিমান সত্তাই হলেন আল্লাহ্, যিনি আমাদের সকলেরই ভক্তি-ভালবাসা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য দাবীদার।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٣﴾

৪৩। [ক]আর তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় কসম খেয়ে (বলতো), তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এলে তারা অবশ্যই অন্যান্য জাতি থেকে অধিক হেদায়াত পাবে। এরপর তাদের কাছে যখন সতর্ককারী এল তখন (তার আগমন) তাদের ঘৃণাকেই কেবল বাড়িয়ে দিল।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٤﴾

৪৪। কেননা [খ]পৃথিবীতে (তারা) অহঙ্কার এবং হীন ষড়যন্ত্র করতো। আর হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীকেই ঘিরে ফেলে। তবে তারা কি পূর্ববর্তীদের (জন্য জারীকৃত আল্লাহ্‌র) রীতি (অর্থাৎ শাস্তি) ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে? কিন্তু [গ]তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আর তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন বড় নড়চড় দেখতে পাবে না।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫। [ঘ]তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? (যদি করতো) তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল! অথচ তারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে কোন কিছুই ব্যর্থ করতে পারে না[২৪২৪]। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٦﴾

★ ৪৬। [ঙ]আর মানুষের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ যদি তাদের শাস্তি দিতেন তাহলে এ (পৃথিবীর) বুকে তিনি কোন বিচরণশীল প্রাণীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি [চ]একটা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন[২৪২৫]। এরপর তাদের নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যায় (তখন এটা প্রতীয়মান হয় যে), নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের (সম্পর্কে) পুরোপুরি অবহিত।★

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫৮ খ. ২৭ঃ৫১-৫২ গ. ১৭ঃ৭৮, ৩৩ঃ৬৩, ৪৮ঃ২৪ ঘ.১২ঃ১১০, ২২ঃ৪৬ঃ৪৭, ৩০ঃ১০, ৪০ঃ২২, ৪৭ঃ১১ ঙ. ১০ঃ১২, ১৮ঃ৫৯ চ.৭ঃ৩৫, ১০ঃ৫০, ১৬ঃ৬২

২৪২৪। আল্লাহ্ তাআলার অটল সিদ্ধান্ত এটাই যে অবিশ্বাসীরা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য যত চেষ্টা-তদ্বির, যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইসলামই বিজয় লাভ করবে।

২৪২৫। করুণাময় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি দুষ্ট, বিদ্রোহীকে সময় ও সুযোগ দান করেন যাতে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারে। আল্লাহ্ যদি পাপীদেরকে সাথে সাথে ধরে ফেলতেন এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতেন তাহলে তারা অতি অল্প সময়েই ধ্বংস হয়ে যেত, বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটতো এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীবের জীবনাবসান হয়ে যেত। কেননা মানুষের ধ্বংসের পরে জীব-জন্তু, পশু-পাখি ইত্যাদির বেঁচে থাকার মধ্যে সার্থকতা বলে কিছুই থাকতো না। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে, আল্লাহ্ পৃথিবীর এ হীনমন্য ও ঘৃণ্য কীটগুলোকে তথা অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করতে কোন ইতস্তত করবেন না।

★ [এ আয়াত আরোপিত হয়েছে মানুষের প্রতি। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে জীবজন্তু বিনাশ হয়ে যাবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয়, 'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানো হবে। বরং সত্য কথা হলো, জীবজন্তুর ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষকেই শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। কেননা মানুষের জীবন চতুষ্পদ জন্তুর ওপর নির্ভরশীল। চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখানে 'দাব্বাহ্' বলতে পৃথিবীতে বিচরণশীল এবং সরীসৃপ সব ধরনের প্রাণীকেই বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা ইয়াসীন-৩৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও প্রসঙ্গ

সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত যে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার ভাবগত স্টাইল, রচনাশৈলী এবং এর বিষয়াবলীও এ কথা সাব্যস্ত করে। এ সূরাতে বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব এতই অধিক যে হযরত নবী করীম (সাঃ) একে কুরআনের হৃদয় বলে অভিহিত করেছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করে ও মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটাবারও সব ব্যবস্থা করেছেন। শেষোক্ত প্রয়োজন মিটাবার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে বার বার নবী পাঠিয়ে সেই নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই সূরাতে হযরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বা সর্বোত্তম আদর্শবান নেতা নামে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন এবং এ পূর্ণতম এবং অভ্রান্ত গ্রন্থ 'কুরআন' তাঁকে দান করেছেন।

বিষয়বস্তু

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে পূর্ণতম নেতা আখ্যা দিয়ে এই সূরা আরম্ভ হয়েছে। এর অর্থ হলো, নবী প্রেরণের যে ধারা আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ) দ্বারা প্রবর্তন করেছিলেন এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথই এখন একমাত্র সত্য, সঠিক ও সরল পথ, যা মানুষকে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে দেয়। অন্যান্য পথ যা পূর্বে মানুষকে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে দিত সেগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধই থাকবে।

আল্লাহ্ এখন কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ স্বীয় অভ্রান্ত প্রজ্ঞায় বিশ্বমানবের কাজে সর্বশেষ ধর্মকে প্রচারের জন্য মহানবী (সাঃ)কে আরবদের মধ্যে প্রেরণ করলেন, যারা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কোন নবী দেখেনি। আরবের ভূমি নিরস ও শুষ্ক ছিল। ঐশী-বাণীর অমৃতধারা এই ভূমির ওপর পড়লো এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন বেগবতী ফল্গুধারা একে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে তুললো। অতঃপর আল্লাহ্ রূপক ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তিনি মানবজাতির কাছে কীভাবে নবীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন। মূসা (আঃ) এর কথা, ঈসা (আঃ) এর কথা এবং নবী করীম (সাঃ) এর কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনিই তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য যথা সময়ে এ নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ এর পরে একথাও বললেন, তিনিই তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য যথাসময়ে এ নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ এর পরে এ কথাও বললেন, আখেরী জামানায় ধর্মের যখন অধঃপতন হবে এবং ওহী-ইলহামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস রহিত হয়ে যাবে তখন মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ইসলামের কেন্দ্রস্থলের বহু দূরবর্তী এক স্থানে (৩৬ঃ২১) আবির্ভূত হবেন। এই ধর্ম-সংস্কারক মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের মতোই তাঁর আহ্বানও প্রথমদিকে অনেকটা অরণ্যে রোদনের মতো হবে। সারা পৃথিবী তখন অশুভ শক্তির কবলে থাকবে। মানুষ মিথ্যা উপাস্যের পূজায় মগ্ন থাকবে এবং পৃথিবী আল্লাহ্র শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। তারপর এ সূরাতে অতি সুপরিচিত এক প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, যখন সারাটা পৃথিবী শুষ্ক ও তৃষিত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে মৃত জমীন পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে এবং নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের লতা-পাতা, শাক-সব্জি ও ফল-ফুলে ভরে যায়। তেমনিভাবে মানুষের হৃদয়ে যখন মরিচা ধরে এবং তা একেবারে কলুষিত হয়ে পড়ে তখন তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে ঐশী-বাণীরূপে আধ্যাত্মিক পানি অবতীর্ণ হয়। এই বিষয়টি বুঝাবার জন্য আরেকটি উপমা এ সূরাতে ব্যবহৃত হয়েছে। দিনের পরে রাত আবার রাতের পর দিন আসা-যাওয়ার চিরন্তন নিয়মকে উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো ভালভাবে বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ্ সত্য সত্যই সব বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। শাক-সব্জিতেও জোড়া জোড়া আছে, এমনকি অজৈব পদার্থের জোড়া বাঁধা আছে। এই উপমাতে বুঝানো হয়েছে, সকল সত্যিকার জ্ঞানের মূলে রয়েছে একটি সমন্বয়– ঐশী-বাণীর সাথে মানব-যুক্তির সমন্বয়। সূরার শেষ দিকে ইসলামের মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আরবজাতি বহু শতাব্দী ধরে বিশ্ব-মানবের তুলনায় নিম্নস্তরে অবহেলিত অবস্থায় পতিত ছিল। আল্লাহ্র হুকুমে এখন সেই আরবেরা ইহজাগতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মহিমার চূড়ান্ত উচ্চতায় আরোহণ করবে। এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। এ কোন অলস-স্বপ্ন বা কবি-কল্পনা নয়। কেননা তাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল আগমন করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের উজ্জ্বলতম মহিমার চূড়ায় উপনীত করবেন।

★ [কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে আরবরা নর ও নারীর আকারে কেবল খেজুরের জোড়ার কথাই জানতো এবং তাদের কারো ধ্যান-ধারণাতেও এ কথা ছিল না যে আল্লাহ্ তাআলা কেবল প্রত্যেক ফলের চারাই জোড়া জোড়া বানাননি, বরং এ সূরার ৩৭ নম্বর আয়াত এ দাবী করছে, বিশ্বজগতের সবকিছু জোড়া জোড়া। আজকের বিজ্ঞান এই সত্যের দ্বার উন্মোচন করেছে। এমন কি পদার্থের এবং অণুর ও পরমাণুরও জোড়া জোড়া রয়েছে। আসলে জোড়ার বিষয়বস্তুটি একটি অশেষ বিষয়বস্তু এবং তওহীদের বিষয়টি বুঝার জন্য এই জোড়ার বিষয়টি বুঝা আবশ্যক। কেবলমাত্র বিশ্বজগতের স্রষ্টারই জোড়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে গোটা সৃষ্টি জোড়ার মুখাপেক্ষী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
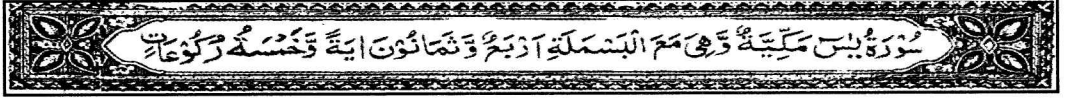
সূরা ইয়াসীন-৩৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। ইয়া সায়্যেদু অর্থাৎ হে নেতা![২৪২৬]

يٰسٓ ﴿٢﴾

৩। প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের[২৪২৭] কসম,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٣﴾

৪। নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٤﴾

৫। (আর তুমি) সরলসুদৃঢ় পথে (পরিচালিত) রয়েছ[২৪২৭-ক]।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥﴾

৬। [খ](এ কুরআন) মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) অবতীর্ণ (বাণী)

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٦﴾

৭। [গ]যেন তুমি এরূপ এক জাতিকে সতর্ক কর, যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। অতএব তারা উদাসীন (অবস্থায়) পড়ে রয়েছে।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

৮। তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে (আমাদের) প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২০ঃ৫, ৩২ঃ৩, ৪০ঃ৩, ৪৫ঃ৩, ৪৬ঃ৩ গ. ২৮ঃ৪৭, ৩২ঃ৪

২৪২৬। 'ইয়াসীন' এই সংযুক্ত দুটি অক্ষরের মধ্যে 'সীন' অক্ষরটি ইবনে আব্বাসের মতে 'আল্ ইনসান' (পূর্ণতম মানব) অর্থে অথবা সৈয়্যদ (পূর্ণতম নেতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব ইয়াসীন অর্থ দাঁড়ায়, হে পূর্ণতম মানব বা পূর্ণতম নেতা। জ্ঞানী-গুণীদের ঐক্যমত হলো, এই গুণবাচক কথাটি পবিত্র রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ণতম মানব। কেননা মানবেতিহাসে একমাত্র তাঁকেই আদর্শ ও নমুনা বলে চিহ্নিত করা যায়। আর তিনিই পূর্ণতম নেতা। কেননা তাঁর আগমনের পরে তাঁরই নেতৃত্বকে অবলম্বন ও অনুসরণ করে কেবলমাত্র তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই ঐশী-বাণী প্রাপ্ত বড় বড় ধর্ম সংস্কারক ও ধর্ম শিক্ষকগণ আগমন করতে থাকবেন। পূর্বের অন্যান্য নবীগণের অনুসারীদের জন্য ঐশী-বাণী প্রাপ্তির দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

২৪২৭। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তের সত্যতার সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ও কার্যকরী প্রমাণ হলো মহাগ্রন্থ কুরআন। তাঁর সত্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন একখানা ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীকে উপহার দিলেন, যা গরিমা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও সৌন্দর্যরাশিতে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোকে সকল দিক দিয়ে অতিক্রম করে বহু দূর চলে গেছে। এই কুরআন পূর্ণতম বিধান যা পালনের মাধ্যমে আগামীতে সর্বকালের মানবমণ্ডলী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারবে।

২৪২৭-ক। এখন মহানবী (সাঃ) এর পথই একমাত্র সত্য ও সরল-সুদৃঢ় পথ, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এই আয়াত নবী এবং দার্শনিকের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ রচনা করে। একজন দার্শনিককে সত্য লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় এবং সে প্রায়ই সত্য অনুসন্ধানের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র একজন নবী খুব সংক্ষিপ্ত পথ ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সত্যের উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঐশী বাণীর দ্বারা পরিচালিত হন বলে দার্শনিকের মতো তাকে দুর্বোধ্য ও জটিল ধ্যান-ধারণার গোলক ধাঁধায় আবর্তিত হতে হয় না।

★ ৯। [ক]নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় বেড়ী[২৪২৮] পরিয়ে দিয়েছি। এটা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছে গেছে। এর ফলে তাদের মাথা উঁচু হয়ে আছে[২৪২৮-ক]।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ⑨

১০। আর আমরা তাদের সামনেও এক প্রতিবন্ধক এবং পেছনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর আমরা তাদের ঢেকে দিয়েছি। সুতরাং তারা দেখতে পায় না[২৪২৯]।

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑩

১১। [খ]আর তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না[২৪৩০]।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑪

১২। [গ]তুমি কেবল তাকে সতর্ক করতে পার, যে উপদেশের অনুসরণ করে এবং অদৃশ্যেও রহমান (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। অতএব তুমি তাকে এক বড় ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑫

১৩। নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি। আর আমরা তাদের কৃতকর্ম এবং (এর) ফলাফলও সংরক্ষণ করি। [ঘ]আর সব কিছু আমরা এক সুস্পষ্ট কিতাবে[২৪৩১] সংরক্ষণ করে রেখেছি।

১ [১৩] ১৮

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑬

১৪। আর তুমি তাদের কাছে এক জনপদের[২৪৩২] অধিবাসীদেরকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন কর যখন এ (জনপদে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) রসূলরা এসেছিল।

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ⑭

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৬, ৭৬ঃ৫ খ. ২ঃ৭ গ. ৩৫ঃ১৯ ঘ. ১৮ঃ৫০, ৭২ঃ২৯

২৪২৮। এ স্থলে 'আগ্‌লাল' দ্বারা পূর্ব-পুরুষাগত চালচলন, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির বেড়ী বুঝায়, যা অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীদের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে ও মুক্তি দান করে না এবং সত্য গ্রহণের পথে এবং উন্নতির পথে বিরাট বাধা হয়ে থাকে।

২৪২৮-ক। যদিও কোন ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা নিজেকে ভ্রান্তিপূর্ণ সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে চায়, তথাপি চতুর্দিক থেকে তার ওপর এত চাপ আসে যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

২৪২৯। চিরাচরিত প্রথার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তি, সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও আত্মম্ভরিতা অবিশ্বাসীদেরকে ভেবে দেখার অবসর দেয় না যে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তারা কত বিরাট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী হতে পারে এবং এ কথা ভাববারও তারা সময় পায় না যে পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা সত্যের বিরোধিতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ইহলোকেই কত শাস্তি পেয়েছে।

২৪৩০। টীকা ২৬ দ্রষ্টব্য।

২৪৩১। ইমাম অর্থ জনগণের বা সেনাদলের নেতা, আদর্শ বা দৃষ্টান্ত, কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ, রাস্তা ইত্যাদি (লেইন)।

২৪৩২। 'কারইয়াহ্' অর্থ শহর, স্থান বা জনপদ, ব্যাপকভাবে এর দ্বারা সারা বিশ্বকেও বুঝাতে পারে। অতএব 'আসহাবাল কার্‌ইয়াত' দ্বারা বিশ্ব মানবকেও বুঝা যেতে পারে অথবা যদি একটি শহরবাসীর কথা বুঝিয়ে থাকে তাহলে মক্কাবাসীদেরকে বুঝাতে পারে, যা ইসলামের মূলকেন্দ্র। এই ক্ষেত্রে 'মুর্‌সালূন' (রসূলগণ) বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝাবে। কেননা তিনি একাধারে সকল নবীর প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী ছিলেন।

১৫। আমরা যখন তাদের কাছে দুজন (রসূল)[২৪৩৩] পাঠিয়েছিলাম তখন তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর আমরা তৃতীয়[২৪৩৪] জনের মাধ্যমে (রসূলদ্বয়কে) শক্তি দান করলাম এবং তারা বললো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۝١٥

১৬। তারা বললো, [ক]'তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছুই নও এবং রহমান (আল্লাহ্‌ও) কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো কেবল মিথ্যাই বলছ।'

قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝١٦

১৭। তারা (অর্থাৎ রসূলরা) বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক জানেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝١٧

১৮। [খ]আর কেবল স্পষ্টরূপে (বাণী) পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।'

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ۝١٨

১৯। তারা বললো, 'নিশ্চয় তোমাদের (আগমনকে) আমরা দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা পাথর মেরে অবশ্যই তোমাদের হত্যা করবো[২৪৩৫] এবং আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।

قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٩

২০। তারা বললো, 'তোমাদের দুর্ভাগ্যতো তোমাদেরই সাথে আছে। তোমাদের ভালভাবে সদুপদেশ দেয়া হলেও (কি তোমরা অস্বীকার করবে)? বরং (সত্য কথা হলো) তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝٢٠

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ১১, ২৬ঃ১৫৫ খ. ১৩ঃ৪১, ১৬ঃ৩৬, ২৪ঃ৫৫, ২৯ঃ১৯।

২৪৩৩। এ স্থলে দুজন রসূল দ্বারা মূসা ও ঈসা (আঃ) অথবা ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)কে বুঝাতে পারে।

২৪৩৪। তৃতীয় রসূল দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝাতে পারে যিনি মূসা ও ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যিদ্বাণী পূর্ণ করে এ দু' নবীর সত্যতাকে সাব্যস্ত ও শক্তিশালী করেছেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর গুণবিশিষ্ট একজন নবীর আগমনের উল্লেখ ছিল এবং তিনি এসেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ– ১৮ঃ১৮, মথি-২১ঃ৩৩-৪৬)। অপরদিকে তিনি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এ দু' নবীর সত্যতাও জোরদার করেছেন। কেননা হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর দোয়ার পরিণাম ও ফলস্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ) এসেছেন (২ঃ১২৯-১৩০)।

২৪৩৫। 'রাজামা-হু' অর্থ সে তাকে প্রস্তরাঘাত করেছে, সে তাকে থাপড়িয়ে-কিলিয়ে মেরেছে, সে তাকে অভিশাপ দিয়েছে, সে তাকে সমাজচ্যুত করেছে (লেইন)।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ﴿۲۱﴾

২১। [ক]আর শহরের দূরপ্রান্ত[২৪৩৬] থেকে এক ব্যক্তি[২৪৩৭] দৌড়ে[২৪৩৮] এল। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা (এ সব) প্রেরিতদের অনুসরণ কর,

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২। এদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং এরা হেদায়াতপ্রাপ্তও।

وَمَالِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩। আর আমার কী হয়েছে, আমি তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের(ও) ফিরিয়ে নেয়া হবে?

পারা ২৩

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿۲۴﴾

২৪। আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য সব উপাস্য গ্রহণ করবো[২৪৩৯]? [খ]রহমান (আল্লাহ্‌) আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না।

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۵﴾

২৫। নিশ্চয় এমতাবস্থায় আমি তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় (নিমজ্জিত) হয়ে যাব।

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿۲۶﴾

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন।'

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭। (তাকে) বলা হলো, 'জান্নাতে প্রবেশ কর[২৪৪০]।' সে বললো, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারতো,

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ২১, খ. ২২ঃ১৩-১৪, ৩৯ঃ৩৯

২৪৩৬। (মিন আকসাল্‌ মাদীনাতে) "শহরের দূর প্রান্ত থেকে" কথা দ্বারা এটাও বুঝায় যে ইসলামের কেন্দ্রস্থল (মক্কা মুয়ায্‌যমা) থেকে বহু দূরবর্তী কোন স্থান থেকে।

২৪৩৭। "রাজুনুল" দ্বারা হয়তো প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মহানবী (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ-মাহদীকে 'রাজুলুন' বলে অভিহিত করা হয়েছে (বুখারী কিতাবুত্‌ তফ্‌সীর)।

২৪৩৮। "ইয়াস্‌'আ" (দৌড়ানো) শব্দটি বিশেষ অর্থ এবং তাৎপর্য বহন করে। কতিপয় হাদীসে মহানবী (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ সম্পর্কেও এ রকম শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা এটাই বুঝায় যে প্রতিশ্রুত মসীহ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, ব্যস্ততা ও দ্রুততার সাথে ঝটিকা প্রবাহের মত ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন।

২৪৩৯। 'অন্য সব উপাস্য গ্রহণ'– প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ এর আগমনের সময় মানুষ বহুবিধ উপাস্যের আরাধনা করবে। তারা বস্তুতন্ত্র, মিথ্যা রাজনৈতিক দর্শন, অবাস্তব অর্থনৈতিক মতবাদ ইত্যাদিরও সাধনা করবে।

২৪৪০। এ আয়াতে 'রাজুলুন ইয়াস'আ' সম্বন্ধে বলা হলো, "জান্নাতে প্রবেশ কর"। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। কুরআনে যখন সত্যিকার ঈমানদারদের সকলের জন্যই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তখন এ স্থলে 'রাজুলুন' এর ক্ষেত্রে জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ উক্তিটি বাহ্যদৃষ্টিতে অনর্থক বলে মনে হয়। তবে ইসলামের জন্য যাঁরা জান, মাল, সময় এবং সম্মান সব কিছু উৎসর্গ করেছেন সেই সকল পুণ্যাত্মাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) কর্তৃক কাদিয়ানে বিশেষ শর্তে 'বেহেশতি মকবেরা' নামে একটি বিশেষ কবরস্থান স্থাপন করার মাঝে 'জান্নাতে প্রবেশ কর' আদেশটি বাহ্যিকভাবে রূপায়িত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতি একটি ইলহামে বলা হয়েছে 'ইন্নি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার সাথে কিরূপ ক্ষমার আচরণ করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্গত বলে গণ্য করেছেন।'

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। আর তার পর আমরা তার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন সৈন্যদল অবতীর্ণ করিনি এবং আমরা (এভাবে সৈন্যদল) অবতীর্ণ করেও থাকি না।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। ক.সে (আযাব) ছিল কেবল একটা ভয়ংকর বিকট শব্দ। তখন অকস্মাৎ তারা নিভে গেল[২৪৪১]।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣١﴾

★ ৩১। হায়, আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! খ.তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করে[২৪৪২]।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। গ.তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি? ঘ.নিশ্চয় তারা আর তাদের কাছে ফিরে আসবে না[২৪৪৩]।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٣﴾

২ [১০] ১ ৩৩। আর তাদের সবাইকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। ঙ.আর মৃত পৃথিবী তাদের জন্য এক নিদর্শন। আমরা একে জীবিত করি এবং এ থেকে (বিভিন্ন প্রকারের) শস্য উৎপন্ন করি। আর তারা তা থেকে খায়।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٥﴾

৩৫। চ.আর আমরা এতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছি এবং এতে আমরা ঝরণা নির্গত করেছি[২৪৪৪]

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৪১, ৩৬ঃ৫০,৫৪;৫৪ঃ৩২ খ. ১৫ঃ১২, ৪৩ঃ৮ গ. ১৭ঃ১৮, ১৯ঃ৯৯, ২০ঃ১২৯, ৫০ঃ৩৭ ঘ. ২১ঃ৯৬, ২৩ঃ১০০, ১০১ ঙ. ১৬ঃ৬৬ চ. ১৩ঃ৫, ১৬ঃ৬৮, ২৩ঃ২০।

আন্‌যালতু মা'আকাল্ জান্নাতা' অর্থাৎ হে মসীহ্! তোমার সাথে আমি বেহেশ্‌তে অবতরণ করেছি (তাযকিরাহ্)। এই ইলহামও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে (বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ প্রণীত 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

২৪৪১। এই বর্ণনাটা গোলাবর্ষণ, বোমাবর্ষণ, অগ্নি-বোমা ও আণবিক বোমা-বর্ষণ ইত্যাদির উপর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। ভয়ংকর শব্দে এগুলো (বিস্ফোরিত) হয়। সাথে সাথে যে ভয়ানক অগ্নি প্রজ্জলিত হয় তা পতনস্থান ও চারি পাশের সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রতিই সূরা কাহ্‌ফে ইঙ্গিত রয়েছে যে যা কিছু এর উপর আছে তা ধ্বংস করে একে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করবো (১৮ঃ৯)।

২৪৪২। এই বাক্যের শব্দগুলো অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ নিজেই যেন কষ্ট পেয়ে থাকেন যে মানুষ তাঁর প্রেরিত পুরুষদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করে এবং মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। রসূলরা কষ্ট বরণ করেন, এমনকি প্রাণপাত করেন। তথাপি অবুঝ জাতি তাঁদের এত আকুতি ও হিতৈষণাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।

২৪৪৩। এই বাক্য থেকে মনে হয় উপরোক্ত ঐশী শাস্তি বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হবে।

২৪৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতে যে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা এই আয়াতেও চলছে। বলা হচ্ছে, আরবের শুষ্ক বালুকারাশি থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ঝর্ণা-ধারা প্রবাহিত হবে এবং বিবিধ আধ্যাত্মিক ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন হবে।

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। যেন তারা তাঁর দানকৃত ফলফলাদি থেকে খায় এবং (তাও খায়) যা তাদের হাত তৈরী করেছে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। [ক]পবিত্র তিনি, যিনি প্রত্যেক প্রকারের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, ভূমি যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে এবং সেগুলোর মাঝ থেকেও যেগুলো সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই[২৪৪৫]।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٨﴾

★ ৩৮। [খ]আর রাত(ও) তাদের জন্য এক নিদর্শন যা থেকে আমরা দিনকে টেনে বের করি। এরপর তারা অকস্মাৎ অন্ধকারে ডুবে যায়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٩﴾

★ ৩৯। [গ]আর সূর্য এর নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলছে। এটা মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) বিধান।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٤٠﴾

৪০। [ঘ]আর চন্দ্রের জন্যও আমরা কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে তা (কক্ষপথ অতিক্রম করতে করতে) খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে ফিরে আসে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই এবং [ঙ]রাতও দিনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আর এরা [চ]প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে[২৪৪৬]।★

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৪, ৫১ঃ৫০ খ. ১৭ঃ১৩, ৪০ঃ৬২ গ. ৬ঃ৯৭, ৫৬ঃ৬ ঘ. ১০ঃ৬ ঙ. ২৫ঃ৬৩ চ. ২১ঃ৩৪

২৪৪৫। আজকের এক অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য হলো, প্রত্যেক বস্তুতে জোড়া রয়েছে, শাক-সব্‌জির জগতে যেমন রয়েছে, তেমনি অজৈব পদার্থেও রয়েছে। এমন কি যেগুলিকে মৌলিক (অযুগ্ম) পদার্থ বলে আমরা জানি ঐ একক পদার্থও আসলে একাকী অস্তিত্বশীল নয় বরং তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে অন্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি মানুষের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ঐশী আলোর প্রতিফলন ব্যতিরেকে আমরা সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে পারি না। মানুষের বুদ্ধির সাথে যখন ঐশী-বাণীর মিলন ঘটে তখনই সত্যিকারের অভ্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়।

২৪৪৬। মহাশুন্যে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ ও অন্যান্য বিশালাকার জ্যোতিষ্কসমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে ভেসে চলেছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এ অভিমত পোষণ করতো, আকাশমণ্ডল ঘন দেহধারী জড় পিণ্ড বিশেষ। কুরআনের এক বৈশিষ্ট্য হলো, এটি এমন সুন্দর ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে যা পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে সাবলীলভাবে খন্ডন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে নূতন নূতন আবিষ্কারেরও পথ খুলে দেয়। এই আয়াত বিশ্ব-জগতের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করে। আকাশের তারকা-মণ্ডলীই বলুন আর পৃথিবীর উপগ্রহই বলুন সকলেই তাদের প্রতি আরোপিত কাজ নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খলার সাথে সময় মত ও অভ্রান্তভাবে একে অন্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সম্পাদন করে থাকে। এই সৌরমণ্ডল এমনিভাবে অসংখ্য মণ্ডলের একটি মাত্র। এই অসংখ্য মণ্ডলে এমন সব মণ্ডলও রয়েছে, যেগুলো এ সৌরমণ্ডল থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। এই লক্ষ লক্ষ সূর্য ও লক্ষ লক্ষ তারকা মহাশূন্যে এমনিভাবে পরস্পরের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে ভেসে চলেছে যে এদের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য কখনো ক্ষুণ্ন হয় না। একে অপরের সঙ্গে এরা ঐক্য-সূত্রে গাঁথা থেকে নিজ নিজ কক্ষপথে নিজের গন্তব্যের দিকে চলেছে। কাঠামো ও গতিময়তায় তারা সব এক ও অভিন্ন!

★[৩৯-৪১ আয়াতে জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে এরূপ কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্কে আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তি অর্থাৎ মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কল্পনাও করতে পারতেন না। চন্দ্র ও সূর্যের একে অপরকে ধরে না ফেলার বিষয়টিতো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই। চন্দ্র কেন ছোট হয়ে যায়, এরপর তা কেন বড়ও হতে থাকে, এর সাথে রয়েছে আবর্তনের সম্পর্ক। এ ছাড়া একথাও বলা হয়েছে, সূর্য এক নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলছে। এর একটি অর্থ হলো, সূর্য এক সময় এর নির্ধারিত আয়ুতে পৌঁছে লয়প্রাপ্ত হবে। আজকালকার জ্যোতির্বিদদের তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী এর আরও একটি অর্থ হলো, সূর্য এর সব গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে এক দিকে ছুটে

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪২। আর তাদের জন্য এও এক নিদর্শন, নিশ্চয় আমরা তাদের বংশধরকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করি।

وَ اٰيَةٌ لَّهُمۡ اَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِ ﴿۴۲﴾

★ ৪৩। আর আমরা তাদের জন্য এরই মত আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করবো, [ক]যেগুলোতে তারা আরোহণ করবে[২৪৪৭]।

وَ خَلَقۡنَا لَهُمۡ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ مَا يَرۡكَبُوۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৪। আর আমরা চাইলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি। তখন তাদের আকুতিমিনতি শুনার কেউ থাকবে না এবং তাদের উদ্ধারও করা হবে না

وَ اِنۡ نَّشَاۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِيۡخَ لَهُمۡ وَ لَا هُمۡ يُنۡقَذُوۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃপা ছাড়া। (আর তারা) কেবল এক মেয়াদ পর্যন্ত সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে।

اِلَّا رَحۡمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰي حِيۡنٍ ﴿۴۵﴾

৪৬। আর তাদের যখন বলা হয়, 'তোমাদের সামনে যা আসবে[২৪৪৮] তা থেকে তোমরা (নিজেদের) রক্ষা কর এবং তোমাদের পিছনে[২৪৪৯] ছেড়ে আসা (কৃতকর্মের প্রতিফল) থেকেও (রক্ষা পেতে চেষ্টা কর) যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয় (তখন তারা মনোযোগ দেয় না)।'

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ اتَّقُوۡا مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡكُمۡ وَ مَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৭। [খ]আর যখনই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَ مَا تَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ اٰيَةٍ مِّنۡ اٰيٰتِ رَبِّهِمۡ اِلَّا كَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِيۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮। আর তাদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যে রিয্ক তোমাদের দান করেছেন তা থেকে খরচ কর' তখন অস্বীকারকারীরা মু'মিনদের বলে, [গ]'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াব যাকে আল্লাহ্ চাইলে নিজে খাওয়াতে পারেন? তোমরা তো কেবল এক সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে আছ।'

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنُطۡعِمُ مَنۡ لَّوۡ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطۡعَمَهٗۤ ٭ۖ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا فِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۴۸﴾

৪৯। [ঘ]আর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

وَ يَقُوۡلُوۡنَ مَتٰي هٰذَا الۡوَعۡدُ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۴۹﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৯, ৪৩ঃ১৩ খ. ৬ঃ৫, ২১ঃ৩, ২৬ঃ৬ গ. ৩ঃ১৮২, ৫ঃ৬৫ ঘ. ২১ঃ৩৯, ৩৪ঃ৩০, ৬৭ঃ২৬।

চলছে। এতে বুঝা যায়, মহাবিশ্ব সমষ্টিগতভাবে ছুটে চলছে। তা না হলে একটি জ্যেতিষ্কের সাথে অন্য জ্যোতিষ্কের ধাক্কা লেগে যেত। মহাবিশ্ব (নিজ নিজ কক্ষপথে) ঘূর্ণায়মান হওয়া সত্ত্বেও এসব জ্যোতিষ্কমন্ডলীর পারস্পরিক দূরত্ব সমানই থাকে। জ্যোতির্বিদদের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এটা জানা যায়। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয়, আরো কোন অজানা জগৎ রয়েছে, যার আকর্ষণের দরুন এটি (অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্ব) সেদিকে ছুটে চলেছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৪৭। কুরআন কত আগেই বলে রেখেছে যে মানুষের জন্য আল্লাহ্ অন্যান্য বহু ধরনের যান-বাহন পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করবেন। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, এরোপ্লেন, মহাশূন্য যান ইত্যাদি আমাদেরকে আল্লাহ্-প্রদত্ত ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী না হলে এত সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো না।

২৪৪৮ ও ২৪৪৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫০। তারা কেবল ক.এক ভয়ংকর বিকট শব্দের (আযাবের)[২৪৫০] অপেক্ষা করছে যা তাদের ঝগড়ারত অবস্থায় তাদের ধরে ফেলবে।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তখন তারা ওসীয়্যত (অর্থাৎ উইল) করার সামর্থ্য লাভ করবে না এবং তারা নিজেদের পরিবারপরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। খ.আর শিংগায় যখন ফুঁ দেয়া হবে[২৪৫১] তখন অকস্মাৎ তারা কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তারা (একে অপরকে) বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমাদের বিশ্রামস্থল থেকে কে আমাদের উঠিয়েছে[২৪৫২]? এতো তা-ই যার প্রতিশ্রুতি রহমান (আল্লাহ্) দিয়েছিলেন এবং রসূলরা সত্যই বলেছিল।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এ (আযাব) হবে কেবল এক ভয়ংকর বিকট শব্দ[২৪৫৩]। তখন অকস্মাৎ তাদের সবাইকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। গ.আর সেদিন কারো ওপর কোন যুলুম করা হবে না। আর তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা বিভিন্ন কাজে আনন্দের সাথে নিয়োজিত হবে[২৪৫৪]।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٦﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৪১, ৩৬ঃ৩০,৫৪, ৩৮ঃ১৬ খ. ১৮ঃ১০০, ৩৯ঃ৬৯, ৫০ঃ২১, ৬৯ঃ১৪ গ. ৩ঃ২৬, ৪০ঃ১৮, ৪৫ঃ২৩।

২৪৪৮। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মন্দ কাজের কুফল।
২৪৪৯। অতীতে কৃত দুষ্কর্মের কুফল।
২৪৫০। এখানে আল্লাহ্‌র থেকে যে শাস্তি আসার উল্লেখ আছে, তা (বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত) হঠাৎ উপস্থিত হবে। তা এত দ্রুতবেগে ও এত অকস্মাৎ উপস্থিত হবে যে অবিশ্বাসী দুষ্ট ব্যক্তিরা 'ওসীয়্যত' বা 'উইল' করারও সময় পাবে না। পরবর্তী আয়াতে তা-ই বলা হয়েছে।
২৪৫১। "শিঙ্গায় যখন ফুঁ দেয়া হবে" দু অর্থই হতে পারে। কিয়ামতের দিন শিঙ্গা বেজে ওঠবে, এটাই প্রাথমিক অর্থ। রূপক বর্ণনা হিসাবে এর দ্বারা প্রতিশ্রুত ধর্ম-সংস্কারকের আগমনকেও বুঝায়, যার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিরা যেন কবর থেকে পুনরুত্থিত হয় এবং ধর্মের ঐশী-বাণী শুনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে।
২৪৫২। যখন হাশরের দিন মানুষকে উঠানো হবে এবং অবিশ্বাসীরা তাদের কুকর্মগুলো দেখতে পাবে ও শাস্তির মুখামুখি হবে তখন তারা ভীতি ও নৈরাশ্যের বশে বলে ওঠবে, "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমাদের বিশ্রামস্থল থেকে কে আমাদের উঠিয়েছে?" পূর্ববর্তী আয়াতের উপমার রেশ ধরে বলা যায়, যারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের আগমনকালে তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না বরং অবাধ্যতা করে (আধ্যাত্মিক) মৃত অবস্থায় থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করে, এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কেননা ঐশী আহবান শুনে তারা উচ্চঃস্বরে বলে ওঠে, আমাদের বর্তমান মধুর অবস্থায় পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটিয়ে ঐ ব্যক্তি কেন আমাদেরকে তাঁর পিছনে একত্রিত হতে বিরক্তিকর ডাক দিচ্ছে।
২৪৫৩। উপর্যুপরি কয়েকটি আয়াতে এই 'এক ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ' বারবার ব্যবহৃত হওয়াতে প্রতীয়মান হয় যে এই 'সূরাটি' এমন একটি সময়ের উল্লেখ করছে যখন আল্লাহর শাস্তি প্রচন্ড বিকট শব্দের আকারে নেমে আসবে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে শহর ও জনপদগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

২৪৫৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৭। তারা এবং তাদের সঙ্গী সাথীরাও (রহমতের) ছায়ায় [ক]পালংকের ওপর হেলান দিয়ে থাকবে[২৪৫৫]।

هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। [খ]সেখানে তাদের জন্য ফলফলাদি থাকবে এবং তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাও থাকবে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। [গ]বার বার কৃপাকারী প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে 'সালাম'[২৪৫৬]।

سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। আর (আল্লাহ্ এও বলবেন), 'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা (মু'মিনদের কাছ থেকে) পৃথক হয়ে যাও।'

وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমসন্তান! 'আমি কি তোমাদের এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেইনি, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? সে নিশ্চয় তোমাদের [ঘ]প্রকাশ্য শত্রু।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦١﴾

৬২। আর তোমরা শুধু আমার ইবাদত করবে। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।

وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। আর সে অবশ্যই তোমাদের অনেক লোককেই বিপথগামী করেছে। অতএব তোমরা কেন বিবেকবুদ্ধি খাটাওনি?

وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। [ঙ]এটাই সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর। কারণ তোমরা অস্বীকার করতে।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দিব। [চ]তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে[২৪৫৭]।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৮, ১৮ঃ৩২, ৮৩ঃ২৪ খ. ৫২ঃ২৩, ৫৫ঃ৫৩ গ. ১০ঃ১১, ১৪ঃ২৪, ৩৩ঃ৪৫ ঘ. ৬ঃ১৪৩ ঙ. ৫২ঃ১৫, ৫৫ঃ৪৪ চ. ১৭ঃ৩৭, ২৪ঃ২৫, ৪১ঃ২১-২৩।

২৪৫৪। পরজগতের জীবন স্থবির ও কর্মহীন বলে মনে করা ঠিক নয়, বরং তা হবে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে এক কর্মময় ও অগ্রসরমান জীবন।

২৪৫৫। সকল প্রকারের আনন্দ ও সুখই বেশী বেশী উপভোগ্য হয়, যখন প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে তা ভোগ করা হয়।

২৪৫৬। 'সালাম' অর্থাৎ শান্তি নামক একটি মাত্র শব্দেই বেহেশ্‌তের সকল নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি, নিজের সাথে শান্তি, মনের ও আত্মার পূর্ণ প্রশান্তি–এটাই বেহেশ্‌তের চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

২৪৫৭। অবিশ্বাসীদের পাপ যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন তারা একেবারে নির্বাক হয়ে পড়বে, মুখে কথা সরবে না, যেন কেউ তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের আত্মরক্ষার জন্য কিছুই বলার থাকবে না। মানুষের হাত-পাগুলোই সাধারণত সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সাধনের প্রধান হাতিয়ার। মানুষের কথা-বার্তা ও চাল-চলন এবং কর্মতৎপরতা সব কিছুই অবিকলভাবে আজকাল টেপ্‌রেকর্ডার, ভিডিও রেকর্ডার কিংবা টেলিভিশন পর্দায় পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা যায়। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানও বাধ সাধেনি। এভাবে ইহজগতেই মানুষের জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করেছে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। আর আমরা চাইলে তাদের চোখ অবশ্যই অন্ধ করে দিতাম[২৪৫৮]। এরপর তারা কোন এক পথে এগুতো, কিন্তু (এমতাবস্থায়) তারা (সঠিক পথ) কিভাবে দেখতে পাবে?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৪ [১৭] ৩

৬৮। আর আমরা যদি চাইতাম তাহলে তাদের জায়গাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতাম[২৪৫৮-ক]। এরপর তাদের সামনে চলার এবং ফিরে যাওয়ারও শক্তি থাকতো না।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

★ ৬৯। ক.আর আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা বার্ধক্যজনিত দূর্বলতার[২৪৫৯] অবস্থায় নিয়ে যাই। অতএব তারা কি বুঝবে না?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾

★ ৭০। আর আমরা তাকে কবিতা[২৪৬০] শিখাইনি এবং এটা তাকে সাজেও না। খ.এতো কেবল এক উপদেশ এবং এক কুরআন যা (সবকিছু) সহজবোধ্য করে (তুলে ধরে)

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

★ ৭১। যাতে করে এটি জীবিতদের সতর্ক করে[২৪৬১] দেয় এবং যাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) আদেশ সত্য প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। তারা কি দেখেনি, আমাদের ক্ষমতার হাত যা বানিয়েছে সেগুলোর মাঝে আমরা তাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছি যেগুলোর মালিক তারা হয়ে বসেছে[২৪৬২]?

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৭১ খ. ১৫ঃ১০, ৬৫ঃ১১।

২৪৫৮। মানুষকে স্ব-ইচ্ছা ও স্ব স্ব বিবেক-বুদ্ধিমত কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতএব তার কাজ-কর্মের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। সত্যকে দেখিয়ে দিলেও অবিশ্বাসীরা গায়ের জোরে তা অস্বীকার করতে থাকে। ফল এই দাঁড়ায় যে সেই সত্যকে দেখার ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেলে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে' "তাদের মুখে মোহর মেরে দিব" এর তাৎপর্যও প্রায় অনুরূপ।

২৪৫৮-ক। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে 'আমরা যদি চাইতাম তা হলে তাদের জায়গাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতাম'। হযরত হাসানের মতে এর তাৎপর্য তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অকর্মণ্য হয়ে যেত (জরীর)। এর এই অর্থও হতে পারে, আমরা তাদেরকে নাজেহাল করে ছাড়তাম।

২৪৫৯। জীবনধারী সকলেই ক্ষয়, জরা ও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়। একথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তির মত জাতিও উন্নতি করতে করতে উন্নতির শিখরে উঠে। অতঃপর ক্রমাবনতি, জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

২৪৬০। কবি হওয়া নবীর জন্য মর্যাদাকর নয়। বরং নবীর মর্যাদার সাথে কবির সঙ্গতি কম। কারণ কবিরা সাধারণত অলস-স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর থাকেন, আর শূন্যে প্রাসাদ রচনা করেন। আল্লাহ্‌র নবীদের সামনে থাকে উচ্চ ও সুমহান আদর্শ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের বিরাট কর্মসূচী। তবে এই আয়াতটিতে এই কথা বলা হয়নি যে সব কবিতাই মন্দ অথবা সব কবিরাই বাস্তবতা বিবর্জিত স্বাপ্নিক। বরং এখানে এই কথাই বুঝানো হয়েছে, নবীর পদমর্যাদা এত উচ্চ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ যে কবির মর্যাদা তার ধারে কাছেও পৌঁছে না।

২৪৬১। "জীবিতদের' শব্দটির অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবে মৃত নয়, যে ওহী-ইলহাম গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে এবং সত্যের আহবানে সাড়া দিবার চেতনা ও শক্তি রাখে।

২৪৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৩। [ক]আর আমরা এগুলো তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছি। অতএব এগুলোর কোন কোনটি তাদের বাহন এবং এগুলোর (কোন কোনটি) তারা খেয়ে থাকে।

وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৪। [খ]আর তাদের জন্য এগুলোতে অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং পানীয় দ্রব্যও (রয়েছে)। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৫। আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া (অন্যান্য) উপাস্য গ্রহণ করেছে যেন (এদের মাধ্যমে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

★ ৭৬। [গ]এরা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (পক্ষান্তরে) তাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য দেয়ার জন্য) দলবদ্ধভাবে এদেরকে উপস্থিত করা হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৭। [ঘ]অতএব তাদের কথাবার্তা তোমাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। তারা যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে নিশ্চয় [ঙ]আমরা (তা) জানি।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৮। আর মানুষ কি দেখেনি, [চ]আমরা তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? তথাপি (এমন কী ঘটলো), হঠাৎ সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে হয়ে গেল!

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

৭৯। আর সে আমাদের সম্বন্ধে কথা বানাতে লেগে গেল এবং নিজের সৃষ্টি হওয়ার কথা ভুলে গেল। সে বলতে শুরু করলো, হাড়গোড় পচে গেলে [ছ]কে এগুলো জীবিত করবে?

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৮০। [জ]তুমি বল, যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই এগুলো জীবিত করবেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ﴿٧٩﴾

৮১। [ঝ]তিনি সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্য আগুন তৈরী করেছেন[২৪৬৩]। অতএব তোমরা এগুলোর কোন কোনটি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে থাক।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৪৩; ১৬ঃ৬; ৪০ঃ৮০-৮১ খ. ১৬ঃ৬, ৬৭ গ. ৭ঃ১৯৩ ঘ. ১০ঃ৬৬ ঙ. ১১ঃ৬; ১৬ঃ২৪; ২৭ঃ২৫; ২৮ঃ৭০ চ. ১৮ঃ৩৮; ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৪ ৩৫ঃ১২; ৪০ঃ৬৮ ছ. ১৯ঃ৬৭; ২৩ঃ৩৮; ৪৫ঃ২৫ জ. ১৭ঃ৫২; ৪৬ঃ৩৪; ৭৫ঃ৪১ ঝ. ৫৬ঃ৭২-৭৩।

২৪৬২। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় দৈহিক অভাব ও প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন, সে ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয় যে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও অনটন মিটাবার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করেননি। বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এমন কিছু বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যা সাধারণত মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৪৬৩। "সবুজ গাছ"–মনে হয়, এমন সব গাছ যার শাখা-প্রশাখা অতি সহজদাহ্য, জোর বাতাসের ঘর্ষণেই তাতে আগুন ধরে যায়। তেমনিভাবে এই কথার তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল লোকেরাও আল্লাহ্‌র নবীর সংস্পর্শে এসে সফল আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক আলো পেয়ে থাকে।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۲﴾

৮২। ক·যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?' হ্যাঁ অবশ্যই, তিনি অতি মহান স্রষ্টা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۸۳﴾

★ ৮৩। খ·তাঁর আদেশ (কেবল) নিশ্চয় এ-ই হয়ে থাকে, তিনি এটিকে বলেন, 'হয়ে যাও'! আর তা হতে শুরু করে[২৪৬৪]।

فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۴﴾

৫ [১৬] ৪ ৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, গ·যাঁর হাতেই রয়েছে সব কিছুর আধিপত্য। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১০০; ৪৬ঃ৩৪; ৮৬ঃ৯ খ. ২ঃ১১৮; ৩ঃ৪৮; ৪০ঃ৬৯ গ. ২৩ঃ৮৯।

২৪৬৪। "তাঁর আদেশ (কেবল) নিশ্চয় এ-ই হয়ে থাকে, তিনি একে বলেন, 'হয়ে যাও'! আর তা হতে শুরু করে" এই বাক্যটি কুরআন শরীফে যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই দেখা যায়, মহা বৈপ্লবিক অবশ্যম্ভাবী বিরাট ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আল্লাহ্‌র এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সংস্কারকের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক, অত্যাবশ্যকীয় ও অসাধারণ পরিবর্তন আনীত হয়, যা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মত দেখায়, সেইরূপ ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি আল্লাহ্‌ ব্যবহার করে থাকেন বলে মনে হয়। এখানেও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বারা আনীত বিশ্ব-বিপ্লব ও সুদূরপ্রসারী মহা পরিবর্তনের সাথে এই বাক্যের সংযোগ রয়েছে।

সূরা আস্ সাফ্‌ফাত-৩৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এটি মক্কী সূরা এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এ সূরায় ১৮৩টি আয়াত রয়েছে।

সূরা আস্ সাফ্‌ফাতের প্রথম দিককার আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ আয়াতসমূহে এ কথা বলা হয়েছে যে এগুলোতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যখন পূর্ণ হবে তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে, যে নব জীবনের ঘোষণা খুব দৃঢ়ভাবে করা হয়েছে সেটিও অবশ্যই কার্যকর হবে। যেভাবে ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর তোমরা কি তোমাদের সৃষ্টিতে বেশি শক্তিশালী না কি তারা (বেশি শক্তিশালী) যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন? কাফিরদের নির্বাক করে দেয়া এ প্রশ্নের পর এটা ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টি করার শক্তির তুলনায় স্রষ্টা হিসেবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি এ শক্তি রাখেন, তোমরা যখন মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হবে তখন তিনি নুতন করে তোমাদের জীবিত করবেন এবং সাথে সাথে এ সতর্কবাণীও রয়েছে, তোমাদের যখন পুনরায় জীবিত করা হবে তখন তোমাদের লাঞ্ছিতও করা হবে। অর্থাৎ সেসব লোক যারা উচ্চস্বরে নিজেদের সৃষ্টির দাবী করতো তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তাদের সৃষ্টির কোন মূল্যই নেই এবং 'আশাদ্দু খাল্‌কা' (অর্থাৎ শক্তিশালী স্রষ্টা) কেবল আল্লাহ্ তাআলারই সত্তা।

এখন আমরা প্রথম দিককার আয়াতসমূহের দিকে মনোনিবেশ করছি। 'অস্‌সাফাতে সাফ্‌ফান' (অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান) এ প্রকৃতপক্ষে সেসব যুদ্ধবিমানের সংবাদ দেয়া হয়েছে, যা মানুষ তৈরী করবে। তারা সারিবদ্ধ হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করবে, বার বার তাদের সতর্ক করবে এবং তাদের বিপুল সংখ্যায় (আকাশ থেকে) এরূপ 'লিফলেট' ছাড়বে যাতে তাদের জন্য এ হুশিয়ারবাণী থাকবে –আমাদের সামনে তোমাদের মাথা নত করে দাও, অন্যথা তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এরপর আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তাদের কী সামর্থ্য আছে তারা নিজেদের বাহ্যিক শক্তির দরুন খোদা হওয়ার দাবী করে? আল্লাহ্ একজনই।

এরপর বলা হয়েছে, তিনি সব 'পূর্ব'এর প্রভু। এ আয়াতটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতই। নতুবা সেই যুগেতো কয়েকটি 'পূর্ব'এর কোন ধারণাই বিদ্যমান ছিল না, যে ধারণা এ যুগে সৃষ্টি হয়েছে। এটি হবে সেই যুগ যখন মানুষ অনেক উর্ধ্বে উড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রকেট ও ইত্যাকার অন্যান্য যানবাহনের আবিষ্কারের মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশের রহস্য জানার চেষ্টা করবে। বর্তমান যুগে এরূপ প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে। কিন্তু চারদিক থেকে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ তারা জ্যোতিষ্কমন্ডলী হতে অত্যন্ত বিপদজনক বর্ষণশীল পাথরের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে। নিকটস্থ আকাশের কিছু রহস্য উদঘাটন করা ছাড়া তারা অন্য কিছুতে সফল হবে না। এটি সেসব বিষয় যার সম্পর্কে এ যুগ ও এ যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ঠিক এসব কিছুই ঘটে চলেছে।

যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যা জাগতিক বিজয়ের জন্য জাতিসমূহের মাঝে সংঘটিত হবে, সেজন্য এতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবং তাঁর সাহাবাগণের সেসব যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে যা কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল এবং সেসব যুদ্ধে অন্যদের রক্তপাত করার জন্য তলোয়ার উঠানো হয়নি। বরং কুরবানীর পশুর ন্যায় সাহাবাগণের জামাতকে জবাই করা হয়েছিল এবং এ বিষয়টি হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর সেই কুরবানীর সাথে সম্পৃক্ত যা তিনি স্বীয় পুত্রকে জবাই করার সংকল্পের আকারে করেছিলেন। কোন ভেড়া জঙ্গলে আটকে গিয়েছিল এবং 'জিবহে আযীম' অর্থাৎ ভেড়া জবাই করার বিনিময়ে হযরত ইসমাঈল (আ:)কে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তফসীরকারদের এ ধারণা একান্তই ভুল। এ কথা কুরআনেও দেখতে পাওয়া যায় না এবং হাদীসেও না। হযরত ইসমাঈল (আ:) এর তুলনায় একটি ভেড়া কিভাবে মহানতর হতে পারে? হযরত ইসমাঈল (আ:)কে এ জন্য জীবিত রাখা হয়েছিলো যাতে জগদ্বাসী সেই মহান জবাই এর দৃশ্য দেখে নেয়, যা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর যুগে প্রকাশিত হয়েছিলো। সূরা সাফ্‌ফাতের শুরুতে যদিও সারিবদ্ধভাবে অনেক আক্রমণকারীর কথা বলা হয়েছে তবে এ সূরার শেষভাগে কুরআন করীম এ বর্ণনা দিচ্ছে, আসল সারিবদ্ধ সেনাবাহিনী তো আমাদেরই। এতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর কথাও বলা হয়েছে এবং সেসব ফিরিশ্‌তার কথাও বলা হয়েছে, যাদেরকে সারিবদ্ধভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। এর শেষ ফলাফল এ-ই ছিল, বাহ্যিকভাবে তো সারিবদ্ধ এই দুর্বল যোদ্ধারা পরাজিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যাদের শত্রুরা ছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর প্রাধান্য লাভ করলো এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌প্রেমিকরাই বিজয়ী হলো। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
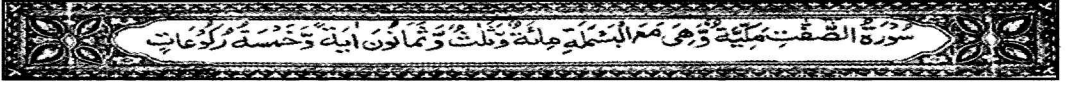
সূরা আস্ সাফ্ফাত-৩৭

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [২৪৬৫]সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো (সেনাদলের) কসম[২৪৬৬]। — وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ②

৩। আর (তাদের কসম) যারা শত্রুদেরকে কঠোরভাবে হটিয়ে দেয়[২৪৬৭]। — فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ③

৪। এরপর (তাদের কসম) যারা উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) পড়ে শুনায়[২৪৬৮]। — فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ④

৫। [খ]নিশ্চয় তোমদের উপাস্য একজনই[২৪৬৯] — اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫ঃ৭৪; ১৬ঃ২৩; ২২ঃ৩৫।

২৪৬৫। শত্রুর মোকাবিলার জন্য ব্যূহ রচনা করে মুসলমানরা শত্রুর সামনা-সামনি দণ্ডায়মান অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য তারা ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান বুঝায়।

২৪৬৬। 'ওয়া' অর্থঃ-ও, অতঃপর, যখন, একই সময়ে, সাথে, একত্রে, কিন্তু, অথচ। এটি 'রুব্বার' সমার্থবোধক যেমন, প্রায়ই, সময় সময়, হয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কসম বা শপথ গ্রহণার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন অর্থ দাঁড়ায়–আমি অমুকের বা অমুক জিনিষের নাম নিয়ে শপথ বা কসম করছি বা আমি শপথপূর্বক সাক্ষ্য দিচ্ছি বা সাক্ষীরূপে পেশ করছি (আকরাব, লেইন)। কুরআন করীমে আল্লাহ্ কোন জীবের নামে শপথ করেছেন বা কোন জিনিষের নামে শপথ করেছেন, অর্থাৎ ঐ জীব বা ঐ জিনিষটাকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করেছেন। সাধারণত আল্লাহ্‌র নামে কোন ব্যক্তি যখন কসম খেয়ে কথা বলে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে ঃ (১) প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাব পূরণ করা, (২) তার কথার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা, (৩) তার বক্তব্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা। অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য না থাকায় এইভাবে আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্যরূপে পেশ করে সে বলতে চায় যে সে সত্য কথা বলছে। কিন্তু কুরআনে ব্যবহৃত কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে ঐ কসমের জোরেই বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে, বরং কসমের মাঝেই যুক্তিও লুক্কায়িত থাকে। কুরআনী কসমের মধ্যে প্রায়শ স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয়, আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতিও অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই কার্যে পরিণত হয়। কুরআনী কসম বা শপথের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা, যার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে 'সত্য' সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটিই এই শপথের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

২৪৬৭। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণ-পণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মুসলমানরা তাদেরকে চরমভাবে হটিয়ে দিচ্ছে বা দিবে। 'যাজিরাত' অর্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরকেও বুঝায়।

২৪৬৮। কুরআন আবৃত্তিকারীগণ।

২৪৬৯। দুই থেকে পাঁচ আয়াতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তেমনি প্রকৃত ঘটনাবলীরও বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার দিক দিয়ে আয়াতগুলো বলে দিচ্ছে, সর্বকালে সর্বমানবের মাঝেই এমন একদল খোদা-ভীরু ও ধর্মপরায়ণ লোক থাকেন, যারা কথায় ও কাজে, উপদেশ দানে ও উপদেশ পালনে তৎপর থেকে এই সত্যের সাক্ষ্য দেন যে উপাস্যমাত্র একজনই। ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এই আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছে যে যদিও এই মুহূর্তে (সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়) সমগ্র আরব জাতি মূর্তিপূজার অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমগ্ন এবং নৈতিক অধঃপতনের চরম তলদেশে নিমজ্জিত, তথাপি তাদের মধ্য থেকে একটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য কীর্তন করে ও প্রশংসাগীতি গেয়ে গেয়ে সারাদেশকে মুখরিত করে তুলবে। শুধু তাই নয়, সমস্ত আরব ভূখণ্ডে তারা আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে। এইভাবে এই শপথের মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীর উল্লেখ করে এই সাহাবীগণকেও তৌহীদের সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলোর আরেকটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, যথাঃ যদি সকল ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি শান্তিপূর্ণ সম্মেলনে একত্রিত হয়ে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ অবস্থায় ধর্মের মৌল নীতিগুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষ ও মুক্ত মনে সত্য যাচাই করে দেখতেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সকল প্রতিনিধির অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতেন তাহলে ঐ সম্মেলনের অবিসংবাদিত ফলশ্রুতি ও স্বীকৃতি এটাই দাঁড়াত যে উপাস্য মাত্র একজনই।

৬। (যিনি) ক.আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর প্রভু-প্রতিপালক এবং সব পূর্বদিকেরও প্রভু-প্রতিপালক[২৪৭০]।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٦﴾

★ ৭। খ.নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে তারকারাজির সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছি[২৪৭১]

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ﴿٧﴾

৮। গ.এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে (এটিকে) সংরক্ষণ করেছি[২৪৭২]।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٨﴾

★ ৯। কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এরা ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত (ফিরিশ্‌তাদের) সমাবেশের কথা শুনতে সক্ষম হবে না। প্রত্যেক দিক থেকে (এদের পাথর ছুঁড়ে) তাড়িয়ে দেয়া হয়।★

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٩﴾

১০। (অতএব এরা) বিতাড়িত এবং এদের জন্য এক লাগাতার আযাব নির্ধারিত রয়েছে।

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿١٠﴾

১১। ঘ.(তবে তাদের মাঝে) যে এক আধটা কথা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তাকে এক উজ্জ্বল (অগ্নি) শিখা তাড়া করে[২৪৭৩]।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١١﴾

★ ১২। অতএব তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, তারা যা সৃষ্টি করতে পারে তা কি আমরা যা[২৪৭৪] সৃষ্টি করেছি এর চেয়ে অধিক স্থায়ী? নিশ্চয় আমরা আঁঠালো ঙ.কাদা থেকে তাদের সৃষ্টি করেছি।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৬; ৩৮ঃ৬৭; ৪৪ঃ৮; ৭৮ঃ৩৮ খ. ১৫ঃ১৭; ৪১ঃ১৩; ৬৭ঃ৬ গ. ১৫ঃ১৮; ৪১ঃ১৩; ৬৭ঃ৬ ঘ. ১৫ঃ১৯ ঙ. ৬ঃ৩; ২৩ঃ১৩; ৩২ঃ৮; ৩৮ঃ৭২।

২৪৭০। এর অর্থ এও হতে পারে, ইসলাম প্রথমে প্রাচ্যদেশগুলোতে বিস্তৃত হবে এবং পরে সেখান থেকে অপরাপর অংশে ছড়িয়ে পড়বে।

২৪৭১। এই আয়াতে প্রাকৃতিক জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে যে সামঞ্জস্য বিরাজমান তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নৈসর্গিক আকাশ যেমন গ্রহ-তারকার দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগত আধ্যাত্মিক গ্রহ-তারকা অর্থাৎ নবী-রসূল ও ধর্ম সংস্কারকগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক জগতের অলংকাররূপে এর সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধন করেন যেমন নৈসর্গিক আকাশে গ্রহ-তারকারাজি উদিত হয়ে এর শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে।

২৪৭২। শয়তান দু' প্রকারের ঃ (ক) মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ শয়তান যেমন মুনাফিক প্রভৃতি। এদেরকে বলা হয় অবাধ্য শয়তান যেমন বলা হয়েছে এই আয়াতে। (খ) বহিঃশত্রু বা অবিশ্বাসী, যাদেরকে বলা হয় বিতাড়িত শয়তান।

★[৭-৯ আয়াতে নিখিল বিশ্বের বাহ্যিক ব্যবস্থাপনারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিভাবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডল পৃথিবীতে সব সময় বর্ষিত উল্কাগুলোকে বায়ুমন্ডলেই জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় এবং এ জ্বলার পেছনে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দূর পর্যন্ত ছুটে চলে বলে মনে হয়। এভাবেই একথাও বলা হয়েছে, কোন এক যুগে মানুষ নিখিল বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করবে। সেই যুগে অর্থাৎ রসূলে করীম (সা:) এর যুগে কেউ এর কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু সুরক্ষিত রকেটে ভ্রমণকারী এসব মানুষকে চারদিক থেকে পাথর মারা হবে এবং তারা পৃথিবীর (অর্থাৎ নিকটতম আকাশের) বাইরে যেতে পারবে না। তারা কেবল নিকটের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছুতে কিছুটা সাফল্য লাভ করতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে এ আয়াত দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ওহীর অনুসরণকারী ও অনুমানকারী মানুষরূপী শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। শয়তান তো ওহীর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সামেরীর ন্যায় মানবরূপী শয়তানেরা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল ওহীর দরুন কেন মানুষের ওপর প্রভাব পড়ে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৭৩। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্য আকাশে সংরক্ষিত থাকে ততক্ষণ এটা অপরের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। কিন্তু নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র এইসব বাণী অবতীর্ণ হবার পরে শয়তান অথবা নবীর শত্রুরা এর শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নবীর প্রতি আরোপ করে থাকে। অথবা তারা অবতীর্ণ কয়েকটি বাক্যের স্থানচ্যুত অবস্থান উদ্ধৃত করে এদের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে পরিবেশন

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৪৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩। আসলে তুমি তো (সৃষ্টি সম্পর্কে) অবাক হচ্ছ,[২৪৭৫] অথচ তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। আর তাদের যখন উপদেশ দেয়া হয় তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

وَإِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। আর তারা যখনই কোন নিদর্শন দেখে তারা হাসি-বিদ্রূপ করতে থাকে।

وَإِذَا رَأَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬। আর তারা বলে, [ক]'এটাতো কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু।

وَقَالُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৭। [খ]আমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও কি (পুনরুত্থিত করা হবে)?'

أَوَاٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। তুমি বল, 'হাঁ, (অবশ্যই) তোমরা (তখন) লাঞ্ছিত হবে।'

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٩﴾

★ ২০। অতএব এটা হবে একটি মাত্র [গ]ভয়ঙ্কর শব্দ। আর চেয়ে দেখ, তারা দেখতে শুরু করবে।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। আর তারা বলবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ! এটা তো বিচার দিবস[২৪৭৬]!'

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢١﴾

১ [২২] ৫

২২। (আল্লাহ্ বলবেন,) [ঘ]'এটা (সেই) মীমাংসার দিন, যা তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে।'

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। [ঙ](ফিরিশ্তাদের আদেশ করা হবে,) 'যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের এবং তাদের সাথীদের একত্র কর। আর তাদেরও (একত্র কর) যাদের তারা উপাসনা করতো

أُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। আল্লাহ্কে ছেড়ে। অতএব জাহান্নামের পথে তাদের নিয়ে যাও।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ إِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১১০; ৬১ঃ৭ খ. ১৩ঃ৬; ২৭ঃ৬৮; ৫০ঃ৪ গ. ৭৯ঃ১৪ ঘ. ৪৬ঃ৩৫; ৫২ঃ১৪, ১৫ ঙ. ৬ঃ২৩।

করে। এমনকি নবীর শিক্ষাকে তাদের নিজেদের শিক্ষা বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এইসব মিথ্যা চালাকি ও চতুরতা তখনই ধরা পড়ে যায় যখন ধর্ম সংস্কারকগণ এসে অবতীর্ণ বাক্যাবলী ও এর ব্যাখ্যার যথার্থতা নিজেরা ঐশী আলোকে যাচাই করে দেখান।

২৪৭৪। এই 'মান্' শব্দটি দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের কথা বুঝানো হয়েছে। ২ থেকে ৫ আয়াতেও সাহাবীগণকে বুঝিয়েছে। অথবা এই বাক্যাংশটির দ্বারা এই বিশ্বজগতের অপরূপ সৃষ্টি ও বিধান বুঝাতে পারে।

২৪৭৫। মহানবী (সাঃ) এর চেষ্টার ফলে যে একদল ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহ্-ভীরু সৎকর্মশীল লোকের উদ্ভব হলো এবং ইসলাম সমগ্র আরবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, এতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং বিস্ময় বোধ করলেন।

২৪৭৬। এটা দ্বারা পতনের দিনকে বুঝাতে পারে।

২৫। আর তাদের একটু দাঁড় করাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। (তাদের প্রশ্ন করা হবে,) 'তোমাদের কী হয়েছে, (এখন) যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না'[২৪৭৭]?

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। বরং তারা তো আজ (তাদের সব অপরাধ) স্বীকার করবে[২৪৭৮]।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। আর তারা [ক]সামনাসামনি হয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করবে।

وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। তারা বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে[২৪৭৮-ক]।'

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٩﴾

৩০। তারা (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যরা) বলবে, [খ]বরং তোমরাও তো কোন অবস্থাতেই ঈমান আনার মত লোক ছিলে না।

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। [গ]আর তোমাদের ওপর বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘনকারী লোক ছিলে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। অতএব (আজ) আমাদের সম্পর্কে আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় আমরা (আযাবের) স্বাদ ভোগ করবো।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছিলাম। নিশ্চয় আমরা নিজেরাও বিপথগামী ছিলাম[২৪৭৯]।'

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অতএব সেদিন তারা (সবাই) আযাবে সমান অংশীদার হবে।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ৩২ খ. ৩৪ঃ৩৩ গ. ১৪ঃ২৩; ১৫ঃ৪৩।

২৪৭৭। কাফিররা পরস্পরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই সত্য তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

২৪৭৮। অপরাধীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই পাবে না, বরং পরস্পরকে দোষারোপ করবে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণিত হয়েছে।

২৪৭৮-ক। 'ডান দিক' বলতে ধর্ম বুঝাতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে ' তোমরা ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে আমাদেরকে ভুলিয়েছিলে।' 'ডানদিক' বলতে শক্তি এবং ক্ষমতাও বুঝাতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে 'তোমরা মহা শক্তিশালী ও অপরাজেয় বলে আমাদেরকে ভুলিয়েছিলে।' এর অর্থ এইরূপও হতে পারে- 'তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ বলে শপথ করে আমাদেরকে ভুলিয়েছিলে।'

২৪৭৯। কাফিরদের নেতারা বলবে, 'তোমরা নিজেরাই আমাদের অনুগমন করেছিলে, আমরা বিপদগামী ও ভ্রান্ত ছিলাম। অতএব আমাদের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল আর কীইবা আশা করতে পার।' এ যেন এক অন্ধ কর্তৃক আর এক অন্ধকে রাস্তা দেখানো।

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি।

إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় তারা এমন ছিল, তাদের যখন বলা হতো 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই' তখন তারা অহংকার করতো।

وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর তারা বলতো, 'আমরা কি একজন পাগল [ক]কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবো?'

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। বরং আসল কথা হলো, সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সব রসূলকে সত্যায়ন করেছে।

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿٣٩﴾

৩৯। (হে অস্বীকারকারীরা!) নিশ্চয়ই তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করবে।

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। [খ]আর কেবল তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। তবে আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের কথা ভিন্ন।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। এদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয্ক[২৪৮০],

فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। (অর্থাৎ) বিভিন্ন ধরনের [গ]ফল[২৪৮১]। আর এদের অনেক সম্মান দেয়া হবে

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٤﴾

৪৪। [ঘ]নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে।

عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। [ঙ]এরা পালঙ্কে সামনাসামনি বসে থাকবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। [চ](ঝরণার) বহমান পানিতে ভরা পেয়ালা এদের পরিবেশন করা হতে থাকবে,

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। যা স্বচ্ছ-শুভ্র (এবং) পানকারীর জন্য সুস্বাদু হবে।

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। [ছ]এ (পানীয়তে) কোন নেশা হবে না এবং এর দরুন এরা জ্ঞানবুদ্ধিও হারাবে না।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৭; ৪৪ঃ১৫; ৬৮ঃ৫২ খ. ৩৬ঃ৫৫; ৪৫ঃ২৯; গ. ৫২ঃ২৩; ৫৫ঃ৫৩; ৫৬ঃ২১ ঘ. ৪৪ঃ৫৩; ৬৮ঃ৩৫; ৭৮ঃ৩২ ঙ. ৫৬ঃ১৬-১৭ চ. ৫৬ঃ১৮, ১৯, ছ. ৫৬ঃ২০

২৪৮০। 'নির্ধারিত রিয্ক' দ্বারা এই বুঝাচ্ছে যে মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই জানতেন তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি প্রাপ্ত হবেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে সেসব অনুগ্রহরাজির বর্ণনা রয়েছে।

২৪৮১। 'বিভিন্ন ধরনের ফল' দ্বারা সেসব অনুগ্রহরাজিকে বুঝাচ্ছে যা সত্য বিশ্বাসের ও কর্মের ফলরূপে মু'মিনগণকে দেয়া হবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৪৯। [ক]আর এদের কাছে ডাগর চোখবিশিষ্ট, অবনত দৃষ্টির অধিকারী[২৪৮২] (রমণীরা) থাকবে।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٥٠﴾

৫০। (তারা দিপ্তীমান হবে) [খ]যেন তারা ঢেকে রাখা ডিম।★

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। এরপর এরা সামনাসামনি হয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥٢﴾

৫২। এদের মাঝ থেকে কোন এক ব্যক্তি বলবে, "নিশ্চয় আমার একজন সাথী ছিল।

يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। সে বলতো, 'তুমিও কি (এ বিষয়ের) সত্যায়নকারী যে

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। [গ]আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হব তখনো কি (আমাদের কর্মের) প্রতিফল আমাদের দেয়া হবে?'

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সে বলবে, 'তোমরা কি উঁকি মেরে দেখবে (সেই ব্যক্তি কী অবস্থায় আছে)[২৪৮৩]?"

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। এরপর সে উঁকি মারলো এবং সে তার (সাথীকে) জাহান্নামের ঠিক মাঝখানে দেখতে পেল।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে (তাকে) বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমারও সর্বনাশ করতে বসেছিলে।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর আমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না হতো তাহলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সামনে) উপস্থাপিত হতাম।

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। (হে জাহান্নামী! বল,) তবে কি এটা ঠিক নয় যে আমরা আর মরবো না,

দেখুন ঃ ক. ৫৫ঃ৫৭ খ. ৫৫ঃ৫৯ গ. ১৩ঃ৬; ৫০ঃ৪; ৫৬ঃ৪৮

২৪৮২। 'ঈনুন' হলো 'আইনা' এর বহুবচন (অর্থ হলো সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট পবিত্র স্ত্রীলোক)। সুন্দর ও ভাল শব্দ এবং বাক্যকে 'ঈনুন' বলা হয়। 'আরয়ুন আইনায়ু' অর্থ সবুজ ও কৃষ্ণমাটি (লেইন)। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, উপরোক্ত আশিসসমূহ মুসলমানগণ লাভ করেছিলেন। তারা উদ্যানসমূহ লাভ করেছিলেন, সিংহাসনে বসেছিলেন, শক্তি ও ক্ষমতা তাদের হাতে এসেছিল। তারা হালাল আরাম-আয়েসের অধিকারী হয়েছিলেন। তারা আয়ত-লোচনা অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীদেরকে স্ত্রীরূপে লাভ করেছিলেন এবং সর্বোপরি তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট (৫৮ঃ২৩)। এটাই ছিল তাদের বিরাট সফলতা।

★[৪৯-৫০ আয়াতে অবশ্যই উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। তা না হলে হুরদের সম্বন্ধে এ কথা বলা, 'এরা যেন ঢেকে রাখা ডিম' দৃশ্যত এর কোন অর্থ হয় না। এর আসল অর্থ হলো, যেভাবে ঢেকে রাখা ডিম পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে তেমনিভাবে তাদের আধ্যাত্মিক সঙ্গীরাও অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

★ ['বায়যুন'-এর অর্থ হলো, উটপাখীর বা যে কোন পাখীর ডিম। প্রশংসা করে যখন কারো সম্পর্কে একথা বলা হয়, 'হুয়া বায়যাতুল বালাদ' তখন এর অর্থ হয় ঃ সে উটপাখীর ডিমের মত, যাতে রয়েছে পাখির ছানা। কারণ পুরুষ উটপাখি সেক্ষেত্রে এটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে অথবা সযত্নে স্বতন্ত্রভাবে রেখে দেয়া ডিমের ন্যায় উদারতায় সে অতুলনীয়, অথবা সে প্রভু বা প্রধান, অথবা সে বালাদ এর (অর্থাৎ দেশ বা শহরের) মাঝে অতুলনীয়, যার কাছে অন্যেরা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যার কথা লোকেরা গ্রহণ করে অথবা সে একজন বিখ্যাত বা সুপরিচিত ব্যক্তি। অতএব 'বায়যুন মাকনূন' এর অর্থ হবে বেহেশতের গৌরব সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হবে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৮৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٦٠

৬০। কেবল [ক]আমাদের প্রথম মৃত্যু[২৪৮৪] ছাড়া (এবং) আমাদের আর কোন আযাব দেয়া হবে না?

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦١

৬১। [খ]নিশ্চয় এটাই (মু'মিনদের জন্য) এক বিরাট সফলতা[২৪৮৫]।'

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ٦٢

৬২। এরূপ (সফলতা অর্জনের) জন্যই সাধকদের সাধনা করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ٦٣

৬৩। আতিথেয়তা হিসাবে কি এটা উত্তম, না [গ]যাক্কুম (অর্থাৎ ফনীমনসা) গাছ[২৪৮৬]?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ٦٤

৬৪। নিশ্চয় আমরা একে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি[২৪৮৭]।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ٦٥

৬৫। নিশ্চয় এ এমন এক গাছ যা জাহান্নামের গভীরে উদ্‌গত হয়[২৪৮৮]।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ٦٦

৬৬। এর ফল যেন শয়তানদের মাথা।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٦٧

৬৭। [ঘ]অতএব নিশ্চয় তারা এ থেকে খাবে এবং এ দিয়ে নিজেদের পেট ভরাবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ٦٨

৬৮। এরপর তা (খাওয়ার) পর নিশ্চয় তাদের জন্য থাকবে তীব্র গরম পানি মিশ্রিত পানীয়।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ٦٩

৬৯। এরপর নিশ্চয় জাহান্নামের দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ٧٠

৭০। [ঙ]তারা নিশ্চয় তাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী দেখতে পেয়েছিল।

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ٧١

৭১। [চ]অতএব তাদেরই পদচিহ্নে এদেরও দৌড়ানো[২৪৮৯] হচ্ছে।

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৩৮; ৪৪ঃ৩৬; খ: ৪৪ঃ৫৮; ৬১ঃ১৩; গ.৪৪ঃ৪৪; ৫৬ঃ৫৩; ঘ.৫৬ঃ৫৪; ঙ.৭ঃ১৭৪; চ. ৪৩ঃ২৪।

২৪৮৩। এখানে প্রশ্নকারী হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি ৫২ আয়াতের বক্তারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি বেহেশ্‌তের অন্যান্য সঙ্গীদেরকে বলেছেন, আমার পুরাতন অবিশ্বাসী সঙ্গীটিকে তোমরা দেখতে চাও কি?

২৪৮৪। বেহেশ্‌তের বিশ্বাসী অধিবাসী বলছে, মানুষ কতবড় ভাগ্যবান যে সে মৃত্যুর পর অমর জীবনের অধিকারী হয়। ইহজগত থেকে বিদায় নিবার পর সে আর মৃত্যুবরণ করে না। অমরত্বের পথে তার যাত্রার না আছে বিরতি, না আছে শেষ।

২৪৮৫। 'বিরাট সফলতা' অমর জীবনের সুখভোগ এবং আবহমান কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তৃপ্তিলাভ ও আধ্যাত্মিক মনস্কামনা সিদ্ধির মাঝে মানুষ চরম সফলতা ও বিজয়কে উপভোগ করে।

২৪৮৬। 'যাক্কুম গাছ' অবিশ্বাসের বৃক্ষকে নির্দেশ করে। কুরআন সত্যিকার বিশ্বাসকে সেই পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে, যে বৃক্ষ সবসময় সুমিষ্ট ফল দান করে থাকে। (১৪ঃ২৫-২৬) এবং অবিশ্বাস বা কুফরীকে অপবিত্র বৃক্ষ বলে অভিহিত করেছে (১৪ঃ২৭)। যাক্কুমকে বিষবৃক্ষ অর্থে গ্রহণ করলে এটাই বুঝায় যে অবিশ্বাসের অভিশপ্ত বৃক্ষের ফল খেলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের অপমৃত্যু বা অবসান ঘটবে।

২৪৮৭। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষ সর্বদাই মানবের মারাত্মক দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২৪৮৮। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষের অভিশপ্ত ফল খাওয়ার অপরাধ মানুষকে দোযখের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করবে।

২৪৮৯। মানুষ সাধারণত পুরাতন রীতি-নীতি, সংস্কার ও প্রচলনের দাস হয়ে যায়। প্রচলিত প্রথা ও ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটানো এক

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

৭২। আর তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ নিশ্চয় বিপথগামী হয়েছিল,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অথচ আমরা অবশ্যই তাদের মাঝে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতএব দেখ, সতর্ককৃতদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল!

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

২ [৫৩] ৬ ৭৫। তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা ভিন্ন।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। আর নিশ্চয় নূহ্ও আমাদের ডেকেছিল এবং (দেখ) আমরা কত উত্তম সাড়া দানকারী!

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

৭৭। *আর আমরা তাকে ও তার পরিবারপরিজনকে ভীষণ অস্থিরতা থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। আর আমরা শুধু তার বংশধরকেই টিকিয়ে রেখেছিলাম[২৪৯০]।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর আমরা অনাগত লোকদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখলাম।

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾

★ ৮০। বিশ্বজগতের (লোকদের) মাঝে নূহের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾

৮২। নি:সন্দেহে সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾

৮৪। আর নিশ্চয় ইব্‌রাহীমও তার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৭৭; ২৬ঃ১২০; ৫৪ঃ১৪।

দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআনে এই কথা বার বার বলা হয়েছে, নুতন ধ্যান-ধারণার প্রতি অনীহাই মানুষের সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২৪৯০। নূহ (আঃ) মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে কোন জাতি যখন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাদের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আশপাশের অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলোর লোকসংখ্যা আনুপাতিকভাবে কমতে থাকে। নূহ (আঃ) এর বংশধররা অধিকতর সভ্য হওয়ার কারণে এবং এই জাগতিক সম্পদের দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক সম্পদশালী হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত জাতিগুলোকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٥

★৮৫। ক.(স্মরণ কর) সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সমর্পিত হৃদয় নিয়ে এল,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٦

৮৬। (এরপর) খ.সে যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বললো, 'এসব কী যেগুলোর তোমরা উপাসনা করে থাক'?

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۝٨٧

★৮৭। তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মিথ্যাকে উপাস্যরূপে চাও[২৪৯১]?

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨٨

৮৮। অতএব তোমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালককে কী মনে করে বসেছ?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ۝٨٩

৮৯। গ.এরপর সে তারকাগুলোর দিকে এক পলক তাকালো[২৪৯২]

فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ۝٩٠

৯০। এবং বললো, 'নিশ্চয় আমি অস্বস্তি বোধ করছি[২৪৯৩]।'★

فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝٩١

৯১। তখন তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝٩٢

৯২। এরপর সে চুপিসারে তাদের উপাস্যদের দিকে গেল এবং জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি খাও না?

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ۝٩٣

৯৩। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা যে কথাও বলছ না[২৪৯৪]?'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ۝٩٤

৯৪। ঘ.এরপর সে চুপিসারে ডান হাত দিয়ে এগুলোর ওপর সজোরে এক আঘাত করলো[২৪৯৫]।

দেখুন ঃ ক.২৬ঃ৯০,খ.১৯ঃ৪৩,২৬ঃ৭১,গ.৬ঃ৭৭,ঘ.২১ঃ৫৯।

২৪৯১। দেখা যায়, মানুষ অন্য একজন মানুষের উপরে ঐশী-গুণাবলী আরোপ করে তার পূজায় লেগে যায়, অথবা প্রাকৃতিক বস্তু-নিচয় যথা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদির পূজায় আগ্রহী হয়ে উঠে। এমনকি প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ দ্বারা নিজ হাতে নির্মিত পুতুলেরও পূজা করে। তাছাড়া পিতৃপুরুষগত আচার-আচরণ, চাল-চলন, কুসংস্কার এমন কি স্বকীয় বাসনা-কামনা ইত্যাদিরও পূজা করে থাকে।

২৪৯২। মনে হয় ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর স্বজাতীর লোকদের মধ্যে ঐশী-গুণাবলী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলেছিল। আলোচনায় ফলোদয় না হওয়ায় ইব্‌রাহীম (আঃ) বিষয়টাকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইলেন। তিনি আকাশে তারকার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিলেন, কথাবার্তা বহু দীর্ঘায়িত হয়েছে, রাত্রিও খুব গভীর হয়েছে। অতএব এখন বিতর্ক বন্ধ হওয়া উচিত।

২৪৯৩। কথা-বার্তা যুক্তিহীন ও বিফল পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর স্বজাতির লোকদেরকে বললেন, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। অতএব এখন তাকে একা ছেড়ে তাদের চলে যাওয়াই ভাল। 'ইন্নি সাকীম' এর অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের মিথ্যা খোদার উপাসনা দেখতে দেখতে আমি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি অথবা তোমাদের মিথ্যা উপাস্যকে খোদার মত উপাসনা করার কারণে আমি মনে খুব কষ্ট পাচ্ছি, অথবা আমি এটা ঘৃণা করি।

★[এখানে 'সাকীম' এর অর্থ অসুস্থ নয়। কেননা এর পরেই প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার মত এত বড় কাজ একজন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হতো না। 'সাকীম' এর একটি অর্থ অসন্তুষ্ট হওয়াও। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৯৪। জীবন্ত আল্লাহ্‌র সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন হলো, তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের সাথে কথা বলেন, তাদের আবেদন শুনেন এবং তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। কিন্তু যে প্রার্থনার জবাব দেয় না সেই উপাস্যতো অকর্মণ্য ও মৃত।

২৪৯৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَاَقْبَلُوْۤا اِلَیْهِ یَزِفُّوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫। (লোকেরা যখন জানতে পারলো) তখন তারা তার দিকে ছুটে এল।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬। সে (তাদের) বললো, ক.'তোমরা (নিজেরা যেগুলো) খোদাই করে বানাও তোমরা কি সেগুলোরই উপাসনা কর',

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরও এবং তোমরা যা বানাও তা-ও সৃষ্টি করেছেন[২৪৯৫-ক]?

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْیَانًا فَاَلْقُوْهُ فِی الْجَحِیْمِ ﴿۹۸﴾

৯৮। তারা বললো, 'তার জন্য তোমরা একটি চিতা (অর্থাৎ পোড়ানোর স্থান) বানাও, এরপর খ.তাকে সেই জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও।'

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَیْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِیْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯। গ.অতএব তারা তার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র আঁটলো। কিন্তু আমরা চরমভাবে তাদের লাঞ্ছিত করলাম[২৪৯৬]।

وَقَالَ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ ﴿۱۰۰﴾

১০০। ঘ.সে বললো, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে যাব। তিনি নিশ্চয় আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।'

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১। (সে বললো,) 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল (উত্তরাধিকারী) দান কর।'

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیْمٍ ﴿۱۰۲﴾

১০২। তখন আমরা তাকে এক পরম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩। এরপর সে যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো সে বললো, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখে থাকি আমি তোমাকে জবাই করছি[২৪৯৭]। অতএব চিন্তা কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী?' সে বললো, 'হে আমার পিতা! তোমাকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তুমি তা-ই কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবে।'★

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৬৭-৬৮ খ. ২১ঃ৬৯; ২৯ঃ২৫ গ. ২১ঃ৭১ ঘ. ১৯ঃ৪৯; ২৯ঃ২৭।

২৪৯৫। ডান হাত সামর্থ্য ও শক্তির প্রতীক। এই আয়াতের দ্বারা এটাই বুঝায় যে ইব্‌রাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে খুব জোরে আঘাত করলেন এবং টুকরো টুকরো করে ফেললেন। 'ইয়ামীন' শব্দ দ্বারা প্রতিজ্ঞাও বুঝায়। সে ক্ষেত্রে এই আয়াতের অর্থ হবে, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

২৪৯৫-ক। তোমাদের হাত-পা, যা দ্বারা তোমরা কাজ কর।

২৪৯৬। ইব্‌রাহীম (আঃ) এর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করলো। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে তারা ভীষণ অপমানবোধে জর্জরিত হলো।

২৪৯৭। আল্লাহ্ তাআলার আদেশক্রমে ইব্‌রাহীম (আঃ) কাকে কুরবানী রূপে পেশ করেছিলেন– ইসমাঈলকে না ইস্‌হাককে– এই বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন ইস্‌হাক (আঃ) (আদি পুস্তক-২২-২)। এই ব্যাপারে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে 'আব্রাহামকে' আদেশ করা হয়েছিল, তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করতে। কিন্তু ইস্‌হাক (আঃ) কোন কালেই তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন না। ইস্‌হাকের (আঃ) চাইতে ইসমাঈল (আঃ) ১৩ বৎসরের বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি ইব্‌রাহীম (আঃ) এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র সন্তান হিসাবে তিনি পিতার কাছে অত্যধিক আদরের ছিলেন। অতএব এটাই যুক্তি-যুক্ত, আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌রাহীম (আঃ)কে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন খৃষ্টান পাদ্রী অনর্থক বলে থাকেন, ইসমাঈল দাসীর পুত্র হওয়াতে

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

★১০৪। এরপর তারা উভয়ে যখন (আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম) তাকে (মাটিতে) উপুড় করে শোয়ালো★

فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ

১০৫। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইব্‌রাহীম!

وَنَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ।' নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

১০৭। নিশ্চয় এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓـؤُا الۡمُبِيۡنُ

১০৮। আর আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে বাঁচালাম[২৪৯৮]।★

وَفَدَيۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ

তাঁর মাঝে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল এবং ইস্‌হাক স্বাধীনা রমনীর সন্তান হওয়াতে তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (গালাতীয় ৪ঃ২২-২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে হযরত ইসমাঈলের মা হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, হযরত ইসমাঈলকে বারংবার ইব্‌রাহীমের (আঃ) পুত্র বলা হয়েছে, যেরূপ ইস্‌হাককে (আঃ) বলা হয়েছে (আদি পুস্তক-১৬ঃ১৬, ১৭ঃ২৩, ২৫)। তা ছাড়া একই ধরনের 'বিরাট-ভবিষ্যতের' প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইসমাঈল ও ইস্‌হাক উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক-১৬ঃ১০, ১১, ১৭ঃ২০)।

বাইবেলে 'মারওয়া' পাহাড়কে 'মোরিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসমাঈল নামের স্থলে ইস্‌হাক বসানো হয়েছে। 'মারওয়া' মক্কার অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর শিশু-পুত্র ইসমাঈলসহ হযরত হাজেরাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। 'মারওয়া' এর স্থলে 'মোরিয়া' আর ইসমাঈলের স্থলে ইস্‌হাক এই দুশব্দ বদল ছাড়া বাইবেলে সমর্থনের নিমিত্ত আর এমন কিছু নেই, যা দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে, ইস্‌হাকই ছিলেন কুরবানীকৃত পুত্র, ইসমাঈল নন। প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো, ইস্‌হাককেই কুরবানী দেয়া হয়েছিল বলে ইহুদী ও খৃষ্টানরা মনে করলেও তাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এতবড় একটা ঘটনার কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না। তারা যা বলে তা যদি সত্যই হতো তাহলে তারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্মৃত হতো না। কোন না কোনভাবে তা ধর্মাচারে জাগরূক রাখতো। অপরদিকে হযরত ইসমাঈলের আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানেরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ইসমাঈলের ঐ কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করে যিলহজ্জ মাসের দশম দিনে সারাবিশ্বে তুমুল সাড়া জোগিয়ে তোলে। মুসলমান কর্তৃক গরু, দুম্বা, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এই সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের উর্ধ্বে এবং এটা প্রমাণ করে যে হযরত ইব্‌রাহীম কুরবানীর জন্য ইস্‌হাককে নয় বরং ইসমাঈলকেই পেশ করেছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)কে তাঁর স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করতে হয়নি, যদিও তিনি ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আক্ষরিকভাবে তা পালন করতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধু-ধু উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন।

এই যে বীরত্বের কার্য, এরই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রয়েছে। প্রথমে ইব্‌রাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর ঠিক মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম! হুকুম পালন করা হয়ে গেছে– এই দুনির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে এখন থেকে মানুষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হলো। কেননা সেকালে এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

★[এ আয়াতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর নিজ পুত্র ইসমাঈলকে বাহ্যিকভাবে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) তাঁর পুত্রকে জবাই করছেন –এ স্বপ্ন একবারই দেখেননি বরং বার বার দেখেছিলেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে জবাই করার অর্থ তাঁর ধারণায় এসে গেলেও তিনি ততক্ষণ তাঁর পুত্রের প্রাণ হরণের কথা প্রকাশ করেননি যতক্ষণ তিনি (অর্থাৎ ইসমাঈল) নিজেই স্বেচ্ছায় এ জন্য প্রস্তুত হননি, যেভাবে 'ফালাম্মা বালাগা মাআহুস্ সাইয়া' আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে'-সে যখন দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌছলো এবং তাঁর (আ:) সাথে পরিশ্রমের কাজ করতে শুরু করলো। কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই-ই ছিল, ইসমাঈল (আ:)কে পানি ও জনমানবহীন উপত্যকায় ছেড়ে আসতে হবে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা এই স্বপ্ন বাহ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছিলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, তুমি পূর্বেই এ স্বপ্ন পূর্ণ করে দিয়েছ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৯৮। ইসমাঈল (আঃ)কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে রূপ দেয়া হয়েছে। আয়াতটি থেকে আরো বুঝা যায়, ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলে দেয়া হলো।

★['যিবহীন আযীম'-অর্থাৎ মহান কুরবানী বলতে বুঝানো হয়েছে খোদার পথে আত্মত্যাগকারী সব সম্মানিত নবীর মাঝে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে মহান সত্তা। তাঁর আগমন হযরত ইসমাঈল (আ:) এর বেঁচে যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১০৯। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখলাম[২৪৯৯]।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٩﴾

১১০। ইব্‌রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٠﴾

১১১। এরূপেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١١﴾

১১২। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩। ক.আর আমরা তাকে ইস্‌হাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম। সে (ছিল) নবী (ও) সৎকর্মশীলদের একজন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٣﴾

★ ১১৪। আর আমরা তাকে[২৫০০] ও ইসহাককে কল্যাণে ভূষিত করেছিলাম। আর খ.উভয়ের প্রজন্মের অনেকে ছিল সৎকর্মশীল এবং অনেকে ছিল প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ওপর অত্যাচারী।★

৩ [৩৯] ৭

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٤﴾ ع

১১৫। গ.আর নিশ্চয় আমরা মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٥﴾

১১৬। ঘ.আর আমরা তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে এক চরম দু:খদুর্দশা থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৭। আর আমরা তাদের (সবাইকে) সাহায্য করেছিলাম। এর ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল।

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٧﴾

★ ১১৮। আর আমরা সন্দেহাতীতভাবে এক স্বচ্ছ কিতাব তাদের দিয়েছিলাম।

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯। আর আমরা তাদের উভয়কে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেছিলাম।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٩﴾

১২০। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাদের সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৭২; ১৯ঃ৫০; ২১ঃ৭৩; ২৯ঃ২৮ খ. ৫৭ঃ২৭ গ. ২০ঃ৩১; ২৮ঃ৩৫ ঘ. ২৬ঃ৬৬।

২৪৯৯। এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মাহাত্ম্যের আর কী হতে পারে যে তিন তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁকে আপন পিতৃপুরুষ বলে গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হলো, ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম।

২৫০০। 'আর আমরা তাকে ও ইসহাককে কল্যাণে ভূষিত করেছিলাম' দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশকে ইসলামের মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত করার কথা বলা হয়েছে। কেননা হযরত ইস্‌হাকের নাম ও তাঁর আশিসপ্রাপ্তি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

★['যালিম' (অত্যাচারী) ও 'যুলুম' (অত্যাচার) শব্দ দুটি কুরআন করীমে বিনা ব্যতিক্রমে সব সময় দোষ বা অপরাধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। যখন এ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন শব্দ দুটি সরলসুদৃঢ় পথ থেকে সব ধরনের বিচ্যুতিকে বুঝায়। তথাপি কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেখানে এ শব্দ দুটি প্রশংসা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আল ফাতির এর ৩৩ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট, আল্লাহ্‌ তাঁর মনোনীত

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। মূসা ও হারূনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। নিশ্চয় তারা উভয়ে আমাদের মু'মিন বান্দা ছিল।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। আর নিশ্চয় ইলিয়াসও[২৫০১] রসূলদের একজন ছিল।

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। (স্মরণ কর) সে যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?'

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। তোমরা কি 'বা'ল'(মূর্তিকে)-[২৫০২] ডাক এবং পরিত্যাগ কর সর্বোত্তম স্রষ্টা

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭। আল্লাহ্কে, যিনি তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮। এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং (আযাবের জন্য) অবশ্যই তাদের উপস্থিত করা হবে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯। তবে আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের কথা ভিন্ন।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছিলাম।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১। 'ইলিয়াসীন'এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক[২৫০৩]!★

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন।

বান্দাদের মাঝে এমন সব ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা 'যালিমুল্লি নাফসিহী' (অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে চেষ্টাসাধনা করতে গিয়ে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে)। একই শ্রেণীতে যারা তুলনামূলকভাবে ওপরের স্তরে রয়েছে তাদের 'মুখতাসীর' (মধ্যপন্থী) ও 'সাবিক বিল খায়রাত' (পুণ্য কাজে অগ্রগামী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আল ফাতির: ৩৩)।

অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে সৎকাজ করার জন্য নিজের প্রতি কিছুটা কঠোর ও নির্দয় হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা আল্লাহ্র খাতিরে তা করে তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তথাপি তাদের 'যালিমুল্লি নাফসিহী' (নিজেদের প্রতি অত্যাচারী) বলা হয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫০১। হযরত ইলিয়াস বা এলিজা খৃষ্টপূর্ব ৯০০ সালে জর্ডন নদীর পূর্ব তীরে গিলিয়াদ্ নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন।

২৫০২। 'বা'ল' একটি মূর্তির নাম যেটাকে ইলিয়াস নবীর জাতি পূজা করতো। এই জাতি সূর্যের উপাসক ছিল। সিরিয়ায় বা'ল বাক্ক (লেইন) নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা সূর্য দেবতাকে পূজা করতো। বা'ল ঐ সূর্য-দেবতার নামও হতে পারে।

২৫০৩। 'ইলিয়াস' এরই অন্য রূপ 'ইলিয়াসীন' হতে পারে, যেমন সীনা (২৩:২১) শব্দেরই অপর রূপ সিনীন (৯৫:৩)। অথবা এটি ইলিয়াস শব্দের বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ইলিয়াস ও তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝাতে পারে।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৩৪। [ক]আর নিশ্চয় লূতও ছিল রসূলদের একজন।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। [খ](স্মরণ কর) আমরা যখন তাকে ও তার পরিবারপরিজনের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম,

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। [গ]পশ্চাতে অবস্থানকারী এক বৃদ্ধা ছাড়া।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। [ঘ]এরপর আমরা অন্যান্যদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। [ঙ]আর নিশ্চয় তোমরা (কখনো) ভোর বেলায় তাদের (ধ্বংসাবশেষের) ওপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٨﴾

৪ [২৫] ৮

১৩৯। এবং (কখনো) রাতের বেলায়ও (যাতায়াত করে থাক)[২৫০৪]। তথাপি তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٩﴾ ع

১৪০। [চ]আর নিশ্চয় ইউনুসও[২৫০৫] ছিল রসূলদের একজন।

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। (স্মরণ কর) সে যখন ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে গেল[২৫০৬]।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤١﴾

★ ১৪২। এরপর সে নৌকায় (তার সহযাত্রীদের ডাকে) লটারীতে অংশ নিল এবং হেরে গেল।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। অত:পর একটি মাছ তাকে গিলে ফেললো। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিতে লাগলো।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৮১; ২৬ঃ১৬১; ২৯ঃ২৯ খ. ২৬ঃ১৭১; ২৯ঃ৩৩; ৫১ঃ৩৬ গ. ৭ঃ৮৪; ১১ঃ৮২; ১৫ঃ৬১; ২৭ঃ৫৮ ঘ. ২৬ঃ১৭৩; ঙ. ১৫ঃ৭৭ চ. ২১ঃ৮৮; ৬৮ঃ৪৯।

★[এ আয়াতে 'ইলিয়াস' এর পরিবর্তে 'ইলিয়াসীন' বলা হয়েছে। তফসীরকারগণ এর একটি অর্থ করে থাকেন, ইলিয়াস ৩ জন ছিলেন। কেননা তিনের কম সংখ্যার জন্য বহুবচন রূপে 'ইলিয়াসীন' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু হিব্রু বাগধারায় সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে একজনের জন্যেও বহুবচন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের কিতাবে মহানবী (সা:) এর নাম 'মুহাম্মদ' বলা হয়নি, বরং তাঁর নাম লেখা হয়েছে 'মুহাম্মাদিম'। এলীয় অর্থাৎ ইলিয়াসও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বলে তাঁর নামও বহুবচনে লেখা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫০৪। সদোম ও ঘমোরা যে দুটি শহরে লূত (আঃ) আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতেন, আরবের বাণিজ্য বহরগুলো সিরিয়া যাওয়ার পথে দিনে ও রাত্রে সেই শহর দুটি অতিক্রম করতো। শহর দুটি ছিল সদর রাস্তার উপরে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, শহরগুলো যে রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল সেই রাস্তাগুলো এখনো বিদ্যমান আছে (১৫ঃ৭৭)।

২৫০৫। ইউনুস নবী ছিলেন ইসমাঈল বংশীয় এবং প্রায় ৯০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দ্বিতীয় জেরোবোয়াম অথবা জেহোয়াহাযের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন (দেখুন ৬ঃ৮৭, ৮৮)।

২৫০৬। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ইউনুস (আঃ)কে নিনেভাতে প্রচার করবার জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করলেন। তিনি সেখানকার ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে "উচ্চ আওয়াজ" তুলতে আদিষ্ট হলেন। কিন্তু তিনি তা না করে "সদা প্রভুর সম্মুখ হতে তর্শীশে পালাইয়া যাইবার নিমিত্তে উঠিলেন" (যোনা-১ঃ৩)। বাইবেলের এই বর্ণনাকে কুরআন অসত্য বিবেচনা করে। কেননা আল্লাহ্র একজন নবীর প্রতি এরূপ কথা আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, তাঁর জাতি আল্লাহ্র বাণীকে অগ্রাহ্য করার কারণে তিনি উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে যান।

১৪৪। আর সে যদি (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের একজন না হতো

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। তা হলে সে পুনরুত্থিত হওয়ার দিবস পর্যন্ত অবশ্যই এর পেটে পড়ে থাকতো।

لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এরপর আমরা তাকে ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় এক খোলা মাঠে নিক্ষেপ করলাম।

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। আর আমরা তাকে ঢেকে দেয়ার জন্য কদু জাতীয় এক গাছ উ গত করলাম।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। আর আমরা তাকে এক লাখ বা এর কিছু বেশি সংখ্যক (লোকের) কাছে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছিলাম।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। [ক]সুতরাং তারা ঈমান আনলো। আর আমরা এক মেয়াদ পর্যন্ত তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিলাম।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٩﴾

১৫০। [খ]অতএব তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর,[২৫০৬-ক] কন্যারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের জন্য এবং পুত্ররা তাদের জন্য[২৫০৭]?

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। [গ]আমরা (কি) ফিরিশ্‌তাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তারা (কি) এর সাক্ষী ছিল?

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥١﴾

★ ১৫২। সাবধান! নিশ্চয় এটা তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা যখন তারা বলে,

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। 'আল্লাহ্ পুত্র জন্ম দিয়েছেন'। আর নি:সন্দেহে তারাই মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। [ঘ]তিনি কি পুত্রদের পরিবর্তে কন্যাদের বেছে নিয়েছেন?

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। তোমাদের কী হয়েছে? এটা তোমাদের কেমন বিচার?

مَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯৯. খ. ৬ঃ১০১; ১৬ঃ৫৮; ৪৩ঃ১৭; ৫২ঃ৪০; ৫৩ঃ২২; গ. ১৭ঃ৪১; ৩৭ঃ১৫১; ৪৩ঃ২০. ঘ. ৪৩ঃ১৭; ৫৩ঃ২২।

২৫০৬-ক। 'তাদের' অর্থ মক্কার অবিশ্বাসীদের।

২৫০৭। আরববাসীরা ফিরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র শক্তির অধিকারী মনে করতো এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা মনে করতো। এস্থলে এই ধরনের যে অংশীবাদিতা বা শিরক করা হতো, এরই নিন্দা করা হয়েছে।

১৫৭। অথবা [ক]তোমাদের কাছে কি কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ আছে?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। সুতরাং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের কিতাব[২৫০৮] নিয়ে আস।

فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٨﴾

★ ১৫৯। [খ]আর তাঁর ও জিনদের মাঝে এক রক্তের সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা দাবী করে। অথচ জিনরা ভালভাবে জানে, (তাঁর সামনে) তাদের(ও) হাযির করা হবে।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। তারা যা বর্ণনা করছে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দারা (এক্ষেত্রে) ব্যতিক্রম।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২। সুতরাং (জেনে রাখ) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর,

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তোমরা (সবাই মিলে) তাঁর বিরুদ্ধে (কাউকে[২৫০৯]) বিপথগামী করতে পারবে না,

مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। কেবল তাকে ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবেই।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। আর (ফিরিশ্তারা বলবে), 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত অবস্থান[২৫১০]।'

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। আর নিশ্চয় আমরা সবাই (আল্লাহ্‌র সামনে) সারিবদ্ধ হয়ে আছি।

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। [গ]আর নিশ্চয় আমরা সবাই (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। আর তারা (অর্থাৎ কাফিররা) অবশ্যই বলতো,

وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ৩৯. খ. ৬ঃ১০১. গ. ২ঃ৩১;২১ঃ২১; ৪১ঃ৩৯।

২৫০৮। কোন ঐশী কিতাবেই ঘৃণাক্ষরেও এরূপ নির্বোধ ও জঘন্য মত পোষণ করা হয়নি।

২৫০৯। তাদের মত একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী লোকদেরকেই ভূত-প্রেতরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, কিন্তু তারা ধর্মপরায়ণ লোকদের উপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব খাটাতে পারে না।

২৫১০। অনেকে মনে করেন, এখানে ফিরিশ্তার কথা বলা হয়েছে। অন্যরা মনে করেন, এখানে বিশ্বাসীদের কথা বলা হয়েছে।

১৬৯। 'আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশবাণী (এসে) থাকতো

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। তাহলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা হয়ে যেতাম।'

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। অতএব (এখন যেহেতু) তারা তাঁকে অস্বীকার করলো, তাই তারা অবশ্যই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২। আর নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের (এ) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। [ক] নিশ্চয় তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। আর নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই (অর্থাৎ মু'মিনদের দলই) অবশ্যই বিজয়ী হবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা কর

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাক। এরপর তারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখে নিবে।

وَّأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। [খ] এরপরও তারা কি আমাদের আযাব তরান্বিত করতে চায়?

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। কিন্তু সেই (আযাব) যখন তাদের উঠানে[২৫১১] অবতীর্ণ হবে তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত অতি মন্দ হবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা কর

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٩﴾

১৮০। এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাক। এরপর তারাও অবশ্যই (নিজেদের পরিণাম) দেখে নিবে।

وَّأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৫২; ৫৮ঃ২২ খ. ২২ঃ৪৮; ২৭ঃ৭২; ২৯ঃ৫৪।

২৫১১। এটি মক্কা-পতনের দিনকে নির্দেশ করেছে বলে মনে হয়। মক্কার মুশরিকদের জন্য ঐ দিনটি একটি ভীষণ দুর্দিন ছিল। দশ সহস্রের মুসলমান বাহিনী বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। যেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো এবং ইসলাম অবিশ্বাসীদের উপরে গৌরবময় সফলতা লাভ করলো, তাই তাদের মর্মবেদনা ও লাঞ্ছনার পেয়ালা পূর্ণ হলো।

سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۱﴾

১৮১। তারা যা বর্ণনা করছে সম্মান ও শক্তির অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ থেকে পবিত্র।

وَسَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۸۲﴾

১৮২। আর [ক]সব রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক[২৫১২]!

وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۸۳﴾

৫ [৪৪] ৯

১৮৩। [খ]আর সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৬০ খ. ১ঃ২; ৬ঃ৪৬।

২৫১২। এখানে মহানবী (সাঃ) এর কথাই বলা হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সকল নবী-রসূলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সূরা সাদ-৩৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়তী জীবনের প্রাথমিক বৎসরগুলোর মধ্যেই মক্কায় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। বায়হাকী ও ইবনে মারদাওয়াই বলেন, ইব্‌নে আব্বাস এই মত পোষণ করতেন এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর আলেমগণ তার এই অভিমতের সাথে একমত ছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা সাফ্‌ফাতের সাথে এই সূরাটির মিল রয়েছে। সূরা সাফ্‌ফাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা অত্যন্ত জোরে শোরে ঘোষণা করেনঃ আল্লাহ্‌র সৈনিকরাই বিজয়ী হবে এবং যেদিন অবিশ্বাসীদের দোর গোড়ায় আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হবে, সেদিনটি তাদের জন্য হবে একটি কৃষ্ণ দিবস। এই সূরাটিও একই ধরনের শক্তিশালী ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে যে সত্যবাদী আল্লাহ্‌র অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বাসীগণ ধনে-জনে, মানে- সম্ভ্রমে ও শক্তি-সামর্থ্যে উন্নত হয়ে উঠবে আর সাথে সাথে অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীরা অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে।

বিষয়বস্তু

প্রারম্ভেই আল্লাহ্‌ তাআলা পাক কুরআনের কসম খেয়ে ঘোষণা করছেন, কুরআনকে জীবনের সারথী বানিয়ে এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে বিশ্বাসীরা গৌরব ও সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের জন্য সম্মানিত স্থান করে নিবে। এই ঘোষণাতে আরো বলা হয়েছে, মক্কার অবিশ্বাসীরা তোতা পাখীর মত বার বার বলছে তাদেরই মত একজন মানুষের কথায় তারা নিজেদের দেব-দেবীর উপাসনা কখনো ছেড়ে দিতে পারে না। এই বোকামীপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তরে বলা হচ্ছেঃ 'তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে বলে যে দাবী করে তা কখন হতে শুরু হয়েছে ? এটা তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকার যে তাঁর সৃষ্ট-জীবের কাছে তাঁর ইচ্ছাকে বহন করে পৌছে দেবার জন্য তিনি স্বয়ং যাকে যোগ্য মনে করেন তাকেই মনোনয়ন দান করেন এবং এখন সে কাজের জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে মনোনয়ন দান করেছেন।' তোহীদবাদী মু'মিনরা শক্তি, ধন ও সম্মানে ভূষিত হবে এবং অবিশ্বাসী কুচক্রীরা পরাজয় ও অপমান বরণ করবে, জোরালোভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পর সূরার সূচনাতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান নবীদ্বয়ের (আঃ) বাদশাহীর সময়ে ইসরাঈলী জাতি যে গৌরবময় উন্নতি সাধন করেছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে, দাউদ নবীর (আঃ) গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। অতঃপর হযরত সোলায়মান নবীর রাজত্বকালে যখন ইসরাঈলীরা জাগতিক উন্নতির চরম সীমায় পৌছে সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়াগড়ি যেতে লাগলো তখনই অধঃপতন ও সংহতি হরণের বীজ উপ্ত হলো। পরোক্ষভাবে মহানবী (সাঃ)কে বলা হলো, তাঁর ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শত্রুরা ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে তাঁর জীবন নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে এবং ইসলামকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু তাদের এই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইসলাম উত্তরোত্তর উন্নতি ও শক্তি অর্জন করতে থাকবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে তারা ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে এবং দেখতে পাবে যে তাদের চরম উন্নতির সময় অশুভ শক্তিসমূহ তাদের ঐক্য, সংহতি ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করে তুলবে। অতঃপর আইউব (আঃ) এর কথা উল্লেখপূর্বক বলা হলো, তিনি কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ সাময়িক দুঃখ-কষ্ট স্বল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হয়েছিল এবং তাঁর ক্ষতিসমূহ দ্বিগুণভাবে পূরণ করা হয়েছিল। আইউব (আঃ) এর উল্লেখের পরে সংক্ষিপ্তভাবে হযরত ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, ইলইয়াস এবং যুল-কিফ্‌ল (আঃ) নবীগণের নাম উল্লেখ করে বলা হলো, যেসব সৎলোক তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জীবন-পথে অগ্রসর হবে তারা আল্লাহ্‌র অশেষ ও অফুরন্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হবে। সূরার শেষাংশে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে, যখনই মানুষ সত্য ভ্রষ্ট হয় এবং সততার পথ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং মিথ্যা উপাস্যের পূজায় লেগে যায় তখনই তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনার দিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটে থাকে। তখন অন্ধকারের সন্তানেরা তাঁর পথে বাধা-বিঘ্ন ও অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে এবং মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে মোহিত করে সত্য খোদার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সত্য এই সব বাধা-বিঘ্নকে ডিঙ্গিয়ে জয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয়।
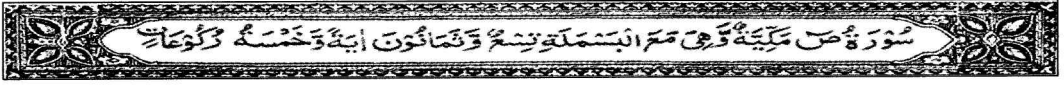
সূরা সাদ-৩৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ②

২। [খ]সাদিকুল ক্বওল অর্থাৎ সত্যভাষী[২৫১৩]। উপদেশপূর্ণ[২৫১৪] কুরআনের কসম!

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ③

৩। কিন্তু যারা অস্বীকার করে তারা (মিথ্যা) অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে[২৫১৫]।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ④

৪। তাদের পূর্বে [গ]কত জাতিকেই আমরা ধ্বংস করেছি! তখন তারা (সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল, অথচ সে সময় উদ্ধারের কোন পথই খোলা ছিল না[২৫১৬]।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ⑤

৫। [ঘ]আর তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী আসায় তারা অবাক হলো। আর কাফিররা বললো, 'এ একজন যাদুকর (ও) বড় মিথ্যাবাদী।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ⑥

★৬। সে কি সব উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এটা সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার (যা আমরা শুনেছি)।'

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ⑦

★৭। এতে তাদের নেতারা যুক্তি দেখিয়ে তাদের (উপদেশ দিল), 'যাও, [ঙ]তোমাদের উপাস্যদের আঁকড়ে ধরে থাক। এটাই অধিক কাম্য'।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪৩ঃ৪৫ গ. ৬ঃ৭; ১৯ঃ৭৫; ৩৬ঃ৩২; ৫০ঃ৩৭ ঘ. ৭ঃ৬৪ ঙ. ৭১ঃ২৪।

২৫১৩। 'সাদ' 'সাদেক' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মর্ম হতে পারে 'সত্যবাদী আল্লাহ্', 'আমি আল্লাহ্ সত্যবাদী' অথবা 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন।'

২৫১৪। সত্যবাদী আল্লাহ্ কুরআনের শপথ নিয়ে বলছেন, হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর অনুসারীরা কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে এবং কুরআনকে জীবন-দিশারী করে জীবন পথে অগ্রসর হলে উন্নতির পর উন্নতি করবে এবং বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে এক সম্মানিত মর্যাদার আসন লাভ করবে। 'যিক্‌র্' শব্দের এক অর্থ সম্মান ও মর্যাদা (লেইন)।

২৫১৫। পাপ ও অস্বীকারের মূল শিকড় হলো মিথ্যা অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য। শয়তানের (ইবলীসের) প্রথম পাপ-কর্ম এটাই ছিল যে সে নিরর্থক আত্মগরিমায় নিমগ্ন হয়ে নিজেকে 'আদম' থেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করলো এবং আদমের আনুগত্য স্বীকার করাকে অপমানজনক মনে করলো। "আমি তার চাইতে উত্তম" (৭ঃ১৩) এই অহমিকা ও কু-ধারণাই অবিশ্বাসীদেরকে সমাগত নবীর সত্যতাকে স্বীকার করতে বাধা দেয়।

২৫১৬। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, "লাতা" আদতে "লাইস"। অন্যেরা মনে করেন, স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত 'তা' না-বোধকে 'লা' এর সাথে যোগ করা হয়েছে এই জন্য যে 'না' কথাটা যেন অধিক শক্তিশালী হয়। জ্ঞানীদের তৃতীয় দল মনে করেন, এই শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন শব্দ, লাইসা বা 'লা' থেকে উদ্ভূত শব্দ নয়। এই ব্যাপারে চতুর্থ একটি মতও আছে। এই অভিমত অনুযায়ী এটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ বটে, তবে একটি শব্দাংশও, যথা না-বোধক 'লা' এবং 'তা', 'হীনা' শব্দের পূর্বে যোজিত অবস্থা। এই 'লাতা' শব্দটি পূর্বে সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা অন্য কোন সমার্থক শব্দের সঙ্গে একযোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

★ ৮। [ক]আমরা অন্য কোন ধর্মে[২৫১৭] এরূপ কথা কখনো শুনিনি। এটা মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٨

★ ৯। [খ]আমাদের সবার মাঝ থেকে কি কেবল তারই কাছে উপদেশবাণী অবতীর্ণ হয়েছে? আসলে তারা আমার উপদেশবাণী সম্পর্কে সন্দেহে রয়েছে। বরং এখনো তারা আমার আযাবের স্বাদ ভোগ করেনি।

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٩

১০। তাদের কাছে কি [গ]তোমার মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম দানশীল প্রভু-প্রতিপালকের কৃপার ভান্ডারসমূহ আছে?

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝١٠

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর (সব কিছুর) আধিপত্য কি তাদের রয়েছে? তাহলে তারা সব চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে দেখে নিক[২৫১৮]।

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۟ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١١

১২। [ঘ](এরাও) বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে (গঠিত) একটি বাহিনী, যাদের সেখানে পরাজিত করা হবে[২৫১৯]।

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١٢

★ ১৩। [ঙ]তাদের বহু পূর্বে নূহের জাতি, আদ (জাতি) এবং সেনা ছাউনীর[২৫২০] অধিকারী ফেরআউনও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٣

★ ১৪। আর সামূদ ও লূতের জাতি এবং [চ]জঙ্গলের অধিবাসীরাও (প্রত্যাখ্যান করেছিল)। এরাই সেইসব দল (যাদের চরমভাবে পরাজিত করা হয়েছিল)।

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝١٤

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ২৫ খ. ৫৪ঃ২৬ গ. ১৭ঃ১০৪; ৫২ঃ৩৮ ঘ. ৫৪ঃ৪৬ ঙ. ৯ঃ৭০; ৪০ঃ৩২; ৫০ঃ১৩ চ. ১৫ঃ৭৯; ২৬ঃ১১৭; ৫০ঃ১৫।

২৫১৭। 'অন্য কোন ধর্মে' বলতে খৃষ্ট-ধর্ম অথবা মক্কার পৌত্তলিক-ধর্ম অথবা ইস্‌লাম-পূর্ব যে কোন ধর্মকেই বুঝাতে পারে। কারণ প্রাক্ ইসলামী কোন ধর্মেই তৌহীদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হয়নি।

২৫১৮। অবিশ্বাসীরা তাদের সর্বশক্তি মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেখতে পারে। এমনকি তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করেও তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কৃতকার্য হতে পারবে না।

২৫১৯। এই আয়াতটিতে যুগপৎ একটি চ্যালেঞ্জ ও একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। চ্যালেঞ্জটি হলো, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা নিজ নিজ জাতির শক্তি ও সামর্থ্যসমূহ একত্রিত করে সকলে মিলে একযোগে মিত্রশক্তি গঠন কর এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আস। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি হলোঃ যদি তোমাদের এই সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখাও তাহলে তোমরা শোচনীয়ভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। শক্তিশালী এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অতি মহিমার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল খন্দকের যুদ্ধের সময়।

২৫২০। 'আওতাদুল আরয্' অর্থ পর্বতমালা। 'আওতাদুল বিলাদ' মানে শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। আর এখানে 'যুল আওতাদ' এর অর্থ দাঁড়াবে বৃহৎ সেনাবাহিনীর শূল বা কীলকের অধিপতি' (আকরাব)।

★ ১৫। (এরা) সবাই বিনা ব্যতিক্রমে রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ক.অতএব আমার শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়লো। ১ [১৫] ১০	اِنۡ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿۱۵﴾
★ ১৬। তারা কেবল এক দীর্ঘস্থায়ী তীব্র আর্তনাদের অপেক্ষা করছে যার মাঝে কোন বিরতি থাকবে না[২৫২১]।	وَمَا يَنۡظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنۡ فَوَاقٍ ﴿۱۶﴾
১৭। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! খ.হিসাব দিবসের পূর্বেই আমাদের (শাস্তির) অংশ শীঘ্র আমাদের দিয়ে দাও।'	وَقَالُوۡا رَبَّنَا عَجِّلۡ لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ يَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿۱۷﴾
★ ১৮। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর প্রবল শক্তির অধিকারী[২৫২২] আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর। নিশ্চয় সে (আল্লাহ্‌র দিকে) সব সময় বিনত থাকতো।	اِصۡبِرۡ عَلٰى مَا يَقُوۡلُوۡنَ وَاذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَيۡدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۱۸﴾
★ ১৯। গ.নিশ্চয় আমরা পাহাড়পর্বতকে (তার) সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম। তারা গোধূলিলগ্নে ও উষাকালে তার সাথে (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।★	اِنَّا سَخَّرۡنَا الۡجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحۡنَ بِالۡعَشِىِّ وَالۡاِشۡرَاقِ ﴿۱۹﴾
★ ২০। আর একত্র করা পাখিদেরকেও (আমরা তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলাম)। প্রত্যেকেই তাঁর দিকে বিনত থাকতো।★★	وَالطَّيۡرَ مَحۡشُوۡرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۲۰﴾
★ ২১। আর আমরা তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং ঘ.তাকে প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তিসম্পন্ন বক্তব্য রাখার (প্রতিভা) দিয়েছিলাম।	وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهٗ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ الۡخِطَابِ ﴿۲۱﴾
২২। আর তোমার কাছে কি বিবদমান (লোকদের) খবর পৌঁছেছে যখন তারা প্রাচীর টপ্‌কে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল?	وَهَلۡ اَتٰٮكَ نَبَؤُا الۡخَصۡمِ ۘ اِذۡ تَسَوَّرُوا الۡمِحۡرَابَ ﴿۲۲﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৮০; ২৬ঃ১৯০; ৫০ঃ১৫ খ. ১৭ঃ১৯ গ. ২১ঃ৮০; ৩৪ঃ১১ ঘ. ২ঃ২৫২।

২৫২১। 'ফাওয়াক' ঐ সময়টুকুকে বুঝায়, যা দুটি দুগ্ধ-দোহনের মধ্যে অতিবাহিত হয়, শিশুকে দুবার দুগ্ধ খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়কেও 'ফাওয়াক' বলা হয়, দুধ দোহাবার সময় বাঁট টেনে পুনরায় বাঁট ধরা অর্থাৎ দুবার বাঁট-টানার মধ্যবর্তী সময়টুকু 'ফাওয়াক' (লেইন)।

২৫২২। দাউদ, সোলায়মান এবং আইউব (আঃ) এই তিনজন নবী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাদের ধন ছিল, প্রভাব ছিল। এই জন্যই হয়তো কুরআনে প্রায়শ তাদেরকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (৪ঃ১৬৪; ৬ঃ৮৫; ২১ঃ৮০-৮৪)।

★ ['জিবাল' (অর্থাৎ পাহাড়) শব্দটি শক্তিশালী পাহাড়ী গোত্রগুলোর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। দাউদ (আ:) এদের বশীভূত করেছিলেন। অথবা এ শব্দটি পাহাড়পর্বতের খনিজ সম্পদের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে। তাঁর সময় এ সম্পদ সুচারুরূপে কাজে লাগানো হয়েছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★ ['আতত্বয়ের' (অর্থাৎ পাখিরা) শব্দটি দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবান লোকদের বুঝায়, যারা তাদের মহৎ কর্মের পাখায় উঁচুতে উড়ে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২৩। তারা যখন দাউদের সামনে এল তখন সে তাদের দরুন ঘাবড়ে গেল। তারা বললো, "ভয় করো না। (আমরা) দুটি বিবদমান দল। আমরা একে অন্যের অধিকার হরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার কর এবং অবিচার করো না। আর তুমি আমাদের সঠিক পথনির্দেশনা দাও[২৫২৩]।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৪। এ হলো আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি ভেড়ি আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি ভেড়ি। তথাপি সে বলে, 'এটাও আমার মালিকানায় দিয়ে দাও'। আর আমাকে সে তর্কে পরাস্ত করে দেয়[২৫২৪]।"

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

২৫। সে (অর্থাৎ দাউদ) বললো, 'সে তোমার ভেড়িটিকে তার ভেড়িগুলোর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে অবশ্যই তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। নিশ্চয় এমন অনেক অংশীদার রয়েছে যারা একে অপরের প্রতি অবিচার করে। তবে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। আর দাউদ বুঝে গেল আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। সুতরাং সে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বিনত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ও তওবা করলো[২৫২৫]।

সিজদা-১০

২৫২৩। দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)এর সময়ে ইসরাঈল জাতির প্রতাপ ও ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করতে, প্রজাবৃন্দের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ছড়াতে ক্রটি করতো না। এমন কি কতিপয় দুষ্ট লোক দাউদ (আঃ)কে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল। এই আয়াতে এরূপ একটি হত্যা-প্রচেষ্টারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দুজন শত্রু অতর্কিত হামলা করার উদ্দেশ্যে দেয়াল টপ্‌কিয়ে তাঁর খাস-কামরায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু তাঁকে সতর্ক অবস্থায় দেখে এবং নিজেদের ফন্দী ফাঁস হয়ে যাবে মনে করে তারা দাউদ (আঃ)কে আশ্বস্ত করার মানসে নিজেদেরকে বিচার-প্রার্থী বাদী-বিবাদী দুভাই বলে মিথ্যা পরিচয় দেয় এবং বিচার প্রার্থনা করে। দাউদ (আঃ) তাদের অসদুদ্দেশ্য ঠিকই বুঝলেন এবং কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন।

২৫২৪। এই আয়াতে উল্লেখিত দুভাইয়ের আকস্মিকভাবে বানানো গল্পটির উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদ (আঃ)কে সম্পূর্ণ সতর্ক দেখে তারা মুহূর্তের মধ্যে গল্পটি বানিয়ে বললো, যাতে দাউদ (আঃ) এর সংশয় ও ভীতি দূর হয়ে যায় এবং তিনি স্বস্তি লাভ করেন।

২৫২৫। এই দুই অনধিকার প্রবেশকারীর বাদী-বিবাদী রূপ ধারণ যে একটা ধোঁকাবাজী মাত্র তা দাউদ (আঃ) বুঝেছিলেন। তাদের ছলনার ভিতরে লুক্কায়িত গোপন উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্টই ধরা পড়েছিল। কিন্তু তিনিও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি বলে বিজ্ঞ বিচারকের মতই রায় দিলেন। তবে মনে মনে বুঝতে পারলেন, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাঁর জাতির উপর তাঁর আধিপত্য কিছুটা শিথিল হয়েছে, তাঁর শত্রুদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র হতে তিনি একেবারে মুক্ত নন। তাঁর মানসিক অনুভূতি জাগল যে এই ঘটনা আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত হুশিয়ারীস্বরূপ। অতএব ধর্মপ্রাণ খোদা-ভীরুগণ এইরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন তিনিও তা-ই করলেন। তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, শত্রুর নষ্টামী ও ষড়যন্ত্র থেকে তিনি যেন তাঁকে নিরাপদ রাখেন। মিথ্যা মোকদ্দমাকারী এই বাদী-বিবাদীর বর্ণিত গল্পটির অন্তরালে একটি অপবাদ দেয়ার প্রচেষ্টা আছে তা হলো, 'হে দাউদ! তুমি এক নিষ্ঠুর বাদশাহ্। তুমি ছোট জাতি ও উপজাতিগুলোর উপরে নিজের আধিপত্য ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছ। তুমি সাম্রাজ্যবাদী।'

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۶﴾

২৬। অতএব আমরা তার এ (ত্রুটিবিচ্যুতি) ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয় তার জন্য আমাদের কাছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে[২৫২৬]।

یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌۢ بِمَا نَسُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾

২৭। 'হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার কর এবং কামনাবাসনার অনুসরণ করো না। নতুবা এ (কামনাবাসনা) তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিপথগামী করে ফেলবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিপথগামী হয়ে যায় তাদের জন্য কঠোর আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে। কেননা তারা বিচার দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।

২ [১২] ১১

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۸﴾

২৮। [ক]আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে তা বৃথা সৃষ্টি করিনি। এ হলো কেবল অস্বীকারকারীদের ধারণা। অতএব [খ]অস্বীকারকারীদের জন্যে রয়েছে আগুনের (আযাবের) দুর্ভোগ।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِیْنَ فِی الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِیْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۹﴾

২৯। [গ]যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা কি তাদেরকে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করবো অথবা মুত্তাকীদের কি আমরা দুষ্কৃতকারীদের সমান মনে করবো?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ مُبٰرَكٌ لِّیَدَّبَّرُوْۤا اٰیٰتِهٖ وَ لِیَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۳۰﴾

৩০। এ (কুরআন হলো) এক মহান কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। [ঘ](এতে) কল্যাণ দেয়া হয়েছে[২৫২৭] যেন তারা এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং যেন বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَیْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۱﴾

৩১। [ঙ]আর আমরা দাউদকে দান করেছিলাম সুলায়মান, যে এক মহৎ বান্দা ছিল! নিশ্চয় সে (আমাদের প্রতি) সবসময় বিনত হয়ে থাকতো।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ১৭; ৪৪ঃ৩৯ খ. ১৪ঃ৩; ১৯ঃ৩৮; ৫১ঃ৬১ গ. ৬৮ঃ৩৬ ঘ. ৬ঃ৯৩, ২১ঃ৫১ ঙ. ২৭ঃ১৭।

২৫২৬। 'গফারনা লাহু' বাক্যটির অর্থ হতে পারে 'আমরা তাকে নিরাপত্তা দিলাম' বা 'আমরা তার কার্য সিদ্ধ করলাম' (লেইন)। পরের বাক্যটি হলো 'নিশ্চয় তার জন্য আমাদের কাছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তস্থল রয়েছে।' আল্লাহ্‌ তাআলার এই উক্তি থেকে এটাই সাব্যস্ত হয় যে দাউদ (আঃ) এর কোন নৈতিক দোষ বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ছিল না। বাইবেল (২ শমুয়েল- ১১ঃ৪৫) দাউদ (আঃ)কে যৌন অপরাধী বলে নিকৃষ্ট অভিযোগ করেছে। কুরআনের উপরিল্লিখিত বাক্যটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও কার্যকরীভাবে উক্ত অভিযোগ খন্ডন করেছে।

২৫২৭। 'এ মহান কিতাব' কুরআনে সকল ধর্মের মৌলিক ও বিশ্বজনীন চিরস্থায়ী অমর শিক্ষাগুলোতো আছেই, পরন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীও এতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বলীও এতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনে আসতে পারে এরূপ কোন বিষয়ই কুরআনে বাদ দেয়া হয় না। এটাই 'মুবারক' শব্দের অর্থ।

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّٰفِنَٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣٢﴾

৩২। (স্মরণ কর) সন্ধ্যাকালে যখন তার সামনে দ্রুতগামী[২৫২৮] ঘোড়াগুলো[২৫২৮-ক] আনা হলো

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾

★ ৩৩। সে বললো, 'ধনসম্পদের (অর্থাৎ ঘোড়ার) প্রতি আমার ভালবাসার কারণ হলো,[২৫২৯] এগুলো আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালককে মনে করিয়ে দেয়।' (অতএব)[২৫৩০] এগুলো আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত (সে বসে থাকলো)।

رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾

★ ৩৪। (সে বললো,) 'এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' এরপর সে (এগুলোর) পায়ে ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো[২৫৩১]।★

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর নিশ্চয় আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং আমরা তার সিংহাসনে (বিবেক বুদ্ধিহীন) নিছক এক দেহ[২৫৩২] বসিয়ে দিলাম। তখন সে (আল্লাহ্‌রই দিকে) বিনত হলো।★★

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٦﴾

★ ৩৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে (এমন) একটি সাম্রাজ্য দান কর যেন আমার পরে অযোগ্য কেউ এর মালিক না হয়[২৫৩৩]। নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা।'★★★

২৫২৮। 'জিয়াদ' শব্দটি, 'জাওয়াদ' এর বহুবচন, যার অর্থ হলো দ্রুতগামী অশ্ব। যেমন 'ফারাসুন জাওয়াদুন' মানে 'দ্রুত গতিসম্পন্ন ঘোড়া' (লেইন)।

২৫২৮ক। 'সাফেনাত' হলো 'সাফেনাহ্' শব্দের বহুবচন এবং এই 'সাফেন' হলো 'সাফিল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। সাফেন এর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের আরবী ঘোড়া, যারা তিনপায়ের উপর ভর করে দাড়াঁয় এবং চতুর্থ পায়ের ক্ষুরের শেষাংশ মাত্র মাটিতে ছুঁইয়ে রাখে।

২৫২৯। 'আন' বলতে বুঝায় ক্ষণিক পরিবর্তন, ক্ষতিপূরণ (২ঃ৪৯), শ্রেষ্ঠত্ব (৪৭ঃ৩৯)। এই শব্দ 'কারণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয় থাকে, যেমন এখানে হয়েছে। এটি আরবী 'লি' শব্দের মত অর্থ প্রকাশ করে (৫৩ঃ৪)।

২৫৩০। আল্লাহ্ তাআলা সুলায়মানকে (আঃ) বহু ধন-দৌলত ও শান-শওকত দান করেছিলেন। এক বিরাট এলাকাব্যাপী ছিল তাঁর রাজত্ব। এই কারণে বিরাট ও শক্তিশালী এক সেনবাহিনী ছিল তাঁর। সাধারণত উচ্চ জাতের ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কেননা তাঁর সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনারাও বড় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করতো। ঘোড়ার প্রতি সুলায়মানের (আঃ) ভালবাসা এই জন্য ছিল না যে তিনি ঘোড়-দৌড়ের বাজী খেলতেন বা তামাসা দেখতেন। তিনি ব্যবসা-ভিত্তিক ঘোড়া উৎপাদক ছিলেন না। ঘোড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও ভালবাসার আসল উৎস হলো তাঁর আল্লাহ্-প্রেম। কেননা ঐ অশ্বগুলোকে আল্লাহ্‌র নামে জেহাদের কাজে তিনি ব্যবহার করতেন।

২৫৩১। মনে হয় বাদশাহ্ সুলায়মান অশ্বরোহী সেনাদের কুচকাওয়াজ দেখছিলেন। তিনি সেনাদের মনে উৎসাহ যোগাবার জন্য তাদের ঘোড়াগুলোকে পায়ে ও কাঁধে হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

★[অধিকাংশ তফসীরকার ৩২-৩৬ আয়াত দিয়ে একথা বুঝিয়ে থাকেন, হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালাম তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের এতই ভালবাসতেন যে তাদের দৃশ্যে বিভোর হওয়ার দরুন তাঁর নামায কাযা হয়ে গেল। অতএব এ রাগে তিনি ঘোড়াগুলোর পায়ের রগ কেটে দিলেন এবং দেহ থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এটা অতি বোকামীপূর্ণ ব্যাখ্যা। এরূপ ব্যাখ্যা কুরআন করীমের প্রতি আরোপ করা এর অবমাননার শামিল। নামায যদি কাযাই হয়ে থাকতো তাহলে প্রথম নামায পড়ার কথা বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া ঘোড়াগুলো তিনি নিজেই দেখতে চেয়েছিলেন। নিরীহ ঘোড়াগুলোর কী অপরাধ ছিল যে এগুলো হত্যা করতে হবে? আসল কথা হলো, আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে জিহাদ করার জন্য এগুলো রাখা হয়েছিল। তাই এগুলোর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এগুলোর পায়ের গোছায় ও উরুতে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, যেভাবে ঘোড়াপ্রেমীরা আজও এমন আচরণই করে থাকেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩২। ৩৪ঃ১৫ আয়াতে বলা হলা হয়েছে "নিছক এক দেহ"। সুলায়মান (আঃ) এর অযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী রেহবোয়ামের প্রতি এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সুলায়মান (আঃ) এর অপর পুত্র জেরোবোয়াম যে দাউদ-বংশের বিরুদ্ধে পতাকা উড্ডীন করেছিল, তার প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে (১ রাজাবলী-১২ঃ২৮)। সুলায়মান (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্ররা তাঁর

২৫৩২ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★★ চিহ্নিত টীকাটি ও ২৫৩৩ টীকা এবং ★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٧﴾

৩৭। [ক]আর আমরা বায়ুকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম। সে যেদিকে যেতে চাইতো বায়ু সেদিকেই তার আদেশে মৃদুভাবে বইতে থাকতো।

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। [খ]আর (আমরা) তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলাম শয়তানদেরও (অর্থাৎ) প্রত্যেক নির্মাণ বিশেষজ্ঞ ও ডুবুরীদের

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٩﴾

৩৯। [গ]এবং অন্যদেরও, যাদের শিকলে বেঁধে রাখা হতো[২৫৩৪]।

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪০। এ (সবই) আমাদের দান। অতএব তুমি (ইচ্ছা করলে) অপরিমিত দান কর অথবা বিরত থাক।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤١﴾

৩ [১৪] ১২

৪১। আর নিশ্চয় তার জন্য আমাদের কাছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤٢﴾

৪২। আর আমাদের বান্দা [ঘ]আইউবকেও স্মরণ কর যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডেকেছিল, 'নিশ্চয় শয়তান আমাকে দুঃখ ও যাতনা দিয়েছে[২৫৩৫]।'

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٣﴾

★ ৪৩। (আমরা তখন তাকে বললাম,) 'তোমার (বাহনকে) নাল দিয়ে (অর্থাৎ জুতোর গোড়ালীতে বসানো লোহার টুকরো দিয়ে) আঘাত করে দ্রুত এগিয়ে যাও (সামনেই) গোসল ও পানের জন্য ঠান্ডা পানি পাবে[২৫৩৬]।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৮২; ৩৪ঃ১৩ খ. ২১ঃ৮৩; ৩৪ঃ১৩-১৪ গ. ১৪ঃ৫০ ঘ. ২১ঃ৮৪।

রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারবে না। তাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁর ঐ প্রার্থনাটি দেয়া হয়েছে।

★★[এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, তাঁর উত্তরাধিকারীর আধ্যাত্মিক গুণাবলীও ছিল না এবং শাসন করার যোগ্যতাও ছিল না। এজন্য সে ছিল এক দেহসর্বস্ব বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তি। "ওয়া আলক্বায়না আলা কুরসিয়্যিহী" এর অর্থ হলো তাঁর সিংহাসনে আরোহণ। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও কোন কোন আলেম খুব বেশি অবিচার করেছেন এবং হযরত সুলায়মান আলায়হেস সালামকে নিছক এক দুষ্কৃতকারী সাব্যস্ত করেছেন। এদের বর্ণনা অনুযায়ী এক সুন্দরী মহিলা তাঁর সিংহাসনে আসীন হলো। এ মহিলা তাঁর স্ত্রী ছিল না। তিনি এর সাথে অপকর্ম করার ইচ্ছা করলেন। এরপর তাঁর মনে হলো, এ তো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য এক পরীক্ষা। এ গল্পটি সেই গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তফসীরকাররা হযরত ইউসূফ (আ:) সম্পর্কেও বানিয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩৩। পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায়, সুলায়মান (আঃ) আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন যে তার পার্থিব রাজ্য তাঁর অপদার্থ পুত্র দ্বারা রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, বরং রাজ্য খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে। অতএব তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে আধ্যাত্মিক রাজত্ব দান করেছেন তা যেন চলতে থাকে। সুলায়মানের দোয়া-'আমাকে এমন রাজ্য দান কর যা আমার পরে অন্য কাউকে না মানায়' এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে প্রতিভাত হবে যে তাঁর দোয়া কবূল হয়েছিল। কেননা তাঁর মৃত্যুর পরে এমন একজন রাজাও ইস্রাঈল বংশে জন্ম গ্রহণ করেনি যাকে ক্ষমতা, প্রতাপ ও সম্মানের দিক দিয়ে তাঁর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

★★★[এ আয়াতে এর অব্যবহিত পূর্বের সব আয়াতের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে। তিনি (আ:) যখন জানতে পারলেন তাঁর পুত্রের মাঝে অধ্যাত্মিকতাও নেই এবং রাজ্য শাসনের যোগ্যতাও নেই তখন তিনি (আ:) নিজেই তার জন্য বদদোয়া করলেন। আর তিনি (আ:) আল্লাহ্ তাআলার কাছে আকুতিমিনতি করলেন যেন তার পরে এত বড় সাম্রাজ্য আর কাউকে দান করা না হয়। অতএব ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় হযরত সুলায়মান (আ:) এর পরে ক্রমাগতভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের পতন হতে থাকে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৩৪। ২১ঃ৮৩ এবং ৩৪ঃ১৩ আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে সুলায়মান বাদশাহ্ অসভ্য ও দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলোকে পরাভূত করে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্বীয় বশে এনেছিলেন। নিজের আধিপত্যে এনে তাদেরকে তিনি বহুবিধ কাজে লগিয়ে ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের 'শায়াতিন' এবং ৩৪ঃ১৩ আয়াতের 'জিন' দ্বারা একই জাতিকে বুঝাচ্ছে এবং তাদের দ্বারা যে কাজ নেওয়া হয়েছে সেই কাজও ছিল একই ধরনের (২রাজাবলী ২ঃ১, ২)।

২৫৩৫ ও ২৫৩৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★৪৪। [ক]আর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কৃপারূপে তাকে তার পরিবারপরিজন ও তাদের সাথে তাদের মত আরো অনেককে দান করলাম।[২৫৩৭] আর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশরূপে (তাকে এসব দান করেছিলাম)।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٤﴾

৪৫। আর (তাকে বললাম), তুমি এক মুঠো শুকনো (ও) সবুজ ডাল তোমার হাতে নাও, তা দিয়ে আঘাত কর[২৫৩৮] এবং (তোমার) কসম ভঙ্গ করো না[২৫৩৯]। নিশ্চয় আমরা তাকে অতি ধৈর্যশীল (দেখতে) পেয়েছিলাম। সে কতই উত্তম বান্দা ছিল! নিশ্চয় সে সব সময় আমাদের প্রতি বিনত হয়ে থাকতো।★

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٥﴾

★ ৪৬। আর স্মরণ কর আমাদের শক্তিশালী[২৫৪০] ও দূরদর্শী বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবকে।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٦﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৮৫।

২৫৩৫। নুস্ব অর্থ হয়রানি, কষ্টকর পরিশ্রম, যাতনা, রোগ, দুর্ভাগ্য (লেইন)। এই আয়াতে এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে ঐরূপ যথাযোগ্য, উপমাসূচক, আলঙ্কারিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে যা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীয়মান হয়, যে রাজ্যে আইউব (আঃ) বাস করতেন তার রাজা ছিল একজন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী মূর্তি-পূজক। তাকে এই আয়াতে 'শয়তান' বলা হয়েছে। আইউব (আঃ) এর একত্ববাদিতার শিক্ষা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাই সেই শয়তান-রাজা আইউব (আঃ) নবীকে যথেচ্ছা নির্যাতন ও অত্যাচার করেছিল। আইউব (আঃ) মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি অন্য এক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, যার ফলে নিজ পরিবার-পরিজন ও অনুসারী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে 'শয়তান' শব্দের অর্থ 'শয়তানুল ফালাৎ' বা মরুভূমির শয়তান, যাকে বলে পিপাসা। এইভাবে বাক্যার্থ হবে, মরু পথে দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে আইউব (আঃ) অতিশয় ক্লান্ত, পরিশ্রান্তও তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। আবার অন্য কয়েকজন তফসীরকারী বলেছেন, 'শয়তান আমাকে দুঃখ ও যাতনা দিয়েছে' এই বাক্যের অর্থ এক প্রকার অতি কষ্টকর যন্ত্রণাদায়ক চর্ম্মরোগ যাদ্বারা আইউব (আঃ) সাময়িকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

২৫৩৬। আইউব (আঃ)কে বলা হলো "তুমি তোমার (বাহনকে) নাল দিয়ে আঘাত কর' (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হিজরত কর) যাতে তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে পৌছাতে পার। যেহেতু যাত্রা-পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, দীর্ঘ ও প্রাণান্তকর ছিল, সেজন্য তাঁকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা জানানো হলো যে সম্মুখ পথে অদূরে সুমিষ্ট ঠান্ডা পানির ঝর্ণা রয়েছে। সেখানে পৌছে তিনি তৃষ্ণা নিবারণ, গোসল করণ ও শ্রান্তি বিনোদন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। অথবা এও হতে পার, যেহেতু আইউব (আঃ) এক প্রকারের চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন, সেহেতু আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এমন একটি নির্দিষ্ট ঝর্ণায় গিয়ে গোসল করতে উপদেশ দিলেন, যার পানির মধ্যে উক্ত রোগ নাশক রাসায়নিক পদার্থ ছিল। দেশত্যাগের জন্য যে রাস্তা দিয়ে আইউব (আঃ) গমন করেছিলেন সেই রাস্তার পার্শ্বে কতিপয় জলাশয় ও ঝর্ণাধারা ছিল বলে মনে হয়।

২৫৩৭। আল্লাহ্‌র আদেশে আইউব (আঃ) সর্বস্ব ত্যাগ করে যখন বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সেই ভ্রমণরত অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানিই যোগাননি বরং তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকেও তাঁর সাথে একত্রিত করে ছিলেন, যাদের কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এটাও সম্ভব যে আইউব (আঃ) এর কথিত চর্মরোগটিকে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক মনে করে তাঁর স্বজনেরা তাঁর সংসর্গ ত্যাগ করেছিল।

২৫৩৮। ৪৩ নং আয়াতে আইউব (আঃ)কে আদেশ করা হয়েছিল তিনি যেন তাঁর বাহনকে অতিদ্রুত চালাবার জন্য নাল দিয়ে আঘাত করেন। আর এই আয়াতে তাঁকে আদেশ করা হচ্ছে, তিনি যেন বাহন পশুটিকে এক মুঠো শুকনো (ও) সবুজ ডাল দিয়ে আঘাত করেন, যাতে তাড়াতাড়ি ঈপ্সিত নিরাপদ স্থানে পৌছুতে পারেন।

২৫৩৯। 'লা তাহ্নাস্' অর্থ 'মিথ্যার দিকে ঝুঁকো না', 'মূর্তি-উপাসনা' বা 'বহু উপাস্যবাদের' সাথে আপোষ করো না' বরং আল্লাহ্ তাআলার একত্বের প্রতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। 'লা তাহ্নাস্'-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না, এই অর্থ করলে সাকল্য বিষয়টা এই বুঝাবে যে যখন আইউব (আঃ)কে ছেড়ে আপনজনেরা পৃথক হয়ে গিয়েছিল তখন আইউব (আঃ) স্থির করেছিলেন, যদি তাঁরা এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় তবে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিবেন। কিন্তু যখন তারা এসে তাঁর সাথে মিলিত হলো তখন তাঁকে বলা হলো, (আয়াতটিতে এই ইশারা পাওয়া যায়) তিনি যেন এই মিলনের আনন্দঘন মুহূর্তে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করেন। এটা শোকরগুযারীর শুভ মুহূর্ত। অতএব তিনি যদি কঠোরতা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞাও করে থাকেন তথাপি তা এমনিভাবে পালন করতে হবে যেন নিম্নতর কষ্ট দানের মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞাটি পালিত হয়ে যায়।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় এবং ২৪৪০ টীকা ৯৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪৭। নিশ্চয় আমরা (মানুষকে) পরকালের আবাস সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে তাদের মনোনীত করেছিলাম।

إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর নিশ্চয়ই তারা আমাদের মনোনীত (ও) অতি গুণসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। [ক]আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ[২৫৪১] এবং যুলকিফলকেও[২৫৪২] স্মরণ কর । এরা সবাই অতি উত্তম লোক ছিল।

وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٩﴾

৫০। এ এক মহান উপদেশবাণী। আর নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٥٠﴾

৫১। (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী বাগানসমূহ। তাদের জন্য (এগুলোর) দুয়ার সব সময় খোলা রাখা হবে।

جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥١﴾

৫২। [খ]সেখানে তারা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে থাকবে (এবং) সেখানে তারা বিভিন্ন প্রকারের ফল ও পানীয়ের ফরমায়েশ দিতে থাকবে।

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। আর তাদের কাছে [গ](লজ্জাশীলা) নতদৃষ্টিসম্পন্ন সমবয়স্কা রমণীরা থাকবে।★

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٣﴾

রুকু ৪

৫৪। এসব (হলো তা-ই যা) হিসাবের দিনে তোমাদেরকে (দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে[২৫৪৩]।

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় এ হলো আমাদের রিয্ক। এ কখনো শেষ হবার নয়।

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এ-ই হবে (মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার)। [ঘ]নিশ্চয়ই উদ্ধতদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٦﴾

৫৭। (অর্থাৎ) জাহান্নাম। তারা এতে প্রবেশ করবে। অতএব (এটা) কতই মন্দ বাসস্থান!

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৮৭; ২১ঃ৮৬-৮৭ খ. ১৬ঃ৩২; ৩৬ঃ৩৭; ৮৩ঃ২৪ গ. ৫৫ঃ৫৭ ঘ. ৭৮ঃ২২-২৩

★ [৪২-৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আইয়ুব (আ:)কে শয়তান যে কষ্ট দিয়েছিল তা ছিল খুবই যন্ত্রণাদায়ক। বাইবেল অনুযায়ী তিনি ভয়ানক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর পরিবারপরিজনও ঘৃণায় তাঁকে আবর্জনার স্তুপে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কুরআন করীমে এরূপ কোন কথা বলা হয়নি। কুরআন করীম অনুযায়ী হযরত আইয়ুব (আ:)কে আল্লাহ্ তাআলা শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট একটি ডাল দিয়ে তাঁর বাহনকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং কসম না ভাঙ্গতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে এখানে ঘোড়া বুঝানো হয়নি বরং স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। এ কাহিনী অনুযায়ী তিনি (আ:) তাঁর স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে একশ আঘাত করার কসম খেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ঝাড়ু দিয়ে আঘাত কর। তাহলে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এ কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যেসব নবীর স্ত্রীরা তাঁদের অবাধ্যতা করেছিল এদের মাঝে হযরত আইউব (আ:) এর স্ত্রীর কোন উল্লেখ নেই। অতএব 'যিগছান' শব্দ দিয়ে বাহনকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ বুঝানো হয়েছে যাতে তিনি (আ:) সেই পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। এটা ব্যবহার করলে তিনি (আ:) সুস্থ হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত আইউব (আ:)কে সুস্থতা দান করলেন, তাঁর দেখাশুনার জন্য তাঁকে কেবল পরিবারপরিজনই দান করা হয়নি, বরং তাদের ন্যায় এক নিবেদিত জামাতও তাঁকে দান করা হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৪১, ২৫৪২, ★ চিহ্নিত টীকা এবং ২৫৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৮। এটা অবশ্যই হবে। অতএব তারা এটার (অর্থাৎ)[ক] ফুটন্ত ও তীব্র ঠান্ডা পানির স্বাদ গ্রহণ করুক।[২৫৪৪]

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿۵۸﴾

৫৯। আর এর অনুরূপ আরও অন্যান্য (শাস্তি)ও থাকবে।[২৫৪৫]

وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿۵۹﴾

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদের লক্ষ্য করে বলা হবে,) এ সেই দল,[২৫৪৬] যারা তোমাদের সাথে (এতে) [খ]প্রবেশ করবে। তাদের জন্য কোন সাদর সম্ভাষণ থাকবে না। নিশ্চয় তারা আগুনে প্রবেশ করবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿۶۰﴾

৬১। তারা (অভিশাপদানকারী দলকে) বলবে, 'বরং তোমরাই (অভিশপ্ত)। তোমাদের জন্য কোন সাদর সম্ভাষণ নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ (জাহান্নামের) সম্মুখীন করেছ[২৫৪৭]।' অতএব এটা কতই মন্দ বিশ্রামস্থল!

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۶۱﴾

৬২। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে যে ব্যক্তি এ (জাহান্নামের) সম্মুখীন করেছে [গ]তাকে আগুনের দ্বিগুণ আযাব দাও[২৫৪৮]।

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِی النَّارِ ﴿۶۲﴾

৬৩। আর তারা (অর্থাৎ জাহান্নামীরা) বলবে, 'আমাদের কী হয়েছে, আমরা যে সেইসব লোককে দেখছি না[২৫৪৯] যাদের আমরা অতি মন্দ বলে গণ্য করতাম?'

وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿۶۳﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ২৬ খ. ৫২ঃ১৪ গ. ৭ঃ৩৯।

২৫৪০। 'ইয়াদ' শব্দের অর্থঃ (১) উপকার, (২) প্রভাব, (৩) প্রতাপ ও শক্তি, (৪) সেনাদল, (৫) ধন, (৬) প্রতিশ্রুতি, (৭) সমর্পণ (আকরাব)।

২৫৪১। 'ইয়াসাআ' ছিলেন এলিজার শিষ্য ও খলীফা । তিনি খৃঃ পূঃ ৯৩৮ থেকে ৮২৮ খৃঃ পূঃ সাল থেকে ছিলেন (৮৭০ টীকা দেখুন)

২৫৪২। যূল-কিফল। যিহিস্কেল নবীকে আরবদেশে যুল-কিফ্ল বলে মনে করা হয় (১৯১২ টীকা দ্রষ্টব্য)।

★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে নতদৃষ্টিসম্পন্না রমণীরা থাকবে। এটিও একটি উপমা। এ দিয়ে এদের বিনয় ও লজ্জা বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৪৩। হিসাবের দিন। প্রত্যেক জাতির জন্যই জাতীয় হিসাবের দিন আসে। সেদিন সেই জাতি তার কাজকর্মের ফলাফল রূপে পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক জাতির জন্য ইহলোকেই এইরূপ একটি হিসাবের দিন আসে। পরলোকে তো আছেই।

২৫৪৪। দোযখের অধিবাসীদেরকে ফুটন্ত গরম পানি অথবা দুর্গন্ধ শীতল পানি পান করতে বাধ্য করা হবে। যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র দেয়া গুণাবলী ও কর্মশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি বরং এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে মধ্যপথ অবলম্বন না করে একেবার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেজন্য তাদেরকে অত্যন্ত ঠান্ডা পানি পান করতে হবে। শব্দটির অন্যান্য অর্থঃ পুঁজ, জখম ধোয়া পানি (মুফরাদাত)।

২৫৪৫। অনুবাদে যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা ছাড়াও আরেকটি অর্থ এরূপ হতে পারে, যেমন 'এবং তাদের মত একই ধরনের কৃত-কর্মের রেকর্ডধারী অন্যান্য দলও সেখানে থাকবে।'

২৫৪৬। যখন অবিশ্বাসীদের নেতারা তাদের অনুসারীদের একদলকে দোযখের দিকে আসতে দেখবে তখন তাদেরকে বলা হবে, তাদের অনুসারীদের বিরাট বাহিনী তাদের সাথে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করবে। যেহেতু অনুসারীরা অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে তাদের নেতাদের পিছনে পিছনে ছুটেছে এবং সত্যকে বুঝার জন্য একটু চিন্তা করারও প্রয়াস পায়নি, সেহেতু তারা এখন নরকাগ্নির মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করবে।

২৫৪৭। অনুসারীরা তাদের ভ্রান্ত নেতৃবর্গকে এই বলে দোষারোপ করবে ও অভিশাপ দিবে যে তারাই তাদেরকে অসত্য ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছিল। এটা মানুষের স্বভাব, যখন সে নিজের মন্দ কাজের কুফলের সম্মুখীন হয় তখন সে অপরের কাঁধে দোষ চাপাবার চেষ্টা করে।

২৫৪৮ ও ২৫৪৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৪। আমরা কি তাদের তুচ্ছ মনে করেছিলাম অথবা তাদের (চিনতে কি) আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল'[২৫৫০]?

أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٤﴾

৪
[২৪] ★ ৬৫। [ক]আগুনের অধিবাসীদের মাঝে যে এ তর্কবিতর্ক হবে তা অবশ্যই সত্য।
১৩

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয় (এবং) প্রবল প্রতাপশালী।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে (তিনি) এর প্রভু-প্রতিপালক। (তিনি) মহা পরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٧﴾

৬৮। তুমি বল, 'এ এক অনেক বড় সংবাদ[২৫৫১]।

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছ।

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। উর্দ্ধলোকে অবস্থিত (ফিরিশ্‌তাদের) সমাবেশ সম্পর্কে[২৫৫২] আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন তারা বিতর্ক করছিল।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এ ওহী করা হয়, 'আমি শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧١﴾

৭২। [খ](স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।'

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৪ঃ৩২, ৪০ঃ৪৮ খ. ১৫ঃ২৯-৩৩, ১৭ঃ৬২।

২৫৪৮। কাফির নেতৃবৃন্দের অনুসারীরা তাদের পূর্বতন নেতাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও বহুগুণ অধিক শাস্তি কামনা করবে।

২৫৪৯। 'আমরা সেই সব লোককে দেখছি না' এখানে সেই সব লোককে বলতে বিশ্বাসীদেরকে বুঝাচ্ছে।

২৫৫০। দোযখবাসীরা পরস্পর বলাবলি করবে, 'আমাদের কি হয়েছে যে আমরা ঐ লোকদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে পৃথিবীতে থাকা কালে আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখতাম এবং বিদ্রূপ করতাম। ঐ লোকেরা কি আসলে আমাদের বিদ্রূপের পাত্র ছিল না, বরং সত্যিকার খোদা-ভক্ত পুণ্যবান ভাল মানুষই ছিল? তারা যদি দোযখেই থাকতো তা হলে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

২৫৫১। 'নাবা' অর্থ সংবাদ, একটি অত্যাবশ্যক ঘোষণা, বাণী, ভয়ঙ্কর খবর। 'নাবাউন আযীম' বিরাট সংবাদ বলতে কুরআন অবতরণের বিরাট ঘটনাকে বুঝাচ্ছে অথবা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অভ্যুদয়কে বুঝাতে পারে।

২৫৫২। কুরআনের সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াত থেকে বুঝা যায় এবং হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবীতে নবী পাঠাতে চান তখনই তিনি তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণের কাছে তাঁর এ ইচ্ছাটিই প্রকাশ করেন। তাঁরা বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ জেনে ও বুঝে নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন। আলোচনারত ফিরিশতাগণকেই উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত (ফিরিশতাদের) সমাবেশ বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এই কথা বলেছেন বলে জানা যায় যে তাঁর উপর যখন নবুওয়তের ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে কি কি বিষয় আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা তিনি জানতে পারেননি।

৭৩। ক.অতএব আমি যখন তাকে পূর্ণতা দান করবো এবং তার মাঝে আমার রূহ (অর্থাৎ কালাম) থেকে ফুঁকে দিব তখন তোমরা আনুগত্যের সাথে তার সামনে বিনত হয়ো[২৫৫৩]।'

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

৭৪। তখন ফিরিশ্‌তারা[২৫৫৪] সবাই (তার) আনুগত্য করলো,

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

৭৫। কিন্তু ইবলীস (করলো) না। সে অহংকার করলো এবং সে ছিলই অস্বীকারকারীদের একজন।

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

★ ৭৬। খ.তিনি বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দুহাত[২৫৫৫] দিয়ে সৃষ্টি করেছি তার আনুগত্য করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি অহংকার করে (এ) আচরণ করছ, নাকি তুমি সত্যিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন?

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝

৭৭। সে বললো, 'আমি তার চেয়ে উত্তম[২৫৫৬]। গ.তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি থেকে'।

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

৭৮। ঘ.তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে[২৫৫৭] যাও। নিশ্চয় তোমাকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

৭৯। ঙ.আর নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর আমার অভিসম্পাত (হতে) থাকবে।'

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৩০; ৩২ঃ১০ খ. ৭ঃ১৩; ১৫ঃ৩৩ গ. ৭ঃ১৩; ১৫ঃ২৮; ৫৫ঃ১৬; ঘ. ৭ঃ১৪; ১৫ঃ৩৫ ঙ. ১৫ঃ২৯-৩৩; ১৭ঃ৬২।

২৫৫৩। 'তোমরা আনুগত্যের সাথে তার সামনে বিনত হয়ো'– যখন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ নবী প্রেরণ করেন তখন তিনি ফিরিশ্‌তাগণকে এই আদেশ দান করেন, তাঁরা যেন নবীর কর্তব্য সম্পাদনের স্বপক্ষে তাঁর সাহায্য সহযোগিতায় লেগে যায় এবং নবীর শত্রুদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কুপরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়।

২৫৫৪। ফিরিশ্‌তা কিংবা ফিরিশ্‌তার মত গুণসম্পন্ন মানুষ বুঝাচ্ছে।

২৫৫৫। 'আমার দুহাত দিয়ে" বলতে বুঝায় যে আমি তাকে আমার সমস্ত গুণাবলী প্রকাশ করার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

২৫৫৬। নবীর শত্রুরা নিজেদেরকে ক্ষমতায়, সম্মানে ও মর্যাদায় নবী থেকে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকে। অহঙ্কারের কারণে এবং সম্মান নষ্ট হবার মিথ্যা ভয়ে তারা নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাঁকে তারা সমমর্যাদার বা কম মর্যাদার মানুষ বলে গণ্য করে।

২৫৫৭। এখানে 'মিনহার' 'হা' সর্বনামটি পরলোকের বেহেশ্‌তকে বুঝায় না। কেননা বেহেশ্‌ত এমনই এক স্থান যেখানে শয়তান কখনো প্রবেশ করতে পারেনি, পারে না ও পারবে না এবং একবার যাকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় তাকে কখনো সেখান থেকে বের করা হয় না (১৫ঃ৪৯)। এটি এই পৃথিবীতে থাকাকালিনই মানুষের মনের এরূপ এক বাহ্যিক আশিসপূর্ণ অবস্থার নাম যা নবী আগমনের পূর্বাহ্ণে মানুষ বাহ্যত উপভোগ করে থাকে।

৮০। [ক]সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহলে তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন (লোকদের) পুনরুত্থিত করা হবে'[২৫৫৮]।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। তিনি বললেন, [খ]'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। [গ]এ (অবকাশ হবে) এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত[২৫৫৯]।'

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨٢﴾

৮৩। সে বললো, 'তাহলে তোমার মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। তাদের মাঝ থেকে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া।'★

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। তিনি বললেন, 'অতএব সত্য এটাই। আর আমি সত্যই বলছি,

قَالَ فَالْحَقُّ ۫ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٥﴾

৮৬। আমি অবশ্যই তোমাকে এবং তাদের মাঝ থেকে তোমার সব অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব'।[২৫৬০]

لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। তুমি বল, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা অবলম্বনকারীও নই।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। [ঘ]এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক মহান উপদেশবাণী।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٨﴾

৫ [২৪] ১৪ ★ ৮৯। আর কিছুকাল পরেই তোমরা এর (প্রকৃত) মর্মার্থ অবশ্যই জানতে পারবে[২৫৬১]।'

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٩﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৫; ১৫ঃ৩৭; ১৭ঃ৬৩ খ. ৭ঃ১৬; ১৫ঃ৩৮ গ. ১৫ঃ৩৯ ঘ. ৭ঃ১৭,১৮; ১৫ঃ৪০।

২৫৫৮। মানুষের আধ্যাত্মিক নবজন্ম তখনই হয় যখন সে 'এমন প্রশান্ত আত্মার' অধিকারী হয় যে এরপর তার আর কখনো আধ্যাত্মিক পতন ঘটে না। দেখুন ১৪৯৮ টীকা।

২৫৫৯। মিথ্যার উপরে সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের সময়, যখন মিথ্যার পূজারীরা সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত হয়ে যায়।

★[৮৩-৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানকে যখন খোদা তাআলা বিতাড়িত করলেন তখন সে তার ঔদ্ধত্যের দরুন খোদা তাআলাকে বললো, যেসব বান্দাকে তুমি আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছ আমাকে অবকাশ দেয়া হলে সব ধরনের ধোঁকা দিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নিব। তখন তারা তোমার পরিবর্তে আমার উপাসনা করবে। তোমার একনিষ্ঠ বান্দারা কেবল এর ব্যতিক্রম হবে। তাদের ওপর আমার কোন প্রভাব খাটবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৬০। আল্লাহ্‌র সাথে শয়তানের এই বাক্যালাপকে সত্য সত্য কথোপকথন মনে করা ঠিক হবে না। এটা রূপক বর্ণনা, যা দ্বারা নবী আগমনের সময় যে অবস্থা বিরাজ করে এবং যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৭২ নং আয়াতে 'মানুষ সৃষ্টির' যে উল্লেখ আছে তা বিশেষভাবে 'নবীর অভ্যুদয়ের' ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তেমনিভাবে 'ইবলীস' দ্বারা ঐসব দূরাচার ও দুষ্কৃতকারী লোকদেরকে বুঝায় যারা সমাগত নবীর বিরোধিতায় মত্ত হয় এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে বিফল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

২৫৬১। এখানে রসূলে মকবুল (সাঃ) এর মুখ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এই কথা কাফিরদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে অবিশ্বাসীরা অচিরেই তাঁর রেসালতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরা আয্ যুমার-৩৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং প্রসংগ

বিষয়বস্তু এবং ভাষাগত দিক দিয়ে পূর্ববর্তী পাঁচটি সূরার সঙ্গে এই সূরার মিল রয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। রড্ওয়েল ও মূইর প্রমুখ লেখকেরা একে মক্কী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের এই অভিমত যে মহানবী (সাঃ) এর রেসালতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা 'সাবা' থেকে এই সূরা পর্যন্ত যে ছয়টি সূরা আছে তাতে ঐশী-বাণী, কুরআনের অবতরণ বিষয় এবং আল্লাহ্ তাআলার একত্বই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিজ্ঞান অতি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই জগতে যে বিরাট সমন্বয়, শৃঙ্খলা, আনুপাতিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ-খাওনোর নীতি সর্বদা পরিলক্ষিত হয় তাতে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই মহাবিশ্বের একজন পরিকল্পনাকারী, পরিচালনাকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, সর্বময় সৃষ্টিকর্তা আছেন। আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ সামান্য মাত্র ধন-জন নিয়ে বিরাট শক্তিশালী ও ধনেজনে বলীয়ান শত্রুদের বিরুদ্ধে যে বিজয় লাভ করেন তাও আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বকে সাব্যস্ত করে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হয়েছে কুরআন অবতীর্ণের বিষয় নিয়ে। তারপর বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ ও নবী-রাসূলগণের আগমনের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হলো পৃথিবীতে 'আল্লাহ্র একত্বকে' প্রতিষ্ঠিত করা। এই মহতী উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হলো, মানুষ তার আপন কল্পনা-সৃষ্ট মিথ্যা উপাস্যের আরাধনায় মগ্ন থাকে। মূর্তি-উপাসনার (পৌত্তলিকতার) সর্বাপেক্ষা হীনতম দৃষ্টান্ত যা সহজে ধরা পড়ে না অথচ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত হয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, মানুষ ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র বানিয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এই বিশ্বাস মানব-সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে। এই সূরা বিশ্ব-জগতের এই বিস্ময়কর পরিকল্পনা ও পূর্ণতম সুশৃঙ্খলাকে যুক্তি স্বরূপ দাঁড় করিয়ে বলেছে যে এত সব সৃষ্টির পিছনে যে একজন মহা পরিকল্পনাবিদ রয়েছেন তা বিশ্বাস করতেই হবে। অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, মানুষের আকৃতি ধারণ করার পূর্বে মায়ের পেটেই সে তিনটি পরিবর্তিত অবস্থায় ভিতর দিয়ে চলে এবং অনেক আবর্তন-বিবর্তনের পর মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে ঐশী-বাণীর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করার পর সূরাটি এই ব্যাপারে দুটি অকাট্য যুক্তি প্রদান করেছে ঃ (১) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যারা মিথ্যা ছড়ায় এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো কৃতকার্য হতে পারে না, অকৃতকার্যতা ও অপমানই তাদের অদৃষ্ট, (২) আল্লাহ্র নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ সর্বদাই বিজয়ী হন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করে। এই দুটি চিহ্ন দ্বারা ঐশী-বাণী প্রাপ্তির দাবীকারকের সত্যতা চূড়ান্তভাবে যাচাই করা যায়। এইভাবে যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই করলে দেখা যাবে, মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়তের দাবী এবং কুরআন করীম আল্লাহ্র বাণী হওয়ার দাবী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। অতঃপর এই সূরা পাপীদেরকে এক আশার বাণী শুনায়। তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তাআলা বড়ই করুণাময় এবং ক্ষমাকারী। তাঁর দয়া ও করুণা সব কিছুকেই ঘিরে রয়েছে। পাপীর মনের পরিবর্তন দ্বারা সে ক্ষমা লাভ করতে পারে। মানুষের স্বীয় কর্ম দ্বারাই মানুষ পাপমুক্ত হয়। কারো ক্রুশে আত্মবলি দান অপরের পাপ মুক্তি ও পরিত্রাণ দান করতে পারে না। কিন্তু পাপীকে অনেক সুযোগ দান করা হয় যাতে সে অনুশোচনা করে নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় কুপথে ও কুকর্মেই লিপ্ত থেকে যায় তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সূরার শেষ দিকের কয়েকটি আয়াতে মানুষকে পুনরুত্থন-দিবসের কথা স্মরণ করানো হয়েছে।

★ [এ সূরায় এ সত্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, মানব জীবনের শুরু হয়েছিল এক প্রাণ থেকে। এরপর মানুষ যখন মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণরূপে উন্নতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে থাকে তখন ভ্রূণ তিনটি অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। প্রথম অন্ধকার হলো মায়ের পেটের অন্ধকার, যা জরায়ুকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয় অন্ধকার স্বয়ং জরায়ুর অন্ধকার, যেখানে ভ্রূণ লালিত হয় এবং তৃতীয় অন্ধকার হলো সেই 'প্লাসেন্টা' (অর্থাৎ গর্ভের ফুল) এর অন্ধকার, যা মায়ের জরায়ুর অভ্যন্তরে ভ্রূণকে চিমটে ধরে রাখে।

এ সূরায় সেই আয়াতও রয়েছে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) এর কাছে ইলহাম হয়েছিল এবং হুযূর একটি আংটি তৈরী করিয়ে নিয়ে এর ওপর আয়াতটি খোদাই করিয়ে নেন। আয়াতটি হলো, 'আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহূ' (অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?) এর দরুন আহমদীগণ এরূপ আংটি আশিস ও পুণ্যকাজ হিসাবে নিজেদের আঙ্গুলে পরে থাকেন।

এই সূরার ৪৩ আয়াতে এক গুঢ় রহস্যের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে, ঘুমও এক ধরনের মৃত্যু যাতে আত্মা বা উপলব্ধিবোধ বার বার তলিয়ে যায়। এরপর আল্লাহ্ তাআলা এরূপ ব্যবস্থা করেছেন যাতে করে ঠিক নির্ধারিত সময়ে মস্তিষ্কের প্রান্তের সাথে ধাক্কা খেয়ে আত্মা আবার ফিরে আসে। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং বলেছেন, এ ঘটনা নির্ধারিত সময়ে এক ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বার বার ঘটতে থাকে। এই নির্ধারিত সময়টিকে একটি আনবিক ঘড়ি দিয়েও মাপা যায় এবং এই সময়টিতে কোন ধরনের কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে না। তলিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা এই আত্মাকে পুনরায় ফেরৎ না পাঠালে এরই নাম হয় মৃত্যু বা পরলোক গমন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتٌّ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانِيَةُ رُكُوْعَاتٍ
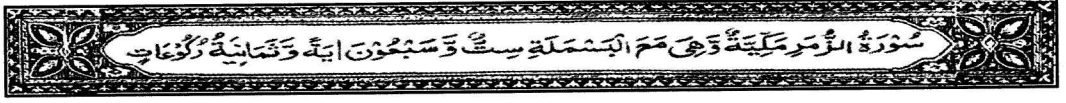
সূরা আয্ যুমার-৩৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١)

২। এ পরিপূর্ণ কিতাব [খ]মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (٢)

★ ৩। [গ]নিশ্চয় আমরাই সত্যসহ তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমার ধর্মবিশ্বাসকে একান্ত অকৃত্রিমভাবে তাঁর প্রতি নিবেদন করে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (٣)

৪। সাবধান! অকৃত্রিম আনুগত্য (একমাত্র) আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে (এ বলে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, ‘আমরা তাদের ইবাদত কেবল এজন্য করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে (তাঁর) নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়’[২৫৬২] নিশ্চয় [ঘ]আল্লাহ্ তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। মিথ্যাবাদী (ও) অতি অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ্ কখনো হেদায়াত দেন না ।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ (٤)

★ ৫। [ঙ]আল্লাহ্ যদি কোন পুত্র গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তিনি নিজ সৃষ্টি থেকে যাকে চাইতেন বেছে নিতেন। তিনি পরম পবিত্র। তিনি এক-অদ্বিতীয় (ও) প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ্।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٥)

৬। [চ]তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন এবং রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন। [ছ]তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এদের প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধাবমান রয়েছে। সাবধান! তিনিই মহা পরাক্রমশালী, (ও) অতি ক্ষমাশীল।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ (٦)

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৩২ঃ৩, ৩৬ঃ৬, ৪০ঃ৩, ৪১ঃ৩, ৪৬ঃ৩ গ. ৫ঃ৪৯, ৬ঃ১০৭ ঘ. ৪ঃ১৪২, ২২ঃ৭০, ৩২ঃ২৬ ঙ. ২ঃ১১৭, ১০ঃ৬৯, ১৭ঃ১১২, ১৯ঃ৮৯-৯৩ চ. ৬ঃ৭৪, ১৪ঃ২০, ১৬ঃ৪, ২৯ঃ৪৫ ছ. ৭ঃ৫৫, ১৩ঃ৩, ২৯ঃ৬২, ৩১ঃ৩০, ৩৫ঃ১৪।

২৫৬২। মানুষ মিথ্যা-পূজায় লিপ্ত হয়, কল্পিত মূর্তির উপাসনা করে, এমন কি পবিত্রচেতা ওলীউল্লাহ্‌গণের পূজাতেও লেগে যায়। মানুষ ধনের পূজা করে, ক্ষমতার উপাসনা করে, হীন কামনা-বাসনার অর্চনা করে। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে উপাস্যকে মেনে নেয় এবং নির্বিচারে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও চালচলনকে নির্ভুল ধর্ম-কর্ম বলে মনে করে এবং এই সব করার মাধ্যমেই তারা ইপ্সিত সৃষ্টিকর্তাকে পাবে বলে বিশ্বাস করে।

★ ৭। [ক]তিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকেই এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর গবাদি পশু থেকে তিনি তোমাদের জন্য আট জোড়া[২৫৬৩] অবতীর্ণ করেছেন[২৫৬৪]।★ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভে অন্ধকারের[২৫৬৫] তিন পর্যায়ে এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করেন। এইতো তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্। আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাহলে উল্টোদিকে কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑦

৮। তোমরা অকৃতজ্ঞতা করলে (জেনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর তোমরা কৃতজ্ঞতা[২৫৬৬] জ্ঞাপন করলে তা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর [খ]কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তোমাদের (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের গোপন বিষয় পুরোপুরি জানেন।

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۫ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑧

৯। [গ]আর মানুষের যখন কোন কষ্ট হয় তখন সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়ে তাঁকে ডাকে। এরপর তিনি যখন নিজ পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন সে যেজন্য পূর্বে দোয়া করতো তা ভুলে যায়। আর সে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করতে শুরু করে যাতে সে (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বিপথগামী করতে পারে। তুমি বল, 'তোমার অস্বীকার করার মাধ্যমে তুমি সাময়িক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসী।'

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْۤا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖۗ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ⑨

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ২, ৭ঃ১৯০, ১৬ঃ৭৩ খ. ৬ঃ১৬৫, ৩৫ঃ১৯, ৫৩ঃ৩৯ গ. ১৭ঃ৬৮, ৩০ঃ৩৪, ৩৯ঃ৫০।

২৫৬৩। 'আট জোড়া গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু' বলতে বিশেষভাবে বুঝায় ছাগলের জোড়া, মেষের জোড়া, উটের এবং গরুর জোড়া। যা ৬ঃ১৪৪-১৪৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত এরা নিত্য ব্যবহৃত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বলেই এদের উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫৬৪। 'আল্লাহ্র কথা' উপলক্ষ্যে যখন 'আনযালা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'আওহা' বা তিনি 'ওহী করলেন'। কিন্তু যখন 'আনযালা' শব্দটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় 'আতা' তিনি দান করলেন। এখানে এই 'আনযালা' শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৭ঃ২৭ এবং ৫৭ঃ২৬ আয়াতগুলোতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

★[এ আয়াতে 'আনযালা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ যদিও 'অবতীর্ণ করা' হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে শব্দটি অসাধারণ কল্যাণজনক বস্তু সৃষ্টির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, দৈহিকভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। জগদ্বাসী জানে চতুষ্পদ জন্তু আকাশ থেকে বৃষ্টির ন্যায় পড়ে না। এ সত্ত্বেও এগুলোর জন্য 'নুযূল' অর্থাৎ অবতীর্ণ শব্দটি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে এগুলো মানব জাতির অগণিত কল্যাণ সাধন করে থাকে। এই 'নুযূল' শব্দটিই হযরত ঈসা (আ:) এর দ্বিতীয় আগমনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও নুযূল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'ক্বাদ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিকরার্ রসূলান' (সূরা আত্ তালাক্ ১২-১২) এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সব আলেম স্বীকার করেন, মহানবী (সা:) দৈহিকভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। তাদের উচিত তারা যেন হযরত ঈসা (আ:) এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কেও তাদের বিশ্বাস খতিয়ে দেখেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৬৫। গর্ভধারণের প্রথমাবস্থায় মানব-সন্তান যে তিনটি আকৃতি-পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই তিনটি অবস্থা তমসাচ্ছন্ন অবস্থা বলে এখানে উল্লেখিত হয়েছে। অবস্থাগুলো ঃ (১) শুক্র বিন্দুর পর্যায়, (২) জমাট রক্তাবস্থা, (৩) মাংস-পিণ্ড অবস্থা, অথবা ৮৬ঃ৭-৮, ৩ঃ৭ এবং

২৫৬৫ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৫৬৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১০। তবে যে ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রাতের বিভিন্ন সময়ে ইবাদত করে, পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপার আশা রাখে সে কি (তার মত যে তেমনটি করে না)? তুমি বল, [ক]'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?' কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

১ [১০] ১৫

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

ع ١٥

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর। [খ]যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য ইহকালে কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত। নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে [গ]পরিমাপ ছাড়াই ভরপুর পুরস্কার দেয়া হবে[২৫৬৭]।

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾

১২। [ঘ]তুমি বল, 'নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١٢﴾

১৩। আর আমাকে এও আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সব আত্মসমর্পণকারীদের মাঝে প্রথম হই।

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣﴾

১৪। [ঙ]তুমি বল, 'আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করি।'

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٤﴾

১৫। [চ]তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই নিজ ধর্মে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি[২৫৬৮]।'

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٥﴾

দেখুন : ক. ৪০:৫৯ খ. ১৬:৩১ গ. ৩:৫৮, ১১:১১২, ১৬:১৭ ঘ. ১৩:৩৭ ঙ. ৬:১৬, ১০:১৬ চ. ৪০:৬৬, ৯৮:৬।

১৬:৭৯-তে বর্ণিত তিনটি আকৃতি, গর্ভকালীন তিনটি শঙ্কটময় অবস্থা যথা : (১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসের মধ্যবর্তী সময়, (২) তৃতীয় থেকে পঞ্চম মাস পর্যন্ত সময়, (৩) অষ্টম মাস এই তিনটি পর্যায়েই গর্ভপাতের আশংকা থাকে।

২৫৬৬। 'শুক্র' শব্দের অর্থ 'আল্লাহ্র দেয়া আশিসসমূহের (ধন, মান, অর্থ, বিদ্যা ও শারীরিক-মানসিক গুণাবলী ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ্র দান ও আশিস) সঠিক ব্যবহার, যেভাবে ব্যবহার করতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন (১৪:৮)। 'কুফরী' মানে আল্লাহ্র উপরোক্ত দানসমূহের অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার, অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার।

২৫৬৭। এই আয়াতে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তাদেরকে পরীক্ষা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এমনকি আল্লাহ্র খাতিরে তাদেরকে নিজেদের বাড়ী-ঘরও ছাড়তে হবে। যখন তারা এই সব পরীক্ষা ও দুঃখ-যাতনা ধৈর্য সহকারে অতিক্রম করবে তখন তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র দুনিয়া তাদের জন্য সুপ্রশস্ত। আল্লাহ্র কাছ থেকে তখন তারা অগণিত ও অপরিমেয় পুরস্কার প্রাপ্ত হবে।

২৫৬৮। চারটি আয়াতে ঘন ঘন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি অকপট ও বিশুদ্ধচিত্তে বিশ্বাস পোষণ করার ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য মনে হয় এটাই যে মদীনায় গিয়ে মুসলমানেরা অচিরেই যে ভীষণ পরীক্ষা ও সমস্যাবলীর সম্মুখীন হবে, এর মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে পূর্বেই প্রস্তুত করে তোলা। মক্কায় থাকা কালীন শেষ পর্যায়ে যখন মুসলমানেরা ক্ষুদ্র দলে কিংবা একাকী মদীনায় যাচ্ছিলেন সেই সময়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৬। 'তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার উপাসনা করতে চাও করে বেড়াও।' তুমি বল, 'যারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারপরিজনকে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে নিশ্চয় তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।' সাবধান! এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

★ ১৭। [ক]তাদের জন্য তাদের ওপর থেকেও আগুনের ছায়া থাকবে এবং নিচ থেকেও ছায়া থাকবে। এটাই সেই বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব হে আমার বান্দারা! কেবল আমাকেই ভয় কর।

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

১৮। আর যারা প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থেকেছে এবং আল্লাহ্র দিকে বিনত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৯। [খ]যারা (আমাদের) কথা মন দিয়ে শুনে এবং এর সবচেয়ে ভালটির অনুসরণ করে[২৫৬৯]। এরাই সেইসব লোক, যাদের আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

২০। অতএব যার বিরুদ্ধে আযাবের আদেশ জারী হয়ে গেছে সে কি (রক্ষা পেতে পারে)? যে ব্যক্তি আগুনে পড়ে রয়েছে তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পার?

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

২১। কিন্তু যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করে [গ]তাদের জন্য রয়েছে সুরম্য প্রাসাদ, যেগুলোর ওপর আরো প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকবে[২৫৭০]। এর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। আল্লাহ্ (এ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

২২। তুমি কি দেখনি, [ঘ]আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এরপর তিনি স্রোতধারার আকারে একে ভূমিতে প্রবাহিত করেন। এরপর তিনি এর মাধ্যমে [ঙ]ফসল উৎপন্ন করেন। এ (ফসলের) ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে। এরপর তা (পেকে বা না পেকে) শুকিয়ে যায়। এরপর তুমি একে হলুদ রং ধারণ করতে দেখ। এরপর তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য এক বড় উপদেশ রয়েছে।

২ [১২] ১৬

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৪২, ১৮ঃ৩০ খ. ৭ঃ২০৫ গ. ২৫ঃ৭৬, ২৯ঃ৫৯, ৩৪ঃ৩৮ ঘ. ৩৫ঃ২৮ ঙ. ১৩ঃ৫, ১৬ঃ১৪।

২৫৬৯। মু'মিনগণের কাছে যদি দুটি অনুমোদিত পথ খোলা থাকে তখন তারা দুটির মধ্যে ঐ পথই অবলম্বন করে, যেটি সর্বোত্তম ফল দান করবে।

২৫৭০। বেহেশ্তে মু'মিনগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হবে। এতে বুঝা যায়, সেখানে তাদের কাজ-কর্ম ও প্রচেষ্টার মাঝেও তারতম্য হবে। অতএব পরজগৎ অলস ও কর্মহীন হবে না, বরং বিরামহীন কর্ম ও ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র হবে।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩। [ক]যার অন্তর আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খুলে দেন, এরপর সে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক জ্যোতির[২৫৭১] ওপর(ও) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সে কি (তাদের মত হতে পারে যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে বঞ্চিত)? অতএব তাদের সর্বনাশ হোক যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে (বিমুখ হয়ে) কঠিন হয়ে গেছে! এরাই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৪। এক [খ]সাদৃশ্যপূর্ণ (এবং) বার বার পঠনীয় কিতাবের আকারে আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন[২৫৭২]। যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এ (বাণী পড়ে) তাদের শরীর শিউরে ওঠে। এরপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য (অনুরাগী হয়ে) কোমল হয়ে পড়ে। এ (কুরআন) হলো আল্লাহ্‌র হেদায়াত। তিনি এর মাধ্যমে যাকে চান হেদায়াত দেন। [গ]আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। অতএব যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে কঠোর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের মুখমন্ডলকেই[২৫৭৩] ঢাল বানাবে সে কি (রক্ষা পাবে)? আর যালেমদের বলা হবে, 'তোমরা (নিজেদের) কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ কর।'

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১২৬ খ. ১৫ঃ৮৮ গ. ১৭ঃ৯৮

২৫৭১। ইসলামের শিক্ষা এত সুগভীর ও বিস্তৃত যে এটি মানুষের হৃদয়কে বিশাল-বিস্তৃত করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ভরপুর করে তোলে। তখন আলোর ঝর্ণাধারা মানুষের হৃদয় থেকে উপ্‌চে পড়ে।

২৫৭২। জ্ঞান ও প্রকাশের দিক থেকে দেখলে আল্লাহ্‌র বাণী সর্বপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে কুরআনে। এই আয়াতে কুরআনকে 'কিতাবাম্ মুতাশাবিহান' বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এই গ্রন্থের বাণীগুলোকে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, পরস্পর নির্ভরশীল বহু অর্থে গ্রহণ করা যায়। কুরআনের কোথায়ও স্ব-বিরোধ নেই, বৈপরিত্য নেই। এটি কুরআনের অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আলঙ্কারিক রূপকভাষা, হিতোপদেশপূর্ণ ঘটনাবলী ও ছোট ছোট কাহিনী ইত্যাদি অত্যন্ত উপযুক্ত স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার মাধুর্য বর্দ্ধিত হওয়ার সাথে সাথে অল্প কথায় বহু ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছে। এখানে 'কুরআন'কে আবার 'মাসানী' বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ও অতি প্রয়োজনীয় ধর্ম বিশ্বাসগুলোকে কুরআন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্ন রূপ দিয়ে বার বার বর্ণনা করেছে, যাতে এইগুলোর অপরিহার্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দেয়া যায়। এই 'মাসানী' শব্দ দ্বারা এও ব্যক্ত করা হয়েছে যে কুরআনের কতগুলো শিক্ষা অন্যান্য ঐশী কিতাবের শিক্ষার মতই। তবে কুরআনে অনেক নতুন শিক্ষামালা আছে যা অতীত কিতাবে নেই। শেষোক্ত শিক্ষাগুলো সৌন্দর্যে ও শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষে এতই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে অন্যান্য কিতাবের শিক্ষা এই গুলোর ধারে কাছেও যেতে পারে না, তুলনায় আসা তো দূরের কথা।

২৫৭৩। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা যে ভয়াবহ শাস্তি পাবে, এই শব্দগুলো সেই ভয়াবহতাই তুলে ধরেছে। ঐ ভীষণ শাস্তিতে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। এমনি দিশেহারা হবে যে মুখমণ্ডল সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও অনুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এই মুখমণ্ডলকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে তারা তা অগ্নির দিকে বাড়িয়ে দিবে।

২৬। তাদের পূর্বেও লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ফলে [ক]এমন দিক থেকে আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো, যে (দিক) সম্বন্ধে কোন ধারণাও তারা করতে পারেনি।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব আল্লাহ্ পার্থিব জীবনেও তাদের লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করিয়েছেন। পক্ষান্তরে [খ]পরকালের আযাব অবশ্যই (এর চেয়ে) গুরুতর হবে। হায়, যদি তারা জানতো!

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। [গ]আর নিশ্চয় আমরা এ কুরআনে মানব জাতির জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে[২৫৭৪]।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। (আমরা) সুস্পষ্টভাবে প্রাঞ্জল [ঘ]কুরআন (অবতীর্ণ করেছি) যার মাঝে কোন বক্রতা নেই, যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾

★ ৩০। আল্লাহ্ একটি উপমা বর্ণনা করেন। (তা হলো) এক ব্যক্তির কয়েকজন এমন মালিক রয়েছে যারা পরস্পর মতবিরোধ রাখে এবং অন্য এক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির (মালিকানাধীন)। উপমার ক্ষেত্রে এরা উভয় কি সমান?[২৫৭৫] সব প্রশংসা আল্লাহ্রই। (কিন্তু) আসলে তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। [ঙ]নিশ্চয় তুমিও মারা যাবে এবং নিশ্চয় তারাও মারা যাবে।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿٣١﴾

৩ [১০] ১৭ ৩২। [চ]এরপর কিয়ামত দিবসে নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾ ع ٣

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৭, ৫৯ঃ৩ খ. ১৩ঃ৩৫, ৬৮ঃ৩৪ গ. ১৭ঃ৯০, ৩০ঃ৫৯ ঘ. ১২ঃ৩, ৪২ঃ৮, ৪৩ঃ৪ ঙ. ২৩ঃ১৬ চ. ২৩ঃ১৭।

২৫৭৪। চব্বিশ নং আয়াতে ‘কুরআনের’ যথার্থতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, এখানে সেই যুক্তিকে জোরদার করা হয়েছে এই বলে যে কুরআন মানুষের জন্য সর্বোত্তম বার্তা বহন করে এনেছে। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে নীতিমালা ও যে শিক্ষাসমূহ প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে ও পূর্ণতমরূপে কুরআনে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও সুমহান করার সকল বিষয় ও সকল সামগ্রী কুরআনের পাতায় বিশ্লেষিত হয়েছে এবং বিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে এই গ্রন্থ সকলের জন্য পথ-প্রদর্শক।

২৫৭৫। যারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার অনেক প্রভু রয়েছে। এই প্রভুরা পরস্পর বিরোধী, ঝগড়াটে ও বদ মেযাজী। এক প্রভু বলে ডানে যাও, তো অপর প্রভু বলে বামে যাও। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির অবস্থা যেমন অতি শোচনীয় হয় বহু দেব-দেবীর উপাসকদের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হয়। তারা কখনো ঐ একেশ্বরবাদীর মত হতে পারে না, যে মাত্র একজনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই একজনেরই সেবা করে।

২৪তম পারা

৩৩। [ক]অতএব সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে যখন সত্য আসে সে তা প্রত্যাখ্যান করে? জাহান্নামে কি কাফিরদের জন্য ঠাঁই নেই?

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩৪। আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে আসে এবং (যে ব্যক্তি) এ (সত্যের) সত্যায়ন করে এরাই মুত্তাকী।

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৫। এদের জন্য এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সেসব কিছু থাকবে, যা [খ]এরা চাইবে। সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান এরূপই হবে

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

৩৬। [গ]যেন এদের কৃতকর্মের (মন্দ প্রভাব) আল্লাহ্ এদের কাছ থেকে দূর করে দেন এবং এদের কৃতকর্মের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী এদের প্রতিদান দেন[২৫৭৬]।

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা তোমাদেরকে তাঁর পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়। [ঘ]যাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৮। [ঙ]আর আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন তাকে বিপথগামী করার কেউ নেই। আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৯। [চ]আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'[২৫৭৭]। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি আমার কোন অনিষ্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাক তারা কি তাঁর (সৃষ্ট) অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্ আমাকে কৃপা করতে চাইলে তারা কি তাঁর কৃপাকে রোধ করতে পারবে?' [ক]তুমি বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। সব ভরসাকারী তাঁরই ওপর ভরসা করে থাকে'।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২২; ১০ঃ১৮; ২৯ঃ৬৯ খ. ১৬ঃ৩২; ৫০ঃ৩৬ গ. ১৬ঃ৯৮; ২৯ঃ৮ ঘ. ৩৯ঃ২৪ ঙ. ১৮ঃ১৮ চ. ২৯ঃ৬২; ৩১ঃ২৬।

২৫৭৬। মু'মিনের প্রত্যেকটি ছোট-বড় সৎকর্মের জন্য পুরস্কার দেয়া হবে, সর্বোত্তম কাজগুলোর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার তো আছেই (আল্লাহ্ তাআলার বদান্যতা অসীম)।

২৫৭৭। যদিও পৌত্তলিকরা চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রভাবে মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করে, তথাপি যখন যুক্তি দ্বারা তাদেরকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেয়া হয় তখন তারাও স্বীকার করে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং সর্বপ্রকারের কর্তৃত্বও তাঁরই।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤٠

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি! খ.তোমরা নিজেদের অবস্থানে থেকে যা পার কর। নিশ্চয় আমিও করতে থাকবো। এরপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে[২৫৭৮]

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٤١

৪১। গ.কার ওপর সেই আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং কার ওপর স্থায়ী আযাব নেমে আসবে!

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٤٢ ع

৪ [১০] ১

৪২। নিশ্চয় আমরা মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমার কাছে সত্যসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। ঘ.অতএব যে-ই হেদায়াত পায় সে নিজের কল্যাণের জন্যই পায়। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিশ্চয় নিজেরই অকল্যাণের জন্য পথভ্রষ্ট হয়[২৫৭৯]। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٤٣

★ ৪৩। ঙ.আল্লাহ্ জীবিতদের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় বের করে নেন এবং যাদের মৃত্যু হয়নি (তাদের) ঘুমের অবস্থায় (তাদের আত্মা বের করে নেন)। এরপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তার (আত্মাকে) ধরে রাখেন এবং অন্যগুলো এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য (ফেরৎ) পাঠান[২৫৮০]। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤٤

৪৪। চ.তারা কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? তুমি বল, (যে ক্ষেত্রে) এ (সুপারিশকারীরা) কোন কিছুর মালিক নয় এবং এরা কোন বিবেকবুদ্ধি রাখে না[২৫৮১] (সেক্ষেত্রেও কি তারা এদেরকে সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করবে)?

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ১২৯ খ. ৬ঃ১৩৬; ১১ঃ১২২ গ. ১১ঃ৪০ ঘ. ১০ঃ১০৯; ১৭ঃ১৬; ২৭ঃ৯৩ ঙ. ৬ঃ৬১ চ. ১৭ঃ৫৭।

২৫৭৮। এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হচ্ছে যে তাদের সমস্ত ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেও যদি তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আসে তথাপি তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। ইসলাম মানবতার শেষ আশা এবং চরম ভরসাস্থল। অতএব ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী।

২৫৭৯। মানুষ (বহুলাংশেই) নিজেই তার ভাগ্য গড়ে তোলে, তা সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্য।

২৫৮০। মানুষের মৃত্যুর সাথে তার আত্মা মরে না বা পচে না। আত্মাকে তার নশ্বর আবাস (মরণশীল-দেহ) থেকে পৃথক করে (নিষ্ক্রীয় অবস্থায়) অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে রক্ষিত অবস্থায় থাকে যাতে নির্দ্ধারিত সময় এলে প্রতিটি আত্মা তার সংশ্লিষ্ট মানুষটির কাজ-কর্মের হিসাব দান করতে পারে।

২৫৮১। মানুষকে সাবধান করা হচ্ছে, সে যেন এমন কোন কাজ না করে, যা তার অমর আত্মাকে কলুষিত করতে পারে। সকল দুষ্কর্মের চরম দুষ্কর্ম হলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক জ্ঞান করা।

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫। [ক]তুমি বল, 'সুপারিশের (বিষয়টি) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌রই এক্তিয়ারভুক্ত[২৫৮২]। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۶﴾

★ ৪৬। [ক]আর এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কথা যখন বলা হয় তখন পরকালে যারা বিশ্বাস রাখে না তাদের হৃদয় ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে যায়। আর তাঁর পরিবর্তে যখন অন্যদের কথা বলা হয় তখন দেখ, তারা আনন্দ করতে থাকে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭। [খ]তুমি বল, 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হে আল্লাহ্! তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের মীমাংসা করবে, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছে।

وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮। [গ]আর পৃথিবীতে যা-ই আছে যালেমরা যদি এর সব কিছুর এবং এর অনুরূপ আরও কিছুর অধিকারী হতো তবে তারা কিয়ামত দিবসে ভয়ঙ্কর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তা দিয়ে দিত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য তা প্রকাশিত হবে যা তারা ধারণাও করতো না।

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯। [ঘ]আর তারা যা অর্জন করেছে এর কুফল তাদের জন্য প্রকাশিত হবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরে ফেলবে।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫০। [ঙ]আর মানুষ যখন কোন কষ্টে পড়ে তখন সে আমাদের ডাকে। এরপর আমরা যখন তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহে ভূষিত করি তখন সে বলে, 'এটা কেবল (আমার) জ্ঞানের দরুনই আমাকে দেয়া হয়েছে[২৫৮৩]।' আসলে এটা এক বড় পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১। নিশ্চয় এদের পূর্ববর্তীরাও একথাই বলেছিল। কিন্তু তারা যা অর্জন করতো (তা) তাদের কোন কাজে আসেনি।

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৪৭; ২২ঃ৭৩; ৪০ঃ১৩ খ. ৬ঃ১৫; ১২ঃ১০২; ১৪ঃ১১; ৩৫ঃ২ গ. ৫ঃ৩৭; ১০ঃ৫৫; ১৩ঃ১৯ ঘ. ২১ঃ৪২; ৪৫ঃ৩৪ ঙ. ১১ঃ১০, ১১; ১৭ঃ৬৮; ৩০ঃ৩৪; ৩৯ঃ৯।

২৫৮২। ৮৫ টীকা দেখুন।

২৫৮৩। মানুষের প্রকৃতি এটাই যে সে যখন বিপদগ্রস্ত হয় এবং কষ্টে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌কে ডাকে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন সে প্রাচুর্যের মাঝে বাস করে তখন সে আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে যায়। সে তখন মনে করতে থাকে যে তার জীবনের এই কৃতকার্যতা সে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি দ্বারা নিজেই অর্জন করেছে। গম্ভীর ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আদৌ এরূপ করতে পারে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করেছিল। আর এদের মাঝে যারা যুলুম করেছে এরাও এদের কর্মের কুফল অবশ্যই ভোগ করবে। আর এরা (আল্লাহ্‌কে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫
[১১]
২

৫৩। তারা কি জানে না, নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্‌ক সম্প্রসারিত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন? যারা ঈমান আনে তাদের জন্য নিশ্চয় এতে বড় নিদর্শন রয়েছে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে [খ]নিরাশ হয়ো না[২৫৮৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। আর তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে বিনত হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর[২৫৮৫]। (কেননা) এরপর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। আর তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অকস্মাৎ আযাব আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এর সর্বোত্তম অংশের অনুসরণ কর

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٧﴾

★ ৫৭। (যেন) কোন আত্মা এ কথা বলে না বসে, 'আক্ষেপ আমার জন্য! [গ]আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থেকেও আমি (আমার কর্তব্য পালনে) পিছিয়ে ছিলাম এবং যারা উপহাস করতো আমি অবশ্যই তাদের একজন ছিলাম',

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অথবা (যেন) একথা বলে না বসে, 'আল্লাহ্ যদি আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই মুত্তাকী হয়ে যেতাম',

---

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৭; ২৯ঃ৬৩; ৩০ঃ৩৮; ৩৪ঃ৩৭; ৪২ঃ১৩ খ. ১২ঃ৮৮; ,১৫ঃ৫৭ গ. ৬ঃ৩২; ২৩ঃ১০০; ২৬ঃ১০৩; ৩৫ঃ৩৮।

২৫৮৪। এই আয়াতে পাপীদের জন্য আশা ও আনন্দের বাণী রয়েছে। হতাশা ও নৈরাশ্যবাদকে দূরে সরিয়ে আশার বাণী শুনানো হয়েছে। এই আয়াতে অশুভ চিন্তা, দুঃখবাদ ও মন্দবাদকে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এইগুলো পাপকে লালন করে ও অকৃতকার্যতার জন্ম দেয়। কুরআনে বারংবার ঐশী করুণা ও ক্ষমার আশ্বাস দেয়া হয়েছে (৬ঃ৫৫, ৭ঃ১৫৭, ১২ঃ৮৮, ১৫ঃ৫৭, ১৮ঃ৫৯)। দুঃখিত ও ভারাক্রান্তদের জন্য এ অপেক্ষা আর বড় শান্তির ও সান্ত্বনার বাণী কি হতে পারে!

২৫৮৫। পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীদেরকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনানো হয়েছে বটে, কিন্তু এই আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে যে সেই আশ্বাস-বাণীর সুফল লাভ করতে হলে তাদেরকে ঐশী আইন (শরীয়ত) অনুসরণ করে নিজেদের সৌভাগ্য নিজেদেরকেই তৈরি করতে হবে।

৫৯। অথবা আযাব দেখে (যেন) একথা বলে না বসে, 'হায়! একবার যদি আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতো তবে অবশ্যই আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যেতাম।'

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। (আল্লাহ্ বলবেন,) 'কখনো নয়, তোমার কাছে অবশ্যই আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল। (কিন্তু) তুমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে এবং তুমি ছিলে কাফিরদের একজন'।[২৫৮৬]

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে কিয়ামত দিবসে তুমি [ক]তাদের মুখমন্ডল কালো দেখবে। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে ঠাঁই নেই?

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦١﴾

★ ৬২। [খ]যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের উদ্ধার করে নিরাপত্তা (ও সফলতার) যথাযথ অবস্থান প্রদান করবেন। তাদের কোন কষ্ট হবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। [গ]আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। [ঘ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই (হাতে)। আর যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৬ [১১] ৩

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। [ঙ]তুমি বল, 'হে মূর্খরা! তবে তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে আদেশ দিচ্ছ?

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। অথচ নিশ্চয় (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তোমার প্রতি এবং যারা তোমার পূর্বে ছিল তাদের প্রতিও ওহী করা হয়েছিল, [চ]'তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। বরং তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১০৭; ১০ঃ২৮ খ. ১৯ঃ৭৩; ২১ঃ১০২ গ. ৬ঃ১০৩; ১৩ঃ১৭ ঘ. ৪২ঃ১৩ ঙ. ৬ঃ১৫ চ. ৬ঃ৮৯।

২৫৮৬। পাপাসক্ত লোককে অনুতাপ করার ও আত্মসংশোধন করার অনেক সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে ইচ্ছাপূর্বক বারংবার সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যখন তার পাপ-কর্ম ও অমিতাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার হিসাব দিবার দিন সমুপস্থিত হয় তখন তার অনুতাপ ও আক্ষেপ আর কোন কাজে আসে না।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

★ ৬৮। [ক]তারা আল্লাহ্‌র মহিমার প্রতি যথাযথ ও এর প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেনি। [খ]কিয়ামত দিবসে গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুঠোয় থাকবে। এভাবে আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে[২৫৮৭]। তিনি পবিত্র এবং তাঁর সাথে তারা যাকে শরীক করে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে।★

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। [গ]আর শিঙ্গায় (যখন) ফুঁ দেয়া হবে তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা (সবাই) মূর্ছা যাবে। তবে আল্লাহ্ যাকে (এ থেকে রেহাই দিবেন) তার কথা ভিন্ন। এরপর এতে পুনরায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন অকস্মাৎ তারা (সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে পড়বে[২৫৮৮]।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। আর পৃথিবী এর প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে এবং [ঘ]'আমলনামা' (সামনে) রেখে দেয়া হবে। আর সব নবী ও সাক্ষীকে উপস্থিত করা হবে[২৫৮৯]। আর তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করা হবে এবং তাদের ওপর অবিচার করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ ع

৭ [৭] ৪ ৭১। [ঙ]আর প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। আর তারা যা করে তিনি তা সবচেয়ে বেশি জানেন।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯২; ২২ঃ৭৫ খ. ২১ঃ১০৫ গ. ১৮ঃ১০০; ২৩ঃ১০২; ৩৬ঃ৫২; ৫২ঃ২১; ৬৯ঃ১৪ ঘ. ১৮ঃ৫০ ঙ. ২ঃ২৮২; ৩ঃ২৬।

২৫৮৭। 'ইয়ামীন' ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক। এই বাক্যটি আল্লাহ্ তাআলার অসীম শক্তি ও সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে, আল্লাহ্‌র এই সব মহান গুণাবলীর প্রতি এর চাইতে বড় অবমাননা আর কি হতে পারে যে মানুষ কাঠের মূর্তি, প্রস্তর ও অপর মানুষকে পূজা করে।

★[এ আয়াতে কিয়ামতের চিত্র অঙ্কণ করা হয়েছে। প্রথমত কিয়ামত দিবসে গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র মুঠোয় থাকবে। দ্বিতীয়ত আকাশসমূহ অর্থাৎ বিশ্বজগত তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে। এখানে ডান হাত বলতে আক্ষরিকভাবে ডান হাত বুঝানো হয়নি বরং এর অর্থ হলো শক্তি ও মহিমার হাত। আর গুটানো সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিশ্চিতভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহকে এভাবে এক ধ্বংসের 'Black Hole' (কৃষ্ণগহ্বর) এ প্রবেশ করানো হবে যেন এগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। গুটানোর উপমা দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা আরও কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫৮৮। এই আয়াতটি পরজগতে পুনরুত্থান সম্পর্কিত বলে মনে হয়। কিন্তু যখন কোন ধর্ম-সংস্কারক (নবী-রসূল) আগমন করেন, তাঁর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে মানুষের আধ্যাত্মিক শোচনীয় ও হীনাবস্থার প্রতিও এই আয়াত আরোপিত হতে পারে। সেই অর্থে, নবীর বা সংস্কারকের আবির্ভাবকে শিঙ্গা বাজানোর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। এই উপমার প্রেক্ষিতে 'মূর্ছা যাবে' কথার অর্থ এই দাঁড়াবে, ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিদ্রা, স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব বিরাজমান থাকে। 'তখন অকস্মাৎ তারা (সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে পড়বে' কথাগুলোর অর্থ এই হবে যে সংস্কারকের আগমনের পর মানুষ জেগে উঠবে এবং সংস্কারকের প্রদর্শিত পথ সঠিক বলে মানবে ও অনুসরণ করবে।

২৫৮৯। 'পৃথিবী এর প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে' এই বাক্যটি পরকালের উপর আরোপ করলে এর অর্থ হবে, মানব-জীবনের রহস্যাবলী যা ইহ-জগতে আবৃত আছে, তা আরবণ মুক্ত হবে এবং মানুষের ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল যা পৃথিবীতে গুপ্ত, অপ্রকাশিত ও দুর্বোধ্য ছিল, তা প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান হবে। আবার এই বাক্যটি যদি ধর্ম-সংস্কারক বিশেষত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আরোপ করা হয় তা হলে এর মর্ম দাঁড়াবে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আগমনে সারা বিশ্ব ঐশী আলোক আলোকিত হয়ে উঠবে এবং যে আধ্যাত্মিক অন্ধকার তাঁর আগমনের প্রাক্কালে জল-স্থলকে ছেয়ে ফেলেছিল তা দূরীভূত হয়ে যাবে। এই আয়াতের বাক্য 'সব নবী ও সাক্ষীকে উপস্থিত করা হবে' বলতে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীগণকে বুঝাচ্ছে। কেননা মহানবী (সাঃ) এর ব্যক্তিত্বে একাধারে সকল নবীর প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সব নবীর প্রতীক ও প্রতিনিধি। তাঁর সত্যিকার অনুসারীরা সাক্ষীর মর্যাদায় ভূষিত। কেননা তাদেরকে মানবমণ্ডলরি উপর সাক্ষ্যদানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে (২ঃ১৪৪)।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। [ক]আর যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। অবশেষে তারা যখন এর কাছে এসে যাবে (তখন) এর দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হবে। [খ]আর এর প্রহরীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মাঝ থেকে রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমাদের পড়ে শুনাতো এবং তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করতো?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই'। কিন্তু অস্বীকারকারীদের জন্য আযাবের আদেশ নিশ্চয় কার্যকর হয়ে গেল।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তাদের বলা হবে, [গ]'তোমরা জাহান্নামের দুয়ারসমূহে প্রবেশ কর। সেখানে তোমরা দীর্ঘকাল থাকবে। অতএব অহংকারীদের ঠাঁই কতই মন্দ!'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন এর কাছে পৌঁছবে এবং এর দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হবে তখন এর প্রহরীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের ওপর [ঘ]শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা সুখে থাক[২৫৯০]। অতএব তোমরা এতে চিরকাল অবস্থানকারী হিসেবে প্রবেশ কর।'

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। আর তারা বলবে, [ঙ]'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনি আমাদের সাথে (কৃত) তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে এই (প্রতিশ্রুত) স্থানের উত্তরাধিকারী করেছেন। জান্নাতে আমরা যেখানে চাইবো অবস্থান করবো।' অতএব (সৎ) কর্মশীলদের প্রতিদান কতই উত্তম!

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٦﴾ ع

৭৬। আর তুমি ফিরিশতাদেরকে আরশের পরিমন্ডলকে ঘিরে থাকতে দেখবে। তারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকবে[২৫৯১] এবং তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করা হবে এবং বলা হবে, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।'

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৮৭ খ. ৪০ঃ৫১; ৬৭ঃ৯-১০ গ. ১৬ঃ৩০; ৪০ঃ৭৭ ঘ. ১৩ঃ২৫ ঙ. ১ঃ২; ৭ঃ৪৪; ৩৭ঃ১৮৩; ৪০ঃ৮।

২৫৯০। 'তিব্‌তুম' এর এক অর্থ "যেহেতু তোমরা ভাল কাজ করে পবিত্র জীবন যাপন করেছিলে"।

২৫৯১। বিচারের দিন আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী পূর্ণতমভাবে সকলের কাছে উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হবে। ফিরিশ্‌তারা কর্তব্যরত অবস্থায় আল্লাহ্ তআলার প্রশংসা-গীতি গাইতে থাকবে। এর অন্য অর্থ এই হতে পারে (রূপক হিসাবে), আল্লাহ্ তাআলার একত্ব (তৌহীদ) সারা আরবদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাঁর সত্যিকার ধার্মিক বান্দারা এবং আকাশের ফিরিশ্‌তারা তাঁর প্রশংসা-গাঁথায় আকাশ ও পৃথিবী মুখরিত করে তুলবে।

সূরা আল্ মো'মেন-৪০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এই সূরা এবং পরবর্তী কয়েকটি সূরা এমনইভাবে এক পর্যায়ভুক্ত যে এই সূরাগুলো, সংকেতাক্ষর 'হা মীম্' দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এই সূরাগুলো পরস্পরের কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়ে সূরাগুলো শুরু করা হয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস ও ইকরিমার মতে সূরাগুলো মক্কাতে ঐ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা তীব্র সঙ্গবদ্ধ ও ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল (আয়াত-৫৬, ৭৮) এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুরা তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত ছিল (আয়াত-২৯)। এই গ্রুপের শেষ সূরার সমাপ্তির দিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে সান্ত্বনা ও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, শীঘ্রই তাঁর এবং শত্রুদের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা উপযুক্ত বিচার ও ঐশী মীমাংসা সম্পাদন করবেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুচক্রী শত্রু-শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। দেব-দেবীর উপাসনা সারা আরবদেশ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সমগ্র দেশ অতি শীঘ্রই একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা ও প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠবে। আলোচ্য সূরাটি এই শুভ কথা বলে আরম্ভ হয়েছে, সর্বশক্তিমান ও সুমহান আল্লাহ্ এই উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবিশ্বাস তিরোহিত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু

উপরে বলা হয়েছে, এই সূরা একটি সুদৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে। ঘোষণাটি হলো, সময় সমুপস্থিত যখন মিথ্যার উপর সত্য জয় লাভ করবে, অধর্মের উপর ধর্ম বিজয়ী হবে এবং প্রচলিত মূর্তিপূজার স্থলে এক আল্লাহ্র উপাসনা ও প্রশংসা-গীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পূর্ণতম পরিবর্তন 'কুরআনের' দ্বারা সুসম্পন্ন হবে। সত্যের শত্রুরা প্রাণপণ চেষ্টা করবে, এমনকি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে যাতে অঙ্কুরেই ইসলামকে নির্মূল করে দিতে পারে। কিন্তু তাদের এই অভিসন্ধি ও প্রচেষ্টা কোন কাজে আসবে না। নবী করীম (সাঃ)কে আশ্বাস দেয়া হলো, তিনি যেন কাফিরদের বাহ্যিক ধন-বল, জন-বল ও শক্তির আড়ম্বর দেখে প্রতারিত বা বিভ্রান্ত না হন। কেননা এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে। নবী করীম (সাঃ)কে আরো বলা হলো, তাঁর প্রতিপক্ষ কাফিররাই প্রথম ও একমাত্র সত্য-বিরোধী জাতি নয়। তাদের পূর্বে আরো বহু জাতি গত হয়েছে যারা তাদের কাছে আগত নবীগণকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং এইভাবে ঐ নবীগণের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এসে তাদেরকেই ধ্বংস করে দিল। তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শত্রুদেরকেও আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এসে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর মূসা (আঃ) এর শত্রুদের পরিণতির উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদেরও একই দুঃখজনক পরিণতি ঘটবে। মূসা (আঃ) ফেরাউনকে যখন সত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করলো। তখন ফেরাউনের গৃহের একজন 'বিশ্বাসী' ব্যক্তি অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে ফেরাউনের জাতিকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে মূসার মত লোককে হত্যা করার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কেননা এটা তো কোন দোষের ব্যাপার বা অপরাধ নয় যে তিনি একমাত্র আল্লাহ্কেই তাঁর প্রভু মনে করেন। বরং মূসা (আঃ) এর এই বিশ্বাসের পিছনে অকাট্য যুক্তি ও শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে। সেই ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে বললেন, তারা যেন তাদের ধন, ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে ভুল পথে পা না বাড়ায়। কেননা এগুলো অতি অস্থায়ী বস্তু। দুঃখের বিষয়, ঐ ব্যক্তির সৎ ও সরল উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক, ফেরাউন বরং ঐ ব্যক্তির কথাকে হাসি-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিল। অতঃপর এই সূরা একটি অমোঘ ঐশী নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলছে, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সহায়তা সর্বকালেই তাঁর প্রেরিত পুরুষগণের সাথে ও তাঁদের অনুসারীদের সাথে রয়েছে ও থাকবে এবং অবিশ্বাসীরা চিরদিন ব্যর্থতার যে গ্লানি বহন করে এসেছে, দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত সেই ব্যর্থতাই তাদের ভাগ্যে জুটতে থাকবে। ঐশী-নিয়ম প্রত্যেক নবীর সময়েই কার্যকর হয়েছে এবং মহানবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে কার্যকর হবে। অতঃপর অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণই তাদের হাতে নেই। তাঁর আগমন এমন অভিনব কিছু নয়। প্রাকৃতিক মর্ত্যলোকে যেমন রাত্রির পরে দিন আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নৈতিক অধঃপতনের পরে পরেই আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সূচনা হয়ে থাকে। এটাই প্রাকৃতিক বিধি ও আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ নিয়ম। যেহেতু এই বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ্ তাআলা এতে নতুন জীবন সঞ্চার করবার জন্য মহানবী (সাঃ)কে যথা সময়ে পাঠিয়েছেন। এরপর সূরাটি এইকথা বলে সমাপ্তি টানছে যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাবার জন্য কত বড় রকমের ব্যবস্থাদি করেছেন। অতএব তিনি তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করবেন না, তা চিন্তা করা যায় না। তিনি স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর রসূল ও নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আসছেন, যারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করে থাকেন এবং আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করেন। মানুষ তার প্রকৃত প্রভু ও প্রকৃত স্রষ্টাকে তাঁদের মাধ্যমেই চিনতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ধকারের সন্তানেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে ঐ সকল প্রেরিত মহাপুরুষকে যুগে যুগে অস্বীকার করে এসেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে।

★ [পূর্ববর্তী সূরায় মানব জাতিকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আসলে নৈরাশ্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। আর যারা সরল অন্ত:করণে আল্লাহ্‌র রহমতের ওপর ভরসা করবে এবং তারা তাদের পাপ থেকে প্রকৃত অর্থে তওবা করবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা সব পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন।

এভাবেই পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছে, ফিরিশ্‌তারা আরশের পরিমন্ডলকে ঘিরে রেখেছেন। কিন্তু এ সূরায় আরো বলা হয়েছে, তোমাদের ক্ষমার বিষয়টি সেসব ফিরিশ্‌তার দোয়ার সাথেও সম্পৃক্ত যারা আল্লাহ্‌র আরশকে উঠিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা তো কোন আরশে বসে থাকার মত জড় বস্তু নন যে এই আরশকে ফিরিশ্‌তারা উঠিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তো সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি বিশ্বজগতের সবকিছু ধরে রেখেছেন। এ জন্য এখানে আল্লাহ্‌র পবিত্র হওয়ার গুণের উল্লেখ রয়েছে। 'আরশ' বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পবিত্র হৃদয়কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সিংহাসন। তাঁর (সা:) হৃদয়ে শক্তি দেয়ার জন্য ফিরিশ্‌তারা একে চারদিক থেকে ঘিরে থাকেন এবং আল্লাহ্ তাআলার পাপী বান্দাদের জন্যও দোয়া করে থাকেন। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর হৃদয়ের আরশ থেকে উত্থিত সেসব দোয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা তিনি (সা:) সেসব পুণ্যবান বান্দা এবং তাদের বংশধরদের জন্য করেছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসতে থাকবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
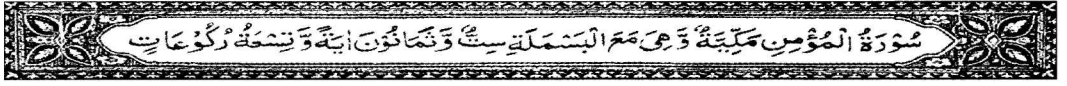
সূরা আল্ মো'মেন-৪০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]হামীদুন মাজীদুন অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী (ও) মর্যাদার অধিকারী[২৫৯২],

حٰمٓ ②

৩। [গ]মহাপরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে,

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ③

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং পরম দাতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী[২৫৯৩]। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৫। [ঘ]কেবল অস্বীকারকারীরাই আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে। [ঙ]অতএব দেশে তাদের যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করা যেন[২৫৯৪] তোমাকে কোন ধোঁকায় ফেলে না দেয়।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ⑤

৬। [চ]এদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাদের পরে বিভিন্ন দলও প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর প্রত্যেক জাতি তাদের নিজ নিজ রসূলকে আটক করতে দৃঢ় সংকল্প করেছিল। আর সত্যকে প্রতিহত করার জন্য তারা মিথ্যা (যুক্তিপ্রমাণের) মাধ্যমে বিতর্ক করেছিল। তখন আমি তাদের ধরে ফেল্লাম। অতএব (দেখ) আমার শাস্তি কেমন ছিল!

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪১ঃ২; ৪২ঃ২; ৪৩ঃ২; ৪৪ঃ২; ৪৫ঃ২; ৪৬ঃ২ গ. ২০ঃ৫; ৩২ঃ৩; ৪১ঃ৩; ৪৫ঃ৩; ৪৬ঃ৩ ঘ. ২২ঃ৪; ৪২ঃ৩৬ ঙ. ৩ঃ১৯৭ চ.৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৩৫ঃ২৬; ৫৪ঃ১০।

২৫৯২। 'হা-মীম' অক্ষর দুটি দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দুটি গুণ হামীদ, মজীদ, (প্রশংসার ও সম্মানের অধিকারী) বুঝিয়ে থাকবে অথবা 'হাইয়্যুন, কাইয়্যুমুন' (চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী) বুঝিয়ে থাকবে। এই উভয় প্রকারের গুণাবলীর সাথে এই সূরায় বর্ণিত বিষয়াবলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এতে আল্লাহ্ তাআলার সম্মান, মহিমা, জ্যোতি, সর্বময় ক্ষমতাগুণের উল্লেখ বার বার করা হয়েছে এবং প্রথম কয়েকটি আয়াতের মধ্যেই উপরোক্ত গুণাবলী প্রকাশক 'আরশ' শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, একটি আধ্যাত্মিকতা-বিহীন মৃত জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও নব-জীবন লাভ। 'হাইয়্যু' ও 'কাইয়্যুম' শব্দ দুটির সম্পর্ক এই বিষয়টির সাথে জড়িত। এজন্যই সংক্ষিপ্তাকারের 'হা-মীম্' এই সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই সূরা ও পরবর্তী ছয়টি সূরা মিলে একটি বিশেষ গ্রুপ গঠিত হয়েছে। এই গ্রুপের প্রত্যেকটি সূরা 'হা-মীম্' সংকেত দ্বারা শুরু হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, সূরাগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

২৫৯৩। 'তাউল' অর্থ দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সীমাহীন প্রাচুর্য, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, উন্নতি (লেইন)।

২৫৯৪। বিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে যে অবিশ্বাসীদের জাঁকজমক ও এই জাগতিক ক্ষমতার চাকচিক্য যেন তাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। এইসব বস্তুগত চাকচিক্য বেশী দিন থাকবে না।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٧

৭। [ক]আর অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এ সিদ্ধান্ত এভাবেই সত্য প্রমাণিত হলো যে তারা আগুনের অধিবাসী।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٨

৮। [খ]যারা 'আরশ' বহন করে চলেছে[২৫৯৫] এবং যারা এর চারদিকে রয়েছে তারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (এই বলে) ক্ষমা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি (নিজ) কৃপা ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছু ঘিরে রেখেছ। অতএব যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٩

৯। আর হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যেসব চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে রেখেছ তুমি এতে তাদের প্রবেশ করাও এবং [গ]তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের জীবন সাথী[২৫৯৬] এবং তাদের সন্তানসন্ততির মাঝে যারা পুণ্যবান তাদেরও (প্রবেশ করাও)। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠

১০। আর তুমি তাদের পাপ থেকে রক্ষা কর। [ঘ]আর তুমি যাকে সেদিন পাপের (পরিণতি) থেকে রক্ষা করবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি তার প্রতি অনেক কৃপা করে থাকবে। আর এটাই অনেক বড় সফলতা।'

১ [১০] ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ١١

★ ১১। যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তাদের ডেকে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ঘৃণার তুলনায় (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্‌র ঘৃণা অনেক বড়। (কারণ) তোমাদের যখন ঈমানের দিকে ডাকা হতো তোমরা অস্বীকার করতে[২৫৯৭]।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৩৪, ৯৭ খ. ৩৯ঃ৭৬; ৬৯ঃ১৮ গ. ১৩ঃ২৪; ৫২ঃ২২ ঘ. ৬ঃ১৭।

২৫৯৫। 'আরশ' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার ঐসব গুণাবলীকে বুঝায়, যা একান্তভাবেই তাঁরই যা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষের মাঝে সামান্য পরিমাণেও পাওয়া যাবে না (৯৮৬, ১২৩৩ টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য)। 'যারা আরশ বহন করে চলেছে' এই কথাগুলোর অর্থঃ ঐ সকল সত্তা বা ব্যক্তিবর্গ যাঁদের মাধ্যমে ঐ সকল গুণাবলী প্রকাশিত হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেহেতু নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেহেতু আল্লাহ্ তাআলার "আরশ-বহনকারী বলতে ফিরিশ্‌তা এবং নবীগণকে বুঝাতে পারে এবং 'যারা এর (আরশের) চারদিকে রয়েছে" বলতে ঐসব অধীনস্থ ফিরিশ্‌তা যারা বড় বড় ফিরিশ্‌তাগণের কাজে সাহায্য করেন তাদেরকে বুঝাতে পারে অথবা নবীগণের সত্যিকারের অনুসারীরা যারা আল্লাহ্‌র বাণী ও নবীগণের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করে থাকেন তাদেরকে বুঝাতে পারে (দেখুন টীকা ৯৮৬)।

২৫৯৬। এই আয়াতটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিবৃত হয়েছে। এই পৃথিবীতে একাকী কোন কাজ সম্পাদন বা কোন কৃতকার্যতা অর্জন সম্ভব নয়। এতে জানা-অজানা আরও অনেকের অবদান থাকে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। কৃতকার্যতা অর্জনে বা কর্ম সম্পাদনে প্রাথমিকভাবে যাদের সাহায্য বিজড়িত থাকে তারা হলো পিতা-মাতা ও স্ত্রী পুত্র। সেইজন্য এই নিকটতম আত্মীয়রাও সংকর্মশীল মু'মিন ব্যক্তিগণের উপর বর্ষিত নেয়ামতসমূহ উপভোগে অংশীদার হবে।

২৫৯৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالُوا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿١٢﴾

১২। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [ক]তুমি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছ[২৫৯৮] এবং দুবারই জীবন দান করেছ। অতএব আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করছি। তাহলে (বলে দাও, এ থেকে) বেরুবার কি কোন পথ আছে?

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٣﴾

★ ১৩। তোমাদের এ (অবস্থার) কারণ হলো, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সম্বন্ধে [খ]যখন ঘোষণা করা হতো তোমরা (এ আহ্বান) অস্বীকার করতে। কিন্তু তাঁর সাথে যখন অংশীদার সাব্যস্ত করা হতো তোমরা তা বিশ্বাস করতে। কিন্তু (শেষ) সিদ্ধান্ত অতি উঁচু ও অতি মহান আল্লাহ্‌রই হাতে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٤﴾

১৪। [গ]তিনিই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে রিয্ক[২৫৯৯] অবতীর্ণ করেন। সে-ই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে, যে (আল্লাহ্‌র দিকে) বিনত হয়।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾

★ ১৫। অতএব অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্‌র প্রতি [ঘ]অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে তোমরা তাঁকে ডাক।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٦﴾

★ ১৬। (তিনি) মর্যাদায় উন্নীত করেন (এবং তিনি) আরশের অধিপতি[২৬০০]। [ঙ]তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান নিজ আদেশে তার প্রতি রূহ অবতীর্ণ করেন যেন সে (তাঁর) সাথে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে,

---

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ৪১ খ. ৩৯ঃ৪৬ গ. ৩০ঃ২৫ ঘ. ২৯:৬৬; ৩১ঃ৩৩; ৯৮ঃ৬ ঙ. ১৬ঃ৩; ৯৭ঃ৫।

২৫৯৭। এটি মানুষের প্রকৃতি, যখন সে তার অপকর্মের জন্য সাজা প্রাপ্তির সম্মুখীন হয় তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। অবিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যখন শাস্তির মুখোমুখী হবে তখন তারাও নিজেদের প্রতি বিরক্ত হবে। কিন্তু কৃপাময়, দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা এর চাইতেও বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন তখন যখন তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষকে বিরোধিতা বশত অত্যাচার করেছিল।

২৫৯৮। জন্মের পূর্বাবস্থার অনস্তিত্ব এক প্রকারের মৃত্যু এবং এই জীবনের অবসান মানুষের দ্বিতীয় মৃত্যু। জন্ম ও পুনরুত্থান দুটি জীবন বিশেষ।

২৫৯৯। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় প্রকারের খাদ্যই আকাশ থেকে আসে। পানি যার উপর সর্ব প্রকারের জীব ও জীবন নির্ভরশীল, (২১ঃ৩১) তাও আকাশ থেকেই আসে। তেমনিভাবে ঐশী-বাণী, যার উপর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল, তা-ও আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

২৬০০। "যুল্ আরশ" (আরশের অধিপতি), "যুর রহমত" (করুণার অধিপতি) এর মতই একটি কথা। সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে যে "আরশ্" একটি জড় বস্তু। এই কথা দ্বারা সেই ভুল ধারণা নাকচ হয়ে যায়।

★ ১৭। যেদিন তারা (সবাই) বেরিয়ে আসবে। [ক]তখন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। [খ]আজ আধিপত্য কার? এক-অদ্বিতীয় প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌রই।

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾

১৮। [গ]প্রত্যেক প্রাণ যা সে অর্জন করেছে আজ তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কোন অবিচার করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾

১৯। [ঘ]আর তুমি সেই আসন্ন (শাস্তির) দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর যখন দুঃখ ও ভয়ে প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে আসবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং এমন কোন সুপারিশকারী হবে না যার কথা শুনা হবে।

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٩﴾

২০। তিনি [ঙ]চোখের অপব্যবহার সম্পর্কে[২৬০০-ক] জানেন এবং বক্ষ যা গোপন করে (তা-ও জানেন)।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿٢٠﴾

★ ২১। আর আল্লাহ্‌ই ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন, অথচ তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা কোন বিচারই করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

২
[১১]
৭

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۚ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢١﴾

★ ২২। [চ]তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদের ধরে ফেললেন এবং আল্লাহ্‌র (হাত) থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢٢﴾

২৩। এর কারণ হলো, [ছ]তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে আসতে থাকা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করেছিল। অতএব আল্লাহ্ তাদের ধরে ফেললেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী (ও) শাস্তি দানে কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৬; ১৪ঃ৩৯ খ. ১৮ঃ৪৫; ৪৮ঃ১৫; ৮২ঃ২০ গ. ১৪ঃ৫২; ৪৫ঃ২৩; ৭৪ঃ৩৯ ঘ. ১৯ঃ৪০ ঙ. ২৭ঃ৭৫; ২৮ঃ৭০ চ. ২২ঃ১১০; ২২ঃ৪৭; ৩৫ঃ৪৫; ৪৭ঃ১১ ছ. ২৩ঃ৪৫; ৪১ঃ১৫।

২৬০০-ক। বিরাগের দৃষ্টি, রাগের রক্ত-চক্ষু, অবহেলার দৃষ্টি অথবা কামনা-বাসনার দৃষ্টি।

২৪। [ক]আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট (ও) শক্তিশালী প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারূনের প্রতি[২৬০১]। কিন্তু তারা বললো, '(এ তো) যাদুকর (এবং) চরম মিথ্যাবাদী।'

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

★ ২৬। [খ]আর সে যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে এল তারা বললো, [গ]'যারা এর সাথে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখ।' আর অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্র কেবল নিষ্ফলই হয়ে থাকে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

★ ২৭। আর ফেরাউন বললো, 'মূসাকে হত্যা করার জন্য আমাকে ছেড়ে দাও এবং সে তার প্রভু-প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক। [ঘ]আমি আশংকা করছি সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে না বসে অথবা দেশটা নৈরাজ্য ও (কলুষতায়) ডুবিয়ে না দেয়।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

৩ [৭] ৮

২৮। আর মূসা বললো, [ঙ]'হিসাবের দিনে বিশ্বাস রাখে না এরূপ প্রত্যেক অহংকারীর কাছ থেকে নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় চাই[২৬০২]।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ ع

২৯। আর ফেরাউনের বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজের ঈমান গোপন করে আসছিল[২৬০৩] সে বললো, "তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল এ জন্যই হত্যা করবে যে সে বলে, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্' এবং সে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে? [চ]সে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হলে নিশ্চয় তার মিথ্যার (কুফল) তারই ওপর বর্তাবে। কিন্তু সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে যেসব (আপদ বিপদের) বিষয়ে সে তোমাদের সতর্ক করে এর কোন কোনটি অবশ্যই তোমাদের ওপর নেমে আসবে। সীমালঙ্ঘনকারী (ও) ঘোর মিথ্যাবাদীকে নিশ্চয় আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।★

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৪৬ খ. ২৯ঃ৪০ গ. ৭ঃ১২৮ ঘ. ২০ঃ৬৪; ২৬ঃ৩৬ ঙ. ৪৪ঃ২১ চ. ৬৯ঃ৪৫,৪৭।

২৬০১। 'কারূন' ও হামান' নামগুলোর জন্য ২১৯৮ ও ২২৩১ টীকাদ্বয় দেখুন। প্রত্যেক নবীকেই ফেরাউন, হামান ও কারূনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই নামগুলো যথাক্রমে ক্ষমতা, পৌরহিত্য ও ধনবলকে বুঝাতে পারে। ফেরাউন ক্ষমতা-দম্ভের প্রতীক, হামান পুরোহিতবাদের প্রতীক এবং কারূন ধন-সঞ্চয়বাদের প্রতীক। অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা, দাস সুলভ পুরোহিতবাদ এবং অবাধ ধনবাদ যুগে যুগে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথে বড় বাধা হয়ে এসেছে। আর সেই জন্যই ঐশী সংস্কারকগণ প্রতি যুগেই এই বিরূপ ও বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছেন।

২৬০২। আল্লাহ্ তাআলাই তাঁর মনোনীতগণের ও নবীগণের পরম আশ্রয়স্থল। যখন তাঁরা চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার ও নৈরাশ্যই দেখতে পান এবং কুচক্রী শক্তিগুলো যখন তাঁদের প্রচারিত সত্যকে মুছে ফেলার সংকল্পে অটল পর্বতের মত একত্রে খাড়া হয় তখন তাঁরা তাঁদের প্রভুর দুয়ারেই ধর্ণা দিয়ে থাকেন।

২৬০৩। এই মু'মিন লোকটি তার ঈমানের কথা এইজন্যই গোপন রেখেছিলেন যাতে কোন উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশ করতে পারেন। যেরূপ সাহসিকতার সঙ্গে তিনি ফেরাউনের লোকজনের সামনে তার বিশ্বাস প্রকাশ করলেন এবং যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করলেন তাতে এই কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এতদিন তিনি যে নিজের বিশ্বাসকে প্রকাশ করেননি তার কারণ ভয় ভীতি ছিল না বরং অন্য কিছু ছিল।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۳۰﴾

৩০। হে আমার জাতি! আজ তো তোমাদেরই রাজত্ব। কারণ দেশে তোমরা প্রভাবশালী হয়ে পড়ছ। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব আমাদের ওপর নেমে এলে তা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) কে আমাদের সাহায্য করবে?' ফেরাউন বললো, 'আমি যা বুঝি তা-ই তোমাদের বুঝাচ্ছি। আর আমি তোমাদের কেবল সঠিক পথই দেখাচ্ছি।'

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۱﴾

★ ৩১। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে বললো, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য বড় বড় জাতির (দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির) দিনের মতই (দিনের) আশঙ্কা করছি,

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿۳۲﴾

৩২। (যে পরিণতি) [ক]নূহের জাতি, আদ ও সামূদ (জাতি) এবং তাদের পরবর্তীদের হয়েছিল। আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের ওপর অবিচার করতে চান না।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿۳۳﴾

★ ৩৩। আর হে আমার জাতি! আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের আশঙ্কা করছি যখন লোকেরা একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করবে[২৬০৪]।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۴﴾

৩৪। সেদিন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালাবে এবং আল্লাহ্‌র (হাত) থেকে তোমাদের কোন রক্ষাকারী হবে না। আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿۳۵﴾

৩৫। আর নিশ্চয় তোমাদের কাছে ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ইউসুফও এসেছিল। কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা সব সময় সন্দেহে পড়ে রইলে। অবশেষে সে যখন মারা গেল তোমরা বলতে আরম্ভ করলে, 'এখন তার পরে আল্লাহ্ কখনো কোন রসূল পাঠাবেন না'[২৬০৫]। এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী (এবং) সন্দেহ পোষণকারীকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭০; ১৪ঃ১০; ৫০ঃ১৩-১৫।

★ [এ আয়াতে যে মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ফেরাউনের আত্মীয় ও বড় সর্দারদের একজন ছিলেন। আর হযরত আছিয়ার ন্যায় তিনিও হযরত মূসা (আ:) এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ফেরাউন ও তার সর্দারেরা যখন হযরত মূসা (আ:)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখন তিনি তাঁর গোপন করে রাখা ঈমানের বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন এবং তাদের বুঝালেন তারা যেন তাদের এ কাজ থেকে বিরত হয়। তিনি এ যুক্তি উপস্থাপন করলেন, 'তিনি' (অর্থাৎ হযরত মূসা (আ:) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তাঁর মিথ্যার কুফল তাঁরই ওপর বর্তাবে এবং যাঁর প্রতি তিনি মিথ্যা আরোপ করেছেন তিনিই তাঁকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তিনি সত্যবাদী প্রতিপন্ন হলে তিনি যেসব আপদ বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এগুলোর কোন কোনটি অবশ্যই তোমাদের পিছু নিবে, এমন কি তা তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। এ (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা) হলো সত্য নবীগণের এক স্থায়ী চিহ্ন এবং যেসব জাতির প্রতি নবীগণ প্রেরিত হন সেসব জাতির জন্যও এটি এক স্থায়ী উপদেশ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬০৪ এবং ২৬০৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৬। কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই যারা তাদের কাছে আগত আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের দৃষ্টিতেও অনেক বড় পাপ। এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী (এবং) কঠোর উদ্ধত ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন"।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٦﴾

★ ৩৭। আর ফেরাউন বললো, [ক]'হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর যেন আমি পথে উঠার সামর্থ লাভ করি,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٧﴾

★ ৩৮। (অর্থাৎ) আকাশে ওঠার পথ [খ]যাতে আমি মূসার উপাস্যকে[২৬০৬] এক নজর দেখতে পাই। আর আমি তাকে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী মনে করি।' আর এভাবেই ফেরাউনকে তার মন্দ কাজ সুন্দর করে দেখানো হয়েছিল এবং তাকে (সৎ) পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। আর ফেরাউনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

৪ [১০] ৯

أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ ع

৩৯। আর সেই ব্যক্তি যে ঈমান এনেছিল (সে) বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবো।

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার জাতি! [গ]এ পার্থিব জীবন (তো) সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মাত্র। আর নিশ্চয় পরকালই হলো উপযুক্ত আবাসস্থল[২৬০৭]।

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৮ঃ৩৯ খ. ২৮ঃ৩৯ গ. ৩ঃ১৫; ৯ঃ৩৮; ১৬ঃ১১৮; ২৮ঃ৬১।

২৬০৪। যেদিন মানুষ ভীত-বিহ্বল হয়ে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে বা যেদিন তারা পরস্পরের বিরোধিতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষবশত পৃথক হয়ে যাবে বা যেদিন তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাবে (আকরাব)।

২৬০৫। স্মরণাতীত কাল থেকে নবীগণ আসছেন। কিন্তু মানুষের চিন্তার বিকার এতই প্রবল যে যখনই কোন নূতন নবীর আগমন হয় তখনই মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করে এবং তাঁর বিরোধিতায় লেগে যায়। আর যখন সেই নবী মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর অনুসারীরা বলতে আরম্ভ করে দেয় যে এরপর আর কোন নবী আসবেন না, ওহী বা ঐশী-বাণীর দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

২৬০৬। ফেরাউন ঠাট্টা করে বললো, সে উচ্চ স্তম্ভ বয়ে আকাশে উঠবে এবং মূসা (আঃ) এর আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দর্শন করবে। এইরূপ দম্ভপূর্ণ বিদ্রূপের উত্তর আল্লাহ্ এইভাবেই দিলেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শক্তির একঝলক দেখাতেই ফেরাউন সাগরের অতল তলে ডুবে মারা গেল।

২৬০৭। 'বিশ্বাসী' মানুষটির দৃঢ় বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে, সতিকার ঈমান আনয়নকারীরা নিজেদের প্রত্যয়ে এত দৃঢ়তা রাখেন যে কোন কিছুই তাদেরকে ঐ বিশ্বাস থেকে অপসারিত করতে পারে না। সেই পর্বত সদৃশ অটল বিশ্বাসের কারণেই তারা সানন্দে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার শক্তি সামর্থ্য পেয়ে থাকেন।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১। [ক]যে-ই মন্দ কাজ করবে তাকে কেবল এরই সমান প্রতিফল দেয়া হবে। আর পুরুষ ও নারীর মাঝে [খ]যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের অপরিমিত রিয্ক দান করা হবে[২৬০৮]।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُونَنِيْٓ إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪২। আর হে আমার জাতি! 'এ কেমন কথা আমি তোমাদের পরিত্রাণের দিকে ডাকছি, অথচ তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকছ!

تَدْعُونَنِيْ لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর আমি তো তোমাদেরকে মহা পরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল (আল্লাহ্র) দিকে ডাকছি।

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيْٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْأٰخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। এতে কোন সন্দেহ নেই, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ ইহকালেও এবং পরকালেও তাকে ডাকার কোন বৈধতা নেই[২৬০৮-ক]। আর আল্লাহ্র দিকে নিশ্চয় আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং সীমালংঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী হবে।

فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْٓ إِلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদের যা বলছি তা তোমরা অবশ্যই স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয় আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন"।

فَوَقٰىهُ اللهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন এবং ভয়ংকর আযাব ফেরাউনের অনুসারীদের ঘিরে ফেললো,

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ أَدْخِلُوٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৭। (অর্থাৎ) আগুন। এর সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয়[২৬০৯]। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে,) 'ফেরাউনের অনুসারীদের কঠোরতম আযাবে ফেলে দাও'।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২৮, ৪ঃ১২৪ খ. ৪ঃ১২৫

২৬০৮। অবিশ্বাসীদের মন্দ কর্মের প্রতিফল ও শাস্তি এ মন্দকর্মের সমানুপাতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের সৎকর্মের পুরস্কার হবে অসীম ও অফুরন্ত। ইসলাম ধর্মে বেহেশ্ত ও দোযখের ধারণা এটাই।

২৬০৮-ক। তাকে ডাকা উচিত নয়, তাকে উপাস্য মান্য করা অনুচিত, সে উপাস্য হওয়ার দাবীর অধিকারী নয়।

২৬০৯। 'সেই আগুন, যার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয়' এই বাক্যটি দ্বারা অবিশ্বাসীদের ঐ সব শাস্তির কথা বুঝাচ্ছে যা তারা 'বরযখে' থাকা অবস্থায় ভোগ করবে। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সাময়িক অবস্থাকে' বরযখ' বলা হয়ে থাকে, যেখানে শাস্তির

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৮। [ক]আর তারা যখন আগুনের মাঝে (পড়ে থাকা অবস্থায়) বিতর্ক করতে থাকবে তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব [খ]আমাদের কাছ থেকে তোমরা কিছুটা আগুন সরাতে পার কি?'

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। [গ]যারা অহংকার করেছিল তারা বলবে, 'আমরা সবাই তো এ (আগুনে) পড়ে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের মাঝে যথাযথ বিচার করে দিয়েছেন।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾

৫০। আর যারা আগুনে থাকবে তারা জাহান্নামের প্রহরীদের বলবে, 'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর যেন তিনি কোন একটি দিনের জন্য হলেও আমাদের ওপর থেকে কিছুটা আযাব লাঘব করে দেন।'

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾

৫১। তারা বলবে, [ঘ]'তোমাদের কাছে কি তোমাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই (এসেছিল)।' এতে তারা (অর্থাৎ প্রহরীরা) বলবে, 'তাহলে দোয়া কর।' [ঙ]কিন্তু কাফিরদের দোয়া বৃথাই যায়[২৬১০]।

৫ [১৩] ১০

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥١﴾

৫২। [চ]নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে (সে দিনও) সাহায্য করবো।[২৬১১]★

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥٢﴾

৫৩। সেদিন যালেমদের ওযরআপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর [ছ]তাদের ওপর অভিসম্পাত হবে এবং তাদের আবাসস্থল হবে নিকৃষ্ঠ।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٣﴾

৫৪। [জ]আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٤﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৩৯, ১৪ঃ২২, ৩৪ঃ৩২ খ. ১৪ঃ২২ গ. ৭ঃ৪০, ৩৪ঃ৩৩ ঘ. ২৩ঃ১০৬, ৩৯ঃ৭২, ৬৭ঃ৯-১০ ঙ. ১৩ঃ১৫ চ. ১০ঃ১০৪, ৩০ঃ৪৮, ৫৮ঃ২২ ছ. ১৩ঃ২৬ জ. ২ঃ৮৮, ১৭ঃ৩, ২৩ঃ৫০, ৩২ঃ২৪।

কষ্ট বা পুরস্কারের আনন্দ অপরিপূর্ণ থাকে। বেহেশ্‌ত ও দোযখের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে কিয়ামতের দিন, যে দিন মানুষের শেষ বিচার হবে।

২৬১০। অবিশ্বাসীর চেষ্টা-তদ্‌বীর ও দোয়া যা আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তা কখনো ফলপ্রদ হয় না। অবিশ্বাসীদের সকল প্রকারের চেষ্টা ও প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না, শুধু নবীগণের বিরুদ্ধে যা করা হয় তা-ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা দুঃখী ও ব্যথিত মানুষের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন, সেই ব্যথিত মানুষ বিশ্বাসীই হোক বা অবিশ্বাসীই হোক (২৭ঃ৬৩)।

২৬১১। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি তাঁর প্রেরিত পুরুষ ও অনুসারীদেরকে নিশ্চয়ই সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র যতই প্রবল হোক না কেন তা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন।

★[আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীগণকে (আ:) নিশ্চিতভাবে তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করেছেন। 'ইয়াওমা ইয়াকুমুল আশহাদ' বলতে কিয়ামত অর্থাৎ বিচার দিবস বুঝানো হয়েছে, যেদিন অপরাধীদের বিরুদ্ধে বহু অখন্ডনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপিত হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٥﴾

৫৫। যা ছিল বুদ্ধিমানদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿٥٦﴾

৫৬। [ক]সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তোমার ভুলত্রুটির[২৬১২] জন্য ক্ষমা চাও[২৬১২-ক] এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৭। কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই যারা নিজেদের কাছে আগত আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে [খ]নিশ্চয় তাদের অন্তরে[২৬১৩] কেবল মহানত্বের এক উদ্ভট ধারণা রয়েছে, যা তারা কখনো অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানব সৃষ্টির তুলনায় অবশ্যই অনেক বড়[২৬১৪] (ব্যাপার)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

দেখুন ঃ ক. ৩০ঃ৬১ খ. ৪০ঃ৩৬

২৬১২। 'গাফারাল মাতাআ' অর্থ সে মালামালগুলো থলিতে রাখলো, ঢাকলো ও রক্ষা করলো। গুফ্রান ও মাগফিরাত দুটি শব্দই ক্রিয়া-বিশেষ্য 'গাফারা' থেকে উৎপন্ন। দুটি শব্দ দ্বারাই "নিরাপত্তাদান ও সংরক্ষণ" বুঝায়। মিগ্ফার অর্থ'হেলমেট' যা মস্তককে রক্ষা করে। 'যান্‌ব্ অর্থ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বা সাধারণ দোষ যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত বা ক্ষতিকর ভুল-ভ্রান্তি। 'যানবাহু' অর্থ সে স্বীয় পদ চিহ্ন অনুসরণ করে পথ চললো (লেইন ও মুফরাদাত)। 'ইস্‌তিগফার' কেবল সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, বরং আল্লাহ্‌র পবিত্র ওলীগনের জন্যও প্রয়োজনীয়। এমনকি নবীগণের জন্যও 'ইসতেগফার' এর প্রয়োজন আছে। প্রথমোক্তগণ 'ইস্‌তিগফার' করেন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পাপ থেকে বাঁচবার জন্য এবং পূর্ব-কৃত পাপসমূহের কুফল ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য। আর শেষোক্তগণ ইস্‌তিগ্ফার করেন তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে সব মানব-সুলভ দুর্বলতা অন্তরায় রূপে দাঁড়াতে পারে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য। নবী-রসূলগণও মানুষ। নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মানব-সুলভ দুর্বলতা ও ছোটখাট অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনো কখনো ঘটতে পারে। সেই কারণে খোদার সাহায্যে ঐগুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের ইস্‌তেগফার করার প্রয়োজন হয়। (২৭৬৫ টীকাও দেখুন)

২৬১২-ক। "যাম্‌বাকা" অর্থ তোমার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পাপ, যে পাপ শত্রুরা অনর্থক তোমার প্রতি আরোপ করে, তোমার মানব-সুলভ দুর্বলতা। ২৭৬৫ টীকাও দেখুন)।

২৬১৩। কিবর্ মানে অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বড় ষড়যন্ত্র (লেইন)।

২৬১৪। বাগবী, ইবনে হাজ্‌র ও অন্যান্য বিজ্ঞ পন্ডিত ও তফসীরকারদের মতে 'আন্নাস' শব্দটি এখানে 'দাজ্জালকে' বুঝাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যথা "আদম (আঃ) এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জাল অপেক্ষা বড় (ভয়াবহ) কিছু সৃষ্টি করা হয়নি (বুখারী)।" এই হাদীস থেকে দাজ্জালের অসামান্য চাতুর্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কথা প্রকাশ পায়। যেহেতু দাজ্জালের অসামান্য প্রতারণা শক্তি ও মোহিনী ক্ষমতা থাকবে, সেই জন্য বিশ্বাসীগণকে পূর্ব হতেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা যেন দাজ্জালের প্রতারণা ও মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে না পড়ে এবং দাজ্জালের ধন-সম্পদ, বাহ্যিক ক্ষমতা ও অনন্য সাধারণ চাকচিক্যে যেন ভীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। এই হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, চূড়ান্ত অন্ধকারের সেই অশুভ শক্তিসমূহ যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে 'দাজ্জাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যতই চক্রান্ত-পূর্ণ, ক্ষমতাধর ও ভয়ঙ্কর হোক না কেন ইসলামের উন্নতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বরং পরিমাণে ইসলামের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। অত্র আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্‌তা আলার কাছে মানব-সৃষ্টি এক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। অথচ মানুষ এত নগণ্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নিজের অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের কারণে সে আল্লাহ্ তাআলার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে বসে।

৫৯। [ক]আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। এভাবেই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা ও দুষ্কৃতকারীরা সমান হতে পারে না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। [খ]প্রতিশ্রুত মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। [গ]আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আমার ইবাদত করা থেকে যারা নিজেদের উর্ধ্বে মনে করে তারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৬ [১০] ১১

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦١﴾

৬২। [ঘ]আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা এতে প্রশান্তি লাভ কর এবং দিন বানিয়েছেন দেখবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। [ঙ]ইনিই হলেন আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং (বিপথে) তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। হঠকারিতা করে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের এভাবেই (বিপথে) ফিরিয়ে নেয়া হয়।

كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٤﴾

★ ৬৫। আল্লাহ্‌ই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অবস্থানস্থল এবং আকাশকে নির্ভরশীলতার উপায় করে বানিয়েছেন। আর [চ]তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন পরম সুন্দর। আর তিনি তোমাদের স্বাস্থ্যকর রিয্ক দান করেছেন। ইনিই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌ই হলেন মহিমান্বিত।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তিনি চিরঞ্জীব (ও জীবনদাতা)। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব ঐকান্তিক [ছ]বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাক। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৩:১৭, ৩৫:২০, ৩৯:১০, খ. ১৫:৮৬, ২০:১৬, গ. ২:১৮৭, ৬:৪২, ২৫:৭৮, ২৭:৬৩, ঘ. ১৭:১৩, ৪১:৩৮, ঙ. ৬:১০৩, চ. ৭:১২, ২৩:১৫, ৬৪:৪, ছ. ৩৯:১২, ৯৮:৬।

৬৭। [ক]তুমি বল, 'নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের উপাসনা না করি যাদের তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ডাক। কারণ আমার কাছে আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে গেছে। আর আমাকে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণকারী হতে আদেশ দেয়া হয়েছে।'

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। [খ]তিনিই তোমাদের (সর্বপ্রথম) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[২৬১৫], এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্তপিন্ড থেকে (এবং) এরপর তিনি তোমাদের শিশুর আকারে বের করেন। তারপর (তিনি তোমাদের বড় করে তুলেন) যেন তোমরা যৌবনে পৌঁছ (এবং) এরপর যেন তোমরা বৃদ্ধে পরিণত হও। তোমাদের মাঝে এমনও আছে যাদের (এর) পূর্বেই মৃত্যু দেয়া হয়ে থাকে। আর (এ ব্যবস্থাপনা এ জন্য করা হয়েছে) যেন তোমরা নির্ধারিত মেয়াদে পৌঁছে যাও এবং তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। [গ]তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন [ঘ]তখন একে কেবল একথা বলেন, 'হয়ে যাও' তখন তা হতে আরম্ভ করে এবং হয়েই থাকে[২৬১৬]।

৭ [৮] ১২

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٩﴾

৭০। তুমি কি এরূপ লোক দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে [ঙ]বিতর্ক করে? তাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। যারা এ কিতাব প্রত্যাখ্যান করে এবং সেসব আদেশও (প্রত্যাখ্যান করে) যা দিয়ে আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি তারা অচিরেই (এর পরিণতি) জানতে পারবে

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৭২। [চ]যখন তাদের ঘাড়ে বেড়ী এবং শিকলও থাকবে (যেগুলো দিয়ে) তাদের হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। [ছ]ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদের আগুনে ফেলে দেয়া হবে।

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৫৭, ৩৯ঃ৬৫ খ. ২২ঃ৬, ২৩ঃ১৩-১৫, ৩৫ঃ১২ গ. ২ঃ২৯, ২২ঃ৬৭, ৩০ঃ৪১ ঘ. ২ঃ১১৮, ৩ঃ৪৮, ১৬ঃ৪১, ৩৬ঃ৮৩ ঙ. ১৩ঃ১৪, ২২ঃ৯, ৩১ঃ২১ চ. ৩৬ঃ৯, ৭৬ঃ৫ ছ. ৫৫ঃ৪৫, ৭৮ঃ২৬

২৬১৫। ১৯৩২ টীকা দেখুন।

২৬১৬। এটাই জীবন ও মৃত্যুদানকারী আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও আদেশ যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত-বৎ আরবরা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে এখন নব-জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহ্‌র এই আদেশকে কেউই টলাতে পারবে না।

৭৪। এরপর তাদের নিজ্ঞেস করা হবে, 'কোথায় তারা যাদের তোমরা শরীক সাব্যস্ত করতে

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে?' তারা বলবে, [ক]'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। বরং আমরা তো এর পূর্বে কোন কিছুকেই (আল্লাহ্‌র শরীক করে) ডাকতাম না।' এভাবেই আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের বিপথগামী সাব্যস্ত করেন।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এর কারণ হলো, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে এবং দম্ভভরে চলাফেরা করতে।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। [খ]তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর। (তোমরা) সেখানে এক দীর্ঘকাল থাকবে। সুতরাং অহংকারীদের ঠাঁই অতি মন্দ।

اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমরা [গ]যা দিয়ে তাদের সতর্ক করি আমরা চাইলে এর কিছু কিছু তোমাকে দেখিয়ে দিব অথবা তোমাকে (এর পূর্বেই) মৃত্যু দিব। যা-ই হোক আমাদের দিকেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে[২৬১৭]।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও রসূলদের পাঠিয়েছিলাম। [ঘ]তাদের কারো কারো কথা আমরা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি। [ঙ]আর কোন রসূলের পক্ষে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসা সম্ভব নয়[২৬১৮]। তবে আল্লাহ্‌র আদেশ যখন এসে যাবে তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে। আর তখন মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।★

৮
[১০]
১৩

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৪১ঃ৪৯ খ. ১৬ঃ৩০, ৩৯ঃ৭৩ গ. ১০ঃ৪৭, ১৩ঃ৪১, ৪৩ঃ৪৩ ঘ. ৪ঃ১৬৫ ঙ. ১৩ঃ৩৯, ১৪ঃ১২

২৬১৭। এই আয়াতে দুটি ধর্মীয় নীতি বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) সত্য পরিণামে নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে বিজয় আসার পূর্বে আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দাদেরকে বহুবিধ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের অবিচলতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করতে হয়। (২) অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্বন্ধীয় সর্তককারী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শর্ত-সাপেক্ষ। শর্ত মোতাবেক শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী স্থগিত করা হয়, এমন কি বাতিলও করা হয়। 'বায' শব্দটি প্রতিপন্ন করে যে সকল সতর্কবাণী বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় না। অবিশ্বাসীদের মানসিক পরিবর্তনের সাথে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতারও পরিবর্তন ঘটে।

২৬১৮। ভয় প্রদর্শন ও সতর্কীকরণজনিত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যদিও মুলতবী বা কোন কোনটি বাতিল করা হয়ে থাকে, তথাপি যদি অপরাধী অবিশ্বাসীরা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং নিজেদের উপর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদের জন্য শাস্তি অনিবার্য হয়ে যায় এবং তারা শাস্তিতে নিপতিত হয়।

★[এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অগণিত নবীর মাঝে কেবলমাত্র কয়েকজনের কথা মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। কিন্তু এটাই নবীগণের মোট সংখ্যা নয়। সব ধরনের নবীর মাঝে কয়েকজনকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এসব নবীর সমষ্টিগত দৃষ্টান্ত হিসেবে মহানবী (সা:) এর উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন করীমে রসূলুল্লাহ্ (সা:)সহ মোট ২৫ জন নবীর উল্লেখ রয়েছে, যেভাবে বাইবেলের 'প্রত্যাদেশ' এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রত্যাদেশ-অধ্যায় ৪, শ্লোক ১১। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮০। [ক.]তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এগুলোর কোন কোনটিতে আরোহণ কর এবং এগুলোর কোন কোনটি খাও।

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। [খ.]এগুলোতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। আর (এগুলো এ জন্যও সৃষ্টি করা হয়েছে) যেন তোমরা এগুলোতে আরোহণ করে তোমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার[২৬১৯]। এগুলোতে এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করানো হয়ে থাকে।

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾

৮২। আর তিনি তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখান। সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করবে?

وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَأَيَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। [গ.]এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, এদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল এবং শক্তিতেও অধিক প্রবল (ছিল)। এ ছাড়া (তারা) পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রেও অধিক ক্ষমতাধর ছিল। তবুও তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। আর তাদের কাছে যখন তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এল তখন তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা নিয়ে তারা গর্ব করতে লাগলো। আর সেই (আযাব) তাদের ঘিরে ফেল্‌লো, যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। [ঘ.]আর তারা যখন আমাদের আযাব দেখলো তখন তারা বলে উঠলো, 'আমরা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদেরকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করতাম তাদের অস্বীকার করলাম।'

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৪৩, ১৬ঃ৬, ২৩ঃ২২, ৩৬ঃ৭২-৭৪ খ. ১৬ঃ৬-৮, ২৩ঃ২২-২৩, ৩৬ঃ৭৩-৭৪ গ. ১৬ঃ৩৭, ২৭ঃ৭০, ৩০ঃ৪৩ ঘ. ১০ঃ৫২, ৯১।

২৬১৯। 'হাজাত' অর্থ অভাব, প্রয়োজন, বাসনা, লক্ষ্য, প্রয়োজনীয় বস্তু।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬। [ক]অতএব তারা যখন আমাদের আযাব দেখলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে এল না। আল্লাহ্‌র এ[২৬২০] রীতিই তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে চলে এসেছে। আর অস্বীকারকারীরা তখন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

৯ [৭] ১৪

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯২

২৬২০। অবিশ্বাসীদের পাপ ও অপরাধের পেয়ালা যখন পূরাপুরি ভরে যায় এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির হুকুম তাদের বিরুদ্ধে জারি হয়ে যায় তখন যদি তারা বিশ্বাস আনয়ন করেও তবুও তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কেননা তখন তওবা বা অনুতাপ করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা-৪১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার নাম 'হা মীম্ আস্ সাজ্দা'। 'ফুস্সিলাত নামেও এই সূরাটি অভিহিত। এটি হা মীম্ গ্রুপের দ্বিতীয় সূরা। তাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূরাদ্বয়ের সাথে ভাষাগত ও বিষয়গত দিক দিয়ে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঐ দুটি সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলাম -বিরোধী শক্তিগুলো প্রবল ও কৃতসঙ্কল্প হয়ে বিরামহীনভাবে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছিল, যখন ঐশী শাস্তি উপস্থিত হয়ে যায় তখন অনুশোচনা ও বিশ্বাস আনয়ন করেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এই সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে, এ সকল লোকেরাই নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে ফেলে যারা তাদের হৃদয়ের দ্বারগুলোকে একেবারে এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যে হাজার চেষ্টা করেও তাদেরকে কুরআনের কথা শুনানো যায় না। এই সূরা এও বলছে যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু দরকার এর সব কিছুই কুরআনে মজুদ রয়েছে। কুরআন ধর্মের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস এবং নীতিগুলোকে সরল, বোধগম্য ভাষায় বিস্তারিতভাবে ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে, ছয়টি পিরিয়ডে বা সময়-পর্যায়ে ছয়টি অবস্থা- বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে তা সৃষ্টিকর্তার একত্বকেই প্রমাণ করে। যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা সকলেই এই একই বাণী বহন করে এনেছেন যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ একজনই। এমনকি পুরানো দিনের নবী হযরত হূদ ও সালেহ্ (আঃ)ও এই কথাই প্রচার করেছিলেন।

অতঃপর বলা হয়েছে, যখনই পৃথিবীতে কোন নতুন নবীর আগমন হয় তখনই অবিশ্বাসের ধারক নেতৃবৃন্দ তাঁর আনীত সত্যের বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে লেগে যায়, এর বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে আওয়াজ তোলে। তারা নানা কথা বলে, নানা প্রকারের ছল-চাতুরী ও মিথ্যা-বানাওট কাহিনী সৃষ্টি করে সত্যের আহ্বানকে দাবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মিথ্যা দ্বারা সত্যের বাণীকে কখনো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। এই একই নিয়ম হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শত্রুরা যত প্রকারের ছল, বল ও কলা-কৌশল ব্যবহার করবে সবই বিফল হবে। বরং যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর বিশ্বাস আনয়ন করবে ও বিপদাপদ উপেক্ষা করে তাঁর পাশে দাঁড়াবে তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, তাদের কাছে ফিরিশ্তারা অবতীর্ণ হবেন; ফিরিশ্তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দেয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনার বাণী শুনাবেন এবং জানাবেন যে তাদের সকল শুভ-প্রচেষ্টাকে ইহলোকেই কৃতকার্যতায় ভূষিত করা হবে। ঐশী আশীর্বাদের ধারা ইহলোকেই তাদের উপর বর্ষিত হবে এবং পরলোকে তারা আল্লাহ্‌র মেহ্মান হবেন।

অতঃপর এই সূরাতে বলা হয়েছে, পাপাচার ও দুষ্কৃতির কালোরাত কেটে যাবে এবং আল্লাহ্‌র তৌহীদের সূর্য ও ইসলামের জ্যোতিমালা আরবভূমিকে উজ্জ্বল করে তুলবে। যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই জাতি ইসলামের স্পর্শে এসে এক নবজীবন লাভ করবে। কেবল আরব ভূমিকে আলোকিত করেই ইসলাম ক্ষান্ত হবে না, বরং সেখানে মজবুতভাবে শিকড় স্থাপনের পর এটি পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মানব হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এই আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের মূলে থাকবে এ অত্যাশ্চর্য কিতাবের শিক্ষা যার নাম কুরআন। একমাত্র আল্লাহ্ তালাই জানেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রোপিত সত্যের চারাগাছটি কখন কীভাবে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে বিশ্বের সকল বড় বড় জাতিকে এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করবে। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে বিশ্বের সকল জাতি একদিন ইসলামের শান্তিপ্রদছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

★[এ সূরায় এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে, যা না বুঝার দরুন কোন কোন লোক এগুলো সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১১ থেকে ১৩ আয়াত সম্পর্কে তারা মনে করে সৃষ্টির সূচনাতে গোটা বিশ্বজগৎ যে ধুঁয়ার মত এক পরিমন্ডলে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল সে কথার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি তো এর অনেক পরে হয়েছে।
আসলে এখানে এ বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, পৃথিবীতে যে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে তা চার যুগে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পাহাড়পর্বতের অবস্থান এতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। এরপর এ কথা বলা হয়েছে, এর ওপরের আকাশ এক ধুঁয়ার আকারে ছিল। এ ধুঁয়া প্রকৃতপক্ষে এরূপ জলীয়বাষ্পের আকারে ছিল, যা পৃথিবীর নিকটের সাত আকাশেরও অনেক উর্দ্ধে ছিল। এ জলীয়বাষ্প যখন পৃথিবীতে বর্ষিত হতো তখন গরমের তীব্রতার দরুন তা পুনরায় ধুঁয়ার আকারে উচ্চাকাশে উঠে যেত। এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অবস্থা এমনটিই ছিল। অবশেষে সেই পানি পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে সাগর মহাসাগরের আকারে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, যেখান থেকে তা জলীয়বাষ্পাকারে ওপরে উঠে পাহাড়পর্বতের সাথে ধাক্কা খেয়ে পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষিত হতে আরম্ভ করলো। এরপর পৃথিবীর নিকটের সাত আকাশকে দুটি যুগে সম্পূর্ণ করা হলো এবং আকাশের প্রত্যেক স্তরকে এই বলে সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হলো, তোমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চারদিকে সাত স্তরে বিভক্ত আকাশের কথা বলে থাকে এবং এর প্রত্যেক স্তরের এক সুনির্দিষ্ট কাজের কথাও বর্ণনা করে। এ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকা সম্ভব হতো না এবং আকাশের এসব স্তর পৃথিবীর ও পৃথিবীবাসীর সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
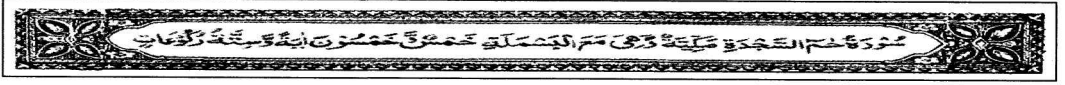
সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা-৪১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। [খ]হামীদুন মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী[২৬২০-ক]।

حٰمٓ ﴿٢﴾

৩। [গ]পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারীর কাছ থেকে (এ কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾

৪। [ঘ]এ এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (এ কিতাব) বার বার পঠিত এবং (এটি) সন্দেহাতীতভাবে স্বচ্ছ, যার আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

৫। (এ কিতাবটি পুণ্যবানদের জন্য) [ঙ]সুসংবাদদাতা এবং (দুষ্কৃতকারীদের জন্য) সতর্ককারী। তথাপি তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে এবং তারা শুনে না।

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٥﴾

৬। [চ]আর তারা বললো, 'যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা[২৬২১]। এ ছাড়া আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে এক পর্দা। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা(ও) করে যাচ্ছি।

وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦﴾

৭। [ছ]তুমি বল, 'আমি কেবল তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয়, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব তাঁর সমীপে অবিচল হয়ে দাঁড়াও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।' আর মুশরিকদের সর্বনাশ হোক,

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪০ঃ২, ৪২ঃ২, ৪৪ঃ২, ৪৫ঃ২, ৪৬ঃ২ গ. ৩২ঃ৩, ৪০ঃ৩, ৪৫ঃ৩, ৪৬ঃ৩ ঘ. ১১ঃ২ ঙ. ৫ঃ২০, ২৫ঃ৫৭, ৩৫ঃ২৫, ৪৮ঃ৯ চ. ৬ঃ২৬, ১৭ঃ৪৭, ১৮ঃ৫৮ ছ. ১৪ঃ১২, ১৮ঃ১১১, ২১ঃ১০৯

২৬২০-ক। ২৫৯২ টীকা দেখুন।

২৬২১। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে বলে, 'তোমার শিক্ষা ও উপদেশমালা এতই ভাল যে আমাদের মত পাপীর পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন। তোমার ধ্যান-ধারণা এতই পবিত্র যে এইগুলো আমাদের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার বাইরে। আর যদি এই কথাগুলোকে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা মনে করা না হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে এইরূপ-'আমরা পুরোপুরি কৃতসংকল্প, তোমার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করবো না। আমরা আমাদের হৃদয়, চক্ষু, কর্ণকে তোমার শিক্ষার বিরুদ্ধে বন্ধ করে দিয়েছি।'

৮। যারা যাকাত দেয় না এবং এরাই পরকালকে অস্বীকার করে।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

১ [৯] ১৫ ৯। নিশ্চয় ক·যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

★ ১০। তুমি বল, 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবীকে দুটি পর্যায়কালে সৃষ্টি করেছেন[২৬২২] এবং তোমরা তাঁরই শরীক সাব্যস্ত কর? ইনিই হলেন বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

★ ১১। খ·তিনি এ (পৃথিবীর) উপরিভাগে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন, এতে বহু কল্যাণ রেখেছেন এবং এর খাদ্যসামগ্রীর উপকরণসমূহ চার[২৬২৩] পর্যায়কালে সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য উত্তমরূপে সুষম করেছেন[২৬২৪]।

وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

১২। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন আর তা ছিল ধোঁয়াটে। আর তিনি একে এবং পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য)[২৬২৫] চলে এস।' এরা উভয়ে বললো, 'আমরা স্বেচ্ছায় চলে এলাম[২৬২৬]।'

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১২, ৮৪ঃ২৬, ৯৫ঃ৭ খ. ১৩ঃ৪, ১৫ঃ২০, ৭৭ঃ২৮

২৬২২। এখানে যে দুটি পর্যায়কালের উল্লেখ আছে তার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করার ক্ষমতা কারো নেই। এর পরিমাপ হাজার হাজার বৎসর হতে পারে। কুরআন শরীফেই 'একদিন'কে এক হাজার বৎসরের সমান বলা হয়েছে (২২ঃ৪৮), এমনকি 'একদিন'কে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমানও বলা হয়েছে(৭০ঃ৫)। 'দুটি পর্যায়ে' পৃথিবী সৃষ্টি করার অর্থ পৃথিবীর প্রাথমিক দুটি অবস্থানকেও বুঝাতে পারে, যেমন প্রথমাবস্থায় এ ছিল উত্তপ্ত, আকৃতিহীন বায়বীয় (গ্যাস) অবস্থায় ছিল, পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

২৬২৩। উপরের আয়াতে যে দুটি পর্যায় বা দুটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী একটি ঘনীভূত আকৃতি ধারণ করেছে সেই দুটি পর্যায় এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'চার পর্যায়কালে' এর অন্তর্গত দুটি পর্যায়ে পৃথিবী আকৃতি ধারণের পর, অতিরিক্ত দুটি পর্যায়ে আরো দুটি বিবর্তনকে বুঝাচ্ছে যথা পৃথিবীর বুকে পাহাড়-পর্বত নদী-নালা স্থাপন এবং শাক্-শব্জি, গাছ-পালা ও জীব-জন্তু সৃষ্টি। আয়াত ১৩ দেখুন।

'এতে এর খাদ্য সামগ্রীর উপকরণসমূহ চার পর্যায়কালে সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য উত্তমরূপে সুষম করেছেন' কথাটি দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে এতে বসবাসকারী সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে পৃথিবী সকল সময়েই সক্ষম হবে।

২৬২৪। 'সমভাবে সব প্রার্থীর জন্য' কথাটি দ্বারা এটাই বুঝায় যে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে সকল জীবের জন্যই খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন, যারা প্রকৃতির বিধানের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যন্বেষণ করবে। তারা অভুক্ত থাকবে না। মানুষের ক্ষুধা ও অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাবার সকল উপাদানই পৃথিবীতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে। অতএব এই কথা বলা কখনো ঠিক হবে না যে পৃথিবী ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার মুখে আহার যোগাতে সক্ষম হবে না। 'পৃথিবী ২৮০০ কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি-পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে'। (প্রফেসর কোলিন ক্লার্ক, পরিচালক, এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)। অতি সম্প্রতি জাতিপুঞ্জ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি জন-সংখ্যার দ্বিগুন হয়ে থাকে" (দেখুন খাদ্য ও কৃষির অবস্থা, ১৯৫৯)।

২৬২৫। 'কুরহান' বা কারহান' উভয়ই কারিহা ধাতু থেকে উৎপন্ন। কারিহা অর্থ সে অপছন্দ করেছিল। 'কুরহান' বলতে বুঝায়, তুমি যা পছন্দ কর না, আর কারহান বলতে বুঝায় অন্যের দ্বারা বাধ্য হয়ে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যা কর। 'ফা'আলাহু কারহান' অর্থ সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা করলো।

২৬২৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩। এরপর তিনি একে দুটি পর্যায়কালে[২৬২৭] সাত আকাশে বিভক্ত করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে এর নিয়মনীতি সম্পর্কে ওহী করলেন। [ক]আর আমরা পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপ ও সুরক্ষার উপকরণ দিয়ে সাজালাম। এ হলো মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) ব্যবস্থাপনা।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۳﴾

১৪। অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তুমি বল, '[খ]আমি আদ ও সামূদ (জাতির ওপর নেমে আসা) আযাবের ন্যায় আযাব সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছি।'

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿۱۴﴾

১৫। তাদের কাছে যখন তাদের যুগেও এবং তাদের পূর্বের[২৬২৭-ক] যুগেও (আমার) রসূলরা এসে (বলেছিল), 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করো না' তখন তারা বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করতেন। সুতরাং যে বাণীসহ তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি'।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৬। আর রইলো আদ (জাতির কথা)। তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়াতো এবং বলতো, 'শক্তিতে কে আমাদের চেয়ে বেশি প্রবল?' তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল? এরপরও তারা অনবরত আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতে থাকলো!

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۶﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১৭, ৩৭ঃ৭, ৬৭ঃ৬ খ. ৪০ঃ৩১-৩২

২৬২৬। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, এ বিশ্ব-জগতে যা কিছু আছে তা একটি নিয়মের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ কর্ম করে। নিজের ইচ্ছায় কিছু করার মত শক্তি সেগুলোর নেই। মানুষই একমাত্র জীব, যার ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীনতা রয়েছে এবং ইচ্ছা করলে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে এক সীমা পর্যন্ত সে অমান্যও করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সে তার এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাকে নিজের ক্ষতি সাধনেই ব্যবহার করে থাকে। ৩৩:৭৩ আয়াতের তাৎপর্যও এটাই।

২৬২৭। ১০ ও ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুটি পর্যায়কালে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে এবং এর উপরে পর্বত, নদী প্রভৃতি এবং শস্যাদিসহ প্রাণী জগৎ স্থাপিত হয়েছে আরো দুটি পর্যায়কালে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টিতে যেমন দুটি পর্যায়কাল লেগেছে তেমনি সৌরজগতকেও এর গ্রহ-উপগ্রহসহ দুটি পর্যায়কালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এইরূপে এই বিশ্ব-জগৎ ছয় পর্যায়কালে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হিসাবটা ৭ঃ৫৫ এবং ৫০ঃ৩৯ আয়াতগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। "ইয়াউম" শব্দটি "পর্যায়" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করলে ১০, ১১, ও ১৩নং আয়াত তিনটি দ্বারা বুঝায় যে এই বিশ্বজগৎ ছয়টি পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি সম্পন্ন হবার পর পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয় এবং এই মানবসৃষ্টিও ছয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় (২৩ঃ১৩-১৫)।

২৬২৭-ক। তাদের জাতীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে নবীর আগমন অব্যাহত ছিল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٧﴾

১৭। অতএব আমরা ভয়ঙ্কর অশুভ দিনগুলোতে তাদের ওপর এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করলাম যেন তাদের আমরা (এ) পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আযাব ভোগ করাই। আর পরকালের আযাব অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাজনক। আর তাদের সাহায্য করা হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾

১৮। আর রইলো সামূদ (জাতির কথা)। আমরা তাদেরও সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা অন্ধত্ব পছন্দ করে হেদায়াতের ওপর (এ অন্ধত্বকে) প্রাধান্য দিল। অতএব তাদের কৃতকর্মের কারণে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের বজ্র তাদের ধরে ফেললো।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٩﴾ ع

২ [১০] ১৬ ১৯। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করতো আমরা তাদের উদ্ধার করলাম।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٠﴾

★ ২০। আর যেদিন [ক]আল্লাহ্‌র শত্রুদের একত্র করে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন বিভিন্ন শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হবে।

حَتّٰىٓ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

২১। অবশেষে তারা যখন সেই (আগুন) পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে [খ]তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে[২৬২৮]।

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২২। আর তারা নিজেদের চামড়াকে[২৬২৯] বলবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' তারা উত্তর দিবে, 'আল্লাহ্ আমাদের বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব কিছুকে বাক্‌শক্তি দান করেছেন। আর তিনিই প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৮৪ খ. ২৪ঃ২৫, ৩৬ঃ৬৬

২৬২৮। অপরাধীদের চক্ষু ও কর্ণ তিনভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবেঃ (১) তাদের কুকর্মের ফলাফল দৈহিক অবয়বের রূপ নিবে, (২) তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অসৎকর্মের ফলে পঙ্গুত্ব লাভ করবে, এ পঙ্গুত্বই তাদের অপরাধের সাক্ষ্য বহন করবে, (৩) তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাফেরা ও কার্যাবলী রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে।

২৬২৯। চামড়া মানুষের কর্মকাণ্ডে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। কেবল স্পর্শানুভূতিই নয়, অন্যান্য অনুভূতিও এর অন্তর্গত। চক্ষু ও কর্ণের যে পাপ তা দর্শন ও শ্রবণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু চামড়ার পাপ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বেষ্টন করে। কেননা দেহের বাহ্যিক অঙ্গগুলোর সবই চর্ম দ্বারা আবৃত।

২৩। আর তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়াও সাক্ষ্য দিতে পারে (না ভেবে) তোমরা (তোমাদের পাপ) গোপন করতে না। কিন্তু তোমরা ধারণা করে বসেছিলে তোমাদের অনেক কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেনই না।★

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতে[২৬৩০] তা-ই তোমাদের ধ্বংস করে দিল এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে গেলে।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۴﴾

★ ২৫। [ক]এখন তারা সহ্য করতে পারলে আগুনই হবে তাদের ঠাঁই। আর তারা শুনানীর সুযোগ চাইলে তারা শুনানীর জন্য সুযোগপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না[২৬৩১]।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿۲۵﴾

★ ২৬। আর আমরা তাদের সঙ্গীসাথী নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম, [খ]যারা তাদের কাছে সেসব কিছু আকর্ষণীয় করে (দেখিয়েছিল) যা পূর্বে গত হয়ে গেছে এবং যা তাদের সামনে রয়েছে[২৬৩২]। আর তাদের বিরুদ্ধে (সেভাবেই) সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হলো যেভাবে তাদের পূর্বের জিন (অর্থাৎ বড় লোক) অথবা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হয়েছিল। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৩ [৭] ১৭

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۶﴾

২৭। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'তোমরা এ কুরআনে কান দিও না এবং এর পাঠের সময় হৈ চৈ করো[২৬৩৩] যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿۲۷﴾

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ১৪, খ. ২৮ঃ৩৫, গ. ২৬ঃ১৬

★[২১-২৩ আয়াতে কিয়ামত দিবসে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষী সাক্ষ্য দিবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এর মাঝে সবার আগে আশ্চর্যজনক সাক্ষ্য হলো চামড়ার সাক্ষ্য। সেই যুগে (অর্থাৎ মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে) চামড়ার সাক্ষ্য সম্পর্কে কিছুই বুঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রাণীবিদরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন, মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আকৃতি ও গড়ন সবচেয়ে বেশি চামড়ার কোষে প্রোথিত থাকে। এমন কি কোটি কোটি বছর পূর্বের কোন প্রাণী যদি মাটি চাপা পড়ে থাকে এবং এর চামড়ার কোষগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে এর কেবল একটি কোষ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তদ্রূপ প্রাণী নূতন করে সৃষ্টি করা যায়। বংশানুগতি প্রকৌশল (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) এর মাধ্যমে চামড়ার কোষ দিয়ে ভেড়া বা মানুষের সৃষ্টি হওয়াও এ কুরআনী সাক্ষ্যকে প্রমাণ করে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৩০। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবই সকল পাপ কার্যের মূল কারণ।

২৬৩১। অবিশ্বাসীদের অপরাধসমূহ এতই বীভৎস ও জঘন্য যে তারা ক্ষমার অযোগ্য। তাই তারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না। এমনকি ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র 'আরশ' এর আশেপাশেও আসতে পারবে না।

২৬৩২। অবিশ্বাসীদের দুষ্ট বন্ধুরা তাদের দুষ্কর্মের প্রশংসা করতো যাতে ঐ দুষ্কর্মগুলো অবিশ্বাসীদের কাছে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। এই সঙ্গী-সাথী বন্ধুদেরকেও ঐ শাস্তির অংশীদার করা হবে যা প্রশংসা-প্রতারিত অবিশ্বাসীদের উপর নেমে আসবে। 'তাদের কাছে সে সব কিছু আকর্ষণীয় করে (দেখিয়েছিল) যা পূর্বে গত হয়ে গেছে এবং যা তাদের সামনে রয়েছে' কথাগুলো দ্বারা সেই সকল

২৬৩৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। [ক]অতএব যারা অস্বীকার করেছে আমরা নিশ্চয় তাদের কঠোর আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো এবং অবশ্যই আমরা তাদের জঘন্যতম কৃতকর্মের প্রতিফল দিব।

ذٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯। আগুনই হ্লো আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল। সেখানে তাদের জন্য দীর্ঘকাল থাকার ঘর রয়েছে। হঠকারিতার সাথে আমাদের আয়াতসমূহ তাদের অস্বীকার করার প্রতিফল এটাই।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! [খ]জিন ও সাধারণ মানুষের[২৬৩৪] মাঝ থেকে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদের পদদলিত করবো যাতে করে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে যায়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩১। [গ]নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক', এরপর তারা (এতে) অবিচল থাকে তাদের প্রতি ফিরিশতারা অবতীর্ণ হতে থাকবে (এবং তারা বলবে,) 'ভয় করো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং সেই জান্নাত (লাভে) আনন্দিত হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[২৬৩৫]।

نَحْنُ أَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

৩২। আমরা ইহকালে এবং পরকালেও তোমাদের সাথী। আর [ঘ]সেখানে তোমাদের জন্য সেসব কিছু থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য সেসব কিছু থাকবে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে।★

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٣﴾ ع ٤ ١٨

৪ [৭] ১৮ ৩৩। অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারীর পক্ষ থেকে এ (হবে) আতিথেয়তা।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন?'

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৯১, ৩২ঃ২২ খ. ৩৩ঃ৬৯, ৩৮ঃ৬২ গ. ২১ঃ১০৪, ৪৬ঃ১৪ ঘ. ২৫ঃ১৭

কার্যকলাপ বুঝতে পারে যা তারা তাদের দুষ্ট সাথীদের সঙ্গ-দোষে করেছিল এবং যা তারা স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে করেছিল।

২৬৩৩। অন্ধকারের উপাসকেরা সর্বদাই সত্যের বাণীকে গলা টিপে মারতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তারা হৈ চৈ ও গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয় এবং সর্বপ্রকারের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ধাপ্পাবাজী দ্বারা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করতে অপচেষ্টা চালায়।

২৬৩৪। মানুষ দুই শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণী হলো জিন এবং অপর শ্রেণী সাধারণ মানুষ।

২৬৩৫। মু'মিনগণ যখন অসীম ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অবিচল বিশ্বাসের পরীক্ষায় পাশ করে যায় তখন তাদেরকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য ইহলোকেই তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হন।

★[ওহী যে সদা সর্বদা জারী রয়েছে তা ৩১-৩২ আয়াতে বলা হয়েছে। এ ওহী সেসব লোকের প্রতি অবতীর্ণ করা হবে যারা আল্লাহ্ তাআলার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করে এবং পরীক্ষার সময় অবিচল থাকে। তাদের প্রতি যেসব ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হবে এরা তাদের সম্বোধন করে বলবে, আমরা এ পৃথিবীতেও তোমাদের সাথে রয়েছি, পরকালেও তোমাদের সাথে থাকবো এবং তোমাদের সব পবিত্র আকাঙ্ক্ষা

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা সবচেয়ে উত্তম তা দিয়ে [ক]তুমি (মন্দকে) প্রতিহত কর[২৬৩৬]। তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অচিরেই (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

★ ৩৬। কিন্তু ধৈর্যশীল ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না। আর যে (মহত্তের) এক বড় অংশের অধিকারী হয়েছে তাকে ছাড়া আর কাউকে এ (মর্যাদা) দান করা হয় না।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৭। [খ]আর শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করলে তুমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। [গ]আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও (সিজদা করো) না। তোমরা যদি তাঁরই ইবাদত করে থাক তাহলে তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সিজদা কর যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ ﴿٣٩﴾

সিজদা-১১

৩৯। কিন্তু তারা অহংকার করলে (জেনে রাখ) যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে তারা রাত দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

★ ৪০। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এটাও একটি, তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখ, [ঘ]কিন্তু আমরা যখন এর ওপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করি তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং (সবুজ গাছপালায়) ভরে ওঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবন দান করেছেন তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারেন। নিশ্চয় সব কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান।★

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾

★ ৪১। যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করে নিশ্চয় তারা আমাদের (দৃষ্টির) আড়ালে নয়। অতএব [ঙ]যাকে আগুনে ফেলে দেয়া হবে সে কি উত্তম, না কি সে, যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় আসবে? তোমরা যা চাও করে বেড়াও। তোমরা যা-ই করে থাক নিশ্চয় তিনি (তা) পুরোপুরি দেখেন।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ২৩, ২৮ঃ৫৫ খ. ১২ঃ১০১ গ. ১৭-১৩, ৪০ঃ৬২ ঘ. ২২ঃ৬, ৩০ঃ৫১, ৩৫ঃ২৮ ঙ. ৩৮ঃ২৯

পূর্ণ করা হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৩৬। ধর্ম প্রচার এমনি এক কাজ যে এতে অনিবার্যভাবেই প্রচারকের উপর অত্যাচার ও যুলুম নেমে আসে। এই জন্য আয়াতটিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে, প্রচারক যেন অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এগুলো সহ্য করেন-এমনকি অত্যাচারীর অত্যাচার ও অনিষ্টের বদলে প্রচারক যেন অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করেন।

★[আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হওয়ার পর মৃত ভূমি জীবিত হওয়ার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর পরের জীবনও এ বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। পুনরুত্থান তো সবারই হবে। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন তারাই লাভ করবে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা তা থেকে কল্যাণ লাভ করবে, অর্থাৎ যারা নবীগণকে (আ:) স্বীকার করে এবং তাঁদের শিক্ষার ওপর আমল করে। আকাশের পানি পৃথিবীর সব জায়গায়ই তো বর্ষিত হয়। কিন্তু শুকনো পাথর ও নিষ্ফলা ভূমি তা থেকে উপকৃত হয় না। এ পানি কেবল সেই ভূমিকে জীবিত করে যার মাঝে জীবনীশক্তি আছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪২। যারা এ যিক্র[২৬৩৭] (অর্থাৎ কুরআন) তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে নিশ্চয় তারা (শাস্তি পাবে)। অথচ এ হলো এক সম্মানিত কিতাব।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। মিথ্যা [ক]এর কাছে এর সামনে থেকে এবং এর পেছন থেকেও আসতে পারে না[২৬৩৮]। পরম প্রজ্ঞাময় (ও) পরম প্রশংসাভাজন (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে (এ কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। তোমাকে কেবল তা-ই বলা হচ্ছে যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়েছিল। [খ]নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। আর আমরা যদি [গ]এ কুরআনকে 'আজমী' (অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও কঠিন) বানাতাম তবে নিশ্চয় তারা বলতো, 'এর আয়াতসমূহ কেন সুস্পষ্ট (অর্থাৎ বোধগম্য) করা হয়নি?' আজমী ও আরবী কি (সমান হতে পারে)? তুমি বল, 'যারা ঈমান এনেছে এটি তো তাদের জন্য পথনির্দেশনা ও আরোগ্য। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে বধিরতা রয়েছে এবং তা (অর্থাৎ কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব) তাদের কাছে গোপন রয়েছে[২৬৩৮-ক]। এদেরকেই (যেন) এক দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে[২৬৩৯]।

৫ [১২] ১৯

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১১ খ. ১৩ঃ৭; ৫৩ঃ৩৩ গ. ১৬ঃ১০৪; ২৬ঃ১৯৬; ৪৬ঃ১৩।

২৬৩৭। কুরআনকে যিক্র বলা হয়েছে। কারণ ঃ (ক) এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিবিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে স্মরণ রাখতে পারে, (খ) এটি মানুষকে ঐ সকল মহতী শিক্ষা স্মরণ করায়, যেগুলো পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবতীর্ণ হয়েছিল, (গ) এর শিক্ষাগুলোকে বাস্তব জীবনে অবলম্বন ও অনুসরণ করে মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয় (যিক্র শব্দের অন্য অর্থ সম্মান, মর্যাদা)।

২৬৩৮। কুরআন এমনই একটি আশ্চর্যগ্রন্থ যে এর প্রচারিত মহান সত্যসমূহ, নীতিমালা ও আদর্শসমূহের একটিকেও পুরাতন জ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণিত করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

২৬৩৮-ক। কুরআনের অর্থ ও মর্ম তাদের কাছে অস্পষ্ট এবং এর সৌন্দর্য ও কল্যাণ তাদের চক্ষু থেকে লুক্কায়িত।

২৬৩৯। এই উক্তি 'এদেরকেই (যেন) এক দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে' এর অর্থ– কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাসীদের আল্লাহ্ তাআলার বিচারাসনের কাছেও ঘেঁষতে দেয়া হবে না, বরং বহু দূরবর্তী স্থান থেকে তাদের অপকর্মের হিসাব দিতে তাদেরকে আহ্বান করা হবে। এই বাক্যাংশটির অর্থ এও পারে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা কুরআনের বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং এর বিষয়বস্তুর উপরে চিন্তা-ভাবনা করতেও অস্বীকার করেছে সেহেতু এটি তাদের নিকট দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট ও এলোমেলো মনে হচ্ছে যেমন দূর থেকে আওয়াজ এলে শব্দ বা বাক্যগুলো স্পষ্ট ও অর্থবোধক হয় না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম। কিন্তু তাতে মতভেদ করা হলো। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক-যদি আদেশ জারী না হয়ে থাকতো[২৬৩৯-ক] তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হতো। আর নিশ্চয় তারা এ সম্পর্কে এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে রয়েছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٧﴾

৪৭। খ-যে-ই সৎকাজ করে সে তার নিজের জন্যই (তা) করে এবং যে-ই মন্দকাজ করে সে তার নিজের বিরুদ্ধেই (তা) করে। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক নগণ্য বান্দাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অন্যায় করেন না।

২৫তম পারা

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٨﴾

★ ৪৮। প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জ্ঞান তাঁরই দিকে ফিরানো হয় (অর্থাৎ এর পূর্ণ জ্ঞান তাঁরই আয়ত্তাধীনে)। তাঁর অজ্ঞাতসারে[২৬৪০] কোন ফল এর মঞ্জরীর আবরণ থেকে বের হয় না এবং গ-কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। আর সেদিনের (কথা চিন্তা কর) যখন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'আমার প্রতি আরোপিত ঘ-শরীকরা কোথায়?' তারা বলবে, 'আমরা তোমার কাছে ঘোষণা করছি, আমাদের কেউই এ (ব্যাপারে) সাক্ষী নয়।'

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٩﴾

★ ৪৯। আর ঙ-তারা পূর্বে যাদের ডাকতো তারা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। তখন তারা অনুধাবন করবে তাদের পালাবার কোন পথ নেই।

لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٥٠﴾

৫০। চ-মানুষ কল্যাণ চাওয়ার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয় না এবং তার কোন অকল্যাণ হলে সে হতাশ (ও) নিরাশ হয়ে পড়ে।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২০; ১১ঃ১১১; ২০১৩০; ৪২ঃ১৫ খ. ৩ঃ১৮৩; ৮ঃ৫২; ১৭ঃ৮; ২২ঃ১১ গ. ১৩ঃ৯; ৩৫ঃ১২ ঘ. ১৮ঃ৫৩; ২৮ঃ৬৫ ঙ. ৪০ঃ৭৫ চ. ১১ঃ১০-১১; ১৭ঃ৮৪।

২৬৩৯-ক। এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার এই কথাগুলোর প্রতি 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে আছে, (৭ঃ১৫৭)।

২৬৪০। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, আরবের ভূমিতে মহানবী মহাম্মদ (সাঃ) যে বীজ বপন করেছেন তা কীরূপে কত বড় হবে এবং কি ধরনের ফল দান করবে। ফলগুলো পচা হলে তো ঐগুলোকে ধ্বংসই করা হবে, কিন্তু ঐ ফল যদি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয় তাহলে সেগুলো নিশ্চয়ই সযত্নে সুরক্ষিত হবে।

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيْٓ إِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥١﴾

৫১। [ক]আর কোন কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার পর আমরা তাকে আমাদের কৃপার কোন স্বাদ গ্রহণ করালে সে অবশ্যই বলে, 'এটা আমার[২৬৪১] (প্রাপ্য) ছিল। আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত আসবে বলে আমি মনে করি না। আর আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হলেও নিশ্চয় আমার জন্য তাঁর কাছে উঁচু মানের কল্যাণ থাকবে।' সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে আমরা অবশ্যই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবো। আর আমরা অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ তাদের ভোগ করাবো।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥٢﴾

★ ৫২। [খ]আর আমরা যখন মানুষকে কোন অনুগ্রহে ভূষিত করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সরে পড়ে। কিন্তু সে যখন অনিষ্টের সম্মুখীন হয় তখন দেখ, সে দীর্ঘ মিনতিভরা প্রার্থনায় রত হয়ে যায়।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা বল তো দেখি, এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে (এবং) এরপরও তা অস্বীকার কর তাহলে যে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে তার চেয়ে অধিক বিপথগামী আর কে হতে পারে?'

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٤﴾

★ ৫৪। [গ]অচিরেই আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দিগন্তে (উদ্ভাসিত হতে) দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মাঝেও (দেখাবো)[২৬৪২], এমন কি এ (কুরআন) তাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়ে যাবে। সবকিছুর ওপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকই কি যথেষ্ট নয়?

أَلَآ إِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٥﴾ ع

৫৫। সাবধান! তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের (সাথে) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে রয়েছে। সাবধান! নিশ্চয় তিনি সব কিছু ঘিরে আছেন।

৬ [১০] ১

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২২; ১১ঃ১১ খ. ১১ঃ১০; ১৭ঃ৮৪ গ. ৫১ঃ২১-২২।

২৬৪১। মানুষের স্বভাব এটাই যে যখন সে কষ্টে পড়ে তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সম্পদশালী হয় তখন সে উদ্ধত ও বেপরওয়া বনে যায় এবং এমন ব্যবহার করে, যেন কোন দিনই সে অভাবগ্রস্ত ছিল না। তার অহমিকা তখন এতদূর গড়ায় যে সে তার কৃত-কার্যতাকে সম্পূর্ণভাবে তার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের ফল বলে মনে করে।

২৬৪২। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ইসলাম কেবল আরবদেশের নিকটবর্তী পাশাপাশি দেশগুলোতে বিস্তৃত হয়েই থেমে যাবে না, বরং তা বিশ্বের দূরতম প্রান্তগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। "আফাক" অর্থ দূরদূরান্তরের অঞ্চলসমূহ (লেইন)।

সূরা আশ্ শূরা-৪২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংঙ্গ

এই সূরাটিও মক্কায় পূর্ববর্তী সূরার প্রায় কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নলডিকি বলেছেন, এই সূরা পূর্ববর্তী সূরার কিছুকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মারদাওয়াই এবং ইব্নে যুবাইর বলেছেন, ইব্নে আব্বাস এর মতে এই সূরা মক্কায় এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা চরমে পৌঁছেছিল এবং মুসলমানগণ একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি ঐশী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজের আত্মারই ক্ষতি সাধন করে এবং নিজেই এই প্রত্যাখ্যানের কুফল ভোগ করে থাকে। বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণার সাথে আরম্ভ হয়েছে যে কুরআন মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়, উচ্চ মর্যাদাশালী এবং অতি মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতি একে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত শক্তি-সামর্থ্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেদেরই পরম ক্ষতি সাধন করবে।

বিষয়বস্তু

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় অবলম্বনে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং বলা হয়েছে মানুষের পাপাচারের সংখ্যা বহু এবং পাপগুলোও গুরুতর। তবে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমাশীলতার পরিধি এ সবের চাইতে অনেক বেশী এবং সীমাহীন। তাঁর করুণার চাহিদা মোতাবেক মানব-মন্ডলীকে পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি কুরআন অবতীর্ণ করলেন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এমনি বিচিত্র যে সে আল্লাহ্ তাআলার এই রহমত থেকে উপকার লাভ না করে নিজের ধ্যান-ধারণার সৃষ্ট প্রতিমার পূজা করতে লেগে যায়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তোমার এত দুঃখিত হবার কিছু নেই, অবিশ্বাসীদের কুকর্মের জন্য তাদেরকেই দায়ী করা হবে। কেননা তুমি তাদের উপর নিযুক্ত অভিভাবক নও, তোমার কর্তব্য মানুষের কাছে শুধু ঐশী-বার্তা পৌঁছে দেয়া। বাকীটা আল্লাহ্ তাআলার কাজ। অতঃপর সূরাতে বলা হয়েছে, যখনই ধর্মের মৌলিক নীতিমালা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তাআলা এ সব মতানৈক্য দূর করে মানুষকে সঠিক-সত্য পথে আনার জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় ঘটিয়ে থাকেন। সকল ধর্মের মৌলিক নীতিমালা এক হওয়ার কারণে প্রেরিত পুরুষগণ একই ধর্ম অনুসরণ করেছেন। এই মৌলিক নীতিটি হলোঃ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই 'ধর্মেরই' পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে কুরআনের অবতীর্ণ ঐশী-বাণীর মধ্যে আর এই জন্য এই পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত ইলাহী ধর্মের অনুসরণকে বিশ্বের সর্বমানবের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ এল। তাঁকে বলা হলো, অত্যাচার-অনাচার, বাধা-বিঘ্ন এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোন কিছুকেই যেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পথে তিনি অন্তরায় মনে না করেন। সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআনে অবতীর্ণ আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালনের নামই সৎকর্ম এবং এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নাম অসৎকর্ম। জাতি এবং ব্যক্তির ভাগ্য নির্ণীত হয় তাদের সৎ-অসৎ কর্ম দ্বারা। এই কর্মের সৎ-অসৎ গুণাগুণই ভবিষ্যতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য গঠন করে থাকে। মানুষের জীবনে এমন একদিন আসে যখন তার কার্যাবলীকে নিক্তি দ্বারা ওজন করা হয়। যদি তাদের ভাল কার্যাবলীর ওজন মন্দ কার্যাবলীর ওজন থেকে বেশী হয় তাহলে এক আশিসপূর্ণ সুখী জীবন তাদের ভাগ্যে জুটে যায়। অপরপক্ষে যাদের মন্দ কার্যাবলীর ওজন যদি তাদের সৎকর্মের ওজনকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে তাদের জীবনে নেমে আসে অনুতাপ, দুর্ভোগ ও দীর্ঘশ্বাস। অতঃপর এই সূরাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন এবং অসহনীয় যাতনাও ভোগ করেছেন– নিজের জন্য নয় বরং মানবের মঙ্গলের জন্য। দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও হিতৈষণা দ্বারা তাঁর কোমল হৃদয় ভরপুর ছিল। তাঁর একনিষ্ঠ চিন্তা ও ধ্যান ছিল যে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সাথে সত্যিকার প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করুক। এমন অকপট, সাধু, মানব হিতৈষী কি কখনো আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারেন? তথাপি তাঁর জাতি তাঁকে মহাপাপে পাপী বলতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই সাধারণ কথাটা তারা কেন বুঝতে পারেনি, আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা-বানাওট কথা বলা বা আরোপ করা এমনই মারাত্মক বিষ যা ঐ মিথ্যা আরোপকারীকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। অথচ ধ্বংস হওয়াতো দূরের কথা, মহানবী (সাঃ) এর মহতী প্রচেষ্টা সুফল দান করছে এবং তাঁর উদ্দেশ্য ক্রমাগতভাবে দ্রুতবেগে উন্নতি সাধন করছে। তারপর উপমা স্বরূপ বলা হচ্ছে, প্রাকৃতিক জগতে আমরা দেখতে পাই যে তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যখন পানির প্রয়োজন বোধ করে তখন আল্লাহ্ তাআলা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করেন। ঠিক অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগত যখন শুষ্ক হয়ে গেল তখন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের আকারে বারিধারা বর্ষণ করলেন। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র-পরিচালনা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম ইত্যাদি পরামর্শ সভার মাধ্যমে সম্পাদন করার নীতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে এই সূরাতেই অপরাধ ও দন্ড-বিধির ভিত্তি ও রূপরেখা কীরূপ হবে তা বলা হয়েছে। এই রূপরেখা অনুসারে শাস্তি প্রদানের আসল উদ্দেশ্য হলো অপরাধী ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন সাধন। "একগালে চড় দিলে অন্য গালও পাতিয়া দাও" খৃষ্টানদের এইরূপ

ঢালাও শিক্ষা কিংবা "চক্ষুর বদলে চক্ষু, আর দঁতের বদলে দাঁত" ইহুদীদের এই মতবাদ– এর কোনটিরই স্থান ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংশোধন সাধন হয়। সূরার শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) তাঁর যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তিনি একজন সতর্ককারী হিসাবে সতর্ককরণের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী নন। তিনিই জীবন এবং তিনিই আলো। তাঁর পথই একমাত্র পথ যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। সর্বশেষে ওহী বা বাণী অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

★[শিয়া তফসীরকারকগণ এ সূরার প্রেক্ষাপট থেকে সরে গিয়ে এ সূরার ২৪ নম্বর আয়াতের এক বিভ্রান্তিকর অনুবাদ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা:)কে যেন এ কথা বলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, কিন্তু এর বিনিময়ে আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতিদান দাও। এ আয়াতের অর্থ কখনো এটি নয়। কেননা নিজের নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রতিদান চাওয়ার অর্থ আসলে নিজের জন্যই প্রতিদান চাওয়া হয়ে থাকে। এর আসল বিষয়বস্তু হলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে নিজের জন্য এবং নিজের নিকটাত্মীয়দের জন্যও কোন প্রতিদান চাই না। এ কথার সমর্থনে উল্লেখ করতে হয়, হযরত মুহাম্মদ (সা:) সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমার নিকটাত্মীয়দের এবং তাদের বংশধরদেরও কখনো সদকা দিও না। কিন্তু তোমরা নিজেদের নিকটাত্মীয়দের উপেক্ষা করো না। তাদের প্রয়োজনে খরচ করা তোমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য এবং বিশেষভাবে নিজেদের নিকটাত্মীদের জন্য খরচ করার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কেন সরাসরি এদের দান করেন না? এর উত্তরে বলা হয়েছে, রিয্ক সম্প্রসারিত হওয়া বা সঙ্কুচিত হওয়ার বিষয়টি বহুবিধ প্রজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন সময় রিয্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে লোকদের পরীক্ষা করা হয় এবং কোন কোন সময় রিয্ক সঙ্কোচনের মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হয়। সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাদের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাদের কথাই পূর্বে বলা হয়েছে, সচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা দুর্বলদের এমনকি নিকটাত্মীয়দের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না।

এরপর ৩০ নম্বর আয়াত এক বিস্ময়কর রহস্যের উদ্ঘাটন করছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর যুগে পৃথিবীর কোন মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধারণাও করতে পারতো না। সে যুগে আকাশসমূহকে প্লাষ্টিক ধরনের কিছুর ওপর সাত স্তরে অবস্থিত মনে করা হতো, যেখানে চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এভাবে জড়িয়ে আছে যেভাবে কাপড়ে পুঁতি ও জড়ি সেলাই করে লাগানো হয়। কে বলতে পারতো, পৃথিবীর ন্যায় সেখানেও বিচরণশীল প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে? কেবল আকাশসমূহে এরূপ প্রাণী বিদ্যমান থাকার নিশ্চিত খবরই দেয়া হয়নি, বরং একত্র করার বিষয়টিকে এ কথা বলে আকাশসমূহ পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রাণী এবং আকাশে বসবাসকারী প্রাণীকে এক দিন অবশ্যই একত্র করে দেয়া হবে। এই 'একত্রীকরণ' কি দৈহিকভাবে হবে না কি যোগাযোগের মাধ্যমে হবে, এর জ্ঞানতো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা এ চেষ্টাপ্রচেষ্টায় লেগে রয়েছে কিভাবে আকাশে বসবাসকারী প্রাণীকূলের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপিত হতে পারে। তারা এ কথা ভাবতে বাধ্য হয়ে গেছে, পৃথিবী ছাড়াও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমন্ডলীতেও বিচরণশীল প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আশ্ শূরা-৪২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]হামীদুন, মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী[২৬৪৩]।

حٰمٓ ②

৩। 'আলীমুন, সামী'উন, কাদীরুন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান[২৬৪৩-ক]।

عٓسٓقٓ ③

★ ৪। এভাবেই মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তোমার প্রতি ওহী করেন এবং তাদের প্রতিও করেছেন যারা তোমার পূর্বে ছিল।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৫। [গ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই। আর তিনি অতি উচ্চমর্যাদাশালী (ও) অতি মহান।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ⑤

★ ৬। আকাশসমূহ এর মহাকাশীয় উচ্চতায় বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর [ঘ]ফিরিশতারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য[২৬৪৩-খ] ক্ষমা প্রার্থনা করছে। চিন্তা করে দেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।★

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑥

৭। আর আল্লাহ্ তাদেরও পর্যবেক্ষক[২৬৪৪] যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর [ঙ]তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۫ۖ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪১ঃ২; ৪৩ঃ২; ৪৪ঃ২; ৪৫:২; ৪৬ঃ২ গ. ১৬ঃ৫৩; ২২ঃ৬৫; ৩১ঃ২৭ ঘ. ১৩ঃ১৪ ঙ. ৬ঃ১০৮; ৮৮ঃ২৩।

২৬৪৩। 'হা' দ্বারা হাফিযুল কিতাব (গ্রন্থের রক্ষক) এবং 'মীম' মুনায্যিলুল কিতাব (গ্রন্থ অবতীর্ণকারী) অর্থ বুঝাতে পারে। কারণ এই দুটি সংক্ষিপ্ত অক্ষর হা মীম্ দ্বারা যে সূরাগুলো আরম্ভ হয়েছে, সেই সূরাগুলো বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ও এর সঠিক সংরক্ষণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে।

২৬৪৩-ক। 'আইন' দ্বারা আল্ আলিয়্যু (উচ্চতম), আল্ আলীমু (সর্বজ্ঞ), আল্ আযীমু (সুমহান), আল আযীযু (মহাপরাক্রমশালী) বুঝায়। 'সীন' দ্বারা আস্ সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং 'কাফ' দ্বারা আল্ কাদীর (সর্বশক্তিমান), আল্ কাহ্হার (চরম শাস্তিদাতা) বুঝায়।

২৬৪৩-খ। মানুষের পাপ ব্যাপক, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কৃপা এত ব্যাপক যে এ রহমত তাঁর অন্যান্য গুণাবলীকে বেষ্টন করে রাখে। মানুষের জন্য ফিরিশ্তাদের দোয়ার সাথে আল্লাহ্ তাআলার কৃপা সম্পৃক্ত হয়ে মানুষকে ঐশী শাস্তির কবল থেকে রক্ষা করে। তাকে সময় দেয়া হয় যাতে সে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায়।

★[পৃথিবীবাসীর ওপর যখন আকাশ থেকে বড় বড় বিপদ নেমে আসে তখন আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাদের জন্য আকাশের ফিরিশ্তারাও ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফিরিশ্তারা নিজ সত্তায় নিষ্পাপ। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৪৪। আল্লাহ্ তাআলার একত্বের প্রতি অবমাননাকর বিশ্বাসসমূহকে তিনি লক্ষ্য করেন এবং এর হিসাবও রাখেন। কিন্তু এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যারা কোন মতেই পরিত্যাগ করবে না বা অনুতপ্ত হবে না, সে ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

★ ৮। এভাবেই [ক]আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি [খ]যেন তুমি জনপদজননী[২৬৪৫] এবং এর চার দিকের সবাইকে সতর্ক কর এবং (যেন) তুমি একত্রীকরণের দিন সম্পর্কেও (তাদের) সতর্ক কর, যে (দিনের আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। (সেদিন) একটি দল থাকবে (বেহেশ্‌তের) বাগানসমূহে এবং একটি দল থাকবে লেলিহান আগুনে।★

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝

৯। [গ]আর আল্লাহ্ চাইলে তিনি তাদেরকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালেমদের জন্য কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১০। [ঘ]তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্যদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে? অথচ (জেনে রাখ) আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বন্ধু। আর তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

১ [১০] ২

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১১। আর যে বিষয়েই তোমরা মতভেদ কর, এর মীমাংসা আল্লাহ্রই হাতে। (তুমি বল,) 'ইনিই হলেন আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে বিনত হই।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

★ ১২। (তিনিই) [ঙ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা। তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মাঝ থেকেও (তোমাদের কল্যাণের জন্য) জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। আর তিনি এ (পৃথিবীতে) তোমাদের (সংখ্যায়) বাড়িয়ে দেন[২৬৪৬]। তাঁর মত কেউই নেই[২৬৪৭]। তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।★

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

দেখুন ঃ ক. ২০:১১৪; ৩৯:২৯; ৪৩:৪; ৪৬:১৩ খ. ৬:৯৩ গ. ১১:১১৯ ঘ. ১৩:১৭; ৩৯:৪৪ ঙ. ৬:১৫: ১৪:১১; ৩৫:২।

২৬৪৫। উম্মুল কুরা (শহর জননী) মক্কাকে বুঝিয়ে থাকবে। কারণ যে সময় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন মক্কা সারা আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নগরীরূপে পরিগণিত ছিল। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বের জন্য চিরতরে এই নগরী আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্র হতে চলেছে। বিশ্বমানবকে এই মাতৃনগরী মক্কা আপনার আধ্যাত্মিক স্তন্য পান করাতে চলেছে। ভৌগলিকভাবেও বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রভূমিতে মক্কা অবস্থিত। কুরআনকেও উম্মুল কিতাব (গ্রন্থ জননী) বলা হয়েছে। যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই আরবী ভাষাকেও "উম্মুল আল্ সিনাহ" (ভাষাসমূহের জননী) বলা হয়েছে।

★[আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা ছিল 'আল্ কা'বা'। এটি মক্কা নামক জনপদে অবস্থিত। এ জনপদকে উম্মুল কুরা (জনপদজননী) বলা হয়। এ অভিব্যক্তিটি অন্যান্য সব জনপদের তুলনায় এর (অর্থাৎ মক্কার) গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকতে পারে। অথবা অভিব্যক্তিটি আক্ষরিকভাবে সর্বপ্রথম নির্মিত জনপদ বুঝাতে পারে। সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যেখানে মক্কা অবস্থিত প্রাচীনকালে সেখানে ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্র ঘরের চারদিকে একটি জনপদ গড়ে ওঠে। প্রারম্ভিকভাবে কিছু অজানা লোক দ্বারা তখন এটা নির্মিত হয়েছিল। মানবজাতি এর অনুকরণে জনপদ নির্মাণ করতে শিখেছিল। কাজেই একে 'জনপদজননী' বলা যেতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

২৬৪৬। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে জোড়া-সম্পর্ক থাকে তারই মাধ্যমে মানব-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২৬৪৭। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মাঝ থেকেও (তোমাদের কল্যাণের জন্য) জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)'। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি' (৫১ঃ৫০)। এর দ্বারা মানুষ ভুলবশত মনে করতে পারে যে আল্লাহ্ তাআলারও জোড়া আছে। এই সম্ভাব্য ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এখানে বলে দেয়া হলো, কোন কিছুই তাঁর মত নয়। এই বাক্যটি পরিষ্কারভাবে বলছে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সত্তা। তাঁর মত কোন

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৩। [ক]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই (হাতে)। [খ]তিনি যার জন্য চান রিয্ক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকুচিতও করেন। নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٣﴾

১৪। তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের সেই বিধান জারী করেছেন, যার তাগিদপূর্ণ আদেশ তিনি নূহকেও দিয়েছিলেন। আর আমরা তোমার প্রতি যে ওহী করেছি এবং ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসাকেও যার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলাম তা ছিল এটাই, 'তোমরা ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে কোন মতভেদ করো না।' যে বিষয়ের দিকে তুমি মুশরিকদের ডাকছ তা তাদের জন্যে খুব কঠিন। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। আর যে (তাঁর প্রতি) বিনত হয় তিনি তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٤﴾

★১৫। [গ]তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরে তারা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছিল এবং বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আর [ঘ]তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যদি এ আদেশ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য জারী না হয়ে থাকতো তাহলে অবশ্যই (ধ্বংসের মাধ্যমে) তাদের বিষয়টির ইতি টেনে দেয়া হতো। আর তাদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল নিশ্চয় তারা এ সম্পর্কে এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে আছে।

وَمَا تَفَرَّقُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٥﴾

১৬। অতএব এরই ভিত্তিতে তুমি (মানবজাতিকে) আহ্বান জানাও। আর যেভাবে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে [ঙ]তুমি নিজ অবস্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর তুমি [চ]তাদের কামনাবাসনার অনুসরণ করো না। আর তুমি বল, 'কিতাব থেকে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন আমি এর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মাঝে সুবিচার করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ই আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। [ছ]আমাদের জন্য আমাদের কাজের (পুরস্কার) এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজের (পুরস্কার)। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিতর্ক (কাজে আসবে) না[২৬৪৮]। আল্লাহ্ই আমাদের একত্র করবেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।'

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৯:৬৪ খ. ১৩:২৭; ২৯:৬৩; ৩৪:৩৭; ৩৯:৫৩ গ. ৪৫:১৮; ৯৮:৫ ঘ. ১০:২০; ২০:১৩০; ৪১:৪৬ ঙ. ১১:১১৩ চ. ৫:৫০ ছ. ২:১৪০: ১০:৪২।

কিছু কল্পনায়ও আসে না। মানুষের বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার বহু উর্দ্ধে তিনি। যদিও মানুষের ও আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে একটা দূরতম, অপরিপক্ক ও অপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতে পারে, তথাপি এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা সমতার চিন্তা করা একেবারে বাতুলতা মাত্র।

★[মহানবী (সা:) এর যুগে পশুদের জোড়া থাকার জ্ঞান তো ছিল এবং গাছপালার মাঝেও কোন কোনটির জোড়া থাকার কথা জানা ছিল। কিন্তু সেই সময় এ কথা জানা ছিল না, সব কিছু আল্লাহ্ তাআলা জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। পদার্থের প্রতিটি অণুর জোড়া যে রয়েছে বর্তমান যুগে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ আয়াতে মানুষের উদ্‌গত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, জীবনের সূচনা হয়েছিল উদ্ভিদ থেকে। আর একথা একেবারেই সঠিক। এ আয়াতে 'জারাআ' শব্দটি আছে। অন্য এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে 'আম্বাতাকুম মিনাল আরযে নাবাতান' (সূরা নূহ: ১৮)। অর্থাৎ মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়েছে উদ্ভিদের ন্যায়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৭। আল্লাহ্ (অনেকের কাছে) গৃহীত হয়ে যাওয়ার পরও যারা তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তিপ্রমাণ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে অকার্যকর[২৬৪৯] হবে। আর তাদের ওপরই (তাঁর) ক্রোধ (বর্ষিত হবে)। আর তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর আযাব।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۷﴾

১৮। আল্লাহ্ই [ক]যথাযথভাবে কিতাব ও মানদন্ড[২৬৫০] অবতীর্ণ করেছেন। আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যে সম্ভবত নিকটবর্তী তা তোমাকে কিসে বুঝাবে?

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿۱۸﴾

১৯। [খ]যারা এ (প্রতিশ্রুত মুহূর্তে) ঈমান আনে না তারাই তা শীঘ্র দেখতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা একে ভয় পায়[২৬৫১] এবং (তারা) জানে, এটা সত্য। সাবধান! যারা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধে বিতর্ক করে তারা নিশ্চয় চরম বিপথগামিতায় পড়ে আছে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۱۹﴾

২ ★ ২০। [গ]আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি যাকে [১০] চান রিয্ক দেন। আর তিনি অতি শক্তিশালী (ও) মহা ৩ পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿۲۰﴾ ع

দেখুন ঃ ক.৫৫:৮; ৫৭:২৬ খ. ১৩:৭ গ. ৬:১০৪; ২২:৬৪।

২৬৪৮। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তিনি যেন পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীদেরকে বলেন যে তিনি (সাঃ) তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থেই বিশ্বাস রাখেন। অতএব তাঁর সাথে তাদের ঝগড়া-বিবাদ করার কোনই হেতু নেই।

২৬৪৯। ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, দলে দলে মানুষ এতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। অতএব অবিশ্বাসীদের মনে ইসলামের ঐশী ধর্ম হওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় বা আপত্তি থাকা একেবারে অবান্তর ও অযৌক্তিক।

২৬৫০। মানুষের পথ প্রদর্শন ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ তাআলা দুটি জিনিষ পাঠিয়েছেন ঃ (১) ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ শরীয়তের আইন-কানুন, (২) ওজনের পাল্লা যার মাধ্যমে মানুষের সৎ-অসৎ কার্যাবলীর সঠিক মুল্যায়ন, বিচার-বিশ্লেষণ, পরিমাপ ও ওজন করা হয়। "মীযান" (ওজনের পাল্লা) বলতে মানুষের বিচার-ক্ষমতা ও বিবেক-বুদ্ধিকেও বুঝাতে পারে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায় অন্যায়কে মানুষ চিনতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই জগতেই (পরকালে তো নিশ্চয়) মানুষের সকল কার্যকে ঐশী তুলা-দণ্ডে মাপা হয়। "মাযীন" দ্বারা কুরআনকেও বুঝাতে পারে। কেননা ভাল ও মন্দকে বিচার করার সূক্ষ্ম মাপকাঠি কুরআনে রয়েছে। অন্যত্র (৫৭ঃ২৬) যেখানে 'তিনি অবতীর্ণ করেছেন' শব্দগুলো মীযানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এই শব্দগুলো লোহার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যা 'শক্তির প্রতীক'। এটি ঐশী ও মানবীয় নিয়মেরও নির্দেশ করছে।

২৬৫১। যে অবিশ্বাসীরা 'শেষ বিচারের দিন' আছে বলে বিশ্বাস করে না, সেজন্য ঐ দিনের ভয়ে তারা ভীত হয় না, তারা ঐ দিনটির আগমনকে ত্বরান্বিত করতে দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু মু'মিনদের কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু তারা ঐ ভয়ঙ্কর দিনে তাদের ইহলৌকিক জীবনের কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস রাখে, সেহেতু তারা এর সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে ভীত থেকে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢١﴾

২১। [ক]যে-ই পরকালের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে-ই ইহকালের ফসল চায় আমরা তা (অর্থাৎ ইহকালের ফসল) থেকে তাকে দিয়ে থাকি এবং পরকালে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না[২৬৫২]।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২। তাদের সমর্থনে কি এরূপ শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন কোন আদেশ জারী করেছে, যার আদেশ আল্লাহ্ দেননি? আর (আমাদের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ঘোষণা যদি না হয়ে থাকতো তাহলে তাদের মাঝে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে চুকিয়ে দেয়া হতো। আর যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾

২৩। তুমি যালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে, কিন্তু (প্রতিশ্রুত এ আযাব) তাদের ওপর নেমে আসবেই। [খ]আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগানসমূহে[২৬৫৩] থাকবে। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে তা-ই পাবে যা তারা কামনা করতো। এটাই হলো মহা অনুগ্রহ।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۚ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٤﴾

★ ২৪। এটা তা-ই, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাকে দিয়ে আসছেন, যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। [গ]তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের মাঝে নিকটাত্মীয়সুলভ ভালবাসা প্রদর্শন কর[২৬৫৪]। এ ছাড়া আমি তোমাদের কাছে আর কোন প্রতিদান চাই না।' আর যে-ই কোন পুণ্য কাজ করে আমরা তার জন্য তার পুণ্যের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) অতি গুণগ্রাহী।

দেখুন ঃ ক. ৩:১৪৬; ১৭:২০; ১৭:১৯; খ. ২:৮৩; ১৩:৩০; ২২:৫৭; ৬৮:৩৫ গ. ২৫:৫৮; ৩৮:৮৭।

২৬৫২। যারা ইহজীবনের তুচ্ছ ও সামান্য বস্তু অর্জনের জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে তারা পরকালের অমর জীবনের মঙ্গল ও আশিবার্দসমূহ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যারা পরকালের জীবনের জন্য ইহলোকেই প্রস্তুতি নেয় তারা সীমাহীন বেহশ্‌তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হবে, যা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না।

২৬৫৩। ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান দিবসের কথা বিদ্রূপাত্মকভাবে উড়িয়ে দিয়ে উপহাস করে বলে, ঐ দিনটা তাড়াতাড়ি এসে গেলেই তো ভাল হয়। কিন্তু বিশ্বাসীরা নিজেদের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করে ঐ দিনের সামনা-সামনি হতে ভয় পায়। এই ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পুনরুত্থান-দিবসে এই চিন্তাধারা একেবারে উল্টে যাবে। অবিশ্বাসীরাই ঐদিন তাদের অপকর্মের অশুভ ফলাফলের চিন্তায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়বে। আর সেই সময়ে মু'মিনরা আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে আশীর্বাদের বাগানে খুশী মনে ইচ্ছেমত চলাফেরা করবে।

২৬৫৪। এই শব্দগুলোর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে ঃ (১) তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আনার জন্য আমার এই যে দুর্নিবার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট থেকে কোনই উপকার বা পারিশ্রমিক চাই না, শুধু আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে তোমাদের আত্মিক মঙ্গল ও হিতৈষণাই আমাকে এই প্রচার-পরিশ্রম করতে বাধ্য করে, (২) তোমাদের আধ্যাত্মিক উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে আমি যে মহাব্রত অবলম্বন করেছি এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় বা পুরস্কার চাই না। তবে আমি একেই পুরস্কার মনে করবো যদি তোমরা রক্তের আত্মীয়ের মত মিলে-মিশে বাস কর এবং আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর স্নেহ, ভালবাসা ও

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٥﴾

★ ২৫। তারা কি বলে, 'সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলছে?' আল্লাহ্ যদি চাইতেন তিনি তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারতেন[২৬৫৫]। [ক]আল্লাহ্ মিথ্যা মুছে ফেলেন এবং নিজ আদেশে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বক্ষে যা আছে নিশ্চয় তিনি তা পুরোপুরি জানেন।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। [খ]আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপ ক্ষমা করেন। আর তোমরা যা কর তিনি (তা) জানেন।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٧﴾

২৭। [গ]আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি তাদের দোয়া গ্রহণ করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের (প্রতিদান) বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য অতি কঠোর আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

২৮। আর আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য রিয্‌ক সম্প্রসারিত করে দিতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক আচরণ করতো। [ঘ]কিন্তু তিনি এক পরিমাপ অনুযায়ী যা চান অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সদা অবহিত (এবং তাদের প্রতি) গভীর দৃষ্টি রাখেন।★

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٩﴾

২৯। [ঙ]আর তাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই তো বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর কৃপাকে ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই কার্যনির্বাহক (ও) সব প্রশংসার অধিকারী।

দেখুন : ক.১৩:৪০ খ. ৯:১০৪; ৩৩:৭৪ গ. ২:১৮৭ ঘ. ১৫:২২ ঙ. ৩১:৩৫।

সহানুভূতিকে লালন কর, (৩) তোমাদের প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা, তার জন্য তোমাদের কাছ থেকে আমি কোন বিনিময় চাই না। আমি মাত্র এতটুকুই চাই যে তোমরা আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে আত্মীয়তার রক্ত-বন্ধনটাকে একেবারে অবহেলা করো না, (৪) আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পুরস্কার চাই না বরং আমি এটাই চাই যে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেকে পছন্দ কর ও গুরুত্ব দাও। (কুরবা বা কুরবৎ অর্থ নৈকট্য)। এই শেষোক্ত অর্থটির মিল রয়েছে ২৫:৫৮ এর সাথে যেখানে মহানবী (সাঃ) এর উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না কেবল এতটুকু ছাড়া যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।"

২৬৫৫। এই শব্দগুলোতে বুঝাতে পারে, যদি আল্লাহ্ তাআলা মনে করতেন যে তোমাকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত ও প্রবঞ্চক বলে গালি দেয়ার জন্য তাদেরকে শাস্তি দান করাই উচিত ছিল তাহলে তিনি তোমার হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিতেন অর্থাৎ তোমার মনে তাদের জন্য কোন দয়া-মায়া ও উদ্বেগ থাকতো না যাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তুমি তাদের উপর অভিশাপ কামনা করতে। কিন্তু তুমি তা কর না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা অন্যরূপ চেয়েছেন। এর অন্য অর্থও হতে পারে, যথাঃ মহানবী (সাঃ) যদি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে কোনও মিথ্যা কথা বানিয়ে থাকতেন তাহলে তাঁর ব্যবহার ও চালচলণ ঐ লোকের মত হতো, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করে। কিন্তু তিনি দিন দিন উত্তম হতে উত্তম ও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরের গুণাবলী ও ধার্মিকতা অর্জন করে চলেছেন। এতে বুঝা যায়, তিনি আল্লাহ্‌র প্রযত্ন ও হেফাযতের মধ্যে রয়েছেন, যার কারণে তিনি ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন।

★[আল্লাহ্ যদি চাইতেন অঢেল রিয্‌ক দিতেন এবং কেউই গরীব থাকতো না। কিন্তু রিয্‌ক বন্টনের মাধ্যমে এক শ্রেণীকে বেশি এবং অন্য শ্রেণীকে কম দান করেছেন। আর উভয় অবস্থায়ই তাদের পরীক্ষা করেন। কোন কোন বান্দা রিয্‌কের আধিক্যের দরুন বিপথগামী হয় এবং কোন কোন বান্দা দারিদ্রের দরুন বিপথগামী হয় যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, 'ক্বাদকাদাল ফাকরু আঁইয়াকুনা কুফরান' অর্থাৎ দারিদ্র খোদাকে অস্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। অতএব এতে সমাজতন্ত্রের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে অবশেষে দারিদ্র খোদাকে অস্বীকারের কারণ হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০। আর ক-আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে তিনি যেসব বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন এসবই তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং যখনই তিনি চাইবেন এদের একত্র করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম[২৬৫৬]।

৩ [১০] ৪

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿۳۰﴾

৩১। খ-আর তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۱﴾

৩২। আর তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে) কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না[২৬৫৭]। আর গ-আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۳۲﴾

৩৩। ঘ-আর সমুদ্রে পাহাড়ের ন্যায় চলমান নৌযানগুলোও তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত[২৬৫৮]।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۳۳﴾

৩৪। তিনি চাইলে বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন। এমনটি হলে এগুলো (সমুদ্র) পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।★

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۴﴾

৩৫। অথবা এসব (নৌযানকে) তিনি তাদের (অর্থাৎ আরোহীদের) কৃতকর্মের দরুন ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকেন।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۵﴾

দেখুন ঃ ক.৩০:২৩ খ. ৪:৮০ গ. ৬:১৩৫; ১১:৩৪; ২৯:২৩ ঘ. ৩১:৩২; ৫৫:২৫।

২৬৫৬। এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র বাণীর একটি অত্যুজ্জ্বল ও অত্যাশ্চর্য সাক্ষ্য। এটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কুরআন আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা মাত্র আতুড় ঘরে ছিল তখন আরব মরুর এক নিরক্ষর দুলালের পক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা কী করে সম্ভব হলো যে পৃথিবী ছাড়াও মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহে কোন না কোন আকৃতিতে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে! 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে তিনি যে সব বিচরনশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন' এই বাক্যাংশটি এক আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সেই সুদূর অতীতে প্রকাশ করেছে। কারণ কুরআন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র বাণী, এটি মুহাম্মদ (সাঃ) কিংবা অন্য কোন মানবের বাণী নয়। 'যখনই তিনি চাইবেন একত্র করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম' এই বাক্যাংশটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীও হতে পারে যে এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য গ্রহ-গ্রহান্তরের বসবাসকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং তারা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি জানা গেছে, ১২,০০০ বৎসর পূর্বে আকাশ থেকে অতিথিরা ('দ্রোপাস') পৃথিবীতে এসেছিল (দি পাকিস্তান টাইমস, ১৩-৮-৬৭)।

২৬৫৭। অবিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারিত করেছেন যে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ্ তাআলার এই হুকুমকে কেউই বানচাল করতে পারবে না। অবিশ্বাসীরা যত বাধা-বিঘ্নই সৃষ্টি করুক না কেন তারা ইসলামের জয়যাত্রা ও অগ্রগতিকে কোন মতেই প্রতিহত করতে পারবে না।

২৬৫৮। এই আয়াত এবং অন্যান্য বহু আয়াতে কুরআন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমুদ্রগামী পাহাড়-সদৃশ জাহাজের ভূমিকার উল্লেখ করেছে। অথচ ঐ সুদূর অতীতে বর্তমান কালের লক্ষ লক্ষটনবাহী জাহাজের কথা মানুষের পক্ষে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আরবের এক মরু-সন্তানের কাছে ১৪শ' বছর পূর্বে এই সত্য কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কুরআন যে ঐশী-বাণী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

★[৩৩-৩৪ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীর মাঝে পাহাড়ের ন্যায় উঁচু বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মহানবী (সা:) এর যুগে সাধারণ পাল তোলা নৌকা চলতো। তাই আবশ্যকীয়ভাবে এটি ভবিষ্যতকালে সংঘটিতব্য এক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৬। [ক]আর যারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেন জেনে নেয় তাদের পালানোর কোন জায়গা নেই।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। [খ]আর যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের সাময়িক ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। আর যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও স্থায়ী

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। [গ]এবং (এটা তাদের জন্যও) যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ বর্জন করে এবং তারা যখন রেগে[২৬৫৯] যায় তখন ক্ষমা করে

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, [ঘ]নিজেদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের[২৬৬০] মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং আমরা তাদের যা দান করেছি তা থেকে খরচ করে

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাদের প্রতি যখন অন্যায় করা হয় তখন তারা প্রতিশোধ (তো) নেয়,

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। [ঙ]তবে (তারা মনে রাখে) অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকুই যতটুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষ্যে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে[২৬৬১]। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক.২২:৪; ৪০:৫ খ. ২৮:৬১ গ. ৪:৩২; ৫৩:৩৩ ঘ. ৩:১৬০ ঙ. ২:১৯৫; ১৬:১২৭।

২৬৫৯। এই আয়াতের শব্দগুলো সকলপ্রকার পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তথাপি 'রাগ'কে একটু আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এইজন্য যে সীমা অতিক্রম করলে এই ক্রোধ থেকে বড় বড় পাপ ঘটতে পারে।

২৬৬০। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সকল কাজ-কর্ম পরস্পর পরামর্শ দ্বারা সম্পন্ন করার মৌলিক নীতিটি এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই একটি মাত্র সরল শব্দ 'শূরা' হলো প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের মূল ভিত্তি, যাকে নিয়ে আজ পশ্চিমা দেশগুলো এত গৌরব বোধ করে। ইসলামী খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানকে জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ নিতে হয়। যখন কোন জাতীয় পর্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তখনই পরামর্শ-সভার মাধ্যমে তা গ্রহণ করা কর্তব্য বলে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (টীকা ৬২১, ৬২২ দেখুন)।

২৬৬১। এই আয়াতে ইসলামের দণ্ড-বিধির ভিত্তি রয়েছে। ইসলামের অনুশাসন হলো, একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো, ঐ অপরাধীর নৈতিক সংশোধন। যদি ক্ষমাদ্বারা তার নৈতিক পরিবর্তন আনা সহজ মনে হয় তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি শাস্তি দানের মাধ্যমে তার সংশোধন হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়াই কর্তব্য। তবে শাস্তি কোন মতেই অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সর্বাবস্থায় এইরূপ উপদেশ দেয় না যে "এক গালে চড় দিলে অপর গাল পাতিয়া দাও" কিংবা "চোখের বদলে চোখ তুলিয়া ফেল"। বরং ইসলাম বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে, মধ্য পথ অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেয়।

৪২। আর যারাই তাদের (নিজেদের) ওপর যুলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না[২৬৬২]।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٢﴾

৪৩। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধেই থাকবে যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾

৪ [১০] ৫ ৪৪। [ক]আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে, তার এ (কাজটি) হলো অবশ্যই এক দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٤﴾

৪৫। [খ]আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য এরপর কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যখন যালেমদেরকে আযাবের সম্মুখীন হতে দেখবে তখন তারা বলবে, 'এটিকে টলিয়ে দেয়ার কোন পথ আছে কি?'

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। আর তাদের যখন এ (আযাবের) সামনে উপস্থিত করানো হবে তখন তুমি তাদেরকে অপমানে অবনত ও অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখবে[২৬৬৩]। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে, 'নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারপরিজনকে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' জেনে রাখ, যালেমরা নিশ্চয় এক দীর্ঘস্থায়ী আযাবে পড়ে থাকবে।

وَ تَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন বন্ধু থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকবে না।

وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬:১২৭ খ. ৪:১৪৪; ১৭:৯৮; ১৮:১৮।

২৬৬২। ইসলামের শাস্তি প্রদান-নীতি স্বপ্ন-বিলাসী আদর্শবাদীদের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু একটি বাস্তববাদী ধর্ম হিসাবে ইসলাম নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছে। আত্মরক্ষাকে একজন মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য নিহত হয় সে 'শহীদ' হয়" (বুখারী, কিতাব ফিলমাযালেম ওয়াল গাসাব)।

২৬৬৩। 'অবনত ও অর্ধনীমিলিত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখবে' দ্বারা সেই দোষী ব্যক্তির বিহ্বল চাহনিকে বুঝায়, যাকে অপরাধের জন্য ধৃত করা হয়েছে এবং যে উৎকণ্ঠার সাথে নিজের বিরুদ্ধে বিচারের অত্যাসন্ন হুকুম শুনবার অপেক্ষায় আছে।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। যে (দিনটিকে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কখনো টলানো হবে না সেদিন আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ও তোমাদের থাকবে না।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٩﴾

৪৯। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে সেক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাদের রক্ষাকারী করে পাঠাইনি। কেবল (বাণী) পৌঁছে দেয়াই তোমার কর্তব্য। আর [ক]আমরা যখন আমাদের পক্ষ থেকে মানুষকে কোন কৃপার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে এতে আনন্দিত হয়ে যায়। আর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন তাদের কোন অমঙ্গল হলে নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٥٠﴾

৫০। [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন এবং যাকে চান পুত্র দান করেন।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥١﴾

৫১। অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র কন্যা উভয়টাই দান করেন। এ ছাড়া তিনি যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন[২৬৬৪]। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫২। আর কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে আল্লাহ্ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে কেবল ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যমে, যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা-ই ওহী করে যা তিনি চান[২৬৬৫]। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ১১:১১ খ. ৫:৪১; ৩৯:৪৫; ৫৭:৩।

২৬৬৪। এই আয়াতে এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে এই বলে শাসিয়ে দিচ্ছেন যে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, অপরপক্ষে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি অবিশ্বাসীরা সন্তানহীন হয়ে পড়বে। কেননা তাদের সন্তানেরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

২৬৬৫। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার কাছে তিনটি উপায়ে কথা বলেন এবং আত্মপ্রকাশ করেন ঃ (১) তিনি কারো মধ্যবর্তিতা ছাড়াই সরাসরি বান্দার সাথে কথা বলেন, (২) তিনি তাদেরকে এমন দৃশ্য দেখান যা ব্যাখ্যা ছাড়াই দর্শক স্বয়ং বুঝতে পারেন অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা বুঝে থাকেন অথবা বান্দার জাগ্রত অবস্থায় তিনি তাকে স্পষ্ট শব্দাবলী শ্রবণ করান, কিন্তু বান্দা দেখতে পায় না কে কথা বলছেন, "পর্দার আড়াল থেকে" শব্দগুলো দ্বারা এই অর্থই বুঝায়, (৩) আল্লাহ্ একজন বাণী-বাহক ফিরিশ্‌তাকে প্রেরণ করেন যিনি উদ্দিষ্ট বান্দার কাছে সেই বাণী পৌঁছিয়ে দেন।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۲﴾

৫৩। আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশে এক জীবনদায়ী বাণী ওহী করলাম[২৬৬৬]। কিতাব কী এবং ঈমান কী তুমি তা জানতে না। কিন্তু আমরা এ (বাণীকে) জ্যোতি বানিয়েছি (এবং) এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে যাকে চাই হেদায়াত দেই। আর নিশ্চয় তুমি সরলসুদৃঢ় পথে (লোকদের) পরিচালিত করছ,

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾

৫৪। সেই আল্লাহ্‌র পথে[২৬৬৭] (যিনি) আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে এর (সব কিছুর) মালিক। সাবধান! সব বিষয় আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যায়[২৬৬৮]।

৫ [১০] ৬

২৬৬৬। কুরআনকে এখানে 'রূহ' (জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস) (লেইন) বলা হয়েছে। কারণ একটি মৃতজাতি এরই মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করেছে।

২৬৬৭। ইসলাম হচ্ছে মূর্ত জীবন, জ্যোতি এবং সুপথ যা মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষ সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য কী, তা ইসলামই মানুষকে অনুধাবন করায়।

২৬৮৮। সবকিছুর শুরু আল্লাহ্‌র হাতে এবং সবকিছুর শেষও আল্লাহ্ তাআলারই হাতে।

সূরা আয্ যুখরুফ্-৪৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

কুরতুবীর মতে কুরআনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে যে এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাসও এই মতের পূর্ণ পোষকতা করেন। তবে সঠিক তারিখাদি নির্ধারণ করে বলা কঠিন। আলেমদের বেশীর ভাগই একে নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে অথবা পঞ্চম বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে এ কথা বলা হয়েছিল যে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলগণের প্রতি যে সব ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় তার মাঝে এক ধরনের রহস্য ও প্রচ্ছন্নতা থাকে। এই কথাও বলা হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) এর উপর যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হলো তখন তিনি এর প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। এই সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআন নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের, পরিষ্কার ও সাবলীল ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে সত্যের সব কিছুই বিদ্যমান আছে এবং এর শিক্ষামালা অতি সহজবোধ্য। এমতাবস্থায় এতে প্রচ্ছন্নতার ভাব কিছুটা থাকলেও একে অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতু থাকতে পারে না। এই সূরা এও বলে দিচ্ছে যে যখনই উপযুক্ত ও যথার্থ কারণসমূহ উপস্থিত হবে তখন মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ করতে আল্লাহ্ তাআলা কার্পণ্য করবেন না। নবীগণকে মানুষ সব যুগেই হাসি-বিদ্রূপ করেছে, পাগল বলে ঠাট্টা করেছে। তাই বলে আল্লাহ্ নবী প্রেরণ বন্ধ করে দেননি। অবিশ্বাসীরা যাই বলুক আর যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, ধর্ম-সংস্কারকগণের আগমনের ধারা প্রয়োজনবোধে চলতেই থাকবে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এই সূরাটিও এই কথা বলে আরম্ভ হয়েছে যে সর্ব সম্মানের ও সর্ব প্রশংসার মালিক আল্লাহ্ই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সাথে সাথে কুরআনের মর্মবাণী 'তৌহীদ'কে এক নতুন আঙ্গিকে ও নতুন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন, যা 'হা-মীম্' গ্রুপের অন্যান্য সূরাগুলোর বাচনভঙ্গি থেকে একটু ভিন্নতর। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় 'তৌহীদ'কে ধরা-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই নবীর পর নবী প্রেরণ করে আসছেন। তাঁরা সকলেই এসে মানুষকে একই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রচার করেছেন, আল্লাহ্ একজনই। এই শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁদের বিরোধিতা হয়েছে, তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু এইসব অত্যাচার-অনাচার আল্লাহ্ তাআলার নবী প্রেরণকে বা বাণী অবতরণকে ঠেকাতে পারেনি। সময়ের প্রয়োজনে নবীর পর নবী আসতেই থাকেন। এমনি একই ধারায় নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও আগমন করলেন। এই যুক্তিকে আরো জোরদার করে বলা হলো, মানুষের সেবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করেছেন এবং পার্থিব প্রয়োজন মিটাবার জন্য এতে সবকিছুরই ব্যবস্থা করেছেন। যখন তার এই জাগতিক প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধার জন্য আল্লাহ্ এত যত্ন নিয়েছেন তখন এই কথা কি করে চিন্তা করা সম্ভব যে আল্লাহ্ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার কোন ব্যবস্থা করেননি বা করতে অবহেলা করেছেন ? মানুষের নৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই আল্লাহ্ নতুন রূপে ঐশী-বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা স্বীয় অজ্ঞানতা ও বোকামীর কারণে বিভিন্ন আকার ও আকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সমকক্ষ সৃষ্টি করে নেয় এবং এই ভ্রান্ত পৌত্তলিক কার্যকলাপের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলার উপর চাপিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেননা তারা বলে, যদি আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি নিজেই তাদেরকে মূর্তি-পূজা থেকে নিবৃত্ত করতেন। এই অজুহাত ও যুক্তি মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিপরীত এবং কোন ধর্মগ্রন্থও এতে সায় দেয় না। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তাদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা। তারা বলে, কুরআন তো এমন কোন 'বড় লোকের' কাছে অবতীর্ণ হয়নি। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আত্মম্ভরিতার জন্য অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, তারা যে বস্তুকে বা যে ব্যক্তিকে মহামহিম মনে করে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের কানাকড়ি মূল্যও নেই। ধন, সম্মান ও মর্যাদার তারতম্য উঠিয়ে দিলে যদি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা না দিত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হতো তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্ তাআলা রাশি রাশি সোনারূপা দিতেন, এমনকি তাদের গৃহের সিঁড়িগুলো পর্যন্ত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কাছে এইসব জিনিষের কোনই মূল্য ও মর্যাদা নেই। আগেই বলা হয়েছে, এই সূরার মূল বক্তব্য হলো, পৌত্তলিকতার হীনমন্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব ও প্রবল ঘৃণা-প্রকাশ। মূর্তি-পূজাকে চরমভাবে নিন্দা ও ঘৃণা করা সত্ত্বেও কুরআন ঈসা (আঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী নবীগণের একজন। কিন্তু খৃষ্টানরা ভ্রমবশত তাঁকে পূজা করে, তাঁর প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষাকে অবহেলাবশত ভুলে গিয়ে খৃষ্টেরই উপাসনায় তারা নিমগ্ন হয়েছে। অতএব দোষ তো খৃষ্টানদের, খৃষ্টের নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর নাতি-দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সুরাটি সমাপ্ত হয়েছে।
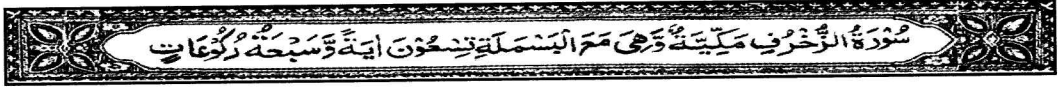
সূরা আয্ যুখরুফ্-৪৩

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾
২। [খ]হামীদুন, মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী[২৬৬৮-ক]।	حٰمٓ ﴿۲﴾
৩। সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী এ কিতাবের কসম,	وَ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ﴿۳﴾
৪। নিশ্চয় [গ]আমরা এটিকে প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ কুরআন বানিয়েছি যেন তোমরা বুঝতে পার।	اِنَّا جَعَلۡنٰہُ قُرۡءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴﴾
★৫। আর নিশ্চয় এ (কুরআন) উম্মুল কিতাবে[২৬৬৯★] রয়েছে (এবং তা) আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই অতি মহিমান্বিত (ও) প্রজ্ঞাপূর্ণ।	وَ اِنَّہٗ فِیۡۤ اُمِّ الۡکِتٰبِ لَدَیۡنَا لَعَلِیٌّ حَکِیۡمٌ ﴿۵﴾
৬। তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি বলেই কি আমরা তোমাদের উপদেশ[২৬৭০] দেয়া থেকে বিরত হয়ে যাব[২৬৭১]?	اَفَنَضۡرِبُ عَنۡکُمُ الذِّکۡرَ صَفۡحًا اَنۡ کُنۡتُمۡ قَوۡمًا مُّسۡرِفِیۡنَ ﴿۶﴾
৭। [ঘ]আর আমরা পূর্ববর্তীদের মাঝে কতই নবী পাঠিয়েছিলাম!	وَ کَمۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ نَّبِیٍّ فِی الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۷﴾
৮। [ঙ]আর তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি যার সাথে তারা হাসিবিদ্রূপ করেনি।	وَ مَا یَاۡتِیۡہِمۡ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّا کَانُوۡا بِہٖ یَسۡتَہۡزِءُوۡنَ ﴿۸﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪৪ঃ২; ৪৫ঃ২ গ. ৩৯ঃ২৯; ৪২ঃ৮; ৪৬ঃ১৩ ঘ. ১৫ঃ১১ ঙ. ১৫ঃ১২; ৩৬ঃ৩১।

২৬৬৮-ক। ২৫৯২ ও ২৬৪৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৬৯। 'উম্মুল কিতাব' অর্থ আদেশ-নিষেধের উৎসস্থল (লেইন)। এর দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহ্‌র কাছে কুরআনের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই ছিল। এটিই যে সকল শরীয়তের আসল ভিত্তি, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ প্রথম থেকেই তা নির্ধারিত করেছিলেন, অথবা শেষ শরীয়তের ভিত্তি হিসাবে কুরআনকে প্রথম থেকেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

★['উম্মুল কিতাব' (কিতাবের জননী) উক্তিটিকে সাধারণত কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্ ফাতিহার সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়, যাতে কুরআনের সব মৌলিক শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য একটি বীজের ন্যায় নিহিত রয়েছে। কিন্তু এখানে এটি অর্থাৎ উম্মুল কিতাব ঐশী গ্রন্থের মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এ পরিকল্পনা বহু মাত্রায় কোন আকারে আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যার গভীরতা মানুষ সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করতে পারে না। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৭০। 'যারাবা আন্হু' মানে সে তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে পড়লো। 'সাফাহা আন্হু' অর্থও তা-ই। কুরআনের বাগ্ধারা মতে এর অর্থ –আমরা কি এই যিক্রকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিজেরাও সরে পড়বো, আর তোমাদেরকে হেদায়াত-শূন্য অবস্থায় রেখে দিব? (লেইন)।

২৬৭১। ঐশী 'যিকর' আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনরূপে আসতেই থাকে, কখনো থামে না। ঐশী নিদর্শন প্রকাশ না হওয়ার যদি কোন যৌক্তিক কারণ থাকতো এবং যদি নিদর্শনের আগমন বন্ধ করা হতো তাহলে প্রথম নবীর আগমনের পর আর কেউই আসতো না বা আর কাকেও পাঠানো হতো না। কিন্তু নবীগণ পর পর ক্রমাগতভাবে এসেছেন।

★ ৯। আর শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে তাদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী (জাতিকে) আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত ইতিহাস হয়ে আছে।

فَاَهۡلَکۡنَاۤ اَشَدَّ مِنۡهُمۡ بَطۡشًا وَّ مَضٰی مَثَلُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۹﴾

১০। আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন'? তারা অবশ্যই বলবে, 'মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্) এগুলো সৃষ্টি করেছেন,

وَ لَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ لَیَقُوۡلُنَّ خَلَقَهُنَّ الۡعَزِیۡزُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۱۰﴾

১১। [ক]যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য এতে বহু পথ বানিয়েছেন যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّ جَعَلَ لَکُمۡ فِیۡهَا سُبُلًا لَّعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۱﴾

১২। আর তিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে এক মৃত ভূমিকে জীবিত করেছেন। এভাবেই তোমাদেরও (জীবিত করে) বের করা হবে[২৬৭২]।

وَ الَّذِیۡ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنۡشَرۡنَا بِهٖ بَلۡدَةً مَّیۡتًا ۚ کَذٰلِکَ تُخۡرَجُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১৩। আর তিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নানা ধরনের নৌযান বানিয়েছেন ও গবাদিপশু (সৃষ্টি করেছেন) যেগুলোতে তোমরা আরোহণ করে থাক,

وَ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ کُلَّهَا وَ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنَ الۡفُلۡکِ وَ الۡاَنۡعَامِ مَا تَرۡکَبُوۡنَ ﴿۱۳﴾

★ ১৪। যেন তোমরা এগুলোর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার। এরপর তোমরা যখন এগুলোর ওপর সুস্থির হয়ে বসে পড় তখন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র যিনি এগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন এবং আমরা নিজেরা এগুলোকে কোন কাজে লাগাতে পারতাম না।

لِتَسۡتَوٗا عَلٰی ظُهُوۡرِهٖ ثُمَّ تَذۡکُرُوۡا نِعۡمَةَ رَبِّکُمۡ اِذَا اسۡتَوَیۡتُمۡ عَلَیۡهِ وَ تَقُوۡلُوۡا سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا کُنَّا لَهٗ مُقۡرِنِیۡنَ ﴿۱۴﴾

১৫। আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাব।'

وَ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۱۵﴾

১ [১৬] ৭

★ ১৬। আর তারা তাঁর কোন কোন বান্দাকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে[২৬৭২-ক]। নিশ্চয় মানুষ সন্দেহাতীতভাবে অকৃতজ্ঞ।

وَ جَعَلُوۡا لَهٗ مِنۡ عِبَادِهٖ جُزۡءًا ؕ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَکَفُوۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۶﴾ ع

১৭। [খ]তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এ থেকে তিনি কি (নিজের জন্য) কন্যাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান (দেয়ার জন্য) বেছে নিয়েছেন?

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخۡلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصۡفٰکُمۡ بِالۡبَنِیۡنَ ﴿۱۷﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৪ খ. ৬ঃ১০১; ১৬ঃ৫৮; ৫২ঃ৪০; ৫৩ঃ১২।

২৬৭২। বৃষ্টির আগমনে শুষ্ক ও শক্ত জমি যেমন শাক-শব্জি ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে, তেমনিভাবে ঐশী-বাণীর আগমনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জাতির মধ্যেও নতুন জীবনের ও নব চেতনার সঞ্চার হয়ে থাকে।

২৬৭২-ক। এখানে খৃষ্টান মতবাদ–"যীশু খোদার জাত-পুত্র" এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৮। [ক]আর তাদের কাউকে যখন এর (অর্থাৎ কন্যার) সুসংবাদ দেয়া হয় যাকে সে রহমান (আল্লাহ্‌র) প্রতি আরোপ করে তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯। যে (কন্যা) অলংকারে[২৬৭৩] লালিত পালিত হয় এবং বাকবিতন্ডার সময়ে সঠিকভাবে কথাও বলতে পারে না (তাকে কি তোমরা আল্লাহ্‌র ভাগে ফেলছ)?

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٩﴾

২০। [খ]আর তারা রহমান (আল্লাহ্‌র) বান্দা ফিরিশ্‌তাদের নারীরূপে (অর্থাৎ প্রতিমারূপে) বানিয়ে নিয়েছে। তারা কি এদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল? তাদের সাক্ষ্য নিশ্চয় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামত দিবসে) এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। আর তারা বলে, [গ]'রহমান (আল্লাহ্) যদি চাইতেন তাহলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের ওপর চলছে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢١﴾

২২। [ঘ]আমরা কি এর পূর্বে এমন কোন কিতাব তাদের দিয়েছিলাম যা তারা দৃঢ়রূপে আঁকড়ে[২৬৭৪] ধরে রেখেছে?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। বরং তারা বলে [ঙ]আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শ অনুসরণ করতে দেখেছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

★২৪। আর এমনটিই (সবসময় হয়ে এসেছে), আমরা তোমার পূর্বে কোন জনপদে এমন কোন সতর্ককারী পাঠাইনি, যার সচ্ছল লোকেরা এ কথা বলেনি, [চ]'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করছি।'

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৫৯ খ. ১৭ঃ৪১; ৩৭ঃ১৫১; ৫২ঃ৪০ গ. ৬ঃ১৪৯; ১৬ঃ৩৬ ঘ. ৩৭ঃ১৫৭-১৫৮; ৫৮ঃ৩৮ ঙ. ২ঃ১৭১; ৭ঃ২৯ চ. ৫১ঃ৫৪; ২৬ঃ৭৫।

২৬৭৩। এই আয়াতে প্রতিমার উপাসকদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের এই পুতুলগুলো না পারে কথা বলতে, না পারে পূজারীর প্রার্থনার উত্তর দিতে। এমনকি এগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেও এরা আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না।

২৬৭৪। পৌত্তলিকরা তাদের প্রতিমা-পূজার স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ দিতে তো পারেই না, এমনকি ধর্মীয় পুস্তকাদি থেকেও এই মূর্তি-পূজার কোন যুক্তি-প্রমাণ দিতে পারে না।

قٰلَ اَوَلَوۡ جِئۡتُكُمۡ بِاَهۡدٰى مِمَّا وَجَدۡتُّمۡ عَلَيۡهِ اٰبَآءَكُمۡ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ كٰفِرُوۡنَ ﴿۲۵﴾

২৫। সে বললো, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর (প্রতিষ্ঠিত) দেখতে পেয়েছ আমি এর চেয়েও উত্তম (হেদায়াত) নিয়ে এলেও কি (তোমরা এরই অনুসরণ করবে)?' তারা বললো, 'যে (শিক্ষা) সহ তোমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করছি।'

فَانۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَانۡظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۲۶﴾

রুকু ★ ২ [১০] ৮ ২৬। [ক]অতএব আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। সুতরাং যারা (নবীদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল, দেখ তাদের পরিণতি কি হয়েছিল!

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِيۡمُ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖۤ اِنَّنِيۡ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭। আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীম যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলেছিল, [খ]'তোমরা যার উপাসনা কর নিশ্চয় আমি এর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

اِلَّا الَّذِيۡ فَطَرَنِيۡ فَاِنَّهٗ سَيَهۡدِيۡنِ ﴿۲۸﴾

২৮। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন নি:সন্দেহে তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন'।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيۡ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯। আর সে এ (শিক্ষাকে) তার পরবর্তী প্রজন্মের[২৬৭৫] জন্য এক স্থায়ী বিধানরূপে রেখে গেল যেন তারা (তৌহীদের দিকে) ফিরে আসে।

بَلۡ مَتَّعۡتُ هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمۡ حَتّٰى جَآءَهُمُ الۡحَقُّ وَرَسُوۡلٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۳۰﴾

৩০। বরং আমি তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম। অবশেষে তাদের কাছে সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূলও এসে গেল।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الۡحَقُّ قَالُوۡا هٰذَا سِحۡرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১। আর তাদের কাছে যখন সত্য এসে গেল তারা বললো, [গ]'এ তো (কেবল) যাদু। আর নিশ্চয় আমরা একে অস্বীকার করছি।'

وَقَالُوۡا لَوۡلَا نُزِّلَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الۡقَرۡيَتَيۡنِ عَظِيۡمٍ ﴿۳۲﴾

৩২। আর তারা বললো, 'এ কুরআন কেন সুপরিচিত দুটি জনপদের[২৬৭৬] কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না?'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩৭; ৪৩ঃ৫৬ খ. ৬ঃ৭৯; ৯ঃ১১৪; ৬০ঃ৫ গ. ২৭ঃ১৪।

২৬৭৫। আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদে ইব্রাহীম (আঃ) এত দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস আপন পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে এমন শক্তভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে এই বিশ্বাস বংশ পরাম্পরায় দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে স্থায়ী অটুট ছিল।

২৬৭৬। "দুটি জনপদ" বলতে এখানে মক্কা ও তায়েফ শহর দুটিকে বুঝিয়েছে। কারণ মহানবী (সাঃ) এর সময়ে এই দুটি শহরই ছিল আরবদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র-ভূমি।

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

★৩৩। তারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা বন্টন[২৬৭৭] করে থাকে? আমরাই তো তাদের মাঝে এ পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকার উপকরণ বন্টন করে থাকি। আর আমরা তাদের কিছু লোককে অন্যদের তুলনায় মর্যাদায় উন্নীত করি। কিন্তু আক্ষেপ! (এর ফলে) তাদের একদল অন্য দলকে অধীনস্থ করে নেয়। আর তারা যা জমা করে এর চেয়ে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা উত্তম।

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আর সব মানুষের একই মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যদি না থাকতো তাহলে যারা রহমান (আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করে আমরা তাদের ঘরের ছাদ এবং তাদের ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলোও রূপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং তাদের ঘরের দরজাগুলো এবং তাদের হেলান দিয়ে বসার আসনগুলোও (রূপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম),

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। বরং সোনা দিয়েই বানিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো তো কেবল পার্থিব জীবনের উপকরণ[২৬৭৮] (মাত্র)। আর মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পরকালের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য)।

৩ [১০] ৯

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। [ক]আর যে ব্যক্তি রহমান (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমরা তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দেই এবং সে তার সাথী হয়ে যায়।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। [খ]আর নিশ্চয় এসব (শয়তান) সঠিক পথ থেকে তাদের বাধা দেয়, অথচ তারা নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করে।

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ১০০; ১০১ঃ৭২, ১৮ খ. ৮ঃ৩৫; ১৬ঃ৮৯।

২৬৭৭। এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলা হচ্ছে, তারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপা বন্টন করে থাকে ?' কে এই কৃপা-করুণা পাওয়ার যোগ্য আর কে যোগ্য নয় তা নির্ধারণ করার সুযোগই বা তারা কখন পেল?

২৬৭৮। উপায়-উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা, ধন-দৌলত ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদির তারতম্য সম্পূর্ণ লোপ করে মানব-মন্ডলীকে একাকার করে দিলে সমাজ-ব্যবস্থা যদি একেবারে অচল হয়ে না পড়তো তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে রৌপ্যের গৃহ, সিঁড়ি ও দরজা বানাবার সুযোগ করে দিতেন, পরন্তু স্বর্ণ নির্মিত করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে এইগুলোর কোনই মূল্য ও মর্যাদা নেই।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٩﴾

৩৯। অবশেষে সে যখন আমাদের কাছে আসবে তখন সে (তার সাথীকে সম্বোধন করে) বলবে, [ক]'হায়, আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হতো![২৬৭৯]' অতএব সে কত মন্দ সাথী!

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

★ ৪০। [খ]আর (তোমরা যখন) সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছ (তখন) আযাবে তোমাদের অংশীদার হওয়া আজ তোমাদের কোন কাজে আসবে না।

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤١﴾

৪১। [গ]অতএব তুমি কি বধিরদের শুনাতে পারবে অথবা অন্ধদের পথ দেখাতে পারবে[২৬৮০] এবং তাকেও কি (পথ দেখাতে পারবে), যে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে?

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। [ঘ]সুতরাং আমরা তোমাকে নিয়ে গেলেও (অর্থাৎ মৃত্যু দিলেও) আমরা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নিব।

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। [ঙ]অথবা যে বিষয়ে আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা অবশ্যই আমরা তোমাকে দেখিয়ে দিব। নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। অতএব [চ]তোমার প্রতি যা-ই ওহী করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। নিশ্চয় তুমি সরলসুদৃঢ় পথে আছ।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٥﴾

★ ৪৫। আর [ছ]তোমার ও তোমার জাতির জন্য এ (কুরআন) নিশ্চয় এক উপদেশবাণী[২৬৮১]। আর তোমাদের অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। [জ]আর তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আমরা কি রহমান (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য (এমন কোন) উপাস্যের (কথা) বলেছিলাম, যাদের উপাসনা করা হতো?'

৪ [১০] ১০

দেখুন: ক. ৩:৩১; খ. ৩৭:৩৪; গ. ১০:৪৩, ২৭:৮১; ঘ. ১৩:৪১, ৪০:৭৮; ঙ. ১০:৪৭, ১৩:৪১, ৪০:৭৮; চ. ১১:১১৩; ছ. ২১:১১, ৩৮:২; জ. ২১:২৬।

২৬৭৯। মানুষ যখন নিজের দুষ্কর্মের কুফল ভোগ করতে থাকে তখন সে তার পূর্বেকার কর্ম-সঙ্গীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চায় এবং এমনভাবে পরিত্যাগ করতে চায় যে সে যেন তাদেরকে চিনেই না।

২৬৮০। যখন অবিশ্বাসীরা সুচিন্তিতভাবে ও সজ্ঞানে সত্যের প্রতি তাদের চোখ ও কানকে বন্ধ করে রাখে তখন তারা পাপের পঙ্কিলতায় গভীর থেকে গভীরে ডুবে যেতে থাকে এবং পরিশেষে একেবারে তলিয়ে যায়।

২৬৮১। 'যিকর' শব্দের অর্থ উচ্চ মর্যাদা (লেইন)। এখানে বলা হয়েছে, কুরআনের বদৌলতে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

৪৭। আর নিশ্চয় [ক]আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের (একজন) রসূল।'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এরপর আমাদের নিদর্শনাবলীসহ সে যখন তাদের কাছে এল তারা তৎক্ষণাৎ এগুলোর প্রতি হাসিবিদ্রূপ করতে লাগলো।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর আমরা তাদের যে নিদর্শনই দেখিয়েছি তা এর পূর্বের নিদর্শন থেকে বড় ছিল। আর (আমাদের দিকে) তাদের ফিরে আসার জন্য আমরা আযাবের মাধ্যমে তাদের ধরে ফেললাম।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ؗ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর (আযাব দেখলে) তারা বলতো, 'হে যাদুকর! তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন এর ভিত্তিতে তুমি তাঁর কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর। (আযাব টলে গেলে) [খ]নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।'

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। কিন্তু [গ]আমরা যখন তাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দিলাম সাথে সাথেই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। আর ফেরাউন তার জাতির মাঝে ঘোষণা করলো (এবং) বললো, 'হে আমার জাতি! মিশর দেশটি এবং আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রবাহিত এসব নদনদী কি আমার নয়? তবুও কি তোমরা (কিছুই) দেখছ না?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। [ঘ]আমি কি এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নই, যে অতি নগণ্য এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না?

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٣﴾

৫৪। (সে যদি উত্তমই হবে) তবে তার প্রতি কেন সোনার কাঁকণ অবতীর্ণ করা হয়নি অথবা ফিরিশ্‌তারা কেন দলে দলে তার সাথে আসেনি'?

فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এভাবে সে তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিল এবং তারা তার কথা মেনে নিল। নিঃসন্দেহে তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٥﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৯৭; ১৪ঃ৬; ২৩ঃ৪৬; ৪০ঃ২৪ খ. ৭ঃ১৩৫ গ. ৭ঃ১৩৬ ঘ. ৬ঃ৯; ১১ঃ১৩; ২৫ঃ৮।

৫৬। অতএব তারা যখন আমাদের রাগিয়ে তুললো *আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে (সৈন্য সামন্তসহ) ডুবিয়ে দিলাম।

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫ [১১] ১১

৫৭। আর আমরা তাদেরকে অতীতের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। আর উপমারূপে যখনই মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, দেখ তোমার জাতি এনিয়ে হৈ চৈ[২৬৮২] আরম্ভ করে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। আর তারা বলে, 'আমাদের উপাস্য উত্তম, না কি সে (অর্থাৎ ঈসা)?' তারা কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বরং তারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি[২৬৮৩]।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। সে তো ছিল কেবল এক বান্দা। তাকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইস্‌রাঈলের জন্য এক (অনুকরণীয়) দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬১। আর আমরা যদি চাইতাম তোমাদের মাঝ থেকেই ফিরিশ্‌তা বানাতাম, যারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হতো[২৬৮৪]।

وَلَوْ نَشَاۗءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰۗىِٕكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦١﴾

★ ৬২। কিন্তু সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুত মুহূর্তের[২৬৮৫] এক নিদর্শন। অতএব তোমরা এতে কখনো কোন সন্দেহ করো না। আর আমার অনুসরণ কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।★

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ২৬।

২৬৮২। সাদ্দা (ইয়াসদ্দু) মানে 'সে বাধা দিল' এবং সাদ্দা (ইয়াসিদ্দু) মানে 'সে চীৎকার করে গোলমাল বাধাল।'

২৬৮৩। ঈসা-মসীহ্ (আঃ) এর আগমন এই বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল যে ইহুদীদের পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, তারা অসম্মান ও অপমানের অবস্থায় পতিত হবে এবং নবুওয়তের যে 'নেয়ামত' দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল সেই নেয়ামত থেকে তারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হবে। 'মাসাল' শব্দটির অর্থ 'অনুরূপ' বস্তু বা ব্যক্তি, তুলনায় সর্বতোভাবে মিলে যায় এরূপ বস্তু বা ব্যক্তি (৬ঃ৩৯)। এই হিসাবে অত্র আয়াতের যে অর্থ মূল অনুবাদে দেয়া হয়েছে, সেই অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের আরো একটি অর্থ রয়েছে। তা হলো মহানবী (সাঃ) এর উম্মতকে যখন বলা হবে যে ঈসা (আঃ) এর সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য রেখে অনুরূপ এক মহামানব মুহাম্মদী উম্মতে আগমন করবেন এবং তিনি ইসলামের পুনর্জাগরণের দ্বারা এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবেন তখন এই শুভ-বার্তা শুনে তারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে কূট-তর্ক সৃষ্টি করবে এবং অনর্থক উচ্চবাচ্য করতে থাকবে। এই দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, এই আয়াতে ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের কথাই বলা হয়েছে।

২৬৮৪। ফিরিশ্‌তারা মানুষের জন্য আদর্শ বা নমুনা হতে পারেন না। এই জন্য আল্লাহ্ তাআলা মানুষকেই মানুষের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক রূপে নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন এবং সেই নির্বাচিত আদর্শ মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু মানুষের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন।

২৬৮৫। 'সায়াত' বলতে এস্থলে সেই সময়কেই বুঝিয়ে থাকতে পারে যখন মুসায়ী শরীয়তের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং 'ইন্নাহু' শব্দের 'হু' দ্বারা ঈসা (আঃ) অথবা কুরআনকে বুঝিয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ঈসা (আঃ) এর পরে বনী ইসরাঈলী জাতির মধ্যে আর 'নবীর' আগমন হবে না, বরং অন্য শরীয়ত অর্থাৎ কুরআনী বিবি-বিধান মূসায়ী শরীয়তকে রহিত করে দিবে।

★[যদিও 'সাআত' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে 'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত' তবুও এ অভিব্যক্তিটি সূরা আল্ কামারের ২ আয়াতে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই আলোকে বুঝতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আগমনের দরুন যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা ছিল তা সূরা আল্ কামারের ২ আয়াতে 'আস সাআত' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল এর পক্ষে চন্দ্রের খণ্ডিত হওয়াকে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আ:) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ শব্দটির অর্থাৎ 'সাআত' এর গুঢ় অর্থ একই আঙ্গিকে বুঝতে হবে। অতএব 'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত' বলতে পরবর্তী যুগে ঈসা (আ:) এর আগমন এবং এর আনুষঙ্গিক আধ্যাত্মিক বিপ্লব বুঝানো হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৩। আর শয়তান (যেন) কখনো তোমাদের (সঠিক পথে চলতে) বাধা দিতে না পারে। সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। আর ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এল তখন সে বললো, 'আমি তোমাদের কাছে নিশ্চয় প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ সেগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্যও (এসেছি)। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় [ক]আল্লাহ্ আমারও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।'

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৬। অতএব তাদের মাঝ থেকেই [খ]বিভিন্ন দল মতভেদ করলো। সুতরাং যারা অন্যায় করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আকারে এক দুর্ভোগ!

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٦﴾

৬৭। [গ]তারা কেবল (কিয়ামতের) মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছে, যা অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা টেরও পাবে না।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬ [১১] ১২

৬৮। সেদিন [ঘ]অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুও একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে[২৬৮৬]। তবে মুত্তাকীদের কথা ভিন্ন।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। (আল্লাহ্ তাদের বলবেন,) 'হে আমার বান্দারা! [ঙ]আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

★ ৭০। (তারাই এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য) যারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে ঈমান এনেছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٧٠﴾

★ ৭১। [চ]তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সেখানে) তোমাদেরকে এবং তোমাদের জীবনসাথীদের সম্মানিত ও সুখী করা হবে।'

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧١﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৫২; ১৯ঃ৩৭ খ. ১৯ঃ৩৮ গ. ১০ঃ৫১; ১২ঃ১০৮; ২২ঃ৫৬; ৪৭ঃ১৯ ঘ. ২ঃ২৫৬ ঙ. ১০ঃ৬৩; ৩৯ঃ৬২ চ. ৩০ঃ১৬।

২৬৮৬। মহা সঙ্কটের সময় মানুষ বন্ধুত্বকেও ভুলে যায়, বন্ধুরা পরস্পরকে ছেড়ে যায়, এমনকি পরস্পরে শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হওয়াও বিচিত্র নয়। কুরআনের অন্যত্র পাপীদের বিপদগ্রস্ত অবস্থার বিচিত্র ও ভয়াবহ বর্ণনা দান করা হয়েছে যখন পাপীরা তাদের কুকর্মের ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হয় (৭০ঃ১১-১৫; ৮০ঃ৩৫-৩৮)।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ أَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَ أَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। [ক]সোনার বাসন ও পানপাত্র পালাক্রমে তাদের পরিবেশন করা হতে থাকবে। আর এতে তাদের জন্য সেসব কিছুই থাকবে যা তাদের মন চাইবে এবং যা দিয়ে তাদের চোখ জুড়াবে। আর (বলা হবে) তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। আর [খ]এ হলো সেই জান্নাত, তোমাদের কৃতকর্মের দরুন যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। [গ]তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফলফলাদি থাকবে। এ থেকে তোমরা খাবে।'

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। [ঘ]নিশ্চয় অপরাধীরা দীর্ঘকাল জাহান্নামের আযাবে (পড়ে) থাকবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। সেই (আযাব) [ঙ]তাদের জন্য লাঘব করা হবে না। আর তারা এতে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। আর আমরা তাদের ওপর যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালেম।

وَ نَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٨﴾

★ ৭৮। আর তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে (জাহান্নামের) তত্ত্বাবধায়ক![২৬৮৭] তোমার প্রভু আমাদের বিনাশ করে দিক।' সে বলবে, 'তোমরা অবশ্য (এখানেই) থাকবে।'

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। (আল্লাহ্ বলবেন,) 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দ করতো।'

أَمْ أَبْرَمُوْٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। তারা কি কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তাহলে নিশ্চয় আমরাও (কিছু করার) সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। তারা কি মনে করে, আমরা তাদের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ শুনতে পাই না? [চ]কেন নয়! (বরং) আমাদের দূতরা তাদের পাশেই (বসে) লিখছে।

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ১৯; ৭৬ঃ১৬ খ. ৭ঃ৪৪; ১৯ঃ৬৪ গ. ৫৫ঃ৫৩; ৭৭ঃ৪৩ ঘ. ২০ঃ৭৫ ঙ. ২ঃ৮৭; ৪০ঃ৫০-৫১ চ. ৫০ঃ১৯; ৮২ঃ১১-১২।

২৬৮৭। 'মালিক' অর্থ কর্তা বা অধিপতি। এখানে দোযখের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝচ্ছে।

৮২। তুমি বল, 'রহমান (আল্লাহ্‌র) যদি কোন পুত্র থাকতো তাহলে আমিই (তার) প্রথম ইবাদতকারী হতাম[২৬৮৮]।'

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তারা যা বর্ণনা করছে তা থেকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক (ও) আরশের প্রভু পবিত্র।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। [ক]অতএব তুমি বৃথা কথাবার্তা বলতে ও আমোদ প্রমোদ করতে তাদের ছেড়ে দাও। অবশেষে তারা তাদের সেই দিনের সন্মুখীন হবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। [খ]আর তিনিই আকাশেও উপাস্য এবং পৃথিবীতেও উপাস্য। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾

৮৬। আর একমাত্র তিনিই কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হলেন। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর আধিপত্য তাঁরই। আর তাঁর কাছেই রয়েছে প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। [গ]আর তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে এরা সুপারিশের কোন অধিকার রাখে না। কেবল সে-ই (অধিকার রাখে) যে সত্যের সাক্ষ্য দেয়[২৬৮৯]। আর তারা (অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা এ সত্যকে) ভালভাবেই জানে।★

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। আর [ঘ]তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, 'কে তাদের সৃষ্টি করেছেন' তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ্'। তাহলে কোন্ (বিপথে) তাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ৫৫; ৫২ঃ৪৬; ৭০ঃ৪৩ খ. ৬ঃ৪ গ. ১৯ঃ৮৮ ঘ. ২৯ঃ৬২; ৩১ঃ২৬; ৩৯ঃ৩৯

২৬৮৮। আবিদ, আবাদা ক্রিয়ার কর্তারূপ, 'আবাদা' অর্থ সে উপাসনা করলো। 'আবিদা' ক্রিয়ার কর্তারূপ ও 'আবিদা'। আবিদা অর্থ সে রাগ করলো, সে অস্বীকার করলো, সে স্বীয় অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো, সে তুচ্ছ জ্ঞান করলো (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঃ (ক) যদি আমার সদাশয় প্রভুর সত্যই কোন পুত্র থাকতো তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেই প্রভু-পুত্রকে উপাসনা করার জন্য সকলের আগে প্রথম দণ্ডায়মান হতাম। কেননা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দা হিসাবে আমি তাঁর পুত্রের প্রতি কখনো অবহেলা প্রদর্শন করতে পারতাম না, (খ) আল্লাহ্ তাআলার পুত্র গ্রহণ যদি সম্ভব হতো তাহলে এ মর্যাদা প্রাপ্তির অধিকার আমারই সর্বাপেক্ষা অধিক হতো। কেননা আমি আল্লাহ্ তাআলার সর্বাপেক্ষা বেশী উপাসনা ও সর্বাপেক্ষা বেশী খেদমত করেছি, (গ) সদাশয় প্রভুর নিশ্চয়ই কোন পুত্র নেই (ইন অর্থ নয়) এবং আমি এই সত্যের প্রথম সাক্ষ্যদানকারী (আবেদীন মানে 'মাহেদীন' বা সাক্ষ্যদাতা), (ঘ) সদাশয় প্রভুর কোন পুত্র নেই। তাঁর পুত্র আছে– এরূপ কথার সর্বাপেক্ষা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম ব্যক্তি আমি।

২৬৮৯। এখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)কে বুঝাচ্ছে।

★[এ আয়াত অর্থাৎ ৮৭ আয়াত এই বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে, কেবল মহানবী (সা:) এর সুপারিশই গৃহিত হবে। কেননা অস্বীকারকারীরা মহানবী (সা:)কে সাদেক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) উপাধিতে আখ্যায়িত করেছিল। আর বনী ইসরাঈলী কোন কোন নবী তাঁকে (সা:) সত্যবাদী উপাধিতে আখ্যা দিয়েছিল। দেখুন যিশাইয় নবম অধ্যায়। (হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

وَ قِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। আর তাঁর (রসূলের) এ উক্তির কসম, (যখন সে বলেছিল) 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা কখনো ঈমান আনবে না[২৬৯০]।

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٠﴾

৭ [২২] ১৩

৯০। সুতরাং (আমরা উত্তরে বললাম), তুমি এদের উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'। অতএব অচিরেই এরা (সত্য) জানতে পারবে[২৬৯১]।

দেখুন ঃ ক. ৮৪:২১

২৬৯০। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাতির সার্বিক মঙ্গল ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উদগ্রীব ও ব্যাকুল ছিলেন যে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই শুভাকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য দান করছেন। তাঁর জাতির দ্বারা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকার ও বিরোধিতা তাঁর মর্মযাতনাকে এতই গভীর ও তীব্র করে তুলেছিল যে তাকে প্রায় মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল (১৮ঃ৭)। আল্লাহ্ স্বয়ং সান্ত্বনা না দিলে তিনি হয়ত এই মহাকষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে পারতেন না।

২৬৯১। আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সাঃ)কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যদিও শত্রুরা তাঁকে এখন অত্যাচার ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা জর্জরিত করছে, তথাপি সময় অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে যে শত্রুরা তাঁর পদানত হয়ে পড়বে। তখন ইসলাম সারা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যখন সেই সময় এসে যাবে তখন তিনি যেন শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেন।

সূরা আদ্ দুখান-৪৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইরসহ সকল বিশেষজ্ঞ এই কথার উপর একমত যে এই সূরা মক্কী যুগের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি এই সূরাকে নবুওয়তের ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে স্থান দিয়েছেন। পূর্ববতী সূরার শেষ দিকে এই কথাটির উল্লেখ ছিল যে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) তাঁর জাতির মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ জাগাতে না পারায় তিনি প্রায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই মর্মযাতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তাঁকে বলা হলো, তিনি যেন তাদের দোষ-ত্রুটি না ধরেন, বরং তাদের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাচ্ঞা করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে তাঁর জাতির উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ নেমে আসবে এবং পরিণামে তারা শত্রুতা ছেড়ে তাঁর কথা শুনবে।

এই সূরার প্রারম্ভে ঘোষণা করা হচ্ছে, এই কুরআন জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্যকে সাবলীলভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরে এবং এটি আধ্যাত্মিক অমানিশার অন্ধকার থেকে মানুষকে পুণ্যের আলোকের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। 'হা মীম' গ্রুপের সূরাগুলোর মধ্যে এটি হলো পঞ্চম সূরা। পূর্ব সূরার মতই এই সূরা কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন প্রসঙ্গে। এই কথা বলে এটি আরম্ভ হয়েছে যে পৃথিবী যখন অন্ধকারে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং মানুষ নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে পতিত হয় তখন সৃষ্টিকর্তা একজন প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় ঘটান এবং তাঁকে এমন এক নব-সঞ্জীবনী বাণী প্রদান করেন যার সাহায্যে মানব জাতিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়ে থাকে। এইরূপ অধঃপতনের যুগে আল্লাহ্র নবীগণ ধারাবাহিকভাবে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগের নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং আধ্যাত্মিক অন্ধকার পুর্বেকার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সেহেতু আলাহ্ তাআলা এই যুগে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবীকে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনসহ পাঠিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) এর আগমনও কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও যুগে যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী নবী এসেছেন; তাঁদের মধ্যে হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। অতঃপর মূসা (আঃ) এর মোকাবেলায় ফেরাউন ও তাঁর জাতির শোচনীয় ধ্বংসের ঘটনা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় এই সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। কতই না অপমান ও অসম্মানের সঙ্গে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হলো! অপর পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈল জাতির উপর আপন অনুগ্রহ ও আর্শিষ বর্ষণ করলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা জাতির জীবনে পরিবর্তন আনয়ন করে থাকেন। এই সূরাতে অতঃপর বলা হয়েছে, মানব-জীবনের জন্য এক মহান লক্ষ্য নির্ধারিত করা আছে। মানুষ যাতে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, সেজন্যই তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়ে থাকে। পরিশেষে এই সূরাতে বলা হয়েছে যে ইসলামের নীতি ও আদর্শ অত্যন্ত পরিষ্কার, যুক্তি-পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

★ [এ সূরার নাম 'দুখান' (অর্থাৎ ধোঁয়া) রাখার একটি বড় কারণ হলো, তারা {অর্থাৎ রসূল করীম (সা)এর বিরুদ্ধবাদীরা} অন্ধকারের শিকার হয়েছে। এরপর কোন রহমতের প্রাতঃকাল প্রস্ফুটিত হবে না, বরং এ অন্ধকার তাদের জন্য ধোঁয়ার ন্যায় তাদের আযাব বাড়িয়ে দেয়ার কারণে পরিণত হবে। এখানে ধোঁয়া বলতে আণবিক ধোঁয়াকেও বুঝানো হতে পারে। এর ছায়ার নিচে কোন কিছুই রক্ষা পায় না, বরং সবকিছু বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসের শিকার হয়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এ সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে, আণবিক ধোঁয়ার ছায়ার নিচে সব ধরনের জীবন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমনকি মাটির অভ্যন্তরে প্রোথিত ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এমনটি যখন হবে তখন এরা আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আমাদের কাছ থেকে এ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব সরিয়ে দাও। এখানে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে, এ ধরনের আযাব বিরতি দিয়ে দিয়ে আসবে। অর্থাৎ এক বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর কিছুকাল অবকাশ দেয়া হবে। এরপর পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ নূতন ধ্বংসলীলা নিয়ে আসবে।

সূরা দুখান সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা:)কে এ কথা জানানো হয়েছিলো, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার যুগ দাজ্জালের আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা-আদ্ দুখান-৪৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]হামীদুন, মাজীদুন[২৬৯১-ক]। অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।

حٰمٓ ②

৩। সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী (এ) কিতাবের কসম,

وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৪। [গ]আমরা একে নিশ্চয় এক আশিসপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ[২৬৯২] করেছি। আমরা সব সময়ই (বিপথগামীদের) সতর্ক করে আসছি।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ④

৫। [ঘ](এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়[২৬৯৩]

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ⑤

৬। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑥

৭। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপারূপে। নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑦

৮। তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে থাকলে (জেনে রাখ রসূল প্রেরিত হয়ে থাকে) [ঙ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪০ঃ২ গ. ৯৭ঃ২ ঘ. ৯৭ঃ৫ ঙ. ১৯ঃ৬৬; ৩৭ঃ৬; ৪৪ঃ৮।

২৬৯১-ক। ২৫৯২ ও ২৬৪৩ টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২৬৯২। 'আশিসপূর্ণ রাতে'– কুরআনের অন্যত্র ঐ রাত্রিকে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' (সিদ্ধান্তের রাত্রি) বলা হয়েছে (৯৭ঃ২-৪)। সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী এই সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির কোন একটি বেজোড় রাত্রে কুরআনের অবতরণ শুরু হয়েছিল (২ঃ১৮৬)। সঠিক রাত্রি রমযানের ২৪তম রাত্রি (মসনদ ও জরীর)। 'বরকতপূর্ণ রাত্রি' বা 'সৌভাগ্য রজনী' কুরআনের একটি রূপক বর্ণনা দ্বারা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে বুঝায়, যা পৃথিবীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত করে এবং পরিশেষে সংস্কারক মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পাপী-তাপী মানব পুনরুদ্ধার ও পুনর্জ্জীবন লাভ করে। যে রাত্রি বিশ্ব-মানবকে এর সর্বোত্তম শিক্ষক, সর্বশেষ শিক্ষা ও পূর্ণতম ঐশী বিধান উপহার দিল, একে বরকতপূর্ণ ও সৌভাগ্য-রাত্রি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার গোটা সময়টাকেই এই রাত্রি বেষ্টন করে আছে, এর সমস্ত সময়টিকেই সৌভাগ্য-রজনী বলা যেতে পারে।

২৬৯৩। এই বরকতপূর্ণ সৌভাগ্য যা মহা সংস্কারকের আগমন কালকে বুঝায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। নতুন ব্যবস্থা ও নতুন শৃঙ্খলা আরোপের মাধ্যমে মানুষের ভষ্যিৎকে নিশ্চিত ও নির্ধারিত করে। যে যুগে কুরআন অবতীর্ণ হলো তাতো মানবজাতির জন্য নিশ্চয়ই মহা সৌভাগ্য-রজনী। কেননা এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের চিরকালের মানবের জন্য সৌভাগ্য সূচিত ও নির্ধারিত হয়ে গেল।

৯। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। [ক]তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। তিনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٩﴾

১০। আসলে তারা সন্দেহে পড়ে আছে (এবং) আমোদ-স্ফূর্তি করছে।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যখন আকাশ এক সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে[২৬৯৪],

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

১২। যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা হবে এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩। (তারা বলবে,) [খ]'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও। নিশ্চয় আমরা ঈমান আনবো।'

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ কিভাবে সম্ভব, অথচ সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণসহ এক রসূল তাদের কাছে এসে গেছে,

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৫। এরপরও তারা তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো এবং বললো, [গ]'তাকে শিখানো পড়ানো হয়েছে, (বরং সে এক) পাগল।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿١٥﴾

১৬। [ঘ]নিশ্চয় আমরা অল্পকালের জন্য আযাব সরিয়ে দিব। (এরপরও) তোমরা অবশ্যই (সেই অপকর্মে) ফিরে যাবে[২৬৯৫]।

اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ﴿١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৫৭; ৫৭ঃ৩ খ. ৭ঃ১৩৫; ৪৩ঃ৫১ গ. ৩৭ঃ৩৭; ৬৮ঃ৫২ ঘ. ৭ঃ১৩৬; ৪৩ঃ৫১।

২৬৯৪। হযরত মহানবী (সাঃ) এর সময়ে মক্কায় একবার ভয়াবহ, দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন মক্কার অবিশ্বাসীদের প্রধান নেতা আবু সুফিয়ান নবী করীম (সাঃ) এর কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন এই মহাবিপদ থেকে মক্কাবাসীদের উদ্ধারের জন্য দোয়া করেন। এখানে সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের ঘটনার প্রতিই হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ 'দুখান' (ধূম্র) শব্দ দ্বারা এই কারণে বিবৃত করা হয়েছে যে কথিত ইতিহাস অনুযায়ী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত দিশাহারা মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চোখের সম্মুখে কেবল ভাসমান ধূম্রই দেখতো। অথবা 'দুখান' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হওয়ার এই যুক্তিও থাকতে পারে যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলেও মক্কার সারাটা আবহাওয়াই ধূলাবালুময় হয়ে পড়েছিল। 'দুখান' শব্দের এক অর্থ ধূলা (লেইন)। এ আয়াতটি গত দুটি মহাযুদ্ধের প্রতিও আরোপিত হতে পারে। ঐ দুটি বিশ্বযুদ্ধে শহর-উপশহরগুলো জ্বলে-পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়েছিল এবং ধ্বংসস্তুপ থেকে ধূম্রকুণ্ডলী উঠে আবহাওয়াকে ধোঁয়া ও বালু দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

২৬৯৫। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর প্রার্থনার ফলে ঐ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু এটা দেখেও মক্কার কুরায়শরা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলো না এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতা অব্যাহত রাখলো।

১৭। যেদিন আমরা কঠোর হস্তে (তোমাদের) ধরবো (সেদিন) নিশ্চয় আমরা[২৬৯৬] প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٦﴾

১৮। আর নিশ্চয় আমরা তাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম যখন তাদের কাছে একজন সম্মানিত রসূল এসেছিল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৯। (সে তাদের বলেছিল,) 'তোমরা আমার কাছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সোপর্দ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾

২০। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এক অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে এসেছি।

وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾

২১। [ক]আর তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা না করে বস (সেজন্য) আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় চাই।

وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾

২২। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনলে (অন্ততপক্ষে) আমাকে একা ছেড়ে দাও।'

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾

২৩। এরপর সে তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকে বললো, 'এরা এক অপরাধী জাতি।'

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বললেন), 'তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়। [খ]নিশ্চয় তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৫। আর সমুদ্র শান্ত থাকা[২৬৯৭] অবস্থায় তুমি (পার হয়ে) যেও। তারা এরূপ এক সেনাবাহিনী যাদের নিশ্চয় ডুবিয়ে দেয়া হবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৬। [গ]তারা কত বাগান ও ঝরণা (পিছনে) ছেড়ে গেল।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ২৮ খ. ১০ঃ৯১, ২০ঃ৭৯, ২৬ঃ৬১ গ. ২৬ঃ৫৯

২৬৯৬। "আমরা (তোমাদেরকে) অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করবো" এই বাক্যটি বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয় অথবা মক্কা-পতনের ঘটনার প্রতি নির্দেশিত করে বলে মনে হয়।

২৬৯৭। 'রাহওয়ান' শব্দ রাহা থেকে উৎপন্ন। 'রাহা বায়না রিজলায়াহে' অর্থ সে তার পদ-যুগল ফাঁক করে দু'পায়ের মধ্য দিয়ে পথ করে দিল। 'রাহাল বাহরু' অর্থ সমুদ্র শান্ত ও স্থির হলো। 'রাহওয়া' অর্থ নীচু জায়গা যেখানে পানি জমে, উচ্চ সমভূমি, নিস্তব্ধ, গতিহীন অবস্থা, (লেইন)। মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাইল জাতিকে সঙ্গে নিয়ে লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে পৌঁছলেন তখন সমুদ্রে 'ভাটা' আরম্ভ হয়েছিল। ভাটার' টানে পানি দ্রুত সরছিল এবং বালুকা স্তূপের উপরিভাগ ভেসে উঠছিল। ঠিক এইরূপ সময়ে বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়ে গেল। দেখুন ২০ঃ৭৮।

২৭। এবং শস্যক্ষেত ও মনোরম স্থান

وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ﴿٢٧﴾

২৮। এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ (আবাসগৃহও ছেড়ে গেল) যেখানে তারা আনন্দ উল্লাস করতো।

وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ﴿٢٨﴾

২৯। এভাবেই হলো। আর [ক]আমরা অন্য এক জাতিকে এ (সুখস্বাচ্ছন্দ্যের) উত্তরাধিকারী করে দিলাম।

كَذٰلِكَ ۟ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٩﴾

১ [৩০] ১৪

৩০। আর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদেনি এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হয়নি[২৬৯৮]।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। [খ]আর নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাঞ্ছনাজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করলাম,

وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۙ﴿٣١﴾

৩২। যা ছিল ফেরাউনের পক্ষ থেকে। সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মাঝে অতি উদ্ধত একজন।

مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর নিশ্চয় আমরা জ্ঞানের[২৬৯৯] ভিত্তিতে তাদেরকে (তৎকালীন) বিশ্বজগতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿٣٣﴾

৩৪। আর আমরা সুস্পষ্ট পরীক্ষারূপে তাদেরকে কোন কোন নিদর্শন দিয়েছিলাম।

وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় তারা বলে,

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ﴿٣٥﴾

৩৬। [গ]'আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু নেই এবং আমাদেরকে পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে না।'

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের পুর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আন তো দেখি!

فَاْتُوْا بِاٰبَآىِٕنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩৮, ২৬ঃ৬০, ২৮ঃ৭ খ. ২ঃ৫০, ১৪ঃ৭, ২০ঃ৮১ গ. ৬ঃ৩০, ২৩ঃ৩৮, ৩৭ঃ৬০, ৪৫ঃ২৫

২৬৯৮। তারা (ফেরাউনের দল) কী ভয়ানক অপমান ও অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হলো! তাদের জন্য না কেউ কাঁদলো, না কেউ একটু সম্মান দেখালো, না কেউ একটি শোক-গাঁথা গাইলো। হতভাগ্য বাদশাহ যে নিজেকে ঔদ্ধত্য ও দম্ভভরে ও সগর্বে খোদা বলে অভিহিত করতো, সে সমুদ্রের গভীর জলে তলিয়ে গেল (১০ঃ৯১)। ধ্বংসের প্রাক্কালে এই অবিস্মরণীয় কথাগুলো তার মুখ থেকে হয়েছিল ঃ 'আমি ঈমান আনলাম সেই অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল, এবং আমি আত্ম সমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম'।

২৬৯৯। আল্লাহ্তাআলা তাঁর অনুগ্রহরাজি বনী ইসরাঈল জাতির উপর বর্ষণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা ঐশী পরিকল্পনা মতে ঐ সময়ে ঐশী বিধান পরিচালনা ও কার্যকরী করার জন্য তারাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ গণ্য হলো। 'আলা ইলমিন' এর অর্থ হতে পারে– বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

৩৮। এরা উত্তম না কি তুব্বা[২৭০০] জাতি এবং (না কি) এদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা (সবাই) ছিল অপরাধী ।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। ক.আর আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই রয়েছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি[২৭০১]।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় বিচারের দিনটিই হলো তাদের সবার জন্য এক নির্ধারিত[২৭০২] সময়,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾

৪২। খ.যেদিন কোন বন্ধু অন্য কোন বন্ধুর কাজে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾

২ [১৩] ১৫

৪৩। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করবেন তাদের কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾

৪৪। গ.'যাক্কুম' (অর্থাৎ ফণীমনসা জাতীয় গাছ) নিশ্চয়

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾

৪৫। পাপীর খাদ্য।

طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٥﴾

৪৬। (এটা হবে) গলানো তামার ন্যায়। ঘ.(এবং তা তাদের) পেটে ফুটতে থাকবে,

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾

৪৭। যেভাবে গরম পানি ফুটতে থাকে।

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٧﴾

৪৮। (আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের বলবেন,) 'একে ধর এবং টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ১৭, ৩৮ঃ২৮ খ. ২ঃ১২৪, ৭০ঃ১১, ৮০ঃ৩৫-৩৭ গ. ৩৭ঃ৬০, ৫৬ঃ৫৩ ঘ. ২২ঃ২১

২৭০০। ইয়েমেনস্থ হিমইয়ারের বাদশাহের উপাধি 'তুব্বা' ছিল বলে কথিত আছে। ইয়েমনের বাদশাহগণ যখন হিমইয়ার, হাযরামাউত এবং সাবাতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সেই সময় তাদেরকে 'তুব্বা' উপাধিতে অভিহিত করা হতো। পুরাতন শিলালিপি থেকে জানা যায় তুব্বাগণ এই ভূখণ্ডগুলোতে ২৭০ খৃঃ থেকে ৫২৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসে তাদের বাদশাহী গুণ-গাঁথা ও কাহিনী বর্ণিত আছে। অনুমিত হয় যে তাঁরা সমস্ত আরব ভূখণ্ডেই তাদের শাসন চালাতেন, এমনকি পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্তও তাদের শাসন বিস্তৃত ছিল বিস্তৃত ছিল (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম)। এখানে যে নির্দিষ্ট তুব্বার কথা বলা হয়েছে, কয়েকটি হাদীসে তাঁকে একজন নবীও বলা হয়েছে। কুরআনও মনে হয় এই হাদীসের সমর্থন করে (৫০ঃ১৫)।

২৭০১। মানব-জীবন অতি অর্থপূর্ণ, এর বিরাট উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য রয়েছে। মানুষের চেতনা, মননশীলতা ও চিন্তা-শক্তি ইত্যাদি যে সকল সহজাত গুণাবলী তাকে একান্তভাবে দেয়া হয়েছে, তা এই কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে মানব-জীবন নিশ্চয়ই অর্থময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। আকাশমালা ও পৃথিবী সৃষ্টি এই মহান সত্যের প্রতিই প্রবলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

২৭০২। শেষ বিচারের দিনে মানুষের গুপ্ত-লুপ্ত সকল কথা ও সকল কাজ প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং এইগুলোকে তুলাদণ্ডে মেপে বিচার করা হবে। এইরূপ একটি বিচার-দিবস প্রত্যেক নবীর সময়ে ইহকালেই ঘটে থাকে যখন সত্য বিজয়ী ও সমুন্নত হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও দূরীভূত হয়।

৪৯। এরপর [ক]এর মাথায় কিছু ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও'

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٩﴾

৫০। '(আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তো শক্তিশালী (ও) সম্মানিত[২৭০৩] (ব্যক্তি সেজে বসে) ছিলে।

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় এটিই সেই বিষয়, যার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।'

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় [খ]মুত্তাকীরা থাকবে শান্তিপূর্ণ স্থানে,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। [গ]বাগান ও ঝর্ণাসমূহের পরিবেশে।

فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। [ঘ]তারা চিকণ ও মোটা রেশমী পোশাক পরে একে অন্যের সামনে বসে থাকবে।

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এভাবেই হবে। আর ঙ.ডাগর চোখের কুমারীদেরকে আমরা তাদের সাথী করে দিব।★

كَذٰلِكَ ۟ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। তারা সেখানে [চ]প্রত্যেক প্রকারের ফলফলাদির ফরমায়েশ দিবে (ও) শান্তিতে থাকবে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সেখানে তারা প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না[২৭০৪]। আর ছ.তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَ وَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এ হবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ[২৭০৫]। জ.এটাই মহা সফলতা।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٨﴾

৫৯। [ঝ]আর আমরা এ (কুরআনকে) তোমার ভাষায় নিশ্চয় সহজ করে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৩ [১৭] ১৬ ৬০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারাও অপেক্ষায় আছে।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ২২ঃ২০, ৫৫ঃ৪৫ খ. ৩০ঃ১৬, ৫২ঃ১৮ গ. ৬৮ঃ৩৫, ৭৮ঃ৩২ ঘ. ১৮ঃ৩২, ৭৬ঃ২২, ঙ. ৫৫ঃ৭১, ৭৩; ৫৬ঃ২৩ চ. ৫৫ঃ৫৩, ৫৬ঃ২১ ছ.৫২ঃ২৮, জ. ৩৭ঃ৬১ ঝ. ১৯ঃ৯৮, ৫৪ঃ১৮

২৭০৩। এই শব্দগুলো উপহাসস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

★[পৃথিবীতে মানুষ যেসব বস্তু পছন্দ করে এগুলোই উপমারূপে ৫৪-৫৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কোন মানুষের জ্ঞান নেই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭০৪। এই আয়াতটি স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে বলে দিচ্ছে যে পরকালের জীবন চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর হবে, কর্মবিহীন হবে না বরং ক্রমোন্নতিশীল হবে।

২৭০৫। নাজাত ও বেহেশ্‌ত-লাভ মুলত আল্লাহ্‌তাআলার কৃপা ও করুণার উপর নির্ভরশীল।

সূরা জাসিয়া-৪৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

'হা মীম্' গ্রুপের অন্যান্য সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এর অবতীর্ণ হওয়ার সঠিক সময় (তারিখ বা বৎসর) নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। অবশ্য নলডিকি এই সুরা ৪১তম সূরার পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করেন। সূরাটি এই কথা বলে আরম্ভ হয়েছে যে পৃথিবী মৃতবৎ শুষ্ক হয়ে গেলে যেমন বৃষ্টি এসে এতে জীবন সঞ্চার করে, তেমনি মানুষ যখন নৈতিক অধঃপতনের চরমে পৌছে তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নবীর আবির্ভাব হয়। মানুষ যেহেতু নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছে, সেহেতু আল্লাহ্‌তাআলা তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)কে পাঠিয়েছেন।

বিষয়াবলী

পূর্ববর্তী পাঁচটি সুরার মতই এই সূরাটিও কুরআনের অবতরণের এবং আল্লাহ্‌তাআলার একত্বের মৌল বিষয় নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি, মৃত পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারণের জন্য মেঘমালা হতে বৃষ্টিপাত, বিশ্ব-জগতের বিস্ময়কর সৃজন-শৈলী এবং পূর্ণতম পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা এবং এই সব কিছুর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ, একজন নির্ভুল, সর্বময় ক্ষমতাধিকারীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করে। এই যুক্তি প্রদানের সাথে সাথে, অবিশ্বাসীদেরকে এই কথাটি বিবেচনা করবার জন্য বলা হয়েছে যে, সেই সর্বজ্ঞ সত্তা যিনি ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনের জন্য এত সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার অবিনশ্বর পারলৌকিক (আধ্যাত্মিক) জীবনের জন্য তদনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেননি? নিশ্চয়ই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের জন্যও সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিত-পুরুষগণের কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণী দ্বারা মানবজাতিকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করে থাকেন। অতঃপর এই কথা বলা হয়েছে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা যে ঐশী-ব্যবস্থা কায়েম করেছেন তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তিনি সহ্য করেন না। যারা নিজেদের বাণীকে ঐশী-বাণী বলে দাবী করে বসে, এইরূপ মিথ্যা দাবীকারকদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। আজ হোক আর কাল হোক ভন্ডকে হতাশ হতেই হবে। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এর দাবীর স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেয়া হয়েছে যে প্রকৃতির শক্তিনিচয় তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব ইসলাম বিজয়ী হবেই। অতঃপর মূসা (আঃ) এর শরীয়ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মুসায়ী শরীয়ত মানব-জাতিকে আধ্যাত্মিক জীবন-পথে পরিচালিত করতে আর সক্ষম নয় বলে কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃজাতি হতে একজন নবীর উদ্ভব হবে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮)। মহানবী (সাঃ) এর আগমনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো। অবিশ্বাসীদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এই সূরাতে আবার বলা হয়েছে, মানুষের বিরাট ও মহান গন্তব্য নির্দ্ধারণ করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব পরকালে এক পূর্ণতর ও সুন্দরতর অনন্ত জীবন তার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। এখানেই মানব সৃষ্টির সার্থকতা। অতঃপর কিয়ামতের দিনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ঐ দিন আসার পূর্বে ইহকালেই অবিশ্বাসীদেরকে এই কথার জওয়াবদিহি করতে হবে, কেন তারা আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছিল। তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হলো, যদি তারা অনুতাপ না করে এবং নিজদেরকে সংশোধিত না করে তাহলে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য তাদের জীবনকে একেবারে ঘিরে ফেলবে।
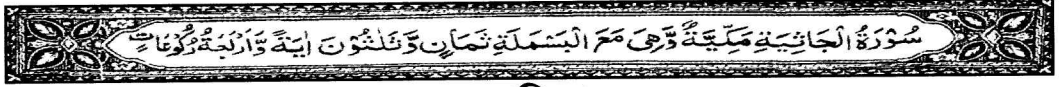
সূরা জাসিয়া-৪৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। [খ]হামীদুন মাজীদুন[২৭০৫-ক] অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।	حٰمٓ ②
৩। এ কিতাব [গ]মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③
৪। [ঘ]নিশ্চয়ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে মু'মিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ④
৫। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং তিনি যেসব বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর মাঝে দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।	وَ فِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑤
৬। আর [ঙ]রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমনে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিয্‌ক (অর্থাৎ বৃষ্টি) অবতীর্ণ করেন এবং যার মাধ্যমে পৃথিবীকে [চ]এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর দিক পরিবর্তন করে (একে) প্রবাহিত[২৭০৬] করার মাঝেও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।	وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑥
৭। এসবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যেগুলো আমরা তোমার কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শনাবলীর পর[২৭০৭] তারা আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে?	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

দেখুন : ১ঃ১ খ. ৪১ঃ২ গ. ৩২ঃ৩, ৩৬ঃ৬, ৪০ঃ৩, ৪১ঃ৩ ঘ. ২ঃ১৬৫, ৪২ঃ৩০ ঙ. ২ঃ১৬৫, ৩ঃ১৯১, ১০ঃ৭ চ. ১৬ঃ৬৬, ৩০ঃ৫১

২৭০৫-ক। ২৫৯২ টীকা দেখুন।

২৭০৬। অন্ধকারের পরে যেমন আলোর আগমন হয় ঠিক তেমনিভাবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তাআলা নবী বা সংস্কারক পাঠিয়ে তার মাধ্যমে নতুন সুস্পষ্ট আলোর উদয় ঘটিয়ে থাকেন। নবী বা সংস্কারকের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জ্যোতি পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাতাসের সাহায্যে পুষ্পস্থিত পুংকেশরের পুরুষ-রেণু যেমন গর্ভকেশরের গর্ভ-রেণুর সাথে মিলিত হয়ে ফলোৎপাদন ঘটায়, তেমনিভাবে নবী বা সংস্কারকের উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাগুলো বিশ্বাসীদের মন-মানসিকতাকে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

২৭০৭। 'বাদ' শব্দের অর্থ পরে, তা সত্ত্বেও, বিপরীতে, উল্টোদিকে, তদতিরিক্ত (লেইন)।

৮। মিথ্যারোপকারী (ও) প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ,

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٨

৯। যে তার কাছে আবৃত্ত আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে এবং এরপর (সে তার অবিশ্বাসে) অহংকারভরে অনঢ় থাকে, যেন সে তা শুনেইনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٩

১০। আর সে যখন আমাদের নিদর্শনাবলীর কোন কোনটির সম্পর্কে জানতে পায় [ক]তা নিয়ে সে হাসিবিদ্রূপ করে। এদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক আযাব

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝١٠

১১। (এবং) [খ]এদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। আর এরা যা-ই অর্জন করেছে তা এদের কোন কাজে আসবে না এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এরা যাদের বন্ধু বানিয়েছে তারাও (এদের কোন কাজে আসবে) না। আর এদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١

১২। এ এক মহান হেদায়াত। আর [গ]যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে এক ভয়ঙ্কর আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

১
[১২]
১৭

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١٢ ع

১৩। আল্লাহ্‌ই [ঘ]সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তাঁর আদেশে এতে নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে এবং যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার।

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٣

১৪। [ঙ]আর যা-ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে এর সব কিছু তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে[২৭০৮]।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١٤

★ ১৫। যারা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বল, তারা যেন ঐ সব লোকদের ক্ষমা করে যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত দিনগুলো (যে আসবেই সে ব্যাপারে) প্রত্যাশা রাখে না[২৭০৯]। এর ফলে তিনি (নিজেই) এরূপ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।'

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا ۢبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٥

দেখুন ঃ ক. ৩১ঃ৭ খ. ১৪ঃ১৭-১৮ গ. ২ঃ৪০, ২২ঃ৫৮ ঘ. ১৬ঃ১৫, ১৭ঃ৬৭, ৩৫ঃ১৩ ঙ. ২২ঃ৬৬

২৭০৮। এই বিশ্ব-জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানবের সেবার জন্য। এথেকে বুঝা যায় যে কত বড় ও সুমহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

২৭০৯। দেখুন ১৪৫৪ টীকা।

১৬। [ক]যে সৎকাজ করে সে তা নিজের জন্যই করে এবং যে মন্দকাজ করে তা সে নিজের বিরুদ্ধেই (করে)। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾

১৭। আর নিশ্চয় আমরা [খ]বনী ইসরাঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়ত[২৭১০] দান করেছিলাম, [গ]পবিত্র বস্তু থেকে তাদের রিয্‌ক দান করেছিলাম এবং (তৎকালীন) বিশ্বজগতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।★

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

১৮। আর আমরা শরীয়ত সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলাম[২৭১১]। [ঘ]কিন্তু তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেই তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত (এতে) মতভেদ করলো। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে এদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে এরা মতভেদ করতো।

وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এরপর আমরা তোমাকে শরীয়তের সুস্পষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত করলাম। অতএব তুমি এর অনুসরণ কর। [ঙ]আর যারা জানে না তুমি তাদের মন্দ কামনাবাসনার অনুসরণ করো না[২৭১২]।★★

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন কাজে আসবে না। আর যালেমরা অবশ্যই একে অন্যের বন্ধু। কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ্।

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾

২১। [চ]এ (কিতাব) মানুষের জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঠিক পথনির্দেশনা ও কৃপা।

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ২৯ঃ৭ খ. ৬ঃ৯০ গ. ১০ঃ৯৪ ঘ. ৪২ঃ১৫, ৯৮ঃ৫ ঙ. ৫ঃ৪৯, ৬ঃ১৫১ চ. ৭ঃ২০৪

২৭১০। 'নবুওয়ত' ও 'কিতাবকে' পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করার মাঝে এই সত্যটি নিহিত আছে যে মূসা (আঃ) এর নবুওয়তের সহচররূপে শরীয়তওয়ালা কিতাব রয়েছে। এই শরীয়তবাহী কিতাব সম্মানজনকভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা মূসা(আঃ) এর পরে যারা ইসরাঈল জাতির নবী হয়ে এসেছিলেন তারা কিন্তু কেউই নূতন কোন শরীয়ত নিয়ে আসেননি, বরং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বলতে তারা তওরাতকেই অনুসরণ করতেন, যা মূসা (আঃ) এর কিতাব ছিল(৫ঃ৪৫)।

★['বনী ইসরাঈলকে বিশ্বজগতের ওপর শেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম' এর অর্থ হলো, সেই যুগের পরিচিত বিশ্বজগতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বিশ্ব এত ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল যে এর কোন জ্ঞান বনী ইসরাঈলের ছিল না। তবুও বিশ্বের যে অংশ সম্পর্কে তারা জানতো সেই অংশের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭১১। 'সম্পর্কে' বলতে 'মহানবী(সাঃ) এর আগমনের বিষয়' বুঝাচ্ছে। এই আয়াতে এই কথাই বলা হচ্ছে যে তাঁর (সাঃ) আগমনী-বার্তার বহু পরিষ্কার ভাবিষ্যদ্বাণী মূসা(আঃ) এর কিতাবে রয়েছে। যুক্তি, ঐশী চিহ্নাবলী ও কিতাবের ভবিষদ্বানসমূহ নবী করীম (সাঃ) এর সত্যতাকে সুস্পষ্ট করে দেয়া সত্ত্বেও ইসরাঈল জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতিতে নবীর আগমন হোক এরূপ ভাবতেও তাদের মনোবেদনা উপস্থিত হয়।

২৭১২। এই আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, 'সম্পর্কে' বলতে মহানবী(সাঃ) এর আগমন ও কুরআনের শরীয়ত-প্রতিষ্ঠার বিষয়ের কথাই পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে।

★★[তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) পরে মহানবী (সা:)কে শরীয়ত দান করা হলো। তিনি (সা:) বিশ্বজনীন নবী ছিলেন বলেই তাঁর (সা:) শরীয়তও বিশ্বজনীন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٢﴾

২২। [ক]যারা পাপ করে বেড়ায় তারা কি মনে করে আমরা তাদেরকে সেসব লোকের মর্যাদা দিব যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, (যেন) তাদের জীবন ও তাদের মরণ একই ধরনের হয়ে যায়? তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত মন্দ!

২ [১০] ১৮

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। আর আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এর ফলে [খ]প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

★ ২৪। [গ]যে ব্যক্তি নিজ কামনাবাসনাকেই তার প্রভু বানিয়েছে এবং আল্লাহ্ যাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন এবং [ঘ]যার কানে ও হৃদয়ে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন এবং যার চোখে তিনি পর্দা ফেলে দিয়েছেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? অতএব আল্লাহ্ (যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন) কে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে? তোমরা কি তবুও উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾

২৫। আর তারা বলে, [ঙ]'আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন (জীবন) নেই। (এ জীবন অতিবাহিত করেই) আমরা মরি এবং (এ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে) আমরা বেঁচে থাকি। আর সময়ই[২৭১৩] আমাদের ধ্বংস করে।' অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা কেবল আনুমানিক কথা বলে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬। আর তাদের সামনে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন তাদের যুক্তিপ্রমাণ[২৭১৪] এ কথাই হয়ে থাকে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আন তো'!

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ১৯; ,৩৮ঃ২৯ খ. ১৪ঃ৫২, ৪০ঃ১৮ গ. ২৫ঃ৪৪ ঘ. ২ঃ৮, ৬ঃ৪৭, ১৬ঃ১০৯, ঙ. ৬ঃ৩০, ২৩ঃ৩৮

২৭১৩। 'দাহ্র' অর্থঃ (ক) মহাকাল, বিশ্ব-জগতের প্রারম্ভ থেকে এর শেষ পর্যন্ত সময় বা এই সময়ের অংশ বিশেষ, (খ) অদৃষ্ট, (গ) যুগ, (ঘ) দুর্যোগপূর্ণ সময়, মহাবিপদ কাল, (ঙ) রীতি-নীতি ইত্যাদি (লেইন)। এই আয়াত বলছে, অবিশ্বাসীদেরকে যখন বলা হয় যে মৃত্যুর পরের জীবনে তাদেরকে সৃষ্টি-কর্তার কাছে তাদের ইহলৌকিক কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তখন তারা বিশ্বাসই করতে চায় না, 'পরকাল' বলে একটা কিছু আছে। এর বিপরীতে তারা মনে করে, যারা মরে, অন্যেরা এসে তাদের স্থান পূরণ করে এবং এই ধারা চলতে চলতে এমন এক সময় আসবে যখন সকল প্রকারের বস্তুই গলে বিনষ্ট ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের মতে এটাই জীবনের সারকথা, ইহজগতই সব কিছু, এর পরে আর কোন জীবন নেই।

২৭১৪। 'হুজ্জত' মানে যুক্তি, ওজর, আপত্তি (লেইন)।

৩ [৫] ১৯

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদের জীবিত করেন, এরপর [ক]তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, এরপরে তিনি কিয়ামত দিবসের দিকে তোমাদের সমবেত করে নিয়ে যাবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।'

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

★ ২৮। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবে। [খ]প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের কিতাবের [২৭১৪-ক] দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। [গ]এ হলো আমাদের কিতাব[২৭১৫], যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা কিছু করতে আমরা নিশ্চয় তা লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।'

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব [ঘ]যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে নিজ কৃপাভুক্ত করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣١﴾

৩২। আর যারা অস্বীকার করেছে (তাদের বলা হবে), [ঙ]'তবে কি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়া হতো না? এরপরও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা এক অপরাধী জাতিতে পরিগণিত হলে।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর যখন বলা হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই' তখন তোমরা [চ]বলে থাক, 'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত কী তা আমরা জানি না। আমরা (এটাকে) অনুমান ছাড়া আর কিছু মনে করি না এবং আমরা (এতে) কখনো বিশ্বাসী নই।'

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৯, ২২ঃ৬৭ খ. ১৭ঃ১৪ গ. ১৭ঃ১৫, ৮৩ঃ২১ ঘ. ৮৩ঃ২৩ ঙ. ২৩ঃ১০৬, ৬৭ঃ৯-১০ চ. ১৮ঃ২২, ২০ঃ১৬, ২২ঃ৮।

২৭১৪-ক। 'প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের কিতাবের দিকে ডাকা হবে' এই বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'সময়' 'কর্মকাল' দ্বারা জাতির ইহকালের ভাগ্য নির্ধারণের সময়কে বুঝাচ্ছে বলে মনে হয়। কেননা প্রত্যেক জাতিকে তার ইহকালের কাজের জন্য ইহকালেও বিচার করা হয় এবং পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা হয়।

২৭১৫। পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে 'তার কিতাব' সেখানে এই আয়াতে এসে তাকে বলা হয়েছে 'আমাদের কিতাব'। জাতিসমূহের বা ব্যক্তির কার্যাবলীর রেকর্ড আল্লাহ্ তাআলাই সংরক্ষণ করেন এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করেন এবং প্রতিদান বা প্রতিফল দান করেন।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। [ক]আর তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের কুফল প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং যে বিষয়ে তারা হাসিবিদ্রূপ করতো (তা) তাদের ঘিরে ফেলবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর (তাদের) বলা হবে, [খ]'আজ আমরা তোমাদের এভাবেই ভুলে যাব যেভাবে তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি)[২৭১৬] ভুলে গিয়েছিলে। আর তোমাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٦﴾

★ ৩৬। এর কারণ হলো, [গ]তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে এবং পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। অতএব সেদিন সেই (আযাব) থেকে তাদের বের করা হবে না এবং (আল্লাহ্‌র দরবারের) চৌকাঠ পর্যন্ত যাওয়ার অধিকারও তাদের দেয়া হবে না।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক এবং পৃথিবীরও প্রভু-প্রতিপালক। (অর্থাৎ তিনিই) গোটা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٨﴾

৪ [১১] ২০

৩৮। [ঘ]আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব মহিমা তাঁরই। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩৫, ২১ঃ৪২, ৩৯ঃ৪৯ খ. ৭ঃ৫২ গ. ৫ঃ৫৮-৫৯ ঘ. ৩০ঃ২৮

২৭১৬। তোমাদের শাস্তির জন্য নির্ধারিত ও প্রতিশ্রুত এই দিনটি।

সূরা আল্ আহ্কাফ-৪৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

এটি 'হা মীম' গ্রুপের শেষ সূরা। এই গ্রুপের অন্যান্য সূরার মত এটিও হিজরতের পূর্বে মহানবী(সাঃ) এর নবুওয়তের মক্কী সময়ের মধ্যবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি এই সূরাকে অবতরণের দিক দিয়ে সপ্তম সূরার অব্যবহিত পরেই স্থান দেন। এই সূরার ভাষার বিশিষ্ট রূপ, সুর-ব্যঞ্জনা ও মর্ম, 'হা মীম' গ্রুপের অন্যান্য সূরার ভাষার সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী সূরা এই পবিত্র ঘোষণা উচ্চারণ করে শেষ হয়েছিল যে 'আল্লাহ্ তাআলাই মহা পরক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'। এই বাক্যটি যে সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য,এই সূরাতে তা-ই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কুরআন সর্বজ্ঞ ও সর্ব-নিয়ন্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ। এই জন্যই কুরআনের শিক্ষামালা দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর স্থাপিত। আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানী। তাই কুরআনের কথাগুলো যুক্তিগ্রাহ্য, সাধারণ বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সঠিক বলে প্রমাণিত। আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রমশালী এই হিসাবে যে কুরআনের আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী জীবন যাপন করে মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করতে থাকবে এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে।

বিষয়াবলী

পূর্ববর্তী ছয়টি সূরার মত এই সূরাতেও প্রথমে কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার ও আল্লাহ্ তাআলার একত্বের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পৌত্তলিকতার অসারতা সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি দেয়া হয়েছেঃ (ক) ঐ একক সত্তাই আমাদের উপাস্য ও আরাধ্য হবার দাবী করতে পারেন এবং আমাদেরকে এ বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হওয়া ছাড়াও মহাপরাক্রমশালী-সর্বশক্তিমানও বটে। নিজের আইন-কানুন, নীতি-দর্শন ও আদেশ-নির্দেশ কার্যকরীভাবে পালন করার যিনি ক্ষমতা রাখেন না, তিনি উপাস্যও হতে পারেন না, (খ) পৌত্তলিকতা কোন ঐশী গ্রন্থের সহযোগিতা পায় না, (গ) মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সায় দেয়াতো দূরের কথা, (ঘ) যে উপাস্য আমাদের প্রার্থনার কোন জবাব দেয় না বা দিতে পারে না, সে আমাদের কী কাজে আসবে। মূর্তি পূজারীদের তথাকথিত উপাস্যরা কোন দিনও তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। অতঃপর সকল যুগেই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ এসে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার একত্ব এবং মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা যে সব আপত্তি উত্থাপন করে ঐশী-বাণীর অবতরণের দ্বার রুদ্ধ করতে চায় সেগুলি ভিত্তিহীন। তারা আপত্তি করে বলে, আমাদের যে সব ঐশী-বাণী শ্রবণ করানো হলো সেইগুলোর মধ্যে উত্তম কিছু থাকলে আমরা তা সর্ব প্রথম গ্রহণ করতাম। কেননা আমরাই অধিকতর জ্ঞানী এবং আমরাই সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। তারপর এই সূরাতে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা তাদের ধন-দৌলত ও সামাজিক প্রতিপত্তির গর্বে স্ফীত হয়ে ঐশী-বাণীকে অগ্রাহ্য করে বটে, কিন্তু অন্তর্বিশ্বাসে বলীয়ান ও আত্মিক-সম্পদে ভরপুর লোকেরা তা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, শত বিপদাপদ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও তারা একেই সম্বল বলে আঁকড়ে ধরে রাখে। অতঃপর মক্কার অদূরে অতীতে বসবাসকারী সম্পদাশালী 'আদ্' জাতির উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, 'অস্বীকারই' অধঃপতন ঘটায়। 'আদ্' জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে তাদের গৌরময় সভ্যতার চিহ্ন পর্যন্ত আজ মুছে গেছে। সূরার শেষ দিকে মহানবী (সাঃ) এর দেশবাসী লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন নিজদের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখে ও মুসলমানদের বর্তমান দারিদ্র ও অসহায় অবস্থা দেখে ভ্রান্তিতে নিপতিত না হয়। কেননা ঐশীশিক্ষার কাছে মাথা নত না করে তারা যদি ঔদ্ধত্যই অবলম্বন করতে থাকে তাহলে তাদের এই সম্পদই তাদের বিনাশের কারণ হবে। সূরাটি সমাপ্তিতে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে উৎসাহ দানপূর্বক বলছে, সত্যের প্রকৃত ও অকৃত্রিম ভক্তবৃন্দ যেন সকল অত্যাচার, অনাচার ও দুঃখ-কষ্ট অকাতরে, ধৈর্যের সাথে বরণ করে নেয়। কেননা সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে যখন তাদের বিজয় হবে এবং অত্যাচারীরা অত্যন্ত অপমানিত ও অপদস্থ অবস্থায় ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চেয়ে তাদের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হবে।

★ [এ সূরায় পুনরায় 'দুখান' (ধোঁয়া) সম্পর্কিত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তাদের ওপর যখনই মেঘের ছায়া নেমে আসে তারা মনে করে আকাশ থেকে তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। কিন্তু সেই মেঘ যখন তাদের কাছে পৌছবে তখন তারা বুঝতে পারবে, এর সথে এরূপ তেজস্ক্রিয় বায়ু আসছে যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বের হওয়ারও সুযোগ পাবে না এবং তাদের বিরান ঘরবাড়ী ছাড়া তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাবে না। নাগাসাকী ও হিরোশিমা এ দুটি শহরই এ কথার সাক্ষ্য বহন করে।

৩৪ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি বলা হচ্ছে, তারা কি দেখে না পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টিতে আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না? সেই যুগের মানুষ কিভাবে এটা জানতে পারতো? কিন্তু এ যুগের মানুষ, যারা পৃথিবী ও আকাশের রহস্য জানার চেষ্টা করছে তারা জানে পৃথিবী ও আকাশ অনবরত অনস্তিত্বে হারিয়ে যায় এবং পুনরায় এক নূতন সৃষ্টিতে রূপ নেয়। পৃথিবী ও আকাশকে বার বার অস্তিত্বহীন করে পুনরায় অস্তিত্বে রূপ দেয়াটা আল্লাহ্ তাআলার এমন একটি কাজ, যা বলে দিচ্ছে তিনি কখনো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হন না। অতএব মানুষ কিভাবে এ ধারণা করলো, সে যখন বিলীন হয়ে যাবে তখন তাকে নূতন করে জীবিত করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার থাকবে না? (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
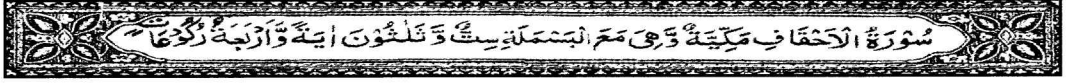
সূরা আল্ আহ্কাফ-৪৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। ক·আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

حٰمٓ ②

২। খ·হামীদুন মাজীদুন অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩। এ কিতাব গ·মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ④

৪। ঘ·আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে তা যথাযথভাবে এবং এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্যই সৃষ্টি করেছি[২৭১৭]। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, যে সম্বন্ধে তাদের সতর্ক করা হয়েছে ।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤

৫। তুমি বল, 'আল্লাহ্কে ছেড়ে ঙ·তোমরা যাদের ডাক তোমরা কি তাদের দেখেছ? আমাকে দেখাও তো দেখি, তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা কেবল আকাশসমূহেই কি তাদের অংশীদারীত্ব আছে?[২৭১৮] তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর পূর্বের কোন কিতাব অথবা জ্ঞানের কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার কাছে নিয়ে আস[২৭১৯]।

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৬। আর তার চেয়ে অধিক বিপথগামী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না[২৭২০]? বরং চ·তারা তো এদের ডাকের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ।

দেখুন ঃ ক.১ঃ১ খ. ৪০ঃ২, ৪১ঃ২, ৪২ঃ২, ৪৩ঃ২, ৪৪ঃ২, ৪৫ঃ২ গ. ২০ঃ৫, ৩২ঃ৩, ৩৬ঃ৬, ৪০ঃ৩, ৪৫ঃ৩ ঘ. ২১ঃ১৭, ৩৮ঃ২৮, ৪৪ঃ৩৯ ঙ. ৩৫ঃ৪১ চ. ১০ঃ৩০

২৭১৭। বিশ্ব জগতের একটা শুরু ছিল, একটা শেষও আছে। এর (পৃথিবীর) উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে কেবল মাত্র তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সত্তা-প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি' (৫৫ঃ২২-২৮)।

২৭১৮। একমাত্র ঐ মহিমান্বিত সত্তাই উপাসনা লাভের দাবী করতে পারেন এবং উপাস্য হবার যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন, যিনি স্বীয় পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিকভাবে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু পৌত্তলিকদের মিথ্যা দেবতারা না কিছু সৃষ্টি করেছে এবং সেই সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। বরং তারা নিজেরাই অপরের সৃষ্ট (২৫ঃ৪)।

২৭১৯। প্রকৃত পক্ষে অবতীর্ণ ধর্ম-গ্রন্থের অনুমোদন ছাড়া কেবল মানুষের বিজ্ঞান ও যুক্তি কোন ধর্মের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ভিত্তি হতে পারে না।

২৭২০। ইসলাম এমন এক চিরন্তন ও জীবন্ত আল্লাহ্কে উপস্থাপন করে, যিনি নিজের মুমিন ও ভক্ত বান্দাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকেন, দুঃখের দিনে তাদেরকে মধুর ভাষায় সান্ত্বনা দান করেন এবং এমনিভাবে তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন (২ঃ১৮৭)।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٧﴾

৭। [ক]আর মানুষকে যখন একত্র করা হবে তখন এসব (তথাকথিত উপাস্যরা) তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করবে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٨﴾

৮। [খ]আর যারা তাদের কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করেছে তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়া হয় তারা বলে, 'এতো সুস্পষ্ট যাদু।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

৯। তারা কি এ কথা বলে, 'সে এ (কুরআন) নিজেই বানিয়ে নিয়েছে?' [গ]তুমি বল, 'আমি (নিজেই) এটি বানিয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র (হাত)[২৭২১] থেকে আমাকে (রক্ষা করার) কোন ক্ষমতা তোমরা রাখতে না। যেসব কথায় তোমরা মত্ত আছ তা তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনি যথেষ্ট। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٠﴾

১০। তুমি বল, 'আমি তো আর প্রথম রসূল নই এবং আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কী (আচরণ) করা হবে তা-ও আমি জানি না। [ঘ]আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি তো কেবল এরই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ ع

১১। তুমি বল, 'এ (ওহী) যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং তোমরা একে অস্বীকার কর (তাহলে এর পরিণতি কি হবে) তোমরা কি তা ভেবে দেখেছ? পক্ষান্তরে [ঙ]বনী ইসরাঈলের মাঝ থেকেও একজন সাক্ষী[২৭২২] তার সদৃশ (আবির্ভূত হওয়ার) সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর যে সাক্ষী দিয়ে গেল সে তো ঈমান নিয়ে এল, কিন্তু (তোমাদের যুগে যখন সেই সদৃশ রসূল আবির্ভূত হলো) তোমরা অহংকার করলে'। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেমদের হেদায়াত দেন না।★

১ [১১] ১

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২৩, ১০ঃ২৯ খ. ৩৪ঃ৪৪, ৬১ঃ৭ গ. ১১ঃ৩৬ ঘ. ৬ঃ৫১, ৭ঃ২০৪ ঙ. ১১ঃ১৮, ৬১ঃ৭

২৭২১। এখানে 'মিনাল্লাহ্' অর্থঃ (ক) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, (খ) আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে।

২৭২২। ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে মহানবী (সাঃ) এর জন্য সাক্ষী রয়েছেন স্বয়ং মূসা (আঃ)। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধে মূসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই বলা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো, 'আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ একজন নবী আবির্ভূত করিব এবং তাহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যা যা আজ্ঞা করিব তা সে উহাদিগকে বলিবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাক্য বলিবে, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব' (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮-১৯)।

★[এখানে 'ওয়াসতাকবারতুম' দিয়ে বনী ইসরাঈলের সেই অংশকে বুঝানো হয়েছে যারা মহানবী (সা:)কে অস্বীকার করবে। এদের বুঝানো হয়েছে, তোমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তো মহানবী (সা:) এর প্রতি ঈমান রাখতেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে অস্বীকার করবে। অহংকারের দরুন অস্বীকার করাই যেন তোমাদের মজ্জাগত স্বভাব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১২। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, [ক]'এ (কুরআন) যদি ভাল কিছু হতো তাহলে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এরা আমাদের আগে যেতে পারতো না। আর এখন যেহেতু তারা হেদায়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে তাই তারা অবশ্যই বলবে, 'এটা তো এক পুরনো মিথ্যা।'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١٢﴾

১৩। আর এর পূর্বে মূসার [খ]কিতাব ছিল এক পথপ্রদর্শক ও কৃপা। আর [গ]এ (কুরআন) হলো প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ ভাষায় এক সত্যায়নকারী কিতাব[২৭২৩] যেন তা যালেমদের সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দেয়,

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

১৪। (অর্থাৎ) [ঘ]যারা বলে, নিশ্চয় 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক', এরপর (এতে) দৃঢ়তা অবলম্বন করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না[২৭২৪]।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এরাই জান্নাতের অধিবাসী। এদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৬। [ঙ]আর আমরা মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে তাকে জন্ম দিয়েছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর (মোট সময়) ত্রিশ মাস[২৭২৫]। অবশেষে সে যখন তার পরিপক্ক বয়সে পৌঁছে[২৭২৬] এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন সে বলে, [ক]'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য আমাকে দাও এবং আমাকে এরূপ সৎকাজ (করারও সামর্থ্য দাও) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর তুমি আমার জন্য আমার সন্তানসন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমার দিকেই বিনত হই। আর নি:সন্দেহে আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন।'

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২৮ খ. ২৮ঃ৪৪ গ. ২০ঃ১১৪, ৪২ঃ৮, ৪৩ঃ৪ ঘ. ২৯ঃ৭০, ৪১ঃ৩১ ঙ. ৬ঃ১৫২, ১৭ঃ২৪, ২৯ঃ৯

২৭২৩। এই সূরার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে, মূসা (আঃ) এর অনুরূপ যে নবীর ভবিষ্যতে আগমনের কথা ছিল, আরবদেশই সেই নবীর আগমন-স্থল এবং মূসার গ্রন্থে ভবিষ্যতে অবতরণকারী যে গ্রন্থের উল্লেখ আছে, সেই গ্রন্থ হলো আল্ কুরআন। এই গ্রন্থ পূর্বে অবতীর্ণ সকল ধর্ম গ্রন্থকে বাতিল করে তাদের স্থান দখল করলো যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে। সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো, "আরবের উপর দায়িত্ব ভার। হে দর্দানীয় পথিকদলসমূহ, তোমরা আরবের বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন। টেমা-দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল' (যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৫)।

২৭২৪। যে বিশ্বাসী ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে বিশ্বের প্রভু ও স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তার সাহায্যার্থে সর্বদা প্রস্তুত আছেন, ঘোর দুর্দ্দিন ও দুঃখ-কষ্টসমূহও তার মনের অনাবিল প্রশান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে না।

২৭২৫। ৩১ঃ১৫ তে বলা হয়েছে, শিশুর স্তন্য পানকাল দু'বৎসর। এই আয়াতে গর্ভকাল এবং স্তন্যদানের সময় একত্রিত করে বলা হয়েছে, ত্রিশ মাস। দেখা যায় এতে গর্ভধারণ কাল ছয়মাস গণনা করা হয়েছে। এই ছয়টি মাস প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ের হিসাব যখন থেকে 'মা' গর্ভস্থ শিশুর বোঝা অনুভব করতে শুরু করে। 'মা' চতুর্থ মাস থেকে আসলে গর্ভধারণের ভার অনুভব করে থাকে।

২৭২৬টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৭। (যারা এরূপ করেছে) তারা এমন লোক যাদের সর্বোত্তম কাজসমূহ আমরা গ্রহণ করবো এবং তাদের মন্দ কাজসমূহ উপেক্ষা করবো। তারা হবে জান্নাতবাসী। এ হলো [খ]তাদের সাথে কৃত সত্য প্রতিশ্রুতি।★

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾

১৮। আর যে তার মাতাপিতাকে বলে, 'ধিক্ তোমাদের উভয়কে! আমাকে (জীবিত করে) উঠানো হবে বলে কি তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, অথচ আমার পূর্বে কত জাতিই গত হয়ে গেছে (তাদের মাঝ থেকে তো কেউ জীবিত হলো না)?' তখন তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে (এবং) বলে, 'তোমার জন্য দুর্ভোগ! তুমি ঈমান নিয়ে আস। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলতে লাগলো, 'এটি কেবল পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা কাহিনী।'

وَالَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾

১৯। এদেরই ওপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়ে গেল (যেভাবে) বিগত [গ]জিন ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এর পূর্বে (তা) কার্যকর হয়েছিল। নিশ্চয় এরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَٰسِرِينَ ﴿١٩﴾

২০। আর সবার জন্য তাদের [ঘ]কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে যাতে করে (আল্লাহ্) তাদের কর্মের[২৭২৭] পুরোপুরি প্রতিদান তাদের দেন। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ২০ খ. ১৭ঃ১০৯, ১৯ঃ৬২, ৭৩ঃ১৯ গ. ৭ঃ৩৯, ৪১ঃ২৬ ঘ. ৬ঃ১৩৩

২৭২৬। 'আশুদ্দা' শব্দটি আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়, ১২ঃ২৩ তেও এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অপর পক্ষে ৬ঃ১৫৩ ও ১৮ঃ৮৩ আয়াতগুলোতে শারীরিক ও মানসিক পূর্ণত্ব প্রাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

★ [মু'মিনদের ছোটখাট ভালকাজ অনুযায়ী নয়, বরং তুলনামূলকভাবে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিবেন। 'আহসানা মা আমিলূ' দিয়ে একথাই বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭২৭। বিচারের ফলাফল প্রকাশের পূর্বে প্রতিটি মানুষের ভাল-মন্দ প্রতিটি কাজকে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে এবং ক্ষুদ্র ও বড় সকল কাজের সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক অবস্থাবলীরও পূর্ণ মূল্যায়ন করা হবে, যাতে বিচার সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়। ঐশী ক্ষতিপূরণ আইন এমনিভাবে কাজ করে থাকে যে প্রতিটি নেক কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কারের অন্তত দশগুণ পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে। অপরপক্ষে প্রতিটি মন্দ কাজের জন্য প্রাপ্য শাস্তি মন্দকাজের সমানুপাতিক হয়ে থাকে, একটুও কম-বেশী করা হয় না।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢١﴾

২১। আর (স্মরণ কর) সেদিনকে যখন আগুনের সামনে অস্বীকারকারীদের হাজির করা হবে। (তাদের বলা হবে,) 'তোমরা তোমাদের ভাল সব কিছু পার্থিব জীবনেই শেষ করে বসেছ এবং তা থেকে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও ভোগ করেছ। [ক]অতএব পৃথিবীতে[২৭২৮] তোমাদের অন্যায়ভাবে অহংকার ও দুষ্কর্ম করার দরুন লাঞ্ছনার আযাব আজ তোমাদের দেয়া হবে।

২
[১০]
২

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٢﴾

২২। আর [খ]'আদ' (জাতির) ভাই (হুদকে) স্মরণ কর যখন সে তার জাতিকে বালির টিলাসমূহের পাশে সতর্ক করেছিল। আর তার পূর্বেও এবং তার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল (এবং তাদের প্রত্যেকেই এ শিক্ষা দিয়েছিল,) 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্পর্কে এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করছি।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। তারা বললো, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে এসেছ? [গ]তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে আস যা দিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ।

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। সে বললো, 'নিশ্চয় প্রকৃত জ্ঞান[২৭২৯] তো একমাত্র আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। আর আমাকে যে (বাণী) সহ পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের তা-ই পৌঁছাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এক অতি অজ্ঞ জাতিরূপে দেখতে পাচ্ছি।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৫। এরপর তারা যখন সেই (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো তখন তারা বললো, 'এ তো এক (খন্ড) মেঘ মাত্র, যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে'। (আমরা বললাম,) 'না, বরং এতো সেই (আযাব) যাকে তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ (এরূপ) এক ঝড়ো [ঘ]বাতাস যার মাঝে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে ।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৯৪ খ. ৭ঃ৬৬; ১১ঃ৫১ গ. ৭ঃ৭১ ঘ. ৪১ঃ১৭

২৭২৮। অস্বীকারকারীরা বিচার দিনে যখন তাদের দুষ্কৃতির ফলাফলের মুখামুখী হবে তখন তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদেরকে আল্লাহ্তাআলা যত ভাল ভাল বস্তু দুনিয়াতে দান করেছিলেন তোমরা সেগুলোকে নিজেদের হীনস্বার্থে চূড়ান্তভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছিলে, ভালকাজে বা পরোপকারের উদ্দেশ্যে সে গুলোকে মোটেই ব্যবহার করনি। অতএব তোমাদের ঐ অপকর্মের জন্য এখন অপমান ও লাঞ্ছনাময় প্রতিফল তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এটাই তোমাদের উপযুক্ত পাওনা।'

২৭২৯। মানুষ কোন্ অবস্থার মধ্যে কি কি ছোট-বড় ভাল-মন্দ কাজ করলো তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। অতএব একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, সে ব্যক্তি কতটা শাস্তিযোগ্য এবং কতটা শাস্তিযোগ্য নয়। একথাটাও আল্লাহ্ তাআলার উপরই নির্ভর করে যে তিনি কখন, কোথায়, কীভাবে ও কোন্ ধরনের শাস্তি প্রদান করবেন।

২৬। এ (ঝড়ো বাতাস) নিজ প্রভুর আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে।' অতএব তারা এভাবে (ধ্বংস) হয়ে গেল যে তাদের ঘরদোর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٦

২৭। আর নিশ্চয় [ক]আমরা তাদের যেভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম সেভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করিনি। আর আমরা তাদেরকে (তোমাদের মত) কান, চোখ ও হৃদয়[২৭৩০] দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের হৃদয় তাদের কোন কাজে এলো না, কারণ জিদের বশে তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। আর [খ]যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা-ই তাদের ঘিরে ফেললো।

৩ [৬] ৩

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٢٧ ع

★ ২৮। আর আমরা তোমাদের চারপাশের[২৭৩১] জনপদগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বিভিন্নভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি[২৭৩২] যেন তারা (আমাদের দিকে) ফিরে আসে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭ খ. ২১ঃ৪২

২৭৩০। "আফ্ইদাহ্" (হৃদয়সমূহ) 'ফুয়াদ' শব্দের বহুবচন। ফুয়াদ ও কল্‌ব সমার্থক ও উভয় শব্দের দ্বারাই হৃদয়, মন ও বুদ্ধি (মস্তিষ্ক) বুঝায়। কুরআন শরীফেও শব্দ দুটি সমার্থবোধক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ২৮ঃ১১ এ উভয় শব্দকে একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অর্থ হয়েছে 'হৃদয়'। এগুলোর কোন্ শব্দটি কোথায় হৃদয় বা কোথায় মন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে প্রসঙ্গানুসারে। কোন কোন লেখক 'ফুয়াদ' ও 'কল্‌ব' শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থের তারতম্য করে থাকেন। কল্‌ব শব্দের অর্থের মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যাপকতা আছে যা 'ফুয়াদ' শব্দে নেই। 'ফুয়াদ' শব্দটি 'কল্‌বের' মধ্যস্থল বা ভিতরের দিকটা বুঝায়। 'তারা ফুয়াদুহু' মানে তার মন, বুদ্ধি, সাহস পলায়ন করলো (লেইন)।

২৭৩১। আদ ও তুব্বা জাতি দক্ষিণ-আরব অঞ্চলগুলোতে বিরাট এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সামূদ জাতি আরবদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, আর মৃত সাগরের (ডেড্ সী) তীরে ছিল সদোম ও ঘমোরার শহর। এই ঐতিহাসিক পুরাতন প্রসিদ্ধ স্থানগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যই মক্কাবাসীর চক্ষু উন্মীলন করার বিষয় ছিল। 'তোমাদের চারপাশের' শব্দগুলো দ্বারা সারা বিশ্বকেও বুঝাতে পারে।

২৭৩২। কুরআন বার বার ঘুরে ফিরে ঈমানের মৌলিক সমস্যাবলীর আলোচনায় ফিরে আসে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি এ জন্য উত্থাপন করা হয়, যাতে বিভিন্ন ধরনের রুচি, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোক সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হতে পারে। ভাসা-ভাসা চিন্তার লোক ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন একে পুনরুক্তির পর্যায়ে ফেললেও প্রকৃতপক্ষে মানুষের শত-সহস্র সমস্যার দিকে লক্ষ্য করলে বারংবার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। বরং এটাই একমাত্র সঠিক পন্থা।

২৯। তাহলে আল্লাহ্কে ছেড়ে [ক]এরা (তাঁর) নৈকট্যলাভের মাধ্যমরূপে যাদের উপাস্য বানিয়েছিল তারা কেন এদের সাহায্য করলো না? বরং তারা তো এদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। আর এ ছিল এদের মিথ্যা ও মিথ্যারোপের ফল।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। আর (স্মরণ কর) [খ]আমরা যখন কুরআন শুনার আকাঙ্ক্ষী জিনদের[২৭৩৩] এক দলের (মনোযাগ) তোমার দিকে আকর্ষণ করেছিলাম। তারা যখন এ (কুরআন পাঠের আসরে) উপস্থিত হলো তারা বললো, 'নীরব থাক'। এরপর কুরআন শুনা শেষ হলে তারা তাদের জাতির কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। তারা বললো, 'হে আমাদের জাতি! [গ]আমরা নিশ্চয় এরূপ এক কিতাবের (পাঠ) শুনেছি যা মূসার[২৭৩৪] পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ (কিতাব) এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়ন করে (এবং) এটি সত্যের দিকে ও সরলসুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করে।★

قَالُوا يٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾

৩২। হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহ্র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।★★

يٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর যে আল্লাহ্র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁকে) ব্যর্থ করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া তার জন্য কোন আশ্রয়দাতা নেই। এরাই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।'

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُونِهٖ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾

দেখুন : ক. ৪২:৪৭ খ. ৭২:২ গ. ৭২:২-৩

২৭৩৩। যে জিনদের দলের কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা ছিলেন নাসীবীনের ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়। কেউ বলেন, তারা এসেছিলেন ইরাকের মওসুল বা নীনেভা থেকে। মক্কাবাসীদের বিরোধিতার কথা চিন্তা করে তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে রাত্রে সাক্ষাৎ করলেন। তারা গাম্ভীর্যের সাথে কুরআন শ্রবণ করলেন এবং মহানবী (সাঃ) এর সাথে অনেক কথা-বার্তা বললেন। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এর নব-বাণীকে নিজেদের লোকের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। তারাও ইসলামের এই নূতন বাণী শ্রবণ করে তা গ্রহণ করলেন (বায়ান, ৮ খন্ড, আরো দেখুন ৭২:২)।

২৭৩৪। আগের আয়াতে যে জিনদের দলের উল্লেখ আছে তারা যে ইহুদী ছিল তা এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। কারণ কুরআন সম্বন্ধে তারা বলেছিল, "মূসা (আঃ) এর পরে এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে"।

★[এ আয়াতে একথা পরিষ্কার করে বুঝানো হয়েছে, হযরত মূসা (আ:) এর পরে এক পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত নিয়ে যাঁর আসার কথা ছিল সেই নবী আবির্ভূত হয়েছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★[তারা তাদের জাতির কাছে ফিরে গিয়ে আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পর জানালো, ইনি সত্য নবী। কাজেই তাঁর প্রতি ঈমান আন। এতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। তারা তাদের জাতিকে এ বলে আরো সতর্ক করলো, যে-ই আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীকে অস্বীকার করবে সে তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। তারা কি দেখেনি, আকাশসমূহ ও পৃথিবী যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টি যাঁকে ক্লান্ত করেনি[২৭৩৫] ক·তিনি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম? হ্যাঁ অবশ্যই! নিশ্চয় তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।★

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর (স্মরণ কর) যেদিন আগুনের সামনে অস্বীকারকারীদের হাযির করা হবে (সে দিন তাদের বলা হবে,) 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ! আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য)।' তখন তিনি তাদের বলবেন, 'তোমাদের অস্বীকার করার দরুন তোমরা আযাবের স্বাদ ভোগ কর।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। অতএব তুমি ধৈর্য ধর যেভাবে দৃঢ়সংকল্প রসূলরা ধৈর্য ধরেছিল এবং এদের (শাস্তির) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। এদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় তা যেদিন এরা দেখবে তখন এদের মনে হবে খ·এরা যেন (এ পৃথিবীতে) দিনের এক মূহূর্তের[২৭৩৬] বেশী অবস্থান করেনি। (সতর্ক) বাণী পৌঁছে দেয়া হয়েছে। অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ ছাড়া আর কাউকেও কি ধ্বংস করা হয়ে থাকে?

রুকু ৪ [৯] ৪

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১০০; ৩৬ঃ৮২; ৮৬ঃ৯ খ. ১০ঃ৪৬; ৩০ঃ৫৬; ৭৯ঃ৪৭।

২৭৩৫। নুতন পৃথিবী ও নুতন আকাশ সৃষ্টির ধারা এখনো অব্যাহত আছে। এই দাবী অমূলক ও অর্থহীন নয়। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যখন মহা সংস্কার সাধনকারীগণ আগমন করেন তখন পুরাতন সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মানুষ নব-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। একেও নুতন আকাশ ও নুতন পৃথিবীর সৃষ্টি বলা হয়ে থাকে।

★[এই আয়াতে এক চিরন্তন সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। 'তারা যেন পুনরুত্থানে ঈমান আনে' এ চিরন্তন সত্যের প্রতি প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। কেননা এ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৩৬। অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি এত ভীষণ, দ্রুত ও সর্বগ্রাসী হবে যে একটি সুখময়, শান্তিময়, দীর্ঘ জীবন এর তুলনায় মাত্র মুহূর্তকাল বলে মনে হবে।

সূরা মুহাম্মদ-৪৭

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি 'কিতাল' (যুদ্ধ) নামেও পরিচিত। কারণ এই সূরার একটি বড় অংশে যুদ্ধের বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধে অবশ্য পালনীয় নিয়ম-নীতি এবং যুদ্ধের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বায়যাভী, যামাখ্শরী, সায়ূতী এবং অন্যান্যরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে এই সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর অধিকাংশই হযরত নবী করীম (সাঃ) এর মদীনা-জীবনের প্রারম্ভকালে সম্ভবত বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবে ও জলদ্গম্ভীর ভাষায় বলা হয়েছে' ঐশী-বাণীর বিরোধিতা যত শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও অবিশ্রান্তই হোক না কেন, কখনো তা সফল হবে না। পরিণামে সত্যই বিজয়ী হবে। এই সূরা এই কথাটা আরো স্পষ্টাকারে সুনির্দিষ্টভাবে বলছে যে শত বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকুল অবস্থাকে ডিঙ্গিয়ে ইসলাম বিজয়ী হবেই।

বিষয় বস্তু

সূরার প্রারম্ভেই চ্যালেঞ্জের সুরে বলা হয়েছে, ইসলামের উন্নতিকে ঠেকাবার জন্য যত রকমের চেষ্টাই অস্বিকারকারীরা করুক না কেন, তারা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে। অপরদিকে মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের অবস্থা দিন দিন উন্নত হতে থাকবে। এর পর বলা হয়েছে অবিশ্বাসীরা যখন মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করেছে তখন তারা তরবারী দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেই। তবে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কতগুলো নিয়ম-কানুন তাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন, নিয়মিত ও ঘোষিত যুদ্ধের বেলায়ই কেবল যুদ্ধ-বন্দী আনা যেতে পারে, তাও শত্রু সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবার পরে (৫নং আয়াত)। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে যুদ্ধ-বন্দীকে দয়া প্রদর্শনপূর্বক মুক্ত করে দিতে হবে, নতুবা মুক্তি-পণ নিয়ে বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে। এইভাবে এই সূরার একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত অত্যন্ত কার্যকরভাবে কৃতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করলো। অতঃপর বলা হয়েছে, শত্রুদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অপসৃত হবেই। ইতিহাসের পাতায় এই সত্যই উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত পাওয়া যায়। আদ, সামূদ, মিদিয়ান ও লূতের জাতিসমূহের শোচনীয় ধ্বংস তো মক্কাবাসীর অজানা থাকার কথা নয়। কেননা এই সব প্রসিদ্ধ জাতি উচ্চাঙ্গের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সম্পদের অধিকারী ছিল এবং মক্কার অদূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেই বসবাস করতো । এদের বিলুপ্তির ইতিহাস থেকে মক্কাবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রসঙ্গত মহানবী (সাঃ)কে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে যদিও তিনি সহায় সম্বলহীন ও বন্ধু-বান্ধব হীন অবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভিন্ন স্থানের অপরিচিত লোকদের মধ্যে অসহায়ের মত আশ্রয় নিচ্ছেন তথাপি তিনি ও তাঁর ধর্মই প্রাবল্য লাভ করবে। অতঃপর ইসলামের আলোকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বিশ্লেষণ করার পর মুসলমানদের প্রতি জীবন, মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি সর্বস্বই ধর্মের নামে ব্যয় করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে, সত্য ও সঠিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে যখন সবকিছুই দুহাতে ব্যয় করা দরকার তখন তা না করাটাই হবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, আর ব্যক্তির জন্য আত্ম-হননের শামিল।

সূরা মুহাম্মদ-৪৭

এটা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। [খ]যারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) বাধা দেয় তাদের সব কাজ তিনি বিফল করে দেন[২৭৩৭]।

اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ صَدُّوۡا عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ اَضَلَّ اَعۡمَالَہُمۡ ②

★৩। আর যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ এর প্রতি অবতীর্ণ পূর্ণ সত্যে ঈমান আনে তিনি তাদের সব দোষত্রুটি দূর করে দিবেন এবং তাদের আচার-আচরণ শুধ্‌রে দিবেন।

وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوۡا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ ہُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّہِمۡ ۙ کَفَّرَ عَنۡہُمۡ سَیِّاٰتِہِمۡ وَ اَصۡلَحَ بَالَہُمۡ ③

৪। এর কারণ হলো, অস্বীকারকারীরা মিথ্যার অনুসরণ করেছে এবং মু'মিনরা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ্‌ মানুষের সামনে তাদের (প্রকৃত) অবস্থা তুলে ধরেন।

ذٰلِکَ بِاَنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الۡبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الۡحَقَّ مِنۡ رَّبِّہِمۡ ؕ کَذٰلِکَ یَضۡرِبُ اللّٰہُ لِلنَّاسِ اَمۡثَالَہُمۡ ④

★ ৫। [গ]অতএব অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তোমরা যখন (নিয়মিত যুদ্ধে) লিপ্ত হও তখন (তাদের) ঘাড়ে আঘাত কর। তোমরা তাদেরকে[২৭৩৮] (যুদ্ধে) পরাজিত করার পর (তাদের) শক্ত করে বাঁধ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনুগ্রহস্বরূপ অথবা মুক্তিপণ নিয়ে (তাদের মুক্ত কর)। এটাই হলো (বিধান)[২৭৩৯]। আর আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তিনি নিজেই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের এক দলকে অন্য দলের মাধ্যমে পরীক্ষা[২৭৪০] করেন। আর আল্লাহ্‌র পথে যাদের ভয়ানক কষ্ট দেয়া হয়েছে তাদের কর্ম তিনি কখনো বৃথা যেতে দিবেন না[২৭৪১]।★

فَاِذَا لَقِیۡتُمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فَضَرۡبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَثۡخَنۡتُمُوۡہُمۡ فَشُدُّوا الۡوَثَاقَ ٭ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعۡدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰی تَضَعَ الۡحَرۡبُ اَوۡزَارَہَا ۚ۟ۛ ذٰلِکَ ؕۛ وَ لَوۡ یَشَآءُ اللّٰہُ لَانۡتَصَرَ مِنۡہُمۡ وَ لٰکِنۡ لِّیَبۡلُوَا۠ بَعۡضَکُمۡ بِبَعۡضٍ ؕ وَ الَّذِیۡنَ قُتِلُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ فَلَنۡ یُّضِلَّ اَعۡمَالَہُمۡ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪ঃ১৬৮; ১৬ঃ৮৯ গ. ৮ঃ৪৬, ৬৮।

২৭৩৭। অস্বীকারকারীদের কার্যাবলীকে নিষ্ফল করে দেয়া হয় এবং ইসলামের উন্নতি ব্যাহত করার জন্য তারা যত কিছুই করুক না কেন, তাতে কোনই ফলোদয় হয় না।

২৭৩৮। 'আস্‌খানা ফিল আরযে' -এর আক্ষরিক অর্থ সে দুনিয়াতে বহু হত্যা-কান্ড ঘটালো।

২৭৩৯। এই একটি ক্ষুদ্র আয়াত যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মাবলী এবং এর পরিচালনার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে এবং প্রসঙ্গত কৃতদাস-প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদেরও পথ-নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশাবলী হলো ঃ (ক) মুসলমানরা যখন আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা, সম্মানরক্ষা বা সম্পদ রক্ষা ইত্যাদির জন্য নিয়মিত কোন যুদ্ধে আহূত হবে তখন তারা সাহসিকতার সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করবে (৮ঃ১৩-১৭), (খ) একবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে শান্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা বিরামহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে (৮ঃ৪০), (গ) নিয়মিত ও বিঘোষিত যুদ্ধে শত্রুরা যখন সুনিশ্চিতভাবে পরাজয় বরণ করে কেবল তখনই শত্রু সৈন্যকে যুদ্ধ বন্দীরূপে রাখা যাবে। বিঘোষিত যুদ্ধই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখান থেকে বন্দী আনা যাবে, অন্য কোন কারণেই মানুষকে তার জন্মগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না, (ঘ) যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক বন্দীকে

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৭৪০, ২৭৪১ ও ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৬। তিনি সঠিক পথে তাদের পরিচালিত করবেন[২৭৪২] এবং তাদের আচার-আচরণ শুধ্রে দিবেন।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞

★ ৭। [ক]তিনি তাদের সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যা তিনি তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত (ও)[২৭৪৩] বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞

৮। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য করলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করে দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۞

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৯৬; ৯ঃ১১১।

মুক্তি দান, কিংবা ক্ষতিপূরণ নিয়ে মুক্তি দান কিংবা পারস্পরিক-আলোচনা ও বন্দী-বিনিময়ের মাধ্যমে বন্দী-মুক্তি দান করা যাবে– সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য হওয়া উচিত 'মুক্তি'। যুদ্ধ-বন্দীকে চির বন্দীত্বে বা কৃতদাসত্বে রাখা যাবে না। হযরত নবী করীম (সাঃ) বনী মুস্তালিক গোত্রের প্রায় একশ'ত পরিবারকে এবং হাওয়াজিন গোত্রের কয়েক হাজার লোককে তারা সম্পূর্ণ পরাজিত অবস্থায় বন্দী হওয়া সত্ত্বেও বিনা শর্তে মুক্ত করে দিলেন। বদরের যুদ্ধের পরে কিছু সংখ্যক বন্দীর কাছ থেকে মুক্তি পণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং যেসব বন্দীর মুক্তি-পণ দিবার সামর্থ্য ছিল না অথচ লিখতে-পড়তে জানতো তাদেরকে নিরক্ষর মুসলমানদের পড়া-লিখার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে মুক্তির পথ করে দেয়া হয়েছিল। আয়াতটি কৃতদাসত্বের মূলোৎপাটনের এমন কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখ করেছে যে কৃতদাস প্রথা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

২৭৪০। আল্লাহ্ তাআলা অস্বীকারকারীদের সাথে বিশ্বাসীদের যুদ্ধ ঘটিয়ে বিশ্বাসীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটালেন এবং অস্বীকারকারীদের হীনমন্যতা ও দুস্কৃতিপরায়ণতাকে জন-সমক্ষে নগ্নভাবে তুলে ধরলেন। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগনের উচ্চতম নৈতিকতা ও মহানুভবতাপূর্ণ মন-মানসিকতা পরাভূত শত্রুর প্রতি তাদের ব্যবহারের মধ্যে যতটা প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এর কোন তুলনা নেই।

২৭৪১। মুসলমানগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করে কুরবানীর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা কখনো বৃথা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ঐ মহান আত্মোৎসর্গই আরবভূমে ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

★[এ আয়াতে আল্লাহ্র পথে জিহাদের মূল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত যেসব জাতি মু'মিনদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাদের পরাজিত করে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের শক্তভাবে বেঁধে রাখতে হবে। এর পর মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। নতুবা মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহস্বরূপ তাদের মুক্ত করে দেয়াও খুব ভাল। যারা ইসলামের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ এবং বলপূর্বক মুসলমান বানানোর যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে আলোচ্য আয়াত তাদের এ অভিযোগ জোরালোভাবে নাকচ করে। কেননা যুদ্ধের পর বন্দীদের মুসলমান বানানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে। কিন্তু মুসলমান বানানো তো দূরের কথা, ঈমান না আনা সত্ত্বেও তাদের মুক্ত করে দেয়ার আদেশও রয়েছে। এমনকি এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুক্তিপণ না নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেয়াও শ্রেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৪২। যেহেতু 'হেদায়াত' শব্দের অর্থ হলো, 'গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত এবং উদ্দেশ্য হাসিল না করা পর্যন্ত সঠিক পথ অনুসরণ করে চলা', সেহেতু এই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, শাহাদাত বরণকারী মুসলমানগন যে উদ্দেশ্যে তাঁদের জীবন দান করেছেন তাঁদের সেই মহান উদ্দেশ্যকে তথা ইসলামের বিজয়কে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছেন।

২৭৪৩। বেহেশ্তের নেয়ামতসমূহের স্বাদ মু'মিন ইহলোকেই পেয়ে থাকেন এই অর্থে যে কুরআনে পরকালের যে সকল আধ্যাত্মিক নেয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ সব কিছুই মু'মিনগণ ইহকালে ভোগ করে থাকেন। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, মু'মিনগণ "ঐ বাগানের" আধ্যাত্মিক স্বাদ আগেই পেয়েছিলেন। কেননা কুরআনে তাদের জন্য বেহেশ্তের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি তাদের চোখের সামনে তারা ইহলোকেই পূর্ণ হতে দেখেছেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

৯। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য ধ্বংস (অবধারিত) এবং (আল্লাহ্) তাদের কর্ম বিফল করে দিবেন[২৭৪৪]।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿١٠﴾

১০। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। অতএব তিনি তাদের কর্ম বিফল করে দিলেন।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١١﴾

১১। [ক]তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল[২৭৪৫]? আল্লাহ্ তাদের (একেবারে) ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর (এ) অস্বীকারকারীদের সাথেও এমনটিই করা হবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١٢﴾ ع

১ [১২] ৫ ১২। এর কারণ হলো, [খ]আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক এবং অস্বীকারকারীদের নিশ্চয় কোন অভিভাবক নেই।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٣﴾

১৩। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। আর পক্ষান্তরে [গ]যারা অস্বীকার করেছে তারা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। আর তারা এভাবে খায় যেভাবে গবাদি পশু[২৭৪৬] খায়। আর আগুন হবে তাদের ঠাঁই।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٤﴾

১৪। আর যারা তোমাকে তোমার (এ) জনপদ থেকে বের[২৭৪৭] করে দিয়েছে তাদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী আরো (অনেক) জনপদ ছিল। আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং কেউই তাদের সাহায্যকারী ছিল না।

দেখুন ঃ ক. ১২ঃ১১০; ২২ঃ৪৭; ৩০ঃ১০; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ২২ খ. ৩ঃ১৫১; ৮ঃ৪১ গ. ১৪ঃ৩১; ৭৭ঃ৪৭।

২৭৪৪। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে তিন তিন বার বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তাআলা অস্বীকারকারীদের কার্যাবলীকে নিস্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।" এতে বুঝা যায়, অস্বীকারকারীদের দল তাদের দেহ-মনের সকল শক্তি একটি মাত্র কার্যসাধনে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করেছিল। আর সেই কার্যটি ছিল ইসলামের মূলোচ্ছেদ কর্ম। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো, ইসলামই বিজয়ী হলো এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে লাগলো।

২৭৪৫। কুরআনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অস্বীকারকারী অবিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে পুনর্বার এই কথা বলা হয়েছে, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ এবং জেনে নাও পূর্ববর্তী নবীগণের অস্বীকারীদের কী শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল! অতএব এই আয়াত তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে যে তাদেরও ঐ একই পরিণতি ঘটবে। ঐশী শাস্তি নানাভাবে, নানা আকারে তাদের উপর আপতিত হবে।

২৭৪৬। মু'মিনরা আল্লাহ্ ও মানুষের সেবার জন্য বাঁচতে চায় এবং বাঁচার প্রয়োজনে খায়, কিন্তু কাফিররা কেবল খাবার জন্যই বেঁচে থাকে, অন্য কোন উচ্চ উদ্দেশ্যে নয়। তারা পশুর স্তর থেকে উর্ধ্বে উঠতে পারে না। কেননা তাদের সকল চিন্তাভাবনা বস্তুবাদিতাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে।

২৭৪৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৫। অতএব ক.যে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত হতে পারে, যাকে তার মন্দকাজ সুন্দর করে দেখানো হয়েছে এবং যারা নিজেদের হীন কামনাবাসনার অনুসরণ করেছে?

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ﴿١٥﴾

১৬। খ.মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর বর্ণনা (এরূপ যে), এতে থাকবে অদুষণীয় পানির নদনদী, অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নদনদী, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদনদী এবং বিশুদ্ধ মধুর[২৭৪৮] নদনদী। আর তাদের জন্য এতে থাকবে সব ধরনের ফল এবং (আরো থাকবে) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহান ক্ষমা। (এরা) কি তাদের মত হতে পারে যারা দীর্ঘকাল আগুনে (পড়ে) থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ী ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বে?★

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৭। আর তাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমার কথা (বাহ্যত) মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে তারা যখন তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করে, 'এইমাত্র সে কী বললো[২৭৪৯]?' গ.এদেরই হৃদয়ে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরা নিজেদের কামনা বাসনার অনুসরণ করে চলেছে।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ২৯ খ. ১৩ঃ৩৬ গ. ১৬ঃ১০৯; ৬৩ঃ৪।

২৭৪৭। হযরত রসূল পাক (সাঃ) যখন তাঁর মাতৃভুমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁর শিরোচ্ছেদের উপর যখন শত্রুর পুরস্কারের ঘোষণা আকাশে-বাতাসে নিনাদিত হচ্ছিল তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রতিটি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশংকা ছিল। কেননা শত্রুরা তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে এনে বিরাট পুরস্কার লাভের আশায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া মদীনাও বহু দূরের পথ। অবশ্য পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২৭৪৮। মুমিনদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তারা ইহকালে ও পরকালে পবিত্র পানির নদী, অপরিবর্তনশীল চির-সুস্বাদু দুধের স্রোতস্বিনী, আনন্দ-মদিরার মন্দাকিনী এবং পরিশুদ্ধ মধুর প্রবাহধারা প্রাপ্ত হবে। "আনহার"শব্দটি এই আয়াতে চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য অর্থ ছাড়াও 'আনহার' শব্দটির মধ্যে 'আলোর প্রাচুর্য' অর্থটিও বিদ্যমান আছে। এবং "আসল" শব্দটি অন্যান্য অর্থ ছাড়াও ঐ সকল মানবিক সৎকার্যাবলীকে বুঝায় যা মানুষেকে অপর সকল মানুষের কাছে ভালবাসা ও ভক্তির পাত্রে পরিণত করে। এই শব্দদ্বয়ের উল্লিখিত বিশেষ অর্থগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, বিশ্বাসী-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে চারটি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে দেয়া হবেঃ পানি, যা জীবনের উৎস (২১ঃ৩১), দুধ যা শরীরকে সুস্থ ও সুঠাম রাখে, মদিরা, যা মনে আনন্দ সঞ্চার করে ও দুশ্চিন্তাকে দমন করে এবং মধু, যা বহু প্রকার রোগ-বালাই থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। এই জাগতিক অর্থে এই আয়াতের মর্মার্থ হবে-মুমিনরা ঐ সকল জিনিস এত প্রচুর পরিমাণে পাবে, যা জীবনকে সার্থক, সুন্দর, আনন্দময় ও মুল্যবান করে তুলবে, রূপক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে, তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার সুরা এত বেশী পান করবে এবং এত কার্যাবলী সম্পাদন করবে যে তারা মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রে পরিণত হবে।

★[এ আয়াত সর্বতোভাবে উপমার বর্ণনা দিচ্ছে। কেননা এ জড় জগতে বদ্ধ পানি দুষণমুক্ত থাকতে পারে না এবং দুধও নষ্ট হওয়া থেকে নিস্তার পায় না। এ জড় জগতে এমন সুরা নেই যা নেশার পরিবর্তে কেবল তৃপ্তিই দিয়ে থাকে। তদুপরি এ পৃথিবীতে মানুষকে কেবল এ বস্তুগুলোই যদি দেয়া হয় সে এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। অতএব এগুলো নি:সন্দেহে উপমা বিশেষ। যারা পৃথিবীতে এসব দ্রব্য ভাল বলে জানে বা এতে কল্যাণ দেখতে পায় তাদের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে জান্নাতে তাদের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম বস্তুসমূহ দান করা হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৪৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٨﴾

১৮। আর যারা হেদায়াত পেয়েছে [ক] তিনি তাদের হেদায়াতের (মানকে) আরও বাড়িয়ে দেন এবং তাদের (যোগ্যতানুযায়ী) তাদেরকে তাক্ওয়া দান করেন[২৭৫০]।

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٩﴾

১৯। অতএব তারা কি কেবল তাদের কাছে প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অকস্মাৎ এসে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে? কিন্তু এর লক্ষণাবলী তো[২৭৫১] [খ] এসে গেছে। এরপর এটি যখন তাদের কাছে এসেই যাবে তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাদের কী কাজে আসবে?

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿٢٠﴾ ع

২০। অতএব তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর তুমি তোমার এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা[২৭৫২] প্রার্থনা কর। আর আল্লাহ্ তোমাদের বিচরণক্ষেত্র ও তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কেও ভালভাবে জানেন[২৭৫৩]।

২ [৮] ৬

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢١﴾

★ ২১। আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, '(যুদ্ধ সংক্রান্ত) কোন সূরা কেন অবতীর্ণ করা হলো না?' এরপর যুদ্ধের আদেশ সম্পর্কিত সূরা যখন অবতীর্ণ করা হলো তখন যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে তোমার দিকে সেই ব্যক্তির ন্যায় তাকাতে দেখবে যাকে মৃত্যুর ঘোর আচ্ছন্ন করে হতবিহ্বল করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য ধ্বংস (নির্ধারিত)!

দেখুন ঃ ক.৮ঃ৩ খ. ২২ঃ৫৬; ৪৩ঃ৬৭।

২৭৪৯। মুনাফিকের দুই মুখ, তারা দ্বিমুখী-নীতি পালন করে এবং দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলে। অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই তারা এরূপ করে থাকে। শব্দ বা বাক্যের একরূপ গঠন যদি তাকে বেকায়দায় ফেলে তখন সে শব্দের অন্য অর্থ বা বাক্যের অন্যরূপ গঠন দেখিয়ে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচতে চায়। উল্লেখিত বাগধারা দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মদীনার মুনাফিকেরা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করতো। মহানবী (সাঃ) এর সাথে এই মুনাফিকদের একজন সাক্ষাতের পরে পরেই যদি কোন মুসলমানের সঙ্গে দেখা করতো তখন সে বলে উঠিতো, 'এখনই মহানবীর মুখে কী কথা শুনলাম-অর্থাৎ মহানবী কত মুল্যবান ও উপকারী কথাই না বলেছেন।' কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় সে যদি তারই মত একজন মুনাফিকের সঙ্গে মিলিত হতো তখন সে উপরোক্ত বাক্যটিই ব্যবহার করতো, তবে অন্য অর্থে যেমন, এই মাত্র এই নবী কি সব আজে-বাজে কথা বকছিল।

২৭৫০। কুরআনী প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হবেঃ (ক) আল্লাহ্ তাদেরকে ধর্মপরায়ণ বানিয়ে থাকেন, (খ) আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে ঐসব উপায়-উপকরণ প্রকাশ করেন যার সাহায্যে তারা ধার্মিকতা অর্জন করেন, (গ) ধর্মপরায়ণতার ফলে উৎপন্ন হয় এইরূপ আশিস ও অনুগ্রহরাজি যা কিনা আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন।

২৭৫১। 'আশরাত' (চিহ্নাবলী) শব্দের মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর মক্কা থেকে হিজরতের ঘটনার বিষয়টি সম্বন্ধে সঙ্কেত রয়েছে। হিজরতের ঘটনার পরে পরেই বহু ঐশী নিদর্শন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল।

২৭৫২। দেখুন ২৬১২এবং ২৭৬৫ টীকা

২৭৫৩। 'মুতাকাল্লাবাকুম'ও 'মাসওয়াকুম' শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে, 'যখন তুমি তোমার কাজকর্মের খাতিরে ঘুরাফেরা কর এবং যখন বিশ্রাম লও, অথবা প্রথম শব্দটি দুনিয়ার জন্য এবং দ্বিতীয় শব্দটি পরকালের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢٢﴾

২২। আনুগত্য করা [ক]ও সংগত কথা বলা (তাদের উচিত ছিল)। এরপর (যুদ্ধের) বিষয়টি যখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান হতো তাহলে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম হতো।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾

২৩। অতএব তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে এটা অসম্ভব নয় যে তোমরা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং নিজেদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে[২৭৫৪]।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰٓى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾

২৪। এদেরই ওপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, এদের বধির করে দিয়েছেন এবং এদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٥﴾

★ ২৫। [খ]তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখবে না, অথবা তাদের হৃদয়ে কি (নিজেদের তৈরী) তালা (ঝুলে) রয়েছে?

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬। [গ]হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যারা পিঠ দেখিয়ে (ধর্ম থেকে) ফিরে গেছে, নিশ্চয় শয়তান (তাদের কর্ম) তাদের সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং তাদের মিথ্যা আশা দিয়েছে।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে এরা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করবো[২৭৫৫]।' আর আল্লাহ্ এদের গোপন বিষয়াদি জানেন।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮। অতএব ফিরিশ্‌তারা যখন এদের মুখমন্ডলে ও এদের পিঠে আঘাত করে এদের [ঘ]মৃত্যু দিবে তখন এদের কী অবস্থা হবে?

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾ ع

২৯। এর কারণ হলো, এরা সেসবের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে এবং এরা তাঁর সন্তুষ্টি (অর্জনকে) অপছন্দ করেছে। অতএব তিনিও এদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

৩ [৯] ৭

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৬৪ খ. ৪ঃ৮৩ গ. ৩ঃ৮৭ ঘ. ৪ঃ৯৮; ৮ঃ৫১।

২৭৫৪। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে এই কারণে যে কাফিরদের ক্ষমতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করলে তারা সকল স্থলেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতো। তারা আত্মীয়তার বন্ধনকে কর্তন করতো এবং মানবাধিকার ও ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে পদদলিত করতো।

২৭৫৫। মদীনার মুনাফিকরা খোলাখুলি ও নিঃশর্তভাবে কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করতো না। যে কোন মুনাফিক এতই ধুরন্ধর যে সে তার নিজের নৌকা কখনো আগুনে পোড়াতে চায় না। কারণ সে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে।

৩০। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে আল্লাহ্ তাদের হিংসাবিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করবেন না?

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾

৩১। আর আমরা চাইলে তোমাকে অবশ্যই তাদের দেখিয়ে দিব। আর তাদের লক্ষণাবলী দিয়েই তুমি তাদের সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তাদের বাচনভঙ্গীতেও নিশ্চয় তাদের চিনে নিতে পারবে[২৭৫৬]। আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।★

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾

★ ৩২। আর আমরা তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র পথে প্রকৃত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী ও ধৈর্যশীলদের প্রকাশ করে না দেয়া পর্যন্ত আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করতে থাকবো এবং (পরীক্ষার মাধ্যমে) আমরা তোমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিব[২৭৫৭]।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾

৩৩। যারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) বাধা দিয়েছে এবং তাদের কাছে পথনির্দেশনা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তিনি তাদের কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল করে দিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বৃথা যেতে দিও না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৫। [খ]যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) বাধা দিয়েছে, এরপর অস্বীকারকারী থাকা অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪১-১৪৩; ২৯ঃ৪, ১২ খ. ৩ঃ৯২; ৪ঃ১৯।

২৭৫৬। মুনাফিক সোজা-সরল কথা কখনো বলে না। সে সব সময়ই দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলে। তার কথা একজনে বুঝে এক অর্থে, অন্যজনে বুঝে অন্য অর্থে। মুনাফিকদের ব্যবহৃত ভাষার এই বক্রতা ও মারপ্যাঁচের প্রতি ২ঃ১০৫ আয়াতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

★ [৩০-৩১ আয়াতে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা যদি মনে করে তারা তাদের অন্তরে হিংসাবিদ্বেষ লুকিয়ে রাখবে এবং কেউ তা জানবে না, এমনটি হতেই পারে না। মহানবী (সা:) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তো তাদের হাবভাব ও কথা বলার ভঙ্গীতেই তাদের চিনে নিতেন। অতএব মুনাফিকরা সম্ভবত সাদাসিদা লোকদের কাছে নিজেদের গোপন রাখতে পারতো। কিন্তু মহানবী (সা:) তাদের অবস্থা ভালভাবেই জানতেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৫৭। "আরাফা" ও "আলেমা" শব্দ দুটির একই অর্থ। কিন্তু 'ইলম' শব্দটি "মা'রেফত" শব্দ থেকে অর্থের দিক দিয়ে অধিকতর ব্যাপক। 'ইলম' এর ধাতুগত অর্থ সেই চিহ্ন বা মার্কা যার দ্বারা এক জিনিষকে অন্য জিনিষ থেকে স্পষ্টত পৃথক দেখা যায় (লেইন)। ইল্‌ম বা জ্ঞান দুই প্রকারের ঃ (ক) একটা ঘটনা ঘটবার পূর্বেই সেই ঘটনার পূর্ব-জ্ঞান, (খ) কোন ঘটনা ঘটে যাবার পরে সে সম্বন্ধে জ্ঞান। আলোচ্য আয়াতে যে জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা শেষোক্ত পর্যায়ের জ্ঞান।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

★ ৩৬। [ক]তোমরা শিথিলতা দেখিয়ে শান্তির জন্য আবেদন করে বসো না[২৭৫৮], অথচ তোমারাই বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ্ তোমাদের সাথে রয়েছেন। আর তিনি তোমাদের কর্মের (পুরস্কার থেকে) তোমাদের বঞ্চিত করবেন না।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৭। [খ]নিশ্চয় এ পার্থিব জীবন কেবল আমোদপ্রমোদ ও কামনাবাসনা পূর্ণ করার (এরূপ মাধ্যম যা মহান উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন করে দেয়)। আর তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করলে তিনি তোমাদের পুরস্কার দান করবেন এবং তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের ধনসম্পদ চাইবেন না[২৭৫৯]।

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৮। তিনি তোমাদের কাছে এ (ধনসম্পদ) চাইলে এবং তোমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন[২৭৬০]।

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٩﴾ ع

৩৯। দেখ! আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের মাঝে কৃপণ লোকও রয়েছে। অথচ যে কার্পণ্য করে সে নিশ্চয় নিজের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে থাকে[২৭৬১]। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী এবং তোমরা মুখাপেক্ষী। [গ]তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মত হবে না[২৭৬২]।

৪
[১০]
৮

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৪০ খ. ৬ঃ৩৩; ২৯ঃ৬৫; ৫৭ঃ২১ গ. ৫ঃ৫৫।

২৭৫৮। এখানে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে যুদ্ধের গতি যেদিকেই মোড় নিক না কেন এবং ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তারা যেন কখনো সন্ধির প্রস্তাব না দেয়। তারা হয় বিজয়ী হবে না হয় শাহাদৎ লাভ করবে। এই দুটি ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য নেই।

২৭৫৯। এই আয়াতের বক্তব্য অনেকটা এরূপ, যেহেতু মুসলমানরা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছে, সেহেতু যুদ্ধের খরচপত্রও তাদেরকেই বহন করতে হবে। আর এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধন-সম্পদও ব্যয় করতে হবে। তবে আল্লাহ্ নিজের জন্য তাদের কাছে ধন চান না। তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই তাদেরকে জান-মাল কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। কেননা এরূপ কুরবানী ছাড়া বড় ধরনের সাফল্য অর্জন কখনো সম্ভব নয়। এই চির সত্যটি সত্যিকার মু'মিনদেরকে অনুধাবন করতে হবে।

২৭৬০। এই আয়াতটি বিশেষভাবে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৭৬১। কৃপণতা একটি মারাত্মক নৈতিক ব্যাধি। এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অবসান ঘটায়। কুরআনের অন্যত্র কৃপণ-স্বভাব লোকদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (৯ঃ৩৫)।

২৭৬২। "তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন" এই কুরআনী বাক্যটির ব্যাখ্যা চেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে একবার জিজ্ঞেসা করা হলো, "এই অন্য জাতি কে"? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠে যায়, তাহলেও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা পুনরায় ধরার বুকে ফিরিয়ে আনবেন" (বুখারী, রূহুল মা'আনি)।

সূরা আল্ ফাতহ্-৪৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রখ্যাত আলেমগণের সবারই এই অভিমত যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পরে ষষ্ঠ হিযরীর জিলকদ মাসে হযরত মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় ফিরছিলেন তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সন্ধিটি ইসলামের ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা আর সেজন্যই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছোটখাট বিষয়াদির বিবরণও ইসলামের ইতিহাসে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময় সম্বন্ধে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। এই সূরার নাম আল্ ফাতহ্ (বিজয়)। এই নামকরণ খুবই সার্থক ও যুক্তি-যুক্ত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধি একটি রাজনৈতিক পরাজয় মনে হলেও পরিশেষে তা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জন্য অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা এর ফলে মক্কা-বিজয় সহজে সংঘটিত হলো এবং এরই ফলে সারা আরব দেশে অভাবিতভাবে ইসলামের বিজয়-ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। পূর্ববর্তী সূরায় শেষের দিকে মু'মিনদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এই সূরা অতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, প্রতিশ্রুত বিজয়ের দিন এখন আর অনিশ্চিত দূরের বৎসর নয়, বরং সেই দিন অতি সন্নিকটে। বিজয় এতই সন্নিকটে যে তা এখনই এসে গেছে বললেই চলে। এই বিজয় এতই পূর্ণ ও প্রভাব-বিস্তারী হবে যে সংশয়ী ব্যক্তিও একে অস্বীকার করতে পারবে না।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে আরম্ভ হয়েছে যে প্রতিশ্রুত বিজয় দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছে। এই বিজয় হবে পরিষ্কার, চূড়ান্ত ও সুদূরপ্রসারী। মহানবী (সাঃ)কে আরো জানানো হলো, এই বিজয়ের ফলে এত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করবে যে নবদীক্ষিতদেরকে ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ প্রভৃতি ব্যাপারে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলা এক বিরাট ও প্রায় দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব এই সুমহান কার্য সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য মহানবীর উচিত আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলার কাছে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করাও উচিত যাতে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও মানব-সুলভ দুর্বলতার কারণে এই কর্ম-সম্পাদনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে না যায়। অতঃপর বলা হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ণ তাৎপর্য সঠিক মূল্যায়নের অভাবে মু'মিনগণ কিছুটা আশাহত হলেও আল্লাহ্ তাআলা শীঘ্রই তাদের মনে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করবেন এবং যে আনন্দ এখন অবিশ্বাসীরা উপভোগ করছে তা অতি ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হবে। মু'মিনগণকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, সন্ধিপত্রে দস্তখত করে মহানবী (সাঃ) বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি, এরূপ মনে করা কোন মু'মিনেরই উচিত হবে না। কেননা তিনি (সাঃ) হলেন আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর সকল কাজই আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় বা হেদায়াতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। মু'মিনদের উচিত, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁকে সাহায্য করা ও শ্রদ্ধা করা। সূরাতে এই কথাও বলা হয়েছে, মু'মিনরা ঐ সময়েই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করেছিল যখন তাঁরা 'বৃক্ষের নীচে' বসে রসূলে পাক (সাঃ) এর আনুগত্য করার এরূপ শপথ নিয়েছিল যে তাঁরা মহাবিপদের মুখেও তাঁর পাশে দাঁড়াবে, এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে কিন্তু তাকে বিসর্জ্জন দিবে না। এটা আল্লাহ্ তাআলারই এক পরিকল্পনা ছিল যে ঐ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মক্কায় সেই সময়ে বেশ কয়েকজন নিবেদিত-প্রাণ, সত্য-সরল প্রান মুসলমান বাস করতেন, যাদেরকে মদীনার মু'মিনগণ জানতেন না। ঐ সময় যুদ্ধ হলে ঐ মুসলমানগণ অজান্তেই মারা পড়তেন। অতঃপর মুনাফিক ও পশ্চাদপসরণকারীর দলকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং তাদের দ্বৈত-নীতিকে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যখনই তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয় তারা নতুন নতুন বাহানা আবিষ্কার করে পিছনে থেকে যায়। কিন্তু তাদের এই মিথ্যা বাহানা ও ওজর-আপত্তি তাদের আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূরাটি শেষ দিকে পুনরায় এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক বিরাট ও প্রকাশ্য বিজয় বলে প্রমাণিত হবে এবং এই বিজয়ের পিছনে আরো অনেক বিজয় ছুটে আসবে, এমন কি আশেপাশের দেশগুলো মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যাবে।

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعَةُ رُكُوْعَاتٍ
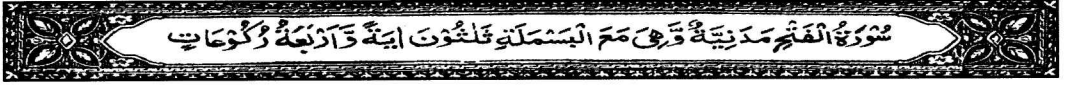
সূরা আল্ ফাতহ্-৪৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[২৭৬৩]

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ②

২৭৬৩। "সুস্পষ্ট বিজয়" কথাটি মনে হয় 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'কে বুঝাচ্ছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে মদনী জীবনের প্রথম ছয় বছরে যদিও মহানবী (সাঃ) তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে এত বড় বড় বিজয় অর্জন করেছিলেন যে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি কুরআনে ঐসব বিজয়ের একটিকেও প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়নি। এই মহাসম্মান একমাত্র হুদায়বিয়ার সন্ধির জন্য সংরক্ষিত ছিল। অথচ এই সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যত মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল এবং ইসলামের সম্মানের প্রতি এক অসহনীয় আঘাত ছিল, এতই অসহনীয় ছিল যে হযরত উমর (রাঃ) এর মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও দুঃখে ও লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেছিলেন, এই শর্তাবলী যদি মহানবী (সাঃ) ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হতো তাহলে তিনি এগুলোকে ঠাট্টা করে উড়িয়া দিতেন (হিশাম)। প্রকৃতকেক্ষ নিশ্চিতভাবেই এই সন্ধি একটি মহাবিজয় ছিল এই কারণে যে এটা ইসলামের বিস্তৃতি, প্রচার ও প্রসারের পথ অবারিতভাবে খুলে দিল, যার ফলে মক্কার পতন ও সারা আরবের বিজয়ের চাবি মুসলমানদের হাতে এসে গেল। মহানবী (সাঃ) এর জন্য এই সন্ধিটি ছিল মহাকুশলীর বিজয়-চাল, যার ফলে তাঁর 'রাজনৈতিক মর্যাদা, কুরায়্‌শদের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদার সমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হয়ে গেল।' (মোহাম্মদ এ্যাট মেডিনা' বাই মন্টগোমারী ওয়াট)।

মহানবী (সাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি তাঁর একদল সঙ্গী নিয়ে কা'বাগৃহের তাওয়াফ করছেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য তিনি ১,৫০০ জন সাথী নিয়ে 'উমরা' সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেই পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে রওয়ানা হলেন, যে মাসগুলোতে ইসলামের পূর্ব থেকেই আরবদেশের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তিনি যখন মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত 'উস্‌ফান' নামক স্থানে পৌঁছলেন (৬২৮ খৃঃ) তখন তিনি তাঁর পূর্বে-পাঠানো দূতের মারফত অবহিত হলেন যে কুরায়্‌শরা কোন অবস্থাতেই মহানবীকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এই অগ্রদূত দলের নেতা ছিলেন আব্বাদ বিন বিশর। যুদ্ধ পরিহার করার মানসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাস্তা পরিবর্তনপূর্বক বহু দুর্গম ও কষ্টকর প্রস্তরময় দীর্ঘপথ ঘুরে হুদায়বিয়াতে পৌঁছলেন এবং তাবু ফেললেন। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন, পবিত্র মক্কার সম্মানের খাতিরে তিনি কুরায়শদের সকল শর্ত মানতে প্রস্তুত আছেন (হিশাম)। কুরায়শরা দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, মহানবী (সাঃ) যা কিছুই বলুন না কেন, তারা কোন ক্রমেই তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। উভয় পক্ষে বহু বার্তা আদান-প্রদান করা হলো যাতে সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে।

বহু তর্ক-বিতর্ক ও সুদীর্ঘ সংলাপ সত্ত্বেও ফলপ্রসূ কিছুই ঘটলো না। মহানবী (সাঃ) নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও মান-সম্মানকে উপেক্ষা করেও কুরায়শদের সাথে একটা ন্যায়-সঙ্গত আপোষে উপনীত হবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ-মীমাংসা হলো বটে, কিন্তু চুক্তির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক বোধ হচ্ছিল না। শর্তগুলো ছিল এইরূপঃ "দশ বৎসরের জন্য দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত করা হলো। যারা মহানবী (সাঃ) এর পক্ষাবলম্বন করতে চায় কিংবা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করতে চায় তাদেরকে অবাধে তা করতে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যারা কুরায়শদের পক্ষাবলম্বন করতে চাইবে কিংবা তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে চাইবে তারাও তা অবাধে করতে পারবে। মৈত্রী-জোট গঠনে কোন প্রকার বাধা দেয়া যাবে না। যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মক্কা ছেড়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে গমন করে তাহলে ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে মক্কায় তার অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর কোন অনুসারী যদি তাঁকে ছেড়ে কুরায়্‌শদের কাছে চলে আসে তা হলে তাকে ফেরৎ চাওয়া যাবে না বা ফেরৎ দেয়া হবে না। এই বৎসর মক্কানগরীতে প্রবেশ না করেই মহানবী (সাঃ)কে মদীনায় ফিরে যেতে হবে। অবশ্য পরবর্তী বৎসরে তিনি তাঁর সাথীগণকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় তিনদিন অবস্থান করতে পারবেন, তবে তারা কোষাবদ্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবেন না।" শর্তগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় যে এইগুলো অপমানজনক। মুসলমানগণ খুবই মনক্ষুণ্ন হলেন। তাদের মনের গভীর দুঃখানুভূতি ও অপমানবোধ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তৃতীয় শর্তটি একেবারে অসহনীয় ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শান্ত ও সমাহিত। কেননা ইসলামের নৈতিক শক্তির উপর তাঁর এত গভীর আস্থা ছিল যে তিনি নিশ্চিত প্রত্যয় রাখতেন, যে ব্যক্তি একবার ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে সে ঐ ঈমানের খাতিরে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও পছন্দ করবে, তথাপি কুফরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করবে না (বুখারী)। তাছাড়াও সে যেখানেই থাকুক না কেন ইসলামের জন্য এক শক্তির উৎসরূপেই থাকবে। পরবর্তীকালে এই সন্ধিই একটি সফল বিজয় বলে প্রমাণিত হলো। মহানবী (সঃ) এর যে সকল

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। যেন আল্লাহ্ তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের[২৭৬৪] যাবতীয় ভুলত্রুটি[২৭৬৫] তোমাকে ক্ষমা করে দেন[২৭৬৬], তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেন, তোমাকে সরলসুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন★

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٣﴾

সাহাবী এই সন্ধি স্থাপনের কালে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তারা অত্যন্ত গৌরব বোধ করতেন এবং যথেষ্ট ন্যায়-সঙ্গতভাবেই বলতেন, এই আয়াতের "সুস্পষ্ট বিজয়" বলতে মক্কা-বিজয়কে নয়, বরং হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝাচ্ছে (বুখারী)। তাঁদের মতে অন্য কোন বিজয়ই পরিণামের দিক দিরে এই সন্ধির চাইতে বড় ও ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়নি (হিশাম)। আর নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং একে মহাবিজয় বলে অভিহিত করেছেন (বায়হাকী)। কুরআন একে বলেছে এক সুস্পষ্ট বিজয় (আয়াত-২), মহাসফলতা (আয়াত-৬), মহাপুরস্কার (আয়াত-১১), নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণতম অনুগ্রহ (আয়াত-৩)। কারণ এই সন্ধিই ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও বিজয়সমূহের সদর দরজা খুলে দিয়েছিল।

২৭৬৪। এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে অনেকেই কদর্থ করেছেন। আরবী বাগ্ধারা ও ব্যবহার রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় খৃষ্টান লেখকেরা ভুলবশত এই অর্থ করেছেন যে মহানবী (সাঃ) হয় তো কখনো নৈতিক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিলেন। মুসলমানদের এটা ঈমানের অঙ্গ যে আল্লাহ্‌র নবীগণ নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করেন এবং আজীবন নিষ্পাপ থাকেন। এটাই কুরআনের শিক্ষা, তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে কিছু বলেন না এবং কিছু করেনও না (২১ঃ২৮)। যেহেতু তাদেরকে মানুষের পাপ-মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে, সেহেতু এটা স্বাভাবিক যে তাঁরা স্বয়ং পাপ করতে পারেন না। তদুপরি মহানবী (সাঃ) হলেন সকল নবীর উর্ধ্বে শীর্ষস্থানীয়, পবিত্র নবীদের মধ্যে পবিত্রতম। কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে যা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জোরালো ভাষায় নবী করীম (সঃ)এর নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক, পুত-পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করছে (যেমন-২ঃ১৩০, ৩ঃ৩২, ৩ঃ১৬৫, ৬ঃ১৬৩, ৭ঃ১৫৮, ৮ঃ২৫, ৩৩ঃ২২, ৪৮ঃ১১, ৫৩ঃ৩-৪, ৬৮ঃ৫ এবং ৮১ঃ২০-২২)। লি-ইয়াগফিরার অর্থ ২৬১২ টীকায় দেখুন।

২৭৬৫। নবী করীম (সাঃ) এর মত এত উচ্চমার্গের কোন মানুষ, যিনি নৈতিক অধঃপতনের গর্ভে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গেলেন তিনি কখনো বিন্দুমাত্র নৈতিক দোষে দোষী হতে পারেন না। তবুও তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা অনর্থক দোষারোপ করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে নিষ্ফল চেষ্টা করেছে। এই আয়াতের একটি সোজা-সরল শব্দ হলো 'যানবুন'। এই 'যানবুন' শব্দটির আশ্রয় নিয়ে চরিত্র হননের অপচেষ্টা করা হয়েছে। আসলে এই শব্দটির অর্থ হলো মানুষের স্বভাব-সুলভ দুর্বলতা ও ভ্রান্তি যা অনিষ্টকর ফলোদয় ঘটায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত বিজয় আসার সাথে সাথে এত অগণিত লোক ইসলামে প্রবেশ করবে যে তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে। সেই কাজে অনেক স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে। এই আয়াতে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)কে ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতির অশুভ ফলাফল থেকে রক্ষা করবেন। এই জন্যই কুরআনের যেসব স্থানে মহানবী (সাঃ)কে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাঁর মানব-সুলভ অসামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা তাঁর সুমহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, 'জুনাহ' 'জুরম', 'ইসম' এবং 'যনব' এই চারটি শব্দ কাছাকাছি ধরনের অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি শব্দ আল্লাহ্ তাআলা নবীগণের সম্বন্ধে কুরআনে একটি স্থানেও ব্যবহৃত হয়নি। এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, ঐ তিনটি শব্দের যে মন্দ তাৎপর্য রয়েছে, 'যানব' শব্দটির বাগ্ধারা অনুযায়ী 'যানবাকা' অর্থ দাঁড়াবে, 'তুমি যেসব অপরাধ করেছ বলে তারা অপবাদ দেয়,' অথবা 'তোমার বিরুদ্ধে তারা যেসব অপরাধ করেছে'। 'যানব' শব্দটির শেষোক্ত অর্থটি নিলে এই আয়াতের 'লাকা' শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে 'তোমার খাতিরে।' কুরআনের অন্যত্র (৫ঃ৩০) ঠিক এই ধরনের একটি দৃষ্টান্ত হলো ঃ 'ইসমী' (আমার পাপ), যার সঠিক তাৎপর্য হলো "আমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপকার্য সংঘটিত হয়েছে।" এইভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধি যা মহানবী (সাঃ) এর জন্য মহাবিজয়ের সূচনা করলো। তার ফলে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যেসব পাপ, অপরাধ, দোষ ইত্যাদি শত্রুরা এতদিন আরোপ করে আসছিল যথা,– তিনি প্রবঞ্চক, জুয়াচোর, আল্লাহ্ ও মানবের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী ইত্যাদি– তা সব কিছুই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কেননা সকল প্রকারের শত্রু-মিত্র এখন মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা ও আলাপ-আলোচনার সুযোগে তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অবগত হতে পারবে। এই অর্থ হতেও আপত্তি নেই যে তোমার শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে যে সব পাপকার্য ও অপরাধ করেছে, কেবল তোমারই খাতিরে তাদের সেই সব পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তা ঘটেছিল। যখন মক্কার পতন ঘটলো এবং আরব জাতি ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তাদের পূর্বকৃত পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হলো। প্রসঙ্গও এই অর্থই সমর্থন করে। অন্যথায় 'যানব' শব্দের অর্থ 'পাপ' ধরে নিয়ে, এখানে পাপ-মোচনের কথা বলা হয়েছে মনে করলে রসূরে করীম (সাঃ) এর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ ও তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ বর্ষণ কথাগুলোর সাথে পাপ-মোচনের কথা মোটেই খাপখায় না। অতএব এই অর্থ এখানে অচল, উপরে বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যাই সঠিক ও যথার্থ।

২৭৬৬ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। এবং আল্লাহ্ যেন তোমাকে সম্মানজনক (ও) বিজয়দানকারী সাহায্যে ভূষিত করেন[২৭৬৭]।

وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

৫। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি[২৭৬৮] অবতীর্ণ করেছেন যেন তারা তাদের (পূর্বের অর্জিত) ঈমানের সাথে (তাদের) ঈমান আরো বাড়াতে পারে। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদল আল্লাহ্রই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৬। (এ জন্য ঈমান বাড়ানো হবে) যেন তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করান যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং (এ জন্যেও ঈমান বাড়ানো হবে যেন) [ক]তিনি তাদের সব দোষত্রুটি দূর করে দেন। আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ হলো এক মহা সফলতা।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

★৭। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে কুধারণা পোষণকারী মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের [খ]তিনি (যেন) আযাব দেন। দুর্ভাগ্যের চক্র [গ]তাদের বিরুদ্ধেই ঘুরবে। আল্লাহ্ তাদের ওপর রেগে আছেন এবং তাদের অভিসম্পাত করছেন। আর তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করেছেন এবং তা হলো অতি মন্দ ঠাঁই।

وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩০, ৬৪ঃ১০, ৬৬ঃ৯ খ. ৩৩ঃ২৫ গ. ৯ঃ৯৮।

২৭৬৬। "তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি" কথাগুলো দ্বারা রসূলে পাক (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা অতীতে আরোপিত এবং ভবিষ্যতে আরোপিতব্য অপরাধের অভিযোগগুলো বুঝায়। এই অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত ও অপসারিত হবে এবং রসূলে পাক (সাঃ) সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক সাব্যস্ত হবেন।

★ [প্রারম্ভিক ২-৩ আয়াতে মু'মিনদের এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তারা মহান বিজয় লাভ করবে। ৩ আয়াতে মহানবী (সা:) সম্পর্কে 'যাম্ব' শব্দটি আরোপিত হয়েছে। এ শব্দটি দিয়ে পাপ বুঝানো হয়নি। এর অর্থ এ নয়, যেভাবে পূর্বে তুমি পাপ করতে সেভাবে ভবিষ্যতেও পাপ করতে থাকলে তোমার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, বরং এর অর্থ হলো তাঁর (সা:) সারাটি জীবন এ কথার সাক্ষ্য দেয়, তিনি পূর্বেও যেভাবে পাপ থেকে পবিত্র ছিলেন, সেভাবেই আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও পাপ থেকে তিনি তাঁকে (সা:) রক্ষা করবেন। এমন কি তিনি তাঁকে (সা:) চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহে ভূষিত করবেন। এখানে 'অনুগ্রহ' বলতে নবুওয়ত বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৬৭। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে পরেই আল্লাহ্র বিরাট সাহায্য নেমে আসে এবং আরব ভূমিতে এমন বিদ্যুৎবেগে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে যে দেখতে দেখতে মহানবী (সাঃ) একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

২৭৬৮। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো দ্বারা যদিও মুসলমানেরা সাময়িকভাবে মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তবু আল্লাহ্র পথে কুরবানীর ময়দানে ও জেহাদের ক্ষেত্রে তাদের মনের প্রশান্তি সামান্যতম ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে ঐশী সেনাদল তাঁদের সাথে আছেন। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, হুদায়বিয়াতে যখন একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে মক্কাবাসীদের কাছে প্রেরিত মহানবী (সাঃ) এর দূত হযরত উসমান (রাঃ)কে হত্যা করা হয়েছে তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর কাছে বয়াত (অঙ্গীকার) করতে আহ্বান জানালেন যে হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁরা তাঁর পতাকাতলে সমবেতভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে কিনা। তখন প্রত্যেকটি মুসলমান বিনা ব্যক্তিক্রমে নির্দ্বিধায় এই প্রতিজ্ঞা নিজ নিজ মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁরা প্রস্তুত।

৮। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদল আল্লাহ্‌রই। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۸﴾

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সাক্ষী, ক-সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿۹﴾

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাকে সাহায্য কর এবং তাকে খ-সম্মান কর। আর তোমরা সকালসন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۱۰﴾

১১। যারা তোমার বয়াত করে[২৭৬৯] তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপরে রয়েছে। যে-ই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (এর পরিণাম) তার ওপরই বর্তাবে। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি নিশ্চয় তাকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۱﴾

১২। মরুবাসীদের মাঝে যাদেরকে পেছনে[২৭৭০] ছেড়ে আসা হয়েছিল তারা নিশ্চয় তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারপরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিল। অতএব আমাদের জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর।' গ-তারা মুখে সেই কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে বা তোমাদের কোন কল্যাণ সাধন করতে চাইলে কে আছে, যে তাঁর (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে? আসল কথা হলো, তোমরা যা-ই করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲﴾

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ৫৭, ৩৩ঃ৪৬, ৩৫ঃ২৫ খ. ৫ঃ১৩ গ. ৩ঃ১৬৮।

২৭৬৯। এখানে ঐ আনুগত্যের শপথ ও প্রতিজ্ঞার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যে প্রতিজ্ঞা মু'মিনগণ মহানবী (সাঃ) এর কাছে হুদায়বিয়ার বৃক্ষতলে শপথসহ উচ্চারণ করেছিলেন (বুখারী)।

২৭৭০। মদীনার আশে-পাশের বেদুঈন গোত্রগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তারাও যেন মক্কায় 'উমরাহ' পালনের জন্য ১৫০০ মুসলমানের দলের সঙ্গে শামিল হয়। কেননা এই প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ভাল ছিল। যদিও মহানবী (সাঃ) নিছক শান্তিময় উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হলেন তথাপি মরু-গোত্রের লোকেরা ভাবলো যে কুরায়শ্‌রা কখনো মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এই কারণে যুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। মুসলমানরা যুদ্ধাস্ত্র বড় একটা সাথে নিচ্ছে না, যুদ্ধ বেধে গেলে অস্ত্রহীন মুসলমানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় তারা মনে করলো, মহানবী (সঃ) এর সাথে গোত্রগুলোর সঙ্গ দান তাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল হবে (মুইর ও কাসীর)। এই আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধের সময়ে যে গোত্রগুলো মুসলমানদের সঙ্গে যোগদানের পরিবর্তে পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্বন্ধেও হতে পারে। কেননা সূরা 'তাওবাতে' তাদের সম্বন্ধে একই ধরনের শব্দাবলীই ব্যবহৃত হয়েছে।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٣﴾

★১৩। বরং এ রসূল ও মু'মিনরা নিজেদের পরিবারপরিজনের কাছে আর কখনো ফিরে আসবে না বলে[২৭৭১] তোমরা ধারণা করছিলে। আর এ (ধারণাটি) তোমাদের অন্তরে সুন্দর করে দেখানো হয়েছিল। আর তোমরা কুধারণা পোষণ করছিলে এবং তোমরা এক ধ্বংসমুখী জাতি হয়ে গেলে।'

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٤﴾

১৪। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি যে ঈমান আনে না, (এরূপ) অস্বীকারকারীদের জন্য [ক]আমরা অবশ্যই লেলিহান আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥﴾

১৫। [খ]আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি [গ]যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আযাব দেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

১৬। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার জন্য যাবে তখন পেছনে ছেড়ে আসা লোকেরা অবশ্যই বলবে, 'তোমাদের সাথে আমাদেরও আসতে দাও।' তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বদলে দিতে চায়। তুমি বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে আসতে পারবে না[২৭৭২]। আল্লাহ্ আগে থেকেই তোমাদের সম্পর্কে এ (সিদ্ধান্তের কথা) বলে দিয়েছিলেন। এতে তারা বলবে, 'তোমরা তো বরং আমাদের হিংসা করছ।' সত্য তো এটাই, তারা অতি সামান্যই বুঝে।

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০৩, ২৯ঃ৬৯, ৩৩ঃ৯, ৭৬ঃ৫ খ. ৪০ঃ১৭ গ. ৩ঃ১৩০, ৫ঃ১৯

২৭৭১। ইচ্ছাই চিন্তার জন্মদাতা। অশুভ ইচ্ছা অশুভ চিন্তার জন্ম দেয়। তাই যখনই নবী করীম (সাঃ) কোন অভিযানে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাতেন তখনই মুনাফেকরা মনে মনে এই আশাই পোষণ করতো যে এই দুর্বল ও অল্প সংখ্যক মুসলমান এই অভিযান থেকে তাদের পরিবারের কাছে কখনো ফিরে আসবে না। অতএব কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে তারা মুসলমানদের অভিযানগুলো থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু তাদের হীন বাসনা কখনো চরিতার্থ হতো না। তারা ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য বরণ করতো। কেননা প্রত্যেকটি অভিযান থেকেই মুসলমানেরা বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরতো।

২৭৭২। খয়বরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যে বিস্তর গণিমতের মাল (পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত মাল) এসেছিল, এই আয়াতে সেটির কথা বলা হয়েছে। হুদায়বিয়া থেকে ফিরবার পথে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। ২০ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিরাট গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। হুদায়বিয়া থেকে ফিরবার অল্পদিনের মধ্যেই মহানবী (সাঃ)কে খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হলো। কেননা তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিল। বেদুঈন গোত্রেরা, যারা উমরা'র জন্য যাত্রাকালে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে মক্কা গমনে পরাঙ্মুখ ছিল, এখন মুসলমানদের ক্রমোন্নতি দেখে ভাবলো খয়বরের এই অভিযানে যোগ দিলে গণিমতের মালের একটা ভাল অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন তারা মুসলিম বীর সৈনিকদের সাথে অভিযানে যোগদানের জন্য মহানবী (সঃ) এর কাছে অনুরোধ জানালো। তিনি (সাঃ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, যেহেতু গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি কেবল ঐ সকল মুসলমানের সাথে সম্পর্কিত যারা হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন, সেহেতু তারা ঐ অভিযানে শরীক হতে পারে না।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭। যেসব মরুবাসীকে পিছনে ছেড়ে আসা হয়েছিল তুমি তাদের বল, 'অচিরেই এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) তোমাদের ডাকা হবে[২৭৭৩]। যতক্ষণ তারা আত্মসমর্পণ না করে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে। অতএব তোমরা আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তোমাদের অতি উত্তম পুরস্কার দান করবেন এবং যেভাবে পূর্বে তোমরা পিটটান দিয়েছিলে সেভাবে পিটটান দিলে তিনি তোমাদের অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।'

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮। (জিহাদে যোগ না দিলে) [ক]অন্ধের ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই, খোঁড়ার ক্ষেত্রেও কোন দোষ নেই এবং পীড়িতের ক্ষেত্রেও কোন দোষ নেই। আর [খ]যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

রুকু ২ [৭] ১০

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন[২৭৭৪] যখন তারা গাছের নিচে তোমার বয়াত করছিল এবং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তিনি জানতেন[২৭৭৫]। সুতরাং তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করলেন[২৭৭৬]

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৯১ খ. ৪ঃ১৪, ২৪ঃ৫৩, ৩৩ঃ৭২

২৭৭৩। এখানে "দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতি " বলতে রোম সাম্রাজ্য বা পারস্য সাম্রাজ্যকে বুঝিয়ে থাকবে। কারণ মুসলমানেরা এ পর্যন্ত যতগুলো শত্রু-শক্তির মোকাবেলা করেছে তাদের সকলের চাইতেই এই দুটি শক্তি ধন-জন ও শৌর্য-বীর্যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে মুসলমানদের এই পরাক্রমশালী দুধর্ষ শত্রু-শক্তির সঙ্গেও অচিরেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ও পদানত করে ছাড়তে হবে। পশ্চাতে পরিত্যক্ত দলকে বলা হচ্ছে যে যদিও ইহুদীদের বিরুদ্ধে খয়বরের যুদ্ধে গমন ও গণিমতের মালে অংশ গ্রহণে তাদেরকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে না, তথাপি তাদেরকে নিকট ভবিষ্যতে এর চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি তারা তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা ভালভাবে পুরস্কৃত হবে। এই আয়াতে এটা মনে করা যায় যে রোমীয় সাম্রাজ্যের ও ইরান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট যুদ্ধ হতে যাচ্ছে সেই যুদ্ধগুলো অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

২৭৭৪। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, নবী করীম (সাঃ) হুদায়বিয়া থেকে মক্কার কুরায়শদের সাথে আলোচনার জন্য দূতরূপে যে উসমান (রাঃ)কে তাদের নিকট পাঠিয়া ছিলেন, কুটনৈতিক রীতি-নীতি ও শ্রদ্ধাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা সেই দূত উসমান (রাঃ)কে হত্যা করে ফেলেছে। এই মিথ্যা সংবাদে মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে বললেন, চিরকালের সম্মানজনক ও প্রচলিত রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যদি তারা এমন গর্হিত কার্য করে থাকে তাহলে যুদ্ধই হবে এর সমুচিত জওয়াব। তোমরা অস্ত্রহীন, তোমরা কি এই সুমহান সার্বজনীন 'দৌত্যনীতি' লঙ্ঘনের প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ? তখন সমবেত মুসলমানগণ প্রত্যেকে হুদায়বিয়ার একটি বাবলা গাছের নীচে হুযুর আকরাম (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে জীবন-পণ যুদ্ধের এক অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এর তথাকথিত মৃত্যুর জন্য যতটা নয়, বরং একটা সুমহান ঐতিহ্যবাহী পবিত্র প্রথার মৃত্যুর জন্য তদপেক্ষা বেশী উৎকণ্ঠায় পড়েছিলেন মহানবী (সাঃ)। এই শপথকে "বায়আতুর রিয্‌ওয়ান" বলা হয়ে থাকে। "বায়আতুর রিয্‌ওয়ান" দ্বারা বুঝায় যে ঐ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ যারা শপথ করেছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন।

টীকা ২৭৭৫ ও ২৭৭৬ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۲۰﴾

২০। এবং (এর ফলে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ[২৭৭৭] (দান করলেন যা) তারা সংগ্রহ করেছিল। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۱﴾

২১। আল্লাহ্ তোমাদের (আরো) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[২৭৭৮] যা তোমরা লাভ করবে। এরপর তিনি এ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তোমাদের তাৎক্ষণিকভাবে দান করলেন এবং [ক]লোকদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন যেন এ (ঘটনা) মু'মিনদের জন্য এক বড় নিদর্শন হয়ে যায় এবং যেন তিনি তোমাদের সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۲﴾

২২। এ ছাড়া আরেকটি (বিজয়)[২৭৭৯] রয়েছে যা তোমরা এখনো লাভ করনি। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۲۳﴾

২৩। আর অস্বীকারকারীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। তখন তারা কোন অভিভাবক এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۲۴﴾

★ ২৪। [খ]এমনটিই আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত রীতি যা পূর্বেও (কার্যকর) ছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত রীতিতে তুমি কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

দেখুন ঃ ক. ৫ঃ১২ খ. ১৭ঃ৭৮, ৩৩ঃ৬৩, ৩৫ঃ৪৪।

২৭৭৫। মুসলমানদের মনের উপর আল্লাহ্ তাআলাই দৃঢ় প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, মাত্র ১৫০০ মুসলমান নিজ বাসভূমি থেকে বহু দূরে, বন্ধু-বান্ধবহীন, শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের স্বীয় কেন্দ্রস্থলে অপমানজনক শর্তে সন্ধির পরিবর্তে মরণ-পণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

২৭৭৬। "আসন্ন বিজয়" অর্থাৎ যে বিজয় নাগালের মধ্যে এসে গেছে। এই শব্দগুলো দ্বারা খয়বরের বিজয়কে বুঝিয়েছে। ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্র চরমে উঠেছিল, বরং খয়বর ছিল এই ষড়যন্ত্রাদির আড্ডাখানা ও কেন্দ্রভূমি। তাই হুদায়বিয়া থেকে ফিরে মহানবী (সাঃ) খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে কেবল ঐ সকল সাহাবীই শরীক ছিলেন, যাঁরা তাঁদের সাথে হুদায়বিয়াতেও ছিলেন।

২৭৭৭। 'মাগানিমা কাসীরা' অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত মালামাল। 'আসন্ন' যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাতে পরাজিত শত্রুর কাছ থেকে বহু মালামাল লাভেরও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুয়ায়ী 'খয়বরের যুদ্ধে' মুসলমানগণ বহু 'মালে গনিমত' পেয়েছিলেন।

২৭৭৮। এই আয়াতে উল্লেখকৃত গনিমতের মাল বলতে খয়বরের যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আরব দেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইসলামী-বিজয়ের যে অব্যাহত ধারা বয়ে গেল তাতে যে সব শত্রু-পরিত্যক্ত মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, সেই মালামালকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু 'তিনি এ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তোমাদের তাৎক্ষনিক ভাবে দান করলেন' বাক্যটি খয়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনিমতকে বুঝিয়েছে। 'এবং লোকদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন' বাক্যটি দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝাচ্ছে, যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য এক শান্তির যুগের সূচনা হয়েছিল।

২৭৭৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৫। আর তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের ওপর তোমাদের বিজয় দান করার পর তাদের হাত তোমাদের ওপর থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের ওপর থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন[২৭৮০]। আর তোমরা যা কর তা আল্লাহ্ পুরোপুরি দেখেন।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾

২৬। যারা [ক]অস্বীকার করেছিল, 'মসজিদুল হারাম' (এ প্রবেশ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানীর পশুগুলোকে সেগুলোর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তারাই (তোমাদের শত্রু ছিল)। আর (মক্কায়) যদি এরূপ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকতো, যাদেরকে তোমরা না চেনার কারনে নিজেদের পায়ের নিচে পিষে ফেলতে সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতসারে তোমাদের ক্ষতি[২৭৮১] সাধিত হতো। (তাই তিনি তোমাদের নিবৃত্ত রেখেছিলেন) যেন আল্লাহ্ যাকে চান তাকে নিজ কৃপার অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) যদি (মক্কা থেকে) সরে যেত তাহলে আমরা অবশ্যই অস্বীকারকারীদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦﴾

★ ২৭। (স্মরণ কর) যারা অস্বীকার করেছিল তারা যখন নিজেদের অন্তরে অহমিকা অর্থাৎ অজ্ঞতাপূর্ণ অহমিকা পোষণ করেছিল তখন [খ]আল্লাহ্ তাঁর রসূলের ওপর এবং মু'মিনদের ওপর তার প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাক্ওয়ার বাণীর সাথে তাদের একাত্ম করে দিলেন। আর এরাই এ (প্রশান্তি) লাভের অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত (লোক) ছিল[২৭৮২]। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩ [৯] ১১

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩৫, ২২ঃ২৬ খ. ৯ঃ২৬

২৭৭৯। 'আরেকটি (বিজয়)' দ্বারা খয়বরের বিজয়ের পর মুসলমানদের জন্য আরো বিজয় নির্ধারিত আছে বলে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

২৭৮০। মুসলমানদের ঐ সময়কার সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং পরবর্তিতে তা থেকে দীর্ঘস্থায়ী সুফল লাভের প্রেক্ষিতে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক বিরাট বিজয় ছিল। এই আয়াতে বিজয়ের কথাগুলোর আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা হলো হুদায়বিয়া আগমনের পূর্বেও আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সাঃ)কে বদরের যুদ্ধে বিজয় দিয়েছিলেন, উহুদের মহা সংকটময় অবস্থার পরও ইসলামী বাহিনী সহ মহানবী (সাঃ)কে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে এনেছিলেন, খন্দকের যুদ্ধে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীদের সম্মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করে শত্রুর বিরাট ক্ষতি সাধন করেছিলেন। এইসব ঘটনাকেই এক অর্থে কাফিরদের উপর মু'মিনদের বিজয়-লাভ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

২৭৮১। মক্কায় তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও বাস করছিলেন। হুদায়বিয়াতে সন্ধি না হয়ে যদি মুসলিম বাহিনী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেত তাহলে মুসলিম বাহিনী অজান্তে মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে হত্যা করতে পারতো এবং এরূপ ঘটলে তাদের নিজেদের অপূরণীয় ক্ষতি হতো। তদুপরি এটা হতো একটা ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও অপমানজনক কাজ, যা শত্রুদের অপপ্রচারের হাতিয়ার হতে পারতো।

২৭৮২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে পূর্ণ করে দেখালেন[২৭৮৩]। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা তোমাদের মাথা কামানো ও চুল ছাঁটানো অবস্থায় অবশ্যই নিরাপদে (ও) নির্ভয়ে 'মসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে। সুতরাং তিনি তা জানতেন যা তোমরা জানতে না। আর এ ছাড়া তিনি আরো একটি আসন্ন বিজয় (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٨﴾

২৯। [ক]তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে (সব) ধর্মের (সব শাখায়) সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত করেন[২৭৮৪]। আর [খ]সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।★

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٩﴾

★ ৩০। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। আর যারা তার সাথে আছে [গ]তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরস্পরের প্রতি কোমল[২৭৮৫]। তুমি তাদেরকে রুকূরত ও সিজদারত (অবস্থায়) দেখতে পাবে। [ঘ]তারা আল্লাহ্রই কাছ থেকে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায়। সিজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে। এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যা তওরাতে[২৭৮৬] আছে। আর ইঞ্জিলে এক শস্যক্ষেতের সাথে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যা (প্রথমত) নিজ অঙ্কুর উদগত করে, এরপর একে শক্ত করে, এরপর এটি মোটা হয়ে

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ

দেখুন ঃ ক. ৬১ঃ১০ খ. ৪ঃ১৬৭, ১৩ঃ৪৪, ২৯ঃ৫৩ গ. ৯ঃ১২৩ ঘ. ৫৯ঃ৯

২৭৮২। মক্কাবাসীদের এক চিরাচরিত ঐতিহ্য ও নিয়ম ছিল যে চারটি পবিত্র মাসে 'কাবার যিযারত ও তাওয়াফ ' অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকবে। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মক্কা-প্রবেশ ও উমরাহ্ পালনের ক্ষেত্রে মক্কার পৌত্তলিকেরা মিথ্যা-গৌরব ও জাতীয় অহঙ্কারের দোহাই দিয়ে তাদেরকে বাধা দিল। তখন আল্লাহ্ তাঁর রসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর স্বীয় শান্তি ও স্বস্তি অবতীর্ণ করলেন। যদিও তারা সন্ধির অবমাননাকর শর্তাবলীর কারণে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন তথাপি তারা তাদের প্রিয়তম নেতার ইচ্ছা ও নির্দেশে এত উচ্চমার্গের সংযম ও ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন যে কাফিরদেরএই অন্যায়ের মুখেও তারা আনুগত্য ও ধর্মপরায়ণতার পথকে বিসর্জন দেননি। এরূপ বিরল ও মহতী দৃষ্টান্ত কেবল মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের দ্বারাই স্থাপন করা সম্ভব ছিল।

২৭৮৩। এখানে নবী করীম (সাঃ) এর সেই স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিনি দেখেছিলেন, তিনি কাবা-গৃহ প্রদক্ষিণ করছেন (বুখারী)। তদনুযায়ী তিনি ১.৫০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে 'উমরাহ' পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। যদিও এই সূরাতে পরিস্কারভাবে, দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে মহানবীর স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হবে এবং মুসলমানেরা নিশ্চয়ই 'উমরাহ্' পালনের জন্য কা'বায় উপস্থিত হবে তথাপি কুরায়শদের বাধা দানের ফলে তা বাস্তবায়িত হলো না। মহানবী (সাঃ) এর এই মক্কা-গমনের অনেক সুফলের কথা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘটনা একটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে আল্লাহ্র নবীগণ পর্যন্ত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করতে কখনো কখনো সম্ভবত আপাত দৃষ্টিতে ভুল করতে পারেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) পরবর্তী বৎসরে সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন এবং স্বপ্নটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

২৭৮৪। এই আয়াত অতি সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে ইসলাম নিশ্চয়ই পরিণামে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হবে।

★ [এ আয়াতে পৃথিবীর সব ধর্মের ওপর ইসলামের জয়যুক্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে তো বাহ্যিকভাবে মক্কাবাসীদের ওপরও জয় লাভের সৌভাগ্য হয়নি। এটি এক অতুলনীয় মাহাত্মপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যে ইসলাম গোটা বিশ্বে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৮৫। এই দুটি প্রয়োজনীয় গুণই উন্নতিশীল সুযোগ্য জাতির বৈশিষ্ট্য, যারা ধরা-পৃষ্ঠে যুগ-যুগান্তরে ঘটনা-প্রবাহে নিজেদের চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। কুরআনের অন্যত্র (৫ঃ৫৫) বলা হয়েছে, সত্যিকার সৎ মুসলমান তারাই যারা নিজেদের মধ্যে দয়ালু ও বিনয়ী, কিন্তু অবিশ্বাসীদের শত্রুতার মোকবিলায় কঠোর ও অবিচল।

২৭৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۭ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۰﴾

যায় এবং নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। এটি কৃষককে আনন্দিত করে যেন অস্বীকারকারীরা তাদের (দেখে) ক্ষেপে ওঠে। তাদের মাঝ থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪ [৩] ১২

২৭৮৬। 'তাদের দৃষ্টান্ত যা তওরাতে আছে' বাক্যাংশ দ্বারা বাইবেলের এই বর্ণনাকে বুঝিয়েছে-'তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন..........ফারান পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন এবং দশ সহস্র পবিত্র আত্মাসহ আগমন করিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ঃ২)। "ইঞ্জীলে এক শস্যক্ষেত্রের সাথে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে" বলতে বাইবেলের এই নীতি-গল্পকে বুঝিয়েছে-"দেখ, একজন বীজবপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কিছু বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়িল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল, কিছু বীজ কাঁটাবনে পড়িল তাহাতে কাঁটা গাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, আর কিছু বীজ ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল, কিছু শত গুণ কিছু ষাট গুণ ও কিছু ত্রিশ গুণ"(মথি১৩ঃ৩-৮)/ প্রথম বিবরণটি নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের উপর প্রযোজ্য হয়। ইঞ্জীলের নীতিবাহী বর্ণনাটি ঈসা (আঃ) এর সদৃশ প্রতিশ্রুত মহাম্মদী মসীহের অনুসারীদের উপর প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে। তারা অতি নগণ্য প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিরাট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তারা ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাতে থাকবে, যে পর্যন্ত ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ না করে। বিরুদ্ধবাদীরা এবং প্রতিপক্ষ ধর্মগুলো তখন ঈর্ষাপরায়ণতার সাথে এই ইসলামী নব অভ্যুত্থানের শক্তি-সামর্থ্য ও মর্যাদার দিকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকাতে থাকবে।

সূরা আল্ হুজুরাত-৪৯

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি হিজরী নবম বৎসরে মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পরে পরেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকলো। 'ইসলাম একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তিরূপেও আত্মপ্রকাশ করলো। তাই সময়ের প্রয়োজন ছিল, নব-দীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামের নীতি-মালা, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-সভ্যতায় শিক্ষিত করে তোলা। এই সূরাতে এগুলোই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক অনাচার, যা ধনী ও সম্পদশালী সমাজে অজান্তে স্থান করে নেয়, সেগুলো সম্বন্ধে সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা সারা আরব দেশ ইসলামের করতলগত হয়ে গেলে ইসলামী সমাজ রাজনৈতিকভাবেও একটি শক্তিশালী ও সম্পদশালী সমাজে পরিণত হয়েছিল। অতএব অতি স্বাভাবিক কারণেই এবং যুক্তি-যুক্তভাবেই জাতীয় আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। তাই এই সূরাতে ঐ বিষয়গুলোর রূপরেখাও দেয়া হয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলমানরা যেন তাঁকে পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে, এই সূরার শুরুতেই সেই উপদেশ দেয়া হয়েছে। তাহাদেরকে জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মহানবী (সাঃ) কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দিবেন তারা যেন পূর্বাহ্নেই আঁচ করে না নেয় বরং সব সময় নিদ্ধির্ধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর হুকুম পালনে রত থাকে। মহানবী (সাঃ) এর স্বর থেকে যেন তাদের স্বর কখনো উচ্চ না হয়। এমনটা শুধু বেয়াদবীই নয়, এতে অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং ইসলামী সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে তারা যেন গুজবে কর্ণপাত না করে। কেননা মিথ্যা গুজবে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করে ও কদর্য অবস্থায় নিপতিত করে। কয়েকটি চুম্বক কথার মাধ্যমে এই সূরাতে জাতি-সংঘ বা জাতিপুঞ্জের নীতি-মালা রচনার মূলভিত্তিও দেয়া হয়েছে। অতঃপর কতগুলো সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এগুলোকেই সময়মত কার্যকরভাবে নির্মূল করা না হলে জাতির জীবনী-শক্তি নষ্ট হযে যাবে এবং সমগ্র সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কদাচারের কয়েকটি হলো সন্দেহ, মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ, ছিদ্রান্বেষণ, গুপ্তচরবৃত্তি ও পরনিন্দা। সর্বোপরি যে দোষ মানুষের জন্য অবধারিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী অকল্যাণ বয়ে আনে তা হলো জাতিগত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব ও আত্মম্ভরিতা। ইসলাম পুণ্যকর্ম ও ধর্মপরায়ণভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বলে স্বীকার করে না।

সূরা আল্ হুজুরাত-৪৯

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৯ আয়াত এবং ২রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

★ ২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সামনে (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না[২৭৮৭] এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُقَدِّمُوۡا بَیۡنَ یَدَیِ اللّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ②

৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না[২৭৮৮]। আর তোমরা একে অন্যের সাথে উঁচু গলায় কথা বলার ন্যায় তার সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না। এমনটি করলে তোমাদের কর্ম বিফলে যাবে এবং তোমরা (তা) জানতেও পারবে না।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا اَصۡوَاتَکُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِیِّ وَ لَا تَجۡہَرُوۡا لَہٗ بِالۡقَوۡلِ کَجَہۡرِ بَعۡضِکُمۡ لِبَعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ③

★ ৪। যারা নিজেদের গলার স্বর আল্লাহ্র রসূলের সামনে নিচু করে রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের অন্তর পরীক্ষার মাধ্যমে তাক্ওয়াপরায়ণ করেছেন[২৭৮৯]। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَہُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰہُ قُلُوۡبَہُمۡ لِلتَّقۡوٰی ؕ لَہُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ وَّ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ④

★ ৫। (তোমার) ঘর থেকে দূরে থাকতেই যারা উঁচু গলায় তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করে, নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের বিবেকবুদ্ধি নেই[২৭৯০]।

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُنَادُوۡنَکَ مِنۡ وَّرَآءِ الۡحُجُرٰتِ اَکۡثَرُہُمۡ لَا یَعۡقِلُوۡنَ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

২৭৮৭। মু'মিনদেরকে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাঁর (সাঃ) প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য দেখায় এবং বিভিন্ন বিষয়াদিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা কি হবে তা পূর্ব থেকে আঁচ করে তদনুযায়ী কাজ না করে অথবা নিজেদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার উপরে স্থান না দেয়।

২৭৮৮। এই আয়াতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন যেন মুসলমানদের স্বাভাবিক নীতি ও রীতিতে পরিণত হয়ে যায়। এই বিষয় তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যাওয়া চাই যে তারা যেন মহানবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে উঁচু গলায় কথা না বলে, তাঁকে যেন উচ্চঃস্বরে আহ্বান না করে। কেননা এরূপ কাজ শুধু বেয়াদবীই হবে না, বরং নেতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন না করার কারণে নৈতিক ক্ষতি হবে।

২৭৮৯। মহানবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে নীচুস্বরে কথা বলা দ্বারা তাঁর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং আলাপকারীর হৃদয়ের নম্রতা প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে অনর্থক স্বর উচ্চ করে কথা বলার মধ্যে প্রকাশ পায় অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য।

২৭৯০। মহানবী (সাঃ) এর গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে উচ্চঃস্বরে ডাকা যেমন অশোভনীয় তেমনি তা ব্যক্তিগত প্রাইভেসির উপরে অনধিকার প্রবেশস্বরূপও। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায় এবং তাঁর মহামূল্য সময়ের অপচয় ঘটে। কেবলমাত্র অভদ্র ব্যক্তিই এরূপ অশোভন আচরণ করতে পারে।

৬। তুমি নিজেই তাদের কাছে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরতো তাহলে তাদের জন্য তা উত্তম হতো। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে এলে তোমরা (এর সত্যতা) [ক]যাচাই করে নিও[২৭৯১] যেন অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতির ক্ষতি করে না বস, যার ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⑦

৮। আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছে। সে তোমাদের অধিকাংশ কথা মেনে নিলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে[২৭৯২]। কিন্তু আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সাজিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের (অন্তরে) কুফরী, দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার বিরুদ্ধে ভয়ানক ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (যাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য) তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ⑧

৯। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ এক বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑨

১০। আর মু'মিনদের দুদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে তোমরা [খ]মীমাংসা করে দিও[২৭৯৩]। এরপর তাদের মাঝে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করলে যে দল সীমালঙ্ঘন করে তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এরপর তারা (আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে) ফিরে এলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑩

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৯৫ খ. ৮ঃ২।

২৭৯১। মক্কা-বিজয়ের পরে প্রায় সারাটা আরব দেশই 'ইসলাম' গ্রহণ করলো। কিন্তু তবুও কয়েকটি বিশেষ গোত্র নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে শুধু অস্বীকারই করলো না, বরং মুসলমানের বিরুদ্ধে মরণ-কামড় দিতে সংকল্পবদ্ধ হলো। তদুপরি রোমান-সাম্রাজ্য এবং পারস্য-সাম্রাজও নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী আরব এলাকায় ইসলামের অভ্যুদয় দেখে এই নব-শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠলো। তাদের একচ্ছত্র শক্তি ও মর্যাদার প্রতি ইসলাম হুমকি হয়ে উঠছে ভেবে মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা ও যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে উঠছে বলে তারা ধারণা পোষণ করতে লাগলো। এমতাবস্থায় '(এর সত্যতা) যাচাই করে নিও' এই প্রত্যাদেশটি ছিল খুবই সময়োপযোগী ও দরকারী উপদেশ। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, যদিও যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতিতে শত্রুকে রুখবার জন্য তাৎক্ষনিক তৎপরতা অতি প্রয়োজনীয়, তথাপি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন অনুসন্ধান ছাড়াই গুজবকে সত্য মনে করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়। কেননা স্বভাবতঃই যুদ্ধাবস্থায় নানারূপ মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। অতএব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য যাচাইয়ের পরই এগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

২৭৯২। এখানে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এই কথা মনে করা কখনো ঠিক হবে না যে তাদের দেয়া উপদেশ ও পরামর্শগুলো গ্রহণ করা ও কার্যে রূপায়িত করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি তো আল্লাহ্ তাআলার দ্বারা পরিচালিত দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী এবং কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্বও তাঁরই। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত।

২৭৯৩। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রতি বড় হুমকি হলো আত্ম-কলহ, যা কখনো কখনো দুদলের মধ্যে কিংবা দুটি দ্বিমতপোষণকারী গ্রুপের মধ্যে বেধে যায়। এই আয়াতে এইরূপ মত-বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ কার্যকরীভাবে মিটাবার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে মুখ্যত মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান কল্পে ন্যায়-ভিত্তিক, উত্তম ও কার্যকর মীমাংসা-নীতি এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তথাপি কার্যকরী জাতিপুঞ্জ স্থাপনকল্পে ও এর স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে উক্ত নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে এই নীতি-মালা এক বিরাট রক্ষা-কবচ।

১১। মু'মিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমরা তোমাদের দুভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিও[২৭৯৪]। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑪

রুকু ১ [১১] ১৩

★ ১২। হে যারা ঈমান এনেছ! (তোমাদের) কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও অন্য কোন নারীদের (উপহাস করবে) না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর ক.তোমরা নিজেদের লোকদের অপবাদ দিও না। আর নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে উপহাস করো না। ঈমান (আনার) পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া অবশ্যই মন্দ। আর যারা অনুতাপ করে না তারাই দুষ্কৃতকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑫

★ ১৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক[২৭৯৫]। (কেননা) খ.কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ⑬

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ১২, ১০৪ঃ২ খ. ৫৩ঃ২৯।

২৭৯৪। এই আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি ঘটনাচক্রে দুজন মুসলমানের মধ্যে বা মুসলমান দুটি দলের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তবে অন্যান্য মুসলমানের প্রতি এখানে নির্দেশ দেয়া হলো যে তারা যেন কাল-বিলম্ব না করে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়। ইসলামের আসল শক্তি এই ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা জাতি-বর্ণ কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে। এটি বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

২৭৯৫। এই সূরার প্রধান বিষয়বস্তু হলো একতা, বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও ভালবাসাকে ব্যক্তি-মুসলমানের মাঝে বা দলগত-মুসলমানদের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন কয়েকটি সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করা হয়েছে, যা অমিল, বিরোধ, মতানৈক্য ও ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায়। এগুলো মনে কালিমা সৃষ্টি করে ও মরিচা ধরিয়ে সমাজকে কলুষিত ও পাপ পঙ্কিল করে তোলে। ফলে সমাজের জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয়। অতএব এই সব কদাচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে। এই কদাচারের মধ্যে রয়েছে অন্যের প্রতি হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ, ছিদ্রান্বেষণ, বিকৃত নামে ডাকা, সন্দেহ প্রবণতা, পরনিন্দা ও পরচর্চায় রত হওয়া প্রভৃতি। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তারাই স্বভাবগতভাবে ঐ পথে আগে পা বাড়ায়। এই কুকর্মের অন্তরালে যে মূল কারণ কাজ করে থাকে তাহলো আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা, যা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনৈক্য ও মতভেদের এই মূল কারণগুলো দূরীভূত করে এই সূরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে সুস্থ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছে।

★ ১৪। হে মানবজাতি! আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার[২৭৯৬]। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত[২৭৯৭], যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾

১৫। মরুবাসীরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। তুমি বল, 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা (এ কথা) বল, 'আমরা মুসলমান হয়েছি'। কেননা ঈমান এখনো তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি[২৭৯৮]। আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে তিনি তোমাদের কর্ম (ফল) থেকে কিছুই কমাবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।★

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

২৭৯৬। 'শুয়ূব' হলো "শায়াব' এর বহু বচন। 'শায়াব' এর অর্থ একটি বড় উপজাতি। উপজাতির উদ্ভব-স্থল বা পিতৃপুরুষকে বলা হয় 'কবিলা', যাতে উপজাতিটিও অন্তর্ভুক্ত। 'শুয়ূব' একটি জাতিকেও বুঝায় (লেইন)।

২৭৯৭। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিষয় বর্ণনা করার পর এই আয়াতে বিশ্বমানবের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত এই আয়াতটি বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের 'ম্যাগনা কার্টা'বা মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা থেকে উদ্ভূত আভিজাত্যের প্রতি এটা কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা থেকে সৃষ্ট মানবমন্ডলীর সদস্য হিসাবে সকলেই আল্লাহ্ তাআলার সমক্ষে সম-মর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক পদ, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপ-কাঠি হলো ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণবালী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা। বিশ্ব-মানব একটি পরিবার মাত্র। জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হতে পারে। বিদায়-হজ্জের সময় মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যুর অল্প দিন আগে বিরাট ইসলামী সমাগমকে সম্বোধন করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হে মানব মন্ডলী, তোমাদের আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের উপরে একজন অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন সাদা-চামড়ার মানুষ একজন কাল-চামড়ার মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়, কালোও সাদার চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে আল্লাহ্ ও বান্দার হক্ কতদূর আদায় করলো। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ধর্মপরায়ণ' (বায়হাকী)। এই মহান শব্দগুলো ইসলামের উচ্চতম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতি-মালার একটি দিক উজ্জ্বলভাবে চিত্রায়িত করেছে। শতধা-বিভক্ত একটি সমাজকে অত্যাধুনিক গণতন্ত্রের সমতা-ভিত্তিক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করার কী উদাত্ত আহ্বান!

২৭৯৮। ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার, সকলেই এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবর্জিত মরু-আরবকে ইসলাম সেই সকল অধিকারই দান করেছে, যা সভ্য ও সংস্কৃতিমনা শহরবাসীকে দেয়া হয়েছে। নিরক্ষরদেরকে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে ইসলামের নীতি-মালা জ্ঞাত হয় এবং জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখায়।

★[এ আয়াতে ঈমান ও ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। মুখে তো যে কোন লোকই বলতে পারে, আমাদের হৃদয়ে ঈমান আছে। কিন্তু এদের বলা হয়েছে, খুব বেশি হলে তোমরা একথা বলতে পার, 'আমরা মুসলমান হয়েছি'। অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে ঈমান নেই তাদেরও নিজেদের মুসলমান বলার অধিকার রয়েছে। এদের অনেকেই কুফরীর অবস্থায়ই মারা যাবে এবং অনেকের হৃদয়ে ঈমান তখনো পুরোপুরি প্রবেশ করেনি (এ অবস্থায় মারা যাবে)। কিন্তু তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পর অবশেষে খাঁটি অন্তরে মু'মিন হয়েও যেতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾

১৬। [ক]মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, এরপর তারা কখনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের ধর্ম শেখাচ্ছ? অথচ আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (এর) সব কিছুই [খ]আল্লাহ্ জানেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'

★

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

১৮। তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে জাহির করো না। পক্ষান্তরে (তোমাদের মু'মিন হওয়ার দাবীতে) তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (একথা স্বীকার কর) [গ]আল্লাহ্ই প্রকৃত ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে তোমাদের ওপরই অনুগ্রহ করেছেন।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ ع

২ [৮] ১৪

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াদি জানেন। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখে থাকেন।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ২০, ৬১ঃ১২ খ. ২০ঃ৮, ২২ঃ৭১, ২৭ঃ৬৬ গ. ৩ঃ১৬৫।

সূরা কাফ্-৫০
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

উচ্চপর্যায়ের আলেমগণ এই সূরার অবতরণকালকে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী-জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় নির্ধারণ করেছেন। এর ভাষার স্টাইল ও বিষয়বস্তু এই অভিমতের পরিপোষক। পূর্ববর্তী দুটি সূরাতে ইসলামের বিরাট ও সুমহান ভবিষ্যতের কথা আলোচিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে এও বলা হয়েছে, যখন কোন জাতি ধনবান ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীও সেই জাতির মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। 'কাফ' অক্ষর (কাদের-কাউইম) দ্বারা আরম্ভ এ সূরা এই কথার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলার এই শক্তি নিশ্চয়ই রয়েছে যে তিনি দুর্বল ও বিশৃঙ্খল আরব জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিকে রূপান্তরিত করবেন। এই রূপান্তরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে 'কুরআন'কেই তিনি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন।

বিষয় বস্তু

এই সূরা থেকে সূরা ওয়াকেআ পর্যন্ত সাতটি সূরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সকল সূরার মত এই সূরাটিও ভবিষ্যদ্বাণীর ওজস্বী ভাষায় বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলছে, কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র বাণী, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা, আর ইসলামের বিজয় এক অবধারিত চরম সত্য। প্রকৃতির নিময়-কানুন এবং পুরনো দিনের নবী-রসূলের ইতিহাস আমাদেরকে এই অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তেই উপনীত করে। প্রথমেই এই সূরাটি পুনরুত্থানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি উত্থাপন করে এর সত্যতার প্রাথমিক প্রমাণরূপে এই যুক্তি প্রদর্শন করছে যে এমন একটা জাতি যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে একেবার নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল, তারা শীঘ্রই কুরআনের প্রভাবে এক কর্মচঞ্চল ও প্রাণ-প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হবে। সুরাটি এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছে, অবিশ্বাসীদের এই জাতিটি এতই চেতনাহীন যে তারা এই কথা কোন মতেই মানতে পারছে না, তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন সতর্ককারীকে তাদের মৃতাবস্থা থেকে জাগাবার জন্য কীভাবে আবির্ভূত করা হতে পারে। তারা তো মরে মাটি হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে আবার জেগে উঠা কি কখনো সম্ভব ? তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যেন সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয় ভালভাবে ভেবে দেখে, মহাশূন্যের গ্রহ-তারকা-সজ্জিত আকাশসমূহ সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য কলা-কৌশলের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে। তারা যেন লক্ষ্য করে, কত নিয়মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সময়ানুবর্তিতার সাথে ব্যতিক্রমহীন ও বিরামহীনভাবে এগুলো আপন আপন নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে চলেছে। তারা যেন পৃথিবীর বিশালতা, এর প্রাণীকুল ও উদ্ভিদরাজির দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করে এবং এগুলোর সৃষ্টি, খাদ্য-যোগানো ও ফল-ফসলাদির উৎপাদন ইত্যাদির বিষয়ে আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে। তাহলেই তারা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, এই জটিল বিশ্ব-জগতের যিনি কুশলী স্রষ্টা তিনি নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা ও জ্ঞান রাখেন যে মানুষের দেহ পচে গলে ধূলায় মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তিনি তাতে নবজীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সর্বোচ্চ মুকুট-মণি, যাকে মানব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম-স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কৃত-কর্মের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয় এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে। সব শেষে এই কথার উপরই জোর দেয়া হয়েছে, এই মহান বিশ্বের সৃষ্টি এবং অন্য সকল সৃষ্টির সেরা যে মানব তার সৃষ্টি প্রমাণ করে, জটিলতা পূর্ণ মহাসৃষ্টির পিছনে মহাস্রষ্টার নিশ্চয়ই কোন মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এই সব কিছুর সৃষ্টি অনর্থক ও উদ্দেশ্য বর্জিত হতেই পারে না। অতএব এইসব কিছু আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে, মৃত্যুর পরেও জীবন থাকা আবশ্যক এবং অবশ্যই মৃত্যুর পরেও জীবন আছে।
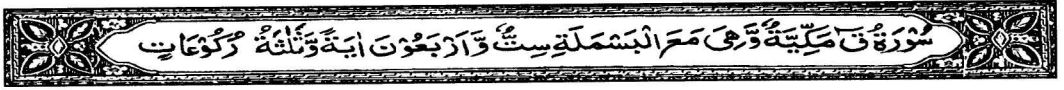
সূরা কাফ্-৫০

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ

রুকু ১ ১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

★২। কাদীরুন[২৭৯৯] অর্থাৎ সর্বশক্তিমান। মহিমান্বিত কুরআনকে (আমরা তোমার সত্যতার এক সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি)[২৮০০]।

قٓ ۟ۚ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡمَجِیۡدِ ۚ﴿۲﴾

৩। আসলে তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে বলে তারা অবাক হয়েছে। অতএব অস্বীকারকারীরা বলে, 'এটা এক আজব ব্যাপার।

بَلۡ عَجِبُوۡۤا اَنۡ جَآءَہُمۡ مُّنۡذِرٌ مِّنۡہُمۡ فَقَالَ الۡکٰفِرُوۡنَ ہٰذَا شَیۡءٌ عَجِیۡبٌ ۚ﴿۳﴾

৪। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব (তখনো কি আবার আমাদের জীবিত করা হবে)? [খ]এই ফিরে যাওয়া তো এক অসম্ভব ব্যাপার।'

ءَ اِذَا مِتۡنَا وَ کُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِکَ رَجۡعٌۢ بَعِیۡدٌ ﴿۴﴾

৫। মাটি তাদের কতটুকু কমিয়ে দিচ্ছে তা আমরা ভালভাবে জানি। আর আমাদের কাছে এক সংরক্ষণকারী কিতাব আছে[২৮০১]।★

قَدۡ عَلِمۡنَا مَا تَنۡقُصُ الۡاَرۡضُ مِنۡہُمۡ ۚ وَ عِنۡدَنَا کِتٰبٌ حَفِیۡظٌ ﴿۵﴾

৬। বরং সত্য যখন তাদের কাছে এল তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব তারা এক সংশয়পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

بَلۡ کَذَّبُوۡا بِالۡحَقِّ لَمَّا جَآءَہُمۡ فَہُمۡ فِیۡۤ اَمۡرٍ مَّرِیۡجٍ ﴿۶﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৩ঃ৬, ২৩ঃ৩৭।

২৭৯৯। "কাফ্" অক্ষরটি আল্লাহ্ তাআলার 'কাদীর' (সর্বময় ও সর্বশক্তিমান) হওয়ার গুণ প্রকাশক। এটি "আল্ কিয়ামাতু হাক্কুন" (পুনরুত্থান অবশ্যই হবে, এতে সন্দেহ নেই) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

২৮০০। মহাপুনরুত্থান যে নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে এর সাক্ষ্যরূপে 'কুরআন'কে পেশ করা হয়েছে।

২৮০১। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই আপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা যখন মরে গিয়ে হাড়গোড়সহ ধূলিকণাতে পরিণত হয়ে যাবে তখন তারা পুনরায় উত্থিত হবে কীরূপে? এই প্রশ্নেরই উত্তর এই আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মানুষের শরীর তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তার আত্মা কস্মিনকালেও বিনষ্ট হয় না। পরজগতে তার আত্মাকে এক নূতন দেহ দেয়া হবে এবং ইহকালে সে ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে, নূতন দেহধারী আত্মাকে তার জন্য হিসাব দান ও জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তার ইহলৌকিক কার্যাবলী পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে এক 'হিসাব-খাতায় সংরক্ষিত রয়েছে'। এর অর্থ এও হতে পারে, বস্তু জগতের সবকিছুই যখন অণু-পরমাণুতে পরিণত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয় তখন তাও ঐ সংরক্ষণ-খাতায় তথা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে। এই আয়াত এই কথাও বুঝাতে পারে যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে যেমন কি কি জিনিষ ও উপকরণ, কি কি পরিমাণে, কি কি অবস্থায়, কি কি ভাবে সংমিশ্রিত করলে সেই জিনিষ সৃষ্টি হয় তা পূর্বাহ্নে জানা থাকলে সেই জিনিষ বার বার বানানো যায়, ঠিক সেইরূপ আল্লাহ্ তাআলা মানবদেহের প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এটা কীভাবে গঠিত হয় আর কীভাবে লয় পায় এর পুরাপুরি জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার আছে। অতএব মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পরও তাকে তিনি আবার সৃষ্টি করবেন।

★[এ আয়াতে 'কমিয়ে দিচ্ছে' কথাটির অর্থ হলো, মৃত্যুর পর মাটি তাদের খেয়ে ফেলে। (হযরত মুসলেহ মাওউদ' (রা:) কর্তৃক উর্দূতে তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

৭। তবে তারা কি নিজেদের ওপরস্থিত আকাশ দেখে না, আমরা একে কীরূপে বানিয়েছি ও ক.সাজিয়েছি[২৮০২] এবং এতে কোন ত্রুটি নেই?

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞٧

৮। আর পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি। এতে আমরা অনড় (ও সুদৃঢ়) পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছি এবং এতে আমরা খ.সব ধরনের সুন্দর (প্রজাতির) জোড়া উৎপন্ন করেছি।

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۞٨

৯। (আর) এতে (আল্লাহ্‌র দিকে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ[২৮০৩] রয়েছে।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞٩

১০। গ.আর আমরা আকাশ থেকে আশিসমণ্ডিত পানি অবতীর্ণ করেছি এবং আমরা এর মাধ্যমে বাগান ও কর্তনযোগ্য শস্যদানাও উৎপন্ন করেছি

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞١٠

১১। এবং উঁচু খেজুর গাছও (উৎপন্ন করেছি), যেগুলোতে স্তরে স্তরে খেজুর গুচ্ছ রয়েছে

وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞١١

১২। বান্দাদের জন্য রিয্‌করূপে। আর ঘ.আমরা সেই (বৃষ্টির) মাধ্যমে এক মৃত এলাকাকে জীবিত করি। এরূপেই (মৃতকে জীবিত করে) বের করা হবে[২৮০৪]।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞١٢

১৩। ঙ.তাদের পূর্বে নূহের জাতি, কূপের অধিবাসীরা (অর্থাৎ খনির অধিকারীরা) এবং সামূদ (জাতি)ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ۞١٣

১৪। আর আদ, ফেরাউন এবং লূতের ভাইয়েরাও (প্রত্যাখ্যান করেছিল)।

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ ۞١٤

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ৭; ৪১ঃ১৩; ৬৭ঃ৬ খ. ৩১ঃ১১ গ. ২৫ঃ৪৯ ঘ. ২৫ঃ৫০; ৪৩ঃ১২ ঙ. ৯ঃ৭০; ১৪ঃ১০; ৩৮ঃ১৩।

২৮০২। এই আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ব-জগতের মাঝে রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা। এতে রয়েছে সংখ্যাতীত সুন্দর সুন্দর গ্রহ-তারকা সুশোভিত আকাশসমূহ। এতে রয়েছে জীব-জন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী এবং মানব-জাতি সম্বলিত এই বিরাট বিস্তীর্ণ পৃথিবী। অতঃপর এই আয়াতগুলো ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সৃজনের এই বিচিত্র ও অত্যাশ্চর্য-ভাণ্ডারসমূহ আমাদেরকে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে সেই মহামহিম পরম প্রজ্ঞাশীল কুশলী, সেই মহা পরিকল্পনাকারী নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক, যিনি এই বিস্ময়কর বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করে মানুষকে এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন, তাঁর নিশ্চয়ই এই ক্ষমতা রয়েছে, সব কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন এবং মানুষের মৃত্যুর পরেও তিনি তাকে নতুন জীবন দিতে পারেন।

২৮০৩। বস্তুজগত ও প্রকৃতির সৃষ্টির অন্তরালে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে মনে করা খুবই যুক্তি-সঙ্গত। আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর পরিকল্পনাকারী ও স্রষ্টা বলে ধারণা করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির আদি-কারণ, সৃষ্টির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ যোগসূত্রসম্পন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চিত্র মানস-পটে ফুটে ওঠে যাতে কোন অসংলগ্নতা নেই। সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। কারণ মানুষের শারীরিক অবসানের সাথে আত্মাও লয় প্রাপ্ত হয়, এমন ধারণা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি-পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞাময়তার বিপরীতে এবং বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী।

২৮০৪। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে শুষ্ক ও মৃত জমিকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করে জীবন্ত করে তোলেন, তেমনিভাবে তিনি মানুষের মৃত্যুর পরেও তাকে পুনরুজ্জীবন দান করবেন।

وَّ اَصۡحٰبُ الۡاَیۡکَۃِ وَ قَوۡمُ تُبَّعٍ ؕ کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیۡدِ ﴿۱۵﴾

১৫। ক.আর অরণ্যের অধিবাসীরা এবং তুব্বার জাতিও (প্রত্যাখ্যান করেছিল)। এরা সবাই রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব আমার সতর্কবাণী সত্য প্রমাণিত হলো।

اَفَعَیِیۡنَا بِالۡخَلۡقِ الۡاَوَّلِ ؕ بَلۡ هُمۡ فِیۡ لَبۡسٍ مِّنۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ﴿۱۶﴾

১ [১৫] ১৫

১৬। খ.আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি[২৮০৫]? তা নয়! বরং তারা তো নব সৃষ্টির ব্যাপারেও সন্দেহে পড়ে রয়েছে।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهٖ نَفۡسُهٗ ۚۖ وَ نَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَیۡهِ مِنۡ حَبۡلِ الۡوَرِیۡدِ ﴿۱۷﴾

★ ১৭। আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার আমিত্ব তার মনে যেসব সন্দেহের উদ্রেক করে সে সম্পর্কে আমরা অবগত আছি এবং আমরা (তার) জীবনশিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি।

اِذۡ یَتَلَقَّی الۡمُتَلَقِّیٰنِ عَنِ الۡیَمِیۡنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِیۡدٌ ﴿۱۸﴾

১৮। ডানে ও বামে বসা দুজন লিপিবদ্ধকারী (ফিরিশ্‌তা তার সব কাজ) লিপিবদ্ধ করে চলেছে[২৮০৬]।

مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ ﴿۱۹﴾

১৯। সে যে কথাই বলে তা (লিপিবদ্ধ করতে) গ.তার পাশেই তত্ত্বাবধায়ক (ফিরিশ্‌তা) প্রস্তুত রয়েছে।

وَ جَآءَتۡ سَکۡرَۃُ الۡمَوۡتِ بِالۡحَقِّ ؕ ذٰلِکَ مَا کُنۡتَ مِنۡهُ تَحِیۡدُ ﴿۲۰﴾

২০। ঘ.আর মৃত্যুর ঘোর অবশ্যই আসবে। (তখন তাকে বলা হবে,) এ হলো সেই (ঘোর) যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।

وَ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ ؕ ذٰلِکَ یَوۡمُ الۡوَعِیۡدِ ﴿۲۱﴾

২১। ঙ.আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। এ-ই হলো সেই সতর্কীকরণ দিবস।

وَ جَآءَتۡ کُلُّ نَفۡسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِیۡدٌ ﴿۲۲﴾

২২। আর প্রত্যেক ব্যক্তি (এমন অবস্থায়) আসবে যে তার সাথে একজন হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকবে[২৮০৭]।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৭৯; ২৬ঃ১৭৭; ৩৮ঃ১৪ খ. ৫০ঃ৩৯ গ. ৪৩ঃ৮১; ৮২ঃ১১-১২; ৮৬ঃ৫ ঘ. ৬ঃ৯৪; ২৩ঃ১০০ ঙ. ১৮:১০০ ; ২৩ঃ১০২; ৩৬ঃ৫২; ৩৯ঃ৬৯; ৬৯ঃ১৪।

২৮০৫। এই সবগুলোতেই 'সৃষ্টি' বলতে কেবল সাধারণভাবে 'অস্তিত্বে আনা'ই বুঝাচ্ছে না। 'অস্তিত্ব দান' ছাড়াও আর একটি অর্থও বুঝাচ্ছে এবং তা হলো, কোন জাতির মধ্যে নবী আগমনের ফলশ্রুতিতে সেই জাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ ও বিপ্লব সাধিত হয় তাও সৃষ্টিরই অপর রূপ।

২৮০৬। তফসীরকারগণের কারো কারো অভিমতে মানুষের ডানদিকের ফিরিশ্‌তা তার সৎকার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন আর বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তার দুষ্কর্মগুলো লিপিবদ্ধ করেন। 'ডানদিক' ভাল কাজের জন্য এবং 'বামদিক' মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি কথা ও কাজ বায়ুমন্ডলে ও পারিপার্শ্বিকতায় প্রভাব ও দাগ রেখে যায় যা সুরক্ষিত থাকে। কুরআনের অন্যত্র (২৪ঃ২৫, ৩৬ঃ৬৬) বলা হয়েছে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার হাত-পা-জিহ্বা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই হিসাবে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও রেকর্ডার বা সংরক্ষণকারী বলা যেতে পারে। এই আয়াতের সংরক্ষণকারী ফিরিশ্‌তা বলতে সাক্ষ্যদাতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বুঝাতে পারে।

২৮০৭। 'সায়েক' ঐ ফিরিশ্‌তা, যে মানুষের বাম দিকে বসে তার কুকর্মগুলোর হিসাব রাখে এবং শাস্তির জন্য তাকে দোযখের দিকে নিয়ে যায়। আর 'শাহীদ' ঐ ফিরিশ্‌তা, যে মানুষের ডান দিকে বসে তার সৎকর্মগুলোর হিসাব রাখে এবং তার সপক্ষে ও অনুকূলে সাক্ষ্য দান করবে। এও হতে পারে, এই দুটি শব্দ 'সায়েক' ও 'শাহীদ' রূপক হিসাবে যথাক্রমে মানুষের অপব্যবহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মশক্তিকে এবং সঠিক ব্যবহৃত অঙ্গাদি ও কর্ম-শক্তিকে বুঝিয়েছে।

২৩। (তখন আমরা বলবো,) 'এ (দিন) সম্বন্ধে অবশ্যই তুমি উদাসীন ছিলে। সুতরাং (এখন) আমরা তোমার ওপর থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়েছে[২৮০৮]।'

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৪। আর তার সাথী (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) বলবে, 'এ হলো (আমলনামা) যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٤﴾

২৫। (এরপর আমরা উক্ত দুজন ফিরিশ্‌তাকে বলবো,) 'তোমরা প্রত্যেক চরম অকৃতজ্ঞকে (ও সত্যের) প্রত্যেক ঘোর শত্রুকে জাহান্নামে ফেলে দাও[২৮০৯]।

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٥﴾

২৬। প্রত্যেক [ক]ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী (এবং) সন্দেহ সৃষ্টিকারীকেও (তোমরা জাহান্নামে ফেলে দাও)।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٦﴾

২৭। যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করেছিল তোমরা উভয়ে তাকেও (আজ) কাঠোর আযাবে ফেলে দাও।'

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾

২৮। [খ]তার সাথী বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমি তো তাকে অবাধ্য বানাইনি, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় পড়েছিল[২৮১০]।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি বলবেন, 'তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি পূর্বেই তোমাদের কাছে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٩﴾

২ [14] ১৬

৩০। আমার এখানে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয় না। আর [গ]আমি অসহায় বান্দাদের প্রতি কখনো অবিচার করি না।'★

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٣٠﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ১৩ খ. ১৪ঃ২৩ গ. ৩ঃ১৮৩; ৮ঃ৫২; ২২ঃ১১; ৪১ঃ৪৭।

২৮০৮। পরজগতে চক্ষু থেকে সকল পর্দা অপসারণ করা হবে। তখন তার দৃষ্টি ও মানসিক সামর্থ্য স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। সে তার কৃত-কর্মের ফলাফলকে দৃশ্যমানরূপে দেখতে পাবে, যা ইহজগতে থাকাবস্থায় তার দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। তখন সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে, যে ব্যাপারকে সে নিছক মায়া বলে মনে করতো তা কত সুনিশ্চিত ও নিদারুণ সত্য ছিল!

২৮০৯। দ্বি-বচন 'আল্‌কিয়া' এইজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে দুজন ফিরিশ্‌তা-'সায়েক' ও 'শাহীদকে' আদেশ দেয়া হয়েছে অথবা আদেশটিতে বিশেষ জোর দেবার জন্য এই দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এইরূপ প্রকাশভঙ্গী ২৩ঃ১০০তেও রয়েছে। সেখানে কর্তা একবচন হওয়া সত্ত্বেও বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই রীতি আরবী ব্যাকরণসম্মত।

২৮১০। এটা মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে যখন দুষ্কৃতকারী আপন কুকর্মের শাস্তিপ্রাপ্তির জন্য দন্ডায়মান হয় সে দুষ্কর্মের সকল দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাবার প্রয়াস পায়। অবিশ্বাসীর এই মানসিকতার চিত্রই এই আয়াতটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তার নিজের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপের জন্য সে শয়তানকে দায়ী করে।

★[এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, মানুষের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যেসব ফিরিশ্‌তা অথবা মানুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করেছি আমার সামনে কথা পরিবর্তন করে উপস্থাপন করার সাহস এদের কারোরই নেই। (হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣١﴾

৩১। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি ভরে গেছ?' আর সে উত্তর দিবে[২৮১১], 'আরো কিছু আছে কি[২৮১২]?'

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣٢﴾

৩২। [ক]আর সেদিন জান্নাতকে মুত্তাকীদের এত নিকটবর্তী করে দেয়া হবে[২৮১৩] যে (তারা তা) অনুভব করতে শুরু করবে।

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٣﴾

৩৩। (বলা হবে,) 'তোমাদের মাঝে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক বিনত ব্যক্তির ও (ধর্মীয় বিধানের) সুরক্ষাকারীর সাথে এ (পুরস্কারেরই) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,

مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। (অর্থাৎ তার সাথে) যে রহমান (আল্লাহ্‌কে) গোপনে ভয় করতো এবং বিনত হৃদয় নিয়ে (তাঁর সমীপে) উপস্থিত হতো।'

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٥﴾

৩৫। আমরা বলবো, [খ]তোমরা প্রশান্তির সাথে এ (জান্নাতে) প্রবেশ কর। এ-ই হলো সেই চিরস্থায়ী দিন[২৮১৪]।'

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٦﴾

৩৬। এখানে তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা তারা চাইবে এবং আমাদের কাছে [গ]আরো আছে[২৮১৫]।

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ৯১; ৮১ঃ১৪ খ. ১৪ঃ২৪; ১৫ঃ৪৭; ৩৬ঃ৫৯ গ. ১০ঃ২৭।

২৮১১। এই আয়াতের কথোপকথন একটা রূপক বর্ণনা মাত্র, প্রকৃত কথোপকথন নয়, বরং একটা অবস্থার বিবরণ মাত্র। দোযখকে ব্যক্তি কল্পনা করা হয়েছে এবং এর অবস্থা বর্ণনার জন্য এর মুখে ভাষা দেয়া হয়েছে। না দোযখের কথা বলার শক্তি আছে, না তা কথা বলবে। এইভাবে 'কালা' (সে বললো) শব্দ একই রূপক অর্থে ৪১ঃ১২ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে আকাশ ও পৃথিবী বলছে, "আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি।" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিয়ম-কানুন স্বেচ্ছায় মেনে চলবে বলে সম্মতি জানালো। এই সম্মতি জ্ঞাপন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা মাত্র, এতে প্রকৃত কোন কথোপকথন হয়নি। আরবী ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য হলো, এটি প্রাণহীন-ভাষাহীন বস্তুর মুখেও ভাষা তুলে দেয় এবং কথা বলায়। টীকা ৫৭ এবং আয়াত ১৮ঃ৭৮ দেখুন।

২৮১২। এই বাক্যটি এই দিকেই ইঙ্গিত করে যে মানুষের পাপ করবার প্রভূত ক্ষমতা আছে, আর তৎসঙ্গে রয়েছে দুনিয়াকে সম্ভোগ করবার অদম্য বাসনা যা তাকে দোযখের দিকে টেনে নেয়।

২৮১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের পাপরাশি দূরীকরণের জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে পূত-পবিত্র করার জন্য একের পর এক অসংখ্য লোককে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, খোদাভীরু-ধর্মপরায়ণ লোকদের জন্য বেহেশ্‌তকে তাদের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে।

২৮১৪। দোযখের শাস্তি যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, কুরআন অনুযায়ী তা একটি অস্থায়ী প্রায়শ্চিত-কারাগার। চিরস্থায়ী আবাস হলো বেহেশ্‌ত, যার নেয়ামতসমূহ অসংখ্য ও চিরস্থায়ী (১১ঃ১০৯)।

২৮১৫। ধার্মিকেরা তাদের মনস্তুষ্টির জন্য বেহেশ্‌তে যা-ই চাইবে তা-ই পাবে। শুধু তাই নয়, মানুষের ইচ্ছা যত বেশীই হোক না কেন, অনন্তের তুলনায় তা সীমাবদ্ধ। তাই তাদের ইচ্ছা-সীমার বাইরে যত নেয়ামত আছে তাদেরকে দেয়া হবে।

৩৭। [ক]আর আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিমত্তায় এদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিল! এরপর (যখন আযাব এল) তারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) মাটিতে পরিখা খনন করলো[২৮১৫-ক]। (কিন্তু তাদের) কোনও আশ্রয়স্থল ছিল কি?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় এতে তার জন্য অনেক বড় উপদেশ রয়েছে, যার (বোধসম্পন্ন) হৃদয় আছে[২৮১৬] অথবা যে মন দিয়ে শুনে এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٨﴾

৩৯। আর নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে আমরা তা [খ]ছয় দিনে[২৮১৭] সৃষ্টি করেছি। আর [গ]কোন ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি[২৮১৮]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٩﴾

৪০। অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর সূর্য উঠার পূর্বে এবং ডুবার পূর্বেও প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং রাতের এক অংশে তাঁর মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদার পরেও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤١﴾

৪২। আর মন দিয়ে শুন! যেদিন এক আহ্বানকারী[২৮১৯] নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে[২৮২০],

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤٢﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৭৫; ৪৭ঃ১৪ খ. ৭ঃ৫৫; ১০ঃ৪; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০ গ. ৫০ঃ১৬।

২৮১৫-ক। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মাটিতে পরিখা কাটলো। আজ বোমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাটির নীচে যে ট্রেঞ্চ তৈরী করা হয়, আয়াতটিতে সেই দিকে ইঙ্গিত থাকতে পারে।

২৮১৬। কাল্‌ব অর্থ হৃদয়, আত্মা, বিবেক, মন, কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ। "মা লাহু কালবুন" অর্থ তার বিবেক বুদ্ধি নেই (লেইন)।

২৮১৭। দেখুন ৯৮৪ টীকা ৪১ঃ১-১৩ আয়াতসমূহ।

২৮১৮। কুরআন শরীফের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাইবেলে মহান নবীগণের উপর যত রকম পাপ ও চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে কুরআন তা অপনোদন করে তাঁদেরকে পবিত্র ও মহাপুণ্যাত্মা সাব্যস্ত করেছে। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার পরিপন্থী কোন কথা কুরআন বরদাশত করে না। বাইবেলে আল্লাহ্-জাল্লা-শানহু সম্বন্ধে বলা হয়েছে "সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে সপ্তম দিনে সকল কাজ হতে বিশ্রাম নিলেন" (আদিপুস্তক-২ঃ২)। পক্ষান্তরে কুরআন বলে, "ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।"

২৮১৯। 'আহ্বানকারী' বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। পূর্বাপর বর্ণনার সাথে এই অর্থ খাপ খায়। কেননা পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর জাতি মৃত অবস্থা থেকে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে জেগে উঠলো, এই কথাগুলোই বলা হয়েছে।

২৮২০। "নিকটবর্তী স্থান থেকে" শব্দগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে যে মহানবী (সাঃ) এর আহ্বান অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল হবে না, বরং তা জাগরণকারী আহ্বানের মতই শ্রুত ও পালিত হবে।

★ ৪৩। যেদিন তারা নিশ্চিতভাবে বিকট শব্দ[২৮২১] শুনবে, সে (দিনটি) হবে (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার দিন।

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٣﴾

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবিত করি ও মৃত্যু দেই এবং আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٤﴾

৪৫। যেদিন পৃথিবী দ্রুত চলার কারণে তাদের ওপর থেকে বিদীর্ণ হবে (সেদিনটি হলো,) সেই হাশর (অর্থাৎ সমবেতকরণ) যা (ঘটানো) আমাদের পক্ষে সহজ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। তারা যা বলে আমরা তা ভালো করেই জানি। আর ক.তুমি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী(রূপে নিযুক্ত) নও। অতএব যে আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে তুমি তাকে কুরআনের মাধ্যমে[২৮২২] উপদেশ দিতে থাক।

৩ [১৬] ১৭

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭।

২৮২১। 'নিশ্চতভাবে বিকট শব্দ' বলতে মহানবী (সাঃ) এর গগণ-বিদারী আহ্বানকেও বুঝাতে পারে।

২৮২২। এই সূরাতে যে পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে, কুরআনের মাধ্যমেই সেই মহা অভ্যুত্থান সাধিত হয়ে কুরআনের সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে আছে।

সূরা আয্ যারিয়াত-৫১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এই সূরাটি প্রথম দিককার মক্কী সূরাগুলোর একটি। 'বিস্মিল্লাহ্'সহ এতে ৬১টি আয়াত রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরায় জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এ সূরার প্রারম্ভেই এত নিশ্চিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন কুরআনের সম্বোধনকারীরা নিজেদের মাঝে আলাপআলোচনা করছে।

এ সূরায় ভবিষ্যৎ যুগে সংঘটিতব্য যুদ্ধবিগ্রহকে পুনরায় সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে করে মানবজাতি যখন এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হতে দেখবে তখন যেন তাদের এ সন্দেহ না থাকে, যে রসূলের কাছে এ অদৃশ্য বিষয় উন্মোচন করা হয়েছে তাঁকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত আল্লাহ্ মৃত্যুর পরের জীবনের বিষয়াদিও নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন।

বলা হয়েছে, "যারা বীজ ছিটায় তাদের কসম........।" এখন বাহ্যিকভাবে আক্ষরিক অর্থেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা আজকাল বাস্তবেই উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বীজ ছিটানো হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় বোঝা বয়ে নিয়ে জাহাজ উড়তে থাকে এবং এসব বোঝা সত্ত্বেও দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। এসব জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন বিজয়ী জাতিকে এবং পরাজিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত জাতিকেও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদাদি পৌছানো হয়ে থাকে। এগুলোকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া গেছে যে তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির দিন অর্থাৎ সিদ্ধান্তের দিন পৃথিবীতে পার্থিব জাতিসমূহের জন্যও আসবে এবং পরকালে গোটা মানবজাতির জন্যও আসবে।

এরপর এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যারা এ বীজ ছিটায় এবং বোঝা বহন করে তারা ভূপৃষ্ঠে বোঝা বহন করে চলাফেরা করে এমন কোন কিছু নয়, বরং তারা আকাশে উড্ডয়নশীল সত্তা। এ জন্য সেই আকাশকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে আকাশে বিমান চলাচলের পথ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিপাত করলেই উড়োজাহাজের পথের চিহ্ন সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। অতএব এসব বিষয়ের এ উপসংহার টানা হয়েছে, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করে বিপথগামিতায় পড়ে গেছ। এসব কথা যা রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, নাউযুবিল্লাহ্, তা যদি কোন অনুমানকারীর কথা হতো তবে জেনে রাখ অতীতে যারা অনুমাননির্ভর কথা বলেছে তাদের সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এ রসূল (সা:) চিরকালের জন্য জীবিত।

এ বাণী বাগ্মিতা ও উঁচুমানের যুক্তিপ্রমাণপূর্ণ। আকাশ থেকে যারা বীজ ছিটায় তাদের কথা উল্লেখ করার পর এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে তোমাদের রিয্কের সব উপায় উপকরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু একটি স্বর্গীয় রিয্ক রয়েছে যার ভেদ মানুষ বুঝতে পারে না এবং ফিরিশ্তাদেরও সেই রিয্ক দেয়া হয়ে থাকে। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর মেহমানদের কথা বলা হয়েছে, যারা ছিলেন ফিরিশ্তা। তারা মানুষের রূপে তাঁর (আ:) কাছে এসেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ:) যখন তাঁদের সামনে মানুষের জীবন রক্ষাকারী সর্বোত্তম রিয্ক রাখলেন তখন তাঁরা তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা যে রিয্ক তাদের দান করা হয় তা ভিন্ন ধরনের। হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর কথা উল্লেখ করার পর অতীতের আরো অনেক নবীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যেখানে আকাশ যে সবসময় বিস্তৃত হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করছে। রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর যুগে এ সম্পর্কে কোন মানুষের এতটুকু ধারণাও ছিল না। বর্তমান যুগে জ্যোতির্বিদগণ এ সত্য তুলে ধরেছেন, আকাশ সবসময় বিস্তৃতি লাভ করছে, যা অবশেষে এক শেষ সীমায় পৌছার পর আবার এক কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসবে।

রিয্কের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সব মানুষ ও ফিরিশ্তা কোন না কোন ধরনের রিয্কের মুখাপেক্ষী। কেবল এক সত্তাই আছেন, যিনি রিয্কের মুখাপেক্ষী নন। তা হলো আল্লাহ্র সত্তা, যিনি সব কিছুর রিয্কদাতা। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
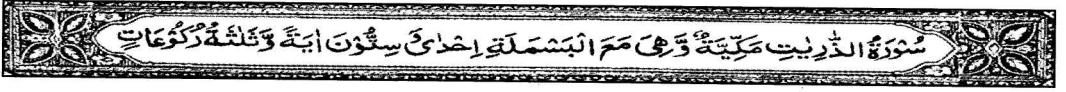
সূরা আয্ যারিয়াত-৫১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①
★ ২। যারা ব্যাপকভাবে ছিটায়[২৮২৩] তাদের কসম[২৮২৩-ক]।	وَ الذّٰرِیٰتِ ذَرۡوًا ②
★ ৩। এরপর ভারী বোঝা বহনকারীদের (কসম),	فَالۡحٰمِلٰتِ وِقۡرًا ③
★ ৪। এরপর স্বাচ্ছন্দ্যে চলমানদের (কসম),	فَالۡجٰرِیٰتِ یُسۡرًا ④
★ ৫। এরপর কর্তৃত্ব বন্টনকারীদের[২৮২৪] (কসম)।	فَالۡمُقَسِّمٰتِ اَمۡرًا ⑤
৬। যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিশ্চয় [খ]সত্য।	اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَصَادِقٌ ⑥
৭। আর বিচার দিবসের (আগমন) অবশ্যম্ভাবী।	وَّ اِنَّ الدِّیۡنَ لَوَاقِعٌ ⑦
৮। বহু পথবিশিষ্ট[২৮২৫] আকাশের কসম।	وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡحُبُکِ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৫২ঃ৮।

২৮২৩। দেখুন টীকা ২৪৬৫।

২৮২৩-ক। এই আয়াত ও পরবর্তী তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যা একত্রে ২৮২৪ টীকায় দেখুন।

২৮২৪। প্রাকৃতিক জগতের ঘটমান আশ্চর্য দৃশ্যপট বর্ণনা করে এই চারটি আয়াত (২-৫) আমাদের দৃষ্টিকে অনুরূপ সমান্তরাল আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটের দিকে আকর্ষণ করেছে। এই সাদৃশ্য খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। 'আয্ যারিয়াত'(চতুর্দিকে বিস্তারকারীরা)'আল্ হামিলাত' (বহনকারীরা), 'আয্ যারিয়াত' (হালকা অবস্থায় মৃদু গতিতে চলমানগণ) ও আল্ মুকাস্সিমাত (বন্টকারীরা) এই চারটি শব্দ যদি পার্থিব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি আরোপ করা হয় তাহলে সবটা মিলে অর্থ দাঁড়াবে, সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পকে বায়ু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দেয় এবং জলবিন্দুভরা মেঘগুচ্ছকে বহন করে একত্রে জমা করে, অতঃপর মৃদুমন্দ শান্তভাব ধারণ করে বৃষ্টি-বর্ষণ করে, যার ফলে শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত পোড়া জমি ফুলে-ফলে শোভিত, শস্য-শ্যামল, হাস্য-ঝলমল বাগান-ভূমিতে পরিণত হয়। এই উপমার সঙ্গে সমান্তরাল সামঞ্জস্য রেখে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ করলে উপর্যুক্ত চারটি শব্দের সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়ঃ এই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা জারীকৃত আধ্যাত্মিক প্রস্রবণের পানি আকণ্ঠ পান করে যে মুমিনগণ কুরআনের সুন্দর ও সঞ্জীবনী শিক্ষামালায় ভূষিত হয়েছিলেন তাঁরা আরব ভূখণ্ডের কোণায় কোণায় এবং পরবর্তীতে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ মহান আশিসবাণী বহন করে ঐ সকল লোকদেরকে আলোকিত ও সঞ্জীবিত করেছিলেন, যারা বহু-ঈশ্বরবাদ, নীতিহীনতা, কুসংস্কার ও চারিত্রিক হীনমন্যতার চরম অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল। এই কাজে তারা তরবারী ব্যবহার করেননি বরং প্রেম-ভালবাসা ও সেবা-শান্তিকে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরদূরান্তে বহন করে তৃষিত শুষ্ক মাটিতে জলসিঞ্চন করে শস্য-শ্যামল করে তোলে।

২৮২৫। "পথ-বিশিষ্ট আকাশ" বলতে গ্রহের, ধূমকেতুর ও তারকারাজির কক্ষপথগুলোকে বুঝিয়েছে। মহাকাশের নীচে এই গ্রহ-তারকারগুলো তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসমান থেকে তাদের নির্ধারিত কাজ নিয়মিত, সময়মত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। পরস্পরের কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু একের কর্মক্ষেত্রে অপরে প্রবেশ করে না। সব কিছু মিলিয়ে গতি ও গঠনকাঠামোর এক সামঞ্জস্যময় অপরূপ সমন্বয়! মহাকাশে যে গ্রহ-তারকার এত সব নির্ধারিত কক্ষপথ রয়েছে তা কুরআনই প্রথম আবিষ্কার করে পৃথিবীকে ঐ সময় জানিয়েছিল যখন মানুষ মনে করতো যে আকাশ হচ্ছে ঘনত্বসম্পন্ন কঠিন পদার্থ বিশেষ।

★ ৯। নিশ্চয় তোমরা বিভিন্ন মত[২৮২৬] পোষণ করে থাক।

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨

★ ১০। কেবল দূরে সরিয়ে দেয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই[২৮২৭] (প্রতিশ্রুত সত্য) থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ⑩

★ ১১। অনুমানকারীদের ওপর অভিসম্পাত,

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ⑪

★ ১২। যারা উদাসীনতায় গভীরভাবে নিমজ্জিত[২৮২৮]।

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑫

১৩। তারা জিজ্ঞেস করে, [ক]'বিচার দিবস কবে আসবে?'

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ⑬

১৪। (তুমি বল,) 'যেদিন আগুনে তাদের পোড়ানো হবে।'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑭

★ ১৫। 'তোমাদের দুষ্কর্মের (ফল) ভোগ কর। [খ]এ হলো তা-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছিলে।'

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑮

১৬। নিশ্চয় মুত্তাকীরা [গ]বাগান ও ঝরণার পরিবেশে থাকবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑯

১৭। তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের যা দান করবেন তারা তা নিতে থাকবে। নিশ্চয় এর পূর্বে তারা অতি সৎকর্মপরায়ণ ছিল[২৮২৯]।

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ⑰

১৮। তারা রাতে [ঘ]অল্পই ঘুমাতো।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ⑱

১৯। আর তারা প্রভাতেও [ঙ]ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑲

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৮৮;৭৯ঃ৪৩, খ. ২৬ঃ২০৫;২৭ঃ৭২-৭৩;২৯ঃ৫৪,৫৫, গ. ১৫ঃ৪৮;৫২ঃ১৮;৬৮ঃ৩৫;৭৭ঃ৪২;৭৮ঃ৩২, ঘ. ৩২ঃ১৭, ঙ. ৩ঃ১৮।

২৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যে সত্য কুরআনের মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রকাশ পেল তাতেই বুঝতে পারা যায়, কুরআন আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী। আরো বুঝতে পারা যায়, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। তথাপি বস্তুবাদী দার্শনিকেরা কষ্ট-কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করে নড়বড়ে ভিত্তির অনুমান ও সন্দেহময় সিদ্ধান্তের অন্ধকারে নাকানি-চুবানি খেতে থাকে। তবু তারা আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র রসূলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না।

২৮২৭। এই শব্দগুলোর অর্থ এও হতে পারে- 'যে নিজে নিজেই দূরে সরে যায়।'

২৮২৮। 'গামরাহ' মানে গভীর অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সর্বগ্রাসী উদাসীনতা, মন্দ বস্তু লাভের জন্য অদম্য অধ্যবসায় (লেইন)।

২৮২৯। যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানুষের প্রতি কর্তব্যকে পূর্ণমাত্রায় পালন করেন তিনি 'মুত্তাকী', আর 'মুহসিন' হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরোপকারে ব্যস্ত থাকেন। পরহিতৈষী অপরের কাছ থেকে যতটুকু উপকার পান তার চাইতে বেশি অপরকে দিয়ে থাকেন, এমনভাবে চলেন ও কাজ করেন যেন তিনি স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখছেন, অন্যথায় সর্বদা অন্তত সচেতন থাকেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন। অতএব 'মুহসীন' আত্মিক মর্যাদার দিক দিয়ে 'মুত্তাকী' থেকে উচ্চতর পর্যায়ের।

★ ২০। আর তাদের ধনসম্পদের একটি ক.অংশে ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে[২৮৩০]।

وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ⑳

২১। আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ㉑

২২। আর তোমাদের নিজেদের মাঝেও (নিদর্শনাবলী রয়েছে)। তবুও কি তোমরা দেখ না?

وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ㉒

২৩। আর আকাশে তোমাদের খ.রিয্ক রয়েছে এবং তাও (রয়েছে)[২৮৩১] যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে।

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ㉓

২৪। আর আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকের কসম! এ (কুরআন) নিশ্চয় সেভাবে সত্য যেভাবে তোমরা কথা বল[২৮৩২]।

১ [২৪] ১৮

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ㉔

২৫। তোমার কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত গ.অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ㉕

২৬। তারা যখন তার কাছে এল তারা বললো, ঘ.'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক)! সেও বললো, 'সালাম!' (আর সে মনে মনে বললো,) '(এরা তো) অপরিচিত লোক[২৮৩৩]।'

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ㉖

২৭। আর সে তাড়াতাড়ি তার পরিবারের কাছে গেল এবং ঙ.একটি মোটাতাজা (ভুনা) বাছুর নিয়ে এল।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ㉗

দেখুন : ক.৭০:২৫-২৬ খ.৪০:১৪, ৪৫:৬ গ. ১১:৭০-৭১, ১৫:৫২ ঘ.১১:৭০ ঙ. ১১:৭০

২৮৩০। ইসলামে স্বীকৃত অধিকার অনুযায়ী ধনী মুসলিমের সম্পদে ঐ সকল মুসলিমের প্রাপ্য অংশতো রয়েছেই যারা তাদের অভাব-অনটন প্রকাশ করতে পারে, উপরন্তু তাদেরও প্রাপ্য অংশ রয়েছে যারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে পারে না। অতএব একজন মুসলিমের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি হচ্ছে গচ্ছিত মাল যা থেকে গরীবেরা উপকার পাওয়ার অধিকারী। ফলত কোন ধনী ব্যক্তি যদি কোন গরীব ভাইকে সাহায্য করে তখন সে তার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করে না, বরং কর্তব্য সম্পাদন করে মাত্র। কেননা সে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দান করে। 'আল্ মাহরূম' শব্দটি একমাত্র ঐ সকল গরীবদেরকেই বুঝায় না যারা লজ্জা বা সম্মানের খাতিরে হাত পাততে পারে না (২:২৭৪), বরং বৃহত্তর পরিসরে বাক্‌শক্তিহীন জীব-জন্তুকেও বুঝায়। 'মাহরূম' শব্দটা এখানে ঐরূপ ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে, যে শারীরিক অসামর্থ্য বা অন্য কোন কারণবশত উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

২৮৩১। মু'মিনদের বিজয় ও ধন-সম্পদ লাভের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা উভয়ই এই প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত।

২৮৩২। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদেরকে বিজয় ও ধন-সম্পদসহ রিয্ক দানের যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা মহানবী (সাঃ) এর কোন কল্পনা-বিলাস নয়, বরং তা দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতি এবং এমনই সুস্পষ্ট সত্য যে তোমাদের কথা বলার মতই সত্য। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে 'কুরআন নিঃসন্দেহে খোদার এমনি মুখনিঃসৃত কথা যেমন তোমার মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হচ্ছে।

২৮৩৩। ১১:৭০-৭১ দেখুন।

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। এরপর সে তা তাদের সামনে রাখলো (এবং) জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি খাবে না?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٩﴾

★ ২৯। ক·সে তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। খ·তারা বললো, 'ভয় পেও না'। আর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের (জন্মের) সুসংবাদ দিল[২৮৩৪]।

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٣٠﴾

৩০। এতে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে[২৮৩৫] এগিয়ে এল এবং নিজ গাল চাপড়ে বললো, '(আমি) এক বন্ধ্যা বুড়ি।'

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣١﴾

৩১। তারা বললো, 'এভাবেই (হবে বলে) তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলেছেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।'

২৭তম পারা

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩২। সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম) বললো, গ·'হে বার্তাবাহকরা! তোমাদের (আসল) উদ্দেশ্য কী?'

قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তারা বললো, 'নিশ্চয় এক ঘ·অপরাধী জাতির কাছে আমাদের পাঠানো হয়েছে

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। যেন আমরা তাদের ওপর ঙ·মাটি থেকে (সৃষ্ট) কাঁকর বর্ষণ করি,

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫। চ·যেগুলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সীমালংঘনকারীদের (শাস্তির) জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।'

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এরপর আমরা সেখান থেকে মু'মিনদের বের করে আনলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর (আমার প্রতি) আত্মসর্মপণকারীদের মাত্র একটি ঘরই আমরা সেখানে পেলাম।

وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾

৩৮। আর ছ·যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে আমরা তাদের জন্য এ (জনপদে শিক্ষণীয়) এক বড় নিদর্শন রেখে দিলাম।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৭১, ১৫ঃ৭৩ খ. ১১ঃ৭১,৭২, ১৫ঃ৫৪ গ. ১৫ঃ৫৭ ঘ. ১৫ঃ৫৮ ঙ. ১১ঃ৮৩ চ. ১১ঃ৮৪ ছ. ১৫ঃ৭৬, ২৯ঃ৩৬।

২৮৩৪। এই আয়াতে এবং ১৫ঃ৫৪ আয়াতে 'প্রতিশ্রুত পুত্র'কে 'জ্ঞানবান পুত্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ৩৭ঃ১০২ আয়াতের প্রতিশ্রুত পুত্রকে 'ধৈর্যশীল' পুত্র বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত জ্ঞানী পুত্র হলেন হযরত ইস্‌হাক (আঃ) এবং শেষোক্ত ধৈর্যশীল পুত্র হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

২৮৩৫। 'সাররা' অর্থ উচ্চস্বরে চীৎকার, শোকের আতিশয্য, দুশ্চিন্তার একশেষ, ঘৃণা-লজ্জা বা অপছন্দের কারণে মুখমণ্ডলের সঙ্কোচন, বিকৃতি বা পাণ্ডু-বর্ণ ধারণ, সংজ্ঞাহীন হওয়া।

وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। আর মূসার (ঘটনার) মাঝেও (এরূপ নিদর্শনই ছিল) যখন আমরা তাকে এক অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٤٠﴾

★ ৪০। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) তার প্রধানদের[২৮৩৬] নিয়ে ফিরে গেল এবং বললো, '(সে তো) এক যাদুকর বা এক পাগল।'

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤١﴾

৪১। [ক]তখন আমরা তাকে এবং তার সেনাবাহিনীকে (শক্ত হাতে) ধরে ফেললাম এবং সমুদ্রে তাদের ছুঁড়ে মারলাম। আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾

৪২। আর 'আদ' (জাতির সেই ঘটনার) মাঝেও এক (নিদর্শন ছিল) যখন আমরা তাদের ওপর এক সর্বনাশা [খ]বায়ু পাঠিয়েছিলাম।

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿٤٣﴾

৪৩। [গ]এ (বায়ু) যার ওপর দিয়ে বয়ে যেত তাকে পচাগলা বস্তুতে পরিণত করেই ছাড়তো।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। আর 'সামূদ' জাতির (সেই ঘটনার) মাঝেও (এক নিদর্শন ছিল) যখন তাদের বলা হয়েছিল, 'এক মেয়াদ পর্যন্ত ভোগ করে নাও।'

فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। কিন্তু তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। সুতরাং বজ্রাঘাতের (শাস্তি) তাদের ধরে ফেললো এবং [ঘ]তারা চেয়েই থাকলো।

فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا۟ مُنتَصِرِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬। তখন তাদের উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি রইলো না এবং প্রতিশোধ নেয়ারও ক্ষমতা তাদের ছিল না।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٤٧﴾ ع

২ [২৩] ১ ৪৭। আর এর পূর্বে নূহের জাতিকেও (আমরা ধ্বংস করেছিলাম)। নিশ্চয় তারা ছিল এক দুষ্কৃতকারী জাতি।

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٨﴾

★ ৪৮। আর আমরা এক (বিশেষ) ক্ষমতাবলে[২৮৩৭] আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি[২৮৩৭-ক]।★

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯১, ২৮ঃ৪১ খ. ৪৬ঃ২৫ গ. ৪৬ঃ২৬ ঘ. ১১ঃ৬৮

২৮৩৬। 'রুক্‌ন' অর্থ যার সাহায্যে দাঁড়ানো যায়, শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিরোধ, মানুষের আত্মীয়-স্বজন বা গোত্র, তার স্বদল, যে সব লোকের দ্বারা মানুষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ মর্যাদার লোক (লেইন)।

২৮৩৭। 'ইয়াদুন' মানে ঃ (১) অনুগ্রহ, (২) ক্ষমতা, সম্মান, (৩) সংরক্ষণ, (৪) ধন, (৫) বাহু ইত্যাদি (আকরাব)। অতএব আয়াতের বাক্যাংশটির অর্থ দাঁড়ায় "আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এই আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছি" বা "আমরা আকাশসমূহকে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রকাশকরূপে তৈরি করেছি; অর্থাৎ আকাশসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐশী গুণাবলীর (যথা, আল্লাহ্‌র জ্যোতি, অসামান্য শক্তি-সামর্থ্য ও মহিমার) প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৮৩৭-ক। 'মূসেউন' অর্থ হতে পারে "আমরা সম্প্রসারিত করতে থাকবো"।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৯। ক.আর আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃতি দান করেছি। অতএব আমরা কতই উত্তম বিছানা প্রস্তুতকারী!

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর সবকিছু থেকে আমরা খ.জোড়া[২৮৩৮] সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হও। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করাবে না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রসূলই এসেছিল তারাও এমনটিই বলেছিল, 'এ এক যাদুকর বা পাগল'।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। এরা কি একে অপরকে এই একই উপদেশ[২৮৩৯] দেয়? বরং এরা এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি এদের উপেক্ষা কর। আর (এদের জন্য) তোমাকে দোষারোপ করা হবে না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের কল্যাণ সাধন করে।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের[২৮৪০] উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।★

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩, ২০ঃ৫৪, ৭৮ঃ৭ খ. ১৩ঃ৪, ৩৬ঃ৩৭।

★[এ আয়াতে 'বি আয়াদিন' শব্দটি এ দিকে ইঙ্গিত করছে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ বানাতে গিয়ে এতে অগণিত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং সাথে সাথেই এ কথাও বলেছেন, 'একে সম্প্রসারিত করে চলেছি'। 'আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি'–আয়াতের এ অংশটি এক মহা স্বাতন্ত্র্যসূচক উক্তি। আরবের এক নিরক্ষর নবীর নিজের পক্ষ থেকে এ উক্তি করা কখনো সম্ভব ছিল না। এ বিশ্বজগত যে প্রতি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে তা বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে এখন জেনেছেন। মহানবী (সা:) এর যুগে তো সবাই মনে করতো এটি এক জড় ও স্থির বিশ্বজগৎ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৩৮। আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুরই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, কেবল জীব-জগতেই নয় বরং উদ্ভিদ জগতেও। এমনকি বস্তু-জগতেও জোড়া রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও জোড়া আছে। এমনকি আকাশ-পৃথিবীও একটি জোড়া।

২৮৩৯। প্রত্যেক যুগের সংস্কারকগণের প্রতি বিরুদ্ধাচারণকারীরা এমন সব অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেছে যে আপত্তিগুলোর অভিন্ন রূপ দেখে মনে হয়, পূর্বের যুগের বিরুদ্ধাচারীরা যেন এগুলো পরবর্তীযুগের বিরুদ্ধাচারীদের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গিয়েছিল যাতে বার বার একই ধরনের আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে।

২৮৪০। 'ইবাদত' শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পথের পূর্ণ অনুসরণে বান্দার নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে নিজেকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যাতে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর ছবি নিজের ভিতর মোহরাঙ্কিত হয়ে নিজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ্‌র ইবাদত বলতে সত্যিকার অর্থে এটাই বুঝায়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ যত গুণাবলী আমরা দেখতে পাই, এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম হলো ঐ গুণ যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ধাবিত করে এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের প্রেরণা যোগায়।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَآ اُرِيۡدُ مِنۡهُمۡ مِّنۡ رِّزۡقٍ وَّمَآ اُرِيۡدُ اَنۡ يُّطۡعِمُوۡنِ ۝٥٨

৫৮। [ক]আমি তাদের কাছে কোন রিয্‌ক চাই না এবং তারা আমাকে খেতে দিক[২৮৪১] এও চাই না।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الۡقُوَّةِ الۡمَتِيۡنُ ۝٥٩

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই মহা রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী (ও) ক্ষমতাধর।

فَاِنَّ لِلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا ذَنُوۡبًا مِّثۡلَ ذَنُوۡبِ اَصۡحٰبِهِمۡ فَلَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنِ ۝٦٠

★ ৬০। যারা অন্যায় করেছে তাদের পরিণতি[২৮৪২] নিশ্চয় তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের) অনুরূপ হবে। অতএব তারা যেন আমার কাছে (শাস্তি) চাইতে তাড়াহুড়ো না করে।

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ يَّوۡمِهِمُ الَّذِيۡ يُوۡعَدُوۡنَ ۝٦١

৩ [১৪] ২ ৬১। [খ]সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ থাকবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫, ২০ঃ১৩৩ খ. ১৪ঃ৩, ১৯ঃ৩৮, ৩৮ঃ২৮।

★[এ আয়াতে জিন ও ইনসান বলতে বড় লোক ও সাধারণ লোক এবং বড় জাতি ও সাধারণ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই উভয়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সমাজে জিন সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে তা গ্রহণ করা হলে তাদেরও তো (অর্থাৎ তথাকথিত জিনদেরও) ইবাদতের প্রতিদান পাওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ দেয়া উচিত। কিন্তু জিনদের জান্নাতে যাওয়ার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৪১। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অতিশয় ধৈর্য সহকারে নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হতে থাকে। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন উপকার হয় না, এমনকি অন্য কারো উপকার হয় না, বরং তার নিজেরই লাভ হয়। কেননা এই পথেই তার জীবনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে।

২৮৪২। 'যান্‌ব' অর্থঃ- ভাগ্য, অদৃষ্ট, অংশ, পরিণতি, দীর্ঘ দুর্দিন (লেইন)।

সূরা আত্ তূর-৫২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কাতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি এই সূরাকে সূরা যারিয়াতের পরে পরেই অবতীর্ণ বলে মনে করেন। কিন্তু মূইর এর অবতরণকে আরো কিছু পরে বলে সাব্যস্ত করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কুরআনের দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সূরাটিতে বলা হয়েছিল, যেহেতু মানুষ একেবারে কলুষিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলেছিল, সেহেতু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এবং অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে নূতনভাবে আল্লাহ্র বাণী আসা অপরিহার্য হয়ে ওঠেছিল। সূরাটির শেষদিকে এই কথাও উচ্চারিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী সকল নবীদের মত হযরত নবী করীম (সাঃ)ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর আনীত সত্যই বিজয়ী হবে এবং অবিশ্বাসীরা শাস্তিতে নিপতিত হবে। এখন এই সূরাতে মহানবী (সাঃ) এর সম্পর্কে বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হচ্ছে , তারা যদি বিরোধিতা ও অত্যাচার করা থেকে ক্ষান্ত না হয় তাহলে ঐশী শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

সূরাটির প্রারম্ভেই বাইবেলে কুরআন ও নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তার প্রতি সরাসরি আলোকপাত করে বলা হচ্ছে, বাইবেল, কুরআন এবং কা'বা, সবই ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। অতএব অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, যারা সত্যের শত্রুতা করে তারা কখনো সুফল লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্র ঐ সব ধার্মিক বান্দাগণ, যারা ঐশী শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণপূর্বক তাদের জীবনকে সেই ছাঁচে ঢেলে সাজান তারা নিশ্চয় আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হয়ে থাকেন। অতঃপর সূরাটি ঘোষণা করছে, মহানবী (সাঃ) কোন ভবিষ্যদ্বক্তা, পাগল বা কবি নন। তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়া ঐশী কিতাব কুরআনও কোন মিথ্যা জালকারীর রচনা নয়। এটি পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি-কর্তার পবিত্র বাণী। মহানবী (সাঃ) কোন পুরস্কার-প্রার্থী নন। তিনি আল্লাহ্র দেয়া কর্তব্য পালনে ব্রতী। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী হবে না। কেননা তিনি আল্লাহ্ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন। বরং অবিশ্বাসীরা অতি শীঘ্রই ঐশী শাস্তিতে নিপতিত হবে।
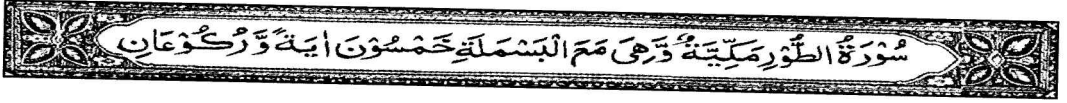
সূরা আত্ তূর-৫২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫০ আয়াত এবং ২ রুকু

১। [ক] আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তূর [খ] (পর্বতের) কসম[২৮৪৩]। — وَالطُّوْرِ ②

৩। আর এক লিখিত কিতাবের[২৮৪৪] (কসম), — وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ③

৪। (যা) উন্মুক্ত কাগজে (লিখিত রয়েছে)। — فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ④

৫। আর আবাদকৃত গৃহের[২৮৪৫] (কসম)। — وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ⑤

৬। আর উন্নীত ছাদের[২৮৪৬] (কসম)। — وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯৫ঃ৩।

২৮৪৩। শপথ করার পিছনে যে দর্শন, প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য রয়েছে, সে জন্য ২৪৬৫ টীকা দেখুন।

২৮৪৪। এস্থলে কিতাব দ্বারা কুরআন অথবা মূসা (আঃ) এর কিতাবকে বুঝাচ্ছে, খুব সম্ভব কুরআনকেই বুঝাচ্ছে।

২৮৪৫। জেরুযালেমের উপাসনালয় বা যে কোন উপসনালয়, তবে খুব সম্ভব কা'বার উপাসনলয়কেই এখানে বুঝাচ্ছে। কেননা কুরআন কা'বাকে 'পুনঃ পুনঃ গমনস্থল' বলে অভিহিত করেছে (২ঃ১২৬), একে 'পবিত্র গৃহ' (৫ঃ৩), 'পবিত্র মসজিদ' (১৭ঃ২), 'প্রাচীন গৃহ' (২২ঃ৩০), 'নিরাপত্তার শহর' (৯৫ঃ৪) প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছে। আঁহযরত (সাঃ) এর মি'রাজ এর বর্ণনাতেও 'বায়তুল মা'মুর' এর উল্লেখ আছে।

২৮৪৬। চাদোয়া আকারে বানানো উপাসনালয় যা মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের উপাসনার জন্য মরুপ্রান্তরে স্থাপন করেছিলেন, কা'বা গৃহ, আকাশ। শেষোক্ত শব্দটিই এখানে সম্ভবত অধিক প্রযোজ্য। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তা কোন সত্যকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করতে চায় তখন তা কোন জীব, বস্তু, প্রাকৃতিক নিয়ম বা দৃশ্যের কসম খায় অর্থাৎ ঐগুলোকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করে থাকে। এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে মূসা (আঃ) এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত কিছু বস্তুর শপথ আমরা দেখতে পাই। মূসা (আঃ) মহানবী (সাঃ) এর অনুরূপ পূর্বসূরী। 'তুর পর্বতে' মূসা (আঃ) এর উপর আল্লাহ্‌র শরীয়ত সম্বলিত বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃ বংশীয়দের মধ্যে থেকে এক মহান নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও ঐ তূর পর্বতেই মূসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২)। ভবিষ্যতে আগমনকারী যে মহাপুরুষের কথা উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত হয়েছে তিনিই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), এটা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাঁরই আগমনকে কুরআনে মূসা (আঃ) এর আগমনের অনুরূপ বলা হয়েছে (৭৩ঃ১৬)। অতঃপর মূলপাঠে উল্লেখিত 'কিতাবকে' (বাইবেল বা কুরআন, খুব সম্ভব কুরআন) সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করা হয়েছে, যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'বিশ্বনবী' হওয়ার সত্যতাকে আজও সাক্ষ্যদান করে শির উঁচু করে স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সাক্ষ্য রাখা হয়েছে বায়তুল মা'মুরকে। ধর্মের মূল ইবাদত খানা 'কাবা' কেন্দ্ররূপে চির-জাগরূক থাকবে সেই ধর্ম নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে। এই স্থানে (মক্কায়) এই কাবা ঘরের সংস্কার সাধনের জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে আল্লাহ্‌র একজন পবিত্র বান্দা ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইস্‌মাঈল (আঃ) এর সাহায্য নিয়ে যখন নির্মাণ কাজে রত ছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার সমীপে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি এই স্থানটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত কর, যাতে একে কেন্দ্র করে তোমার একত্ব চতুর্দিকে ঘোষিত ও প্রচারিত হতে থাকে'। 'উন্নীত ছাদ' বলতে আকাশকে বুঝিয়েছে। এই ৬ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) ক্রমাগতভাবে ঐশী সাহায্য পাচ্ছেন। অবিশ্বাসীরা এই সত্য স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে ইসলাম ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে ও উন্নতি করছে এবং তাদের প্রতিটি শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তারা এতই নির্বোধ যে ঐশী সাহায্যের এই সরল-সোজা সত্যটাও তাদের বোধগম্য হয় না।

৭। আর উত্তাল [ক]সমুদ্রের[২৮৪৭] (কসম)।

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٧﴾

৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (পক্ষ থেকে) আযাবের [খ](আগমন) অবশ্যম্ভাবী।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٨﴾

৯। কেউ একে টলাতে পারবে না।

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٩﴾

★ ১০। সেদিন[২৮৪৮] আকাশ প্রচন্ডভাবে আলোড়িত হবে

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿١٠﴾

★ ১১। [গ]এবং পাহাড়পর্বত দ্রুতবেগে চলতে থাকবে[২৮৪৯]।

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١١﴾

১২। অতএব সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ,

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢﴾

১৩। যারা বাজে কথায় মত্ত হয়ে আনন্দস্ফূর্তি করতো।

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٣﴾ ربع

১৪। সেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের আগুনের[২৮৫০] দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٤﴾

১৫। (তখন তাদের বলা হবে,) এই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলে অভিহিত করতে।

هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٥﴾

১৬। এ কি তবে যাদু, অথবা তোমরা কি (এখনো) দেখতে পাচ্ছ না?

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা এতে প্রবেশ কর। এরপর ধৈর্য ধরা বা না ধরা [ঘ]তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই কেবল তোমাদের দেয়া হবে।

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৮১ঃ৭ খ. ৫১ঃ৬ গ. ১৮ঃ৪৮, ৭৮ঃ২১, ৮১ঃ৪ ঘ. ১৪ঃ২২, ৪১ঃ২৫।

২৮৪৭। 'উত্তাল সমুদ্র' বলতে লোহিত সাগরকে বুঝিয়েছে, যেখানে ফেরাউন তার বাহিনীসহ বনী ইরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন কালে নিমজ্জিত হয়েছিল অথবা এটি বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রকেও বুঝাতে পারে, যেখানে কুরায়শদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল। কেননা এ স্থানটি 'আল বাহর' বা সমুদ্র নামে পরিচিত ছিল (নিহায়া)।

২৮৪৮। 'সে দিন বলতে' ঐশী সাহায্যের সুস্পষ্ট দিনটিকে নির্দেশ করছে, যেদিন সকল ঐশী শক্তি মহানবী (সাঃ) এর সাহায্যে অবতীর্ণ হবে। বদরের যুদ্ধের দিনে এইরূপই ঘটেছিল।

২৮৪৯। মহা বিচারের দিনে অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হবে। ঝড়ের মুখে ভুষির মত তারাও উড়ে যাবে। এই আয়াতের অন্য অর্থ এই হতে পারে যে অতি শীঘ্রই বড় বড় সাম্রাজ্যগুলো খন্ড-বিখন্ড ও চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিতভাবে একটি বিষয়ের প্রতি ইশারা করে যে পুরাতন, ঘুণেধরা, অচল সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত অবসান হতে চলেছে এবং এর জায়গায় একটি নতুন কার্যকরী ও সচল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই আয়াতগুলো অবশ্য কিয়ামতের দিনের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৮৫০। অবিশ্বাসীদের পাপ যেদিন সন্দেহাতীত ও চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং অনুতাপের সময়ও অতীত হয়ে যাবে তখন তারা যে অবস্থায় নিপতিত হবে, এই আয়াতে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮। ক.নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতসমূহে এবং পরম সুখে থাকবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٨﴾

১৯। (আর) তাদের প্রভু-প্রতিপালক যা তাদের দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত হবে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালক জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

★২০। (তিনি বলবেন,) তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কাররূপে পরমানন্দে খাও ও পান কর।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। সারি সারি সুসজ্জিত খ.পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে। গ.আর আমরা ডাগর ডাগর চোখের কুমারীদেরকে তাদের সাথী[২৮৫১] করে দিব।

مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৬, ৭৭ঃ৪২-৪৩, ৭৮ঃ৩২-৩৩ খ.১৮ঃ৩২, ৫৫ঃ৫৫, ৭৬ঃ১৪ গ. ৪৪ঃ৫৫, ৫৬ঃ২৩।

২৮৫১। 'যাওয়াজা শাইয়ান বিশাইয়িন' অর্থ, সে একটি বস্তুর সঙ্গে ঐ বস্তুটিরই জোড়া তৈরী করলো, সে একে এরই সদৃশ বস্তুর সঙ্গে একত্রিত করলো বা মিলালো। 'হূর' শব্দটি, 'আহ্‌ওয়া' (পুঃ)ও 'হাওরা'(স্ত্রী)উভয় শব্দের বহুবচন এবং এই শব্দটি দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতাংশ অত্যুজ্জ্বল সাদা ও কৃষ্ণাংশ অত্যুজ্জ্বল কালো এবং তৎসহ সারাটা শরীরও অত্যন্ত উজ্জল সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠবে পরিপুর্ণ। 'আহওয়ার' শব্দের দ্বারা পরিস্কার, তীক্ষ্ণ, পবিত্র, দীপ্ত-বুদ্ধিও বুঝায়।

'ঈন' শব্দটি 'আইয়ান' ও 'আইনা' শব্দদ্বয়ের বহুবচন। এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে সুন্দর, বড় বড়, কৃষ্ণ-চক্ষু বিশিষ্ট পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বুঝায়। অবশ্য 'আইনা' শব্দের দ্বারা একটি উত্তম সৌকর্যমণ্ডিত বাক্য বা শব্দকেও বুঝায় (লেইন, মুফ্‌রাদাত এবং তাজ)। অতএব 'হূর' ও 'ঈন' শব্দদ্বয় মিলে দেহ ও মনের তথা ব্যক্তির ও চরিত্রের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা প্রকাশ করে।

পরকালের জীবন ইহকালের জীবনেরই প্রতিফলন, প্রতিকৃতি ও পরিস্ফুট ছবি। পরজগতের পুরস্কার ও শাস্তি ইহজগতের কৃত-কর্মের প্রতিচ্ছবি ও মূর্ত-রূপায়ণ বিশেষ। বেহেশ্‌ত ও দোযখ কোন বস্তু-জগৎ নয়। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে এটা দৃশ্যমান ও ভোগযোগ্য হবে। একে কেউ বস্তুজগৎ বললেও বলতে পারে, তবে আসলে তা ইহজগতের আধ্যাত্মিক অবস্থান ও কর্মকান্ডের দ্বারা রচিত ভুবন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহজগতের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমাকর্ষণে মগ্ন থেকে যারা দেহত্যাগ করে তারা পরকালে নিজেদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখতে পাবে। ইহকালের অদম্য ভোগ-বিলাস ও লোভাতুর হা-হুতাশ পরকালে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার রূপ পরিগ্রহ করবে। তেমনি সৃষ্টিকর্তা প্রভুর প্রতি প্রেম ও ভক্তি-ভালবাসা পরকালে তৃপ্তিদায়ক উৎকৃষ্টতম শরবৎ রূপে প্রেমিকের কাছে উপস্থিত করা হবে ....ইত্যাদি। এরূপেই বেহেশ্‌তে উদ্যান, স্রোতস্বিনী, ঝর্ণা, দুগ্ধ, মধু, পাখীর মাংস, শরাব, ফল-ফলাদি, সিংহাসন, সুজন-সাথী ও অন্যান্য উপভোগ্য সামগ্রী থাকবে। ঐগুলো এই জগতের বস্তু হবে না, বরং এই জগতের জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী ও কর্মফলের দ্বারা রূপায়িত বস্তু-নিচয় হবে। 'যাওয়াজনা', 'হূর' এবং 'ঈন' এই শব্দ এদের ব্যাখ্যা উপরে যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে আল্লাহ্‌ তালার ধার্মিক বান্দাগণকে বেহেশ্‌তে উজ্জ্বল ও আধ্যাত্মিক জোতির্ময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত চেহারার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে বাস করতে দেয়া হবে। অথবা সুন্দরী, কুমারী নারীগণকে তাদের পবিত্র সাথী করা হবে, অর্থাৎ তারা তাদের স্ত্রী হবে।

পরকালের জীবন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির তাৎপর্য বুঝতে হলে এই কথাটি ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে পরজীবন ইহজীবনেরই ধারাবাহিক অবস্থা মাত্র। মানুষের আত্মা যখনই এই মাটির দেহ ত্যাগ করে তখনই ঐ আত্মাকে একটা নূতন দেহ পরিয়ে দেয়া হয়। কেননা দেহ ছাড়া আত্মা উন্নতি করতে পারে না, নেয়ামত উপভোগ করতেও পারে না, শাস্তিও ভোগ করতে পারে না। নূতন দেহটি অবশ্যই সেইরূপ সুক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন হবে এ রূপে ইহকালে আত্মা সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন ছিল। যেহেতু এই নূতন দেহটি আমাদের ইহকালীন দেহ থেকে ভিন্নতর হবে এবং যার প্রকৃতি ইহলোকে উপলব্ধিযোগ্য নয়, তেমনি পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারসমূহের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ইহকালে থাকা অবস্থায় অবোধগম্যই থাকবে। এই জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে,'বস্তুত কেউই জানে না যে তাদের জন্য তাদের কর্মের প্রতিদান রূপে কি কি নয়নতৃপ্তিকর বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে' (৩২ঃ১৮)।. মহানবী (সাঃ) বলেছেন,'বেহেশ্‌তের নেয়া'মতসমূহ না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে, না কোন মন উপলব্ধি করেছে" (বুখারী)। কুরআনে বেহেশ্‌তের একটি ছোট বর্ণনা হলো 'বেহেশ্‌তে পাপ থাকবে না, বৃথা বাক্যালাপ পর্যন্ত থাকবে না" (৫৬ঃ২৬০-২৭)-এর দ্বারাই ধার্মিকের জন্য প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের একটি উজ্জ্বল চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ২৩২৬ টীকাও দেখুন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٢﴾

২২। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে আমরা তাদের [ক.]সন্তানসন্ততিকে তাদের সাথে মিলিত করাবো[২৮৫২]। আর তাদের কাজের (পুরস্কার) থেকে আমরা কিছু কমাবো না। প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ[২৮৫৩]।

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। আর আমরা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন প্রকারের [খ.]ফল ও মাংস তাদের দান করবো।

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৪। তারা এ (জান্নাতে) একে অন্যের সাথে (চপলতাচ্ছলে) পেয়ালা নিয়ে লোফালুফি করবে[২৮৫৪]। এতে কোন বাজে ব্যাপার থাকবে না এবং [গ.]পাপও থাকবে না।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٥﴾

২৫। [ঘ.]আর তাদের কিশোররা[২৮৫৫] ঢেকে রাখা মুক্তার ন্যায় (জ্বলজ্বল করবে), তারা (সেবার জন্য) তাদের চারপাশে ঘুরাফেরা করবে।★

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। আর তারা কুশল বিনিময় করতে করতে একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হবে।

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৭। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা এর পূর্বে নিজেদের পরিবারপরিজনদের মাঝে (আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির) ভয়ে ভীত থাকতাম[২৮৫৬]।

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৯ খ. ৫৫ঃ১২, ৫৬ঃ২১ গ. ১৯ঃ৬৩ ৫৬ঃ২৬, ৭৮ঃ৩৬ ঘ. ৫৬ঃ১৮, ৭৬ঃ২০।

২৮৫২। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ধর্মপরায়ণ পুণ্যাত্মাগণকে তাদের পুণ্যবতী পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে বেহেশ্‌তে রাখা হবে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্র করা হবে, যাতে তাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৮৫৩। একজন পুণ্যাত্মার সাথে সম্পর্ক থাকাটাই (বেহেশতে যাওয়ার জন্য) যথেষ্ট নয়। কেননা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করার শর্ত রয়েছে। কোন ব্যক্তি নিজ ঈমান ও আমল অনুযায়ী বেহেশ্‌তে নিম্ন শ্রেণী পাওয়ার মত হলে কেবল সেই ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন শ্রেণীতে অবস্থানকারী পিতা মাতার সম্মানার্থে তাকে উন্নতি দানপূর্বক তাদের সাথে মিলানো হবে।

২৮৫৪। 'তানজাউল কা'সা' মানে তারা একে অপরের কাছে থেকে পেয়ালা গ্রহণ করলো (আকরাব)।

২৮৫৫। 'গোলাম' (যুবক) শব্দের বহুবচন 'গিলমান' (যুবকগণ)। গোলাম অর্থ যুবক, চাকর, পুত্র ইত্যাদি (লেইন)। কুরআনেও 'গোলাম' শব্দটি 'ওয়ালাদ' (পুত্র) অর্থে ব্যাহৃত হয়েছে (৩ঃ৪১; ১৫ঃ৫৪; ১৯ঃ৮; ৩৭ঃ১০২; ৫১ঃ২৯)। কুরআনের অন্যত্র (৭৬ঃ২০) 'গিলমান' শব্দের পরিবর্তে বিলদান (পুত্রগণ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে বেহেশ্‌তে যেসব যুবক পুণ্যাত্মাগণের খেদমতে নিয়োজিত হবে তারা ঐ পুণ্যাত্মাগণেরই পুত্র। এই আয়াত দ্বারা আরেকটি অর্থও প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাদের হাতে অপরিমেয় ধন ও শক্তি আসবে এবং অগণিত দাস খেদমতের জন্য তারা লাভ করবে। এই আয়াত সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিও আরোপিত হতে পারে।

★[এ আয়াতেও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতীদের সেবার জন্য এরূপ কিশোর নিযুক্ত করা হবে, তারা যেন ঢেকে রাখা মুক্তা। এ শব্দগুলো প্রমাণ করছে এসব কথা রূপক ও দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৫৬। মূল পাঠস্থলে যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে, তাছাড়াও অন্য একটি অর্থ এই হতে পারে, "চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত থাকাবস্থায় তাদের শক্তি-মত্তা ও ভীতি প্রদর্শন সময়ে সময়ে আমাদেরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করতো বটে, কিন্তু এখন আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি উপভোগ করছি।

২৮। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং দাবদাহের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

১ [১৯] ৩

২৯। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও তাঁকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনি পরম কল্যাণ সাধনকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।'

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ ع

৩০। তুমি উপদেশ দিতে থাক। কারণ তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহে [ক]গণকও নও এবং উন্মাদও নও।

فَذَكِّرْ فَمَاۤ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

৩১। তারা কি (এ কথা) বলে, 'সে একজন [খ]কবি, যার সম্পর্কে আমরা কালের বিপর্যয়ের[২৮৫৭] অপেক্ষা করছি?'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾

৩২। তুমি বল, [গ]'তোমরা অপেক্ষা করতে থাক[২৮৫৮]। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান থাকলাম।'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾

৩৩। তাদের কান্ডজ্ঞান কি তাদের এটাই বলে অথবা তারা কি আদপেই এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি[২৮৫৯]?

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَاۤ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৪। তারা কি (এ কথা) বলে, সে এ (কুরআন নিজেই) বানিয়ে নিয়েছে[২৮৬০]? আসলে (কোন অবস্থাতেই) তারা ঈমান আনবে না।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

★ ৩৫। অতএব তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা এরই মত এক বাণী[২৮৬১] নিয়ে আসুক।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾

দেখুন ঃ ক.৬৯ঃ৪৩,খ.২১ঃ৬,৬৯ঃ৪২ গ.৯ঃ৫২,৩২ঃ৩১।

২৮৫৭। 'রায়ব' শব্দের অর্থ মনের অস্থিরতা ও অশান্তি, কুমতলব, সন্দেহ, মহাবিপদ (লেইন)। 'মানূন' অর্থ মৃত্যু, ভাগ্য, সময় (আকরাব)।

২৮৫৮। এই আয়াত যা বলছে তা হলো কাফিররা মহানবী (সাঃ)কে 'কবি' আখ্যায়িত করে বলে যে কল্পনা-বিলাসী এই লোকটি শূন্যে গৃহ নির্মাণ করে বিরাট ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তাকে 'গণক' নামে বিদ্রুপ করে বলে, সরলমনা মানুষের বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ নিয়ে সে তাদেরকে ঠকায়, সে একটা পাগল, কেবল বক্ বক্ করে বেড়ায়। দুদিন আগে হোক বা দুদিন পরে হোক স্বাভাবিকভাবেই তার দুঃখজনক পরিণাম ঘটবে। কিন্তু তারা যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করে তাহলেও তারা দেখতে পাবে, তাদের ঐ ভ্রান্ত আশা অপূর্ণই থেকে গেছে। সময়ই ফয়সালা করে দিবে অবিশ্বাসীরা ভ্রান্ত, আর মহানবী (সাঃ) অভ্রান্ত ও সত্য।

২৮৫৯। তাদের বিবেক ও যুক্তিই কি তাদেরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করলো? অথবা তারা সর্বপ্রকার মধ্যপন্থা ও সংযমকে ছুঁড়ে ফেলে ন্যায়-নীতির সকল গণ্ডী যথেষ্ট লংঘন করে ঐশী বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ব্রত গ্রহণ করলো?

২৮৬০। 'তাকাওওয়ালা' অর্থ সে মিথ্যা কথা বলেছিল, সে অমুক ব্যক্তির প্রতি এরূপ কথা আরোপ করেছিল, যা সে বলেনি (আকরাব)।

২৮৬১। কাফিররা এইরূপ অভিযোগ করে বেড়াতো যে মহানবী (সাঃ) নাকি নিজেই 'কুরআন' রচনা করেন, এটি আল্লাহ্ তাআলার কোন অবতীর্ণ বাণী নয়। এই আয়াত তাদের উক্ত অভিযোগকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করছে। এতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) যদি আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত না হন এবং তিনি নিজেই যদি এই বাণীর প্রণেতা হয়ে থাকেন তাহলে কুরআনের মত এত মধুর প্রাঞ্জল ভাষা ও এত মহীয়ান উচ্চমার্গের রচনা-শৈলী সম্বলিত একটি পুস্তক তারা প্রণয়ন করে দেখিয়ে দিক, যা কুরআনের মতই মানুষের শত সহস্র প্রকারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারে, যা কুরআনের মতই এর অনুসারীদের জীবনে আপন প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করবে যে তারা পরিবর্তিত মানুষ হয়ে যাবে যাতে তা কুরআনের মতই চির সত্যের চিরস্থায়ী শিক্ষার ভাণ্ডার বলে গণ্য হতে পারে। কাফিরদেরকে বার বার আহ্বান করা হয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে তো দূরের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

★ ৩৬। কোন কিছু ছাড়াই কি তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই কি স্রষ্টা?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তারাই কি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? আসলে (কোন অবস্থাতেই) তারা বিশ্বাস করবে না।

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাদের কাছে কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ধনভান্ডার রয়েছে অথবা তারা কি (এগুলোর) তত্ত্বাবধায়ক?

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে যার ওপর (চড়ে) তারা (আল্লাহ্‌র কথা) শুনে?[২৮৬২] তাহলে তাদের মাঝে যে শুনে সে কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তো নিয়ে আসুক।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُبِينٍ ﴿٣٩﴾

৪০। তাঁর জন্য কি কন্যা সন্তান[২৮৬৩] এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?

أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। [ক]তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান[২৮৬৪] চাও যার ফলে তারা ঋণের বোঝায় চাপা পড়েছে?

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২। তাদের কাছে কি অদৃশ্যের (জ্ঞান) আছে, যা তারা লিখছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? তাহলে যারা অস্বীকার করেছে তারাই (নিজেদের) ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়বে।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ৪৭।

কথা, সমন্বিত ও সম্মিলিতভাবে মানুষ ও জিন সকলের সাহায্য নিয়ে একসাথে হয়েও তারা কুরআনের মত গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করে দেখতে পারে। কুরআন স্বয়ং বলেছে, তারা এমন গ্রন্থ কোন ক্রমেই রচনা করতে পারবে না। কেননা এতো মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয় যে অন্য মানবও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারবে। এতো মানবাতীত বাণী, 'স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার' মুখ নিঃসৃত বাণী। দেখুন ২ঃ২৪, ১৪ঃ২৫, ১৭ঃ৮৯।

২৮৬২। ঐশী গোপনীয় তথ্যাবলী যদি কাফিরদের জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ থেকে থাকে তাহলে তারা তাদের এই অভিযোগ প্রমাণ করুক যে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত রসূল নন।

২৮৬৩। এই আয়াতে বলা হয়েছে, এই কথা আল্লাহ্ তাআলার তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে আল্লাহ্ তাআলার সন্তান থাকা উচিত, তা সে পুত্র সন্তানই হউক না কেন। তথাপি কাফিররা এতই ধৃষ্টতা দেখায় যে কন্যা সন্তান তাদের নিজেদের কাছে অপমান ও অসম্মানের হেতু বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ তাআলার কন্যা আছে বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

২৮৬৪। এই আয়াতটি কাফিরদেরকে তাদের বিবেচনা শক্তির সদ্ব্যবহার করার আহবান জানিয়ে বলছে যে মহানবী (সাঃ) তো কেবল তাদেরই নৈতিক ও আত্মিক মঙ্গলের জন্য তাদেরকে ধর্ম ও ধার্মিকতার পথে বিনা পারিশ্রমিকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আহ্বান জানান। এই আহ্বানকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দেখেও কি তারা এর সত্যতা বুঝে না? তারা এত নির্জলা সত্যকে কেন গ্রহণ করে না?

৪৪। তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌ ছাড়াও অন্য কোন উপাস্য আছে? তারা যা শরীক করছে আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

★ ৪৫। আর তারা এক খন্ড মেঘ নেমে আসতে দেখলে বলে, (শীঘ্রই এটি) পুঞ্জীভূত[২৮৬৫] মেঘে (পরিণত হবে)।

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

★ ৪৬। সুতরাং তারা তাদের (প্রতিশ্রুত) দিনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাদের একা ছেড়ে দাও। (সেদিন) তাদের বজ্রাঘাত করা হবে।

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৭। সেদিন তাদের কোন ফন্দীফিকির তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৮। আর যারা যুলুম করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য এছাড়া আরো আযাব রয়েছে[২৮৬৬]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৯। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশের (অপেক্ষায়) ধৈর্য ধর। কেননা নিশ্চয় তুমি আমাদের চোখের সামনে (আমাদের নিরাপত্তায়) রয়েছ[২৮৬৭]। আর [ক]তুমি যখন (ঘুম থেকে) উঠ তখন প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

২ [২১] ৪

৫০। আর রাতেও এবং তারকাদের ডুবে যাওয়ার পরও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৩ঃ৩-৫; ৭৬ঃ২৭।

২৮৬৫। কাফিরদের মিথ্যা নিরাপত্তা বোধ ও একান্ত উদাসীনতা তাদের মনকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে উপযুক্ত সময়ের ঐশী সাবধান বাণী দ্বারাও তারা উপকৃত হতে চায় না। এমন কি একখণ্ড আকাশও যদি সত্য সত্যই তাদের উপরে পড়তে দেখে তখনো তারা আত্মপ্রবঞ্চনা করে এই বলে স্বস্তিলাভ করতে চাইবে যে এতো মেঘরূপে আল্লাহ্‌র করুণা রূপে তাদের উপরে নেমে আসছে।

২৮৬৬। 'দূন' অর্থ সময়ের পূর্বে বা পরে, স্থানের পূর্বে বা পরে, নিকটবর্তী, অন্য, ব্যতীত (লেইন)।

২৮৬৭। আমাদের ছত্রছায়ায় (৫ঃ৬৮)।

সূরা আন্ নাজ্‌ম-৫৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় আলেমের এই অভিমত যে এই সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে মুসলমানদের আবিসিনিয়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে মুসলমানেরা আবিসিনিয়াতে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে বাইবেলে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রাকৃতিক ঘটনা পরম্পরার ভিত্তিতে কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সত্যতা এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রেরিতত্বের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সূরাটিতেও একই বিষয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত হয়েছে। মহানবী (সাঃ)কে শ্রেষ্ঠতম রসূল বলে বর্ণনা করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষের জন্য শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষা সহকারে এই মহানবী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগমন করেছেন।

বিষয়বস্তু

সূরার প্রারম্ভে মহানবী(সাঃ) এর নবুওয়াতের দাবীর সমর্থনে 'আন্‌নাজ্‌মের পতন'কে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐশী রহস্যাবলীতে অভিষিক্ত মহানবী (সাঃ) ঐশী অনুগ্রহরাজি ও জ্ঞান এবং ঐশী সত্তার নিগূঢ় পরিচিতির ভান্ডার থেকে আকণ্ঠ সুধা পান করে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কল্পনাতীত উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, যাতে উঠা অন্য মানবের জন্য সম্ভব নয়। তিনি মানবের জন্য প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হয়ে এমন এক জগতের কাছে তওহীদের বাণী প্রচারের কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেন, যারা হস্তনির্মিত কাঠের ও পাথরের পুতুলের পূজায় আপাদমস্তক নিমগ্ন ছিল। অতঃপর এই সূরা মানব জীবনের অকিঞ্চিৎকর প্রারম্ভকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে মানবেতিহাস ও মানব-বিবেক থেকে আল্লাহ্ তাআলার একত্বের স্বপক্ষে ও পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদনে অতি শক্তিশালী,অটল ও অলংঘ্য যুক্তিমালার অবতারণা করেছে। এই নির্বোধ আচার-অনুষ্ঠান (প্রতিমা পূজা) ইত্যাদি প্রকৃত জ্ঞানের অভাব থেকে সৃষ্ট এবং এর যৌক্তিকতা এমন ভিত্তিহীন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যা সত্যের মোকাবিলায় কোনই মূল্য রাখে না। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, পুতুল-পুজারীদের উচিত ছিল, ইব্‌রাহীম (আঃ) , মূসা (আঃ)এবং অন্যান্য নবীগণের জীবন-বৃত্তান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাদের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে পৌত্তলিকতার বিশ্বাস ও আচার-আচরণ পৌত্তলিকদেরকে সব সময়েই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় বোঝা বইতে এবং নিজের কৃত-কর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে আর সকলের শেষ গন্তব্যস্থল ঐ একই আল্লাহ্ । সূরার শেষদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে ঐশী-বাণীকে যদি তারা ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে চলে তাহলে তারাও নূহ্ (আঃ) এর জাতির মত,আদ ও সামূদ জাতির মতই দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত হবে। কেননা এটা একেবারে অবধারিত যে মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এর ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সূরা আন্ নাজ্‌ম-৫৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

★ ২। তারকার কসম[২৮৬৮] যখন তা পতিত হবে। وَ النَّجۡمِ اِذَا هَوٰی ②

৩। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয়নি এবং ব্যর্থও হয়নি[২৮৬৯] مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمۡ وَ مَا غَوٰی ③

৪। এবং সে প্রবৃত্তির বশে কথা বলে না। وَ مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی ④

৫। এ তো কেবল এক ওহী, যা অবতীর্ণ করা হচ্ছে[২৮৭০]। اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ⑤

৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্) তাকে (এ বাণী) শিখিয়েছেন[২৮৭১], عَلَّمَهٗ شَدِیۡدُ الۡقُوٰی ⑥

দেখুন ঃ ক.

২৮৬৮। 'আন্নাজ্‌ম'অর্থ তারকা, কাণ্ডবিহীন গাছ। তবে নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'। অনেক তফসীরকারকের মতে কুরআনের খণ্ড খণ্ড অবতরণকে 'আন্নাজ্‌ম' বলা হয়েছে। আবার বহু বিজ্ঞ আলেমের অভিমত, 'আন্নাজ্‌ম' দ্বারা হযরত নবী করীম (সাঃ)কেই বুঝিয়েছে। এই শব্দের বহুবচন 'আন্নুজুম' দ্বারা জন-নেতাগণকেও বুঝায়, ক্ষুদ্র রাজ্যকে বা ক্ষুদ্র স্বাধীন এলাকাকেও বুঝায় (কাশ্‌শাফ,তাজ, গারায়েবুল কুরআন)। এই শব্দের বিভিন্ন অর্থকে সামনে রেখে এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হতে পারেঃ-(১) মহানবী (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের মর্ম হলো, যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে, ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং অক্ষরগুলো ছাড়া কুরআনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, ঈমান আকাশে উঠে যাবে, তখন পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি একে পৃথিবীতে পুনরায় নামিয়ে আনবেন- (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর,সূরাতুল জুমুআ)। (২)কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআনই বহন করবে। (৩)ইসলামের এই সুকোমল চারাগাছটি প্রবল বিরোধিতার ঝড়-ঝঞ্ঝায় উৎপাটিত হয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে হলেও অতি সত্তর তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে, যার ছায়াতলে পৃথিবীর জাতিসমূহ এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে।' (৪) আরবরা যেমন বিশাল মরুভূমিতে ভ্রমণকালে আকাশের তারকার সাহায্যে নিজেদের পথ ও দিক ঠিক রেখে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয় (১৬ঃ১৭) ঠিক তেমনিভাবে এই উজ্জ্বল তারকা (মহানবী সাঃ) এর অনুসরণে তারা এখন আধ্যাত্মিক গন্তব্য পথে অগ্রসর হতে থাকবে। (৫) এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে আরব দেশে বর্তমানে প্রচলিত যে জরাজীর্ণ শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে তা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে(৫৪ঃ২)।

২৮৬৯। যে সকল আদর্শ ও নীতিমালা মহানবী (সাঃ) স্থাপন করেছেন, সেগুলো মোটেই ভ্রান্তিপূর্ণ নয়। তিনি ভুল করেননি এবং ঐসব আদর্শ ও নীতিমালা থেকে তিনি সামান্যও বিচ্যুত হননি (তিনি পথ-ভ্রান্ত হননি)। অতএব আদর্শ ও নীতিমালার দিক থেকে কিংবা সেই আদর্শ নীতিমালাকে জীবনে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের উভয় দিক থেকেই তিনি নিশ্চিত ও নিরাপদ পথ-প্রদর্শক। এ যুক্তিগুলোকে পরবর্তী আয়াতসমূহে আরো জোরালো করা হয়েছে।

২৮৭০। এই আয়াতে নবী করীম(সাঃ) এর ওহী-ইলহামকে আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২৮৭১। কুরআনের বাণী এতই শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী যে এর উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বাণীগুলো দীপ্তিহীন ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে।

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ⑦

★ ৭। (যিনি) মহাশক্তির অধিকারী[২৮৭২]। এরপর তিনি (তাঁর আরশে) অধিষ্ঠিত হলেন[২৮৭৩]।

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ⑧

★ ৮। আর তিনি যখন ক·সর্বোচ্চ দিগন্তে[২৮৭৪] ছিলেন (তখন তিনি তাঁর বাণী অবতীর্ণ করলেন)।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑨

৯। এরপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও [মুহাম্মদ (সা:) এর দিকে] নিচে নেমে এলেন[২৮৭৫]।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ⑩

১০। এরপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা এর চেয়েও[২৮৭৬] নিকটবর্তী (হয়ে গেল)।

দেখুন ঃ ক. ৮১ঃ২৪

২৮৭২। 'মের্‌রা'অর্থ শক্তি, বুদ্ধি-মত্তা , সূক্ষ্মতম বিচারক্ষমতা, দৃঢ়তা (আকরাব) । 'যু মের্‌রা' অর্থ যার প্রতাপ ও ক্ষমতা চিরকাল প্রকাশ পেতে থাকবে।

২৮৭৩। 'ইসতাওয়া আলা্ শাইয়ে' মানে যে কোন বস্তুর উপরে পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করলো বা পুরোপুরি কর্তৃত্ব অর্জন করলো। বাক্যটি যদি মহানবী (সাঃ) এর উপর আরোপিত হয় তাহলে এর অর্থ হবে, মহানবী (সাঃ) এর বল-বিক্রম, বুদ্ধি-মত্তা ও মানসিক শক্তিনিচয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছে।

২৮৭৪। আল্লাহ্ তাআলা যখন স্বীয় সত্তা ও পূর্ণতম মহিমায় মহানবী (সাঃ) এর কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি (সাঃ) তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম স্তরে উন্নীত হলেন। এই আয়তের এই অর্থটি রয়েছে বলে মনে হয় যে ইসলামের জ্যোতির্ময় আলো এত উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে তা সারা বিশ্বকে আলোকিত করতে পারবে। 'হুয়া' তিনি সর্বনামটি আল্লাহ্‌কেও বুঝাতে পারে, মহানবী (সাঃ)কেও বুঝাতে পারে। ১০নং আয়াত দেখুন।

২৮৭৫। 'দাল্লা দাল্ওয়া' অর্থ সে বালতিটি কূপের তলদেশে নামালো, সে বালতিটি কূপের মধ্য থেকে উপরে উঠালো। 'তাদাল্লা' অর্থ সে নীচে নামলো বা নামালো, সে নিকটে এল বা অধিক নিকটবর্তী হলো (লেইন, লিসান)। আয়াতটির অর্থ দাঁড়াচ্ছেঃ হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিকটবর্তী হলেন এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর দিকে ঝুঁকে নিকটবর্তী হলেন। আয়াতটিতে এই অর্থও নিহিত আছে যে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার চরম নৈকট্য লাভ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফল্গু ধারায় আকণ্ঠ পান করলেন এবং তা মানব জাতিকে বিলিয়ে দিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হলেন।

২৮৭৬। 'কাব' ধনুকের ঐ অংশটিকে বলা হয় যা হাত দিয়ে ধরবার স্থান থেকে বাঁকানো প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, ধনুকের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, পরিমাপ বা স্থান। আরবরা বলেন, 'বাইনাহুমা কাবা কাওসাইনে' বা 'তাদের উভয়ের মধ্যে ধনুকের পরিমাপ রয়েছে অর্থাৎ দুই জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আরবী ভাষায় আছে 'রামাওনা আন্ কাউসিন, ওয়াহিদিন্', যার শাব্দিক অর্থ, 'তারা একই ধনুক থেকে আমাদের প্রতি তীর ছুঁড়লো, অর্থাৎ তারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বা একমত হলো। এইরূপে শব্দটি 'ঐকমত'কে বুঝায় (লেইন; লিসান, যমখশরী)। 'কাব' শব্দের তাৎপর্য যাই হোক না কেন, 'কাবা কাওসাইনে' দ্বারা দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় ঐক্যের সম্পর্ককে বুঝায়। এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতম গন্তব্যের দিকে উর্ধস্তর থেকে উর্ধতর স্তর ক্রমাগত অতিক্রম করতে করতে আল্লাহর এতই নিকটে পৌঁছে গেলেন যে উভয়ের মাঝে আর কোন দূরত্ব রইলো না, মহানবী (সাঃ) যেন দুটি ধনুকের একই তন্ত্রী বা রজ্জুতে পরিণত হয়ে গেলেন।' 'দুই ধনুকের একতন্ত্রী- একটি আরবী প্রবাদ, যা আরবদের পুরাতন রীতি থেকে উদ্ভূত। দুই ব্যক্তি যখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো তখন পুরাতন আরব-রীতি অনুযায়ী তাদের দুই জনের ধনুককে একত্রে এমনিভাবে বাঁধতো যে দুটি ধনুক মিলে একটি ধনুকের মতই দেখায়। অতঃপর এই সম্মিলিত ধনুক থেকে দুজনে একটি মাত্র তীরকে সম্মিলিত হস্তে ছুঁড়তো। এর দ্বারা তারা বুঝাতো যে ঐ মুহূর্ত থেকে তারা (যেন) একীভূত হয়ে গেছে, তাদের একের উপর আক্রমণকে অপর জনের উপরে আক্রমণ বলে গণ্য হবে। যদি 'তাদাল্লা' ক্রিয়া শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার দিকে আরোপ করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবেঃ মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বে গেলেন এবং আল্লাহ্ তাআলাও মহানবী (সাঃ) এর দিকে নিম্নে এলেন। এ ছাড়া তারা উভয়ে মিলিত হয়ে যেন এক হয়ে গেলেন। এ ছাড়া এই আয়াতটিতে অন্য একটি সুন্দর-সূক্ষ্ম কথাও রয়েছে। তা হলো মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি হয়ে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১। এরপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সেই ওহী করলেন, যা ওহী (করার সিদ্ধান্ত তিনি) করেছিলেন[২৮৭৭]।

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ⑪

★ ১২। (মুহাম্মদ-সা:) এর হৃদয় সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি[২৮৭৮] যা সে দেখেছিল।

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑫

১৩। এরপরও কি তোমরা তার সাথে সে সম্পর্কে বিতর্ক করছ যা সে দেখেছে?

أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑬

১৪। আর সে তাঁকে অন্য এক অবস্থাতেও দেখেছে[২৮৭৯],

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ⑭

১৫। শেষ সীমায় অবস্থিত কুল গাছের নিকটে[২৮৮০]।

عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ⑮

গিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি প্রেমভরা হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতিপূর্ন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে মানবের কাছে এমনভাবে অবতরণ করলেন যে তাঁর সত্তার উলুহিয়্যেৎ ও ইনসানিয়্যেৎ (ঈশ্বরত্ব ও 'মানবত্ব') একস্থ হয়ে গেল এবং তিনি উলুহিয়্যেৎ ও ইনসানিয়্যতের মিলিত তন্ত্রীর কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হলেন। 'আও আদ্‌না'– 'আরো অধিক নিকটবর্তী' শব্দগুলো দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহ্ তাআলা ও মহানবী (সাঃ) এর মধ্যেকার সম্পর্কের গভীরতা ও নিবিড় অন্তরঙ্গতা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত।

৮ থেকে ১৮ নং আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্ব-ভ্রমণ বা মে'রাজের বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি আধ্যাত্মিকতার মহাকাশগুলোকে অতিক্রম করে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে নীত হলেন এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ সমূহের দর্শন লাভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি দ্বিমুখী অভিজ্ঞতা। একদিকে মহানবী (সাঃ) এর আল্লাহ্‌র দিকে আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্ব-ভ্রমণ এবং অপরদিকে তাঁর দিকে আল্লাহ্ তাআলার জ্যেতির্মালার অবতরণ। 'মে'রাজকে (আধ্যাত্মিক মহা ঊর্ধ্ব-ভ্রমণকে) সাধারণ মানুষ 'ইস্‌রা'র (মহানবী সাঃ এর রাত্রিযোগে জেরুযালেমে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে। আসলে এই দুটি পৃথক পৃথক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। 'ইস্‌রা' ঘটেছিল নবুওয়াতের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরে আর 'মে'রাজের ঘটনা ঘটেছিল এর ছয়-সাত বৎসর পূর্বে মুসলমানদের আবিসিনীয়াতে প্রথম আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরে। এই দুটি ঘটনার যে সব বিশদ বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে রয়েছে সেগুলোকে সতর্কতার সাথে পাঠ করলে এই অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হবে। এই দুটি ঘটনার কিছুটা আলোচনা ১৫৯০ টীকায় দেখুন।

২৮৭৭। 'মা' কখনো কখনো সম্মান, আশ্চর্য কিংবা জোরালোভাবে প্রকাশ এই তিনটির কোন একটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (আকরাব)। এখানে আশ্চর্যবোধ অভিব্যক্ত হয়েছে এইভাবে– আল্লাহ্ তাঁর বান্দা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ওহী করলেন, আর তা ছিল এক চমৎকার মহিমামণ্ডিত ওহী!

২৮৭৮। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, মহানবী (সাঃ) এর হৃদয় যা দেখেছে তা-ই তিনি ব্যক্ত করেছেন। এ ছিল প্রকৃতই সত্য। এ ছিল নিশ্চিত সত্য অভিজ্ঞতা। এতে কল্পনার লেশমাত্র মিশ্রণ ছিল না।

২৮৭৯। মহানবী (সাঃ) এর এই কাশ্‌ফ্ বা দিব্য-দর্শন ছিল একটি যুগল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।

২৮৮০। মহানবী (সাঃ) মে'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার এতই সান্নিধ্যে পৌঁছিলেন যে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্ব-তথ্য এবং সত্যের এক অফুরন্ত অতল সীমাহীন সমুদ্র তার কাছে উপাস্থাপন করা হলো। 'সাদির' শব্দটি, যার অর্থ সমুদ্র, তা একই মূল-ধাতু থেকে উৎপন্ন যা থেকে 'সিদ্‌রাত' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে (লেইন)। আয়াতটি এই কথাও রূপকাকারে বুঝাতে পারে যে কুলগাছের মত মহানবী (সাঃ) এর ঐশী লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষামালা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের শ্রান্ত-ক্লান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল-সুস্থ রাখবে। কুলগাছের পাতা মৃতদেহকে যেমন পচন থেকে রক্ষা করে, তেমনি মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র ঐশী শিক্ষা শুধু আপন পবিত্রতাই রক্ষা করবে না, বরং বিশ্ব মানবকেও পচন ও অপবিত্র হওয়া থেকেও রক্ষা করবে। এমনও হতে পারে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে মহানবী (সাঃ) এর হাতে হাত রেখে সাহাবীগণ একটি বৃক্ষের ছায়াতলে তাঁর প্রতি প্রাণান্ত আনুগত্যের অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই শপথের সাথে সাথে এই বৃক্ষও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবেও। এই আয়াতের বৃক্ষটি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে হুদায়বিয়ার ঐ বৃক্ষটিকেও নির্দেশ করতে পারে।

১৬। এর নিকটেই রয়েছে আশ্রয়দানকারী জান্নাত।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰىۗ ⑯

১৭। (সে এটিকে অন্য অবস্থায় তখন দেখেছিল) যখন কুল গাছটিকে তা ঢেকে ফেলেছিল, যা (অর্থাৎ ঐশী জ্যোতি) সে সময় ঢেকে ফেলে[২৮৮১]।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰىۙ ⑰

১৮। তার দৃষ্টিবিভ্রমও হয়নি এবং (দৃষ্টি) সীমাও ছাড়ায়নি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ⑱

১৯। নিশ্চয় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর মাঝে সবচেয়ে বড় নিদর্শন দেখেছিল।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ⑲

২০। তোমরাও 'লাত' ও 'উয্যা'র কথা বল তো দেখি (এদের মহিমাও কি এরূপ)?

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰىۙ ⑳

২১। আর এ (গুলো) ছাড়া 'মানাত' (নামের) যে তৃতীয় প্রতিমা রয়েছে (এর মহিমাও কি এরূপ)[২৮৮২]?

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ㉑

দেখুন ঃ ক.

২৮৮১। 'যা ঢেকে ফেলে' শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার জ্যোতির্বিকাশকে বুঝাচ্ছে।

২৮৮২। কতিপয় বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক এই উদ্ভট গল্প সৃষ্টি করেছে, মহানবী (সাঃ) অন্তত একবার শয়তানের কবলে পড়েছিলেন। তারা বলে, মক্কাতে মহানবী (সাঃ) একদিন মু'মিন ও কাফিরের একটি সম্মিলিত ক্ষুদ্র সমাবেশে এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতগুলো পর্যন্ত পাঠ করলেন তখন শয়তান চালাকি করে তাঁর মুখ থেকে নিম্নলিখিত বাক্যটি পাঠ করিয়ে নিল, "তিলকাল গারানিকাল উলা ওয়া ইন্না শাফায়াতাহুন্না লাতুরতাজা" অর্থাৎ এই দেবতাগুলো খুবই উচ্চস্তরের এবং এদের 'শাফায়াত' (সুপারিশ) সকলেই আশা করে (যুরকানী)। এই বানোয়াট গল্পটিই তাদের কাছে 'মুহাম্মদের বিচ্যুতি বা পৌত্তলিকতার সাথে সন্ধি' বলে খ্যাত। তারা এই ভিত্তিহীন গল্পটি পেয়েছে 'ওয়াকিদী' নামক একজন অতি মিথ্যুক হাদীস তৈরীকারকের কাছ থেকে অথবা তাবারীর বর্ণনা থেকে, যিনি যা শুনতেন তাই নির্বিচারে লিপিবদ্ধ করতেন এবং যাচাই না করে সকলের কথাই বিশ্বাস করতেন। এই বিদ্বেষী সমালোচকেরা এমন এক মহামানবের উপর এই ঘৃণ্য বক্তব্য আরোপ করতে ঔদ্ধত্য দেখালো যাঁর সারাটা জীবনই পৌত্তলিকতার অসারতা-প্রমাণে ও তার নিন্দাবাদে অতিবাহিত হয়েছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামই ছিল তাঁর ব্রত। এই পবিত্র ব্রত পালনে তিনি ভীতিহীন নিষ্ঠা, বিরতিহীন উদ্দীপনা, আপোষহীন মনোভঙ্গী ও অতুলনীয় সংকল্প দেখিয়েছেন। শত তোষামোদ, শত লোভ-প্রদর্শন, বশীকরণের শত চেষ্টা, সর্বোপরি হত্যার ভীতি, এ সবকিছুই তিনি তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি তাঁর এই পবিত্র মহাব্রত থেকে তিনি এক ইঞ্চিও সরেননি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়চিত্ততার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন (১৮ঃ৭, ৬৮ঃ১০)। পূর্বাপর সমগ্র প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, এই গল্পটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কেবলমাত্র পরবর্তী কয়েকটি আয়াতই নয়, বরং সমগ্র সূরাটিই পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সূরাটির এত সুস্পষ্ট বক্তব্যও মহানবী (সাঃ) এর ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি! ইতিহাসের একটি পাতাও মহানবী (সাঃ) এর তথাকথিত বিচ্যুতির সমর্থন করে না। এই কল্পিত কাহিনীকে কুরআনের সকল তফসীরকারকই 'মিথ্যা-গল্প' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইব্নে কাসীর ও ইমাম রাযী। মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে বিজ্ঞান-মনা হাদীস-বেত্তাগণ যথা 'আইনী', 'কাজী আইয়ায' ও 'নওয়াবী'– সকলেই এই গল্পকে 'কল্পনার আবিষ্কার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনের (সিহাহ্ সেত্তাহ্র) কোথাও এই গল্পটির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত হাদীস সংকলক ইমাম বুখারী (রাঃ), যিনি এই গল্পের সৃষ্টিকারী ওয়াকিদির সমসাময়িক ছিলেন, তিনিও তাঁর 'সহীহ্ বুখারীতে' এই গল্পের বা কাহিনীর উল্লেখ করেননি। কাস্তালানী এবং যুরকানী অন্যান্য কয়েকজন সুযোগ্য আলেমের সহযোগিতায় বর্ণনা করেছেন যে মহানবী (সাঃ) সম্মিলিত সভায় যখন এ সূরাটি তেলাওয়াতের সময়ে এই আয়াতগুলোতে এলেন তখন দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত কোন অবিশ্বাসী পৌত্তলিক উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চস্বরে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। তখন কুরআন তেলাওয়াতের সময় সংশয় সৃষ্টির

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾

২২। তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাঁর জন্য কি [ক]কন্যা সন্তান?

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

২৩। তাহলে এতো এক অত্যন্ত অসংগত বন্টন।

اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾

২৪। [খ]এগুলো তো কেবল নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা এদের দিয়ে রেখেছ। এদের সমর্থনে আল্লাহ্ কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা শুধু কল্পনার[২৮৮৩] এবং যা তাদের প্রবৃত্তি চায় এরই অনুসরণ করে। অথচ নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে সঠিক পথনির্দেশনা এসে গেছে।

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾

★ ২৫। মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে এর সবটাই কি সে পায়?

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

★ ১ [২৬] ৫ ২৬। (বরং সব কিছুর) অবসান এবং (সবকিছুর) সূচনা আল্লাহ্রই হাতে।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

২৭। আর আকাশসমূহে কতই ফিরিশ্তা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন কাজে আসে না। তবে আল্লাহ্ যাকে (সুপারিশ করার) অনুমতি দেন এবং (যার প্রতি) তিনি সন্তুষ্ট[২৮৮৪] তার কথা ভিন্ন।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾

২৮। যারা পরকালে ঈমান আনে না নিশ্চয় তারাই স্ত্রীলোকের নামে ফিরিশ্তাদের নামকরণ করে,

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৯। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করছে। আর নিশ্চয় সত্যের বিপক্ষে [গ]অনুমান কোন কাজেই আসে না।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১০১, ৪৩ঃ১৭, ৫২ঃ৪০ খ. ৭ঃ৭২, ১ঃ৪১ গ. ৬ঃ১১৭, ১০ঃ৩৭।

জন্য এইভাবে বাধা প্রদানপূর্বক নিজের কথা সংযোজন করাটা ছিল কাফিরদের উপহাসের একটা অঙ্গ। এটা ছিল, বলতে কি, তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। ইতিহাস ঘেঁটে প্রমাণ মিলেছে যে জাহেলিয়তের যুগে কুরাইশরা যখন কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতো তখন তারা উপরোক্ত পৌত্তলিক শব্দগুলো উচ্চারণ করতো (মু'জামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড 'উজ্জা' শীর্ষক অধ্যায়)। এও বলা হয়ে থাকে যে উপর্যুক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা হজ্জের ৫৩নং আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথার অসারতা এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে যখন আমরা দেখি, সূরা নাজ্ম অবতীর্ণ হয়েছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে আর সূরা হজ্জ অবতীর্ণ হয়েছিল নবুওয়াতের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বৎসরে। আরও দেখুন ১৯৬২ টীকা।

২৮৮৩। মু'মিন ব্যক্তি সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রস্তরের মত দৃঢ়তা নিয়ে আপন বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাকে (১২ঃ১০৯)। কিন্তু কাফির পৌত্তলিকের বিশ্বাস ও নিয়মাচারের স্বপেক্ষ না আছে কোন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি, না আছে কোন ঐশী অনুমোদন। সে আপন খেয়াল ও অনুমানের দাস হয়ে পড়ে। কুসংস্কার ও বংশানুক্রমিকতাই তার বিশ্বাসের ভিত্তি। এই আয়াত এবং ২৯ আয়াত পৌত্তলিকদের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থানের কথাই ব্যক্ত করেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে ভাঙ্গা ডালে দাঁড়িয়ে আছে।

২৮৮৪। মুল অনুবাদে যা লিখা হয়েছে, তা ছাড়া এ অর্থও প্রযোজ্য– ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুসরণ করে চলে এবং যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট।

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰی ۬ۙ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ لَمۡ یُرِدۡ اِلَّا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۳۰﴾

৩০। সুতরাং যারা আমাদেরকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই চায় না, তুমিও তাদের উপেক্ষা কর।

ذٰلِکَ مَبۡلَغُہُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ ۙ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اہۡتَدٰی ﴿۳۱﴾

★ ৩১। এ হলো তাদের বিদ্যার দৌড়। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাকে ভাল করেই জানেন, যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাকেও ভাল করেই জানেন, [ক]যে হেদায়াত পেয়েছে। (চতুর্থাংশ)

وَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ۙ لِیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اَسَآءُوۡا بِمَا عَمِلُوۡا وَ یَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا بِالۡحُسۡنٰی ﴿۳۲﴾

৩২। আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহ্‌রই। এর ফলে যারা মন্দ কাজ করে তাদের কর্ম অনুযায়ী তিনি তাদের প্রতিফল দেন এবং যারা উত্তম কাজ করে তাদের তিনি সর্বোত্তম পুরস্কার দেন।

اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الۡمَغۡفِرَۃِ ؕ ہُوَ اَعۡلَمُ بِکُمۡ اِذۡ اَنۡشَاَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَ اِذۡ اَنۡتُمۡ اَجِنَّۃٌ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّہٰتِکُمۡ ۚ فَلَا تُزَکُّوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ ؕ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی ﴿۳۳﴾

★ ৩৩। ছোটখাট ভুলত্রুটি[২৮৮৫] ছাড়া [খ]যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীলতা পরিহার করে (তাদের ক্ষেত্রে) নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল। [গ]তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করার পর থেকে এবং তোমরা যখন তোমাদের মায়ের গর্ভে কেবলমাত্র ভ্রূণ আকারে ছিলে (তখন থেকেই) তিনি তোমাদের ভালভাবে জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবী করো না। কে মুত্তাকী তিনিই তা সবচেয়ে ভালো জানেন। (২ [৭] ৬)

اَفَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ تَوَلّٰی ﴿۳۴﴾

৩৪। তুমি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যে (হেদায়াত থেকে) সরে গেছে

وَ اَعۡطٰی قَلِیۡلًا وَّ اَکۡدٰی ﴿۳۵﴾

৩৫। এবং সামান্য কিছু দান করেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে[২৮৮৬]?

اَعِنۡدَہٗ عِلۡمُ الۡغَیۡبِ فَہُوَ یَرٰی ﴿۳۶﴾

৩৬। তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যাতে করে সে প্রকৃত (অবস্থা) দেখতে পায়?

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১২৬, ২৮ঃ৫৭, ৬৮ঃ৮ খ. ৪ঃ৩২, ৪২ঃ৩৮ গ. ১৩ঃ৮।

২৮৮৫। 'লামাম' অর্থ ঘটনা চক্রে, হঠাৎ খারাপ কাজে অগ্রসর হওয়া, ক্ষণস্থায়ী ও ভ্রান্তি, একটি চলন্ত মন্দভাব যা মনের মধ্যে উদয় হয়, কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যায়, স্ত্রীলোকের দিকে হঠাৎ ইচ্ছাহীন দৃষ্টিপাত, এর শব্দ-মূলটির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, ত্বরিৎগতি, বহু-ব্যবধানে ঘটা ও অনিচ্ছায়-ঘটা ইত্যাদি ভাব বিদ্যমান(লেইন)।

২৮৮৬। 'আক্‌দা' যখন কোন ব্যক্তির ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় সে কৃপণতার সাথে দান করেছিল বা অনিচ্ছায় দান করেছিল, সে যা চেয়েছিল তা পায়নি। যখন এই শব্দটি খনি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন 'খনিটি কোন হীরক বা জহরত বের করলো না' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি খননকারীর সম্বন্ধে যখন ব্যবহৃত হয় তখন এই কথা বুঝায় যে খননকারী খনন করতে করতে শক্ত পাথরের নাগাল পেল, অতঃপর আর খনন করতে পারলো না (আকরাব)।

৩৭। অথবা তাকে কি সে সংবাদ দেয়া হয়নি যা মূসার ঐশী পুস্তকসমূহে রয়েছে

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ

৩৮। এবং অঙ্গীকার পূর্ণকারী ইব্‌রাহীমের (পুস্তকসমূহেও যা রয়েছে)?

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ

৩৯। (আর তা হলো,) [ক]কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না[২৮৮৭]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

★ ৪০। এবং মানুষের জন্য তার চেষ্টাপ্রচেষ্টার (ফল) ছাড়া আর কিছুই[২৮৮৮] নেই,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

★ ৪১। আর এ ছাড়া তার প্রচেষ্টাও শীঘ্রই স্বীকৃত হবে,

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

৪২। এরপর তাকে (এর) পুরোপুরি পুরস্কার দেয়া হবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

৪৩। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের[২৮৮৯] দিকেই অবশেষে (সবকিছুকেই ফিরে) যেতে হবে।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

৪৪। আর তিনিই হাসান ও কাঁদান

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ

৪৫। এবং [খ]তিনিই মৃত্যু দেন এবং জীবিতও করেন।

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

৪৬। আর তিনিই জোড়া [গ]সৃষ্টি করেন অর্থাৎ নর ও নারী

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

৪৭। বীর্য থেকে, যখন তা (জরায়ুতে) ফেলা হয়।

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

৪৮। আর এ ছাড়াও পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো তাঁর দায়িত্ব।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৬৫, ১৭ঃ১৬, ৩৫ঃ১৯, ৩৯ঃ৮ খ. ২ঃ২৯, ৩০ঃ৪১ গ. ৪ঃ২, ৭ঃ১৯০, ৩০ঃ২২ ঘ. ৫৬ঃ৫৯-৬০, ৭৫ঃ৩৮, ৮৬ঃ৭

২৮৮৭। নিজের পতাকা প্রত্যেককে নিজেই বহন করতে হবে, নিজের বোঝা অন্যে বইবে না।

২৮৮৮। পূত-পবিত্র নীতিমালা ও পুণ্যময় আদর্শ সহকারে যারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কেবল তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই আয়াতের অপর অর্থ হলো, প্রত্যেকেরই আপন পরিশ্রমের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

২৮৮৯। কার্য-কারণের সারাটা শৃঙ্খল আল্লাহ্‌তে গিয়ে সমাপ্ত হয়। তিনিই সকল কারণের আদি কারণ। কার্য-কারণ ও এর ধারাবাহিকতা একটি প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে সারা বিশ্বজগতে ব্যপ্ত রয়েছে। প্রত্যেকটি কারণ, যা প্রাথমিক নয় তা অন্য কারণ থেকে উদ্ভূত এবং এই অন্য কারণটিও অপর আরেকটি কারণ থেকে উদ্ভূত। এইরূপভাবে এক কারণের পর অন্য কারণের এক অনন্ত শৃঙ্খলে সব কিছুই চলছে।

وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

৪৯। আর তিনিই ধনী করেন এবং ধনভান্ডার[২৮৮৯-ক] দান করেন।

وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

৫০। আর তিনিই লুব্ধক (তারকার) প্রভু[২৮৯০]।

وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ

৫১। আর প্রথম 'আদ' (জাতিকে)[২৮৯১] তিনিই ধ্বংস করেছিলেন

وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ

৫২। এবং 'সামূদ' (জাতিকেও ধ্বংস করেছিলেন)। আর তিনি (তাদের) কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ

৫৩। আর (তিনি) তাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছিলেন)। নিশ্চয় তারাই সবচেয়ে বেশি যালেম ও বিদ্রোহপরায়ণ ছিল।

وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

★ ৫৪। আর তিনি (লূতের জাতির) বিধ্বস্ত জনপদগুলোকেও উল্টিয়ে ফেলেছিলেন।

فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ

★ ৫৫। অতএব তাদের তা ঢেকে ফেলেছিল, যা (এমতাবস্থায়) ঢেকে ফেলে[২৮৯২]।

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ

৫৬। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ সম্পর্কে বিতর্ক করবে[২৮৯৩]?

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্কবাণীসমূহের ন্যায় এও এক সতর্কবাণী।★

২৮৮৯-ক। 'আগনাল্লাহ্‌ ফুলানান্‌' আল্লাহ্‌ অমুককে ধনী করেছেন এবং এত বেশী দিয়েছেন যে সে পরিতৃপ্ত হয়েছে (লেইন)।

২৮৯০। 'লুব্ধক তারকার প্রভু'। পৌত্তলিক আরবরা 'সিরিউস' (লুব্ধক) নামক দেবতাকে ধন-দারিদ্র ও ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা করতো।

২৮৯১। তওহীদের স্বপক্ষে বিবেকের যুক্তি ও মানুষের অকিঞ্চিৎকর জন্মলগ্নের বিষয় অবতারণা করে এখন সূরাটি এই আয়াত থেকে তওহীদের স্বপক্ষে ইতিহাসের ঘটনাবলীর অবতারণা করছে।

২৮৯২। 'মা' উপপদটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; 'মা গাশ্‌শা' যা বা যিনি আচ্ছাদিত করেন। এখানে অর্থ হচ্ছে, মহা শাস্তি তাদেরকে আচ্ছাদিত করলো।

২৮৯৩। মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে এত অধিক সংখ্যক সুস্পষ্ট ও অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শনাবলী দেখার পরও অবিশ্বাসীরা সত্য গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, তারা আর কত কাল সত্যকে অগ্রাহ্য করে অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকবে?

★['নাযীর' (সতর্ককারী) 'ইনযার' (সতর্কবাণী) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল মুনজিদ দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৮। (এ জাতিরও) প্রতিশ্রুত মুহূর্ত[২৮৯৪] ঘনিয়ে এসেছে। أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٨﴾

৫৯। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা কেউ টলাতে পারবে না। لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٩﴾

৬০। তবে কি তোমরা এ কথায় অবাক হচ্ছ? أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। আর তোমরা হাসছ! তোমরা কাঁদছ না (কেন)? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦١﴾

৬২। আর তোমরা তো উদাসীন। وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦٢﴾

রুকূ-৩ [৩০] ৭

৬৩। অতএব আল্লাহ্‌র সমীপে সিজদাবনত হও এবং (তাঁর) ক·ইবাদত কর[২৮৯৫]। فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ২০৬, ২২ঃ৭৮, ৪১ঃ৩৮, ৯৬ঃ২০

২৮৯৪। 'আজেফা' অর্থ বিচার- দিবস, পুনরুত্থান, সন্নিহিত ঘটনা, মৃত্যু (লেইন)। নবুওয়াতের প্রথমদিকেই পঞ্চম বৎসরে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন শত্রুর হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ভীতি-প্রদর্শন ও অমানুষিক অত্যাচারের কারণে ইসলামের ভাগ্যাকাশ দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল। ঐ সময়ে এই সূরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে কুরায়শদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সূরাটিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আরো অধিক জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে (৫৪ঃ৪৬)।

২৮৯৫। মহানবী(সাঃ) যখন এই সূরাটি তেলাওয়াত করে উপস্থিত মুমিন-কাফির সকলকে শুনিয়ে শেষ করলেন এবং অনুসারীবৃন্দসহ নিজে সিজদায় পড়লেন তখন কাফিররাও তেলাওয়াতের ভাব-গাম্ভীর্যে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার মহিমা-কীর্তন শুনে অভিভূত হয়ে সিজদায় পড়েছিল। এইরূপ করা তাদের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা তারাও আল্লাহ্‌ তাআলাকে স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ প্রভু বলে মনে করতো এবং তাদের উপাস্য দেবতাগুলোকে সর্বোচ্চ প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম বা যোজক হিসাবে জ্ঞান করতো (১০ঃ১৯)। এই যুক্তিসঙ্গত ঘটনাকে ২০,২১,২২ নং আয়াতের সাথে জড়িয়ে কল্পনাবিলাসীদের দ্বারা মিথ্যা কাহিনীর জাল বোনা হয়েছিল। এর মাঝে দুর্নাম রটনাকারীরা মহানবী (সাঃ) এর 'বিচ্যুতির' সন্ধান পেয়েছে বলে মনে করে থাকে। কিন্তু এই সকল মিথ্যা রটনাকারীরা যে আসলেই বিভ্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সূরা আল্ কামার-৫৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী 'আন্ নাজ্‌মের' অবতীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে নবুওয়াতের ৫ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা আন্ নাজ্‌ম কাফিরদেরকে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল যে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর এই সূরা আরম্ভ হয়েছে অনুরূপ একটি সাবধানবাণী দ্বারা যে কাফিরদের ধ্বংসের নির্ধারিত সময় অতি সন্নিকটে বরং দ্বারদেশে উপস্থিত। সূরা 'কাফ' থেকে আরম্ভ করে সূরা 'ওয়াকেআ' পর্যন্ত যে সাতটি সূরায় নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল, এই সূরাটি সেই সাতটি সূরার পঞ্চম স্থানীয়। এই সূরাগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ব, পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন, মানবের বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ইতিহাসের ভিত্তিতে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এই সূরাগুলোর এক একটিতে এক এক ধরনের যুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, অন্য যুক্তিগুলোকে কেবল স্পর্শ করেছে মাত্র। আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ) এর দাবীর সত্যতা ও পুনরুত্থানের যথার্থতা, পূর্ববর্তী নবীগণের জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে নূহ (আঃ) এর জাতি,'আদ', 'সামূদ' জাতি ও লূত (আঃ) এর জাতির দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। সূরার শেষদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দিকে, যে ভবিষ্যদ্বাণী পৌত্তলিক আরবদের ক্ষমতাচ্যুতি ও ধ্বংস পূর্বেই সূরা 'নাজ্‌মের' ৫৮ নং আয়াতে সাবধান-বাণীরূপে উচ্চারিত হয়েছিল।
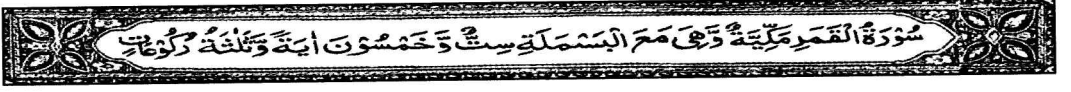
সূরা আল্ কামার-৫৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। [খ]প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অত্যাসন্ন এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে[২৮৯৬]।

اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَۃُ وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ ②

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২১ঃ২।

২৮৯৬। খালি চোখে দেখা চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে বা লংঘনে ঘটেছিল কিনা তা বলা মুস্কিল। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে সত্য সাব্যস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করা আরো বেশী মুস্কিল। ঐশী গুপ্ত-তত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্যাবলীর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে বা পূর্ণমাত্রায় বোধগম্য হয়েছে কিংবা সেগুলোর সকল কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এরূপ দাবী কেউই করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথাও কল্পনা করা যায় না বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো, আর পৃথিবীর কোন মানমন্দিরে তা ধরা পড়লো না বা রেকর্ডভুক্ত হলো না কিংবা ইতিহাসের পাতায় তা লিপিবদ্ধ হলো না। কিন্তু দেখা যায়, বিশ্বস্ত হাদীসের গ্রন্থ 'বুখারী' ও 'মুসলিম' শরীফেও এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদীস-বেত্তাগণ একের পর এক ক্রমাগতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায়, এরূপ অস্বাভাবিক ধরনের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল। কুরআনের তফসীরকারদের মধ্যে অনেকেই (যথাঃ ইমাম রাযী) এই ঘটনার জটিলতা দেখে বলেছেন, এই ঘটনাটি একটি চন্দ্র-গ্রহণ ছিল। ইমাম গায্‌যালী ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এই মতের সমর্থনে বলেন, চন্দ্র আসলে দ্বিখণ্ডিত হয়নি। তবে আল্লাহ্ এমনই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন যে মানুষের চোখে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও শাহ্ আব্দুল আযীযের মতেও এটা ছিল এক বিশেষ ধরনের চন্দ্র-গ্রহণ। যা হোক যে উদাত্ত ভাষায় এই ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ থাকে না যে ব্যাপারটি চন্দ্র-গ্রহণের চাইতে অনেক বড় কিছু ছিল। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)কে বার বার অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাই মহানবী (সাঃ) মু'জেযাস্বরূপ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় এই ঘটনার অবতারণা করেছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)। মনে হয়, এটা মহানবী (সাঃ) এর একটি উচ্চ পর্যায়ের দিব্য-দর্শন বা কাশ্‌ফ ছিল, যাতে কয়েকজন 'সাহাবী' ও কয়েকজন কাফিরকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল, যেমনটি ঘটেছিল মূসা (আঃ) এর বেলায়। মূসা (আঃ) এর লাঠি চলন্ত সাপের মত হয়ে যাওয়ার ব্যাপরটাও ছিল এক উচ্চাঙ্গের দিব্য-দর্শন, যার প্রভাব বলয়ে ফেরাউনের যাদুকরদেরকে অন্তর্ভুক্ত রাখায় তারাও লাঠিকে চলন্ত সাপরূপে দেখেছিল। নবীগণের আত্মিক প্রভাবেই এইরূপ অবস্থা সৃষ্ট হয়। মূসা (আঃ) যখন নিজের লাঠি দ্বারা সমুদ্র-জলে আঘাত করলেন তখন ছিল ঠিক ভাটার সময় এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ব্যাপরটা একটা মু'জেযাতে পরিণত হলো। ঠিক এমনিভাবে হয়তোবা নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ্ তাআলা এমনি একটি 'চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিত' করে দেখাবার আদেশ দিলেন, যখন চন্দ্রের ব্যাসের উপর দূরবর্তী মহাকাশের কোন গ্রহ বা তারকার স্বল্পস্থায়ী ছায়া পড়ার সময় ছিল, যার কারণে চন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত দেখিয়েছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ ব্যখ্যা এটাই যে চন্দ্র ছিল আরবদের জাতীয় প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিদর্শন, যেমন সূর্য পারস্য জাতি-সত্তার প্রতীক। খয়বরের ইহুদী নেতা ইব্‌নে আখ্‌তারের কন্যা সফিয়া যখন তার পিতার কাছে আপন স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, তিনি তার কোলে চন্দ্র পতিত হতে দেখেছেন তখন পিতা কন্যাকে সজোরে চপোটাঘাতে করে বললো,"তুই সারা আরবের অধিপতিকে বিবাহ করতে চাস?" খয়বর বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) এর সাথে সফিয়ার বিয়ে হওয়ার মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তাবায়িত হয়েছির (যুরকানী ও উস্‌দুল গাব্বা)। এইরূপে হযরত আয়েশা(রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর গৃহে তিনটি চাঁদ পতিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ),হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের (রাঃ),এই বাসগৃহে একের পর এক, দাফনের মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় (মুয়াত্তা, কিতাবুল জানায়েয)। 'কমর' (চন্দ্র) শব্দের এই তাৎপর্য অনুযায়ী এই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী সূরার ৫৮ নং আয়াতে অবিশ্বাসী আরব জাতির ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে, এর সময় এসে গেছে।' 'আস্ সাআত' (নির্দিষ্ট মুহূর্ত) বলতে এখানে নিকট ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বদরের যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে,যে যুদ্ধে কুরায়শদের প্রায় সকল নেতা ও প্রধানরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং এইভাবে তাদের ক্ষমতা-বিলুপ্তির ভিত্তি রচিত হয়েছিল। অতএব এই আয়াতটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যা ঘোষণার আট-নয় বৎসরের মধ্যেই সগৌরবে পূর্ণ হয়েছিল। উপরন্তু অনেক লেখকের মতে 'ইন্‌শাক্কাল কামারু' কথাটির অর্থ হয়, 'ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' এই অর্থ ধরলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে, কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তি ও ধ্বংসের ক্ষণ উপস্থিত হয়ে গিয়েছে এবং এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নবী করীম (সাঃ) সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল।১০২৩ টীকাও দেখুন।

৩। [ক]আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং বলে, '(এতো) চিরাচরিত যাদু[২৮৯৭]।'

وَإِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٣﴾

৪। আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে (এবং তাড়াহুড়ো করেছে), অথচ প্রত্যেক আদেশ (যথাসময়ে) কার্যকর হয়ে থাকে[২৮৯৮]।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٤﴾

৫। আর তাদের কাছে এমন কিছু সংবাদ পৌছেছে যাতে কঠোর হুঁশিয়ারী ছিল,

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٥﴾

৬। (এ ছাড়া) প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রজ্ঞা(ও) ছিল। তথাপি [খ]সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে এল না।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٦﴾

৭। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর। তারা সেদিনটি (দেখবে) যখন আহ্বানকারী এক ভয়ঙ্কর অপছন্দনীয় বিষয়ের (অর্থাৎ আযাবের) দিকে আহ্বান করবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٧﴾

৮। [গ](তখন) তাদের দৃষ্টি লাঞ্ছনায় অবনত থাকবে। তারা কবর[২৮৯৯] থেকে (এমনভাবে) বের হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿٨﴾

৯। [ঘ]তারা আহ্বানকারীর[২৯০০] দিকে দৌড়াতে থাকবে। অস্বীকারকারীরা বলতে থাকবে, 'এ বড়ই কঠিন দিন।'

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٩﴾

১০। এদের পূর্বে নূহের[২৯০১] জাতিও [ঙ]প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল, 'সে তো এক [চ]উন্মাদ এবং বিতাড়িত (এক ব্যক্তি)।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿١٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৩ খ. ১০ঃ১০২ গ. ৭০ঃ৪৫ ঘ.১৪ঃ৪৪;৩৬ঃ৫২ ঙ. ৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৩৫ঃ২৬;৪০ঃ৬ চ. ২৩ঃ২৬।

২৮৯৭। 'মুস্তামির' অর্থ (১) চলমান, অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, (২) বহমান, অবিরাম, (৩) শক্তিমান, দৃঢ় (আকরাব)।

২৯৯৮। কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌ তাআলা গ্রহণ করেছেন, আর আল্লাহ্‌র হুকুম বা সিদ্ধান্ত কখনো টলে না।

২৮৯৯। 'আজদাস' অর্থ কবর, এখানে কাফিরদের গৃহকে বুঝাচ্ছে। কুরআনের অনেক স্থলে কাফিরদেরকে মৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বা মৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তারা আত্মিক জীবন থেকে একেবারেই আত্ম-বঞ্চিত (২৭ঃ৮১ ৩৫ঃ২৩)।

২৯০০। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে মক্কার কুরায়শদের ক্ষমতা বিলুপ্তি ও চূড়ান্ত পতনের দিনের দৃশ্য কি চমৎকারভাবেই না বর্ণিত হয়েছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব যে মুহাম্মদ (সাঃ)কে কুরায়শরা মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তাঁর শিরোচ্ছেদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, আজ তাঁকে রাজধানী মক্কা নগরীর সিংহদ্বারে মহাবিজয়ীর মহিমায় তাদের উপর আদেশপ্রদানকারী ও সমনজারীকারী রূপে দেখতে পেয়ে তারা বিভ্রান্ত, ভীতি-বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে পড়লো।

২৯০১। নূহ (আঃ) এর জাতি, 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি এবং লূত(আঃ) এর জাতির কাহিনী বার বার কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ এই জাতিগুলো হেজাযের নিকটবর্তী এলাকার সীমান্তের ওপারে বসবাস করতো। তাদের ইতিহাস আরবদের অনেকটা জানা ছিল এবং তাদের সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল। নূহ (আঃ) এর জাতির বসবাস ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব ইরাকে। 'আদ' উপজাতি বাস করতো ইয়েমেন ও হাযারামাউত এলাকায় যা এখন আরবেরই দক্ষিণাংশ। 'সামূদ' উপজাতি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ। তারা আরবের উত্তর-পশ্চিমে হেজায থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। আর লূত(আঃ) এর হতভাগ্য জাতি বাস করতো সদোম, ঘমোরা ও ফিলিস্তীনে।

১১। তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডেকেছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাস্ত হয়ে গেছি। অতএব তুমি আমাকে ক.সাহায্য কর।'

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیۡ مَغۡلُوۡبٌ فَانۡتَصِرۡ ﴿۱۱﴾

১২। তখন আমরা অবিরাম বর্ষণরত পানির মাধ্যমে আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম।

فَفَتَحۡنَاۤ اَبۡوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ ﴿۫ۖ۱۲﴾

১৩। খ.আর আমরা ঝরণার আকারে ভূমিকে বিদীর্ণ করে দিলাম। অতএব পানি[২৯০২] এরূপ এক উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে গেল, যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

وَّ فَجَّرۡنَا الۡاَرۡضَ عُیُوۡنًا فَالۡتَقَی الۡمَآءُ عَلٰۤی اَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَ ﴿ۚ۱۳﴾

১৪। আর গ.আমরা তাকে (অর্থাৎ নূহকে) তক্তা ও পেরেক (নির্মিত নৌকায়) আরোহণ করালাম।

وَ حَمَلۡنٰهُ عَلٰی ذَاتِ اَلۡوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ﴿ۙ۱۴﴾

১৫। এ (নৌকাটি) আমাদের ঘ.চোখের সামনে (আমাদের নিরাপত্তায়) চলছিল। (আর) এটা ছিল সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কারস্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

تَجۡرِیۡ بِاَعۡیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنۡ کَانَ کُفِرَ ﴿۱۵﴾

১৬। ঙ.আর নিশ্চয় আমরা এ (নৌকাকে) এক বড় নিদর্শনে পরিণত করলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?★

وَ لَقَدۡ تَّرَکۡنٰهَاۤ اٰیَۃً فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّکِرٍ ﴿۱۶﴾

১৭। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব ও আমার সতর্কীকরণ!

فَکَیۡفَ کَانَ عَذَابِیۡ وَ نُذُرِ ﴿۱۷﴾

১৮। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার)[২৯০৩] জন্য চ.সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَ لَقَدۡ یَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّکۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّکِرٍ ﴿۱۸﴾

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ২৭;২৬ঃ১১৮-১১৯ খ. ১১ঃ৪১ গ. ২৬ঃ১২০;২৯ঃ১৬ ঘ. ১১.৪২-৪৩ ঙ. ২৯ঃ১৬ চ. ১৯ঃ৯৮;৪৪ঃ৫৯।

২৯০২। আকাশ থেকে মুষলধারে ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হতে লাগলো এবং ভূগর্ভ থেকেও স্রোতের মত পানি উঠতে লাগলো। উভয় পানি মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করলো এবং দেখতে দেখতে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দিয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করলো। আর এইভাবেই নূহ (আঃ) এর অত্যাচারী-অবিশ্বাসী জাতি ডুবে মরলো।

★[১৩-১৬ আয়াতে যহরত নূহ (আ:) এর নৌকার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ নৌকা কাঠের তক্তা ও পেরেক দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এখেকে বুঝা যায় হযরত নূহ (আ:) এর যুগে শিল্প ও প্রযুক্তিতে মানুষ এত উন্নতি করেছিল যে তারা লোহার ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে গিয়েছিল। আর সম্ভবত তারা কাঠের তক্তা বানানোর জন্য করাতও বানাতে পারতো।

এ নৌকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ নিদর্শনটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে ঈমানবর্ধক প্রমাণিত হবে। এতে এ সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয়েছে, হযরত নূহ (আ:) এর নৌকা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিদর্শনরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদিও খৃষ্টানরা কুরআন করীমের এ বর্ণনার কোন খবর রাখে না, তবুও হযরত নূহ (আ:) এর এ নৌকা একটি নিদর্শনরূপে কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত আছে বলে তারা মনে করেন। সর্বত্র এ নৌকার অনুসন্ধান চলছে। কুরআনী আয়াতের সূত্রে এ নৌকার সন্ধানের জন্য আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকেও কিছু লোক এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আমার গবেষণা অনুযায়ী এ নৌকা মৃত সাগরের (Dead sea) তলদেশে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যথাসময়ে এটি বের করে আনা হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯০৩। কুরআন অন্য অর্থেও সহজ করা হয়েছে, এইভাবে যে পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থাবলীর শাশ্বত ও চিরস্থায়ী শিক্ষাগুলো এতে স্থান লাভ করেছে। অবশ্য এই কথাও সত্য, অনেক নতুন যুগোপযোগী শিক্ষা যা সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল অথচ পুরানো গ্রন্থাবলীতে তা ছিল না, সেগুলোও এতে সংযোজিত হয়েছে (৯৮ঃ৪)। আল্লাহ্ তাআলার সঠিক পরিচিতির মহামূল্য সম্পদ এবং সেই অজানার অন্তহীন নিগূঢ় রহস্যাবলী যা কুরআন করীমে রয়েছে, সেইগুলোর ভাণ্ডার ঐ সকল অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশালী ধার্মিক লোকদের অদৃষ্টেই জোটে, যারা নিজেদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ অনন্তের সন্ধানে নিয়োজিত রাখেন এবং সুদীর্ঘ ও সুকঠিন সাধনার পথ বেয়ে বেয়ে ঐশী সান্নিধ্যে উপনীত হন ও আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক পরিশুদ্ধ হন (৫৬ঃ৮০)।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

১৯। ক.'আদ' (জাতিও) প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণ!

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

২০। নিশ্চয় খ.আমরা এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে[২৯০৪] তাদের ওপর এক প্রচন্ড গতিসম্পন্ন বায়ু পাঠিয়েছিলাম,

تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ

২১। যা মানুষকে গ.মূলোৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় আঁছড়ে ফেলছিল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ

২২। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণ!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

১ [২৩] ৮ ২৩। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ

২৪। ঘ.'সামূদ' (জাতিও) সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল[২৯০৫]।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ

★ ২৫। আর তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই একজনকে অনুসরণ করবো? তাহলে আমরা অবশ্যই মারাত্মক ভুল করবো এবং পাগলামোর (শিকার) হব[২৯০৬]।

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ

২৬। ঙ.আমাদের মাঝ থেকে কি শুধু এরই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে? আসলে এ তো চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।'

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ

২৭। তারা আগামীকাল (অর্থাৎ অচিরেই) অবশ্যই জেনে যাবে কে চরম মিথ্যাবাদী (ও) দাম্ভিক।

দেখুন ঃ ক. ২৬.১২৪ খ. ৪১ঃ১৭; ৬৯ঃ৭ গ. ৬৯ঃ৮ ঘ.৬৯ঃ৫ ঙ. ৩৮ঃ৯।

২৯০৪। এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে কোন একটি বিশিষ্ট সময় যা শুভ বা অশুভ, ভাগ্যসূচক বা দুর্ভাগ্যসূচক। তবে এর অর্থ এতটুকুই যে ঐ (শাস্তির) দিনটা 'আদ'জাতির জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ছিল।

২৯০৫। যেহেতু সকল নবীই আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং সকল নবীই তাদের ওহী-ইলহাম ও শিক্ষামালা একই ঐশী উৎস থেকে প্রাপ্ত হন এবং একই মৌলিক সত্য ও তত্ত্ব ঐ শিক্ষামালারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, সেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করলে কার্যত সকল নবীকেই অস্বীকার করা হয়ে যায়। সে কারণেই 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি এবং নূহ(আঃ) ও লূত(আঃ) এর জাতি নিজ নিজ জাতির বিশিষ্ট নবীকে অস্বীকার করলেও এই আয়াতে তাদেরকে 'নবীগণের' অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২৯০৬। 'সূরিয়া' মানে সে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। 'সউর' অর্থ উন্মত্ততা বা পাগলাবস্থা, ভূতে পাওয়া অবস্থা, শাস্তি, চরম উত্তাপ, ক্ষুধা, বা তৃষ্ণা, রাগ, বেদনা (লেইন)।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

২৮। নিশ্চয় আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য এক [ক]উটনী পাঠাবো। সুতরাং (হে সালেহ্) তুমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ এবং ধৈর্য ধর।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

★ ২৯। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের মাঝে নিশ্চয় পানি ভাগ করে দেয়া হয়েছে। (পানি) পানের পালা মেনে চলতে[২৯০৭] হবে।'

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

★ ৩০। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকলো। আর সে উদ্যত হয়ে এ (উটনীকে) আঘাত করে (এর) [খ]পায়ের রগ কেটে দিল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

৩১। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব এবং সতর্কীকরণ!

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

৩২। নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর এক বিকট শব্দের (আযাব) পাঠালাম। তখন তারা কর্তিত ফসলের পদদলিত শুকনো মূলের ন্যায় হয়ে গেল[২৯০৮]।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

৩৩। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

৩৪। [গ]লূতের জাতিও সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ

৩৫। [ঘ]নিশ্চয় আমরা লূতের পরিবার ছাড়া তাদের সবার ওপর পাথর (বর্ষণকারী) ঝড় পাঠিয়েছিলাম। আমরা তাদের (অর্থাৎ লূতের পরিবারকে) প্রত্যুষে রক্ষা করেছিলাম

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ

৩৬। আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহরূপে। এভাবেই আমরা কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৪;১১ঃ৬৫;১৭ঃ৬০ খ. ৭ঃ৭৮;১১ঃ৬৬;২৬ঃ১৫৮;১৯ঃ১৫ গ. ২৬ঃ১৬১ ঘ. ২৫ঃ৪১;২৬ঃ১৭৪।

২৯০৭। 'শর্‌ব' হলো 'শারিবা' থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। 'শির্‌ব' অর্থ পানীয় জল, এক ঢোক পানি, পানির যে অংশটুকু একজনের ভাগে পড়ে, পশুর পানের জন্য কিংবা ক্ষেতে দিবার জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়ার অধিকার,যে স্থলে পানি দেয়া হয়, পানির পালা, 'শুরব' অর্থ পানি পান করার কাজ (লেইন)।

২৯০৮। অবিশ্বাসীদের একেবারে ধ্বংস করা হলো। অথবা আল্লাহ্‌র কাছে তাদের অবস্থা কেটে ফেলা ফসলের পদদলিত মূলের ন্যায় হয়ে গেল।

৩৭। অর নিশ্চয় সে (অর্থাৎ লূত) আমাদের শাস্তি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেল।

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝٣٧

৩৮। আর তারা তাকে তার মেহমানদের বিরুদ্ধে ফুসলাতে চেয়েছিল। তাই আমরা তাদের চোখ জ্যোতিহীন করে দিলাম[২৯০৯]। অতএব তোমরা আমার আযাব এবং আমার সতর্কীকরণের স্বাদ ভোগ কর।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ۝٣٨

৩৯। আর নিশ্চয় খুব ভোরেই তাদের ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী আযাব এসে পড়লো।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣٩

৪০। (আমরা তাদের বললাম,) 'তোমরা এখন আমার আযাব ও আমার সতর্কীকরণের স্বাদ ভোগ কর।'

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ۝٤٠

৪১। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

৩ [১৮] ৯

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٤١

৪২। আর ফেরাউনের জাতির কাছেও নিশ্চয় সতর্ককারীরা এসেছিল।

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝٤٢

৪৩। [ক]তারা আমাদের সব ধরনের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল। অতএব আমরা এক মহাপরাক্রমশালী শক্তিধরের ধরে ফেলার ন্যায় তাদেরকে শক্তভাবে ধরে ফেললাম[২৯১০]।

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٤٣

৪৪। (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের যুগের অস্বীকারকারীরা কি তাদের চেয়ে উত্তম? অথবা ঐশী পুস্তকে (আযাব থেকে) তোমাদের [খ]রেহাই পাওয়ার কোন (কথা লিপিবদ্ধ) আছে কি[২৯১১]?

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝٤٤

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৭ খ. ২ঃ৮১।

২৯০৯। লূতের (আঃ) জাতি তাঁর অতিথিগণকে ধরে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা লুকিয়েছিল বলে মনে হয়। তাই তারা অতিথিগণকে দেখতে পেল না। এই অর্থও হতে পারে, আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থাই করলেন যে লূতের জাতির মনোযোগ অন্যদিকে ফিরে গেল।

২৯১০। ফেরাউন অতি প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ ছিল। সে নিজেকে "বনী ইসরাঈলীদের অবিসম্বাদিত প্রভু" বলে মনে করতো (৭৯ঃ২৫)। অতএব মূসা(আঃ) ও হারুন (আঃ) এর প্রভু, যিনি সত্যিকার সর্বশক্তিমান, তিনি সেই 'স্ব-ঘোষিত প্রভু' ফেরাউনের বিরুদ্ধে এমন শক্তি প্রয়োগ করলেন যার ফলে সে একেবারে উৎখাত হয়ে গেল।

২৯১১। অবিশ্বাসী পৌত্তলিক কুরায়শদেরকে এ আয়াতে নূতন ধরনের সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে এবং তা হচ্ছে, তোমরা ঐ সকল জাতি থেকে কোন্ অংশে উত্তম যারা নূহ, হূদ, লূত, সালেহ্ বা মূসা (আলাইহিমুস সালাম)কে প্রত্যাখ্যান করেছিল? তোমরা কি ঐশী গ্রন্থাবলীতে নিজেদের সম্বন্ধে এমন কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যে মহানবী (সাঃ) কে প্রত্যাখান করলেও তোমরা শাস্তি পাবে না?

৪৫। তারা কি বলে, 'আমরা এক বিজয়ী দল'?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। [ক]অবশ্যই এ বিশাল দলকে পরাস্ত করা হবে[২৯১২] এবং তারা পিটটান দিয়ে (পালাবে)।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৭। বরং তাদেরকে (ধ্বংসের) মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং সেই মুহূর্ত অত্যন্ত কঠোর ও ভীষণ তিক্ত হবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তিতে ও দহনকারী আযাবে থাকবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। সেদিন তাদের অধোমুখী করে আগুনে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে[২৯১৩]। (তাদের বলা হবে,) 'তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ ভোগ কর।'

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে এক [খ]যথাযথ পরিমাপে সৃষ্টি করেছি[২৯১৪]।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫১। আর আমাদের আদেশ [গ]চোখের পলক ফেলার ন্যায়[২৯১৫] এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫২। আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের মত বহু দলকে (পূর্বেও) ধ্বংস করেছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৩;৮ঃ৩৭;৩৮ঃ১২ খ. ১৫ঃ২২;২৫ঃ৩ গ.৭ঃ১৮৮;১৬ঃ৭৮।

২৯১২। মক্কার সেনাবাহিনী যে অতি শীঘ্রই মুসলমানদের হাতে চরম পরাজয় বরণ করবে তার সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী এই আয়াতে রয়েছে এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'বদরের যুদ্ধে' এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা জগদ্বাসী দেখতে পেয়েছে। এই অসম যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা সর্বতোভাবে এতই প্রতিকূল ছিল যে তা বর্ণনা করা কঠিন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রার্থনাতাবুতে গিয়ে বিনীত-বিগলিত চিত্তে মর্মস্পর্শী ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন," "হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাই, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। যদি এই ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার ইবাদত পৃথিবীতে আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না'(বুখারী)। প্রার্থনা শেষ করে হুযূর (সাঃ) তাবু থেকে বের হয়ে এলেন এবং যুদ্ধ-ময়দানের দিকে মুখ করে এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 'অবশ্যই এ বিশাল দলকে পরাস্ত করা হবে এবং তারা পিটটান দিয়ে (পালাবে)।'

২৯১৩। বদরের পরাজয় কুরায়শদের জন্য ছিল সত্য সত্যই একটি ধ্বংসাত্মক মহা বিপর্যয়। তাদের প্রতাপ ও মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তাদের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নিহত হলো এবং তাদের মৃতদেহগুলো টেনে-হ্যাঁচড়িয়ে গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। মহানবী (সাঃ) ঐ গর্তের কিনারায় গেলেন এবং মৃত দেহগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছ? আমি তো আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখলাম"। (বুখারী, কিতাবুল মাগাজী) এভাবেই এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি শান-শওকতের সাথে পূর্ণ হয়েছিল।

২৯১৪। প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত স্থান আছে।

২৯১৫। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের পরাজয় ছিল বিনা মেঘে বজ্রঘাতস্বরূপ। এটা ঘটেছিল অতি দ্রুত, অকস্মাৎ। এটা সম্পূর্ণ সর্বব্যাপী। কেদর এর (কুরায়শদের আদিপুরুষের) গৌরব-রবি চোখের পলকে সেদিন অস্তমিত হলো।

৫৩। [ক]আর তাদের সব কৃতকর্ম কিতাবসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে[২৯১৬]।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতসমূহে থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে (থাকবে)[২৯১৭]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٥﴾

৩ [১৫] ১০

৫৬। এক চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে, সর্বশক্তিমান অধিপতির সান্নিধ্যে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৫০;৪৫ঃ৩০।

২৯১৬। মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক, কার্যকারণ পরাম্পরায় অনিবার্য ফলোৎপাদন করে থাকে এবং এর অমোচনীয় ছাপ সংরক্ষিত থেকে যায়।

২৯১৭। নদ-নদী ছাড়াও 'নাহার' এর অন্য অর্থ আছে-যেমন, প্রাচুর্য,স্বাচ্ছন্দ, জ্যোতি (আক্‌রাব)।

সূরা আর্ রাহ্মান -৫৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ থেকে সূরা ওয়াকেআ পর্যন্ত যে সাতটি সূরার একটি গ্রুপ নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে প্রায় কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যেগুলোতে প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে, এটি সেই সপ্ত-সূরার ষষ্ঠ সূরা। ঐ সপ্তকের অন্যান্য ছয়টি সূরার মত এই সূরাটিতেও ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো, যেমন, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও একত্ব, ওহী-ইলহাম এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল্ কামারে আরব অধিবাসীদের কাছে পরিচিত জাতিগুলোর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছিল ঐ প্রাচীন জাতিগুলো তাদের নবীগণকে অস্বীকার করার ফলে এবং ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং সূরাটিতে এই কথাও বলা হয়েছিল যে কুরায়শরা কি ঐ দৃষ্টান্তগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না এবং সহজবোধ্য ও সহজে অনুসরণীয় কুরআনের সরল ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করবে না? কুরআন কী কারণে অবতীর্ণ হয়েছে, এই সূরাতে তাও বর্ণিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই সূরা আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম 'আর রাহ্মান' দ্বারা যার তাৎপর্য হলো, বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তার সৃষ্টির মুকুট ও চূড়ামণিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। আর এই সব কিছুই করলেন স্বীয় সদাশয়তা, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতা ও মঙ্গলকামিতার কারণে (রহমানীয়তের কারণে)। মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী-বাহক নবীগণকে পাঠাতে লাগলেন। কারণ মানুষ সৃষ্টির পিছনে যে বিরাট ও পবিত্র উদ্দেশ্য রয়েছে তা জানবার ও বুঝবার জন্য এবং তার অনুকূলে নির্ধারিত উচ্চ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ঐশীবাণী দ্বারা পথপ্রাপ্তি ও পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নবুওয়াত ও রেসালত মহানবী(সাঃ) এর মাধ্যমে পুর্ণমাত্রায় ও চরম-উৎকর্ষে প্রকাশ লাভ করলো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কুরআনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বমানবের পথ-নির্দেশনার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী-বিধান (শরীয়ত) প্রদান করলেন। মানুষকে বহু গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেই তার প্রতি আল্লাহ্র দান শেষ হয়ে যায়নি। তিনি সারা বিশ্বকেই তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এই মহাকাশের গ্রহ-তারকারাজি আর পৃথিবীর অশেষ সম্পদ, গভীর সমুদ্ররাশি আর সুউচ্চ পর্বতমালা, এর সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই সব কিছুরই উপরে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যা দিয়েছেন তা হলো তার উচ্চমানের বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিচার-শক্তি, যাতে সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-কুনীতি যাচাই করে ঐশী পথ অবলম্বন করে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পার। কিন্তু মানুষ এমনি এক ধাতে গঠিত যে দয়াময়, মঙ্গলকামী, পরমহিতৈষী আল্লাহ্ তাআলা তার সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উন্নয়নের যে সীমাহীন সুযোগ খুলে রেখেছেন তা থেকে উপকার লাভের পরিবর্তে সে নিজের আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং ঐশী বিধানের প্রতি হেলাভরে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নিজের উপর আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির অভিশাপ ডেকে আনে। সূরাটিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে এমন এক যুগ আসবে (মনে হয়, বর্তমান যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) যখন আসমানী আইন-কানুনের প্রতি মানুষ অভক্তি ও বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করবে এবং এই অশ্রদ্ধার ভাব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করবে এবং এর ফলে এমন বিধ্বংসী ও প্রলয়ঙ্করী শাস্তি আল্লাহ্র তরফ থকে নেমে আসবে যে মানবেতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও দোষী ও অন্যায়কারীদের শাস্তি ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কারী রূপ ধারণ করবে, তথাপি ঐ লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ পার্থিব সুখ-সর্বস্ব যুগে ধার্মিক ও খোদাভীরুদের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিও হবে সীমাহীন। একদিকে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর অপরদিকে ঐশী অনুগ্রহ ও নেয়ামত প্রমাণ করবে যে আল্লাহ্ যেমন হিসাব গ্রহণে দ্রুত , তেমনি মহিমা ও সম্মানের প্রভুও তিনিই। মনে হয়, এই সূরাতে সেই যুগের কথাই আলোচিত হয়েছে, যে যুগে পশ্চিমা জাতিগুলোর ক্ষমতা ও মর্যাদার দম্ভ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছবে।

★ [এ সূরায় বলা হয়েছে, আকাশের ক্ষেত্রে এক তুলাদন্ড দেখতে পাওয়া যায় এবং মানুষকেও তুলাদন্ড প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। এরপর জিন্ ও মানুষকে সম্বোধন করে বার বার এ কথা বলা হয়েছে, তোমরা উভয়ে খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এ প্রসঙ্গে জিন্ ও মানুষের সৃষ্টির পার্থক্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে জিন্‌কে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান যুগে 'জিন্' শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে জিনের একটি ব্যাখ্যা হলো, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াও জিন্, যা সৃষ্টির সূচনালগ্নে আকাশ থেকে পতিত আগ্নেয় তেজষ্ক্রিয় তরঙ্গমালার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে সব বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সরাসরি আগুন থেকে শক্তি পেয়ে অস্তিত্ব লাভ করে।

এরপর এ সূরায় মানুষ সম্পর্কে এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা মহা প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সৃষ্টির গভীর রহস্যাবলীর আবরণ উন্মোচন করেছে। কাদামাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করার ধারণা তো পূর্বের সব ঐশীগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খন্‌খনে পাত্রের ন্যায় শুকনো মাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করাটা এরূপ এক ধারণা, যা কুরআন মজীদের পূর্বে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ বর্ণনা করেনি। এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন, সৃষ্টিকালীন সময়ে এমন একটি পর্যায়ও এসেছিল যখন সৃষ্টির উপকরণসমূহকে খন্‌খনে শব্দকারী পাত্রের ন্যায় শুকনো করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
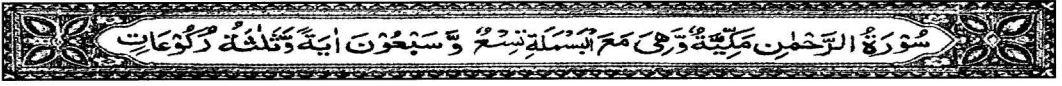
সূরা আর্ রাহ্মান-৫৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৭৯ আয়াত এবং ৩ রুকূ

১। ক·আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾
২। (তিনি) পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (আল্লাহ্)।	اَلرَّحْمٰنُ ﴿٢﴾
৩। তিনি কুরআন শিখিয়েছেন[২৯১৮]।	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٣﴾
৪। খ·তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন[২৯১৯]।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٤﴾
★ ৫। তিনি তাকে বাগ্মিতা শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٥﴾
৬। গ·সূর্য ও চন্দ্র এক হিসাব অনুযায়ী (নিজ নিজ কক্ষপথে) চলছে।★	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٦﴾
৭। আর তারকা ও গাছপালা উভয়ে সিজদাবনত রয়েছে[২৯২০]।★★	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٧﴾
৮। আর আকাশের (কতই মহিমা)! তিনি একে উঁচু করেছেন এবং ঘ·ন্যায়বিচারের মানদন্ড বানিয়েছেন[২৯২১]★★★	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯৬ঃ৩ গ. ৬ঃ৯৭;৩৬ঃ৩৯-৪০ ঘ. ৪২ঃ১৮;৫৭ঃ২৬।

২৯১৮। নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে আপন বাক্য দ্বারা নবীগণকে সম্মানিত করে থাকেন। কুরআনে আল্লাহ্‌র বাণী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিজের বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার আত্মপ্রকাশ প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে চলে এসেছে, তবে তা মানুষের কোন পুণ্যকর্মের ফল রূপে নহে, বরং স্বীয় করুণা ও মঙ্গলকামিতার তাগিদে তিনি মানুষকে দান স্বরূপ আপন বাক্য শুনিয়েছেন। ঐশী-বাণী বা ওহী-ইলহামের অবতরণ মানবের উপর আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ দান।

২৯১৯। 'মানুষ' শব্দটি এর সাধারণ অর্থ ছাড়াও এখানে 'পূর্ণ মানব' অর্থাৎ মহানবী(সাঃ)কেও বুঝাতে পারে। কেননা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর পূর্ণতম ও চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল। এই হিসেবে দেখলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্ তাআলার দয়া, হিতৈষণা, কৃপা মানব-সৃষ্টির মূলে কাজ করছে যাতে মানুষ উন্নতি করতে করতে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে নিজের মধ্যেও স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

★[এখানে 'বিহুসবান' এর আরও একটি অর্থ হলো, এটা হিসাব রক্ষণের মাধ্যম। পৃথিবীতে যত উন্নতিই হয়েছে তা হিসাবের মাধ্যমেই হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের ফলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিৎভাবে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২০। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতটি একত্রে প্রকাশ করছে যে মহাকাশের সর্ববৃহৎ বস্তুই বল, কাণ্ডবিহীন ছোট গুল্মই বল, সব কিছুই কতগুলো বিধান অনুযায়ী চলে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে নির্ভুলভাবে সময় মত সম্পন্ন করে থাকে। এই যে বৃহৎ সৌরজগৎ যার মত কোটি কোটি জগৎ রয়েছে এর প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ আপন আপন কক্ষের উপর চলে আপন আপন গন্তব্যের দিকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, কখনো কক্ষ-চ্যুত হয় না।

★★[এখানে 'আন্নাজম' শব্দ দিয়ে তারকাকে বুঝাতে পারে, যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হিসাবের সাথে সম্পৃক্ত। আর 'আন্নাজম' শব্দ দিয়ে গুল্মলতাকেও বুঝাতে পারে। কেননা এর পরে গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গীতে কুরআন করীমের প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত সবদিক থেকে পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২১টীকা এবং ★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯। যেন তোমরা মানদন্ডে (অর্থাৎ ন্যায়বিচারে) সীমালংঘন না কর[২৯২২]।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝٩
১০। আর তোমরা ওজনের ন্যায়মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং [ক]মাপে কম দিও না।	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝١٠
১১। আর পৃথিবীরও (কত মহিমা)! তিনি একে সৃষ্টির জন্য (উপযোগী করে) বানিয়েছেন।	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝١١
১২। এতে রয়েছে [খ]বিভিন্ন ধরনের ফল এবং আবরণবিশিষ্ট খেজুরও	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝١٢
১৩। এবং খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত গাছপালা।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٣
১৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে[২৯২৩]?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٤
১৫। তিনি মানুষকে [গ]পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায়[২৯২৪] খন্‌খনে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٥

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৮৫-৮৬; ১৭ঃ৩৬; ২৬ঃ১৮২ খ. ৫০ঃ১০-১১ গ. ১৫ঃ২৭,২৯।

২৯২১। এই বিশ্ব-জগৎ একটা অভিন্ন নিয়মের অধীন এবং এর বিভিন্ন অংশ একত্রে গতি ও আকৃতির একটা মহিমান্বিত ঐক্য ও সমন্বয় তৈরী করেছে। এই পারস্পারিক সমন্বয় ও ভারসাম্য যা বিভিন্ন বস্তুতে বিরাজমান, তাতে যদি সামান্য ব্যাঘাতও ঘটে তাহলে সমস্ত বিশ্ব জগৎ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু যে সকল বিধান সমগ্র বিশ্ব-জগতকে পরিচালনা করে, সে সবের চাবি-কাঠি আল্লাহ্‌ তাআলার নিজের আয়ত্তে, মানুষের নাগালের বাইরে।

★★★[এখানে আকাশের উচ্চতার কথা বলা হয়েছে। এটি আসলে পূর্বের আয়াতের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ যে হিসাবের মাধ্যমেই তুলাদন্ড প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আর আকাশকে যে উঁচু করা হয়েছে তা এত ভারসাম্যপূর্ণ যে এর মাধ্যমে মানুষ ন্যায়বিচার করার পন্থা শিখতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২২। বিশ্ব-জগতের সবকিছুর মাঝে যেমন একটা সার্বিক ঐক্য ও সমন্বয় রয়েছে তেমনি সৃষ্টির মুকুটমণি মানুষকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন ঐ একতা ও সমঝোতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সকল মানবের প্রতি সমতা ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ ব্যবহার করে, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করে এবং স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে যেন সীমা না ছাড়ায় বরং মধ্যপথ অবলম্বন করে।

২৯২৩। দ্বিবচন 'তুকায্‌যেবান' ব্যবহৃত হয়েছে এই কারণে যে জিন্‌ ও মানুষ এই দুই শ্রেণীকে এই ক্রিয়াপদের কর্তা গণ্য করা হয়েছে যেমন তা ৩৪ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা দুই শ্রেণীর মানুষকে বুঝিয়ে থাকতে পারেঃ মুমিন ও কাফির, নেতা ও অনুসারী, ধনী ও দরিদ্র, সাদা ও কালো মানুষ। অথবা বিভিন্ন আয়াতে যে সব আদেশ-উপদেশ রয়েছে সেগুলোর প্রতি জোর দেয়া ও সম্মান প্রদর্শনার্থেও সম্মান-সূচক দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে সম্মান-সূচক দ্বিবচন ব্যবহার আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। ৫০ঃ২৫ দেখুন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এই কথা বলেছেন বলে জানা যায়, যখন এই আয়াতটির শব্দগুলো পড়তে শুনবে তখন তোমরা উত্তরে বলবে, "তোমার কোন অনুগ্রহই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই, হে আমাদের প্রভু"(কাসীর)

২৯২৪। আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিসহ তাতে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করে পৃথিবীর পরিসর, বিস্তার এবং তাতে শস্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করার পর এই আয়াতে মানব-সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। 'তিনি মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায় খন্‌খনে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন' বাক্যটির অর্থ এই হতে পারে যে মানুষকে এমন বস্তু-উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে কথা বলার গুণ ও শক্তি নিহিত রয়েছে। 'সালসাল' তখনই শব্দ করে যখন বাইরের কোন বস্তু দ্বারা তাতে আঘাত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে প্রতিধ্বনি বা প্রত্যুত্তর দানের ক্ষমতা বাণী গ্রহণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বুঝাবার জন্য কুরআনে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্তরটি বুঝাতে বলা হয়েছে,"আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে (মানুষকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন" (৩ঃ৬০)। দ্বিতীয় ধাপটি বুঝাতে বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদেরকে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন" (৬ঃ৩)। এর দ্বারা বুঝায় যে ঐশী-বাণীরূপ পানির ছিটা পেয়ে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি অর্জন করে। মানুষের তৃতীয় স্তরকে বলা হয়েছে, "পোড়া মাটির পত্রের ন্যায়", এই ধাপে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির দ্বারা অগ্নি-পরীক্ষা নেয়া হয়। যখন এই অগ্নি-পরীক্ষার সব বিষয়ে সে কৃতকার্যতার সাথে উত্তীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তার ভাগ্যে খোদা-মিলন ঘটে।

১৬। [ক]এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে[২৯২৫]।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٧﴾

১৮। [খ]তিনি দুটি পূর্বের প্রভু-প্রতিপালক এবং দুটি পশ্চিমেরও প্রভু-প্রতিপালক[২৯২৬]।★

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٩﴾

★ ২০। তিনি দুটি সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়ে উভয়কে একীভূত করবেন[২৯২৭]।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿٢٠﴾

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক [গ]প্রতিবন্ধক রয়েছে, (যা) এরা অতিক্রম করতে পারছে না।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢١﴾

২২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٢﴾

২৩। উভয় (সমুদ্র) থেকে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়[২৯২৮]।★★

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৩;১৫ঃ২৮;৩৮ঃ৭৭ খ. ২ঃ১১৬;২৬ঃ২৯ গ. ২৫ঃ৫৪;২৭ঃ৬২।

২৯২৫। ১৫ঃ২৮ দেখুন।

২৯২৬। পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান অপর স্থানের পূর্ব বা পশ্চিম হবে, প্রত্যেক স্থান অপর স্থানগুলোর তুলনায় পূর্ব ও পশ্চিম। এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়টিকেই দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম বলা হয়েছে। তদুপরি পৃথিবীর আকৃতি গোল হওয়ায় পূর্ব গোলার্ধের পূর্বদিক পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম এবং পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম পূর্ব গোলার্ধের পূর্বদিক হয়ে যায়। এইভাবেও দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম আছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক ভাষাতেও দুই পূর্ব, দুই পশ্চিম সুবিদিত, যথা মধ্য প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য এবং দুই পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা। এই আয়াতটিতে এই কথার প্রতি ইশারা রয়েছে যে আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। তাই কুরআনের আলো পূর্ব গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা পশ্চিম গোলার্ধকেও আলোকিত করবে। "পৃথিবী তার প্রভু প্রতিপালকের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে" (৩৯ঃ৭০)।

★[এ আয়াতে দুটি পূর্ব ও দুটি পশ্চিমের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মহানবী (সা:) এর যুগে মানুষ একটি পূর্ব ও একটি পশ্চিমের কথাই জানতো। অতি ছোট্ট এ আয়াতটিতে ভবিষ্যত যুগের মহান আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২৭। 'দুটি সমুদ্র' মানে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর হতে পারে কিংবা উভয় জোড়াই বুঝাতে পারে। এই আয়াতে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুয়েজ খাল ভূমধ্য সাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে আর পানামা খাল সংযুক্ত করেছে প্রশান্ত মাহসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখতে বিশ্বের মানুষকে তেরশ' বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই 'দুই সমুদ্র দ্বারা' অন্য অর্থও বুঝাতে পারে, যেমন প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ও ঐশী-বাণী। শেষোক্ত দুটি নিয়মকে ভুলবশত পরস্পর বিপরীত মনে করা হয়, যদিও আসলে এই দুটি পরস্পরের সমর্থক। প্রাকৃতিক নিয়ম হলো আল্লাহ্র কাজ এবং ঐশী-বাণী (ওহী-ইলহাম) হলো আল্লাহ্র কথা। তাঁর কথা ও কাজে কোনরূপ গরমিল থাকতে পারে না।

২৯২৮। আশ্চর্যের বিষয় মুক্তা ও প্রবাল উভয় বস্তুই সুয়েজ খাল ও পানামা খাল দ্বারা সংযুক্ত সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। এস্থলে মুক্তা ও প্রবালের উল্লেখ করে সেই সব সমুদ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো ভবিষ্যতে সংযুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে সব সমুদ্রে মনি-মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয় না।

★★[মহানবী (সা:) এর যুগে এরূপ দুটি সমুদ্র সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না এবং এগুলো একে অন্যের সাথে মিলিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করাও সম্ভব ছিল না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٤

২৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝٢٥

২৫। আর সমুদ্রে পাহাড়সম উঁচু [ক]নৌযানগুলো তাঁরই[২৯২৯]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٦

১ [২৬] ১১ ২৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٧

২৭। [খ]এ (পৃথিবীতে) যা-ই আছে সবই নশ্বর[২৯৩০],

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝٢٨

২৮। কিন্তু প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালকের[২৯৩১] সত্তা অবিনশ্বর।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٩

২৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝٣٠

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই কাছে যাচ্‌না করে। প্রতি মুহূর্তে তিনি এক নূতন মহিমায় (প্রকাশিত) হন[২৯৩২]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣١

৩১। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝٣٢

★ ৩২। হে পরাশক্তিদ্বয়! অচিরেই আমরা তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো[২৯৩৩]।

দেখুন ঃ ক. ৪২ঃ৩৩ খ. ২৮ঃ৮৯।

২৯২৯। আধুনিক কালের সুবৃহৎ সমুদ্রগামী লাখ টনের জাহাজ, যা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দেখায়, তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলো বিশাল সমুদ্র পথের সদ্ব্যবহার করে সওদাগরী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উন্নতি লাভ ও প্রভাব বিস্তার করেছে এই সূরাতে তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে মনে হয়।

২৯৩০। সারা বিশ্বই ক্ষয় ও ধ্বংসের অধীন এবং বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুই একদিন বিলীন হয়ে যাবে। কেবল মাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই অনন্ত কাল থাকবেন। কেননা একমাত্র তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সকলের ভরসা-স্থল।

২৯৩১। 'ওয়াজহ্‌' অর্থ যে বস্তু একজনের হেফাযতে থাকে বা যে বস্তুর প্রতি একজনের প্রখর দৃষ্টি থাকে (২৮ঃ২৯), বস্তুটির মালিক স্বয়ং, অনুগ্রহ, মুখমণ্ডল (আবরাব)। যদিও পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে, মহাকাশের বস্তুগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে এবং বিশ্ব-জগতের সকল বস্তুই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, তথাপি মানুষের যুক্তি দাবী করে যে একটি এমন অস্তিত্ব থাকা উচিত, যে মরে না, পরিবর্তিত হয় না এবং ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। আর সেই অনাদি-অনন্ত অস্তিত্বই হলেন আল্লাহ্‌, যিনি বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর আদি ও অন্তের কারণ। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতগুলো একত্রে দুটি অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা সর্বদা ক্রিয়াশীল রয়েছেঃ- (১) প্রতিটি বস্তুই ক্ষয়, অধঃপতন ও লয় প্রাপ্ত হয়,(২) ঐশী বিধি-বিধান পালনের দ্বারা জীবন-ধারা অব্যাহত থাকে।

২৯৩২। সকল প্রাণীই তাদের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল, তিনিই তাদের স্রষ্টা, পালন-কর্তা ও বর্ধন-কর্তা। তাঁর গুণাবলী অনন্ত ও গণনাতীত। এই গুণাবলী অনবরত বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

২৯৩৩। 'আস্‌ সাকালান' মানে দুটি ওজনদার ভারী বস্তু (লেইন)। পূর্বাপর প্রসঙ্গ অনুসারে 'সাকালান' শব্দটি মানুষ ও জিন্‌কে বুঝাতে পারে, অথবা আরব ও অনারবকে বুঝাতে পারে। তাছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক বাগ্‌ধারার দুটি বিশিষ্ট পরাশক্তি, রাশিয়া ও তার মিত্রশক্তিগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তিগুলো,এই দুই পরাশক্তিকে বুঝিয়ে থাকতে পারে। এমনকি এটা একদিকে পুঁজিবাদী শক্তি ও অপরদিকে সাম্যবাদী শক্তি, এতদুভয়ের মোকাবেলাকেও বুঝাতে পারে। যেভাবে দুই পরাশক্তি নিজেদেরকে একে অপরের মোকাবেলায় পরিচালিত করছে তাতে মনে হয়, যে কোন দিন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মরণ-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর এর সাথে সাথে শত শত বৎসরের মানব-শ্রমে গড়ে উঠা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং প্রাণি-জগৎ প্রায় জীবন-শূন্য হয়ে পড়বে। এই আয়াতে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৩৩। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۳﴾

৩৪। হে জিন ও ইনসানের দল! তোমরা আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া[২৯৩৪] তোমরা (অতিক্রম করতে) পারবে না।★

یٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ﴿۳۴﴾

৩৫। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۵﴾

★ ৩৬। তোমাদের উভয়ের ওপর ধোঁয়াবিহীন আগুনের লেলিহান শিখা এবং আগুনবিহীন ধোঁয়ার (স্তম্ভ)[২৯৩৫] পাঠানো হবে। আর তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে না।★★

یُرۡسَلُ عَلَیۡکُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ ﴿۳۶﴾

৩৭। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۷﴾

৩৮। [ক]আর আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে এবং (তা) রাঙ্গানো চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে[২৯৩৬] (সেদিনটি হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন)।★★★

فَاِذَا انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَکَانَتۡ وَرۡدَۃً کَالدِّہَانِ ﴿۳۸﴾

৩৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۹﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৯ঃ১৭;৮৪ঃ২।

২৯৩৪। এই আয়াতটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা যারা বস্তু-বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করেছে বলে গর্ব বোধ করে তাদেরকে এই আয়াতে বলা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যেসব প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্ব-জগতের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেই সব আইন-কানুন তারা কখনো সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করতে পারবে না। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন সর্বাধিপতি আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ছাড়া তারা সফলকাম হবে না। এর অর্থ এও হতে পারে যে 'তোমরা আকাশ ভেদ করে যেখানেই যাও না কেন তোমরা দেখতে পাবে, সেখানেও আল্লাহ্‌র শাসন ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে।' অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো, এই আয়াত পাপীদেরকে সাবধান করে বলছে যে তোমরা দুঃসাহসিকতার সাথে পৃথিবী ও আকাশের সীমা ভেদ করে যেতে চাও। কিন্তু ঐশী-বিধানকে অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে কখনও বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণ পাবে না। এই আয়াতে বর্তমান যামানার রকেট, স্পুটনিক ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খেয়াযানগুলোর প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা দিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বড়জোর তারা মাত্র কতগুলো গ্রহ-উপগ্রহে যেতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশ্ব-মহাবিশ্ব তো অসীম ও ধারণাতীত।

★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে জিন্ ও ইনসানের দল!' জিন্ বলতে অদ্ভুত এক সৃষ্টিকে বুঝানো হতো। এদের সম্পর্কে তো সেই যুগে {অর্থাৎ মহানবী (সা:) এর যুগে} এ কথা বলা যেত, এরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এ ধারণাও করা যেত না যে এরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। এখানে বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয় হলো, কেবল পৃথিবীর সীমানার কথা বলা হয়নি, বরং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এরা সমগ্র বিশ্ব জগত এক লাফে পার হওয়ার চেষ্টা করবে। 'ইল্লা বি সুলতান' আয়াতাংশে বুঝানো হয়েছে, তারা চেষ্টা করবে, কিন্তু কেবল শক্তিশালী যুক্তি ও প্রযুক্তির কর্তৃত্বের মাধ্যমে সফল হতে পারবে। এটিই বর্তমান যুগের অবস্থা। যেসব বিজ্ঞানী পৃথিবী ও মহাকাশ সম্বন্ধে চিন্তা করে তারা ২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দূরের সংবাদ কেবল তাদের শক্তিশালী যুক্তি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জেনে নেয়। দৈহিকভাবে এটি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৫। এই আয়াতে বলা হয়েছে, পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত এই দুটি শক্তিজোট মহাভীতিপূর্ণ প্রলয়ঙ্করী শাস্তিতে নিপতিত হতে পারে। মনে হয় বিশ্ব এখন এক মহা অগ্নি-কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কখন না জানি এর লেলিহান অগ্নিশিখায় সমগ্র বিশ্ব-সভ্যতা একেবারে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

★★[নভোচারীরা যখন রকেটে বসে পৃথিবী ও মহাকাশ অতিক্রম করার চেষ্টা করে তখন লেলিহান শিখা ও এক ধরনের ধোঁয়া তাদের আঘাত হানে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৬। যে শাস্তি সম্বন্ধে ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তার বর্ণনা ও চিত্র কত ভঙ্ককর!

★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪০। সেদিন জিন ও ইনসানের কাউকে তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না[২৯৩৭]।★

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ۟ۚ

৪১। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟

৪২। সব অপরাধীকে তাদের লক্ষণাবলী দিয়ে চিনা যাবে। আর তাদের মাথার সামনের চুল ও পা ধরে (হেঁচড়িয়ে) নেয়া হবে।

یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیْمٰهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِیْ وَ الْاَقْدَامِ ۟ۚ

৪৩। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟

৪৪। [ক] (সেদিন তাদের বলা হবে,) 'এটাই তো সেই জাহান্নাম যা অপরাধীরা অস্বীকার করতো।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۟ۘ

৪৫। তারা এ (জাহান্নামে) এবং ফুটন্ত পানিতে[২৯৩৮] ঘুরতে থাকবে।'

یَطُوْفُوْنَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ حَمِیْمٍ اٰنٍ ۟ۚ

২ [২০] ১২

৪৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟۠

★৪৭। যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদাকে শ্রদ্ধাভরে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত[২৯৩৯]।

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۟ۚ

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ১৫।

★★★[এটি রূপক বর্ণনা মাত্র। এতে মহাকাশ বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এতে ভীতিপ্রদ আকাশ যুদ্ধের প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৭। দোষীদের অপকর্মের ছবি তাদের চোখে-মুখেই ফুটে উঠবে তারা ঐ সব পাপকর্ম করেছে, কি করেনি, এইরূপ প্রশ্নের কোনই প্রয়োজন হবে না। কুরআনের অন্যত্র (৪১ঃ২১) বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।

★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন অসাধারণ ও সাধারণ মানুষের কাউকে তার পাপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবে না। কিয়ামত দিবসে অপরাধীকে তার চিহ্নাবলী দিয়েই চিনা যাবে। এজন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজন থাকবে না। বিশ্বযুদ্ধগুলোতেও বড়লোকেরা গরীব লোকদের কোন প্রশ্ন করে না এবং ছোট ছোট সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলোও বড় বড় পুঁজিবাদী জাতিগুলোকে প্রশ্ন করবে না। ভবিষ্যদ্বাণীর এ অংশটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে এখনো বাকী আছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৮। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াত আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ সময়ে মানুষের অস্বস্তিকর অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে, যখন পূর্বোল্লিখিত দুই পরা-শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে এবং আণবিক যুদ্ধ-ভীতি মানুষের মাথার উপরে শাণিত তরবারির মত ঝুলবে। বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক জোট বাধার ও মানসিক দুশ্চিন্তার পরিণামে নজিরবিহীন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে যার ব্যাপক ধ্বংসলীলা থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। যুদ্ধতো কার্যত দোযখ-তুল্য হবে, কিন্তু এর জন্য যে প্রস্তুতি চলছে তাতেই মানব বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করছে। এক ধরনের যন্ত্ণা দূরীভূত না হতেই অন্যান্য ধরনের যন্ত্রণা এসে উপস্থিত হচ্ছে।

২৯৩৯। দুটি জান্নাত (বেহেশ্ত) বলতে বুঝাতে পারেঃ (১) সৎভাবে জীবন যাপনের ফলে মনে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে তা এবং দৈহিক ভোগ-বিলাসে মত্ত জীবনে জ্বালা ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয় তা থেকে মুক্তি। আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে ইহজগতের লোভ-লালসা ও অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকাই হলো একটি 'জান্নাত', (২) অপর জান্নাতটি হলো পরজগতে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থান লাভ। একজন সত্যিকার মু'মিন ইহজগতেও আল্লাহ্র অনুগ্রহের ছায়াতলে এমন আশিসমণ্ডিত জীবন যাপন করে যে কোন দুঃখ-কষ্টই তাকে বিচলিত করে না। এটাই এই পৃথিবীতে বেহেশ্ত যা আল্লাহ্-ভীরু সজ্জনকে ইহলোকে প্রদান করা হয়ে থাকে, যার মধ্যে সে সদা-সর্বদা দিন কাটায়। পরলোকের প্রতিশ্রুত বেহেশ্ত ইহকালের বেহেশ্তেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকে ভোগ-করা আধ্যাত্মিক স্বাদ ও কল্যাণই পরলোকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বাস্তবে রূপায়িত হবে। সত্যিকার মু'মিন বান্দার এই বেহেশ্তী অবস্থাকে কুরআনের ১০ঃ৬৫ ও ৪১ঃ৩২ আয়াত দুটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ছাড়া দুটি জান্নাত বলতে দুটি উর্বর উপত্যকাকেও বুঝাতে পারে, যার একটি সেই উপত্যকা যা জাইহান ও সাইহান নদীর মধ্যে অবস্থিত থেকে উভয় নদী থেকে পানি-সিঞ্চন পায় এবং অপরটি হচ্ছে ফুরাত ও নীল নদের মধ্যবর্তী এলাকা যা এই নদীটি থেকে পানি লাভ করে। হাদীসে এই নদীগুলোকে জান্নাতের (বাগানের) নদী বলা হয়েছে(মুসলিম)। খলীফা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٨﴾

৪৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَاۤ اَفۡنَانٍ ﴿٤٩﴾

★ ৪৯। দুটোই হবে বহু শাখাবিশিষ্ট[২৯৪০]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٠﴾

৫০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ تَجۡرِيٰنِ ﴿٥١﴾

৫১। উভয়টিতে দুটি ঝর্ণা বইতে থাকবে[২৯৪১]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٢﴾

৫২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فِيۡهِمَا مِنۡ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوۡجٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৩। উভয়টিতে [ক]প্রত্যেক প্রকারের জোড়া জোড়া ফল থাকবে[২৯৪২]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٤﴾

৫৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيۡنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآٮِٕنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ ؕ وَجَنَا الۡجَـنَّتَيۡنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। তারা মোটা রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো বিছানায় [খ]হেলান দিয়ে বসে থাকবে। আর দুটি জান্নাতের[২৯৪৩] পাকা ফল (ভারে) নুয়ে থাকবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٦﴾

৫৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

দেখুন ঃ ক. ৪৪ঃ৪৬; ৫২ঃ২৩; ৫৬ঃ২১ খ. ৩৮ঃ৫২।

হযরত উমর (রাঃ) এর আমলে এই দুটি এলাকাই মুসলিমদের অধিকারে আসে।

২৯৪০। এই পৃথিবীর বুকে প্রকৃত মুসলিম আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করে, ধৈর্য্য ধারণপূর্বক সৎভাবে জীবন যাপন করে এবং সুচারুরূপে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করে। কাজেই ইহকালীন ধৈর্য-ধারণ, কষ্ট-বরণ এবং সৎকর্মময় ধর্ম-পরায়ণতা পরকালে বিভিন্ন স্বাদের ফুল-ফল রূপে মুমিনদের প্রদান করা হবে।

২৯৪১। "দুটি ঝরনা বইতে থাকবে" এর অর্থ, 'হুকূকুল্লাহ'(আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য) ও 'হুকূকুল ইবাদ' (মানবের প্রতি কর্তব্য), এই দুই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবিকে বুঝিয়ে থাকবে। এই দুটি শুভ কর্ম পরকালে দুটি প্রবহমান ঝর্ণারূপে মু'মিনদের আনন্দ বর্ধন করবে। যেহেতু সত্যিকারের মু'মিন ব্যক্তি এই দুটি কতর্ব্যকে সর্বদা সম্পাদন করে যায়, সেহেতু ঐ দুটি ঝর্ণাকেও অবিরাম বহমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৯৪২। 'জোড়া জোড়া ফল' আবার রূপক বর্ণনার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের পারলৌকিক প্রতিফলনকে বুঝানো হয়েছে। সেই দুটি কতর্ব্যঃ-(১) ঐ সব কাজ যা তাঁরা স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে করে থাকেন এবং (২) ঐ সব কাজ যা তাঁরা মানব-সেবার মহতী উদ্দেশ্যে করে থাকেন।

২৯৪৩। "দুটি জান্নাত" এর কথা তিনবার সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে বেহেশ্‌তের মহান নেয়ামতের বৈচিত্র্য ও অজস্র ধারা মানুষের মনে ভালভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। এই সব তো মু'মিনরা পরলোকে পাবেই, ইহলোকেও তার নমুনা পাবে।

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٧﴾

৫৭। এগুলোতে আনতনয়না কুমারীরা থাকবে[২৯৪৪]। এসব (জান্নাতবাসীর) পূর্বে মানুষ ও জিনদের মাঝে কেউই [ক]এদের স্পর্শ করেনি[২৯৪৫]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٨﴾

৫৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٩﴾

৫৯। এরা যেন [খ]চুনি ও মুক্তা[২৯৪৬]।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٠﴾

৬০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦١﴾

৬১। সদাচরণের বিনিময় সদাচরণ ছাড়া আর কী হতে পারে[২৯৪৭]?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٢﴾

৬২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٣﴾

৬৩। আর এ দুটি (জান্নাত) ছাড়াও আরো দুটি জান্নাত রয়েছে[২৯৪৮]।

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ৪৯; ৩৮ঃ৫৩ খ. ৫৬ঃ২৪।

২৯৪৪। 'আনতনয়না' কথাটি দিয়ে বুঝায় যে তাদের সার্বিক মনোযোগ আল্লাহ্‌র দিকে নিবদ্ধ থাকবে এবং তারা আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে না।

২৯৪৫। মানুষের দ্বারা স্পর্শ হওয়া তো দূরের কথা তাদের হৃদয়ে কোন কুচিন্তাও প্রবেশাধিকার পায়নি। জিন শব্দের একটি অর্থ হতে পারে, ঐ সকল অদৃশ্য জিনিষ যা মনের কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। এখানে আবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে ইসলামের ধ্যান-ধারণা মতে বেহেশতের কল্যাণ রাশি ইহলোকের বৈধ আনন্দসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। বেহেশতেও প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাগান, নদ-নদী, ঝর্ণা প্রবাহ, বৃক্ষরাজি, ফল-ফুল, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি থাকবে, তবে ইহজগতের বস্তু-নিচয় থেকে ঐগুলোর প্রকৃতি হবে ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে ঐগুলো হবে ধার্মিকগণের ইহলোকে সম্পাদিত সৎকর্মসমূহের আধ্যাত্মিক প্রকাশ।

২৯৪৬। ৫৭ আয়াতে বেহেশ্‌তে মু'মিন দম্পতির মন ও হৃদয়কে পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে এসে তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে।

২৯৪৭। 'ইহ্সান' শব্দের অর্থ এমনভাবে 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যেন ইবাদতকারী তাঁকে স্বচক্ষে দেখছে অথবা অন্তত এতটুকু একাগ্রতা থাকা যে আল্লাহ্ তাকে দেখছেন' (বুখারী)। এর অর্থ বা তাৎপর্য হলো সত্যিকার মু'মিন প্রতিটি কাজ-কর্ম ও পদক্ষেপ নিবার সময় আল্লাহ্ তাআলাকে তার চোখের সামনে রাখে। আর এর ফলস্বরূপ সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপ পুরস্কারে ভূষিত হয়। আর এই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সমুদয় বেহেশ্‌তী পুরস্কারের সামগ্রিক রূপ।

২৯৪৮। ৪৭ নং আয়াতে উল্লেখকৃত 'দুটি জান্নাত' বেহেশ্‌তের এবং এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'দুটি (জান্নাত)' ইহজগতের হতে পারে। মুসলমানদের পরলোকের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এবং তার বাস্তবতার প্রমাণস্বরূপ এই জগতেও বাগান দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত করেও দেখানো হয়েছে যখন মুসলমানরা মিশর ও ইরাকের উর্বর উপত্যকাগুলো জয় করে নিজেদের দখলে আনে। কিন্তু ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'দুটি জান্নাত' বর্ণনার দিক দিয়ে এই আয়াতের 'দুটি (জান্নাতের)' বর্ণনা থেকে ভিন্ন। এতে বুঝা যায়, দুই শ্রেণীর মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত জান্নাত যে শ্রেণীর মু'মিনদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তারা ঐ সকল মু'মিনদের চাইতে উচ্চ মর্যাদা-বিশিষ্ট যাদেরকে আলোচ্য আয়াতে জান্নাত দানের কথা বলা হয়েছে। ৪৭ ও ৬৩ নং আয়াত, এই দুটি আয়াতকে যত্নসহকারে তুলনা করে পাঠ করলে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাবে। এই দুই শ্রেণীর মু'মিনগণের কথা পরবর্তী সূরায় ১১ আয়াত ও ২৮ আয়াতে যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٣

৬৫। দুটোই হবে ঘন সবুজ[২৯৪৯]।

مُدْهَآمَّتٰنِ ۝٦٤

৬৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٥

৬৭। এ দুটিতে থাকবে সবেগে বয়ে যাওয়া দুটো ঝরণা[২৯৫০]।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝٦٦

৬৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٧

৬৯। [ক]এ দুটোতে থাকবে নানা রকম ফল ও খেজুর এবং ডালিম।

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝٦٨

৭০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٩

৭১। এগুলোতে থাকবে পুণ্যবতী (ও) সুন্দরী কুমারীরা[২৯৫১]।

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠

৭২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧١

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৫৮; ৩৮ঃ৫২; ৪৩ঃ৭৪।

২৯৪৯। ৪৯ নং আয়াতে বর্ণিত জান্নাতগুলোর বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরাজি দ্বারা সজ্জিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই কথাই বুঝায় যে মু'মিনগণকে এই জান্নাতগুলো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাদের সৎকর্মগুলোও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ছিল, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় তারা উত্তম কার্য সম্পাদন করেছেন। আর এই আয়াতে (৬৫ নং আয়াতে) জান্নাতগুলোকে ঘন-সবুজ পল্লবগুচ্ছে সজ্জিত বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে মু'মিনগণের উত্তম কার্যের ব্যাপকতা, গভীরতা ও বিরামহীনতার কথা প্রকাশ পাচ্ছে।

২৯৫০। এই আয়াতে (৬৭ নং আয়াতে) এবং ৫১ নং আয়াতে মু'মিনগণকে দুই পৃথক ধরনের ঝর্ণা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ৫১ নং আয়াতে বর্ণিত ঝর্ণা মুক্ত চলমান প্রবাহধারা বলা হয়েছে (তাজ্‌রিয়ান)। এতে বুঝা যায়, যে সকল মু'মিনকে ৫১ নং আয়াতের ঝর্ণা দেয়া হবে, তারা হবেন অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী, যারা কোন পুরস্কার প্রাপ্তির বাসনা না রেখেই নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের কাজে নিজের জীবনকে অনুক্ষণ ব্যাপৃত রাখেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুত ঝর্ণাকে 'নায্‌যাখাতান' বা 'সবেগে বয়ে যাওয়া ঝর্ণা' বলা হয়েছে। এটি ঐ সকল মু'মিনের জন্য প্রতিশ্রুত যারা সাধারণভাবে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকেন, পরোপকারও করেন। তাদের সৎকর্মের পরিধি অতটা বিস্তৃত ও বিভিন্নমুখী নয়, যতটা পুর্বোল্লিখিত উচ্চ আধ্যাত্মিক পর্যায়ের ধার্মিকগণের সৎকর্ম।

২৯৫১। এই আয়াতে বর্ণিত 'হূর' বা কুমারীকে 'পুন্যবর্তী ও সুন্দরী' বলা হয়েছে, আর ৫৯ নং আয়াতের কুমারীগণকে ইয়াকুত চুনি-পান্না ও মণি-মুক্তা এবং প্রবাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এদের বিশেষ উন্নত সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৭৩। ইটপাথর দিয়ে নির্মিত নয় এমন প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে[২৯৫২] সুন্দরী কুমারীরা অবস্থান করবে।★	حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٣﴾
৭৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾
৭৫। এসব (জান্নাতবাসীর) পূর্বে জিন ও ইনসানের মাঝে কেউই তাদের স্পর্শ করেনি।	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٥﴾
৭৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٦﴾
৭৭। [ক]তারা সবুজ গালিচায় এবং অতি সুন্দর আড়ম্বরপূর্ণ বিছানায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে[২৯৫৩]।	مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٧﴾
৭৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[২৯৫৪]	فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٨﴾
৩ [৩৩] ১৩ ৭৯। মহা প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামই আশিসপূর্ণ প্রমাণিত হলো।	تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٩﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৫৫ঃ৫৫।

২৯৫২। ৫৭ নং আয়াতের 'আনত-নয়না' শব্দগুলো অতি উচ্চ পর্যায়ের সতীত্ব প্রকাশ করে। 'প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে অবসস্থানরত' বলে এই আয়াতে বর্ণিত হূরগণ সাধারণভাবে বিনয় ও সতীত্বের অধিকারী।

★['আল্‌ খিমা' অর্থাৎ বাড়ী। এ জন্যে আল্‌ মুনজিদ দেখুন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৫৩। আবার ৫৫ নং আয়াতের মু'মিনগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলো তাদের যত উচ্চতর মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রকাশ করে, এই আয়াতে (৭৭) বর্ণিত মু'মিনগণ সম্বন্ধে এত উচ্চ গুণ প্রকাশক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়নি। এই আয়াতে এসে দুই শ্রেণীর মু'মিনের তুলনামূলক বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সূরাতে একশ্রেণীকে বলা হয়েছে 'অগ্রগামী'(৫৬ঃ১১) এবং অপর শ্রেণীকে বলা হয়েছে 'ডান দিকের সহচরগণ'(৫৬ঃ২৮)।

২৯৫৪। এই আয়াতটি এই সূরাতে ৩১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটি বার বার ব্যবহার অনর্থক বা তাৎপর্যহীন নয়। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার সীমাহীন আশিস ও অনুগ্রহরাজির কথা এই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই বহুবিধ ও সহস্রধারার দানের প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে এই বাক্যটির বার বার উচ্চারণ যথার্থ বিবেচিত হবে। এতবার স্মরণ করিয়ে দিলেও অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহ্‌র কথা ভুলে যায়। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা বজ্রকঠোর ভাষায় মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন, তারা যদি আত্মশংশোধন না করে তাহলে সর্ববিধ্বংসী আণবিক যুদ্ধের আকারে এমন ভয়াবহ ঐশী শাস্তি নেমে আসবে যে তার দৃষ্টান্ত পূর্বেকার ইতিহাসের পাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসন্ন মহাবিপদের এই যে সাবধান-বাণী, এও প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলার একটি করুনা বিশেষ।

সূরা আল্ ওয়াকে'আ-৫৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ্ থেকে আরম্ভ করে কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ সাতটি সূরা আছে, যেগুলোকে এক গ্রুপভুক্ত করা যায়। সূরা ওয়াকে'আ এই গ্রুপের শেষ সূরা। এই সূরাগুলো নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভাষা, ভাব ও বিষয়ের দিক দিয়ে এগুলোর মাঝে মিল রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সূরা আর রাহ্মান ও এই সূরার মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা আছে, অন্য সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণ মিল থাকলেও ততটা ঘনিষ্ঠতা নেই। সূরা আর্ রাহ্মানের বিষয়াবলী এই সূরাতে এসে শেষ হয়েছে। তাই এই সূরাটি সঙ্গতভাবেই সূরা আর্ রাহ্মানের অব্যবহিত পরে স্থান পেয়েছে। সূরা আর্ রাহ্মানে তিন প্রকারের লোকের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনঃ (১) সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য মঞ্জুর করা হয়েছে, (২) মু'মিনদের মধ্যে যারা সাধারণভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং (৩) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের দল। এই সূরাতে তাদের কথা ইঙ্গিতে নয় বরং স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী-ইলহামের অবতরণ এবং পৌত্তলিকতার অসারতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিষয়াদি-সম্বলিত এ সূরা নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কাতে অবতীর্ণ হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা মক্কার কুরায়্শরা পৌত্তলিকতায় আপাদমস্তক এরূপ নিমগ্ন ছিল যে পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম বা ঐশী-বাণী ইত্যাদির কথা তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। কুরায়শরাই ছিল কুরআনের বাণীর প্রথম সম্বোধিত জাতি। এই সপ্ত-সূরায় পুনরুত্থানের অনিবার্যতার জোরালো উপস্থাপনের পাশাপাশি ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ইসলামের উন্নতির ভবিষদ্বাণীগুলো যদি বাস্তব-সত্যে পরিণত হয় তাহলে স্থিরনিশ্চিতভাবে এও প্রমাণিত হয়ে যাবে, পুনরুত্থানও অপ্রতিরোধ্য সত্য।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে যে অনিবার্য মহাঘটনার অটল ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে, এই বক্তব্য দ্বারা এ সূরাটির শুরু হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যখন ঐশী মহাবিধ্বংসী ঘটনাটি ঘটে যাবে তখন পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং বিধ্বস্ত বিশ্বের ছাই-মাটি থেকে এক নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় ঘটবে। এই ঘটনার ফলে মানুষকে তিনটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হবে ঃ (ক) ঐ সকল সৌভাগ্যবান মানুষ যারা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করবে, (খ) সত্যিকার ধর্মপরায়ণ মু'মিন যারা নিজেদের সৎকর্মের জন্য পর্যাপ্ত পুরস্কার লাভ করবে, (গ) দুর্ভাগা কাফিররা যারা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এই সূরায় প্রথম দুই দলের প্রাপ্য ঐশী পুরস্কারসমূহ সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং পরে পরেই ঐশী বাণীকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির বিবরণও দেয়া হয়েছে। অতঃপর সামান্য বীর্যের ফোটা থেকে মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির ধারায় পূর্ণ মানবাকারে তার দৈহিক-মানসিক বিকাশের উল্লেখপূর্বক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে মৃত্যুর পরে (আরো বিকাশ লাভের জন্য) তার পুনরুত্থান হবে। সূরার শেষদিকে প্রারম্ভিক বক্তব্যের জের টেনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা সূরাটির উদ্বোধনী আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই সাধিত হবে, যে কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী,সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত মহামূল্য ধন। একটি চমৎকার ধর্মোপদেশ দিয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে। উপদেশটি হলো মৃত্যুই যখন পার্থিব জীবনের অনিবার্য পরিণতি তখন মানুষ এই কঠোর সত্যকে কী করে ভুলে এত সংসারাসক্ত হয় এবং আল্লাহ্কে স্মৃতি থেকে সরিয়ে রাখে?

★[এ সূরার ৬১ ও ৬২ আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের (মৃত্যুর) পরবর্তী সৃষ্টির সময় যে আকারে তোমাদের নূতনভাবে জীবিত করবেন এর কোন জ্ঞানই তোমাদের নেই। ভাববার বিষয় হলো, এর জ্ঞান বাহ্যিকভাবে তো দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সতর্কবাণী দেয়া হচ্ছে, বাহ্যিক শব্দগুলোকে হুবহু অর্থে গ্রহণ করো না। এগুলো কেবল দৃষ্টান্ত। প্রকৃত বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমরা রাখ না।

এরপর চারটি এরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির হৃদয় থেকে অবশ্যই এ ধ্বনি উত্থিত হবে, আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ এসব কিছু তৈরী করার ক্ষমতা রাখে না। প্রথমে বলতে হয় সেই পদার্থের কথা, যা দিয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং এতে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগণিত জটিল বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে, যেগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হবার ছিল। উদাহরণস্বরূপ চোখ, কান, নাক, মুখ, গলা ও শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। দেহের এ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন্ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং এরপর কোন্ সময় এ বৃদ্ধি পাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে এগুলোকে দিক্‌নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দাঁতের কথাই ধরা যাক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর দুধের দাঁত বের হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট সময় টিকে থাকার পর সেগুলো পড়ে যায় এবং শৈশবেকালে যেসব শিশু দাঁতের যত্ন নিতে পারে না এর অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করা হয়ে থাকে। এরপর সাবালক হওয়ার পর যে দাঁত উঠে এর সুরক্ষার দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর বর্তায়। এ সব দাঁত এক সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে কেন থেমে যায়? এদের আরো বৃদ্ধি লাভ করতে কিসে বাধা দেয়? মানুষের DNA এর মাঝে একটি computerized প্রোগ্রাম রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার বিধানের অধীনে এ প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ সব দাঁত ক্রিয়াশীল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে গতিতে এসব দাঁত ঘষা খেয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে মোটামুটি সেই গতিতেই এগুলো বাড়তে থাকে। এগুলো যদি বাড়তেই থাকতো এবং থামার কোন ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে মানুষের নিচের পাটির দাঁত মস্তিষ্ক ভেদ করে মাথার অনেক ওপর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়তে পারতো এবং উপরের পাটির দাঁত চোয়াল ভেদ করে বুককে অকেজো করে দিতে পারতো। অতএব বলা হয়েছে, তোমরা কি নিজেরাই এসব genetic যোগ্যতা তৈরী করেছ? বলা বাহুল্য, এর উত্তর নেতিবাচক।

এভাবেই মানুষ মনে করে তারা জমিতে বীজ বপন করে, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু জমি থেকে এসব বীজের বৃক্ষ, শাকসব্জি ও ফলের আকারে বের হওয়ার প্রক্রিয়াও এক অসীম জটিল প্রক্রিয়া। এসব বৃক্ষ, শাকসব্জি ও ফল নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না।

এভাবেই পৃথিবীতে সব ধরনের জীবনকে রক্ষা করার জন্য আকাশ থেকে যে পানি অবতীর্ণ হয় এর ব্যবস্থাপনার ওপরও মানুষের কোন হাত নেই। আর যে আগুনে বসে মানুষ আকাশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় সেটিও আল্লাহ্র বিধানের অধীনে ক্রিয়াশীল। নতুবা এ আগুনই তাদেরকে সুউচ্চ আকাশে পৌঁছানোর পরিবর্তে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারতো। এ প্রসঙ্গে আকাশে উড়ার জাহাজ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে সেগুলো আগুনের মাধ্যমে চলার বাহন হবে। এতে বসে থাকা ভ্রমণকারীদের সে আগুন কোন ক্ষতি করবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
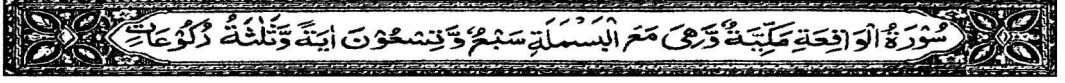
সূরা আল্ ওয়াকে‘আ-৫৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[২৯৫৫],	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। [খ]সংঘটিতব্য ঘটনা যখন ঘটবে[২৯৫৬],	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②
★ ৩। এটি যে ঘটবে তা কেউ [গ]অস্বীকার করতে পারবে না।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ③
★ ৪। (এটি) কাউকে হেয় করবে এবং কাউকে (মর্যাদায়) উন্নীত করবে[২৯৫৭]।	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④
৫। [ঘ]যখন পৃথিবীকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হবে[২৯৫৮]	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ⑤
৬। এবং পাহাড়পর্বতকে [ঙ]চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑥
৭। অত:পর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলাবালির ন্যায় হয়ে যাবে	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ⑦
৮। তখন তোমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑧
★ ৯। আর ডান (দিকের) লোকেরা, (এবং) ডান (দিকের) লোকেরা[২৯৫৯] কেমন হবে!	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑨
★ ১০। আর বাম (দিকের) লোকেরা, (এবং) বাম (দিকের) লোকেরা[২৯৬০] কেমন হবে!	وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ⑩

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৮, গ. ৫২ঃ৯; ৭০ঃ৩ ঘ. ৫০ঃ৪৫; ৯৯ঃ২ ঙ. ২০ঃ১০৬; ৭০ঃ১০; ১০১ঃ৬।

২৯৫৫। টীকা ৪ দেখুন।

২৯৫৬। (ক) ‘কিয়ামতে কুবরা’ বা বড় কিয়ামত তো সর্বশেষ কিয়ামত ও পুনরুত্থান, (খ) আরব ভূমি থেকে পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ অবসান এবং পৌত্তলিক কুরায়্‌শদের চরম পরাজয়,(গ) বিরাট ধর্ম-সংস্কারক রসূলে পাক (সাঃ) এর আবির্ভাব।

২৯৫৭। সেই অবশম্ভাবী ঘটনা মানুষের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে এবং এক নতুন জগতের অভ্যুদয় ঘটাবে, উচ্চ ও শক্তিশালীকে নীচে নামানো হবে, আর অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শক্তিহীনকে সম্মানের আসনে সমাসীন করা হবে।

২৯৫৮। সারা আরবের ভিত প্রকম্পিত হবে। পুরাতন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মুল্যবোধ, রীতি-নীতি এবং জীবন-ধারা ইত্যাদি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। নূতন জীবন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়ে পুরাতন সবকিছুই বদলে দিবে। পূর্ববর্তী আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতসহ আলোচ্য আয়াতটি পরকালের পুনরুত্থান সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৯৫৯। কুরআনের অন্যত্র(৭৫ঃ৩) এই পর্যায়ভুক্ত মু’মিনদের ‘পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মা’ বলা হয়েছে।

২৯৬০। মন্দ কাজে আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মা (১২ঃ৫৪)।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١١﴾

১১। আর (একটি দল হবে) সবার চেয়ে অগ্রগামী[২৯৬১], (যারা) সবাইকে অতিক্রম করবে।

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। এরাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত।

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٣﴾

১৩। (এরা থাকবে) পরম সুখের জান্নাতে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

★ ১৪। পূর্ববর্তী লোকদের মাঝ থেকে এক বড় দল

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٥﴾

★ ১৫। এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মাঝ থেকে এক ছোট দল

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٦﴾

১৬। (সোনা রত্ন) খচিত পালঙ্কে[২৯৬২]

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। [ক]হেলান দিয়ে সামনাসামনি বসা থাকবে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। (সেবায় নিয়োজিত) [খ]চিরকিশোর বালকেরা তাদের পরিবেশন করতে থাকবে[২৯৬৩]

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٩﴾

১৯। পানপাত্র, [গ]সুরাহী ও স্বচ্ছ পানি ভরতি পেয়ালা।

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এ (সব পান) করার দরুন তাদের মাথাও ধরবে না এবং [ঘ]তারা নেশাগ্রস্তও হবে না।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। আর নানা ধরনের [ঙ]ফল বহন করে (সেবায় নিয়োজিতরা পরিবেশন করতে থাকবে), যা থেকে তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) পছন্দানুযায়ী বেছে নিবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। আর তাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পাখির মাংসও (সেবকরা পরিবেশন করবে)।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٣﴾

২৩। আর (থাকবে) [চ]ডাগর নয়না কুমারীরা।

দেখুন ঃ ক. ৩৭ঃ৪৫; ৫৫ঃ৫৫; ৭৬ঃ১৪; খ. ৭৬ঃ২০ গ. ৪৩ঃ৭২; ৭৬ঃ১৬ ঘ. ৩৭ঃ৪৮ ঙ. ৫২ঃ২৩ চ. ৪৪ঃ৫৫, ২১।

২৯৬১। শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা (৮৯ঃ২৮)।

২৯৬২। সেই সব সৌভাগ্যশালী মু'মিন যারা আল্লাহ্‌ তাআলার 'খাস' নৈকট্য লাভ করবেন এবং যাদের কথা এই সূরার ১১-২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তারা হলেন 'আস্‌ সাবিকূন' অগ্রগামী বা প্রথম শ্রেণীর মু'মিন। এই 'সাবিকূন'কে যে সকল মহামূল্য ঐশীদানে ভূষিত করা হবে বলে এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সূরা 'আর্‌ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে বর্ণিত ঐশী দানের অনুরূপ। এথেকে বুঝা যায়, সূরা 'আর্‌ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে উল্লেখকৃত মু'মিনগণ প্রথম শ্রেণীর বা 'আস্‌ সাবিকূন' সারিরই অন্তর্ভুক্ত।

২৯৬৩। মু'মিনদের সেবায় নিয়োজিত খোদ্দাম বা সেবকদল সাধু ও নিষ্ঠাবান হবে এবং সতেজ ও সদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে।

★ ২৪। (তারা হবে) সযত্নে লুকিয়ে রাখা (সুরক্ষিত) মুক্তার ন্যায়।

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٤﴾

২৫। তারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানরূপে (এগুলো পাবে)।

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। সেখানে তারা কোন বাজে কথা বা পাপের ক.কথা শুনবে না,

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٦﴾

২৭। কেবল 'সালাম, সালাম'[২৯৬৪] সম্ভাষণ (শুনবে)।

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٧﴾

★ ২৮। আর ডান (দিকের) লোকেরা, (এবং) ডান (দিকের) লোকেরা কেমন হবে!

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৯। (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুলবাগানে[২৯৬৫]

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং কাঁদি কাঁদি (ফলভরা) কলা (বাগানে)[২৯৬৬]

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং খ.সুবিস্তৃত ছায়াতলে

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং প্রবহমান পানিতে

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং প্রচুর ফলফলাদির মাঝেও,

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৩; ৭৮ঃ৩৬; ৮৮ঃ১২ খ. ৪ঃ৫৮; ১৩ঃ৩৬।

আয়াতটিতে তা-ই বুঝিয়েছে বলে মনে হয়।

২৯৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতসহ এই আয়াত এবং কুরআনের আরো বহু আয়াত বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, ধরন-ধারন, বাস্তবতা ও সারবস্তু সম্বন্ধে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছিদ্রান্বেষীরা এবং অজ্ঞ সমালোচকরা কুরআনের বর্ণনা থেকে বেহেশ্‌তে যে ইন্দ্রিয়াশক্তির ধারণা আবিষ্কার করে থাকে, এই সব আয়াত অত্যন্ত জোরের সাথে তা নাকচ করেছে। মুসলমানদের জন্য যে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার ধারণা দিতে গিয়ে কুরআন বলছে, এ নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদের স্থান যেখানে পাপ, ব্যর্থতা, নিরর্থক ও অলস কথা-বার্তা কিংবা অসত্য কিছুই থাকবে না(৭৮ঃ৩৬)। এর সকল আশীর্বাদ ও কল্যাণরাশি একীভূত হয়ে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে রূপায়িত হবে। মনের ও আত্মার তৃপ্তি ও শান্তি বেহেশ্‌তবাসীদের অনন্ত সাথী হবে। সেজন্য মুসলমানের বেহেশ্‌তকে কুরআন "শান্তি-নিবাস" আখ্যা দিয়েছে (৬ঃ১২)। মু'মিনের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির চরম গন্তব্যে রয়েছে "শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা" (৮৯ঃ২৮)। সবচাইতে বড় দান যা বেহেশ্‌তবাসীরা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে তা হলো "শান্তি" (৩৬ঃ৫৯)। কেননা আল্লাহ্‌ স্বয়ং শান্তি সৃষ্টিকারী (৫৯ঃ২৪)। এতই মহান ও পবিত্র কুরআনী বেহেশ্‌ত! পরলোকের অবস্থাকে যারা ইহলোকের অবস্থার অনুরূপ মনে করে তারা কুরআনের বিন্দু-বিসর্গও বুঝেনি।

২৯৬৫। ঘন-পল্লবিত কুল বৃক্ষের সুশীতল ছায়া বেশ মধুর। আরবের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পথশ্রান্ত পথিকেরা এর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ক্লান্তি দূর করে থাকে। 'সিদর'(কুলবৃক্ষ) এর সঙ্গে বিশেষণরূপে মাখযুদ (কণ্টকবিহীন অবনত) শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এটাই বুঝাচ্ছে যে বেহেশ্‌তের কল্যাণসমূহ যেমনই আনন্দদায়ক হবে তেমনি অফুরন্ত হবে।

২৯৬৬। কুল বৃক্ষ শুষ্ক আবহাওয়াতেও জন্মায়, কিন্তু কলার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পানির। এই দুটি ফলের পাশাপাশি উল্লেখ এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, বেহেশ্‌তের ফল যে কেবল মাত্র প্রচুর ও সুস্বাদুই হবে তা-ই নয় বরং তা সবসময়ই সব মওসুমেই পাওয়া যাবে।

৩৪। যা ছিন্ন করা হবে না এবং (যা ভোগ করতে) তাদের নিষেধ করা হবে না[২৯৬৭]।

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর (তারা থাকবে) মর্যাদাসম্পন্ন জীবনসাথীদের মাঝে[২৯৬৭-ক]।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। নিশ্চয় আমরা তাদের (অর্থাৎ জীবনসাথীদের) উত্তম করে সৃষ্টি করেছি।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٦﴾

৩৭। আর এদের অনুপম করে বানিয়েছি★

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٧﴾

৩৮। মনোমুগ্ধকর [ক]সমবয়স্কা করে[২৯৬৮]

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٨﴾

১ [৩৯] ১৪ ★ ৩৯। ডান দিকে (অবস্থানকারীদের) জন্য।

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

৪০। (এরা হবে) পূর্ববর্তী (মু'মিন)দের মাঝ থেকে এক বড় দল

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং পরবর্তীদের মাঝ থেকেও এক বড় দল।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾

★ ৪২। আর বাম দিকে অবস্থানকারীরা, (এবং) কেমন হবে বাম দিকে অবস্থানকারীরা!

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾

৪৩। (এরা থাকবে) ঝলসে দেয়া গরম বাতাসে ও ফুটন্ত পানিতে[২৯৬৯]

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং কালো ধোঁয়ার ছায়াতে,

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। (যা) ঠান্ডা ও আরামদায়ক হবে না।

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এর পূর্বে নিশ্চয় এরা অতি আরামআয়েশের মাঝে ছিল।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। আর এরা হঠকারিতা করে মহাপাপে লিপ্ত থাকতো

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ৩৪।

২৯৬৭। এই সূরাতে এবং অন্যান্য সূরাতে বেহেশ্‌তীগণকে যে সব নেয়ামত দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ (ক) পরিমাণগতভাবে এগুলো হবে অফুরন্ত, (খ) এগুলো বেহেশ্‌তবাসীদের নাগালের মধ্যে সদাপ্রাপ্য অবস্থায় থাকবে, (গ) এগুলো কমবেও এবং শেষও হবে না, (ঘ) এগুলোর উপভোগ কোন রোগ-শোক বা অসুখ-অসুবিধা সৃষ্টি করবে না।

২৯৬৭-ক। 'ফুরুশ'(জোড়া) শব্দটি 'ফেরাশ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বিছানা, একজনের স্ত্রী বা স্বামী (লেইন)। মু'মিনদের শান্তি ও আনন্দকে পূর্ণতা দানের জন্য তাদেরকে উচ্চমর্যাদার পবিত্র, সুন্দর ও মহৎ স্বামী বা স্ত্রী দেয়া হবে।

★['আবকার' শব্দটি অনুপম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৬৮। 'উরুব' শব্দটি 'রুবের' বহুবচন, যার অর্থ এমন বাধ্য স্ত্রী, যে স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসে (লেইন)। 'আৎরাব' 'তিবর' শব্দের বহুবচন যার অর্থ সমবয়স্ক ব্যক্তি, সাথী, একই অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, স্বাদ-বিস্বাদের অধিকারী ব্যক্তি (লেইন)। সতী-সাধ্বী, সুন্দরী, বিশ্বস্ত, সমচিন্তা ও ধ্যান-ধারণার অধিকরী স্ত্রীর মত অমূল্য সম্পদ আর নেই। কুরআন বলে, বেহেশ্‌তে সতী, ধর্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা স্ত্রীলোক থাকবে এবং সৎ ও পুণ্যবাণ পুরুষও থাকবে। আসলে সৎসঙ্গ মানুষকে পূর্ণতা ও সুখ দান করে।

২৯৬৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৮। এবং বলতো, 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাব এরপরও কি ক·আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে[২৯৭০]?

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। খ·আমাদের পূর্বপুরুষদেরও কি (পুনরুত্থিত করা হবে)?'

اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (সবাইকে)

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এক নির্ধারিত মেয়াদের নির্দিষ্ট সময়ের দিকে অবশ্য একত্র করা হবে।

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥١﴾

৫২। এরপর হে বিপথগামী অস্বীকারকারীরা! নিশ্চয় তোমরা

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। গ·যাক্কুম বৃক্ষ থেকেই খাবে

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। ঘ·এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আর তীব্র গরম পানিও পান করবে

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। এবং সদা পিপাসার্ত উটের পান করার ন্যায় (তা) পান করতে থাকবে[২৯৭১]।'

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৭। বিচার দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٧﴾

★ ৫৮। আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে তোমরা কেন (তা) স্বীকার কর না?

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তোমরা (জরায়ুতে) যে ঙ·বীর্যপাত করে থাক সে বিষয়ে কি চিন্তা করেছ?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٩﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৫০; ২৩ঃ৮৩; ৩৭ঃ১৭; ৫৮ঃ৪৮; খ. ৩৭ঃ১৮ গ. ৩৭ঃ৬৩; ৪৪ঃ৪৪-৪৫ ঘ. ৩৭ঃ৬৭ ঙ. ৭৫ঃ৩৮।

২৯৬৯। কাফেররা তাদের ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির অগ্নি দ্বারা তাড়িত হয়ে সর্বপ্রকারের কুকর্ম করেছিল। ঐ কুপ্রবৃত্তির অগ্নিই ফুটন্ত পানি ও জ্বালাময়ী উত্তাপের রূপ ধারণ করবে।

২৯৭০। পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে যারা কথায় বা কাজে অস্বীকার করে তাদের দ্বারাই পৃথিবীতে দুষ্কৃতি, অপরাধ ও পাপকর্ম বিস্তার লাভ করে। পরলোকে ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাস সকল পাপের উৎস। মৃত্যুর পরপারেও জীবন রয়েছে-এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল না হলে পাপকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা কিংবা সৎকর্মে গতি সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

২৯৭১। এই আয়াতসহ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে পরলোকে পাপীদের শাস্তির বর্ণনা এমন জ্বালাময়ী ভাষায় দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের ইহকালীন সীমাহীন পাপের গুরুত্বের সাথে পরকালীন শাস্তির সাংঘাতিক অবস্থাও সমভাবে প্রকাশ পায়। অন্যেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জন করতো তারা তা-ই খেয়ে ফেলতো। তারা ন্যায়-অন্যায় সব পথেই ধনোপার্জনের তাগিদ অবলম্বন করতো, যতই পেত ততই আরো অধিক চাইতো। তাদের ধন-লিপ্সা কখনো পরিতৃপ্ত হতো না। ঐশী-বাণীকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করতো। তাই তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ 'যাক্কুম' (ফনীমনসা জাতীয় গাছ) খেতে দেয়া হবে, যা তাদের ভিতরে জ্বালা সৃষ্টি করবে। তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে এবং রুগ্ন-তৃষ্ণার্ত উট যেরূপ নিজের তৃষ্ণাই নিবারণে সমর্থ হয় না, তাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে।

ءَاَنۡتُمۡ تَخۡلُقُوۡنَہٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡخٰلِقُوۡنَ ﴿۶۰﴾

৬০। তোমরাই কি তা সৃষ্টি কর, না আমরা (এর) সৃষ্টিকর্তা?

نَحۡنُ قَدَّرۡنَا بَیۡنَکُمُ الۡمَوۡتَ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِیۡنَ ﴿۶۱﴾

৬১। আমরাই তোমাদের (সবার) জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি। আর [ক](কেউ) আমাদের বিরত রাখতে পারবে না

عَلٰۤی اَنۡ نُّبَدِّلَ اَمۡثَالَکُمۡ وَنُنۡشِئَکُمۡ فِیۡ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶۲﴾

★ ৬২। তোমাদের (বর্তমান) আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া থেকে এবং এমন কোন (আকৃতিতে) তোমাদের উঠানো থেকে, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই[২৯৭২]।

وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ النَّشۡاَۃَ الۡاُوۡلٰی فَلَوۡلَا تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۶۳﴾

৬৩। আর প্রথম সৃষ্টির (ব্যাপারটি) নিশ্চয় তোমরা জেনে গেছ। তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না?

اَفَرَءَیۡتُمۡ مَّا تَحۡرُثُوۡنَ ﴿۶۴﴾

৬৪। তোমরা যা বপন কর এর সম্পর্কে কি তোমরা ভেবে দেখেছ[২৯৭৩]?

ءَاَنۡتُمۡ تَزۡرَعُوۡنَہٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الزّٰرِعُوۡنَ ﴿۶۵﴾

৬৫। তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি?

لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنٰہُ حُطَامًا فَظَلۡتُمۡ تَفَکَّہُوۡنَ ﴿۶۶﴾

★ ৬৬। আমরা চাইলে তা [খ]খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারতাম। তখন তোমরা (এ বলে) আর্তনাদ করতে থাকতে,

اِنَّا لَمُغۡرَمُوۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৭। 'নিশ্চয় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে,

بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৮। আমরা তো (একেবারেই) বঞ্চিত হয়ে পড়েছি।'

اَفَرَءَیۡتُمُ الۡمَآءَ الَّذِیۡ تَشۡرَبُوۡنَ ﴿۶۹﴾

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করেছ, যা তোমরা পান করে থাক?

ءَاَنۡتُمۡ اَنۡزَلۡتُمُوۡہُ مِنَ الۡمُزۡنِ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡزِلُوۡنَ ﴿۷۰﴾

৭০। তোমরাই কি একে মেঘ থেকে অবতীর্ণ কর, না আমরা অবতীর্ণ করি?

لَوۡ نَشَآءُ جَعَلۡنٰہُ اُجَاجًا فَلَوۡلَا تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১। আমরা চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতাম। অতএব তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না?

দেখুন ঃ ক. ৭১ঃ৫ খ. ৫৭ঃ২১

২৯৭২। এত সযত্নে লালিত মানুষের দেহ-মন্দির অবশ্য পচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তবে তাতেই জীবনের অবসান হয়ে যায় না। যাকে আমরা মৃত্যু বলি, তা জীবনের শুধু অবস্থা বা রূপ পরিবর্তনের অপর এক নাম। মানুষের আত্মা তার দেহ নামক বাসস্থান থেকে উড়ে গেলে তাকে নূতন দেহ পরানো হয়, যা সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং 'রূপও' ধারণ করে। তবে ঐ রূপের পরিচয় লাভ কিংবা এর সম্বন্ধে ধারণা করা মানুষের পক্ষে ইহকালীন জীবনে সম্ভব নয়। (খোদা চাইলে এই দেহকাঠামোকেও উন্নত ও ভিন্ন আকার দিতে পারেন)।

২৯৭৩। ৬৪-৭২ আয়াতে ঐ সকল জিনিষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে যেগুলো না হলে পৃথিবীতে মানুষ বাঁচতে পারে না, যেমন খাদ্য, বাতাস, পানি ও আগুন।

৭২। তোমরা কি সেই [ক]আগুন সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক[২৯৭৪]?

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। তোমরাই কি এ (আগুনের) গাছ উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি?

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। আমরা একে এক উপদেশের মাধ্যম এবং মুসাফিরদের জন্য কল্যাণের (উপকরণ) বানিয়েছি[২৯৭৫]।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٤﴾

২ [৩৬] ১৫

৭৫। [খ]অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

★ ৭৬। বরং[২৯৭৬] আমি অবশ্যই উল্কাপাতের স্থানসমূহের কসম খাচ্ছি[২৯৭৭]।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٦﴾

৭৭। আর নিশ্চয় এ হলো এক মহান সাক্ষ্য। হায়, তোমরা যদি জানতে!

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় এ এক [গ]সম্মানিত কুরআন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। (যা) এক গুপ্ত কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে[২৯৭৮]।

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৮১; খ. ৬৯ঃ৫৩; ৮৭ঃ২ গ. ৫০ঃ২ ঘ. ৮৫ঃ২৩।

২৯৭৪। মানুষের জীবনে আগুনের আবশ্যকতা খুব বেশী। তার আরাম-আয়েশও বহলাংশেই আগুনের উপর নির্ভর করে। এই যান্ত্রিক যুগে আগুনের ব্যবহার ছাড়া বসাবাস করার চিন্তাও মনে আসে না। কেননা আগুন ব্যতীত শিল্প, বাণিজ্য, ভ্রমণ ও যোগাযোগ সবই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তার অপব্যবহার ধ্বংস ডেকে আনে।

২৯৭৫। গরীব ও ক্ষুধার্ত লোকজন, মরুচারী পথিক, জন-মানবহীন স্থানে যারা এসে থেমে পড়ে। এমন মুসাফির যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে।

২৯৭৬। 'লা' উপসর্গটি সাধারণত কসম বা শপথের উপর জোর দানের জন্য ব্যবহৃত হয় এই উদ্দেশ্যে যে পরবর্তী বিবৃতিটি এতই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে এর প্রমাণের জন্য আর কোন সাক্ষীরই প্রয়োজন হয় না। যখন কোন ধ্যান-ধারণাকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে 'লা' উপসর্গ ব্যবহৃত হয় তখন এটাই বুঝায় যে পূর্ব-বর্ণিত ধারণা ঠিক নয় বরং যা এখন বলা হবে তা-ই সঠিক।

২৯৭৭। এই আয়াতটি 'নুজুমের' (নুজুম অর্থ কুরআনের কিয়দংশ-লেইন) দোহাই দিয়ে এবং নুজুমকে সাক্ষীরূপে পেশ করে দাবী করছে যে একমাত্র কুরআনই মানব-সৃষ্টির উচ্চতম উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করতে পারে এবং ঐশী-উৎস থেকেই যে এর অবতরণ তাও প্রমাণ করতে পারে। 'মাওয়াকিই'র অর্থ যদি উল্কাপাতের সময় ও স্থান' ধরা হয় তাহলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম এটাই যে যখন কোন মহান সংস্কারক বা নবীর আগমনের সময় হয় তখন অস্বাভাবিক পরিমাণে উল্কাপাত ঘটে থাকে এবং মহানবী(সাঃ) এর সময়ও এইরূপই ঘটেছিল।

২৯৭৮। কুরআন গত চৌদ্দশ বছর যাবৎ অবিকৃত, সংরক্ষিত ও অবিকল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনের অবিকৃতি, সংরক্ষণ ও অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ কুরআনেই রয়েছে। চৌদ্দশ বছরে এ বিশ্বের সকল কুরআন-বিদ্বেষী মানুষ মিলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। শত্রুভাবাপন্ন সমালোচকেরা ছিদ্রান্বেষণ-প্রচেষ্টার ত্রুটি করেনি। তাদের সকল প্রচেষ্টার একটি মাত্র অনিবার্য ফল যা শত্রুদের কাছে তিক্তই লেগেছে তা হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) যে কিতাবখানা চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে দিয়ে গেছেন তা জের-জবর('আ'-কার,'ই'-কার) সহ অবিকল অবস্থায় আমাদের কাছে পৌছেছে (মূইর)। কুরআন এই অর্থেও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে যে পবিত্র-চেতা মু'মিনগণ এখনো এথেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ করে থাকেন। পরবর্তী আয়াতও এই তাৎপর্য বহন করে। এই আয়াতের অন্য অর্থ এও হতে পারে, যে সব আদর্শ ও নীতি কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে তা প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের নীতিমালাগুলো প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক আইন-কানুনের মত এগুলোও অপরিবর্তনীয়। এগুলোকে অবজ্ঞাভরে অমান্য করা যায় না। অথবা আয়াতটির এই অর্থও করা যেতে পারে-'মানুষকে যে প্রকৃতি

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮০। পবিত্রকৃত ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না[২৯৭৯]।★	لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝٨٠
৮১। (এ কুরআনের) [ক]অবতরণ বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হয়েছে।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨١
★ ৮২। অতএব তোমরা কি এ (ঐশী)বাণীর সাথে কপটতার আচরণ করবে?	اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۝٨٢
৮৩। আর তোমরা কি এর অস্বীকার করাকে নিজেদের জীবিকা (অর্জনের মাধ্যম) বানিয়ে নিয়েছ[২৯৮০]?	وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ۝٨٣
৮৪। তাহলে (প্রাণ) ওষ্ঠাগত হলে কেন	فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۝٨٤
৮৫। তুমি সেই মুহূর্তে (নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজে পেতে) চারদিকে তাকাতে থাক?	وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۝٨٥
৮৬। [খ]আর (সেই মুহূর্তে) তোমাদের চাইতে আমরা এই (মৃত্যুপথযাত্রীর) অধিক নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।	وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۝٨٦
৮৭। তোমাদের (কর্মের) প্রতিফল যদি না-ই দেয়া হবে তবে কেন	فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۝٨٧
৮৮। তোমরা এ (বেরিয়ে যাওয়া প্রাণকে) ফিরিয়ে আনতে পার না? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (তা করে দেখাও তো)।	تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٨٨
৮৯। তবে সেই (মৃত্যুপথযাত্রী) যদি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে	فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝٨٩

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫; ২৬ঃ১৯৩ খ. ৫০ঃ১৭।

দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতির মধ্যেই কুরআন রক্ষিত আছে' (৩০ঃ৩১)। মানুষের প্রকৃতি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাকে সত্যে পৌঁছার শক্তিতে ভূষিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে মানব-প্রকৃতিকে কাজে লাগায় সে সহজেই কুরআনের সত্যতাকে উপলব্ধি করবে।

২৯৭৯। কেবলমাত্র ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি যারা ধার্মিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা এনেছে তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এর রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করেন। অপবিত্র হৃদয় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বলা প্রয়োজন, শরীর পাক-সাফ না হলে বাহ্যিকভাবেও কুরআন স্পর্শ করা বা পাঠ করা উচিত নয়।

★[৭৮-৮০ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন করীম এক উন্মুক্ত কিতাব এবং গোপন কিতাবও বটে। পুণ্যবান ও পাপী সবাই তো এটা পড়তে পারে। কিন্তু এর উচ্চমানের গোপন গূঢ়তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্রকৃত ব্যক্তিদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা হয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৮০। অবিশ্বাসীরা তাদের জীবিকার পথ থেকে বঞ্চিত হবে, এই ভয়ে সত্য গ্রহণে বিরত থাকে। তাই ঐশী-বাণীকে অস্বীকার করে তারা ঘৃণ্য জীবিকাকে অগ্রাধিকার দেয়। এইরূপ অর্থও করা যায়, সত্যকে অস্বীকার করার উপরই যেন অবিশ্বাসীদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। তারা কোনক্রমেই সত্য গ্রহণ করবে না।

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٩٠﴾

৯০। তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরামআয়েশ, সুরভিত পরিবেশ এবং বড় নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯১। আর সে ডান দিকে অবস্থানকারী হয়ে থাকলে

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٢﴾

৯২। (তাকে বলা হবে,) 'হে ডান দিকে অবস্থানকারী! তোমার ওপর 'সালাম'।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। আর সে প্রত্যাখ্যানকারী (ও) বিপথগামী হয়ে থাকলে

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৪। এক প্রকারের ফুটন্ত পানি হবে (তার) অবতরণস্থল★।

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٥﴾

৯৫। আর তাকে জাহান্নামের (আগুনে) দহন করা হবে।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় [ক]এটাই 'হাক্কুল ইয়াকীন' (অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস)।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٧﴾

৩ [২২] ১৬ ৯৭। [খ]অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

দেখুন ঃ ক. ৩৫ঃ৩২ খ. ৫৬ঃ৭৫।

★['আন্‌ নুযুলু' অর্থ অবতরণস্থল। দেখুন আল্‌ মুনজিদ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ হাদীদ-৫৭

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রসঙ্গ

এই সূরা থেকে সূরা 'তাহ্‌রীম' পর্যন্ত দশটি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোরে শেষ দশ সূরা। সেই শেষ দশের প্রথম সূরা এটি। এই সূরা মক্কা-বিজয় কিংবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১১নং আয়াতে যে 'আল্ ফাত্‌হ' বা বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে, তা মক্কা-বিজয়কে এবং কারো কারো মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝিয়েছে। সূরা 'মুহাম্মদ', সূরা 'ফাত্‌হ' এবং সূরা হুজুরাত-এই তিনটি মাদানী সূরা ছাড়া সূরা 'সাবা' থেকে আরম্ভ করে পূর্ববর্তী সূরা 'ওয়াকে'আ পর্যন্ত সবগুলোই মক্কী সূরা, যেগুলোতে মক্কা সম্বন্ধীয় বিষয়াদির আলোচনা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই সূরা থেকে পূর্ববর্তী সূরা 'তাহ্‌রীম' পর্যন্ত দশটি মাদানী সূরার একটি নূতন সারি। পূর্ববর্তী সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষাসমূহ প্রকৃতির নিয়ম-বিধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষের বিবেক, প্রকৃতি, যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধির সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করে এই সূরা আরম্ভ হয়েছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। যিনি পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাপরাক্রমশালী তিনি স্বভাবতই এমন কিতাব অবতীর্ণ করবেন যার শিক্ষা ও উপদেশমালা প্রকৃতি-বিধানের সাথে এবং মানব-বিবেক ও মানব-যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সাতটি সূরাতে বিশেষভাবে সূরা 'কামর', সূরা 'রাহ্‌মান' ও সূরা 'ওয়াকে'অতে রূপকের ভাষায় অত্যন্ত জোরের সাথে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে শীঘ্রই তাঁর জাতির মধ্যে পরিবর্তন তথা একটি পুনরুত্থান সাধিত হবে। যে জাতি শত শত বৎসর নৈতিক আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত ছিল, সভ্য সমাজের সাথে যে জাতির কোন সম্পর্ক ছিল না এবং যাদেরকে অপাংক্তেয় নীচ জাতি বলে মনে করা হতো সেই জাতিই মহানবী(সাঃ) এর সংস্পর্শে এসে ভবিষ্যৎ সভ্যতার ধ্বজাধারী হবে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, সেই অবহেলিত আরব জাতির অস্বাভাবিক উন্নতি ও অপরিমেয় সামর্থ্য অর্জনের শুভদিন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়ের দিন সমাগত হয়েছে। কিন্তু ঐ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। ইসলামের আদর্শের প্রতি মুসলমানদের অটল বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা থাকতে হবে এবং ইসলামের খাতিরে ধন, মান ও প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধাহীনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। অতঃপর মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে, তারা যখন শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয়ে যাবে তখন যেন নৈতিক আদর্শগুলোকে অবহেলা করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-ভোগের প্রতি ঝুঁকে না পড়ে। আরও বলা হয়েছে, আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র রসূলগণ ক্রমাগতভাবে পৃথিবীতে আগমন করছেন। তাঁরা মানুষকে তার আসল গন্তব্যের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের দিকে পরিচালিত করে আসছেন। তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে হলে পার্থিবতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। খৃষ্টানদের অভিমতকে খণ্ডন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সংসারত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহ্ মানুষকে যে সব স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং সেগুলোর ব্যবহারের জন্য যে সব কিছু সৃষ্টি করছেন, সেই গুলোর ন্যায্য সদ্ব্যবহার দ্বারাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

★ [এ সূরাতেই এ মহান আয়াত রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কাছে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের বাহ্যিক ধারণা সঠিক নয়। তাই ২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও তাঁর সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা কর, যে জান্নাতের বিস্তৃতি পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা:) যখন এ আয়াত পাঠ করেন তখন এক সাহাবী (রা:) প্রশ্ন করেন, হে রসূলুল্লাহ্! জান্নাত যদি সারা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে জাহান্নাম কোথায়? তিনি (সাা:) বলেন, তাও সেখানেই থাকবে, অর্থাৎ এ বিশ্বজগতের বিস্তৃতির মাঝেই যেখানে জান্নাত বিদ্যমান রয়েছে সেখানেই জাহান্নামও থাকবে। কিন্তু এটি কিভাবে হবে তা তোমরা অনুধাবন করতে পারছ না। একই জায়গায় জান্নাত ও জাহান্নাম সহাবস্থান করছে এবং একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্কই নেই। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ্ (সা:)কে সেই যুগে এক Relativity এর (অর্থাৎ আপেক্ষিকতার) ধারণা দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ একই জায়গায় অবস্থান করা সত্ত্বেও Dimension (অর্থাৎ বিস্তার, আয়তন, মাপ ইত্যাদি) পরিবর্তন হয়ে গেলে দুটি বস্তুর মাঝে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

এ সূরার কেন্দ্রীয় আয়াত হলো সেটি, যেখানে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষ 'নুযূল' (অর্থাৎ অবতরণ) শব্দটির যে অর্থ করে থাকে তদনুযায়ী ধরে নিতে হবে লোহা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অথচ লোহা মাটির গভীর থেকে খনন করে বের করা হয়ে থাকে। এ আয়াত থেকে 'নুযূল' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানা যায়। যেসব জিনিষ নিজেদের সত্তায় সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর সেসব কিছুর জন্য কুরআন করীমে 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এ প্রেক্ষাপটে গবাদিপশু সম্পর্কেও 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পোষাক সম্পর্কেও 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কেও বলা হয়েছে, 'কাদ্ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিক্‌রার রসূলান' অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মূর্তিমান 'যিক্‌রে ইলাহী' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা) রসূল অবতীর্ণ করেছেন (সূরা তালাক: ১১-১২)। সব আলেম একমত, তিনি (সা:) সশরীরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। অতএব 'নুযূল' শব্দটির অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে হযরত মুহাম্মদ (সা:)ই ছিলেন সব রসূলের মাঝে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণসাধনকারী রসূল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
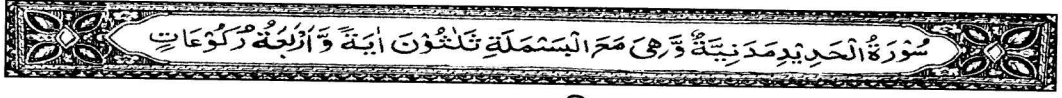
সূরা আল্ হাদীদ-৫৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ②

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবাই) আল্লাহ্‌র [খ]পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে[২৯৮১]। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ③

৩। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং [গ]মৃত্যু দেন[২৯৮২]। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

هُوَ الۡاَوَّلُ وَ الۡاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الۡبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ④

৪। তিনিই আদি[২৯৮৩] ও অন্ত[২৯৮৪]। আর তিনিই প্রকাশ্য[২৯৮৫] ও গুপ্ত[২৯৮৬]। আর তিনিই সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ یَعۡلَمُ مَا یَلِجُ فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا یَخۡرُجُ مِنۡهَا وَ مَا یَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعۡرُجُ فِیۡهَا ؕ وَ هُوَ مَعَکُمۡ اَیۡنَ مَا کُنۡتُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ⑤

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে যা প্রবেশ করে এবং এ থেকে যা বের হয়, আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় এবং এতে যা উঠে যায় (সব)[২৯৮৭] তিনি জানেন। আর যেখানেই তোমরা যাও তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।★

দেখুন ঃ ক.১ঃ১ খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২; ঘ. ৩ঃ১৫৭; ৭ঃ১৫৯; ৪৪ঃ৯ ঘ. ৭ঃ৫৫; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০; ৩২ঃ৫ ং. ৩৪ঃ৩।

২৯৮১। 'সাবাহা ফি হাওয়া-ইজিহি' মানে, সে নিজের জীবিকা অর্জনে বা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। 'সাব্‌হ' দ্বারা নিজের কাজ করা বুঝায় কিংবা শীঘ্র সচেষ্টভাবে কাজ করা বুঝায়। 'সুবহানাল্লাহ্' কথাটি দ্বারা তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র আশ্রয় নেয়া ও তাঁর আনুগত্য করা বুঝায়। এই শব্দটির মূল ধাতু দৃষ্টে ক্রিয়া-বিশেষ্য তস্‌বীহ (সাবাহা থেকে উৎপন্ন) অর্থে 'আল্লাহ্‌কে অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করা' বুঝায় এবং সাথে সাথে 'সুব্‌হানাল্লাহ্' বলে আল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির হওয়া ও আনুগত্য স্বীকারও বুঝায়(লেইন)। অতএব এই আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ এই বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজের নির্ধারিত কাজ নিয়মিতভাবে, সঠিক সময়ে করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহার করে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন সঠিক ও বিস্ময়করভাবে সম্পাদন করছে যে তা দেখে স্বতঃই মনে হয়, এই মহাবিশ্বের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাণকর্তা কত মহাশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ! সমগ্র মহাবিশ্ব একীভূতরূপে এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু নিজ নিজ কর্মবলয়ে এই অনস্বীকার্য সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে যে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিকর্ম কত সুষমামণ্ডিত, সকল দিক দিয়ে কত ত্রুটিমুক্ত ও তুলনাহীন! 'তস্‌বীহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য এটাই।

২৯৮২। নির্মাণ ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি বস্তুতে, সারা বিশ্ব জুড়ে অব্যাহত রয়েছে।

২৯৮৩। সব কিছুর আদি কারণ তিনিই।

২৯৮৪। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কারণও তিনিই।

২৯৮৫। তাঁর কাজের মাঝেই তিনি সুপ্রকাশিত, তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে দেদীপ্যমান।

২৯৮৬। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নেই অথবা তিনি সবকিছুই দেখেন, বুঝেন, শুনেন ও জানেন, কিন্তু তাঁকে পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়।

২৯৮৭। এর অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন কোন বিশেষ জাতির জন্য কখন কি ধরনের ঐশী শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা বিকৃত হয়ে গেলে বা তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কখন তা বাতিল করা আবশ্যক। আর তিনিই জানেন কখন নূতন 'শিক্ষা' অবতীর্ণ করা দরকার।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴿٦﴾

৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর [ক]আধিপত্য তাঁরই এবং সব বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

৭। [খ]তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। আর অন্তরের সব কথা তিনি পুরোপুরি জানেন।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٨﴾

৮। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে খরচ কর। আর তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে তাদের জন্য রয়েছে বড় পুরস্কার।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩﴾

৯। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন না? আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য রসূল তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে, অথচ (হে আদম সন্তান! পূর্ব থেকেই) তিনি তোমাদের কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করে রেখেছেন[২৯৮৮]। (ভাল হতো) তোমরা যদি ঈমান নিয়ে আসতে।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ ۢبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি [গ]সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন [ঘ]যেন তিনি অন্ধকার থেকে তোমাদের বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ أُولٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ

১১। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই?[২৯৮৯] যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) বিজয়ের পূর্বে[২৯৯০] খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তোমাদের কেউ তার সমান হতে পারে না। এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে অনেক বড় যারা

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০৮; ৭ঃ১৫৯ খ. ২২ঃ৬২; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪ গ. ২২ঃ১৭; ২৪ঃ৩৫; ৫৮ঃ৬ ঘ. ১৪ঃ৬; ৩৩ঃ৪৪।

★[আল্লাহ্ তাআলার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য হলো, তিনি বিশ্বজগতের সব কাজ সম্পন্ন করার পর অবসরে চলে যাননি, বরং এর তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে যত কাজ বাহ্যত নিজে নিজে সম্পন্ন হচ্ছে বলে আমরা দেখি, আল্লাহ্ তাআলার আদেশে অগণিত ফিরিশ্তা এগুলোর তত্ত্বাবধান করছেন। ইয়া'লামু মা ইয়ালিজু ফিল আরযি ওয়ামা ইয়াখরিজু মিনহা অর্থাৎ সব সময় কিছু না কিছু আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং কিছু না কিছু নিচে নেমে আসছে। এরূপ কিছু বাষ্প রয়েছে যা পৃথিবীর দিকে ফেরৎ পাঠানো হয়। কিন্তু এরূপ কিছু তেজস্ক্রিয় ও চৌম্বক রশ্মি রয়েছে, যা ওপরে উঠে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে আকাশ থেকে উল্কা ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি পৃথিবীতে অনবরত বর্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে অনবরত গবেষণা চলছে। অনেক কিছু জানার পরও আকাশ থেকে নেমে আসা অধিকাংশ রশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি। এ বিষয়টি মহানবী (সা:) এর যুগে কোন মানুষের ধারণাতেও আসতে পারতো না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৮৮। এই আয়াতে বর্ণিত 'অঙ্গীকার' বলতে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস এবং তাঁর নৈকট্যলাভের যে স্বাভাবিক আকুতি ও প্রেরণা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রকৃতিতে প্রোথিত করে দিয়েছেন, তা-ই বুঝিয়েছে (৭ঃ১৭৩ এবং ১০৭০ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৯৮৯। মানুষের পার্থিব সম্পদ পৃথিবীতেই ছেড়ে যেতে হবে। বস্তুত এগুলোর মালিক আল্লাহ্।

২৯৯০। মক্কা-বিজয় অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি।

الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑪

(বিজয়ের) [ক]পরে খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। আর (এদের) প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌ উত্তম (প্রতিদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সদা অবহিত।

১ [১১] ১৭

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑫

১২। [খ]কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা তার জন্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কারও রয়েছে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑬

১৩। যেদিন তুমি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের দেখতে পাবে যে [গ]তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে দ্রুত চলছে (সেদিন তাদের বলা হবে) 'আজ তোমাদের এমন জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা মহান সফলতা।'★

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑭

১৪। যেদিন মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদের বলবে, 'আমাদের দিকে (একটু) দৃষ্টি দাও যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু কল্যাণ পেতে পারি'[২৯৯১] (সেদিন তাদের) বলা হবে, 'তোমরা (পারলে) নিজেদের পিছনে (অর্থাৎ ইহজগতে) ফিরে যাও[২৯৯২] এবং (সেখানে) কোন নূর খোঁজ কর।' এরপর তাদের (উভয়ের) মাঝে এমন এক প্রাচীর তুলে[২৯৯৩] দেয়া হবে যার দরজা হবে একটি। এর অন্তর্ভাগে থাকবে রহমত এবং এর বহির্ভাগে থাকবে আযাব।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৯৬; ৯ঃ২০ খ. ২ঃ২৪৬; ৬৪ঃ১৮; ৭৩ঃ২১ গ. ৬৬ঃ৯

★[হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে মু'মিনরা নূর লাভ করবে। আর ডান দিক বলতেও হেদায়াতকেই বুঝায়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৯১। 'তোমাদের নূর' অর্থ তোমাদের বিশ্বাস ও ঈমান এবং সৎকর্মের আলো, অথবা তোমাদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কীয় ইহকালীন উপলব্ধি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভজনিত আলো।

২৯৯২। 'ওয়ারাআকুম' ইহজগতকে বুঝাতে পারে।

২৯৯৩। 'প্রাচীর' অর্থ ইসলামের বা কুরআনের প্রাচীর, যা মু'মিন ও কাফিরকে পৃথক করে। যেহেতু কাফিররা এই প্রাচীরের বাইরে রয়েছে. সেই কারণে তাদের এই বাইরে থাকার কাজটি পরকালে প্রাচীরের আকার ধারণ করে তাদেরকে বাইরে যন্ত্রণাদায়ক স্থানে আটকে রাখবে। তারা ভিতরে শান্তির স্থানে আসতে পারবে না।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٥﴾

১৫। এসব (মুনাফিক) তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) উচ্চস্বরে ডেকে বলবে, 'আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) বলবে, 'হ্যাঁ, কেন নয়? কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ এবং তোমরা (আমাদের ধ্বংসের) অপেক্ষায় ছিলে ও সংশয়ে পড়েছিলে এবং কামনাবাসনা তোমাদের প্রতারিত করে আসছিল। অবশেষে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এসে গেল[২৯৯৪]। আর শয়তান আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমাদের মারাত্মক ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৬। সুতরাং আজ তোমাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) এবং অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের ঠাঁই হলো আগুন। এ-ই হলো তোমাদের বন্ধু[২৯৯৫] এবং তা কতই মন্দ গন্তব্যস্থল'।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧﴾

১৭। যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে এর জন্য ভয়ে বিনত হওয়ার এবং যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত না হয়ে যাওয়ার সময় কি এখনো তাদের আসেনি? কিন্তু এ (কিতাবধারীদের) ওপর (আল্লাহ্‌র কৃপা অবতীর্ণ হওয়ার) [ক]যুগ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার দরুন এদের [খ]অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আর এদের অনেকেই ছিল দুষ্কৃতকারী।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

★ ১৮। জেনে রাখ, পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌ [গ]জীবিত করেন। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় যেসব পুরুষ ও মহিলা দান করে এবং যারা আল্লাহ্‌কে [ঘ]অতি উত্তম ঋণ দেয় তাদের জন্য তা বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে এক সম্মানজনক প্রতিদান।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৪৫ খ. ২ঃ৭৫; ৬ঃ৪৪ গ. ৩৫ঃ১০ ঘ. ২ঃ২৪৬।

২৯৯৪। "আমরুল্লাহ্‌" এখানে ঐশী শাস্তি বুঝায়।

২৯৯৫। "এ-ই হলো তোমাদের বন্ধু" কথাটি ব্যাঙ্গক্তি বলে মনে হয়। অথবা এর অর্থ এই হতে পারে ঃ দোযখের আগুন তোমাদের ইহলৌকিক পাপ-কর্মের কলঙ্ক-কালিমা থেকে তোমাদেরকে মুক্ত ও পবিত্র করে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে এবং এইরূপে দোযখের আগুন বন্ধুর কাজ করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٢٠﴾

২০। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, এরাই হলো এদের প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্দীক ও শহীদ। এদের জন্য রয়েছে এদের প্রতিদান ও নূর। আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই হলো জাহান্নামী।

২ [৯] ১৮

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢١﴾

২১। জেনে রাখ, [ক]পার্থিব জীবন আমোদপ্রমোদ ও নিজ কামনাবাসনা পূর্ণ করার এমন মাধ্যম যা (মহান উদ্দেশ্য) থেকে উদাসীন করে দেয় এবং (এ পার্থিব জীবন) সাজসজ্জা, পরস্পর অহংকার প্রদর্শন, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে পরস্পর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা মাত্র। (এ জীবন) সেই বৃষ্টির দৃষ্টান্তের ন্যায় যার (মাধ্যমে উৎপাদিত) সবুজ শ্যামল ফসল কৃষককে আনন্দিত করে। এরপর তা অন্দোলিত হতে থাকে। এরপর তুমি একে হলুদ বর্ণ ধারণ করতে দেখ। [খ]এরপর তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর (এরূপ দুনিয়াদারদের জন্য) পরকালে রয়েছে কঠোর আযাব এবং (সৎকর্মশীলদের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন তো কেবল প্রতারণাপূর্ণ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মাত্র।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٢﴾

★ ২২। [গ]তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লভের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা কর যার (অর্থাৎ জান্নাতের) বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির ন্যায়[২৯৯৬]। এটি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনে। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩। পৃথিবীর ওপর অথবা তোমাদের ওপর যে বিপর্যয়ই নেমে আসে তা আমরা প্রকাশ করার পূর্বেই এক কিতাবে[২৯৯৬-ক] (তা লিপিবদ্ধ করে) রেখেছি। নিশ্চয় এ (কাজটি) আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৩; ২৯ঃ৬৫; ৪৭ঃ৩৭ খ. ৫৬ঃ৬৬ গ. ৩ঃ১৩৪।

২৯৯৬। 'আরয' মানে মূল্য ও ব্যাপকতা। এই হিসাবে আয়াতটির তাৎপর্য হলো (ক) পরলোক ধর্মপরায়ণদের পুরস্কার অপরিসীম ও অগণিত। আকাশমালা, পৃথিবী এবং সমস্ত স্থান, শূন্য-মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে বেহেশ্‌ত এমনিক দোযখও এরই আওতাভুক্ত। এতে বুঝা যায় যে বেহেশ্‌ত ও দোযখ দুটো পৃথক স্থান বিশেষ নয়, বরং মনের দুটো পৃথক পৃথক অবস্থা। কুরআনে বর্ণিত বেহেশ্‌ত-দোযখের স্বরূপ সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস সঠিক ধারণা দেয়। একবার নবী করীম (সাঃ) কে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বেহেশত যদি তার স্বীয় ব্যাপকতার মধ্যে আকাশমালা ও পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে তাহলে দোযখের স্থান কোথায়? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "রাত্রি কোথায় থাকে, যখন দিনের আগমন হয়" (কাসীর)

২৯৯৬-ক। কিতাব দ্বারা ঐশী বিধান বা ঐশী জ্ঞানকে বুঝাতে পারে। অতএব আয়াতটির তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন। কিতাব দ্বারা কুরআনকেও বুঝায়। অতএব এই আয়াতের অর্থ হতে পারে, ব্যক্তি বা জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার কুরআনে রয়েছে।

২৪। ক·(স্মরণ রেখো এমনটি হওয়াই আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান) যাতে তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে তাতে তোমরা দুঃখ না কর এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে দম্ভ করো না। আর আল্লাহ্‌ অহংকারীকে (ও) অতি দাম্ভিককে পছন্দ করেন না

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٤﴾

২৫। (অর্থাৎ) খ·যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকেও কার্পণ্য করার শিক্ষা দেয়। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসার অধিকারী।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٥﴾

★ ২৬। নিশ্চয় আমরা গ·সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব এবং মানুষকে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ঘ·ন্যায়বিচারের তুলাদন্ডও[২৯৯৭] অবতীর্ণ করেছি। আর আমরা লোহাও[২৯৯৮] অবতীর্ণ করেছি। এতে রয়েছে যুদ্ধের মারাত্মক উপকরণ এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। আর (এর সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো) তিনি যেন তাদের স্বতন্ত্র করে দিতে পারেন যারা আল্লাহ্‌কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী।

৩ [৬] ১৯

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾

২৭। আর নিশ্চয় আমরা নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে(ও) পাঠিয়েছিলাম এবং উভয়ের বংশধরদের মাঝে নবুওয়ত ও ঙ·কিতাব অর্পণ করেছিলাম। আর তাদের মাঝে হেদায়াতপ্রাপ্তরাও ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল বিপথগামী।★

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৫৪ খ. ৪ঃ৩৮ গ. ৭ঃ১০২; ১৪ঃ১০; ৩৫ঃ২৬ ঘ. ৪২ঃ১৮; ৫৫ঃ৮ ঙ. ২৯ঃ১৮।

২৯৯৭। 'মীযান' দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ঃ (ক) সমতা ও ন্যায়নীতি, যা মানুষের সকল পারস্পরিক কাজ-কর্মে পালন করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয), (খ) সঠিক মাপকাঠি, যা দিয়ে মানুষের কর্মকাণ্ডকে পরিমাপ করা, ওজন করা, মূল্যায়ন করা ও বিচার করা যায়, (গ) ভারসাম্যের তূলাদণ্ড, যা সারা বিশ্ব-জগতে ক্রিয়াশীল থেকে সকল বস্তুর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, (ঘ) মহানবী (সাঃ) এর কার্যধারা ও আল্লাহর কিতাব (কুরআন), (ঙ) মধ্যপথ অবলম্বন ও সীমালংঘন পরিত্যাগ, (চ) নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি।

২৯৯৮। 'আল্‌ হাদীদ' (লৌহ) এমন একটা ধাতু যা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান রেখেছে এবং মানব-সভ্যতার সর্বাধিক প্রসার ঘটিয়েছে। এই শব্দটির অন্য তাৎপর্য হলো মানব-সমাজের অস্তিত্ব রক্ষাকারী নিয়ম-নীতিকে মানার জন্য মানুষকে বাধ্য করার শক্তি। অতএব এই আয়াত বুঝাচ্ছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা তিনটি বিষয় পাঠিয়েছেনঃ (ক) ঐশী আইন-কানুন, (খ) মানব সমাজের সুষম সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি, (গ) এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যা ঐশী আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য করে।

★ ['ফাসেক' অর্থ বিপথগামী। দেখুন আল মুনজিদ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٨﴾

★ ২৮। এরপর ক-তাদের অনুসরণে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছিলাম এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও (তাদের) পরে পাঠিয়েছিলাম। আর তাকে আমরা ইন্‌জীল দান করেছিলাম এবং তার অনুসারীদের খ-হৃদয়ে আমরা কোমলতা ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছিলাম। আর তারা যে সন্ন্যাসবাদ প্রবর্তন করেছিল এর নির্দেশ আমরা তাদের দেইনি। তবে আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভেরই[২৯৯৯] (নির্দেশ দিয়েছিলাম)। কিন্তু তারা এ (নির্দেশ) যথাযথভাবে পালন করেনি। এরপর তাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছিল (এবং সৎকাজ করেছিল) আমরা তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি নিজ কৃপা থেকে তোমাদের দ্বিগুণ অংশ দিবেন এবং তোমাদের এক জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা চলবে। আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮৮; ৫ঃ৪৭ খ. ৫ঃ৮৩

২৯৯৯। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) এর অনুসারী খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসাবে 'বৈরাগ্য' প্রথার আবিষ্কার করে, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ করার নির্দেশ দেননি। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারেঃ খৃষ্টানরা 'বৈরাগ্য' আবিষ্কার করে, আল্লাহ্‌ বৈরাগ্য অবলম্বনের কোন আদেশ দেননি তিনি কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনেরই আদেশ দিয়েছিলেন। ২৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক 'আল্‌ মীযান' পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, যাতে মানুষ চরম ও হঠকারী পন্থা পরিতাগপূর্বক সকল কর্মে ও সকল ব্যাপারেই সুখকর মধ্যপথ অবলম্বন করে। এই আয়াতে খৃষ্টান জাতির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে যত সদুদ্দেশ্যই হোক না কেন, খৃষ্টানেরা এই চরম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাদের আসল লক্ষ্য খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এই ভুল-চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে সন্ন্যাস-প্রথা আবিষ্কার করেছিল যে এই পথেই বুঝি তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য ও প্রসাদ লাভে সমর্থ হবে। তারা আরো ভেবেছিল, অবিবাহিত যীশুর শিক্ষা ও আচরণ বুঝি এটাই। কিন্তু এটা মস্তবড় সামাজিক অকল্যাণ ডেকে এনেছে, বহু অনর্থের মূলে রয়েছে খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত কুপ্রথা। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" বলে তারা আরম্ভ করেছিল, আর সুখ-সম্ভোগ ও সম্পদ-উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে তারা সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ইসলাম এই সন্ন্যাস প্রথাকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, বরং নিন্দা করে একে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছে। কেননা এটা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরপন্থী। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "ইসলামে বৈরাগ্য নেই" (আসীর)। ইসলাম সেই সব স্বপ্নপ্রিয় ধর্ম নয় যারা রূঢ় বাস্তব জগত থেকে নিজেদেরকে দূরে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণার কল্পনা জগতে আশ্রয় নেয়। ইসলামে এররূপ অবাস্তর শিক্ষারও কোন মুল্য নেই যেমন, "কল্যাণের নিমিত্ত ভাবিত হইওনা না" (মথি ৬ঃ৩৪)। বরং ইসলাম অত্যন্ত জোরের সাথে প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ দেয় "সে যেন এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেয় যে আগামী কালের জন্য সে কি (আমল) পাঠাচ্ছে।" প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে সমভাবে ও সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০। (এ কথা আমরা এ জন্য বলছি) আহলে কিতাব যেন (এটা) মনে না করে বসে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের কোন অধিকার তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) নেই[৩০০০], [ক]বরং (তারা যেন এটা মনে করে) সব অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

৪
[৪]
২০

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০৬; ৩ঃ৭৪।

৩০০০। তাহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) তাদের মন থেকে এই কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেলুক যে একমাত্র তারাই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিভাজন। তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহকে ফিরিয়ে নিয়ে এখন অন্য জাতিকে তথা মুসলিম উম্মাহ্‌কে তা দান করেছেন।

সূরা আল্ মুজাদেলা-৫৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরার শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে এটি দ্বিতীয় সূরা। এতে 'যিহার' প্রথার কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নিজের স্ত্রীকে 'মা' ডেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রথাকে 'যিহার' বলে। সূরা আহ্যাবেও এই 'যিহার' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। এতে বুঝা যায়, সূরা আহযাবের পূর্বে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা আহ্যাব অবতীর্ণ হয়েছিল ৫ম ও ৭ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। অতএব এই সূরা তার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল, খুব সম্ভবত তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। এর পূর্ববর্তী সূরা 'হাদীদে' আহ্লে কিতাবকে শক্তভাবে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য বলে তারা যে ধারণা রাখে তা ঠিক নয়। বরং তারা যেহেতু বারবার আল্লাহ্র রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিরোধিতাসহ অত্যাচার করছে, সেহেতু আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ এখন থেকে চিরদের জন্য 'বনী ইসমাঈল' বংশে চলে যাবে। বর্তমান সূরাতে মুসলিম উম্মতকে সাবধান করা হচ্ছে যে তাদের পার্থিব উন্নতি বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তরীণ শত্রু উভয়ের চক্ষুশূল হবে। অতএব তারা যেন শত্রুদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবধান থাকে। কুরআনের একটি অপরিবর্তনীয় নীতি হলো, যখনই শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিষয় আলোচনায় আসে তখনই কতগুলো সামাজিক কদাচারের কথাও আলোচনায় এসে যায়। এই পদ্ধতিটি সূরা নূর, সূরা আহ্যাব ও বর্তমান সূরাতে অনুসৃত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হয়েছে 'যিহার' প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। খাওলা নাম্নী এক মুসলিম মহিলার ঘটনা উল্লেখ পূর্বক একটি আইন জারী করা হলো যে যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে তাহলে এই ঘৃণ্য নৈতিক অপরাধের অনুশোচনা স্বরূপ তাকে তার কৃতদাসদের মধ্য থেকে একজনকে মুক্তি দান করতে হবে, অথবা দুমাস ধরে রোযা রাখতে হবে, আর যদি তাও না পারে তাহলে ষাট জন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। অতঃপর সূরাতে ইসলামের ভিতরকার শত্রুদের নষ্টামী ও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখপূর্বক গোপন-আড্ডা গঠন এবং গোপন সভা আহ্বান ইত্যাদি নাশকতামূলক কাজ-কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। অতঃপর যুক্তিসঙ্গতভাবেই সামাজিক সম্মেলনের ও সভাসমিতির ব্যাপারে কতগুলো নিয়ম-কানুন বেঁধে দেয়া হয়েছে। শেষ দিকে এই সূরা ইসলামের শত্রুদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলছে যে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা কেবল আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ-ভাজনই হবে, ইসলামের প্রগতি ও উন্নতিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদের প্রতি হুশিয়ারীর সাথে সাথে মু'মিনদেরকেও সমভাবে সাবধান করা হয়েছে, তারা যেন তাদের ধর্মের শত্রুদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও কোন অবস্থাতেই বন্ধুত্ব না করে। ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করে তারা তো প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধরত শত্রুর প্রতি বন্ধুত্ব সত্যিকার ঈমানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সূরা আল্ মুজাদেলা-৫৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

قَدۡ سَمِعَ اللّٰهُ قَوۡلَ الَّتِیۡ تُجَادِلُكَ فِیۡ زَوۡجِهَا وَ تَشۡتَكِیۡۤ اِلَی اللّٰهِ ٭ۖ وَ اللّٰهُ یَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیۡعٌۢ بَصِیۡرٌ ②

২। আল্লাহ্ নিশ্চয় তার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামী সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ক করতো এবং আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন[৩০০১]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

اَلَّذِیۡنَ یُظٰهِرُوۡنَ مِنۡكُمۡ مِّنۡ نِّسَآئِهِمۡ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمۡ ؕ اِنۡ اُمَّهٰتُهُمۡ اِلَّا الّٰٓیِٴۡ وَلَدۡنَهُمۡ ؕ وَ اِنَّهُمۡ لَیَقُوۡلُوۡنَ مُنۡكَرًا مِّنَ الۡقَوۡلِ وَ زُوۡرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوۡرٌ ③

৩। তোমাদের মাঝে যারা নিজেদের স্ত্রীদের 'মা' বলে বসে (তাদের এরূপ বলাতে) তারা এদের মা হয়ে যায় না। এদের মা তো তারাই যারা এদের জন্ম দিয়েছে। আর নিশ্চয় এরা এক মারাত্মক অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

وَ الَّذِیۡنَ یُظٰهِرُوۡنَ مِنۡ نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُوۡدُوۡنَ لِمَا قَالُوۡا فَتَحۡرِیۡرُ رَقَبَةٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمۡ تُوۡعَظُوۡنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ④

৪। আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের 'মা' বলে বসে, এরপর তারা যা বলেছে তা থেকে (অনুতপ্ত হয়ে) ফিরে আসে[৩০০২] সেক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে (তাদের অবশ্যই) একটি কৃতদাস মুক্ত করতে হবে। তোমাদের এ বিষয়েরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

৩০০১। সা'লাবার কন্যা এবং আউস বিন সামতের স্ত্রী খাওলা স্বামী কর্তৃক বিচ্ছিন্নতার বিরহে পতিত হন। কেননা তাঁর স্বামী তাঁকে 'মা' ডেকে এই বিপদে ফেলে। 'তুমি আমার মায়ের পিঠ সদৃশ' এই কথা উচ্চারণ করে স্বামী স্ত্রীকে পুরাতন আরব প্রথা অনুসারে একটা ঝুলন্ত অবস্থায় নিপতিত করতে পারতো। এই প্রথার নাম ছিল 'যিহার'। আউস এই প্রথার সুযোগ নিয়ে খাওলাকে ঝুলন্ত রাখলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীরূপে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত রেখে অনিশ্চয়তার মধ্য ফেলে দিল। এই অবস্থায় হতভাগা স্ত্রী না বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করতে পারে, না দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে, না বর্তমান স্বামীর উপর স্ত্রী হিসাবে কোন দাবী খাটাতে পারে। খাওলা অনিশ্চিত ঝুলন্ত অবস্থায় পতিত হলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে এসে তাঁর দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং তাঁর (সাঃ) পরামর্শ ও সাহায্য চাইলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখালেন বটে, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছু করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কেননা এই ধরনের বিষয়াদির ব্যাপারে ওহী-ইহলামের মাধ্যমে অবগত না হয়ে তিনি সাধারণত কোনও সিদ্ধান্ত দিতেন না। অবশ্য আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী এল এবং 'যিহার' প্রথা বেআইনী বলে ঘোষিত হলো।

৩০০২। "সুম্মা ইয়ায়ূদুনা লেমা কালূ" এই আরবী বাক্য দু' রকমের অর্থ বুঝাতে পারেঃ-

(ক) তারা যা বলেছে তা থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ তারা স্ত্রীকে 'মা' ডেকে তাদের সঙ্গে আবার সহবাস করতে চায়, (খ) তারা তাদের ঐ কথা নিষেধাজ্ঞা আসার পরও পুনর্বার বলে। এই ঘৃণ্য কথা পুনরায় উচ্চারণ করাকে অপরাধ গণ্য করা হবে এবং এই অপরাধের জন্য উচ্চারণকারীকে যে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে তা এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৫। কিন্তু যে (কৃতদাস মুক্ত করার) সামর্থ্য রাখে না তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে (অর্থাৎ স্বামীকে) এক নাগাড়ে দুমাস রোযা রাখতে হবে। আর যে (এরও) সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাট জন অভাবীকে[৩০০৩] খাওয়াতে হবে। এর কারণ হলো, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে প্রশান্তি★ লাভ করতে পার। এ হলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা এবং অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৬। [ক]আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে[৩০০৪] নিশ্চয় তাদের সেভাবে ধ্বংস করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করা হয়েছিল। আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে এক অতি লাঞ্ছনাজনক আযাব।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৭। যেদিন আল্লাহ্ সমষ্টিগতভাবে এদের পুনরুত্থিত করবেন (সেদিন) তিনি এদের কৃতকর্ম সম্পর্কে এদের অবহিত করবেন। আল্লাহ্ এ (কৃতকর্মের) হিসাব রেখেছেন। অথচ এরা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সাক্ষী।

১ [৭] ১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৮। তুমি কি ভেবে দেখনি, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিনজনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না (যেখানে) তিনি তাদের চতুর্থজন না হন এবং পাঁচজন (পরামর্শকারী) হয় না (যেখানে) তিনি তাদের ষষ্ঠজন না হন। আর (পরামর্শকারীরা সংখ্যায়) এর চেয়ে কম বা বেশি হোক (আর তারা) যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে থাকেন। এরপর কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৬৩।

৩০০৩। এই আয়াতগুলোতে শাস্তির কঠোরতা দেখে বুঝতে পারা যায়, স্ত্রীকে 'মা' ডেকে ফেলা কত বড় গুরুতর অপরাধ। 'মা' এর সাথে সম্পর্ক এতই পবিত্র যে তাকে ছোট করে দেখার ন্যূনতম অবকাশও নেই।

★ ['আল ঈমান' এর এ অর্থের জন্য দেখুন আল মুফরিদাতু ফী গারীবিল কুরআনি লিল ইমাম আর রাগিব আল্ ইস্পাহানী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০০৪। স্ত্রীকে 'মা' ডাকা, আর আল্লাহ্ তাআলার বিরোধিতা করা একই পর্যায়ের অপরাধ। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্র বিরোধিতাকারী ইহুদী ও মুনাফিকদের কথাও এই আয়াতে প্রসঙ্গত এসে গেছে।

৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? কিন্তু তাদের যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা এরই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। আর তারা পাপ, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতা করার[৩০০৫] ব্যাপারে পরস্পর গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে [ক]এভাবে 'সালাম' করে যেভাবে আল্লাহ্ তোমার ওপর 'সালাম' পাঠাননি[৩০০৬]। আর তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি এর জন্য আল্লাহ্ আমাদের কেন আযাব দেন না?' তাদের (শায়েস্তা করার) জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা এতে প্রবেশ করবে। আর (তা) কতই মন্দ ঠাঁই।★

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ কর তখন এ পরামর্শ (যেন) পাপ, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে না হয়। তবে পুণ্য ও তাক্ওয়া সম্পর্কে পরামর্শ কর[৩০০৭] এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর সন্নিধানে তোমাদের সমবেত করা হবে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑩

১১। (মন্দ উদ্দেশ্যে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে যেন সে মু'মিনদের কষ্টে ফেলতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব আল্লাহ্রই ওপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৪৭।

৩০০৫। মদীনার ইহুদীরা এবং মুনাফিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব গোপন শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করতো, এই আয়াতে সেগুলোর উল্লেখপূর্বক এইরূপ কার্যকলাপকে ঘৃন্য ও জঘন্য বলে বর্ণন করা হয়েছে। বারবার চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ও মহানবী (সাঃ) এর জীবন-নাশের অবিরাম প্রচেষ্টার অপরাধে, মুসলিমদের আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে তিনটি ইহুদী গোত্রকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

৩০০৬। এই বাক্যটির তাৎপর্য হলো, তারা তোমাকে তোমার উপস্থিতিতে সীমা ছাড়িয়ে কপটভাবে প্রশংসা করে। অন্য অর্থ এও হয় যে তারা তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য বদ্দোয়া করে। বাক্যটি মদীনার কিছু সংখ্যক ইহুদীর দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা মহানবী (সাঃ) এর সমীপে এসে বিদ্রুপাত্মক 'সালাম' দিত এবং 'আস্সালামু আলায়কা' না বলে বরং জিহবা বাঁকিয়ে বলতো 'আস্সামু আলায়কা' যার অর্থঃ তোমার মৃত্যু হোক (বুখারী)।

★[এ আয়াতের প্রারম্ভে এক গোপন পরামর্শের উল্লেখ রয়েছে। গোপন পরামর্শের উদ্দেশ্য যদি অসৎ না হয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রমূলক না হয় তাহলে এরূপ গোপন পরামর্শ করা পাপ নয়। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, এরা যখন রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন বাহ্যিকভাবে সালাম করে বটে কিন্তু মনে মনে গালমন্দ করতে থাকে। এরপর এরা মনে মনে ভাবতে থাকে, এর ফলে আমাদের ওপর তো কোন আযাব অবতীর্ণ হয়নি। জাহান্নামে এদের নিশ্চয় প্রবেশ করানো হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০০৭। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে গোপন সংস্থা ও গোপন বৈঠকের নিন্দা করা হয়েছে, তবে এই নিন্দাবাদ শর্ত সাপেক্ষ। সৎ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল বিস্তারের জন্য মুসলমানদের গোপন সম্মেলনকে নিষেধ করা হয়নি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٢﴾

১২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যখন বলা হয়, 'মজলিসে (অন্যদের জন্য) জায়গা করে দাও' তখন জায়গা করে দিও। (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদের প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও'[৩০০৮] তখন তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾

★ ১৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে পরামর্শ করতে চাও (তখন তোমরা) তোমাদের পরামর্শের পূর্বে দান সদকা করো[৩০০৯]। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিক পবিত্র। আর তোমরা যদি (সদকা দেয়ার জন্য কিছু) না পাও সেক্ষেত্রে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ ع

★ ১৪। তোমাদের পরামর্শের পূর্বে তোমরা কি দান সদকা করতে ভয় পাও[৩০১০]? কিন্তু তোমরা (দান সদকা) করে না থাকলে এবং আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিলে তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

২ [৭] ২

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা এমন লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে *যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন? এরা তোমাদেরও নয় এবং তাদেরও নয়। আর এরা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে কসম খায়।

দেখুন ঃ ক. ৬০ঃ১৪।

৩০০৮। পূববর্তী আয়াতে সম্মেলনে মিলিত হবার বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই এই আয়াতে সঙ্গতভাবেই সম্মেলনের নিয়মনীতি ও আদব-কায়দা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০০৯। মু'মিনদের এটা বুঝা দরকার, মহানবী (সাঃ) এর প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান। অতএব তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেরই উচিত, তাঁর সময়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু অর্থ দান-খয়রাত করা। বাইবেলেও রসূলে পাক (সাঃ)কে 'পরামর্শদাতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে (যিশাইয়-৯ঃ৬)।

৩০১০। মহানবী (সাঃ) এর কাছে পরামর্শ চাইবার জন্য যাওয়ার পুর্বে দান-খয়রাত করার আদেশটি ফরয নয়, বরং ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে আদেশটি পালনের মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে এটা করাই বাঞ্ছনীয়। সাহাবীগণ (রাঃ) সকলেই আদেশটি পালন করতেন। তাঁরা সামর্থ্যানুযায়ী যথেষ্ট দান করার পরও আশঙ্কা করতেন যে তাঁরা আল্লাহর উপদেশমূলক এই আদেশটি হয়তো পুরোপুরি পালন করতে পারেনি।

১৬। এদের জন্য আল্লাহ্ কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এরা যা করতো নিশ্চয় তা অতি মন্দ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে[৩০১১]। আর এরা (এর মাধ্যমে লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রেখেছে। অতএব এদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧﴾

১৮। [ক]এদের ধনসম্পদ ও এদের সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এদের কোন কাজে আসবে না। এরাই আগুনের অধিবাসী! এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে।

لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٨﴾

১৯। যেদিন আল্লাহ্ এদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন (সেদিন) এরা তাঁর[৩০১২] সামনেও সেভাবেই কসম খাবে যেভাবে এরা তোমাদের সামনে কসম খায় এবং এরা মনে করবে এরা কোন এক অবস্থানে (প্রতিষ্ঠিত) আছে। সাবধান! এরাই মিথ্যাবাদী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٩﴾

২০। শয়তান এদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অতএব সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে এদের ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে[খ] নিশ্চয় এরাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢١﴾

২২। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, [গ]'আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হব[৩০১৩]।' নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১; ৯২ঃ১২; ১১১ঃ৩ খ. ৯ঃ৬৩ গ. ৫ঃ৫৭; ৩৭ঃ১৭২-১৭৩।

৩০১১। মুনাফিকরা শপথ উচ্চারণ করে নিজেদের বিশ্বাসের অকৃত্রিমতা প্রকাশ করে এবং এই ব্যাপারে তারা মিথ্যা-শপথের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

৩০১২। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদিতায় অভ্যস্ত ও পারদর্শী হয়ে পড়ে তখন সে মিথ্যাকেই সত্য মনে করতে থাকে। মুনাফিকরা কিয়ামতের দিনেও শপথ করে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের বিশ্বস্ততা ও অপরাধহীনতার কথা ব্যক্ত করবে।

৩০১৩। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে যে মিথ্যার মোকাবিলায় সত্য সর্বদাই বিজয়ী হয়েছে।

২৩। [ক]আল্লাহ ও পরকালে যারা ঈমান রাখে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি শত্রুতাপোষণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে (দেখতে) পাবে না[৩০১৪]। এমনকি তারা তাদের পিতৃপুরুষ, পুত্র, ভাই বা সমগোত্রীয় লোক হলেও (তারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করে না)। তারাই সেসব (আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন) লোক যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। তিনি নিজ আদেশে তাদের সাহায্য করেন।★ আর তিনি তাদেরকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [খ]তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্র দল। সাবধান! আল্লাহ্র দলই সফল হবে।

৩ [৯] ৩

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۳﴾

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ২৯; ৪ঃ১৪৫; ৯ঃ২৩ খ. ৫ঃ১২০; ৯ঃ১০০; ৯৮ঃ৯।

৩০১৪। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসাপূর্ণ বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক হতে পারে না। উভয়েরই আদর্শ, নীতিমালা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে এবং প্রকৃত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য যে সব পারস্পরিক আকর্ষণ অত্যাবশ্যক উভয়ের ক্ষেত্রে সেগুলোরও অভাব রয়েছে। তাই মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। ঈমানের বাঁধন সকল বাঁধনের উর্ধ্বে, এমনকি রক্তের বাঁধনেরও উর্ধ্বে। আয়াতটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি বিশেষভাবে প্রযোজ ঐসব কাফিরদের ক্ষেত্রে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে।

★ [এ আয়াতে আইয়্যাদাহুম বি রূহিমমিনহু-এর 'হুম' সর্বনামটি সাহাবাগণের (রা:) দিকে ইঙ্গিত করে। এতে বলা হয়েছে, সাহাবাগণের (রা:) প্রতি রূহুল কুদুস অর্থাৎ পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হতো। এদিক থেকে হযরত ঈসা (আ:) এর প্রতি পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হতো বলে খৃষ্টানদের গর্ব করার কোন অবকাশ নেই। তিনি অর্থাৎ রূহুল কুদুস তো হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের প্রতিও অবতীর্ণ হতেন এবং তাঁদের সাহায্যও করতেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ হাশ্র-৫৯

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরাগুলোর শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে এটি তৃতীয় সূরা। পরবর্তী সূরায় মদীনার ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এই সূরাতে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ইহুদীদের শাস্তির কথা বিশেষ করে তিনটি ইহুদী গোত্র-বনু নাযীর, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযার মদীনা থেকে নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে চতুর্থ হিজরী সালে এ শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। এই নির্বাসন-কর্ম নবী করীম (সাঃ) এর মহাপ্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ এই গোপন ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী গোত্রগুলোকে মদীনায় থাকতে দিলে তারা ইসলামের জন্য এক সর্বকালীন বিপদ হয়ে দাঁড়াতো। তাদের অবস্থিতি ও ষড়যন্ত্র পূর্ব থেকেই মুসলমানদের জন্য এক নিরন্তর দুশ্চিন্তার রূপ নিয়েছিল। অতঃপর এই সূরা মদীনার মুনাফিকদের কথা উল্লেখপূর্বক বলছে যে তারা না মুসলমানদের বন্ধু, না ইহুদীদের। মুনাফিকরা সুবিধাবাদী এবং ভীরু। এইরূপ ভীতুরা কখনো কারো সাথে সাধুতা ও সরলতা রক্ষা করে না। মদীনার মুনাফিকরা ইহুদীদের বিপদের সময়ে তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সূরাটি আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা-গীতি গাইবার উপদেশ দিয়ে। কেননা তিনিই শত্রুদের অশুভ তৎপরতা ও বিনাশী পরিকল্পনাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করে মুসলমানদের জন্য প্রগতি ও উন্নতির অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সূরা 'আনফাল' এর সাথে এই সূরার বিশেষ মিল রয়েছে।
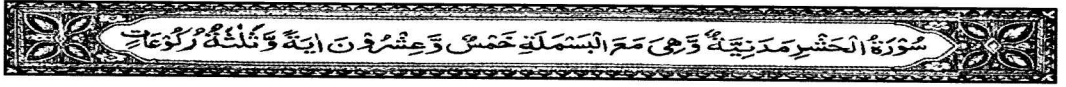
সূরা আল্ হাশ্র-৫৯

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। [খ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা[৩০১৫] করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭؔ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ③

৩। আহলে কিতাবের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে প্রথম নির্বাসনের সময়[৩০১৬] তাদের ঘরদুয়ার থেকে তিনি তাদের বের করে দিয়েছিলেন। তারা বের হয়ে যাবে বলে তোমরা ধারণাও করনি, অথচ তারা মনে করতো তাদের দূর্গসমূহ আল্লাহ্‌র (হাত) থেকে তাদের রক্ষা করবে[৩০১৭]। কিন্তু [ক]এমন দিক থেকে আল্লাহ্ তাদের ধরে ফেল্‌লেন, যা তারা ভাবতেও পারেনি। আর তিনি [খ]তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। (ফলে) তারা তাদের ঘরদুয়ার নিজেদের হাতে[৩০১৮] ধ্বংস করতে লাগলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও (ধ্বংস করালো)। সুতরাং হে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২।

৩০১৫। দেখুন টীকা ২৯৮১। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তস্‌বীহ্' এবং আল্লাহ্ তাআলার কার্যাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তক্‌দিস'।

৩০১৬। মদীনাতে তিনটি ইহুদী গোত্র বাস করতো, বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা। এই আয়াত মদীনা থেকে 'বনু নাযীর' গোত্রের নির্বাসনের ঘটনার কথা বলছে। এদের পূর্ববর্তী 'বনু কাইনুকা' গোত্রের মত এরাও বার বার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। তারা ষড়যন্ত্র করে শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে মুসলিম-বিরোধী মৈত্রী গড়েছিল। তারা বার বার প্রতিজ্ঞা করছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তারা করেছিল। তাদের নেতা কাব বিন্ আশরাফ মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার জন্য মক্কায় গিয়ে কুরায়শ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রগুলোর সাহায্য চেয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের পর তাদের ষড়যন্ত্র ও মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন বহুলাংশে বেড়ে গেল। যখন তাদের পাপের পাত্র কানায় কানায় ভরে গেল এবং তাদের মদীনায় অবস্থান মুসলমানদের জীবনের প্রতি এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি স্থায়ী হুমকি হয়ে দাঁড়ালো তখন তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হলেন। তিনি তাদের দূর্গগুলো অবরোধ করলেন। একুশ দিন ধরে তারা দুর্গগুলোকে স্বীয় অধিকারে রাখলো। কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হলো না। তারা আত্মসমর্পণ করলো। তাদেরকে মদীনা ছেড়ে যেতে বলা হলো এবং তারা সিরিয়ায় চলে গেল। মাত্র দুটি পরিবার খয়বরে থেকে গেল। মহানবী (সা:) তাদের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী বিবেচনা ও অসামান্য দয়া প্রদর্শন করলেন। তিনি তাদেরকে তাদের সব মালামাল ও তৈজস-পত্র তাদের সাথে নিয়ে যেতে দিলেন। পূর্ণ নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে তারা মদীনা ত্যাগ করলো, কিন্তু তারা তখনো মক্কার মিত্রদের সাহায্যের আশা করছিল এবং মদীনার মুনফিকদের দিকে তাকিয়েছিল। তাদের অজেয় দুর্গগুলো তাদেরকে বাঁচাতে পারলো না। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র, তাদের চালাকী ও চক্রান্ত, তাদের পৌনঃপুনিক বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততা এবং বার বার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ইত্যাদির তুলনায় তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা খুবই লঘু।

"প্রথম নির্বাসনের সময়" কথাগুলো দ্বারা বদরের যুদ্ধের পরে 'বনু কাইনুকা' গোত্রের মদীনা থেকে নির্বাসনকেও বুঝাতে পারে অথবা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক মদীনা থেকে উপরোক্ত তিন গোত্রের বহিষ্কারকেও বুঝাতে পারে। এটা ছিল তিন গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রথম বহিষ্কার। মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর দ্বিতীয় ও শেষবারের মত আরব ভূখণ্ড থেকে সকল ইহুদীকেই বিতাড়ন করেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে একথাগুলোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তা হলো মদীনার ইহুদী গোত্রগুলো প্রথমবার নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার পর আবার দ্বিতীয়বার তারা সারা অরব ভূমি থেকে নির্বাসিত হবে।

৩০১৭। ইহুদীদের ধন-সম্পদ, রাজনৈতিক জোট এবং সংগঠনের দিকে তাকালে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, তারা এত সহজে রক্তপাত ও জীবনহানি ছাড়াই মদীনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার বাস্তবতাকে মেনে নিবে। মুসলমানরাও তা ভাবেনি।

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٤

৪। আর আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত করে না দিতেন তাহলে তিনি এ পৃথিবীতেই তাদের আযাব দিতেন[৩০১৯]। আর পরকালে তাদের জন্য আগুনের আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

৫। এর কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। আর [গ]যে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ٦

৬। তোমরা যত খেজুর গাছই কেটেছিলে[৩০২০] অথবা যেগুলোকে মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছিলে (অর্থাৎ অক্ষত রেখেছিলো) তা আল্লাহ্‌র আদেশেই করেছিলে। দুস্কৃতকারীদের লাঞ্ছিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ٧

★ ৭। আর আল্লাহ্ তাদের (ধনসম্পদ) থেকে নিজ রসূলকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে যা দান করেছিলেন তা (পাওয়ার জন্য) তোমরা ঘোড়া বা উটও দৌড়াওনি (অর্থাৎ যুদ্ধ করনি)। কিন্তু আল্লাহ্ যার ওপর চান তার ওপর নিজ রসূলদের নিয়ন্ত্রণ দান করেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৭; ৩৯ঃ২৬ খ. ৩ঃ১৫২; ৮ঃ১৩ গ. ৪ঃ১১৬; ৮ঃ১৪; ৪৭ঃ৩৩।

৩০১৮। মদীনা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বনু নাযীর গোত্র নিজ হাতে তাদের বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের চোখের সামনে ধ্বংস করলো। মহানবী (সাঃ) তাদেরকে নিজ ইচ্ছামাফিক তাদের বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য দশ দিনের সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অন্য কিছু না করে ধ্বংস করার নীতিই অবলম্বন করলো। এইরূপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুশদের 'পোড়া-মাটি নীতি'পন্থা অবলম্বনের বহু শতাব্দী পূর্বেই মদীনার ইহুদীরা এই নীতির গোড়াপত্তন করেছিল।

৩০১৯। মদীনা থেকে বনু নাযীরের বহিষ্কার ছিল অপরাধের তুলনায় নগণ্য শাস্তি। তারা গুরুতর শাস্তির যোগ্য ছিল। তারা নির্বাসিত না হলে অন্যভাবে ভয়াবহ শাস্তিপ্রাপ্ত হতো।

৩০২০। এখানে বনু নাযীর গোত্রের কয়েকটি খেজুর গাছ কাটার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ইহুদী গোত্রকে বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেও তারা তা গ্রাহ্য না করে নিজেদেরকে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখলো। বেশ কয়েকদিন অবরোধ করে রাখার পর তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য মহানবী(সাঃ) কয়েকটি নিম্ন মানের ফলদায়ী 'লীনা' জাতীয় খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন (আর রাউযুল উনুফ)। ছয়টি গাছ কাটার পরই তারা আত্মসমর্পণ করে (যুরকানী)। মহানবী (সাঃ) এর এই নির্দেশ ছিল অত্যন্ত লঘু ও অনুকম্পাপূর্ণ, যা বর্তমান সভ্যতার যুগে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের নীতি ও আইনের সাথেও সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ⑦

৮। আল্লাহ্ কোন কোন জনপদবাসীর (ধনসম্পদ) থেকে তার রসূলকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে যা দান করেছেন[৩০২১] তা হলো আল্লাহ্র জন্য, রসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে করে এ (সম্পদ) তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝেই আবর্তিত হতে না থাকে। আর রসূল তোমাদের যা দান করে তা নিয়ে নাও[৩০২২] এবং যা থেকে তোমাদের বিরত করে তা থেকে বিরত হয়ে যাও। আর আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ⑧

৯। (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি ও সহায়সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে। তারা আল্লাহ্রই অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ⑨

★১০। আর (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা পূর্ব থেকেই (মদীনায়) বসবাস করতো এবং (মুহাজিরদের আসার পূর্বেই) ঈমান (এনেছিল)। তারা তাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী (মুহাজিরদের) ভালবাসে। আর এ (মুহাজিরদের) যা দেয়া হয় এরা নিজেদের অন্তরে এর কোন প্রয়োজন বোধ করে না এবং নিজেরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এরা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়[৩০২৩]। (আসলে) প্রবৃত্তিতে নিহিত কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয় [ক]তারাই সফল হবে।

দেখুন ঃ ক. ৬৪ঃ১৭।

৩০২১। 'ফাই' ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রীকে বলা হয় যা বিনা পরিশ্রমে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে মুসলমানদের হাতে আসে। সেজন্য এতে যোদ্ধার কোন অংশ প্রাপ্য থাকে না, সবটাই সরকারী খাজাঞ্চীখানায় চলে যায়। খায়বরের ইহুদীদের কাছ থেকে যে দ্রব্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, এই আয়াতে তারই প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে। এতে এই নীতি কায়েম হয়েছে, ধন-দৌলত যেন কেবল ধনী ও সম্পদশালীদের মাঝেই হাত-বদল না হয়। ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যেমন তার শারীরিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো মিটানো দরকার, তেমনি সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদের সুষম বন্টন এবং ধনের অবাধ ও সহজ সরবরাহ বা সার্কুলেশন অত্যাবশ্যক। এটাই ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ইসলাম এসে মানুষকে কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পেয়েছিল। তাই ইসলাম এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলো যা অর্থ-সম্পদভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং অন্যায়ভাবে সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা-ভোগকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিল। ইসলাম ন্যায্য মুনাফা-ভিত্তিক সামাজিক ব্যবসা কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে না। তবে সম্পদ আহরণের প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা ন্যায় ও সহমর্মিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। মুনাফার লোভ মানুষের আছেই, তবে প্রতিযোগিতামূলক অতি মুনাফা আর অতি লোভ সামাজিক আইন দ্বারা সংযত করা ছাড়া উপায় নেই। 'যাকাত' ইসলামের হাতে এমন একটি মৌলিক অর্থনৈতিক অস্ত্র যা অন্যের প্রয়োজন ও অভাবকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে। সমাজের দারিদ্র বিতাড়নে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।

৩০২২। "রসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা নিয়ে নাও" বাক্যটিতে প্রকাশ পায়, ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো রসূলুল্লাহ(সাঃ) এর সুন্নত।

৩০২৩। এই আয়াতের কথাগুলো আনসারদের (মদীনার সাহায্যকারী মুসলমানদের) আত্মত্যাগ, আতিথেয়তা ও শুভেচ্ছার বিরাট সাক্ষ্য ও প্রশংসা পত্র। মক্কার মুহাজেরগণ তাদের ধন-সম্পদ সব কিছু মক্কাতে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেবল প্রাণ নিয়ে তারা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑪

১১। আর তাদের পরে যারা এসেছে[৩০২৪] তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর) যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'★

রুকু ১ [১১] ৪

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫

১২। তুমি কি সেসব মুনাফিককে দেখনি, যারা আহলে কিতাবের মাঝে তাদের সেসব অস্বীকারকারী ভাইকে বলে, 'তোমাদেরকে (মদীনা থেকে) বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের বিপক্ষে কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো[৩০২৫]। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ⑬

১৩। এ (আহলে কিতাবদের) বের করে দেয়া হলে এদের সাথে এ (মুনাফিকরা) কখনো বের হবে না। আর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে তারা কখনো এদের সাহায্য করবে না। আর তারা এদের সাহায্য করলেও অবশ্যই [ক]তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। এরপর এদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ⑭

১৪। এ (মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে নিশ্চয় [খ]তোমাদের ভয় অনেক বেশি। এর কারণ হলো, এরা এমন এক জাতি যারা বুঝে না।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১২ খ. ৪ঃ৭১

নিরুপায়ের মত যখন মদীনায় পৌঁছলেন, মদীনাবাসী মুসলমানেরা তখন তাঁদেরকে প্রাণ খুলে স্বাগত জানালেন এবং নিজেদের সবকিছুতেই তাঁদেরকে সম-অংশীদার বানালেন। যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব মহানবী(সাঃ) মক্কার আশ্রয়প্রার্থী ও মদীনার সাহায্যকারীদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন এবং এই আয়াতে যার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে তা মানব-সম্পর্কের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করবে।

৩০২৪। এই কথাগুলো সম্ভবত ঐ সকল মুহাজিরদের জন্য প্রযোজ্য যারা পরবর্তীকালে মক্কা থেকে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন অথবা অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমান মুহাজিরদের জন্যেও তা প্রযোজ্য হতে পারে।

★[৯-১১ আয়াত আনসার ও মুহাজিরদের ঈমান ও উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ:) এর কাছে একবার ইরাকের রাফেযিদের একটি প্রতিনিধি দল এল এবং তারা হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম এর বিরুদ্ধে কথা বললো। তিনি (রহ:) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি মুহাজির? (৯ নং আয়াতে যাদের উল্লেখ রয়েছে) তারা বললো, 'না'। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আনসার? (১০ নং আয়াতে যাদের উল্লেখ রয়েছে) তারা বললো, 'না'। তখন তিনি (রহ:) বললেন, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা তাদের দলেও নও (যাদের উল্লেখ ১১ নং আয়াতে রয়েছে) এবং যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওয়াল্লাযীনা যা-উ মিম বা'দিহিম.....আল্ আখের। (কাশফুল গুম্মাতি ফী মা'রিফাতিল আইম্মাতি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০, আবুল হাসান আলী বিন ঈসা বিন আবিল ফাতাহ, দারুল কিতাবিল ইসলামিয়ে, বৈরুত, ১৪০১ হিজরী) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩০২৫। মুনাফিকরা মদীনার ইহুদীদেরকে এই বলে নবী করীম (সাঃ) এর অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করার উস্কানী দিচ্ছিল যে তারা ইহুদীদের সাথে সর্বদা থাকবে এবং সময়মত সাহায্য-সহায়তা করবে, এটাই ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাদের এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যখন ইহুদীরা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অভিযান শুরু করলো তখন মুনাফিকদের টিকিটিও দেখা গেল না।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

১৫। তারা তোমাদের সাথে কেবল দুর্গবেষ্টিত জনপদে অথবা প্রাচীরের আড়াল থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। তাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ অতি ভয়ানক। তুমি তাদের সংঘবদ্ধ মনে কর, কিন্তু তারা হৃদয়ের দিক থেকে বিভক্ত[৩০২৬]। এর কারণ হলো, তারা এমন এক জাতি যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।★

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬। (এরা) তাদের ন্যায় যারা এদের অল্প কিছুকাল পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি ভোগ করেছে[৩০২৭]। আর এদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

১৭। ক(এদের দৃষ্টান্ত) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায় যখন সে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর।' এরপর সে যখন অস্বীকার করে তখন সে (অর্থাৎ শয়তান) বলে, 'নিশ্চয় আমি তোমা থেকে দায়মুক্ত। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ ع

২ [৭] ৫

১৮। অতএব এদের উভয়ের পরিণাম (এটাই) সাব্যস্ত হলো, এরা উভয়েই আগুনে পড়বে। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে। যালেমদের প্রতিফল এটাই হয়ে থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত সে আগামীকালের জন্য কী অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৪৯; ১৪ঃ২৩

৩০২৬। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের, বিশেষ করে ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকদের মধ্যে দৃশ্যত একটা ঐক্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার জন্য তাদের মধ্যে যে অভিন্ন-স্বার্থ বজায় থাকা দরকার তা এই ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাদের পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন, একমুখী নয়। আরবে তখন তিনটি দল ছিল, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছিল (১) ইহুদী, (২) মদীনার মুনাফিক-দল, (৩) মক্কার পৌত্তলিক কুরায়শরা। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তির মধ্যে মদীনা-অঞ্চলে কুরায়শপ্রভাব অস্তমিত হবার বিপদ ছিল। মুনাফিকের দল (আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বাধীন) মদীনায় তাদের কর্তৃত্ব-হ্রাস স্বচক্ষে দেখছিল। আর ইহুদীরা তাদের প্রতিপত্তি, আত্মগরিমা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি ইসলামী শিক্ষার সুদূর-প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করছিল। অতএব তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিকার একতার কোন ভিত্তি ছিল না। কাজেই ঐ বাহ্যিক ঐক্য কখনো কাজে আসেনি, এমনকি বিপদের সময়ও অকার্যকর ছিল।

★[এ আয়াতে ইহুদীদের সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এ আয়াতের বর্ণনানুযায়ী এটি কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যুগের পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী ইহুদীদের কাছে আত্মরক্ষামূলক শক্তিশালী দুর্গ না থাকে এবং তাদের শ্রেয়তর হওয়ার প্রত্যয় না জন্মে তারা কখনো প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, হৃদয়ের দিক থেকে তারা সংঘবদ্ধ। শত্রুর বিরুদ্ধে দৃশ্যত তাদের সংঘবদ্ধ মনে হলেও তারা সব সময় হৃদয়ের দিক থেকে বিভক্ত। বর্তমান যুগে যেসব লোককে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সদৃশ সাব্যস্ত করেছেন এদের অবস্থাও হুবহু তা-ই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩০২৭। এই আয়াত সম্ভবত মক্কার কুরায়শদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে ,যারা কিছুদিন পূর্বে বদরের যুদ্ধে লাঞ্ছিতভাবে পরাজিত হয়েছিল অথবা এটি 'বনু কাইনুকা' গোত্রকে বুঝাতে পারে, যারা বদরের যুদ্ধের মাসখানেক পরেই তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। এই গোত্র সিরীয়াতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۲۰﴾

★২০। আর [ক]আল্লাহ্‌কে যারা ভুলে গেছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। অতএব তিনি তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১। জাহান্নামবাসীরা ও জান্নাতবাসীরা কখনো সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীরাই সফল হবে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২। [খ]আমরা যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে[৩০২৭-ক]। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করছি যেন তারা চিন্তাভাবনা করে।★

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۳﴾

★২৩। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। [গ](তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۴﴾

★২৪। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। (তিনি) অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রতিবিধানকারী, (এবং) উচ্চ মর্যাদাবান। তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۵﴾ ع

২৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী (ও) যথাযথ আকৃতিদাতা। [ঘ]সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তাঁর [ঙ]পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৩ [৭] ৬

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৬৭ খ. ১৩ঃ৩২ গ. ৬ঃ৭৪; ৯ঃ৯৪; ১৩ঃ১০ ঘ. ৭ঃ১৮১ ঙ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২ ৬৪ঃ২।

৩০২৭-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হতে পারেঃ যে কট্টর পৌত্তলিক আরবরা ইসলামপূর্ব কোন ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত হয়নি, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাসী, পৌত্তলিক পূজা-অর্চ্চনায় চিরঅভ্যস্ত, যে আরবরা যাযাবর জীবন পদ্ধতিতে পাহাড়ের মত অটল অনড়, প্রতিবেশী খৃষ্টানসভ্যতার বিলাসবহুল চাক্‌চিক্যের ক্ষয়কারী প্রভাব যাদের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি, সেই পাষাণ-হৃদয় আরবরাও ইসলামের অতি মহান ও শক্তিশালী বাণীর সামনে নতি স্বীকার না করে পারবে না এবং তাদের প্রস্তর-হৃদয় থেকে জ্ঞান ও আলোকের প্রস্রবণ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

★[এ আয়াতে যেসব পাহাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা দিয়ে জড় পাহাড় বুঝানো হয়নি বরং পাহাড়তুল্য বিরাট ব্যক্তিত্বদের বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের শেষ অংশে যে উপসংহার টানা হয়েছে এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এগুলো সবই দৃষ্টান্ত। এটা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে যেন মানুষ চিন্তাভাবনা করে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

সূরা আল্ মুম্‌তাহানা-৬০

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার বিষয়বস্তু দৃষ্টে বুঝা যায়, পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এটিও মদীনাতে ৭ম ও ৮ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে ও মক্কাবিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে মুনাফিকদের ও মদীনার ইহুদীদের গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা আলোচিত হয়েছে এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান সূরাতে সাধারণভাবে মু'মিনদের সঙ্গে কাফিরদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তদের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে যে ঐসব কাফির যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত আছে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। এই নির্দেশ এত কড়া ও এত ব্যাপক যে এর আওতা থেকে রক্ত-সম্পর্কের নিকট আত্মীয়রাও বাদ পড়েনি। এই নিষেধাজ্ঞার পরে পরেই একটি পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, অতি শীঘ্রই ইসলামের এই অদম্য শত্রুরা ইসলামের ভক্ত অনুসারীতে পরিণত হবে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রম কেবল ঐ সকল কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মুসলমানদের সঙ্গে ভাল প্রতিবেশীসুলভ সর্ম্পক রাখে। এইরূপ কাফিরদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সদয় আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই সূরাতে মুমিন মহিলারা, যারা মক্কা ছেড়ে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং ঐ সকল মহিলা যারা মদীনা ত্যাগ করে কাফিরদের কাছে চলে গেছে তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা মুসলমানদেরকে বুঝাবার জন্য সূরার শেষ দিকে পুনরায় বলা হয়েছে, তারা যেন কোন ক্রমেই ঐ সকল কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কোপানলে নিক্ষেপ করেছে।
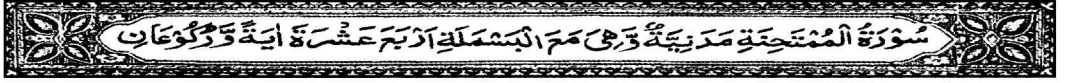
সূরা আল্ মুম্‌তাহানা-৬০

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৪ আয়াত এবং ২ রুকূ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡا عَدُوِّیۡ وَ عَدُوَّکُمۡ اَوۡلِیَآءَ تُلۡقُوۡنَ اِلَیۡہِمۡ بِالۡمَوَدَّۃِ وَ قَدۡ کَفَرُوۡا بِمَا جَآءَکُمۡ مِّنَ الۡحَقِّ ۚ یُخۡرِجُوۡنَ الرَّسُوۡلَ وَ اِیَّاکُمۡ اَنۡ تُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰہِ رَبِّکُمۡ ؕ اِنۡ کُنۡتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِہَادًا فِیۡ سَبِیۡلِیۡ وَ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِیۡ ٭ۖ تُسِرُّوۡنَ اِلَیۡہِمۡ بِالۡمَوَدَّۃِ ٭ۖ وَ اَنَا اَعۡلَمُ بِمَاۤ اَخۡفَیۡتُمۡ وَ مَاۤ اَعۡلَنۡتُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّفۡعَلۡہُ مِنۡکُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیۡلِ ②

২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে কখনো খ.বন্ধু বানিও না। তোমরা তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পাঠাচ্ছ[৩০২৮], অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে। তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে বলেই তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকেও (স্বদেশ থেকে) গ.বের করে দেয়। তোমরা যখন আমার পথে ও আমারই সন্তুষ্টি পেতে জেহাদে বের হও (তখন) তোমাদের (কোন কোন ব্যক্তি) গোপনে ভালবাসার বার্তা পাঠায়। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভালো করেই জানি। আর তোমাদের মাঝে যে-ই এরূপ করে সে (জেনে নিক, সে) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

اِنۡ یَّثۡقَفُوۡکُمۡ یَکُوۡنُوۡا لَکُمۡ اَعۡدَآءً وَّ یَبۡسُطُوۡۤا اِلَیۡکُمۡ اَیۡدِیَہُمۡ وَ اَلۡسِنَتَہُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَ وَدُّوۡا لَوۡ تَکۡفُرُوۡنَ ③

★ ৩। তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারা মাত্রই তারা তোমাদের (প্রকাশ্য) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের হাত ও মুখ তোমাদের (বিরুদ্ধে) অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। আর তারা চায়, হায়! তোমরাও যদি অস্বীকার করতে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৩ঃ১১৯; ৪ঃ১৪৫; ৫ঃ৫৮ গ. ১৭ঃ৭৭।

৩০২৮। এই নিষেধাজ্ঞাটি অত্যন্ত কঠোর ধরনের। মুসলমানদের নিষেধ করা হচ্ছে যে ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য শত্রু, যারা নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) তাঁদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের সাথে মুসলমানগণ যেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন না করে। এই নিষেধাজ্ঞা এতই ব্যাপকভিত্তিক যে রক্তসম্পর্কের বন্ধনও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। ইসলামের শত্রু আল্লাহর শত্রু, সে যে কেউই হোক না কেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে একটি ঘটনার সম্পর্ক আছে। কুরায়শরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করলে নবী করীম (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মনস্থির করলেন। তখন হাতিব বিন আবি বালতাহ্ নামক এক ব্যক্তি মক্কাবাসীদেরকে একটি পত্র লিখে মহানবী (সাঃ) এর আসন্ন মক্কা-অভিযানের কথা জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে এই কথা জানতে পারেন এবং হযরত আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে ঐ পত্রবাহকের অনুসন্ধানে পাঠান। পত্রবাহক ছিল একজন স্ত্রীলোক। তারা তার নাগাল পেলেন এবং পত্রখানি নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। হাতিবের দোষ ছিল অতি গুরুতর, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গোপন তথ্য ফাঁস করার অপরাধ। তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার কথা। কিন্তু তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো এই কারণে যে ঐ ব্যক্তি তার এই ধরনের কাজের গুরুতর পরিণতি কি হতে পারে না বুঝেই অসাবধানভাবে কাজটা করে ফেলেছিল। এই কাজের পশ্চাতে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কু-উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রসঙ্গত এই সূরার অবতরণ ও উপর্যুক্ত ঘটনা সমসাময়িক। অতএব এই সূরার অবতরণের তারিখ নির্ণয়ে কোন অসুবিধা নেই।

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

৪। [ক]কিয়ামত দিবসে তোমাদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি কখনো তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ ۚ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾

৫। ইব্‌রাহীম[৩০২৯] ও তার সাথীদের মাঝে [খ]নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, তারা যখন তাদের জাতিকে বলেছিল, "[গ]আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি। আর তোমরা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের এবং আমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সূচিত হয়ে গেল। কিন্তু (এ বিষয়ে) ইব্‌রাহীমের পিতার উদ্দেশ্যে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিল) [ঘ]'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে আমি কোন ক্ষমতাই রাখি না।' হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা করি, তোমার দিকেই আমরা বিনত হই এবং তোমার দিকেই (আমাদের) ফিরে যেতে হবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

৬। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে অস্বীকারকারীদের জন্য [ঙ]পরীক্ষার কারণ করো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ ﴿٧﴾ ع

৭। [চ]নিশ্চয় তাদের মাঝে তোমাদের জন্য এক উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে, অর্থাৎ তার জন্য যে আল্লাহ্‌র (সাথে সাক্ষাতের) এবং পরকালের (কল্যাণের) আশা রাখে। আর যে মুখ ফিরিয়ে রাখে, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।

১ [৭] ৭

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১; ৩১ঃ৩৪ খ. ৬ঃ৭ গ. ৬ঃ৭৯; ৪৩ঃ২৭ ঘ. ১৯ঃ৪৮ ঙ. ১০ঃ৮৬ চ. ৬০ঃ৫।

৩০২৯। এখানে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দৃষ্টান্ত এই জন্য দেয়া হয়েছে,যেন ক্ষেত্র বিশেষে সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ককেও সত্য ও আল্লাহ্‌র খাতিরে পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা মু'মিন উপলব্ধি করতে পারে। যখন দেখা যায়, কোন ব্যক্তি বা দল সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয় তখন তাদের সাথে মু'মিনের বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। 'কাফারনা বিকুম' বাক্যটির সাধারণত অনুবাদ করা হয়-'আমরা ঐ সব অস্বীকার করি যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস কর'। বাক্যটির তাৎপর্য হতে পারে, 'তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 'কাফারা বিকাযা' মানে "সে এই বস্তুর সাথে তার সম্পর্কহীনতা ব্যক্ত করলো (লেইন)।

৮। তাদের মাঝ থেকে যাদের সাথে (আজ) তোমাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের ও তোমাদের মাঝে অচিরেই আল্লাহ্ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিতে পারেন[৩০৩০] এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার ক্ষমাকারী।

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑧

৯। ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।★

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑨

১০। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করে দিতে একে অন্যকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑩

১১। হে যারা ঈমান এনেছ! মু'মিন মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে তোমরা তাদের পরীক্ষা করে নিও[৩০৩১]। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন। এরপর তোমরা তাদেরকে মু'মিন মহিলা বলে জানতে পারলে তোমরা কাফিরদের কাছে তাদের ফেরৎ পাঠিও না। (কারণ) তারা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য বৈধ নয় এবং তারাও তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা (অর্থাৎ কাফির স্বামীরা এদের বিয়েতে) যা খরচ করেছে তা তাদের পরিশোধ করে দাও। এদের প্রাপ্য মহরানা এদের পরিশোধ করে দিয়ে [ক]তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর [খ]কাফির মহিলাদের সাথে (তোমাদের) দাম্পত্য বন্ধন বজায় রেখো না। আর (এরা যখন কাফিরদের কাছে চলে যায়) তোমরা এদের জন্য যা খরচ করেছ তা (কাফিরদের কাছে) দাবী কর। আর (মু'মিন মহিলারা কাফিরদের কাছ থেকে চলে এলে) তারা (অর্থাৎ কাফিররা) যা খরচ করেছে তা যেন তারা (তোমাদের কাছে) দাবী করে। এ হলো আল্লাহ্‌র আদেশ। তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۖ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ أَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ أَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑪

৩০৩০। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলা হয়েছিল যে সত্যের শত্রু হওয়ার কারণে তাদের রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয়দের সাথেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে বটে, কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। তাদের আত্মীয়রা শীঘ্রই সত্যের দিকে আসবে এবং পূর্বের শত্রুতা ভুলে গিয়ে প্রেমময় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। পরের আয়াত থেকে বুঝা যায়, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ঐসকল অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সাধারণ অমুসলমানদের সাথে বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বা স্থাপন করায় নিষেধ নেই।

★[এ আয়াত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ধারণার মূলোচ্ছেদ করে এবং সেসব লোকের সাথে সদ্ব্যবহার ও বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে না, যারা মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় মতভেদের দরুন যুদ্ধ করেনি বা নিরপরাধ মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়নি। অন্য কয়েকটি আয়াতের ভিত্তিতে এ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সব ধরনের অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ। কিন্তু এ আয়াত থেকে জানা যায়, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মতভেদের কারণে আক্রমণাত্মক আচরণ করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব কেবল বৈধই নয় বরং

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ এবং ৩০৩১ টীকবা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১২। আর তোমাদের স্ত্রীদের কেউ তোমাদের কাছ থেকে কাফিরদের কাছে চলে গেলে, এরপর (তোমরা পরবর্তীতে কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পেয়ে থাকলে তা থেকে তাদের (অর্থাৎ যাদের স্ত্রী কাফিরদের কাছে চলে গেছে) সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যে পরিমাণ (সম্পদ) তারা তাদের চলে যাওয়া স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে[৩০৩২]। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তোমরা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর।

দেখুন ঃ ক.৪ঃ৫, ২৫ খ. ২ঃ২২২।

তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগিদ দেয়া হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩০৩১। মুসলমানরা চরম অত্যাচারের মাঝে মক্কায় দিন কাটাচ্ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মদীনায় গিয়ে মিলিত হওয়াও ছিল খুব বিপজ্জনক। তথাপি মুসলমানগণ আত্মীয়-পরিজন ও সহায়-সম্বল সব কিছু ফেলে সকল বিপদাপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে স্রোতের মত দলে দলে মদীনায় আসতে লাগলেন। এই সব আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। সেই সব আশ্রয়প্রার্থী স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই আয়াতে। মহানবী (সাঃ) এর সতর্কতার এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য হলো, তিনি মক্কা থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থিণীদের ভালভাবে পরীক্ষা না করে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আন্তরিকতা সঠিকভাবে যাচাই না করে তাদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতেন না। তাদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা অতি সতর্কতার সাথে পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তাদেরকে মুসলিম সমাজে গ্রহণ করতেন। এই আয়াত আরো বলছে যে আশ্রিত মু'মিন মহিলার কাফির স্বামীর সাথে আপনা হতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এমতাবস্থায় একজন মু'মিন ব্যক্তি দুই শর্তে তাকে বিয়ে করতে পারেঃ (১) তার অবিশ্বাসী স্বামী তার ব্যাপারে যা ব্যয় করেছে তা ঐ ব্যক্তিকে আগেই পরিশোধ করতে হবে, (২) রীতিমত মহরানা ঠিক করে স্ত্রীলোকটিকে দিতে হবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের স্ত্রী যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইসলামত্যাগী স্ত্রী যদি কাফির ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায় তাহলে উপর্যুক্ত পন্থাই অনুসরণ করতে হবে। এই পারস্পরিক ব্যবস্থা, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পাদিত হতে পারবে না বরং রাষ্ট্র দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে, যেরূপ যুদ্ধের সময় হয়ে থাকে। এই আয়াতটি যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধের সময় মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে সামাজিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়।

৩০৩২। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রী কাফিরদের কাছে চলে যায় এবং এমন হয় যে কোন কাফির স্ত্রীলোক মুসলমানের কাছে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আসে কিংবা স্বয়ং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণপূর্বক কাফিরদের কাছ থেকে চলে আসে তাহলে মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা কাফির ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা থেকে কর্তন করা যেতে পারে, যদি উভয় দিকের মহরানা সমান সমান হয়। নতুবা ঘাটতির ক্ষেত্রে যেটুকু ঘাটতি পড়ে তা মুসলমানরা পূরণ করে দিবে, কিংবা (কারো কারো মতে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তা পূরণ করে দেয়া যাবে। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কেননা কাফিররা মু'মিন ব্যক্তির পলাতকা স্ত্রীকে বিয়ে করলেও তাকে(পূর্ব স্বামীকে) ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করতো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ
أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

১৩। হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে আসে (এবং এ বলে) তোমার কাছে বয়আত করে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে (তা) কারো প্রতি আরোপ করবে না এবং ন্যায়সঙ্গত (বিষয়ে) তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ
ع
قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٤﴾

১৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করো না *যাদের ওপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা পরকাল সম্পর্কে সেভাবে নিরাশ হয়েছে[৩০৩৩] যেভাবে অস্বীকারকারীরা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে।

২
[৭]
৮

দেখুন ঃ ক. ৫৮ঃ১৫।

৩০৩৩। "তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে" দ্বারা বুঝায় যে তারা পরকালে তেমনিভাবেই বিশ্বাস রাখে না যেমন তারা বিশ্বাস রাখে না যে মৃতেরা কখনো ফিরে আসতে পারে। 'তারা' শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে ইহুদীদেরকে বুঝিয়ে থাকবে। কেননা "যাদের ওপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন" কথাগুলো কুরআনে অনেক স্থানে ইহুদীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুরা আস্ সাফ্ফ-৬১
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়

এই সূরা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা ৫ম আয়াতে শৃঙ্খলার অভাব সম্বন্ধে এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আভাষ দেয়া হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, এই সূরাটি উহুদের যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যার দরুন বিপর্যয় ঘটেছিল। পূর্ববর্তী দুটি সূরাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধোদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছ ইমাম বা নেতার প্রতি পূর্ণ, অবিমিশ্র ও সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শনের উপর এবং নেতার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে দৃঢ়তা ও একাত্মতার সঙ্গে সমন্বিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার উপর।

বিষয়বস্তু

আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং মু'মিনদেরকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যখন তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণাবলী ও প্রশংসা উচ্চারণ করে তখন এটাই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে তারা যেন নিজেদের কাজের মাধ্যমেও তাদের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে প্রতিফলিত করার মাঝেই রয়েছে ঈমানের সার্থকতা। মুখের ঈমান ও বাস্তব কার্যাবলীর মধ্যে একাত্মতা ও সামঞ্জস্য বিধানে ঈমান সার্থক হয়। অতএব সত্যের পথে যখন তাদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয় তখন তাদের উচিত ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে কাফিরদের মোকাবিলা করা এবং নেতার প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা। অতঃপর এই সূরাতে মূসা(আঃ) এর অনুসারীদের অবাধ্যতার কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, তারা মূসা (আঃ) এর বিরক্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল এবং এতে প্রকারান্তরে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কখনো এরূপ না করে। এই পরোক্ষ সাবধান-বাণী উচ্চারণের পরে ঈসা(আঃ) এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তিনি বলেছিলেন,'আমার পরে 'আহমদ' নামক এক নবীর আগমন হবে' এবং সাথে এই কথাও ঘোষণা করা হয়েছে, অন্ধকারের সন্তানরা আল্লাহ্‌র নূরকে(আলোকে) নিভিয়ে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ঐ আলো সকল উৎকর্ষ ও উজ্জ্বলতা সহকারে ঝলমল করতে থাকবে, এমনকি ইসলাম সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ করবে। কিন্তু ঐ বিজয় সংঘটিত হবার পূর্বে মুসলমানদেরকে " আল্লাহ্‌র পথে বহু জান ও মাল কুরবানী করে প্রাণপণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কেবল এইরূপ সংগ্রামের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হবে এবং এমন মহামর্যাদার স্থান ('জান্নাত') লাভ করবে যার ভিতর দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকবে। মুসলমানদেরকে এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রকারের দুঃখ-কষ্টবরণ করে ও আত্মত্যাগ করে যেমনটা করেছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) এর সত্যিকার অনুসারীরা ।
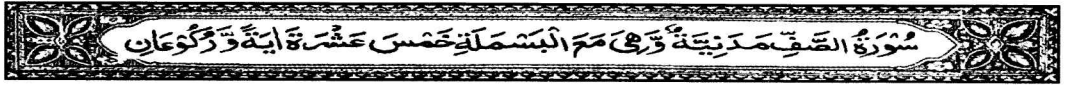
সূরা আস্ সাফ্ফ-৬১

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৫ আয়াত এবং ২ রুকু

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

২। [খ]আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ ۚ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ②

৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না[৩০৩৪]?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لِمَ تَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا تَفۡعَلُوۡنَ ③

৪। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত (কাজ) যে তোমরা তা বল যা কর না।

كَبُرَ مَقۡتًا عِنۡدَ اللّٰهِ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا مَا لَا تَفۡعَلُوۡنَ ④

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করে[৩০৩৫] যেন তারা এক সীসাঢালা (সুদৃঢ়) প্রাচীর।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمۡ بُنۡيَانٌ مَّرۡصُوۡصٌ ⑤

★ ৬। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ[৩০৩৬]? অথচ তোমরা জান নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল।' এরপর তারা যখন বেঁকে বসলো তখন আল্লাহ্ও তাদের হৃদয় বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্ দুস্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

وَاِذۡ قَالَ مُوۡسٰى لِقَوۡمِهٖ يٰقَوۡمِ لِمَ تُؤۡذُوۡنَنِيۡ وَقَدۡ تَّعۡلَمُوۡنَ اَنِّيۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ ؕ فَلَمَّا زَاغُوۡۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ২৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৫৭ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২।

৩০৩৪। মুসলমান কথায় ও কাজে এক। মুসলমান যা বলে, তা করে। বড় বড় বুলি আর শূন্য-আস্ফালন কোনই কাজে আসে না। এরূপ ঈমান যা কার্যে রূপান্তরিত হয় না, আর এরূপ প্রতিজ্ঞা যা বাস্তবায়িত হয় না, তা মুনাফিকী বা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০৩৫। মুসলমানের নিকট এটাই আশা করা হয় যে তারা শত্রুদের হীন-চক্রান্তের মোকাবেলায় তাদের নেতার নেতৃত্বের অধীনে পূর্ণ ঐক্য ও অটল আনুগত্য সহকারে অভিযান চালাবে। যারা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে উঠতে চায় তাদের একই জীবনাদর্শ, একই জীবনপদ্ধতি, একই নীতিমালা, একই উদ্দেশ্য এবং একই লক্ষ্য সহ একটি একক কর্মসূচীর অনুসারী হতে হবে। তবেই তারা লক্ষ্যে পৌছুতে সমর্থ হবে।

৩০৩৬। হযরত মূসা (আঃ)কে নিজের অনুসারীদের কাছ থেকে যতটা মানসিক কষ্ট ও বিপত্তি বরদাস্ত করতে হয়েছিল কোন নবীকেই হয়তো তেমনটা করতে হয়নি। তাঁর অনুসারীরা স্বচক্ষে ফেরাউনের সলিল-সমাধি দেখলো, আল্লাহ্র মহাশক্তি প্রত্যক্ষ করলো, অথচ নিরপদে সাগর পাড়ি দিবার পরেই তারা আল্লাহ্র মহিমাকে ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। আর অন্য এক জাতিকে মূর্তিপূজা করতে দেখে মূসা (আঃ)কে বললো,"আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরি করে দাও যেরূপ উপাস্য তাদের আছে"(৭ঃ১৩৯)। যখন মূসা(আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত ভূমি কেনান এলাকায় অভিযান চালাবার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন তারা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭। আর (স্মরণ কর) মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, তওরাতের যা আমার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে এবং আমার পরে আগমনকারী এক মহান রসূলের সুসংবাদদাতারূপে (এসেছি)। তার নাম হবে আহ্‌মদ[৩০৩৭]। এরপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে এল তারা বললো, 'এতো এক সুস্পষ্ট [ক]যাদু।'

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ১৪; ৪৩ঃ৩১।

অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, "তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকবো(৫ঃ২৫)। পৌত্তলিক মনোভাবাপন্ন স্বজাতিকে মূসা(আঃ) মূর্তিপূজা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য অবিরত চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু ফেরাউনের দাসত্ব থেকে উদ্ধারকৃত স্বজাতির নিকট থেকে কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্তির বদলে তিনি অবজ্ঞা, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য পেয়েছেন বেশী। তাঁর সৎ চেষ্টার প্রতি সহযোগিতা দানের পরিবর্তে তাঁর অনুসারীরা বরং বাধা দান করেছে বেশী। অথচ ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মূসা(আঃ) তাদেরকে মুক্ত না করলে বনী ইসরাঈলী জাতির জাতি-সত্তাই লোপ পেত। পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তওহীদের আলোর দিকে না আনলে সকল পারলৌকিক মঙ্গল থেকেও ঐ জাতি চিরবঞ্চিত থাকতো। এত বড় ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলকারীর প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, বদনাম ও কুখ্যাতি পর্যন্ত তারা ছড়িয়েছিল।

৩০৩৭। নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা বাইবেলের যোহন ১২ঃ১৩, ১৪ঃ১৬-১৭, ১৫ঃ২৬ ও ১৬ঃ৭ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী(সাঃ)কে 'পপ্যারাক্লিট' বা 'কমফর্টার' বা 'স্পিরিট অব ট্রুথ' নামে অভিহিত বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই নামটি ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম পরিষ্কার বুঝা যাবেঃ-

(ক) ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে যে ঈসা (আঃ) এর ইহলীলা ত্যাগের পর শান্তিদাতা (প্যারাক্লিট বা কমফর্টার) বা সত্যের আত্মা (স্পিরিট অব ট্রুথ) আগমন করবেন। (খ) তিনি (আগমনকারী) পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী হবেন। তিনি এসে বহু বিষয়ে অনেক কথা বলবেন, যা ঈসা(আঃ) স্বয়ং তখন বলতে পারেননি। কেননা মানুষ ঐগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত শক্তি তখনো প্রাপ্ত হয়নি। (গ) তিনি মানুষকে সাকল্য সত্যে পরিচালিত করবেন। (ঘ) তিনি নিজ থেকে কিছুই বলবেন না বরং যা যা তিনি শ্রবণ করবেন তা তা বলবেন। (ঙ) তিনি এসে ঈসা (আঃ) এর মর্যাদা উচ্চ করবেন এবং তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। '(শান্তিদাতা' সত্যের আত্মা) এর বর্ণনা কুরআনে প্রদত্ত মহানবী (সাঃ) এর গুণাবলী, মর্যাদা, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধীয় বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। ঈসা (আঃ) এর ইহজগৎ ত্যাগের পরে মহানবী(সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি চিরস্থায়ী শরীয়তসহ আগমন করেন। কুরআন বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে(৫ঃ৪)। তিনি নিজ থেকে কিছু বলেননি, বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা শুনেছেন তা-ই তিনি বলেছেন (৫৩ঃ৪)। তিনি ঈসা (আঃ) এর গুণকীর্তন করেছেন (২ঃ২৫৪;৩ঃ৫৬)। যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথা, কুরআনের এই আয়াতে প্রদত্ত ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত কথাগুলোর সাথে মিলে যায়, কেবল প্যারাক্লিট নামটির স্থলে 'আহ্মদ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলের ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সত্বেও কেবল নামের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে খৃষ্টান লেখকগণ কুরআনের বর্ণিত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ঈসা (আঃ) এর প্যারাক্লিট সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন ও চ্যালেঞ্জ করেন। আসল কথা হলো, ঈসা (আঃ) 'আরামাইক' ও হিব্রু' এ দুই ভাষাতেই কথা বলতেন। আরামাইক ছিল তাঁর মাতৃভাষা আর হিব্রু ছিল তাঁর ধর্মীয় ভাষা। বাইবেলের যে পঠন আমরা পাই, তা 'আরামাইক' ও 'হিব্রু' ভাষায় বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। আরামাইক বা হিব্রু বাইবেলের অস্তিত্ব এখন নেই। তাই গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেল থেকে অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়ে আসছে। স্বভাবতই অনুবাদ 'আসলের' পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কেননা প্রত্যেক ভাষারই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষা-ভাষী জাতিরও প্রকাশের সীমাবদ্ধতা থাকে। তাদের সেই সীমাবদ্ধতা তাদের লিখার মধ্যেও প্রকাশ পায়। গ্রীক ভাষায় 'প্যারিক্লুটাস' একটি শব্দ আছে , যার অর্থ আরবী ভাষার 'আহমদ' শব্দের অনুরূপ। খৃষ্ট-ধর্ম বিশারদ জেক ফিনেগান তার "দি আরকিওলজী অব রিলিজিওন' পুস্তকে লিখেছেন, "গ্রীকভাষায় 'প্যারাক্লিটাস' (শান্তি-দাতা) আর 'প্যারিক্লুটাস' একই ধরনের শব্দ। দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আহ্মদ' এবং মুহাম্মদ"। প্রাচীন কায়রো শহরের এয়রা সিনাগগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে "দামাস্কাস ডকুমেন্ট" নামের একটি ধর্ম পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে 'এমেদ'নামে একজন পবিত্র আত্মার আগমন হবেঃ "তিনি(সদাপ্রভু) তাঁর মসীহের দ্বারা তাদের কাছে তাঁর (প্রেরিত) পবিত্র আত্মার পরিচয় ঘটালেন। কেননা তিনিই 'এমেদ'(অর্থ সত্যবাদী, আল্ আমীন) এবং তাঁর (সদাপ্রভুর) নামানুসারে.......'এমোদ' হিব্রু শব্দ, যার অর্থ 'সত্য' অথবা 'সত্যবাদী মহান ব্যক্তি যিনি নিরন্তর ভাল'(ট্র্যোচান্'স ফোর্থ গস্পেল, পৃঃ ১৪১)। ইহুদীরা এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে 'আল্লাহ্‌র মোহর' বলে। যদিও ঈসা(আঃ) স্বয়ং 'আহমদ' শব্দটিই ব্যবহার করছিলেন তথাপি 'আহমদ' ও 'এমেদ' এই শব্দের অর্থে ও উচ্চারণে সামঞ্জস্য থাকার কারণে পরবর্তী হিব্রু ভাষাভাষী লেখকগণ 'আহমদ' শব্দের স্থলে 'এমেদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত 'আহমদ' শব্দটি মহানবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই যুক্তিধারার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑧

৮। [ক]আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়[৩০৩৮]? আর আল্লাহ্ কখনো যালেম লোকদের হেদায়াত দেন না।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑨

৯। [খ]তারা নিজেদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে[৩০৩৯] নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় তাঁর নূর পূর্ণ করেই ছাড়বেন।★

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑩ ع

১০। [গ]তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন[৩০৪০]। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)।★★

১
[১০]
৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑪

১১। হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি এরূপ একটি বাণিজ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো[৩০৪১] যা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবে?

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২২; ১০ঃ১৮; ১১ঃ১৯ খ. ৯ঃ৩২ গ. ৯ঃ৩৩; ৪৮ঃ২৯

মসীহের ওপরও এ ভবিষ্যদ্বানী সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাকেও আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে 'আহ্‌মদ' নামে অভিহিত করেছেন (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া) এবং তাঁর আগমনের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের বাস্তবায়ন ঘটেছে। মহানবী(সাঃ) এর দ্বিতীয় প্রকাশ বা অভ্যুদয়ের কথা সূরা জুমু'আর তৃতীয় আয়াতে সূক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'বার্নাবাসের সুসমাচারে' মহানবী(সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। খৃষ্টান গীর্জা সাধারণভাবে 'বার্নাবাসের সুসমাচারকে' সঠিক ও সন্দেহমুক্ত মনে করে না। তা সত্ত্বেও এই 'সুসমাচার'টিও অন্য চারটি সুসমাচারের মতই সমপর্যায়ের গুরুত্ব রাখে।

৩০৩৮। এই আয়াতটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপ করা যায়। কারণ আহ্বানকারী যদি মহানবী (সাঃ) হন তাহলে অবিশ্বাসীরা হবে আহুত (২০ঃ১০৯ এবং ৩৩ঃ৪৭)। তা ছাড়া কুরআনে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যাআরোপকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে(৬ঃ১৩৮,১৪১)। তবে ভবিষ্যদ্বাণীটিকে যদি 'প্রতিশ্রুত মসীহের' প্রতি আরোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ ও তথাকথিত ওলামাবৃন্দ প্রতিশ্রুত মসীহকে ইসলাম-বিচ্যুত ও ভ্রান্ত মনে করে তাঁকে তাদের মত মুসলমান হয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানাবে। এক্ষেত্রে আহুত ব্যক্তি হবেন 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী(আঃ)।

৩০৩৯। কুরআনে নবী করীম (সাঃ)কে বার বার 'আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতি' বলা হয়েছে(৪ঃ১৭৫; ৫ঃ১৭; ৬৪ঃ৯)।

★[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেন, এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে, মসীহ্ মাওউদ চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করবেন। কেননা নূরের পরিপূর্ণতার জন্য চতুর্দশীর রাত নির্ধারিত রয়েছে (তোহফায়ে গুলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৭, পৃষ্ঠা ১২৪ দ্রষ্টব্য) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৪০। তফসীরকারদের প্রায় সকলেই এই ঐক্যমত পোষণ করেন যে এই আয়াতটি 'প্রতিশ্রুত মসীহ' সম্পর্কে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর সময়েই সকল ধর্ম নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আন্দোল শুরু করবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহের যুক্তির বলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

★★[এ আয়াতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের বিশ্ব নবী হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সা:) কোন একটি ধর্মের অনুসারীদের জন্য আবির্ভূত হননি, বরং তিনি (সা:) সারা বিশ্বের সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে মসীহ্ মাওউদের হাতে এটা পূর্ণ হবে। (তিরিয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২৩২) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৪১। এই আয়াতটিও 'মসীহে মাওউদ' এর প্রতি আরোপিত বলে মনে হয়। কেননা তাঁর সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট প্রসার লাভ করার কথা ও বিশ্বব্যাপী অর্থকরী কর্মকাণ্ডের এক বৈপ্লবিক স্রোত প্রবাহিত হওয়ারও কথা।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

১২। [ক](তা হলো) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা (তা) জানতে।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

১৩। (তোমরা এমনটি করলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন সব জান্নাতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায় আর [খ]চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের পবিত্র ঘরগুলোতেও (তোমাদের রাখবেন)। এটি অনেক বড় সফলতা।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

১৪। আরো একটি (সুসংবাদ) রয়েছে যা তোমরা মনেপ্রাণে চাও। (আর তা হলো) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٥﴾ ع

★ ১৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা [গ]হাওয়ারীদের (অর্থাৎ তার শিষ্যদের) বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র দিকে (পথ দেখাতে) কারা হবে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।' অতএব বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল অস্বীকার করলো। এরপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম এবং তারা বিজয়ী হলো[৩০৪২]।

২ [৫] ১০

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ২০, ৪১ খ. ৯ঃ৭২; ১৯ঃ৬২; ২০ঃ৭৭ গ. ৩ঃ৫৩; ৫ঃ১১২।

৩০৪২। ইহুদীদের যে তিনটি দলের মধ্যে ঈসা(আঃ) তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন তারা ছিলেন ফারিসী, সাদ্দুসী ও এসেনী। ঈসা(আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শেষোক্ত এসেনী দলের সদস্য ছিলেন। এসেনীরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলে। তারা সাংসারিকতার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে সহজ-সরল জীবন যাপন করত। উপাসনা, প্রার্থনা ও ব্রত পালনে তারা অধিকতর মনোযোগী ছিল। মানব-সেবাকেও তারা ধর্মের অঙ্গ মনে করতো। ঈসা (আঃ) এর প্রথম অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল এই এসেনী সম্প্রদায়ের লোক (দি ডেড্‌সী কমিউনিটি, প্রণেতা-কুর্ট শূবার্ট দি ক্রুসিফিকেশন বাই এন আই উইটনেস)। ইউসেফাস এই অনুসারীদেরকে "সাহায্যকারী" বলে উল্লেখ করেছেন। এই সূরার সমাপ্তি শব্দগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা রাখে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপি ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাদের চিরশত্রু ইহুদীদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ঈসা (আঃ) এর অনুগামীরা রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্য স্থাপন করে বড় বড় এলাকা জুড়ে শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। আর অপরদিকে ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে 'যাযাবর ইহুদী' শব্দটি এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

সূরা আল্ জুমু'আ-৬২

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হিজরতের বেশ কয়েক বৎসর পরে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে 'আহমদ' নামে একজন নবীর আগমন সম্বন্ধীয় ঈসা (আঃ) এর মুখ-নিসৃত এক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে। এই সূরাতেও ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য রয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার মত এই সূরাটিও আল্লাহ্ তাআলার অসীম শক্তি ও অপরিসীম প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঘোষণার ভিতর দিয়ে শুরু করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তাআলার এই দুটি গুণের প্রকাশ ও বিকাশ-স্থলস্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আগমনকে নির্দেশ ও প্রমাণরূপে পেশ করছে। তাঁর আগমনের ফলশ্রুতিতে নিরক্ষর, বর্বর, রুক্ষ আরবজাতি কুরআনের শিক্ষার আলোকে ও মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টান্তে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই মানব-জাতির শিক্ষক ও নেতা হয়ে গেল। তারা আঁধারের বুকে আলো ছড়িয়ে দিলেন এবং যেখানেই গেলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নূতন জ্যোতি ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর সূরাটি ইসলামের শেষ যুগে ঠিক অনুরূপ এক আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা মহানবী (সাঃ) এর এক মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এর মাধ্যমে সংঘটিত হবে। তৎপর সূরাটি মহানবী (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইহুদীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থে নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। এইভাবে আকারে-ইঙ্গিতে মুসলমানদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে , তারা যেন শেষ-যুগে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাদের মাঝে আগমন করলে ইহুদীদের মত আচরণ করে তাঁকে প্রত্যাখ্যান না করে। উপসংহারে জুমু'আর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রতিনিধির মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমনকে প্রকারান্তরে জুমু'আর নামাযের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এবং ঐ দ্বিতীয় আগমনের আনুষঙ্গিক চিহ্নাবলী বিবৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তখন মানুষ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পাগলের মত ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্য চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে এতদূর ছড়িয়ে পড়বে যে সাংসারিক লাভালাভের জন্য মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত জীবন-যাপন করবে এবং আল্লাহ্র দিক থেকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে রাখবার জন্য বহু প্রকারের আনন্দ-সম্ভার ও চিত্ত-বিনোদক যন্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ থাকবে, যা মানুষকে মশগুল করে রাখবে। তাই মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ঐগুলোকে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের পথে অন্তরায় না বানায়, ঐগুলোর মোকাবেলায় তারা যেন ধর্মীয় কার্যাবলী ও দায়িত্বাবলীকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়।
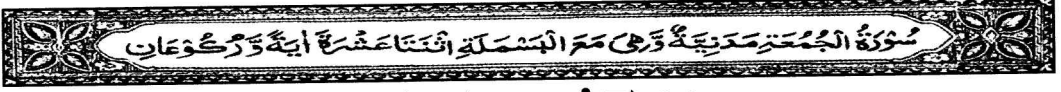
সূরা আল্ জুমু'আ-৬২

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) [খ]আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়[৩০৪৩]।

یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ الۡمَلِکِ الۡقُدُّوۡسِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَکِیۡمِ ②

৩। তিনিই নিরক্ষরদের[৩০৪৪] মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক [গ]মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা[৩০৪৫] শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল।

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ ٭ وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ③

৪। আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি[৩০৪৬]। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।★

وَّ اٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ④

৩০৪৩। আল্লাহ্ তাআলার চারটি গুণের উল্লেখের সাথে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) এর চারটি কর্মের উল্লেখ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৩০৪৪। ৩ঃ৭৬ এবং ৭ঃ১৫ দেখুন।

৩০৪৫। মহানবী (সাঃ) এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত ঐশী গুরুদায়িত্বের মধ্যে এই আয়াতটিতে চারটি পবিত্র কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এ হচ্ছে সেই মহান দায়িত্ব ও সেই সুমহান কর্তব্য যা সম্পাদন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম(আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই এক অসামান্য গুনসম্পন্ন মহানবীকে আরবদের মধ্যে প্রেরণের প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আঃ) সহযোগে সেই সুদূর অতীতে যখন কা'বা শরীফের ভিত্তি উঁচু করে গড়েছিলেন তখনই তিনি এই সুদূর-প্রসারী দোয়াও আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করেছিলেন(২ঃ১৩০)। প্রকৃত কথা, কোন সংস্কারকই নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারেন না, যদি না তিনি স্বকীয় পূত-পুণ্য দৃষ্টান্ত ও পবিত্র উদাহরণ দ্বারা এমন এক সরল, ভক্ত ধার্মিক ও প্রাণোৎসর্গকারী সম্প্রদায় বা জামাআত সৃষ্টি করে যান যারা তাঁর আদর্শ ও নীতির ছাঁচে গড়ে উঠে এবং তাঁর বাণীর মর্মকথা, দর্শন, তাৎপর্য, যুক্তি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে পুর্ণভাবে উপলব্ধি করে সকলের কাছে তা প্রচার করার মত আগ্রহ, যোগ্যতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে । সংস্কারক তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শিক্ষা দান করে থাকেন যে অনুসারীদের বুদ্ধি সূতীক্ষ্ণ ও পবিত্র হয়ে উঠে। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সঠিক, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হয়। তাঁর পবিত্রতম দৃষ্টান্ত ভক্তদের হৃদয়ের সকল পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করে পবিত্রতাকে শতগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। ধর্মের এই মৌলিক বিষয়গুলো এই আয়াতটিতে বিবৃত হয়েছে।

৩০৪৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর আনীত ধর্ম কেবল আরবদের জন্যই নয় বরং তা আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের জন্যই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম যে কেবল মহানবী (সাঃ) এর সমসাময়িক বিশ্ববাসীর জন্য তাও নয় বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এটাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসাবে বিরাজিত থাকবে। অথবা এই আয়াতটির তাৎপর্য এও হতে পারে যে মহানবী (সাঃ) অন্য আর একদল লোকের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, যারা তাঁরা সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হয়নি।

এই আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রূপে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টির উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন,'একদা যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হলো। আমি রসূলে আক্রম (সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলাম, এই সূরাতে উল্লোখিত 'তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের

টীকাটির অবশিষ্টাংশ ও ★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।★

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٥

৬। তওরাতের (আদেশ পালনের) দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু (এতদ্‌সত্ত্বেও) যারা তা (সঠিকভাবে) পালন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হলো কিতাবের বোঝা বহনকারী গাধার ন্যায়। সেসব লোকের দৃষ্টান্ত কতই মন্দ যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে! আর আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦

৭। তুমি বল, 'হে যারা ইহুদী হয়েছ! অন্যসব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরা (নিজেদেরই) আল্লাহ্‌র বন্ধু মনে করে থাকলে (এবং এ দাবীতে) ক·তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর[৩০৪৭]।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧

৮। কিন্তু খ·তাদের কৃতকর্মের দরুন তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٨

৯। তুমি বল, গ·যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ নিশ্চয় তোমরা এর সম্মুখীন হবেই। এরপর দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত (আল্লাহ্‌র) দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের অবগত করবেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৯৫ খ. ২ঃ৯৬ গ. ২ঃ৯৭; ৪ঃ৭৯; ৩৩ঃ১৭।

সাথে মিলিত হয়নি' সেই অন্যরা কারা? সাল্‌মান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন করায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী ঃ বিতাবুত্ তফসীর)। মহানবীর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ পারস্য বংশীয় ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখনই আগমন করবেন যখন কুরআনের অক্ষর ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র বাকী থাকবে অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে (বায়হাকী)। অতএব দেখা যায়, কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করছে যে প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার মধ্যেই মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

★[এ আয়াতে 'আখারীন' অর্থাৎ অন্যদের কথা বলা হয়েছে। এতে সেই রসূলের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে যাঁর সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে হুওয়াল্লাযী বা'সা ফিল উম্মীঈনা রসূলান। কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তাআলার সেই ৪টি গুণের বর্ণনা দেয়া হয়নি, যা ২ নম্বর আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কেবল 'আযীয' ও 'হাকীম' গুণবাচক নামদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখেকে জানা যায়, শুরুতে যে রসূলের কথা বলা হয়েছে তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর কোন যিল্ল (প্রতিচ্ছায়াকে) আবির্ভূত করা হবে, যিনি শরীয়তধারী নবী হবেন না। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, হযরত ঈসা (আ:) প্রসঙ্গেও আল্লাহ্ তাআলার এ দুটি গুণেরই অর্থাৎ 'আযীয' ও 'হাকীম' উল্লেখ রয়েছে, যেমন বলা হয়েছে বার্ রাফাআল্লাহু ইলায়হে ওয়া কানাল্লাহু আযীযান হাকীমা (সূরা আন নিসা: ১৫১) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

★[এ আয়াত থেকে অর্থাৎ ৫নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, এ কথা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্যথা ইউতীহি মাঁইয়্যাশাও (তিনি যাকে চান তা দান করেন) বলার প্রয়োজন ছিল না। বরং এ দিয়ে তাঁর (সা:)

★চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ ও ৩০৪৭ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! জুমু'আর দিনের[৩০৪৭-ক] একটি অংশে যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস এবং ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম (তা) যদি তোমরা জানতে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٠

১১। আর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা (কাজকর্মের জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান কর[৩০৪৮] এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١١

১২। আর তারা যখন কোন ব্যবসায়িক কাজ অথবা আমোদ-প্রমোদের (বিষয়) দেখতে পাবে তখন তারা তোমাকে একাকী রেখে এর দিকে ছুটে যাবে। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা আমোদপ্রমোদ ও ব্যবসাবাণিজ্যের চেয়ে অনেক উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা।

২ [৩] ১২

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝١٢ ع

দ্বিতীয় আগমন বুঝানো হয়েছে। সেই আগমনকারী তাঁর (সা:) দাসত্বে এক উম্মতী নবীরূপে আবির্ভূত হবেন। আর এ হলো এক অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ যাকে চান দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী। এ অনুসিদ্ধান্তের সমর্থন সহী বুখারীর এ হাদীসেও পাওয়া যায়। এ আয়াত তেলাওয়াতের পর সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন 'মান হুম ইয়া রসূলাল্লাহ্' (হে আল্লাহ্‌র রসূল তারা কারা?) তাঁরা এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তিনি কে যিনি আবির্ভূত হবেন? বরং তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কাদের প্রতি আবির্ভূত হবেন? এতে মহানবী (সা:) হযরত সালমান ফারসী (রা:) এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়ায় চলে গেলেও তাদের মাঝ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এথেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন না। বরং (তাঁর) এক দাস আবির্ভূত হবেন। তিনি পারশ্য বংশীয় এক মহাপুরুষ হবেন অর্থাৎ অনারবদের মাঝ থেকে হবেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৪৭। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁর প্রত্যাখ্যানকারী তথাকথিত মুসলমান উলেমাদেরকে তাঁর সঙ্গে 'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানাবেন। 'মুবাহালা' অর্থ প্রার্থনা-যুদ্ধ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারীদের বিরুদ্ধে ঐশী অভিশাপ কামনা করা হয় এবং এই উপায়ে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়ে যায় (৩ঃ৬২)।

৩০৪৭-ক। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীম (সাঃ) এর বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে এবং নিজেদের 'সাবাত' দিবসকে (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) অপবিত্র করে আল্লাহ তাআলার ক্রোধভাজন হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাই মুসলমানদের বিশেষভাবে তাকিদ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন সাপ্তাহিক জুমু'আর নামায আদায় করতে কখনো অবহেলা না করে। প্রত্যেক জাতিরই সাবাত (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) আছে। এই হিসাবে মুসলমানদের জন্য 'সাবাত' হলো 'শুক্রবার'। যেহেতু এই সূরাটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর আগমন কালের সাথে জড়িত, সেইহেতু এখানে জুমু'আর নামাযের আহ্বান বলতে মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুত মসীহের উদাত্ত আহ্বানকেও বুঝাচ্ছে। কেননা প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকেই আহ্বান করবেন।

৩০৪৮। ইহুদী ও খৃষ্টানদের 'সাবাত' বলতে একটা কর্ম-বিরতির সাপ্তাহিক দিন বুঝায়। কিন্তু মুসলমানের 'সাবাত' বা জুমু'আর অনুরূপ কর্ম-বিরতি বা বিশ্রাম-দিবস নয়। জুমু'আর নামাযের পূর্বে বা পরে নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে যেতে মুসলমানের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। "আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান কর" কথাটি দ্বারা সাধারণত কাজকর্ম করে রুজিরোজগার অর্জন করা বুঝায়।

সূরা আল্ মুনাফেকূন-৬৩

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

এটিও একটি মাদানী সূরা। বিষয় বস্তুর দিক থেকে দেখলে বুঝা যায়, উহুদ যুদ্ধের কিছুকাল পরে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাটি মদীনার ইহুদীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তব্য রেখেছে। এই সূরাটি ইসলামের অপর শত্রু মুনাফেকদের কার্যকলাপ তুলে ধরেছে। মুনাফেকরা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে মিত্রতা ও একাত্মতার ছদ্মাবরণে ইসলামের ধ্বংস সাধন করতে চায়। তারা অসৎ, কপট, অবিশ্বস্ত। তারা ইসলামের স্বপক্ষে বড় বড় বুলি আওড়ায়, মু'মিন বলে ভাওতাবাজি করে। কিন্তু আসলে তারা কপট ও বিশ্বাসঘাতক। সূরাটি বলছে, তারাই ইসলামের প্রকৃত শত্রু। কারণ তারা মু'মিনের মিথ্যা পরিচয় বহন করে এবং কঠোর শপথ গ্রহণ করে প্রকৃত মুসলমানদেরকে প্রতারণা করে। দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তারা ছল-চাতুরীকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে। যড়যন্ত্র ও অপকর্মের আতিশয্যে তারা নিজেদেরকে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করেছে এবং এই অবস্থা থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে না। ভুলক্রমে তারা নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীদেরকেও তাদের সমপর্যায়েরই মনে করে এবং ভাবে সাহাবীরাও তাদেরই মত একদল স্বার্থপরায়ণ লোক, যারা স্বার্থোদ্ধার করার পর সুযোগ বুঝে রসূলে পাক (সাঃ)কে পরিত্যাগ করবে। সূরার শেষ দিকে মুসলমানদেরকে সময়ের চাহিদা মোতাবেক আল্লাহ্‌র পথে ধন-দৌলত খরচ করার জোরালো তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সেই সময় শীঘ্রই আসছে যখন ইসলাম আত্মরক্ষা কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ধন-দৌলতের মোটেই মুখাপেক্ষী হবে না।
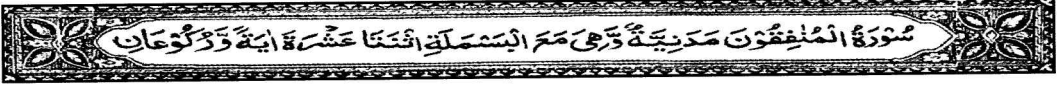
সূরা আল্ মুনাফেকূন-৬৩

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। মুনাফেকরা[৩০৪৯] যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা (কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আর আল্লাহ্ জানেন তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল। এরপরও আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।★

اِذَا جَآءَکَ الۡمُنٰفِقُوۡنَ قَالُوۡا نَشۡہَدُ اِنَّکَ لَرَسُوۡلُ اللّٰہِ ۘ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ اِنَّکَ لَرَسُوۡلُہٗ ؕ وَ اللّٰہُ یَشۡہَدُ اِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ لَکٰذِبُوۡنَ ②

৩। তারা তাদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এভাবেই [খ]তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) বিরত রাখে। তারা যা করছে তা নিশ্চয় অতি মন্দ।

اِتَّخَذُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ جُنَّۃً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ؕ اِنَّہُمۡ سَآءَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ③

৪। এর কারণ হলো, তারা (প্রথমে) ঈমান আনলো, এরপর [গ]অস্বীকার করলো। এর ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হলো। কাজেই তারা বুঝে না[৩০৫০]।

ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ اٰمَنُوۡا ثُمَّ کَفَرُوۡا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوۡبِہِمۡ فَہُمۡ لَا یَفۡقَہُوۡنَ ④

★৫। আর তুমি যখন তাদের দেখ (তখন) তাদের দেহাবয়ব তোমাকে মুগ্ধ করে এবং [ঘ]তারা কথা বললে তুমি তাদের কথা শুনে থাক। (অথচ) তারা (যেন একটির ওপর আরেকটি) হেলিয়ে রাখা শুকনো গাছের ডালের ন্যায়[৩০৫১]। সব ধরনের দুর্যোগ নিজেদের ওপর নেমে আসবে বলে তারা ভয় পায়। এরাই হলো শত্রু। অতএব এদের সম্বন্ধে সাবধান হও! এদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক! এদেরকে কিভাবে (বিপথে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

وَ اِذَا رَاَیۡتَہُمۡ تُعۡجِبُکَ اَجۡسَامُہُمۡ ؕ وَ اِنۡ یَّقُوۡلُوۡا تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِہِمۡ ؕ کَاَنَّہُمۡ خُشُبٌ مُّسَنَّدَۃٌ ؕ یَحۡسَبُوۡنَ کُلَّ صَیۡحَۃٍ عَلَیۡہِمۡ ؕ ہُمُ الۡعَدُوُّ فَاحۡذَرۡہُمۡ ؕ قٰتَلَہُمُ اللّٰہُ ۫ اَنّٰی یُؤۡفَکُوۡنَ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯ঃ৯ গ. ৩ঃ৯১; ৪ঃ১৩৮; ১৬ঃ১০৭ ঘ. ২ঃ২০৫।

৩০৪৯। মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে উচ্চ গলায় 'ঈমান'আনার কথা বলে এবং এর দ্বারা নিজেদের হৃদয়ের অবিশ্বাস ও অবিশ্বস্ততাকে ঢেকে রাখতে চায়।

★[কোন কোন লোকের মৌখিক সত্যায়ন বাস্তবিকপক্ষে সত্য হলেও মনে মনে তারা অস্বীকারকারী হয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলে দিয়েছেন, এরা সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু এদের হৃদয় অস্বীকার করছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৩০৫০। মুনাফেকরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে, তাদের চালাকি ও চাল-চলন দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভুলিয়ে রাখবে।

৩০৫১। মুনাফেক আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। সে সর্বদাই এমন একজনকে খুঁজে বেড়ায় যার উপর সে হেলান দিয়া দাঁড়াতে পারে। অথবা এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে মুনাফেকের ভিতর-বাহীর এক হয় না। সে এমনভাবে চলাফেরা করে যে বাহ্যত তাকে জ্ঞানী, সম্মানী ও সৎ মনে হয়, কিন্তু তার অভ্যন্তর একেবারে পচা, গলিত ও অপবিত্র। সে তার বাক-পটুতা দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন করতে চায়, কিন্তু ভীরুতার কারণে সে সব কিছুতেই সন্দিগ্ধ থাকে এবং যত্র তত্র বিপদের আশঙ্কা করতে থাকে।

৬। আর তাদের যখন বলা হয়, 'আস, [ক]আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা (অহংকারভরে) মুখ ফিরিয়ে রাখে। আর তুমি তাদেরকে দম্ভভরে (সত্য গ্রহণ করা থেকে) বিরত হতে দেখবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝٦

৭। তাদের জন্য তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা তাদের জন্য একই কথা। [খ]আল্লাহ্ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝٧

★ ৮। এরাই বলে, 'আল্লাহ্র রসূলের সাথে যারা রয়েছে তারা (তাকে পরিত্যাগ করে) চারদিকে সরে না পড়া পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না[৩০৫২]। অথচ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর ধনভান্ডার আল্লাহ্রই, কিন্তু মুনাফেকরা (তা) বুঝে না।'

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝٨

৯। তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে'[৩০৫৩]। আসলে সব সম্মান আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের ও মু'মিনদেরই। কিন্তু মুনাফেকরা (তা) জানে না।

১ [৯] ১৩

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٩ ع

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৬২ খ. ৯ঃ৮০।

৩০৫২। মুনাফেক নিজে কপট আসাধু হওয়ার কারণে অন্যান্যদেরকেও ঠিক একই রকম মনে করে। মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের সম্বন্ধে মদীনার মুনাফেকরা এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করে নিয়েছিল যে তারাও নবী করীম (সাঃ) এর চারপাশে কোন পার্থিব স্বার্থের আকর্ষণেই সমবেত হয়েছে এবং যখনই তারা দেখবে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ নেই তখনই তারা তাঁকে (সঃ) পরিত্যাগ করবে। তাদের এই ধারণা ও আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। সময় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে দুঃখ-যাতনা,অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ, এমনকি মৃত্যুও তাদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) এর সান্নিধ্য থেকে তিল পরিমাণ নড়াতে পারেনি।

৩০৫৩। একবার (বনু মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে) এক অভিযানের সময়ে, মদীনার মুনাফেকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বললো, মদীনায় ফিরে গিয়ে (তার মতে) সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) সবাপেক্ষা হীন ব্যক্তিকে অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)কে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিবে। নবী করীম (সাঃ) এর উপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বড়ই চটা ছিল। কারণ এই দুষ্ট ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ ছিল সে মদীনার প্রধানতম সর্দার হবে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের করণে এই ব্যক্তিত্বের (সাঃ) সামনে তার উচ্চাভিলাষ ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। তার এই আশা-ভঙ্গের জন্য সে মনে মনে মহানবী (সাঃ)কেই দায়ী করতো। অপরদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইর পুত্র ছিলেন আত্মনিবেদিত মুসলমান। তিনি তাঁর পিতার এ বেয়াদবীপূর্ণ দম্ভোক্তি শুনে এতই রুষ্ট হলেন যে তিনি খোলা তরবারী হাতে মদীনা-প্রবেশের পথ রুখে দাঁড়ালেন এবং পিতা যে পর্যন্ত না স্পষ্টভাবে স্বীকার করলো, সে-ই স্বয়ং মদীনার সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, সে পর্যন্ত তিনি পথ ছাড়লেন না। এইভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তার মাথায় বজ্রের মত নিপতিত হয়েছিল।

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন আল্লাহ্কে স্মরণ করা থেকে তোমাদের উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٠﴾

১১। [খ]আর আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ কর, যেন তাকে বলতে না হয়, [গ]'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! হায়, আমাকে যদি কিছুটা অবকাশ দিতে তবে আমি অবশ্যই দান খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীল হতাম!'

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١﴾

১২। [ঘ]আর কারো নির্ধারিত মেয়াদকাল[৩০৫৪] এসে গেলে আল্লাহ্ কখনো তাকে অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবহিত।

২
[১৩]
১৪

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ২৯; ২৪ঃ৩৮; ৬৪ঃ১৬; ১০২ঃ২ খ. ২ঃ১৯৬; ৯ঃ৩৪ গ. ১৪ঃ৪৫ ঘ. ৭১ঃ৫।

৩০৫৪। সৎ কর্ম করার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেন তা সময় থাকতে যে ব্যক্তি কাজে না লাগায় তার সেই সময় ও সুযোগ আর ফিরে আসে না।

সূরা আত্ তাগাবুন-৬৪

(হিজরতের পর অবতীর্ণ)

ভূমিকা

এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাটি মু'মিনদেরকে এই উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে উপসংহার টেনেছিল, তারা যেন আল্লাহ্‌র কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিবার দিন আসার পূর্বেই সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে বদান্যতার সাথে অর্থ-বিত্ত, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু খরচ করে। এই সূরাতেও পুনরায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে মুক্তহস্ত হয় এবং দৃঢ়-সংকল্প থাকে। পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন ইত্যাদি কিছুই যেন এই পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, সমগ্র মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে এমন উন্নত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় দিয়ে ভূষিত করেছেন যাতে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অকৃতজ্ঞ মানব আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করে। তাই তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে, যেদিন তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের অবাধ্যতা করে তারা কত বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সূরার শেষের দিকে মু'মিনদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানবের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি ভুল-ভ্রান্তি ও অবহেলা করে থাকে তাহলে ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা যেন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে মনোযোগী হয় এবং সেগুলো পালন করে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় তারা যেন মুক্ত হস্তে খরচ করে।
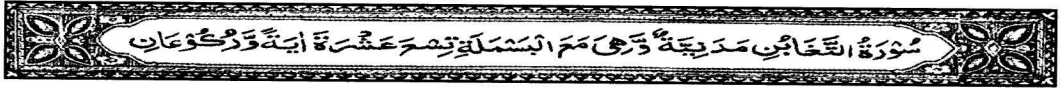
সূরা আত্ তাগাবুন-৬৪

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। খ.আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে[৩০৫৫]। আধিপত্য তাঁরই। আর সব প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢

★ ৩। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী হয় এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি মু'মিন[৩০৫৬] হয়। আর তোমরা যা কর (তা) আল্লাহ্ পুরোপুরি দেখেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣

★ ৪। তিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর গ.তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের গঠনকে করেছেন অতি সুন্দর। আর (অবশেষে) তাঁরই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন[৩০৫৭]।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٤

৫। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তিনি (তা) জানেন। আর তোমরা ঘ.যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর[৩০৫৮] তা(ও) তিনি জানেন। আর অন্তরের কথাও আল্লাহ্ পুরোপুরি জানেন।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৫৯ঃ২৫; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২ গ. ৩ঃ৭; ৭ঃ১২ ঘ. ২ঃ৭৮; ১৬ঃ২০ঃ ২৭ঃ২৬।

৩০৫৫। সৃষ্ট-জীব বা সৃষ্ট -বস্তু নিয়মিতভাবে ও সময়মত নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে এবং এর মাধ্যমে ঘোষণা করছে যে সৃষ্টিকর্তা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা কিংবা অপবিত্রতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও সর্ব নিয়ন্তা। প্রকৃতপক্ষে 'তসবীহ্'র তাৎপর্য এটাই।

৩০৫৬। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মহান স্বাভাবিক-শক্তিসমূহ দিয়ে ভূষিত করেছেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল উপাদান ও সুযোগ-সুবিধা মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মাঝে একাংশ আছে, যারা ঐসব প্রদত্ত শক্তি, উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার না করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে এবং অপরাংশ ঐগুলোকে নিজের ও অপরের উপকারের জন্য কাজে লাগায় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে। 'কাফির' ও 'মু'মিন' শব্দ দু'টির তাৎপর্য এটাই।

৩০৫৭। এই বিশ্ব-জগত কতগুলো নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষ শুধু অদৃষ্টের বা দৈবের শিকার নয়। অপরপক্ষে মানুষকে এমন সব শক্তি ও গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করা হয়েছে, যার সদ্ব্যবহার দ্বারা সে নিজেকে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে প্রমাণ করতে পারে। কাজেই মানুষকে তার আপন আপন কাজ-কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে।

৩০৫৮। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক, তাঁর কাছে কিছুই গুপ্ত-লুপ্ত থাকতে পারে না অথবা কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি বা জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না। অতএব মানুষের পক্ষে এইরূপ চিন্তা করা একান্তই অবান্তর যে সে তার কৃত-কর্মের ফলাফল এড়িয়ে যেতে পারবে।

৬। [ক]এর পূর্বে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦﴾

★৭। এর কারণ হলো, তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে আসতো, কিন্তু তারা বলতো, 'মানুষ কি আমাদের হেদায়াত দিবে?' সুতরাং তারা অস্বীকার করলো এবং উপেক্ষা করলো। অতএব আল্লাহ্ও (তাদের) উপেক্ষা করলেন। আর আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٧﴾

৮। অস্বীকারকারীরা ধারণা[৩০৫৯] করে বসেছে, [খ]তাদের কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না[৩০৫৯-ক]। তুমি বল, 'কেন নয়? আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। এরপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর আল্লাহ্র পক্ষে এটা অতি সহজ।'

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٨﴾

৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সেই [গ]নূরের[৩০৬০] প্রতিও (ঈমান আন) যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবহিত।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ২২-২৩ খ. ৩৬ঃ৭৯-৮০; ৪৬ঃ১৮; ৫০ঃ৪ গ. ৪ঃ১৭৫; ৭ঃ১৫৮।

৩০৫৯। 'যাআমা' অর্থ সে ভাবলো, সে দাবী করলো, বিশ্বাস করলো, দৃঢ়তার সাথে বললো (লেইন)।

৩০৫৯-ক। মানুষ কি করে ভাবে তার কোন পরজীবন নেই। সে কি করে মনে করে তাকে অনর্থক এতগুলো স্বাভাবিক শক্তি, এতসব গুণাবলী ও মহান প্রবণতা দিয়ে বিভূষিত করা হয়েছে? সে কেমন করে কল্পনা করে তার কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব বহন না করেই সে পার পেয়ে যাবে? এরূপ কল্পনা করে থাকলে সে মহা ভ্রমে নিপতিত হয়েছে। ইহকালের মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই জীবন আছে, যেখানে 'নিশ্চয় তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জানানো হবে।'

৩০৬০। ঐশী-বাণীর আলো, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির দীপ্তি, আধ্যাত্মিক জ্যোতি, অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, ঐশী-জ্ঞান-প্রদীপ এবং দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার আলোক ইত্যাদি যে সকল বিশেষ গুণে নবী করীম(সাঃ) গুণান্বিত ছিলেন সেগুলোর সমাবেশকে 'নূর'(আলো) বলা হয়েছে।

১০। সমাবেশ দিবসে (উপস্থিত) হওয়ার জন্য যেদিন তিনি তোমাদের সমবেত করবেন, সেদিনটিই হবে লাভ-লোকসানের দিন[৩০৬১]। আর আল্লাহ্‌র প্রতি যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি [ক]তার সব দোষত্রুটি দূর করে দিবেন এবং তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এই হলো মহান সফলতা।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑩

১১। [খ]আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই আগুনের অধিবাসী। এরা দীর্ঘকাল সেখানে থাকবে। আর (তা) কতই মন্দ ঠাঁই।

রুকু ১ [১১] ১৫

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑪ ع

১২। [গ]আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসে না[৩০৬২]। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তিনি তার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫

১৩। [ঘ]তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং (এ) রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (জেনে রাখ), সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়াই হলো আমাদের রসূলের দায়িত্ব।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑬

১৪। আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑭

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩০; ৪৮ঃ৬; ৬৬ঃ৯ খ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭; ২২ঃ৫৮ গ. ৩০ঃ১৭; ৭৮ঃ২৯; ৪ঃ৭৯ ঘ. ৫ঃ৯৩; ২৪ঃ৫৫।

৩০৬১। 'ইয়াওমুত্ তাগাবুন' এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে, যেমন ঃ (১) লাভ-লোকসানের দিন, যেদিন মু'মিনরা তাদের কী লাভ হয়েছে তা ভালভাবে জানতে পারবে এবং কাফিরদের কী ক্ষতি হয়েছে তাও তারা জানতে পারবে, (২) ক্ষয় ক্ষতির প্রকাশ-দিবস, ঐ দিন অবিশ্বাসীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে যে আল্লাহ্ ও মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে তাদের কী পরিমাণ ত্রুটি হয়েছিল এবং ফলে তাদের যে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে তাও তারা প্রকাশ্যে দেখতে পাবে, (৩) ঐদিন মু'মিনরা কাফিরদের জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব ও প্রজ্ঞাহীনতাকে তাদের অস্বীকারের কারণ মনে করবে, যার দরুন তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে ভালবেসেছিল (মুফরাদাত)।

৩০৬২। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কতগুলো আইন-কানুন অনুযায়ী তিনি বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন। যখনই মানুষ ঐসব আইন-কানুন অমান্য করে তখনই সে নিজেকে বিপদে ফেলে। যেহেতু সকল প্রাকৃতিক আইন-কানুন আল্লাহ্ তাআলারই সৃষ্ট এবং এইসব আইনের একটি বা অপরটির লঙ্ঘনই মানুষকে কষ্টে ফেলে, কিংবা আল্লাহ্ তাআলার কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বা হুকুমে কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য বলা হয় এই কষ্ট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে বা আল্লাহ্‌র হুকুমে এসেছে।

১৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কোন কোন জীবনসাথী ও তোমাদের (কোন কোন) সন্তানসন্ততি নিশ্চয় তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। আর তোমরা যদি (তাদের) মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে (সেক্ষেত্রে) আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

১৬। তোমাদের ধনসম্পদ ও [ক]তোমাদের সন্তানসন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা মাত্র। আর তিনিই আল্লাহ্ যাঁর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।★

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

★ ১৭। অতএব তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, (তাঁর কথা) শুন ও আনুগত্য কর এবং (তাঁর পথে) খরচ কর। (এটা) তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম। আর [খ]যাকেই তার প্রবৃত্তির লোভলালসা থেকে রক্ষা করা হয় এরাই সফল হবে।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮। [গ]তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ[৩০৬৩] দিলে তিনি তা তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি গুণগ্রাহী (ও) পরম সহিষ্ণু।

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾

২ [৮] ১৬ ১৯। [ঘ]তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[৩০৬৩-ক] সম্পর্কে জ্ঞাত, মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ২৯; ৬৩ঃ১০ খ. ৫৯ঃ১০ গ. ২ঃ২৪৬; ৫৭ঃ১২; ৭৩ঃ২১ ঘ. ৬ঃ৭৪; ৯ঃ৯৪; ১৩ঃ১০; ৫৯ঃ২৩।

★ [এ আয়াতে সন্তানসন্ততির মাধ্যমে যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয়, তারা ঘোষণা দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। বরং এর অর্থ হলো, মানুষকে তার পরিবারপরিজনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং যে এ পরীক্ষায় বিফল হয় সে বিপর্যয়ে পড়ে যায়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৬৩। 'সত্যের' প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য খরচ করাকে সর্বমঙ্গলময় স্বীকৃতিদানকারী আল্লাহ্কে 'উত্তম ঋন দান' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যিনি বহুগুণ বেশী দিয়ে ঋণ-পরিশোধ করে থাকেন।

৩০৬৩-ক। দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট।

সূরা আত্ তালাক-৬৫

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

[★ **এটা মাদানী সূরা এবং বিসমিল্লাহ্‌সহ এতে ১৩টি আয়াত রয়েছে।**

এর নাম সূরা আত্ তালাক। এতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সংযোগ হলো, এতে হযরত মুহাম্মদ (সা:)কে এরূপ এক নূররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে যা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যায় এবং এটিই সেই নূর, যা আখারীনদের (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর শেষ যুগের উম্মতদের) যুগে আরো একবার তাঁর উম্মতের সেসব লোকদের অন্ধকার থেকে বের করবে, যারা পৃথিবীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকবে। অন্ধকার থেকে বের করার অর্থাৎ অন্যায় ও পাপের জীবন থেকে বের করে পবিত্র জীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়বস্তুটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ এই নূর বিশ্বাসগত অন্ধকার থেকেও বের করবে এবং কর্মের অন্ধকার থেকেও বের করবে। প্রকৃতপক্ষে সূরা আত্ তালাকে হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ রসূলতো মূর্তিমান 'যিক্‌র' (অর্থাৎ স্মারক) এবং যিক্‌রের ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (সা:) এই মহা অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন যে তিনি (সা:) মূর্তিমান নূর হয়ে গেলেন এবং তাঁর গোলামদের সব ধরনের অন্ধকার থেকে বের করে নূরের দিকে নিয়ে এলেন।

এ সূরায় আরো এমন একটি আয়াত রয়েছে যা পৃথিবী ও আকাশের রহস্যাবলীর আবরণ বিস্ময়করভাবে উন্মোচন করছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) যেভাবে স্বয়ং অন্ধকার থেকে বের করেছিলেন সেভাবেই তাঁর প্রতি সেই বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে যা বিশ্বজগতের অন্ধকাররাশির ও রহস্যাবলীর আবরণ উন্মোচন করছে। কুরআন করীমে যেখানে বার বার সাত আকাশের উল্লেখ রয়েছে সেখানে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে, সাত আকাশের ন্যায় সাতটি পৃথিবীও সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন কিভাবে এ সব পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ অন্ধকার থেকে তাদের পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে। আপাতত বিশ্বজগতের অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের সূচনাও করতে পারেনি। কিন্তু যেভাবে বার বার সপ্রমাণিত হয়েছে, কুরআনের জ্ঞান এক 'কাওসার' (অর্থাৎ অপরিসীম কল্যাণের ধারা) এর ন্যায় অপরিসীম, সেভাবে ভবিষ্যৎ যুগের বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় এক সীমা পর্যন্ত এসব জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
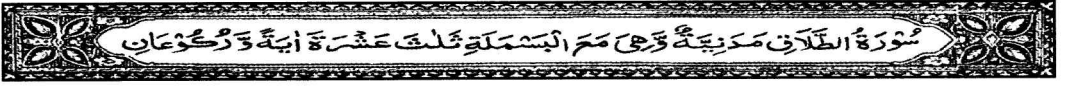
সূরা আত্ তালাক-৬৫

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

★২। হে নবী! [খ]তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও[৩০৬৪] তখন তাদের 'ইদ্দত' (অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদকাল) অনুযায়ী তাদের তালাক দিও, 'ইদ্দতে'র হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদের ঘর থেকে তাদের বের করে দিও না[৩০৬৪-ক] এবং তারা (নিজেরাও) যেন বেরিয়ে না যায়। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে সে কথা ভিন্ন। আর [গ]এগুলোই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে-ই আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা লংঘন করে সে নিশ্চয় নিজের প্রাণের ওপর অবিচার করে। তুমি জান না, এরপর হয় তো আল্লাহ্ কোন উপায় বের করে দিবেন[৩০৬৫]।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوۡهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحۡصُوا الۡعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمۡ ۚ لَا تُخۡرِجُوۡهُنَّ مِنۡۢ بُيُوۡتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ لَا تَدۡرِىۡ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذٰلِكَ اَمۡرًا ②

৩। এরপর তারা [ঘ]যখন তাদের নির্ধারিত মেয়াদের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের রাখ অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের বিদায় করে দাও। আর তোমাদের মাঝ থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে এবং আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য সত্য সাক্ষ্য দিবে। যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সেসব ব্যক্তিকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার জন্য নিস্কৃতির কোন পথ করে দিয়ে থাকেন[৩০৬৬]।

فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ فَارِقُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ وَّاَشۡهِدُوۡا ذَوَىۡ عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ وَاَقِيۡمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمۡ يُوۡعَظُ بِهٖ مَنۡ كَانَ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا ۙ③

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২ঃ২৩২-২৩৩ গ. ২ঃ২৩০ ঘ. ২ঃ২৩২।

৩০৬৪। এটি কুআনের আয়াতসমূহের মধ্যে ঐগুলোর একটি, যেগুলোতে বাহ্যত নবী করীম (সঃ)কে আহ্বান করা হলেও সেই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুসারী মু'মিনদের উপরই বর্তায়। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)কে তো বিবি তালাকের অধিকারই দেয়া হয়নি (৩৩ঃ৫৩)। অতএব এই আহ্বান ও আদেশ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে।

৩০৬৪-ক। স্ত্রী-বিচ্ছেদের(তালাকের) ঘোষণা দুটি মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ করতে হয়। ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে যদি তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না থাকে তবেই তালাক-উচ্চারণ বৈধ হবে। কারণ স্ত্রী-পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে, রাগের মাথায়, কোন সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী অবস্থায় না হয়ে যেন ধীর-স্থির অবস্থায়, ভাবনা-চিন্তার পর যথার্থ সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়, তদুপরি বিচ্ছেদ-প্রাপ্তা স্ত্রী নিজ গৃহেই অবস্থান করবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা হলো, অপেক্ষা বা ইদ্দৎকালে এটা সম্ভব যে উভয়ের মনোমালিন্যের তীব্রতা দূরীভূত হয়ে পরস্পরের মধ্যে মিলনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

৩০৬৫। 'আমর' শব্দের তাৎপর্য এখানে বিড়ম্বিত স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলিত হওয়াকে বুঝিয়েছে।

৩০৬৬ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। আর তিনি তাকে সেখান থেকে রিয্ক দেন যেখান থেকে সে (রিয্ক পাওয়ার) ধারণাও করতে পারে না। আর আল্লাহ্র ওপর যে ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই থাকেন। আল্লাহ্ সব কিছুরই এক পরিমাপ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ قَدۡرًا ﴿۳﴾

★ ৫। আর তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে (তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমাদের সন্দেহ হলে[৩০৬৭] (জেনে রাখ), তাদের ইদ্দতকাল হলো [ক]·তিন মাস এবং যাদের ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও (ইদ্দতকাল তিন মাস)। আর গর্ভবতীদের ইদ্দতকাল হলো তাদের (সন্তান) প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আর যে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে তিনি তার জন্য তার বিষয় সহজ করে দেন।

وَالّٰٓـىِٴۡ يَـئِسۡنَ مِنَ الۡمَحِيۡضِ مِنۡ نِّسَآئِكُمۡ اِنِ ارۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشۡهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـىِٴۡ لَمۡ يَحِضۡنَ ؕ وَاُولَاتُ الۡاَحۡمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنۡ يَّضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ؕ وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مِنۡ اَمۡرِهٖ يُسۡرًا ﴿۴﴾

৬। এই হলো আল্লাহ্র আদেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে[৩০৬৮] তিনি তার দোষত্রুটি দূর করে দেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেন।

ذٰلِكَ اَمۡرُ اللّٰهِ اَنۡزَلَهٗۤ اِلَيۡكُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعۡظِمۡ لَهٗۤ اَجۡرًا ﴿۵﴾

ক. দেখুন ঃ ২ঃ২৯।

৩০৬৬। স্বামীর দারিদ্রের কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাই স্বয়ং তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করে দিবেন। তবে শর্ত হলো, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে চলবে এবং ধৈর্য ধারণ করে অভাব মোচনের জন্য সততার সাথে রুজি-রোজগারের চেষ্টা চালাবে।

৩০৬৭। 'তোমাদের সন্দেহ হলে' কথাটি এই জন্য বলা হয়েছে যে জরায়ুর গোলযোগের কারণেও মাসিক স্রাব বন্ধ হতে পারে, অন্য কারণেও হতে পারে।

৩০৬৮। পূর্ববর্তী পাঁচটি আয়াতে মু'মিনগণকে বার বার খোদা-ভীতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষেরা সাধারণত তাদের পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে প্ররোচিত হয় এবং তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করার প্রয়াস পায়।

★ ৭। তোমরা তাদের (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের) সেখানেই থাকতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করে থাক[৩০৬৮-ক]। আর তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এমন কষ্ট তাদের দিও না। আর তারা গর্ভবতী হলে তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খরচ বহন করতে থাক। [ক]এরপর তোমাদের পক্ষে তারা (শিশুদের) দুধ পান করালে তাদের পারিশ্রমিক তাদের দাও এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়াদি মীমাংসা কর। কিন্তু তোমরা (মীমাংসার ক্ষেত্রে) পরস্পর অসুবিধা বোধ করলে তার (অর্থাৎ শিশুর পিতার) পক্ষে অন্য কোন (মহিলা) দুধ পান করাবে।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ أُخْرٰى ﴿٧﴾

৮। [খ]সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সংগতি অনুযায়ী (ধাত্রীর জন্য) খরচ করবে। আর যার রিয্ক সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে যা-ই দিয়েছেন সে তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে যা দিয়েছেন এর বেশি বোঝা তিনি তার ওপর কখনো চাপান না। প্রত্যেক অসচ্ছলতার পর আল্লাহ্ অবশ্যই এক সচ্ছলতা দান করেন।

১ [৮] ১৭

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٨﴾

৯। [গ]আর কত জনপদই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের[৩০৬৯] ও তাঁর রসূলদের আদেশ অমান্য করেছিল। এর ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোরভাবে হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদের ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব দিয়েছিলাম।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٩﴾

১০। অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল[৩০৭০] ভোগ করেছিল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ছিল ক্ষতিকর।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩৪ খ. ২ঃ৩৪ গ. ৭ঃ৫-৬; ১৭ঃ১৮; ২১ঃ১২; ২২ঃ৪৬।

৩০৬৮-ক। 'ইদ্দত-কালে' তালাক দেয়া স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও দেখা-শোনা করার ভার স্বামীর উপরই বর্তায়। তাকে সেভাবেই দেখা শোনা করতে হবে, যেভাবে গৃহকর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার দেখা-শোনা করা হয়েছে। স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে নিজের নির্বাচিত মুক্ত জীবন-যাপনের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীকে তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সর্বপ্রকার দেখা-শোনার ভার বহন করতে হবে।

৩০৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনার পর আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে এসে নির্দেশ অমান্যকারীদের কথা উত্থাপন করেছেন। কেননা যারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির সাথে নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকে।

৩০৭০। 'ওবাল' অর্থ ক্ষত, পাপ, পাপের শাস্তি। 'ওয়াবিল' অর্থ বিপজ্জনক, মারাত্মক, হিংস্র।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١١﴾

১১। আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব হে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। [ক]আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি এক মহান উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٢﴾

১২। এক রসূলরূপে। সে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র (এমন) আয়াতসমূহ পড়ে শুনায় যা আলোকিত করে দেয়, [খ]যেন সে মু'মিন ও সৎ কর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি (এরূপ) জান্নাতসমূহে তাকে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (যে সৎকাজ করে) তার জন্য আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি উত্তম রিয্ক প্রস্তুত করে রেখেছেন।★

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٣﴾

১৩। আল্লাহ্‌ই [গ]সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এদেরই অনুরূপ (সংখ্যক) পৃথিবীও (সৃষ্টি করেছেন)[৩০৭০-ক]। এ সবের মাঝে তাঁর আদেশ বিপুলভাবে অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সব কিছু ঘিরে রেখেছেন।

২ [৫] ১৮

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১০; ৩৬ঃ১৭ খ. ২ঃ২৫৮; ৫ঃ১৭ গ. ৬৭ঃ৪; ৭১ঃ১৬।

★ [১১-১২ আয়াতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, 'নযূল' (অর্থাৎ অবতীর্ণ) শব্দটির অর্থ এই নয় যে কোন মানুষ সশরীরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। 'নযূল' এর অর্থ হলো, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে উত্তম নেয়ামত দান। এদিক থেকে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে রসূলরূপে মূর্তিমান উপদেশ বর্ণনা করার মাধ্যমে অন্যান্য সব নবীর ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৭০-ক। 'অনুরূপ (সংখ্যক) পৃথিবীর' দ্বারা সৌরমণ্ডলের সাতটি প্রধান গ্রহকেও বুঝাতে পারে এবং 'সাত-আকাশ' দ্বারা ঐ সাতটি গ্রহের কক্ষপথ বা ভ্রমণ-পথকে বুঝাতে পারে অথবা 'সাত-আকাশ' দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকে বুঝাতে পারে এবং 'সাত পৃথিবী' দ্বারা মানুষের জাগতিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকেও বুঝাতে পারে।

সূরা আত্ তাহ্রীম-৬৬

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

সূরা 'হাদীদ' দ্বারা যে শ্রেণীর মাদানী সূরাগুলো আরম্ভ হয়েছিল এটি তার সর্বশেষ সূরা। এই শ্রেণীর একাংশ ৭ম বা ৮ম হিজরীতে এবং অপরাংশ পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছিল -বিষয় ও ঘটনার দ্বারা তা-ই প্রতীয়মান হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালাকের কিছু কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সূরাতে অস্থায়ী দাম্পত্য-বিচ্ছেদের সেই ব্যাপার আলোচিত হয়েছে, যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণে অথবা পারিবারিক কলহের সূত্র ধরে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা করে ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার শপথ ও সংকল্প প্রকাশ করে। সূরাটি নবী করীম (সাঃ)কে এই আহ্বান জানিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধ ঘোষিত বস্তুগুলোকে নিজের জন্য অবৈধ না করেন। সূরার প্রথম আয়াতটিতে যে নির্দিষ্ট ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায়, যে ভুল বুঝা-বুঝি বা অমিল পারিবারিক জীবনের শান্তি ও ঐক্যকে সামায়িকভাবে ব্যাহত করে তা কখনো কখনো নবী-জীবনের শান্তিময় পুণ্য-গৃহেও প্রকাশ লাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে, সাময়িক মনোমালিন্যের কারণে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে (মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে) এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাঁরা যেন 'আল্লাহ্র রসূল(সাঃ) এর' মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এমন কিছু তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা না করেন যা তাঁর 'নবুওয়তের' সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অতঃপর মু'মিনদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরে তারা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যাতে তাদের পরিবারস্থ কেউ সততার পথ থেকে সরে না যায়। নতুবা এর ফলশ্রুতিতে তারা দুঃখ-কষ্ট ও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। সূরাটির শুরু হয়েছিল মহানবী (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যকার সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে কাফিরদেরকে নূহ(আঃ) ও লূত (আঃ) এর স্ত্রীগণের সাথে রূপক তুলনার মাধ্যমে এবং মু'মিনগণকে ফেরাউনের স্ত্রী ও ঈসা(আঃ) এর পবিত্র মাতা সতী-সাধ্বী ধর্মপরায়ণা মরিয়মের সাথে তুলনার মাধ্যমে।

৬৬-সূরা আত্ তাহ্রীম-৬৬

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। কআল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতে গিয়ে কেন তা হারাম করছ যা আল্লাহ্ তোমার জন্য হালাল করেছেন?৩০৭১ আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।★

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ②

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩০৭১। বর্ণিত আছে, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর একজন স্ত্রী তাঁকে মুধুমিশ্রিত শরবত পান করতে দিলেন এবং তিনি তা পছন্দও করলেন বলে মনে হলো। এতে অন্য স্ত্রীদের কেউ কেউ ঈর্ষাবশত রসূল্লাহ্ (সাঃ)কে বললেন, তাঁর মুখ থেকে 'মাগাফীরে'র গন্ধ আসছে। মাগাফীর এক প্রকারের গুল্মের রস যা রং ও স্বাদে মধুর মত, কিন্তু যা পান করার পরে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন। তিনি বললেন, তিনি আর মধু পান করবেন না(বুলদান)। এই ঘটনার সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কাজ মহানবী (সাঃ) দ্বারা অসম্ভব বলে মনে হয় যে এক বা একাধিক স্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে একটি বৈধ বস্তুকে নিজের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ করার মত চরম পন্থা বেছে নিবেন, বিশেষ করে যে বস্তুকে কুরআনে মানুষের জন্য আরোগ্যকর বলা হয়েছে (১৬ঃ৭০)। এই ঘটনার বর্ণনাকারী বা বর্ণানাকারীরা কিছু ভুল-বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা এক বর্ণনাতে দেখা যায় যে তিনি উম্মুল মু'মিনীন যয়নবের ঘরে শরবত পান করেছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও হাফসা মহানবী (সাঃ) থেকে ভবিষ্যতে মধু না খাওয়ার কথা আদায় করেছিলেন। আবার অন্য বর্ণনাতে দেখা যায়, হাফসার ঘরে মধুর শরবত পান করেছিলেন এবং আয়েশা, যয়নব ও সফিয়া মিলে রসূল্লাহ্ (সাঃ)কে বুঝিয়েছিলেন যে এ তো মধু নয়, অন্য কিছু। হাদীস থেকে দেখা যায়, দুই বা তিন স্ত্রী মাত্র ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু এই সূরার ২ ও ৬ আয়াত থেকে দেখা যায়, উম্মুল মু'মিনীন সকলই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে দুজন এতে নেতৃত্ব দিয়েছিলে (আয়াত ৫)। এই সকল তথ্য এটাই প্রকাশ করে যে মধুর শরবত পানজনিত সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, বরং তদপেক্ষা বহু বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (কিতাবুল মাযালীম ওয়াল গাস্ব) হযরত ইব্নে আব্বাসকে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস বলেছেন,'তিনি হযরত উমর থেকে কথাটা জানবার জন্য সর্বদা ঔৎসুক্য-সহকারে সুযোগের সন্ধানে ছিলেন যে ঐ উম্মুল মু'মিনীন দুজন কারা, যাদের সম্বন্ধে এই সূরাটির ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে-'তোমরা উভয়ে তওবা করে আল্লাহর দিকে বিনত হলে (এটাই সমীচীন) হবে, (কেননা) তোমাদের উভয়ের হৃদয় (তওবার দিকে) ঝুঁকে গিয়েছিল।' একদিন হযরত ইব্নে আব্বাস হযরত উমরকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করতে না করতেই হযরত উমর বললেন, ঐ দুজনের একজন আয়েশা ও অপর জন হাফ্সা। এই বলেই তিনি ঘটনার ইতিবৃত্ত এভাবে বর্ণনা করলেন, "একদিন আমার স্ত্রী আমাকে পারিবারিক ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে চাইলে আমি তাকে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলাম, আমাকে পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নেই। কেননা ঐ সময়ে স্ত্রীলোককে মোটেই পাত্তা দেয়া হতো না। আমার স্ত্রীও দৃঢ়তার সাথে প্রত্যুত্তর দিলেন,'তোমার মেয়ে হাফ্সা তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে মুক্ত মনে দাবী খাটিয়ে কথা বলে এবং রসূলুল্লাহ্র কোন কথা মনোমত না হলে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, অথচ তুমি আমাকে পারিবারিক ব্যাপারেও একটু বলার সুযোগ দাও না'। এই কথা শুনা মাত্র আমি হাফ্সার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম,সে যেন আয়েশার (রাঃ) মত বাড়াবাড়ি না করে। কেননা আয়েশা মহানবী(সাঃ) এর হৃদয়ের অধিক কাছে। অতঃপর আমি উম্মে সাল্মার কাছে এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে তিনি শক্তভাবে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, আমি যেন রসূলে পাক(সাঃ) ও তাঁর বিবিগণের মধ্যকার ব্যাপারে আমার নাক না গলাই। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই নবী করীম (সাঃ) নিজেকে স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে রাখলেন এবং কিছুদিন তাদের ঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জনরব উঠলো যে মহনবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। এই জনরব সত্য কি না তা জিজ্ঞেসা করলে তিনি(সাঃ) আমাকে না-বোধক উত্তর দিলেন।"

এই ঘটনা বলে দিচ্ছে, এই সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ থেকে তাঁর (সাঃ) সাময়িকভাবে আলাদা থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পূববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালাকের বিষয়ে উল্লেখ থাকায় এটা অনেকটা সঙ্গত বলে মনে হয় যে এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলো

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

★ ৩। (উপরোক্ত বিষয়ে) আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের কসম ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক করেছেন[৩০৭২]। আর আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।★★

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٤﴾

৪। আর নবী যখন তার স্ত্রীদের কোন একজনের কাছে গোপনে একটি কথা বলেছিল, এরপর সে যখন একথা অন্য কাউকে বলে দিল এবং আল্লাহ্ এ (বিষয়টি) তার (অর্থাৎ নবীর) কাছে প্রকাশ করে দিলেন, তখন সে এর কিছু অংশ তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) জানিয়ে দিল এবং কিছু এড়িয়ে গেল। এরপর সে যখন তাকে (অর্থাৎ স্ত্রীকে) এটা জানালো সে (অর্থাৎ স্ত্রী) জিজ্ঞেস করলো তোমাকে (এটা) কে জানিয়েছে[৩০৭৩]? সে বললো, 'সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত (আল্লাহ্) আমাকে জানিয়েছেন।'

মহানবী(সাঃ) এর উপর্যুক্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঘটনা ঘটার পরে পরেই সূরা আহযাবের ২৯ নং আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং মহানবী(সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণকে এই ব্যাপারে মুক্তভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার দিলেন যে তাঁরা মহানবী(সাঃ) এর সঙ্গিণী থেকে দরিদ্র, সরল ও কষ্টকর জীবন যাপন করতে চান, নাকি তাঁকে (সাঃ) পরিত্যাগপূর্বক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করতে চান। এইভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেক স্ত্রীকেই দেয়া হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতেও 'সকল স্ত্রীর' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি ৪র্থ আয়াতেও ব্যাপারটাতে সকল স্ত্রীকেই(রাঃ) জড়িত বলে দেখা যায়। এতে বুঝা যায়, এই আয়াত যে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট তাতে সকল উম্মাহাতুল মু'মিনীনই (রাঃ) জড়িত ছিলেন, যাতে দু' জন স্ত্রী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনাটা ছিল আয়েশা(রাঃ) ও হাফ্সা(রাঃ) এর নেতৃত্বে মহানবী(সাঃ) এর স্ত্রীগণ একজোট হয়ে তাঁর কাছে দাবী জানালেন, যেহেতু মুসলমানগণের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, সেহেতু উম্মুল মু'মিনীনগণকেও এখন থেকে একটু আরামের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ভোগ করার সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ ইতোমধ্যে এই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন (ফাতহুল কাদীর)। এই প্রসঙ্গকে সামনে রেখে,''তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতে গিয়ে" কথাগুলোর অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় 'যেহেতু তুমি সর্বদাই তোমার সুকোমল ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট থাক, সেহেতু তারা এতদূর সাহসী হয়ে গিয়েছে যে তারা তোমার রেসালতের উচ্চতম মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই যা ইচ্ছা তা চেয়ে বসে।'

হযরত মারিয়া কিবতিয়া(রাঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের রচিত তথাকথিত ঘটনা এতই অবাস্তব ও কল্পিত যে তা একবারেই বিবেচনার অযোগ্য। এর পিছনে কোনই ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মহানবী (সাঃ) কখনো কোন কৃতদাসী রাখেননি। মারিয়া নামে মহানবী(সাঃ) এর একজন বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, যিনি ছিলেন সম্মানীয়া উম্মুল মু'মিনীনের অন্যতম।

★[স্ত্রীদের কাছে কোন্ দ্রব্য অপছন্দনীয় ছিল যা আল্লাহ্র রসূল (সা:) তাঁদের সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন, এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। সেটি যে দ্রব্যই হোক না কেন আল্লাহ্ তাআলা তা হালাল সাব্যস্ত করছেন। এ আয়াতে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যে দ্রব্যই সুনিশ্চিতভাবে হারাম বা হালাল করেছেন তা পরিবর্তন করার অধিকার বান্দার নেই।

সাধারণ মানুষের নিজেদের পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী কোন দ্রব্যকে নিজেদের জন্য হারামতুল্য করে নেয়ার অধিকার তো আছে, কিন্তু তা আমাদের জন্য আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য আদর্শ বলেই তাঁকে (সা:) বিশষভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৭২। স্বীয় স্ত্রীগণের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষ ও দাবীর কথা মহানবী(সাঃ)কে এতই মর্মপীড়া দিয়েছিল যে তিনি নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন, একমাসের জন্য তিনি তাঁদের কাছে যাবেন না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, কোন আইনসঙ্গত হালাল বস্তু ব্যবহার না করার প্রতিজ্ঞার কারণে অবৈধ হয়ে যেতে পারে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফ্ফারা দিয়ে ব্যবহার্য বস্তু ব্যবহার করাই উচিত।

★★[এখানে কসম ভঙ্গ করা বলতে গুরুত্বসহকারে কারো সাথে প্রতিশ্রুতির জন্য যে বৈধ কসম খাওয়া হয় তা-ও ভেঙ্গে ফেলতে হবে একথা বুঝায় না। বরং কেবল এ কথা বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হারাম ও হালালের কোনটি পরিবর্তনের জন্যে যদি তোমরা কসম খেয়ে বস তবে তা ভেঙ্গে ফেল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৭৩ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝٤

৫। তোমরা উভয়ে[৩০৭৪] তওবা করে আল্লাহ্র দিকে বিনত হলে (এটাই সমীচীন) হবে, (কেননা) তোমাদের উভয়ের হৃদয় (তওবার দিকে) ঝুঁকে গিয়েছিল। আর তোমরা উভয়ে তার (অর্থাৎ এ রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করলে নিশ্চয় (সেক্ষেত্রে) আল্লাহ্ই তার অভিভাবক। আর জিব্রাঈল, প্রত্যেক সৎকর্মশীল মু'মিন এবং এ ছাড়া ফিরিশ্তারাও (তার) সহায়তাকারী।

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ۝٥

৬। সে যদি তোমাদের তালাক দেয় তাহলে তার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম জীবনসাথী দান করতে পারেন। তারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, মু'মিনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালনকারিণী বিধবা ও কুমারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে *আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। এ (আগুনের) ওপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্তারা (নিয়োজিত) থাকবে। আল্লাহ্ তাদের যে আদেশ দেন তারা (এর) অবাধ্যতা করে না। আর তাদের যে আদেশ দেয়া হয় তারা তা-ই (পালন) করে।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৫।

৩০৭৩। এই আয়াতটি কোন্ বিশেষ ঘটনার কথা বলেছে তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতার দ্বারা বুঝা যায়, এটা ছিল হযরত আয়েশা(রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই ঘটনাটি । হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ যখন ৩৩ঃ২৯ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রসূলুল্লাহ্(সাঃ) এর স্ত্রীগণকে দুটি পথের একটি নির্বাচন করার অনুমতি দেয়া হলো। একটি পথ হলো, মহনবী(সাঃ) এর সাথে দুঃখ-কষ্ট বরণ করে চিরসঙ্গিনীরূপে থেকে যাওয়া এবং অপরটি তাঁকে ছেড়ে সুখ-সম্ভোগ ও বিলাসিতার জীবন যাপন করা। কেননা তাঁরা সকলে মিলে মহানবী(সাঃ) এর কাছে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের দাবী করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে ,মহানবী(সাঃ) উক্ত দুটি পথের একটি অবলম্বন করার জন্য স্ত্রীগণকে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি তিনি সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা(রাঃ) এর কাছে গোপনে প্রকাশ করেন (বুখারী কিতাবুল মাযলিম ওয়াল গাস্ব)। সর্বপ্রথমে হযরত আয়েশার কাছে কথাটি উত্থাপনের কারণ হলো, স্ত্রীগণের স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী উত্থাপনের বেলায় হযরত আয়েশ(রাঃ)ই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন হাফ্সা(রাঃ)। সম্ভবত হযরত আয়েশা রসূলে মকবুল(সাঃ) এর কাছ থেকে প্রস্তাবটি পেয়ে তা হযরত হাফ্সাকে জ্ঞাত করেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ্(সাঃ) এর প্রস্তাবটি যা কেবল হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে ব্যক্ত করা হয়েছিল তা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। যা হোক, বাস্তবে কি ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ উদঘাটন করা সম্ভব না হলেও আয়াতটি এই কথার উপরে সবিশেষ জোর দিচ্ছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন কথা বা বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার ভার দিলে সে যেন তা রক্ষা করে। বিশেষভাবে গোপন বিষয়টি যদি স্বামী-স্ত্রীর হয় কিংবা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে হয়, আর একই ধারায় ব্যাপারটা যদি আল্লাহ্র নবী ও তাঁর কোন অনুসারীর মধ্যকার বিষয় হয় তাহলে এর গোপনীয়তাকে মনে করতে হবে-আমানত।

৩০৭৪। 'তোমরা উভয় বলতে' আয়েশা ও হাফ্সা(রাঃ)কে বুঝিয়ে থাকবে। কেননা এই দুজনই মহানবী(সাঃ) এর স্ত্রীগণের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, জীবন-জীবিকার দাবী উত্থাপনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। মহানবী(সাঃ) এর অন্যান্য সকল স্ত্রী দাবী উত্থাপনে একজোট ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্সা(রাঃ) যথাক্রমে মহাসম্মানিত সাহাবীদ্বয় হযরত আবুবকর(রাঃ) ও হযরত উমর(রাঃ) এর কন্যা ছিলেন, সেই জন্যই মনে হয় তাঁরা এই বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আয়াতটির ভাষার ধরনও কঠোর। এর গাম্ভীর্যপূর্ণ বাগধারা থেকেই বুঝা যায়, বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক স্ত্রীর গৃহে মধুমিশ্রিত শরবত পান করার মাঝে এমন কি কঠোরতার ব্যাপার থাকতে পারে যে মহানবী(সাঃ) এর মত মহামহিম ব্যক্তির এক মাসের জন্য সকল স্ত্রী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখার মত কঠিন ব্রত অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করলেন? আল্লাহ্র বাণীতে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে কঠোর ভাষায় পরোক্ষভাবে শাসানো হচ্ছে 'আল্লাহ্ই তার অভিভাবক আর জিবরাঈল, প্রত্যেক সৎকর্মশীল মু'মিন এবং এ ছাড়া ফিরিশতাও (তাঁর) সহায়তাকারী।

৮। ক.হে যারা অস্বীকার করেছ! আজ তোমরা কোন অজুহাত উপস্থাপন করো না। নিশ্চয় তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

১ [৮] ১৯

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহ্র দিকে বিনত হও। (এর ফলে) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের দোষত্রুটি দূর করে দিতে পারেন এবং এরূপ খ.জান্নাতসমূহে তোমাদের প্রবেশ করাতে পারেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেদিন আল্লাহ্ নবীকে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনেও ধাবিত হবে এবং ডান দিকেও (ধাবিত হবে)। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও[৩০৭৫] এবং আমাদের ক্ষমা কর[৩০৭৬]। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ⑨

★১০। হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর[৩০৭৭] এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন কর। আর তাদের আশ্রয় জাহান্নাম এবং তা কত মন্দ গন্তব্যস্থল!★

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ⑩

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৬৬ খ. ৪৮ঃ৬; ৬৬ঃ১০।

৩০৭৫। পরিপূর্ণতা লাভের অদম্য বাসনা বেহেশ্তেও মুমিনগণের মনকে উদ্বেল করে রাখবে। তারা প্রার্থনা করতে থাকবে "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও"। এ থেকে প্রকাশ পায় যে বেহেশ্তের জীবন কর্মহীন হবে না, বরং তা হবে উদ্যমী ও কর্মময়। কেননা বেহেশ্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অন্তহীন পথ খুলে যাবে। অগ্রগতির উর্ধ্বতন এক স্তরে উপস্থিত হয়ে তারা দেখবে, এটাই শেষ স্তর নয়। উর্ধ্বে আরো স্তর রয়েছে। তখন তারা ঐ স্তরে পৌছাবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবে। এমনি করে উচ্চ থেক উচ্চতম স্তর অতিক্রম করতে মু'মিন অগ্রসরই হতে থাকবে-এই প্রক্রিয়া অন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, কখনো থামবে না।

৩০৭৬। মু'মিনগণ বেহেশ্তে পৌছার পরে মাগ্ফেরাত কামনা করবে অর্থাৎ তাদের কমতি ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে (মাগফেরাত মানে ঢেকে রাখা-লেইন)। তারা অবিরত আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকবে অধিকতর পূর্ণতা ও ঐশী জ্যোতি লাভের জন্য। তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ থেকে উচ্চতর মোকাম পাড়ি দিতে থাকবে। প্রত্যেক উচ্চতার পর আরো উচ্চতা দৃষ্ট হতে থাকবে। পূর্বতন অতিক্রান্ত উচ্চতাকে পরবর্তী উচ্চতার তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণতাকে ঢেকে ফেলার জন্য বেহেশ্তীগণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবেন যাতে ত্রুটিহীন উর্ধ্বস্তর লাভ সম্ভব হয়। 'ইস্তেগফার' এর আসল তাৎপর্য এটাই। অবশ্য এর শাব্দিক অর্থ "ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপমুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।"

৩০৭৭। কাফির ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পূর্ণ প্রচেষ্টা না চালিয়ে অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। ঘটনাক্রমে এই আয়াতে 'জেহাদ' শব্দের আসল অর্থ ও তাৎপর্য তথা 'চরম মাত্রার প্রচেষ্টা চালানো' প্রকাশ পেয়েছে। কারণ মুনাফেকরা মুসলিম সমাজেরই একটি অংশ বিশেষ ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কখনো তলোয়ারের যুদ্ধ করা হয়নি।

★[প্রবৃত্তির খাতিরে এ জিহাদ নয়, বরং কেবল আল্লাহ্র খাতিরেই এ জিহাদ করা হয়ে থাকে। মন যতই নরম হোক, এতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কঠোর হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্য একটি আয়াত থেকে এ কঠোরতার কল্যাণ সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার লোক নয় তারাও ভয় পাবে এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যেমন বলা হয়েছে, 'ফা শাররিদ বিহিম মান খালফাহুম' (সূরা আনফাল: ৫৮) অর্থ: (সমুচিত শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে) এদের পেছনের লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿۱۱﴾

১১। কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তারা উভয়ে আমাদের দুজন সৎ বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের (স্বামীদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল[৩০৭৮]। ফলে তারা (অর্থাৎ স্বামীরা) আল্লাহ্র (শাস্তি) থেকে তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) একটুও রক্ষা করতে পারেনি। আর বলা হলো, 'প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশ কর।'

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۲﴾

১২। আর মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও, ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং এ যালেম জাতি থেকে আমাকে উদ্ধার কর।'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩। আর (আল্লাহ্) ইমরানের কন্যা মরিয়মের (দৃষ্টান্তও বর্ণনা করছেন)। [ক]সে উত্তমরূপে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমরা এ (শিশুপুত্রের) মাঝে আমাদের রূহ্ ফুঁকে দিলাম। আর এর (মা) তার প্রভু-প্রতিপালকের বাণীর এবং তাঁর কিতাবসমূহেরও সত্যায়ন করলো। আর সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন।★

২
[৫]
২০

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৯২।

৩০৭৮। কাফিরদেরকে নূহ(আঃ) এর স্ত্রী ও লূত(আঃ) এর স্ত্রীর সাথে সমপর্যায়ে ফেলে তুলনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, দুষ্ট প্রকৃতির লোক, যারা সত্যকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর হয়, তারা উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক লোকদের সাহচর্য পেয়েও এমনকি নবীর সাহচর্যে থেকেও কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ফেরাউনের স্ত্রী ঐ সকল মুমিনের প্রতীক যারা পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একান্ত বাসনা পোষণ করে ও আকুতি জানায়, এমনকি 'তিরস্কারকারী আত্মার' অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েও সময় সময় পদস্খলিত হয়ে পড়ে। ঈসা(আঃ) এর মাতা আল্লাহ্ তাআলার ঐ সকল পুণ্যাত্মা বান্দাগণের প্রতীক যারা নিজেদের উপরে পাপের সকল দরজা বন্ধ করে আল্লাহ্র সাথে শান্তি-সন্ধি স্থাপন করে ও আল্লাহ্ থেকে ঐশী-প্রেরণা লাভ করে। এখানে 'ফিহি'র 'হি' বলতে সৌভাগ্যশালী মুমিনকে বুঝিয়েছে। অথবা 'হি' শব্দটি 'ফার্জ' এর সর্বনামরূপে এসেছে। 'ফার্জ' এর অর্থ, 'ফাটল,ফাঁক' যার মধ্য দিয়ে পাপ প্রবেশ করতে পারে।

★ [এ বিষয়ে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফানাফাখনা ফীহা মির্ রূহিনা' (সূরা আল্ আম্বিয়া: ৯২, অর্থ: এর মাঝে আমরা আমাদের আদেশ ফুঁকে দিলাম)। এখানে 'ফীহা' (অর্থাৎ এর মাঝে) বলে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে, আধ্যাত্মিকভাবে যে মু'মিন মরিয়মি অবস্থা অতিক্রম করবে তার মাঝেও 'নাফখির রূহ্' (অর্থাৎ রূহ্ ফুঁকে দেয়া হবে)। তাকে তার যুগের ঈসা সদৃশ বানানো হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ মূল্‌ক-৬৭
(হিরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা থেকে কুরআনের সমাপ্তি পর্যন্ত একশ্রেণীর সূরা রয়েছে যেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একটি মাত্র সূরা 'সূরা নস্‌র' যা মহানবী(সাঃ) এর মদীনার জীবনের শেষাংশে বিদায় হজ্জের সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা এই শ্রেণীর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম। কুরআনের সবটাই আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআন বিষয়বস্তু চয়ন, প্রকাশভঙ্গী, শব্দ চয়ন ও রচনাশৈলীর দিক থেকে এমনি এক অনন্য গ্রন্থ যার অনুরূপ রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত জীবনের প্রথম দিকে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মাহাত্ম-মহিমা, গৌরব-গরিমা ও উচ্চ মর্যাদা সূরাগুলোকে এতই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে যে এর তুলনা হয় না। ছন্দের অপূর্ব ব্যঞ্জনা, সুরের অনিন্দ্য মুর্ছনা মক্কী সূরাগুলোকে এতই হৃদয়গ্রাহী করে রেখেছে যে তা মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই সূরাগুলোতে সাধারণত ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মোপদেশ, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী, ওহী-ইলহাম, কেয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ইত্যাদি অতি গুরু-গম্ভীর বিষয়াদির আলোচনা রয়েছে। এ কারণেই অবোধ্য রহস্যাবলী ও অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জানা-জগতের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং উপমা ও অলংকারের ভাষা প্রয়োগ করতে হয়েছে। বর্তমান সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে- নবুওয়তের ৮ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিষয়বস্তু

উপরে বলা হয়েছে, মক্কী সূরাগুলো প্রধানত বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছে। এই সূরাটি স্বভাবতই আল্লাহ্‌র সৃজন ও প্রতিপালন, কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমানতা বর্ণনা করে আরম্ভ হয়েছে। এইসব ঐশী গুণাবলীর প্রমাণস্বরূপ জীবন-মৃত্যু ও বিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু ও বড় থেকে বড় গ্রহ-নক্ষত্রের সর্বাংশে যে আশ্চর্যজনক ও অভ্রান্ত পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা বিরাজমান রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও মহাবিশ্বের সুশৃংখল চলমানতা প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই মানুষকে পবিত্র উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে স্বীয় গন্তব্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু মানুষ স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্‌র বাণীকে বার বারই প্রত্যাখান করে স্রষ্টার কোপানলে পতিত হয়েছে। সূরাটি আল্লাহ্ তাআলার অগণিত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করে বলছে, এই দানগুলো ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারতো না এবং ইংগিতে এও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ও অনন্ত দানগুলোর সঠিক ব্যবহার দ্বারাই কোন মানুষ স্বীয় মানব-জন্মকেও সফল করতে পারে।' সূরাটি এই উপদেশ দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে, প্রাকৃতিক জীবন পানি ছাড়া যেমন বাঁচতে পারে না, আধ্যাত্মিক জীবনও তেমনি ঐশী-বাণী(ওহী-ইলহাম) রূপ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِحْدٰى وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ
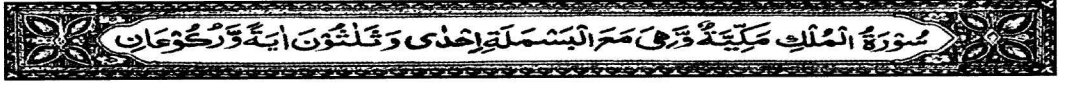
সূরা আল্ মুল্ক-৬৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকূ

২৯তম পারা

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]পরম কল্যাণের অধিকারী তিনিই সাব্যস্ত হলেন যাঁর হাতে রয়েছে সব আধিপত্য। আর তিনিই সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ②

৩। তিনিই মৃত্যু[৩০৭৯] ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন [গ]তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মাঝে কর্মের দিক থেকে কে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ③

৪। [ঘ]তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে[৩০৭৯-ক] সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমান (আল্লাহ্‌র) সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। এরপর আবার চেয়ে দেখ, তুমি কি কোন খুঁত দেখতে পাও?★

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ④

★৫। হ্যাঁ, তুমি বার বার চেয়ে দেখ। তোমার দৃষ্টি (কেবল) ব্যর্থ ও ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে[৩০৮০]।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৫ঃ২-৩ গ. ৫ঃ৪৯; ৩১ঃ৮; ১৮ঃ৮ ঘ. ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ৪; ৭১ঃ১৬।

৩০৭৯। সারা প্রকৃতি ব্যাপি জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রতেকটি প্রাণী জরা ও মৃত্যুর অধীন। এই আয়াতে এবং ২ঃ২৯ ও ৫৩ঃ৪৫ আয়াতে 'মৃত্যুর' কথা 'জীবন' শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ মনে হয় এই যে মৃতাবস্থা বা অনস্তিত্বই জীবনের পূর্বাবস্থা। আরেক কারণ এও হতে পারে, জীবন থেকে মৃত্যু অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা মৃত্যু মানুষকে অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায় ও সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করে দেয়। আর এই পার্থিব জীবন পান্থশালায় সাময়িক বিশ্রামের মত। কবরের ওপারে যে অনন্ত চিরস্থায়ী জীবন সেই অনন্ত জীবনের জন্য এখানে, এই মর-জগতে, প্রস্তুতি নিতে হয় মাত্র।

৩০৭৯-ক। 'তিবাক' ও 'তাবাক' এবং বহুবচন 'আৎবাক' সমার্থক। আরবীতে বলা হয় ' এই বস্তুটা ঐ বস্তুর তাবাক বা তিবাক' অর্থাৎ এই জিনিষটা পরিমাপে, আকারে ও গুণে ঐ জিনিষের সমান বা অনুরূপ। তিবাকের অন্য অর্থ মঞ্চ বা তাক (লেইন)। কোন বস্তুর উপর অনুরূপ বস্তু রাখা (মুফরাদাত)।

★[এ আয়াতে মানুষকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, তারা যত ইচ্ছা গভীর মনোযোগের সাথে গোটা বিশ্বজগৎ পর্যবেক্ষণ করে দেখুক, এরপর তাদের কাছে এটাই প্রতীয়মান হবে, এ বিশ্বজগৎ কেবল একজন মাত্র স্রষ্টারই সৃষ্টি বলে এতে কোন অসঙ্গতি নেই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৮০। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর। এই যে সৌরমণ্ডল, যার এক কোণে আমাদের পৃথিবী পড়ে আছে, তা কতই না বিশাল, কতই না বৈচিত্রময় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ! এইরূপ কোটি কোটি সৌরমণ্ডল মহাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, যার এক একটি আমাদের সৌর-মণ্ডল থেকে বহুগুণ বড়। এইরূপ অগণিত সূর্য-গ্রহ-তারকা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় এমন শ্রেণীবদ্ধ ও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে এর মিল, ঐক্য ও সৌন্দর্য মানুষের মনকে একেবারে বিমোহিত করে দেয়। যে সারিবদ্ধতা ও শৃঙ্খলা খালি চোখেই মানুষ দেখতে পায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখলে তা যখন শত শত গুণ বর্ধিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় তখন অবাক বিস্ময়ে মানুষের মন অভিভূত হয়ে পড়ে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

৬। আর নিশ্চয় [ক].আমরা নিকটের আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। আর [খ]আমরা এগুলোকে শয়তান তাড়াবার মাধ্যম করেছি। আর আমরা তাদের জন্য লেলিহান আগুনের আযাব প্রস্তুত করেছি।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৭। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তা অতি মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝

৮। তাদের যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে [গ].তখন তারা এর গর্জন শুনবে এবং তা উথলাতে থাকবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

৯। এটি ক্রোধে ফেটে পড়বার উপক্রম হবে। এতে [ঘ].যখনই কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

১০। তারা বলবে, "কেন নয়? আমাদের কাছে অবশ্যই সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা (তাকে) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আর আমরা বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল এক চরম বিপথগামিতায় (পড়ে) আছ।"

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحٰبِ السَّعِيرِ ۝

১১। আর তারা (আরো) বলবে, 'আমরা যদি (মন দিয়ে) শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি খাটাতাম[৩০৮০-ক] তাহলে আমরা আগুনের অধিবাসী হতাম না।'

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيرِ ۝

★ ১২। অতএব তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে নিবে। তথাপি আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিসম্পাত।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

★ ১৩। [ঙ].নিশ্চয় যারা তাদের অদৃশ্য প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৪। [চ].আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর বা তা প্রকাশ কর, (জেনে রেখো) নিশ্চয় তিনি অন্তরের সব কথা পুরোপুরি জানেন।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১৭; ,৩৭ঃ৭; ৪১ঃ৩১; ৫০ঃ৭ খ. ১৫ঃ১৮; ৩৭ঃ১১ গ. ১১ঃ১০৭; ২১ঃ১০১;২৫ঃ১৩ ঘ. ৩৯ঃ৭২; ৪০ঃ৫১ ঙ. ২১ঃ৫০; ৫৫ঃ৪৭; ৭৯ঃ৪১-৪৩ চ. ২ঃ৭৮; ৬ঃ৪; ১১ঃ৬; ২০ঃ৮।

৩০৮০-ক। আহা, আমরা যদি শরীয়তের বা বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিতাম!

১৫। যিনি (তোমাদের) সৃষ্টি করেছেন তিনি কি (তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) জানেন না? অথচ তিনিই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ও জানেন (এবং তিনি) সদা অবহিত।

১ [১৫] ১

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

১৬। তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর রাস্তাঘাটে চলাচল কর[৩০৮১] এবং তাঁর (দেয়া) রিয্ক থেকে খাও। আর তাঁর দিকেই (তোমাদের জীবিত করে) উঠানো হবে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

১৭। আকাশে অবস্থানকারী সত্তা যে তোমাদের মাটিতে পুঁতে দিতে পারেন তোমরা কি (তাঁর এ শাস্তি থেকে) নিরাপদ হয়ে গেছ[৩০৮২]? তা (অর্থাৎ পৃথিবী) তখন কাঁপতে থাকবে।

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৮। অথবা আকাশে অবস্থানকারী সত্তা যে তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করতে পারেন তোমরা কি (তাঁর এ শাস্তি থেকে) নিরাপদ হয়ে গেছ? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কীকরণ!

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৯। আর তাদের পূর্ববর্তীরাও অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

২০। ক তারা কি তাদের ওপরে (অর্থাৎ বায়ুমন্ডলে) পাখিদের ডানা মেলতে ও গুটাতে দেখে না[৩০৮৩]? রহমান (আল্লাহ্) ছাড়া কেউ এদের ধরে রাখতে পারে না।★ নিশ্চয় তিনি সব কিছু পুরোপুরি দেখেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

২১। অথবা যাদেরকে তোমাদের সৈন্যদল বলা হয় তারা কি রহমান (আল্লাহ্‌র) বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? কাফিররা শুধু এক চরম ধোঁকায় পড়ে আছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮০।

৩০৮১। কুরআনের কয়েকটি স্থানেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ নিজের আবাসভূমি ত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক কিছু শেখা যায়।

৩০৮২। যেহেতু কুরআনে শাস্তির আগমনকে 'আকাশ থেকে অবতরণ' বলে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌কেও আকাশে অবস্থানকারীরূপে বর্ণিত হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্‌তো এখানে, সেখানে, সবখানে ও সর্বত্র বিরাজিত।

৩০৮৩। অবিশ্বাসীরা যদি সত্যের বিরোধিতা করতেই থাকে তাহলে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পের দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হবে, বিশেষ করে যুদ্ধ দ্বারা। আর আকাশের পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো উৎসবমুখর হয়ে ভক্ষণ করবে (১৬ঃ৮০)। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী ১৮৮০ টীকা দ্রষ্টব্য)।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। [ক]অথবা তিনি তাঁর (পক্ষ থেকে) রিয্ক বন্ধ করে দিলে কে আছে যে তোমাদেরকে রিয্ক দিবে?[৩০৮৪] বরং এরা অবাধ্যতা ও ঘৃণা করার ক্ষেত্রে এগিয়েই চলেছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

২৩। অতএব যে নিজের অজ্ঞতায় এবং হতভম্বতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়[৩০৮৫] সে কি বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত নাকি সে, যে সরলসুদৃঢ় পথে সোজা হয়ে চলে?

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং [খ]তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

২৫। তুমি বল, [গ]'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২৬। [ঘ]আর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), এ প্রতিশ্রুতি কখন (পূর্ণ) হবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

২৭। তুমি বল, 'এর পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর [ঙ]আমি তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

২৮। এরপর তারা যখন এ (প্রতিশ্রুত আযাব) নিকটে দেখতে পাবে তখন অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে পড়বে[৩০৮৬] এবং বলা হবে, 'এটা তা-ই যা তোমরা চাইতে।'

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮০ খ. ১০ঃ৩২; ৩৪ঃ২৫ গ. ১৬ঃ৭৯; ২৩ঃ৭৯ ঘ. ২১ঃ৩৯; ৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯ ঙ. ২২ঃ৫০; ২৬ঃ১১৬; ২৯ঃ৫১।

★[পাখিদের আকাশে উড়া এবং বায়ুমন্ডলে এদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে এ আয়াত গভীর তাৎপর্য বহন করে। পাখিদের দৈহিক গঠন এমন পদ্ধতিতে করা হয়েছে যাতে এরা বায়ুমন্ডলে উড়তে পারে। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কোন কোন শিকারী পাখির বাতাসে উড়ার গতি প্রতি ঘন্টায় ২০০ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এদের দৈহিক গঠন এরূপ যে এই গতি এদের কোন ক্ষতি করে না। কেননা এদের ঠোঁট ও মাথায় বায়ু ঘর্ষণের ফলে বায়ু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই তীব্র গতিতেই উড়ন্ত অবস্থায় এরা জীবজন্তু শিকারও করে থাকে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৮৪। এই কথটি মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে। মক্কায় কয়েক বৎসর ধরে এমন দুর্ভিক্ষ চলেছিল যে মক্কার লোকেরা মহানবী(সাঃ) এর কাছে তাদের এই বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনার আবেদন করেছিল। ২৬৯৪ টীকাও দেখুন।

৩০৮৫। কাফিররা অবনত মস্তকে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করে শির্ক, সংশয় ও অবিশ্বাসের অন্ধগলিতে পা বাড়ায়। আর মু'মিনরা ঈমানের দৃঢ়তা বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা-সরল ও সত্য পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে। এই দু' দল কি সমান হতে পারে?

৩০৮৬। কাফিরদের বৈশিষ্ট্য এটাই যে যতক্ষণ শাস্তি এসে তাদেরকে ঘিরে না ফেলে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অহঙ্কারে মত্ত থেকে মু'মিনদের প্রতি বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু যখন তারা শাস্তির মুখো-মুখি হয় তখন তারা হতাশাগ্রস্ত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হা-হুতাশ ছাড়া তখন তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

২৯। তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সাথীদের ধ্বংস করে দিলে অথবা আমাদের প্রতি কৃপা করলে তোমরা বল তো দেখি, যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে অস্বীকারকারীদের কে নিরাপত্তা দিবে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩০। তুমি বল, 'তিনিই রহমান[৩০৮৭] যাঁর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর আমরা ভরসা রাখি। আর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

★৩১। তুমি বল, 'তোমাদের (সব) পানি অনেক গভীরে নেমে গেলে তোমরা বলতো দেখি, কে তোমাদের জন্য (স্বচ্ছ) বহমান পানি এনে দিবে[৩০৮৮]?'

২
[১৬]
২

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝ ع

৩০৮৭। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা) এই সূরাটিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে এই ঐশী নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ হলো, এই সূরাটিতে বর্ণিত সকল আশীস ও অনুগ্রহরাজি, তা পার্থিবই হোক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিই হোক, সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার রহ্মানিয়ত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত অনন্ত দয়ারই দান, মানুষের চেষ্টার্জিত নয়।

৩০৮৮। জীবন, পার্থিব(দৈহিক) জীবনই হউক আর অপার্থিব (আধ্যাত্মিক) জীবনই হোক, পানির উপর নির্ভরশলীল। দৈহিক জীবন বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে বাঁচে, আর আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচে ওহী-ইলহাম রূপ পানির উপরে।

সূরা আল্ কলম-৬৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ের দিকে যে চার-পাঁচটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল এটি তারই একটি। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এই সূরা 'আত্ আলাকের' পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যরা এই সূরাকে সূরা মুয্যাম্মেল ও সূরা মুদ্দাস্‌সের এর পরবর্তী সূরা(অর্থাৎ ৪র্থ অবতীর্ণ সূরা) বলে মনে করেন। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই কয়েকটি সূরাই একের পর এক অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এগুলোর বিষয়বস্তুতে মিল রয়েছে। সূরা 'কলম' প্রধানত রসূলে আকরম (সাঃ) এর নবুওয়তের দাবীকে জগৎসমক্ষে পেশ করেছে। মক্কী সূরাগুলোর সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঐ গুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকায়েদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূরাতেও মহানবী(সাঃ) এর দাবীর সত্যতাকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে নির্ভুল অকাট্য যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এই সূরার একটা বড় অংশ সত্যের বিরুদ্ধে কাফিরদের সংগ্রামের কথা আলোচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, পরিণামে কাফিররাই ব্যর্থতা বরণ করবে। তারা সত্যের বিরোধিতা করে ও একে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় লেগে যায় এবং যখন তাদের চেষ্টা ফলবতী হতে চলেছে বলে মনে করে তখন তাদেরকে সম্পূর্ণ বিফলতার মুখ দেখতে হয়। যে সত্য ডুবে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তা উপরে এসে যায়, উন্নতি করে, প্রভাবশীল হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। সূরার শেষদিকে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দান করা হচ্ছে, তিনি যেন অকাতরে, ধৈর্য সহকারে ও সহিষ্ণুতার সাথে বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের অত্যাচার-অনাচার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও শত্রুতার আচরণকে সহ্য করে নেন। কেননা পরিণামে তাঁর (সাঃ) উদ্দেশ্যই সফল হবে।
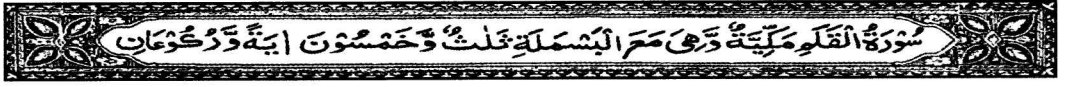
সূরা আল্ কলম-৬৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۱

২। কলম, দোয়াত এবং যা এগুলোর (সাহায্যে) লেখা হয় তা (আমরা) সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি[৩০৮৯]।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝۲

৩। [খ]তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহের কারণে পাগল নও[৩০৮৯-ক]।

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝۳

৪। আর তোমার জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে[৩০৯০]।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝۴

৫। আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত[৩০৯১]।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝۵

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখতে পাবে এবং তারাও দেখবে,

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝۶

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৩৪ঃ৪৭; ৫২ঃ৩০।

৩০৮৯। পরবর্তী তিনটি আয়াতে যে সত্য কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলোর সমর্থনে ও প্রমাণার্থে কলম ও দোয়াতকে এবং এগুলো দ্বারা লিখিত সকল রচনাকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করা হয়েছে।

৩০৮৯-ক। এই আয়াত বলতে চায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার যে কোন মানদণ্ড দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)এর নবুওয়তের দাবীকে যে কোনভাবে পরীক্ষা করা হোক না কেন তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাবানই পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কাফিররা মহানবী(সাঃ)কে পাগল বলে থাকে। কাফিরদের এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন ও কাল্পনিক এর প্রমাণ ও যুক্তি দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

৩০৯০। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে রসুলুল্লাহ(সাঃ) এর প্রতি শত্রুদের আরোপিত 'পাগল' আখ্যার অসারতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে পাগলের কাজ-কর্ম কখনো কোন স্থায়ী ও চিরকল্যাণকর ফলদান করতে পারে না, অথচ মহানবী (সাঃ) এর আগমনের ঐশী উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সম্পাদন করে চলেছেন এবং অধঃপতিত জাতির মধ্যে নব-জাগরণের এক অসাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। আর এই বিপ্লব তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পরে পরেই শেষ হয়ে যাবে না। ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের মধ্য থেকে 'সংস্কারকের' উদ্ভব ঘটাবেন এবং ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর এই প্রক্রিয়া রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৩০৯১। কাফির শত্রুদের দ্বারা রসূলে করীম(সাঃ)কে পাগল আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে এই আয়াত অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে, তিনি পাগল তো নন, বরং তাঁর মত উচ্চ গুণসম্পন্ন মহা পূণ্যময় লোক পৃথিবীতে কাদাচিৎ জন্মায়। যে সকল পূত-পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও সমাবেশ একজন মহামানবকে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে, এর সবটাই মহানবী(সাঃ) এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট চিল। মানবের নৈতিক গুণাবলীর উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সর্বপ্রকার সৎগুণাবলীর প্রতিভূ ও প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। একবার আয়েশা (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হলে সেই মহিয়সী মহিলা উত্তরে বলেছিলেন, 'কুরআনই তাঁর চরিত্র' অর্থাৎ "উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার সত্য বান্দার বিশেষ চিহ্ন বলে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই মহানবী (সাঃ) এর মধ্যে ছিল (বুখারী)।

৭। তোমাদের মাঝে কে যে পাগল[৩০৯২]।

بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۝

৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই [ক]তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া লোকদের সবচেয়ে বেশি জানেন এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

৯। অতএব তুমি প্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য করো না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝

১০। [খ]তারা চায় তুমি নমনীয়[৩০৯৩] হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝

১১। আর খুব বেশি শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির কথা তুমি কখনো মেনো না,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝

১২। [গ](যে) চরম ছিদ্রান্বেষী (এবং) পরনিন্দা করে বেড়ায়,

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۝

১৩। [ঘ](যে) ভাল কাজে অধিক বাধাদানকারী[৩০৯৪], সীমালংঘনকারী (ও) ভয়ঙ্কর পাপী,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

১৪। (যে) অতি পাষাণ (ও) জারজ।

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝

১৫। [ঙ](সে কি কেবল এজন্য অহংকার করে,) সে ধনসম্পদ ও (অনেক) সন্তানসন্ততির অধিকারী[৩০৯৫]!

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ১২৬, ৫৩ঃ৩১ খ. ১৭ঃ৭৪ গ. ১০৪ঃ২ ঘ. ৫০ঃ২৬ ঙ. ২৩ঃ৫৬, ৭৪ঃ১৩-১৪।

৩০৯২। এই আয়াত মহানবী (সাঃ) এর দোষারোপকারীদের প্রতি উল্টো দোষারোপ করে চ্যালেঞ্জের ভাষায় বলছে, সময় প্রমাণ করে দিবে যে মহানবী (সাঃ) পাগল নন, তারাই পাগল। সময় এও প্রমাণ করবে যে তাঁর (সাঃ) রেসালতের দাবী কল্পনা-প্রসূত দাবী নয় এবং উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রলাপও নয়, বরং যারা তাঁকে মন্দ বলে তারাই এমনভাবে চিত্তবিভ্রমে নিপতিত যে তারা কালের নিদর্শনসমূহ পড়তে পারছে না। আর সেই কারণে তাঁর (সাঃ) সত্যতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩০৯৩। মহানবী (সাঃ)কে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে লোভ দেখিয়ে দূরে সরাবার জন্য কুরায়শরা নানাভাবে চেষ্টা করেছিল ও বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছিল। এই আয়াত সেই লোভনীয় প্রস্তাবাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে মনে হয়। অথবা আয়াতটি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য বলে ঐসব প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কহীনও হতে পারে। কারণ সত্য হচ্ছে পর্বতের মত দৃঢ় ও অনড়। অপরদিকে 'মিথ্যাচারের' তো কোন ভিত্তিই নেই যার উপর এটি দাঁড়াতে পারে। কাজেই চাপ ও লোভের কাছে নতি স্বীকার করে 'মিথ্যা' যে কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ করতে পারে।

৩০৯৪। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত যে মিথ্যা রটনা ও বদনামকারীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্ভবত ওয়ালিদ বিন মুগীরা অথবা আবু জাহ্ল। এই আয়াত সাধারণভাবেও প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মিথ্যার নেতৃত্ব দেয়, তার প্রতি প্রযোজ্য।

৩০৯৫। সকল প্রকারের পাপ জন্ম নেয় দুষ্কর্ম ও সত্যের-বিরোধিতা, আত্মম্ভরিতা ও অহংকার থেকে। এইগুলো ঐ ব্যক্তির নৈতিক রোগ, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে বহু ধন-দৌলত একত্র করেছে, ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী হয়েছে। এই আয়াতের অপর অর্থ এও হতে পারে ঃ একজন লোক যদি ধনবান ও প্রভাবশালীও হয় তথাপি সে ভদ্র, নম্র না হয়ে যদি গর্বান্ধ, নীচ ও হীনমন্য হয় তাহলে সে কোনমতেই সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে না।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৬। [ক]তার কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন সে বলে, '(এগুলো তো) পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী।'

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

১৭। নিশ্চয় আমরা তার নাকে[৩০৯৬] দাগ দিয়ে দিব।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় আমরা (তেমনিভাবে) তাদের পরীক্ষা করেছি যেভাবে আমরা বাগানের মালিকদের (তখন) পরীক্ষা করেছিলাম যখন তারা ভোর হতেই এর ফসল কেটে আনবে বলে অবশ্যই কসম খেয়েছিল[৩০৯৭]

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয়নি[৩০৯৮]।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

২০। [খ]এরপর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আযাবরূপে) এক ঘূর্ণিবায়ু তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় এ (বাগানের) ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২১। অতঃপর তা এক কর্তিত (বাগানের মত) হয়ে গেল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২২। ভোর হতেই তারা একে অপরকে ডেকে বললো,

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

★ ২৩। 'ফসল কাটতে হলে তোমরা খুব ভোরে নিজেদের বাগানে যাও'।

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব তারা নীচু স্বরে করে (এ) কথা বলতে বলতে রওনা হলো,

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

★ ২৫। 'তোমাদের স্বার্থের হানি ঘটায় এমন কোন অভাবী লোককে আজ সেখানে ঢুকতে দিও না[৩০৯৯]।'

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩২, ১৬ঃ২৫, ৮৩ঃ১৪ খ. ৩ঃ১১৮, ১৮ঃ৪৩

৩০৯৬। 'নাকে দাগ দেয়া' অর্থ কলঙ্কিত ও অপমানিত করা।

৩০৯৭। এখানে হীনমন্য, লোভী ও আত্ম-গর্বিত অবিশ্বাসীদেরকে ঐসব বাগানের মালিকের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে, যারা বাগানের পরিচর্যাকারীদেরকে ফলের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে প্রবঞ্চকের মত সমস্ত ফল নিজেরাই ভোগ করে।

৩০৯৮। 'বাগানের' মালিকেরা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই খেয়ে মোটা-তাজা হলো, অন্যদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ তাদেরকে দিল না। তারা তাদের পরিশ্রমের ফল লাভের ব্যাপারে এবং বাগানের ফসল-প্রাপ্তির ব্যাপারে এতই নিশ্চিত ছিল যে তারা কোন অঘটনের কথা চিন্তাও করতে পারেনি। এমনকি আল্লাহকে পর্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। 'আল্লাহ্ যদি চাহেন' এতটুকু বলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিরাপত্তা যাচ্ঞা করার সৌভাগ্যও তাদের হলো না।

৩০৯৯। এই রূপক কাহিনীর বাগানের মালিকেরা ঐসব স্বার্থান্বেষী, নিষ্ঠুর লোভী ব্যক্তিদের ন্যায়, যারা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরা একাকী ভোগ করে। তারা এতই কৃপণ যে অন্যায়ভাবে অর্জিত তাদের ঋণের একাংশ দ্বারা তারা যে গরীব-দুঃখীর প্রয়োজন মিটাবে তা তারা করে না।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ

★২৬। আর তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লো[৩১০০]।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ

২৭। এরপর তারা যখন সেই (বাগানটি) দেখলো তখন তারা বললো, 'আমরা তো মাঠে মারা গেছি।★

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ

২৮। বরং আমরা তো সর্বস্বান্ত (হয়ে গেছি)।'

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

২৯। তাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো, 'আমি কি (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে তোমাদের বলিনি'?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

৩০। তারা বললো, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।'

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ

৩১। এরপর তারা একে অন্যকে তিরস্কার করতে লাগলো।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ

★ ৩২। তারা বললো, 'আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয় আমরাই সীমালংঘনকারী ছিলাম।

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ

৩৩। (আমরা তওবা করলে) আশা করা যায় আমাদের প্রভু-প্রতিপালক বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম (বাগান) আমাদের দান করবেন। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিই বিনত হব'।

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

১ [৩৪] ৩ ৩৪। আযাব এভাবেই এসে থাকে। আর [ক]পরকালের আযাব নিশ্চয় সবচেয়ে বড় হবে[৩১০১]। হায়, তারা যদি জানতো!

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

৩৫। [খ]নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ রয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ৩৫, ৩৯ঃ২৭ খ. ৩০ঃ১৬, ৬৮ঃ৩৫, ৭৮ঃ৩২।

৩১০০। অন্যের পরিশ্রমকে লুটে নিয়ে যারা ধন উপার্জ্জন করে তারা সকলে একই শোষক শ্রেণীর। তারা সর্বদা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে যে, যে শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা ন্যায্য ভাবে উপার্জ্জন করে তা থেকে তাদেরকে কি করে বঞ্চিত করা যায়। তারা ধনের উপর গা ভাসিয়ে বেড়ায়, আনন্দোৎসব করে। আর তাদের গরীব ভাইয়েরা জীর্ণ-মলিন, বিষণ্ন-ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে কোন রূপে মুখ থুবড়ে পথ চলে। তারা তা দেখেও দেখে না।

★ ['যাল্লার রাজুলু' অর্থ 'মাতা' অর্থাৎ মারা যাওয়া (আল্ মুনাজিদ)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১০১। আগে হোক, পরে হোক, শোষকরা ধ্বংসে পতিত হয়। অন্যকে তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য ফল-প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখার সকল জারিজুরি ও মার-প্যাঁচ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩৬। [ক]তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদের সাথে অপরাধীদের ন্যায় আচরণ করবো?

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

৩৭ তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার করছ?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

৩৮। তোমাদের কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে যেখানে তোমরা (এ বিষয়) পড়ছ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

৩৯। যে, তোমরা যা-ই পছন্দ করবে তোমরা তা এতে পাবে?

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

৪০। অথবা তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এমন কোন (পালনীয়) প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছ (যার দরুন) তোমরা যা-ই বলবে (তা-ই) পেয়ে যাবে[৩১০২]?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ

৪১। তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর তাদের মাঝে এ বিষয়ে কে দায়দায়িত্ব নিবে,

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ

৪২। অথবা তাদের পক্ষে কি (আল্লাহ্‌র) কোন শরীক আছে? তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তাদের শরীকদের নিয়ে আসুক।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

৪৩। (স্মরণ কর) যেদিন (মানুষ) চরম সংকটে পড়বে[৩১০৩] এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, কিন্তু তারা (সিজদা করতে) সমর্থ হবে না।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

৪৪। [খ]তাদের দৃষ্টি (লজ্জায়) অবনত হয়ে থাকবে এবং হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তারা সুস্থসবল থাকা অবস্থায় তাদেরকে সিজদার জন্য নিশ্চয় ডাকা হতো (অথচ তারা সিজদা করতে অস্বীকার করতো)।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ১৯, ৩৮ঃ২৯, ৪৫ঃ২২ খ. ৭৫ঃ২৫, ৮৮ঃ৩-৪

৩১০২। এই আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তোমরা কোন্ কিতাবে এই অধিকার পেয়েছ যে তোমরা ইচ্ছামত যা খুশী করবে এবং তোমাদের অসৎ কর্মের কোন মন্দ ফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে না? অথবা তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কোন স্থায়ী প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে তোমরা যা চাও তা-ই করতে পার এবং যে পথ মর্জি অবলম্বন করতে পার আর সেজন্য তোমাদের দুষ্টামীর প্রতিফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে না?

৩১০৩। আয়াতটি কিয়ামতের দিনের কঠোর ভয়াবহতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে অথবা ঐদিন সকল রহস্যাবলীর উন্মোচন ও সকল গোপন তথ্যের প্রকাশ পাওয়ার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দেখুন ২১৭৭ টীকা।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

৪৫। [ক]অতএব (শাস্তি দেয়ার জন্য) তুমি আমাকে এবং যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ছেড়ে দাও। [খ]আমরা ধীরে ধীরে এমন দিক থেকে তাদের ধরে ফেলবো[৩১০৪] তারা (তা) জানতেও পারবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

৪৬। [গ]আর আমি তাদের অবকাশ দিচ্ছি। আমার পরিকল্পনা নিশ্চয় অত্যন্ত শক্তিশালী।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

৪৭। [ঘ]তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছ যার দরুন তারা জরিমানার (ভারে) ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

৪৮। [ঙ]এদের কাছে কি অদৃশ্যের সংবাদ আছে (যা) তারা লিখে রাখছে?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের মীমাংসার অপেক্ষায় ধৈর্য ধর এবং তুমি মাছের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত [চ]ব্যক্তির (অর্থাৎ ইউনুসের) মত হয়ো না যখন সে দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় (তার প্রভু-প্রতিপালককে) ডেকেছিল।

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ

৫০। [ছ]তার প্রভু-প্রতিপালকের এক বিশেষ অনুগ্রহ যদি তাকে রক্ষা না করতো তাহলে তাকে অবশ্যই এক বিরান ভূমিতে নিক্ষেপ করা হতো এবং (এর ফলে) সে নিন্দিত হয়ে যেত[৩১০৫]।

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

৫১। এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক তাকে বেছে নিলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের একজন বলে গণ্য করলেন।

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

৫২। আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে, তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো তারা তাদের (আক্রোশের) দৃষ্টি দিয়ে অবশ্যই তোমাকে তোমার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে দিত[৩১০৬]। আর তারা বলে বেড়াতো, 'এ নিশ্চয় এক পাগল।'

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

রুকু ২ [১৯] ৪ ★ ৫৩। অথচ এ (কুরআন) গোটা বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক উপদেশবাণী।

দেখুন ঃ ক. ৭৩ঃ১২, ৭৪ঃ১২ খ. ৭ঃ১৮৩ গ. ৭ঃ১৮৪ ঘ. ২৩ঃ৭৩, ৫২ঃ৪১ ঙ. ৫২ঃ৪২ চ. ২১ঃ৮৮ ছ. ৩৭ঃ১৪৪-১৪৬

৩১০৪। কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি ক্রমশ আসে, মাত্রায়-মাত্রায় আসে, সময় ও সুযোগ দিয়ে আসে, যাতে তারা অনুতাপ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়, কুরআনের বাণীকে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে ও নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে।

৩১০৫। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের একটি গোপন ইঙ্গিত লিখিত আছে বলে মনে হয়।

৩১০৬। কাফিররা এত কঠোর ও হিংস্রভাবে মহানবী (সাঃ) এর দিকে তাকাতো এবং চোখ রাঙ্গাতো যে সাধারণ সাহসের যে কোন লোক ভয়ের চোটে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছেড়ে পালাতো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তো ঐশী-বাণীর বর্মে আবৃত। সে বাণী তাঁকে মানবের কাছে পৌছাতেই হবে। কাজেই ভীতি প্রদর্শন করে, ফুস্‌লিয়ে, কিংবা ঘুষ দিয়ে, এমনকি সকল প্রকারের চাপ সৃষ্টি করে হুযূর আকরাম (সাঃ)কে লক্ষ্যচ্যুত করা সম্ভব নয়।

সূরা আল্ হাক্কা-৬৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

বিষয়বস্তু দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর একটি। 'মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান অনিবার্য সত্য'– এই বিষয়টিই সূরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ধারণা ও ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণের জন্য মহা প্রতিকূল ও সম্বল-শক্তি বিহীন অসম্ভব অবস্থার মধ্যেও নবী করীম (সাঃ) এর নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নকে তুলে ধরা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে মহানবী (সাঃ) এর 'বিজয়' ও 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' এই দুটিই কাফিরদের নিকট সমভাবে অসম্ভব ছিল। অতএব একটি যদি সত্য সাব্যস্ত হয়ে যায় ও বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে অপরটিও সত্য ও বাস্তব। কাজেই সূরাটি একটি জোরালো ও দৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে যে সত্যের শত্রুরা পরাভূত হয়ে যাবে। অতঃপর 'ঐশী-বাণী' ও 'পরলোকে পুনরুত্থানের' সত্যতার বিরোধী কাফিরদের ধ্বংসের উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে, কাফিরদের জন্য শাস্তির "সময়টি" সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ও বিষাদময় হবে। আর মু'মিনদের জন্য সেই সময়টি কতইনা আনন্দময় ও সুখকর হবে! সূরাটি শেষ পর্যায়ে বলছে, চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থা ও মহাশক্তিধরদের চরম মোকাবেলা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) এর বিজয় লাভ এবং পরকালের পুনরুত্থান– এই দুটি বিষয় নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে। কেননা মহানবী (সাঃ) যা বলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী। তা কবির কাব্য নয়, তা গণকের অনুমানও নয়। তা কোন বানাওট কথাও নয়। কারণ তিনি (সাঃ) যদি আল্লাহ্র নামে কোন বানাওট কথা বলতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি নিহত হতেন। কেননা যে ব্যক্তি ঐশী-বাণীবাহক না হয়েও নিজের বাণীকেই আল্লাহ্র বাণী বলে চালাতে চায়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অচিরেই ধ্বংস করে দেন।
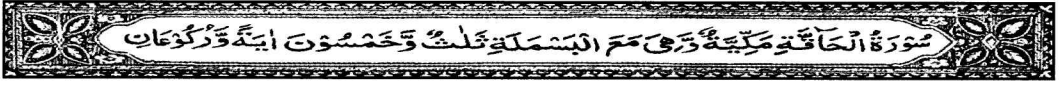
সুরা আল্ হাক্কা-৬৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সিহ ৫৩ আয়াত এবং ২রুকু

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। ঘটনাটি অবশ্যই ঘটবে[৩১০৭]।

اَلْحَاۤقَّةُ ②

৩। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কী?

مَا الْحَاۤقَّةُ ③

৪। আর তোমাকে কিসে জানাবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কী?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ④

★৫। সামূদ (জাতি) ও আদ (জাতি) বিধ্বংসী বিপর্যয়ে (বিশ্বাস করতে) অস্বীকার করেছিল।★

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ⑤

৬। [খ]অতএব 'সামূদ' জাতির বৃত্তান্ত হলো, এক মাত্রাতিরিক্ত ভয়াবহ আযাব তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑥

৭। [গ]আর আদ (জাতিকে) ক্রমবর্ধমান এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦

৮। তিনি (তাদের) সমূলে উৎপাটিত করতে এ (ঝঞ্ঝাবায়ুকে) তাদের ওপর লাগাতার সাত রাত ও আট দিন নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। অতএব তুমি সেই জাতিকে পতিত [ঘ]খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় সেখানে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পাবে।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑧

৯। অতএব তুমি কি তাদের একজনকেও বেঁচে যেতে দেখতে পাও?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ⑨

১০। [ঙ]আর ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উলটপালট করে দেয়া জনপদগুলোও (ক্রমাগতভাবে) পাপ করে আসছিল।

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑩

★১১। আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করেছিল। অতএব তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর দৃঢ় মুষ্টিতে তাদের [চ]ধরলেন।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ⑪

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪১:১৮, ৫৪:৩২, গ. ৪১:১৭, ৫৪:২০, ঘ ৫৪:২১, ঙ. ২৮:৯, চ. ৭৩:১৭।

৩১০৭। একটি প্রতিষ্ঠিত, অপরিহার্য সুনিশ্চিত সত্য। সুনিশ্চিতভাবে ঘটনীয়, চরম ধ্বংসলীলা, অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পতন।

★[প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআনী অভিব্যক্তি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে 'আল ক্বারিআহ্' এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ইয়াওমা ইয়াকুনুন্নাসু কাল ফারাশিল মাবসূস ওয়া তাকূনুল জিবালু কাল ইহ্নিল মানফূশ। (অর্থঃ যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হয়ে পড়বে এবং পর্বতগুলো হবে ধূনিত পশমের ন্যায়)।

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑫

১২। [ক] (নূহের যুগে) পানি যখন বেড়ে উঠলো[৩১০৮] আমরা তখন অবশ্যই তোমাদেরকে নৌকায় তুলে নিলাম

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ⑬

১৩। যেন আমরা এ (ঘটনাটিকে) তোমাদের জন্য এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন করে দিই এবং শুনার মত কান যেন তা শুনে (ও মনে রাখে)।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ⑭

১৪। [খ] আর শিংগায় যখন এক জোরালো ফুঁ দেয়া হবে[৩১০৯]

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ⑮

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়পর্বতকে স্থানচ্যুত করা হবে তখন উভয়কে একবারেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে[৩১১০]।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑯

১৬। অতএব সেদিন নির্ধারিত ঘটনাটি ঘটে যাবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ⑰

১৭। আর আকাশ ফেটে যাবে [গ] এবং তা সেদিন অকেজো হয়ে পড়বে।

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ⑱

★১৮। [ঘ] আর ফিরিশ্‌তারা এর (অর্থাৎ আকাশের) কিনারাগুলোতে (দাঁড়িয়ে) থাকবে। আর সেদিন এগুলোর ওপর আটজন (ফিরিশ্‌তা) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আরশ বহন করবে[৩১১১]।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৪১, ৫৪ঃ১৪ খ. ১৮ঃ১০০, ২৩ঃ১০২, ৩৬ঃ৫২, ৩৯ঃ৬৯, ৫০ঃ২১ গ. ৫৫ঃ৩৮, ৮৪ঃ২ ঘ. ৩৯ঃ৭৬, ৪০ঃ৮

অতএব এটি কোন সাধারণ বিপর্যয় নয়। বরং এটি এমন প্রলয়ংকরী ভয়াবহ বিপর্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখিত বিস্ফোরণের ব্যাপকতা এমন হবে যা পাহাড়পর্বতকে তূলোধূনো করে দিতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে '(রাহেঃ) কর্তৃক মাওলানা শের আলী সাহেবের কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)]

৩১০৮। নূহ (আঃ) এর প্লাবনের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ।

৩১০৯। মহানবী (সাঃ) এর মক্কা অভিযান এতই দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে মক্কাবাসীরা একেবারে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছিল তাদের উপরে বিনা মেঘে বজ্র ঘাতের মত। আয়াতটি সমভাবে 'কিয়ামত-দিবসের' প্রতিও প্রযোজ্য, যেদিন শিংগা ফোঁকার সাথে সাথে ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে বিচারাসনের সামনে নিজ নিজ কাজের হিসাব দানের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

৩১১০। সারা আবরদেশ, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়েছিল। ইসলামের এই বিজয়ের ধাক্কা আরববাসী বড়-ছোট সকলকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল এবং তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে এত বিরাট ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল যে তা মানবেতিহাসে বিরল। এখানে 'আল্ জিবাল' বলতে আরব নেতৃবৃন্দ এবং 'আল-আরয' বলতে সাধারণ আরববাসীকে বুঝিয়েছে।

৩১১১। 'আরশ' (সিংহাসন) বলতে ঐসব অনতিক্রমনীয়, জ্ঞানাতীত গুণাবলীকে বুঝায়, যা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত নিজস্ব। এইগুলোর প্রকাশ পায় আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য অনুরূপ গুণাবলীর মাধ্যমে। তাই সদৃশ বা অনুরূপ গুণাবলীকে এই আয়াতে 'আরশ' বহনকারী বলা হয়েছে। এই 'আরশ-বাহী' গুণগুলো হলো 'রব্ব', রহমান, রহীম ও মালিক-ইয়ামদ্দীন। এই মৌলিক ঐশী গুণাবলীর উপরে ভর করেই বিশ্ব টিকে আছে, মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নতি এবং পরিণতি এই ঐশী গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। এই চারটি ঐশী গুণের মহামহিমতা, ভয়ঙ্করতা ও সর্বব্যাপিতা, কেয়ামত-দিবসে দ্বিগুণ হয়ে প্রকাশ পাবে। এর আরেক অর্থ এই হতে পারে ঃ কেয়ামতের দিন এই চারটি সাদৃশ্যসূচক গুণের সাথে অতিক্রান্তসূচক চারটি ঐশী গুণ যা আল্লাহ্‌র একান্ত ও নিজস্ব এবং যার ক্রিয়াশীলতা পূর্বে কেউ দেখেনি, সেগুলোও ক্রিয়াশীল হয়ে দেখা দিবে। আর যেহেতু ঐশী গুণাবলী ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়, সেই কারণেই ঐ মহা-দিবসে আটজন ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্ তাআলার আরশ-বাহী হবে বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এটি একটি ভুল ধারণা যে যেহেতু ফিরিশ্‌তারা আরশ বহন করবে বলে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অতএব 'আরশটি' কোন সশরীরী বস্তু হবে। কিন্তু কুরআনে 'হামালা' শব্দটি কেবল সশরীরী কোন বস্তুকে বহন করা অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং রূপকার্থেও ব্যবহৃত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ⑲

১৯। সেদিন (আল্লাহ্র সামনে) তোমাদের উপস্থাপন করা হবে এবং কোন [ক]গুপ্ত বিষয় তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না[৩১১২]।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ⑳

২০। [খ]এরপর যার 'আমলনামা' (অর্থাৎ কর্মলিপি) তার ডান হাতে দেয়া হবে[৩১১৩] সে বলবে, আস, আমার 'আমলনামা' নাও (এবং) পড়।★

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ㉑

২১। নিশ্চয় আমি আশা রাখতাম আমি আমার হিসাব দেখতে পাব।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ㉒

২২। [গ]সুতরাং সে সুখের জীবন যাপন করবে

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ㉓

২৩। [ঘ]এক সুউচ্চ জান্নাতে।

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ㉔

২৪। [ঙ]এর ফলগুলো ঝুঁকে থাকবে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ㉕

২৫। (তাদেরকে বলা হবে,) [চ]'অতীত দিনগুলোতে তোমরা যে (সৎকাজ) করতে এর বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান কর।'

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ㉖

২৬। [ছ]আর যার 'আমলনামা' তার বাঁ হাতে দিয়ে দেয়া হবে[৩১১৪] সে বলবে, 'হায়, আমাকে আমার 'আমলনামা' যদি দেয়াই না হতো

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৪৩, ৪১ঃ২১ খ. ১৭ঃ৭২ গ. ৮৮ঃ১০, ১০১ঃ৮ ঘ. ৪৩ঃ৮৩, ৮৮ঃ১১ ঙ. ৫৫ঃ৫৫, ৭৬ঃ১৫ চ. ৭৭ঃ৪৪ ছ.৫৬ঃ৪২-৪৩, ৮৪ঃ১১,১৩।

হয়েছে। যথা ৩৩ঃ৭৩ আয়াতে মানুষকে 'আইন বহনকারী' বা 'শরীয়তের বোঝা বহনকারী' বলা হয়েছে, অথচ শরীয়ত কোন সশরীরী বস্তু নয়। ঠিক সেই ভাবেই ফিরিশ্তা কর্তৃক আর্শ-বহন দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহ্র গুণাবলীর বাস্তবতা ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে কার্যকর ও প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্র অনধিগম্য, একান্ত নিজস্ব গুণাবলী (আরশ-'সিফাতে তানজিহিয়াহ') কী তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না–তাদের সাদৃশ্যমূলক গুণাবলী (সিফাত তাশ্বিহিয়াহ) ছাড়া। কুরআনের ১১ঃ৮ আয়াতে 'আরশ' পানির উপর আছে বলে বিবৃত হয়েছে। এতেও কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু পানি সৃষ্ট বস্তু, অতএব আরশও কোন সৃষ্ট বস্তুই হবে। কিন্তু ইলহামী কিতাবের ভাষাতে 'পানি'র অর্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'আল্লাহর বাণী' বা ওহী-ইলহামকে বুঝিয়ে থাকে। এই অর্থে ১১ঃ৮ আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় ঃ আল্লাহ্র আর্শ আল্লাহ্র বাণীর উপর আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণীর সাহায্যে ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার অনতিক্রম্য গুণাবলী এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমা সম্যকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। 'আরশ' বলতে যে আল্লাহ তাআলার একান্ত, অনধিগম্য, নিজস্ব গুণাবলী বুঝায় তা ২৩ঃ১১৭ আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। ৯৮৬ টীকা দেখুন।

৩১১২ মুল পাঠে যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ছাড়াও আয়াতটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে ঃ মুসলমানদের হাতে পৌত্তলিক মক্কার যেদিন পতন ঘটবে, সেদিন মক্কাবাসীদের মূর্তি পূজা ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের এবং সংশ্লিষ্ট সকল আচার-পালনের অসারতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

৩১১৩। একজনের কার্যাবলীর রেকর্ড (আমল-নামা) তার ডান হাতে দান করা বলতে কুরআনের আলঙ্কারিক ভাষায় এটাই বুঝায়, সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃত-কর্মের ভিত্তিতে পূর্ণ সফলতার সহিত পাশ করেছে।

★['হাউমু': হা কালিমাতুন ফী মা'নাল আখযি, ওয়া ইউ ক্বালু 'হাউমু' ওয়া 'হাইমূ। 'হাউমু' অর্থ ধর (মুফরাদাত ইমাম রাগিব)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১১৪। একজনের 'কার্যাবলীর রেকর্ড' (আমল-নামা) তার বাম হাতে দেয়া, কুরআনের রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা বিশেষ, যার অর্থ, সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি।

২৭। এবং আমার হিসাব কী তা যদি না জানতাম!

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

★ ২৮। হায়, সেই (রায়) যদি আমার বিনাশ হয়ে যাওয়ার রায় হতো[৩১১৫]!

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

২৯। আমার ধনসম্পদ (আজ) আমার কোন কাজেই এল না।

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ

৩০। আমার আধিপত্য (আজ) শেষ হয়ে গেছে।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

৩১। (তখন ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে,) [ক]'তাকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরাও,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

৩২। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর,

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

৩৩। এরপর তাকে সত্তর হাত লম্বা শিকলে বেঁধে ফেল[৩১১৬]।'

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

৩৪। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখতো না

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

৩৫। এবং [খ]অভাবীদের খাওয়াতে সে অন্যদের উৎসাহিত করতো না।

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

৩৬। [গ]সুতরাং আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

★ ৩৭। আর [ঘ]জখম ধোয়া পানি ছাড়া (তার জন্য) কোন খাবার থাকবে না।

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

১ [৩৮] ৫ ৩৮। অপরাধীরাই কেবল এ খাবার খেয়ে থাকে।

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

দেখুন ঃ ক. ৭৬ঃ৫ খ. ৭৪ঃ৪৫, ৮৯ঃ১৯, ১০৭ঃ৪ গ. ৪৩ঃ৬৮, ৭০ঃ১১, ৮০ঃ৩৮ ঘ. ১৪ঃ১৭, ৭৮ঃ২৫,২৬

৩১১৫। অবিশ্বাসীরা তখন আফসোস্ করে বলবে, আহা! এই মৃত্যুটাই যদি সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দিত আর পরবর্তী অন্য জীবনে টেনে না আনতো এবং আল্লাহ্‌র কাছে গত জীবনের কাজকর্মের জন্য কোন হিসাব দানের ব্যবস্থা না থাকতো!

৩১১৬। কুরআনে বার বার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কোন নূতন জীবন নয়, বরং ইহজীবনের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিকৃতি মাত্র। এই আয়াতগুলোতে ইহজগতের আধ্যাত্মিক অপরাধসমূহকে দৈহিক শাস্তিরূপে দেখানো হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঘাড়ের চতুর্দিকে দীর্ঘ শিকলের বন্ধন ইহকালের অত্যধিক কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের প্রতিচ্ছবি। এই কামনা-বাসনাই পরলোকে শিকলের বাঁধন হবে। সেইরূপে ইহলোকের বন্ধনসমূহ পরলোকে পায়ের শৃঙ্খল রূপে দেখা দিবে। ইহলোকের অন্তর্দাহ পরলোকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করবে। মানুষের আয়ু (শৈশব ও বার্ধক্যের অচলাবস্থা বাদ দিলে) গড়ে সত্তর বছর ধরা যায়। দুষ্ট অবিশ্বাসী এই সত্তরটি বছর কেবল দুনিয়াদারীর মধ্যে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যে কাটিয়ে দেয়। সে নিজেকে ইন্দ্রিয়াসক্তির শিকল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না এবং এই কারণেই পরকালের সত্তর বছর ব্যাপী কামনা- বাসনার প্রতীক রূপে সত্তর হাত লম্বা শিকল তাকে শৃঙ্খলিত করবে। এক এক হাত শিকল তার কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির জীবনের এক একটি বৎসর।

৩৯। সাবধান! তোমরা যা দেখতে পাও আমি তা সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ

৪০। এবং তোমরা যা দেখতে পাও না তাও (সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি)[৩১১৭]।

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ

৪১। নিশ্চয় এ (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (প্রতি অবতীর্ণ) বাণী।

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

৪২। [ক]আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা অল্পই ঈমান এনে থাক।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

৪৩। [খ]আর (এটি) কোন গণকেরও কথা নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

৪৪। (এটি তো) বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

★ ৪৫। [গ]আর সে যদি কোন মামুলী কথাকে(ও) মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ

৪৬। তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ

★ ৪৭। এবং আমরা অবশ্যই তার জীবনশিরা কেটে দিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ

★ ৪৮। তখন তোমাদের কেউই (আমাদের শাস্তি থেকে) তাকে রক্ষা করতে পারতো না[৩১১৮]।★

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

দেখুন ঃ ক. ৩৬ঃ৭০, ৫২ঃ৩১ খ. ৫২ঃ৩০ গ. ৪০ঃ২৯

৩১১৭। প্রাকৃতিক জগতে যে সব বস্তুনিচয়কে আমরা ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখতে পাই (অর্থাৎ জীবনে যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই) এবং যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না (অর্থাৎ মানবিক বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেক ইত্যাদি), ৩৯-৪০ আয়াতে ঐগুলোকে প্রমাণ ও সাক্ষীরূপে পেশ করে কুরআন ঐশী উৎস থেকে অবতীর্ণ বলে স্বীয় দাবী উত্থাপন করেছে। আয়াতগুলোর অন্য অর্থ এও হতে পারে, সকল বড় বড় ঐশী নিদর্শন মহানবী (সাঃ) এর সময়কার কাফিররা তাদের স্বচক্ষে দেখেছিল এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সকল সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় তাদের সমক্ষে উপস্থাপিত ছিল সেগুলোই ছিল অকাট্য যুক্তি যে কুরআন আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় বাক্য যা তিনি তাঁর প্রিয়তম মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। এই গ্রন্থ জীবনের কঠোর সত্যগুলোকে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এ কবির কল্পনা বা স্বাপ্নিকের স্বপ্ন নয়। এ কোন গণকের অন্ধকারে হাতড়ানোও নয়।

৩১১৮। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে এই যুক্তিই পেশ করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) যদি ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদার হতেন তাহলে স্বয়ং আল্লাহ্র কঠিন হস্ত তাঁর গলা (টিপে) ধরতো এবং তিনি মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ মৃত্যুর কবলে পড়তেন এবং তাঁর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজ-কর্ম ও উদ্দেশ্যাবলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মিথ্যা নবীদের অবস্থা তাই হয়। এই দাবী ও যুক্তিমালা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২০ এ বর্ণিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি বললেই চলে।

★[খোদা তাআলার প্রতি মিথ্যা ওহী ইলহামের আরোপকারীকে কোন জাগতিক শক্তি রক্ষা করতে পারে ৪৫-৪৮ আয়াতে এ বিভ্রান্তিকর ধারণা খন্ডন করা হয়েছে। আসল কথা হলো, মিথ্যা দাবীকারকের পেছনে অবশ্যই কোন জাগতিক শক্তি থাকে। এরপরও তাকে ও তার সহযোগীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। অতএব এটি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতার এক মহান প্রমাণ। কেননা তাঁর (সা:) দাবীর পর সমগ্র আরব তাঁর (সা:) বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি (সা:) যদি একটি মামুলী মিথ্যাও বানিয়ে খোদার প্রতি আরোপ করতেন তাহলে সমগ্র আরব তাঁর (সা:) বিরোধী যদি না-ও হতো, বরং তাঁর

★চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ۝

৪৯। আর নিশ্চয় এ (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য এক মহান উপদেশবাণী।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ۝

৫০। আর আমরা ভালভাবেই জানি, তোমাদের মাঝে প্রত্যাখ্যানকারীরাও রয়েছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۝

৫১। আর এ (কুরআন) কাফিরদের (হৃদয়ে) নিশ্চয় এক চরম আক্ষেপ (সৃষ্টি করে)।

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ۝

৫২। আর নিঃসন্দেহে এ (কুরআনের সত্যতা) অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের (মত সুপ্রকাশিত)।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ۝

২
[১৫]
৬

৫৩। ক.অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ৭৫, ৮৭ঃ২

(সা:) সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত তবুও তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে এ রসূল (সা:)কে রক্ষা করতে পারতো না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ মা'আরেজ-৭০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এ সূরাটি মক্কী সূরা। বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এতে ৪৫টি আয়াত রয়েছে।

এর প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ তাআলা এরূপ একটি আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যা কাফিররা প্রতিরোধ করতে পারবে না। এরপর আল্লাহ্ তাআলাকে 'যুল মা'আরেজ' (অর্থাৎ সব উচ্চতার অধিপতি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ স্তরে স্তরে উন্নীত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার) উচ্চতা কিছুটা বুঝা যেতে পারে। অন্যথা তাঁর উচ্চতা কেউ বুঝতে পারবে না। এখানে যে উচ্চতার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর উল্লেখ এ সূরায় 'খামসীনা আল্‌ফা সানাতিন' (অর্থাৎ যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর) সম্পর্কিত আয়াতে (অর্থাৎ ৫ আয়াতে) রয়েছে যে ফিরিশ্‌তারা তাঁর দিকে পঞ্চাশ হাজার বছরে আরোহণ করে। পঞ্চাশ হাজার বছরে আরোহণ করার দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত আক্ষরিক অর্থে পঞ্চাশ হাজার বছর। এ অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এতেও কোন সন্দেহ নেই, প্রত্যেক পঞ্চাশ হাজার বছর পরে পৃথিবীতে এরূপ জলবায়ুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে যে সারা পৃথিবী বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং এরপর সম্পূর্ণরূপে নুতন সৃষ্টির সূচনা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত এটা ভাববার বিষয়, এখানে 'মীম্মা তাউদ্দুন' (অর্থাৎ যা তোমরা গণনা কর) বলা হয়নি। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এক হাজার বছরের উল্লেখ রয়েছে। সেটিকে এর সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যদি এক হাজার বছর গণনা করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলার একদিন সেই এক হাজার বছরের সমান হবে। প্রত্যেক দিনকে যদি এক বছরের ৩৬৫ দিন দিয়ে গুণ করা হয় এবং এরপর একে পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনগুলো দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে তা আল্লাহ্‌র দিনসমূহের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়। অতএব এই হিসাবে আল্লাহ্ তাআলার দিন অনুযায়ী যদি পঞ্চাশ হাজার বছরকে গুণ করা হয় তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে আঠার থেকে বিশ বিলিয়ন বছর, যা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের বয়স (১৮,২৫০,০০০,০০০ = ৩৬৫×৫০০০০×১০০০) অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিশ্বজগত এ বয়সে পৌঁছে আবার অনস্তিত্বের মাঝে বিলীন হয়ে যায় এবং এরপর পুনরায় অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়।

এটি এতবড় মেয়াদকাল যে মানুষ একে অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু আযাব যখন সংঘটিত হবে সে মুহূর্ত সম্পূর্ণরূপে নিকট বলে মনে হবে। সেটি এমন আযাব হবে যে মানুষ তার নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে এবং নিজ প্রাণ, ধনসম্পদ ও সব কিছু এর বিনিময়ে মুক্তিপণরূপে দিয়ে এ থেকে রক্ষা পেতে চাইবে। কিন্তু এমনটি হতে পারবে না। অবশ্য আযাবের পূর্বে মু'মিনদের মাঝে যদি এ গুণ থাকে যে তারা নিজেদের নামাযে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব সময় তা ভীতির সাথে আদায় করে এবং এ ছাড়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি আরোপকৃত সব শর্ত পূর্ণ করে তাহলে তারা হবে সেসব ভাগ্যবান যাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

৪২ নম্বর আয়াতে পুনরায় সতর্ক করা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। অতএব তোমরা অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত না হলে তোমাদের স্থলে নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে আল্লাহ্ সক্ষম। এরপর যে আযাব সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে এরই উল্লেখের মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
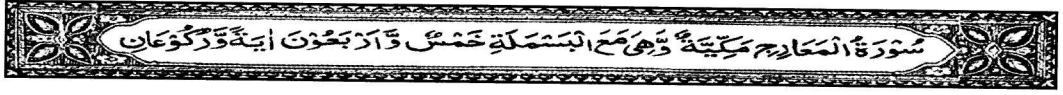
সূরা আল্ মা'আরেজ-৭০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকূ।

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২। একজন প্রশ্নকারী[৩১১৯] এক অবশ্যম্ভাবীরূপে [খ]সংঘটিতব্য আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝

৩। (স্মরণ রেখো) কাফিরদের ওপর থেকে এ (আযাব) [গ]কেউ টলিয়ে দিতে পারবে না।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝

৪। সব উচ্চতার অধিকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (এ আযাব আসবে)[৩১১৯-ক]।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝

৫। ফিরিশ্‌তারা এবং 'রূহ্' (অর্থাৎ জিব্‌রাঈল) তাঁর দিকে এরূপ একদিনে আরোহণ করে যা (তোমাদের) গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছর[৩১২০]।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৬। [ঘ]সুতরাং তুমি উত্তমভাবে ধৈর্য ধারণ কর।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৭। তারা নিশ্চয় এ (দিনকে) অনেক দূরে দেখছে।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

৮। কিন্তু আমরা একে নিকটে দেখছি।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

৯। সেদিন আকাশ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

১০। [ঙ]এবং পাহাড়পর্বত ধূনো পশমের ন্যায় হয়ে যাবে[৩১২১]

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৮ গ. ৫২ঃ৯; ৫৬ঃ৩ ঘ. ১৫ঃ৮৬ ঙ. ২০ঃ১০৬; ১০১ঃ৬।

৩১১৯। "অনুসনন্ধানকারী" বা 'প্রশ্নকারী' ব্যক্তি বলতে ভাষ্যকারদের কেউ কেউ নাযর বিন আল্ হারেস বা আবু জাহলকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নকারী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হলেও আসে-যায় না। কেননা সকল অবিশ্বাসীই প্রশ্নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। তারা বার বার মহানবী (সা:)কে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে যে তোমার বিঘোষিত ভয়ঙ্কর শাস্তি আমাদের উপর নামিয়ে আন দেখি (৮ঃ৩৩; ২১ঃ৩৯; ২৭ঃ৭২; ৩২ঃ২৯; ৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯; ৬৭ঃ২৬)।

৩১১৯-ক। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ভক্তগণকে বহু উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন।

৩১২০। 'আর্ রূহ্' অর্থ মানবাত্মা। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, আত্মার উন্নতি ও উর্ধ্ব গতির সীমা-পরিসীমা নেই। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে ঃ ঐশী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাজার বৎসরে বাস্তবায়িত হয়। আয়াতটি এই কথাও বুঝাতে পারে যে কোন বিশেষ ও বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনের জন্য পঞ্চাশ হাজার বৎসরের নির্দিষ্ট মেয়াদের কাল-চক্রও অবধারিত থাকে। কারণ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়, বহু যুগ, যুগান্ত ও কাল-চক্রের প্রয়োজন হয়।

৩১২১। এই আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে তুলা-ধূনার মত পাহাড়-পর্বতও ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। এর আশঙ্কাও আছে।

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝

১১। [ক]আর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর (অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করবে না।

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ۝

১২। (কেননা সেদিন প্রত্যেকের অবস্থা) তার (বন্ধুদের) ভালভাবে দেখিয়ে দেয়া হবে। [খ]অপরাধী সেই দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে মুক্তিপণরূপে দিতে চাইবে নিজ সন্তানদের

وَصَاحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۝

১৩। [গ]এবং নিজ স্ত্রী ও নিজ ভাইদের

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـْٔوِيهِ ۝

১৪। এবং আশ্রয়দাতা নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

১৫। এবং পৃথিবীর সবাইকে যাতে এ (মুক্তিপণ) তাকে (আযাব) থেকে মুক্তি দেয়[৩১২২]!

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝

১৬। সাবধান! নিশ্চয় এ হলো ধোঁয়াবিহীন এক অগ্নিশিখা,

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝

১৭। (যা) [ঘ]চামড়া খসিয়ে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝

১৮। এ (অগ্নিশিখা) এমন সব লোককে ডাকবে যারা (সত্য) উপেক্ষা করেছে এবং ফিরে গেছে

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝

১৯। [ঙ]এবং (তাকেও ডাকবে) যে (ধনসম্পদ) জমা করেছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

২০। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য (ও) কৃপণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে[৩১২৩]।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

২১। [চ]সে যখন কোন কষ্টের সম্মুখীন হয় (তখন সে) খুব হাহুতাশ করে

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

২২। এবং সে যখন কোন কল্যাণ লাভ করে (তখন সে) অত্যন্ত কৃপণ হয়ে যায়।

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

২৩। কিন্তু নামাযীদের কথা ভিন্ন,

দেখুন ঃ ক. ৪৪ঃ৪২; ৬৯ঃ৩৬ খ. ৫ঃ৩৭; ১৩ঃ১৯; ৩৯ঃ৪৮ গ. ৩১ঃ৩৪; ৮০ঃ৩৭ ঘ. ৭৪ঃ৩০ ঙ. ৯ঃ৩৪; ৫৩ঃ৩৫; ১০৪ঃ৩ চ. ১১ঃ১০।

৩১২২। এই আয়াতগুলোতে বিচার-দিবসের কী ভয়ঙ্কর চিত্রই না তুলে ধরা হয়েছে! মহাসঙ্কটের মুখো-মুখী দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে বাঁচাবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমন কি নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্র ও সন্তান-সন্তুতিকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

৩১২৩। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অধৈর্যশীল ও কৃপণ। 'খুলিকা'র এই অর্থের স্বপক্ষে দেখুন ২১ঃ৩৮; ৩০ঃ৫৫।

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

২৪। [ক]যারা তাদের নামাযে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

২৫। [খ]আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে[৩১২৪]

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

★ ২৬। ভিক্ষুকদের জন্য এবং অভাবীদের জন্য যারা হাত পাতে না[৩১২৫]।

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

২৭। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা বিচার দিবসের[৩১২৫-ক] সত্যায়ন করে।

وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

২৮। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের আযাব সম্পর্কে ভীত।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

★ ২৯। তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন হয়ে থাকে যা) থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

৩০। [গ]আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের সুরক্ষা করে,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

৩১। [ঘ]কেবল তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত (মহিলাদের) ছাড়া। নিশ্চয় তারা তিরস্কৃত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

৩২। [ঙ]কিন্তু যারা এর বাইরে যেতে চায় তারাই সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

৩৩। [চ]আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা তাদের (কাছে গচ্ছিত) আমানত এবং তাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে যত্নবান থাকে।

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

৩৪। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা নিজেদের সাক্ষ্যে অটল থাকে।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

★ ৩৫। আর তাদের (কথাও ভিন্ন) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।

দেখুন ঃ ক. ২৩ঃ১০ খ. ৫১ঃ২০ গ. ২৩ঃ৭ ঘ. ২৩ঃ৭ ঙ. ২৩ঃ৮ চ. ২৩ঃ৯।

৩১২৪। বিশ্বের সকল সম্পদ বিশ্ব-মানবের সকলেরই সম্পদ। অতএব কোন বস্তুর উপরেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া মালিকানা বর্তাতে পারে না। ধনীর সম্পদে গরীবের আইন-সঙ্গত অংশ রয়েছে।

৩১২৫। 'মাহরূম' শব্দটি ঐসব লোককে বুঝায়, যারা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে কিংবা সম্মান-হানির ভয়ে অপরের কাছে ভিক্ষা চায় না। পশু-পাখিরাও 'মাহরূমে'র অন্তর্গত।

৩১২৫-ক। পরকালের প্রতি সত্যিকার জীবন্ত ঈমান না থাকলে সতিকার দায়িত্ব-জ্ঞানও জন্মাতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের পরে পরেই ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান বিশ্বাস হলো 'পরকালে বিশ্বাস'।

১
[৩৬]
৭

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝ ع

৩৬। [ক]এদেরকেই জান্নাতসমূহে সম্মান দেয়া হবে।

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۝

৩৭। কাফিরদের হয়েছে কী, তারা [খ]তোমার দিকে দ্রুতবেগে দৌড়ে আসছে

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝

৩৮। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ডান দিক থেকেও এবং বাম দিক থেকেও[৩১২৬]?

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝

৩৯। এদের প্রত্যেকে কি এ আশা নিয়ে বসে আছে, তাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝

৪০। কখনো নয়। আমরা এদের যা দিয়ে সৃষ্টি করেছি নিশ্চয়[৩১২৭] এরা তা জানে।

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۝

৪১। অতএব সাবধান! আমি সব পূর্বের ও সব পশ্চিমের প্রভু-প্রতিপালকের কসম খাচ্ছি। আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমতা রাখি

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

৪২। এদের স্থলে এদের[৩১২৮] চেয়েও উত্তম (সৃষ্টি) নিয়ে আসার। আর আমাদের (পরিকল্পনা) ব্যর্থ করা যায় না।★

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৪৩। [গ]অতএব প্রতিশ্রুত দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত বাজে কথায় ও আমোদপ্রমোদে মগ্ন থাকতে এদের ছেড়ে দাও,

---

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ১০৮; ২৩ঃ১২ খ. ১৪ঃ৪৩-৪৪ গ. ২৩ঃ৫৫; ৪৩ঃ৮৪; ৫২ঃ৪৬।

৩১২৬। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিয়ে ইসলামের আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছে, আরব দেশের মূর্তি-উপাসক গোত্রগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে এসে মাহনবী (সাঃ) এর নিকট পৌছবে এবং ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের আবেদন করবে। আয়াত দুটি অন্য একটি ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত করতে পারেঃ কুরায়শ দলপিতরা মহানবী (সঃ) এর নিকট এসে অতি লোভনীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল যে তিনি যদি কেবল তাদের মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচার ছেড়ে দেন তাহলে তিনি ধন, মান, নারী এমনকি রাজ্য চাইলেও তারা তাকে এইগুলো দিতে প্রস্তুত আছে। কেউ কেউ অন্য ঘটনার দিকেও আয়াতগুলোকে আরোপ করেন, যেমন, কাফিররা বিভিন্ন দিক্ থেকে বিভিন্নভাবে সাজ-সজ্জা করে মহানবী (সাঃ) এর উপর তীব্রভাবে সম্মিলিত এক আক্রমণ চালিয়েছিল।

৩১২৭। এখানে 'মিম্মা' শব্দটি দ্বারা বুঝাচ্ছে, মানুষের ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও যোগ্যতাসমূহ যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ্ মানুষকে ভূষিত করেছেন।

৩১২৮। নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদের বলা হচ্ছে যে তাদের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর ঐগুলোর ধ্বংস-স্তুপ থেকে এক নতুন, উন্নতর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের স্থলে অন্য লোকেরা নেতৃত্বের স্থান দখল করবে।
★[৪১-৪২ আয়াতেও সব পূর্বের ও সব পশ্চিমের প্রভুকে সাক্ষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এমন একযুগ আসবে যখন মানুষের ভাষায় বাক্ধারারূপে কয়েক ধরনের পূর্ব ও পশ্চিম শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, দুরপ্রাচ্য ইতাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতে এক আশ্চর্যজনক বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে উত্তম সৃষ্টি নিয়ে আসতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ ৪৪। ক·যেদিন এরা দ্রুতগতিতে এদের কবর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন এরা (এদের) লক্ষ্যস্থলের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

২ [৬] ৮ ৪৫। অবনত চোখে। লাঞ্ছনা খ·এদের ছেয়ে ফেলবে[৩১২৯]। এ হলো সেদিন, (যেদিনের) প্রতিশ্রুতি এদের দেয়া হতো।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ২৯, ১৭ঃ৯৮, ৩৪ঃ৪১ খ. ২১ঃ৯৯

৩১২৯। পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত মক্কা পতনের পরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের করুণতম অবস্থার জাজ্বল্যমান ছবি। বিজিত মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দ যেদিন নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থিত হলো সেদিন মলিন, হতাশাগ্রস্ত ছিল তাদের মুখমণ্ডল। হতোদ্যম, ক্লান্ত-দুর্বল ছিল তাদের দেহ, ভীতিগ্রস্ত ও অবনত ছিল তাদের চোখ। অরপধবোধ ও নৈরাশ্যে আচ্ছাদিত ছিল তাদের হৃদয়-মন।

সূরা নূহ-৭১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

সূরাটিতে আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আঃ) এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হোয়েরী বলেন, এই সূরা নবুওয়াতের ৭ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, নলডিকি বলেন ৫ম বৎসরে। আর অন্যান্য তফসীরকারীগণ বলেন, পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রায় সেই সময়েই এই সূরাটিও অবতীর্ণ হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষদিকে বলা হয়েছে, দুষ্ট লোকেরা ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাঁর বিরোধিতায় তারা ক্লান্ত হয় না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদেরকে গ্রেফতার করে। আলোচ্য সূরাতে পুরাকালের শ্রেষ্ঠ নবীদের মধ্যে একজন নবী নূহ (আঃ) এর প্রচার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেয়া হয়েছে। তাঁকে এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তিনি তাঁর স্রষ্টা ও প্রভুর কাছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বীয় ব্যথা-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ের আবেগ বর্ণনা করেছেন। তিনি দিবারাত্র তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়েছেন সমবেত জনতার মাঝে এবং ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যে ও নিভৃতে তাদের কাছে কত রকমে ঐশী-বাণী পৌছিয়েছেন! তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপা ও আশীর্বাদের কথা তাদের কতভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁর আনীত ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার গুরুতর মন্দ পরিণতি সম্বন্ধে তাদেরকে নানাভাবে বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু তাঁর সকল প্রচার কার্য, সকল হিতোপদেশ, সকল সতর্কবাণী তাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক হিতৈষণা- এই সব কিছুর বদলে তিনি তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন কেবল বিদ্রুপ, বিরোধিতা ও গালিগালাজ। তাদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা থাকা সত্বেও তারা তাঁকে অনুসরণ না করে ঐসব ভণ্ড নেতাদেরই অনুসরণ করেছে যারা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন নূহ (আঃ) এর জীবনব্যাপী সকল প্রাণঢালা উপদেশ ও প্রচারকার্য চরমভাবে অবহেলিত হলো তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সত্যের শত্রুদের ধ্বংস করার আবেদন জানালেন। সূরাটি এই আবেদন দ্বারাই সমাপ্ত হয়েছে।

সূরা নূহ-৭১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত এবং রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

২। নিশ্চয় আমরা নূহকে (এ নির্দেশ দিয়ে) তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, 'তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর'।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِہٖۤ اَنۡ اَنۡذِرۡ قَوۡمَکَ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۝

৩। সে বললো, 'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

قَالَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡ لَکُمۡ نَذِیۡرٌ مُّبِیۡنٌ ۝

৪। (সে আরো বললো,) 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁরই তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اتَّقُوۡہُ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ۝

৫। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দিবেন। আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) [খ]সময় যখন এসে যায়[৩১৩০] তা টলানো যায় না। হায়! তোমরা যদি (তা) জানতে।'

یَغۡفِرۡ لَکُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِکُمۡ وَ یُؤَخِّرۡکُمۡ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰہِ اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ ۘ لَوۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝

৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তো আমার জাতিকে রাত দিন আহ্বান জানিয়েছি।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَہَارًا ۝

৭। কিন্তু আমার আহ্বান (আমার কাছ থেকে) তাদেরকে কেবল দূরেই সরিয়ে দিয়েছে।

فَلَمۡ یَزِدۡہُمۡ دُعَآءِیۡۤ اِلَّا فِرَارًا ۝

★৮। আর আমি যখনই তাদের আহ্বান জানিয়েছি যেন (তারা ঈমান আনে এবং) তুমি তাদের ক্ষমা কর তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়ে রেখেছিল, [খ]তারা কাপড়ে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছিল[৩১৩১], (তাদের অন্যায় আচরণ) অব্যাহত রেখেছিল এবং সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল।

وَ اِنِّیۡ کُلَّمَا دَعَوۡتُہُمۡ لِتَغۡفِرَ لَہُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَہُمۡ فِیۡۤ اٰذَانِہِمۡ وَ اسۡتَغۡشَوۡا ثِیَابَہُمۡ وَ اَصَرُّوۡا وَ اسۡتَکۡبَرُوا اسۡتِکۡبَارًا ۝

দেখুন ঃ ক. ৬৩ঃ১২ খ. ১১ঃ৬।

৩১৩০। যখন শাস্তির ঐশী হুকুম কার্যকরী করা শুরু হয়ে যায় তখন অনুশোচনা করলে লাভ হয় না।

৩১৩১। 'ইসতাগশাও সিয়াবাহুম' একটি রূপক বাক্য। এখানে এর অর্থঃ তারা ঐশী-বাণী শুনতে চাইলো না, বরং ঐশী-বাণীর বিরুদ্ধে হৃদয়ের সকল দুয়ার বন্ধ করে রাখলো (লেইন)।

★ ৯। এরপর আমি (তোমার পথে) খোলাখুলিভাবে তাদের আহ্বান জানালাম।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝

১০। এরপর আমি তাদের প্রকাশ্যেও বুঝালাম এবং গোপনেও বুঝালাম[৩১৩২]।'

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

★ ১১। [ক]আর আমি বললাম, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

১২। (এমনটি করলে) তিনি তোমাদের জন্য অঝোরে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

১৩। এবং তিনি ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান বানাবেন এবং তোমাদের জন্য নদনদী প্রবাহিত করবেন।

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

★ ১৪। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন আল্লাহ্‌র প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন কর না?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝

★ ১৫। [খ]অথচ নিশ্চয় তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন[৩১৩৩]।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

★ ১৬। [গ]তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্‌ কিভাবে স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন?

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝

১৭। [ঘ]আর তিনি এ (আকাশে) চাঁদকে জ্যোতিরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্যকে (উজ্জ্বল) প্রদীপরূপে সৃষ্টি করেছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

★ ১৮। [ঙ]আর আল্লাহ্‌ উদ্ভিদের ন্যায় মাটি থেকে তোমাদের উদ্‌গত করেছেন।

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৪, ৫৩ খ. ২৩ঃ১৩-১৫ গ. ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ৪ ঘ. ১০ঃ৬; ২৫ঃ৬২ ঙ. ৭ঃ২৬; ২০ঃ৫৬।

৩১৩২। নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে ঐশী-বাণী শুনানোর ও গ্রহণ করানোর জন্য সাধ্যমত সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি ঐশী-বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

৩১৩৩। আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক গুণাবলী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়ে ভূষিত করেছেন। শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর এই বিভিন্নতা এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রকে অবলম্বন করেই মানুষ বেঁচে আছে, উন্নতি করছে এবং নব নব সভ্যতার পত্তন করেছে। 'আতওয়ার' শব্দটি 'তাওর' এর বহুবচন। এর অর্থ সময়, অবস্থা, গুণ, পন্থা, আকৃতি, চেহারা। আয়াতটির অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন আকৃতি ও চেহারায় ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অথবা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (লেইন)।

★ ১৯। ক.এরপর তিনি সেখানে তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন এবং এক বিশেষ আকারে তোমাদের বের করবেন।★

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝

২০। খ.আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করে বানিয়েছেন

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

১ [২১] ৯ ২১। যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথসমূহে চলাচল করতে পার।'

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ ع

২২। গ.নূহ বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা অবশ্যই আমার অবাধ্যতা করেছে এবং এরা (এমন ব্যক্তির) অনুসরণ করছে যার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কেবল (তার) ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

২৩। আর এরা অনেক বড় ষড়যন্ত্র করেছে।'

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

২৪। আর এরা বললো, ঘ.'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো পরিত্যাগ করবে না এবং ওয়াদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুস, ইয়া'উক্ব এবং নাস্‌রকেও৩১৩৪ (পরিত্যাগ করবে) না।'

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

২৫। ঙ.আর এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তুমি কেবল যালিমদের ব্যর্থতাকেই বাড়িয়ে দিও।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝

২৬। চ.এদের পাপের দরুন এদের ডুবিয়ে দেয়া হলো, এরপর আগুনে প্রবেশ করানো হলো। অতএব এরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য কোন সাহায্যকারী পেল না।

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۝

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ২৬; ২০ঃ৫৬ খ. ৬৭ঃ১৬; ৭৮ঃ৭ গ. ৬৭ঃ১৬ ঘ. ৩৮ঃ৭ ঙ. ১৪ঃ৩৭ চ. ২১ঃ৭৮; ২৬ঃ১২১; ৩৭ঃ৮৩।

★ [১৪-১৯ আয়াতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিবর্তনের ধারায় মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর যারা এ কথা মনে করেন, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু বর্তমানে যেভাবে আছে একবারে সেভাবেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন তারা আল্লাহ্ তাআলার গাম্ভীর্যপূর্ণ সত্তা হওয়াটা অস্বীকার করে। কেননা গাম্ভীর্যপূর্ণ সত্তা অস্থিরতায় ভোগেন না। তিনি সব কিছুকে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি দান করে পূর্ণতায় নিয়ে যান। এভাবেই খোদা তাআলা আকাশসমূহও পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।

এসব আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আম্বাতাকুম মিনাল আরযে নাবাতান (অর্থ : আল্লাহ্ মাটি থেকে উদ্ভিদের ন্যায় তোমাদের উদ্‌গত করেছেন)। এটি কেবল বাক্‌ধারা নয়। বরং বাস্তাবিক পক্ষে মানব সৃষ্টিকে এরূপ এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে যে সে কেবল উদ্ভিদের আকারে ছিল। অন্য এক আয়াতে এ দৃশ্যপট এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, 'লাম ইয়াকুন শাইয়াম মাযকুরা' অর্থাৎ মানুষ তার সৃষ্টিতে এরূপ পর্যায়ের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেছে যে সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এতে এক সুক্ষ্ম ইঙ্গিত এদিকেও করা হয়েছে, মানব সৃষ্টি যখন উদ্ভিদের পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন তার মাঝে বলার বা শোনার যোগ্যতাও সৃষ্টি হয়নি। মানুষের সেই উদ্ভিদ পর্যায়ের জীবন সম্পূর্ণরূপে তমসাচ্ছন্ন ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩১৩৪। 'ওয়াদ্দ্' একটি প্রতিমার নাম, যাকে দুওমাতুল জন্দলের বনু কল্‌ব জাতি পূজা করতো। এটি পুরুষ-শক্তির প্রতিভূ হিসাবে পুরুষাকৃতির মূর্তি ছিল। 'সুওয়াআ' বনু হুযায়ল গোত্রের প্রতিমা ছিল। এটি স্ত্রী-সৌন্দর্যের প্রতিভূ হিসাবে ছিল স্ত্রী আকৃতির মূর্তি। মুরাদ গোত্রের উপাস্য মূর্তি ছিল ইয়াগূস। আর হামদান গোত্রের পূজ্য ছিল ঘোড়াকৃতির 'ইয়াউক'। যুল্‌কিলা উপজাতির উপাস্য দেবতা ছিল

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾

★ ২৭। আর নূহ বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ভূপৃষ্ঠে কাফিরদের কোন গৃহবাসীকেই তুমি রেহাই দিও না।

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি এদের রেহাই দিলে নিশ্চয় এরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে এবং কেবল পাপী ও অতি অকৃতজ্ঞদেরই জন্ম দিবে।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٩﴾

২৯। [ক]হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে, সব মু'মিন পুরুষকে এবং সব মু'মিন নারীকেও ক্ষমা কর। আর তুমি কেবল যালেমদের জন্য ধ্বংসই বাড়িয়ে দিও[৩১৩৫]।'

রুকু ২ [৮] ১০

ক দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ৪২।

নাসর, এর আকৃতি ছিল ঈগল পাখী বা শকুনের মত। এটা ছিল দীর্ঘ জীবন বা অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক। নূহ (আঃ) এর জাতি ছিল সর্বাংশে মূর্তি পূজারী। তাদের বহু প্রতিমা ছিল। কিন্তু যে পাঁচটির নাম এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে. এই কয়টাই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কয়েকশত শতাব্দী পরে আরবরাও ইরাক থেকে এইগুলোকে নিজেদের দেশে নিয়ে আসে বলে মনে হয়। আরবদের প্রধান প্রতিমাগুলো ছিল লাত, মানাত এবং উয্যা। তাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি 'হুবল'কে আমীর বিন-লোহাই সিরীয়া থেকে এনেছিল। এও সম্ভব যে আরবরা তাদের দেব-দেবীর নামকে নূহ (আঃ) এর জাতির প্রতিমাগুলোর নামে আখ্যায়িত করেছিল। আরব জাতি ও নূহ (আঃ) এর জাতি পরস্পরের প্রতিবেশী। তাদের মধ্যে সাধারণ সংস্রব ও যোগাযোগ ছিল। অতএব এটা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয় যে দুটি প্রতিবেশী পৌত্তলিক জাতির প্রতিমাগুলোর নাম একই ধরণের ছিল।

৩১৩৫। আল্লাহর নবীগণ দয়া ও করুনায় ভরপুর হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই করুণা-সিন্ধু। নূহ (আঃ) এর এই প্রার্থনা থেকে বুঝা যায়, তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল। ক্রমাগত বহুদিন ধরে তিনি অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যুগব্যাপী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই অরণ্যেরোদনে পরিণত হলো। তাঁর অল্পসংখ্যক অনুসারীদের সাথে আর দু'একজনেরও যোগদানের সম্ভাবনা যখন থাকলো না এবং এরাও চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলো, তদুপরি অবিশ্বাসীদের দুষ্কৃতির পরিধি যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন অবস্থা এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো যে নূহ (আঃ) এর মত দয়ার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তিও তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এইরূপ একই অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) তাঁর শত্রুদের প্রতি যে অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসামান্য ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন তা জাগতিক জীবনে কল্পনাতীত ছিল। উহুদের যুদ্ধে যখন তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং জখমে-জখমে শরীর ভরে গেল, সারা দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তখন সেই চরম অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে এসেছিল, তা ছিলঃ "যে জাতি তাদের প্রতি সমাগত নবীকে জখম করেছে এবং তাঁর মুখমণ্ডলকে রক্তাপ্লুত করেছে শুধু এই কারণে যে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন, সেই জাতি কি করে পরিত্রাণ লাভ করবে! হে আমার প্রভু! আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর, তারা কি করছে তারা তা বুঝেনা।" (যুরকানী এবং হিশাম)।

সূরা আল্ জিন্-৭২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে, এই সূরাটি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর তায়েফ শহর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল মক্কায় প্রচার কার্য চালাবার পরও যখন মক্কাবাসীদের তরফ থেকে হাসি-বিদ্রুপ, বিরোধিতা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই পেলেন না, তখন মক্কাবাসীদের ব্যাপারে কিছুটা হাতাশাগ্রস্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশে তায়েফ গমন করেন। মহানবী (সাঃ) এর তায়েফ গমন, হিজরতের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ঘটেছিল। অনেকের মতে এই সূরা যদি সূরা 'আহ্কাফে' (৪৬ঃ৩০-৩৩) বর্ণিত ঘটনা থেকে স্বতন্ত্র কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে এর অবতরণের সময় আরো পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সূরার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু শেষোক্ত অভিমতের বেশ সহায়তা ও সমর্থন যোগায়। পূর্ববর্তী সূরাতে বর্ণিত হয়েছে, নূহ (আঃ) এর জীবন-ব্যাপী প্রচারের ফলে তাঁকে কেবল মানুষের ঘৃণা ও বিদ্রূপই কুড়াতে হয়েছে। মাত্র গুটি কয়েক লোক, যারা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিল না, তাঁকে মেনেছিল। তাঁর পুত্র ও স্ত্রী পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতাকারীদের অন্তর্গত ছিল। মহানবী (সা:) ও নূহ (আ:) এর অবস্থার সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, একদল জিন্, যাদেরকে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্বে মোটেই জানতেন না, তারা তাঁর কাছে এল, কুরআন শুনলো এবং ঈমান আনলো। এই জিন্-লোকগুলোর বিশ্বাস, ধর্মীয় মতবাদ, আচার-আচরণ এবং জীবননীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে এই সূরাতে। সূরাটি অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ তাআলার এই প্রেরিত বাণীকে (কুরআনকে) কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন করা কিংবা এতে প্রক্ষেপ বা সংমিশ্রণ ঘটানো কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। কারন ঐশী নিরপত্তা-বাহিনী কর্তৃক এই মহামূল্য সম্পদকে সর্বদা পাহারায় রাখা হচ্ছে। শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, যখনই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষক তথা নবী ও সংস্কারক আগমন করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসার আহ্বান জানান, অন্ধকারের শক্তিসমূহ তখনই তাঁর টুঁটি চেপে ধরতে চায়। কুচক্রীদের এই ষড়যন্ত্রের বেড়াজালকে ছিন্ন করে অসীম সাহস বুকে নিয়ে আল্লাহ্র শিক্ষকগণ আপন কাজে অগ্রসর হতে থাকেন। নবীর প্রচারিত বাণী যে আল্লাহ্র কাছ থেকেই প্রাপ্ত বাণী, এর অকাট্য প্রমাণ্য হলো, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এমন বিরাট বিরাট বিশ্ব-ঘটনার কথা এই বাণীতে স্থান পায়, যা মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে ধরা পড়ে না এবং শেষ পর্যন্ত নবী তাঁর বাণী পৌছানোর কাজে কৃতকার্য তো হনই, তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়, এই কথা বলে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

সূরা আল্ জিন্-৭২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, নিশ্চয় জিন্‌দের একটি দল[৩১৩৬] মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে। এরপর তারা (ফিরে গিয়ে তাদের জাতিকে) বললো, 'নিশ্চয় আমরা এক খ.বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি[৩১৩৭],

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ②

৩। গ.যা সঠিক পথে পরিচালিত করে। অতএব আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অংশীদার সাব্যস্ত করবো না[৩১৩৮]।'

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ③

৪। আর (তারা বললো), 'নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উঁচু। ঘ.তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন পুত্রও (গ্রহণ করেননি)।

وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ④

৫। আর নিশ্চয় আমাদের (কোন কোন) নির্বোধ আল্লাহ্ সম্পর্কে অসঙ্গত কথা বলতো।

وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ⑤

৬। আর আমরা অবশ্যই ধারণা করতাম, মানুষ ও জিন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতেই পারে না।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑥

৭। ঙ.আর নিশ্চয় সাধারণ মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল যারা বড় লোকদের[৩১৩৯] আশ্রয় চাইতো। অতএব তারা (অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা) এদের (অর্থাৎ বড়লোকদের) অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিত।

وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৪৬ঃ১১ গ. ৪৬ঃ৩২ ঘ. ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ২৫ঃ৩ ঙ. ৬ঃ১২৯।

৩১৩৬। ২৭৩৩ টীকা দেখুন।

৩১৩৭। এস্থলে নাসীবীনের ইহুদীদের একটি দলের কথা বলা হয়েছে। তারা আরব জাতির লোক ছিল না। ভিনদেশীয় হওয়ার কারণে তাদেরকে জিন্ বলা হয়েছে। কারণ জিন্ শব্দের এক অর্থ অপরিচিত ব্যক্তি (লেইন)। এই ঘটনাটি ৪৬ঃ৩০-৩৩ এ বর্ণিত ঘটনা থেকে পৃথক বলে মনে হয়, যদিও এই আয়াতের ঘটনাকে অনেকেই ৪৬ঃ৩০-৩৩ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণের সাথে বাহ্যিক মিল দেখে একই ঘটনা বলে মনে করেন।

৩১৩৮। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, 'জিন্‌দের একটি দল' বলতে 'একত্ব-বাদী খৃষ্টানদের একটি পার্টি কিংবা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ইহুদীদের একটি দল বুঝাচ্ছে যারা ঐ খৃষ্টানদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অবগত ছিল ও তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল।

৩১৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। আর তোমরা যেভাবে ধারণা করে নিয়েছ, এরাও ধারণা করেছিল যে আল্লাহ্ (আর) কখনো কাউকে আবির্ভূত করবেন না[৩১৪০]।

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۟

৯। আর আমরা নিশ্চয় আকাশ স্পর্শ করলাম[৩১৪১], কিন্তু তা কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত [ক]উল্কায় পূর্ণ দেখতে পেলাম।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۟

১০। আর আমরা শুনার জন্য এর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে অবশ্যই বসে থাকতাম। কিন্তু যে এখন শুনার চেষ্টা করে, সে এক জ্বলন্ত উল্কাকে তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতে দেখতে পায়[৩১৪২]।★

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۟

১১। আর নিশ্চয় আমরা জানতাম না (এ আগমনকারীর মাধ্যমে) জগদ্বাসীর জন্য কি কোন আযাবের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۟

১২। আর নিশ্চয় আমাদের মাঝে কিছু লোক ছিল সৎকর্মশীল এবং কিছু এদের ব্যতিক্রমও ছিল। আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত ছিলাম।

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۟

১৩। আর অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, [খ]আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে কখনো অক্ষম করতে পারবো না এবং আমরা দৌড়ঝাঁপ করেও তাঁকে পরাস্ত করতে পারবো না।

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۟

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১৭-১৯; ৩৭ঃ৭-৯ খ. ৫৫ঃ৩৪।

৩১৩৯। যেহেতু আরবীতে 'রিজাল' শব্দটি মানবজাতি ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু এই সূরাতে ও সূরা 'আহ্কাফে' বর্ণিত 'জিন্দের একটি দল' বলতে মানুষেরই একটি দলকে বুঝিয়েছে, মানব-বহির্ভূত কোন সৃষ্ট জীবকে বুঝায়নি। আরবী 'জিন্' শব্দটি এখানে প্রভাবশালী ধনীলোকেদের জন্য এবং 'ইন্স' শব্দটি বিত্তহীন সাধারণ লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনীলোকদের অনুসরণ করে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা (ইন্স) প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয় নেয় ও অনুগামী হয় বলে তারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যকে বৃদ্ধি করে।

৩১৪০। ইউসুফ (আঃ) এর আগমনের সময় থেকেই ইহুদীরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত ছিল যে ইউসুফের (আঃ) এর পরে আর কোন নবী আসবেন না (৪০-৩৫)।

৩১৪১। 'আমরা নিশ্চয় আকাশ স্পর্শ করলাম' বাক্যটির অর্থ হলো 'অজানা রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করলাম'। যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারক নবী-রসূলের আগমন-কাল উপস্থি হয় তখন অস্বাভাবিকভাবে তারকা-পতন ঘটে থাকে। এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণার কথাই এখানে বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

৩১৪২। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারকের আগমনের প্রাক্কালে ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকেরা সন্দেহপূর্ণ গুপ্তজ্ঞান ব্যবহার করার এক ব্যবসা পেতে বসে এবং সাধারণ মানুষকে এই বলে প্রতারিত করে যে তারা অজানার রহস্যকে ভেদ করেছে। প্রতারণার কাজে বিশেষভাবে পারদর্শিতার কারণে তারা সরল মানুষের বিশ্বাসভাজন হতেও সমর্থ হয়। কিন্তু ইলাহী সংস্কারকের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তাদের প্রতারণা ও ভ্রান্ত জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাদের গুপ্তজ্ঞানের ভাণ্ডারকে তখন ভাসা ভাসা জ্যোতির্বিদ্যার অংশ বলে মনে হয়। 'এখন' (আল্আনা) শব্দটি এখানে বিশেষভাবে মহানবী (সাঃ) এর সময়কে বুঝাচ্ছে। তবে তা প্রত্যেক বড় নবীর সময়কেও বুঝাতে পারে (৩৭ঃ৭-১০ দেখুন)।

★[২-১০ আয়াত দুটির বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যার দাবী রাখে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে যে জিন্রা উপস্থিত হয়েছিল তারা জিন্দের নেতা ছিল। তারা ভ্রান্ত ধারণা থেকে সৃষ্ট কল্পিত জিন্ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের খাবার রান্না করতে আগুনও জ্বালিয়েছিল এবং সাহাবাগণ (রা:) পরবর্তীতে সেখানে তাদের নিভে যাওয়া কয়লা ও খাবার প্রস্তুতির চিহ্নাবলীও দেখতে

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا الۡهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنۡ یُّؤۡمِنۡۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخۡسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿۱۴﴾

১৪। [ক]আর আমরা যখন হেদায়াতের (কথা) শুনলাম নিশ্চয় আমরা এতে ঈমান নিয়ে এলাম। আর যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে সে কোন ক্ষতি বা কোন অবিচারের ভয় করবে না।

وَّاَنَّا مِنَّا الۡمُسۡلِمُوۡنَ وَمِنَّا الۡقٰسِطُوۡنَ ؕ فَمَنۡ اَسۡلَمَ فَاُولٰٓئِکَ تَحَرَّوۡا رَشَدًا ﴿۱۵﴾

১৫। আর আমাদের মাঝে নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ছিল এবং আমাদের মাঝে যালেমও ছিল। আর যারাই আত্মসমর্পণ করেছে তারাই হেদায়াত অন্বেষণ করেছে।'

وَاَمَّا الۡقٰسِطُوۡنَ فَکَانُوۡا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۶﴾

১৬। আর যারা যালেম ছিল তারাই জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হয়েছে।

وَّاَنۡ لَّوِ اسۡتَقَامُوۡا عَلَی الطَّرِیۡقَۃِ لَاَسۡقَیۡنٰهُمۡ مَّآءً غَدَقًا ﴿۱۷﴾

১৭। আর এরা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সঠিক পথে দৃঢ়তা দেখাতো তাহলে আমরা অবশ্যই প্রচুর পানি দিয়ে এদের সিঞ্চিত করতাম[৩১৪৩]

لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِیۡهِ ؕ وَمَنۡ یُّعۡرِضۡ عَنۡ ذِکۡرِ رَبِّهٖ یَسۡلُکۡهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۸﴾

১৮। যেন এ দিয়ে আমরা এদের পরীক্ষা করি। আর [খ]যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তিনি তাকে এক ক্রমবর্ধমান আযাবে ঠেলে দিবেন।

وَّاَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۹﴾

১৯। [গ]আর মসজিদসমূহ[৩১৪৪] নিশ্চয় আল্লাহ্রই। অতএব আল্লাহ্র সাথে তোমরা কাউকে (উপাস্যরূপে) ডেকো না।

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ اللّٰهِ یَدۡعُوۡهُ کَادُوۡا یَکُوۡنُوۡنَ عَلَیۡهِ لِبَدًا ﴿۲۰﴾ ع

১ [২০] ১১

২০। [ঘ]আর নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দা[৩১৪৫] যখনই তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায় তখন তারা তার ওপর দল বেঁধে হামলে পড়ার উপক্রম করে।★

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَدۡعُوۡا رَبِّیۡ وَلَاۤ اُشۡرِکُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۱﴾

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালককেই ডাকি [ঙ]এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করি না।'

দেখুন ঃ ক. ৪৬ঃ৩২ খ. ২০ঃ১০১; ৪৩ঃ৩৭ গ. ২ঃ১১৫; ২২ঃ৪১ ঘ. ৯৬ঃ১০-১১ ঙ. ১৩ঃ৩৭; ১৮ঃ৩৯।

পেয়েছিলেন। এদের সম্পর্কে এটা ধারণা করা হয়ে থাকে, এরা আফগানিস্তানে বসবাসকারী বনী ইসরাঈলের এক প্রতিনিধি দল। এরা ছিল নিজেদের জাতির নেতা ও বড়লোক অর্থাৎ জিন্। এরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা শুনে স্বয়ং নিজেরা গিয়ে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এরা দীর্ঘ বিতর্কের পর তাকে (সা:) অন্তর থেকেই কেবল সত্য বলে স্বীকার করেনি, বরং কোন কোন নির্বোধ যেভাবে মনে করতো যে এখন আল্লাহ্ কোন নবী পাঠাবেন না এরা এ ভ্রান্তবিশ্বাস সম্পর্কেও অস্বীকৃতি জানালো। এরপর এরা স্বজাতির কাছে ফিরে গেল এবং তৎকালীন গোটা আফগানিস্তানকে মুসলমান বানিয়ে নিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩১৪৩। পানি জীবনের উৎস বিধায় 'প্রচুর পানি' বলতে ধন-সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যকে বুঝিয়েছে।

৩১৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছে, রসূলে পাক (সাঃ) এর আগমনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আল্লাহ্র একত্বকে প্রতিষ্ঠা

৩১৪৪ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৩১৪৫ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। তুমি বল, 'আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখি না।'

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আমাকে কখনো কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না। আর [ক]তাঁকে ছেড়ে আমি কখনো কোন আশ্রয়স্থল পাব না।

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৪। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারের মাধ্যমে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়াই (আমার দায়িত্ব)।'★ আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে তার জন্য নিশ্চয় থাকবে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে[৩১৪৬]।

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

২৫। [খ]অবশেষে তারা যখন তা দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে তখন তারা অবশ্যই জেনে যাবে, সাহায্যকারী হিসেবে কে সবচেয়ে বেশি দুর্বল এবং সংখ্যায় কে সবচেয়ে কম।

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝

২৬। [গ]তুমি বল, 'আমি জানি না যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কি সন্নিকটে নাকি আমার প্রভু-প্রতিপালক এর মেয়াদ দীর্ঘায়িত করে দিবেন।'

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

★২৭। (তিনি) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত্ব দান করেন না[৩১৪৭],

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

★২৮। কেবল তাকে ছাড়া যাকে তিনি (তাঁর) রসূলরূপে মনোনীত করেন। আর তার সামনে ও তার পিছনে (ফিরিশ্‌তারা) প্রহরীরূপে চলছে[৩১৪৮]

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

দেখুন ঃ ক. ১৮:২৮ খ. ১৯:৭৬ গ. ২১:১১০।

করাই আল্লাহ্ তাআলার আসল পরিকল্পনা। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, এখন থেকে মসজিদগুলোই হবে কেন্দ্র সেখান থেকে সত্যের আলোক-বর্তিকা নির্গত হয়ে সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে।

৩১৪৫। এখানে 'আল্লাহ্‌র বান্দা' বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে। কেননা তাঁর তুল্য আল্লাহ্‌র বান্দা আর কেউই হতে পারবে না। তবে আল্লাহ্‌র বান্দা উপাধিটি প্রত্যেক নবী ও ধর্ম-সংস্কারকের জন্যও প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

★['লিবাদা' এর এ অর্থের জন্য মুফরাদাত ইমাম রাগেব দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

★[দেখুন তফসীরে কবীর আর্ রাজী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩১৪৬। 'আমাদ' ও 'আবাদ', দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী শব্দটি সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী শব্দটি অসীম সময়কে বুঝায় (লেইন)।

৩১৪৭। 'ইযহার আলাল গায়ব' দ্বারা প্রায়শ ও বহুল পরিমাণে অজ্ঞাত-গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা বুঝায় এবং বড় বড় ঘটনীয় বিষয় এই জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

৩১৪৮। নবীগণের নিকট যে সকল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব এমনি অতুলনীয় যে অন্যান্য মুমিন ধার্মিক সাধু-ব্যক্তিদের নিকট প্রদত্ত গুপ্তজ্ঞান এইসবের কাছেও পৌঁছতে পারে না। এই আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। নবীগণের নিকট প্রকাশিত গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপকতা, গভীরতা, স্পষ্টতা, নিত্য-নুতনতা, জনকল্যাণ-মুখিতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণাবলী ধার্মিক বিশ্বাসী-সাধুগণের গুপ্তজ্ঞানের মধ্যে থাকে না। দু' শ্রেণীর মধ্যে এটা একটা বিরাট পার্থক্য। তদুপরি নবীগণের নিকট যে সকল ওহী-এলহাম

৩১৮ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٩﴾ ع

২৯। যেন তিনি জেনে যান তারা (অর্থাৎ তাঁর রসূলরা) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌছে দিয়েছে[৩১৪৯]। আর তাদের কাছে যা আছে তিনি তা ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছু গুণে রেখেছেন।

২ [৯] ১২

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১১৮, ২৬ঃ৩৩, ২৭ঃ১১, ২৮ঃ৩২ খ. ৭ঃ১০৯, ২৭ঃ১৩

অবতীর্ণ হয় তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার রক্ষা-কবচও সংযুক্ত থাকে যাতে শয়তান দ্বারা তা বিকৃত না হয় এবং সঠিকভাবে তা নবীর কাছে পৌঁছে যায়। সাধু ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপারে এই রক্ষা-কবচ না থাকায় সব সময় তা নিশ্চিত ও নিরাপদ হয় না।

৩১৪৯। নবীগণের প্রাপ্ত ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় এই কারণে রক্ষা করা হয় যে এগুলো দ্বারা বিরাট ঐশী উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং ঐশী-বাণী দ্বারাই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

সূরা আল্ মুয্যাম্মেল -৭৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

পণ্ডিতদের ঐক্যমত হচ্ছে, এই সূরা নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এটি তৃতীয় অবতীর্ণ সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে (জিন্) বলা হয়েছিল, নবীগণের উপর ওহী বা বা ঐশী-বাণী অবতরণ কালে ফিরিশতাও নেমে আসেন যাতে ঐশী-বাণীগুলো সুরক্ষিত ও অবিকৃত অবস্থায় নবীগণের কাছে অবিকল পৌছে যায়। এই সূরাতে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন রাত্রির একাংশকে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে বেছে নেন, যাতে তাঁর প্রতি ফিরিশ্তা নেমে আসেন এবং শত্রুদের কুমৎলব ও ষড়যন্ত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন। অন্যান্য মক্কী সূরাগুলোর মত মহানবী (সাঃ) এর ঐশী দায়িত্ব, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সূরাতেও বলা হয়েছে এবং কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র বাণী তা ব্যক্ত করেছে। এই সূরা সংক্ষেপে, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে রসূলে পাক (সাঃ)ই পরিণামে বিজয়ী হবেন আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাই এই কথার প্রমাণ হবে, মৃত্যুর পরে জীবন ও বিচার রয়েছে। নামায, দোয়া ও যিকর- আয্কারের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, এটাই আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় এবং এবং এর সাহায্যেই মহানবী (সাঃ) এর উপর ন্যস্ত বিরাট ও অসামান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব হবে, অন্য কোন উপায়ে নয়।
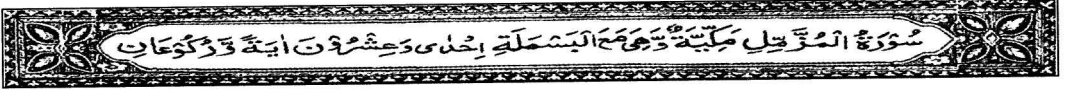
সূরা আল্ মুয্যাম্মেল-৭৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২১ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। ক-আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। | بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

★২। হে চাদরাবৃত ব্যক্তি![৩১৫০] | یٰۤاَیُّہَا الۡمُزَّمِّلُ ②

৩। তুমি রাতের অল্প অংশ বাদে (বাকী সময়টাতে ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও, | قُمِ الَّیۡلَ اِلَّا قَلِیۡلًا ③

৪। এর অর্ধেক অংশ অথবা এ থেকে কিছুটা কম অংশে | نِّصۡفَہٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡہُ قَلِیۡلًا ④

৫। অথবা এর চেয়ে কিছুটা (সময়) বাড়িয়েও (ইবাদতের জন্য দাঁড়াও)। আর তুমি শুদ্ধরূপে (ও) সুললিত কণ্ঠে খ-কুরআন পড়ো। | اَوۡ زِدۡ عَلَیۡہِ وَ رَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِیۡلًا ⑤

৬। আমরা তোমার ওপর নিশ্চয় এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো[৩১৫১]। | اِنَّا سَنُلۡقِیۡ عَلَیۡکَ قَوۡلًا ثَقِیۡلًا ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৭ঃ১০৭; ২৫ঃ৩৩।

৩১৫০। 'যামালাহু' অর্থ সে তাকে পিঠের পিছনে বহন করলো। 'যাম্মালা'র অন্য অর্থ সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে চললো। 'তাযাম্মালা' 'ইযযাম্মালা', 'ইয্দামালা'-এই শব্দগুলোর অর্থঃ সে নিজেকে চাদরে জড়ালো, সে বোঝা বহন করে চললো। মুয্যাম্মেল (বা মুতাযাম্মেল) অর্থ বস্ত্রাবৃত (কম্বল-জড়ানো) লোক যার উপর হাজারো দায়িত্বের বোঝা (আকরাব, কাদীর, মা'আনী)। হেরার পর্বত-গুহায় আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা তাঁর কাছে 'বাণী' নিয়ে এলে মহানবী (সাঃ) এই নূতন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরলেন। এই ভীতি-বিহ্বলতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা অভিজ্ঞতটা ছিল একেবারেই অভিনব ও অসাধারণ। গৃহে পৌঁছে তিনি তাঁকে বড় কাপড়ে আচ্ছাদিত করে দিতে অনুরোধ করলেন। বস্ত্রাবৃত করণের মধ্যে যেহেতু জোড়া দেয়া ও একত্রীকরণ নিহিত আছে, সেহেতু এই আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে,"ওহে ব্যক্তি, বিশ্বের সকল জাতিকে পরস্পর সংযুক্ত করে এক পতাকার তলে একত্র করতে তুমি নিয়োগ-প্রাপ্ত হয়েছে"। হাদীসে মহানবী (সাঃ)কে 'হাশের' বলা হয়েছে। 'হাশের' অর্থ বিশ্ববাসীকে সংযোজনকারী ও সমবেতকারী (বুখারী)। এই আয়াতের আরো তাৎপর্য আছে ঃ-(১) মহানবী (সাঃ) এমনই এক ব্যক্তি যাঁকে মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানব জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এ এক সুদীর্ঘ পথ, যা অতিক্রম করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অতএব তাঁকে দ্রুত পদে চলতে হবে কঠোর পরিশ্রমের সাথে, অবিশ্রান্তভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করে যেতে হবে। (২) তিনি এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি, যাঁকে অসামান্য বোঝা বহন করতে হবে- বিশ্বমানবের ঘরে ঘরে তাঁকে ঐশী-বাণীর গুরুভার বহনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। মহানবী (সাঃ)কে স্মরণ করিয়ে দোয়া হচ্ছে যে তাঁকে আল্লাহ্-ভক্ত এক বিরাট সম্প্রদায় তৈরী করতে হবে, যারা তাঁরই মহান আদর্শ ও প্রেরণায় অনুপ্রানিত হয়ে ইসলামের বাণীকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে তাঁকে (সাঃ) সাহায্য করবে। এই কষ্টসাধ্য কর্তব্য ও গুরুদায়িত্বের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, লম্বা ও মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত হওয়ার প্রতি নয়।

৩১৫১। 'গুরু-ভার বাণী,' দ্বারা কুরআনের মহান ও বৈপ্লবিক শিক্ষাকে বুঝিয়েছে। কেননা এ এতই ভারী ও গুরুত্ববহ যে এর পরিবর্তন বা স্থানান্তর সম্ভব নয়। কুরআনের একটি শব্দ বা অক্ষর সংশোধিত বা পরিবর্তিত হবার নয়। বিভিন্ন স্থলে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, যখনই মহানবী (সাঃ) এর নিকট 'ওহী' আসতো তখনই তিনি ভীষণ বিহ্বল অবস্থাপ্রাপ্ত হতেন, তাঁর এমনই এক অস্বাভাবিক অনুভূতি হতো যে অতিরিক্ত শীতের দিনেও ঘামের বড় বড় ফোঁটা কপাল বেয়ে পড়তো এবং তিনি নিজের শরীরকে ভারী বোঝার মত অনুভব করতেন (বুখারী)। কুরআনের ঐশী-বাণী 'গুরু-ভার' হওয়ার কারণেই নবী করীম (সাঃ) এর ইন্দ্রিয়সমূহে তার প্রভাব এইভাবে দেখা দিত।

৭। (ইবাদতের জন্য) রাতে উঠা নিশ্চয় (প্রবৃত্তি) দমনে অধিক কার্যকর পন্থা এবং কথায় (প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে) অধিক শক্তিশালী[৩১৫২]।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٧

৮। নিশ্চয় দিনের বেলায় তোমার অনেক কর্মব্যস্ততা[৩১৫৩] থাকে।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٨

৯। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং (পার্থিব বিষয়াদি থেকে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর হয়ে যাও।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٩

১০। [ক]তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি তাঁকেই কার্যনির্বাহকরূপে গ্রহণ কর।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝١٠

১১। আর তারা যা বলে এতে ধৈর্য ধর এবং তাদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে সরে পড়।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١١

১২। [খ]আর তুমি আমাকে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী প্রত্যাখ্যানকারীদের (একা) ছেড়ে দাও এবং এদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١٢

১৩। নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে শাস্তির অনেক উপকরণ ও জাহান্নাম

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٣

১৪। এবং গলায় আটকে যাওয়া এক খাবার আর যন্ত্রণাদায়ক আযাবও (রয়েছে)।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٤

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ২৯; ৩৭ঃ৬; খ. ৬৮ঃ৪৫; ৭৪ঃ১২।

৩১৫২। নিশীথ রাতে জেগে নামায, দোয়া ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির সাধনা করলে রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং তা নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথ রাতের দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকরী পন্থা আর কিছু নেই। গভীর রাত্রের নীরব-নিভৃত অবস্থায় এক নিগুঢ় প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ- নীরবতায় মানুষ একাকী তাঁর স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করার মহা-সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সেই আলো সে পরে অন্যের কাছে বিলাবারও সুযোগ পায়। এই সময়টা ব্যক্তির চারিত্রিক শক্তি অর্জনের পক্ষে এবং নিজের কথাবার্তাকে যুক্তিপূর্ণ , সার্থক, ও প্রভাব-বিস্তার করে তোলার পক্ষে বড়ই উপযোগী। সফল বাকশক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতা এমনই দুটি গুণ যা ধর্ম-সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য। জাগরিত রাত্রির প্রার্থনা এই দুটি শক্তিকে (গুণকে) জাগিয়ে তোলে। এর দ্বারা স্বীয় মনের উপর, স্বীয় জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয়।

৩১৫৩। এই আয়াত নবী করীম (সাঃ) এর শতমুখী কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, যাহা তিনি দ্রুততার সাথে, খুশী মনে সম্পাদন করতেন। 'সাবহান,' শব্দটির মধ্যেই এই অর্থ নিহিত (লেইন)।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا

১৫। যেদিন পৃথিবী ও ক.পাহাড়পর্বত প্রচন্ডভাবে কেঁপে ওঠবে এবং পাহাড়পর্বত বিচূর্ণ টিলার ন্যায় হয়ে যাবে (সেদিন এ আযাব আসবে)।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

১৬। আমরা নিশ্চয় খ.তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধায়করূপে এক রসূল পাঠিয়েছি যেরূপে আমরা ফেরআউনের প্রতি এক রসূল পাঠিয়েছিলাম[৩১৫৪]।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

১৭। কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলের অবাধ্যতা করলো। অতএব গ.আমরা তাকে এক কঠোর শাস্তিতে জর্জরিত করলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

★ ১৮। তোমরা অস্বীকার করলে তোমরা নিজেদের কে সেদিনের (আযাব) থেকে যা শিশুদের বুড়ো করে দিবে কিভাবে রক্ষা করবে[৩১৫৫]?

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

১৯। ঘ.(সেদিন) আকাশ এ (আযাবের ভয়ে) ফেটে যাবে। তাঁর (এ) প্রতিশ্রুতি[৩১৫৬] অবশ্যই পূর্ণ হবে।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

২০। নিশ্চয় ঙ.এ হলো এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশবাণী। অতএব যে চায় সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।

১
[২০]
১৩

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ৫-৬; ৭৯ঃ৭ খ. ৩৩ঃ৪৬; ৪৮ঃ৯ গ. ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ২৮ঃ৪১ ঘ. ৮২ঃ২ ঙ. ২০ঃ৪; ৭৪ঃ৫৫; ৭৬ঃ৩০; ৮০ঃ১২।

৩১৫৪। এই আয়াতটি বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত। ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো 'আমি উহাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করবো, তা তিনি তাদেরকে বলবে, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কেউ কর্ণপাত না করবে তার কাছে আমি পরিশোধ নিব' (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮-১৯)।

৩১৫৫। 'যা শিশুদের বুড়ো করে দিবে' অত্র আয়াতের এই বাগ্‌ধারাটি পরবর্তী আয়াতের 'আকাশ ফেটে যাবে' এর মতই রূপক ও আলঙ্কারিক। ২১ঃ১০৫ আয়াতে আছে 'আমরা আকাশকে গুটিয়ে নিব' এবং অনুরূপ বাক্য বা বাক্যাংশগুলো যা কুরআনের ৮২ঃ২ এবং ৮৪ঃ২ এ রয়েছে, সবগুলোই রূপক ভাষা। এগুলো প্রায় সমার্থক একটি কথারই বহুবিধ প্রকাশ। মোদ্দা কথা, 'এমন মহা বিপদাবলী সংঘটিত হবে, যা ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ও পরিণতি ডেকে আনবে।'

৩১৫৬। এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'প্রতিশ্রুতি' বলতে মক্কার পতনের সাথে সকল অশুভ চক্রের পতন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝিয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَاٰخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

২১। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক জানেন, [ক]তুমি ও তোমার সাথীদের [খ]একটি দল রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বা এর অর্ধেক বা এর এক তৃতীয়াংশ (ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে[৩১৫৭]। আর আল্লাহ্ রাত ও দিনের (পরিমাপকে) কমাতে (এবং) বাড়াতে থাকেন[৩১৫৮]। আর তিনি জানেন, তোমরা কখনো (এ রীতি নিয়মিতভাবে) পালন করতে পারবে না। অতএব তিনি মার্জনার সাথে তোমাদের প্রতি সদয় হলেন। সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু পড়ে নিও। তিনি জানেন, তোমাদের মাঝে রুগীরাও থাকতে পারে, এমন (লোক)ও থাকতে পারে যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীতে সফর করে এবং এমন আরো (লোক) থাকতে পারে যারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। অতএব এ (কুরআন) থেকে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু পড়ে নিও, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং [গ]আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিও। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য যা অর্জন করবে তা তোমরা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে এবং প্রতিদানের দিক থেকে আরো বৃহদাকারে পাবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২ [১] ১৪

দেখুন ঃ ক. ২৬ঃ২১৯ খ. ২৫ঃ৬৫; ৪১ঃ৩৯ গ. ২ঃ২৪৬; ৫৭ঃ১২; ৬৪ঃ১৮।

৩১৫৭। এই সুরার প্রারম্ভে নবী করীম (সাঃ)কে তাগিদ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন রাত্রিতে মনে প্রাণে দোয়াতে মশগুল থাকেন। ঐশী-বাণী প্রচারের যে গুরুতর ও গুরু-গম্ভীর দায়িত্ব শীঘ্রই তাঁর স্কন্ধে বর্তাবে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য এই নিশীথ প্রার্থনা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হবে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দিচ্ছেন এবং তিনি যে নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশকে পুরোপুরি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন-কেবল তিনিই নন বরং তাঁর অনুসারী মু'মিনরাও যে তা পালন করেছেন-আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্টির সাথে তা উল্লেখ করেছেন। নিশীথ রাতের প্রার্থনার আদেশটি মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য ছিল না, কিন্তু মহানবী (সাঃ)কে পদে পদে অনুসরণ করার বাসনা সাহাবীদের মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারেও তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিলেন।

৩১৫৮। "আল্লাহ্ রাত ও দিনের (পরিমাপকে) কমাতে (এবং) বাড়াতে থাকেন" বাক্যটির তাৎপর্য হলো কখনো দিন থেকে রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং কখনো রাত্রি থেকে দিন দীর্ঘ হয়। আবার কখনো কখনো দিবা-রাত্রি সমান সমান হয়ে থাকে। 'তোমরা কখনো (এ রীতি নিয়মিতভাবে) পালন করতে পারবে না' কথাটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা সকলেই নিয়মিতভাবে ও সময়মত এই নিশীথ-প্রার্থনা করার সামর্থ্য রাখে না।

সূরা আল্ মুদ্দাস্‌সের-৭৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর প্রথম দুই-তিনটির মধ্যে যে এটি একটি, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। এই সূরা ও পূর্ববর্তী সূরা (সূরা মুয্‌যাম্মেল) 'জময' সূরা বলে মনে হয়। এই দুটি সূরা প্রায় একই সময়ে অবতীর্ণ হয় এবং বিষয় ও ভাষার দিক থেকেও এরা প্রায় অনুরূপ। বস্তুত এই সূরাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ব সূরাটির সম্পূরক। পূর্ব সূরার নিবেদিত চিত্তে প্রার্থনাকারী 'মুয্‌যাম্মেল' আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এখন এই সূরার 'মুদ্দাস্‌সেরের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, যিনি এই নামের গুণে পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করবেন, সকল অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে মানবকে শৃঙ্খল-মুক্ত করববন, কুপথ-গামীর জন্য সতর্কারী হবেন, সুপথগামীর পথ-প্রদর্শক হবেন এবং সত্যান্বেষীদের নেতৃত্ব দান করবেন। এই সময় থেকে মহানবী (সাঃ) এর জীবন আর তাঁর জীবন রইলো না। এই জীবন আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত জীবন হয়ে গেল। এখন থেকে অপমান, বিরোধিতা, শত্রুতা ও অত্যাচার সত্বেও তিনি ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণের কাজে দৃঢ়ভাবে আত্ম-নিয়োগ করলেন। সূরাটি নবী করীম (সাঃ) এর উপর একটি নির্দেশ দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যার মর্ম হলোঃ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াও, যে সত্য তোমাকে প্রদত্ত হয়েছে তা প্রচার কর ও প্রকাশ্যে ঘোষণা কর। যারা এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে-ধন, মান, যশ ও শক্তি-সামর্থ্য যাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ-বধির করে রেখেছে, তারেরকে সতর্ক করে দাও যে তারা এই কারণে শাস্তি পাবে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেনি, অনাহারী দরিদ্রকে অন্ন দান করেনি, বরং তারা রং-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ ও বাজে কাজ করে দিন কাটিয়েছে। সূরাটির শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, কুরআন উপদেশমালায় পরিপূর্ণ একটি স্মারক-পুস্তক। এর মঙ্গল-বাণী যারা গ্রহণ করে তারা নিজেদের আত্মার মঙ্গলের জন্যই তা করে এবং যে একে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনে।
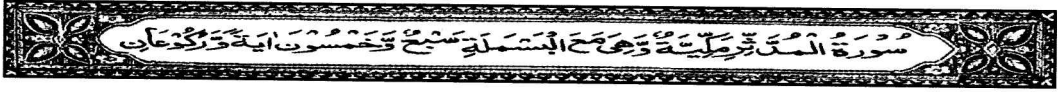
সূরা আল্ মুদ্দাস্সের-৭৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝
২। হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি[৩১৫৯]!	یٰۤاَیُّهَا الۡمُدَّثِّرُ ۝
৩। তুমি ওঠো এবং সতর্ক কর	قُمۡ فَاَنۡذِرۡ ۝
★ ৪। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা কর	وَ رَبَّکَ فَکَبِّرۡ ۝
★ ৫। এবং তোমার পোষাকপরিচ্ছদকে[৩১৬০] পবিত্র কর★	وَ ثِیَابَکَ فَطَهِّرۡ ۝
৬। এবং অপবিত্রতা থেকে (সম্পূর্ণরূপে) দূরে থাক[৩১৬১]	وَ الرُّجۡزَ فَاهۡجُرۡ ۝
৭। এবং বেশি পাওয়ার (আশায়) অনুগ্রহ করো না	وَ لَا تَمۡنُنۡ تَسۡتَکۡثِرُ ۝
৮। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধর।	وَ لِرَبِّکَ فَاصۡبِرۡ ۝
৯। খ.আর শিংগায় যখন ফুঁ দেয়া হবে[৩১৬২],	فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُوۡرِ ۝

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৩ঃ১০২; ৫০ঃ২১; ৬৯ঃ১৪।

৩১৫৯। 'তাদাস্সারা' বা 'ইদ্দাস্সারা' অর্থ সে নিজেকে পোষাকে জড়ালো। 'দাস্সারাহু' অর্থ সে তাকে বা একে নিশ্চিহ্ন করলো, সে তাকে গরম পোষাকে জড়ালো। 'দাস্সারাত্তাইরো' অর্থ পাখিটা তার বাসাটি ঠিকঠাক করলো। 'তাদাস্সারাল ফারাসা' মানে সে লাফ দিয়ে ঘোড়ার উপর উঠলো ও ছুটলো। 'তাদাস্সারুল আদুওয়া' অর্থ সে শত্রুকে পরাভূত করলো (লেইন)। মূলশব্দ ও ধাতুর এইসব বিভিন্ন অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে, মুদ্দাস্সের অর্থ দাঁড়ায়,-নিশ্চিহ্নকারী, সংস্কারক ও শৃঙ্খলাস্থাপনকারী, পরাভূতকারী, লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রাকারী। নবীর গুরুদায়িত্বিবহনকারী ব্যক্তিকে এই সব উপাধি দেয়া যায় (কাসীর)। যিনি সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শক্তি, মেধা ও গুণাবলীসহ নবুওয়াত-মহিমায় মহিমান্বিত তাঁকে 'মুদ্দাস্সের' বলা যায় (রুহুল মা'আনী)। এই সবগুলো গণবাচক নামই মহানবী (সাঃ) এর প্রতি যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৩১৬০। 'সিয়াব' অর্থ পোষাক-পরিচ্ছদ, কোন ব্যক্তির পোষ্য বা অনুসারী, পরিধানকারী দেহ বা পরিধানকারী স্বয়ং (লেইন ও ষ্টীনগ্যাস)। মহানবী (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তাঁর সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবতীর্ণ হবার পূর্বে একদল পূত-পবিত্র, পুণ্যচেতা অনুসারী তৈরী করা প্রয়োজন। আয়াতটির অর্থ হতে পারে, নবী করীম (সাঃ)কে স্বয়ং পুণ্যের প্রতীক হতে হবে, ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্র আচরণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

★ ['সিয়াবাকা' শব্দটি দিয়ে অন্তরকেও বুঝাতে পারে। আর সেক্ষেত্রে এটিকে আলংকারিকরূপে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, 'সিয়াবাকা' শব্দটি আক্ষরিকভাবে পোষাকপরিচ্ছদকে বুঝায়। অতএব কেউ যদি এটিকে আলংকারিকরূপে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে অন্তরই এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যামূলক অর্থ নয়। এ প্রেক্ষিতে 'সিয়াবাকা' শব্দটি খুব সম্ভব মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং প্রস্তাবিত বিকল্প অনুবাদটি হলো আক্ষরিক। এটি পাঠককে অনেক ব্যাপক ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৬১ ও ৩১৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০। [ক]সেদিনটি হবে অত্যন্ত কঠিন দিন[৩১৬৩]।

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ

১১। (সেদিনটি) কাফিরদের জন্য (মোটেও) সহজ হবে না।

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ

১২। [খ]তুমি আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি তাকে একাকী ছেড়ে দাও[৩১৬৪]।

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ

১৩। [গ]আর আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছিলাম

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ

১৪। [ঘ]এবং নিত্যসঙ্গী সন্তানসন্ততিও (তাকে দিয়েছিলাম)[৩১৬৫]।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ

১৫। আর আমি (পৃথিবীকে) তার জন্য উত্তম প্রতিপালন ক্ষেত্র বানিয়েছি।

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ

১৬। তথাপি সে লোভ করে যেন আমি (তাকে) আরো দেই।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ

১৭। কখনো না[৩১৬৬]। নিশ্চয় সে আমাদের নিদর্শনাবলীর শত্রু ছিল।

كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۙ

১৮। আমি অবশ্যই তাকে ক্রমবর্ধমান দুঃখকষ্টে জর্জরিত করবো।

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۙ

১৯। নিশ্চয় সে (আমার আয়াতগুলো শুনে) ভালভাবে চিন্তা করলো এবং অনুমান করলো।

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ২৭ খ. ৬৮ঃ৪৫; ৭৩ঃ১২ গ. ৬৮ঃ১৫; ঘ. ৬৮ঃ১৫।

৩১৬১। 'রুজ্য' অর্থ প্রতিমা-পূজাও হয় (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে মহানবী (সাঃ)কে মূর্তি-পূজার অবসান ঘটাতে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৩১৬২। আয়াতটির অর্থ ঃ যখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত সংস্কারক তথা আল্লাহ্‌র শিঙ্গা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানবকে নিজের দিকে আহ্বান করেন- অথবা মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর উদাত্ত আহ্বানকেও এখানে শিঙ্গা বুঝাতে পারে।

৩১৬৩। 'কঠিন দিন' বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝাতে পারে অথবা শির্‌ক বা অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাজয় ও সত্যের পূর্ণ বিজয়কেও বুঝাতে পারে।

৩১৬৪। আয়াতটি এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারেঃ আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার সাথে ব্যবহার করার বিষয়টা আমার উপরই ছেড়ে দাও। অথবা এর তাৎপর্য হতে পারেঃ যে ব্যক্তি আমার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করে নিজেকে সকলের উপরে অদ্বিতীয় মনে করে তার বিচার-ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। ওয়াহিদ অর্থ 'অদ্বিতীয়', 'তুলনাহীন'ও হয় (লেইন)।

যদিও এই আয়াতটিসহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াত প্রত্যেক উদ্ধত ও অহংকারী অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তথাপি এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য। এই ব্যক্তি কুরায়শদের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। তার সাথীদের মধ্যে সে 'অনন্য' ও 'কুরায়শদের সৌরভ' নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সুন্দর, সুললিত কবিতা আবৃত্তি ও অন্যান্য কার্যাবলীর জন্যও বিখ্যাত ছিল। তার দশ থেকে তেরটি পুত্র ও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল।

৩১৬৫। আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ ওয়ালিদের ছেলেরা সমাজে সম্মানিত ছিল। ওয়ালিদ যে সব সমাবেশে উপস্থিত থাকতো সেখানে তার ছেলেদেরকেও বিশিষ্ট স্থান দেয়া হতো। অথবা ওয়ালিদ এতই ধনী ছিল যে তার ছেলেরা সর্বদাই তাকে সঙ্গ দান করতো। কেননা তাদেরকে রুজি-রোজগারের জন্য কোথাও যেতে হতো না।

৩১৬৬। 'কাল্লা' শব্দটি অনুরোধ-প্রত্যাখ্যান অর্থে এবং অন্যায় অনুরোধের জন্য ভর্ৎসনারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ((মুফরাদাত্, লেইন)।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝
২০। অতএব সে ধ্বংস হোক! সে কিরূপ অনুমান করলো!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝
২১। সে আবারো ধ্বংস হোক![৩১৬৭] সে কিরূপ অনুমান করলো!

ثُمَّ نَظَرَ ۝
২২। এরপর সে তাকিয়ে দেখলো।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝
২৩। [ক.]এরপর সে ভ্রূ কুঁচকালো এবং মুখ বিকৃত[৩১৬৮] করলো।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝
২৪। এরপর সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং অহংকার করলো।

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۝
২৫। তখন সে বললো, [খ.]'এ তো কেবল পরম্পরায় প্রাপ্ত এক যাদু।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝
২৬। এ তো কেবল মানুষের কথা।'

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝
★ ২৭। আমি তাকে অচিরেই [গ.]'সাকার' এ নিক্ষেপ করবো।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝
★ ২৮। আর তোমাকে কিসে জানাবে 'সাকার' কী?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝
★ ২৯। এটি কাউকে নিস্কৃতি দেয় না এবং কোন কিছুই ছাড়ে না।

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝
★ ৩০। [ঘ.]এটি চামড়া ঝল্‌সে দেয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝
৩১। এর ওপর উনিশ[৩১৬৯] (জন প্রহরী) রয়েছে।

দেখুন ঃ ক. ৮০ঃ২ খ. ৩৪ঃ৪৪; ৩৭ঃ১৬ গ. ৩৭ঃ২৪ ঘ. ৭০ঃ১৭।

৩১৬৭। এই অভিশাপ-বাক্যটি বিশেষভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পদে পদে তার বিপদ ও ধ্বংস আসতে লাগলো। তার তিন পুত্র ওয়ালিদ, খালিদ ও হিশাম ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্যান্যরা তার চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেল। সে আর্থিক দিক দিয়ে এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চললো যে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।

৩১৬৮। ওয়ালিদকে যখন কুরআন পাঠ করে শোনানো হলো তখন সে বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং ক্রোধ প্রকাশ করে চলে গেল।

৩১৬৯। মানুষের নয়টি মুখ্য ইন্দ্রিয় আছে। এগুলোর মধ্যে সাতটি বহিরেন্দ্রিয়, একটি মহাজাগতিক স্থানের (space) প্রেক্ষিতে আমাদের যথার্থ অবস্থান নির্ণয়কারী এবং অপরটি অভ্যন্তরীণ অন্ত্রীয়-ইন্দ্রিয় যা ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায়। এই নয়টি ইন্দ্রিয়ের আবার প্রতিপক্ষস্বরূপ নয়টি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় আছে। আর এগুলোর সকলের উপরে রয়েছে একটি রক্ষণেন্দ্রিয় বা নিয়ন্ত্রণকারী ইন্দ্রিয় যাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত করতে পারি। এই সবগুলোকে উনিশটি দোযখ-রক্ষী বলা হয়েছে। নতুবা এই উনিশ সংখ্যাটি এমন কোন মহান ঐশী গোপন রহস্য হতে পারে যা 'কিতাবধারীদের' সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যার তাৎপর্য ও বাস্তবতা আল্লাহ্ তাআলা সময়মত প্রকাশ করবেন। তখন কিতাবধারীরা কুরআনের শিক্ষার সত্যতাকে স্বীকার করে নিবে এবং মু'মিনদের ঈমানের দৃঢ়তাও শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এমন দুঃসাহস কার আছে, যে বলতে পারে, ঐশী গোপন রহস্যাবলীর সবটাই সে জেনে ফেলেছে?

৩২। আর আমরা কেবল ফিরিশ্তাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেছি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি অস্বীকারকারীদের জন্য এক পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি যেন (এর মাধ্যমে) আহলে কিতাবরা দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং মু'মিনদের ঈমান সমৃদ্ধ হয় আর আহলে কিতাব ও মু'মিনরা কোন রকম সন্দেহে না থাকে। এর ফলে যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিররা বলে, 'এ [ক]দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ্ কী বুঝাতে চান'? এভাবেই আল্লাহ্ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন। [খ]আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। আর এতো কেবল মানুষের জন্য এক বড় উপদেশবাণী।

১ [৩২] ১৫

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣٢﴾

৩৩। সাবধান! চাঁদের কসম

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং রাতের (কসম) যখন এর অবসান হয়।

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٤﴾

৩৫। [গ]আর প্রভাতের[৩১৭০] (কসম) যখন তা আলোয় উদ্ভাসিত হয়

وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٥﴾

৩৬। যে, এটি [ঘ]নিশ্চয় (প্রতিশ্রুত) বড় বিষয়গুলোর একটি

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٦﴾

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারীরূপে

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٧﴾

৩৮। যেন তোমাদের মাঝে যে চায় সে এগিয়ে যায় এবং যে চায় সে পিছনে রয়ে যায়।

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٨﴾

৩৯। [ঙ]প্রত্যেক ব্যক্তি (নিজ) কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ[৩১৭১]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০। [চ]ডান দিকের লোকেরা ছাড়া,

إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ﴿٤٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৭; খ. ৩৩ঃ১০; ৪৮ঃ৫ গ. ৮১ঃ১৯ ঘ. ৭৯ঃ৩৫ ঙ. ১৪ঃ৫২; ৪০ঃ১৮; ৪৫ঃ২৩ চ. ৫৮ঃ২৮; ৯০ঃ১৯।

৩১৭০। 'প্রভাত' বলতে নবী করীম (সাঃ) এর 'প্রতিনিধি' প্রতিশ্রুত মসীহ্কে বুঝাতে পারে এবং প্রস্থানকারী রাত্রি বলতে অন্ধকারের যুগকে বুঝাতে পারে, যা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনে বিদূরিত হবে।

৩১৭১। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপের জন্য দায়ী থাকবে, যে পর্যন্ত কৃত পাপসমূহের জন্য সে দায়-শোধ না করবে অর্থাৎ পাপের শাস্তি ভোগ করে যে পর্যন্ত না তার পাপ ধৌত হয়ে যাবে সে পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

৪১। যারা জান্নাতে থাকবে। (তারা) একে অন্যকে জিজ্ঞেস করবে

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ

৪২। অপরাধীদের সম্পর্কে,

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ

★ ৪৩। 'কিসে তোমাদের 'সাকার' এ নিয়ে এল'?

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

৪৪। তারা বলবে, [ক]'আমরা নামাযী ছিলাম না

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ

৪৫। [খ]এবং আমরা অভাবীদের খাওয়াতাম না।

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ

৪৬। আর আমরা বাজে আলোচনায় মত্ত (লোকদের) সাথে (আলোচনায়) মত্ত হয়ে যেতাম।

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ

৪৭। আর আমরা [গ]বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

৪৮। অবশেষে আমাদের ওপর [ঘ]মৃত্যু[৩১৭২] এসে গেল'।

حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ

৪৯। সুতরাং [ঙ]সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ

৫০। তাদের কী হয়েছিল, তারা উদেশপূর্ণ কথা থেকে (এভাবে) মুখ ফিরিয়ে রাখতো

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ

৫১। যেন এরা ভীতসন্ত্রস্ত গাধা,

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ

৫২। (যারা) সিংহের ভয়ে পালাচ্ছে?

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ

৫৩। বরং এদের প্রত্যেকে এটাই চাইতো, (তার মতাদর্শ প্রচারের জন্য যদি) ব্যাপক হারে বিতরণযোগ্য পুস্তকপুস্তিকা[৩১৭৩] তাকে দেয়া হতো!★

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ

৫৪। কখনো নয়। বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ

দেখুন ঃ ক. ৭৫ঃ৩২ খ. ৬৯ঃ৩৫; ৮৯ঃ১৯; ১০৭ঃ৪ গ. ৭৫ঃ৩৩ ঘ. ১৫ঃ১০০ ঙ. ২০ঃ১১০; ৩৪ঃ২৪।

৩১৭২। 'ইয়াকীন' অর্থ, নিশ্চিত সত্য, নিরাপত্তা, মৃত্যু (আকরাব)।

৩১৭৩। কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, অবিশ্বাসীরা এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী জানিয়েছিল, যে পর্যন্ত না মহানবী (সাঃ) আকাশ থেকে তাদের পাঠের জন্য তাদের উপস্থিতিতে একটি পুস্তক নামিয়ে আনবেন সে পর্যন্ত তারা ঈমান আনবে না। এই আয়াত তাদের ঐ দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করছে (১৭ঃ ৯৪)।

★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ ۝

৫৫। সাবধান! নিশ্চয় এ (কুরআন) এক বড় উপদেশবাণী।

فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ۝

৫৬। সুতরাং যে চায় সে যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۝

রুকু ২ [২৫] ১৬

৫৭। আর ক-আল্লাহ্ চাইলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে[৩১৭৪]। তিনিই একমাত্র ভয় করার ও ক্ষমা করে দেয়ার যোগ্য।

দেখুন ঃ ক. ৭৬:৩১, ৮৪:৩০

★ [এ আয়াতটি 'ওয়া ইযাস্সুহুফু নুশিরাত' এ বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৭৪। কাফিররা কুরআন দ্বারা কখনো উপকৃত হবে না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে একীভূত করে নিবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছার উপর আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বলবৎ করবে। (৭৬ঃ৩১)

সূরা আল্ কিয়ামা-৭৫

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে কিয়ামা বা পুনরুত্থান। কেননা পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীই এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে। এই সূরাটি নিশ্চয়ই 'নবুওয়তের' প্রারম্ভিক কালের একটি মক্কী সূরা। কেননা মক্কী সূরাগুলোই সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র একত্ব, পুনরুত্থান ও ওহী-ইলহাম নিয়ে আলোচনা করেছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষভাগে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কুরআনের বাণীকে গ্রহণ করবে তারা এতই উন্নতি করবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে তারা সর্বোত্তম মর্যাদার স্থান লাভ করবে। এই সূরাটি পুনরুত্থান-বিষয় আলোচনা দ্বারা শুরু হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে, কুরআনের উচ্চাঙ্গীণ শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পুণ্যময় সাহচর্য ও পবিত্রকারী আদর্শ অধঃপতিত আরব জাতিকে উচ্চ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাদের নৈতিক উত্থান ঘটাবে।

সূরার প্রথমে শপথপূর্বক বলা হয়েছে, পুনরুত্থান নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে এবং এই শপথের স্বপক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণকে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রমাণরূপে 'নাফ্সে লাউওয়ামা'র শপথ নেয়া হয়েছে। 'নাফ্সে লাউয়ামা'র অর্থ ভর্ৎসনাকারী আত্মা, যার বদৌলতে মন্দ কাজের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। অনুশোচনার ফলে মানুষের নৈতিক উন্নতির উন্মেষ ঘটে। নৈতিক উন্নতির এটাই প্রথম স্তর। অতঃপর সূরাটি অবিশ্বাসীদের একটি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উল্লেখ করেছে। তাদের প্রশ্নটি হলো, মানুষ যখন মৃত্যুর পর একেবারে মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাবে তখন তারা অবার জীবন লাভ করবে কীরূপে? এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়েছে, মানুষ মনে-প্রাণে এই কথা জানে যে পাপ ও অপকর্মের শাস্তি না হয়ে যায় না। অতএব প্রত্যেকের কাজের জবাবদিহির জন্য একটি দিন থাকতে হবে, যেদিন তাদেরকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে কুরআনের বাণীসমূহের (পুস্তকাকারে) সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হওয়া ও ঐশীভাবে অবিকল অবস্থায় এর সংরক্ষণ-কর্মকেও যুক্তিরূপে পেশ করা হয়েছে। যেহেতু অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা কুরআনই পুনরুত্থানের নিশ্চয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেহেতু কুরআনকে পূর্ণাকারে সংরক্ষণও করা হয়েছে। তারপর মানুষের মৃত্যুকালীন মনোকষ্টের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে মৃত্যু থেকে বাঁচবার আকুল আকুতি চিত্রিত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, মৃত্যুকালে মানুষের মনে এই ভয় প্রকট হয়ে উঠে যে তাকে এখন কাজের হিসাব দিতে হবে। সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দেয়া হয়েছে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাকে নিশ্চয়ই জবাব দিতে হবে। অবিশ্বাসীদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, মানুষের দৈহিক গঠন ও অবয়ব একটি মাত্র নগণ্য শুক্র-বিন্দু থেকে সম্পন্ন হয়েছে। এতেই সে পূর্ণাকৃতির মানুষ হয়েছে, নানাবিধ শক্তি ও ক্ষমতাসমূহে ভূষিত হয়েছে এবং অগণিত গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। এর দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে বুঝা যায়, মানব-জীবন এক মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অস্তিত্বে এসেছে। অতএব দেহরূপ তাঁবু থেকে আত্মার প্রস্থানের সাথে সাথেই তার যাত্রা শেষ হতে পারে না।
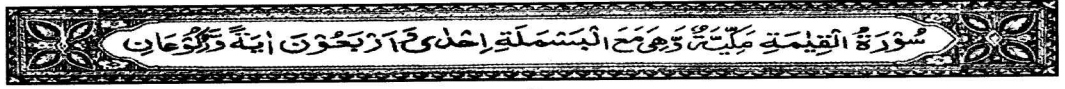
সূরা আল্ কিয়ামা-৭৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[৩১৭৫]।

بسم الله الرحمن الرحيم ۝

২। সাবধান![৩১৭৬] আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাচ্ছি।

لا اقسم بيوم القيمة ۝

★ ৩। আর আমি বার বার ভর্ৎসনাকারী আত্মার[৩১৭৭] কসম খাচ্ছি।

ولا اقسم بالنفس اللوامة ۝

৪। মানুষ কি মনে করে আমরা তার [খ]হাড়গোড় কখনো একত্র করবো না?

ايحسب الانسان الن نجمع عظامه ۝

৫। বরং আমরা তার আঙ্গুলের ডগাগুলোও পুনস্থাপন করার ক্ষমতা রাখি[৩১৭৮]।

بلى قدرين على ان نسوي بنانه ۝

★ ৬। কিন্তু মানুষ অব্যাহতভাবে পাপ করতে চায়।

بل يريد الانسان ليفجر امامه ۝

৭। সে [গ]জিজ্ঞেস করে, 'কিয়ামত দিবস কবে আসবে?'

يسئل ايان يوم القيمة ۝

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ২৩ঃ৮৩; ৩৭ঃ৫৪; ৫৬ঃ৪৮; ৭৯ঃ১১-১৩ গ. ৭৮ঃ২; ৭৯ঃ৪৩।

৩১৭৫। ১ঃ১ দেখুন।

৩১৭৬। এখানে এই 'লা' শব্দটির তাৎপর্য হলো, তারা যেরূপ মনে করে বিষয়টা সেরূপ নয়। সময় সময় 'লা' শব্দটি আপত্তি খন্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা পূর্বে যা হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যা হবে তা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (মুফরাদাত, লেইন)।

৩১৭৭। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি বড় বড় স্তর রয়েছে বলে কুরআন উল্লেখ করেছে। প্রথম স্তরটিকে বলা হয়েছে 'নফ্সে আম্মারা'র বা মন্দকাজের আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মার স্তর। এই স্তরে মানুষের পাশবিক বা জৈবিক শক্তির প্রাধান্য থাকে। দ্বিতীয় স্তরটি হলো 'নফ্সে লাউওয়ামা'র স্তর বা ভর্ৎসনাকারী আত্মা'র স্তর। এই স্তরে মানুষের জাগ্রত বিবেক মন্দ কাজের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করে এবং তার পাশবিক ইন্দ্রিয়-সমূহসহ মানসিক ক্ষুধাগুলোকে পরাভূত করে। এটাই তার নৈতিক পুনরুত্থানের ধাপ। আর সেজন্যই এই পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানকে কিয়ামত বা সর্বশেষ পুনরুত্থানের সাক্ষীরূপে এখানে পেশ করা হয়েছে। যদি কোন দায়িত্বই না থাকে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তার কার্যাবলীর হিসাব দিতে না হয় তাহলে মন্দ কাজ করে সে বিবেকের তাড়না খায় কেন? আধ্যাত্মিক তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হলো 'নফ্সে মুৎমায়িন্নাহ্' (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা)। এই স্তরে পৌঁছে আত্মা সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে। ভুলভ্রান্তি ও পাপাসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে তার ইচ্ছা একাকার হয়ে যায়।

৩১৭৮। 'বানান' (আঙ্গুলের ডগা) বলতে, মানুষের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্যকেই বুঝায়। কেননা আঙ্গুলের সাহায্যে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু ধরে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কাজ করে। শব্দটি দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গকেও বুঝাতে পারে। কারণ অনেক সময় বস্তুর অংশ দ্বারা সমস্ত বস্তুটাই বুঝায় (যেমন 'এবার মাথা-গণনা হবে' বাক্যে মাথা অর্থ মানুষ)। আয়াতটির তাৎপর্য হলোঃ আল্লাহ্ একটা মানুষের বা একটা জাতির মৃত্যু ও ধ্বংসের পরেও তাকে বা সেই জাতিকে সকল শক্তিনিচয়সহ পুনরুজ্জীবন দানের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

৮। তুমি (উত্তর দাও), চোখে যখন ধাঁ ধাঁ লেগে যাবে	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝
৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝
১০। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে[৩১৭৯],	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
১১। সেদিন মানুষ বলবে, [ক]'পালাবার পথ কোথায়?'	يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝
১২। সাবধান! কোন আশ্রয়স্থল নেই।	كَلَّا لَا وَزَرَ ۝
১৩। কেবল তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
১৪। সেদিন মানুষকে জানানো হবে, সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পিছনে কী ছেড়ে এসেছে[৩১৮০]।	يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝
★ ১৫। আসলে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত,	بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝
১৬। যদিও সে তার বড় বড় অজুহাত উপস্থাপন করে।	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝
১৭। (হে নবী!) তুমি এ (কুরআন) মনে রাখার জন্য তোমার জিহ্বাকে দ্রুত নাড়াবে না।	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ৫-৬; ৭৯ঃ৭ খ. ৩৩ঃ৪৬; ৪৮ঃ৯ গ. ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ২৮ঃ৪১ ঘ. ৮২ঃ২ ঙ. ২০ঃ৪; ৭৪ঃ৫৫; ৭৬ঃ৩০; ৮০ঃ১২।

৩১৭৯। 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে' এই বাক্যটি দ্বারা 'সৌরজগতে মহা বিপর্যয় ঘটবে' বুঝাতে পারে। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে এই ঃ আরব ও ইরান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। কারণ 'চন্দ্র' হলো আরব জাতির ক্ষমতার প্রতীক এবং 'সূর্য' ইরানের। এছাড়াও আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে, মহানবী (সাঃ) এর একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের সময় তাঁর সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে (বায়হাকী, দারকুৎনী), যদিও তা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটবে, তথাপি এতে অস্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হবে। এই আয়াতটিতে উপর্যুক্ত হাদীসের ঘটনার প্রতিও ঈঙ্গিত থাকতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৯৪ খৃষ্টীয় সনের রমযান মাসে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে পূর্ব গোলার্ধে এবং আবারও পশ্চিম গোলার্ধে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে।

৩১৮০। 'সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পিছনে কী ছেড়ে এসেছে' এর অর্থঃ যেসব পাপকর্ম সে করেছিল অথচ করা উচিত ছিল না এবং যে সকল পুণ্যকর্ম তার করা উচিত ছিল অথচ তা সে করেনি। মোটামুটি অর্থঃ তার কৃত-পাপ ও কর্তব্য-বর্জনজনিত পাপ।

১৮। [ক]এ (কুরআন) একত্র করার এবং তা পড়ে শুনানোর দায়িত্ব নিশ্চয় আমাদেরই[৩১৮১]।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ

১৯। অতএব আমরা যখন তা পাঠ করি তখন এর পাঠের (পর) তুমিও তা পড়ে নিও।

فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ

২০। এরপর এর সঠিক ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদেরই।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ

★ ২১। আসলে [খ]তোমরা তা-ই ভালবাস, যা তোমাদের নাগালে রয়েছে।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ

★ ২২। আর তোমরা পরকালকে উপেক্ষা করে থাক।

وَتَذَرُونَ ٱلْءَاخِرَةَ

২৩। কোন কোন [গ]চেহারা সেদিন সতেজসজীব হবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ

২৪। (তারা আগ্রহভরে) নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে[৩১৮২]।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

২৫। [ঘ]আর কোন কোন চেহারা সেদিন মলিন হবে

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ

২৬। মেরুদন্ড ভেঙ্গে[৩১৮৩] দেয়া হবে এমন আচরণের কথা ভেবে।

تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

২৭। সাবধান! [ঙ]প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবে

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১০ খ. ৮৭ঃ১৭ গ. ৮৮ঃ৯ ঘ. ৬৮ঃ৪৪; ৮০ঃ৪১; ৮৮ঃ৩-৪ ঙ. ৫৬ঃ৮৪।

৩১৮১। 'বুখারী শরীফ' থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে কুরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হলে ভুলে যাওয়ার আশংকায় নবী করীম (সাঃ) অতিশয় ত্রস্তব্যস্ত অবস্থায় তা কণ্ঠস্থ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। পর্ববর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হলো তিনি (সাঃ) যেন এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাঁকে আশ্বাস দেয়া হলো যে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে বিশুদ্ধাবস্থায় রক্ষা তো করবেনই, তদুপরি এইগুলোকে সংগৃহীত করে পবিত্র ও মনোরম গ্রন্থের আকৃতি দান করবেন (ইন্ট্রডাক্‌শন টু দি হলি কুরআন দেখুন)। তিনি এত আশ্বাস দিলেন যে এর (কুরআনের) বাণী বিশ্বময় প্রচার ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও তাঁরই অর্থাৎ আল্লাহ্‌রই (১৫ঃ১০)। এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য এরূপও হতে পারে ঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কাফিরদের হিসাব দানের ও শাস্তি-প্রাপ্তির দিনের কথা বলা হয়েছে সেহেতু মহানবী (সাঃ) ব্যগ্রতার সাথে ভাবছিলেন যে তাদের ঐ শাস্তির স্বরূপ কী হবে, কুরআরের বাণীসমূহ কীরূপে সংগৃহীত হয়ে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করবে, কী উপায়ে কুরআন বিশ্বময় পঠিত ও প্রচারিত হবে, এসব বিষয়ই আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। মূল অনুবাদে দেয়া অর্থ ছাড়াও আয়াতটির অনুবাদ এরূপও হতে পারে ঃ "তোমাদের মুখ দ্বারা কুরআনের বাণী ব্যাখ্যা করা, প্রচার করা আমারই (আল্লাহ্‌রই) দায়িত্ব" (রুহুল মা'আনী)। এই বাক্যটি নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নতকে মানবের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে এবং কুরআনের পরেই সুন্নতের উপর নির্ভরশীলতাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ হেদায়াত বলে গণ্য করেছে।

৩১৮২। ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল মু'মনিরা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাওয়ার আশায় আল্লাহ্‌র দিকে তাকাবে অথবা তাদেরকে বিশেষ আধ্যাত্মিক চক্ষু দেয়া হবে যা দিয়ে তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তাআলার দীদার (দর্শন লাভ) দুনিয়ার বেড়াজাল থেকে মুক্ত মানবাত্মার উপর এক বিশেষ ঐশী জ্যোতি স্বরূপ প্রকাশিত হবে।

৩১৮৩। আরবরা বলে, 'ফাকারাৎহুল দাহিইয়াতু' অর্থ, 'মহাবিপদ তার মেরুদন্ডের অস্থি ভেঙ্গে দিল' (লেইন)।

২৮। এবং বলা হবে, '(তাকে রক্ষা করার জন্য) কোন ওঝা[৩১৮৪] আছে কি'?

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝

২৯। আর সে বিশ্বাস করবে, এখন বিদায় (মুহূর্ত)।

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

৩০। আর (মৃত্যু-যন্ত্রণায় তার) গোড়ালীর সাথে গোড়ালী ঘর্ষণ করবে[৩১৮৫]।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

১ [৩১] ১৭

৩১। সেদিন তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই হাঁকানো হবে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

৩২। আসলে সে সত্যায়ন[৩১৮৬] করেনি এবং [ক.]নামাযও পড়েনি।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝

৩৩। [খ.]বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

৩৪। এরপর সে দম্ভভরে তার পরিবারপরিজনের কাছে গেল।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝

৩৫। তুমি ধ্বংস হও! আবারও ধ্বংস হও!

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

৩৬। পুনরায় (বলছি) তুমি ধ্বংস হও। আবারও ধ্বংস হও[৩১৮৭]!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

দেখুন ঃ ক. ৭৪ঃ৪৪ খ. ৭৪ঃ৪৭।

৩১৮৪। এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে ঃ (১) মৃত্যুমুখী মানুষের আত্মার সাথে কে যাবে-দয়ার ফিরিশ্‌তা যে তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবে, অথবা শাস্তির ফিরিশ্‌তা যে তাকে দোযখে নিয়ে যাবে? (২) এমন যাদুকর আছে কি, যে আসন্ন মৃত্যুকে ঝাড়ফুঁক দিয়ে টলিয়ে দিতে পারে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যু-যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতে পারে?

৩১৮৫। 'সাক' শব্দটির অর্থ 'হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহাংশ'। 'গোড়ালীর সাথে গোড়ালী ঘর্ষণ' এটি একটি আলঙ্কারিক বা রূপক কথা, যার অর্থ মহাদুর্যোগ বা মহাকষ্ট। ২১৭৭ টীকা দেখুন। এই আয়াতটির মর্ম মৃত আত্মার উপর কষ্টের পর কষ্ট নেমে আসবে। নিকটতম আত্মীয় ও প্রিয়জনকে চিরতরে পিছনে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টের সাথে যুক্ত হয় মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং তার সাথে অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে যুক্ত হয় পরকালের অপেক্ষমান শাস্তির চিন্তা।

৩১৮৬। 'সাদ্দাকা' বিশ্বাসের স্থলবর্তী এবং 'সাল্লা' সৎকর্মের স্থলবর্তী, বিশ্বাস ও সৎকর্ম (ঈমান ও আমল)। এই দুটি ইসলামের মূল কথা। নামায ইবাদতের সারবস্তু। ইবাদত মানে নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করে দেয়া এবং নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র বিধানের (শরীয়তের) সাথে একাকার করে নেয়া। এই হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় 'কাফিরের দেহ ও মন উভয়ই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।'

৩১৮৭। কাফির, অহঙ্কারী, বিদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি 'অভিসম্পাত' বার বার উচ্চারণ করার তাৎপর্য হলোঃ তার শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা তার ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা উক্ত যন্ত্রণা ও শাস্তির গভীরতা, ব্যাপ্তি ও আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

★৩৭। মানুষ কি মনে করে, তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে[৩১৮৮]?

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝

৩৮। [ক]সে কি বীর্যের একটা ফোঁটা ছিল না যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়েছিল?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝

৩৯। [খ]এরপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হলো। এরপর তিনি তাকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাকে সুসামঞ্জস্যতা দান করেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝

৪০। [গ]এরপর তিনি তা থেকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ নর ও নারী (রূপে)।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

২
[১০]৪১। তিনি কি [ঘ]মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন[৩১৮৯]?
১৮

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝ ع

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৩৮; ৩৬ঃ৭৮; ৮০ঃ২০ খ. ২৩ঃ১৫; ৪০ঃ৬৮; ৯৬ঃ৩ গ. ৯২ঃ৪ ঘ. ১৭ঃ৫১-৫২; ৩৬ঃ৮০; ৪৬ঃ৩৪।

৩১৮৮। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অতি নগণ্য এক ফোঁটা শুক্র-বীর্য থেকে সৃষ্টি করে তাকে এতসব প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন যে সে সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল প্রকারের সৃষ্টি আবর্তিত হয়। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা মানুষকে খাওয়া-দাওয়া ও ফূর্তি করার জন্য একেবারে মুক্ত ছেড়ে দিয়েছেন বলে মনে করাটা ঐশী প্রজ্ঞার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।

৩১৮৯। সেই প্রভু যিনি মানুষকে নগণ্য বস্তু থেকে এত বড় ক্ষমতাবান ও গুণসম্পন্ন করেছেন, মৃত্যুর পরে যখন তার হাড়গোড় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মাটিতে মিশে যায় তখনো তিনিই তাকে নব জীবন দানের ক্ষমতা রাখেন, যাতে সে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে।

সূরা আদ্ দাহ্‌র-৭৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার মতই প্রথম দিকের মক্কী সূরা। এই সূরাকে 'আল্ ইনসান' নামেও অভিহিত করা হয়। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছিল, সামান্য তরল শুক্র-বিন্দু থেকে সৃষ্ট মানুষকে অশেষ শক্তি ও গুণাবলীসম্পন্ন করে পূর্ণ মানবে পরিণত করার মধ্যে এই অবিসংবাদিত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে যে তার জীবন নিশ্চয়ই ঐশী উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। তৎসঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ যিনি তাকে এক ফোঁটা শুক্র-বীর্য থেকে এত বড় করেছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পরেও নতুন জীবন দানের শক্তি রাখেন। এই সূরাটি ঐ বিষয়েরই সম্প্রসারণ। অর্থাৎ মানুষকে অসাধারণ প্রকৃতিগত গুণাবলী দ্বারা এই জন্য বিভূষিত করা হয়েছে যাতে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমা পর্যন্ত উপনীত হতে পারে। সূরাটির প্রারম্ভেই মানুষের জীবনের সম্বলহীন, অসহায় সূচনার কথা তাকে স্মরণ করানো হয়েছে। তারপর তার বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি উন্মেষের কথা তাকে স্মরণ করানো হয়েছে যার সাহায্যে সে নবীগণের প্রদর্শিত পথ অনুরণ করে অনন্ত কাল ধরে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে থাকে এবং এভাবে তার সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখনই ঐশী শিক্ষকগণ মানুষকে পথ-প্রদর্শনের জন্য তাদের মধ্যে আগমন করেন কিছু লোক আল্লাহ্‌র বাণীকে ও বাণী-বাহককে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র বিরাগ-ভাজন হয়। আবার কিছু ভাগ্যবান লোক এই ঐশী আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে। তারপর সূরাটি ধার্মিক ও সৎকর্মশীল মু'মিনদের উপর ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাআলা যে কত রকমের অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে থাকেন তার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অবিশ্বাসীরা, যারা ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র সমাগত বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির কথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই এই মন্তব্য করে সমাপ্তি টেনেছে যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর কাছে পথ-দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্‌র এই ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে না মিলায় তাহলে সে কুরআন থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না।
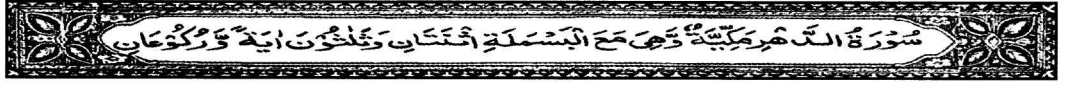
সূরা আদ্ দাহ্র -৭৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৩২ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২। মহাকালে মানুষের ওপর এমন সময়ও কি এসেছিল যখন সে [খ]উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না?

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝

★ ৩। [গ]নিশ্চয় আমরা মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্র বিন্দু[৩১৯০] থেকে সৃষ্টি করেছি, যাকে আমরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিভিন্ন আকারে) রূপান্তরিত করে থাকি। এরপর আমরা তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۝

৪। [ঘ]নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। হয় তো সে কৃতজ্ঞ হবে, নয় তো অকৃতজ্ঞ হবে।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝

৫। [ঙ]নিশ্চয় আমরা কাফিরদের জন্য নানা রকম শিকল ও গলার বেড়ী এবং এক লেলিহান আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি[৩১৯১]।

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝

৬। নিশ্চয় পুণ্যবান লোকেরা কর্পুর[৩১৯২] মিশ্রিত পেয়ালা থেকে পান করবে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝

৭। (এ হলো) এমন একটি ঝরণা[৩১৯২-ক] যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে। তারা খুঁড়ে খুঁড়ে এ (ঝরণাকে) প্রশস্ত করতে থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৯ঃ৬৮ গ. ১৮ঃ৩৮; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮; ৮০ঃ২০ ঘ. ৯০ঃ১১ ঙ. ১৮ঃ১০৩; ২৯ঃ৬৯; ৩৩ঃ৯; ৪৮ঃ১৪।

৩১৯০। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা শুক্র-বিন্দু থেকে, যা নিজেই অনেক বস্তুর সংমিশ্রণ। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে মানুষও বহু গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সংমিশ্রণে গঠিত। আর এইসব গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যেই মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। এই পদ্ধতিই মানব-সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। কিন্ত এর ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রেই হবে না, এমন নয়।

৩১৯১। মানুষের প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহ্‌র একটি অনুরূপ কাজকে ডেকে আনে। অস্বীকারকারীদের সংসারাসক্তি পরজগতে শিকলের রূপ ধারণ করবে, কেবল ইহলোকের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে জীবন কাটিয়ে দেয়া পরলোকে লোহার গলা-বন্ধনীর রূপ নিবে এবং লোভ-লালসা এবং কামনা-বাসনা দোযখাগ্নির রূপ লাভ করবে ইত্যাদি।৩১১৬ টীকা দেখুন।

৩১৯২। 'কাফূর' শব্দটি 'কাফারা' থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ আবৃত করা বা দমিয়ে রাখা। তাৎপর্য এটিই যে কর্পূর-মিশ্রিত শরবত পান দ্বারা জৈবিক ইন্দ্রিয়াসক্তির উগ্রতা হ্রাস পাবে। ধর্মপরায়ণ মু'মিনদের হৃদয় পাপ-পঙ্কিল চিন্তা থেকে পবিত্র ও মুক্ত হবে এবং গভীর ঐশী জ্ঞানের শীতলতা দ্বারা তারা প্রশান্তি লাভ করবে।

৩১৯২-ক। যে সকল প্রস্রবণ মু'মিনগণ নিজের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা পেয়ালা ভরে পান করবেন। 'তফ্‌জীর' শব্দটি কঠোর পরিশ্রমের (সাধনা) প্রতি ইঙ্গিত করছে। যেসব সৎকর্ম তারা ইহলোকে থাকাকালীন সময়ে সম্পাদান করেছে তা পরকালে প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হয়ে তাদের মনোরঞ্জন করবে ও তৃষ্ণা মিটাবে। এটি আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রথম স্তর, যা অবিরাম,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

৮। তারা (নিজেদের) মানত[৩১৯৩] পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যে (দিনের) অকল্যাণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

৯। [ক]আর তাঁরই ভালবাসায়[৩১৯৪] তারা অভাবী, এতীম এবং বন্দীদের খাওয়ায়।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝

১০। (আর তারা বলে,) 'আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও (চাই) না।

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝

১১। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসন্ন) এক ভীতিপূর্ণ (ও) ভয়ঙ্কর[৩১৯৫] দিনের ভয় করি'।

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝

১২। সুতরাং আল্লাহ্ সে দিনের অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

১৩। [খ]আর তাদের ধৈর্য ধরার প্রতিদানে তিনি তাদের জান্নাত ও রেশমের (পোষাক) দান করবেন।

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝

১৪। [গ]তারা সেখানে পালংকের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা প্রখর রোদ বা তীব্র শীত দেখতে পাবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝

১৫। আর এ (জান্নাতের) ছায়া [ঘ]তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলফলাদি (তাদের) নাগালে এনে দেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ৯০ঃ১৫-১৭ খ. ২২ঃ২৪ গ. ১৮ঃ৩২; ৩৬ঃ৫৭; ৮৩ঃ২৪ ঘ. ২০ঃ১২০।

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মু'মিনগণ অর্জন করে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কঠোর প্রচেষ্টা ও সাধনার দ্বারা স্বীয় রিপুসমূহকে বশীভূত করতে পারবে ততক্ষণ তার পক্ষে কোন আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই আয়াতে বর্ণিত 'প্রস্রবণ' আর কিছুই নয়, এটি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও ঐশী উপলব্ধির 'প্রস্রবণ'।

৩১৯৩। 'তারা (নিজেদের), মানত পূর্ণ করে' অর্থ: তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করে। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের কথা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৩১৯৪। আয়াতটির অর্থ হতে পারে ঃ (১) যেহেতু মু'মিনরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, সেহেতু আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের জন্য তারা দরিদ্রকে, এতীমকে এবং বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে থাকে। (২) তারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রকে খাদ্য সরবরাহ করে, প্রতিদানে কিছুই চায় না, এমন কি প্রশংসাও চায় না। (৩) তারা নিজেরা টাকা-কড়ি ভালবাসে, তদ্‌সত্ত্বেও তারা গরীবের জন্য সেই টাকা-কড়ি খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। (৪) তারা গরীবদেরকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য খাওয়ায়। 'তায়াম' এর অর্থ সুস্বাদু সাস্থ্যসম্মত খাদ্য (লেইন)।

৩১৯৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৬। [ক]আর রূপার পাত্রে ও কাঁচের পানপাত্রে তাদের পরিবেশন করা হতে থাকবে,

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٦﴾

★ ১৭। এরূপ রূপার তৈরী কাঁচ (পাত্রে), যা তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা) সুনিপুণভাবে তৈরী করেছে।

قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٧﴾

১৮। আর সেখানে আদা মিশ্রিত[৩১৯৬] পেয়ালা থেকে তাদের পান করানো হতে থাকবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٨﴾

১৯। সেখানে 'সালসাবীল' নামে এক ঝরণা থাকবে[৩১৯৭]।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٩﴾

২০। [খ]আর তাদের (সেবায় নিয়োজিত) চিরকিশোর বালকেরা পরিবেশনরত থাকবে। তুমি যখন এদের দেখবে তখন তুমি এদের ছড়িয়ে থাকা মুক্তা মনে করবে।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿٢٠﴾

২১। আর তুমি সেখানে যেদিকেই তাকাবে মহা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের (সমারোহ) এবং বিশাল রাজ্য দেখতে পাবে[৩১৯৮]।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

★ ২২। তারা [গ]সবুজ মিহি রেশমী পোষাক এবং বুটিদার রেশমী কাপড় পরিহিত থাকবে। আর [ঘ]রূপার কাঁকণ তাদের পরানো হবে। আর তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পবিত্র পানীয় পান করাবেন[৩১৯৯]।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ৭২ খ. ৫২ঃ২৫; ৫৬ঃ১৮ গ. ১৮ঃ৩২; ৪৪ঃ৫৪ ঘ. ১৮ঃ৩২; ২২ঃ২৪; ৩৫ঃ৩৪।

৩১৯৫। 'ইয়াওমুন আবূসুন' অর্থ অতি কষ্টকর, দুর্যোগময় দিন, যে দিন মানুষের জন্য ভীষণ কষ্ট নিয়ে আসে। 'ইয়াওমুন কাম্‌তারীরুন' অর্থ কষ্টকর, দুর্যোগপূর্ণ দিন, যা চক্ষের ভ্রূ পর্যন্ত সেলাই করে ফেলে অর্থাৎ চক্ষুর চামড়াকে সঙ্কুচিত করে ফেলে (লেইন)।

৩১৯৬। 'যান্‌জাবীল' একটি যুগ্ম শব্দ। 'যানা (ঊর্ধ্বে উঠা) এবং 'জাবাল' (পাহাড়) মিলে অর্থ দাঁড়ায়,'সে পর্বতারোহণ করলো।' 'যান্‌জাবীল' (আদা) শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ বর্ধনে খুবই সাহায্য করে। এটি দুর্বল শরীরে শক্তি যোগায় এবং তেজ সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত ডিঙাতে পারে। যে দুটি আয়াতে 'কাফূর' (কর্পূর) ও 'যানজাবীলে'র (আদা) উল্লেখ রয়েছে, তাতে বুঝানো হয়েছে যে নীচস্তরের ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য ও ধার্মিকতার উচ্চস্তরে উঠতে হলে মানুষকে দুটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরে বিষাক্ত বস্তুগুলোর বিনাশ সাধন ও রিপুসমূহের দমন করতে হয়। একে বলা হয়েছে 'কাফূর' স্তর বা কর্পূরাবস্থা। কেননা এই স্তরে প্রবৃত্তির দমন পর্যন্ত ঘটে থাকে, যেমন কর্পূর রিপুসমূহের কুফল দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার সামর্থ্য যোগায় তা অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, যাকে বলা হয়েছে 'যানজাবীল' স্তর বা যানজাবিলী অবস্থা। আধ্যাত্মিক আদা আধ্যাত্মিক রীতি-নীতি ও বিষয়াবলীর উপরে টনিকের মত ক্রিয়া করে এবং ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে সাহায্য করে আত্মাকে চাঙ্গা করে তোলে। এর ফলেও আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অনতিক্রম্য ভূমি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। পথে পথে যত উচ্চ পাহাড়-টিলা ইত্যাদি দেখা দেয়, শক্তি-প্রাপ্ত আত্মার বলে বলীয়ান হয়ে সে ঐগুলোও পার হয়ে যায়।

৩১৯৭। 'সাল্‌সাবীল' এর আক্ষরিক অর্থ "রাস্তা সম্বন্ধে খোঁজ নেয়া"। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো,'যানজাবীল' স্তরে আধ্যাত্মিক যাত্রী আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এমনই মত্ত ও উত্তেজিত হয় যে আল্লাহ্‌র সাথে যথাশীঘ্র মিলনের নেশায় সে যেখানে যাকে পায় তার কাছে খোঁজ করে– আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সোজা ও খাটো রাস্তা কোন্‌টি।

৩১৯৮ এবং ৩১৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১
[২৩]
১৯

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

২৩। [ক](তাদের বলা হবে,) 'নিশ্চয় এ-ই হলো তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টার কদর করা হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

২৪। নিশ্চয় আমরাই এক মহান ধারাবাহিকতায় তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি[৩২০০]।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

২৫। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ (পালনে) সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) মাঝে কোন পাপী এবং অকৃতজ্ঞের অনুসরণ করো না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

২৬। [খ]আর তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

২৭। [গ]এবং রাতের এক অংশে তার সমীপে সিজদাবনত থাক। আর তুমি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

২৮। [ঘ]নিশ্চয় এসব (লোকেরা) ইহ জীবনকে ভালবাসে এবং এদের ওপর আসন্ন এক কঠোর দিনকে এরা উপেক্ষা করছে।

نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا

২৯। আমরাই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের গড়নকে মজবুত করেছি। আর [ঙ]আমরা যখন চাইবো এদের আকৃতিকেই পরিবর্তন করে দিব[৩২০১]।

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ১৮; ৪৩ঃ৭৩ খ. ৩ঃ৪২; ৪৮ঃ১০ গ. ১৭ঃ৮০; ৫০ঃ৪১; ৫২ঃ৫০ ঘ> ১৭ঃ১৯ ঙ. ৫৬ঃ৬২।

৩১৯৮। পরলোকে মু'মিনদের জন্য আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বতো আছেই, তা ছাড়াও মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণকে ইহজগতেই সম-সাময়িক বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য দেয়া হয়েছিল।

৩১৯৯। আল্লাহ্র প্রেমে বিভোর পথিক যখন 'কাফুর' অবস্থায় থেকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে ব্যস্ত থাকে সেই অবস্থায় বলা হয়েছে, সে নিজেই আল্লাহ্র প্রেমের শরাব খুঁজে বেড়ায় (আয়াত-৬), 'যানজাবীলি' স্তরে অন্যেরা তাকে খেদমত করে ও জীবন-দায়িনী শরবত পান করায় (আয়াত-১৮)। শেষ স্তরে অর্থাৎ 'সালসাবীল' স্তরে আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে চিরস্থায়ী জীবনের অমোঘ সূরা পান করতে দেন (আয়াত-১৯)। এই তিন প্রকারের শরবত একটার পর একটা উন্নততর। 'কর্পূর' শীতলকারী, 'আদা' উত্তাপ সৃষ্টিকারী এবং 'সাল্সাবীল' গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতি দানকারী। কর্পূর-মিশ্রিত শরবত উগ্র কামনা-বাসনাকে শীতল (দমন) করে, আদা-মিশ্রিত শরবত ধর্মপরায়ণতাকে উদ্দীপ্ত করে গতিময় করে তোলে এবং সালসাবীলের পানি ধার্মিককে আধ্যাত্মিক গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে নেয়, পদস্খলিত হতে দেয় না।

৩২০০। কুরআন ক্রমে ক্রমে এবং খণ্ড-খণ্ডভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি পুরাপুরি অবতীর্ণ হতে ২৩ বৎসর সময় লেগেছে। এই ক্রম-অবতরণ পদ্ধতির মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ (ক) এটি মুমিনদের সুযোগ দিয়েছে, যাতে তারা অবতীর্ণ অংশটুকু শিখতে, মুখস্থ করতে, সংগৃহীত করতে এবং জীবনে প্রতিফলিত করতে পারে এবং (২) পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল সমাজ-বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন প্রয়োজনকে মিটাবার জন্য ও সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য ক্রম-ধারায় অবতরণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল। মো'মেনগণ এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যে ও ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবে পরিণত হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখার মহা-সুযোগ লাভ করে পরিতৃপ্ত হতেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করতেন। কুরআনের খণ্ড-খণ্ডভাবে, ক্রমান্বয়ে অবতরণ দ্বারা বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছে ঃ 'বিধির উপরে বিধি, বিধির

৩২০০ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৩২০১ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا

৩০। [ক]নিশ্চয় এ এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশবাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

★ ৩১। [খ]আর আল্লাহ্ চাইলেই কেবল তোমরা তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার[৩২০২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا

৩২। [গ]তিনি যাকে চান[৩২০৩] (তাকে) তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যালেমদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

২ [৯] ২০

দেখুন ঃ ক. ৭৩:২০, ৭৪:৫৫, ৮০:১২, খ. ১৮:২৫, ৭৪:৫৭, ৮১:৩০, গ. ৪৮:২৬।

উপরে বিধি, পাঁতির উপরে পাঁতি, এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু।' শুন, তিনি অস্পষ্টবাক ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সাথে কথা-বার্তা কহিবেন, যাহাদিগকে তিনি বলিলেন' (যিশাইয়-২৮ঃ১০)।

৩২০১। আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন (৯৫ঃ৫) যাতে সে নিজের ঐশী গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাতে পারে। অতএব কাফের যদি কুরআনের শিক্ষা থেকে উপকার লাভ করতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্ ভিন্ন জাতিকে আনবেন যারা তা থেকে উপকার লাভ করবে।

৩২০২। মূল অনুবাদে প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের অন্যান্য অর্থ হতে পারে ঃ (১) এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ্‌র দিকে পথ ধর এবং সেই কারণে তাঁর কৃপাভাজন হও, (২) তুমি আল্লাহ্‌র দিকে চলতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনস্থ কর।

৩২০৩। এই আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর করুণা প্রাপ্ত হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় করুণার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকেন।

সূরা আল্ মুরসালাত –৭৭

(হিজরতের পূর্বে অতীর্ণ)

★[এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এতে ৫১টি আয়াত রয়েছে।

এ সূরার সূচনাতেই পুনরায় ভবিষ্যতের সেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা 'আখারীনদের' [অর্থাৎ রসূল করীম (সা:) এর শেষ যুগের উম্মতদের] যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া এ সূরায় এই যুগের বিজ্ঞানের উন্নতিকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে আল্লাহ্ এসব অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তিনি সব ধরনের বিপ্লব সাধিত করার শক্তি রাখেন। অতএব এ সূরায় এরূপ উড্ডয়নশীল বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যা শুরুতে ধীরে ধীরে উড়ে এবং এরপর তীব্র ধূলিঝড়ের আকার ধারণ করে থাকে। বর্তমান যুগে প্রচন্ড গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজের অবস্থা এমনটিই যে এরা ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করে, এরপর এদের গতিতে তীব্রতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় এসব জাহাজের মাধ্যমে শত্রুর কাছে বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়ে থাকে এবং এ পার্থক্য প্রকাশ করে দেয়া হয় যে তোমরা আমাদের সাথে থাকলে আমরা তোমাদের সাহায্যকারী হব, নতুবা আমাদের শাস্তি থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে, অতএব আকাশের নক্ষত্ররাজি যখন ম্লান হয়ে যাবে এবং আকাশে উঠার জন্য যখন মানুষ বিভিন্ন পরিকল্পনা অবলম্বন করবে। এখানে নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে যাওয়া দিয়ে মনে হয় এ কথা বুঝানো হয়েছে, সাহাবা রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিমের যুগও যখন গত হয়ে যাবে এবং সে আলো যা এ নক্ষত্ররাজি থেকে তাঁর (সা:) উম্মতেরা লাভ করতো তাও ম্লান হযে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে, বড় বড় পাহাড়তুল্য জাতিসমূহকে যখন মূলসহ উপড়ে ফেলা হবে এবং সব রসূলকে প্রেরণ করা হবে। এই আয়াত (১২ আয়াত) সম্পর্কে আলেমগণ এ ভুল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন যে এটি কিয়ামতের দৃশ্য। কিন্তু কিয়ামত দিবসে কোন পাহাড়কে উৎপাটিত করা হবে না। আর রসূল তো এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়ে থাকে, কিয়ামত দিবসে তো পাঠানো হবে না। অতএব অবশ্যই এর অর্থ হলো, কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হুযূর আকরম (সা:) এর পরিপূর্ণ গোলামী ও আনুগত্যের ফলে এরূপ একজন নবী আবির্ভূত হবেন, যাঁর আগমনের অর্থ হবে অতীতের সব রসূলের আগমন। অর্থাৎ তাঁর অনুগত্যের মাধ্যমে অতীতের প্রত্যেক নবীর উম্মত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ সূরায় যেসব ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এগুলোর একটি লক্ষণ হলো, এগুলো স্থল, জল ও আকাশ এই তিন শাখায় বিভক্ত হবে আর আকাশ থেকে এরূপ অগ্নি বর্ষিত হবে যা দূর্গসদৃশ হবে, যেন তা বাদামী রঙের উট। এ দুটি আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে, এসব কথা দৃষ্টান্তের আকারে পূর্ণ হচ্ছে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর যুগে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষিত হওয়ার মত যুদ্ধের কোন ধারণাই ছিল না। এ জন্য এটি অবশ্যই সেই সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ে অবগত সত্তার পক্ষ থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত।

কিয়ামত দিবসে আকাশ থেকে তো অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হবে না। কাজেই এ ধারণাও ভুল প্রমাণিত হলো যে এটি কিয়ামত দিবসের সংবাদ। এখানে একটি আণবিক যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বলে মনে হয়। সূরা দুখানেও এ কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যে দিন আকাশ তাদের ওপর এরূপ তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালা বর্ষণ করবে যে তারা এর ছায়ার নিচে সব নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

এরপর পুনরায় পারলৌকিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এসব কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতে যখন এসব লক্ষণ প্রকাশিত হবে তখন এ কথাও বিশ্বাস কর যে একটি পারলৌকিক জীবনও রয়েছে। এ পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য না করলে সেই জগতে শাস্তিরূপে তোমাদের জন্য বড় আযাব নির্ধারিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
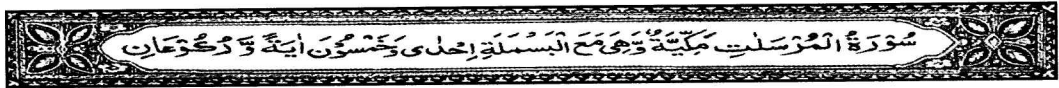
সূরা আল্ মুরসালাত-৭৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫১ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

★ ২। তাদের কসম[৩২০৪] যাদেরকে ক্রমান্বয়ে (ধীরগতিতে) পাঠানো হয়। — وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝

★ ৩। এরপর (এরা) গতি সঞ্চার করে (ও) দ্রুত ধাবিত হয়[৩২০৫]। — فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝

★ ৪। আর তাদের (কসম) যারা ব্যাপকভাবে ছড়ায়[৩২০৬]। — وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝

★ ৫। এরপর এরা সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে[৩২০৭]। — فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝

★ ৬। আর তাদের (কসম) যারা স্মরণ করিয়ে দেয় — فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝

★ ৭। (নিজেদের) দায়মুক্তির (ঘোষণার) মাধ্যমে বা সতর্কীকরণের (মাধ্যমে)[৩২০৮], — عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝

৮। তোমাদের [খ]যা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে তা নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে। — اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝

৯। আর তারকারা যখন জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে[৩২০৯] — فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৫১ঃ৬।

৩২০৪। এই আয়াত ও পরবর্তী চারটি আয়াতে 'যাদেরকে ক্রমান্বয়ে (ধীরগতিতে) পাঠানো হয়' বলতে বস্তু, প্রাণী, সহায়ক শক্তি, মাধ্যম ও প্রতিনিধি ইত্যাদি বুঝায়। বিভিন্ন সর্বমান্য ব্যাখ্যাকারীগণ বাতাস, ফিরিশ্‌তা, আল্লাহ্‌র নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে, বিশেষ করে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবা ও অনুসারীদেরকে এই 'মুরসালাতের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রসূলে পাক (সাঃ) এর 'সাহাবীগণ' যখন এই 'মুরসালাত' এর আওতায় আসেন তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রারম্ভিক দিকে শান্ত ধীরগতিতে ইসলামের বাণী প্রচার করবেন।

৩২০৫। ইসলামের বাণী প্রচারে প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের পর সাহাবীগণ (রাঃ) প্রচারের গতি বৃদ্ধি করবেন এবং জোরে-শোরে, উৎসাহের সঙ্গে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করবেন। অথবা সাহাবীগণ কুরআনের শিক্ষার সাহায্যে কাফিরদের অশুভ শক্তি ও মিথ্যার বেসাতিকে এমনভাবে লণ্ড-ভণ্ড করে দিবেন, যেমন প্রবল বাতাসের সামনে খড়-কুটা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়।

৩২০৬। তাঁরা সত্যের বাণীকে দূর-দূরান্তে ঘোষণা ও প্রচার করবে, অথবা সত্য ও সততার বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিবে।

৩২০৭। কুরআনের বাণী বিস্তৃতি লাভের পর সত্য মিথ্যা থেকে এবং সৎলোক মন্দলোক থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

৩২০৮। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, সাহাবীগণ পূর্ণোদ্যমে প্রচার কার্য সম্পাদন করে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন-এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে।

৩২০৯। আয়াতটির তাৎপর্যঃ যখন জাতির উপর বিবিধ রকমের বিপৎপাত অত্যাসন্ন হয় তখন তারকার অস্তগমন আসন্ন বিপদাবলীর লক্ষণ বলে আরববাসীরা মনে করতো।

১০। [ক]এবং আকাশে যখন (বিভিন্ন) ছিদ্র করে দেয়া হবে[৩২১০]

وَإِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝١٠

১১। এবং পাহাড়পর্বতকে যখন সমূলে উপড়িয়ে দেয়া হবে[৩২১১]

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١١

১২। এবং রসূলদের যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে[৩২১২]

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝١٢

১৩। (এবং বলা হবে, এসব) কোন্ দিনের জন্য নির্ধারিত ছিল?

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٣

১৪। এক চূড়ান্ত মীমাংসার দিনের জন্য।

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٤

১৫। আর কিসে তোমাকে চূড়ান্ত মীমাংসার দিন সম্পর্কে জানাবে?

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٥

১৬। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٦

১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٧

১৮। [খ]এরপর আমরা পরবর্তীদেরকেও তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের) অনুগমন করাই।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ ۝١٨

১৯। আমরা অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٩

২০। সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٠

২১। আমরা কি [গ]এক তুচ্ছ পানি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করিনি?

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢١

২২। এরপর (কি) আমরা তা এক সুরক্ষিত অবস্থানস্থলে রাখিনি

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢٢

২৩। এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত?

إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢٣

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ২১; ৮২ঃ২ খ. ৬ঃ১৩৪ গ. ৩২ঃ৯।

৩২১০। বিশ্বে যখন বড় বড় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-যাতনা নেমে আসবে।

৩২১১। যখন মহা পরিবর্তন সাধিত হয়, অথবা যখন পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান লোককে সাধারণ নিম্ন স্তরে নামানো হয়, অথবা যখন পুরাতন ও সনাতন সংগঠন ও ব্যবস্থার আমূল পরির্বন সাধিত হয়। সংক্ষেপে, যখন নীতিহীন সবকিছু এবং দুর্নীতির সকল আখড়ার বিলোপ সাধন করা হয়।

৩২১২। যখন মহাপরিবর্তন সাধনকারী ঐশী সংস্কারকগণ নবীর প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আগমন করেন।

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

২৪। এরূপে আমরা (এর) এক পরিমাপ[৩২১৩] নিরূপণ করলাম। আর আমরা কতই উত্তম পরিমাপ নিরূপণকারী!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

২৫। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

২৬। [ক]আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝

২৭। জীবিতদের এবং মৃতদেরও[৩২১৪]?

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ۝

২৮। [খ]আর আমরা এতে উঁচু পাহাড়পর্বত বানিয়েছি এবং মিঠা পানি দিয়ে তোমাদের সিঞ্চিত করেছি[৩২১৫]।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

২৯। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

৩০। (তাদের বলা হবে,) ‘তোমরা যা প্রত্যাখ্যান করতে সেদিকে চল,

انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝

৩১। (অর্থাৎ) তিন শাখাবিশিষ্ট[৩২১৬] ছায়ার দিকে যাও,

দেখুন ঃ ক. ৭৭:২৬ খ. ১৩:৪; ১৫:২০; ২১:৩২; ৩১:১১।

৩২১৩। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত বলছেঃ শুক্র-বিন্দু থেকে গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে পূর্ণ মানবাকৃতি ও মানবীয় গুণাবলী লাভ এমনই অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার যা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত না করে পারে না। এই সৃষ্টি পদ্ধতিকে ‘পুনরুত্থানের’ যুক্তি ও প্রমাণরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। কেননা মানুষের জন্ম ও পুনরুত্থানের পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর জন্ম ও পৃথিবীর গর্ভে বসবাসের পর পুনরুত্থান সমান্তরাল ব্যাপার।

৩২১৪। সকল মরণশীল পৃথিবীর অধিবাসী। যখন তারা মারা যায় তাদের মৃতদেহের সর্বাংশই কোন না কোন অবস্থায় পৃথিবীতেই থেকে যায়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ বিধি, বা পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের উপর ঘূর্ণন (আহ্নিকগতি), বা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনের(বার্ষিক গতির) কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। ‘কিফাত’ শব্দটি বুঝাচ্ছে যে মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার সবকিছুই এ পৃথিবীতে রয়েছে।

৩২১৫। পর্বতমালাগুলো স্বাভাবিক বৃহৎ জলাধাররূপে কাজ করে থাকে।

৩২১৬। ভ্রান্ত-বিশ্বাস, নির্বোধ আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালে ত্রিমুখী মূর্তি ধারণ করবে। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) এর মতে এখানে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটির এরূপ অর্থও হতে পারেঃ কাফিররা ডান,বাম ও উপর –এই তিন দিক থেকেই শাস্তি পেতে থাকবে। তদুপরি যারা নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেন তারা বলেন, দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে যে তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা হলো, অনুভূতিহীনতা, চিন্তা ও বিবেচনা শক্তির অভাব এবং বিচার-ক্ষমতার অভাব। সেইরূপে নৈতিক প্রেরণার স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে তিনটি বাধা, যথাঃ ভয়, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলতে পারি, মানুষকে তিনটি কারণ দোযখে নিয়ে যায়ঃ উপলব্ধি ও যুক্তির ভ্রান্তি, যৌন অনাচার এবং ইচ্ছশক্তির দুর্বলতাসমূহ।

৩২। যা ছায়া দেয় না এবং আগুনের দহন থেকেও রক্ষা করে না[৩২১৭]।

لَّا ظَلِيلٍ وَّلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣٢﴾

★ ৩৩। এটি দূর্গসম অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করে[৩২১৮]

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٣﴾

★ ৩৪। যেন (তা) তাম্রবর্ণের অনেক উট (দিয়ে তৈরী)[৩২১৮-ক]।

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এ হলো সেদিন যখন তারা [ক]নির্বাক হয়ে যাবে[৩২১৯]।

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। [খ]আর অজুহাত পেশ করার অনুমতি তাদের দেয়া হবে না[৩২২০]।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। [গ]এ হবে চূড়ান্ত মীমাংসার দিন। (এ দিন) আমরা তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্র করবো।

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। অতএব আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কৌশল খাটানোর থাকলে তা খাটিয়ে দেখ[৩২২১]।

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٤٠﴾

১ [৪১] ২১

৪১। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ ع

৪২। [ঘ]নিশ্চয় মুত্তাকীরা ছায়া ও ঝরণা (ঘেরা জান্নাতে) থাকবে

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَّعُيُونٍ ﴿٤٢﴾

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ৩৯ খ. ৯ঃ৬৬; ৬৬ঃ৮ গ. ৩৭ঃ২২ ঘ. ৫৬ঃ৩১।

৩২১৭। ৫৬ঃ৪৩-৪৫ দেখুন।

৩২১৮। কাফিররা আরাম-আয়েশের জীবন কাটিয়েছে এবং বড় বড় রাজকীয় প্রাসাদে গর্বের সাথে জীবন যাপন করেছে। কাজেই তাদের পাপাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা এমন অগ্নি-শিখার রূপ ধারণ করবে যা ঐ সকল প্রাসাদের মত উঁচু হয়ে তাদেরকে গ্রাস করবে।

৩২১৮-ক। আরবরা তাদের উটগুলো নিয়ে খুব গর্ব করতো। কারণ উটই ছিল তাদের সম্পদের প্রধানতম উৎস।

৩২১৯। ২৪৫৭ টীকা দেখুন।

৩২২০। কাফিরদের অপরাধ পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তারা ওজর-আপত্তি বা ব্যাখ্যাদানের সুযোগই পাবে না।

৩২২১। নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু পরিণামে তারাই লাঞ্ছিত হবে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

৪৩। ক.এবং তাদের পছন্দনীয় ফলফলাদির মাঝে থাকবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪। (তাদের বলা হবে,) 'তোমাদের কৃতকর্মের (প্রতিদানরূপে) তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান কর।'

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের এভাবেই আমরা প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৪৬। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ۝

৪৭। খ.(হে প্রত্যাখ্যানকারীরা! এ পার্থিব জীবনে) 'তোমরা খাও এবং অল্প সময়ের জন্য কিছুটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।'

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৪৮। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ۝

৪৯। আর তাদের যখন বলা হতো, 'তোমরা (আল্লাহ্‌র দিকে) বিনত হও' তারা বিনত হতো না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৫০। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ!

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝

২ [১০] ২২ ৫১। সুতরাং এরপর তারা আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে[৩২২২]?

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ২৩; ৫৫ঃ৫৩; ৫৬ঃ২০ খ. ১৪ঃ৩১।

৩২২২। যেসব দুর্ভাগা কাফির কুরআনের মত অভ্রান্ত ও পবিত্র গ্রন্থকে অস্বীকার করতে পারে তারা কখনো সত্য গ্রহণ ও সৎপথ অবলম্বন করবে না।

সূরা আন্ নাবা-৭৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সুরার নামকরণ করা হয়েছে 'নাবা' (মহাগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ)। কারণ এতে অসামান্য ও অসাধারণ এবং অতি উঁচু মানের বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে, যথা, পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থাদির উর্ধ্বে কুরআনের স্থান ও প্রাধান্য এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম ধর্মের স্থান ও প্রাধান্য। 'ফয়সালার দিন' (অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন কুরআনের এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হবে) পূর্ববর্তী সূরাতে দুবার উল্লেখিত হয়েছে এবং এ সূরাতেও পুনরায় বলা হয়েছে। মুসলমান তফ্সীরকারগণের মতে এ সূরাটি আঁ হযরত (সাঃ) এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকিও এ অভিমত সমর্থন করেন। মানুষকে প্রদত্ত ঐশী অনুগ্রহরাজি ও আল্লাহ্‌র মহান দানসমূহ বর্ণনা করে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং এ কথার প্রতি পরোক্ষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে তার অবস্থান বীজতলার মত, চিরস্থায়ী জীবনের চারা রোপণ করার ক্ষেত্র বিশেষ। আর এ চারা-রোপণ ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশও তাকে দিতে হবে। ঐ হিসাব-নিকাশ দিবসের সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরু-গম্ভীর বর্ণনাও এ সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইহলোকে ও পরলোকে ধার্মিকগণ যে সব ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হবেন এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীরা যে সকল ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে এর চিত্রও এ সূরাতে বর্ণিত হয়েছে।
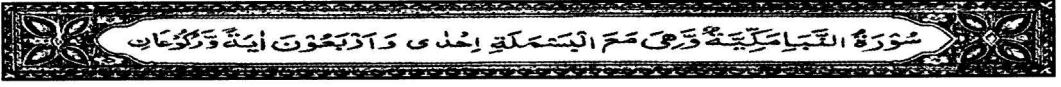
সূরা আন্‌ নাবা-৭৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ

৩০তম পারা

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

২। তারা কোন্‌ (বিষয়ে) একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?

عَمَّ یَتَسَآءَلُوۡنَ ﴿۲﴾

★ ৩। সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্বন্ধে,[৩২২৩]

عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۳﴾

৪। যা নিয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করছে[৩২২৪]।

الَّذِیۡ ہُمۡ فِیۡہِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۴﴾

৫। সাবধান! [খ]তারা অবশ্যই জানতে পারবে।

کَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

৬। আবার (বলছি), সাবধান! তারা অবশ্যই জানতে পারবে।

ثُمَّ کَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶﴾

৭। [গ]আমরা কি পৃথিবীকে বিছানারূপে বানাইনি?

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِہٰدًا ﴿۷﴾

৮। আর পাহাড়পর্বতকে পেরেকরূপে (এতে গেড়ে রাখিনি)?

وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ﴿۸﴾

৯। [ঘ]আর আমরা তোমাদেরকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি।

وَّ خَلَقۡنٰکُمۡ اَزۡوَاجًا ﴿۹﴾

১০। আর তোমাদের ঘুমকে আমরা প্রশান্তির কারণ করেছি

وَّ جَعَلۡنَا نَوۡمَکُمۡ سُبَاتًا ﴿۱۰﴾

১১। [ঙ]এবং রাতকে পোষাকরূপে বানিয়েছি

وَّ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ لِبَاسًا ﴿۱۱﴾

★ ১২। [চ]এবং জীবিকা অর্জনের জন্য দিনকে বানিয়েছি।

وَّ جَعَلۡنَا النَّہَارَ مَعَاشًا ﴿۱۲﴾

১৩। [ছ]আর আমরা তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ বানিয়েছি[৩২২৫]।★

وَّ بَنَیۡنَا فَوۡقَکُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ﴿۱۳﴾

দেখুন : ক. ১:১ খ. ১০২:৪-৫ গ. ২:২৩; ২০:৫৪; ৫১:৪৯ ঘ. ৩৬:৩৭; ৫১:৫০; ৭৫:৪০; ৯২:৪ ঙ. ৬:৯৭; ২৫:৪৮; ২৮:৭৪ চ. ১৭:১৩; ২৮:৭৪ ছ. ২৩:১৮।

৩২২৩। 'নাবা' শব্দের অর্থ মহা(গুরুত্বপূর্ণ) সংবাদ। এর সাথে 'আল্‌ আযীম' (মহা) বিশেষণ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই প্রকাশ পায়, মহা-সংবাদটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে।

৩২২৪। অবিশ্বাসীরা 'হিসাব-নিকাশের দিবস' সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাস রাখে না। তারা মনে করে, এরূপ কোন দিবস কখনো আসবে না– না ইহজগতে, না পরকালে।

৩২২৫। সৌরজগতের সাতটি প্রধান গ্রহ, যাদের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি স্তর যা সূরা মু'মিনূনে উল্লেখিত।

★[এ আয়াতে 'আকাশ' শব্দটি উহ্য রয়েছে। বহুল প্রচলিত শব্দগুচ্ছ থেকে কোন শব্দ বাদ পড়ে যাওয়াটা ভাষা রীতিতে স্বীকৃত। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে 'আকাশ' শব্দটি আরবীতে না থাকলেও অনুবাদে প্রকাশ করা ভুল নয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪। আর আমরা (সূর্যকে) এক অতি উজ্জ্বল প্রদীপরূপে বানিয়েছি।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٤
১৫। ক.আর আমরা ঘন মেঘ থেকে মূষলধারে পানি বর্ষণ করেছি	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٥
১৬। খ.যাতে এ দিয়ে শস্যদানা ও শাকসব্জি উৎপন্ন করি	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٦
১৭। গ.এবং ঘন বাগানসমূহও[৩২২৬] (উৎপন্ন করি)।	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٧
১৮। নিশ্চয় মীমাংসার দিনের এক নির্ধারিত সময় রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٨
★ ১৯। ঘ.যে দিন শিংগায় ফুঁকা হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে[৩২২৭]।	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٩
২০। আর আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তা বহু দরজা-বিশিষ্ট হয়ে যাবে[৩২২৮]।	وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝٢٠
২১। ঙ.আর পাহাড়পর্বতকে স্থানচ্যুত করে দেয়া হবে এবং সেগুলো নিচু ঢালের দিকে ধসে যেতে থাকবে[৩২২৯]।★	وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢١
২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে,	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢٢
২৩। (এবং তা হবে) বিদ্রোহীদের জন্য ঠাঁই।	لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝٢٣
২৪। চ.তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে থাকবে।	لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝٢٤
★ ২৫। সেখানে তারা কোন রকম শীতলতা[৩২৩০] বা কোন ধরনের পানীয় উপভোগ করবে না,	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٥

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭; ৭১ঃ১২; ৭৮ঃ১৫; ৮০ঃ২৬ খ. ৮০ঃ২৮-২৯ গ. ৮০ঃ৩১ ঘ. ১৮ঃ১০০; ২০ঃ১০৩; ২৭ঃ৮৮; ৩৬ঃ৫২ ঙ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৮১ঃ৪ চ. ১১ঃ১০৮।

৩২২৬। ৭ থেকে ১৭ আয়াত পর্যন্ত মানুষের দৈহিক জীবন ধারণের সকল উপায়-উপকরণ-এর উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা তাকে না চাইতেই দান করেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য এত উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন, তিনি কি করে তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ না মিটিয়ে থাকতে পারেন।

৩২২৭। সেই ফয়সালার দিন, যেদিন মুসলমানদের হাতে মক্কার পতন ঘটলো সেদিন শিঙ্গার ধ্বনিই যেন বেজে উঠলো আর এতে সাড়া দিয়ে মক্কার কুরায়শরা মহনবী (সাঃ) এর নিকট ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সমবেত হলো এবং করজোড়ে এ মর্মে প্রার্থনা করলো যে তাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘনকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৩২২৮। সেই সময়ে ধার্মিকের সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে, যাতে অন্যায়কারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে।

৩২২৯। এ আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ- (১) প্রতাপশালী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব হারাবে, (২) ইসলামের জয়-যাত্রার সময়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বড় বড় সাম্রাজ্যগুলো পর্যন্ত বালুর টিলার মত ধ্বসে ধ্বসে পড়বে এবং এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে এতে মনে হবে এগুলোর পূর্ববর্তী অস্তিত্ব ছিল যেন মরীচিকা মাত্র।

★['আস্ সারাবু' অর্থ আয্ যাহাবু ফী হুদারিন অর্থাৎ নিচু ঢালের দিকে ধসে যেতে থাকবে (মুফরাদাত)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৩০। 'বারদ' অর্থ শীতলতা, আরাম, আয়েস, নিদ্রা (লেইন)।

★ ২৬। [ক]কেবল ফুটন্ত পানি ও হিম শীতল পানি ছাড়া[৩২৩০-ক]।	إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٦﴾
★ ২৭। এ এক যথোপযুক্ত প্রতিফল।	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٧﴾
২৮। নিশ্চয় তারা হিসাবনিকাশের পরওয়া করতো না।	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٨﴾
২৯। [খ]আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতো।	وَّكَذَّبُوا بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٩﴾
৩০। [গ]আর আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি[৩২৩১]।	وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا ﴿٣٠﴾
১ [৩১] ১ ৩১। অতএব (তোমরা শাস্তি) ভোগ কর। আর আমরা কেবল তোমাদের শাস্তিকেই বাড়িয়ে দিব।	فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣١﴾
৩২। নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে এক বড় সফলতা।	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣٢﴾
৩৩। (অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে) বাগবাগিচা ও আঙ্গুরের[৩২৩২] বাগান★	حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا ﴿٣٣﴾
৩৪। [ঘ]এবং সমবয়সী যুবতীরা[৩২৩৩]	وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٤﴾
৩৫। এবং উপচে পড়া সব পেয়ালা[৩২৩৪]।	وَّكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٥﴾
৩৬। [ঙ]সেখানে তারা কোন অবান্তর এবং মিথ্যা কথা শুনবে না।	لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৭১; ৬৯ঃ৩৭ খ. ২ঃ৪০; ৭ঃ৩৭ গ. ৩৬ঃ১৩ ঘ. ৫৬ঃ৩৮ ঙ. ১৯ঃ৬৩; ৫২ঃ২৪; ৫৬ঃ২৬।

৩২৩০-ক। মন্দের প্রতি দুর্দমনীয় নেশা ও পাপের অনুসরণ এবং পুণ্যের ও সৎকর্মের প্রতি অবজ্ঞা ফুটন্ত ও বরফ-শীতল দুর্গন্ধময় পানীয়ের আকার ধারণ করবে যা পাপাসক্তকে পান করতে দেয়া হবে।

৩২৩১। টেলিভিশন, বেতার-যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও-রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্র এ সত্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যে কেবল মানুষের কার্যকলাপই নয় বরং তার কথা-বার্তাও সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং হুবহু পুনরাবৃত্তি করা যায়। ২৪৫৬ টীকা দেখুন।

৩২৩২। বেহেশ্‌তের পুরস্কারগুলোর মধ্যে আঙ্গুর-বাগানের উল্লেখ কুরআনে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো, আঙ্গুর অতি সুস্বাদু ও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। একে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং এতে নেশা ধরে। 'তাক্ওয়ার' (খোদা-ভীরুতার) মধ্যেও এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাজেই খোদা-ভীরুদের জন্য আঙ্গুর-বাগানই যথাযোগ্য পুরস্কার।

★[এ অর্থের জন্যে 'মুফরাদাত ঈমাম রাগেব' 'আম্বুন' শব্দ দ্রষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৩৩। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এমন সব সাথী বা সঙ্গী পাবেন যাদের থাকবে যৌবনের সজীবতা ও কর্মোদ্দীপনা আর তারা হবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তারা সম্মানিত ঐতিহ্য ও গৌরবের উত্তরাধিকারী হবেন। তাদের থাকবে উঁচু ও মহান আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'কায়েব' (বহুবচনে 'কাওয়ায়েব') অর্থ সম্মান, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য, (লেইন)। কুরআনের অন্যত্র (৫৬ঃ৩৫) ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সাথীদেরকে 'ফুরুশিন মারফুয়াতিন' বা 'সম্ভ্রান্ত জীবন সাথী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বেহেশ্‌তের পুরস্কারসমূহের স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সূরা তূর, সূরা রহ্‌মান এবং সূরা ওয়াকেআ। দেখুন।

৩২৩৪। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিমগ্ন তীর্থযাত্রী, যাদের হৃদয় থেকে ভালবাসা উপ্‌চিয়ে পড়ে, তাদেরকে সুপেয় ও অত্যুত্তম পানীয় পান করতে দেয়া হবে। এতে আধ্যাত্মিক নেশা বেড়ে যাবে, যা আর কমবে না।

جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৭। (এ হলো) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদানরূপে যথোপযুক্ত পুরস্কার।

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الرَّحۡمٰنِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ مِنۡهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

★ ৩৮। [ক] আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে এর প্রভু-প্রতিপালক রহ্মান (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে (এ প্রতিদান)। তারা তাঁকে সম্বোধন করার কোন অধিকার রাখবে না,

يَوۡمَ يَقُوۡمُ الرُّوۡحُ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙۛ لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৯। যেদিন পবিত্রাত্মা[৩২৩৪-ক] ও ফিরিশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। রহ্মান, (আল্লাহ্) যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া [খ] তারা কোন কথা বলবে না এবং সে সঠিক কথাই বলবে।

ذٰلِكَ الۡيَوۡمُ الۡحَقُّ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৪০। সে দিনটি সত্য সত্যই আসবে। সুতরাং যে চায় সে তার প্রভু-পতিপালকের কাছে (নিজ) আশ্রয়স্থল খুঁজে নিক।

اِنَّاۤ اَنۡذَرۡنٰكُمۡ عَذَابًا قَرِيۡبًا ۖۚ يَّوۡمَ يَنۡظُرُ الۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدٰهُ وَيَقُوۡلُ الۡكٰفِرُ يٰلَيۡتَنِىۡ كُنۡتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾ ع

২ ৪১। নিশ্চয় আমরা এক নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি[৩২৩৫]। সেদিন মানুষ তার দুহাত ভবিষ্যতের জন্য যা অর্জন করেছিল (তা) দেখতে পাবে। আর অস্বীকারকারী বলবে, [গ] 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম'। [১০] ২

দেখুন ঃ ক. ১৯ঃ৬৬ খ. ১১ঃ১০৬ গ. ৪ঃ৪৩।

৩২৩৪-ক। 'রূহ' (পবিত্রাত্মা) বলতে এখানে পবিত্রাত্মা মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, আর 'যে দিন' বলতে কেয়ামতের দিনকে বুঝিয়েছে বলে মনে হয়।

৩২৩৫। 'আযাবান কারীবান' বা নিকটবর্তী শাস্তি বলতে ইহজগতে অস্বীকারকারীদের প্রাপ্ত শাস্তির কথা বুঝাতে পারে। কুরআনের অন্য স্থানে (৩২ঃ২২) এ শাস্তিকে নিকটবর্তী শাস্তি বলা হয়েছে। পরকালের মহাশাস্তি এ শাস্তির পরে আসবে এবং ভীষণতর আকারে আসবে।

সূরা আন্ নাযে'আত-৭৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★ [এ সূরাটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিস্মিল্লাহ্সহ এতে ৪৭টি আয়াত রয়েছে।

কুরআনী বর্ণনার ধারা অনুযায়ী এ সুরায় আরো একবার জাগতিক আযাব ও যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে এরূপ যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব যুদ্ধে ডুবোজাহাজ ব্যবহার করা হবে। 'অন্নাযেআতে গারকান' এর একটি অর্থ হলো, সেই যোদ্ধারা এ উদ্দেশ্যে ডুব দিয়ে আক্রমণ করে যাতে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়া যায় এবং এরপর তাদের সব সফলতায় আনন্দ অনুভব করে। এভাবেই যুদ্ধ বিগ্রহের এ প্রতিযোগিতায় একে অন্যের ওপর প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টায় সব শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষ থেকে বড় বড় পরিকল্পনা করা হয়।

'আস্সাবেহাতে সাবহান' দিয়ে সাঁতারুদের বুঝানো হয়েছে, যারা সমুদ্রের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হয়ে সাঁতার কাটে বা সমুদ্রের উপরিভাগে সাঁতার কাটে। আবার কোন কোন সময় ডুবোজাহাজগুলো বিজয় লাভের পর সমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে উঠে।

মোট কথা, এসব যুদ্ধে এরূপ প্রকম্পন সৃষ্টি হয় যে এর ভয়ে হৃদয় ধড়ফড় করতে থাকে এবং দৃষ্টি আনত হয়ে যায়। এই জাগতিক ধ্বংসের পর মানুষের বিবেক এ প্রশ্ন উঠায়, আমাদের হাড়গোড় পচে গলে যাওয়ার পরও কি আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে? বলা হয়েছে, নিশ্চয় এমনটিই হবে এবং এক বড় সতর্ককারী শব্দ যখন গুঞ্জরিত হবে তখন তারা অকস্মাৎ নিজেদেরকে হাশরের ময়দানে দেখতে পাবে।

এরপর হযরত মূসা (আ:) এর কথা বলা হয়েছে। কেননা তাঁকে (আ:) ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল, যে স্বয়ং খোদা হওয়ার দাবীকারক এবং পরকালে কঠোরভাবে অবিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ:) যখন তাকে বাণী পৌঁছালেন তখন উত্তরে সে একথাই বলেছিল, তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু তো আমি। অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাকে এভাবে ধরে ফেললেন যাতে করে সে পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জন্য এক শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে গেল। পূর্ববর্তীরা তাকে ও তার সেনাবহিনীকে ডুবতে দেখলো এবং পরবর্তীরা তার ডুবে যাওয়া লাশ সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা তার ডুবে যাওয়া লাশকে বাহ্যিক মৃত্যু থেকে এ অবস্থায় রক্ষা করলেন যে দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে রত থেকে সে এমতাবস্থায় মারা গেল যে 'আল্লাহ্ তার লাশকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপদেশমূলক শিক্ষাস্বরূপ 'মমি'র আকারে সংরক্ষিত করে দিলেন।'

এরপর এ সূরার পরিসমাপ্তি এ প্রশ্ন করার মাধ্যমে হয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করে কিয়ামতের মুহূর্ত কখন ও কিভাবে আসবে? উত্তরে বলা হয়েছে, সেটি যখন আসবে তখন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে সব কিছু আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যায়। আরো বলা হয়েছে, হে রসূল! তুমি তো কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা এ ভয়ঙ্কর মুহূর্তকে ভয় করে। যেদিন তারা এটি দেখবে সেদিন তাদের কাছে পৃথিবীর এ জীবনকে এরূপ মনে হবে যেন তারা সেখানে কয়েক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
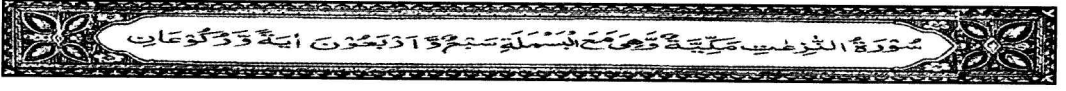
সূরা আন্ নাযে'আত-৭৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকূ

১। ক'আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ‏بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

★ ২। যারা ডুব দিয়ে চলে (অথবা) ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে টানাহেঁচড়া[৩২৩৬] করে তাদের কসম[৩২৩৭]। ‏وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ②

★ ৩। আর যারা দেশে দেশে দ্রুত ছুটে বেড়ায় তাদের কসম।[৩২৩৮] ‏وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ③

★ ৪। আর যারা সমুদ্রবক্ষে দূরদূরান্তের পথ দ্রুত পাড়ি দেয় তাদের কসম।[৩২৩৯] ‏وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ④

★ ৫। আর যারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের কসম। ‏فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ⑤

★ ৬। আর যারা উত্তম পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে তাদের কসম[৩২৪০]। ‏فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩২৩৬। 'নাযে'আত' শব্দটি 'নযা'আ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, যারা বা যে দল কোন বস্তুকে টেনে নিজের দিকে আনে, বড় কর্মকর্তাকে পদচ্যুত করে, জোরে-শোরে আকর্ষণ ও আহরণ করে, অন্যকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে (আকরাব)। 'নাযা'আ' ধাতুতে এ সব অর্থই নিহিত।

৩২৩৭। 'গারক' এখানে 'ইগরাক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, তীরকে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করা বা কোন লোককে আক্রমণ করে পরাজিত করা অথবা শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো (লেইন)।

৩২৩৮। 'নাশি'তাত' অর্থ যারা বা যে দল নিজ কর্তব্য পালনে মনেপ্রাণে চেষ্টা চালায় (আকরাব)। [সম্পর্ক-বন্ধন কষে বাঁধার অর্থ হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]।

৩২৩৯। 'সাবেহাত' অর্থঃ (১) যে সব সত্তা বা দলবদ্ধ মানুষ তাদের কাজের অন্বেষণে দেশের প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়, (২) যারা নিজেদের লক্ষ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে (লেইন)।

৩২৪০। 'মুদাব্বেরাত' অর্থ ঐ সকল সত্তা বা মানুষের দল যারা অতি দক্ষতার সাথে তাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে। ২ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোকে কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ভাষ্যকার ফিরিশ্তাদের প্রতি আরোপ করেছেন এবং মনে করেছেন ৭-৮ আয়াতে যে মহাঘটনা ঘটবার কথা রয়েছে, ফিরিশ্তাগণকে সেই ঘটনার সাক্ষীরূপে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ফিরিশ্তাগণের সাক্ষ্য প্রদান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না। অতএব প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, এ আয়াতগুলোতে (২-৬) নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণের (রাঃ) দলকেই বুঝিয়েছে, যারা পরবর্তীকালে আত্মোৎসর্গ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ আয়াতগুলোতে সাহাবীগণের অতুলনীয় কর্তব্য-নিষ্ঠার একটি চিত্র ভবিষ্যদ্বাণীরূপে চিত্রিত আছে। এছাড়া এ কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে তাঁদের উপর মানব-গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এসে বর্তাবে এবং সেই দায়িত্বও তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সম্পাদন করবেন বলেও ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এ আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ আয়াতগুলোতে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দেখুন)।

৭। (এসব সেদিন ঘটবে) যেদিন ক.কম্পনশীল (পৃথিবী) ভীষণভাবে কেঁপে ওঠবে[৩২৪১]।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦
৮। আরো একটি পরবর্তী (কম্পন) এর অনুসরণ করবে[৩২৪২]।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧
৯। সেদিন (মানুষের) অন্তর ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকবে	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝٨
১০। খ.(এবং) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে[৩২৪৩]।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩
১১। তারা বলবে, 'আমাদেরকে কি সত্যি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠
১২। গ.'আমরা পচাগলা হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি (পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব)?'	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
১৩। তারা বলবে, 'তবে তো তা (হবে) বড়ই ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।'	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
১৪। অতএব (শুন!) নিশ্চয় এ হবে এক বড় ধমক মাত্র।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣
১৫। তখন তারা অকস্মাৎ এক খোলা ময়দানে (বেরিয়ে আসবে)।	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤
১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝١٥
১৭। তার প্রভু-প্রতিপালক যখন তাকে 'তুওয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦
১৮। "তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে বিদ্রোহ করেছে,	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝١٧
১৯। এরপর (তাকে) বল, 'তোমার পক্ষে কি পবিত্রতা অবলম্বন করা সম্ভব?	فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۝١٨

দেখুন ঃ ক. ৫৬ঃ৫-৬, ৭৩ঃ১৫ খ. ৭০ঃ৪৫ গ. ১৭ঃ৫০; ৩৬ঃ৭৯।

৩২৪১। এ আয়াতের অর্থ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে তা সেই যুদ্ধের ফলে পূর্ণ হবে যা আল্লাহ্‌র ধার্মিক বান্দাগণ ও চক্রান্তকারী কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত হবে এবং তাতে অবিশ্বাসীরা চূরমার হয়ে যাবে। 'রাজাফা' শব্দটির অর্থ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ (লেইন)। এ অর্থই আয়াতটিতে প্রযোজ্য।

৩২৪২। যখন একবার মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে তখন তা আর থামবে না, যে পর্যন্ত না অশুভ পশু–শক্তি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে চূরমার হয়ে যাবে।

৩২৪৩। অবিশ্বাসীরা যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে থাকবে এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিপত্তিশালী হতে দেখবে তখন তাদের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং পুনরুত্থানের সম্ভাবনার চিন্তা তাদের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করবে।

২০। আর আমি তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথ দেখাবো যাতে তুমি (তাঁকে) ভয় কর"।

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿٢٠﴾

২১। [ক]তখন সে তাকে এক বড় নিদর্শন[৩২৪৪] দেখালো।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢١﴾

২২। তবুও সে (মূসাকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অবাধ্যতা করলো।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩। এরপর সে তাড়াহুড়ো করে (সত্যকে) পাশ কাটালো।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪। আর সে (মানুষ) জড়ো করলো এবং ঘোষণা দিল।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٤﴾

২৫। আর সে (লোকদের) বললো, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ [খ]প্রভু-প্রতিপালক'।

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٥﴾

২৬। সুতরাং আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের এক শিক্ষণীয় শাস্তি দিয়ে ধরে ফেললেন।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٦﴾

১ [২৭] ৩

২৭। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে তার জন্য নিশ্চয় এতে এক বড় শিক্ষা রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٧﴾

২৮। তোমাদেরকে (পুনরায়) সৃষ্টি করা কি বেশি কঠিন, নাকি আকাশকে (সৃষ্টি করা) যা তিনি বানিয়েছেন[৩২৪৫]?

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٨﴾

২৯। [গ]তিনি একে উচ্চতার (দিক থেকে) অনেক উন্নীত করেছেন,[৩২৪৫-ক] এরপর একে সুবিন্যস্ত করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٩﴾

৩০। আর (তিনি) [ঘ]এর রাতকে (অন্ধকারে) ঢেকে দিয়েছেন এবং এর ভোরের উন্মেষ ঘটিয়েছেন[৩২৪৬]।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٣٠﴾

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৭ খ. ২৬ঃ৩০; ২৮ঃ৩৯ গ. ২১ঃ৩৩ ঘ. ৭৮ঃ১১-১২।

৩২৪৪। 'এক বড় নিদর্শন' বলতে মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত 'লাঠির নিদর্শন'কে বুঝিয়েছে, যা তার অন্যান্য নিদর্শন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল (২০ঃ২১)।

৩২৪৫। অকল্পনীয়ভাবে জটিল অথচ এত ক্রটিহীনভাবে সৃষ্ট এ সৌরমণ্ডলই এক অকাট্য যুক্তি যা দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যায়, 'মৃত্যুর পরেও জীবন আছে'। কেননা যে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য বিন্দুর মত ক্ষুদ্র একটা মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে পুনরায় জীবিত করা অতি সহজ কাজ। এটাই এ আয়াত ও পরবর্তী ছয়টি আয়াতের বক্তব্য।

৩২৪৫-ক। 'সাম্‌ক' অর্থ, ছাদ, ভিতরের ছাদ, উচ্চতা, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ (লেইন)।

৩২৪৬। দিন-রাতের পালাক্রমে আগমন পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এ আয়াতে এ ব্যাপারটি আকাশের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কেননা সৌরমণ্ডলের কার্যক্রমের দরুনই রাত ও দিনের সৃষ্টি হয়।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۱﴾

৩১। [ক]আর এরপর পৃথিবীকে (তিনি) বিস্তৃত করেছেন[৩২৪৭]।

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿۳۲﴾

৩২। [খ]তিনি এর পানি ও এর তৃণলতা এ থেকেই বের করেছেন

وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿۳۳﴾

৩৩। [গ]এবং পাহাড়পর্বতকে (এর) গভীরে গেড়ে দিয়েছেন

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۴﴾

৩৪। [ঘ]তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জন্য জীবনের উপকরণরূপে।★

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿۳۵﴾

৩৫। [ঙ]অতএব সবচেয়ে বড় বিপদ যখন আসবে

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۶﴾

৩৬। [চ]সেদিন মানুষ যেসব চেষ্টা করেছিল সে তা স্মরণ করবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿۳۷﴾

৩৭। [ছ]আর যে দেখে তার জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করে দেয়া হবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿۳۸﴾

৩৮। তবে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۳۹﴾

৩৯। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۰﴾

৪০। নিশ্চয় জাহান্নামই হবে (তার) ঠাঁই।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۱﴾

৪১। [জ]কিন্তু যে তার প্রভু-প্রতিপালকের মাকামমর্যাদাকে[৩২৪৮] ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۲﴾

৪২। নিশ্চয় জান্নাতই হবে (তার) আবাসস্থল।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿۴۳﴾

৪৩। [ঝ]তারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, 'তা কখন সংঘটিত হবে'?

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৫৪; ৫১ঃ৪৯ খ. ২০ঃ৫৪; ৫০ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ৩৩; ঙ. ৭৪ঃ৩৬; ৮০ঃ৩৪; চ. ৮৯ঃ২৪ ছ. ২৬ঃ৯২ জ. ৫৫ঃ৪৭ ঝ. ৭ঃ১৮৮; ৩৩ঃ৬৪; ৫১ঃ১৩।

৩২৪৭। মূল অনুবাদে যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে তা ছাড়াও আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে ঃ বৃহত্তর জড়পিণ্ড থেকে পৃথিবী ছিট্‌কে পড়েছে।

★[এখানে পাহাড়পর্বতকে পৃথিবীর গভীরে গেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, কারণ এ সব পাহাড়পর্বতের সাথে মানুষ ও পশুপাখীর জীবিকা সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৪৮। যে আল্লাহ্‌র সামনে দোষীরূপে দাঁড়াতে ভয় করে বা আল্লাহ্‌র মহিমাময় মর্যাদাকে ভয় করে।

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٤﴾

৪৪। এর (আগমনের) উল্লেখের সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٥﴾

৪৫। এর চূড়ান্ত সময় (নির্ধারণ) কেবল তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (হাতে)।

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٦﴾

৪৬। একে যে ভয় করে তুমি তার জন্য সতর্ককারী।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٧﴾

২ [২০] ৪

৪৭। ক.যেদিন তারা তা দেখতে পাবে (তাদের মনে হবে) তারা যেন (পৃথিবীতে) কেবল মাত্র এক সন্ধ্যা বা এর এক সকাল অবস্থান করেছিল[৩২৪৯]।

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৪৬; ৩০ঃ৫৬; ৪৬ঃ৩৬।

৩২৪৯। শাস্তির সময়, স্থান, স্বরূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অবিশ্বাসীদের জন্য যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তারা যেন উপলব্ধি করে, ঐশী শাস্তি যখনই আসবে তা অতি দ্রুত গতিতে, অকস্মাৎ ও ভীষণাকারে আসবে। এর তুলনায় তাদের সারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-প্রমোদ মাত্র এক মুহূর্তের এক সকাল বা এক সন্ধ্যা বলে মনে হবে।

সূরা 'আবাসা-৮০
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী দুটি সূরার মত এ সূরাটিও নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। নলডিকি ও মুইর এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হয়েছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কর্তব্য জনগণের মাঝে ঐশী-বাণী পৌঁছে দেয়াতেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের একটি আকস্মিক ঘটনাকে অবলম্বন করে এ নৈতিক শিক্ষা দান করছে যে মানুষের ধন-সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা তার প্রকৃত মূল্য ও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না, বরং তার সৎপ্রবৃত্তি, সত্যকে জানার আগ্রহ ও সত্যকে গ্রহণের মধ্যেই তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিহিত। দীন-দুঃখী, পতিত ও নিগৃহীত মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর অপরিসীম আগ্রহ ও মমত্ববোধ এতে ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরা বলে দিচ্ছে, মানব জাতির জন্য কুরআন সর্বশেষ ঐশী-বাণী হওয়ার কারণে তা সারা বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে পড়া হবে এবং একে অবিকল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে। সূরাটির সমাপ্তি অংশে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, তারা যদি কুরআনের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতা করতেই থাকে তাহলে একদিন তাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে। সেদিন তাদের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। অপরদিকে যারা ঈমান এনে ধর্মপরায়ণ জীবন-যাপন করবে তারা বেহেশ্‌তে ঐশী আনন্দে পরম সুখ উপভোগ করবে।

সূরা 'আবাসা-৮০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। সে ভ্রূ কুঁচকালো[৩২৫০] এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,	عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ②
৩। কারণ একজন অন্ধ তার কাছে এল।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ③
৪। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, সে হয়তো পবিত্র হয়ে যেত[৩২৫১],	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ④
৫। নয়তো সে উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করলে এ উপদেশ তার কাজে লাগতো?	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ⑤
৬। আর যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করেছে	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑥
৭। তার প্রতি তুমি খুব মনোযোগ দিচ্ছ[৩২৫২]!	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑦

৩২৫০। এ আয়াতটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত। একদা যখন হযরত রসূলে আকরম (সাঃ) মক্কার কুরায়শ প্রধানদের সাথে ঈমান সম্বন্ধীয় কিছু বিষয়াদি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। কুরায়শ প্রধানগণের চিন্তাধারা ইবনে উম্মে মাকতুমকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছিল, তারা কট্টর কাফিরদের নেতা। তিনি ভাবলেন, মহানবী (সাঃ) তাদের জন্য অনর্থক নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন। তাই তিনি নবী করীম (সাঃ) এর সময়কে সঠিক কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তাঁর (সাঃ) মনোযোগ অন্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এভাবে অসময়োচিত প্রশ্ন উত্থাপনে অবশ্য মহানবী (সাঃ) বিরক্তি বোধ করলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দিলেন না (তাবারী এবং বয়ান)। এতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্‌কে হঠাৎ অনাহূতভাবে আলোচনায় যোগদানের জন্য ভর্ৎসনা না করে তার দিক থেকে মুখ ফেরানো দ্বারা গরীব অন্ধব্যক্তিটিরও অনুভূতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সম্মানবোধ প্রকাশ পায়। কেননা অনাহূতভাবে এক কথার মাঝখানে অন্য কথা বলে বাধা সৃষ্টির অপরাধ ও অসৌজন্যের জন্য মহানবী (সাঃ) একটি তিরস্কারের শব্দ বা একটি অসন্তুষ্টির কথাও হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে বললেন না। তাঁর আত্ম-সম্মান ও হৃদয়াবেগকে আহত করতে পারে এমন কিছুই তিনি করলেন না। এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ) এর অতি উচ্চ নৈতিক অবস্থানের উপর আলোকপাত করছে। কোন কোন তফসীরকার ভুলবশত মনে করেছেন, এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার ভর্ৎসনাস্বরূপ। কিন্তু এটা আসলে ভর্ৎসনা তো নয়ই বরং প্রশংসা বিশেষ। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীগণকে গরীব-দুঃখী ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের কোমল অনুভূতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর শিক্ষা দান করেছেন।

৩২৫১। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'তুমি' সর্বনামটি নবী করীম (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, এবং 'সে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে 'কুরায়শ দলপতি' সম্বন্ধে।

৩২৫২। 'তাসাদ্দা লাহু' অর্থ তিনি নিজেকে বা নিজের মনোযোগকে বা নিজের মনকে তার প্রতি নিবদ্ধ করলেন, তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন (লেইন)।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۞
৮। অথচ তার পবিত্র না হওয়ার দায়দায়িত্ব তোমার ওপর নেই[৩২৫৩]।

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۞
৯। আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করে তোমার কাছে এল

وَهُوَ يَخْشٰى ۞
১০। এবং সে (আল্লাহ্‌কে) ভয়ও করে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۞
১১। কিন্তু তুমি তাকে অবহেলা করলে[৩২৫৪]।

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞
১২। সাবধান! নিশ্চয় এ এক [ক]মহা উপদেশ[৩২৫৫]।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۞
১৩। অতএব যে চায় সে একে স্মরণ রাখুক।

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞
১৪। (এ কুরআন) সম্মানিত ঐশী পুস্তকসমূহে[৩২৫৬] রয়েছে,

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞
১৫। যেগুলো মর্যাদায় উন্নীত (এবং) পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত।

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۞
১৬। (তা এমন) লেখকদের হাতে রয়েছে

দেখুন ঃ ক. ২০ঃ৪; ৭৩ঃ২০; ৭৪ঃ৫৫।

৩২৫৩। এ আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহারকে অতিশয় যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করছে। আয়াতটি বলছে, কুরাইশ নেতা যদি মহানবী (সাঃ) এর সাথে কথা-বার্তার দ্বারা উপকৃত নাও হয় তাতে মহানবী (সাঃ) এর কোন দায়িত্ব বা দোষ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি বাহ্যিক মনোযোগ না দেয়া এবং কুরায়শ নেতার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখাতে মহানবী (সাঃ) এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, বরং এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুমই তিনি পালন করেছেন। কারণ ইসলামী শরীয়ত বলে, নিজ অতিথি বা আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় দেখানো প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

৩২৫৪। ৬ থেকে ১১ আয়াত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি প্রযোজ্য। এ আয়াতগুলোতে নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের অভিযোগগুলোর উল্লেখ করা হয় এবং ১২নং আয়াত থেকে সেগুলো খন্ডন করা হয়। অতএব এ আয়াতগুলোর (৬-১১) তাৎপর্য দাঁড়ায়, এটা কীরূপে সম্ভব, তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি এত মনোযোগ দিবে, যে ব্যক্তি ঘৃণা, অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায়, এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তোমার দিকে দৌড়ে আসে তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা দেখাবে? তোমার পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার এ আয়াতগুলো কুরায়শ দলপতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা সেই ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তির আগমনে অস্বস্তি বোধ করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কোন কোন তফসীরকার এরূপ অর্থই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতগুলোকে ব্যাঙ্গোক্তি বলে মেনে নিতে হবে যাতে নবী করীম (সাঃ) এর সমালোচকদের মনের চিত্রই ফুটে উঠেছে, নবী করীম (সাঃ) এর কোন দুর্বলতার প্রতি এখানে কোন ইঙ্গিত নেই।

৩২৫৫। এ আয়াতের অর্থ হলো, অবজ্ঞার অভিযোগ সঠিক নয়। অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রসূলে পাক (সাঃ) কেনইবা বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন যখন কুরআন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে? এরূপ করা মহানবী (সাঃ) এর নিজ সমুন্নত নৈতিক গুণাবলীর পরিপন্থী তো বটেই, মানবিক যুক্তিও এতে সায় দেয় না। মহানবী (সাঃ) যা করেছেন তা সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

৩২৫৬। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যত চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা রয়েছে তার সবগুলোর সারাংশই পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ হিসাবে কুরআন যেন সকল ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহ বিশেষ। 'সম্মানিত ঐশী পুস্তকসমূহে' বাক্যাংশের তাৎপর্য এটাই। আয়াতটি বলে দিচ্ছে, কুরআন কিতাবের আকারে লিখিত রূপ ধারণ করবে। এটি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করবে, বিকৃতি ও হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে, (এবং আছেও)।

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۝١٦

১৭। যারা সম্মানিত (এবং) অতি পুণ্যবান[৩২৫৭]।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ۝١٧

১৮। মানুষের জন্য দুর্ভোগ! সে কত অকৃতজ্ঞ[৩২৫৮]।

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨

১৯। তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩

২০। [ক]এক শুক্রবিন্দু থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে যথাযথ আকৃতি দেন।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠

২১। এরপর তিনি (তার) পথকে তার জন্য সহজ করে দেন,

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١

২২। এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তিনি তাকে (প্রতিশ্রুত) কবরে রাখেন[৩২৫৯]।★

ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢

২৩। এরপর তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় (জীবিত করে) উঠাবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ۝٢٣

২৪। সাবধান! তিনি তাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা সে এখনো পালন করেনি।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ۝٢٤

২৫। অতএব মানুষ তার নিজের খাবারের দিকে লক্ষ্য করুক।

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥

২৬। (আর সে দেখুক) [খ]কিভাবে আমরা মুষলধারে পানি বর্ষণ করি।

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝٢٦

২৭। এরপর আমরা মাটিকে ভালভাবে কর্ষণ করি,

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٧

২৮। [গ]এরপর আমরা এতে শস্যদানা উৎপন্ন করি।

وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝٢٨

২৯। এবং আঙ্গুর ও শাকসব্জি

দেখুন ঃ ক. ১৮ঃ৩৮; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ খ. ৭১ঃ১২, ৭৮ঃ১৫ গ. ৭৮ঃ১৬

৩২৫৭। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে (১৪ ও ১৫) কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ১৬-১৭ আয়াত দুটিতে কুরআনের বাণী প্রচারকেরা কেবল যে ধার্মিক ও মহীয়ান তা-ই নয়, তারা এর বাণী প্রচার ও বিস্তারের জন্য দূর-দূরান্তরে ভ্রমণও করবেন বলে বলা হয়েছে ('সাফারাতিন' এর আরেকটি অর্থ, দূর-দূরান্তে সফরকারীগণ)।

৩২৫৮। কাফিররা এতই অকৃতজ্ঞ যে কুরআনের মত এতবড় মহা উপকারী ও মহীয়ান একখানা গ্রন্থ যা তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশৃঙ্গে উঠাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাও তারা অগ্রাহ্য করে।

৩২৫৯। মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বিদায় নিবার পর একটি নতুন দেহ ও নতুন আবাস বরণ করে নেয়। এ নব দেহ বা আবাসস্থল মানুষের ইহলৌকিক কার্যাবলীর গুণাগুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটাই তার প্রকৃত কবর। এটা সেই গর্ত নয় যাতে আত্মীয়-স্বজনরা তার মৃতদেহকে রেখে ঢেকে দেয়। আর এটা তার আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সুখের বা দুঃখের আবাসস্থল।

★[প্রত্যেক ব্যক্তির বাহ্যিক কবর হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা অনেক লোক ডুবে মারা যায় বা অনেককে হিংস্র প্রাণীরা খেয়ে ফেলে। অতএব এখানে 'কবর' অর্থ হলো তার পুনরুত্থানের পূর্বের সময়কাল। অর্থাৎ প্রত্যেক মানবাত্মার ওপর একটি কবরের অবস্থার সময় আসবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٣١﴾

৩০। এবং জলপাই ও খেজুর

وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٢﴾

৩১। [ক]এবং ঘন বাগানসমূহ

وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣٣﴾

৩২। এবং ফলফলাদি ও তৃণলতা,

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৩। [খ]যা তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্য জীবনোপকরণ (তা উৎপন্ন করি)।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٥﴾

৩৪। [গ]কিন্তু যখন এক বিকট শব্দ হবে

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٦﴾

৩৫। [ঘ]সেদিন মানুষ তার ভাইকে ছেড়ে পালাবে

وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٧﴾

৩৬। এবং তার মাকেও এবং তার বাবাকেও

وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٨﴾

৩৭। এবং তার [ঙ]স্ত্রীকেও এবং তার সন্তানদেরকেও (ছেড়ে পালাবে)[৩২৫৯-ক]।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٩﴾

৩৮। সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে, যা তাকে (অন্য সবার বিষয়ে) উদাসীন করে দিবে[৩২৬০]।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٤٠﴾

৩৯। [চ]সেদিন কতগুলো চেহারা হবে উজ্জ্বল,

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤١﴾

৪০। হাসিখুশী (ও) আনন্দিত।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٢﴾

৪১। [ছ]আর সেদিন কতগুলো চেহারা হবে ধূলোমাখা।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٣﴾

৪২। কালিমা [জ]সেগুলোকে ছেয়ে ফেলবে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٤﴾

১ [৪৩] ৫

৪৩। এরাই অস্বীকারকারী (ও) পাপাচারী।

দেখুন ঃ ক. ৭৮ঃ১৭ খ. ৭৯ঃ৩৪ গ. ৭৯ঃ৩৫ ঘ. ৪৪ঃ৪২ ঙ. ৭০ঃ১৩ চ. ৩ঃ১০৭; ১০ঃ২৭ ছ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮৮ঃ৩-৪ জ. ১৪ঃ৫১; ২৩ঃ১০৫।

৩২৫৯-ক। হায়! সেই হিসাব-নিকাশ দিবসের কী ভয়াবহ এক চিত্র!

৩২৬০। নিজের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার সময় মানুষ নিকট আত্মীয়কেও ভুলে যায়। কেননা তার নিজের বোঝা তখন এত ভারী হয়ে ওঠে যে সে অপরের দিকে তাকাবারও অবকাশ পায় না।

সূরা আত্ তাক্ভীর-৮১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে কিংবা সম্ভবত এর কিছু পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে কিয়ামত বা 'পুনরুত্থানের' বিষয় এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজ জনগণের মাঝে যে মহা বিপ্লব এনেছিলেন (যাকে কুরআনের ভাষায় 'পুনরুত্থান' বলা হয়েছে) তা বর্ণিত হয়েছে। এ 'পুনরুত্থান' পৃথিবীতে দুবার সংঘটিত হবার কথা ছিল। প্রথমে মহানবী (সাঃ) এর স্বয়ং আগমনের মাধ্যমে, অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁর (সাঃ) প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কুরআনের ৬২ঃ৪ আয়াতে। ইসলামের দুর্দিনে প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে ইসলামের পুনরুত্থানের ও পুনর্জাগরণের যে আশ্বাসবাণী রয়েছে এবং যে সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সে সময়ে সংঘটিত হওয়ার কথা, এ সূরাতে তারই একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটি ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পরিবর্তনগুলোর বর্ণনা দানের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে এবং তখনকার মুসলিম-বিশ্বের নৈতিক অধঃপতন ও তার কারণসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছে। শেষ দিকে তাদেরকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনিয়ে সূরাটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অবশেষে মুসলমানদের অধঃপতনের রাতের অবসান হয়ে যাবে এবং তাদের কৃতকার্যতার প্রভাত পুনরায় উপস্থিত হবে। কেননা ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্র শেষ ধর্ম হওয়ায় সগৌরবে টিকে থাকতেই এসেছে।
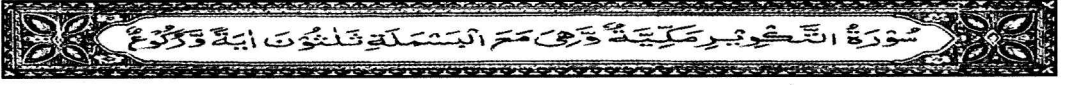
সূরা আত্ তাক্‌ভীর-৮১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾
২। সূর্যকে যখন ঢেকে দেয়া হবে[৩২৬১]	اِذَا الشَّمۡسُ کُوِّرَتۡ ﴿۲﴾
৩। এবং তারকারা যখন ম্লান হয়ে যাবে[৩২৬২]	وَ اِذَا النُّجُوۡمُ انۡکَدَرَتۡ ﴿۳﴾
৪। এবং [খ]পাহাড়পর্বতকে যখন স্থানচ্যুত করা হবে[৩২৬৩]	وَ اِذَا الۡجِبَالُ سُیِّرَتۡ ﴿۴﴾
৫। এবং দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে যখন অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে[৩২৬৪]	وَ اِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ﴿۵﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৭৮ঃ২১।

৩২৬১। সাধারণত বিশ্বাস করা হয়, এ সূরাটি কেবলমাত্র মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের সে বিষয়টি আলোচনা করেছে যখন প্রকৃতির নিয়ম-কানুন স্তব্ধ হয়ে থেমে যাবে। কিন্তু সূরাটির সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মর্মবাণী এতই পরিষ্কারভাবে ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছে যে এ সূরাটিকে কেবলমাত্র পারলৌকিক চূড়ান্ত পুনরুত্থানের প্রতি আরোপ করলে কয়েকটি আয়াতের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তু-জগতে ও মানব জীবনে মহানবী (সাঃ) এর সময়ের পরে বিশেষত আমাদের যুগে যে সকল মহাপরিবর্তন আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে, এ সূরাটিতে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থঃ আধ্যাত্মিক অন্ধকার যখন বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে, আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী-সাঃ) এর আলো যখন মানুষের দৃষ্টিতে ম্লান হয়ে আসবে অথবা প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে। আয়াতটির অন্য একটি অর্থ এরূপ হতে পারেঃ নবী করীম (সাঃ) এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ঘটবে, যা (নিদর্শন হিসাবে) পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি অবধি আর কখনো ঘটেনি (কুতনী, পৃঃ ১৮৮)। এ চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ১৮৯৪ সালের রমযান মাসে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে।

৩২৬২। 'আন্ নাজম' (তারকা) বলতে ধার্মিক উলামাকে বুঝিয়েছে। এ অর্থ মহানবী (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তাদের মধ্যে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে সৎপথ পাবে' (বায়হাকী)। অতএব আয়াতটির এরূপ অর্থ হতে পারেঃ যখন ধর্মীয় নেতাগণের পদস্খলন ঘটবে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমে যাবে। আয়াতটিতে ধর্মীয় সংস্কারকের আগমন কালে ব্যতিক্রমী সংখ্যায় উল্কাপাতের যে ঘটনা ঘটে থাকে–সে কথার প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে।

৩২৬৩। যখন পাহাড়গুলোকে ডিনামাইট দিয়ে বিধ্বস্ত করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হবে। রূপকভাবে নিলে অর্থ দাঁড়াবেঃ শাসকবর্গের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে। 'জাবাল' শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড় জামাআত, বা সংঘবদ্ধদল (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)।

৩২৬৪। 'উশারাহ্' শব্দের বহুবচন 'ইশার্'। 'উশারাহ্' মানে দশ মাসের গর্ভবতী উট্‌নী। 'ইশার' বলতে ঐ সকল উট্‌নীকে বুঝায় যারা এখনো বাচ্চা প্রসব করেনি কিংবা যারা আসন্ন-প্রসবা (মুফরাদাত, লেইন)। আয়াতটির অর্থঃ যখন আরবের মত মরু দেশেও উট্‌নীর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, যান-বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যান-বাহন, যেমন মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি এর স্থান দখল করে নিবে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর একটি হাদীসে উটের যায়গায় অন্য যান-বাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছেঃ 'উট পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে না' (মুসলিম)।

৬। এবং বন্য জীবজন্তুদের যখন একত্র করা হবে[৩২৬৫] وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝۶

৭। [ক]এবং নদী ও সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করে দেয়া হবে[৩২৬৬] وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۷

৮। এবং (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্র করে দেয়া হবে[৩২৬৭] وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝۸

৯। এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা (সন্তানদের) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝۹

১০। 'কোন্ অপরাধে (তাদের) হত্যা করা হয়েছে?★[৩২৬৮] بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝۱۰

১১। এবং পুস্তকপুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে[৩২৬৯] وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۱

১২। এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে[৩২৭০] وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝۱۲

১৩। এবং জাহান্নামকে যখন উত্তপ্ত করা হবে[৩২৭১] وَاِذَا الْجَحِیْمُ سُعِّرَتْ ۝۱۳

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ৭; ৮২ঃ৪।

৩২৬৫। মূল শব্দ 'হুশিরা' এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। (মুফরাদাত মুনজিদ লেইন)। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ যখন বন্য জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখীকে চিড়িয়াখানায় একত্র করা হবে, অথবা যখন আদিবাসী লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে এনে নাগরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করা হবে, অথবা যখন তাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

৩২৬৬। আয়াতের অর্থঃ যখন সেচ কার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী বা সমুদ্র থেকে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হবে; অথবা খাল কেটে বিশাল নদী ও সমুদ্রগুলোকে সংযুক্ত করা হবে, 'সুজ্জিরা' শব্দটির মধ্যে এ সব অর্থই রয়েছে (মুফরাদাত মুনজিত লেইন)।

৩২৬৭। যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত হবে যে অতি দূর-দূরান্তরের ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এ সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মত একত্র হবে। এ আয়াতের অন্য তাৎপর্যঃ সমমনা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোকেরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করবে।

৩২৬৮। বালিকাদের পুড়িয়ে মারা বা জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুঁতে রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের আইন প্রণীত হবে।
★[৯ ও ১০ আয়াতে ভবিষ্যতের সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা অনেক ক্ষেত্রে নিজ সন্তানদের ওপর পিতামাতার অধিকার দিতে অস্বীকার করবে। এ আয়াতে বর্ণিত ব্যাপকতর বিষয়টি এ যুগে এত নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছে যে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করা দূরে থাক পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের প্রতি কোন ধরনের বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে প্রমাণিত হলেও এসব সরকার সন্তানসন্ততিদেরকে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৬৯। এ আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এটা শেষ যুগের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র।

৩২৭০। শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান যে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে আলোচ্য আয়াত এর প্রতি ইঙ্গিত করছে। বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দীতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়।

৩২৭১। মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যে আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে, যার ফলে মহাবিধ্বংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের উপর দোযখের আযাবের মত নেমে আসবে।

১৪। [ক]এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে[৩২৭২]

وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣

১৫। [খ]তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ে এসেছে তা সে জানতে পারবে[৩২৭৩]।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤

১৬। অতএব সাবধান! যারা গোপন অভিযান চালিয়ে সরে পড়ে আমি তাদেরকে সাক্ষীরূপে পেশ করছি,

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥

১৭। অর্থাৎ নৌযানগুলোকে, (যেগুলো) লুকানোর সময় (অথবা লুকানোর স্থানে) লুকিয়ে পড়ে।[৩২৭৪]

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦

১৮। আর রাতকে (আমি সাক্ষীরূপে পেশ করছি) যখন এর সমাপ্তি ঘটবে

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝١٧

১৯। [গ]এবং ভোরকেও (সাক্ষীরূপে পেশ করছি) যখন এতে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি হবে[৩২৭৫]।

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

২০। [ঘ]নিশ্চয় এ (কুরআন এমন) এক সম্মানিত রসূলের (প্রতি অবতীর্ণ) বাণী[৩২৭৬],

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩

২১। (যে রসূল) শক্তিশালী (ও) আরশের মালিকের কাছে অতি মর্যাদাবান

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠

২২। এবং অনুসরণীয় (এবং) একই সাথে (সে আরশের অধিপতির কাছে) বিশ্বস্তও[৩২৭৭]।

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١

২৩। [ঙ]আর তোমাদের এ সাথী (নিশ্চয়) উন্মাদ নয়।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢٢

দেখুন ঃ ক. ৫০ঃ৩২ খ. ৩ঃ৩১; ৮২ঃ৬ গ. ৭৪ঃ৩৫ ঘ. ৬৯ঃ৪১ ঙ. ৫২ঃ৩০; ৬৮ঃ৩।

৩২৭২। যেহেতু শেষ যুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং ধন-সম্পদে ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে ওঠবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩২৭৩। আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশ তখন কার্যকরী হবে এবং মানুষের মন্দ কর্মের ফলে সর্বত্র প্রাকৃতিক মহা বিপর্যয় ঘটতে থাকবে।

৩২৭৪। শেষ যুগে মুসলমানরা তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান হারিয়ে ফেলবে । তারা (আল্লাহ্ ও রসূল-সাঃ-প্রদত্ত পথ ও পন্থা ছেড়ে) স্বকীয় চিন্তা-প্রসূত ভ্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে তাড়াহুড়া করে তা বাস্তবায়নে লেগে যাবে, অথবা নৈরাশ্যের কারণে সৃজনশীল, গঠনমূলক প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকবে। (এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা ডুবো জাহাজ এর ভবিষ্যদ্বাণীও প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সূরার ভূমিকা ও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উর্দূ অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

৩২৭৫। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার রাত্রি কেটে যাবে এবং ইসলামের আকাশে উন্নতি ও অগ্রগতির এক নতুন ভোরের উদয় হবে যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সূর্যের আকারে সারা বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করবে।

৩২৭৬। 'সম্মানিত রসূল' বলতে এখানে রসূলে পাক (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, ফিরিশ্‌তাগণের সর্দার জিবরাঈল (আঃ)কে বুঝায় নি, যেরূপ সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে।

৩২৭৭। ২০ থেকে ২২ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে পাঁচটি গুণ, যথাঃ সম্মানিত রসূল, শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে অতি মর্যাবান, অনুসরণীয়, আরশের মালিকের কাছে বিশ্বস্ত, এ পাঁচটি গুণবাচক নামই নবী করীম (সাঃ) এর জন্য প্রযোজ্য।

২৪। [ক]নিশ্চয় সে তাকে[৩২৭৮] সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।★	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٤﴾
২৫। আর সে অদৃশ্য বিষয় (বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) কৃপণ নয়[৩২৭৯]।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٥﴾
২৬। [খ]আর এ (বাণী) বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٦﴾
২৭। তবুও তোমরা চলেছ কোথায়?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮। [গ]এতো কেবল বিশ্বজগতের জন্য এক মহা উপদেশবাণী,	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯। তার জন্য যে তোমাদের মাঝে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে চায়।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٩﴾
১ [৩০] ৬ ৩০। [ঘ]আর কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই[৩২৮০] তোমরা (তা) চাইতে পার।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৫৩ঃ১৪ খ. ২৬ঃ২১১ গ. ১২ঃ১০৫; ৩৮ঃ৮৮ ঘ. ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১।

৩২৭৮। 'হু' (তাকে) সর্বনামটি দ্বারা ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে কিংবা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে বুঝাতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হবে, ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ১৯নং আয়াতে দেয়া হয়েছে তিনি তার পূর্ণতাকে দেখলেন।

★[আয়াত ২৩ ও ২৪ এর অর্থ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা:) নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেননি, বরং সত্যি সত্যি তিনি জিবরাঈল (আ:)কে এক সুস্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৭৯। আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে বড় বড় গুপ্ত রহস্যের বহু তত্ত্ব ও তথ্যাবলী বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছেন।

৩২৮০। যে সত্যকে পাবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে নিজের চাওয়াকে খাপ খাইয়ে নেয়, সে ব্যক্তিই কেবল সঠিক ধর্মপথের সন্ধান পায় এবং সে সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

সূরা আল্ ইন্‌ফিতার-৮২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এ সূরাটির সাথে পূর্ববর্তী সূরাটির এতই সামঞ্জস্য রয়েছে যে একে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ বলা যেতে পার। কেবল নামেই এটি ভিন্ন সূরা। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, একটি সূরার কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এটা আলাদা করে নেয় এবং এ অংশগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো কণ্ঠস্থ হয়ে হৃদয়ে গেঁথে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে একে ভিন্ন নামে স্বাতন্ত্র্য দেয়া হয়ে থাকে। শেষ যুগে খৃষ্টানদের মতবাদ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি অ-খৃষ্টান বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে মোহান্ধ করে যে অবস্থাবলী সৃষ্টি করবে, এ সূরাতে তা-ই আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। নবুওয়তের প্রথমদিকে পূর্ববর্তী সূরার সাথে সমসাময়িকভাবে এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল।
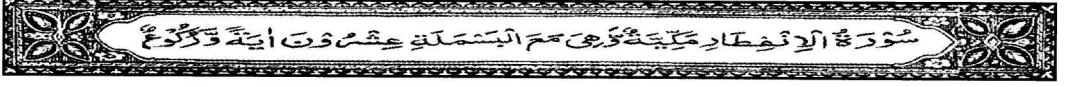
সূরা আল্ ইন্‌ফিতার-৮২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক-আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾
২। খ-আকাশ যখন ফেটে যাবে[৩২৮১]	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿٢﴾
৩। এবং তারকারা যখন খসে পড়বে[৩২৮২]	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٣﴾
৪। গ-এবং নদী (ও) সাগরগুলোকে যখন চিরে (একটিকে আরেকটির মধ্যে) প্রবাহিত করা হবে[৩২৮৩]	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٤﴾
৫। ঘ-এবং কবরগুলোকে যখন উপড়ে ফেলা হবে[৩২৮৪]	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٥﴾
৬। ঙ-তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পেছনে কী ছেড়ে এসেছে[৩২৮৫]।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٦﴾
৭। হে মানুষ! তোমাকে তোমার মহাসম্মানিত প্রভু-প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারিত করেছে,	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٧﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৭৩ঃ১৯ গ. ৮১ঃ৭ ঘ. ১০০ঃ১০ ঙ. ৩ঃ৩১; ৮১ঃ১৫।

৩২৮১। ইতোপূর্বে সূরাটির ভূমিকাতে মন্তব্য করা হয়েছে, এ সূরা বিশেষভাবে ঐ সময় সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞাত করতে চায় যখন খৃষ্টীয় মতবাদ, যথা 'ত্রিত্ববাদ', প্রায়শ্চিত্তবাদ' ও 'আল্লাহ্‌র পুত্র স্বয়ং আল্লাহ্‌' প্রভৃতি ভ্রান্ত-বিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্র জয়-ঢাক বাজাতে থাকবে এবং তা অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হবে। খৃষ্টানদের এসব মিথ্যা মতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের যুগের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুরআন কঠোর ভাষায় বলেছে: আকাশসমূহ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা রহমান আল্লাহ্‌র এক পুত্র নির্ধারিত করেছে (১৯ঃ৯১-৯২)। এ দুটি আয়াতের প্রতি আলোচ্য আয়াতটি ইঙ্গিত করে বলছে, যখন খৃষ্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে তখন আল্লাহ্‌ তাআলার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যার ফলে ঐশী শাস্তিসমূহ বিভিন্ন আকারে একের পর এক নেমে আসবে।

৩২৮২। উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত এ কথাগুলোর মর্মার্থ হলো, শেষ যুগে সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হেদায়াতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিংবা একেবারেই বিরল হয়ে পড়বে।

৩২৮৩। সে যুগে বিশাল সমুদ্রগুলো খাল দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একের পানি অপরের মধ্যে প্রবাহিত হবে, অথবা সমুদ্রের মুখগুলো গভীরভাবে খনন করে বড় বড় জাহাজগুলোকে বন্দরে ভিড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। পানামা ও সুয়েজ খালের প্রতি এ আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয়।

৩২৮৪। শেষ যুগে কবরসমূহ উৎপাটিত করা হয়েছিল, যেমন করা হয়েছিল মিশরের অতীত বাদশাহ্‌গণের কবরের ক্ষেত্রে। অথবা আয়াতটির তাৎপর্য এও হতে পারে, শেষ যুগে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত শহর এবং স্মৃতি-সৌধগুলো খনন করে মাটির নীচ থেকে বের করা হবে।

৩২৮৫ এ আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মিথ্যাভিত্তিক খৃষ্টান মতবাদসমূহের ধারক, বাহক ও প্রচারকগণকে আহ্বান করে বলা হয়েছে, তারা তাদের এসব ভ্রান্ত মতবাদের ভয়াবহতা ও অসারতা অবশেষে বুঝতে পারবে।

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۟ۙ

৮। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন, এরপর তোমাকে [ক]সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন[৩২৮৬]?

فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۟ؕ

৯। তিনি যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গড়েছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۟ۙ

১০। কখনো নয়। বরং তোমরা বিচার (দিবসকেই) প্রত্যাখ্যান করছ।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۟ۙ

১১। [খ]অথচ তোমাদের ওপর নিশ্চয়ই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۟ۙ

১২। যারা [গ]সম্মানিত লেখক[৩২৮৭]।

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۟

১৩। তোমরা যা কর তা তারা জানে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۟ۚ

১৪। [ঘ]নিশ্চয় পুণ্যবানরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۟ۖۚ

১৫। [ঙ]এবং পাপাচারীরা নিশ্চয়ই জাহান্নামে থাকবে।

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۟

১৬। [চ]তারা এতে বিচারদিবসে ঢুকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۟ؕ

১৭। আর তারা এ থেকে কখনো পালাতে পারবে না।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۟ۙ

১৮। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে বিচারদিবস কী?

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۟ؕ

১৯। আবারও (বলছি), তোমাকে কিসে বুঝাবে বিচারদিবস কী?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۟

২০। (এ হবে সেদিন) [ছ]যেদিন একজন আরেক জনের সামান্যতম কাজে আসার ক্ষমতা রাখবে না। [জ]আর সেদিন সিদ্ধান্তের (ক্ষমতা) আল্লাহ্‌রই (হাতে) থাকবে।

রুকু ১ [২০] ৭

দেখুন ঃ ক. ৮৭ঃ৩; ৯১ঃ৮ খ. ৬ঃ৬২ গ. ৪৩ঃ৮১; ৫০ঃ১৯ ঘ. ৪৫ঃ৩১; ৮৩ঃ২৩ ঙ. ৮৩ঃ৮ চ. ২৩ঃ১০৪; ৮৩ঃ১৭ ছ. ২ঃ১২৪; ৩১ঃ৩৪ জ. ১৮ঃ৪৫, ৪০ঃ১৭

৩২৮৬। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে কত মহান প্রাকৃতিক গুণাবলী ও মানসিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন, যাতে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। অথচ তারা সেই মহামহিম আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধেই মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ পোষণ করে থাকে।

৩২৮৭। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তার নিজস্ব মতামত ও কার্যাবলীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আর তার মতামত ও কার্যাবলী 'সম্মানিত লেখক' কর্তৃক নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন-৮৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ক্রটিপূর্ণ মাপ ও ওজন ব্যবহার করাকে অতিশয় ঘৃণ্য অপরাধ বলে নিন্দা করার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। বিজ্ঞ তফসীরকারগণের মতে সূরাটি মক্কী-জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মূইর এর অবতীর্ণকাল নবুওয়তের ৪র্থ বৎসরে নির্ধারিত করেছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল যে তাদের কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ তাদেরকেই পূরণ করতে হবে। কেননা বিচারের দিন অন্যের আত্ম-বলিদান কিংবা অন্যের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না। পূর্ববর্তী সূরাতে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাটিতে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এতে উপস্থাপন করা হয়েছে যে শক্তিধর জাতিগুলো দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে হরণ করে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করবে। এ সব অন্যায়কারী ও অসাধু জাতিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তারা কখনো বিনা শাস্তিতে পার পাবে না। সর্বপ্রকার ভয়াবহতাসহ 'হিসাব-নিকাশের দিন' তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।
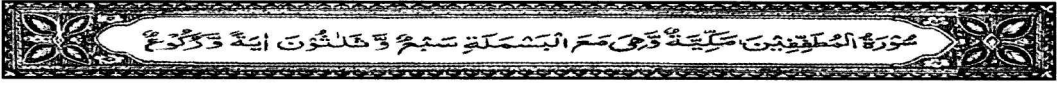
সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন-৮৩

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। খ.দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿٢﴾

৩। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার বেলায় পুরোপুরি নেয়,

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٣﴾

৪। গ.কিন্তু যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٤﴾

৫। তারা কি বিশ্বাস করে না, তারা পুনরুত্থিত হবে

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٥﴾

৬। এক মহাদিবসের (মহাবিচারের) জন্য[৩২৮৮],

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٦﴾

৭। যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে দাঁড়াবে?

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧﴾

৮। সাবধান! নিশ্চয় পাপাচারীদের কর্মলিপি 'সিজ্জীনে'[৩২৮৯] সংরক্ষিত রয়েছে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٨﴾

৯। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে 'সিজ্জীন' কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٩﴾

১০। (তা) এক লিখিত কিতাব[৩২৯০]।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿١٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১১ঃ৮৫; ২৬ঃ১৮২-১৮৪; ৫৫ঃ৯ গ. ৫৫ঃ১০।

৩২৮৮। ইহজীবনের পরে মানবের জন্য একটি 'হিসাব-নিকাশের' দিন অবশ্যই রয়েছে। সেদিন মানুষকে তাদের মালিক ও প্রভুর কাছে ইহকালীন জীবনের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে। কিন্তু ইহকালেও জাতি বিশেষের জন্য 'হিসাবের দিন' এসে যায় যখন তাদের কুকর্ম সকল সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। তখন তাদের নিকট থেকে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া হয়।

৩২৮৯। 'সিজ্জীন' শব্দটি অনেক তফসীরকারের মতে অনারবী শব্দ। কিন্তু ফার্‌রা, যাজ্জাজ, আবূ উবায়দা এবং মুবাররাদ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিত বলেন, এটি একটি আরবী শব্দ যা 'সাজানা' থেকে এসেছে। 'লিসান' এ শব্দটি 'সিজ্‌ন' (কারাগার) এর সমার্থক মনে করেন। 'সিজ্জীন' একটি রেজিষ্টার, ফিরিস্তি বা পুস্তক, যাতে পরকালের জন্য মন্দ লোকদের দুষ্কর্মের তালিকা সংরক্ষিত রাখা হয়। শব্দটির অন্যান্য অর্থ হলো ঃ শক্ত বস্তু, কঠোর ও ভয়ঙ্কর, চলমান, স্থায়ী বা চিরস্থায়ী (লেইন)।

৩২৯০। 'সিজ্জীন' শব্দটির তাৎপর্য হলো, দুষ্কৃতকারী অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি পাবে, অথবা আয়াতটি এও বুঝাতে পারেঃ দুষ্কর্মকারীদেরকে অতিশয় অপমানজনক ঘৃণ্য স্থানে রাখা হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটাই তাদের ব্যাপারে অটল সিদ্ধান্ত। অথবা 'সিজ্জীন' ও 'ইল্লীয়্যন' দুটি শব্দ দ্বারা কুরআনের দুটি অংশকে বুঝাতে পারে। 'সিজ্জীন' কুরআনের সেই অংশের নাম, যা ঐশী-বাণী অস্বীকারকারীদের কীর্তিকলাপ ও শাস্তিপূর্ণ পরিণতির বিষয়াদি বিবৃত করে, আর 'ইল্লীয়্যন' কুরআনের অপরাংশের নাম যা ধার্মিক বান্দাদের সৎকার্যাদির বিবরণ ও তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারাদির বর্ণনা প্রদান করে। এ হিসাবে এ আয়াতের অর্থ হবে, যে সব সিদ্ধান্ত কুরআনের এ দুটি অংশে বিবৃত হয়েছে তা অটল ও অপরিবর্তনীয় থাকবে।

১১। সেদিন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ,

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۟ۙ

১২। যারা বিচারদিবসকে প্রত্যাখ্যান করে।

الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ۟ؕ

১৩। আর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী ঘোরতর পাপিষ্ঠ ছাড়া অন্য কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে না।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ ۟ۙ

১৪। [ক]তার কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন সে বলে, 'এ তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী।'

اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ ۟ؕ

১৫। কখনো না, বরং তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّا بَلۡ ٜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ۟

১৬। [খ]সাবধান! সেদিন তাদের প্রভু-প্রতিপালকের (দর্শন[৩২৯১]) থেকে তাদের অবশ্যই আড়াল করে রাখা হবে।

كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ۟ؕ

১৭। [গ]এরপর তারা নিশ্চয় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِ ۟ؕ

১৮। এরপর তাদের বলা হবে, 'এতো তা-ই যা তোমরা [ঘ]প্রত্যাখ্যান করতে।'

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ۟ؕ

১৯। সাবধান! নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের কর্মলিপি 'ইল্লীয়্যিনে' সংরক্ষিত রয়েছে[৩২৯২]।

كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَ ۟ؕ

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৩২; ১৬ঃ২৫; ৬৮ঃ১৬ খ. ৩ঃ৭৮ গ. ২৩ঃ১০৪; ৮২ঃ১৬ ঘ. ৫২ঃ১৫।

৩২৯১। মু'মিনদের ভাগ্যে আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভ দু' পর্যায়ে ঘটে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর প্রতি তাদের আস্থা যখন পূর্ণ মাত্রায় ও দৃঢ়তার সাথে স্থাপিত হয় সে পর্যায়ে প্রথমবারের মত তারা আল্লাহ্কে দেখে। এ দর্শনের দ্বিতীয় স্তর তখন উপস্থিত হয় যখন আল্লাহ্ তাআলা নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান দ্বারা তার বান্দাকে সন্দেহমুক্ত করেন। পাপিষ্ঠরা তাদের পাপের কারণে শেষ-বিচারের দিনেও আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে, ইহকালে তো এ মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবেই।

৩২৯২। 'ইল্লীয়্যুন' শব্দটি অনেকের মতে 'আলা' থেকে এসেছে। 'আলা' অর্থ 'এটি উচ্চ ছিল' বা 'উচ্চ হয়েছিল।' অতএব 'ইল্লীয়্যুন' অর্থঃ অতি উচ্চ মর্যাদার স্থান যা ধার্মিক মু'মিনরা লাভ করবেন। 'মুফরাদাত' অনুযায়ী 'ইল্লীয়্যুন' অর্থ সে সকল বিশিষ্ট নির্বাচিত মু'মিন যারা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে অন্যান্য মু'মিন থেকে উর্ধ্বে প্রধান্য পাবে। শব্দটি পবিত্র কুরআনের সে অংশকেও বুঝায় যাতে মু'মিনদের জন্য অবধারিত উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস বলেন, শব্দটির অর্থ বেহেশ্ত (কাসীর)। আর ইমাম রাগেব বলেন, এর অর্থ বেহেশ্তবাসীগণ।

وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّيُّوۡنَ ۝٢٠

২০। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, 'ইল্লীয়্যূন' কী[৩২৯৩]?

كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ۝٢١

২১। (তা) এক লিখিত কিতাব।

يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ۝٢٢

২২। নৈকট্যপ্রাপ্তরা একে (সরাসরি) দেখতে পাবে।

اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِيۡ نَعِيۡمٍ ۝٢٣

২৩। [ক]নিশ্চয় পুণ্যবানরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে।

عَلَى الۡاَرَآئِكِ يَنۡظُرُوۡنَ ۝٢٤

২৪। [খ]সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে (তারা চারদিকে) চেয়ে দেখবে।

تَعۡرِفُ فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ ۝٢٥

২৫। তুমি তাদের চেহারায় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা লক্ষ্য করবে।

يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ ۝٢٦

২৬। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত খাঁটি সুরা[৩২৯৪] থেকে পান করানো হবে।

خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَفِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ۝٢٧

২৭। এর মোহর হবে কস্তুরীর। সুতরাং প্রত্যাশীরা এ (বিষয়েই) প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করুক।

وَمِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ ۝٢٨

২৮। আর এতে থাকবে 'তাসনীমের' সংমিশ্রণ,

عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ ۝٢٩

২৯। (অর্থাৎ) এমন এক ঝরণা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ ۝٣٠

৩০। [গ]নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মু'মিনদের সাথে হাসিঠাট্টা[৩২৯৫] করতো।

وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ ۝٣١

৩১। আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা পরস্পর চোখ টিপাটিপি করতো।

وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰۤى اَهۡلِهِمُ انۡقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ ۝٣٢

৩২। [ঘ]আর তারা তাদের পরিবারপরিজনের কাছে ফিরে আসার সময় বাজে কথা বলতে বলতে ফিরে আসতো।

দেখুন ঃ ক. ৪৫ঃ৩১; ৮২ঃ১৪ খ. ১৫ঃ৪৮; ১৮ঃ৩২; ৩৬ঃ৫৭; ৭৬ঃ১৪ গ. ২৩ঃ১১১ ঘ. ৮৪ঃ১৪।

৩২৯৩। 'সিজ্জীন' শব্দটি একবচন এবং 'ইল্লীয়্যূন' শব্দটি বহুবচন। এতে মনে হয় দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি একই স্থানে, একই অবস্থায় চলতে থাকবে। অপরদিকে ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীলদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে; তারা একরূপ থেকে অন্যরূপে, এক মর্যাদা থেকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকবে।

৩২৯৪। 'মোহরাঙ্কিত খাঁটি সুরা' যদি কুরআনকে বুঝিয়ে থাকে তাহলে 'তাস্‌নীম' বলতে মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য-প্রাপ্তগণের প্রতি অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে (ওহী-ইলহাম)বুঝাতে পারে।

৩২৯৫। ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কাফিররা হাসি-ঠাট্টা করতো। কেননা এসব ভবিষ্যদ্বাণী সে সময়ে করা হয়েছিল যখন মুসলমানরা কোনরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ۝٣٢

৩৩। আর তারা যখন এদের দেখতো তারা বলতো, 'এরা নিশ্চয়ই বিপথগামী।'

وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ۝٣٣

৩৪। অথচ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি।

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝٣٤

৩৫। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা আজ কাফিরদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে।

عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ۝٣٥

৩৬। তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে তাকিয়ে দেখবে[৩২৯৬]।

هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ۝٣٦

১ [৩৭] ৮

৩৭। (তারা একে অন্যকে বলবে,) 'কাফিররা যা করতো এর পূর্ণ প্রতিফল কি তাদের দেয়া হয়নি?'

৩২৯৬। শব্দগুলোর অর্থ হলো ঃ (১) সম্মানের আসনে বসে মু'মিনরা অহঙ্কারী কাফিরদের চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করবে, অথবা (২) কর্তৃত্বের আসনে বসে তারা মানুষের প্রতি ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করবে, অথবা (৩) তারা অন্যান্য সকলের প্রয়োজনাদি মিটাবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে–'নাযারা' শব্দের এও একটি অর্থ (লেইন)।

সূরা আল্ ইন্‌শিকাক-৮৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এটিও প্রাথমিক কালের মক্কী সূরা। এ চারটি সূরাই বিষয়বস্তু, বাক্য-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকে পরস্পরের অনুরূপ। নলডিকি ও মুইর মুসলিম পন্ডিতগণের সঙ্গে একমত যে সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ের। উল্লেখিত চারটি সূরার ধারায় শেষ সূরা এটাই। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হবে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, ঈমান কুফরীর স্থানকে দখল করে নিবে এবং অতীতের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার ধ্বংস-স্তুপের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে একটি নতুন, জীবন-প্রবাহী, শক্তিশালী, গতিময় জীবন-ব্যবস্থা। সূরা 'আল্ ইনফিতার' এর বিষয়বস্তু, মধ্যবর্তী সূরা 'আল্ মুতাফ্‌ফেফীন' এর ভিতর দিয়ে এ সূরাতে এসে প্রবেশ করেছে। সূরা ইনফিতার আরম্ভ হয়েছে 'আকাশ-বিদারণ' এর কথা দিয়ে এবং এ সূরাটিও আরম্ভ হয়েছে ঠিক তেমনি ধরনেরই কথা দিয়ে। প্রভেদ মাত্র এতটুকুই, প্রথমোক্ত সূরার আকাশ-বিদীর্ণ এবং টুকরা টুকরা হওয়ার সাথে মিথ্যা খৃষ্টান মতবাদ সম্পর্কযুক্ত, আর এ সূরাতে আকাশ-বিদীর্ণ হওয়া বা ফেটে যাওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র বাণী অবতরণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমার নবদিগন্ত উন্মোচন ও প্রসারের সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কযুক্ত। এরূপে পূর্ববর্তী তিনটি সূরাসহ এ সূরাটি একটি সূরার মালায় গাঁথা হয়েছে, যা (শেষ যুগে) ইসলামের পুনরুত্থানের বিষয় ও তৎপূর্ববর্তী সময়ের পাপাচার ও অন্যায়ের বিষয়টি মানব-সমক্ষে তুলে ধরেছে। এ সূরা বিশেষভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা বলছে এবং পূর্ববর্তী সূরাগুলো খৃষ্টানদের অশ্লীলতা ও দূর্নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করছে।
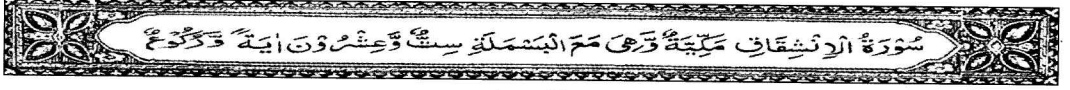
সূরা আল্ ইন্শিকাক-৮৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]আকাশ যখন ফেটে যাবে[৩২৯৭]

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ②

৩। এবং আপন প্রভুর প্রতি কান পেতে দিবে[৩২৯৮] এবং এটাই (তার জন্য) আবশ্যক করা হয়েছে।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ③

৪। আর [গ]পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে[৩২৯৯]

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ④

৫। এবং যা-ই এতে রয়েছে তা সে বের করে দিবে ও খালি হয়ে যাবে[৩৩০০]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ⑤

৬। এবং সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কান পেতে দিবে আর এটাই (তার জন্য) আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑥

৭। হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে পৌঁছুতে কঠোর সাধনা করতে হবে। তবেই [ঘ]তুমি তাঁর দেখা পাবে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ⑦

৮। অতএব যাকে [ঙ]তার কর্মলিপি তার ডান হাতে দেয়া হবে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ⑧

৯। তার কাছ থেকে অবশ্যই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে।

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ⑨

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৫ঃ৩৮; ৬৯ঃ১৭ গ. ৭৮ঃ৭ ঘ. ২ঃ২২৪; ১১ঃ৩০; ১৮ঃ১১১ ঙ. ১৭ঃ৭২; ৬৯ঃ২০।

৩২৯৭। আয়াতটি এমন একটি সময়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং ইসলাম-বিস্তারের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যায় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। লোকেরা তখন ঐশী হেদায়াতের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করবে।

৩২৯৮। এক নব আদম এর জন্ম হবে, ফিরিশ্তাগণ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করতে তাঁকে সাহায্য করবে (৬৯ঃ১৮)। কারণ ফিরিশ্তাগণকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩২৯৯। পৃথিবী এক নব-জীবন লাভ করবে এবং মানুষের পাপের মাত্রাধিক্য হেতু বিশ্ব যেভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিল তা থেকে তা বেঁচে যাবে এবং বিশ্বের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে, কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলোকে কেবল আকাশের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হতো, সেগুলো পৃথিবীরই অংশ বলে পরিচিত হবে এবং মানুষ রকেটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছুবারও চেষ্টা চালাবে। 'মুদ্দাত' শব্দটিতে এ সব অর্থই নিহিত আছে (লেইন)।

৩৩০০। পৃথিবী এর গুপ্ত ধন-সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বের করে দিবে, মনে হবে এ যেন নিজকে খালি করে দিচ্ছে।

وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

১০। আর সে তার পরিবারপরিজনের কাছে উৎফুল্ল হয়ে ফিরবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝

১১। কিন্তু যাকে [ক]তার কর্মলিপি তার পিঠের পেছন দিক দিয়ে দেয়া হবে[৩৩০১],

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝

১২। সে অবশ্যই (নিজের জন্য) ধ্বংসকে ডাকবে[৩৩০২]

وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

১৩। এবং জ্বলন্ত আগুনে ঢুকবে।

اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

১৪। নিশ্চয় সে (ইতোপূর্বে) তার পরিবারপরিজনের মাঝে [খ]আনন্দফূর্তিতে মত্ত ছিল!

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝

১৫। নিশ্চয় সে ভেবেছিল তাকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না।★

بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝

১৬। কেন হবে না! নিশ্চয় তার প্রভু-প্রতিপালক তার (সব বিষয়ের) প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

১৭। অতএব সাবধান! আমি সাঁঝের লাল আভাকে সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি।

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

১৮। আর রাতকে এবং তাকেও যা এ ঢেকে ফেলে (সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি)

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝

১৯। এবং চাঁদকেও (সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি) যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়[৩৩০৩]।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

২০। নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করবে[৩৩০৪]★।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

২১। সুতরাং [গ]তাদের কী হয়েছে, তারা কেন ঈমান আনে না?[৩৩০৫]

দেখুন ঃ ক.৬৯ঃ২৬ খ ৮৩ঃ৩২ গ. ৪৩ঃ৮৯।

৩৩০১। যারা কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পিঠের পেছনে ফেলে রেখেছিল (২৫ঃ৩১), তাদের কর্মলিপি তাদের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে।

৩৩০২। মানুষ যখন মহাযন্ত্রণায় পড়ে তখন সে এরূপ কামনাও করে, মৃত্যু এসে তার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটালেই যেন ভাল হতো।

★['লাঁইয়াহূরা' অর্থাৎ পুনরুত্থিত করা। এ শব্দটির অর্থ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) মুফরাদাত ইমাম রাগিব থেকে নিয়েছেন। তাঁর উর্দূতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৩৩০৩। ১৭ থেকে ১৯ আয়াতে মুসলমানদের পতনের ও পুনর্জাগরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাদের পুনর্জাগরণ সংঘটিত হবে মহানবী (সাঃ) এর এক মহান প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দীর (আঃ) এর মাধ্যমে, যিনি নিজে পূর্ণ-চন্দ্রের মতই গৌরবময় সূর্যের (মহানবী-সাঃ এর) উজ্জ্বল আলো ধারণপূর্বক তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন।

৩৩০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদেরকে সে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ৩৩০৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মঞ্জিল-৭

২২। আর তাদের কাছে যখন কুরআন পড়া হয় তখন তারা সিজদা করে না,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। বরং যারা অস্বীকার করেছে তারা (কুরআনকে) [ক]প্রত্যাখ্যান করে।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। আর তারা যা জমা করছে আল্লাহ্ তা সবচেয়ে ভাল জানেন[৩৩০৬]।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। [খ]সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾

১ [২৬] ৯

২৬। [গ]কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

দেখুন ঃ ক. ৮৫ঃ২০ খ. ৯ঃ৩৪ গ. ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৯৫ঃ৭।

★(১৭-২০ আয়াত সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদের টীকায় লিখেছেন, এস্থলে 'ফালা' শব্দটি কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, বরং প্রচলিত ধ্যাণধারণাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা গোধূলির কসম খেয়েছেন। এরপর রাত যখন গভীর হতে থাকে তখনো আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে আলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত রাখেন না। বরং সে সময় সূর্যের আলো প্রতিবিম্বাকারে ছড়ানোর জন্য চাঁদ উদিত করেন। আর চাঁদ এক নিমিষেই পূর্ণ আলোপ্রাপ্ত হয় না আর এক মুহূর্তে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয় না, বরং ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করে। একইভাবে চৌদ্দ হিজরী শতাব্দীতে আগমণকারী মুজাদ্দিদগণের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে উন্নতি করে পূর্ণিমার চতুর্দশীর পূর্ণ চাঁদের মত প্রকাশিত হয়।)

৩৩০৫। কাফিরদের এত বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটলো কী কারণে যে তারা ভবিষ্যদ্বাণীর দুটি অংশ পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখেও ভবিষ্যদ্বাণীটির তৃতীয় অংশের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে ? তারা ইসলামের চরম অধঃপতন দেখলো, তারপর আধ্যাত্মিক রাত্রির অন্ধকারও দেখতে পেল, তথাপি এটা বিশ্বাস করে না যে একদা চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র এসে রাত্রির সেই কালো অন্ধকারকে দূর করে দিবে।

৩৩০৬। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষের প্রতি মনে মনে যে শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে তা আল্লাহ্ ভালরূপেই জানেন। আর তারা যে প্রেরিত পুরুষের সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বানচাল করে তাঁর উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এ কথাও আল্লাহ্ তাআলা পুরোপুরি জ্ঞাত আছেন।

সূরা আল্ বুরূজ-৮৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরা নবুওয়তের প্রথম বছরেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরাটির সম্পর্ক হলো পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রাখা হয়েছে, আর এ সূরাতে সাক্ষী রাখা হয়েছে 'তারকা রাজি' ও 'প্রতিশ্রুত দিবসকে'। 'বুরূজ' বলতে তারকারাজির গতিপথ ও অবস্থানকে বুঝায়। এখানে বারজন ঐশী ধর্ম-সংস্কারককেও (মুজাদ্দিদ) বুঝাতে পারে, যারা প্রত্যেকেই নবী করীম (সাঃ) এর পরে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে চতুর্দশ হিজরীকে বুঝাতে পারে। সূরাটিতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়, প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) অনুসারীরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হবে। সূরাটির শেষ দিকে বলা হয়েছে, সে সময়ে চতুর্দিক থেকে বিশেষভাবে খৃষ্টান লেখকদের পক্ষ থেকে 'কুরআনের' সত্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বিষোদ্গারণ করা হবে এবং 'কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নয়'-এ কথা প্রমাণের জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। অপরদিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তাঁর সকল শক্তি ও আল্লাহ্-প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর (জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখনী-শক্তি, বাক্-শক্তি এবং নিদর্শন-প্রদর্শন এর) দ্বারা তাদের সে সব হীন আক্রমণকে প্রতিহত ও খণ্ডন করে কুরআনকে অভ্রান্তরূপে আল্লাহ্‌র বাণী বলে সাব্যস্ত করবেন।
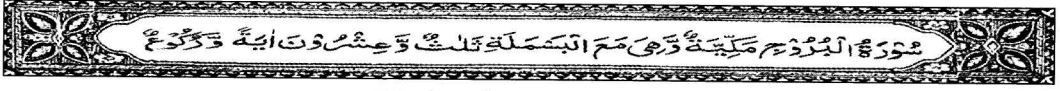
সূরা আল্ বুরূজ-৮৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। — بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

২। 'বুরূজ'[৩৩০৭] সম্পন্ন আকাশের কসম — وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ ﴿۲﴾

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসেরও (কসম)[৩৩০৮] — وَ الۡیَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ﴿۳﴾

★ ৪। এবং একজন সাক্ষ্য দানকারীর[৩৩০৯] এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তার (কসম)। — وَ شَاہِدٍ وَّ مَشۡہُوۡدٍ ﴿۴﴾

★ ৫। পরিখাসমূহের অধিকারীদের ওপর অভিসম্পাত[৩৩১০] — قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ﴿۵﴾

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ১৫ঃ১৭; ২৫ঃ৬২।

৩৩০৭। ইসলামের আকাশে সুউচ্চ অবস্থানের ন্যায় দণ্ডায়মান বারজন ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' অর্থাৎ 'প্রাণ-সঞ্চারী ধর্ম-সংস্কারক' বলা হয়ে থাকে। ইসলামের আধ্যাত্মিক সূর্যের পরে ইসলামের আকাশে তাঁরা তারকার মত অবস্থান গ্রহণপূর্বক মানবকে পথ-প্রদর্শন করবেন। যখন সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তার লাভ করবে, এ সকল 'বুরূজ' বা আধ্যাত্মিক তারকা একের পর এক প্রতি হিজরী শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের সত্যতা, কুরআনের বিশুদ্ধতা ও মহানবী (সাঃ) এর কল্যাণ-প্রসূতা বার বার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন।

৩৩০৮। 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে সেই দিনকে (সময়) বুঝাতে পারে, যেদিন ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) আগমন করবেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দিন রয়েছে, যাকে 'প্রতিশ্রুত দিন' বলা যেতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের অবসান-দিবস, মক্কা-বিজয়ের গৌরবময় দিন। কিন্তু ঐ সকল দিবস ছাড়া আরেকটি প্রতিশ্রুত দিবস আছে, যখন মহানবী (সাঃ) হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁর এক প্রতিনিধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন এবং ইসলাম নবজীবন লাভ করে অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত হবে। 'প্রতিশ্রুত দিবস' দ্বারা ঐদিনকেও বুঝায় যেদিন ধর্মপরায়ণ মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) লাভ করবেন।

৩৩০৯। প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারকই এক একজন 'শাহেদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁরা 'মাশ্‌হূদ' (সাক্ষ্য-প্রাপ্ত) হিসাবেও পরিগণিত। কেননা আল্লাহ্ তাঁদের সত্যতার পক্ষে নিজেই নিদর্শনাদি প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাহায্যে 'মু'জিযা ও কারামত' দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু যেভাবে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন শাহেদ– সাক্ষ্যদাতা এবং মহানবী (সাঃ) হলেন 'মাশ্‌হূদ'। এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাঁর কথা, যুক্তিতর্ক, তাঁর লেখা এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা যে নিদর্শনসমূহ দেখাবেন তা দিয়ে তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তখন মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী-প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর উম্মতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আগমন করবেন-পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ এক হিসাবে মাশ্‌হূদও বটে। কেননা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ই (সাঃ) দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ উভয়েই পরস্পরের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা এবং পরস্পরের 'মাশ্‌হূদ' বা সাক্ষ্য-প্রাপ্ত।

৩৩১০। কুরআনের ভাষ্যকারদের অনেকে বলেছেন, এ আয়াতে ইয়েমেনের ইহুদী বাদ্‌শাহ যূ-নোয়াস কর্তৃক কিছু সংখ্যক খৃষ্টানকে হত্যা করার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন, ব্যাবিলনের বাদশাহ্ নবুখদনিৎসর কর্তৃক কিছু সংখ্যক ইহুদী নেতাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে (দানিয়েল-৩ঃ১৯-২২)। তবে এ আয়াতটি সত্যের শত্রুদের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, যারা সমাগত ঐশী সংস্কারকদের আগমনের সময় মু'মিনদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতায় মত্ত হয় এবং অকথ্য নির্যাতন চালায়। এখানে সন্দেহযুক্ত অতীত ঘটনাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কুরআনের কোথাও আল্লাহ্ অতীত ঘটনার শপথ করেননি। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ 'প্রতিশ্রুত দিবসের' নামে কসম খেয়েছেন। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারীদেরকে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয়-দিবস ত্বরান্বিত করতে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হবে।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٦﴾

৬। অর্থাৎ জ্বালানীসমৃদ্ধ আগুনের অধিকারীদের (ওপর),

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٧﴾

৭। তারা যখন এর চারপাশে (তদারকীর জন্য) বসবে[৩৩১১]।

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٨﴾

৮। আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সাক্ষী[৩৩১২] (হবে)।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٩﴾

৯। [ক]আর মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রশংসাময় আল্লাহ্‌তে [৩৩১৩]এদের ঈমান আনার দরুনই তারা এদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে,

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٠﴾

১০। যিনি [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষী।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١١﴾

১১। যারা মু'মিন পুরুষদের ও মু'মিন নারীদের নির্যাতন করে এবং পরে (এর জন্য) তারা তওবা করে না নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্য (এ পৃথিবীতে হৃদয়দগ্ধকারী) আগুনের আযাব(ও) রয়েছে।★

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١٢﴾

১২। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য নিশ্চয় এমন সব জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। এ-ই হলো বিরাট সফলতা।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٣﴾

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের [গ]শাস্তি অতি কঠোর।

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٤﴾

★ ১৪। [ঘ]নিশ্চয় তিনি সূচনা করেন এবং (তিনিই) পুনরাবৃত্তি করেন[৩৩১৪]।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٥﴾

১৫। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম প্রেমময়।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১২৭ খ. ১৪ঃ৩ গ. ১১ঃ১০৩; ২২ঃ৩ ঘ. ২৯ঃ২০; ৩০ঃ১২।

৩৩১১। পঞ্চম আয়াত থেকে নবম আয়াতে মু'মিনদের উপর সত্যের শত্রুদের অত্যাচার-অনাচার, যা যুগে যুগে চলে এসেছে তারই কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে ১১ নং আয়াতে।

৩৩১২। সত্যের শত্রুরা মনে মনে ভালরূপেই জানে, তাদের শত্রুতা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর এবং যারা তাদের অত্যাচারের শিকার তারা নিরপরাধ।

৩৩১৩। আয়াতটি কতই না মর্মবিদারী! আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা কি এতই বড় অপরাধ যে এ বিশ্বাসের অপরাধে মু'মিনকে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হবে? আয়াতটি এ প্রশ্নটিই উপস্থাপন করেছে।

★['আল্ হারিক' অর্থ আগুন। আল্ মুফরাদাত ইমাম রাগেব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩১৪। মু'মিনদের উপর যারা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় আল্লাহ্ তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন।

১৬। (তিনি) আরশের অধিকারী (ও) পরম মর্যাদাবান। ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٦﴾

★ ১৭। তিনি যা চান তা করেই ছাড়েন। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

১৮। তোমার কাছে কি সেনাদলের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٨﴾

১৯। (অর্থাৎ) ফেরাউন ও সামূদের? فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٩﴾

২০। বরং যারা অস্বীকার করেছে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করাতেই (লেগে) রইলো। بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿٢٠﴾

★ ২১। [ক]আর আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে আছেন যে তারা (তা) অনুধাবন করতে পারে না। وَّاللّٰهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢١﴾

২২। [খ]বরং এ এক অতি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٢﴾

১ [২৩] ১০

২৩। যা এক [গ]সুরক্ষিত ফলকে রয়েছে[৩৩১৫]। فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٣﴾

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৬০ খ. ৫০ঃ২; ৫৬ঃ৭৮ গ. ৪১ঃ৪৩; ৫৬ঃ৭৯।

৩৩১৫। এ আয়াতটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করছে, কুরআন সব ধরনের হস্তক্ষেপ ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

সূরা আত্ তারেক-৮৬
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ সকলেই এ সূরার অবতীর্ণ হওয়ার কাল নবুওয়তের প্রাথমিক বৎসরগুলোতে নির্ধারণ করেছেন। ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্গণের মধ্যে নলডিকি ও মুইর এ একই অভিমত পোষণ করেন। এ সূরাতে এসে সূরা আল্ ইন্ফিতার দ্বারা আরম্ভ সূরা-মালা শেষ হয়েছে। এ সূরাগুলোর প্রত্যেকটির উদ্বোধনী আয়াত একভাবে বা অন্যভাবে শেষযুগে আগমনকারী ঐশী সংস্কারকের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছে (মধ্যবর্তী সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন, যার প্রারম্ভিক আয়াত ভিন্ন ধরনের, তা সূরা আল্ ইনফিতার-এরই অংশ)। সূরা আল্ ইনফিতারে এবং তৎপরবর্তী সূবাগুলোতে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল তা এ সূরায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। এ সূরা পূর্ববর্তী সূরাগুলো ও পববর্তী সূবাগুলোর মধ্যে 'বরযখ' এর (মধ্যবর্তী স্থানের) কাজ করেছে। তবে এ সূরাতে নূতন বিষয়ও শুরু হয়েছে।
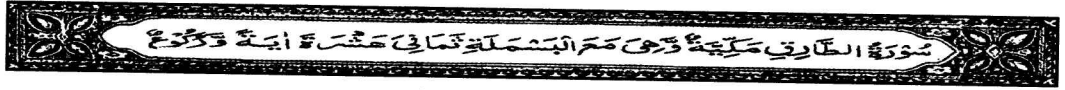
সূরা আত্ তারেক-৮৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৮ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। কসম আকাশের ও শুকতারার[৩৩১৬]।	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ②
৩। আর তোমাকে কিসে জানাবে, শুকতারা কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ③
৪। (এ এক) অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র[৩৩১৭]।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ④
৫। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্যই একজন তত্ত্বাবধায়ক (নির্ধারিত) রয়েছে।	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ⑤
৬। সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত তাকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑥
৭। তাকে এক সবেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে[৩৩১৮],	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑦
৮। যা পিঠ ও পাঁজরের মাঝ দিয়ে বের হয়[৩৩১৮-ক]।	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ⑧

৩৩১৬। এ আয়াতে শুকতারা বলতে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসাবে যিনি শেষ যুগে ইসলামের অন্ধকার রাত্রি-শেষের উষালগ্নে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের কাজ শুরু করবেন তাঁকে বুঝিয়ে থাকবে। তফসীরকারদের অনেকে মনে করেন, মহানবী (সাঃ) স্বয়ংই সেই শুকতারা যিনি বিশ্বের এক মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে উদিত হয়ে ঊষার আলো বিতরণের মাধ্যমে জগতকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

৩৩১৭। আল্লাহ্ তাআলা 'শুকতারা' অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধিকে সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন। তদুপরি তিনি রক্ষা করবেন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অর্থাৎ স্বয়ং মহানবী (সাঃ)কেও।

৩৩১৮। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি উঠানামা করে যেভাবে বীর্য সবেগে বের হয় ও পড়ে।

৩৩১৮-ক। কুরআনের একটা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো, এটা কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিমার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষায় ভাব প্রকাশ করে। এখানে 'পিঠ ও পাজরের মাঝ দিয়ে' এমনি ধরনের একটি মার্জিত প্রকাশ। উপযুক্ত স্থান-বিশেষে কুরআন এরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা কঠিন বিষয়কেও কোমল করে তুলে। আয়াতটির তাৎপর্য এ হতে পারে যে মানুষের জন্ম হয় পিতার পিঠ ও পাজরের মাঝ দিয়ে বের হওয়া পানি দ্বারা এবং সেই শিশু মায়ের স্তন হতে পুষ্টি আহরণ করে। মানুষকে এমন একটি তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা দ্রুততার সাথে নির্গত হয়ে পতিত হয়- এ কথা বলার তাৎপর্য হলো, মানুষকে এমন প্রাকৃতিক গুণাবলী ও উপাদানসহ সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। কিন্তু একইভাবে সে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরেও পতিত হতে পারে, যদি না সে আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তিনিচয়ের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করে। মোটামুটিভাবে আয়াতটির অর্থ হলো, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন, একটির পর অপরটি ঘটতেই থাকে, যেমন বীর্য তীব্র গতিতে বের হয় ও পড়ে।

إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ ۝٩
৯। ক নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ ۝١٠
১০। খ যেদিন গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা হবে

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝١١
১১। তখন (বিপদ দূর করার) তার কোন ক্ষমতাই থাকবে না এবং (তার) কোন সাহায্যকারীও (থাকবে না)।

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۝١٢
★১২। বার বার ফিরে আসা (বর্ষণশীল) আকাশের কসম

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۝١٣
১৩। এবং উদ্ভিদ উৎপন্নকারী মাটির (কসম)[৩৩১৯]।★

إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٤
১৪। নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী।

وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۝١٥
১৫। আর এটা মোটেই কোন অর্থহীন বাণী নয়।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٦
★১৬। নিশ্চয় গ তারা এক গভীর চক্রান্ত করছে।

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٧
★১৭। আর আমিও এক পাল্টা পরিকল্পনা করবো।

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ۝١٨
১ [১৮] ১১ ১৮। ঘ অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের অবকাশ দাও। (হ্যাঁ) তাদেরকে আরও কিছু সময়ের অবকাশ দাও।[৩৩১৯-ক]

দেখুন ঃ ক. ৪৬ঃ৩৪ খ. ১০ঃ৩১ গ. ৫২ঃ৪৩ ঘ. ৬৮ঃ৪৬; ৭৩ঃ১২।

৩৩১৯। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতের অর্থ হলো, যে বৃষ্টির পানির উপর পৃথিবীর শ্যামলিমা ও ফসলাদি বহুলাংশে নির্ভর করে তা আকাশ থেকে আসে এবং বৃষ্টির পানি না আসলে পৃথিবীস্থ পানিও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। তেমনি মানুষের যুক্তি-জ্ঞানের পবিত্রতা ও শক্তি আপনাপনি হারিয়ে যায় যখন এর সাথে ঐশী বাণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

★['আস্ সাদ'উ' অর্থ মাটির উদ্ভিদ (আল্ আকরাব)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩১৯-ক। আয়াতটির মর্ম হলো ঃ কাফিরদেরকে সময় দেয়া হয়, যাতে তারা তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য সর্বশক্তি ও সর্ব সম্পদ ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এতদ্সত্ত্বেও পরিণামে ইসলামই জয়যুক্ত হবে। তাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র ও সকল শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হবে, ইসলাম আল্লাহ্ প্রেরিত ধর্ম এবং এর সাথে আল্লাহ্র সাহায্য বর্তমান।

সূরা আল্ আ'লা-৮৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রায় সকল তফসীরকার এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। নলডিকি এবং মুইরও এ ব্যাপারে একমত। নলডিকির মতে ৭৮নং সূরার পরে পরেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিম তফসীরকারগণ সময়-ক্রমের দিক থেকে একে কুরআনের অষ্টম সূরা বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হয়েছে, কুরআন ঐশী বিধান বা শরীয়তের সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণতম রূপ, যা পুরোপুরিভাবে মানুষের সর্ব প্রকারের প্রয়োজন মিটাতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তাই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিলকরণ অসম্ভব। এটা অবিকল রয়েছে এবং চিরকাল অবিকলই থাকবে। কুরআনও এ দাবী করেছে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং তা হলো, কুরআন যখন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান তখন পূর্ববর্তী অনেক সূরাতে যে একজন নতুন সংস্কারকের আগমন-বার্তা রয়েছে, এর উদ্দেশ্য কী ? আলোচ্য সূরাটিতে এ প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয়েছে। সূরা আত্ তারেক-এ বলা হয়েছিল, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন উত্থান ও পতনের চক্রে বাঁধা, একবার তা সমুন্নত হয়, তারপরে আবার তা অধঃপতিত হয়। এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম-গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্নও মনে উদিত হয় এবং তা হলো, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায়, মানুষের উন্নতি এ জীবন-বিধানের বদৌলতে অব্যাহতভাবে সমুন্নত থাকবে এবং অধঃপতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে। এমতাবস্থায় বিশ্বের সূচনালগ্নেই কেন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দেয়া হলো না? হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো কেন? আলোচ্য সূরাতে এ প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার আরো একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সে সূরাটিতে বলা হয়েছিল, মানুষের জন্ম হয় এমন একটি তরল বস্তু থেকে যা তার পিতার পিঠ ও পাঁজরের মাঝ থেকে নির্গত হয়ে, মাতৃজঠরে লালিত হতে হতে ভ্রূণে পরিণত হয়। এটা এ কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানুষের শারীরিক গঠন ও উন্নতি ক্রম-বিকাশের ধারায় হয়ে থাকে। তাই আমাদেরকে বলা হয়েছে, শারীরিক উন্নতির মত আধ্যাত্মিক উন্নতিও ক্রম-বিকাশের ধারায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

জুমু'আর নামাযে ও দু ঈদের নামাযে নবী করীম (সাঃ) এ সূরা ও পরবর্তী সূরাটি পাঠ করতেন।

সূরা আল্ আ'লা-৮৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। [খ]তুমি তোমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালকের[৩৩২০] নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ②

৩। [গ]যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন (এবং) এরপর তাকে সুগঠিত করেছেন[৩৩২১]

الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ③

৪। [ঘ]এবং যিনি (তার শক্তিসামর্থ্য) নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এরপর (তাকে যথাযথ) হেদায়াত দিয়েছেন

وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ④

৫। এবং যিনি (জীবনের সুরক্ষার জন্য) তৃণলতা উৎপন্ন করেছেন★

وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ⑤

৬। (এবং) এরপর যিনি একে (অকৃতজ্ঞদের জন্য) [ঙ]কালো আবর্জনায় পরিণত করে দেন[৩৩২২]।

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑥

৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এ কুরআন) শিখাবো। এর ফলে তুমি ভুলবে না[৩৩২৩],

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৬ঃ৭৫; ৬৯ঃ৫৩ গ.৮২ঃ৮; ৯১ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ২০ ঙ. ১৮ঃ৪৬; ৫৭ঃ২১।

৩৩২০। আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম 'রব্ব' (প্রভু-প্রতিপালক, যিনি স্বীয় সৃষ্ট বস্তুকে লালন-পালন করেন, বাড়ান এবং ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা দান করেন)। এ নামে একটি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হলো, মানব সৃষ্টির প্রথমেই কেন পূর্ণ শরীয়ত (জীবন-বিধান) দেয়া হলো না? 'রব্ব' নামটিতে এ কথা নিহিত রয়েছে যে পূর্ণ শরীয়ত তো তখনই অবতীর্ণ হওয়া উচিত যখন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি ও যুক্তি-জ্ঞান ক্রমোন্নয়নের ধারায় উন্নতি করতে করতে পূর্ণতা লাভ করে। এ আয়াত পড়ার পর পাঠককে 'সুবহানা রব্বিআল্ আ'লা' (পবিত্র আমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালক,) পড়তে হয়।

৩৩২১। মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য-স্থল বহু উর্ধ্বে। সে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে নিজের মধ্যে ঐশী জ্যোতিকে এমনভাবে প্রতিফলিত করতে পারে যে সে তার স্রষ্টার আয়নায় পরিণত হয়ে যায়।

★[এ অর্থের জন্যে মুফরাদাত ইমাম রাগেব দেখুন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অণূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২২। এ আয়াতে অন্য একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হলোঃ আল্লাহ্ কেন বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কেবল সে যুগের ও সে জাতির উপযোগী করে অস্থায়ী শরীয়ত প্রেরণ করলেন, এরূপ করার হেতু কী? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ দু' প্রকারের বস্তু সৃষ্টি করেছেন ঃ (ক) শাক-সব্‌জি ও তৃণজাতীয় বস্তু, যা মানুষের অস্থায়ী প্রয়োজন মিটায়। এগুলো স্বল্পস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়। পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম-বিধানগুলো সমসাময়িক মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলো ছিল অস্থায়ী, তাই আয়ুষ্কাল শেষে তৃণের মত শুকিয়ে গেছে, (খ) সকল বস্তু যা চিরস্থায়ীভাবে মানুষের কাজে লাগে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি। যতদিন বিশ্ব-জগত থাকবে ততদিন এগুলোও থাকবে। কুরআনও এ বিশ্ব-জগতেরই মত। বিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকরূপে এটি স্থায়ীভাবে বিরাজ করবে। তাই এটি হস্তক্ষেপমুক্ত ও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এরূপই থাকবে। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাব এর স্থায়িত্বের ও অকৃত্রিমতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাবই ফেলতে পারবে না।

৩৩২৩। মহানবী (সাঃ)ও মানুষ ছিলেন। তাই ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। বস্তুত পার্থিব কোন কোন বিষয় হয়তো তাঁর মনে থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অমোঘ প্রজ্ঞা এমনই ব্যবস্থা করেছিল, মহানবী (সাঃ) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং সময় সময় সুদীর্ঘ সূরা একাধারে সামগ্রিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে গভীরভাবে খোদাই হয়ে যেত, তা আবৃত্তি করতে কোনকালেই তাঁকে ভুল করতে বা ইতস্তত করতে দেখা যায়নি। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার বাকারা, আলে ইমরান, নিসা ইত্যাদির মত দীর্ঘ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। কেবল তা ছাড়া যা আল্লাহ্ চাইবেন[৩৩২৪]। নিশ্চয় [ক]তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং যা গোপন আছে তাও (জানেন)★।

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٨﴾

৯। [খ]আর আমরা তোমার জন্য সব সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করে দিব[৩৩২৫]।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٩﴾

১০। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। উপদেশ অবশ্যই কল্যাণজনক হয়ে থাকে।

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿١٠﴾

১১। [গ]যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে।

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١١﴾

১২। আর নিতান্ত হতভাগ্য (ব্যক্তিই) একে এড়িয়ে চলবে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١٢﴾

১৩। সে বিশালকায় [ঘ]আগুনে ঢুকবে।

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٣﴾

১৪। [ঙ]তখন সে তাতে মরবে না এবং বাঁচবেও না।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٤﴾

১৫। নিশ্চয় সে-ই [চ]সফল হয়েছে, যে পবিত্র হয়েছে

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٥﴾

১৬। এবং নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে ও নামায পড়েছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٦﴾

১৭। [ছ]প্রকৃতপক্ষে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٧﴾

১৮। [জ]অথচ পরকালই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٨﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ ৩৪; ২০ঃ৮; ২১ঃ১১১; ২৪ঃ৩০ খ. ৯২ঃ৮ গ. ৫১ঃ৫৬ ঘ. ৮৮ঃ৫ ঙ. ১৪ঃ১৮; ২০ঃ৭৫ চ. ৯১ঃ১০ ছ. ৭৫ঃ২১ জ. ৯৩ঃ৫।

সূরাগুলো খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং একাংশ অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘ সময় পরে অপরাংশ অবতীর্ণ হলেও এগুলো সঠিক স্থানে সংযোজন করতে তাঁর মূহুর্ত মাত্র সময় লাগতো না। এটা এমনই এক জাজ্বলায়মান সত্য যে কুরআনের শত্রু-শিবিরের সমালোচকেরাও এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন।

৩৩২৪। ★[৭ ও ৮ আয়াতে ভুলে যাবার যে কথা বলা হযেছে এতে নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা:) এর কুরআন ভুলে যাবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং এ আয়াতে নামায পড়ানোর সময় কখনো কখনো ইমামের ভুল হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নামাযে কোন ভুল করলে পেছনে দাঁড়ানো নামাযীদের পক্ষ থেকে তা শুধ্‌রে দেয়ার বিধান রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২৫। এ আয়াতের তাৎপর্য ঃ (ক) কুরআন মুখস্থ (হিফ্য) করা সহজ, (খ) কুরআনের শিক্ষায় এমনি স্বকীয়তা এবং সাবলীলতা বা খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতা রয়েছে যে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থাবলীতেও তা কার্যকারিতা হারায় না, এমন কি বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেযাজের লোকের সঠিক প্রয়োজনের সাথে এটা নিজেকে যথোপযুক্ত প্রতিপন্ন করতে পারে, (গ) কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলো নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত। এসব গুণাবলী কুরআনকে সহজে শিখতে, সহজে কাজে লাগাতে ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপাদানসহ উপর্যুক্ত উপাদানগুলো কুরআনের পাঠ (Text) ও অর্থকে চিরদিনের জন্য অবিকৃত ও সুসংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে আসছে। আল্লাহ্ তাআলাই সে ব্যবস্থা করেছেন।

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ⑲

১৯। নিশ্চয় এ কথা পূর্ববর্তী ঐশী পুস্তকাবলীতেও (লিপিবদ্ধ) রয়েছে,

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ⑳

১ [২০] ১২ ২০। (অর্থাৎ) ইব্‌রাহীম ও মূসার ঐশী পুস্তকাবলীতে[৩৩২৬]।

৩৩২৬। যেহেতু সকল ধর্মে মৌলিক নীতিমালাতে একটা ঐক্য রয়েছে, তাই পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রদত্ত শিক্ষাগুলো মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আ:) এর কিতাবেও পাওয়া যায়। এ আয়াতটির আরো একটি অর্থ হতে পারেঃ একজন বিশ্বনবী আবির্ভূত হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য একটি পরিপূর্ণ, স্থায়ী এবং শেষ ঐশী-বিধান প্রদান করবেন বলে পূর্ববর্তী নবীগণের, যথাঃ মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আঃ) এর ধর্মীয় কিতাবগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮-১৯ এবং ৩৩ঃ২)।

সূরা আল্ গাশিয়া-৮৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরাটির মতই নবুওয়তের প্রথমদিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষী হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও হযরত ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ) এর এটাই অভিমত। প্রসিদ্ধ জার্মান প্রাচ্যবিদ্ নলডিকি বলেন, এটি নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরা ও পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সময়কার এবং এগুলো শেষ যুগের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন চিত্রিত করেছে। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) এটিকে জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযে তিলাওয়াত করতেন। পূর্ববর্তী সূরার কয়েকটিতে এ কথাই বলা হয়েছে, কেবল জাগতিক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের ব্যবহার দ্বারাই ইসলাম জয়যুক্ত ও উন্নত হতে পারবে না। যখন মুসলমানদের অধঃপতন হবে এবং তাদের ধর্মীয় দৈন্যদশা এমন হবে যেন কুরআন আকাশে উঠে গেছে তখন একজন ঐশী সংস্কারক আগমন করবেন যিনি কুরআনকে ফিরিয়ে আনবেন এবং এর শিক্ষা, আদর্শ ও নীতিমালাকে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ কথাও সূরাগুলোতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শতাব্দীতে নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আগমন হবে, যাঁরা ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে ও প্রচার করতে মনে-প্রাণে চেষ্টা করে যাবেন। আরো বলা হয়েছে, অন্যান্য অজানা পরিস্থিতিরও উদ্ভব হবে, যা ইসলামের উন্নতিতে সহায়ক হবে।

এ সূরাতে বলা হয়েছে, মুসলমানদেরকে ভীষণ বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হবে। এ অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের মহা দুর্দিনে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই মুসলমানদের সুদিন ও কৃতকার্যতা আসবে। যদিও সূরাটি প্রধানত মুসলমানদের ইহজাগতিক ভাগ্য পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছে, তথাপি এতে মহাপ্রলয়ের দিনের কথাও যে রয়েছে তা এ সূরার নামকরণ থেকেই বুঝা যায় 'হিসাব-নিকাশের দিন'। তা এ জগতেই হোক আর পরজগতেই হোক, এমন একটি দিন যখন মাপের পাল্লা টানানো হয় তখন কিছু লোক অপমান ও ঘৃণার পাত্র হওয়ায় মাথা হেঁট করে থাকে, আর অন্যেরা তাদের সৎকর্মের ও পরিশ্রমের ফল লাভ করে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সূরা আল্ গাশিয়া-৮৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

২। তোমার কাছে কি চেতনাআচ্ছন্নকারী (মহাবিপদের) [খ]বৃত্তান্ত পৌছেছে[৩৩২৭]?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿٢﴾

৩। সেদিন অনেক [গ]চেহারা হবে ভীতসন্ত্রস্ত,★

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٣﴾

৪। (অর্থাৎ যারা পার্থিবসম্পদ অর্জনে) কঠোর পরিশ্রমী ও ক্লান্তশ্রান্ত।

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٤﴾

৫। তারা জ্বলন্ত [ঘ]আগুনে ঢুকবে।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٥﴾

৬। এক ফুটন্ত [ঙ]ঝরণার (পানি) থেকে তাদের পান করানো হবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٦﴾

৭। ফনিমনসা জাতীয় খাবার ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন খাবার থাকবে না,

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٧﴾

৮। যা মোটাতাজা করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٨﴾

৯। সেদিন অনেক [চ]চেহারা হবে সজীবসতেজ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٩﴾

১০। যারা নিজেদের চেষ্টাসাধনায় খুব সন্তুষ্ট[৩৩২৮]।

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿١٠﴾

১১। (তারা) এক [ছ]উঁচু জান্নাতে (থাকবে),

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١١﴾

১২। যেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না।

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١٢﴾

১৩। সেখানে থাকবে এক বহমান ঝরণা[৩৩২৯],

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٣﴾

১৪। সেখানে থাকবে উঁচু করে পেতে রাখা আসনসমূহ

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٤﴾

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১২ঃ১০৮ গ. ৬৮ঃ৪৪; ৭৫ঃ২৫; ৮০ঃ৪১-৪২ ঘ. ৮৭ঃ১৩; ১০১ঃ১২ ঙ. ৫৫ঃ৪৫ চ. ৭৫ঃ২৩ ছ. ৬৯ঃ২৩।

৩৩২৭। (ক) বিচার-দিবস অথবা মহাসংকট কাল, (খ) নবী করীম (সাঃ) এর সময় সাত বৎসর ব্যাপী যে মহাদুর্ভিক্ষ মক্কাকে পীড়িত করে রেখেছিল তাকেও কুরআনে গাশিয়া বলা হয়েছে (৪৪ঃ১১-১২)।

★['খাশিয়াহ্' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত (তাজুল উরূস)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২৮। মুসলমানরা ইসলামের খাতিরে যতবেশী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী করবে, এর পুরস্কার পেয়ে তারা তত বেশি সন্তুষ্টি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

৩৩২৯। প্রবহমান ঝর্ণার মত তাদের মানব-হিতৈষণা ও কল্যাণ-ধারা অবিরাম বইতে থাকবে।

১৫। ক-আর সাজানো পানপাত্র	وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿۱۵﴾
১৬। এবং সারি সারি তাকিয়া	وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿۱۶﴾
১৭। এবং বিছানো সব গালিচা (সেখানে থাকবে)।	وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿۱۷﴾
১৮। তারা কি উটের[৩৩৩০] দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۸﴾
১৯। খ-আর (তারা কি) আকাশের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে একে উন্নীত করা হয়েছে?	وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۹﴾
★২০। গ-আর (তারা কি) পাহাড়পর্বতের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে তা দৃঢ়ভাবে গেড়ে দেয়া হয়েছে?	وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۲۰﴾
২১। ঘ-আর (তারা কি) ভূপৃষ্ঠের দিকে (লক্ষ্য করে না), কিভাবে একে সমতল করে দেয়া হয়েছে[৩৩৩১]?	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۱﴾
২২। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। তুমি যে কেবল একজন উপদেশদাতা।	فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۲﴾
★২৩। ঙ-তুমি তাদের জন্য দারোগা নও।	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ ﴿۲۳﴾
২৪। তবে যে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং অস্বীকার করে	اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿۲۴﴾
২৫। সেক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্ সবচেয়ে বড় আযাব দিবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿۲۵﴾
২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে।	اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ﴿۲۶﴾
রুকু ১ [২৭] ১৩ ২৭। এরপর তাদের হিসাবনিকাশ নেয়ার দায়িত্ব থাকবে নিশ্চয় আমাদের ওপর।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿۲۷﴾

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ৭২ খ. ১৩ঃ৩; ৫৫ঃ৮ গ. ৫০ঃ৮ ঘ. ৫০ঃ৮; ৭৯ঃ৩১ ঙ. ৬ঃ১০৮; ৩৯ঃ৪২; ৪২ঃ৭।

৩৩৩০। উট যেমন এদের অগ্রগামী উটের পেছনে সারিবদ্ধভাবে সোজা পথে চলতে থাকে, মু'মিনরাও তেমনি তাদের ইমামের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে সঠিক পথে চলে। অথবা উট যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমিতে পানি ছাড়াই কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন চলে, মু'মিনরাও তেমনি অতি দুঃখ-কষ্টে পড়েও অসীম ধৈর্য সহকারে বিনা অভিযোগে নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে অব্যাহত রাখে। 'ইবিল' শব্দের অন্য অর্থ মেঘরাশি। অতএব আয়াতটির অন্য তাৎপর্য হলো ঃ কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা পানি বর্ষণকারী মেঘ-সদৃশ, তা আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন।

৩৩৩১। আঠারো থেকে একুশ পর্যন্ত চারটি আয়াত মুসলমানদেরকে চারটি বিষয় শিখাতে চায় ঃ (১) মেঘমালার মত উদার ও দানশীল হও, (২) আকাশের মত উচ্চমনা হও, (৩) পর্বতের ন্যায় দৃঢ়-চেতা হও, আর (৪) মাটির মত সহিষ্ণু ও বিনম্র হও।

(এ সূরার ২৭নং আয়াত পাঠের পর 'আল্লাহুম্মা হাসিবনা হিসাবাই ইয়াসীরা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাদের নিকট থেকে সহজ করে হিসাব গ্রহণ কর, দোয়া পড়তে হয়।])

সূরা আল্ ফাজ্‌র-৮৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের। ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর দিক থেকে এটা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। নলডিকি সূরা আল্ গাশিয়ার পরে পরেই এ সূরাকে স্থান দিয়েছেন। সূরাটিতে একাধিক তাৎপর্যবহ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রাথমিকভাবে রসূলে পাক (সাঃ) এর প্রতি প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় অর্থে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুন্দর উপমার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর মক্কী জীবনের শেষ দশটি দুঃখ-কষ্টের বৎসর এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সাহাবী আবূবকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন এবং সেখানে চিন্তা-ভাবনায় ও দুঃখ-দুর্দশায় একটি বৎসর যাপন–এ এগারটি বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থে, সূরাটিতে রয়েছে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী উন্নতির পরে দশ শতাব্দীর ক্রমাবনতির শেষে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর আবির্ভাব এবং সেই সময়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার উত্থান-পতনের উপমাসূচক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। তার পর সূরাটিতে রয়েছে 'ফেরাউনের' নামোল্লেখ। এ নামটি সত্যের শত্রুতাকারীর প্রতীকী নাম। সূরাটি আরো বলে, সত্যের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা, তা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি একশ্রেণীর লোকের হাতে একত্রিত হলেই প্রকাশ পায়। ধনে ও শক্তিতে মত্ত হয়ে তারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে ক্রম-অবনতি ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সূরাটি এ বলে সমাপ্তি টেনেছে, মাত্র কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোকই আল্লাহ্‌র বাণীকে গ্রহণ করে থাকে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে জীবন পরিচালিত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হয়। ফলে তারা পতনের বা ভ্রান্তির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের শামিল হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।
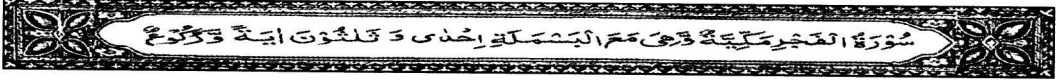
সূরা আল্ ফাজ্র-৮৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৩১ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক-আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। কসম প্রভাতের৩৩৩২ وَ الۡفَجۡرِ ②

৩। এবং দশ রাতের৩৩৩৩ وَ لَیَالٍ عَشۡرٍ ③

৪। এবং জোড় ও বেজোড়ের৩৩৩৪। وَّ الشَّفۡعِ وَ الۡوَتۡرِ ④

৫। আর সেই রাতের (কসম) যখন তা (অবসান) হওয়ার পথে চলে৩৩৩৫। وَ الَّیۡلِ اِذَا یَسۡرِ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩৩৩২। 'প্রভাত' দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়াকে বুঝাতে পারে। কেননা এ হিজরতের মাধ্যমে তাঁর (সাঃ) মক্কী জীবনের অত্যাচার-নির্যাতনের ঘোর অমানিশার অবসানে ভোরের উদয় হলো। 'প্রভাত' দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)কেও বুঝাতে পারে– ইসলামের কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী গ্লানি ও অধঃপতনের অন্ধকার যুগ শেষে মুসলমানদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার বাণী নিয়ে যার আগমনের কথা।

৩৩৩৩। 'দশ রাত' বলতে হিজরতের পূর্ববর্তী দুঃসহ যন্ত্রণার ও নির্যাতন ভোগের যে দশটি বৎসর মুসলমানেরা মক্কায় অতিবাহিত করেছিলেন, সেই দশটি বছরকে বুঝাতে পারে। অথবা প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর আগমনের পূর্ববর্তী দশটি শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে যখন মুসলমানেরা ক্রমাবনতি ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক পতন-মুখী এ দশটি শতাব্দীর শেষে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আশার আলো নিয়ে ভোরের উদয় হবে। কুরআন করীমের ৩২ঃ৬ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে এ 'দশ রাত' বা 'দশটি অবনতিশীল শতাব্দী'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইসলামের অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় প্রথম তিনশ' বৎসরের পরে এ দশ শতাব্দীতে (এক হাজার বৎসর) ক্রম-অবনতিকাল এসেছিল। ইসলামের প্রথম তিনটি শতাব্দীকে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ইসলামের উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী বলেছেন (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন স্পেনের উমাইয়া খলীফা বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে খৃষ্টান 'পোপ' এর সঙ্গে সন্ধি আঁটলেন এবং অপরদিকে বাগদাদের খলীফা উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে রোম-সম্রাটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন তখন থেকেই ইসলামের পতন কাল রাততুল্য 'দশটি শতাব্দী' শুরু হয়ে যায়।

৩৩৩৪। 'জোড় ও বেজোড়ের' উপমা দ্বারা বুঝাতে পারে ঃ 'জোড় হলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর চিরসঙ্গী হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং এ জোড়ের সাথে সম্পদে-বিপদে ও মহাদুর্যোগে যিনি অভিভাবক রূপে থাকতেন তিনি হলেন সেই বেজোড় এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। এ 'জোড়-বেজোড়' সংখ্যার উল্লেখ ৯ঃ৪০ আয়াতেও রয়েছে। এ উপমার অন্য একটি তাৎপর্য হচ্ছে ঃ নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) দুজন মিলে জোড় এবং আল্লাহ্ বেজোড়। অথবা নবী করীম (সাঃ) ও প্রতিশ্রুত মসীহ দুজনে এক জোড় হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত মসীহ্ মুহাম্মদী সত্তায় সম্পূর্ণ আত্মবিলীন হওয়ার কারণে দুয়ে মিলে একক মুহাম্মদী সত্তাই রয়ে গেছেন এবং বেজোড় হয়ে গেছেন।

৩৩৩৫। 'রাতটি', ভোরের দিকে অগ্রসরমান রাতটি, হিজরীর প্রথম বৎসরটিকে বুঝাতে পারে। কেননা ঐ বৎসরটিও নবী করীম (সাঃ) এর জন্য রাতের মতই অন্ধকারময়, আশঙ্কাময় ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। মদীনায় হিজরতের পরে মুসলমানদের জন্য যদিও ভোরের ক্ষীণ আভা দেখা দিল, কিন্তু সাথে কোন নিরাপত্তার আলো দেখা দিল না। আরো একটি দুশ্চিন্তার ও দুর্বিপাকের বছর তাদের মাথার উপর ঝুলেই রইলো, যে পর্যন্ত না কুরায়শ-বাহিনী বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। শত্রুপক্ষ স্বীয় নেতৃবৃন্দসহ এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী (২১ঃ১৬) অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "প্রভু আমাকে কহিলেন, এক বছরকাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে, আর কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন" (যিশাইয়-২১ঃ১৬-১৭)।

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٦﴾

৬। এতে কি বুদ্ধিমান লোকের জন্য কোন কসম (অর্থাৎ সাক্ষ্য) নেই?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٧﴾

৭। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু-প্রতিপালক আদ জাতির সঙ্গে[৩৩৩৬] কী (আচরণ) করেছেন?

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٨﴾

৮। (অর্থাৎ আদ জাতির শাখা) ইরাম জাতির সঙ্গে যারা বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ছিল,

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٩﴾

★ ৯। যেগুলোর মত (অট্টালিকা) সেসব দেশে কখনো নির্মাণ করা হয়নি।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿١٠﴾

১০। [ক]আর সামূদের সঙ্গে (কী আচরণ করেছেন তা দেখনি), যারা উপত্যকায় (বাড়িঘর বানাতে) পাথরের পাহাড় কাটতো?

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ﴿١١﴾

১১। আর বহু সেনাছাওনীর অধিকারী ফেরাউনের সঙ্গে (কী আচরণ করেছেন তা দেখনি),

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٢﴾

★ ১২। [খ]যারা দেশে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٣﴾

১৩। [গ]এবং সেখানে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٤﴾

১৪। অবশেষে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত[৩৩৩৭] হানলেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٥﴾

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (তাদের ধরার জন্য) ওঁৎ পেতেছিলেন।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾

১৬। কিন্তু মানুষের অবস্থা হলো, তার প্রভু-প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করার পর তাকে [ঘ]সম্মান দান করেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেন[৩৩৩৮] তখন সে বলে, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৭৫; ২৬ঃ১৫০ খ. ২৮ঃ৫ গ. ২৮ঃ৫; ঘ. ১৭ঃ৮৪।

৩৩৩৬। 'আদ' জাতি একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাদের সমসাময়িক জাতিগুলোর চেয়ে তারা পার্থিব উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিল।

৩৩৩৭। 'সাওত্' অর্থ চাবুক, বেত্রাঘাত, প্রচণ্ডতা (লেইন)।

৩৩৩৮। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মান-সম্মান ও ধনদৌলত দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার অনেক সময় তার সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাকে ঐগুলো দিয়ে থাকেন। তেমনিভাবে কষ্টে ফেলেও আল্লাহ্ মানুষের গুণাগুণের পরীক্ষা করেন। সদ্‌গুণের অধিকারীরা এতে পুরস্কৃত হন এবং অসৎ ব্যক্তিরা বরং আরো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি এমনই যে যখন সে আরামে ও প্রাচুর্যে দিন কাটায় তখন সে ভাবতে থাকে এগুলো তার শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল মাত্র, তার উন্নত বুদ্ধির ফলেই সে এগুলো লাভ করেছে (২৮ঃ৭৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্দিন যখন আসে তখন সে এগুলোর জন্য আল্লাহ্‌কে দায়ী করে।

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝١٦

১৭। কিন্তু (এর বিপরীতে) তিনি তাকে যখন পরীক্ষা করেন এবং তার [ক]রিয্ক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।'

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧

১৮। [খ]সাবধান! আসলে তোমরা এতীমকে সম্মান কর না

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨

১৯। [গ]এবং অভাবীকে খাবার দিতে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩

২০। এবং (অপরের) ওয়ারিশীসম্পদ গোগ্রাসে গিলে ফেল।

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠

২১। [ঘ]আর তোমরা ধনসম্পদ খুব বেশি ভালবাস[৩৩৩৯]।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١

★ ২২। সাবধান! পৃথিবীকে আঘাতে আঘাতে যখন গুঁড়িয়ে দেয়া হবে

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢

২৩। [ঙ]এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এরূপ মর্যাদার সাথে) প্রকাশিত[৩৩৪০] হবেন যে ফিরিশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়িয়ে থাকবে)।

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣

২৪। আর সেদিন জাহান্নামকে (নিকটে) [চ]আনা হবে। সেদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে। কিন্তু [ছ]উপদেশ গ্রহণ (তখন) তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤

২৫। সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার (এ) জীবনের জন্য (কিছু) আগাম পাঠাতাম।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥

২৬। অতএব সেদিন তাঁর আযাব দেয়ার ন্যায় কেউ আযাব দিতে পারবে না

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৮৪ খ. ১০৭ঃ৩ গ. ৬৯ঃ৩৫ ঘ. ১০৪ঃ৩ ঙ. ২ঃ১১০; ৬ঃ১৫৯; ১৬ঃ৩৪ চ. ২৬ঃ৯২ ছ. ৭৯ঃ৩৬।

৩৩৩৯। ধন-সম্পদ জমাকারী মজুদদারদেরকে মজুদকরণের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মনে অর্থ জমাবার এমন তীব্র বাসনা জাগিয়ে তুলে যে সে সৎকাজে বা পরোপকারে সেই জমানো অর্থ ব্যয় করতে চায় না। এমনকি অর্থলোভ তাকে আয়-উপার্জনের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও উদাসীন করে তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ও ধ্বংস ঘটায়। ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক সুস্থতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলাম সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য কেবল তখনই সুরক্ষিত থাকতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ ক্রমাগত হাত-বদলাতে থাকে এবং অল্প কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত ও জমা না থেকে সকলের মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে।

৩৩৪০। 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এররূপ মর্যাদার সাথে) প্রকাশিত হবেন যে ফিরিশতারা সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়িয়ে থাকবে)' কুরআনের একটি বাগ্‌ধারা যা আসন্ন বিধ্বংসী ঐশী শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে।

২৭। এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না[৩৩৪১]।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ۟

২৮। হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা!

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۟

২৯। তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে[৩৩৪২] ফিরে আস।

ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۟

৩০। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۟

১ [৩১] ১৪ ৩১। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।★

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۟

৩৩৪১। আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীরগতি। কিন্তু তাঁর শাস্তিতে যে পড়ে সে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায় এবং সমূলে বিনষ্ট হয়।

৩৩৪২। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর উপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার উপর পূরাপুরি সন্তুষ্ট (৫৮ঃ২৩)। এ অবস্থা একটি বেহেশ্তী অবস্থা, যে অবস্থায় সে সকল মানবীয় দুর্বলতা ও দোষের উর্ধ্বে উঠে যায় এবং এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। সে আল্লাহ্‌র সাথে একীভূত ও বিলীন হয়ে যায়, আল্লাহ্ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। তার এ পরিবর্তন ইহলোকেই ঘটে থাকে। সে ইহলোকে বেহেশ্তের প্রবেশাধিকার লাভ করে।

★[২৮ থেকে ৩১ আয়াতে সেসব মু'মিনকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হবে, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস।' এর পরে 'ফাদখুলি ফী ইবাদি' বাক্যাংশ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে, যদিও এর আগে নাফ্স বা আত্মা সম্বন্ধে 'মুতমাইন্নাহ্' শব্দ আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোন লিঙ্গ নেই। আর এ কথাটাই 'ফাদখুলি ফী ইবাদী' বাক্যাংশে বলা হয়েছে–তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং সেই জান্নাতে প্রবেশ কর যা আমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ বালাদ-৯০
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। খৃষ্টান লেখকদের মতে সূরাটি নবুওয়তের প্রথম বৎসরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এতটা প্রাথমিক পর্যায়ের না হলেও এটা যে তৃতীয় বৎসরের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সূরা ফাজর-এ বলা হয়েছিল, নবুওয়তের প্রথম তিন বৎসর নবী করীম (সাঃ)কে কাফিররা কেবল বিদ্রূপ, গাল-মন্দ ও হাসি-ঠাট্টা করে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর বিরামহীন অত্যাচার, বিরোধিতা ও কঠোর নির্যাতন চালাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা রূপকের ভাষায় জানিয়েছেন, এ নির্যাতন-নিপীড়ন মুসলমানদেরকে দশ বছর পর্যন্ত সহ্য করে যেতে হবে (এ সময়কে 'দশটি রাতের' সাথে উপমা দেয়া হয়েছে)। আলোচ্য সূরাতে নবী করীম (সাঃ)কে বলা হয়েছে, তাঁর প্রিয় নগরীতে তাঁরই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব তাঁর উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর দীর্ঘকাল ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালাবে। এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার আদেশে নবী-কুল-পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মক্কা নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন এ নগরীকে এমন একটি বিরাট কেন্দ্রীয় নগরীতে পরিণত করেন, যেখান থেকে ঐশী আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। পিতা ও পুত্র উভয়েই আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা কবুল করা হলো এবং যখন সময় এল তখন ঐ প্রার্থনার ফলস্বরূপ মহানবী (সাঃ) আগমন করলেন এবং বিশ্ববাসীর চির-কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ আলোতে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও হেদায়াত-সম্বলিত মহাগ্রন্থ কুরআন দান করলেন। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষ কেবল সহজ ও বাধাহীন পথে চলতে চায়, জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'উর্ধ্বগামী' যে কঠিন পথ সে পথে কেউ চলতে চায় না। সূরাটি উপসংহারে বলছে, যারা নিজেদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রেখে তদনুযায়ী জীবন যাপন করে তারাই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায়। আর যারা মহান আদর্শ সামনে না রেখে গতানুগতিক পথে চলে এবং উচ্চাদর্শের জন্য কোন ত্যাগ করে না তারা জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয়।
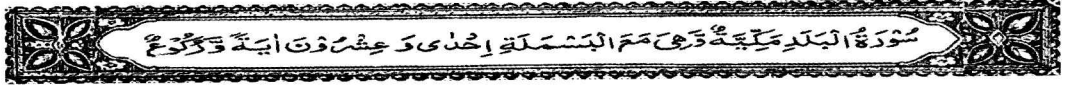
সূরা আল্ বালাদ-৯০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২১ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক·আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। খ·শুন! আমি এ শহর (মক্কাকে তোমার সত্যতার) সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি[৩৩৪৩]

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

৩। এবং তুমি (একদিন বিজয়ীর বেশে) এ শহরে অবতরণ করবে[৩৩৪৪]।

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③

৪। আর (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি) পিতাকে এবং যে সন্তান সে জন্ম দিয়েছে তাকেও[৩৩৪৫]।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ④

৫। নিশ্চয় আমরা মানুষকে গ·শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি[৩৩৪৬]।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ৫; ৯৫ঃ৪ গ. ৮৪ঃ৭।

৩৩৪৩। 'লা' শব্দটি দ্বারা যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে তার প্রতি গভীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এ কথা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়া হচ্ছে যে বিষয়টি এতই স্পষ্ট ও নিশ্চিত, এ জন্য শপথ করার প্রয়োজন নেই। এটাই 'লা' এর তাৎপর্য অথবা এটা একটা অনুল্লেখিত আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে 'লা' এর অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'না, তুমি কখনো প্রতারক নও যেমনটা অবিশ্বাসীরা মনে করে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, আর এ নগরীকেই তোমার সত্যতার সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হচ্ছে'। কিন্তু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অর্থ হলো ঃ 'হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমি তোমাদের মনের কথা জানি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমাদের ইচ্ছা কোন ভাবেই পূর্ণ হবে না আর এ নগরীকে আমি এ কথার সাক্ষী রাখছি'।

৩৩৪৪। 'হিল্লু' অর্থ ঃ (ক) যা করা আইনসিদ্ধ, (খ) লক্ষ্য বস্তু এবং (গ) কোন স্থানে অবতরণ করা বা অবস্থান করা (লেইন)। মূল ধাতুতে এ সবগুলো অর্থই নিহিত। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে ঃ (১) তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষতি-সাধন করা, এমন কি তোমাকে মেরে ফেলাও আইন-সঙ্গত মনে করে। অথচ এ মক্কা নগরী এতই পবিত্র যে কোন প্রাণীকে হত্যা করাতো দূরের কথা, এ নগরীর সীমানায় একটি প্রাণীর সাধারণ ক্ষতি করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, (২) এ পবিত্র নগরীতে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের গালমন্দ, ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত, নিষ্ঠুরতা ও হত্যাসাধনসহ জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম নাশ ইত্যাদি সবই তারা বৈধ বলে মনে করে, (৩) যে মক্কানগরী থেকে তোমাকে নির্বাসিত করা হচ্ছে নিশ্চয় জেনে রাখ, তুমি এতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবে, (৪) তুমি যখন বিজয়ীর ঝাণ্ডা নিয়ে এ নগরীতে ফিরে আসবে তখন অল্পদিনের জন্য এ নগরীর পবিত্রতা রক্ষার ও পালনের দায়িত্ব থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। কেননা এ নগরীর লোকেরাই নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অকথ্য নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নিজেদেরকে এ নগরীর পবিত্র আইনের বাইরে চলে গেছে। আর তোমার মক্কা-বিজয়ের পরে তারা তোমারই দয়ার ভিখারী হবে।

৩৩৪৫। 'কা'বা' গৃহের ভিত্তি-উন্নয়ন কালে নবী-কূল পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন যাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে একজন 'নবী' পাঠানো হয় (২ঃ১২৯-১৩০)। এভাবে মহানবী (সাঃ) এর জন্য 'পিতা' ও 'পুত্র', উভয়েই সত্যতার সাক্ষী হয়ে রইলেন।

৩৩৪৬। রসূলে পাক (সাঃ) মক্কা থেকে বিতাড়িত হবেন এবং বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। মক্কা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে। আরবের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতোভাবে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট বরণ করতে হবে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও পরিশ্রম করতে হবে, তদুপরি অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হবে, যে পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলী পুরাপুরিভাবে পূর্ণ না হয়।

৬। [ক]সে কি মনে করে, তার ওপর কখনো কেউ ক্ষমতা খাটাতে পারবে না[৩৩৪৭]? — أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝٦

৭। সে বলে, 'আমি অঢেল সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি[৩৩৪৮]।' — يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٧

৮। সে কি মনে করে, কেউই তাকে দেখেনি? — أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝٨

৯। আমরা কি তার জন্য দুটো চোখ সৃষ্টি করিনি — أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝٩

১০। এবং একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট? — وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝١٠

★ ১১। [খ]আর আমরা তাকে মহত্ত্বে আরোহণের দুটি পথ[৩৩৪৯] দেখিয়ে দিয়েছি। — وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝١١

★ ১২। তবুও সে 'আকাবায়' (অর্থাৎ উচ্চশিখরে) আরোহণ করেনি[৩৩৫০]। — فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١٢

★ ১৩। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে, সেই 'আকাবা' কী? — وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٣

১৪। (তা হলো) কৃতদাস মুক্ত করা, — فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٤

১৫। [গ]অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে খাবার দেয়া — أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝١٥

১৬। নিকটাত্মীয় এতীমকে, — يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٦

দেখুন ঃ ক. ৯৬ঃ১৫ খ. ৭৬ঃ৪ গ. ৭৬ঃ৯; ৮৯ঃ১৯।

৩৩৪৭। আল্লাহ্ কাফিরদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা রাখেন এবং তা অবশ্যই করবেন।

৩৩৪৮। আয়াতটি বলতে চায়, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম-বিস্তারে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন তো সৃষ্টি করবেই, এমনকি এ উদ্দেশ্যে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ এবং অর্থ-বিত্তও খরচ করবে। কিন্তু পরিণামে এ ধন-সম্পদ ব্যয় অপব্যয়ই সাব্যস্ত হবে। কেননা একদিকে তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং অপরদিকে ইসলাম এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করতে থাকবে।

৩৩৪৯। 'নাজদায়ন' অর্থ দুটি প্রকাশ্য পথ–একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার, একটি কল্যাণের, অপরটি অকল্যাণের, একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির, অপরটি নিছক ইহজাগতিক উন্নতির। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব প্রয়োজনীয় মাধ্যম-উপকরণ পুরোপুরিভাবে দিয়েছেন যাতে সে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝতে পারে এবং মিথ্যা ও সত্যের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তাকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের চক্ষু দেয়া হয়েছে যাতে সে মন্দ পরিত্যাগ করে ভালকে বেছে নিতে পারে। তাকে জিহ্বা ও ঠোঁট দেয়া হয়েছে যাতে সে সঠিক পথ চাইতে পারে। অতএব তার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যকে জেনে নিয়ে তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাকে বহু গুণাবলী ও শক্তি দিয়ে ভূষিত করেছেন।

৩৩৫০। মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সকল উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করে দিয়েছেন, যার সদ্ব্যবহার করে মানুষ সীমাহীন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু এ উন্নতি লাভের জন্য যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ করা দরকার মানুষ তা করতে চায় না।

১৭। অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবীকে[৩৩৫১]।

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٧﴾

১৮। অতএব ('আকাবা'য় আরোহণের জন্য) সে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়[৩৩৫২] যারা ঈমান আনে, নিজেরা [ক]ধৈর্য ধরে, অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং নিজেরা দয়া দেখিয়ে অন্যকে দয়া করার উপদেশ দেয়।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٨﴾

১৯। এরাই [খ]ডান দিকের লোক।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٩﴾

২০। আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তারাই [গ]বাম দিকের লোক।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٢٠﴾

১ [২১] ১৫ ★২১। তাদের জন্য (প্রচন্ড বেগে ধাবমান) এক [ঘ]অবরুদ্ধ আগুন (নির্ধারিত)[৩৩৫৩] রয়েছে।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢١﴾ ع ١٥

দেখুন ঃ ক. ১০৩ঃ৪ খ. ৫৬ঃ২৮ গ. ৫৬ঃ৪২ ঘ. ১০৪ঃ৯।

৩৩৫১। ১৪ থেকে ১৭ নং আয়াতে জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (ক) ক্রীতদাসের মুক্তি দান অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত ও পতিত অংশকে মুক্তি দিয়ে তার মাধ্যমে সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা, (খ) এতীম ও অভাবীকে সাহায্য করে স্বনির্ভর করে তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৩৩৫২। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত সৎকর্ম সম্পাদনই সামগ্রিক সমাজ-উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। উত্তম আদর্শ ও ন্যায়-ভিত্তিক নীতি অবলম্বন এবং ক্রমাগতভাবে সত্যিকার সংযম-সাধনা ও পুণ্যকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা করাও উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৩৩৫৩। অররুদ্ধ আগুন খুবই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।
[তদুপরি আলোচ্য আয়াতে সর্ববিধ্বংসী আণবিক বিস্ফোরণেরও ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আল্ হুমাযায় বিদ্যমান। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-প্রণীত 'Revelation, Rationality, Knowledge and Truth' পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

সূরা আশ্ শাম্স-৯১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবুওয়তের প্রথম বছরে বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে এর অবতরণ কাল নির্ধারণ করেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ৮৯ থেকে ৯৩ পর্যন্ত পাঁচটি সূরার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। এ পাঁচটি সূরাতেই উন্নত নৈতিক মান অর্জনের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষত যে সকল নৈতিক গুণ জাতির সমন্বিত ও সার্বিক কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে। মুসলিম সমাজকে জোরালো উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন সমাজে এমন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে যাতে গরীব-দুঃখী, এতীম-কাঙ্গাল ও পতিত-অবহেলিতরা সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলাফেরা ও কাজকর্মের সুযোগ পায় এবং নিজেদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে। তারা উন্নত হলেই সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্ববর্তী সূরাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কত বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যে নবীর কথা ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেই নবী (সাঃ) ও তাঁর উচ্চ নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধ এ সূরাতে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাটির শেষ দিকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, নৈতিক উচ্চমান লাভ করা কারো পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয়। যে ব্যক্তি মন্দকে পরিত্যাগ করে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে ছাড়া অন্য পথে চলে না, সে-ই উচ্চ নৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সূরাটি এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে, যারা ঐশী বিধানকে অমান্য করার পথ বেছে নেয় এবং মন্দ কাজ করতে থাকে তারা নিজেদের হাত দিয়েই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে।
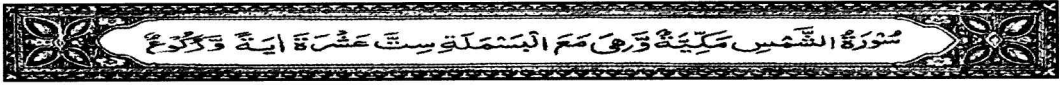
সূরা আশ্ শাম্স-৯১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②

★২। সূর্যের[৩৩৫৪] এবং এর রশ্মি বিকিরণ আরম্ভ করার সময়ের[৩৩৫৫] কসম।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ③

৩। আর চন্দ্রের[৩৩৫৬] (কসম) যখন তা এ (সূর্যের) অনুসরণ করে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ④

৪। আর দিনেরও (কসম)[৩৩৫৭] যখন তা এ (সূর্যকে) উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ⑤

৫। আর রাতেরও[৩৩৫৮] (কসম) যখন তা এ (সূর্যকে) ঢেকে দেয়।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩৩৫৪। কুরআনের কসমসমূহের অন্তরালে গভীর অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। ঐশী বিধান আল্লাহ্‌র কাজের দুটি দিক নির্দেশ করে ঃ (ক) যা সুস্পষ্ট, (খ) যা ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানো হয়। প্রথম দিকটি স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য, দ্বিতীয়টি বুঝতে ভুলের অবকাশ থাকে। আল্লাহ্‌র কসমে যা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য তা থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার দিকে আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। ২ থেকে ৭ আয়াত পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্যের, দিন-রাত্রির, আকাশ-পৃথিবীর কসম স্পষ্ট ও সহজবোধ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কেননা এদের প্রাকৃতিক রূপ ও গুণাগুণ সকলেরই জানা। কিন্তু মানুষের আত্মিক রাজ্যের ক্ষেত্রে এসব বস্তু আর ওদের গুণাগুণ স্পষ্ট ও দৃষ্ট নয়। মানুষের আত্মার রাজ্যে এ সকল বস্তু এবং এদের গুণরাজির অস্তিত্বের দিকে আমাদের চিন্তাকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাঁর এ সকল সুস্পষ্ট সৃষ্টিকে আমাদের সম্মুখে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেছেন। টীকা ২৪৬৫ দেখুন।

৩৩৫৫। এ আয়াতে 'সূর্য' দ্বারা আধ্যাত্মিক বিশ্বের সূর্য হযরত নবী আকরম (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। তিনিই সকল আধ্যাত্মিক আলোর উৎস এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জ্যোতিই বিশ্বকে জ্যোতিষ্মান করে রাখবে।

৩৩৫৬। এখানে 'চন্দ্র' দ্বারাও মহানবী (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলো পেয়ে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে তা বিচ্ছুরিত করেছেন। অথবা 'চাঁদ' বলতে যুগের ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক মুজাদ্দেদগণকে, বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতিনিধি মহান প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে (আঃ) বুঝাতে পারে, যাঁরা প্রত্যেকেই মহানবী (সাঃ) থেকে সত্যের জ্যোতি আহরণ করে বিশ্বের নৈতিক পতনের সময় তা বিশ্বময় ছড়াবেন এবং জগতের আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করবেন।

৩৩৫৭। 'দিন' দ্বারা ঐ সময়কে বুঝিয়েছে যখন ইসলামের বাণী ও নবী করীম (সাঃ) এর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। এ আয়াতটি বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে, ইসলামের আলো যখন চতুর্দিকে কিরণ বিতরণ করে দূর-দূরান্তের দেশগুলোকে পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

৩৩৫৮। 'রাত' দ্বারা মুসলিম জাহানের অবনতি ও অধঃপতনের সময়কে বুঝিয়েছে, যখন ইসলামের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তা বিশ্বের চোখে প্রচ্ছন্ন ও অন্ধকার বলে প্রতিভাত হতে লাগলো। এ চারটি আয়াত (২ থেকে ৫) ইসলামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের চারটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়কে বুঝিয়েছে। (১) নবী করীম (সাঃ) এর সময় যখন আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী স্বয়ং) বিশ্বের আধ্যাত্মিক আকাশে বিদ্যমান থেকে বিশ্বকে উজ্জ্বল আলো বিতরণ করেছিলেন, (২) নবী করীম (সাঃ) এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহের সময়, যখন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। আর আকাশ[৩৩৫৯] ও এর (বিস্ময়কর) নির্মাণের (কসম)।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

৭। আর পৃথিবীর এবং এর (বিশাল) বিস্তৃতির (কসম)।

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦

৮। আর মানবাত্মার ও একে নিখুঁত করে বানানোর (কসম)[৩৩৫৯-ক]।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

৯। কেননা তিনি এ (আত্মার) প্রকৃতিতে (এর জন্য) ভালমন্দ (বিচার করার যোগ্যতা) প্রোথিত করে দিয়েছেন[৩৩৬০]।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

★ ১০। যে ব্যক্তি এর উৎকর্ষ সাধন করেছে সে অবশ্যই সফল হয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩

১১। আর যে একে কলুষিত করেছে সে নিশ্চয় ব্যর্থ হয়েছে।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

১২। সামূদ (জাতি) তাদের ঔদ্ধত্যে (যুগনবীকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

১৩। তাদের সবচেয়ে বড় হতভাগা যখন (যুগনবীর) বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢

তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে আলো আহরণ করে অন্ধকার জগতে তা প্রতিফলিত করেছেন, (৩) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য খলীফাগণের সময়, যখন ইসলামের আলো চারদিকে ছড়াচ্ছিল, (৪) ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল তিনটি শতাব্দীর পরে আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতি ও অন্ধকারের সুদীর্ঘ অমানিশার সময়।

৩৩৫৯। 'মা' এখানে ও পরবর্তী দু' আয়াতে 'মাস্দারীইয়া' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এর দ্বারা 'আল্লাহ্' তিনি (যিনি) কে বুঝিয়েছে। অতএব এ আয়াতগুলোতে বিশ্ব-জগতের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অথবা এ অকল্পনীয় মহাবিশ্ব-মহাকাশ সৃষ্টির অনবদ্য ও অপূর্ব কলাকৌশল ও ত্রুটিহীন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩৩৫৯-ক। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ মহাকাশে বস্তু-নিচয় যথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নিজ নিজ গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সেবায় নিয়োজিত রেখেছে (এ কথার ইঙ্গিত এ সূরার দশম আয়াতে রয়েছে)। এরা এ সাক্ষ্য দান করে, মানুষকেও এসব গুণাবলী দিয়ে বরং আরো উচ্চতর গুণাবলী দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে। বস্তুত মানুষ একটি ক্ষুদ্র-বিশ্ব বিশেষ। বহির্বিশ্বে যা কিছু আছে তার সব কিছুই ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যে আছে। সূর্যের মতই মানুষও পৃথিবীকে জ্যোতি প্রদান করে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে। চন্দ্রের মতই মানুষ মূল উৎস থেকে আলো, অনুপ্রেরণা ও ঐশী-বাণী আহরণ করে অন্ধকারাচ্ছন্নদের মধ্যে বিতরণ করে। দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে সে অপরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়। রাত্রির মত সেও অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, অন্যের বোঝা লাঘব করে এবং ক্লান্ত-শ্রান্তদের শ্রান্তি-দূর করে। আকাশের মত সে দুঃখ-ক্লিষ্ট আত্মাকে আশ্রয় দেয় এবং শান্তিদায়িনী বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। মাটির পৃথিবীর মত বিনয় ও নম্রতার সাথে সে মানব হিতৈষণার খাতিরে নিজে সকলের পদতলে পিষ্ট হতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার পবিত্রকৃত আত্মা থেকে সত্য ও জ্ঞানের বহুবিধ বৃক্ষ জন্মায়, যার ছায়া ও ফল-ফলাদি বিশ্ব ভোগ করে। ধর্মসাধক এবং ঐশী সংস্কারকগণ এরূপই হয়ে থাকেন। এ চিত্রই তাঁদের বিশ্বরূপ। এদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র চিরশান্তি ও চিরকল্যাণ বর্ষিত হোক)।

৩৩৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাদের বললো, 'আল্লাহ্‌র উটনী[৩৩৬১] ও এর পানি পানের অধিকার সম্পর্কে (সাবধান) থেকো'!

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٤﴾

★ ১৫। তবুও তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং এর (অর্থাৎ উট্‌নীর) পিছনের পায়ের রগ কেটে দিল। অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদেরকে (মাটিতে) মিশিয়ে দিলেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۪ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٥﴾

১ [১৬] ১৬ ১৬। আর তিনি তাদের পরিণাম[৩৩৬১-ক] সম্বন্ধে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٦﴾

৩৩৬০। মানুষের প্রকৃতিতেই আল্লাহ্ তাআলা এমন অনুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান প্রোথিত করে দিয়েছেন যা দিয়ে সে ভালমন্দ বাছ-বিচার করতে পারে। তার মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, সে যদি মন্দ ও অন্যায়কে প্রতিহত ও দমন করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে তাহলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

৩৩৬১। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ্ (আঃ) তাঁর উটনীতে চড়ে ধর্ম প্রচারের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। তাঁর উটনীর মুক্তভাবে চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করা বস্তুত হযরত সালেহ্ (আঃ) এর প্রচার-কার্যে বাধা দান করা এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাঁকে নিরস্ত ও অকৃতকার্য করা। অবশ্য রূপক অর্থে হযরত সালেহ্ (আঃ) স্বয়ং অন্যান্য নবীর মত আল্লাহ্‌র এক উটনী।

৩৩৬১-ক। কোন জাতি যখন নিজের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ডেকে আনে এবং ধ্বংস হয় তখন যারা বেঁচে যায় তাদের জন্য আল্লাহ্ কোন পরওয়া করেন না। অথবা এ অর্থও হতে পারে, শাস্তি-প্রাপ্তি ও ধ্বংসের পরে তারা যে অসীম দুর্গতি ও নিরতিশয় সম্বলহীন অবস্থার সম্মুখীন হয় তাতেও আল্লাহ্‌র কিছুই যায় আসে না।

সূরা আল্ লায়্ল-৯২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

সুবিখ্যাত মুসলিম মনীষী ও বুযূর্গ ইব্‌নে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এ সূরা প্রথমদিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। উইলিয়াম মুইরও একই অভিমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাগুলোর সাথে বিশেষ করে 'সূরা ফাজ্‌র' ও 'সূরা বালাদ' এর সাথে এ সূরার মিল রয়েছে। পূর্ব সূরাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, 'কা'বা' তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য, যা সূরা 'বালাদে'র মূল বিষয়, তা কখনো সত্যাত্মা-রূপ এক মহানবীর আগমন ছাড়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য সূরাতে এ কথাও যোগ করা হয়েছে, এরূপ আদর্শ মহাপুরুষের সাথে যখন উচ্চাঙ্গীন আদর্শ-স্থানীয় সাথীগণও যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা হয় এবং সত্যের জ্যোতি দ্বিগুণ বেগে চতুর্দিক আলোকিত করতে থাকে। এ সূরাতে ঐ আদর্শ সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি উচ্চ গুণও বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তুলনাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের দুটি মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে যা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়।
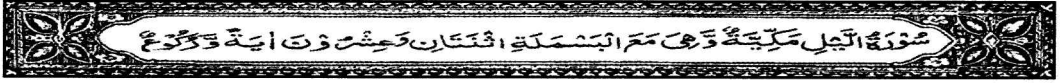
সূরা আল্ লায়্ল-৯২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২২ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। (আমি) রাতকে[৩৩৬২] [খ]সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি যখন তা ঢেকে ফেলে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ②
৩। [গ]আর দিনকেও (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি) যখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে[৩৩৬৩]।	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ③
৪। [ঘ]আর নর ও নারীর সৃষ্টিকেও[৩৩৬৩-ক] (আমি সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করছি)।	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰۤى ④
৫। নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী[৩৩৬৪]।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ⑤
৬। অতএব যে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑥
★ ৭। এবং সব উত্তম বিষয়ের সত্যায়ন করে[৩৩৬৫]	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑦

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯১ঃ৫ গ. ৯১ঃ৪ ঘ. ৩৬ঃ৩৭; ৫১ঃ৫০; ৭৮ঃ৯।

৩৩৬২। পূর্ববর্তী সূরাতে মূল বক্তব্য বিষয় ছিল 'আশ্ শাম্স' অর্থাৎ হযরত রসূলে পাক (সাঃ), যিনি সকল জ্যোতির উৎসধারা। এ কারণেই সূর্য ও দিনের উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং পরে চন্দ্র ও রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ সূরাতে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যকার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কাফিরদের প্রতীক 'রাতে'র উল্লেখ এসেছে আগে এবং মু'মিনদের প্রতীক 'দিনে'র উল্লেখ এসেছে পরে।

৩৩৬৩। এ আয়াতে 'তাজাল্লা' অর্থাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর পরিবর্তে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'জাল্লা' (এর গৌরব প্রকাশ করে) শব্দ। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পূর্ববর্তী সূরাতে মহান শিক্ষকের অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ব্যক্ত হয়েছে, আর এ সূরাতে শিক্ষার্থীদের ঐশী জ্ঞান আহরণের উচ্চ যোগ্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

৩৩৬৩-ক। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর প্রজনন নির্ভর করে। পুরুষের বৈশিষ্ট্য হলো দান করা এবং স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য হলো গ্রহণ করা। তেমনি পার্থিব জগতের মতই রূপক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতেও 'পুরুষ' হিসাবে রয়েছেন আল্লাহ্ তাআলার রসূল ও সংস্কারকগণ যারা হেদায়াত দান করেন এবং 'স্ত্রীলোক' হিসাবে রয়েছেন তারা যারা বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে ঐশী-শিক্ষকের হেদায়াত গ্রহণ করে উন্নত সভ্যতার জন্ম দান করেন। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, পরিপূর্ণ শিক্ষক মহানবী (সাঃ) এবং আদর্শ শিক্ষার্থী সাহাবীগণের প্রগাঢ় ও পুণ্য সংস্পর্শ বিশ্বকে এক নবসভ্যতা উপহার দিতে যাচ্ছে।

৩৩৬৪। এ আয়াতে মু'মিনদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা এবং কাফিরদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে যে বৈষম্য ও ভিন্নমুখিতা রয়েছে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেস্থলে মু'মিনগণ সত্যের প্রচার-প্রসারের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছেন, সেখানে কাফিরদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হচ্ছে সত্যের বিরোধিতা ও একে বাধা দান করার উদ্দেশ্যে। অতএব এ দুটি ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফল যে ভিন্ন ভিন্ন হবে তা অবশ্যম্ভাবী।

৩৩৬৫। যারা জীবনে কৃতকার্যতা অর্জন করে, তাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে ও পূর্ববর্তী আয়াতে। সংক্ষেপে এগুলো হলো ঃ সঠিক কর্ম, সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক চিন্তা। মু'মিনদের মাঝে এগুলো গভীরভাবে পাওয়া যায়।

৮। [ক]আমরা অবশ্যই তার জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য সহজলভ্য করে দিব[৩৩৬৬]।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾
৯। কিন্তু যে কার্পণ্য করে এবং অবজ্ঞা দেখায়	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٩﴾
১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে[৩৩৬৭]	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿١٠﴾
১১। আমরা অবশ্যই তাকে দুঃখদুর্দশায় জর্জরিত করে দিব[৩৩৬৮]।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١١﴾
১২। [খ]আর সে যখন ধ্বংস হবে তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١٢﴾
১৩। [গ]নিশ্চয় হেদায়াত দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٣﴾
১৪। আর নিশ্চয় সব বিষয়ের সমাপ্তি ও সূচনা আমাদেরই হাতে[৩৩৬৯]।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٤﴾
১৫। অতএব আমি এক লেলিহান আগুন সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٥﴾
১৬। এতে [ঘ]চরম হতভাগা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না,	لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٦﴾
১৭। [ঙ]যে (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে[৩৩৭০]।	الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾

দেখুন ঃ ক. ৮৭ঃ৯ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮; ১১১ঃ৩ গ. ২ঃ২৭৩; ২৮ঃ৫৭ ঘ. ২০ঃ৭৫; ৮৭ঃ১২-১৩ ঙ. ২০ঃ৪৯।

৩৩৬৬। উপর্যুক্ত দুটি আয়াতে যে বিশেষ তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সে তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তি তার অভীষ্ট ফল লাভে কখনো বঞ্চিত হবে না। অন্য অর্থ এও হতে পারেঃ সেসব গুণের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা সহজ হয়ে যায় এবং তাতে সে আনন্দ লাভ করে।

৩৩৬৭। ৬ ও ৭ আয়াতে বর্ণিত তিনটি সদ্ গুণের বিপরীত তিনটি মন্দ প্রবৃত্তি যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয় তা এ দুটি আয়াতে (৯ ও ১০) বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৬৮। পূর্ববর্তী আয়াত দুটিতে বর্ণিত ব্যক্তির কার্যকলাপ অশুভ হয়ে থাকে এবং তার কর্ম অভীষ্ট ফল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। অন্য অর্থ হতে পারে ঃ শুভ এবং ফলপ্রসূ কাজ করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

৩৩৬৯। দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীরা ইহকালেও ব্যর্থ হয়, আর পরকালেও শাস্তি পায়। কেননা ইহকাল ও পরকাল দুটিই আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তে। আয়াতটির অন্য অর্থ এরূপঃ 'আমাদের (আল্লাহ্র) হাতেই সকল বস্তুর শেষ পরিণতি ও আরম্ভ।'

৩৩৭০। 'কায্যাবা' শব্দটির তাৎপর্য হলো ঃ পাপিষ্ঠ অবিশ্বাসী মিথ্যা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে এবং 'তাওয়াল্লা' শব্দটি দ্বারা বুঝায়, সে সৎকর্ম করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٨﴾

১৮। কিন্তু পরম মুত্তাকীকে এ থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٩﴾

১৯। যে নিজেকে পবিত্র করতে (আল্লাহ্‌র পথে) নিজ ধনসম্পদ দান করে।

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٢٠﴾

২০। আর (তার এ দান) তার প্রতি কোন ব্যক্তির অনুগ্রহের প্রতিদানে হয়ে থাকে না,

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢١﴾

২১। বরং একমাত্র তার সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই (এ দান) হয়ে থাকে[৩৩৭১]।

১ [২২] ১৭

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢٢﴾

২২। আর তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

৩৩৭১। ধর্মপরায়ণ মু'মিন ব্যক্তি পরোপকার সাধনে সচেষ্ট থাকে, পরের কাছ থেকে উপকার প্রাপ্তির প্রতি-উপকার হিসাবে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকারে নিজেকে নিয়োগ করার একান্ত আগ্রহের কারণে। এরূপ করার পিছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে স্বীয় প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সূরা আয্ যোহা-৯৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

প্রথম দু' তিনটি সূরা অবতীর্ণের পরে কিছুদিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আল্লাহ্র বাণী (ওহী) আসা স্থগিত ছিল। পুনরায় যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হতে লাগলো তখন সাথে সাথে যে সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটি সেগুলোর অন্যতম। অতএব এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অতি প্রাথমিক কালের। নলডিকি এ সূরাকে 'সূরা বালাদের' পরে এবং মুইর 'সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্' সংলগ্ন বলে এর অবতরণকাল নির্ধারণ করেছেন। এ সূরায় এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর প্রতিটি 'আগামীকাল' প্রতিটি 'গতকাল' থেকে শ্রেষ্ঠতর সাব্যস্ত হবে, যে পর্যন্ত তাঁর রেসালতের উদ্দেশ্য সফলতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। এ ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সঃ) এর একাদিক্রমে বিজয়ের পর বিজয়ের দ্বারা কী অসাধারণভাবেই পূর্ণ হয়েছিল! বিষয় বস্তুর দিক থেকে সূরাটি পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার অনেকটা অনুরূপ। সে সূরাগুলোর মত এ সূরাতেও মক্কাবাসীদের মজ্জাগত দুষ্কৃতির কথা জোরে-শোরে বলা হয়েছে। প্রভেদ শুধু এটুকু, এ সূরাতে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী সূরাতে এতীম ও দরিদ্রদের প্রতি মু'মিন ও কাফিরদের ব্যবহারের তারতম্য দেখানো হয়েছে। তদুপরি পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ-দৃষ্টি লাভের জন্য মু'মিনগণ তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেন। আর এ সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর নামের অন্তরালে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মনোনীত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ যে কত রকমের নেয়ামতে ভূষিত করে থাকেন তার উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার যথোপযুক্ত উত্তরসূরী।
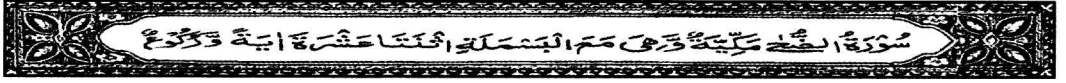
সূরা আয্ যোহা-৯৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾
২। আলোকোজ্জ্বল দিনের কসম[৩৩৭২]।	وَالضُّحٰى ﴿٢﴾
৩। খ আর রাতের (কসম) যখন তা নিঝুম নিথর হয়ে যায়[৩৩৭৩]।	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٣﴾
৪। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হননি[৩৩৭৪]।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٤﴾
৫। আর নিশ্চয় তোমার প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত[৩৩৭৫] প্রতিটি পূর্ববর্তী (মুহূর্ত) থেকে উত্তম।	وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٥﴾
৬। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই তোমাকে (অনেক কিছু) দান করবেন, যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٦﴾
৭। তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় (দেখতে) পেয়ে আশ্রয় দেননি[৩৩৭৬]?	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٧﴾

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ৮১ঃ১৮।

৩৩৭২। 'আলোকোজ্জ্বল দিন' এর তাৎপর্য হতে পারে, ইসলামের উদয় ও উন্নতি। এ 'আলোকোজ্জ্বল দিন' দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট প্রাতঃকালকেও বুঝাতে পারে, যে প্রাতঃকালে মহানবী (সাঃ) দশ সহস্র পবিত্র যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী নেতা হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কা'বা গৃহকে প্রতিমা-মুক্ত করলেন।

৩৩৭৩। 'রাত' দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের ক্রমাবনতি ও অধঃপতনকে নির্দেশ করছে। 'রাত' বলতে সে রাতকেও বুঝাতে পারে, যার অন্ধকারে মহানবী (সাঃ) গৃহত্যাগ করে আবূ বকর (রাঃ)কে সাথে নিয়ে সওর গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মক্কা ত্যাগের রাত্রি এবং মক্কা বিজয়ের দিবস এ দুটি অনন্য ঘটনা মহানবী (সাঃ) এর সারা জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছে।

৩৩৭৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত্রি, তাঁর বড় বড় বিজয় ও সাময়িক বিফলতা, তাঁর আনন্দ ও কষ্ট, তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ রাত্রি ও কর্মমুখর দিন, এ সবই সাক্ষ্য দান করে, আল্লাহ্ সর্বদা তাঁর সাথেই ছিলেন।

৩৩৭৫। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ববতী মুহূর্ত থেকে উত্তম ছিল।

৩৩৭৬। বাস্তবতার নিরিখে যেমন মহানবী (সাঃ) এতীম ছিলেন তেমনি এতীমের জন্য ছিলেন আদর্শ। তাঁর এতীমাবস্থা ছিল চরম পর্যায়ের। পিতা মারা গেলেন জন্মের পূর্বেই, মাতা মারা গেলেন ছয় বছরের সময়। আর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, যিনি মাতৃহীন নাতির অভিভাবকত্ব কাঁধে নিলেন তিনিও চলে গেলেন মাত্র দুবছর পরেই। অতঃপর গরীব চাচার উপরেই পড়লো তাঁর লালন-পালনের ভার। পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত ছিলেন বালক মুহাম্মদ। পরে যিনি সকলের সহায় হলেন, তিনি তাঁর নিজের শৈশব-কৈশোরে ছিলেন কী নিদারুণভাবে অসহায়! তথাপি তিনি ছোট-বড় সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, সঙ্গী-সাথী, সমবয়স্কদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন অতি আদরের বিশ্বস্ত বন্ধু। নিজের জীবদ্দশায় যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি পেয়েছেন এর তুলনা মানবেতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর মৃত্যুর শত শত বৎসর পরেও কোটি কোটি মানুষের মনে তিনি যে শ্রদ্ধার ও ভালবাসার স্থায়ী আসন লাভ করেছেন ও করে যাচ্ছেন, নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী কোন মানুষ তা অতীতেও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

৮। আর তিনি কি তোমাকে (খোদা অন্বেষণে ও মানবপ্রেমে)[৩৩৭৭] আত্মহারা পেয়ে পথনির্দেশনা দেননি?	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٨
৯। আর তিনি তোমাকে বিশাল পরিবারের অধিকারী (দেখতে) পেয়ে সম্পদশালী করে দেননি[৩৩৭৮]?	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰى ۝٩
১০। অতএব এতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না।	فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝١٠
★ ১১। আর সাহায্য যাচনাকারীকে তুমি বকাঝকা করো না।	وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١١
১ [১২] ১৮ ★ ১২। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ (তোমার প্রতি) রয়েছে তুমি (অন্যের কাছে) তা বর্ণনা করতে থাক[৩৩৭৯]★।	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١٢

৩৩৭৭। 'যাল্লা' (আত্মহারা) অর্থঃ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পথ পাচ্ছিলেন না, তিনি ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে কি যেন খুঁজছিলেন এবং বিরামহীনভাবে খুঁজছিলেন (লেইন)। 'যাল্লা' শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হতে পারেঃ (১) মহানবী (সাঃ) সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর কাছে শরীয়ত অবতীর্ণ করে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, (২) তিনি হতবুদ্ধি অবস্থায় তাঁর লক্ষ্যে পৌছবার পথ পাচ্ছিলেন না, আল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখালেন, (৩) তিনি তাঁর হতভাগা জাতির ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে তাদের মঙ্গলের পথ খুঁজছিলেন, আল্লাহ্ তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেখিয়েছিলেন, (৪) তিনি বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে দেখলেন এবং মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌছাবার জন্য তাঁকে মনোনীত করলেন। অতএব 'যাল্লা' শব্দটি নবী করীম (সাঃ) এর জন্য নিন্দাসূচক না হয়ে প্রশংসাসূচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পথভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট অর্থে এ শব্দটি মহানবী (সাঃ) এর জন্য ব্যবহৃত হতেই পারে না। কারণ কুরআনের অন্যত্র (৫৩ঃ৩) তাঁকে ভ্রান্তিমুক্ত ও প্রথভ্রষ্টতামুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু সূরার শেষ ছয়টি আয়াত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আয়াত ৭,৮,৯ এর সাথে আয়াত ১০,১১,১২ ক্রমিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আয়াত ৮ এর 'যাল্লা' আয়াত ১১ এর 'সায়েল' শব্দের সাথে সম্পর্কিত হয়ে 'যাল্লার' অর্থকে পরিষ্কার করে দিয়েছেঃ 'যে জন আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার পথ পাওয়ার জন্য, যে ব্যক্তি সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্য সাহায্য চেয়েছে'। আয়াতটির অন্য অর্থঃ 'আল্লাহ্ তোমাকে তাঁরই অন্বেষণরত অবস্থায় পেলেন এবং তোমাকে তাঁর কোলে (সান্নিধ্যে) তুলে নিলেন'।

৩৩৭৮। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জীবন আরম্ভ হয়েছে নিঃসম্বল এতীম হিসাবে। আর তাঁর জীবনের অবসান হয়েছে সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে।

৩৩৭৯। সাত, আট ও নয় আয়াত তিনটিতে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী ১০, ১১, ১২ আয়াতে তাঁকে এ মর্মে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন মানুষের প্রতি কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ উপদেশ তথা আদেশ নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

★ [মহানবী (সা:) এর বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি যেসব কৃপা ও জাগতিক অনুগ্রহ করেছিলেন তিনি তা মানবজাতির কাছে গোপন করেননি বরং তিনি তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি যেসব আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ না পেয়ে থাকলে সেগুলো নিজের কাছেই গোপন রাখতেন। তাঁর প্রতি কৃত জাগতিক অনুগ্রহ বর্ণনা করা এজন্যে আবশ্যক ছিল যাতে অভাবী লোকেরা তা জানতে পেরে নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্যে ছুটে আসে। আর এ পন্থায় অভাবীদের প্রতি প্রদর্শিত হয় দয়া ও অনুগ্রহ যা হবে নিজের পরিবারপরিজনের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনুরূপ। আর এরূপ করায় মানুষ কোন কৃতজ্ঞতার প্রকাশ চায় না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ ইন্শেরাহ্-৯৪

(হিজরতের পুর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

যেহেতু এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং ঐ সূরার বিষয় বস্তুরই সম্প্রসারণ, সেহেতু স্বভাবতই এটিও একটি মক্কী সূরা এবং নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে মহানবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্য পূর্তির ও ক্রমোন্নতির নিশ্চিত আশ্বাস বিবৃত হয়েছে এবং এ সূরা এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন ও লক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যা পরিনামে তাঁর (সাঃ) এবং তথা সত্যের যেকোন প্রচারকের চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এ চিহ্ন ও লক্ষণগুলো হলো, (ক) প্রথমত তিনি তাঁর নিজের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন এবং তা প্রচারের জন্য তাঁর নিকট উপায়-উপকরণ থাকতে হবে, খ) মানুষকে আকর্ষণ করার চুম্বকশক্তি তাঁর মাঝে থাকতে হবে, (গ) আল্লাহ্র ফয়সালা ও সাহায্য তাঁর পক্ষে ক্রিয়াশীল হতে হবে। এ সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অতএব তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবেই।
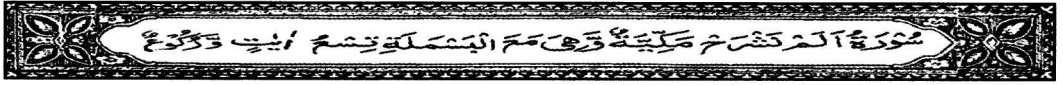
সূরা আল্ ইন্শেরাহ্-৯৪

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আলাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②

২। আমরা কি তোমার জন্য তোমার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেইনি?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③

৩। আর তোমার ওপর থেকে আমরা তোমার সেই বোঝা নামিয়ে দেইনি,

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④

৪। যা তোমার কোমর ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করেছিল[৩৩৮০]?

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

৫। আর আমরা তোমার নামকে (খ্যাতির উচ্চমার্গে) সমুন্নত করেছি[৩৩৮১]।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৬। অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য[৩৩৮২]।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦

৭। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑧

৮। অতএব তুমি যখনই অবসর পাও তখনই চেষ্টাপ্রচেষ্টায় ব্রতী হও

৩৩৮০। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর উপর সকল মু'মিনকে হেদায়াত দেয়ার এত বিরাট স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টিকারী ও হাড়ভাংগা বোঝা চেপেছিল যে সৃষ্টি অবধি কোন মানব-সন্তানের উপর আর কখনো এতবড় বোঝা চাপেনি। দুর্বিনীত, অধঃপতিত, নীতিবিগর্হিত, বর্বর জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে উর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠানো এবং তাদের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারে ও অজ্ঞানতা-কুসংস্কারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত মানব-জাতিকে সুসভ্য পবিত্র মানুষে পরিণত করা যে কত বড় অসামান্য গুরুভার তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ দায়িত্বের গুরুভার তাঁকে একেবারে চূরমার করে দিত যদি আল্লাহ্ তাঁর ভারকে নিজেই লঘু করে না দিতেন।

৩৩৮১। এ সূরা নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর আশেপাশের বাইরে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত, নন্দিত ও শ্রদ্ধাভাজন কৃতী ধর্মগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা জাগতিক এমন একজন নেতাও নেই যিনি মহানবী (সাঃ) এর ন্যায় স্বীয় অনুসারীদের কাছ থেকে এত অপরিসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছেন।

৩৩৮২। 'নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য' এ বাক্য পর পর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, ইসলামকে যে কঠিন ও কঠোর সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে তন্মধ্যে দুটি সময়ের ভীষণ কঠোরতা এর অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে একবার এর প্রাথমিক বছরগুলোতে এবং দ্বিতীয়বার আখেরী যামানার দাজ্জালিয়তের যুগে। এ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম বিজয়ীর বেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এ আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) ও মুসলিম উম্মত যে বিপদাবলীর সম্মুখীন হবে তা অস্থায়ী ধরনের। সে তুলনায় তারা যে কৃতকার্যতা লাভ করবে তা হবে স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী।

★ ৯। ক·এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ কর[৩৩৮২-ক]।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٩

১
[৯]
১৯

দেখুন ঃ ক. ৭৩ঃ৯; ১১০ঃ৪।

৩৩৮২-ক। হযরত নবী করীম (সাঃ)কে সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, তাঁর সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতির সীমাহীন পথ উম্মুক্ত রয়েছে। অতএব উপস্থিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কৃতকার্য হয়েই তিনি যেন সন্তুষ্ট না হন, বরং এক চূড়া অতিক্রম করার পর অপর চূড়ায় আরোহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এভাবে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম করতে থাকেন। কেননা পতিত মানবজাতিকে সুসভ্য জাগ্রত মানবে পরিণত করতে হলে এবং বিশ্বে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করতে হলে সর্বকালীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাতে বিরামের সুযোগ কোথায়? আয়াতটির অন্য অর্থ এও হতে পারে ঃ শিষ্যগণের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দানের কর্তব্য শেষে এবং দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাদি সম্পাদনের পর তিনি যেন রাতভর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করেন। কেননা তাঁর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ-পথের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

সূরা আত্ তীন-৯৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস ও যুবায়রের (রাঃ) অভিমত এটাই। নলডিকি সূরাটিকে সূরা 'বুরূজের' পরে পরেই স্থান দেন। পূর্ব সূরাটিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর মাঝে যেহেতু সে সকল গুণের সবটাই সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে যার সঠিক প্রয়োগ মানবকে কৃতকার্যতার উচ্চতম শিখরে নিয়ে যায়, সেহেতু মহানবী (সাঃ) নিশ্চিতভাবেই সুমহান ভবিষ্যতের অধিকারী হবেন। বর্তমান সূরাটিতে কয়েকজন খ্যাতনামা প্রেরিত পুরুষের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক বলা হচ্ছে, উক্ত মহামানবগণের অবস্থাবলীর সাথে মহানবী (সাঃ) এর অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই কারণে তিনিও তাঁদের মতই কৃতকার্য হবেন। ৮৯ নং সূরা থেকে ৯৪নং সূরা পর্যন্ত প্রতিটি সূরাতে একভাবে বা অন্যভাবে মহানবী (সাঃ) এর মদীনা গমনের কথা ও তৎপরবর্তী কৃতকার্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কোনটাতে প্রকারান্তরে, কোনটাতে পরোক্ষভাবে এবং কোনটাতে পরিষ্কারভাবে এ কথাটি রয়েছে। এ সূরাতে ইশারা-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল।
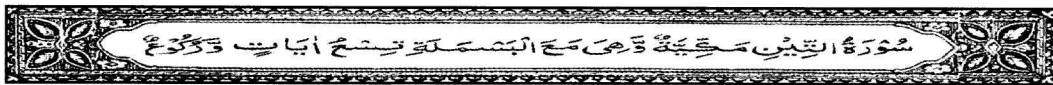
সূরা আত্ তীন-৯৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম[৩৩৮৩]।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ②

৩। আর [খ]সিনাই পর্বতের (কসম)[৩৩৮৩-ক]।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ③

★৪। আর [গ]শান্তিপূর্ণ এ শহরের (কসম)।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ④

★৫। নিশ্চয় আমরা মানুষকে [ঘ]বিবর্তনের সর্বোত্তম সৃজন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ২ গ. ৯০ঃ২ ঘ. ২৩ঃ১২-১৫।

৩৩৮৩। 'ডুমুর' 'জলপাই' 'সিনাই পর্বত' এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর'- এগুলোর কসম খেয়ে বলা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য সফল হবার যে দাবী এ সূরাতে উত্থাপন করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। 'ডুমুর' ও 'জলপাই' ঈসা (আঃ) এর প্রতীক, 'সিনাই পর্বত' মূসা (আঃ) এর প্রতীক এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর' মহানবী (সাঃ) এর প্রতীক। এ তিনটি আয়াতে বাইবেলের এ কথাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, 'সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন এবং সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; এবং পারাণ পর্বত হইতে আপন প্রতাপ প্রকাশ করিলেন' (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২)। কোন কোন তফসীরকারের মতে 'ডুমুর' বৌদ্ধ ধর্মের জন্য 'জলপাই' খৃষ্ট ধর্মের জন্য 'সিনাই পর্বত' ইহুদী ধর্মের জন্য এবং 'শান্তিপূর্ণ শহর' ইসলামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ হওয়ার কারণে এ ব্যাখ্যাই মনে হয় সর্বোত্তম। এতে আদম (আঃ) এর যুগকে 'ডুমুর' দ্বারা, নূহ (আঃ) এর যুগকে 'জলপাই' দ্বারা, মূসা (আঃ) এর যুগকে 'সিনাই পর্বত' দ্বারা এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর' দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর ইসলামী সভ্যতার যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা কুরআন ও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত। বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে নগ্ন হয়ে পড়লেন তখন ডুমুরের পাতা দ্বারা নগ্নতা ঢাকলেন (আদি পুস্তক-৩ঃ৭)। নূহ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, 'এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তার নিকটে ফিরে আসে। আর দেখ, তার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে' (আদি পুস্তক-৮ঃ১১)। এটা স্বীকৃত সত্য, মূসা (আঃ) সিনাই পর্বতে শরীয়তের বাণী লাভ করেছিলেন। আর এও সকলের জানা, ইসলামের পবিত্র জন্মভূমি আবহমান কাল থেকে আজও পর্যন্ত 'শান্তি ও নিরাপদ নগরী' বলে পরিচিত ও প্রমাণিত হয়ে আসছে। এ চারটি যামানার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মানবসভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, যার ফলে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও 'ডুমুর' মুসায়ী শরীয়তকে এবং 'জলপাই' ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে পারে, আর এ দুটি প্রতীকী কসম বা সাক্ষ্যকে সমান্তরালভাবে দেখানোর জন্য 'সিনাই পর্বত' ও 'শান্তিপূর্ণ নিরাপদ নগরীর নাম নেয়া হয়েছে।

৩৩৮৩-ক। 'সিনাই'-এর বহুবচন 'সিনীন'। এতে বুঝা যায় সিনীন বলতে কেবল একটা বিশিষ্ট পর্বতকে বুঝায় না, বরং একটা পর্বতমালাকে বুঝায়। এর একটিতে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ) এর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

★৬। আবার আমরা তাকে হীন থেকে হীনতম (অবস্থায়) নামিয়ে দিয়েছি[৩৩৮৪]★,

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

৭। [ক] কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে। অতএব তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৮। অতএব 'বিচার' (যে হবে) এ ব্যাপারে তোমাকে কিসে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারে[৩৩৮৫]?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

১ [৯] ২০ ৯। আল্লাহ্ কি সব বিচারকের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

দেখুন ঃ ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৮৪ঃ২৬।

৩৩৮৪। পবিত্র ও বিমল প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তার মাঝে ভাল কাজ করার প্রবণতা থাকে। তবে তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে দেয়া হয়েছে যাতে সে ইচ্ছামত নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। তাকে বহু প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে যাতে সে অসামান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে ঐশী গুণরাজির প্রতিফলনকারীতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-নিচয় ও গুণাবলীকে অপব্যবহার করে সে পশুর স্তর থেকেও নীচে নেমে যেতে পারে, এমন কি শয়তানের অবতারে পরিণত হতে পারে। সংক্ষেপে মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ করার অসামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

★[৫-৬ আয়াতে মানুষের ধারাবাহিক বিবর্তনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কিভাবে মানুষকে নগণ্য অবস্থা থেকে তুলে সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত করা হয়েছে। 'তাকভীম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছুকে সুষ্ঠুভাবে পূর্ণতা দানের জন্য এর ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন করতে থাকা। এরপর বলা হয়েছে, আমরা তাকে সেই নিকৃষ্টতম অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিই, যে অবস্থা থেকে তার উন্নতির সূচনা করা হয়েছিল। এর দ্বারা কেবল আল্লাহ্ তাআলার অকৃতজ্ঞ ও দুষ্কৃতিপরায়ণ বান্দাদের কথা বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষ আখ্যায়িত হয়েও সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। তবে মু'মিনদের কথা একেবারে ভিন্ন। এ সূরাতেই তাদের জন্য অসীম সম্ভাবনা ও উন্নতির সুখবর দেয়া হয়েছে।

মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট জীব হওয়া সত্ত্বেও যে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে এর প্রকাশ মহানবী (সা:) বর্ণিত একটি হাদীসেও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি (সা:) বলেছেন, অনাগত ভবিষ্যতে ঘোর অন্ধকার যুগে তাদের আলেম-উলামারা 'শাররুম মান তাহ্তা আদিমিস্ সামা' অর্থাৎ আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে (মিশকাত, কিতাবুল 'ইলম)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩৮৫। মানুষকে বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে সাহায্য করতে আল্লাহ্ তাআলা বার বার হযরত আদম, নূহ, মূসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ) এর মত মহামানবগণকে প্রেরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ যদি তার প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার না করে এবং যদি সে ঐশী-বাণীকে ও বাণীবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং সে কারণে যখন সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে এ জগতেও বিচার-দিবস রয়েছে এবং পরকালেও বিচার দিবস রয়েছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুবিচারক আল্লাহ্‌র আদেশাবলীকে অগ্রাহ্য করে কাজ করলে কেউই রেহাই পেতে পারে না এবং সেই আদেশাবলীকে অনুসরণ করে কাজ করলে কেউই পুরস্কৃত না হয়ে পারে না।

[এ সূরার শেষ আয়াত পাঠ করার পর **'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ্ শাহিদীন'** পাঠ করতে হয় যার অর্থ ঃ হাঁ, এবং আমিও এতে সাক্ষ্যদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত]।

সূরা আল্ 'আলাক্-৯৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সর্বস্বীকৃত অভিমত হলো, এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন বিশ্ব-নবী (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার প্রথম বাণী, যা হিজরতের ১৩ বৎসর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দের রমযান মাসের এক রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই 'সৌভাগ্য-রজনীতে' মহানবী (সাঃ) যখন গুহার মেঝেতে অনন্তের ধ্যানে একেবারে তন্ময় তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়ে তাঁর হৃদয় কন্দরে গ্রথিত হয়ে যায়। এ আয়াতগুলো আল্লাহ্ তাআলার করুণার প্রথম নিদর্শন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় দাসকে আশীষ মণ্ডিত করলেন (কাসীর)। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র আছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছে, আবহমান কাল থেকেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী-রসূলগণকে পাঠিয়ে আসছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন। প্রথমে এলেন হযরত আদম (আঃ), তৎপর হযরত নূহ (আঃ)। এরপর ক্রমাগতভাবে বহু নবী আগমনের পর ইসরাঈলীগণের সর্বাপেক্ষা বড় নবী হযরত মূসা (আঃ) এলেন। আর অবশেষে এলেন খাতামুন্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ সূরাতে বলা হয়েছে, মানুষের জন্ম যেরূপে ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফল, তার আধ্যাত্মিক উন্নতিও তেমনি ক্রমোন্নয়ন ধারার ফল। যে সকল নবীর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সূরাতে দেয়া হয়েছে, তাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছিলেন। আর মহানবী (সাঃ) তাঁর ব্যক্তি-সত্তায় পূর্ণতম ও চরমতম আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠতম নমুনা।
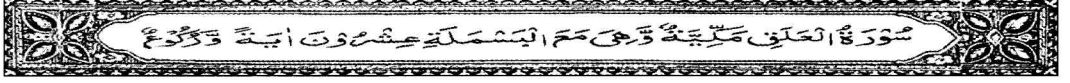
সূরা আল্ 'আলাক্-৯৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

★২। তুমি পড়[৩৩৮৬] তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝٢

★৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন[৩৩৮৭] মানুষকে এক [খ]আঁঠালো রক্তপিন্ড থেকে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٣

★৪। তুমি পড়। কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত[৩৩৮৮],

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٤

★৫। যিনি কলমের মাধ্যমে শিখিয়েছেন[৩৩৮৯]।

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٥

৬। তিনি [গ]মানুষকে তা শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٦

৭। সাবধান! মানুষ নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করছে।

كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۝٧

৮। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٨

দেখুন ঃ ক.১ঃ১ খ. ২৩ঃ১৫; ৪০ঃ৬৮; ৭৫ঃ৩৯ গ. ৪ঃ১১৪; ৫৫ঃ৫।

৩৩৮৬। 'ইকরা' অর্থ পড়, আবৃত্তি কর, অন্যের কাছে বহন কর, ঘোষণা কর, সংগ্রহ কর ইত্যাদি। এসব অর্থের সম্মিলিত তাৎপর্য হলোঃ কুরআন করীম বহুলভাবে পঠিত ও প্রচারিত হবে, একত্রে সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থে পরিণত হবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হবে। সৃষ্টিকর্তাকে এখানে 'রব্ব (প্রভু, প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ও পরিবর্ধনকারী) নামে অভিহিত করার মাঝে এ তাৎপর্য রয়েছে, মানুষের নৈতিক উন্নতি ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে বেড়ে মহানবী (সাঃ) এর আগমনে পুর্ণত্ব ও চরমত্ব লাভ করেছে।

৩৩৮৭। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, মানব-প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা প্রোথিত রয়েছে। সে কারণে এটাই স্বাভাবিক যে এমন কেউ নিশ্চয়ই হবে যার মধ্যে এ ভালবাসার স্বাভাবিক গুণটি চরমাকারে ও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। তিনিই হলেন বিশ্বনবী (সাঃ) যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে দেহ-মন ও হৃদয়-আত্মা দিয়ে ভালবেসেছেন; তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা, প্রতিটি অণু-পরমাণু এ ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। 'ইনসান' শব্দটি সাধারণভাবে মানুষকে বুঝালেও এ আয়াতে 'পূর্ণতম মানব' মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে।

৩৩৮৮। কুরআন যত বেশি বেশি পঠিত ও প্রচারিত হবে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা এবং মানবতার সম্মান ও মর্যাদা বিশ্বে তত বেশি স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৩৩৮৯। এ আয়াতে এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলে মনে হয় যে 'কলম' বিশ্ব-সভ্যতার ধারক-বাহক রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন কলমের দ্বারা লিখিত আকার প্রাপ্ত হয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও হস্তক্ষেপমুক্ত রয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন-বাহিত ঐশী গুপ্ত তত্ত্বাবলী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় কুরআনের উৎসাহ দান ইত্যাদি সভ্যতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে কলমই রেখেছে সর্বাধিক অবদান। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, কুরআনের মত গ্রন্থ যা এমন এক জাতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা না জানতো কলমের মূল্য, না জানতো কলমের তেমন একটা ব্যবহার এবং যা এমন একজন মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল যিনি স্বয়ং লেখা-পড়া জানতেন না, সেই কুরআনে বার বার 'কলমের' উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٩﴾

৯। নিশ্চয় ক তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿١٠﴾

১০। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে খ বাধা দেয়

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١١﴾

১১। এক মহান বান্দাকে[৩৩৯০] যখন সে নামায পড়ে?

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

★১২। সাবধান! সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٣﴾

★১৩। অথবা সে তাক্ওয়ার নির্দেশ দিলেও (কি তাকে বাধা দিবে)?

أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٤﴾

★১৪। সে ব্যক্তি যদি (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে (সেক্ষেত্রে) তুমি কি ভেবে দেখেছ (তার পরিণতি কি হবে)?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٥﴾

★১৫। আল্লাহ্ যে দেখছেন তা কি সে অনুধাবন করে না?

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾

★১৬। সাবধান! সে বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তার কপালের ঝুঁটি ধরে টানবো[৩৩৯১]।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٧﴾

★১৭। (আর তা হলো) এক মিথ্যা (ও) পাপীষ্ঠ কপালের ঝুঁটি।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٨﴾

★১৮। এরপর সে (অর্থাৎ কাফির) তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে আনুক

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٩﴾

১৯। (এবং) আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদের ডেকে আনবো[৩৩৯২] (যারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে)।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿٢٠﴾

১ [২০] ২১

২০। সাবধান! তুমি তার আনুগত্য করো না। বরং তুমি সিজদায় অবনত হও এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট থাক।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৩৬; ৫৩ঃ৪৩ খ. ২ঃ১১৫;৭২ঃ২০।

৩৩৯০। প্রত্যেক প্রার্থনাকারী মুসলমানের কথাই বুঝিয়েছে, বিশেষভাবে বিশ্ব-নবী (সাঃ)কে।

৩৩৯১। ১০ থেকে ১৮নং আয়াত প্রত্যেক উদ্ধত ও নিষ্ঠুর কাফিরের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও কিছুসংখ্যক তফসীরকার এ আয়াতগুলোকে তৎকালীন মক্কার কুরাইশ নেতা আবূ জাহ্লের প্রতি নির্দিষ্টভাবে আরোপ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে উত্যক্ত করা, প্রতিটি কাজে বাধা দেয়া ও নির্যাতন করার ব্যাপারে সে ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। তার হুকুমে ইসলামে দীক্ষিত কয়েকজন কৃতদাসকে মাথার চুল ধরে মক্কার রাস্তায় টেনে নেয়া হতো। বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের পর আবূ জাহ্লসহ মৃত কুরায়শ নেতাদেরকে অনুরূপভাবে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গর্তে প্রোথিত করা হয়। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে অসহায়, দুর্বল, অল্প সংখ্যক মুসলমানকে যে ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছিল, এটা ছিল তার যথাযোগ্য শাস্তি।

৩৩৯২। 'যাবানিয়া' অর্থ অস্ত্রধারী কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা দোযখের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্তা, শাস্তিদানের ফিরিশ্তা (লেইন)।

সূরা আল্ কাদ্‌র-৯৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ কাল ও প্রসঙ্গ

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মনে করেন, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ ধারণা ভুল। কেননা এরূপ ধারণা সকল ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত। এটি সুনিশ্চিতভাবে মক্কী সূরা, নবুওয়তের প্রথম বছরগুলোর মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস, ইব্‌নে যুবায়ের ও হযরত আয়েশার (রাঃ) মত মনীষীগণও এ অভিমত পোষণ করতেন। নলডিকি একে ৯৩ নং সূরার পরেই স্থান দিয়েছেন, যা নবুওয়তের অতি প্রাথমিক কালের সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব-নবী (সাঃ)কে কুরআন পাঠের আদেশ দান করে এর শিক্ষা ও বাণীকে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা ও প্রচার করার তাগিদ দিয়েছেন। এ সূরাতে কুরআনের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও কল্যাণবর্ষিতার কথা বলা হয়েছে এবং শুরুতেই কুরআনের অবতরণের রাত্রিকে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' (ফয়সালা বা মর্যাদার রাত্রি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ফয়সালা-রজনী বা মর্যাদা-রজনী কুরআনের ৪৪ঃ৪ আয়াতে 'বরকতপূর্ণ রাত্রি' বলে বর্ণিত হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্' ছাড়া এ সূরাতে মাত্র পাঁচটি আয়াত রয়েছে, কিন্তু এগুলোর বক্তব্য ও অর্থে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।
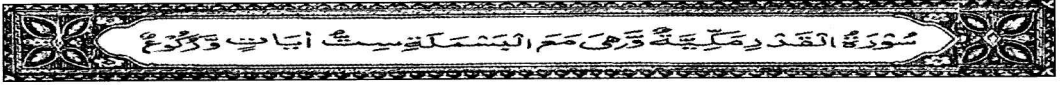
সূরা আল্ কাদ্র-৯৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝١
২। নিশ্চয় আমরা এ (কুরআনকে) 'কদরের[৩৩৯৩] রাতে'[৩৩৯৪] অবতীর্ণ করেছি।	اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۝٢
৩। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, 'কদরের রাত' কী[৩৩৯৫]?	وَمَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ۝٣
৪। 'কদরের রাত' হাজার মাসের চেয়ে উত্তম[৩৩৯৬]।	لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ۬ۙ خَیۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَہۡرٍ ۝٤
★ ৫। এতে [ক]ফিরিশ্‌তারা এবং পবিত্রাত্মা[৩৩৯৭] [খ]সব বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।	تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَالرُّوۡحُ فِیۡہَا بِاِذۡنِ رَبِّہِمۡ ۚ مِنۡ کُلِّ اَمۡرٍ ۝٥

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩; ৪০ঃ১৬ খ. ৪৪ঃ৫।

৩৩৯৩। 'কদ্র' অর্থ মূল্য, প্রাচুর্য, মর্যাদা, অনুশাসন, ভাগ্য, ক্ষমতা, সঠিক অনুমান করা, অবধারিত ও ফয়সালা করা (মুফরাদাত ও লেইন)। 'কদ্র' ও 'লায়লাহ্' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ কুরআন এমনি একটি রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, যে রাত্রিটিকে বিশেষ ঐশী শক্তি প্রকাশ করার জন্য পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মূল্য সমবেত অন্যান্য সকল রাত্রির একত্রীভূত মূল্যের সমান অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মান-মর্যাদা, সম্মান-সম্ভ্রম ও মাহাত্ম্য-মহিমা তুলনাহীন। অথবা এটি এমনই রাত্রি যা সর্ব প্রকারের প্রাচুর্যে ভরপুর, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর সব কিছুই এতে প্রচুর পরিমাণে মজুদ রয়েছে।

৩৩৯৪। 'লায়্ল' এবং 'লায়লাহ্' দু'টি শব্দই সাধারণভাবে রাত্রি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত অভিধান-বিশারদ মারযুকীর মতে 'লায়্ল' হলো দিনের (নাহার) বিপরীত শব্দ। 'আল্ লায়লাহ্' হলো দিবাকালের (ইয়াওম) বিপরীত শব্দ। 'লায়লাহ্' বলতে ব্যাপক সময়কে বুঝায়। 'লায়্ল' ও 'নাহার' শব্দে তেমন ব্যাপকতা নেই। কুরআনে 'লায়লাহ্' শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হয়েছে ২ঃ৫২; ২ঃ১৮৮; ৪৪ঃ৪; ৭ঃ১৪৩ এ দুবার, আলোচ্য আয়াতে তিনবার এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটা কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কিংবা তদনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ শব্দটি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার রাত্রিসমূহের উচ্চতম মর্যাদা, মহিমা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে।

৩৩৯৫। এ লায়লাতুল কদ্‌রের নেয়ামত ও আশিস গণনাতীত।

৩৩৯৬। 'আল্‌ফ' (হাজার) আরবী গণনার উচ্চতম সংখ্যা। অসংখ্য বা গণনাতীত বুঝাতেও 'আল্‌ফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ এ ফয়সালা বা মর্যাদা রজনী বা সৌভাগ্য-রজনী অসংখ্য মাসের চাইতে উত্তম। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর যুগ অন্যান্য সকল যুগের চাইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার প্রতি এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে যখনই মুসালমানদের প্রয়োজন হবে তখনই তাদের মধ্যে ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে। এক হাজার মাস প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় এবং মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁর উম্মতে আল্লাহ্ তাআলা একজন করে সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটাতে থাকবেন, যিনি ইসলামের সংস্কার সাধন করবেন এবং তাতে নবজীবন ও নবজাগরণের সঞ্চার করবেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল মালাহেম)।

৩৩৯৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৬। এ এক অনাবিল শান্তি[৩৩৯৮]! (আর) এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত[৩৩৯৮-ক] বিরাজ করে।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ٦

১ [৬] ২২ তৃতীয়াংশ

৩৩৯৭। 'রূহ্' অর্থ এখানে পবিত্রাত্মা, নূতন-চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, নব-সংকল্প। ফয়সালা বা মর্যাদার রাত্রিতে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর অনুসারীগণ নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজাগরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐশী-বাণীকে প্রচার ও প্রসার করার কাজে ব্রতী হন।

৩৩৯৮। নবী-রসূল বা এশী সংস্কারকের আবির্ভাবের সময়ে মু'মিনদের শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কিন্তু তাদের মনে এমন অর্পূব ও অনির্বচনীয় এক প্রশান্তি নেমে আসে যা সকল পার্থিব সুখ-দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঐশী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

৩৩৯৮-ক। 'ভোর পর্যন্ত' দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার -নিপীড়নের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির উষা বা শুভ ক্ষণকে বুঝায়।

সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্-৯৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

বিশেষজ্ঞগণ এ সূরাটির অবতরণকাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইব্‌নে মারদাওয়াই বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরা হিজরতের পর অল্পদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনায় অধিকাংশের মতে আয়েশা (রাঃ) এর অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে কুরআনের অবতরণ ও এর অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাতে কুরআন যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে যাচ্ছে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কুরআন অবতীর্ণ না হতো তাহলে কিতাবধারীরা ও অবিশ্বাসীরা অন্ধকারেই ডুবে থাকতো এবং অন্যায়-অবিচার ও পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো, মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পেত না। নবী করীম (সাঃ)ই তাদেরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বের করে সত্য-বিশ্বাস ও পুণ্যের প্রশস্ত পথে পরিচালিত করেছেন।
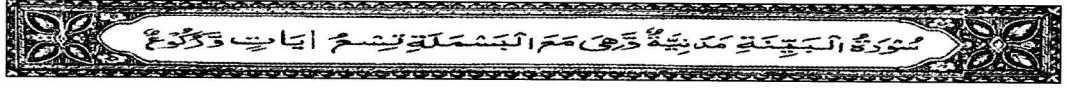
সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্-৯৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের[৩৩৯৯] মাঝে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তারা (অস্বীকার করা থেকে) কখনো বিরত হবার পাত্র নয়।

لَمۡ یَکُنِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَہۡلِ الۡکِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ مُنۡفَکِّیۡنَ حَتّٰی تَاۡتِیَہُمُ الۡبَیِّنَۃُ ②

★ ৩। [ক]আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল পবিত্রকৃত ঐশী পুস্তকাবলী পড়ে শুনায়।

رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰہِ یَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَہَّرَۃً ③

★ ৪। এতে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে[৩৪০০]।

فِیۡہَا کُتُبٌ قَیِّمَۃٌ ④

৫। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই ([খ]বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে।

وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡہُمُ الۡبَیِّنَۃُ ⑤

৬। অথচ তাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর [গ]আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে সদা তাঁর দিকে বিনত হয়ে থাকতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর এ হলো চিরস্থায়ী ধর্ম[৩৪০০-ক]।

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰہَ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬৫; ৬২ঃ৩ খ. ৪২ঃ১৫; ৪৫ঃ১৮ গ. ৪০ঃ১৫।

৩৩৯৯। কুরআন কাফিরদেরকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছে- কিতাবধারী ও পৌত্তলিক (যারা কোন ঐশী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না)। [এ আয়াতে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝানো হয়েছে-তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য]।

৩৪০০। পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যা ভাল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী এবং যেসব শিক্ষা চিরকল্যাণকর ছিল, তার মর্ম ও সারাংশ কুরআন করীমে এসে গেছে। তদুপরি যে সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বেকার ঐশী কিতাবসমূহে ছিল না, সেগুলোও কুরআনে সংযোজিত হয়েছে। সকল সত্য মতাদর্শ, নীতিমালা, অধ্যাদেশ ও নির্দেশাবলী যা মানুষের স্থায়ী কল্যাণে নিশ্চিত অবদান রাখে তার সাকল্যই কুরআনে স্থান পেয়েছে। কুরআন যেন অপর সকল ধর্মগ্রন্থের উপর অভিভাবকত্ব করছে এবং কালস্রোতে যে সকল দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা সেসব গ্রন্থে প্রবেশ করেছে সেগুলোকে পরিষ্কার করেছে এবং নিজে অবিকল ও অবিকৃত রয়েছে।

৩৪০০-ক। 'দীন' অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা, প্রভুত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা, ধর্মপরায়ণতা, রীতি-নীতি, প্রতিদান ও প্রতিফল, ন্যায়-বিচার, ব্যবহার বা চাল চলন (মুফরাদাত ও লেইন)।

৭। আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তারা জাহান্নামের আগুনে দীর্ঘকাল পড়ে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٧

৮। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে নিশ্চয় এরাই হলো সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ ۙ أُولَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٨

৯। এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদের প্রতিদান হলো [ক]চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং এরাও তাঁর[৩৪০১] প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সব) [খ]তারই জন্য, যে তার প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করেছে।

১ [৯] ২৩

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ۝٩

ع

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭২; ১৩ঃ২৪; ১৬ঃ৩২; ৩৫ঃ৩৪ খ. ৩৬ঃ১২; ৫৫ঃ৪৭।

৩৪০১। মানুষের কামনা-বাসনা যখন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে স্থায়ীভাবে অভিন্ন ও একাত্ম হয়ে যায় তখনই তার চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

সূরা আয্ যিল্যাল-৯৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরার অবতরণকাল ও স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ রয়েছে। মুজাহিদ, আতা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত বুযূর্গগণের অভিমত: এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যেরা বলেন, এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ অভিমতটি ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছিল, নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে বিরাট বৈপ্লবিক নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, আখেরী যমানায় ঠিক অনুরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, যখন বিশ্ব নবী (সাঃ) এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। তখন সকল মানবীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। নব নব আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনীতে সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলে যাবে। মানুষের আদর্শও এক নূতন রূপ ধারণ করবে।
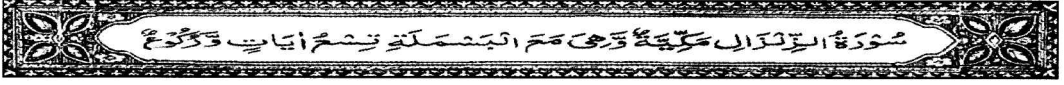
সূরা আয্ যিল্যাল-৯৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। পৃথিবীকে যখন এর (প্রচন্ড) কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে[৩৪০২]

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ②

৩। এবং পৃথিবী এর বোঝা বের করে দিবে[৩৪০৩]

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ③

৪। তখন মানুষ বলবে, 'এর হলো কী[৩৪০৪]?'

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ④

৫। সেদিন এ (পৃথিবী) নিজের (সব গোপন) সংবাদ বলে দিবে[৩৪০৫]।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ⑤

★ ৬। কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক এর প্রতি (এমনটিই) ওহী করে রেখেছেন[৩৪০৬]।

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑥

৭। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে[৩৪০৭] একত্র হবে, যাতে তাদের কর্মফল তাদের দেখানো হয়[৩৪০৮]।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑦

৮। [খ]সুতরাং যে এক অণু পরিমাণও পুণ্য (কাজ) করেছে সে তা দেখতে পাবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪ঃ১২৪-১২৫; ১৭ঃ৮; ২৮ঃ৮৫; ৪১ঃ৪৭।

৩৪০২। সমগ্র বিশ্বই প্রচণ্ড ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোড়ন ও উত্থান-পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

৩৪০৩। (ক) ভূগর্ভ উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী নিজ গর্ভস্থ খনিজ সামগ্রী ও ধন-দৌলত বের করে দিবে, (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করে ভূ-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করবে।

৩৪০৪। অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক্ লাগিয়ে দিবে যে সে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলে ওঠবে, পৃথিবীর হলো কী?

৩৪০৫। নবী করীম (সাঃ)কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'গোপন কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে' (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

৩৪০৬। পৃথিবী তার ধন-সম্পদ বের করে দিবে। কেননা প্রভু-প্রতিপালক তাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। 'আওহা' অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

৩৪০৭। শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দল, কোম্পানী, সমিতি, ইত্যাদি গঠন করবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও আদর্শভিত্তিক দল ও দেশগুলো জোটভুক্ত হয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৩৪০৮। ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রীভূত করে সমষ্টিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা চালাবে, যাতে তাদের সম্মিলিত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি এবং সম্মিলিত শ্রম তাদের জন্য উত্তম ফল দিতে পারে।

১ [৯] ২৪

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٩﴾

৯। আর যে এক অণু পরিমাণও মন্দ (কাজ) করেছে সে তা দেখতে পাবে[৩৪০৯★]।

৩৪০৯। মানুষের ছোট-বড় কোন কাজই বৃথা যায় না, অবশ্য-অবশ্যই তা ফল দান করে থাকে।

★[৮ ও ৯ আয়াত পড়ে বাহ্যত মনে হয় মানুষ ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্য বা পাপ যা-ই করুক না কেন সে এর ফল পাবেই। কিন্তু 'মাগফিরাত' (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমার) বিষয়টি এর অনেক উর্ধ্বে। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, পাপ যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ্ তাআলা তা ক্ষমা করতে পারেন। কেননা তিনি মানুষের মনের খবর রাখেন এবং তিনি জানেন কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ 'আদিয়াত-১০০

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

জাবির, ইকরামা এবং ইব্নে মাসউদ (রাঃ) এ অভিমত রাখেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্তর্গত। ইব্নে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর প্রাথমিক সাহাবীগণের অন্যতম এবং কুরআনের সূরাসমূহের অবতীর্ণকাল সম্বন্ধে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ। সময়ের দিক থেকে এ সূরার স্থান পূর্ববর্তী সূরার অব্যবহিত পরে। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর সময়কালের অবস্থা এবং শেষ যুগের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা যিল্যালে শেষ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য ও অভূতপূর্ব উন্নতির কথা, বিশেষত ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। বর্তমান আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা এবং কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে তাদের কুরবানী ও আত্ম-বিসর্জনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুফীগণের অনেকে মনে করেন, এ সূরা সে সকল নিবেদিত প্রাণ ধর্মপরায়ণ মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করছে যাঁরা নিজেদের ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বদভ্যাসসমূহ দমন করার জন্য ক্রমাগত আত্মসংযমের জিহাদ করতে থাকেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা আল্লাহ্র কাছ থেকে ঐশী জ্যোতি লাভ করে থাকেন।
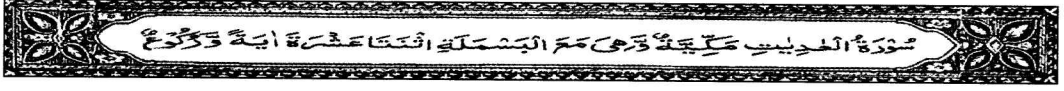
সূরা আল্ 'আদিয়াত-১০০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের কসম[৩৪১০]।	وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ②
৩। আর তাদের (কসম যাদের ঘোড়ার ক্ষুরের) আঘাতে স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে বের হয়[৩৪১১]।	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ③
৪। আর (তাদের কসম) যারা প্রত্যুষে আক্রমণ চালায়[৩৪১২]	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ④
৫। এবং এ (আক্রমণের) মাধ্যমে (প্রত্যুষে) ধূলিঝড় তোলে[৩৪১৩],	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ⑤
★ ৬। এরপর এর (অর্থাৎ ধূলিঝড়ের) মাধ্যমে (শত্রু) সেনাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে[৩৪১৪]।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑥

৩৪১০। যাঁরা অশুভ চক্র ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করার ব্রত অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কতই ভালবাসেন! এমনকি আল্লাহ্ ঐ যোদ্ধাগণের সাজ-সরঞ্জামকে পর্যন্ত ভালবাসেন। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ্ তাআলা সেই সব যোদ্ধাদের নামে, এমনকি তাদের বাহন অশ্বের নামে পর্যন্ত শপথ করছেন। 'আদিয়াত' অর্থ যোদ্ধার দল ও তাদের অশ্ব। আয়াতটি সেই সাহাবীগণের ভূয়সী প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা করছে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে সহাস্য বদনে শাহাদত বরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। আয়াতটি বলছে, তাঁরা অসীম সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বীরবিক্রমে অগ্রসর হন। তাঁরা এ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন, হয় জয়ী হবেন নয় তো আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণ করবেন। আয়াতটি তাঁদের অশ্বের ক্ষিপ্রগতি ও তাঁদের আক্রমণের অপ্রতিরোধ্য তীব্রতার প্রশংসা করছে। এ সব ঐশী-বাণী ঐ সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মুসলমানদের কাছে কোন ঘোড়া ছিল না। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, একটি ছিল হযরত মিকদাদের আর অপরটি ছিল হযরত যুবায়রের। আয়াতটি মূলত একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে মুসলমানেরা শীঘ্রই অশ্বাধিকারী সেনা শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন বুযূর্গ 'আদিয়াত' 'মূরিয়াত' ও 'মুগীরাত' শব্দত্রয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাসের মতে এ শব্দগুলো হজ্জের সময়ে যে উটের সারি মক্কাভিমূখী হয়ে দৌঁড়াতে থাকে তাকেই বুঝিয়েছে। 'রূহুল মায়ানী' নামক গ্রন্থের রচয়িতার মতে এ শব্দগুলো মুসলিম অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ ও তাঁদের অশ্বকে বুঝিয়েছে। সুফী শ্রেণীর অনেকে বলেছেন, এগুলো হলো আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীগণের দ্রুতগতিতে তাদের স্রষ্টা ও প্রভুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়ার বিবরণ বিশেষ।

৩৪১১। মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়। ওদের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়। এটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও উদ্দীপনাকে বুঝাচ্ছে।

৩৪১২। বীর যোদ্ধা মুসলমানগণ শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে চুপিসারে আক্রমণ করে বাজিমাৎ করতে চায় না। বরং তারা বীরের মত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হতে চায়। সেই বীর পুরুষগণ রাত্রির অসাবধানতার সুযোগ সন্ধান না করে সকাল বেলায় উজ্জ্বল আলোতে যুদ্ধে নামে এবং ছলনা ও চাতুরী পরিহার করে সাহসিকতার সাথে যথার্থভাবে যুদ্ধ করে।

৩৪১৩। মুসলিম সেনাদলের আক্রমণ এতই তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য হতো যে তাদের অশ্বের ক্ষিপ্র পদাঘাতে উত্থিত ধূলাবালু দিগন্ত ছেয়ে ফেলতো।

৩৪১৪। মুসলিম যোদ্ধারা ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা দুর্বল স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে আক্রমণ করতো না। তারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে পড়তো যে শত্রু-সেনার কেন্দ্রস্থলে তারা আঘাত হানতো।

৭। নিশ্চয় মানুষ তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।	إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾
৮। আর নিশ্চয়ই সে (নিজেই) এ বিষয়ে সাক্ষী।	وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾
৯। আর নিশ্চয়ই ক.ধনসম্পদের ভালবাসায় সে ভীষণ মত্ত।	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾
১০। তবে সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যেদিন উদ্ঘাটন করা হবে[৩৪১৫]	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾
১১। এবং অন্তরে যা আছে তা উদ্ধার করে আনা হবে[৩৪১৬]★?	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾
১ [১২] ২৫ ১২। নিশ্চয়ই সেদিন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত হবেন[৩৪১৭]।	إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

দেখুন ঃ ক. ৮৯ঃ২১।

৩৪১৫। কাফিরদের মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। তারা সকলে তাদের গৃহরূপী কবরে শায়িত রয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা ইসলামের বিরোধিতায় জেগে উঠবে এবং মহানবী (সাঃ)কে আক্রমণ করার জন্য দূরবর্তী মদীনা পর্যন্ত গমন করবে।

৩৪১৬। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

★[১০ ও ১১ আয়াতে শেষ যুগের উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বু'সিরা মা ফিল কুবূর- আয়াতাংশে মাটির তলে চাপা পড়া জাতিগুলোর অবস্থা এবং ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটনের কথা বুঝানো হয়েছে। এতে Archaeology (প্রত্নতত্ত্ব) এর অভাবনীয় উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগে আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ হয়ে চলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও বিশ্লেষকরা আশ্চর্যজনকভাবে এসব পুরাকীর্তি দেখে হাজার হাজার বছর আগের প্রাচীন জাতিগুলোর অবস্থা ও ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন করে থাকে।

হুসসিলা মা ফিস সুদূর–আয়াতাংশে প্রতিশ্রুত এ যুগে Psychology বা মনোবিজ্ঞান এর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একজন মানসিক রোগী ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারে না যতক্ষণ তার অন্তরের গোপন চাপাপড়া কথা জানা না যায়। অর্ধচেতন করার ইনজেকশন দিয়ে বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরা রোগীর কাছ থেকে প্রশ্ন করে করে তার অন্তরের সব গোপন রহস্য ও তথ্য তার মুখ দিয়ে বের করে নেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৪১৭। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তিনি তাদের কুকর্মের শাস্তি নিশ্চয়ই দিবেন।

সূরা আল্ কারে‘আ-১০১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা । কুরআনের তফসীরকারদের সকলেরই এ অভিমত। নলডিকি ও মুইর একই মত পোষণ করেন। সূরা ‘যিল্যালের’ মত এ সূরাও শেষ যুগের বিশ্ব কাঁপানো মহাবিধ্বংসী ঘটনাবলী ও বিপ্লবাদির অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সাবলীল বিবরণ প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে অশুভ শক্তিচক্রের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের জীবনপণ সংগ্রামের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য সূরাটি সমভাবে বিচার-দিবসের তথা কিয়ামত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা অস্বীকারকারীদের জন্য এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক ও ভয়াবহ দিন আর হতে পারে না।
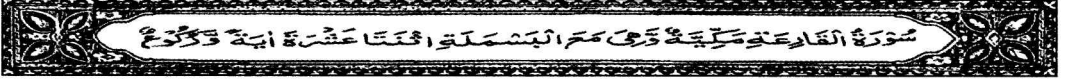
সূরা আল্ কারে'আ-১০১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। এক বিকট শব্দকারী (বিপদ)।	اَلْقَارِعَةُ ②
৩। কী সেই বিকট শব্দকারী (বিপদ)[৩৪১৮]?	مَا الْقَارِعَةُ ③
৪। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে সেই বিকট শব্দকারী (বিপদ) কী[৩৪১৯]?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ④
৫। সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হয়ে পড়বে	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ⑤
৬। এবং পাহাড়পর্বত ধূনো পশমের মত হয়ে পড়বে[৩৪২০]।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑥
৭। অতএব [ক]যার (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে[৩৪২১]	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑦
৮। সে এক সন্তোষজনক জীবনের অধিকারী হবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑧
৯। কিন্তু [খ]যার (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑨

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৯; ২৩ঃ১০৩; খ. ৭ঃ১০; ২৩ঃ১০৪।

৩৪১৮। 'কারে'আ' এর সঙ্গে 'আল্' উপসর্গটি সংযুক্ত হয়ে 'বিকট শব্দকারী বিপদকে' নির্দিষ্ট করা ছাড়াও এর ভয়াবহতা প্রকাশ করছে। তদুপরি, 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে বুঝাচ্ছে, এ 'বিকট শব্দকারী বিপদ' সত্যিকারভাবে মহা-বিধ্বংসী ও জগদ্ব্যাপী হবে।

৩৪১৯। এ মহাবিপদ এতই ধ্বংস-সাধনকারী হবে যে এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। ৬৯নং সূরার ২-৫ আয়াতে এত ভয়াবহ মহাবিপদ বুঝাতে অনুরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। 'কারে'আ' সংকট ছাড়াও অপ্রত্যাশিত আকস্মিক শাস্তিকে বুঝিয়ে থাকে।

৩৪২০। যেহেতু সে ভয়াবহ ধ্বংসের ধারণা করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়, সেহেতু সে ধ্বংসলীলার মাত্র কিছু বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে সে ভয়ঙ্কর ঘটনার সময় যে অবর্ণনীয় দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও ক্লেশ উপস্থিত হবে তার কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র। সেই প্রলয়ঙ্করী ঘটনা মানুষকে ধূনিত পশমের মত এদিক-সেদিক নিক্ষিপ্ত করবে। তারা কোথায়ও আশ্রয় পাবে না।

৩৪২১। 'মাওয়াযীন' শব্দটি যখন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন শব্দটির অর্থ হয়, তার কার্যাবলী। কিন্তু শব্দটি যখন কোন জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ঐ জাতির জাগতিক উপায়-উপকরণ ও সম্পদ। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ-সরঞ্জামের পরিভাষায় 'টনের ওজন' বা 'টনেজ' শব্দটি 'মাওয়াযীনের' প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। জাতিগত দিক থেকে দেখলে আয়াতটির অর্থ হবে, যে জাতির যত বেশি ধন-সম্পদ থাকবে অথবা যতবেশী ওজনের মালবাহী জাহাজ, এরোপ্লেন, ইত্যাদি থাকবে, তারা প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ততই অধিক শক্তিশালী প্রতিপন্ন হবে ও প্রভাব খাটাবে। এ অবস্থা সে জাতির সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করা হবে।

★ ১০। তার জননী[৩৪২২] হবে 'হাবিয়া'। فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑩

১ ১১। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে এ ('হাবিয়া') কী? وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ⑪

[১২]

২৬ ১২। এ হলো এক জ্বলন্ত আগুন। نَارٌ حَامِيَةٌ ⑫

৩৪২২। মায়ের সাথে তার গর্ভস্থ সন্তানের যেরূপ সম্পর্ক, দোযখের সাথে পাপীদেরও সেরূপ সম্পর্ক। মায়ের গর্ভে জ্রূণ অনেক স্তর পার হয়ে উন্নতি করতে করতে অবশেষে মানবাকারে পূর্ণতা লাভের পর নিষ্পাপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। তেমনি পাপী লোকেরা স্বীয় পাপানুযায়ী অনেক ধরনের আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যাতনা ভোগের মধ্য দিয়ে যখন পাপমুক্ত হয় তখন তাদের নতুন জীবন-লাভ ঘটে। দোযখের শাস্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা পাপী ও দুষ্কৃতকারীদের অনুতাপ করার ও আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ দান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দোযখ হচ্ছে সংশোধনকারী কারাগার বা নিরাময়কারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

সূরা আত্ তাকাসুর-১০২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

সকলের ঐক্যমতে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরাসমূহের একটি। পূর্ববতী সূরাগুলোতে নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে এবং ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে, বিশেষ করে শেষ যুগে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্-মাহদীর (আঃ) মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের সময়ে অস্বীকারকারীদের ওপরে যে কঠোর শাস্তি নেমে আসবে, তার উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাটিতে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো মানুষের মনকে অস্বীকারের পথে চালিত করে এবং আল্লাহ্‌র দিক থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। ধন-রত্ন, টাকা-কড়ি ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা এবং এর প্রাচুর্যে গৌরব বোধ করা উক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এরূপ একটি বিষয় যার মত বিষাক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি কমই আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এ সূরার গুরুত্ব ও মূল্য হাজার আয়াতের সমান (বায়হাকী ও দায়লামী)।
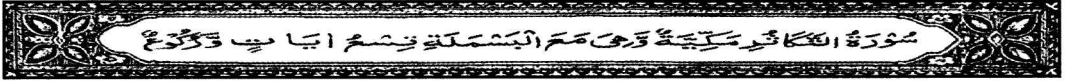
সূরা আত্ তাকাসুর-১০২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। *আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
★ ২। ধনসম্পদ জমা করার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদের আত্মবিস্মৃত করে রেখেছে[৩৪২৩],	اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ②
★ ৩। যতক্ষণ তোমরা কবরে না যাও।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③
৪। সাবধান! অচিরেই তোমরা (সত্যকে) জানতে পারবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④
৫। আবারও সাবধান! অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে[৩৪২৪]।	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤
★ ৬। সাবধান! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে পারতে,	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥
৭। তবে অবশ্যই তোমরা (ইহকালেই) জাহান্নামকে দেখতে পেতে[৩৪২৫]।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦

৩৪২৩। মানুষের কষ্টের ও মূল্যবোধের অবহেলার মূলে রয়েছে তার ধনার্জনের অদম্য পিপাসা এবং অর্থ, প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধিতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা। মানুষের জন্য এটি একটি দুর্ভাগ্য যে পার্থিব বস্তুসমূহ আহরণের উদগ্র বাসনার কোন সীমা নেই। যতই পাওয়া যায় বাসনা ততই তীব্রতর হয়, কখনো চরিতার্থ হয় না। এ বাসনা তার মন-প্রাণকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আল্লাহ্‌র কথা বা পরলোকের কথা ভাববার অবকাশ তার থাকে না। এ ইহলৌকিক বাসনা-কামনা মগ্ন অবস্থায় তার ওপর মৃত্যু নেমে আসে। তখন সে দেখতে পায়, কি বৃথা কাজ-কর্মের পিছনেই না সে তার জীবনটাকে অপব্যয় করে নিঃশেষ করে দিয়েছে!

৩৪২৪। এ আয়াতটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ সূরাতে প্রদত্ত উপদেশ ও সতর্কবাণীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ পুনরাবৃত্তির আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ এ ধন-মত্ততা ও বস্তুবাদিতার অন্ধ প্রতিযোগিতার ফলে যে মহা প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-লীলা বিশ্বে দেখা দিবে সে সম্বন্ধে এ আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

৩৪২৫। মানুষ যদি তার সাধারণ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতো এবং তার সামান্য জ্ঞানটুকুও প্রয়োগ করতো তাহলে সে দেখতে পেত দোযখ ইহকালেই তাকে গ্রাস করার জন্য তার দিকে মুখ-ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারতো, এ অস্থায়ী জাঁকজমক ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধায় নিমগ্ন হওয়াটাই তার নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾

৮। এরপর তোমরা তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবশ্যই দেখবে[৩৪২৬]।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

১ [৯] ২৭ ৯। এরপর সেদিন তোমরা (প্রতিটি) অনুগ্রহ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩৪২৬। ৫ম থেকে ৮ম আয়াত প্রতিপন্ন করে, নারকীয় জীবন ইহকালেই শুরু হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুর অন্তরালে পরকালের দোযখ ইহকালেই প্রস্তুত হতে থাকে। এ বিষয় যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস অর্জন করেন তারা তা এখানেই চিনতে পারেন। এ আয়াতগুলো দোযখের ব্যাপারে মানব বিশ্বাসের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করছে।

সুরা আল্ 'আস্‌র-১০৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকের সূরা। পাশ্চাত্যের লেখকবৃন্দ ও মুসলিম তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত। পূর্ববর্তী সূরাতে মানুষের ধন-লিপ্সা ও প্রভূত অর্থ-বিত্ত সঞ্চয়ের অদম্য নেশা ও প্রতিযোগিতার বিষয় এবং তার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন-যাপন সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং অপচয়ের নামান্তর। পার্থিব উন্নতি ও ইহজাগতিক উপাদান-সম্বলিত স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে বাঁচাতে পারে না, যদি তারা ঈমানের অধিকারী না হয় এবং সৎকর্মশীল পবিত্র জীবন যাপন না করে। এটাই 'আসর' বা 'সময়ের' চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা। ইহ জাগতিক সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আতিশয্য অবিশ্বাসীদেরকে, বিশেষত পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোকে, এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তারা ভাবতে শুরু করেছে এসব কখনো তাদের হস্তচ্যুত হযে না বা হ্রাস পাবে না। অপর পক্ষে মুসলিম জাহানেও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এসেছে বলে মনে হয়। এ সূরাটি এ যুগের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত। অবশ্য এটা নবী করীম (সাঃ) এর সময়ের জন্যেও প্রযোজ্য। কেননা 'আল্ 'আস্‌র' বলতে তাঁর আবির্ভাবের সময়কেও বুঝায়।
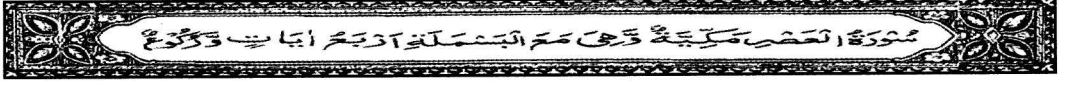
সূরা আল্ 'আস্র-১০৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

১। [ক] আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَ الۡعَصۡرِ ﴿۲﴾

★ ২। যুগের কসম[৩৪২৭]।

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ﴿۳﴾

৩। নিশ্চয় মানুষ[৩৪২৮] এক বড় [খ] ক্ষতির মাঝে রয়েছে[৩৪২৯],

اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۴﴾

৪। সে সব লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং (নিজে) সত্যে দৃঢ় থেকে অন্যকে সত্যে দৃঢ় থাকার [গ] উপদেশ দেয় আর (নিজে) ধৈর্য ধরে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়[৩৪৩০]।

১
[৪]
২৮

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ১০ঃ৪৬ গ. ৯০ঃ১৮।

৩৪২৭। 'আসর' অর্থ সময়, ইতিহাস, যুগ, যুগ-পরম্পরা, অপরাহ্ন, গোধূলি বেলা। 'আল্ আস্‌র' অর্থ দিবা-রাত্রি বা সকাল-সন্ধ্যা (মুনজিদ, লেইন)।

৩৪২৮। এখানে 'আল ইনসান' বা মানুষ কুরআন শরীফের ১৭:১২, ১৮:৫৫, ৩৬:৭৮ এবং ৭০:২০ আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যথা: অস্থির-ছটফটে, ঝগড়াটে ও আল্লাহ্‌র নবীর বিরোধিতাকারী।

৩৪২৯। ইতিহাসের এক অমোঘ সাক্ষ্য হলো, ব্যক্তি বা জাতির কাছে যখন জীবনের সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধা আসে অথচ তারা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না, যারা মানুষের ভাগ্য-নির্দ্ধারণী চিরন্তন প্রাকৃতিক নীতি-নিয়ম অবহেলা ও অমান্য করে তারা পরিণামে দুঃখে পড়ে যায়। এ সব ব্যক্তি ও জাতি সময়ের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এ সূরার 'আল্ ইন্‌সান' শব্দের দ্বারা এরূপ ব্যক্তি ও জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। ঐশী বিধানকে অবজ্ঞা করে বিনা শাস্তিতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই।

৩৪৩০। এ সূরাতে এবং কুরআনের আরো কতিপয় সূরাতে মু'মিনগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবল নিজেই সত্য ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন করলে চলবে না, বরং অপরের মাঝে ওগুলোর প্রচার, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে, যাতে নিজেদের পারিপার্শ্বিকতায়ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও বিরাজিত থাকে। তাদেরকে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ সুকঠিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তারা অবশ্যই বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হবে। এমতাবস্থায় তারা যেন নিরুৎসাহিত ও ভীতিগ্রস্ত না হয়, বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। এরূপে এ সূরাটি একটি মাত্র আয়াতে এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে যা অবলম্বনের ফলে মানব-জীবন সত্যিকার অর্থে সুখী, পরিতৃপ্ত, উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠে।

সূরা আল্ হোমাযা-১০৪

(হিযরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এটি মক্কী সূরা এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এতে ১০টি আয়াত রয়েছে।

সূরা আল্ আস্‌রের পর সূরা আল্ হোমাযা এসেছে। যেসব জাতি ধনসম্পদ জমা করে এ সূরা তাদের জন্য এ যাবৎ বর্ণিত সতর্কবাণীসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় সতর্কবাণী। বলা হয়েছে, এ যুগের বড় মানুষ এ ধারণা করবে যে তার কাছে এত অধিক ধনসম্পদ জমা হয়ে গেছে এবং সে তার সুরক্ষায় তা বিপুলভাবে ব্যয় করছে যেন এ পৃথিবীতে সে অমরত্ব লাভ করেছে। এরপর বলা হয়েছে, সাবধান! তাকে এমন এক আগুনে ফেলে দেয়া হবে যাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তুমি কি জান সে আগুন কী?

স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়, ক্ষুদ্র অণুতে কিভাবে আগুনকে বন্ধ করে রাখা যায়? এতে অবশ্যই সেই আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে যা এ্যাটমে বন্ধ করে রাখা হয় এবং 'হুতামা' ও এ্যাটমের মাঝে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে। এটা সেই আগুন যা হৃদয়ে ছোবল হানবে এবং এতে ছোবল হানার জন্য একে এরূপ স্তম্ভসমূহে বন্ধ করে রাখা হয়েছে যাকে টেনে লম্বা করা হবে।

এসব অবস্থা মানুষ বুঝতেই পারতো না যতক্ষণ পর্যন্ত এ আণবিক যুগের অবস্থা তার কাছে দৃশ্যমান না হতো। যে আণবিক উপাদানে এ আগুন বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে 'আমাদিন্ মুমাদ্দাদাহ্' (অর্থাৎ সুদীর্ঘ স্তম্ভ) এর আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বাড়তে থাকা অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন তা বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। এর আগুন মানুষের শরীর পুড়িয়ে দেয়ার পূর্বে তার হৃদয়ে ছোবল হানে এবং মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হলে ঠিক এ ঘটনাই যে ঘটে সে সম্পর্কে সব বিজ্ঞানী সাক্ষী। এর আগ্নেয় পদার্থ বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বেই অত্যন্ত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালা মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

এর আরো একটি অর্থ হলো, মানব দেহের অণুতেও এক আগুন লুক্কায়িত রয়েছে। এটি যখন প্রকাশিত হবে তখন তা মানুষের হৃদয়ে ছোবল হানবে এবং একে অকেজো করে দিবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]
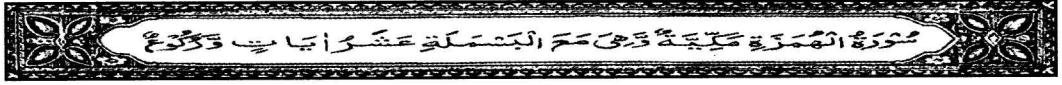
সূরা আল্ হোমাযা-১০৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। প্রত্যেক কুৎসাকারীর (ও) দোষক্রুটি অন্বেষণকারীর[৩৪৩১] জন্য [খ]দুর্ভোগ, — وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ②

৩। যে ধনসম্পদ জমা করে এবং তা [গ]গুণতে থাকে[৩৪৩২]। — الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ③

৪। সে ধারণা করে, নিশ্চয় তার ধনসম্পদ তাকে অমর করবে[৩৪৩৩]। — يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ④

★ ৫। সাবধান! নিশ্চয় তাকে 'হুতামা'য় ছুঁড়ে ফেলা হবে[৩৪৩৪]। — كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ⑤

★ ৬। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে 'হুতামা'[৩৪৩৪-ক] কী? — وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑥

৭। এটা আল্লাহ্‌র জ্বালানো আগুন, — نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑦

★ ৮। যা হৃদয়ে আঁছড়ে পড়বে। — الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪৯ঃ১৩; ৬৮ঃ১২ গ. ৯ঃ৩৪; ৮৯ঃ২১।

৩৪৩১। 'হুমাযা' অর্থ সেই ব্যক্তি, যে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। 'লুমাযা' অর্থ সেই ব্যক্তি, যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে (আকরাব)। পূর্ববর্তী সূরাতে দুটি মৌলিক গুণ তথা সততা ও ধৈর্যকে শান্তির উৎস বলা হয়েছে আর এ সূরাতে ঐ দুটি গুণের বিপরীত দুটি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে যা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনা এমনি দুটি প্রধান দোষ যা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

৩৪৩২। পার্থিব ধন-সম্পদের অদম্য লোভ-লালসা মানুষকে মোহগ্রস্ত ও অন্ধ করে তোলে। অর্থলিপ্সা এবং ধন-সম্পদের উপাসনাই হলো বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সর্বনাশা বিষ।

৩৪৩৩। দুর্ভাগা কৃপণ ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ না করেই সম্পদ আহরণ করে জমাতে থাকে। ভাল কাজে খরচ না করে সঞ্চিত ধন নিয়ে সে গৌরব বোধ করে। সে মনে করে, এ ধনই তাকে অমরত্ব দান করবে, বিস্মৃতির কবল থেকে তার নামকে রক্ষা করবে এবং এ ধনের বদৌলতে তার বংশধরেরাও স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকবে। কিন্তু হায়! এরূপ ধারণা কত ভুল!

৩৪৩৪। মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশি অপমানজনক ও মর্মপীড়াদায়ক কী হতে পারে যখন সে স্বচক্ষে দেখতে পায়, যে বিষয়টিকে (অর্থাৎ ইসলামকে) সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করেছে, সে বিষয়টি তার চোখের সম্মুখে দিনদিন উন্নতি লাভ করছে এবং সমুজ্জ্বল ও সম্মানিত হয়ে উঠছে। এ মর্ম-যাতনা ও অন্তর্জালাই কুরায়েশ-নেতৃবৃন্দের হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল যখন তারা দেখছিল, ইসলামের কচি চারাটি তাদের সামনেই বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

৩৪৩৪-ক। আরবরা বলে, 'হাতামাৎহুস্ সিন্নু' বার্ধক্য তাকে ভেঙ্গে ফেলেছে (লেইন)।

★ ৯। নিশ্চয় তা তাদের বিরুদ্ধে ক·অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে[৩৪৩৫]

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ⑨

১
[১০]★ ১০। সম্প্রসারিত স্তম্ভসমূহে[৩৪৩৫-ক]।
২৯

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑩

দেখুন ঃ ক. ৯০ঃ২১।

৩৪৩৫। আবরুদ্ধ আগুনের উত্তাপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

৩৪৩৫-ক। 'সম্প্রসারিত স্তম্ভসমূহে' যেগুলো টেনে বিস্তৃত করা হয়েছে বলতে কু-অভ্যাস, মন্দ রীতি-নীতি, প্রচলিত কুপ্রথাসমূহকেও বুঝাতে পারে, যার দরুন অবিশ্বাসীরা উৎকৃষ্ট মানবীয় জীবন ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

★ (এ সূরার মাঝে শেষ যুগে আবিষ্কৃত মানব বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে। (রাহে.) প্রণীত Revelation, Rationality, Knowledge and Truth গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

সূরা আল্ ফীল্-১০৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা। দ্বিতীয় আয়াতে 'আসহাবুল ফীল্' (হস্তীর অধিপতি) এর উল্লেখ আছে। এথেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সেনা-বাহিনীতে এক বা একাধিক হাতী ছিল বলে এ বাহিনীকে 'আসহাবুল ফীল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহের প্রতিনিধি ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনকর্তা আবরাহা আশরাম কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা-আক্রমণের ঐতিহাসিক ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা এ সূরার বিষয়বস্তু। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহ্ নেগোসকে (নাজ্জাশীকে) খুশী করার জন্য এবং আরবদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবরাহা কা'বা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তখন আরব এলাকায় ও চতুষ্পার্শ্বে এ ধারণা প্রসার লাভ করছিল, একজন মহান নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হয়ে আরবের সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করে এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করবেন। এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এর সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেবার জন্য, কা'বা থেকে আরবদের আকর্ষণ ও মনোযোগকে অন্যমুখী করার জন্য, আরব দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথ খোলার এবং সর্বোপরি খৃষ্টান বাদশাহ্কে খুশী করার জন্য আবরাহা এ আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। ইতোপূর্বে একই উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। কিন্তু আবরাহা যখন দেখলো, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আরবেরা কোন মতেই কা'বা-কেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে সানা-কেন্দ্রিক হবে না তখন সে ভীষণ চটে গেল এবং ভাবলো, কা'বা ধ্বংস করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তার হাতে বিরাট সেনা বাহিনীও মজুদ ছিল। তাই সে ২০,০০০ সৈন্যসহ কা'বা ধ্বংসের ব্রত নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণপূর্বক সে কা'বার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে তার সাথে আলোচনা করার আহ্বান জানালো। রসূলে পাক (সাঃ) এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে কুরায়শ সর্দারগণ আবরাহার সাথে আলোচনার জন্য গেলে আবরাহা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। আলোচনার সূচনাতেই আবরাহা অবাক হয়ে গেল, কা'বার ব্যাপারে কোন কথা না বলে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাঁর যে দুশত উট আবরাহার লোকজন আটক করেছে সেগুলো যেন ফেরত দেয়া হয়। আবরাহা বললো, সে তাদের পবিত্র উপাসনালয় ধ্বংস করতে এসেছে আর আব্দুল মুত্তালিব সামান্য দুশত উট ফেরত পাওয়ার কথা বলছেন, এমন ছোট কথাতো তিনি আরব নেতার মুখ থেকে মোটেই আশা করেননি। কা'বা যে জয় করা যাবে না আব্দুল মুত্তালিব সে সম্পর্কে দৃঢ় কণ্ঠে বললেনঃ "আমি উটগুলোর মালিক; কা'বারও নিজস্ব একজন মালিক আছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন" (আল্ কামিল, ১ম খন্ড)। স্বভাবতই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। আবরাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই দেখে আব্দুল মুত্তালিব মক্কাবাসীদেরকে চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলোতে চলে যাবার উপদেশ দিলেন। নগরী ছেড়ে যাবার সময় আব্দুল মুত্তালিব কা'বার গিলাফের আঁচল ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কা'বার মালিকের কাছে প্রার্থনা করলেন ঃ "মানুষ যেমন লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে তার গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করে, হে প্রভু! তুমিও তেমনি তোমার গৃহকে রক্ষা কর, ক্রুশকে কা'বার উপর বিজয়ী হতে দিও না" (আল্ কামিল এবং মুইর)। আবরাহার সৈন্যদল কা'বার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো, আর অমনি তাদের উপর ঐশী শাস্তি নেমে এল। মুইর বলেন, 'এক মহাসংক্রামক ব্যাধি আবরাহার শিবিরে আক্রমণ করলো। এটা বিষাক্ত ফোঁড়া ও ঘা এর আকারে দেখা দিল। সম্ভবত তা গুটি বসন্ত ছিল। ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবরাহার সৈন্যবাহিনী দিগ্‌বিদিক পালাতে লাগলো। গাইড বা পথ-প্রদর্শনকারীরা তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে উপত্যকাসমূহের যত্র-তত্র মরতে লাগলো এবং অপরদিকে এক প্লাবন এসে সহস্র-সহস্র মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিল। এ মহামারীতে কদাচিৎ দু' একজন রক্ষা পেল। আবরাহার সমস্ত দেহ পচা-গলিত ক্ষতে ভরে গেল এবং সানায় প্রত্যাবর্তনের পথে সে অতি হীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করলো।' এ ঘটনার বিষয়ই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এ মহামারী রোগটি যে ভীষণাকারের গুটি বসন্ত ছিল তা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক্ থেকেও জানা যায়। তিনি নবী করীম (সাঃ) এর মহীয়সী স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আয়েশা দুজন অন্ধ ভিক্ষুককে মক্কায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? তারা উত্তর দিল, তারা আবরাহার হস্তী-চালক (মাহুত) ছিল (মন্‌সূর)।
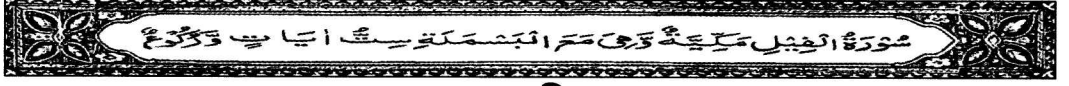
সূরা আল্ ফীল্-১০৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। *আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

২। তুমি কি জান না তোমার প্রভু-প্রতিপালক হস্তী-বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন[৩৪৩৬]?

اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ ②

৩। তিনি কি *তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি?

اَلَمۡ یَجۡعَلۡ کَیۡدَہُمۡ فِیۡ تَضۡلِیۡلٍ ③

৪। আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন[৩৪৩৭],

وَّ اَرۡسَلَ عَلَیۡہِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ ④

৫। যারা শুকনো মাটির শক্ত পাথরে তাদেরকে (অর্থাৎ মৃত দেহখন্ডগুলোকে) আঁছড়ে মারছিল[৩৪৩৮]।

تَرۡمِیۡہِمۡ بِحِجَارَۃٍ مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ⑤

১ [৬] ৩০ ৬। অতএব তিনি তাদেরকে চিবানো খড়কুটার ন্যায় করে দিলেন।

فَجَعَلَہُمۡ کَعَصۡفٍ مَّاۡکُوۡلٍ ⑥

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫১-৫২।

৩৪৩৬। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নেগোস (নাজ্জাশী) এর ইয়েমেনী শাসনকর্তা আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) এর জন্ম-বৎসর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার দিকে বিরাট এক সেনা বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। তার সেই বাহিনীতে কয়েকটি হাতী ছিল। গুটি বসন্তের মহামারী জাতীয় এক ধরনের সংক্রামক রোগ তার সৈন্যদলকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। তাদের মৃত গলিত দেহকে দলে দলে পাখি এসে খেয়ে শেষ করে। এ সম্বন্ধে সূরার ভূমিকা পাঠ করুন।

['লাম তারা' শব্দটি 'রুইয়াত' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ (১) চাক্ষুষ দেখা, (২) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জানা, (৩) মানুষ পরম্পরায় জানা বা জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]।

৩৪৩৭। পণ্ডিতদের অনেকের মতে 'আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বাউল' এর বহুবচন, যার অর্থ একই পথের অনুসারী পৃথক পৃথক পাখির ঝাঁক, একে অপরের অনুসারী পাখির দল (লেইন)।

৩৪৩৮। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আক্রমণকারীদের মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে ঠোঁট দিয়ে ঐ মাংসখণ্ডকে পাথরের উপর আঁছড়ে, থেঁতলে নরম করে গিলে গিলে খেয়েছিল। সাধারণত এভাবেই মাংসাশী পাখিরা মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে। 'বা' উপসর্গটি এখানে 'আলা' (ওপরে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (লেইন)।

সূরা আল্ কুরায়্শ-১০৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাও পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় মক্কায় প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি যদিও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক সূরা, তবু সূরা ফীলের সাথে এর সম্পর্কের গভীরতার দরুন অনেকে একে সে সূরার অংশ বলে মনে করেছেন। যে ঐশী শাস্তি এক ধরনের ভয়ঙ্কর গুটি বসন্ত মহামারীর রূপ ধারণ করে মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সৈন্য-সামন্তকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, সূরা ফীলে এর একটি ভয়াবহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে কুরায়্শদেরকে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যে কা'বা গৃহের যত্ন ও সেবার জন্য তাদের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের উচিত সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কা'বাগৃহের প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনা করা। পূর্ববর্তী সূরাতে কা'বার ধ্বংসোদ্যত শত্রুর ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ বলছেন, মক্কার মত একটি বৃক্ষ-শূন্য, শুষ্ক-অনুর্বর উপত্যকাতেও এ কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা সকল ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে বিপদাপদ ও ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।
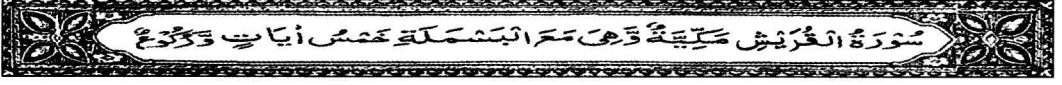
সূরা আল্ কুরায়্শ-১০৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। *আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ①

★ ২। কুরায়শ গোত্রকে[৩৪৩৯] একসূত্রে বাঁধতে[৩৪৪০]

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ②

★ ৩। (এবং আমরা) তাদের মাঝে মিত্রতা সুদৃঢ় করতে শীত ও গ্রীষ্মের (বাণিজ্য) যাত্রার[৩৪৪১] আগ্রহ সৃষ্টি করেছি।

اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ③

৩৪৩৯। 'কুরায়শ' শব্দটি 'কারাশা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। কারাশা অর্থ সে এখান-সেখান থেকে এটা সংগ্রহ করে একত্র করেছে অথবা এর একাংশকে অপরাংশের সাথে সংযুক্ত করেছে (আকরাব)। কুরায়্শ গোত্রকে এ নামে এ জন্য অভিহিত করা হয়েছে, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে 'কুসাই ইব্নে কিলাব বিন্ নয্র' নামক এক ব্যক্তি যাযাবর আরবদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে মক্কায় একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'বনু কানানাহ্'দের মধ্যে একমাত্র নযরের বংশধররাই মক্কাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা সংখ্যায় বেশি ছিল না বলে ছোট দল হিসাবে তাদেরকে 'কুরায়্শ' বলা হতো, যার অর্থ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ছোট দল।

৩৪৪০। 'ঈলাফ' হলো 'আলাফা' ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। এর অর্থ, একটি বিষয় বা বস্তুতে লেগে থাকা বা লাগিয়ে রাখা, কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মনে প্রাণে ভালবাসা, কোন ব্যক্তিকে কিছু দেয়া, কোন চুক্তি যাতে নিরাপত্তার শর্ত সন্নিবেশিত থাকে, নিরাপত্তা (লেইন)। পারস্পরিক একাত্মতা, প্রীতি-ভালবাসা ও অনুরাগ (আল মুনজিদ)।

৩৪৪১। যেহেতু 'লাম' এমন একটি অব্যয় যা দিয়ে আরবী বাক্য শুরু করা হয় না, তাই যখন এর দ্বারা কোন বাক্য শুরু করা হয় তখন আয়াতটির পুর্বে একটি বাক্য বা বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। উহ্য অংশটিকে পূর্বে বসালে আয়াতটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়াবেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আশ্চর্য বোধ করছ, আল্লাহ্ কুরায়্শদের মনে যে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময়ে ভ্রমণ করার প্রতি এত আগ্রহ সৃষ্টি করে রেখেছেন তা আল্লাহ্র কত বড় অনুগ্রহ! ভ্রমণের প্রতি আগ্রহকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ এ কারণে বলা হয়েছে যে শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্য ভ্রমণে এবং গ্রীষ্মকালে সিরীয়া-প্যালেষ্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে কুরায়্শরা খাদ্যসহ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি মক্কায় নিয়ে আসতো। এ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান কুরায়্শদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল, তাদের শহরের উন্নতি সাধন করেছিল এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটিয়েছিল। ইয়েমেনের ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে এবং সিরীয়ার খৃষ্টানদের সংস্পর্শে এসে তারা জানতে পেরেছিল, আরব দেশে একজন বড় নবী আগমন করবেন বলে তাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কুরায়্শরা এতই দেশ-প্রেমিক ও কা'বা-প্রেমিক ছিল, তারা না খেয়ে মরলেও মক্কার ভূমি বা কা'বা গৃহ ছেড়ে কোথাও যেতে প্রস্তুত ছিল না, এমন কি অস্থায়ীভাবেও না। নবী করীম (সাঃ) এর প্রপিতামহ হাশিমের জোরালো উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় কুরায়্শরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশারূপে গ্রহণ করে। এটা তাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ছিল। তারা বাণিজ্য-সফরের মাধ্যমে অন্যান্য সকল সুবিধাপ্রাপ্তি ছাড়াও আরো একটি মহা-সুযোগ লাভ করলো যে নিকট ভবিষ্যতে আগমনকরী মহানবী (সাঃ)কে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতিও তাদের মনে দানা বাঁধছিল। এ আয়াতগুলোর আরো একটি সাবলীল ব্যাখ্যা আছে, যা প্রসঙ্গের সাথে ভালভাবেই খাপ খায়। ব্যাখ্যাটি হলোঃ হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভু 'হস্তীওয়ালা' আবরাহার সেনাবাহিনীকে এ কারণেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যাতে কুরায়্শদের শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক ভ্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন কম্তি না ঘটে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ। এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কেননা আবরাহা যদি ধ্বংস না হতো তাহলে কুরায়্শরা ঐসব দেশে ভ্রমণ করা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক মনে করতো এবং সে হেতু তাদের ভ্রমণ-স্পৃহা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়তো। অতএব আবরাহার ধ্বংস কুরায়্শদের বাণিজ্য-ভ্রমণকেই কেবল মাত্র অব্যাহত রাখেনি বরং আরবের অধিবাসী

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪। সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন ক-এ গৃহের প্রভুর ইবাদত করে,

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝

১ [৫] ৩১ ৫। যিনি ক্ষুধায় তাদের খাইয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন[৩৪৪২]।

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ৯৭; ২৭ঃ৯২।

সকল মানুষের তীর্থস্থান কা'বা তাদের চোখে অধিক পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে ওঠলো। আর এতে কুরায়্শদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে আরো বেশি উৎকর্ষ লাভ হলো। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারেঃ তোমার প্রভু হাতীর মালিক এবং প্রচণ্ড ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র কুরায়্শদেরকে বাঁচাবার জন্যই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৩৪৪২। কুরায়্শদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সে সময় করা হয়েছিল যখন তাদের চতুর্দিক থেকে বিপদ, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এছাড়া সারা বৎসর ব্যাপী প্রত্যেক রকমের ফল-মূল ও খাদ্যের সরবরাহ তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। এসব ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে জুটেনি। এটা ছিল একটি ঐশী পরিকল্পনার ফল এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার নবীকুল পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া ও ভবিষ্যাদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ (২ঃ১২৭,১৩০ এবং ১৪ঃ ৩৬, ৩৮)। অবিশ্বাসী কুরায়্শদের মনে আয়াতটি গ্রথিত করে দিতে চায় যে মাটির, পাথরের ও কাঠের পুতুলকে পূজা করে তাদের দয়াময় ও প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি তারা কীরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রেখে তাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করে তাদের বাণিজ্য-ভ্রমণকে অব্যাহত ও নিরাপদ রেখে আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই তাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অথচ তারা তাঁকে চিনছে না। তাদের উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

সূরা আল্ মা'ঊন-১০৭
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। পূর্ববর্তী সূরাতে কুরায়শদের বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিরাপত্তা ও খাদ্য-দ্রব্যাদি সরবরাহ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। এটা এজন্য নয় যে তারা নিজেদের কাজ-কর্মের দ্বারা এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছে এবং নিজেদেরকে এসব ঐশী অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করেছে। বরং এটা ছিল তাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অর্থাৎ পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী ও বার বার কৃপাকারীর বিশেষ অনুগ্রহ। এ কারণে তাদেরকে বলা হলো, তাদের উচিত অতিশয় বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের দয়ালু প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা ও ধ্যান-উপাসনা নিবেদন করা। তা না করে তারা নিজেদেরকে একমাত্র পার্থিব বিষয়ে এবং মূর্তি-পূজায় লিপ্ত রেখেছে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বা জাতি নিজেদেরকে কেবল পার্থিব বিষয়াদিতেই লিপ্ত রাখে পরলোকের বিশ্বাস তাদের মন থেকে উঠে যায় এবং সৃষ্টিকর্তাকে তারা একেবারে ভুলে বসে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের দুটি মূল-নীতির উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত ও মানব-সেবা, এ দুটি কাজে অবহেলা করে তারা ধর্মকেই অস্বীকার করে। অর্থাৎ এ দুটি কাজ মনোযোগ দিয়ে না করা আর ধর্মকে অস্বীকার করা একই কথা।
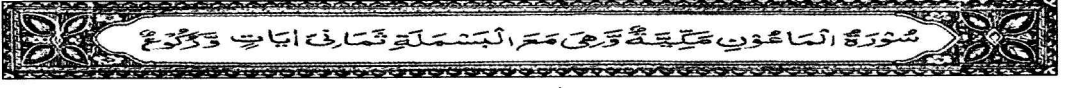
সূরা আল্ মা'উন-১০৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে খ.ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে[৩৪৪৩]?	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ②
৩। এ সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে তাড়িয়ে দেয়[৩৪৪৪]	فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ③
৪। এবং গ.অভাবীকে খাবার দিতে (অন্যদের) উৎসাহিত করে না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ④
৫। অতএব দুর্ভোগ এমন সব নামাযীদের[৩৪৪৫] জন্য,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤
৬। যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑥
★ ৭। (এবং) যারা কেবল ঘ.লোক দেখানো কাজ করে[৩৪৪৬]	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑦
১ [৮] ৩২ ★ ৮। এবং যারা নিত্য দিনের ব্যবহারের সাধারণ[৩৪৪৭] জিনিষপত্র থেকে অন্যদের বঞ্চিত রাখে।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑧ ع

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৮২ঃ১০ গ. ৬৯ঃ৩৫; ৮৯ঃ১৯ ঘ. ৪ঃ১৪৩।

৩৪৪৩। আল্লাহ্‌র বিচারে যার বিশ্বাস নেই অথবা যে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধের আসল উৎস ধর্মকেই অস্বীকার করে সে প্রকৃতই হতভাগা।

৩৪৪৪। এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত এমন দুটি সামাজিক ব্যাধির কথা বলছে যার প্রতিকার না করলে সমাজের অবক্ষয় ও ভাঙ্গন অবধারিত হয়ে পড়ে। এতীমদের প্রতিপালন ও যত্ন না করলে জাতির আত্মত্যাগের স্পৃহা মরে যায়। দরিদ্র ও ভাগ্যাহতদের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার দরুণ একটি অবহেলিত শ্রেণীর ধর্মস্পৃহা ও ভাগ্যোন্নয়নের ইচ্ছা তিরোহিত হয়ে যায়। এতে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

৩৪৪৫। 'নামায' আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু মুনাফিকদের নামায আত্মাহীন দেহের মত। এরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না।

৩৪৪৬। মুনাফিক ও আচার-সর্বস্ব লোকেরা আন্তরিক না হয়ে কেবল লোক দেখানোর জন্য পুণ্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ করে থাকে।

৩৪৪৭। 'মা'উন' অর্থ গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র যথা খন্তা, কুড়াল, দা, রান্নার ডেক্-ডেকচি ইত্যাদি, দয়ার কাজ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, 'যাকাত' (আকরাব)। ['ইয়াম নাউন' অর্থ তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে বিরত রাখে। (হযরত খালীফাতুল মসীহ সানী (রা:) প্রণীত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ কাওসার-১০৮
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ। এ সূরা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। সূরার পর সূরা সাজানোর ক্ষেত্রে এ সূরা শেষদিকে স্থান পাওয়ায় প্রমাণিত হয়, পবিত্র কুরআনের সূরা সাজানোর ও গ্রন্থনার কাজও আল্লাহ্‌র নির্দেশমত সম্পন্ন হয়েছে। নতুবা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ এ সূরা কুরআনের শেষ প্রান্তে স্থান পেত না। যে ক্রমধারায় কুরআনের বাণী বর্তমানে সন্নিবেশিত আছে তা অবতরণের ক্রমধারা বা ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। এটা কুরআন করীমের এক মু'জিযা, সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক ঐশী-বাণী যথোপযুক্তভাবে অবতীর্ণ হলো বটে, কিন্তু সমগ্র কুরআনে স্থান পাওয়ার সময় মানুষের চিরন্তন ও চিরকালের প্রয়োজনকে সামনে রেখে স্থান পেল। এ সূরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি এমন এক সময়ে দেয়া হয়েছিল যখন নবী করীম (সাঃ) মক্কানগরীর বাইরে মোটেই পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁর এ দাবী যে তিনি মানবের জন্য সর্বশেষ শরীয়ত-বাহক পরিত্রাণকর্তারূপে বিশ্বে প্রেরিত হয়েছেন, তা তাঁর শহরবাসীদের মনেও কোন গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। কিন্তু প্রতিশ্রুতির কী অসামান্য দৃঢ়তা, আর এর ভাষা কত স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত! প্রতিশ্রুতির জোরালো বাক্যটি হলো, 'আমরা তোমাকে কাওসার দান করেছি' অর্থাৎ 'আমরা তোমার উপর সকল প্রকারের মঙ্গল ও আশিস-ধারা ঢেলে দিয়েছি' কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহানবী (সাঃ)কে প্রতিশ্রুত আশিস ধারা নিশ্চিন্তভাবে দেয়া হয়ে গেছে। কুরআনের ঐশী উৎস হওয়া এ কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এ সূরাটি এরূপ একটি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার কথা একবারেই অসম্ভব ও চিন্তাতীত ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সূর্যের মত দেদীপ্যমান অবস্থায় পূর্ণ হওয়ার পরে সূরাটি কুরআনের শেষের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে সমগ্র কুরআনের সত্যতাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক এভাবে রয়েছে, পূর্ব সূরাতে মুনাফিকদের কয়েকটি গুরুতর নৈতিক পাপের উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ সূরাতে সেগুলোর মোকাবিলায় মু'মিনদের কয়েকটি নৈতিক গুণ ও পুণ্যকাজের উল্লেখ স্থান পেয়েছে, যেমন- মহানুভবতা, নামায আদায়, আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম-নিবেদন এবং জাতির প্রয়োজনে আত্মত্যাগ বা কুরবানী।
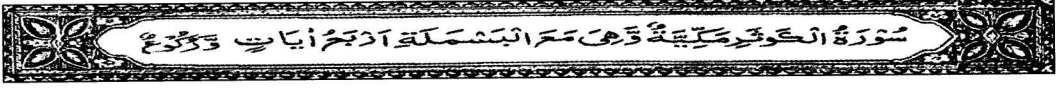
সূরা আল্ কাওসার-১০৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে ক.'কাওসার' (অর্থাৎ কল্যাণের প্রাচুর্য) দান করেছি[৩৪৪৮]।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ②

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ③

দেখুন ঃ ক. ৯৩ঃ৬।

৩৪৪৮। 'কাওসার' শব্দের অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি প্রধান অর্থ, 'অপরিসীম মঙ্গল'। যে ব্যক্তির মধ্যে সীমাহীন মঙ্গল ও সম্পদ রয়েছে এবং সে তা বহুল পরিমাণে সর্বদা বিতরণ করে, সে ব্যক্তিকেও 'কাওসার' বলা হয় (মুফরাদাত এবং জরীর)। এ সূরাতে হযরত নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ্ তাআলা এমন এক সুমহান ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছেন, যাঁর প্রতি তিনি অপরিমিত মঙ্গল ও আশীর্বাদরাজি বর্ষণ করেছেন। এ সূরাটি মহানবী (সাঃ) এর জীবনের এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন তিনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন এবং দান করার মত তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি তখন অতিশয় দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁর নবুওয়তের দাবীকে বিবেচনার অযোগ্য বলে গণ্য হচ্ছিল। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার বহু বৎসর পরও তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাঁকে বিরোধিতা সহ্য ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রিয় মাতৃ-নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর ছিন্ন-মস্তকের জন্য এক বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পরও কয়েকটি বছর তাঁর জীবন প্রতি মুহূর্তে বিপদাপন্ন ও নিরাপত্তাহীন ছিল। তাঁর শত্রুরা তাঁর এরূপ হীনবল অবস্থার সাথে নিজেদের ধনবল ও জনবলের তুলনামূলক বিশাল ব্যবধান দেখে অতি উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সাথে ইসলামের দ্রুত ধ্বংস ও বিনাশের দিন গুণছিল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এর জীবনের শেষপর্বে ধনে-জনে , মানে-সম্মানে, জ্ঞানে-গরিমায়, ভক্তি-ভালবাসায়, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা ও প্রাচুর্যে তিনি এমন মহা-সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন, মানবেতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেই। অতএব আল্লাহ্‌র দেয়া 'কাওসার' এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। মক্কার আইনে আশ্রয়-চ্যুত ব্যক্তি সমগ্র আরবের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে গেলেন, মরুভূমির নিরক্ষর অবহেলিত সন্তান বিশ্বমানবের চিরদিনের শিক্ষকে পরিণত হলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এমন একটি 'কিতাব' দিলেন যা মানব-জাতির চিরস্থায়ী ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলো। তিনি নিজের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর জ্যোতির্মালাকে ধারণপূর্বক আল্লাহ্‌র এতই নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে এর চাইতে অধিক নৈকট্য-অর্জন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে এরূপ এক তুলনাবিহীন ভক্তের দল দেয়া হলো যাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবার জন্য তাঁর প্রভুর কাছ থেকে ডাক এল তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলীর সবটাই পুরোপুরিভাবে তিনি পালন করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সর্বপ্রকারের কল্যাণ, জাগতিক হোক আর আধ্যাত্মিক হোক, পূর্ণ মাত্রায় মহানবী (সাঃ) এর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। অতএব মহানবী (সাঃ) এর ন্যায্য-প্রাপ্য হিসাবেই এটা বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, 'সকল নবীর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য' (এনাসাই, বৃট)।

১
[৪] ৪। নিশ্চয় তোমার শত্রু-ই অপুত্রক (সাব্যস্ত) হবে[৩৪৪৯]।
৩৩

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

দেখুন ঃ ক. ১১১ঃ২।

৩৪৪৯। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে এ আয়াতটিতে নবী করীম (সাঃ) এর শত্রুদেরকে অত্যন্ত জোরালোভাবে পুত্রহীন (আব্‌তার) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ সূরা অবতরণের পূর্বে ও পরে মহানবী (সাঃ) এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিলেন, তাঁদের সকলেই অল্প বয়সে মারা যান এবং তাঁর তিরোধানের সময় তিনি কোন পুত্রসন্তান রেখে যাননি। এতে স্পষ্টত বুঝা যায়, এখানে 'আবতার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নেই। আবতার অর্থ এ নয় যে তার কোন ঔরসজাত পুত্র নেই। 'আবতার' (অপুত্রক) কথাটি এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত ঐশী পরিকল্পনা এটাই ছিল, মহানবী (সাঃ) এর কোন দৈহিক পুত্র থাকবে না, কিন্তু তাঁর (সাঃ) জন্য নির্ধারিত ছিল, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুত্রের পিতা হয়ে অমর হয়ে থাকবেন এবং এসব আধ্যাত্মিক পুত্র হবেন শারীরিক পুত্র অপেক্ষা শতগুণে অধিক অনুগত ও ভক্ত এবং অধিক প্রেমিক। অতএব রসূলে পাক (সাঃ) অপুত্রক ছিলেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে গেছে। কেননা তাদের সন্তানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক সন্তান রূপে পরিগণিত হলেন এবং তাঁরা তাঁদের (দৈহিক) পিতাদের অত্যাচার-অনাচার ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাদের নাম উচ্চারণ করতেও লজ্জা ও অপমান বোধ করতেন।

['কাউসার' এর একটি অর্থ প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের প্রাচুর্য। তেমনি সে ব্যক্তিও কাওসার যিনি অনেক সম্পদ বিতরণ ও বন্টন করেন আর তিনি অতি দানশীল। যেমন, হাদীসে আগমনকারী মসীহ্ ও মাহ্দী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তিনি এত সম্পদ বিতরণ করবেন, মানুষ তা গ্রহণ করবে না'। এ সূরায় কাফিরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত মূল আপত্তি রসূলুল্লাহ্‌র দৈহিক পুত্রসন্তান না থাকার উল্লেখ করে তা খন্ডন করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বলা হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার দৈহিক পুত্র সন্তান না থাকলেও তোমাকে আল্লাহ্ তাআলা এমন এক কল্যাণ ও আশীষ বন্টনকারী আধ্যাত্মিক সন্তান দান করবেন, যে কাওসার সাব্যস্ত হবে।' অতএব এস্থলে আগমনকারী এমন এক উম্মতীর উল্লেখ রয়েছে যিনি আধ্যাত্মিকভাবে মহানবী (সাঃ) এর পুত্র হবেন। (হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)]

সূরা আল্ কাফেরূন-১০৯
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হাসান, ইকরামা এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ মত পোষণ করেন। নলডিকি বলেন, এটা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'সূরা কাওসারের' সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কাওসার এ বলা হয়েছিল, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি এমন অপরিসীম আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক কল্যাণ বর্ষিত হবে, মানবেতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ সূরাতে সে সকল কট্টর কাফির, যাদেরকে ঐশী সিদ্ধান্ত চির-অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর পক্ষে এতসব স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও যারা তাঁকে (সাঃ) গ্রহণ করেনি তারা কি করে বিশ্বাস করতে পারে মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদের নির্বোধ, অন্তঃসারহীন, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে মেনে নিবে? নবী করীম (সাঃ) সূরা ইখলাসকে (১১২সূরা) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এ সূরাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, যারা গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রায়ই এ সূরা দু'টি পাঠ করবে এবং এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে (ইব্‌নে মারদাওয়াই)। এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, 'সূরা আল্ ইখ্‌লাস' ইসলামের মূলনীতি 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বকে পূর্ণ যুক্তিসহ অল্প কথায় পেশ করেছে, আর সূরা 'কাফেরূন' মুসলমানদেরকে শত বিরোধিতা ও শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তওহীদের মূলমন্ত্রে অটল থাকার জন্য শক্তি ও উৎসাহ যোগাচ্ছে। অতএব যারা এ দুটি সূরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করবে তারা অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদায় অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের হযে।
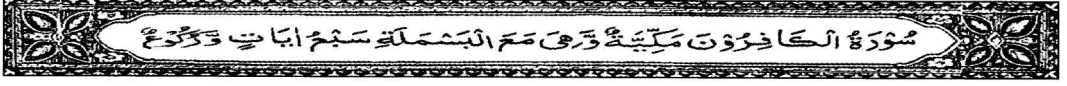
সূরা আল্ কাফেরূন-১০৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি বল,[৩৪৫০] 'হে[৩৪৫১] অস্বীকারকারীরা[৩৪৫২]!	قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②
৩। তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করবো না।	لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③
৪। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার উপাসনাকারী নও।	وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ④
৫। আর তোমরা যার উপাসনা করে আসছ আমি কখনো তার উপাসক হবো না।	وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤
৬। আর আমি যার উপাসনা করি তোমরা তার[৩৪৫৩] উপাসক হবে না।	وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ⑥

৩৪৫০। 'কুল' অর্থ বল বা ঘোষণা কর। এ ঐশী আদেশটি প্রত্যেক মুসলমানকে দেয়া হয়েছে। এ সূরা ছাড়াও 'বল' এ আদেশটি ৭২, ১১২, ১১৩ এব ১১৪ সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ৩০৬টি আয়াতে এর ব্যবহার হয়েছে এবং তা প্রত্যেক স্থলেই বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে বিশেষভাবে অনুধাবনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরাতে ইসলামের যে মহান নীতি বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি কাফিরদের বিশেষ দৃষ্টি জোরালোভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বার বার আকর্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৩৪৫১। 'হে!' সম্বোধন সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টি-আকর্ষণ ও গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই বারবার কুরআনে 'হে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪৫২। এখানে 'অস্বীকারকারীরা' বলতে সেই সকল কট্টর কাফিরকে বুঝিয়েছে যারা ক্রমাগতভাবে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে এবং সত্য গ্রহণের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে বাকী নেই অর্থাৎ অবিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে গেছে।

৩৪৫৩। পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতসহ এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন তফসীরকার ভিন্ন-ভিন্নভাবে করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা তাদের প্রশ্নটিকে দুটি আকারে উত্থাপন করেছিল। তাই সেই দুটি আকারেই তাদের উত্তরও দেয়া হয়েছে। অন্যেরা বলেন, এ পুনরাবৃত্তি ছিল কেবল উত্তরকে জোরালো করার জন্য । আবার অনেকে (যেমন যাজ্জাজ) মনে করেন, তখনকার সমসাময়িক কালে ইবাদতের পদ্ধতিকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম দুটি বাক্য (৩ ও ৪ আয়াত) এবং ভবিষ্যতে এরূপ ইবাদতের অস্বীকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে শেষ দুটি বাক্য (৫ ও ৬ আয়াত)। এর বিপরীতে আল্লামা যমখ্‌শরী বলেন, প্রথম বাক্য দুটি ভবিষ্যতের অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে এবং শেষ বাক্য দুটি বর্তমান অস্বীকারকে বুঝাচ্ছে। যাহোক 'লা' (না, নয়) যখন বর্তমান-ভবিষ্যতকাল সম্পর্কিত ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে তখন এর দ্বারা ভবিষ্যৎকালই বুঝায়। এরূপ ব্যবহার বিধি অনুযায়ী লা আ'বুদু এর অর্থ দাঁড়ায় "আমি কখনো উপাসনা করবো না"।

মা' অব্যয়টি দু'আকারে ব্যবহৃত। 'মাস্‌দরীইয়া' হিসাবে ক্রিয়ার পূর্বে বসে একে অসমাপিকা করে এবং 'মাওসূলাহ্' হিসাবে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ এটা, যা, সে, যে, তিনি , যিনি। এখানে প্রথম দুটি বাক্যে 'মা' শব্দটি 'মাস্‌দারীইয়া' হিসাবে এবং দ্বিতীয় দুটি বাক্যে 'মাওসূলাহ্' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাই শ্রেয়। তখন এ চারিটি বাক্য বা আয়াতের অর্থ হবেঃ "আমি কখনো

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

১ ৭। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার
[৭] ধর্ম[৩৪৫৪]।
৩৪

তোমাদের উপাসনার রূপ ও ধরন-ধারন অবলম্বন করবো না এবং তোমরাও আমার ইবাদতের প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে না এবং আমি কখনো তোমাদের উপাসনার বস্তুগুলোর (প্রতিমা, মূর্তি, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন জীব-জন্তু ইত্যাদির) উপাসনা করবো না। আর তোমরাও আমার আরাধ্যের (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করবে না।"

৩৪৫৪। এ আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ যেহেতু মু'মিনদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে কাফিরদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের কোনই মিল নেই এবং যেহেতু এদুয়ের বিস্তারিত বিবরণে ও মৌলিক ধারণাতে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান , সেহেতু এদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

সূরা আন্ নাস্‌র -১১০
(হিজরতের পরে মক্কায় অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এটা একটি মাদানী সূরা, মদীনাতে হিজরতের বহু পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এটা অন্য অর্থে মক্কী সূরাও বটে। কেননা এটা নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের মাত্র ৭০/৮০দিন পূর্বে বিদায় হজ্জের সময় পুনরায় মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও সহীহ্ হাদীস থেকে এর অবতরণের এ সময় নির্ধারিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর নবুওয়তের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও এ তারিখের সমর্থক। সম্পূর্ণ সূরারূপে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মাঝে এটাই সর্বশেষ সূরা, যদিও সূরা মায়েদা'র ৪ আয়াতই অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত।

পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছিল, তাদের জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, তাদের উপাস্য ও উপাসনা-পদ্ধতি যেহেতু মু'মিনদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের মোটেই সম্ভাবনা নেই। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবে, আর মুসলমানগণও তাদের নিজেদের কর্মফল ভোগ করবে। এ সূরাতে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তাঁদের জন্য প্রতিশ্রুত বিজয় তো ইতোমধ্যে এসেই গেছে যখন দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। অতএব মুসলমানদের বিশেষ করে বিশ্ব-নবী (সাঃ) এর কর্তব্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণাপূর্বক নব-দীক্ষিতদের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মানবীয় দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। কেননা বিপুল সংখ্যক নব-দীক্ষিত যখন দলে দলে কোন নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে যোগদান করে তখন তাদেরকে সার্বিকভাবে শিক্ষিত ও সৎকর্মশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মীর অভাব দেখা দেয়। ফলে দোষ-ত্রুটিও তাদের সঙ্গে সমাজে ঢুকে পড়ে।
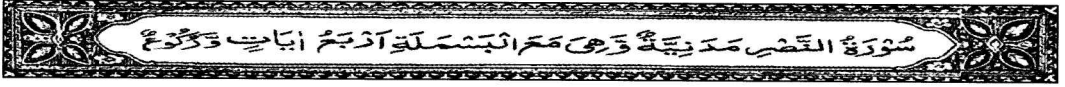
সূরা আন্ নাস্‌র-১১০

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রতিশ্রুত বিজয় যখন আসবে[৩৪৫৫]

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②

৩। এবং তুমি দলে দলে আল্লাহ্‌র ধর্মে লোকদের প্রবেশ করতে দেখবে

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ③

৪। [ক]তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রসংশাসহ (তাঁর) পবিত্রতা (ও) মহিমা ঘোষণা কর[৩৪৫৬] এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা[৩৪৫৭] কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ④

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৯৯; ২০ঃ১৩১; ৫০ঃ৪০।

৩৪৫৫। 'প্রতিশ্রুত' বিজয়। [ফাতাহ্ শব্দের সাথে 'আল' যোগ হওয়াতে এখানে গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য তফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)।

৩৪৫৬। এখানে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে মুসলমানদেরকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেছেন এবং জনগণ বিপুল সংখ্যায় দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছে, সেহেতু তাঁর উচিত হবে কৃতজ্ঞতাভরে এবং প্রশংসাসহ আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

৩৪৫৭। রসূলে পাক (সাঃ)কে আল্লাহ্ তাআলা এখানে উপদেশ দিচ্ছেন, যেহেতু তাঁর হাতে বিজয়ের পতাকা এসে গেছে এবং ইসলাম আরব ভূমিতে এমন প্রাধান্য লাভ করেছে, তাঁর পূর্বের শত্রুরা তাঁর ভক্ত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সেহেতু তাঁর উচিত এ সব নবাগত অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করা, যাতে তাদের পূর্বকৃত শত্রুতামূলক অত্যাচার-অপকর্ম ও পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া যায়। 'তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 'কর', মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দেশটির এক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে নবদীক্ষিতদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে। এর অন্য তাৎপর্য এ কথার মধ্যে রয়েছে যে নবাগত ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় একসাথে আগমনের ফলে তাদের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা, আচরণ-অভ্যাস ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তনপূর্বক ইসলামের রঙে তাদেরকে রঙীন করে তোলার মত দুরূহ কাজ সম্পাদনে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুসলিম সমাজ ও ইসলামকে নিরাপদ রাখার জন্য এ 'ইস্তিগফার' এর প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, কুরআনের যে স্থানেই মহানবী (সাঃ) এর বিজয়ের কিংবা বড় রকমের কৃতকার্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁকে ক্ষমা-প্রার্থনা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ দোয়া নবী করীম (সাঃ) এর নিজের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য, অর্থাৎ যখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশাবলী থেকে বিচ্যুতি ঘটার কারণ দেখা দিবে তখনই যেন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঐ বিপদাবলী থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন- এ জন্য মহানবী (সাঃ)কে এ দোয়াটি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এ ক্ষমা-প্রার্থনার মাঝে মহানবী (সাঃ) এর নিজের কোন কাজের সম্পর্ক নেই। কেননা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) সত্য,ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতার বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন (দেখুন টীকা ২৬১২ এবং ২৭৬৫)।

সূরা আল্ লাহাব-১১১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

মুসলিম মুফাস্সিরগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত, এ সূরা নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মুইর একই অভিমত পোষণ করেন। অনেকে বলেন, অবতরণের দিক দিয়ে এটা পঞ্চম সূরা। সূরা আলাক, কলম, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সির- এ চারটি সূরা অবতীর্ণ হবার পরেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। সূরাটির নামকরণ থেকে মনে হয়, রক্তবর্ণ চেহারা উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর কথা এ সূরাটির বিষয়বস্তু। সূরা কাওসারে মহানবী (সাঃ)কে দুটি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। একটি হলো মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে, আর দ্বিতীয়টি ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পূর্ববর্তী 'সূরা নাস্রে' প্রতিশ্রুতির প্রথমাংশের পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা লাহাবে' দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।
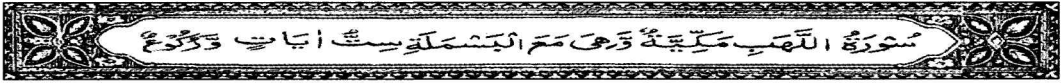
সূরা আল্ লাহাব-১১১

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝١

★ ২। ক.আবূ লাহাবের৩৪৫৮ দুটো হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!★

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِيۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝٢

৩। খ.তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে৩৪৫৯ তা তার কোন কাজে আসবে না।

مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٣

৪। সে অবশ্যই এক লেলিহান আগুনে ঢুকবে৩৪৬০।

سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٤

★ ৫। আর জ্বালানী বয়ে বেড়ানো৩৪৬১ তার স্ত্রীও (এক আগুনে ঢুকবে)।

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۝٥

দেখুন ঃ ক.১০৮ঃ৪ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮।

৩৪৫৮। আবূ লাহাব (অগ্নিশিখার পিতা) ছিল নবী করীম (সাঃ) এর চাচা এবং তাঁর (সাঃ) চরম অত্যাচারী শত্রু। তার আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। তার আকৃতি-প্রকৃতি, মুখাবয়ব ও চুল ছিল রুক্ষ এবং মেযাজ ছিল অতিশয় কর্কশ। সে কারণেই তাকে ডাকা হতো 'আবূ লাহাব' বলে । মহানবী (সাঃ) এর প্রচারকার্যের শুরুতেই একটি ঘটনা ঘটেছিল। এ সূরা তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণীকে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রচারের জন্য সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার গোত্রগুলোকে ডাকলেন, যাদের মধ্যে ছিল লুবাই, মুররা, কিলাব, কুসাঈ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ্ তাঁকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন'। এমতাবস্থায় তারা যেন তাঁর কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করে এবং তাদের ভ্রান্ত পথ ও কুকর্ম ছেড়ে দেয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সাথে তাঁর কথাগুলো পেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ ঐশী-বাণীকে না মানলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপরে নেমে আসবে। নবী করীম (সাঃ) এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে বললোঃ তুমি ধ্বংস হও, এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?" (বুখারী)। 'অগ্নি-শিখার পিতা' এ ডাক-নামটি আবূ লাহাবকেও বুঝাতে পারে, অথবা ইসলামের অগ্নিশর্মা শত্রুদেরকেও বুঝাতে পারে, অথবা অধিক যুক্তিযুক্তভাবে শেষ-যুগের পশ্চিমা জাতিগুলোকেও বুঝাতে পারে- যার একাংশ আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, আর অপরাংশ আল্লাহ্ তাআলার একত্বকে অস্বীকার করে। এ উভয় অংশই সমভাবে ইসলাম-বিরোধী। এ হিসাবে 'দুটো হাত ' বলতে, এ দুটি শক্তিশালী দলকে বুঝিয়েছে। এ অর্থে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে ঃ ইসলামের শত্রুদের (বিশেষ করে এ দুটি পশ্চিমা শক্তি ও তাদের মিত্রবর্গের) ইসলাম- বিরোধী প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফল হবে এবং তাদের ইসলাম-বিধ্বংসী চেষ্টা-তদ্বির তাদের জন্যই সর্বনাশ ডেকে আনবে। ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখে তারা অন্তর্জালায় ভুগবে। আর তাদের রাশি-রাশি ধন-দৌলত, জ্ঞান-গরিমা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদেরই চোখের সামনে বিলীন হয়ে যাবে।

★ ['আবু লাহাব' অর্থাৎ অগ্নিশিখার পিতা কথাটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অগ্নিশর্মা বা বিদ্রোহী স্বভাববিশিষ্ট আর যে অন্যদেরকে উত্তেজিত করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৪৫৯। 'তার ধন-সম্পদ' বলতে তাদের দেশে উৎপাদিত ধন-দৌলত বুঝাতে পারে এবং 'সে যা উপার্জন করেছে' বলতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ-পূর্বক তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো করায়ত্ব ও সংগৃহীত করাকে বুঝাতে পারে।

৩৪৬০। 'আবূ লাহাব' বলতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝায়,যে অগ্নিশিখা-উৎপাদক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে, অথবা যে অগ্নিতে পুড়ে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাখা করলে এ আয়াতটিতে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, শেষ যমানায় বা কলিকালে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক জোট তাদের আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত আণবিক বোমা ও অন্যান্য সমরাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আয়াত এও বলে দিচ্ছে, এ জোটভুক্ত জাতিগুলোর জন্য সেই দিন বেশী দূরে নয়।

৩৪৬১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। তার গলায় খেজুর-আঁশের পাকানো দড়ি[৩৪৬২] (পেঁচিয়ে) থাকবে ।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

৩৪৬১। এখানে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলকে নির্দেশ করছে বলে মনে হয়। এ স্ত্রীলোকটি মহানবী (সাঃ) এর চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো এবং তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াতো। 'হাতাব' এর অন্য অর্থ বিদ্বেষজনিত কুৎসা (লেইন)। ঐ জাতীয় লোক যারা বিদ্বেষমূলকভাবে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর নামে কুৎসা রটনা করে এবং মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় , তাদের ক্ষেত্রেও আয়াতটি প্রযোজ্য।

৩৪৬২। যদিও বাহ্যত দেখা যায় যে সেই জাতিগুলো মুক্ত তথাপি তারা নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতির রজ্জুতে এমনই দৃঢ়ভাবে বাঁধা, তারা ঐগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না। অথবা উম্মে জামীল সম্বন্ধে যেমন কথিত আছে যে সে যে দড়ির সাহায্যে কাঠ বয়ে আনতো কাঠের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে তা মাথায়-পেঁচানো দড়ির সাথে বেঁধে বহন করতো, সে দড়িই একদিন মাথা থেকে ছুটে গলায় ফাঁস লেগে তার মৃত্যু ঘটেছিল। ঠিক তেমনিভাবে এ জাতিগুলো নিজেদের ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হবে।

সূরা আল্ ইখ্লাস- ১১২
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত হাসান, ইকরামা, সর্বোপরি প্রথম দিকের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সাহাবী হযরত ইব্নে মাস্উদের মতে এ সূরা প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, যিনি বয়সে হযরত ইব্নে মাস্উদ থেকে অনেক ছোট অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগণ্য, তিনি মনে করেন, এটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরূপ অতি-সম্মানিয় দুজন সাহাবীর মধ্যে মতানৈক্য দেখে তফসীরকারদের অনেকে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এ সূরাটি দুবার অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রথমে মক্কাতে এবং পরে মদীনাতে। প্রাচ্যবিদ মুইর একে প্রথমদিকের মক্কী সূরা বলে স্থান দেন, আর নলডিকি নবুওয়তের চতুর্থ বছরকালীন সূরা বলে মনে করেন। সূরাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে একে বহু নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলো হলোঃ তফ্রীদ, তজ্রীদ, তওহীদ, ইখলাস, মা'রিফাহ্, সামাদ, নূর ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরাটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে অতি সংক্ষেপে চমৎকারভাবে এবং সার্থকরূপে বিবৃত করেছে সেহেতু মহানবী (সাঃ) একে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে অভিহিত করেছেন (মা'আনী)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এ সূরা এবং পরবর্তী শেষ দুটি সূরা অন্তত তিনবার করে পাঠ করতেন (দাউদ)। সূরাটির শিরোনাম 'ইখলাস'দেয়া হয়েছে এ কারণে, এ সূরাটি গভীর মনোযোগের সাথে পড়লে মনে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং অনুরাগ ও ভালবাসা জন্মায়। যে বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ও অধিক গুরুত্ববহ তা হলো, 'সূরা ফাতিহা' যেমন সমগ্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, এ সূরাটিও তেমনি পরবর্তী দুটি সূরার সাথে একত্রে সূরা 'ফাতিহার' বিষয়বস্তুকেই কুরআনের সমাপ্তি পর্বে পুনর্ব্যক্ত করছে। এ সূরা আল্লাহ্ তাআলার চারটি অনতিক্রম্য ও অননুকরণীয় গুণের উল্লেখ করেছে যেরূপে সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্র চারটি প্রধান গুণ বর্ণিত হয়েছে।
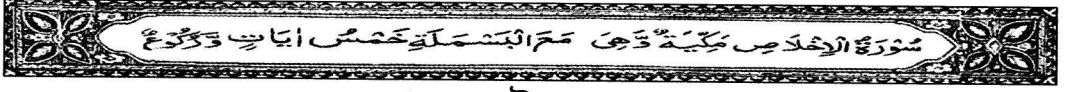
সূরা আল্ ইখ্‌লাস-১১২

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তুমি বল,[৩৪৬৩] তিনিই[৩৪৬৪] ক.এক-অদ্বিতীয়[৩৪৬৫] আল্লাহ্[৩৪৬৬]।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ②

৩। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল[৩৪৬৭]।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৩; ২২ঃ৩৫; ৫৯ঃ২৩।

৩৪৬৩। কুল' (বল বা ঘোষণা কর) শব্দটি দ্বারা এখানে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের জন্য একটি স্থায়ী আদেশ জারী করেছেন ঃ হে মুসলিমরা, তোমরা স্থায়ীভাবে ঘোষণা করতে থাক, 'আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়' ।

৩৪৬৪। 'হুয়া' (তিনি, সে) এখানে 'যমীরুশ্ শান' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে 'হুয়া' অর্থ– এটাই সত্য। সব মিলিয়ে এস্থলে শব্দটির তাৎপর্য হলো, মানুষের মনের প্রকৃতিই এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি এক-অদ্বিতীয়।

৩৪৬৫। 'আহাদ' একটি বিশেষণ যা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এক, একক, যিনি সর্বদাই এক-অদ্বিতীয় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন, যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং যাঁর মৌলিক গুণাবলীতেও কোন অংশীদার নেই, যাঁর ব্যক্তিত্বে ও সত্তায় দ্বিতীয়ের কোন সমকক্ষতা নেই (লেইন)। 'আহাদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্‌র ব্যক্তি-সত্তার এরূপ একত্বকে বুঝায় যে দ্বিতীয়ের ধারণাই নির্মূল করে দেয়। আর 'ওয়াহিদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনন্যতা ও অতুলনীয়তা বুঝায় । অতএব 'আল্লাহু ওয়াহিদুন' এর তাৎপর্য হবে, আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি সকল সৃষ্টির আদি উৎস। আর 'আল্লাহু আহাদুন' এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি এমনিভাবে সম্পূর্ণ এক ও একাকী যে তাঁর কথা ভাবার বা চিন্তা করার সময় আমাদের মনে অন্য কোন বস্তু বা সত্তার কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। তাই সকল দিক দিয়েই এবং সকল অর্থেই তিনি এক- অদ্বিতীয়। তিনি কোন শিকলের শুরুর কড়াও নন এবং শেষ কড়াও নন। তাঁর মত কিছুই নেই এবং তিনিও কোন কিছুরই মত নন। এরূপই হলেন 'আল্লাহ্' যেরূপে পবিত্র কুরআন তাঁকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

৩৪৬৬। 'আল্লাহ্' নামটি কুরআনে পরম সত্তার একক নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কখনো অন্য কোন বস্তু বা সত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহ্ নামটি কোন গুণবাচক বা বর্ণনামূলক নাম নয় বরং এটা তাঁর মৌলিক নাম (টীকা ৩ দেখুন)।

৩৪৬৭। 'সামাদ' অর্থ সেই সত্তা যার উপর সকলেই ও সবকিছুই নির্ভরশীল, যাঁর প্রতি আনুগত্য দেখানো ছাড়া গত্যন্তর নেই, যাঁকে ছাড়া কোন কাজই সম্পাদিত হতে পারে না, এমন ব্যক্তি বা স্থান যার উপরে কেউ বা কিছুই নেই। 'সামাদ" আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম যার অর্থ সেই সর্বোচ্চ সত্তা যাঁর উপর নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাবার জন্য সকলকেই নির্ভর করতে হয়। সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি এক এবং একা হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর ও সকলের আশ্রয়দাতা। সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি চিরস্থায়ীভাবে অস্তিত্বমান থাকবেন, তাঁর উপরে কেউই নেই (লেইন)। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ এক - অদ্বিতীয়। এ আয়াতটি তা প্রমাণ করছে এবং যুক্তি উপস্থাপন করছে, বিশ্বজগৎ ও জীব-জন্তু ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে বাঁচে বা অস্তিত্বে টিকে থাকে। কিন্তু তিনি এমনই স্বাধীন ও স্বনির্ভর যে কাকেও এবং কোন কিছুকেও তাঁর কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে । বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতে তাঁর না কোন জীব-জগতের সাহায্য নিতে হয়েছে, না জড়-বস্তুর। অপরদিকে বিশ্বজগতে এমন কিছুই নেই যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর, এমনকি অণু-পরমাণুও নয় । কোন কিছুই একাকী বাঁচে না বা টিকে থাকে না, বরং অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে টিকে থাকে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি জীব বা বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। তিনি ধারণার ও কল্পনারও বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর গুণাবলীর কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

৪। [ক]তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি[৩৪৬৮]।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

১
[৫] ৫। [খ]আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই[৩৪৬৯]।
৩৭

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ১১২; ১৯ঃ৯৩; ২৫ঃ৩; ৩৭ঃ১৫৩ খ. ৪২ঃ১২।

৩৪৬৮। আল্লাহ্ তাআলাকে পূর্ববর্তী আয়াতে 'সামাদ' (স্বাধীন, সর্বাধিপতি, স্বনির্ভর এবং অন্য সবকিছুরই ভরসাস্থল) বলা হয়েছে। এ গুণটি তাঁর একত্বকে বা 'আহাদ' হওয়াকে প্রতিপন্ন করে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণও করেননি। এতে তিনি যে 'সামাদ' (প্রয়োজনের উর্ধ্বে), তা-ই প্রতিপন্ন হয়। কেননা যে প্রয়োজনের অধীন সে অপরের সাহায্য ছাড়া স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয় এবং তার আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্য তার মৃত্যুর পরও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই, যারা জন্ম দেয় ও জন্ম নেয় তারা মৃত্যুর অধীন ও প্রয়োজনের অধীন। আল্লাহ্ কারো স্থলবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে আসেননি এবং কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী হবে না। সর্বগুণে তিনি পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত, চিরস্থায়ী, চির-বিরাজমান, একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই।

৩৪৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্যের পরেও আল্লাহ্র একত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও থেকে যায় তা নিরসনের জন্য এ আয়াতটি এসেছে। যদি স্বীকৃতও হয় যে আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, একচ্ছত্র ও সর্বতোভাবে স্বনির্ভর-স্বাধীন এবং যদি এও স্বীকৃত হয়, তিনি জন্ম দেয়া- নেয়ার উর্ধ্বে, তথাপি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, তাঁর মত ঐসব গুণ-সম্পন্ন অন্য কেউ তো থাকতে পারে। আলোচ্য আয়াতটিতে এ সন্দেহ ও সম্ভাবনাকে দূর করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহ্র মত অন্য কেউই নেই। মানুষের বিবেকও এ কথায় সায় দেয়, বিশ্বজগতের জন্য কেবল মাত্র একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক থাকা প্রয়োজন। মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা, যা এর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখতে পাই তা তো একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, একই নিয়মের অধীনে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ একই নিয়ম-শৃংখলা প্রমাণ করে, এর সৃষ্টিকারীও একজনই (২১ঃ২৩)। এভাবে সূরাটি বহু-ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করেছে যা অন্যান্য ধর্মগুলোতে কোন না কোনভাবে টিকে রয়েছে। দুই, তিন বা ততোধিক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কিংবা আল্লাহ্র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বস্তু ও আত্মার চির-অবস্থিতি ইত্যাদি বিশ্বাস, যা অন্য ধর্মগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়, এ আয়াতগুলো তার মূলে কুঠারাঘাত করছে। এ সূরার আয়াতগুলোতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র যে পবিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর সম্পর্কিত বর্ণনা এ সৌন্দর্য, পবিত্রতা, সত্যতা ও মাহাত্ম্যের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারেনি।

সূরা আল্ ফালাক-১১৩
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরা এবং পরবর্তী সূরাটি এমনি পরস্পর সংযুক্ত যে যদিও এ দুটোর প্রত্যেকটি সূরাই স্বাধীন, পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, তথাপি পরবর্তী সূরা 'সূরা আন্ নাস'কে এ সূরার পরিপূরক বলা যেতে পারে। এ সূরাতে একই বিষয়ের একটি দিক আলোচিত হয়েছে এবং পরবর্তী সূরাতে অপর একটি দিক আলোচিত হয়েছে। দুটি সূরাকে একত্রে বলা হয় 'মুআওভেযাতান' (নিরাপত্তা দানকারী যুগল)। কারণ দুটি সূরাই আরম্ভ হয়েছে নিরাপত্তা চেয়েঃ আমি সৃষ্টির প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় চাই। এ দুটি সূরার অবতরণকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও কাতাদাহ্‌সহ অনেকেরই মতে এ দুটি মাদানী সূরা। অপরপক্ষে হযরত হাসান, ইকরামা, আতা ও জারীর প্রমুখ অনেকের মতে এ দুটি মক্কী সূরা। সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ মুসলিম মুফাস্‌সির এ দুটি সূরাকে মক্কী সূরা বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

সূরা ইখলাসের সাথে এ সূরা দুটির সম্পর্ক রয়েছে। সূরা ইখলাসে মু'মিনদেরকে এ কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রচার করতে থাক, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় ও অনন্য, সব কিছুর উর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ও অংশীদারবিহীন। আর এ দুটি সূরাতে (ফালাক ও নাস) মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, উপরোক্ত ঘোষণা করতে যেয়ে অত্যাচারী শাসক, নির্মম একনায়ক রাজা কিংবা দাম্ভিক বাদশাহ্‌র ভয়ে তারা যেন ভীত না হয়। এটা মু'মিনদের পবিত্র কর্তব্য তারা যেন দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথা মনে গেঁথে রাখে, আল্লাহ্ই এ মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক এবং তাঁর বান্দাগণকে এ সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিধরদের ক্ষতি-সাধন থেকে বাঁচাতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। যদিও এ সূরা দুটি কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তথাপি এ দুটিকে কুরআনের 'উপসংহার' বলা যেতে পারে। সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআনের মূল বক্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা সমগ্র কুরআনের সারাংশ ও নির্যাস এর মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। অতপর পরবর্তী সূরা দুটিতে কুরআনের এ অতি-সংক্ষেপিত শিক্ষা থেকে যাতে মু'মিনদের কোন রূপ বিচ্যুতি না ঘটে এবং তাদের ইহলৌকিক মঙ্গল ও পারলৌকিক উন্নতির সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দুষ্কর্ম ও কুপ্রবৃত্তির যাতে তারা শিকার না হয়, সেজন্য ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ) রাত্রে ঘুমুতে যাবার প্রাক্কালে এ সূরাগুলোকে নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন।

★ [এ সূরায় সতর্ক করা হয়েছে, প্রত্যেক সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে কল্যাণ ছাড়াও অকল্যাণও সৃষ্টি হয়। অতএব এ সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাক। আর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অকল্যাণ থেকেও আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা কর, যা আবারো একবার পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। আর সেসব জাতির অকল্যাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা কর, যারা মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের পৃথক করে দিয়ে থাকে। তাদের নীতিই হলো, Divide and Rule (বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন) । তারা এ নীতিতে বিশ্বাস করে, শাসন করতে হলে জাতিসমূহের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দাও। এটি Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) এর সার কথা। এরাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলাম অবশ্যই উন্নতি করবে। নতুবা ইসলাম তছনছ হয়ে গেলে এর প্রতি হিংসা সৃষ্টিই হতে পারে না। হিংসার বিষয়টি বলে দিচ্ছে, ইসলাম উন্নতি করবেই এবং ইসলাম যখনই উন্নতি করবে শত্রুরা এর প্রতি হিংসা পোষণ করবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
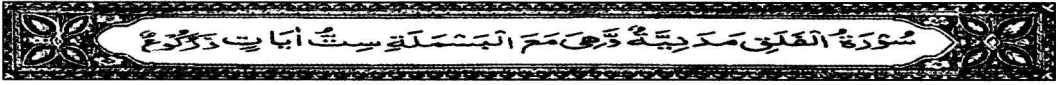
সূরা আল্ ফালাক-১১৩

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
★ ২। তুমি বল, 'আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু *সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয়[৩৪৭০] চাই।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②
৩। (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③
৪। এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর[৩৪৭১] অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ④
৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে[৩৪৭২]	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ⑤
১ [৬] ৩৮ ৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।'	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥

দেখুন ঃ ক, ৬ঃ৯৭।

৩৪৭০। 'ফালাক' অর্থ উষাকাল, দোযখ, সৃষ্টির সাকল্যটা (লেইন)। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এসব ব্যাপারে প্রার্থনা করার জন্যঃ (১) ইসলামের উপর থেকে অত্যাচার-অনাচারের অন্ধকার রাত্রির অবসান হয়ে যখন উজ্জ্বল উষার আগমন ঘটবে তখন ঐ উষার সূর্য মধ্য আকাশে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের আকাশে যেন আলো ছড়াতে থাকে, (২) আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যেসব অশুভ প্রভাব থাকতে পারে- যেমন বংশগত , পারিপার্শ্বিকতা, ভ্রমাত্মক শিক্ষা সেগুলো থেকে যেন আল্লাহ মু'মিনকে রক্ষা করেন, (৩) আল্লাহ্ যেন তাদেরকে ইহকালের ও পরকালের নরক-যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

৩৪৭১। এ আয়াত বর্তমান যামানার অশুভ তৎপরতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যখন সত্যের জ্যোতি নিভে গিয়ে পাপ ও অন্যায় বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে অথবা এ আয়াত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কঠিন কালকেও বুঝাতে পারে যখন সে চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারই দেখতে পায়, আশার সামান্য আলোক-রশ্মিও তার দৃষ্টি-গোচর হয় না।

৩৪৭২। এ আয়াতটি কুমন্ত্রণা-দানকারী কুচক্রীমহলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে, সেসব কুচক্রীরা মৈত্রী-বন্ধনে জোট-বদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল প্রশাসনকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য কর্তৃত্বকারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় ও জনগণকে উস্কানী ও প্ররোচনা দিতে থাকে, অজুহাত সৃষ্টি করে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালিত করে এবং বিশ্বাস-ভঙ্গের ইন্ধন যুগিয়ে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ সূরাটি মানুষের এ জীবনের পার্থিব ব্যাপার ও বিষয়াদির অবস্থা ব্যক্ত করেছে। আর পরবর্তী সূরাটি ব্যক্ত করেছে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়াদির অবস্থার কথা। মানুষকে জীবনে বহু প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। যখনই সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, বিশেষ করে যখনই সে সত্যের আলো বিস্তারের মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করে, তখনই অন্ধকারের অশুভ শক্তি তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। তা সত্ত্বেও যখন সে কৃতকার্যতার কাছাকাছি পৌছে তখন কুচক্রী-বাহিনী তার পথে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তার পরেও যখন সে কৃতকার্যতার দ্বার খুলে ফেলে তখন হিংসুটে মানুষের দল তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চায়। এসব বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ ও সংকটাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মু'মিনদেরকে এভাবে দোয়া করার ও সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে চতুর্দিকের অন্ধকারে সে আলো পায়, পথ দেখতে পায় এবং দুষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্র ও হিংসুটে মানুষের হিংসার থাবা থেকে রক্ষা পায়।

সূরা আন্ নাস-১১৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরা 'মুআওভেযাতান' সূরাদ্বয়ের দ্বিতীয়। পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুই এ সূরাতে বিস্তৃতি লাভ করে একে পূর্ণতা দান করেছে। পূর্ববর্তী 'সূরা ফালাকে' মু'মিনরা ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার ও বিপদাপদ থেকে যাতে আল্লাহ্র আশ্রয়ে থেকে রক্ষা পেতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সূরাতে ঠিক তেমনিভাবে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয় ও নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে বিপদাপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার নানারূপ পরীক্ষার আবর্তে পড়ে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত না হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ্র কাছে কেবল মৌখিক প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং যে সকল কাজ-কর্মের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণা আকৃষ্ট হয় সেগুলো সম্পাদন করাও প্রয়োজন। 'কুল' (তুমি বল)-এ নির্দেশটিতে কেবল ঘোষণা করারই নয়, পরন্তু কাজ করারও নির্দেশ রয়েছে। সূরাটিকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে 'আন্ নাস' (মানবজাতি) নামকরণ করা হয়েছে। কারণ জিন-ইন্সানের (সর্ব শ্রেণীর মানুষের) কুচক্র ও কুমন্ত্রণাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্ব-মানবের প্রভু-প্রতিপালক, বিশ্ব-মানবের মালিক ও বিশ্ব-মানবের উপাস্যের কাছেই সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ সূরাটিতে দেয়া হয়েছে। 'সূরা ফালাকে'র অবতরণকালেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এ দুটি সূরা দ্বারা পবিত্র কুরআনের সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

★ [এ সূরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সেসব সমষ্টিগত চেষ্টাপ্রচেষ্টার সার কথা উপস্থাপন করছে যার রূপরেখা এই দাঁড়ায়, তারা মানবজাতির প্রভু হওয়ার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ তাদের অর্থনীতির মালিক সেজে বসবে এবং এভাবেই তাদের অধিপতি হওয়ারও দাবী করবে, অর্থাৎ তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। এরপর তারা নিজেরাই যেন উপাস্য সেজে যাবে এবং যারা তাদের উপাসনা করবে তারা তাদেরকে দান করবে এবং যারা তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে তারা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র এরূপ কুমন্ত্রণাদানকারীদের অস্ত্রের ন্যায় হবে, যারা কুমন্ত্রণা দিয়ে পশ্চাতে সরে পড়ে, অর্থাৎ হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে নিজেরা অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই যুগে বড় শক্তিগুলোর অবস্থা এমনটিই, অর্থাৎ Capitalism (পুঁজিবাদ) এর অবস্থাও এমনটি এবং জনগণের শক্তি অর্থাৎ সাম্যবাদের (Communism) অবস্থাও তা-ই। অতএব যারাই এসব বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের রক্ষা করবেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]
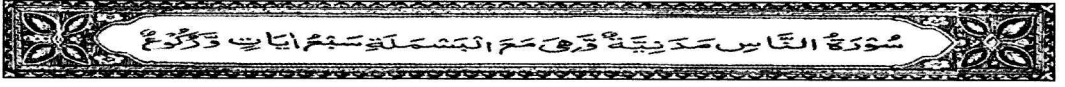
সূরা আন্ নাস-১১৪

মাদানী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①
২। তুমি বল, 'আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই,	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②
৩। (যিনি) ক-মানুষের অধিপতি	مَلِكِ النَّاسِ ③
৪। (এবং) মানুষের উপাস্য[৩৪৭৩]।	اِلٰهِ النَّاسِ ④
৫। (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সট্‌কে পড়ে	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ⑤
৬। (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়,	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ৫৯ঃ২৪; ৬২ঃ২।

৩৪৭৩। এ সূরাটিতে আল্লাহ্‌র তিনটি বিশেষ গুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা– রব্ব্ (মানুষের প্রভু-প্রতিপালক), মালিক (মানুষের অধিপতি) এবং ইলাহ্ (মানুষের উপাস্য)। আর এ তিনটি নামেই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ফালাকে কেবল 'রব্বুল ফালাকের' নিকটেই সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ 'রব্বুল ফালাক' এ সেই তিনটি গুণবাচক নামের বৈশিষ্ট্যগুলোও রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে পূর্ববর্তী সূরাতে চারটি দুষ্কৃতি ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একটি মাত্র নামের দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য সূরাতে একটি মাত্র 'নষ্টামী' তথা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও গোপন ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনটি নামের দোহাই দিতে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, শয়তানের প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণাই সর্বপ্রকারের অনিষ্টের মুল। আল্লাহ্‌র (রব্ব্, মালিক, ইলাহ্) এ তিনটি গুণের সাথে মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান। 'রব্ব্' নামক গুণের আওতায় মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধিত হয়। তার চিন্তা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম 'মালিক' নামের আওতায় পুরস্কৃত বা সাজা প্রাপ্ত হয়। তাঁর 'ইলাহ্' নামটি ব্যক্ত করে, তিনিই ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও উপাসনার পাত্র এবং তাঁকে পাওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ তিনটি নামের উল্লেখ এ কথার ইঙ্গিত দেয়, তিনটি কারণে সকল পাপের উৎপত্তি হয়, যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'প্রভু-প্রতিপালক' মনে করে, কিংবা সর্বময় অধিকারী 'মালিক' মনে করে, অথবা স্বীয় উপাসনার যোগ্য 'ইলাহ' মনে করে, অর্থাৎ মানুষ তখনই পাপ পথে ধাবিত হয় যখন সে অপর ব্যক্তিকে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে, তার অবৈধ কর্তৃত্বের নিগড়ে নিজেকে দাসের মত বেঁধে রাখে এবং তাকে নিজের ভালবাসা ও পূজার একমাত্র পাত্র মনে করে। মু'মিনদেরকে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌কেই তাদের জীবনের অবলম্বন মনে করে, অসঙ্কোচে তাঁরই আনুগত্যে থেকে জীবন যাপন করে এবং তাঁকেই ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-প্রেম ও উপাসনার একমাত্র পাত্র মনে করে। অথবা আল্লাহ্ তাআলার এ তিনটি বিশেষ নামের দোহাই দেয়ার মাঝে এ তাৎপর্যও থাকতে পারে, শোষক পুঁজিবাদীদের কারসাজিপূর্ণ প্রতিপালনকারীর মত চটকদার ভূমিকা দেখে মু'মিনরা যেন প্রকৃত প্রতিপালক 'রব্বিন্নাস'কে ভুলে না যায়, বড় বড় বিশ্ব-শক্তির মন-ভুলানো রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য ভেল্কিবাজি দেখে 'ইলাহ্' বা উপাস্যের মোকাবিলায় যেন সত্য 'ইলাহিন্নাস'কে অবহেলা না করে। সাধারণ মানুষের জন্য এরূপ ভুল করার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের শেষ পর্বে মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে তাঁরই সাহায্যের জন্য আবার প্রার্থনা শিখিয়েছেন যাতে মু'মিন বান্দা সেরূপ ভুল করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

১ ৭। সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক[৩৪৭৪]।★ [৭] ৩৯

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

৩৪৭৪। অশুভ সত্তা বা শয়তান 'জিনের' (উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মনেও এবং 'নাস' এর (সাধারণ মানুষের) মনেও কুচিন্তা চুপিসারে ঢুকিয়ে দেয়, কাউকেও ছাড়ে না। অথবা আয়াতটির অর্থ হবেঃ কুচিন্তা ও কুপ্ররোচনা দানকারী জিনের মধ্য থেকেও হতে পারে এবং সাধারণ লোকের মধ্য থেকেও হতে পারে।

★ [৫-৭ আয়াতে শেষ যুগে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতিদ্বয়ের পক্ষ থেকে অন্যদের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। 'আল্ জিন্নাতু ওয়ান্নাসু' অর্থ উঁচু শ্রেণীর মানুষের মনেও এবং সাধারণ মানুষের মনেও কুচিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। অতএব পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী জাতিগুলোর অন্তরে শয়তান যে কুপ্ররোচনা দিবে এর কারণে উভয়েই নাস্তিকতার দিকে চলে যাবে। এর এক অর্থতো হলো এই। দ্বিতীয়ত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই কুপ্ররোচনা দানকারী। তারা যাদের উপর রাজত্ব করে তাদের ঈমানে কুপ্ররোচনা দিয়ে তদের দুর্বল করে দেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন-পাঠ সমাপ্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ- اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَ اجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً- اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ عَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَ ارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ اٰنَآءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ- اٰمِيْن

হে আল্লাহ্! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে পরিণত কর। হে আল্লাহ্! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার প্রতি রহম কর এবং এটিকে আমার জন্য পথ-প্রদর্শক, নূর, হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ কর। হে আল্লাহ্! আমি এ (কুরআন মজীদের) যা কিছু ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং এর যা আমি জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও আর আমাকে দিনরাত এর তিলাওয়াতের সৌভাগ্য দাও। হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এটিকে আমার জন্য জীবনের মানদন্ড করে দাও। আমীন!

বিষয়সূচী

(বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

'অ'

'আ'

চারটি মৌলিক গুণ (সিফাত) ঃ রাব্বুল আলামীন, রহ্মান, রহীম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দিন– আল্ ফাতেহা ঃ ২-৪ পৃ. ৪-৫ ।

'সিফাত' (ঐশী গুণাবলী) ও 'আসমায়ে হুস্না' (সুন্দরতম ঐশী নাম) ঃ আল্লাহ্র একত্ব (ওহ্দানীয়ত)– আল্ বাকারা ঃ ১৬৪ পৃ. ৬৬, আলে ইমরান ঃ ১৯, ৬৩ পৃ. ১২২,১৩৭, আল্ ইখলাস ঃ ২ পৃ. ১৩৭৮; তাঁর কোন শরীক নেই আল্ আন্আম ঃ ১৬৪ পৃ. ৩০৩, আত্তাওবা ঃ ৩১ পৃ. ৩৮৪, আল্ ফুরকান ঃ ৩ পৃ. ৭৪৪; তিনিই 'আওওয়াল', তিনিই 'আখের', তিনিই 'যাহির', তিনিই 'বাতিন' – আল্ হাদীদ ঃ ৪ পৃ. ১১৩৬; কেবল আল্লাহ্র সত্তাই চিরস্থায়ী– আর্রহমান ঃ ২৭, ২৮ পৃ. ১১১৮; কেবল তিনিই ইবাদত (উপাসনা) এর উপযোগী– আল্ ফাতেহা ঃ ৫ পৃ. ৬; আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি)– আন্নূর ঃ ৩৬ পৃ. ৭৩৩; আল্লাহ্র রাজত্ব আকাশসমূহ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত– আল্ বাকারা ঃ ২৫৬ পৃ. ১০০; যাবতীয় রাজত্ব তাঁর করায়ত্তে– আল্ মুল্ক ঃ ২ পৃ. ১১৯৪; আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্কে সিজদা করে– আর্রা'দ ঃ ১৬ পৃ. ৪৮৮; প্রত্যেক বস্তুর ওপর তাঁর ক্ষমতা চিরস্থিতিশীল– আল্ বাকারা ঃ ২১ পৃ. ১৭; আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন– ইউসুফ ঃ ২২ পৃ. ৪৬৪; আল্লাহ্ যা চান, করেন– আল্ হাজ্জ্ ঃ ১৫ পৃ. ৬৮৫; 'যিল মায়ারিজ' হওয়ার তাৎপর্য– সূরা আল্ মা'আরিজের ভূমিকা; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কারণে ক্লান্ত নন– আল্ আহ্কাফ ঃ ৩৪ পৃ. ১০৪৪; আল্লাহ্র রহ্মত (করুণা) প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে– আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৭ পৃ. ৩৪২; আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাঁর পথের দিকে পরিচালিত করেন– আল্ আনকাবূত ঃ ৭০ পৃ. ৮৩৪; আল্লাহ্ তাআলার দিকে যাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন– আল্ ইনশিকাক ঃ ৭ পৃ. ১২৯০; আল্লাহ্ রসূল মনোনয়ন করতে থাকেন– আল্ হাজ্জ্ ঃ ৭৬ পৃ. ৬৯৯; আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সব সময় বিজয়ী হয়ে থাকেন– আল্ মুজাদিলা ঃ ২২ পৃ. ১১৪৯; আল্লাহ্ মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করেন– আর্রূম ঃ ৪৮ পৃ. ৮৪৫; 'রাহ্মানীয়ত' গুণের পূর্ণ প্রতিবিম্ব বা প্রকাশস্থল হলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– সূরা আল্ হাজ্জঃ ৭৯ পৃ. ৭০০; আল্লাহ্র সব সুন্দর নাম– আল্ আ'রাফ ঃ ১৮১ পৃ. ৩৪৯, আল্ হাশ্র ঃ ২৫ পৃ. ১১৫৭; আল্ হাই (চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা), আল্ কাইয়্যুম (সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠাদানকারী) –আল্ বাকারা ঃ ২৫৬ পৃ. ১০০; মালেক (অধিপতি), কদ্দুস (অতি পবিত্র), সালাম (শান্তিদাতা), মু'মিন (নিরাপত্তাদানকারী), মুহাইমিন (সুরক্ষাকারী), আযীয, জাব্বার ও মুতাকাব্বির – আল্ হাশ্র ঃ ২৪ পৃ. ১১৫৭; খালেক, বারী, মুসাওয়ের– আল্ হাশ্র ঃ ২৫ পৃ. ১১৫৭; কেবল সৃষ্টিকর্তারই কোন জোড়ার প্রয়োজন নেই, তাছাড়া সব সৃষ্টবস্তু জোড়ার মুখাপেক্ষী– সূরা ইয়াসীন এর ভূমিকা ।

'সিফাত' (ঐশী গুণাবলী) ও 'আসমায়ে হুস্না' (সুন্দরতম ঐশী নাম) ঃ আহাদ (এক অদ্বিতীয়), সামাদ (সর্ব আশ্রয়স্থল), লামইয়ালিদ (জন্ম দেন না), ওলাম ইউলাদ (জাত নন) ও সমকক্ষবিহীন – আল্ ইখলাস ঃ ৩-৫ পৃ. ১৩৭৮-১৩৭৯; খোদার কোন সদৃশ নেই– আশ্ শুরা ঃ ১২ পৃ. ৯৯৯; আল্লাহ্র সুন্নত তথা চিরন্তন নিয়মে কোন পরিবর্তন ঘটে না– বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮ পৃ. ৫৭০, ফাতির ঃ ৪৪ পৃ. ৯০৭; আল্লাহ্কে কেউ নিজে নিজে দেখতে পারে না, তবে তিনি নিজে তাঁর জ্যোতির্বিকাশ দেখিয়ে থাকেন– আল্ আনআম ঃ ১০৪ পৃ. ২৮৮; আল্লাহ্ মানুষের জীবন শিরার চেয়েও তার বেশি– কাছে ক্বাফ ঃ ১৭ পৃ. ১০৭৪; খোদা দোয়া শুনেন– আল্ বাকারা ঃ ১৮৭ পৃ. ৭৪; জ্ঞানগতভাবেও তাঁকে আয়ত্ত করা যায় না– ত্ব-হা ঃ ১১১ পৃ. ৬৫১; অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত কেবল আল্লাহ্ তাআলাই– আন নামল ঃ ৬৬ পৃ. ৭৯৬; 'আলেমুল গায়বে ওয়াশ্ শাহাদাহ্' (দৃশ্যঅদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত)– আল্ হাশ্র ঃ ২৩ পৃ. ১১৫৭; মনের গোপন কথা এবং আকাশ ও পৃথিবীর গোপন রহস্যাবলী তিনি জানেন– আলে ইমরান ঃ ৩০ পৃ. ১২৫; তাঁর কাছ থেকে কণা পরিমাণ কোন কিছু লুকোনো থাকে না– ইউনুস ঃ ৬২ পৃ. ৪২০; জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহ্রই আয়ত্তে– আল্ হিজর ঃ ২৪ পৃ. ৫১৩; আল্লাহ্ মানুষের পরিবর্তে নতুন কোন সৃষ্ট জীব আনতে সক্ষম– ইব্রাহীম ঃ ২০ পৃ. ৫০১; আল্লাহ্র হিকমত (প্রজ্ঞা) ও কুদরতের কেউ নাগাল পায় না– সূরা লুক্মানের ভূমিকা; আল্লাহ্ সব রকম দোষক্রটি থেকে পবিত্র– বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪ পৃ. ৫৬৩; আল্লাহ্ সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী নন– আল্ বাকারা ঃ ১১৭ পৃ. ৫১, আন্ নিসা ঃ ১৭২ পৃ. ২২৪, আল্

দৃষ্টান্ত) ছিলেন– আল্ মুম্তাহানা ঃ ৫ পৃ. ১১৬০; পরিপূর্ণ মাত্রায় বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী ছিলেন– আন্নাজ্‌ম ঃ ৩৮ পৃ. ১১০২; অতি সহিষ্ণু ও পরম কোমল হৃদয় ছিলেন– আত্তাওবা ঃ ১১৪ পৃ. ৪০২; আত্মসমর্পণকারী/সুস্থসবল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন– আস্সাফ্ফাত ঃ ৮৫ পৃ. ৯৩০; ইব্রাহীমের মাকামকে তোমরা নিজেদের নামাযে আত্মস্থ কর– আল্ বাকারা ঃ ১২৬ পৃ. ৫৩ ।

ইব্রাহীমি মিল্লাত (জীবনাদর্শ) ঃ ইব্রাহীমের মিল্লাত হলো 'দীনে-কায়্যেম'– আল্ আন্'আম ঃ ১৬২ পৃ. ৩০৩; ইব্রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করার আদেশ– আলে ইমরান ঃ ৯৬ পৃ. ১৪৪; আঁ হযরত (সা:)কে হানীফ (সদাবিনত) ইব্রাহীমের মিল্লাত (জীবনাদর্শ) অনুসরণ করার নির্দেশ– আন্নিসা ঃ ১২৬ পৃ. ২১১, আন্নাহ্ল ঃ ১২৪ পৃ. ৫৪৯ ।

ইব্রাহীমি মিল্লাত (জীবনাদর্শ) ঃ ইব্রাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অধিকারীগণ– আলে ইমরান ঃ৬৯ পৃ. ১৩৮; ইব্রাহীমের মিল্লাতের প্রতি অনীহা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর– আল্ বাকারা ঃ ১৩১ পৃ. ৫৬; তাঁর সন্তানসন্ততির নামে ওসীয়্যত (তাকীদপূর্ণ উপদেশ)– আল্ বাকারা ঃ ১৩৩ পৃ. ৫৬

ইব্রাহীমের তবলীগ (প্রচার) ঃ জাতিকে আল্লাহ্র ইবাদত করার শিক্ষা– আল্ আনকাবূত ঃ ১৭ পৃ. ৮২৩; সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির বচ্সা এবং তাকে তাঁর বাকরুদ্ধকারী উত্তর– আল্ বাকারা ঃ ২৫৯ পৃ. ১০১; নিজ পিতা আযরের সাথে কথোপকথন– আল্ আন্'আম ঃ ৭৫ পৃ. ২৭৯, মরিয়ম ঃ ৪৩-৪৬ পৃ. ৬২১; আযরের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ এবং ইব্রাহীমকে প্রস্তরাঘাতের হুমকি– মরিয়ম ঃ ৪৭ পৃ. ৬২১; আযরের জন্য ইস্তেগ্ফার– মরিয়ম ঃ ৪৮ পৃ. ৬২২; আযরের প্রতি তাঁর ইস্তেগ্ফার একটি প্রতিশ্রুতির দরুন ছিল– আত্তাওবা ঃ ১১৪ পৃ. ৪০২; জাতির সামনে প্রতিমাদের প্রতি অসমর্থন ঘোষণা– আয্যুখরুফ ঃ ২৭ পৃ. ১০১৩; জাতির প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলা– আল্ আম্বিয়া ঃ ৫৯ পৃ. ৬৬৮; আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া– আল্ আম্বিয়া ঃ ৬৯ পৃ. ৬৭০, আস্সাফ্ফাত ঃ ৯৮ পৃ. ৯৩১; আগুন তাঁর জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির কারণ হয়ে গেল– আল্ আম্বিয়া ঃ ৭০ পৃ. ৬৭০; জাতির বিফলতা– আস্সাফ্ফাত ঃ ৯৯ পৃ. ৯৩১; তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার ঐশী সুসংবাদ– আস্সাফ্ফাত ঃ ১১০ পৃ. ৯৩৩; তাঁর কাছে শত্রুদের ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে খোদা তাআলার প্রেরিতদের উপস্থিত হওয়া– আল্ আনকাবূত ঃ ৩২ পৃ. ৮২৭, আতিথেয়তা হূদ ঃ ৭০ পৃ. ৪৪৭; লূতের জাতির জন্য তাঁকে সুপারিশ করতে নিষেধ করা– হূদ ঃ ৭৭ পৃ. ৪৪৮ ।

সন্তান-সন্ততি ঃ পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য দোয়া– আস্সাফ্ফাত ঃ ১০১ পৃ. ৯৩১; একজন 'আলীম' (মহাজ্ঞানী) পুত্রের সুসংবাদ– আল্ হিজ্র ঃ ৫৪ পৃ. ৫১৭; ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ– আস্সাফ্ফাত ঃ ১১৩ পৃ. ৯৩৩; ইসহাকের সুসংবাদে হযরত সারার পরম বিস্ময় প্রকাশ– হূদ ঃ ৭৩ পৃ. ৪৪৮; বার্ধক্যের বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দুজন পুত্র দানের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ– ইব্রাহীম ঃ ৪০ পৃ. ৫০৫ । ইসহাকের পর ইয়াকূবের সুসংবাদ– হূদ ঃ ৭৩ পৃ. ৪৪৮; একজন 'হালীম' (পরম সহিষ্ণু) পুত্রের সুসংবাদ– আস্সাফ্ফাত ঃ ১০২ পৃ. ৯৩১; ইসমাঈলকে জবাই করার উদ্দেশ্যে কপালের ভরে উপুড় করে শোয়ানো– আস্সাফ্ফাত ঃ ১০৪ পৃ. ৯৩২; 'যিব্হে-আযীম' (মহান কুরবানী) এর মূলতত্ত্ব– সূরা আস্ সাফ্ফাতের ভূমিকা; পুত্রকে জবাই করার পরীক্ষায় ইব্রাহীম (আ:) এর সাফল্যমন্ডিত হওয়া– আস্সাফ্ফাত ঃ ১০৬ পৃ. ৯৩২; (আল্লাহ্ কর্তৃক) তাঁর বংশধরকে নবুওয়ত, কিতাব ও হিকমত প্রদান– আন্নিসা ঃ ৫৫ পৃ. ১৯৪, আল্ আনকাবূত ঃ ২৮ পৃ. ৮২৬ ।

খানা কা'বা নির্মাণ ঃ তাঁর বংশধরের একাংশ পুত্র ও স্ত্রীকে মরু উপত্যকায় রেখে আসা– ইব্রাহীম ঃ ৩৮ পৃ. ৫০৪; কা'বা গৃহের ভিত্তি উত্তোলন– আল্ বাকারা ঃ ১২৮ পৃ. ৫৪; কা'বা গৃহকে পাক পবিত্র রাখার তাগিদ– আল্ বাকারা ঃ ১২৬ পৃ. ৫৩ ।

দোয়াসমূহ ঃ হযরত ইব্রাহীমের দোয়া– আশ্শুআরা ঃ ৮৪-৮৮ পৃ. ৭৬৭; মক্কা একটি শান্তিপূর্ণ শহরে পরিণত হওয়ার জন্য দোয়া– ইব্রাহীম ঃ ৩৬ পৃ. ৫০৪, আল্ বাকারা ঃ ১২৭ পৃ. ৫৪; আঁ হযরত (সা:) এর আবির্ভাবের জন্য ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়া– আল্ বাকারা ঃ ১৩০ পৃ. ৫৫; তার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী আল্

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে– ইয়াসীন ঃ ৬৬ পৃ. ৯১৭; কান, চোখ ও ত্বকের সাক্ষ্যও– হা মীম– আস্ সিজদা ঃ ২১-২৩ পৃ. ৯৮৯, পৃ. ৯৯০; পুনরুত্থিতদের সাথে থাকবে একজন ধাওয়াকারী এবং একজন সাক্ষী– কাফ ঃ ২২ পৃ. ১০৭৪; হাশর দিবসে অপরাধীদের মাঝে বিপুল সংখ্যক অপরাধী হবে নীল চক্ষুবিশিষ্ট- তাহা ঃ ১০৩ পৃ. ৬৫০; পরকাল-অস্বীকারকারীদের ধারণার খন্ডন– আল্ আনআম ঃ ৩০-৩২ পৃ. ২৫৯, আন্ নাহল ঃ ৩৯-৪১ পৃ. ৫৩২, ৫৩৩, বনী ইস্রাঈল ঃ ৪০-৫৩ পৃ. ৫৬৩- পৃ. ৫৬৫, ইয়াসীন ঃ ৭৯-৮০ পৃ. ৯১৯, 'আবাসা ঃ ৩৩ পৃ. ১২৭৫

'আখারীন' ঃ আখারীনের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আবির্ভাব– জুমু'আ ঃ ৪ পৃ. ১২৭০; হযরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ) 'আখারীন'কে 'আওওয়ালীন' তথা পূর্ববর্তীদের সাথে একত্র করার কারণ হবেন– জুমু'আঃ ৪ পৃ. ১২৭০; নির্যাতিত আহমদীদের আগুনে পুড়ানোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আল বুরুজের ভূমিকা ও ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

আদব (শিষ্টাচার) রসূলের প্রতি আদব ঃ নবীর পক্ষ থেকে খাওয়ার আমন্ত্রণ দেয়া হলে সেক্ষেত্রে আদবকায়দা– আল্ আহ্যাব ঃ ৫৪ পৃ. ৮৮০; সাধারণ লোকদের মত করে তাঁকে আহ্বান করো না– আন্নূর ঃ ৬৪ পৃ. ৭৪১; তাঁর সামনে আগ বাড়িয়ে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা– আল্ হুজুরাত ঃ ২ পৃ. ১০৬৬; তাঁর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার নিষেধাজ্ঞা– আল্ হুজুরাত ঃ ৩ পৃ. ১০৬৬; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে পরামর্শ করার পূর্বে সদকা দেয়া– আল্ মুজাদিলা ঃ ১৩,১৪ পৃ. ১১৪৮।

সামাজিক আদব ঃ নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখ– লুকমান ঃ ২০ পৃ. ৮৫২, মানুষের সাথে ভাল কথা বল– আল্ বাকারা ঃ ৮৪ পৃ. ৪১; আলাপচারিতায় ন্যায়নীতি বজায় রাখ– আল্ আন'আম ঃ ১৫৩ পৃ. ৩০১; উত্তম পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ কর– হা মীম– আস্ সিজদা ঃ ৩৫ পৃ. ৯৯২; কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি বিদ্রূপ করবে না– আল্ হুজুরাত ঃ ১২ পৃ. ১০৬৮; চলাফেরা সম্পর্কিত রীতিনীতি– লুকমান ঃ ২০ পৃ. ৮৫২; 'ইবাদুর রহমান' পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে থাকেন– আল্ ফুরকান ঃ ৬৪ পৃ. ৭৫৪; বাড়ীঘরে প্রবেশ সংক্রান্ত আদবকায়দা– আল্ বাকারা ঃ ১৯০ পৃ. ৭৫; সমাবেশ বা আসরে বসার রীতিনীতি– আল্ মুজাদিলা ঃ ১২ পৃ. ১১৪৮; পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ– আল্ আ'রাফ ঃ ৩২ পৃ. ৩১৩; উপহার আদানপ্রদান সংক্রান্ত রীতিনীতি আন্নিসা ঃ ৮৭ পৃ. ২০১।

সফর-ভ্রমণের আদবকায়দা ঃ সফরে যাওয়ার আগে পাথেয় তথা পথখরচ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা উচিত– আল্ বাকারা ঃ ১৯৮ পৃ. ৭৯; বাহনে সওয়ার হওয়ার দোয়া– আয্ যুখ্রুফ ঃ ১৪, ১৫ পৃ. ১০১১; জাহাজ অথবা নৌকায় সওয়ার হওয়ার দোয়া– হূদ ঃ ৪২ পৃ. ৪৪০।

আল্ ইয়াসা আলাইহিস্ সালাম ঃ সাদ ঃ ৪৯ পৃ. ৯৪৯, আল্ আন'আম ঃ ৮৭ পৃ. ২৮২।

আইউব আলাইহিস্ সালাম ঃ সাদ ঃ ৪৫ পৃ. ৯৪৮, আন্নিসা ঃ ১৬৪ পৃ. ২২২, সাদ ঃ ৪২ পৃ. ৯৪৭; আল্লাহ্র কাছে কষ্ট নিরসনের দোয়া– আল্ আম্বিয়া ঃ ৮৪ পৃ. ৬৭৩; তাঁর ক্রমাগত দোয়ার কবুলিয়্যত এবং দুঃখকষ্টের অবসান– আল্ আম্বিয়া ঃ ৮৫ পৃ. ৬৭৩; হিজরতের নির্দেশ– সাদ ঃ ৪৩ পৃ. ৯৪৭; এক বিশেষ পানির মাধ্যমে আরোগ্য লাভ– সাদ ঃ ৪৩ পৃ. ৯৪৭: পরিবারপরিজনকে ফিরে পাওয়া এবং সবার ওপর রহ্মতবর্ষণ– সাদ ঃ ৪৪ পৃ. ৯৪৮; তিনি (আঃ) নূহ্ (আঃ) এর বংশধরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– আল্ আন'আম ঃ ৮৫ পৃ. ২৮২।

'ই'

ইস্তিগ্ফার (পাপ বা ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা) ঃ মু'মিনদের প্রতি ইস্তিগ্ফার করার আদেশ– আল্ মুয্যাম্মিল ঃ ২১ পৃ. ১২৩৪; ভুলত্রুটি ঘটায় ইস্তিগ্ফার– আলে ইমরান ঃ ১৩৬ পৃ. ১৫৪; মুত্তাকীরা নিয়মিতভাবে ইস্তিগ্ফার করে থাকেন– আয্যারিয়াত ঃ ১৯ পৃ. ১০৮১; ফিরিশ্তারা মু'মিনদের জন্য ইস্তিগ্ফার করেন–

আশ্‌শূরা ঃ ৬ পৃ. ৯৯৮; রসূল করীম (সা:)এর প্রতি নির্দেশ যেন মু'মিনদের জন্য ইস্তিগ্‌ফার করেন– আন্‌নূর ঃ ৬৩ পৃ. ৭৪০; ইস্তিগ্‌ফার ঐশী পুরস্কারসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে– হূদ ঃ ৪ পৃ. ৪৩১, হূদ ঃ ৫৩ পৃ. ৪৪৩, নূহ্‌ ঃ ১১-১৩ পৃ. ১২২১; ইস্তিগ্‌ফারকারী আল্লাহ্‌ তাআলাকে 'গফূর' ও 'রহীম' হিসেবে পাবে– আন্‌নিসা ঃ ৬৫ পৃ. ১৯৬, আন্‌নিসা ঃ ১১১ পৃ. ২০৮; ইস্তিগ্‌ফারকারীদের আল্লাহ্‌ আযাব দেন না– আল্‌ আনফাল ঃ ৩৪ পৃ. ৩৬৫; মুশরিকদের জন্য নবী ও মু'মিনদের ইস্তিগ্‌ফার করা নিষেধ– আত্‌তাওবা ঃ ১১৩ পৃ. ৪০২; ইব্‌রাহীমের (আঃ) নিজ পিতার জন্য ইস্তিগ্‌ফারের ওয়াদা– মরিয়ম ঃ ৪৮ পৃ. ৬২২; তাঁর পিতার জন্য হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) ইস্তিগ্‌ফার ছিল একটি প্রতিশ্রুতির কারণে– আত্‌তাওবা ঃ ১১৪ পৃ. ৪০২; মুনাফিকদের জন্য রসূলুল্লাহ্‌ (সা:) এর ইস্তিগ্‌ফার তাদের কোন কাজে আসবে না– আত্‌তাওবা ঃ ৮০ পৃ. ৩৯৫; হযরত নবী করীম (সা:) এর ইস্তিগ্‌ফারের তাৎপর্য– আল্‌ ফাতাহ্‌ ঃ ৩ পৃ. ১০৫৬; বিজয়কালে ইস্তিগ্‌ফারে রত থাকা উচিত– আল্‌ নস্‌র এর ভূমিকা ।

ইসলাম ইসলামই প্রকৃত দীন ঃ ইসলামের মূলতত্ত্ব– আল্‌ বাকারা ঃ ১১৩ পৃ. ৫০, আল্‌ আনআম ঃ ১৬৩ পৃ. ৩০৩; আল্লাহ্‌র কাছে প্রকৃত দীন কেবল ইসলামই– আলে ইমরান ঃ ২০ পৃ. ১২২; এখন ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন– আলে ইমরান ঃ ৮৬ পৃ. ১৪৩; ইসলামের চেয়ে উত্তম কোন দীন নেই– আন্‌ নিসা ঃ ১২৬ পৃ. ২১১; শরীয়তের পরিপূর্ণতা– আল্‌ মায়েদা ঃ ৪ পৃ. ২২৯; যাকে আল্লাহ্‌ হেদায়াত দিতে চান তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য 'বক্ষের প্রশস্ততা' দান করেন–

আল্‌ আনআম ঃ ১২৬ পৃ. ২৯৪; ইসলাম নিজেও সর্বদা কায়েম থাকবে এবং মানবজাতিকেও সিরাতে মুস্তাকীমে কায়েম করতে থাকবে– আল্‌ বায়্যেনাহ্‌ ঃ ৪ পৃ. ১৩৪০; যে-ই ইসলাম গ্রহণ করে সে-ই হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী হয়– আলে ইমরান ঃ ২১ পৃ. ১২৩, আল্‌ জিন্‌ ঃ ১৫ পৃ. ১২২৭; ইসলাম গ্রহণে মজবুত হাতল ধারণ করা হয়– লুকমান ঃ ২৩ পৃ. ৮৫২; যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, সে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নূরের ওপর কায়েম হয়ে যায়– আয্‌যুমার ঃ ২৩ পৃ. ৯৫৯; মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুলাভের অর্থ– আলে ইমরান ঃ ১-৩ পৃ. ১১৭; ইসলামে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করার আদেশ– আল বাকারা ঃ ২০৯ পৃ. ৮২; কারো ইসলামে প্রবেশ বা অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিজের প্রাণের প্রতিই অনুগ্রহ ও কল্যাণের শামিল– আল্‌ হুজুরাত ঃ ১৮ পৃ. ১০৭০; পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মও ইসলাম ছিল– আশ্‌শূরা ঃ ১৪ পৃ. ১০০০ ।

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ দীন (বা ধর্ম)– আল্‌ মায়েদা ঃ ৪ পৃ. ২২৯; ইসলাম হলো বিশ্বজনীন (সার্বজনীন) ধর্ম– আল্‌ আ'রাফ ঃ ১৫৯ পৃ. ৩৪৪, আস্‌ সাবা ঃ ২৯ পৃ. ৯০৪, আন্‌নূর ঃ ৩৬ পৃ. ৭৩৩; ইসলাম বর্ণ-গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ মুছে দেয়– আল্‌ হুজুরাত ঃ ১৪ পৃ. ১০৬৯; ইসলামে খিলাফতের ওয়াদা আন্‌নূর ঃ ৫৬ পৃ. ৭৩৮; 'শূরা' বা পরামর্শগত ব্যবস্থা আশ্‌শূরা ঃ ৩৯ পৃ. ১০০৫; পুণ্য ও তাক্‌ওয়াশীলতায় পরস্পর সহযোগিতা করা বিধেয়– আল্‌ মায়েদা ঃ ৩ পৃ. ২২৮; সাজসজ্জা ও ভাল সুস্বাদু খাবার নিষিদ্ধ নয়– আল্‌ আ'রাফ ঃ ৩৩ পৃ. ৩১৩

মৌলিক বিশ্বাস ঃ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বর্ণনা সূরা বাকারায় রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌, সমুদয় ফিরিশ্‌তা, নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান– আল্‌ বাকারা ঃ ২৮৬ পৃ. ১১২; আখেরাত তথা পরকালে ঈমান– আল্‌ বাকারা ঃ ৫ পৃ. ১৪; প্রত্যেক দেশে ও জাতিতে আল্লাহ্‌র রসূল প্রেরিত হয়েছেন– ইউনুস ঃ ৪৮ পৃ. ৪১৮, ফাতির ঃ ২৫পৃ. ৯০৩; ধর্মে বল প্রয়োগ বৈধ নয়– আল্‌ বাকারা ঃ ২৫৭ পৃ. ১০১, আল্‌ আ'রাফ ঃ ৮৯ পৃ. ৩২৭, ইউনুসঃ ১০০ পৃ. ৪২৭, হূদ ঃ ২৯ পৃ. ৪৩৭, আল্‌ কাহ্‌ফ ঃ ৩০ পৃ. ৫৮৮; শত্রুর প্রতিও পূর্ণ ন্যায়বিচারের শিক্ষা আল্‌ মায়েদা ঃ ৯ পৃ. ২৩১; অন্যান্য ধর্মের প্রতি ন্যায়বিচারের শিক্ষা আল্‌ আনআম ঃ ১০৯ পৃ. ২৮৯; শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের প্রতি ন্যায়বিচারের শিক্ষা আল্‌ মুম্‌তাহানা ঃ ৯ পৃ. ১১৬১; আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের নির্মূলীকরণ– আল্‌ মুম্‌তাহানা ঃ ৯ পৃ. ১১৬১; মুসলমান নামটি স্বয়ং খোদা তাআলাই রেখেছেন– আল্‌ হাজ্জ ঃ ৭৯ পৃ. ৭০০; 'মুসলিম' শব্দ তথা নামটির ওপর কারও একচেটিয়া অধিকার নেই– আল্‌ হাজ্জ ঃ ৭৯ পৃ. ৭০০; 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে

সম্ভাষণকারীকে 'কাফির' বলো না (বা কাফির আখ্যা দিও না)– আন্নিসা ঃ ৯৫ পৃ. ২০৪; কোন আত্মা অপর কোন আত্মার বোঝা বহন করবে না– আল্ আনআম ঃ ১৬৫ পৃ. ৩০৩; নিষ্ঠার সাথে যাঁরাই আল্লাহ্‌কে অন্বেষণ করেন, তাঁরা যে মত ও পথের অনুসারীই হোক না কেন, আল্লাহ্ তাঁদের অবশেষে ইসলাম ও সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করবেন– আল্ আনকাবুত ঃ ৭০ পৃ. ৭৩৪; মুশরিক যদি আশ্রয় চায় তাকে যেন আশ্রয় দেয়া হয়– আত্তাওবা ঃ ৬ পৃ. ৩৭৮; বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সময় আপোষনিষ্পত্তির ব্যবস্থা আল্ হুযুরাতঃ ১০ পৃ. ১০৬৭।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ঃ মুসলমানদের কোন প্রকার মঙ্গল হলে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ– আল্ বাকারা ঃ ১০৬ পৃ. ৪৮; ইসলাম গ্রহণে লোকদেরকে বাধাদান– আলে ইমরান ঃ ১০০ পৃ. ১৪৫; মুসলমানদের মুর্তাদ ও বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র– আল্ বাকারা ঃ ১১০ পৃ. ৫০, আলে ইমরান ঃ ৭০, ৭১ পৃ. ১৩৮।

বসবাস (বা সহাবস্থান) সম্পর্কিত সামাজিক নিয়মনীতি ঃ আহ্‌লে কিত্তাবের নারীদের সাথে বিয়ে করার অনুমতি– আল্ মায়েদা ঃ ৬ পৃ. ২৩০; আহলে কিতাবের হাতের রান্না করা খাবার খাওয়ার অনুমতি– আল্ মায়েদা ঃ ৬ পৃ. ২৩০; সম্মানিত ও মর্যাদাবান শ্রেণীর অমুসলিম লোকদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা– আল্ মুমতাহানা ঃ ৯ পৃ. ১১৬১।

'ইহ্সান'/সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ঃ নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহ্সান তথা সদ্ব্যবহার করা– বনী ইসরাঈল ঃ ২৭ পৃ. ৫৬০; গোপনে ও প্রকাশ্যে 'ইহ্সান' তথা সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ– আর্‌রা'দ ঃ ২৩ পৃ. ৪৯০; নিজের পছন্দনীয় বস্তুগুলো দান করার নির্দেশ– আলে ইমরান ঃ ৯৩ পৃ. ১৪৪, আল্ বাকারা ঃ ২৬৮ পৃ. ১০৬; ইহ্সানকারী তথা সৎকর্মপরায়ণদের আল্লাহ্ ভালবাসেন– আল্ বাকারা ঃ ১৯৬ পৃ. ৭৭; ইহ্সান করে খোটা দেয়া উচিত নয়– আল্ বাকারা ঃ২৬৫ পৃ. ১০৫; 'ইহ্সান' এর আগে 'আদল' (তথা ন্যায়বিচার) আবশ্যকীয়– আন্নাহ্ল ঃ ৯১ পৃ. ৫৪২; সৎকাজে ও তাক্ওয়ার পথে সহযোগিতা কর– আল্ মায়েদা ঃ ৩ পৃ. ২২৯; আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা– আর্‌রা'দ ঃ ২২ পৃ. ৪৯০, আল্ বাকারা ঃ ১৭৮ পৃ. ৭০, আর্‌রূম ঃ ৩১ পৃ. ৮৪২, বনী ইসরাঈল ঃ ২৭ পৃ. ৫৬০; মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার– আন্নিসা ঃ ৩৭ পৃ. ১৯০, বনী ইসরাঈল ঃ ২৪ পৃ. ৫৫৯, লুকমান ঃ ১৫ পৃ. ৮৫১, আল্ আনকাবূত ঃ ৯ পৃ. ৮২৩, আল্ আহ্কাফ ঃ ১৬ পৃ. ১০৩৯। মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার নির্দেশ– বনী ইসরাঈল ঃ ২৫ পৃ. ৫৬০, আল্ আহ্কাফ ঃ ১৬ পৃ. ১০৩৯; গরীবদের দেখাশুনা করা– আয্‌যারিয়াত ঃ ২০ পৃ. ১০৮২; ক্ষুধার্তদের জন্য অন্ন যোগানো– আল্ বালাদ ঃ ১৫ পৃ. ১৩১৪, আদ্‌দাহ্‌র ঃ ৯, ১০ পৃ. ১২৫০; প্রতিবেশী ও অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার– আন্নিসা ঃ ৩৭ পৃ. ১৯০; মুসাফির তথা পথিকদের সাথে সদ্ব্যবহার– আল্ বাকারা ঃ ১৭৮ পৃ. ৬৯,৭০, বনী ইসরাঈল ঃ ২৭ পৃ. ৫৬০, আররূম ঃ ৩৯ পৃ. ৮৪৩, আল্ হাশ্‌র ঃ ১০ পৃ. ১১৫৪।

ইয়া'জূজ ও মা'জূজ ঃ ইয়া'জূজ ও মা'জূজের আক্রমণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যুলকারনাইনের দেয়াল নির্মাণ– আল্ কাহ্ফ ঃ ৯৭, ৯৮ পৃ. ৬০৫; ইয়া'জূজ ও মা'জূজের বিজয়াবলীর সূচনা– আল্ আম্বিয়া ঃ ৯৭ পৃ. ৬৭৬; ইয়া'জূজ ও মা'জূজের (প্রাধান্য লাভের) যুগে বৈজ্ঞানিকরা মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম হবে না– আল্ আম্বিয়া ঃ ৩৫, ৩৬ পৃ. ৬৬৫।

ইয়াওমুত্ তাগাবুন/ইয়াওমুল্‌জাম্‌য়ে ঃ খাঁটি ও অখাঁটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের দিন আত্তাগাবুন ঃ ১০ পৃ. ১১৮০।

ইয়াওমুদ্‌দীনে ঃ জাতিবর্গের জন্যে বিচার-দিবস এ দুনিয়াতেই এসে থাকে– সূরা আয্‌যারিয়াতের ভূমিকা।

ইয়াওমুল ফাস্‌ল ঃ আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ২২ পৃ. ৯২৪, আদ্‌দুখান ঃ ৪১ পৃ. ১০২৭, আল্ মুরসালাত ঃ ১৪, ১৫, ৩৯, পৃ. ১২৫৬, পৃ. ১২৫৭, পৃ. ১২৫৮ আন্নাবা ঃ ১৮ পৃ. ১২৬২; ইহুদীবাদ (বনী ইসরাঈল, ইহুদ ও মূসা শিরোনামগুলোও দ্রষ্টব্য) ইহুদীদের যেসব দোষক্রটি তাদের কঠোর স্বভাবের যুগে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল–

ইহুদী ঃ ইহুদীদের কাজ দুনিয়াতে ফাসাদ করে বেড়ানো– আল্ মায়েদা ঃ ৬৫ পৃ. ২৪৬; মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় সবচেয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে ইহুদী এবং মুশরিকরা– আল্ মায়েদা ঃ ৮৩ পৃ. ২৫১; হালাল ও হারাম সম্পর্কে ইহুদীদের শিক্ষাদান– আল্ আনআম ঃ ১৪৭ পৃ. ২৯৯; মিথ্যা খুব আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে শুনে– আল্ মায়েদা ঃ ৪২ পৃ. ২৪০; প্রচুর পরিমাণে হারাম দ্রব্য খায়– আল্ মায়েদা ঃ ৪৩ পৃ. ২৪০; কথা পরিবর্তন/প্রক্ষেপ করে– আন্‌নিসা ঃ ৪৭ পৃ. ১৯২, আল্ মায়েদা ঃ ১৪ পৃ. ২৩৩; হৃদয়ের কাঠিন্য এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাতের কারণ– আল্ মায়েদা ঃ ১৪ পৃ. ২৩৩; সাবাতের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধাজ্ঞা– আন্‌নিসা ঃ ১৫৫ পৃ. ২১৭; ইহুদী কর্তৃক খোদাকে প্রকাশ্যভাবে দেখার দাবী– আন্‌নিসা ঃ ১৫৪ পৃ. ২১৭

পবিত্রভূমি (ফিলিস্তিন) ঃ ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে এখান থেকে বহিস্কৃত– বনী ইসরাঈল ঃ ৫ পৃ. ৫৫৪; শেষ যুগে এখানে ইহুদীদের একত্র করা হবে– বনী ইসরাঈল ঃ ১০৫ পৃ. ৫৭৬; আর্‌যে-মুকাদ্দাস (তথা পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী– আল্ আম্বিয়া ঃ ১০৬ পৃ. ৬৭৮ ।

ইরাক ঃ আরাফাত (মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রান্তর)– আল্ বাকারা ঃ ১৯৯ পৃ. ৭৯; ইয়াসরিব (মদীনার প্রাচীন নাম)– আল্ আহ্‌যাব ঃ ১৪ পৃ. ৮৬৭; নিজেদের সুরক্ষার জন্য তাগিদ অর্থাৎ (নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ) – আন্‌নিসা ঃ ৭২ পৃ. ১৯৮; মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু বানানো সমীচীন নয়– আন্‌নিসা ঃ ১৪৫ পৃ. ২১৬, আল্ আনআম ঃ ৬৯ পৃ. ২৭৭; শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যঃ রিয্‌ক শুধু হালাল তথা বৈধ হওয়াই উচিত নয়, বরং তৈয়্যব তথা পবিত্রও হওয়া উচিত– আল্ বাকারা ঃ ১৬৯ পৃ. ৬৭; 'মালে গনীমাত' তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বৈধতা– আল্ আনফাল ঃ ৭০ পৃ. ৩৭৩; অসমীচীন প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত নয়– আল্ মায়েদা ঃ ১০২ পৃ. ২৫৫; ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ– আত্‌তাওবা ঃ ৩৩ পৃ. ৩৮৫, আর্‌রা'দ ঃ ৪২ পৃ. ৪৯৫, আল্ ফাতাহ্ ঃ ২৯ পৃ. ১০৬৩, আস্‌সাফ্ ঃ ১০ পৃ. ১১৬৭; ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন উত্তেজিতকারীদের হাত কাটা হবে– সূরা লাহাব; ইসলাম বা মক্কার অমর্যাদা অথবা ধ্বংস সাধনের চিন্তাভাবনা পোষণকারীদের পরিণাম 'আস্‌হাবে ফীল' (হস্তীবাহিনী) এর মত হবে

সূরা ফীল ইসলামের উন্নতিলাভ অবধারিত । তাই এর প্রতি শত্রুদের বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী সূরা ফালাকের ভূমিকা; ভবিষ্যতে ইসলামের বিজয় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকবে– সূরা নাসর ; ইসলাম 'দীনে ওয়াস্‌ত' তথা মধ্যপন্থী ধর্ম– আল বাকারা ঃ ১৪৪ পৃ. ৬০; ইসলাম 'দীনে ইউস্‌র' তথা সহজসরল পন্থাবলম্বী ধর্ম– আল্ বাকারা ঃ ১৮৬ পৃ. ৭৩, আল্ মায়েদা ঃ ৭ পৃ. ২৩১, আল্ হাজ্জ ঃ ৭৯ পৃ. ৭০০; ইসলাম খোদার আস্তানায় উপনীত হওয়ার পথ– আল্ আনআম ঃ ১৫৪ পৃ. ৩০১ ।

'আখারীনে'র যুগে ইসলামের অবস্থা ঃ ইসলামের সূর্য আরেকবার উদিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী– আশ্ শামস্ ঃ ২, ৫ পৃ. ১৩১৭ ।

ইতা'আত (আনুগত্য) ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ইতা'আত বাধ্যতামূলক হওয়া– আল্ আনফাল ঃ ৪৭ পৃ. ৩৬৮; রসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হন, যেন আল্লাহ্‌র আদেশে তাদের ইতা'আত করা হয়– আন্‌নিসা ঃ ৬৫ পৃ. ১৯৬; রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর ইতা'আত খোদা তাআলার প্রেম লাভ করার উপায়– আলে ইমরান ঃ ৩২ পৃ. ১২৫; রসূল (সা:) এর ইতা'আত হেদায়াত পাওয়ার কারণ হয়ে থাকে– আন্‌নূর ঃ ৫৫ পৃ. ৭৩৭; আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ইতা'আতের ফলশ্রুতিতে সালেহীয়ত, শাহাদত, সিদ্দিকীয়ত এমনকি নবুওয়তও লাভ হতে পারে– আন্‌নিসা ঃ ৭০ পৃ. ১৯৭; আল্লাহ্ ও রসূলের ইতা'আতকারীগণই সফল স্বার্থক হয়ে থাকেন– আন্‌নূর ঃ ৫৩ পৃ. ৭৩৭; আল্লাহ্ ও রসূলের ইতা'আতের ফলশ্রুতিতে পরকালীন পুরস্কারসমূহ আর (তাঁদের) অবাধ্যতায় রয়েছে শাস্তি– আন্‌নিসা ঃ ১৪ ও ১৫ পৃ. ১৮২- পৃ. ১৮৩; আল্লাহ্ ও রসূলের ইতা'আতের পরেই 'উলিলআমর' এর ইতাআত– আন্‌নিসা ঃ ৬০ পৃ. ১৯৫; ইতিকাফ– আল্ বাকারা ঃ ১৮৮ পৃ. ৭৫; ইকরামা (রাঃ)– সূরা কাওছারের টীকা ইমরান (হযরত মরিয়মের পিতা)– আত্ তাহ্‌রীম ঃ ১৩ পৃ. ১১৯২; তার স্ত্রী কর্তৃক খোদার উদ্দেশ্যে মানত– আলে ইমরান ঃ ৩৬ পৃ. ১২৬; আলে ইমরানের শ্রেষ্ঠতা– আলে ইমরান ঃ ৩৪ পৃ. ১২৫;

'ঈ'

'উ'

ঋ

এ

ও

ক

কাসাস ঃ নিহত ব্যক্তির 'কাসাস' বাধ্যতামূলক– আল্ বাকারা ঃ ১৭৯ পৃ. ৭০; 'কাসাস' জীবনের গ্যারান্টিবিশেষ– আল্ বাকারা ঃ ১৮০ পৃ. ৭১।

কুরআন করীম (কুরআনে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ) ঃ লাইলাতুল কদরে এর অবতরণ– আল্ কদ্‌র ঃ ২ পৃ. ১৩৩৭; 'আর রূহুল আমীন' (জিব্রাঈল) এ কুরআন আঁ হযরত (সা:) এর হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছে– আল্ কদ্‌র ঃ ৫ পৃ. ১৩৩৭, আশ্‌শুআ'রা ঃ ১৯৪ পৃ. ৭৭৭; কুরআন 'লওহে মাহ্‌ফুযে' রয়েছে– আল্ বুরূজ ঃ ২৩ পৃ. ১২৯৬

কুরআন করীম ঃ সম্মানিত ও পবিত্র গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ– আবাসা ঃ ১৪, ১৫ পৃ. ১২৭৩; আল্লাহ্ কর্তৃক এর শব্দগত ও অর্থগত (শাব্দিক ও তাত্ত্বিক) সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি– আল্ হিজ্‌র ঃ ১০ পৃ. ৮১০; 'ফীহা কুতুবুন কাইয়্যমা'– আল্ বাইয়্যেনাহ্ ঃ ৪ পৃ. ১৩৪০; বিগত ঐশীগ্রন্থাবলীর সব উত্তম শিক্ষা এতে সন্নিবেশিত– আল্ আ'লা ঃ ১৯,২০ পৃ. ১৩০৩; এ কুরআন 'কিতাবে মকুনূনে' রয়েছে– আল্ ওয়াকে'আ ঃ ৭৯ পৃ. ১১৩২; এটি 'কিতাবে মাসতূর'– আত্‌তূর ঃ ৩ পৃ. ১০৮৮; এটি 'আল্ ফুরকান'– আল্ ফুরকান ঃ ২ পৃ. ৭৪৪; এটি 'যিক্‌র মুবারাক'– আল্ আম্বিয়া ঃ ৫১ পৃ. ৬৬৭; এর অর্থ, তত্ত্ব ও তথ্যাবলী যুগের চাহিদানুযায়ী অবতীর্ণ হতে থাকে– আল্ হিজ্‌র ঃ২২ পৃ. ৫১৩; কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান কেবল তাদের কাছেই উন্মুক্ত হয় যাদের আল্লাহ্ 'মুতাহ্‌হার' (পবিত্রকৃত) বলে আখ্যা দিয়েছেন–আল্ ওয়াকে'আ ঃ ৮০ পৃ. ১১৩৩; এটি সেই সব লোকের হাতে রয়েছে যারা সম্মানিত ও পুণ্যবান– আবাসা ঃ ১৬, ১৭ পৃ. ১২৭৩-১২৭৪; কোন বিষয়ই কুরআনের বহির্ভূত রাখা হয়নি– আল্ আনআম ঃ ৩১ পৃ. ২৬৯; নিজের বিষয়বস্তু ও অর্থাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকারী– আয্ যুখরুফ ঃ ৪ পৃ. ১০১০; কুরআনের কোন বিন্দুবিসর্গও রহিত (মনসূখ) নয়– আল্ বাকারা ঃ ১০৭ পৃ. ৪৯; কুরআন করীমে 'মুহ্‌কাম' ও 'মুতাশাবিহ্' আয়াতসমূহ রয়েছে– আলে ইমরান ঃ ৮ পৃ. ১১৮; কুরআন করীমে কোন স্ববিরোধ নেই– আন্‌নিসা ঃ ৮৩ পৃ. ২০০; আঁ হযরত (সা:) এর উক্তিঃ 'সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে'– সূরা হুদের ভূমিকা; আঁ হযরত (সা:) এর উৎফুল্লচিত্ততার কারণ–সর্বোত্তম 'কাসাস' (অর্থাৎ অতীতের প্রামাণ্য সত্য ঘটনাবলী)– সূরা ইউসুফ ঃ ৪ পৃ. ৪৬১; কুরআন করীম বনী ইসরাঈলের পারস্পরিক বিবাদমূলক বিষয়াদিতে নির্ভুল পথনির্দেশনা দেয়– আন্‌নামল ঃ ৭৭ পৃ. ৭৯৭; 'আহ্‌লে কুরআন' ফির্কার মতবাদ খন্ডন– আন্‌নিসা ঃ ১৫১ পৃ. ২১৭।

পবিত্র কুরআনের হিফাযত ঃ কুরআনের সংরক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার চ্যালেঞ্জ (মূলক ঘটনা)– আল্ হিজ্‌র ঃ ১০ পৃ. ৫১০; আঁ হযরত (সা:) এর দাসত্বে কুরআন করীমের হিফাযতের উদ্দেশ্যে সদা প্রস্তুত ও উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হতে থাকবেন– আল্ হিজ্‌র ঃ ১৭ পৃ. ৫১১।

ফাসাহাত ও বালাগত (প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতা) ঃ কুরআন করীম অতি প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে– ইউসুফ ঃ ৩ পৃ. ৪৬০, আর্‌রা'দ ঃ ৩৮ পৃ. ৪৯৪; অনুপম প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতার আকর– সূরা আয্‌যারিয়াতের ভূমিকা।

তিলাওয়াতের নিয়মপ্রণালী (আদব-কায়দা) ঃ তিলাওয়াতের পূর্বে 'ইস্তি'আযাহ্' ('আউযুবিল্লাহ্' পাঠ)– আন্‌নাহ্‌ল ঃ ৯৯ পৃ. ৫৪৪; নীরবে শুনা উচিত– আল্ আ'রাফ ঃ ২০৫ পৃ. ৩৫৪; পবিত্র হয়ে একে ছোঁয়া উচিত– আল্ ওয়াকে'আ ঃ ৮০ পৃ. ১১৩৩; ভোরের তিলাওয়াতের আলাদা মর্যাদা রয়েছে– বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯ পৃ. ৫৭১; একটি যুগে মুসলমানদের কর্তৃক কুরআনকে পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী– আল্ ফুরকান ঃ ৩১ পৃ. ৭৪৯

কুরআন করীমের 'মুকাত্তায়াত' (Abbreviations) ঃ আলিফ-লাম-মীম– আল্ বাকারা ঃ ২ পৃ. ১২, আলে ইমরান ঃ ২ পৃ. ১১৭, আনকাবূত ঃ ২ পৃ. ৮২২, আর্‌রূম ঃ ২ পৃ. ৮৩৬, লুকমান ঃ ২ পৃ. ৮৪৯, আস্‌সিজদা ঃ ২ পৃ. ৮৫৭, আলিফ-লাম-মীম-রা আর্‌রা'দ ঃ ২ পৃ. ৪৮৫, আলিফ-লাম-মীম্-সোয়াদ আল্ আ'রাফ ঃ ২ পৃ. ৩০৭, আলিফ-লাম-রা ইউনুস ঃ ২ পৃ. ৪০৭, হূদ ঃ ২ পৃ. ৪৩১, ইউসুফ ঃ ২ পৃ. ৪৬০, হা-মীম আল্ মু'মিন ঃ ২ পৃ. ৯৭০, হা-মীম আস-সিজদা ঃ ২ পৃ. ৯৮৬, আয্‌যুখরুফ ঃ ২ পৃ. ১০১০, আদ্‌দুখান ঃ ২ পৃ. ১০২৩, আল্ জাসিয়া ঃ ২ পৃ. ১০৩০, আল্ আহ্‌কাফ ঃ ২ পৃ. ১০৩৭, আইন-সিন-কাফ আশ্‌শূরা ঃ ২ পৃ. ৯৯৮, আশ্‌শূরা ঃ ৩ পৃ. ৯৯৮, কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সোয়াদ মারইয়াম ঃ ২ পৃ. ৬১০, তা-সিন আন্‌নামাল ঃ ২ পৃ.

খ

গ

ঘ

চ

'জ'

'ত'

দ

দোয়া– আলে ইমরান ঃ ২৭ পৃ. ১২৪, বনী ইসরাঈল ঃ ২৫ পৃ. ৫৬০, বনী ইসরাঈল ঃ ৮১ পৃ. ৫৭১, তাহা ঃ ১১৫ পৃ. ৬৫১, আল্ মু'মিনূন ঃ ৯৮, ১১৯ পৃ. ৭১৭,৭১৯; গোনাহ্গারদের জন্য ক্ষমার দোয়া– আল্ মায়েদা ঃ ১১৯ পৃ. ২৬১; 'কাফির' তথা অবিশ্বাসীদের দোয়া বৃথা যায়– আর্রা'দ ঃ ১৫ পৃ. ৪৮৮।

কতগুলো দোয়া ঃ অতি পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দোয়া –সূরা ফাতিহা। **দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের দোয়া** ঃ 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতান......'– আল্ বাকারা ঃ ২০২ পৃ. ৮০, আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৭ পৃ. ৩৪২।

খোদা তাআলার একান্ত অভিভাবকত্ব লাভের দোয়া ঃ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল.......'– আলে ইমরান ঃ ১৭৪ পৃ. ১৬৫।

শুভসূচনা ও শুভ পরিণামের দোয়া ঃ "রাব্বি আদখিলনি মুদ্খালা সিদকীন ওয়া আখ্রিজনি....."– বনী ইসরাঈল ঃ ৮১ পৃ. ৫৭১।

কল্যাণ লাভের দোয়া ঃ "রাব্বি ইন্নি লিমা আনযাল্তা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকির"– আল্ কাসাস ঃ ২৫ পৃ. ৮০৮।

হিদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া ঃ 'রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা.......'– আলে ইমরান ঃ ৯ পৃ. ১২০।

স্বচ্ছ ও উদারচিত্ততা লাভের দোয়া ঃ 'রাব্বিশ্ রাহ লি সাদরি ....'– তাহা ঃ ২৬-২৯ পৃ. ৬৩৮।

জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া ঃ 'রাব্বি যিদনি ইলমান .....'– তাহা ঃ ১১৫ পৃ. ৬৫১।

দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ়পদ থাকার দোয়া ঃ 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাব্রাঁও ......'– আল্ বাকারা ঃ ২৫১ পৃ. ৯৯, আলে ইমরান ঃ ১৪৮ পৃ. ১৫৭, আল্ আ'রাফ ঃ ১২৭ পৃ. ৩৩৪।

মাতা-পিতার জন্য দোয়া ঃ 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা'– বনী ইসরাঈল ঃ ২৫ পৃ. ৫৬০, 'রাব্বিগ্ফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ও লিমান দাখালা..........'– নূহ্ ঃ ২৯ পৃ. ১২২৩, 'রাব্বিগ্ফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া..........'– ইব্রাহীম ঃ ৪২ পৃ. ৫০৫; 'রাব্বিজ্ আল্নি মুকীমাস সালাতি ওয়ামিন যুর্রিয়াতি.....'– ইব্রাহীম ঃ ৪১, ৪২ পৃ. ৫০৫।

পুণ্যবান ও সৎ সাধু সন্তানের জন্য দোয়া ঃ 'রাব্বি হাবলি মিন্লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যাবাতান'– আলে ইমরান ঃ ৩৯ পৃ. ১২৮; রাব্বি লা তাযারনি ফারদাঁ ওয়া আন্তা খাইরুল ওয়ারিসীন– আল্ আম্বিয়া ঃ ৯০ পৃ. ৬৭৫; রাব্বি হাবলি মিনাস্ সালেহীন– আস্সাফ্ফাত ঃ ১০১ পৃ. ৯৩১।

পরিবার ও সন্তানের দিক থেকে চোখের স্নিগ্ধতা লাভের দোয়া ঃ "রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুর্রাতা আ'ইউনিন্ ...."– আল্ ফুরকান ঃ ৭৫ পৃ. ৭৫৬।

সন্তানদের সংশোধন ও সালেহ্ হওয়ার জন্য দোয়া ঃ রাব্বি আউযি'নি আন আশ্কুরা নি'মাতাকা..........– আল্ আহ্কাফ ঃ ১৬ পৃ. ১০৩৯।

ঐশী কৃপা, সচ্ছলতা ও সহজলভ্যতার দোয়া ঃ রাব্বানা আতিনা মিন লাদুনকা রাহ্মাতান ওয়া হাইয়্যেলানা.......– আন্নামল ঃ ২০ পৃ. ৭৮৬।

ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের জন্য দোয়া ঃ রাব্বানা লা তুয়াখিয্না ইন নাসীনা আও আখতা'না...........– আল্ বাকারা ঃ ২৮৭ পৃ. ১১২; রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াই ইউনাদি ....– আলে ইমরান ঃ ১৯৪ পৃ. ১৭০; আন্তা ওলীইউনা ফাগ্ফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খাইরুল গাফিরীন...............– আল্ আ'রাফ ঃ ২৪ পৃ. ৩১১; রাব্বানা যালামনা আন্ ফুসানা ওয়া ইনলাম তাগফির লানা........ আল্ আ'রাফ ঃ ২৪ পৃ. ৩১১

ধ

ন

বলেন না– আল্ মায়েদা ঃ ১১৮ পৃ. ২৬১; আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রসূলদের মাধ্যমেই 'গায়েব' এর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন– আলে ইমরান ঃ ১৮০ পৃ. ১৬৬; রসূলকে গায়েবের আধিক্যের ওপর প্রাধান্য দান করা হয়– আল্ জিন্ ঃ ২৭, ২৮ পৃ. ১২২৮; নবীর প্রতি তাঁর জাতির ভাষায় ওহী (ঐশীবাণী দান) করা হয়– ইব্‌রাহীম ঃ ৫ পৃ. ৪৯৭; রসূলের দায়দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছানো হয়ে থাকে– আল্ মায়েদা ঃ ১০০ পৃ. ২৫৫ নবী ও রসূল মানুষের কাছে কোন রকম পারিশ্রমিক চান না– হূদ ঃ ৩০, ৫২ পৃ. ৪৩৭,৪৪৩। প্রত্যেক জাতির মাঝে রসূল এসেছেন– আন্‌নাহ্‌ল ঃ ৩৭ পৃ. ৫৩২; প্রত্যেক জাতির মাঝে খোদার 'হাদী' (পথপ্রদর্শক) এবং 'নযীর' (সতর্ককারী) এসেছেন আর্‌রা'দ ঃ ৮ পৃ. ৪৮৭, ফাতির ঃ ২৫ পৃ. ৯০৩; 'গায়র তশ্‌রীয়ী' (শরীয়তবিহীন) নবীগণ, যারা সাবেক শরীয়ত অনুযায়ী সুবিচারক (মীমাংসাকারী) হয়ে আসতে থাকেন– আল মায়েদা ঃ ৪৫ পৃ. ২৪১; কতিপয় নবী ও রসূল কতিপয় অন্য নবী রসূলের ওপর শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত– আল্ বাকারা ঃ ২৫৪ পৃ. ১০০, বনী ইসরাঈল ঃ ৫৬ পৃ. ৫৬৫; কুরআন করীমে কেবল কিছুসংখ্যক নবী রসূলেরই উল্লেখ রয়েছে– আন্‌নিসা ঃ ১৬৫ পৃ. ২২২, আল মু'মিন ঃ ৭৯ পৃ. ৯৮২; নবী ও রসূল মানুষ হয়ে থাকেন– ইব্‌রাহীম ঃ ১২ পৃ. ৫০০, বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪ পৃ. ৫৭৪, আল্ কাহ্‌ফ ঃ ১১১ পৃ. ৬০৭; নবী ও রসূলরা মানবীয় প্রয়োজনাদির উর্ধ্বে হতে পারেন না– আল্ আম্বিয়া ঃ ৯ পৃ. ৬৬০, আর্‌রা'দ ঃ ৩৯ পৃ. ৪৯৪, আল্ ফুরকান ঃ ৮ পৃ. ৭৪৫, আল্ ফুরকান ঃ ২১ পৃ. ৭৪৭; মুরসালীনের প্রতি সালাম– আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ১৮২ পৃ. ৯৩৯; নবীদের অগ্রপশ্চাতে প্রহরারত (মুহাফিয) ফিরিশ্‌তা– আল্ জিন্ ঃ ২৮ পৃ. ১২২৮; নবী ও রসূলদের স্বর্গীয় সাহায্য হাসিল হয়ে থাকে– আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ১৭৩ পৃ. ৯৩৮; রসূলগণ অবশেষে বিজয়ী হয়ে থাকেন– আল্ মুজাদেলা ঃ ২২ পৃ. ১১৪৯, আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ১৭৪ পৃ. ১১৪৯ পৃ. ৯৩৮; তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না– আল্ আহ্‌যাব ঃ ৪০ পৃ. ৮৭৫ নবীদের কতল করার মূলতত্ত্ব– আল্ বাকারা ঃ ৬২ পৃ. ৩৫, আলে ইমরান ঃ ২২ পৃ. ১২৩, আলে ইমরান ঃ ১১৩ পৃ. ১৪৮, আন্‌নিসা ঃ ১৫৬ পৃ. ২১৮। নবীর জীবদ্দশাতেই তার সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নয় ইউনুস ঃ ৪৭ পৃ. ৪১৮; 'শায়াতীনুল ইন্‌স ওয়াল জিন্নে' (ইন্‌স ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানরা) প্রত্যেক নবীর শত্রু হয়ে থাকে– আল্ আন'আম ঃ ১১৩ পৃ. ২৯০; আশ্ শু'আরা ঃ ২১২, ২১৩ পৃ. ৭৭৯; প্রত্যেক রসূলকেই মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়– আল্ মু'মিন ঃ ৪৫ পৃ. ৯৭৭; নবী ও রসূলদের প্রতি হাসিবিদ্রূপ করা হয়– আল্ আম্বিয়া ঃ ৪২ পৃ. ৬৬৬, ইয়াসীন ঃ ৩১ পৃ. ৯১৩, আয্‌যুখরুফ ঃ ৮ পৃ. ১০১০; সব রসূলের বিরুদ্ধে একই ধরনের আপত্তি করা হয়– হা-মীম আস্ সিজদা ঃ ৪৪ পৃ. ৯৯৩, আয্‌যারিয়াত ঃ ৫৩, ৫৪ পৃ. ১০৮৫; নবীদের শত্রুদেরকে আল্লাহ্‌র অবকাশ দেয়ার তাৎপর্য– আলে ইমরান ঃ ১৭৯ পৃ. ১৬৬, আল্ কলম ঃ ৪৫, ৪৬ পৃ. ১২০৫, আল্ আ'রাফ ঃ ১৮৫ পৃ. ৩৫০; 'ইমামতের পদমর্যাদা নবুওয়তের চেয়ে উচ্চতর'-এটা শিয়াদের নির্ণয়লব্ধ এক ভ্রান্ত ধারণা – আল্ বাকারা ঃ ১২৫ পৃ. ৫৩; কোন নবীর পক্ষেই নিজেকে অথবা ফিরিশ্‌তাদেরকে 'রব্ব' (প্রভু-প্রতিপালক) হিসাবে সাব্যস্ত করার শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়– আলে ইমরান ঃ ৮১ পৃ. ১৪১; শেষ যুগে সব রসূলদের প্রেরিত ও আবির্ভূত হওয়ার মূলতত্ত্ব– সূরা আল্ মুরসালাতের ভূমিকা।

'নযূল' (অবতরণ) ঃ 'নযূল' শব্দের যে অনুবাদ সর্বসাধারণ করে থাকে তদনুযায়ী লোহা বুঝি আকাশ থেকে বর্ষিত হয়েছে– সূরা আল্ হাদীদের ভূমিকা ও আল্ হাদীদ ঃ ২৬ পৃ. ১১৪১; পবিত্র কুরআনের 'নযূল' (অবতীর্ণ হওয়া)– আদ্‌দাহ্‌র ঃ ২৪ পৃ. ১২৫২; "যিক্‌রার্ রসূলান" হিসেবে আঁ হযরত (সাঃ) এর 'নযূল' (অবতরণ)– আত্‌তালাক ঃ ১১, ১২ পৃ. ১১৮৬; গবাদি পশুর 'নযূল'– আয্‌যুমার ঃ ৭ পৃ. ৯৫৬; লিবাস তথা বস্ত্রের 'নযূল'– আল্ আ'রাফ ঃ ২৭ পৃ. ৩১২।

'নাফস্' (আত্মা বা প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনা) ঃ 'নাফ্‌স'কে হত্যা করার প্রকৃত অর্থ– আল্ বাকারা ঃ ৫৫ পৃ. ৩২; 'নাফ্‌স' (মানবাত্মা) এর তিনটি অবস্থাঃ- 'নাফ্‌সে আম্মারাহ্' (কুপ্ররোচনাদানকারী আত্মা)– ইউসুফ ঃ ৫৪ পৃ. ৪৭১; 'নাফ্‌সে লাওওয়ামাহ্' (অনুশোচনাকারী আত্মা)–আল্ কিয়ামা ঃ ৩ পৃ. ১২৪৩; 'নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ্' (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা) আল্ ফাজ্‌র ঃ ২৮-৩১ পৃ. ১৩১১; আত্মশুদ্ধি বা আত্মার পবিত্রতাসাধনের ফলে সাফল্যলাভ– আশ্ শামস্ ঃ ১০, ১১ পৃ. ১৩১৮

প

ফ

ব

খুলা ঃ স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ্নির্ধারিত সীমাগুলো অক্ষুণ্ন রাখতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদের পৃথক হওয়ার পদ্ধতি– আল্ বাকারা ঃ ২৩০ পৃ. ৯০।

'ইদ্দত' ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার 'ইদ্দত' (তথা অন্যত্র বিয়ের জন্য অপেক্ষাকাল-অনুবাদক) – আল্ বাকারা ঃ ২২৯ পৃ. ৮৯; বিধবার জন্য 'ইদ্দত'– আল্ বাকারা ঃ ২৩৫ পৃ. ৯৩; 'আয়েসা' (তথা ঋতু সম্বন্ধে নিরাশ মহিলা) এর ইদ্দত– আত্ত্বালাক ঃ ৫ পৃ. ১১৮৪; ইদ্দতকালে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বিয়ে করা যায় না– আল্ বাকারা ঃ ২৩৬ পৃ. ৯৩

'রিয়াযাত' (শিশুকে দুধ খাওয়ানোর চুক্তি) এর ইদ্দত– আল্ বাকারা্ ঃ ২৩৪ পৃ. ৯২; তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে রিযায়াত (তথা শিশুকে দুধ খাওয়ানো) সংক্রান্ত বিষয়াদি– আল্ বাকারা ঃ ২৩৪ পৃ. ৯২, লুকমান ঃ ১৫ পৃ. ৮৫১।

ঈলা ঃ স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না রাখার শপথকারী সংক্রান্ত বিধিবিধান– আল্ বাকারা ঃ ২২৭ পৃ. ৮৮।

'যিহার' (তথা স্ত্রীদের মা বলে আখ্যা দেয়া) ঃ স্ত্রীকে মা আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে বিধিবিধান– আল্ আহ্যাব ঃ ৫ পৃ. ৮৬৪, আল্ মুজাদিলা ঃ ৩-৫ পৃ. ১১৪৫- ১১৪৬; মা এবং ছেলের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্র বানানো কানুন (অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধান) অনুযায়ীই হয়ে থাকে– আল্ মুজাদিলা ঃ ৩-৫ পৃ. ১১৪৫-১১৪৬।

লিয়ান ঃ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিধিবিধান– আন্নূর ঃ ৭ পৃ. ৭২৫।

বায়'আত ঃ যারা রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর বায়'আত করেন তারা আল্লাহ্র বায়'আত করে থাকেন– আল্ ফাত্হ ঃ ১১ পৃ. ১০৫৮; 'রিজওয়ান' নামক বায়'আতকারীদের জন্যে আল্লাহ্র 'রিজা' তথা সন্তুষ্টির সুসংবাদ– আল্ ফাত্হ ঃ ১৯ পৃ. ১০৬০; স্ত্রীলোকের বায়'আতের বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম দিক– আল্ মুমতাহিনা ঃ ১৩ পৃ. ১১৬৩।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি আবশ্যকীয়– আন্নিসা ঃ ৩০ পৃ. ১৮৮; বেচাকেনার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা হোক এবং চুক্তিপত্র লিখা হোক– আল্ বাকারা ঃ ২৮৩ পৃ. ১১০; ব্যবসায়-বাণিজ্য রূহানী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান ব্যক্তিদেরকে নামায ও যাকাত আদায়ের প্রতি উদাসীন করে না– আন্নূর ঃ ৩৮ পৃ. ৭৩৪; লাভজনক ব্যবসায়– আল্ ফাতির ঃ ৩০ পৃ. ৯০৪, আস্ সাফ্ফ ঃ ১১, ১২ পৃ. ১১৬৭-১১৬৮; এ যুগের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিচারবিশ্লেষণ– আস্ সাফ্ফ ঃ ১১, ১২ পৃ. ১১৬৭-১১৬৮; ব্যবসায়ে মাপজোখ সঠিক রাখার নির্দেশ– আল্ আন্আম ঃ ১৫৩ পৃ. ৩০১, আল্ আ'রাফ ঃ ৮৬ পৃ. ৩২৬, বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬ পৃ. ৫৬২, আশ্শো'আরা ঃ ১৮২, ১৮৩ পৃ. ৭৭৫-৭৭৬, আর্ রহ্মান ঃ ৯, ১০ পৃ. ১১১৬।

বিশ্বজগত সৃষ্টি : পৃথিবী ও আকাশ ঃ আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যাই আছে তা খেলতামাশা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি– আল্ আম্বিয়া ঃ ১৭ পৃ. ৬৬১; আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি এবং মানবীয় সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য– আল্ ওয়াকে'আ ঃ ৫৮-৭৪ পৃ. ১১৩০-১১৩২; আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করায় ক্লান্ত হন না– আল্ আহ্কাফ ঃ ৩৪ পৃ. ১০৪৪; আল্লাহ্ তাআলা এ বিশ্বজগতের মত আরো বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে সক্ষম– বনী ইসরাঈল ঃ ১০০ পৃ. ৫৭৫, ইয়াসীন ঃ ৮২ পৃ. ৯২০; সাত আকাশ এবং সাত পৃথিবী– আত্ তালাক ঃ ১৩ পৃ. ১১৮৬; বিশ্বজগতের প্রারম্ভিক অবস্থা (তথা সূচনাকাল)– আল্ আম্বিয়া ঃ ৩১ পৃ. ৬৬৪, হা মীম আস্ সিজদা ঃ ১২ পৃ. ৯৮৭; সূচনায় বিশ্বজগত শক্তভাবে আবদ্ধ পিন্ডাকারে ছিল– আল্ আম্বিয়া ঃ ৩১ পৃ. ৬৬৪; বিশ্বজগত চির সম্প্রসারণশীল– আয্যারিয়াত ঃ ৪৮ পৃ. ১০৮৪; অদৃশ্য স্তম্ভসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা– লুকমান ঃ ১১ পৃ. ৮৫০; স্তরে স্তরে সাত আকাশের সৃষ্টি– আল্ মুল্ক ঃ ৪ পৃ. ১১৯৪, নূহ্ ঃ ১৬ পৃ. ১২২১; ছয়টি যুগে (বিশ্বজগতের) সৃষ্টি– আল্ আ'রাফ ঃ ৫০ পৃ. ৩১৭, ইউনুস ঃ ৪ পৃ. ৪০৭- পৃ. ৪০৮, হূদ ঃ ৮ পৃ. ৪৩২, আল্ ফুরকান ঃ ৬০ পৃ. ৭৫৪, আস্ সিজদা ঃ ৫ পৃ. ৯৮৬, আল্ হাদীদ ঃ ৫ পৃ. ১১৩৬; দুটি যুগে সাত আকাশের সৃষ্টি– হা মীম– আস্ সিজদা ঃ ১৩ পৃ. ৯৮৮; পৃথিবী সৃষ্টির দুটি যুগ– হা মীম– আস্ সিজদা ঃ ১০ পৃ. ৯৮৭; প্রদীপ এবং হেফাজতের উপকরণাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ– হা মীম– আস্ সিজদা ঃ ১৩ পৃ. ৯৮৮; পৃথিবীর আকাশকে তারকারাজি দিয়ে সাজানো হয়েছে– আস্ সাফ্ফাত ঃ ৭ পৃ. ৯২৩, আল্

মুল্‌ক ঃ ৬ পৃ. ১১৯৫; নভোমন্ডলীয় নক্ষত্ররাজির সৃষ্টি– আল্‌ আম্বিয়া ঃ ৩১ পৃ. ৬৬৪; নভোমন্ডলীয় নক্ষত্রগুলোর ঘূর্ণায়মান হওয়ার ব্যবস্থাপনা– ইয়াসীন ঃ ৪১ পৃ. ৯১৪; আকাশে পথসমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– আয্‌ যারিয়াত ঃ ৮ পৃ. ১০৮০।

বিশ্বজগত সৃষ্টি : পৃথিবী ও আকাশ ঃ আকাশে সাতটি পথ– আল্‌ মু'মিনূন ঃ ১৮ পৃ. ৭০৫; চন্দ্র-সূর্য এবং রাত-দিনের সৃষ্টি– আল্‌ আম্বিয়া ঃ ৩৪ পৃ. ৬৬৫; 'যুলুমাত' (অন্ধকাররাশি) ও 'নূর' (জ্যোতি) সৃষ্টি– আল্‌ আন্‌আম ঃ ২ পৃ. ২৬৪; পালাক্রমে রাতদিনের আগমনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী– আলে ইমরান ঃ ১৯১ পৃ. ১৬৯, ইউনুস ঃ ৩২ পৃ. ৪১৫; আকাশের সাথে রিয্‌কের সম্পর্ক ইউনুস ঃ ৩২ পৃ. ৪১৫; আকাশসমূহের উন্মুক্ত হওয়া (এর তাৎপর্য)– আন্‌নাবা ঃ ২০ পৃ. ১২৬২; আকাশে ফাটল (এর তাৎপর্য)– আল্‌ মুরসিলাত ঃ ১০ পৃ. ১২৫৬; আকাশসমূহ ফেটে যাওয়া (এর তাৎপর্য)– আল্‌ ইনফিতার ঃ ২ পৃ. ১২৮২; আকাশের ছাল তোলা হবে, এর তাৎপর্য– আত্‌তাকভীর ঃ ১২ পৃ. ১২৭৮; মানুষকে ছেয়ে ফেলবে আকাশে এমন ধূয়ার উদয় ঘটবে– আদ্‌দুখান ঃ ১১-১২ পৃ. ১০২৪; আকাশ তীব্রভাবে কম্পিত হবে– আত্‌তূর ঃ ১০ পৃ. ১০৮৯; কক্ষপথসম্পন্ন আকাশ– আল্‌ বুরূজ ঃ ২ পৃ. ১২৯৪; মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ– আল্‌ আন্‌আম ঃ ৭ পৃ. ২৬৫, আত্‌তারিক ঃ ১২ পৃ. ১২৯৯; প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির সাথে সাথে তার ক্ষমতাগুলোও নির্ধারণ করা হয়েছে– আল্‌ ফুরকান ঃ ৩ পৃ. ৭৪৪; পানি দিয়ে গোটা জীবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে– হূদ ঃ ৮ পৃ. ৪৩২; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা বারো (১২)– আত্‌তওবা ঃ ৩৬ পৃ. ৩৮৬; এ বিশ্বজগতের কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি নেই– আল্‌ মুল্‌ক ঃ ৪ পৃ. ১১৯৪; বিশ্বজগতের গোপন রহস্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাদের তথ্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে এবং নবীদের কাছে সরাসরি ঐশীজ্ঞানে অবগতির মাধ্যমে উন্মোচিত করা হয়– আল্‌ আন্‌আম ঃ ৭৬ পৃ. ২৮০; বিশ্বজগতের গোপন রহস্যাদি উন্মুক্ত করা নি:সন্দেহে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা তাআলার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর– সূরা আর্‌ রা'দ এর ভূমিকা; বর্তমান বিশ্বজগতের আয়ুষ্কাল– সূরা মা'আরিজের ভূমিকা; বিশ্বের প্রতিটি বস্তু নশ্বর– আর্‌ রহ্‌মান ঃ ২৭ পৃ. ১১১৮।

বিশ্বজগত সৃষ্টি : পৃথিবী ও আকাশ ঃ এ বিশ্বজগত এক সময় অনস্তিত্বের গহ্বরে ডুবে যাবে তথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এখেকে পুনরায় নতুন বিশ্বজগত সৃষ্টি হবে– আল্‌ আম্বিয়া ঃ ১০৫ পৃ. ৬৭৭; আল্লাহ্‌ তাআলার ডান হাতে বিশ্বজগতকে গুটানোর মূলতত্ত্ব (তাৎপর্য)– আয্‌যুমার ঃ ৬৮ পৃ. ৯৬৬; ফিরিশ্‌তাদের পাখা বলতে মৌল পদার্থের চারটি মৌলিক Valenciesকে বুঝায়– সূরা ফাতের এর ভূমিকা; বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে– ইউনুস ঃ ৩৭ পৃ. ৪১৬; পদার্থ (Matter) এরও জোড়া থাকে– সূরা ইয়াসীনের ভূমিকা; রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জীবনের উদ্ভব হয়, বিজ্ঞানীরা যাকে Carbon based life বলেন– সূলা ফাতেরের ভূমিকা; বিশ্বজগতে বিচরণরত এমন সব সৃষ্টজীব মজুদ রয়েছে, কোন সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টজীবের সাথে যাদের একত্রে সমবেত করে দেয়া হবে – আশ্‌শূরা ঃ ৩০ পৃ. ১০০৪; পৃথিবীতে পানির অসাধারণ ব্যবস্থাপনা– সূরা রা'দ এর ভূমিকা; পৃথিবী থেকে পানি বিলুপ্ত হবার কারণ– আল্‌ মো'মেনূন ঃ ১৯ পৃ. ৭০৫; বিশ্বজগতে মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যবস্থাপনা– সূরা আর্‌ রা'দ এর ভূমিকা ; একাধিক পূর্বদিক– আল্‌ মা'আরিজ ঃ ৪১ পৃ. ১২১৭; সৃষ্টির সূচনাকালে ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়া আকাশ থেকে বর্ষিত তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়– সূরা আর্‌ রাহ্‌মানের ভূমিকা।

বিয়ের ক্ষেত্রে অবৈধতা ঃ যে সব নারীর সাথে বিয়ে নিষেধ– আন্‌নিসা ঃ ২৩-২৫ পৃ. ১৮৫-১৮৬।

বিনয় ও অমায়িকতা ঃ রহমান (খোদার) বান্দারা পৃথিবীতে সবিনয়ে চলাফেরা করে– আল্‌ ফুরকান ঃ ৬৪ পৃ. ৭৫৪।

বিদ্রূপ ও উপহাস ঃ কোন জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপ করো না– আল্‌ হুজুরাত ঃ ১২ পৃ. ১০৬৮; অন্যদের খারাপ (অশুভ) নামে ডাকা– আল্‌ হুজুরাত ঃ ১২ পৃ. ১০৬৮।

বিজ্ঞান ঃ এ বিশ্বজগৎ প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল– আয্‌যারিয়াত ঃ ৪৮ পৃ. ১০৮৪; প্রতিটি জিনিষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে– আয্‌যারিয়াত ঃ ৫০ পৃ. ১০৮৫, ইয়াসীন ঃ ৩৭ পৃ. ৯১৪; প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব/বস্তুই জোড়ার মুখাপেক্ষী– সূরা ইয়াসীনের ভূমিকা ; মৌলিক পদার্থের প্রত্যেক অণুপরমাণুও জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে– আশ্ শূরা ঃ ১২ পৃ. ৯৯৯; জীব ও উদ্ভিদের জোড়া ছাড়া মলিকিউল ও এ্যাটমেরও জোড়া রয়েছে– সূরা আর্ রা'দের ভূমিকা; Matter এর জোড়া Antimatter– সূরা আর্ রা'দের ভূমিকা ; ক্লোরোফিল (Chlorophyll) -এর মানব সৃষ্টির সাথে যোগসম্পর্ক– সূরা আল্ আনআমের ভূমিকা; সবুজ বৃক্ষলতা থেকেও আগুন সৃষ্টি হতে পারে– ইয়াসীন ঃ ৮১ পৃ. ৯১৯; নতুন আবিষ্কারসমূহের মাধ্যমে 'মালা-এ-আ'লা' তথা উর্ধ্বলোকের গোপন রহস্য জানার লক্ষ্যে মানবীয় চেষ্টাপ্রয়াস– সূরা আস্ সাফ্‌ফাতের ভূমিকা; তেজস্ক্রিয় বায়ু প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে দেয়– সূরা আল্ আহ্‌কাফের ভূমিকা; ক্ষুদ্র পরমাণুর ভেতর আগুন অবরুদ্ধ হওয়ার উল্লেখ (বর্ণনা)– সূরা আল্ হুমাযার ভূমিকা; আণবিক বোমা বিস্ফোরণে নির্গত তেজস্ক্রিয় তরঙ্গ হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়– সূরা আল্ হুমাযার ভূমিকা; আণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীঃ 'যখন আকাশ তেজস্ক্রিয় তরঙ্গ বর্ষণ করবে'– সূরা আল্ মুরসালাতের ভূমিকা; 'দুখান' শব্দটি দ্বারা আণবিক ধুয়াকে বুঝায়– সূরা আদ্ দুখানের ভূমিকা;

বিজ্ঞান ঃ গোপন কর্মকান্ড সাধন করে পশ্চাৎগমনকারী নৌযানগুলোকে সাক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা ; সূরা আল্ নাযেয়াতের ভূমিকা; 'আখারীন' তথা পরবর্তীদের যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে সাক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা– সূরা আল্ মুরসালাতের ভূমিকা; একই জায়গায় অবস্থান করেও Dimensions বদলে যাওয়ার দরুন দুটি বস্তুর মাঝে একটির সম্পর্ক আরেকটির সাথে বজায় থাকে না– সূরা আল্ হাদীদের ভূমিকা; আঁ হযরত (সাঃ)কে আপেক্ষিকতা (Relativity) সম্পর্কীয় ধারণা প্রদান করা হয়েছিল– সূরা আল্ হাদীদের ভূমিকা; মানুষ সূর্য ও চন্দ্রের ঘূর্ণন থেকে হিসাব নিকাশ তথা অঙ্কশাস্ত্রের সন্ধান পায়– আর্‌রহমান ঃ ৬ পৃ. ১১১৫; নভোমন্ডলীয় গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে তথ্যাদি– ইয়াসীন ঃ ৩৯-৪১ পৃ. ৯১৪; Mateors এর উল্লেখ এবং আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ সম্পর্কে বর্ণনা– আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ৭-৯ পৃ. ৯২৩; রকেটযোগে আকাশের পরিমন্ডল অতিক্রম করতে গিয়ে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধুম্র বিস্ফোরণ– আর্‌রহ্‌মান ঃ ৩৬ পৃ. ১১১৯; বৈজ্ঞানিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত নভোমন্ডলীয় গ্রহনক্ষত্র কর্তৃক প্রস্তর বর্ষণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রকেটে বসে নভোচরণে সক্ষম হবেন না– আর্ রাহমান ঃ ৩৪ পৃ. ১১১৯; পৃথিবী ও আকাশে প্রবেশকারী ও এ থেকে নির্গমনকারী বস্তুগুলো এবং অগ্নিশিখার বর্ণনা– আল্ হাদীদ ঃ ৫ পৃ. ১১৪১; ব্যাক্টেরিয়া (জিন্) সৃষ্টির উল্লেখ– আল্ হিজ্‌র ঃ ২৮ পৃ. ৫১৪; সৃষ্টির সূচনাকালে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া আকাশ থেকে বর্ষিত তেজস্ক্রিয় তরঙ্গের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়– সূরা আর্ রাহ্‌মানের ভূমিকা; ভাইরাস (Virus) ও ব্যাক্টেরিয়া (Bacterea)-ও জিনবিশেষ– সূরা আর্ রাহ্‌মানের ভূমিকা; 'ফামা ফাওকাহা' দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বুঝায়– আল্ বাকারা ঃ ২৭ পৃ. ২১; পাখিকুলের বিশেষ গড়ন ও গঠনের দিকে ইঙ্গিত– আল্ মুল্‌ক ঃ ২০ পৃ. ১১৯৬; পবিত্র কুরআনে Genetic Engineering সম্পর্কে জ্ঞান হা মীম– আস্ সিজদা ঃ২১ পৃ. ৯৮৯; স্বয়ং আলো চোখে উপনীত হওয়ার কারণে চোখ দেখতে পায়– আল্ আনআম ঃ ১০৪ পৃ. ২৮৮।

বা'ল (আরবদের একটা দেবতা) ঃ আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ১২৬ পৃ. ৯৩৪; **বালা'ম বাউর–** আল্ আ'রাফ ঃ ৭৭ পৃ. ৩২৪।

বনু নযীর (মদীনার ইহুদী গোত্র) এর দেশান্তরিত হওয়ার ঘঁনা ঃ আল্ হাশ্‌র ঃ ৩ পৃ. ১১৫২।

বনী ইসরাঈল (আরও দেখুনঃ ইহুদী) ঃ মূসার কিতাব কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য হেদোয়াত ছিল– বনী ইসরাঈল ঃ ৩ পৃ. ৫৫৪; আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আল্ বাকারা ঃ ৮৪, ৯৪ পৃ. ৪১,৪৪, আল্ মায়েদা ঃ ১৩, ১৪ পৃ. ২৩২,২৩৩; তাদের একজন তার সদৃশ্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল– আল্ আহ্‌কাফ ঃ ১১ পৃ. ১০৩৮; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজী– আল্ বাকারা ঃ ৪১, ৪৮, ১২৩ পৃ. ২৮,২৯,৫৩, ইউনুস ঃ ৯৪ পৃ. ৪২৬; বনী ইসরাঈলকে তার সাথে পাঠানোর জন্য ফেরাউনের কাছে মূসার দাবী– আল্ আ'রাফ ঃ ১০৬ পৃ. ৩৩০, তা হা ঃ ৪৮ পৃ. ৬৪০; বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করানোর মাধ্যমে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি প্রদান– ইউনুস ঃ ৯১ পৃ. ৪২৬; লাঞ্ছনাদায়ক আযাব থেকে উদ্ধার– আদ্‌দুখান ঃ ৩১ পৃ. ১০২৬।

'ভ'

আযাব দিতে থাকবে– আল্ আ'রাফ ঃ ১৬৮ পৃ. ৩৪৬; ইহুদীরা ধরাপৃষ্ঠে দুবার ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবে– বনী ইসরাঈল ঃ ৫ পৃ. ৫৫৪ আখারীনের (তথা পরবর্তীদের) মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দ্বিতীয় আবির্ভাব– আল্ জুমু'আ ঃ ৪ পৃ. ১১৭০; এক কমর (পূর্ণ চন্দ্র) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যা সূর্যের পর তাকে অনুসরণ করে উদিত হবে– আশ্শাম্স ঃ ৩ পৃ. ১৩১৭; সমুদয় রসূলের বিকাশস্থল (তথা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি) আবির্ভূত হবেন– আল্ মুরসালাত ঃ ১২ পৃ. ১২৫৬; 'ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর প্রাধান্য বিস্তার– আল্ আম্বিয়া ঃ ৯৭ পৃ. ৬৭৬, আল্ কাহ্ফ ঃ ৯৫ পৃ. ৬০৩; Genetic Engineering (প্রজনন বিজ্ঞান) আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– আন্ নিসা ঃ ১২০ পৃ. ২১০; ভবিষ্যৎকালে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধীয় তথা ভূবিদ্যার বিরাট উন্নতি এবং মানসিক ব্যাধি সম্পর্কীয় জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ– আল্ আদিয়াত ঃ ১০, ১১ পৃ. ১৩৪৭; জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি– আত্ তাকভীর ঃ ১২ পৃ. ১২৭৮, আর্ রহ্মান ঃ ৩৮ পৃ. ১১১৯; পৃথিবীর প্রান্তগুলোর বিস্তৃতি ঘটবে– আল্ ইনশিকাক ঃ ৪ পৃ. ১২৯০।

ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ঃ দুটি পূর্ব ও দুটি পশ্চিম সম্পর্কে উল্লেখ এবং ভবিষ্যৎকালে সুবিশাল আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– আর্ রাহ্মান ঃ ১৮ পৃ. ১১১৭; মানুষ এ বিশ্বজগতকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করবে– আর্ রহ্মান ঃ ৩৪ পৃ. ১১১৯; সমুদ্রগুলোর একটিকে আরেকটির সাথে মিলানোর চেষ্টা করা হবে– আর্ রহ্মান ঃ ২০ পৃ. ১১১৭; প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অন্তরায় তুলে দেয়া হবে– আল্ ফুরকান ঃ ৫৪ পৃ. ৭৫৩; সুয়েজ খাল খননের ভবিষ্যদ্বাণী– আর্ রহ্মান ঃ ২০-২৩ পৃ. ১১১৭; ভূবিদ্যার উন্নতি– আল্ ইনশিকাক ঃ ৫ পৃ. ১২৯০; কবরে সমাহিত গোপন তথ্যাদি উদ্ঘাটিত করা হবে– আল্ ইনফিতার ঃ ৫ পৃ. ১২৮২; পৃথিবী নিজ ভান্ডারসমূহ উদগীরণ করবে– আল্ যিলযাল ঃ ৩ পৃ. ১৩৪৩; নূহ্ (আঃ)-এর নৌকা সংরক্ষিত আছে এবং সময় এলে বের করে আনা হবে– আল্ কামার ঃ ১৪-১৬ পৃ. ১১০৮; পাহাড়সম সামুদ্রিক জাহাজ নির্মিত হবে– আর্ রহ্মান ঃ ২৫ পৃ. ১১১৮, আশ্শূরা ঃ ৩৩ পৃ. ১০০৪; যুদ্ধে ডুবো জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– সূরা আন্ নাযেয়াতের ভূমিকা; উট পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে– আত্ তাক্ভীর ঃ ৫ পৃ. ১২৭৭; বই-পুস্তকের ব্যাপক প্রসার ঘটবে– আত্ তাক্ভীর ঃ ১১ পৃ. ১২৭৮; কুরআন করীম বিপুলভাবে লিখিত (মুদ্রিত) হবে– আত্ তূর ঃ ৩ পৃ. ১০৮৮; ভবিষ্যৎ কালের সভ্য জাতিসমূহের উল্লেখ– আত্ তাক্ভীর ঃ ৯-১০ পৃ. ১২৭৮; নির্যাতিত আহ্মদী মুসলিমদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী যে তাদের বাড়ীঘর পোড়ানো হবে– আল্ বুরূজ ঃ ৫-৮ পৃ. ১২৯৪-১২৯৫; কন্যা সন্তানদের জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুঁতে দেয়ার প্রথার অবসান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী – আত্ তাক্ভীর ঃ ৯ পৃ. ১২৭৮; চিড়িয়াখানার প্রচলন– আত্ তাক্ভীর ঃ ৬ পৃ. ১২৭৮; পৃথিবীর সব জাতির পারস্পরিক যোগাযোগ– আত্ তাক্ভীর ঃ ৮ পৃ. ১২৭৮; আকাশসমূহে বিচরণকারী সৃষ্ট জীবকে পৃথিবীর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে একদিন একত্র করে দেয়া হবে– আশ্শূরা ঃ ৩০ পৃ. ১০০৪; যাদের ক্ষমতা লাভ Divide and Rule নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের জাতিবর্গ সৃষ্টি হবে– আল্ ফালাক ঃ ৫ পৃ. ১৩৮১; শেষ যুগে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কুপ্ররোচনা দান– আন্ নাস ঃ ৫-৭ পৃ. ১৩৮৩-১৩৮৪।

ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে জ্ঞাত করা হয় যে সূরা আদ্ দুখানের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (পৃথিবীতে) দাজ্জালের বিস্তার লাভকালে পুরা হবে; সূরা আদ্ দুখানের ভূমিকা ; বিশ্বযুদ্ধগুলোর স্বরূপ বর্ণনা– আর্ রহ্মান ঃ ৪০ পৃ. ১১২০; আকাশ থেকে আগুনের বৃষ্টি (অগ্নি বর্ষণ)– আর্ রহ্মান ঃ ৩৬ পৃ. ১১১৯; আণবিক বোমা হামলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– আল্ মা'আরিজ ঃ ৯, ১০ পৃ. ১২১৪; আণবিক ধূয়ার দিকে ইঙ্গিত– সূরা আদ্ দুখানের ভূমিকা– আদ্ দুখান ঃ ১১ পৃ. ১০২৪; নতুন নতুন যানবাহন আবিস্কৃত হবে– আন্নাহ্ল ঃ ৯ পৃ. ৫২৭; উড়োজাহাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– সূরা আল্ ওয়াকেআর ভূমিকা; যুদ্ধে ব্যবহৃত উড়োজাহাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সূরা আল্ ওয়াকেআর ভূমিকা; যুদ্ধ জাহাজ থেকে শত্রুদের ওপর বিপুল সংখ্যক প্রচারপত্র ফেলা হবে, যেগুলোতে বার্তা থাকবে– সূরা আল্ ওয়াকেআর ভূমিকা ; দ্রুততম (সামুদ্রিক) জাহাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– আল্ মুরসালাত ঃ ৩ পৃ. ১২৫৫; তিন শাখাবিশিষ্ট আগুন বলতে যা বুঝায়– আল্ মুরসালাত ঃ ৩১ পৃ. ১২৫৭

'ম'

তথা উপায়–আল্ মায়েদা ঃ ৩৬ পৃ. ২৩৮; তাঁর সত্তা জাতির জন্য রক্ষাকবজস্বরূপ– আল্ আনফাল ঃ ৩৪ পৃ. ৩৬৫; তাঁর 'মৃতদের জীবিত করা' এর মর্মার্থ– আল্ আনফাল ঃ ২৫ পৃ. ৩৬৩; আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তা কর্তৃক তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ– আল্ আহ্যাব ঃ ৫৭ পৃ. ৮৮১; তাঁর প্রতি মু'মিনদের দুরূদ ও সালাম পাঠানোর আদেশ– আল্ আহ্যাব ঃ ৫৭ পৃ. ৮৮১

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম : কুরআন করীমে তাঁর মাকাম (তথা পদমর্যাদা) ঃ "রহ্মাতুল্-লিল্-'আলামীন"– আল্ আম্বিয়া ঃ ১০৮ পৃ. ৬৭৮; সার্বজনীন বিশ্বনবী– আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৯ পৃ. ৩৪৪, সাবা ঃ ২৯ পৃ. ৮৯৩; পূর্বপশ্চিমের একমাত্র নবী– আন্ নূর ঃ ৩৬ পৃ. ৭৩৩; পরকালে সব উম্মতের সামনে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়া– আন্নিসা ঃ ৪২ পৃ. ১৯১; তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য –সব ধর্মের ওপর ইসলামের প্রাধান্যবিস্তার– আত্তাওবা ঃ ৩৩ পৃ. ৩৮৫; ইস্রা– বনী ইসরাঈল ঃ ২ পৃ. ৫৫৩; মে'রাজ– আন্নাজ্ম ঃ ৯-১৫ পৃ. ১০৯৭-১০৯৮; মি'রাজ এক ধ্রুবসত্য দিব্যস্বপ্ন (কাশ্ফ)– আন্নাজ্ম ঃ ১২ পৃ. ১০৯৮; তাঁকে (সাঃ) সারা বিশ্বের রূহানী রাজত্ব দান করা হয়েছে– সাবা ঃ ২৯ পৃ. ৮৯৩; তাঁর ফয়েয ও কল্যাণ অফুরন্ত, যা কখনো শেষ হবে না– সূরা কাওসারের ভূমিকা; মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধনকারী সত্তা (সাঃ)– সুরা আল্ হাদীদের ভূমিকা; তাঁর (সাঃ) শাফা'আতের ব্যাপক পরিধি– সূরা ইউনুসের ভূমিকা।

আবির্ভাব ঃ একান্ত প্রয়োজনের সময়ে তিনি আবির্ভূত হন– আর্রূম ঃ ৪২ পৃ. ৮৪৪; তাঁর আবির্ভাবের জন্য হযরত ইব্রাহীমের দোয়া– আল্ বাকারা ঃ ১৩০ পৃ. ৫৫; তিনি ইব্রাহীমী দোয়াসমূহের প্রতিফলন– সূরা ইবরাহীমের ভূমিকা; তাঁর আবির্ভাব মু'মিনদের প্রতি এক মহা অনুগ্রহ– আলে ইমরান ঃ ১৬৫ পৃ. ১৬৩; তিনি (সাঃ) রসূলদের আবির্ভাবের সুদীর্ঘ বিরতির পর আবির্ভূত হয়েছেন– আল্ মায়েদা ঃ ২০ পৃ. ২৩৪; উম্মীদের মাঝে আবির্ভাব– আল্ জুমু'আ ঃ ৩ পৃ. ১১৭০; হযরত মূসার সাথে তাঁর সাদৃশ্য– আল্ মুয্যাম্মিল ঃ ১৬ পৃ. ১২৩৩; মূসা (আঃ) এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা– আস্ সিজ্দা ঃ ২৪ পৃ. ৮৬০; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কুরআন করীমে তাঁর মাকাম (তথা পদ মর্যাদা) বিষয়বস্তু আঁ হযরত (সাঃ)কে দেয়া হিকমত ও প্রজ্ঞায় উপনীত হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় ধৈর্য হযরত মূসা (আঃ)এর প্রতিভায় ছিল না– আল্ কাহ্ফ ঃ ৬৮ পৃ. ৫৯৮; তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা– আল্ আ'রাফ ঃ ৩০ পৃ. ৩১৩; আহ্মদ সম্পর্কে ঈসা ইবনে মরিয়মের সুসংবাদ– আস্সাফফ্ ঃ ৭ পৃ. ১১৬৬; সত্য ও খাঁটি আহ্লে কিতাব তাঁকে ভালভাবে চিনে– আল্ আন্'আম ঃ ২১ পৃ. ২৬৭; খৃষ্টানদের একটি দল তাঁর (সাঃ) সত্যতা অনুধাবন করেছে– আল্ মায়েদা ঃ ৮৪ পৃ. ২৫১; তিনি (সাঃ) তাওরাত ও পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতাসাধনকারী– আল্ বাকারা ঃ ১০২ পৃ. ৪৬।

মহান চারিত্রিক গুণাবলী ঃ মহান চারিত্রিক গুণাবলীতে প্রতিষ্ঠিত– আল্ কলম ঃ ৫ পৃ. ১২০০; তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা– আল্ আহ্যাব ঃ ৭ পৃ. ৮৬৫; কোমলহৃদয়, নম্রভাষী– আলে ইমরান ঃ ১৬০ পৃ. ১৬১-১৬২, ক্বাফ ঃ ৪৬ পৃ. ১০৭৮; মু'মিনদের জন্য 'রউফ' (মমতাময়) ও 'রহীম' (বার বার কৃপাকারী)– আত্তাওবা ঃ ১২৮ পৃ. ৪০৫; সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি– আল্ কাহ্ফ ঃ ৭ পৃ. ৫৮১, আশ্শু'আরা ঃ ৪ পৃ. ৭৫৯, ফাতির ঃ ৯ পৃ. ৯০০; তিনি (সাঃ) মানুষের ওপর দারোগা নন– আল্ গাশিয়া ঃ ২৩ পৃ. ১৩০৬; তাঁর (সাঃ) দৃষ্টান্তবিহীন ক্ষমাশীলতা– আল্ মুনাফিকূন ঃ ৭ পৃ. ১১৭৫।

ঐশী অনুগ্রহ ঃ তাঁর প্রতি ঐশী অনুগ্রহরাজীর বর্ণনা– আন্নিসা ঃ ১১৪ পৃ. ২০৯; তাঁকে 'সাব্আ মাসানী' (বহুল পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত) এবং মহান কুরআন দান করা হয়েছে– আল্ হিজ্র ঃ ৮৮ পৃ. ৫২১; তাঁর (সাঃ) প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত পূর্ববর্তী মুহূর্তের চেয়ে উত্তম– আয্যোহা ঃ ৫ পৃ. ১৩২৫; ঐশী সংরক্ষণ ও হিফাযতের প্রতিশ্রুতি– আল্ মায়েদা ঃ ৬৮ পৃ. ২৪৭, আত্তূর ঃ ৪৯ পৃ. ১০৯৪; আল্লাহ্ তাঁর (সাঃ) প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হননি– আয্যোহা ঃ ৪ পৃ. ১৩২৫; তাঁর হিজরত– আত্তাওবা ঃ ৪০ পৃ. ৩৮৭, মুহাম্মাদ ঃ ১৪ পৃ. ১০৪৮; মদীনার দিকে হিজরতকালে প্রশান্তির অবতরণ– আত্তাওবা ঃ ৪০ পৃ. ৩৮৭; তিনি (সাঃ) কবি নন– আত্ তূর ঃ ৩১ পৃ. ১০৯২।

উম্মী (নিরক্ষর) ঃ তাঁর উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়ার মর্যাদা– আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৮, ১৫৯ পৃ. ৩৪২-৩৪৪, আনকাবূত ঃ ৪৯ পৃ. ৮৩০, আশ্শূরা ঃ ৫৩ পৃ. ১০০৮।

রিসালতের দায়দায়িত্ব ঃ তাঁর (সাঃ) রিসালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ– আল্ বাকারা ঃ ৩০ পৃ. ১২৫, আল্ জুমু'আ ঃ ৩ পৃ. ১১৭০; তাঁর ওপর অতি ভারী দায়িত্বাবলী ন্যস্ত করা হয়– আল্ মুয্যাম্মিল ঃ ৬ পৃ. ১২৩১; তাঁর প্রতি ন্যস্ত আমানতের গুরুভারে ও এর প্রতাপে পাহাড়পর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত– আল্ আহ্যাব ঃ ৭৩ পৃ. ৮৮৩; তাঁর 'যালূমান্ জাহূলা' হওয়ার মর্মার্থ– আল্ আহ্যাব ঃ ৭৩ পৃ. ৮৮৩; "দাওয়াত ইলাল্লাহ্"–আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের নির্দেশ– আল্ হাজ্জ ঃ ৬৮ পৃ. ৬৯৮, আল্ হিজ্র ঃ ৯৫ পৃ. ৫২২, আল্ মায়েদা ঃ ৬৮ পৃ. ২৪৭, আল্ বাকারা ঃ ১২০ পৃ. ১৪৯- ১৫০, আশ্শু'আরা ঃ ২১৫ পৃ. ৭৭৯; আল্লাহ্র পথে 'কিতাল' (অর্থাৎ অস্ত্রযুদ্ধ)এর আদেশ– আন্নিসা ঃ ৮৫ পৃ. ২০১; মু'মিনদের প্রতি সহানুভূতি ও প্রীতিপূর্ণ আচরণের নির্দেশ– আশ্শু'আরা ঃ ২১৬ পৃ. ৭৭৯; ক্ষমা ও মার্জনা নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ হিসেবে আত্মস্থ করার নির্দেশ– আল্ হিজ্র ঃ ৮৬ পৃ. ৫২১; নিজেকে ও সাহাবাদেরকে ইস্তেকামত তথা দৃঢ় থাকার সদ্গুণে গুণান্বিত করার নির্দেশ– হূদ ঃ ১১৩ পৃ. ৪৫৬; সাহাবাদের কাছে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ– আলে ইমরান ঃ ১৬০ পৃ. ১৬১-১৬২ তাঁর (সাঃ) কাছেও নবীদের সাহায্যের 'মীসাক' তথা অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়– আল্ আহ্যাব ঃ ৮ পৃ. ৮৬৫ ।

'গায়েব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান ঃ তাঁকে (সাঃ) বিপুল সংখ্যক গায়েবের সংবাদ দান করা হয়েছে– ইউসুফ ঃ ১০৩ পৃ. ৪৮১; তিনি গায়েবের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ এর সংবাদ দানে) কৃপণ ছিলেন না– আত্তাকভীর ঃ ২৫ পৃ. ১২৮০; প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলতেন না– আন্নাজ্ম ঃ ৪৫ পৃ. ১১০২; তিনি (সাঃ) স্বয়ং 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত) ছিলেন না– আল্ আন্আম ঃ ৫১ পৃ. ২৭৩, আল্ আ'রাফ ঃ ১৮৯ পৃ. ৩৫১, আল্ আম্বিয়া ঃ ১১০ পৃ. ৬৭৮, আল্ আহ্যাব ঃ ৬৪ পৃ. ৮৮২; তাঁকে সেই যুগে Relativity-এর ভাবধারণা বুঝানো হয়– সূরা আল্ হাদীদের ভূমিকা ।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম : 'বাশারীয়্যত' মানবসুলভতা ঃ এতীম হওয়া– আয্যোহা ঃ ৭ পৃ. ১৩২৫, মানবসুলভ সীমাবদ্ধতা বা সহজাত বিষয়াদি– আল্ ফুরকান ঃ ৮ পৃ. ৭৪৫, আল্ আ'রাফ ঃ ১৮৯ পৃ. ৩৫১, আলে ইমরান ঃ ১৪৫ পৃ. ১৫৬, বনী ইসরাঈল ঃ ১১১ পৃ. ৫৭৭ ।

তাঁর (সাঃ) ইবাদত ও দোয়াসমূহ ঃ আল্লাহ্ তাঁকে (সাঃ) দৃষ্টান্ততুল্য 'আব্দ' আখ্যা দিয়েছেন– আল্ জিন্ ঃ ২০ পৃ. ১২২৭, আল্ আলাক্ ঃ ১১ পৃ. ১৩৩৫; তাঁকে শেখানো কতিপয় দোয়া– বনী ইসরাঈল ঃ ৮১ পৃ. ৫৭১, বনী ইসরাঈল ঃ ২৫ পৃ. ৫৬০, তা হা ঃ ১১৫ পৃ. ৬৫১, আল্ মু'মিনূন ঃ ৯৮ পৃ. ৭১৭ ।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামঃ বিরোধিতা ঃ তাঁকে বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক নামায আদায়ে বাধা প্রদান– আল্ আলাক ঃ ১০, ১১ পৃ. ১৩৩৫; তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে বিরোধীদের ইচ্ছা ও সংকল্প– আল্ আনফাল ঃ ৩১ পৃ. ৩৬৪; তাঁর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র– আন্নিসা ঃ ৮২ পৃ. ২০০; বিরুদ্ধবাদীদের অযৌক্তিক দাবী– আল্ আন্আম ঃ ৯, পৃ. ২৬৫, বনী ইসরাঈল ঃ ৯১-৯৪ পৃ. ৫৭৩-৫৭৪, আল্ কাসাস ঃ ৪৯ পৃ. ৮১৩; তাঁকে অস্বীকারকারীদের উন্মাদ বলা– আল্ হিজ্র ঃ ৭ পৃ. ৫১০, আল্ মু'মিনূন ঃ ৭১ পৃ. ৭১৪; কাফিরদের অপবাদ যে তাঁকে (সাঃ) কোন ব্যক্তি শিক্ষা দেয়– আন্নাহ্ল ঃ ১০৪ পৃ. ৫৪৫; বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করার নির্দেশ– আল্ আহ্যাব ঃ ৪৯ পৃ. ৮৭৭ ।

সত্যতা ঃ ইহুদীদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান– আল্ জুমু'আ ঃ ৭ পৃ. ১১৭১; খৃষ্টানদেরকে মুবাহালার আহ্বান– আলে ইমরান ঃ ৫২ পৃ. ১৩৪; তাঁর সত্যতার একটি যুক্তিগত প্রমাণ– ইউনুস ঃ ১৭ পৃ. ৪১১; তাঁর সত্যতার একটি মাপকাঠি– আল্ হাক্কা ঃ ৪৫-৪৮ পৃ. ১২১১; তাঁর পরে তাঁর একজন 'শাহেদ' (সাক্ষ্যদাতা) আসবে– হূদ ঃ ১৮ পৃ. ৪৩৫; মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে তাঁর (সাঃ) আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী– আস্সাফ্ ঃ ৭ পৃ. ১১৬৬; মক্কায় তাঁর ফিরে আসার ভবিষ্যদ্বাণী আল্ কাসাস ঃ ৮৬ পৃ. ৮১৯ ।

মরিয়ম আলায়হাস সালাম ঃ তাঁকে মায়ের গর্ভে থাকাকালে 'ওয়াকৃফ' তথা উৎসর্গ করা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তা গৃহীত হওয়া– আলে ইমরান ঃ ৩৬-৩৮, পৃ. ১২৬-১২৮; তাঁর মা তাঁর নাম রাখেন মরিয়ম– আলে ইমরান ঃ ৩৭ পৃ. ১২৭; হযরত যাকারিয়া তাঁর তত্ত্বাবধান ও তরবিয়ত করেন– আলে ইমরান ঃ ৩৮ পৃ. ১২৮; তাঁর যুগের সব মহিলার মাঝে তাঁকে বেছে নেয়া হয়– আলে ইমরান ঃ ৪৩ পৃ. ১২৯; একজন মর্যাদাবান, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও

য

র

ল

শ

স

পৃ. ৩৯৭; মদীনার আনসার (সাহাবা) কর্তৃক দৃষ্টান্তস্থানীয় ত্যাগ স্বীকার– আল্ হাশ্‌র ঃ ১০ পৃ. ১১৫৪; মুহাজের সাহাবার সাথে আনসারদের ভালবাসা– আল্ হাশ্‌র ঃ ১০ পৃ. ১১৫৪; সাহাবা (রা:) একে অন্যের ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলেন– আলে ইমরান ঃ ১০৪ পৃ. ১৪৬; সাহাবা কিরামের পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসা– আল্ ফাত্‌হ ঃ ৩০ পৃ. ১০৬৩; সাহাবা কিরামের নিজেদের মাঝে একে অন্যের প্রতি হিংসাবিদ্বেষ থেকে মুক্ত ও পাকপবিত্র হওয়া– আল্ হিজ্‌র ঃ ৪৮ পৃ. ৫১৬; সাহাবা কিরামের গুণাবলী– আল্ ফাত্‌হ ঃ ৩০ পৃ. ১০৬৩; মুহাজেরীন (সাহাবা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী ছিলেন– আল্ হাশ্‌র ঃ ৯ পৃ. ১১৫৪; আল্লাহ্ তাআলা মুহাজেরীন ও আনসার সাহাবীদের প্রতি সস্নেহে মনোযোগী হলেন– আত্‌তাওবা ঃ ১১৭ পৃ. ৪০৩; আল্লাহ্ সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট– আত্‌তাওবা ঃ ১০০ পৃ. ৩৯৯; 'বাই'আত রিযওয়ানে' শামিল সাহাবাদের প্রতি আল্লাহ্ রাজী হয়েছেন– আল্ ফাতাহ্ ঃ ১৯ পৃ. ১০৬০; সাহাবা কিরাম 'রূহুল কুদুস' তথা পবিত্রাত্মার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন– আল্ মুজাদিলা ঃ ২৩ পৃ. ১১৫০; 'সানিয়াস্ নাইনে ইযহুমা ফিল গারি' (গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁদের দুজনের মাঝে সে ছিল দ্বিতীয়)– আত্‌তাওবা ঃ ৪০ পৃ. ৩৮৭; ব্যবসায়বাণিজ্য সাহাবাদেরকে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে উদাসীন করতো না– আন্নূর ঃ ৩৮ পৃ. ৭৩৪; ঈমানে অগ্রগামী সাহাবাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা এবং তাদের প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ না করাও মু'মিনদের অবশ্যকর্তব্য– আল্ হাশ্‌র ঃ ১১, পৃ. ১১৫৫; শেষ যুগে সাহাবাদের নূর ও জ্যোতিকে ম্লান করে দেয়ার ভবিষ্যদ্বাণী– আত্ তাকভীর ঃ ৩ পৃ. ১২৭৭; 'আখারীন' তথা পরবর্তীদের মাঝে সাহাবাদের 'মাসীল'– আল্ জুম্‌আ ঃ ৪ পৃ. ১১৭০

সামেরী ঃ সামেরী কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে বিপথগামী করা– তা হা ঃ ৮৬ পৃ. ৬৪৭; হযরত মূসা সামেরীর জবাবদিহী করেন– তা হা ঃ ৯৬ পৃ. ৬৪৯; সামেরী কুষ্ঠরোগের শিকার হয়েছিল– তা হা ঃ ৯৮ পৃ. ৬৪৯

সামূদ (জাতি) ঃ এটি আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত ছিল– আল্ আ'রাফ ঃ ১৫ পৃ. ৩০৯; তাদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আ:) প্রেরিত হয়েছিলেন– আল্ আ'রাফ ঃ ৭৪ পৃ. ৩২৩-৩২৪; পাথর কেটে ঘর বানানো– আল্ হিজ্‌র ঃ ৮৩ পৃ. ৫২০; সামূদ জাতির নবীদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা– আশ্‌শু'আরা ঃ ১৪২ পৃ. ৭৭২, আল্ কামার ঃ ২৪ পৃ. ১১০৯, ক্বাফ ঃ ১৩ পৃ. ১০৭৩; হযরত সালেহ্ (আ:) এর উষ্ট্রী তাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ ছিল– বনী ইসরাঈল ঃ ৬০ পৃ. ৫৬৬; এরা 'আস্‌হাবুল হিজ্‌র' নামেও অভিহিত– আল্ হিজ্‌র ঃ ৮১ পৃ. ৫২০; তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া– হূদ ঃ ৬৮, ৬৯ পৃ. ৪৪৭।

সাবা (আরো দেখুন : 'সুলায়মান') ঃ সাবা জাতির সন্ধি– সাবা ঃ ১৬ পৃ. ৮৯০

সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম ঃ সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন– আন্নামল ঃ ১৭ পৃ. ৭৮৪; তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ঘন ঘন বিনত হতেন– সাদ ঃ ৩০ পৃ. ৯৪৫; তাঁকে 'মানতাকিত্‌তাইর' (পাখিদের ভাষা) শিখানো হয়– আন্নামল ঃ ১৭ পৃ. ৭৮৪; পাখিদের ভাষা শিখানোর মূলতত্ত্ব– আন্ নামল ঃ ১৭ পৃ. ৭৮৪; বায়ুমন্ডল তাঁর সেবায় নিয়োজিত হওয়া– সাবা ঃ ১৩ পৃ. ৮৮৯, আল্ আম্বিয়া ঃ ৮২ পৃ. ৬৭২, সাদ ঃ ৩৭ পৃ. ৯৪৭; সুলায়মান (আ:) কর্তৃক জিন্, ইনসান এবং পাখিদের বাহিনী একত্র করা হয়েছিল– আন্নামল ঃ ১৮ পৃ. ৭৮৫; জিন্‌দের তাঁর আনুগত্য করা– আন্নামল ঃ ৪০ পৃ. ৭৯০; তাঁর যুগে তামার দ্বারা জিনিসপত্র নির্মাণের কারখানা– সাবা ঃ ১৩ পৃ. ৮৮৯; নামাল উপত্যকায় তাঁর বাহিনীর যাত্রা– আন্নামল ঃ ১৯ পৃ. ৭৮৬; ঘোড়ার প্রতি তাঁর ভালবাসা– সাদ ঃ ৩২-৩৪ পৃ. ৯৪৬; হুদ্‌হুদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান– আন্নামল ঃ ২১ পৃ. ৭৮৬; সাবার রানীকে তৌহীদের প্রতি আহ্বানের চিঠি– আন্নামল ঃ ১৯-৩২ পৃ. ৭৮৬-৭৮৯ সাবার রানীর পক্ষ থেকে হযরত সুলায়মানের উদ্দেশ্যে উপহার পাঠানো– আন্নামল ঃ ৩৬ পৃ. ৭৮৯; সাবার রানীর সিংহাসনের মত সিংহাসন তৈরী করানো– আন্নামল ঃ ৩৯-৪২ পৃ. ৭৯০-৭৯১; সাবার রানীকে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রাসাদ নির্মাণ করানো– আন্নামল ঃ ৪৫ পৃ. ৭৯২; হযরত সোলেয়মানের হাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে রানীর ঈমান আনয়ন– আন্নামল ঃ ৪৫ পৃ. ৭৯২; একটি ক্ষেতের বিষয়ে হযরত দাউদ ও সুলায়মানের বিবাদ নিষ্পত্তি- আল্ আম্বিয়া ঃ ৭৯ পৃ. ৬৭১; অযোগ্য পুত্রের সিংহাসনারোহণ এবং রাজত্বের পতন– সাবা ঃ ১৫ পৃ. ৮৯০, সাদ ঃ ৩৫ পৃ. ৯৪৬; সুলায়মান কুফরী করেননি– আল্ বাকারা ঃ ১০৩ পৃ. ৪৬-৪৭।

হ

ক্ষ